পাণ্ডব
গোয়েন্দা
সমগ্র
২

গোয়েন্দা সমগ্র

২

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

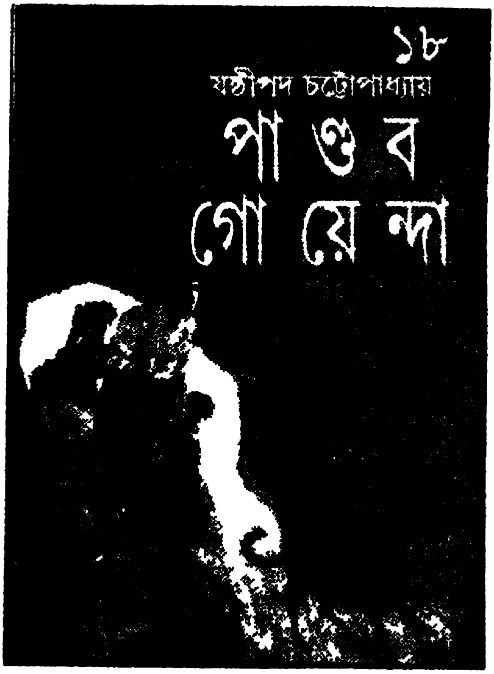
আনন্দ

ISBN 81-7756-502-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৪০০.০০

সূচিপত্র



পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৮

ঊনত্রিংশ অভিযান

এ-বছর শরতের শুরুতেই আকাশে কী দুর্যোগের ঘনঘটা। কী যে হল আকাশটার, তা কে জানে? কখনও মেঘে ঢাকা, কখনও রিমঝিম, কখনও বা বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা কয়েকদিনের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠল তাই। কী নিদারুণ বন্দিদশা। মিত্তিরদের বাগানে যাওয়া বন্ধ। ভোরে উঠে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ। শুধু মেঘ, মেঘ আর মেঘ। মেঘ, বৃষ্টি, মেঘ। মেঘমুক্তির এতটুকু আশার বাণীও শোনা যায় না আবহবার্তায়।

এইভাবেই দিন কাটে। দিনের পর দিন বিরক্তির নিম্নচাপ ঘনিয়ে ওঠে সকলের মনেই। শুধু বই পড়ে, ক্যাসেটের গান শুনে আর টিভি দেখে কত সময়ই বা কাটানো যায়? অবশেষে দুর্যোগের মেঘ কেটে গেল একদিন। রাতভর বৃষ্টির পর এক সকালে ঝলমলে রোদ উঠল। বিষণ্ণ পঞ্চু শুয়ে ছিল ছাদের কোণে। একচিলতে রোদ এসে ওর মুখে পড়তেই দারুণ আনন্দে কী যে করবে ও, কিছু ভেবে পেল না। প্রথমেই তো একবার লাফিয়ে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে দেহটা টান করে নিল। তারপর ছাদের ঘেরাটার ওপর পা রেখে শাঁখের মতন মুখটাকে তুলে দু'চোখ ভরে দেখে নিল সুয্যি ভগবানকে। পরক্ষণেই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দ্রুত নেমে এল বাবলুর ঘরে।

বাবলু তখনও ঘুমোচ্ছিল। পঞ্চুর ইচ্ছে হল না ওর ঘুমটাকে ভাঙায়। তবুও উত্তেজনাকে চেপে রাখতে না পেরে ঘন ঘন লেজ নেড়ে ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

বাবলুর ঘুম তো সজাগ। তাই চোখ মেলে তাকিয়েই পঞ্চুকে দেখে উঠে বসল সে। বলল, "তোর আবার কী হল? অমন করছিস কেন? বাড়িতে অতিথি এসেছে বুঝি?"

পঞ্চু আনন্দে ওর পাজামা কামড়ে টান দিল।

মা ছিলেন পাশের ঘরে। এ-ঘরে এসে বললেন, "কে আবার আসবে? কতদিন পরে আজ একটু রোদের মুখ দেখেছে ও, তাই অমন করছে।"

বাবলুর যেন অবিশ্বাস্য মনে হল কথাটা। বলল, "রোদ উঠেছে! কই, দেখি?" বলেই তরতরিয়ে ছাদে উঠল।

পঞ্চুও চলল ওর পিছু পিছু।

সত্যিই তো! বাবলু দেখল নির্মেঘ আকাশে কত পাখি উড়ছে। চারদিকের বৃষ্টিস্নাত গাছের পাতায় নতুন রোদ চিকচিক করছে। প্রতিবেশীদের গাছে শিউলি ফুটেছে কত। হলুদ বোঁটার দুধ-সাদা ফুলগুলি যেন নিষ্পাপ শিশুর মতো হাসছে। কী চমৎকার!

বাবলু নীচে নেমে বাথরুমের কাজ সেরে ঘরে এসে বসতেই ওর মা চা-বিস্কুট আর গরম হালুয়া খেতে দিলেন ওকে। পঞ্চু হালুয়ার খুব ভক্ত, তাই একটু বেশি পরিমাণেই দিলেন।

কাগজওলা এসে খবরের কাগজ দিয়ে গেল।

আর ঠিক তখনই বাইরে একটি স্কুটারের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ যেন স্কুটার থামিয়ে নামল ওদের গেটের কাছে। কে এল?

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "দ্যাখ তো রে, কে?"

পঞ্চু একছুটে বেরিয়ে গিয়েই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে মাতিয়ে দিল চারদিক। পরক্ষণেই কুঁই-কুঁই। বাবলু বুঝল, এ তো বিরক্তির নয়, এ যে আনুগত্যের সুর। কে এল?

যে এল সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল দরজার কাছে। তার পরনে জিনস-এর প্যান্ট, টাওয়েল গেঞ্জি। বিনুনি বাঁধা চুল। চোখে সানগ্লাস। হাতে একগোছা রংবাহারি ফুল। মুখে রহস্যের হাসি। দরজা ঠেলেই সে বলল, "ভেতরে আসতে পারি?"

বিস্মিত বাবলু বলল, "শুধু আসতে নয়, বসতেও পারেন।"

"ধন্যবাদ।" বলে আসন গ্রহণ করেই বলল, "তবে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থাটা একটু ভাল করেই করবেন কিন্তু।"

"চেষ্টা করব।"

এইবার প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সে বলল, "যত শীঘ্র সম্ভব এই কাগজটাতে একটা সই করে দিন।"

বাবলু বলল, "আমি তো সই করতে পারি না। টিপসই চলবে?"

সে একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "চলবে। অ্যাকসেপ্ট করলাম।"

বাবলু কাগজের লেখাটা পড়ে একটু মুচকি হেসে বলল, "জাস্ট এ মিনিট। স্ট্যাম্পপ্যাডটা কোথায় আছে দেখি আগে।"

"ওটা পরে দেখলেও হবে। এখনই হাতের কাছে না পেলে পরে দোকান থেকে আনিয়ে টিপ্পাটা দিয়ে দেবেন।"

"খুব ভাল কথা। কিন্তু এতবড় একটা সারপ্রাইজের পর অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারটা কীরকম আশা করেন একটু জানতে পারি কি?"

"বেশি কিছু নয়, এই ধরুন ডবল ডিমের ওমলেট, সঙ্গে টোস্ট, আপনাদের বাড়ির বিখ্যাত হালুয়া আব তার সঙ্গে সন্দেশ দু'-একটা করে পেলে মন্দ হত না।"

"আর কিছু?"

"দুপুরে শুধু মাংস-ভাত হলেই চলবে।"

এমন সময় মা ঘরে ঢুকেই অবাক! বললেন, "কী ব্যাপার বিচ্ছু! তুই হঠাৎ এইরকম সাজলি কেন? তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না।"

বাবলু আনন্দের আবেগে বলল, "জানো মা, কী করেছে দুষ্টুগুলো? এই দ্যাখো," বলে কাগজটা মা'র দিকে এগিয়ে দিল বাবলু।

মা কাগজে চোখ বুলিয়েই বললেন, "ওরে বাবা! এর তো অনেক দাম।"

মায়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু ঘবে ঢুকল।

বাচ্চু বলল, "কিন্তু মাসিমা, আমাদের কাছে বাবলুদা যে এই তুচ্ছ জিনিসের চেয়েও অনেক—অনেক বেশি দামি।"

বাবলু বলল, "সত্যি, পারিসও বটে তোরা! কই দেখি কেমন জিনিস কিনেছিস।"

ওরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে এসে হালকা ধরনের লাল রঙের ছোট্ট স্কুটারকে দেখল। মা-ও দেখলেন। বাবলুর তো মন ভরে গেল স্কুটার দেখে। বলল, "এমন একটা গিফট যে তোদের কাছ থেকে পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।"

পঞ্চুরও আনন্দ কম নয়। তাই সে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি, গড়াগড়ি কত কী করতে লাগল।

বিলুর হাতে একটা সন্দেশের বাক্স ছিল। সেটা সে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "বাবা এনেছেন। অফিসের কাজে কোথায় যেন গিয়েছিলেন, আমাদের জন্য বাক্স-ভর্তি সন্দেশ নিয়ে এসেছেন।"

বাবলু বলল, "কিন্তু স্কুটার। ওটা কখন এল?"

ভোম্বল বলল, "বলছি, বলছি, সব বলছি। এটাকে আগে দালানে ঢোকাই, তারপর খেতে খেতে বলছি সব।"

মা ভেতরে গেলেন।

ওরা চাকা থেকে অল্প অল্প কাদার দাগ মুছে দালানে ঢোকাল স্কুটারটাকে। তারপর বাবলুর ঘরের সোফায় আরাম করে গুছিয়ে বসে হাসি হাসি মুখে ওর দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "এবারে বল, ব্যাপারটা কী?"

বিলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। এই তো সেদিন আমাদের পঁচিশতম অভিযান শেষ হল। তাই আমরা মনে-মনে ভাবছিলাম এই উপলক্ষে আমাদের তরফ থেকে তোকে কিছু দেওয়া যায় কিনা। আমরা ঠিকই করেছিলাম ২৫ ফাল্গুন তোর জন্মদিনে তোকে একটা স্কুটার উপহার দেব। ইতিমধ্যে বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা কাল ওই দুর্যোগেও ওদের জন্য একটা স্কুটার কিনে এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে ফোন। আমরা চারজনে যুক্তি করলাম এই স্কুটারটাই তোকে উপহার দেওয়ার। কিন্তু তোর জন্মদিনে এই উপহার দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই আজই এটা তোর হাতে তুলে দিলাম। মনে কর, এটা আমাদের শারদ শুভেচ্ছা।"

বাবলু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। বলল, "একটা স্কুটারের শখ যে আমার কতদিনের, তা কী বলব! কিনব কিনব করে কিছুতেই কেনা আর হয়ে উঠছিল না। তাই তোদের এই ভালবাসার দান আমি যে কোথায়

রাখব ভেবে পাচ্ছি না।"

মা ততক্ষণে ওদের জন্য সবকিছুই করে এনেছেন। টোস্ট, ওমলেট, হালুয়া, চা, সেইসঙ্গে বিলুর আনা সন্দেশ।

ভোম্বল খেতে খেতেই বলল, "স্কুটার তো হল। ভয়ংকর দুর্যোগের ভেতর দিয়েই এল এটা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল এই সাতসকালবেলায় ফুল পাওয়া। বৃষ্টির জন্য ক'দিন জগন্নাথঘাটে ফুলের আমদানি একদম ছিল না বলে আমাদের পাড়ার বনমালীদা কাল রাতে কোলাঘাটে গিয়েছিলেন ফুল আনতে। ভোরে ফুলের গাদা নিয়ে পাড়ায় ঢুকতেই পড়বি তো পড় আমার চোখে। একেই বলে কপাল! কোনও দরদাম নয়, হাতের কাছে যা পেলাম তুলে নিলাম। না হলে এই দুর্যোগে রজনীগন্ধার মালা, গোলাপের তোড়া পাওয়া যায় কখনও!"

মা বললেন, "যাক, খুব ভাল হয়েছে। তোরা এক কাজ কর। জলটল খা। খেয়ে পঞ্চাননতলায় একটু পুজো দিয়ে আয়। এই ধরনের নতুন কিছু কিনলে পুজো না দিয়ে তা ব্যবহার করতে নেই।"

বিচ্ছু খেতে খেতেই জিভ কেটে বলল, "এই যাঃ। আমি যে চেপে চালিয়ে নিয়ে এলাম এটাকে!"

"তাতে কী! ওতে চেপেও পুজো দিতে যেতে পারিস তোরা। মোট কথা পুজো একটা দেওয়া চাই।"

মায়ের কথামতো পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চাননতলায় চলল পুজো দিতে। সে কী আনন্দ ওদের। স্কুটারটাকে সবাই মিলে ধরাধরি করে গড়িয়ে নিয়ে চলল মন্দিরের দিকে। মন্দিরের পুরোহিতমশাই আচায্যিপাড়ার দাদু দক্ষিণা পেয়ে একটু ফুল-বেলপাতা স্কুটারে ছুঁইয়ে দিতেই বিচ্ছুকে নিয়ে বাবলু চেপে বসল তাতে।

বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু হাত উঁচিয়ে বলল, "স্টার্ট।"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলুর স্কুটার চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

অনেক পরে বিচ্ছুকে নিয়ে বাবলু যখন ফিরে এল তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু কেউ নেই।

বাবলু বলল, "ওরা আসেনি এখনও?"

মা বললেন, "কেন আসবে না? তোদের জন্য অপেক্ষা করে বসে বসে এই সবে গেল। ওরা অবশ্য আসবে এখনই। আমি সবাইকে খেতে বলেছি আজ। ও-বাড়ির রঘুকে দিয়ে মাংস আনিয়েছি। কিন্তু তোদের এত দেরি হল কেন রে?"

বাবলু স্কুটার রেখে বলল, "বাঃ। হবে না? এই স্কুটার নিয়ে চারদিক ঘুরে এলাম আমরা।"

এমন সময় হঠাৎই ফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই বাবার কণ্ঠস্বর কানে এল ওর।

"কে, বাবলা! এই শোন, তোকে একটা কথা বলি...।"

বাবলু আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, "তার আগে তোমাকে একটা দারুণ খবর দিই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা আজ আমাকে একটা স্কুটার উপহার দিয়েছে।"

"বলিস কী রে!"

"হ্যাঁ বাবা।"

"নাঃ। ওরা দেখছি তোকে সত্যিই ভালবাসে। তবে খুব সাবধানে চলাফেরা করিস কিন্তু। নতুন স্কুটার হাতে পেয়ে যেন বেপরোয়া হয়ে যাস না। কলকাতায় একদম যাবি না। আর শোন, পরশু বিশ্বকর্মা পুজো। আমার এক বন্ধু চিত্তরঞ্জনে থাকেন। ভদ্রলোক রেলের একজন পদস্থ অফিসার। ওখানে সুন্দরপাহাড়িতে নতুন বাংলো পেয়েছেন। আমাকে বিশেষ করে যেতে বলেছেন ওঁর ওখানে। তুই ইচ্ছে করলে তোর দলবল নিয়ে চলে আসতে পারিস। খুব ভাল লাগবে জায়গাটা। চারদিকে ছোট ছোট টিলা, পাহাড়। অনেক গাছপালাও আছে। সবুজে ভরা চারদিক। এখান থেকে কল্যাণেশ্বরী, মাইথনও খুব একটা দূরে নয়। এই সুযোগে সেগুলোও দেখা হয়ে যাবে। তা ছাড়া চিত্তরঞ্জনের বিশ্বকর্মা পুজো খুব বিখ্যাত। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপের নাম শুনেছিস তো? রেল ইঞ্জিন তৈরি হয় সেখানে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওই কারখানাতেও সর্বসাধারণের জন্য অবারিত দ্বার। বহু দূর-দূরান্তের লোকও ওইদিন বিশ্বকর্মা পুজো দেখতে ওখানে আসে। তোরাও আয়।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "অবশ্যই যাব। তুমিও যাবে তো বাবা?"

"চেষ্টা করব। আমি ফোনে বন্ধুকে বলে রাখছি। তোদের কোনও অসুবিধে হবে না। উত্তর সুন্দরপাহাড়ি। বিষ্ণু প্রধানের বাংলো। ওঁর ছেলের নাম জয়দীপ। এই মনে রাখলেই হবে।"

বাবলু বলল, "আমরা যদি যাই কীভাবে যাব তা হলে?"

"যদি কেন? যেভাবে ইচ্ছে চলে আসতে পারিস। যে-কোনও ট্রেনে বর্ধমানে পৌঁছে বাসেও যাওয়া যায়। তা ছাড়া হাওড়া থেকে একটানা আসতে গেলে তুফান আছে। খুব ভাল সময়ে পৌঁছয়। ওতে অবশ্য ভিড় হয় খুব। আরও একটা গাড়ি আছে, সেটা রাত্রি দশটা পঁয়তাল্লিশে ছাড়ে, মোকামা প্যাসেঞ্জার। আসানসোলে ভোর। চিত্তরঞ্জনে সকাল। তবে গাড়িটা অত্যন্ত বাজে গাড়ি। আলো-পাখা থাকে না। ধিক-ধিক করে আসে। চুরি, ডাকাতি হয়।"

বাবলু বলল, "তা হলে ওই গাড়িতেই আমরা যাব। আচ্ছা বাবা, ওতে কি কোনও স্লিপার কোচ আছে?"

"আছে। একটাই কোচ। রিজার্ভেশনও সবসময় পাওয়া যায়।"

বাবলু ফোন রেখে মাকে সব বলল।

বিচ্ছু তো পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল সবই। সে হঠাৎ আনন্দের উচ্ছ্বাসে পঞ্চুকে এমন জড়িয়ে ধরল যে, পঞ্চু বেচারি অস্থির হয়ে উঠল একেবারে।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চুও এসে গেছে।

সবাই সব শুনে আহ্লাদে আটখানা।

বিলু বলল, "আজ রাতের গাড়িতে আমরা গেলে কাল সকালে নামব। জায়গাটা চিনে-বুঝে নিতে কালকের দিনটাই যথেষ্ট। পরশু বিশ্বকর্মা পুজো দেখে পরের দিন যদি চলে আসি তা হলে কিন্তু ছোট্টখাট্টোর ওপরে গ্র্যান্ড ট্যুর হয়ে যাবে একটা।"

বাচ্চু বলল, "কল্যাণেশ্বরী, মাইথন এগুলো তা হলে যাব কখন?"

বাবলু বলল, "ওরই মধ্যে একফাঁকে দেখে নেব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু, দু'জনেই বলল, "যাই, তা হলে বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।"

শুধু বাচ্চু-বিচ্ছু নয়, পঞ্চুও চলল ওদের সঙ্গে।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় হঠাৎই ঘন-ঘন বোমা আর গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পাড়াটা। পরক্ষণেই একটা কালো অ্যামবাসাডার ওদের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সেই শব্দ শুনে বাবলু, বিলু, ভোম্বলও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। চারদিকে লোকজন হইহই করছে তখন। লোকমুখে শুনল ওদের এলাকার ব্যাঙ্কে এক ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেছে এইমাত্র।

বাবলু তো চুপ করে থাকবার ছেলে নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে ওর পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে বিলু, ভোম্বলকে বলল, "তোরা একটু বোস, আমি একবার দেখি শয়তানরা কতদূরে গেল।"

মা শুনেই বাধা দিলেন, "খবরদার বলছি। এক পা-ও এগোবি না। ওরা অতি সাংঘাতিক।"

বাচ্চু-বিচ্ছু, পঞ্চুও ফিরে এসেছে তখন। ওরাও বলল, "বাবলুদা যেয়ো না। ওরা কিন্তু অনেকজন।"

বাবলু বলল, "ওইরকম একটা গাড়িতে ছ'-সাতজনের বেশি নিশ্চয়ই নেই।" বলে কারও কথা না শুনে স্কুটার বের করেই স্টার্ট দিল।

বিলু, ভোম্বলও বলল, "নাই-বা গেলি বাবলু! কী দরকার।"

বাবলু ততক্ষণে উধাও। শয়তানরা যে-পথে গেছে সেই পথ ধরে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। খানিক আসার পরই দেখল রক্তাপ্লুত একজন লোক পথের ওপরে ছটফট করছেন। প্যান্ট-শার্ট-টাই পরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক একজন। বাবলু কাছে গিয়ে স্কুটার থামিয়ে নেমে দাঁড়াতেই চিনতে পারল। ইনিই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জয়ন্তবাবু।

বাবলু ঝুঁকে পড়ে বলল, "এ কী, জয়ন্তদা! আপনি? আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বাবলু।"

জয়ন্তবাবু যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। বললেন, "কে? বাবলু? তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে ভাই। ওরা বোধ হয় এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি। ওদের কথাবার্তা যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা সম্ভবত জানা গেটের দিকে গেছে। তুমি ওদের পিছু নাও। আমি এক্ষুনি পুলিশে ফোন করছি।"

"কিন্তু আপনার এইরকম অবস্থায়...।"

"আঃ। দেরি কোরো না, যাও। আমার আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। ওরা আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। তাই একটা দাঁত ভেঙেছে শুধু, আর লেগেছে খুব।"

ততক্ষণে জয়ন্তবাবুকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে এসেছে অনেক লোক।

বাবলু দ্বিগুণ জোরে স্কুটার চালিয়ে বাকসাড়ায় জানা গেটের দিকে ছুটল।

জয়ন্তবাবুর অনুমানই ঠিক। জানা গেটের কাছেই দেখতে পাওয়া গেল গাড়িটাকে। রেলের লেভেল

ক্রসিং-এ আটকেছে গাড়িটা। বাবলু একটু দূর থেকেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে গাড়ির পেছনদিকের টায়ারে গুলি করল একটা। এক গুলিতেই ভটাস।

ভীত-সন্ত্রস্ত ডাকাতের দল তখন কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে। কিন্তু বাবলুকে ওরা দেখতে পেল না। কেন না ও তখন একটা গুমটির আড়ালে।

বিপদ বুঝে ডাকাতরা গাড়ি থেকে নেমেই ছোটা শুরু করল। ওদের একজনের হাতে চামড়ার একটি ভারী সুটকেস। অপরজনের হাতে ঝোলাভর্তি কী যেন। বাদবাকিদের হাতে রিভলভার। দলে ওরা ছ'জন।

বাবলু অভিজ্ঞ ছেলে। সে অনুমান করতে পাবল ওই ঝোলার মধ্যে কী আছে বা থাকতে পারে বলে। তাই একটুও দেরি না করে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে সেই ঝোলায় একটা গুলি করতেই ওদের সব চালাকির অবসান ঘটল। সে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। হাহাকার আর আর্তনাদে ভরে উঠল জায়গাটা। ধোঁয়ার ভাব একটু কাটলে দেখা গেল মারাত্মক রকমের জখম হয়ে পড়ে আছে দু'জন লোক। বাকিরা গা-ঢাকা দিয়েছে। যে-লোকটার হাতে বোমা ছিল তার অবস্থা বেশি খারাপ। অপরজন জখম অবস্থাতেও সুটকেস নিয়ে বুকে হেঁটে পালাবার চেষ্টা করছে।

বাবলু সদর্পে ওদের কাছে গিয়ে মুখের ঢাকা সরাতেই চিনতে পারল ওদের। ওরা বেশ কিছুদিন ধরে এ-পাড়ায় ঘুরঘুর করছিল। বাবলু একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি পিলখানার ওদিকে থাকো না?"

লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের ব্যবস্থা পুলিশই করুক। আমি আমার কাজ করি।" বলে টাকা-ভর্তি সুটকেসটা ওদের কবলমুক্ত করে ওর স্কুটারে এসে বসল।

চারদিকে তখন অনেক লোক। অনেকেই বাবলুর পরিচিত।

বাবলু সবাইকে বলল, "পুলিশ হয়তো এখনই আসবে। আপনারা ঘিরে থাকুন এদের। না হলে পালিয়ে যাবে।" বলে আর দেরি না করে টাকা নিয়ে ঝড়ের বেগে কিছু সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কে এসে হাজির হল।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জয়ন্তবাবু তখন ফিরে এসেছেন। তাঁকে ফার্স্ট এড দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তাঁকে। বাবলু সুটকেসটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলল, "ভাল করে গুনে দেখুন জয়ন্তদা, সব ঠিকঠাক আছে কি না।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে!"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এসে হাজির হয়েছে তখন। ওরা সবাই জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চা-জলখাবার খাওয়ালেন। দুষ্কৃতীদের গুলিতে একজন গার্ড এবং নিক্ষিপ্ত বোমায় দু'জন কর্মচারী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে, টাকাগুলো উদ্ধার হয়েছে। সকলের প্রশংসায় তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখ।

ওরা আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হল। যেতে যেতেই বিলু বলল, "আজ আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, কী বল বাবলু?"

বাবলু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জীবনে স্মরণীয় দিন বলে কিছু নেই। তবে বলতে পারিস আমাদের জীবনে আজ এক অবিস্মরণীয় দিন। এবং এর মূলে এই স্কুটারটা। এর নম্বর দেখেছিস? পরপর সাত। অর্থাৎ লাকি অ্যান্ড ট্রিপল সেভেন। এটা না থাকলে কিন্তু কিছুই হত না।"

সবাই সবিস্ময়ে বলল, "তাই তো!"

ওরা যখন ঘরে ফিরল মা তখন ওদের জন্য হানটান করছেন।

॥ ২ ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জুটল মিত্তিবদের বাগানে। দুর্যোগের জন্য ক'দিন তো ঘর থেকেই বেরোতে পারেনি ওরা। তাই বাগানের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্কই ছিল না বলতে গেলে। শুধু রোজকার অভ্যাসমতো পঞ্চুই এসে একবার করে টহল দিয়ে যেত। আর আসত বাবলু। তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। অল্পসময় থেকেই চলে যেত।

বর্ষার পর বাগানের জঙ্গল আরও ঘন হয়েছে। কত যে আগাছা গজিয়েছে তার ঠিক নেই। তারই মধ্যে ওরা একটা জায়গা একটু পরিষ্কার করে বসল।

বিলু বলল, "আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে কী ঠিক করলি তা হলে?"

বাবলু বলল, "ভাবছি যাব না। মনটা ভেঙে গিয়ে যাওয়ার উদ্যমটা কেন জানি না নষ্ট হয়ে গেল।"

পঞ্চু এক জায়গায় ঘাসের ওপর শুয়ে এক চোখে পিটপিট করে দেখছিল ওদের। এবার কেমন যেন গলাটা করে ডেকে উঠল।

বাচ্চু বলল, "কত আশা করলাম আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তোর বাবাকে কী বলবি তা হলে?"

বাবলু বলল, "যা ঘটনা তাই বলব।" বলেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল বাবলু।

বিলু বলল, "তোর যদি মন না চায় তা হলে যাস না। কিন্তু তুই কি কোনও বিপদের আশঙ্কা করছিস?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "যদিও ওরা দলে মাত্র ছ'জন, তবুও ওদের পেছনে কোনও বড় মাথাও থাকতে পারে তো? তা ছাড়া ধরা পড়ল দু'জন, বাকি চারজন পলাতক। এই দু'জনকে যেমন আমি চিনেছি, তেমনই ওরাও চিনেছে আমাকে। আমাকে চেনা মানেই আমাদের প্রত্যেককে ওদের চেনা হয়ে গেছে। এখন পুরো দলটা যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ আমাদের একটা দুশ্চিন্তা রয়েই গেল বইকী! অত টাকার ব্যাপার। ওদের ওই মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়ার বদলা কি ওরা নেবে না ভেবেছিস? তাই এই মুহূর্তে কোথাও যেতে মন চাইছে না।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা ঠিকই বলেছে রে! এখন আমাদের কোথাও না যাওয়াই উচিত।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে ম্যানেজার জয়ন্তবাবুর কোনও কারসাজি নেই তো?"

বাবলু বলল, "হঠাৎ তোর এইরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"ব্যাঙ্ক ডাকাতি যারা করে তাদের নজর ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা, লকারের গয়না, এইসবের ওপরই থাকে। কিন্তু যাওয়ার সময় ম্যানেজারকে তুলে নিয়ে যায় এমন তো কখনও শুনিনি ভাই।"

বাবলু বলল, "তোর ধারণাটা ঠিক। তবে কিনা, যেহেতু জয়ন্তবাবু, তাই ব্যাপারটা ওইরকম হয়নি। জয়ন্তবাবুকে আমরা চিনি। উনি কখনওই ওইরকম কাজ করবেন না। তা ছাড়া এই ব্যাপারে উনি জড়িত থাকলে ভুলেও আমার কাছে জানা গেটের নাম করতেন না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একমত হল বাবলুর সঙ্গে।

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয় জয়ন্তবাবু ওদের ধাওয়া করে নিজেই উঠে পড়েছিলেন ওদের গাড়িতে।"

বাচ্চু বলল, "সেটা হওয়াই সম্ভব।"

বিলু বলল, "মাঝখান থেকে আমাদের যাওয়াটা গেল ভেস্তে।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ বিলু, যাওয়া আমাদের হবেই। আজ না হয় কাল। তবে কিনা বিশ্বকর্মা পুজোটা দেখা হবে না এই যা!"

"আর ওই রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা? ওটা তো বছরে একদিনই খোলা থাকে সর্বসাধারণের জন্য।"

"ও আমরা যখন যাব তখনই দেখে নিতে পারব। কেন না আমরা যাঁর ঠিকানায় উঠব, তিনিই তো রেলের একজন পদস্থ অফিসার। অতএব ও-ব্যাপারে নো প্রবলেম।"

বাবলুরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে ঠিক তখনই দেখা গেল জয়ন্তবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন দ্রুতপায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো? আবার কী হল?"

বিলু বলল, "আসতে দে।"

জয়ন্তবাবু কাছে এসে বললেন, "এই যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা! তোমাদেয় কাছেই এলাম। একটা দারুণ সুখবর দিতে।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"আহত যে লোক দু'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে...।"

ভোম্বল বলল, "ধরা পড়েনি, ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"ওই হল। ওদেরই সূত্র ধরে খিদিরপুরের একটি বিশেষ এলাকা থেকে পুলিশ এইমাত্র ওদের আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "কী নাম বলুন তো ওদের?"

"দু'জনই কুখ্যাত আসামি। একজন হল ডেকন সাউ। আর-একজন অঙ্গদ রায়।"

বাবলু বলল, "মাই গড। যে দু'জনের নাম আপনি করলেন, সেই দু'জনের একজনকেও আটকে রাখবার মতো কোনও জেলখানা এখনও তৈরি হয়নি। অতএব ওদের ধরা পড়ার ব্যাপারে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই।"

বিলু বলল, "বরং ভয়ের ব্যাপার আছে। জেল থেকে বেরিয়েই ওরা বদলা না নেয়!"

জয়ন্তবাবু হেসে বললেন, "সে যা হওয়ার হবে। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে ওরা কোনওরকমেই ছাড়া না পায়। এখন যে জন্য তোমাদের কাছে আসা, সেই কথাই বলি। আজ আমাদের ব্যাঙ্কে কোনও কাজকর্ম হয়নি। বিশেষ পুলিশি পাহারায় রয়েছে সব। ইতিমধ্যে আমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছে, মানে আমার মিসেসের একান্ত অনুরোধ তোমাদের একবার আমার বাড়িতে যেতে হবে। আমার এইসব সহকর্মীরাও যাবেন, তাই আমি নিতে এসেছি তোমাদের।"

বাবলু খুব খুশি হয়ে বলল, "আমরা সানন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা জয়ন্তদা, ওরা কি আপনাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল?"

জয়ন্তবাবু হেসে বললেন, "আরে না না। ওরা ক্যাশ নিয়ে পালাবার সময় আমিই ওদের ধাওয়া করি। ওদের একজনকে গাড়িতে উঠতে বাধা দিলে ওরা আমাকেও তুলে নেয়। তারপর খানিক এসে চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে ড্রাইভারকে 'জানা গেটের' দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার সাহসের প্রশংসা করি।"

"না রে ভাই। আমি অত্যন্ত ভিতু লোক। আসলে কী জানো? সময় বিশেষে মানুষ কখনও সখনও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আমারও তাই হয়েছিল। অত টাকা ওরা নিয়ে গেলে কী হত বলো তো? তাই ভাবলাম, জীবনের চেয়ে কর্তব্য বড। এই ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর। চলো, চলো, আমার গাড়িতে চলো তোমরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাগান থেকে বেরিয়ে এসে জয়ন্তবাবুর গাড়িতে চেপে বসল। জয়ন্তবাবুর অন্য সহকর্মীরা আলাদা একটা গাড়িতে চেপে ওদের সঙ্গে চললেন। পঞ্চুর হঠাৎ কী হল কে জানে? বাবলুদের সঙ্গে গাড়িতে উঠেও কী ভেবে যেন নেমে পড়ল। তারপর নিজের খেয়ালেই ছুটে চলল বাড়ির দিকে।

শিবপুর মন্দিরতলায় জয়ন্তবাবুর সুন্দর দোতলা বাড়ি। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর জন্য মন্দিরতলার এখন নামডাক খুব। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী কল্যাণী দেবী ছোট্ট বাবুয়াকে নিয়ে গ্রিল দেওয়া বারান্দায় বসেছিলেন। ওরা যেতেই অভ্যর্থনা করে ভেতরে বসালেন সবাইকে।

সকলের চোখ পড়ল বাবুয়ার দিকে। কী সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি। ঠিক যেন দেবশিশু। হবে নাই-বা কেন? বাবা-মা দু'জনেই তো সুন্দর। 'ফিল্ম ফিগার' যাকে বলে ঠিক তাই। তাঁদের শিশু অপরূপ তো হবেই।

বিচ্ছু এমনিতেই ছোট ছেলে-মেয়েদের কোলে নিয়ে আদর করতে খুব ভালবাসে। তাই বাবুয়ার কাছে গিয়ে ওর দিকে হাত বাড়াতেই বাবুয়াও দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর কোলে।

বাচ্চু বলল, "ওমা, বেশ তো! হাত বাড়াতেই চলে এল!"

কল্যাণী বললেন, "কারও কোল বাছে না ও। যে হাত বাড়ায় তার কাছেই চলে যায়।"

বিচ্ছু বাবুয়াকে আদর করতে করতে বলল, "আপনাদের বাড়িটা যদি আমাদের পাড়ায় হত, তা হলে কিন্তু রাতদিন ওকে রেখে দিতাম আমাদের কাছে।"

"তা হলে তো বেঁচে যেতাম। তোমাদের মতো ছেলে-মেয়ের সঙ্গ পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? তোমরা না থাকলে কী যে হত আজ!"

বাবলু বলল, "কী আবার হত? ধরা ওরা পড়তই।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "কে ধরত ওদের? রাস্তায় অত লোক, কেউ কি এগিয়েছিল? ঠিক সময়ে তুমি ওদের পিছু না নিলে যেভাবেই হোক পালাত ওরা।"

বিলু বলল, "আপনারও লাক ভাল বলতে হবে। কী ভাগ্যিস, গুলি করেনি।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "সে-কথা একশোবার। খুব জোর প্রাণে বেঁচেছি। দাঁত একটা গেছে তাতে দুঃখ নেই। গা-হাত-পায়ের ব্যথাও সেরে যাবে দু'দিন বাদে। কিন্তু প্রাণে মরলে সংসারটাই ভেসে যেত আমার।"

কল্যাণী বললেন, "তোমরা বোসো। আমি তোমাদের জন্য জলখাবার নিয়ে আসছি।" বলে ভেতরে চলে গেলেন।

বাবুয়া তখন বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে জোর খেলায় মেতে উঠেছে। খেলতে খেলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে সে।

একটু পরেই কাজের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণী প্রত্যেকের জন্য ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন আর নানারকমের মিষ্টি এনে টেবিলে সাজালেন।

জয়ন্তবাবুর সহকর্মীরা বললেন, "এ কী করেছেন বউদি! দাদার অনারে এত!"

কল্যাণী বললেন, "মোটেই না। এসব পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অনারে। আমার বোন অলি আবার এদের দারুণ ভক্ত। এদের নিয়ে লেখা যত বই আছে সবই ও কিনেছে। ও যদি একবার দেখত এদের তো কী যে করত তার ঠিক নেই। আমি এখনই ফোন করছি ওকে। আগে জলযোগের পর্বটা মিটুক।"

বাবলুরা মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসল। সে কী খাওয়া! দমভর যাকে বলে।

খাওয়াদাওয়ার পর অন্যরা বিদায় নিলে কল্যাণী ফোনের কাছে গেলেন। তারপর ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতেই বললেন, "আমার বোন অলির সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই এসো। ভারী মিষ্টি মেয়ে। আর ভয়ানক দুষ্টু। পাহাড়ে ঘুরতে খুব ভালবাসে। আমার বাপের বাড়ি চিত্তরঞ্জনে। সেখানেও পাহাড় আছে। তা ছাড়া কাছেই দেওঘর...।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট। আপনার বাপের বাড়ি কোথায় বললেন?"

"চিত্তরঞ্জনে। আমার বাবা রেলে চাকরি করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। আগে আমরা আমলাদহিতে থাকতাম। এখন মিহিজামে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়ি করেছেন বাবা।"

বাবলু বলল, "আপনারা বিশু প্রধানকে চেনেন? সুন্দরপাহাড়িতে থাকেন। আমার বাবার বন্ধু।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "চিত্তরঞ্জন বিশাল এলাকা। তা ছাড়া ওখানে সবই তো রেলের কলোনি। কাজেই ওখানে স্থায়ী বাসিন্দা বলতে কেউ নেই। বদলির চাকরি সব। তাই কে কাকে চেনে? আমার শ্বশুরমশাই হয়তো চিনতে পারেন।"

কল্যাণী বললেন, "তোমরা চিত্তরঞ্জনে গেছ কখনও?"

বাবলু বলল, "না। আজই রাতের গাড়িতে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকালের ওই ঝামেলার পর যাওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করেছি। না হলে পরশু বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওখানে আমরা থাকতাম।"

কল্যাণী বললেন, "তবে তো ভালই হল। আমি কতদিন ধরে যাব যাব ভাবছিলাম কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠছিল না। আসলে ছেলেটাকে নিয়ে একা একা যেতে সাহস হয় না। ও তো ছুটিই পায় না একদম। তা ভাই তোমরা আর না কোরো না। আজকের দিনটা বাদ দাও, কাল ভোরেই চলো বেরিয়ে পড়ি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

কল্যাণী বললেন, "তাকিয়ে দেখছ কী? না হলে কিন্তু আমার যাওয়া হয় না।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "তোমরা তো যাবেই ঠিক করেছিলে। তা হলে আর দ্বিমত কেন? তোমরা সঙ্গে থাকলে আমিও নিশ্চিন্তে ওদের ছেড়ে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "আমরা রাজি।"

জয়ন্তবাবু, কল্যাণী দু'জনেই খুশি হলেন। ছোট্ট বাবুয়াটা কী বুঝল কে জানে, হেসে গড়িয়ে পড়ল বিচ্ছুর কোলে।

জয়ন্তবাবু বললেন, "আমার তো গাড়ি আছে। কাজেই কোনও অসুবিধে নেই। কাল খুব ভোর-ভোর রওনা দিলে বেলা বারোটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে তোমরা।"

কল্যাণী বললেন, "আর-একটা কথা। ওখানে গেলে আমাদের বাড়িতেই উঠবে কিন্তু। ওই সুন্দরপাহাড়ি-টাহাড়িতে নয়। আমাদের বাড়িতে লোকজনও কম। যথেষ্ট স্বাধীনতা পাবে। আমরাও সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারব।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এই কথাই রইল তা হলে?"

কল্যাণী বললেন, "একেবারে পাকা কথা। তবে এক্ষুনি উঠো না যেন, একটু দাঁড়াও। অলিকে একবার ফোনে জানিয়ে দিই আমাদের যাওয়ার কথাটা।" বলে আবার ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, লাইন পাওয়া গেল না।

কী যে হয় কে জানে? এস টি ডি ফেসিলিটি নিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

বারবার ডায়াল ঘুরিয়েও মিহিজামের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে না পেরে ফোন রেখে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন কল্যাণী।

জয়ন্তবাবু বললেন, "এখন থাক। হয়তো লাইনে ডিসটার্ব আছে। পরে আমি সময়মতো একটু বেশি রাতে জানিয়ে দেব ওদের। সবাই তৈরি হয়ে নাও, কাল ভোরেই কিন্তু যাওয়া।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হাসিমুখে বিদায় নিল জয়ন্তবাবুর বাড়ি থেকে। জয়ন্তবাবুর ড্রাইভার গাড়ি করেই ওদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন। কথা হল, কাল ভোরে আবার উনি আসবেন। অবশ্যই কল্যাণী ও বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে। যাওয়া হবেই।

॥ ৩ ॥

পরদিন খুব ভোরে জয়ন্তবাবুর গাড়ির হর্ন শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা উল্লসিত হল। কী আনন্দ! বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু রাত তিনটে থেকে এসে বসে আছে বাবলুর ঘরে। পঞ্চুও হানটান করছে যাওয়ার জন্য।

মা-ও উঠেছেন কখন। ছেলে-মেয়েগুলোর পথে জলখাবারের জন্য লুচি, হালুয়া, সবই করে দিয়েছেন। ভরে দিয়েছেন মিষ্টির বাক্স।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো ছুটে গিয়ে কল্যাণীর কোল থেকে ছোট্ট বাবুয়াকে নিয়ে এসে দেখাল বাবলুর মাকে। বলল, "দেখুন মাসিমা, কী সুন্দর দেখতে আমাদের ভাইটাকে।"

বিচ্ছু বলল, "একদিন দেখেই এর ওপরে আমার এমন মায়া পড়ে গেছে যে, কী বলব!"

মা আদর করে বাবুয়াকে বললেন, "কী রে, মামার বাড়ি যাওয়ার আনন্দে চোখে যে ঘুম নেই! খুব আহ্লাদ না?" বলে ওর গালটা একটু টিপে দিতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল বাবুয়া।

বছর দুয়েকের শিশু। যেমন ফুটফুটে, তেমনই প্রাণবন্ত।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি করল না। সবাই এসে গাড়িতে বসল। বাবলু, বিলু আর ভোম্বল ড্রাইভারের পাশে ঠাসাঠাসি করে। পেছনের সিটে কল্যাণী, বাচ্চু, বিচ্ছু। বাবুয়া রইল কোলে। পঞ্চু ওদেরই এক পাশে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে জিটি রোড ধরে গাড়ি হাওয়ার গতিতে ছুটে চলল।

আকাশ তখনও ভালভাবে পরিষ্কার হয়নি। জি টি রোড ফাঁকা। তবে ডাউনের কিছু মালবাহী লরি খুব বিরক্ত করছিল। ড্রাইভারের নাম দিনুদা। তিনি পাকা হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাতে চালাতেই বললেন, "ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "কীসের ব্যাপার দিনুদা?"

দিনুদা বললেন, "অনেকক্ষণ থেকে একটা গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে। মনে হচ্ছে ফলো করছে আমাদের।"

ভয়ার্ত কল্যাণী বললেন, "সে কী!"

দিনুদা বললেন, "কতবার সাইড দিলাম গাড়িটাকে। তবুও আমাদের ক্রস করছে না।"

দিনুদার কথা শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরকে দেখে নিল একবার। তারপর পেছনের গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "দু'-তিনজন আছে মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "আপনি গাড়িটাকে একটু স্লো করে একেবারেই থামিয়ে দিন তো।"

দিনুদা বললেন, "একেবারে থামিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? জায়গাটা বড় নির্জন।"

"তাতে কী? তখনই তো বোঝা যাবে ওদের আসল উদ্দেশ্যটা।"

"যদি ওরা আক্রমণ করে?"

"ওরা যদি আমাদের অনুসরণকারী হয় তা হলে যখন হোক সুবিধেমতো জায়গায় আক্রমণ ওরা করবেই।"

বিলু বলল, "এখন আমরা কতদূরে এসেছি বলুন তো?"

"মগরা পেরিয়েছি সবে। ত্যালাণ্ডুর মাঠের কাছাকাছি এসেছি।"

বাবলুর কথামতো দিনুদা গাড়ির গতি কমাতেই পেছনের গাড়ির গতিও কমে গেল। সাদা রঙের অ্যামবাসাডার একটা।

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে আমাদেরই ফলো করছে ওরা।"

কল্যাণী বললেন, "ওরা কারা? ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতদের কেউ নয় তো?"

বাবলু বলল, "হতে পারে।"

কল্যাণী বললেন, "শোনো, তোমরা ছেলেমানুষি কোরো না। যত তাড়াতাড়ি পারো বর্ধমানে নিয়ে চলো গাড়িটাকে।"

বাবলু বলল, "আপনি একদম নার্ভাস হবেন না বউদি। বদ মতলব যদি সত্যিই থাকে ওদের, তা হলে কিন্তু এমন শিক্ষা পাবে ওরা যে, আর কখনও এমন কাজ করতে সাহস করবে না।"

কল্যাণী বললেন, "দোহাই তোমাদের! আমার বাবুয়ার মুখ চেয়ে তোমরা ওদের ঘাঁটিয়ো না।"

বাবলু বলল, "আপনি শুধু বাবুয়ার কথাই ভাবছেন। আমাদের কথা ভাবছেন না? জয়ন্তদার কথা ভাবছেন না? এই জাল যদি ওদেরই হয় তা হলে ওখানে জয়ন্তদাও কি খুব নিরাপদে আছেন?"

কল্যাণী ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবার।

বাবলু দিনুদার কানে ফিসফিস করে কিছু বলতেই দিনুদার মনঃপূত হল কথাটা। বললেন, "ঠিক আছে।" বলেই হঠাৎ একটু জোরে গিয়ে ক্যাঁ-ক্যাঁচ শব্দে গাড়িটা আচমকা ব্রেক কষে এমন আড়াআড়িভাবে রাখলেন, যাতে আপ-ডাউনের কোনও গাড়িই আর কোনওমতে যাতায়াত করতে না পারে।

ওষুধে কাজ হল।

পেছনের গাড়িটাও ব্রেক কষতে বাধ্য হল তখন।

কালো গেঞ্জি আর ময়লা প্যান্ট পরা তিনজন নেমে এল গাড়ি থেকে। ওদের একজনের হাতে লোহার চেন, একজনের হাতে ছোরা, আর-একজনের হাতে রিভলভার।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নেমে এল প্রত্যেকে। সঙ্গে পঞ্চুও।

ওরা ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "অ্যাই! রাস্তার মাঝখানে গাড়িটাকে এইভাবে রাখলি কেন রে তোরা?"

বাবলু হেসে বলল, "সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে দাদা। তার আগে এসো তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করে নিই।"

যে লোকটার হাতে রিভলভার ছিল সে বাবলুকে বলল, "আগে গাড়িটাকে সাইড কর। তারপর আলাপ করবি।"

বাবলু বলল, "তাই কি হয় ব্রাদার? তোমাদের মতন ঘুঘুকে ধরবার এটাই যে মোক্ষম ফাঁদ।"

ওর সঙ্গে আর যে দু'জন ছিল তারা বলল, "ছেড়ে দে ভিমা। কেটে পড়। এইভাবে আর-একটু সময় থাকলেই সপ্তরথীতে ঘিরে ফেলবে আমাদের। ওই দ্যাখ কত গাড়ি আসছে।"

ভিমা বলল, "আসতে দে। আমার রিভলভারের নলের কাছে সবাই ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমায় বাধা দিতে এলে একজনও বেঁচে ফিরবে না।" বলেই দিনুদার কাছে গিয়ে বলল, "গাড়িটাকে সোজা করে শিগগির নেমে এসো গাড়ি থেকে। কুইক। এখন থেকে এই গাড়ি আমি চালাব। জয়ন্ত বোসের বউ-বাচ্চা আর এই ছেলে-মেয়েগুলোকে আমার চাই।"

বাবলু বলল, "এ আর এমন কী কথা, দিনুদা নেমে আসুন তো গাড়ি থেকে। যেভাবে রাখলে ভাল হয় সেইভাবেই রাখুক ওরা গাড়িটাকে।"

বাবলুর কথা শুনে দিনুদা নেমে আসতেই ভিমা বসতে গেল ড্রাইভারের আসনে। যেই না হেঁট হয়ে বসতে যাওয়া, বাবলু অমনই সজোরে একটা লাথি মারল ভিমাকে। সেই লাথির আঘাত সহ্য করতে না পেরে ভিমা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। বাবলু একটুও দেরি না করে ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েই তাগ করল ওর দিকে।

আর যে দু'জন লোক ওর সঙ্গে ছিল তারা তখন ছোরা আর চেন নিয়ে তেড়ে এল বাবলুর দিকে। কিন্তু এলে কী হবে? পঞ্চু তখন পঞ্চানন। ওকে তখন রুখবে কে? ভোরের ভৈরব হয়ে গর্জে উঠল সে। বিকট একটা ডাক ছেড়ে পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দু'জনের ওপর।

ততক্ষণে অনেক গাড়ি এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। সামনে-পেছনে অনেক, অনেক গাড়ি। তাদের মধ্যে মালবাহী লরির সংখ্যাই বেশি। সেইসব লরির ড্রাইভার সর্দারজিরা দলে দলে নেমে এসেই তাদের বিশাল শরীর নিয়ে জাপটে ধরল তিনজনকে। তারপর বাবলুর মুখে সব শুনে সে কী বেদম প্রহার।

দিনুদা সেই সুযোগে গাড়িটাকে ঠিক করে নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ওই তিনজনের হাল কী হল তা

দেখবার জন্য আর অপেক্ষা না করে গাড়িতে এসে বসল। দিনুদা জ্যাম কাটিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন বর্ধমানের দিকে। কল্যাণী বাবুয়াকে বুকে চেপে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

প্রথমে কিছুটা সময় নীরবতা। তারপর দিনুদাই একসময় বললেন, "যাক, এতক্ষণে বিপন্মুক্ত হওয়া গেল।"

"সর্দারজিরা যে হারে মেরামত করছে ওদের, তাতে আজই ওদের শেষ দিন।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবুও বিপদের আশঙ্কা আমাদের রয়েই গেল। আসলে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা সাকসেসফুল না হওয়ায় ওরা দারুণ চটেছে আমাদের ওপর।"

ভোম্বল বলল, "তবে এই দুষ্টচক্রের মূল নায়ককে ধরবার একটা ক্লু কিন্তু পাওয়া গেছে।"

সবাই তখন ভোম্বলের দিকে তাকাল, "কীরকম!"

ভোম্বল একপাশে রাখা দুটো নাম্বার প্লেট বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এ দুটো কী?"

"নাম্বার প্লেট। কোথায় পেলি এগুলো?"

"তুই যখন ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলি, সেই সময় সবার নজর এড়িয়ে এক ফাঁকে এ দুটো ম্যানেজ করেছি আমি। একটা গাড়িতে লাগানো ছিল। আর-একটা ছিল গাড়ির ভেতরে।"

বিলু বলল, "প্লেটদুটো ভুয়োও তো হতে পারে।"

বাবলু বলল, "পারে। তবে গাড়িতে যেটা লাগানো ছিল সেটা ভুয়ো হলেও ভেতরেরটা নয়। এরই সূত্র ধরে আমরা জেনে নেব এই গাড়ির মালিক কে? তারপর...।"

দিনুদা বললেন, "নাঃ। তোমরা সত্যিই ক্লেভার।"

দেখতে-দেখতে বর্ধমান এসে গেল। তখন সকাল হয়ে রোদ উঠে গেছে। মা যদিও বাড়ি থেকে অনেক খাবার বেঁধে দিয়েছিলেন তবুও বর্ধমান শহরে এসে বাড়ির খাবার খায় কে? তাই ওরা কার্জন গেটের কাছে একটা দোকানের সামনে গাড়ি রেখে গরম গরম কচুরি, চা, সীতাভোগ, রাজভোগ অনেক কিছুই খেল।

কল্যাণীও বাড়ির জন্য একটু বেশি পরিমাণে সীতাভোগ, মিহিদানা নিয়ে নিলেন। বাবা সন্দেশ খেতে ভালবাসেন, তাই সন্দেশও নিলেন কয়েকটা। আবার যাত্রা শুরু। দুর্গাপুর, আসানসোল হয়ে চিত্তরঞ্জন মিহিজামে।

এখানে আসামাত্রই মন যেন ভরে গেল। কী আশ্চর্য সুন্দর দেশ। কেমন যেন একটা আরণ্যক পরিবেশ চারদিকে। শুধুই সবুজের মেলা। ওই তো একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কী পাহাড় কে জানে? ওই কি তবে সুন্দরপাহাড়ি? যার কোলে বিষ্ণু প্রধানের বাংলো হয়তো।

রাঙামাটির মিহিজামে ছোট্টখাট্টো একটা বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামতেই গাড়ির আওয়াজ শুনে যে মেয়েটি ওর বান্ধবীদের নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তারই নাম অলি। অলি চৌধুরী।

এক-একজনের নামের সঙ্গে মুখের এমন একটা সামঞ্জস্য থাকে যে, দেখলেই মনে হয় এর এই নাম যথার্থই। অলিকে দেখেও তাই মনে হল। অলি এসে ছোট্ট বাবুয়াকে বুকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুলল প্রথমে। তারপর কল্যাণীকে বলল, "সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্য। আমার বান্ধবীরাও হানটান করছে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখবে বলে। আসতে এত দেরি যে?"

কল্যাণী বললেন, "আর বলিস না। যা বিপদ গেল, বরাতজোরে বেঁচে ফিরেছি সব।"

কল্যাণীর বাবা-মাও বেরিয়ে এসেছেন তখন। মেয়ের মুখে এই কথা শুনেই বললেন, "সে কী! আবার কী হল? জয়ন্তর ফোনে কালকের ডাকাতির কথা তো শুনেছি। কিন্তু...।"

কল্যাণী বললেন, "বলব, বলব, সব বলব।"

অলি সকলকে সমাদরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। এমন সুন্দর করে সাজানোগোছানো ঘর খুব কমই চোখে পড়ে। বিশেষ করে শহর থেকে দূরে—অনেক দূরে। সেই ঘরে সকলকে বসিয়ে বলল, "সত্যি, তোমরা যে আসবে তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি! হঠাৎ জামাইবাবুর ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ফোনে তোমাদের আসবার কথা শুনে কী খুশি যে হয়েছি তা কী বলব!"

বাবলু বলল, "তোমার দিদির মুখে শুনলাম তুমি নাকি আমাদের দারুণ ভালবাসো?"

অলি দুষ্টুমি করে বলল, "ভুল শুনেছ, যাদের চোখেও দেখিনি কখনও, তাদের ভালবাসব কী করে? তবে তোমাদের নিয়ে লেখা সব বই-ই আমি পড়েছি। শুধু পড়েছি নয়, ভালবেসে বইগুলোকে পরপর সাজিয়েও রেখেছি। এই যে আমার বান্ধবীরা, এদেরও বুক শেলফে তোমাদের বই ঠাসা। শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা

সবারই। তাই আমার মুখে খবর পেয়ে কখন থেকে এসে বসে আছে সব।"

বাবলু হেসে বলল, "তাই বুঝি? এও তো আমাদের প্রতি ভালবাসার আর-এক নিদর্শন।"

বাবলুর কথায় হেসে উঠল সকলেই।

ওরা যখন জমিয়ে গল্প করছে তেমন সময় অলির বাবা-মা এসে একবার দেখা দিয়ে গেলেন। ছোট্ট বাবুয়াটা এ-ঘর ও-ঘর করে বাড়ি মাতিয়ে দিল। কখনও বা পঞ্চুর ঘাড়ে-পিঠে উঠে নাস্তানাবুদ করতে লাগল ওকে। পঞ্চুর কিন্তু বিরক্তি নেই।

আটপৌরে একটি ডুরে শাড়ি পরে কল্যাণী এসে বললেন, "শোনো, তোমরা সবাই এসে আগে মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে নাও। তারপর একটু জলখাবার খেয়ে...।"

বাবলু বলল, "প্লিজ বউদি, আর ওই ব্যবস্থাটা দয়া করে করবেন না। বর্ধমানের খাওয়ার কথাটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?"

"ওই একই অবস্থা তো আমারও। কিন্তু মা যে শুনছেন না।"

বাবলু বলল, "মাকে বুঝিয়ে বলুন। আর-এক কাজ করুন, আমার বাড়ি থেকে মা যে খাবারগুলো করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো গাড়িতেই পড়ে আছে। ওগুলো এনে অলি আর ওর বান্ধবীদের দিয়ে দিন। ওরা খেয়ে নিক।"

অলি বলল, "সে আমরা খেতে রাজি আছি। কিন্তু তোমরা কি কিছুই খাবে না?"

বাবলু বলল, "কে বলল খাব না? তোমাদের বাড়িতে এসে সারাটা দিন উপোস করে থাকব নাকি?"

অলি বলল, "বেশ, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে না করে আপাতত দুটো করে রসগোল্লা গালে দিয়ে মিষ্টিমুখ করো। এই প্রথম এলে তোমরা।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তবে চা খেতে আপত্তি নেই কিন্তু। চা কিংবা কফি।"

অলি ওদের সকলকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই বাবলুর মায়ের দেওয়া খাবারগুলো নিয়ে এসে বান্ধবীদের ভাগ করে নিজেও খেতে বসে গেল।

বাবলুরা বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এলে অলিদের সঙ্গে বসেই ওদের দেওয়া রসগোল্লা খেয়ে মিষ্টিমুখ করল। তারপর শুরু হল চা-পর্ব। পঞ্চুও বাদ গেল না তাতে।

চা-পর্ব শেষ হলে অলি বলল, "বেলা কিন্তু খুব একটা বেশি হয়নি। চলো, সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক।"

বাবলু বলল, "তার আগে আমার একটা আবদার ছিল যে।"

অলি হেসে বলল, "বলো।"

"তোমাদের ফোনটা কি একবার ব্যবহার করতে দেবে?"

"নিশ্চয়। বাড়িতে ফোন করবে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

বাবলু ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কথা বলেই আবার নতুন করে ডায়াল করল।

ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া যেতেই বলল, "হ্যালো! পুলিশ স্টেশন?"

"ইয়েস। ইনস্পেক্টর ভার্মা স্পিকিং।"

"স্যার, নমস্কার। আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাবলু বলছি। মিহিজাম থেকে।"

"কী ব্যাপার!"

বাবলু তখন এক-এক করে সব বলল।

সব শুনে অলি আর ওর বন্ধুদের চোখ তো কপালে উঠে গেল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "বলো কী! দুটো নম্বরই তা হলে আমাকে দাও। খুব বুদ্ধির কাজ করেছ তোমরা নাম্বার প্লেটদুটো সরিয়ে নিয়ে। তবে ও-গাড়ি আটক হয়ে যাবে। আর নাম্বার যখন জানা গেছে তখন গাড়ির মালিককেও খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমাদের।" তারপর বললেন, "তোমাদের ওখানকার ফোন নম্বর কত?"

বাবলু অলিকে বলল, "তোমাদের ফোনের নম্বর?"

অলি নাম্বার বলল। ইনস্পেক্টর সেটা নোট করে নিলেন। বাবলু বলল, "নজর রাখবেন স্যার। ওরা হয়তো ওঁরও ক্ষতি করবার চেষ্টা করতে পারে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "অবশ্যই। পুলিশের কাজ পুলিশ ঠিকই করবে। থ্যাঙ্কস্।" বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

বাবলু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাক। একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মনে হয় এখানে দুটো দিন এখন নির্বিঘ্নেই কাটানো যাবে।"

অলি বলল, "দুটো দিন কেন?"

বাবলু বলল, "আবার ক'দিন? আজ আর কাল। কাল বিশ্বকর্মা পুজোটা দেখে পরশু চলে যাব।"

"ওটি হচ্ছে না বন্ধু। তোমাদের আমরা সহজে ছাড়ছি না। অন্তত কয়েকটা দিন থেকে যাও।"

বাবলু বলল, "এর বেশি একদিনও থাকতে পারব না। আমাদের কাজ নেই বুঝি?"

অলি এসে বাবলুর হাত ধরে বলল, "না বাবলু, প্লিজ, ওরকম কোরো না। খুব মনখারাপ হয়ে যাবে তা হলে।"

অলির বান্ধবীরা একবাক্যে বলল, "দু'দিনের জন্য কেউ আসে?"

বাবলু বলল, "আমাদের যে উপায় নেই।"

বাচ্চু বলল, "বেশ তো, আমরা যেমন হঠাৎ করে তোমাদের এখানে এসে পড়লাম তোমরাও তেমনই হঠাৎই একদিন আমাদের ওখানে গিয়ে হাজির হও না কেন?"

অলি বলল, "যাবই তো। বিশেষ করে আমার দিদির বাড়ি যখন ওখানে, তখন যেতে আমাকে হবেই। বান্ধবীরাও যাবে। কিন্তু তোমাদের এই দু'দিন থেকে চলে যাওয়াটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মনে মনে কত পরিকল্পনা করে ফেলেছিলাম। তোমাদের নিয়ে মধুপুর যাব, গিরিডি যাব, উশ্রী জলপ্রপাত দেখব, দেওঘর, শিমুলতলা যাব। কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। আমাদেরও তোমাদের সঙ্গ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটু আগেই ফোনের কথা তো শুনলে। পুলিশ ওই গাড়ির মালিকের ঠিকানা পেলেই আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। বিশেষ করে এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের বিপদের আশঙ্কা পদে-পদে। তোমার দিদি, জামাইবাবু, ছোট্ট বাবুয়া, আমরা, প্রত্যেকের। এখন যে-কোনও উপায়েই হোক, ওদের ধরতে না পারলে কী যে হবে বা হতে পারে তা কে জানে?"

এর পরে আর কথা চলে না। তাই সবাই নীরব হল।

বাবলু বলল, 'তা ছাড়া এখানে আসবার আদৌ কোনও পবিকল্পনাই ছিল না আমাদের। আমার বাবার এক বন্ধু রেলের অফিসার। সুন্দরপাহাড়িতে বাংলো পেয়েছেন। এখানকার বিশ্বকর্মা পুজো দেখব বলে সেখানেই যাচ্ছিলাম আমরা। এমন সময় এইসব অঘটন।"

অলি বলল, "তোমার বাবার বন্ধুটি কে?"

"বিষ্ণু প্রধানের নাম শুনেছ?"

অলির তো চোখ কপালে উঠে গেল। সেইসঙ্গে শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনরাও। সবাই বলল, "ওরে ব্বাবা। উনি তো মস্ত অফিসার। আগে দুর্গাপুর না আসানসোল কোথায় যেন ছিলেন। সম্প্রতি বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। শুনেছি, খুব ভাল লোক।"

"ওঁর ছেলের নাম জয়দীপ।"

"ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। রাজপুত্রের মতন দেখতে। ওকে সবাই প্রিন্স বলে এখানে।"

বাবলু বলল, "যাক, ভালই হল। তোমরা আমাদের ওইখানেই নিয়ে চলো। আগে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি। তার কারণ আমাদের তো ওখানেই ওঠবার কথা, তাই হয়তো ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন। তা ছাড়া আমার বাবারও আসবার কথা ওখানে।"

অলি বলল, "বেশ তো, চলো।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজ পেরিয়ে ফার্স্ট গেটের কাছে এল। চারদিকে তখন বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য সাজ-সাজ রব। উৎসবের আনন্দে জমজমাট চারদিক। লাউড স্পিকারের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেলেও দূরের পাহাড় এবং সবুজ বনানীর ভেতর থেকে কেমন যেন একটা পুজো পুজো গন্ধ ভেসে আসছে। কত, কত ঘুড়ি উড়ছে নির্মেঘ আকাশে। এইসব দেখে মনপ্রাণ একই সঙ্গে ভরে উঠল সবার।

সুন্দর পিচঢালা পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে একসময় ওরা বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর কাছে এল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল বাবলুর বাবা কেমন অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন বাংলোর লনে। পঞ্চু তো দেখামাত্রই ছুট।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে একেবারে পায়ের কাছে ঘন ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে ওর আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল।

ওরা যেতেই বাবা বললেন, "ব্যাপার কী তোদের? এত দেরি করলি কেন তোরা?"

বাবলু বলল, "কাল থেকে যা গেল আমাদের। হয়তো আসাই হত না।"

বাবা এবার অলি ও তার বান্ধবীদের দেখে বললেন, "এরা কারা?"

বাবলু বলল, "এদের পরিচয় পরে দিচ্ছি। আগে আমার কথা শোনো।"

বাবা বললেন, "শুনব তো বটেই। তোরা ঘর থকে বেরোবার নাম করলেই দুনিয়ার ঝামেলা তোদের আঁকড়ে ধরে। তাই নতুন কী আর শোনাবি?"

ওদের কণ্ঠস্বব শুনে সস্ত্রীক বিষ্ণু প্রধান তখন বেরিয়ে এসেছেন।

বাবা বিষ্ণু প্রধানকে বললেন, "যা ভয় করছিলাম তাই। আবার কীসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে সব।" বলে বাবলুকে বললেন, "কী, ব্যাপারটা কী?"

বিষ্ণু প্রধানের কাজের লোকটি এসে তখন প্রত্যেকের বসবার জন্য চেয়ার ও মোড়া পেতে দিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "আগেই বলে রাখছি, আমরা কিন্তু কেউ কিচ্ছু খাব না। পেট একেবারে ভর্তি।"

বাবা বললেন, "না খাস না খাবি। কিন্তু তোদের জিনিসপত্তর কই?"

বাবলু অলিকে দেখিয়ে বলল, "এদের বাড়িতে। এর নাম অলি। এ কে জানো তো বাবা? আমাদের পাড়ায় যে ব্যাঙ্কটা আছে, তারই ম্যানেজার জয়ন্তবাবুর রিলেটিভ।"

"অ। তা শুনি এবার তোদের কাহিনী।"

বাবলু তখন সবকিছু খুলে বলল এক এক করে।

সব শুনে বাবা বললেন, "ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস মানে তো একটা সংগঠিত ব্যাপার। রীতিমতো ট্রেনিং না নিয়ে এইসব কাজে নামে না কেউ। আর দলেও ওরা নেহাত কম থাকে না। জালও ছড়ানো থাকে অনেকদূর। অতএব সাবধান।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "বিশেষ করে ওরা যখন অত ভোরেও তোমাদের পিছু নিয়েছে তখন তোমরাই যে ওদের ট্যার্গেট তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

অলি বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, ওরা যে ভোরে বেরোবে এ-কথা দুষ্কৃতীরা জানতে পারল কী করে?"

বাবা বললেন, "যখন ওদের মধ্যে এইসব আলোচনা হচ্ছিল তখনই হয়তো আড়ি পেতে ছিল কেউ।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "এগজ্যাক্টলি।"

বাবলু বলল, "এটাও একটা ভেবে দেখার বিষয়। কিন্তু কে কখন কোথা থেকে আড়ি পাতল? পঞ্চু অবশ্য আমাদের সঙ্গে ঘরের ভেতরেই ছিল।" বলে একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা বিলু, জয়ন্তদার সহকর্মীরা ক'জন ছিলেন বল তো?"

বিলু বলল, "ছ'জন।"

বিচ্ছু এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "তবে তাঁরা কিন্তু আমাদের আলোচনার আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। জলযোগ পর্ব শেষ হতেই চলে গিয়েছিলেন তাঁরা।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক তাই। ঘরে তখন আমরাই ছিলাম। আর ছিল কাজের মেয়েটি।"

ভোম্বল বলল, "অবজেক্‌শন। সবসময় কাজের লোকেদের সন্দেহ করা উচিত নয়। ওদের লোক নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ ঘাপটি মেরে ছিল আশপাশে কোথাও। তা ছাড়া ওকে সন্দেহ করলে তো দিনুদাকেও সন্দেহ করতে হয়।"

বিলু বলল, "অবান্তর কথা বলিস না। দিনুদা হচ্ছেন সন্দেহের বাইরে।"

"কারণ?"

"কারণ, ওই শয়তানরা যে আমাদের পিছু নিয়েছে সে-কথা দিনুদাই তো বলেছিলেন। আর বাবলুর নির্দেশমতো দিনুদা গাড়িটাকে ওইভাবে না রাখলে কিছুতেই ওদের বেকায়দায় ফেলা যেত না।"

ভোম্বল বলল, "মানছি। এখন তা হলে ধরে নিতে হবে, হয় ওরা আড়ি পেতে ছিল, নয়তো কাজের মেয়েটির মারফত জেনেছে, তাই তো?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ তাই। এ-সবই অবশ্য তদন্তের বিষয়।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "সে তোমরা তদন্ত করো আর যাই করো, আমার মতে বলে কী, বাবা তোমরা আর

এখানে থেকো না। এই জায়গা এখন তোমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। যত শিগগির পারো এখান থেকে চলে যাও তোমরা।"

বাবা বললেন, "চলে গেলেও যে রেহাই পাবে তা নয়।"

"তবু অচেনা জায়গায় বিপদে না পড়াই ভাল। ওই ধরনের শয়তানদের কলকাতা থেকে মিহিজামে এসে একটা প্যানিক করে যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

বাবলু বলল, "সেই ভয় তো আমরাও করছি। মগরার কাছে যে তিনজন ধরা পড়ে মারধোর খেয়েছে তাদের একজনও যদি ছিটকে বেরিয়ে আসে তা হলে কিন্তু হাল আমাদের খারাপ করে দেবে। ওরা নিজেরা না এলেও দলের অন্য কাউকে পাঠিয়ে ক্ষতি করবে আমাদের।"

বিষ্ণু প্রধানের ছেলে জয়দীপ বোধ হয় ঘরের ভেতরে বসে সব শুনছিল, এবার বেরিয়ে এসে বলল, "কিচ্ছু করবে না। ওরা ঘুঘুও দেখেছে, ফাঁদও দেখল। তা ছাড়া এই চিত্তরঞ্জনের এলাকাটা বড় কম নয়। লম্বায় সাত মাইল, চওড়াতেও সাত মাইল। সম্পূর্ণ রেলের এলাকা। চারদিক ঘেরা। অতএব এর ভেতরে ঢুকে হঠাৎ করে একটা প্যানিক করে যাওয়া অত সোজা নয়।"

বন্দনা বলল, "কী যে বলেন, যারা দিনের বেলায় ব্যাঙ্কে এসে সশস্ত্র ডাকাতি করে যায় তাদের আবার অসাধ্য কী?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বন্দনাকে সায় দিয়ে বলল, "ঠিকই তো।"

অলি বলল, "তা ছাড়া আমরা তো রেলওয়ে কলোনির বাইরে থাকি। মিহিজামে। তাও একটু ভেতর দিকে।"

জয়দীপ বলল, "তাতে কী? যেখানেই থাকো নির্ভয়ে থাকো। ওদের কেউই আসবে না। ওরা এখন মারধোর খেয়ে ধরা পড়ে পালাবার তাল করছে। তোমরা মনের আনন্দে ঘোরো। যাও, সামনের ওই হিলটপে উঠে চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্যাখো। আজকের দিনটা থাক, কাল সকালে চলে যাও কল্যাণেশ্বরী। পারলে ওখান থেকে মাইথনটাও দেখে নিয়ো।"

শ্বেতা বলল, "মাইথনের জলাধার কিন্তু এই হিলটপ থেকেও ভাল দেখা যায়।"

জয়দীপ বলল, "ভাল দেখা যায় না, অস্পষ্ট। তবু কাছ থেকে দেখার একটা আলাদা আনন্দ আছে।"

অলি বলল, "আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। খুব ভাল হয় তা হলে।"

জয়দীপ একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "চলো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা, অলি ও তার বান্ধবীরা, পঞ্চুকে নিয়ে চমৎকার পিচঢালা পথ ধরে জয়দীপের সঙ্গে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। ছোট্ট পাহাড়। খাড়াই পথ বেয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই ওপরে উঠে পড়ল।

সত্যিই সুন্দর। প্রথমেই ওরা বহুদূরের মাইথন জলাধার দেখল। ঘোলা জল কেমন টলমল করছে। তারপর সুন্দরভাবে সাজানো রেলওয়ে কলোনি। আর অফুরন্ত সৌন্দর্যে ভরা লাল মাটির বুকে ঘন সবুজের মিহিজাম। এ যেন সেই ঘরের কাছে আরশিনগর বলে মনে হল। এই হিলটপে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান কোনদিকে তার দিকনির্ণয় করা আছে। এমনকী বসে সময় কাটানো এবং প্রকৃতি দেখার ভাল ব্যবস্থাও করা আছে এখানে। ওরা তাই যে যার পছন্দমতো একটা করে স্থান বেছে নিয়ে ছড়িয়েছিটিয়ে বসল।

আর পঞ্চু? তার আনন্দ দেখে কে? সে যে কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে হিলটপের ঝোপেঝাড়ে যত রঙিন প্রজাপতি উড়ছিল সেগুলোর পেছনে ছোটাছুটি শুরু করল ভৌ-ভৌ করে।

জয়দীপ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে পঞ্চুর কেরামতি দেখতে লাগল। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেখতে লাগল জয়দীপকে। জয়দীপ ওদের সমবয়সি না হলেও ওদের চেয়ে খুব একটা বড় নয়। কী অপূর্ব মুখশ্রী জয়দীপের। আর কী দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত। যেমন গায়ের রং, তেমনই মার্জিত কথাবার্তা। সাধ করে কি প্রিন্স বলা হয় ওকে? সত্যিই প্রিন্স। রাজকুমার।

অলি ও তার বান্ধবীরা সবাই বলল, "জয়দীপদা, শুনেছি আপনি তো খুব ভাল স্টুডেন্ট। তা মাঝেমধ্যে আমাদেরকেও একটু গাইড করুন না।"

জয়দীপ মিষ্টি হেসে বলল, "কে বলল আমি ভাল স্টুডেন্ট? পড়াশুনো করি এই পর্যন্ত। কিন্তু জীবনে কখনও প্রথম দশজনের একজন হতে পারিনি।"

অলি বলল, "কিন্তু আমরা যে তাও না। এই শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা, আমরা সবাই একই ক্যাটিগরির।"

জয়দীপ বলল, "আমি তোমাদের দূর থেকে অনেকবার দেখেছি। আমি জানি তোমরা খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু তোমরা ইচ্ছে করেই পড়াশুনোয় ফাঁকি দাও।"

বন্দনা বলল, "তা যা বলেছেন! আসলে টিভির নেশা আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, বইয়ের পড়ায় আর মন বসাতে পারছি না।"

জয়দীপ বলল, "বাজে কথা। আমি তো দিনরাত টিভি দেখি। সিনেমাও কম দেখি না। তাতে তো পড়াশুনোর অসুবিধে হয় না আমার।"

চন্দনা এমনিতেই মুখচোরা মেয়ে। তবুও জয়দীপের কথার উত্তরে অবাক হয়ে বলল, "আপনি সিনেমা দেখেন?"

"টিভি, সিনেমা সবই দেখি।"

মাধুরী বলল, "সত্যিই আপনি অসাধারণ।"

জয়দীপ বলল, "মোটেই না। তবে এইসবের মধ্য দিয়েই দিনে একবার অন্তত নিয়ম করে বই নিয়ে বসি। তোমরাও বসো, দেখবে পড়ায় মন কখন একসময় আপনা থেকেই এসে গেছে। আসলে এ সবই অভ্যাসের ব্যাপার।"

বন্দনা বলল, "তবুও আপনি একটু দেখুন না আমাদের।"

জয়দীপ বলল, "আমার সময় কখন? খেলাধুলো, শরীরচর্চা, এইসব করতেই তো সময় চলে যায়। এর ওপর নিজের পড়া আছে"

অলি বলল, "তাতে কী? ওরই ফাঁকে আমাদের একটু দেখুন। না হলে কিন্তু আমরা আপনাকে ছাড়ব না।"

জয়দীপ বলল, "বেশ, সব সাবজেক্ট তো পারব না, তবে সপ্তাহে দু'দিন আমি তোমাদের আর্টস গ্রুপটা দেখিয়ে দিতে পারি।"

অলিরা তো দারুণ খুশি। সেইসঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও।

বাবলু বলল, "যাক, এখানে এসে তা হলে একটা কাজ অন্তত হল। কাল থেকেই লেগে পড়ো তা হলে।"

অলি চোখদুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "ওমা! কাল থেকে কী করে হবে? কাল তো আমরা চরকি ঘোরান ঘুরব। তা ছাড়া কাল বিশ্বকর্মা পুজো। তোমরা আছ। যা কিছু হবে তোমরা চলে যাওয়ার পর।"

জয়দীপ বাবলুকে বলল, "তোমরা কবে যাচ্ছ?"

"আমরা পরশু সকালেই চলে যাব।"

"তা হলে ওইদিন থেকেই শুরু হোক।"

অলি বলল, "সবচেয়ে ভাল হয় পুজোর পর থেকে হলে।"

বাবলু বলল, "সে কী! পুজোর তো এখনও অনেক দেরি। এই ক'দিন কী করবে?"

অলি বলল, "অনেক দেরি কোথায়? মাত্র পনেরো দিন বাকি। এই ক'দিনে পড়ায় মন বসবে না।"

বিলু বলল, "আশ্চর্য! এত আগ্রহ তোমাদের। অথচ সব যখন ঠিক হল তখনই এড়াতে চাইছ? বেশ মেয়ে তো!"

অলি বলল, "না না, এড়াতে চাইছি না। কারণটা অবশ্য তোমাদের বলা হয়নি, আসলে আমরা সকলেই একটি পর্বত অভিযাত্রী দলের সদস্যা। আমাদের এখন প্রশিক্ষণ চলছে। শিগগির দূরে কোথাও মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং-এ যাব আমরা। হয়তো সেটা পুজোর আগেই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু, দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কোথায়?"

"জায়গাটা এখনও ঠিক হয়নি। তবে খুব সম্ভবত অমরকন্টকে।"

বাবলু বলল, "ওরে বাবা! সে তো অনেকদূর। ঘরের কাছেই শুশুনিয়া, জয়চণ্ডী থাকতে অতদূরে কেন?"

"ওসব জায়গার ট্রেনিং হয়ে গেছে আমাদের। এ-বছর অমরকণ্টক হলে সামনের বছর চলে যাব হিমালয়ে। মোট কথা, যাওয়া আমাদের হবেই। ব্যবস্থা একেবারেই পাকা।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় হঠাৎ সেখানে এমন কয়েকজনের আবির্ভাব ঘটল যাদের উপস্থিতি মেনে নিতে পারল না কেউই। জয়দীপের অমন সুন্দর মুখখানি কালো হয়ে উঠল। সে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা যাও, আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলব, কেমন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আগন্তুকদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর পঞ্চুকে ইশারা করে মেয়েদের নিয়ে এক এক করে নেমে এল। ওরা ভেবে পেল না এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে জয়দীপের মতো ছেলের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। তবুও বেলা অনেক হয়েছে, তাই আর এই ব্যাপারে বেশি মাথা না ঘামিয়ে অলিদের বাড়ির দিকেই রওনা হল ওরা।

খানিক আসার পর বাবলু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অলিকে বলল, "শোনো, তোমরা বাড়ি যাও। আমরা একটু আসছি।"

অলি বলল, "কোথায় যাবে তোমরা?"

"একটু কাজ আছে আমাদের।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুকেও ইশারায় অলিদের সঙ্গে যেতে বলল।

অলি বলল, "বেশ একসঙ্গে আসছিলাম, হঠাৎ দলছুট হয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হল?"

বন্দনা বাবলুর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই কিছু একটা অনুমান করে বলল, "আমাদের যখন যেতে বলছে তখন চল না!"

বিচ্ছু দল থেকে সরে এসে বাবলুকে কাছে ডেকে বলল, "তুমি কি আর একবার হিলটপে যেতে চাও বাবলুদা?"

"হ্যাঁ। কেন না ওখানকার পরিস্থিতি একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে।"

"আমারও। মনে হচ্ছে জয়দীপদা কোনও চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে।"

"ঠিক তাই। সেইজন্যই ব্যাপারটা কী, তা জানতে ইচ্ছে করছে।"

অলিরা বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে ওদের বাড়ির দিকে চলল।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে রয়ে গেল সেখানেই।

বিলু বলল, "তুই কেন রয়ে গেলি আমি বুঝতে পেরেছি। এবার কি তবে সুন্দরপাহাড়ি অভিযান?"

"অবশ্যই। ওই লোকগুলোর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটা অন্য রকমের গন্ধ পেলাম।"

ভোম্বল বলল, "আমিও। তা ছাড়া ওরা আসতেই জয়দার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল দেখেছিস?"

বাবলু বলল, "দেখেছি বইকী! তাই তো একটু নজরে রাখতে চাই ওদের। মনে হয় নির্ঘাত কোনও বিপদ ঘটতে চলেছে ছেলেটার।" বলে পঞ্চুকে ইশারা করে দ্রুত এগিয়ে চলল সুন্দরপাহাড়ির দিকে।

খানিক এসে হিলটপে ওঠবার মূল পথ ছেড়ে খুব সন্তর্পণে ওরা পাথরের খাঁজ ধরে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ওপরে উঠল। পঞ্চুও উঠল ওই একই কায়দায়। তারপর ঘন একটি ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লক্ষ করতে লাগল ওদের গতিবিধি।

ওরা মোট চারজন ছিল।

ওদের একজনের কথা কানে এল, "আমাদের প্রস্তাবে তা হলে রাজি নও?"

জয়দীপ বলল, "বললাম তো, ও-কাজ কোনওমতেই সম্ভব নয়।"

"কিন্তু এর জন্য তোমার বাবাকে কী কঠিন মূল্য দিতে হবে তা কী জানো?"

"আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না তাই এই কথা বলছেন। আমাকে খুন করে আমার লাশ আমাদের বাড়ির সামনে ফেলে রাখলেও উনি রাজি হবেন না আপনাদের প্রস্তাবে।"

"তোমাকে খুন করার পর তোমার বাবা যে রাজি হবেন না তা আমরা জানি। কেন না, তখন তাঁর জেদ আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু একান্তই যদি রাজি না হন তা হলে এই কাজ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ খোলা থাকবে কী?"

"আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।"

"সেই ইচ্ছেটা যদি খুবই মারাত্মক হয়?"

"হবে।" জয়দীপ এবার কঠিন গলায় বলল, "আমার যা বলবার আমি বলেছি। এখন আপনারা যেতে পারেন।"

বাবলুরা সবই লক্ষ করল।

ওরা কিছু সময় চুপ থেকে বলল, "আজকের মতো আমরা যাচ্ছি। কাল সকাল আটটার সময় এক নম্বর গেটের কাছে থাকব। তোমাদের শেষ সিদ্ধান্তটা জানিয়ো। বাবাকে বোলো, রায়সেন চুক্তিতে রাজি হলে টাকার অঙ্ক দশ লাখ। না হলে...।" বলেই একজন একটা রিভলভার বের করে ট্রিগার টিপল।

শব্দ হল খট করে। কিন্তু গুলি বেরোল না।

লোকটা বলল, "কালকের পরে কিন্তু এখান দিয়ে আর খট করে শব্দ হবে না। তখন হবে 'ডিসুম'। অর্থাৎ গুলি ছুটবে।"

জয়দীপ কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

লোকগুলোও আর অপেক্ষা না করে প্রস্তুত হল যাওয়ার জন্য। যাওয়ার আগে আর-একবার স্মরণ করিয়ে দিল, "কাল সকাল আটটা। এক নম্বর গেটের কাছে। কালই কিন্তু শেষদিন।"

ওরা চলে গেলে জয়দীপও চলে গেল।

বাবলুরাও তখন আত্মপ্রকাশ করল এক এক করে। ওরা সেই জায়গায় এসে দাঁড়াল, যেখানে একটু আগেই নাটকের দৃশ্যের মতো ঘটনা ঘটে গেল একটা।

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

বিলু বলল, "লোকটা যখন রিভলবার বের করল তখন আমি তো ভাবলাম দিল বুঝি শেষ করে।"

বাবলু বলল, "ও যে গুলি করবে না তা আমি জানতাম। না হলে তো লেলিয়েই দিতাম পঞ্চুকে। তবে কালকের ব্যাপারটা যে কোনদিকে মোড় নেবে তা কে জানে?"

ভোম্বল বলল, "আজই নিষ্পত্তি একটা করে দেওয়া যেত ব্যাপারটার। ওদের যেতে দিলি কেন? ওরা কী চায় তা ওদের মুখে শুনেই ব্যবস্থা একটা করা যেত।"

বাবলু বলল, "হুট করে কিছু করা যায়? জয়দাকে ওরা আক্রমণ করলে আমরা অবশ্য ছেড়ে দিতাম না, এখন আসল ব্যাপারটা কী তা জানতে হবে তো?"

বিলু বলল, "জানাজানির কিছু নেই। বক্তব্য ওদের পরিষ্কার। রায়সেনের এই দুষ্টচক্র অন্যায়ভাবে কোনও অবৈধ বিল পাস করিয়ে নিতে চায় বিষ্ণু প্রধানের মাধ্যমে। রেল ব্যবস্থাকে দিনে-দিনে অবনতি ও লোকসানের দিকে এরাই তো ঠেলে দিচ্ছে। ওদের শর্ত মানলে 'ও কে', না মানলেই ডিসুম।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই। কিন্তু ওদের যা হাবভাব তাতে মনে হয় বাবার ওপর বদলা নিতে ছেলেকে ওরা মারবেই।"

বিলু বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

"এখন তা হলে উপায়? কী উপায়ে রক্ষা করা যায় ওকে?"

বাবলু বলল, "রক্ষা ওকে করতেই হবে। বিশ্বকর্মা পুজো দেখা মাথায় থাক। কল্যাণেশ্বরী, মাইথনেও গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালে আমরা এক নম্বর গেটের কাছে ঘাপটি মেরে থাকব। তারপর, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যদি ওরা আসে আর ওরা যদি জয়দাকে আক্রমণ করে তা হলে কিন্তু একজনও ফিরে যাবে না ওদের।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বের করল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

ওরাও আর রইল না ওপরে। ধীরে ধীরে নেমে এল। রোদ যেমন চড়া তেমনই ভ্যাপসা গুমোট। বহু দূরের মাইথনের জলাধারের দিক থেকে একটা কালো মেঘ ধেয়ে আসছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে। ওরা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অটো পেয়ে গেল। খুব একটা দূরের পথ তো নয়, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল মিহিজামে।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই আর-এক দুঃসংবাদ। শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনারা বিদায় নিয়েছে। স্তব্ধ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চু, বিচ্ছু আর অলি। অলির চোখে জল। কল্যাণীকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। আশপাশের বাড়ি থেকেও অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন। ব্যাপারটা কী?

অলি একটা হলুদ খামের চিঠি বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "একটা কিছু করো। আমাদের এই বিপদে পুলিশ নয়, তোমরাই এখন একমাত্র ভরসা।"

বাবলু চিঠিটা পড়েই সেটা বিলুর হাতে দিল। বিলু দিল ভোম্বলকে। চিঠিতে যা লেখা আছে তা হল এই:

"জয়ন্ত বোস আমাদের বাধা না দিলে আর ওই শয়তান ছেলেটা আমাদের পেছনে ধাওয়া না করলে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হত না। ওদের দ্বারা ভয়ংকর রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা। যাই হোক, বাচ্চাটাকে নিয়ে গেলাম। বেশি নয়, তিন লাখ পেলেই ছেড়ে দেব। জয়ন্ত বোসের মতন একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে এই টাকাটা কিছুই নয়। কাল সন্ধেবেলা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে বরাকর নদীর ঝরনার ধারে বিনিময় হবে। দেরি করলে প্রতিদিনের হিসেব দিতে হবে এক লাখ করে। অর্থাৎ পাঁচদিনে পাঁচ প্লাস তিন, মোট আট লাখ। এ দিন কিছু নয়। হয় টাকা, না হয়...। পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ফল তাতে খারাপ হবে।"

অলি বলল, "এখন আমরা কী করব বলো?"

বাবলুরা নিরুত্তর। ওরা যে কী বলবে ভেবে পেল না। একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে-না-খেতেই আর-একটা দুশ্চিন্তা এসে হাজির হল। বিপদের পর বিপদ।

কল্যাণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "তোমরা সবাই চুপ করে গেলে কেন ভাই? তোমরাই বলো, এখন আমি কী করব? এই মুহূর্তে অত টাকা কোথায় পাব আমি?"

বাবলু বলল, "জয়ন্তদাকে খবর দেওয়া হয়েছে?"

অলি বলল, "হ্যাঁ।"

"উনি কি আসছেন?"

"না। বলেছেন কোনওরকম হুমকির কাছে মাথা না নোয়াতে।"

কল্যাণী বললেন, "কিন্তু আমার বাবুয়া? তাকে কী করে ফিরে পাব?"

কল্যাণীর বাবা বললেন, "এই অবস্থায় পুলিশকে না জানানো ছাড়া আমাদের কোনও উপায়ও নেই।"

বাবলু বলল, "ওই ভুলটি করবেন না দয়া করে। লেনদেনের মাধ্যমে যদিও ছেলেটাকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, থানা-পুলিশ করলে সেটুকুও থাকবে না। পুলিশে খবর দিলে ওরা হয়তো রাগের চোটে মেরেই ফেলবে ছেলেটাকে।"

মা বললেন, "তা হলে কী করব? অত টাকা কোথায় পাব আমরা?"

বাবলু বলল, "ওর বাবাকে আসতে দিন।"

"সে তো আসবে না বলেছে।"

"বলেছেন। পরে তো মতের পরিবর্তন করতেও পারেন। ছেলে বলে কথা! কিন্তু ভয় হচ্ছে উনি না ওখানকার পুলিশকে জানিয়ে দেন ব্যাপারটা।"

অলি চোখের জল মুছে বাবলুর হাতদুটি ধরে বলল, "তোমরা তো অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান করেছ, তোমরা কি পারবে না আমাদের বাবুয়াকে আবার আমাদের বুকে ফিরিয়ে এনে দিতে?"

বাবলু বলল, "পারতেই হবে। পারবার জন্য কৌশলে উপায়ও একটা বের করতে হবে। কিন্তু ওকে ওরা এই বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে গেল কী করে?"

কল্যাণী বললেন, "অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি। তার ওপর কাল ওইরকম সব কাণ্ড ঘটে গেল। রান্নাঘরে বসে মায়ের সঙ্গে সেই নিয়েই আলোচনা করছিলাম। ছেলেটা এ-ঘর, ও-ঘর করে খেলছিল। হঠাৎ ঘরের ভেতর কাচ ভাঙার শব্দ। ভাবলাম ছেলেটাই কিছু ফেলে ভাঙল বুঝি। তাই ছুটে গিয়ে দেখি জানলার শার্সির কাচ ভাঙা। আর ওই হলদে খামের চিঠিটা পড়ে আছে ঘরের ভেতর। সেইসঙ্গে ছেলেটাও নেই।"

"দিনুদা কোথায়?"

"দিনুদা তো আমাদের পৌঁছে দিয়েই কারমাটারে ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছেন।"

বাবলু আর কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করে সকলকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কল্যাণী আবার কান্নাকাটি শুরু করলেন। অলিও কেঁদে কেঁদে সারা। ওদের সকলের কান্না দেখে বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখেও জল এসে গেল।

বাবলু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে বাথরুমে ঢুকে স্নানপর্ব শেষ করল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু প্রত্যেকেই।

স্নানপর্ব শেষ হলে বাবলু অলিকে বলল, "শোনো, তোমাদের বাড়ির যা পরিস্থিতি তাতে আমার মনে হয় আমাদের আর এখানে না থাকাই ভাল। তাই আমরা এখনই বিদায় নিচ্ছি। আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। ওটাও আমরা বাইরেই সেরে নেব।"

অলি বলল, "না, তা হয় না। তোমরা আমাদের অতিথি। কত আয়োজন আজ তোমাদের জন্য। তোমরা চলে গেলে কী করে হবে?"

"সেইজন্যই তো বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের চোখের জলের সামনে কিছুই যে আমাদের মুখে রুচবে না। পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তোমাদের অবস্থা দেখে ও কেমন মূক হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমাদের এই বিপদের দিনে তোমরা আমাদের পাশে না থেকে চলে যাবে?"

"চলে না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"আমি কিন্তু অনেক আশা করেছিলাম তোমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "তুমি কী আশা করেছিলে তা আমি জানি। তোমার আশা যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্যই আমরা যাচ্ছি। তবে বাড়ি যাচ্ছি না কিন্তু। এইখানেই আশপাশে কোথাও থাকব। এখন আমাদের সামনে দারুণ একটা সমস্যা চ্যালেঞ্জের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। যেভাবেই হোক, সেটার মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে কী করব তা স্থির করতে গেলে এখান থেকে চলে যেতেই হবে আমাদের।"

অলি কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। তারপর বলল, "তোমরা কোথায় রইলে না রইলে আমি কী করে জানব?"

"আমরা নিজেরা এসেই হোক অথবা ফোনেই হোক জানিয়ে দেব তোমাকে। তারপর তুমি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বাবুয়াকে ওদের কবল থেকে নিয়ে আসতে গেলে তোমার সাহায্যের যে আমাদের একান্তই প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমরা এখান থেকে সরে গিয়ে পাঁচজনে পরিকল্পনা করে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে নেব।"

অলি বলল, "বেশ। আমি তা হলে তোমাদের ডাক পাওয়ার আশায় রইলাম।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের ভুল না বুঝে আমাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল অলিদের বাড়ি থেকে। ওরা পথে নেমে সবে দু'-এক পা এগিয়েছে এমন সময় প্রবল বর্ষণ শুরু হল। সে কী ভয়ংকর দুর্যোগ! ওরা ছুটে গিয়ে একটা শেডের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল। এই দিনদুপুরেও যেন সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন।

এই চিত্তরঞ্জন মিহিজাম তো বড় কোনও শহর নয়, তাই হোটেল-লজের আধিক্য নেই। বৃষ্টি থামলে ওরা খোঁজখবর নিয়ে স্টেশনের একনম্বর গেটের কাছে একটি লজ পেয়ে গেল। নীচের তলায় চার-পাঁচজনের শোওয়ার মতো বড়সড় একটি ঘরই পেল ওরা। সামনে গ্রিল দেওয়া বারান্দা আছে। বেশ চমৎকার।

সেই ঘরে জিনিসপত্তর রেখে ওরা খেতে চলল। দুপুর দুটো এখন। সকালের খাওয়া কখন হজম হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে সবার। থাকার জায়গার অভাব হলেও খাবার হোটেলের এখানে অভাব নেই। ওরা ওরই মধ্যে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল দেখে ঢুকে পড়ল।

বাঙালির হোটেল। বাংলার খাওয়া। স্টেশনের ওপারটা বিহারে হলেও এপারে বর্ধমান জেলা। কাজেই খাওয়াদাওয়া রুচি অনুযায়ী। নিরামিষ, আমিষ দুই-ই আছে। ওরা মাছ-ভাতের অর্ডার দিয়ে খেতে বসে গেল। হোটেলে ভিড়ের জন্য আলাদা মাংস-ভাত বেঁধে নিল পঞ্চুর জন্য।

তারপর লজে ফিয়ে পঞ্চুকে খাইয়ে বারান্দায় পাহারায় রেখে ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে পাকা চালিয়ে শয্যাগ্রহণ করল ওরা। এখন একটু ভালভাবে বিশ্রাম না করলেই নয়! কখন সেই শেষরাতে ঘুম থেকে উঠেছে সব। তারপর সারাটা দিন যা গেল তা বলবার নয়।

ওরা সবাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু সবাই নির্বাক।

একসময় বিচ্ছুই নীরবতা ভঙ্গ করল, "বাবলুদা!"

"বল।"

"তখনকার ব্যাপারটা কী হল?"

"খুবই সিরিয়াস। বলবার সময় পাইনি বলে বলিনি।"

"এবারে বলো।"

বাবলু হিলটপের ঘটনাটা খুলে বলল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

সব শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু কোনও মন্তব্যই করতে পারল না। আবার নীরবতা।

অনেক পরে বাচ্চুই বলল, "সব যেন কীরকম জট পাকিয়ে গেল, তাই না বাবলুদা?"

"হ্যাঁ রে। এ এক জটিল রহস্য। একদিকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির জের, অপরদিকে দুষ্টচক্রের কবলে জয়দীপদার বিপন্নতা। কী নিষ্ঠুর নিয়তি যে ওর জন্য অপেক্ষা করছে তা কে জানে?"

বিচ্ছু বলল, "আমরা তা হলে কীভাবে এগোব? কাল যদি ওই রায়সেন চক্রের মোকাবিলা করতে যাই তা হলে বাবুয়াকে উদ্ধার করা যায় না। অথচ ওই নিষ্পাপ শিশুটাকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে এনে তো দিতেই হবে।"

বাচ্চু বলল, "অবশ্যই।"

বাবলু বলল, "কোনওকিছুই আমি ভেবে উঠতে পারছি না। যত চিন্তা করছি ততই যেন মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।"

বিলু বলল, "এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কখনও পড়িনি।"

ভোম্বল বলল, "কখনও পড়িনি বললে ভুল হবে। তবে অ্যাকশনটা অন্যবারের তুলনায় এবারে একটু বেশি। কেন না আমাদের এখন উভয় সংকট।"

বাবলু বলল, "সবকিছু নির্ভর করবে সকালের পরিস্থিতির ওপর। যাই হোক, বিকেলবেলা আমাদের প্রধান

কাজ হল একবার বিষ্ণু প্রধানের বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করা। বাবাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে। কেন না, বিষ্ণু প্রধান তাঁর বন্ধু যেহেতু, তাই তিনি কী বলেন একবার জানা দরকার।"

বিলু বলল, "অলিকেও তো একটা খবর দিতে হবে। আমরা কোথায় উঠলাম তা না জানালে ও বেচারি মনে মনে দুঃখ পাবে খুব।

বাবলু বলল, "বাবার সঙ্গে কথা বলার পরই আমরা ওদের ওখানে যাব। তা ছাড়া দেখতে হবে জয়ন্তদার কোনও ফোনটোন এল কি না।"

ভোম্বল বলল, "উনি নিজেও এসে হাজির হতে পারেন।"

বাবলু বলল, "এত তাড়াতাড়ি আসবেন কী করে? এলেও আসতে সন্ধে পার হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "এলে কিন্তু খুবই ভাল হয়। কেন না ওঁর সঙ্গেও তো এই ব্যাপারে কিছু করতে যাওয়ার আগে একবার পরামর্শ করা দরকার।"

বাচ্চু বলল, "উনি কী পরামর্শ দেবেন?"

"এমনও তো হতে পারে, বাবুয়ার মুক্তিপণ হিসেবে উনি সম্পূর্ণ টাকাটাই দিতে রাজি হয়ে গেলেন।"

ভোম্বল বলল, "অসম্ভব। তা উনি কখনওই করবেন না।"

এমন সময় বারান্দায় কুঁই-কুঁই ডাক।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ। দ্যাখ তো রে কে এল?"

বিলু উঠে গিয়ে দরজাটা অল্প ফাঁক করতেই দেখতে পেল অলিকে। একটা লেডিজ সাইকেল নিয়ে ঘরের সামনে মোরাম বিছানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলু বলল, "কে রে, বিলু?"

"অলি?"

সাইকেলটা বারান্দায় রেখে বিলুর সঙ্গে অলি ভেতরে এলে বাবলু বলল, "আমরা তো কোনও খবর দিইনি। তুমি কী করে জানলে আমরা এখানে উঠেছি?"

অলি বলল, "আমি তো এইখানকারই মেয়ে। কাজেই এই অঞ্চলে হোটেল-লজ কোথায় কী আছে, সবই আমার নখদর্পণে। তাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি আমার।" তারপর একটু থেমে বলল, "তবে একটা কথা, আমাদের যা হাওয়ার তা হয়েছে। আমাদের ব্যাপারে তোমরা কতখানি চিন্তাভাবনা করলে জানি না। তবুও তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো।"

বাবলু অলির মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, "হঠাৎ এ-কথা কেন?"

"কারণ আছে। প্রথমত, ওই হলদে খামের চিঠিতে তোমরা জেনেছ ওদের রাগ তোমাদের ওপর কতখানি, দ্বিতীয়ত, আমি এখানে আসবার সময় দেখলাম দু'জন লোক দূর থেকে তোমাদের এই ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলছে।"

বাবলু হেসে বলল, "তাতেই বুঝে গেলে ওরা আমাদের বিরোধিতা করতে নেমে পড়েছে?"

অলি বলল, "আমি তোমাদের মতন গোয়েন্দা না হলেও একেবারে অক্ষরবিহীন নই। যে দু'জনকে আমি দেখলাম তোমরাও তাদের চেনো। ওরা সেই লোক, যাদের আবির্ভাবে হিলটপের ওই সুন্দর পরিবেশটা অসুন্দর হয়ে উঠেছিল।"

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

ভোম্বল ফোঁস করে উঠল, "কই, কোথায় তারা?"

বাবলু ভোম্বলকে ইশারায় বসতে বলল। তারপর বলল, "তারা যেখানেই থাক, মাথা গরম করিস না। এখন একদম ঘাঁটানো নয় ওদের। এমনকী, পথেঘাটে দেখা হলেও চিনতে না পাবার ভান করে চলে যাবি। যেচে কথা বলতে এলে এমন ভান দেখাবি যেন আগে যে ওদের দেখেছিস এ-কথা মনেও নেই তোদের।"

বিলু বলল, "বাবলু ঠিকই বলেছে। এখন ওদের দিকে মনোযোগ দিলে ওরা সতর্ক থাকবে। পাশ দিয়ে চলে যাব, তবু তাকাব না। যাতে ওরা কোনওভাবেই আমাদের সন্দেহ না করে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ কাল সকালের পরিস্থিতি দেখার পর যা করবার করব, এই তো?"

অলি আর থাকতে পারল না। বলল, "কাল সকালের পরিস্থিতি মানে? ওরা তো সন্ধের পর বলেছে। তোমরা কি বলতে চাও বাবুয়াকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে ওদেরও হাত আছে?"

বাবলু বলল, "কোনও সিক্রেট ব্যাপার নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আমরা আলোচনা করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার কাছে কোনও কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। তোমাদের বাড়ি থেকে আমাদের ওইভাবে

চলে আসার আরও একটা কারণ আছে। শুধু বাবুয়া নয়, আরও একজনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হচ্ছে আমাদের।"

অলি বলল, "কে সে?"

বাবলু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "আমার বাবার বন্ধু বিষ্ণু প্রধানের একমাত্র ছেলে জয়দীপদা।"

"জয়দীপদা?"

বাবলু তখন সকালের ঘটনাটা বুঝিয়ে বলল অলিকে। তারপর বলল, "কী ভয়ংকর একটা বিপদের মুখোমুখি হয়েছে ছেলেটা বুঝতে পারছ তো? ওর যা বক্তব্য, তা ও বলেই দিয়েছে। কাল সকালেও যদি মতের পরিবর্তন না করে সঠিক কথা জানিয়ে দেয়, তখন কী হবে বা হতে পারে তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ?"

"ওরা তা হলে মেরেই ফেলবে ওকে?"

"ঠিক তাই। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা হতে দেব না। প্রাণপণে বাধা দেব আমরা। প্রয়োজনে ওদের গুলি ছোটার আগেই আমার গুলি ছুটবে।"

"তা হলে বাবুয়াকে উদ্ধারের কী হবে?"

"মনে মনে পরিকল্পনা একটা করে ফেলেছি। রাত্রিবেলা আরও একবার রিহার্সাল দিয়ে নেব। তুমি কিন্তু যোগাযোগ রেখো আমাদের সঙ্গে। আর তোমার জামাইবাবু যদি এসে যান তা হলে একটুও দেরি না করে আজ রাতেই তাঁকে নিয়ে চলে এসো আমাদের কাছে।"

অলি বলল, "বেশ। কিন্তু যদি না আসেন?"

"আসবেনই। একান্তই যদি না আসেন তুমি এসো। তবে রাত্রে নয়। কাল দুপুরের দিকে।"

অলি বলল, "তাই আসব। তোমরা কিন্তু আমার দিদির ছেলেটাকে...।"

বাবলু বলল, "তুমি এখন আসতে পারো।"

অলি একটু যেন আহত হয়ে নতমস্তকে বিদায় নিল।

ও চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সদলবলে বেরিয়ে পড়ল বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর দিকে। এ-পথ সে-পথ করে যখন ওরা বাংলোয় এসে পৌঁছল তখন শুনল দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরই বাবা হঠাৎ করে দুর্গাপুরে চলে গেছেন।

॥ ৫ ॥

রাত তখন ন'টা। পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্টেশন-ধারের একটি দোকান থেকে রুটি আর মুরগির মাংস খেয়ে লজে ফিরে শোওয়ার আয়োজন করছে তেমন সময় ঠক-ঠক-ঠক।

বাবলু সাড়া দিল, "কে?"

"আমি জয়ন্ত বোস।"

বাবলু একটুও দেরি না করে দরজার ছিটকিনি খুলতেই জয়ন্তবাবু ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই বোঝা গেল একটা সাইক্লোন যেন বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। উদ্বিগ্ন চিত্তে জয়ন্তবাবু বললেন, "অলি এসেছিল?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"কখন?"

"বিকেলের দিকে।"

"তা হলে এখনও সে বাড়ি ফিরল না কেন?"

বাবলু চমকে উঠল জয়ন্তবাবুর কথা শুনে। বলল, "কী বলছেন আপনি? অলি ফেরেনি?"

"না।"

"আপনি তা হলে কী করে জানলেন আমরা এখানে আছি?"

"অনুমানে। কলকাতা থেকে সবে আসছি আমি। এসেই শুনলাম অলি দুপুরবেলা তোমাদের খোঁজে বেরিয়ে আর ফেরেনি। তাই খোঁজখবর নিতে নিতে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

বাবলু ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়।

বিলু বলল, "অলির ঘরে না ফেরার কারণটা কী? ওরা কি ওকেও কিডন্যাপ করল?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "জানি না ভাই। কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। একে ছটফট করছি ছেলেটার জন্য, তার ওপরে এই এক জ্বালা। এদিকে আমার শাশুড়ি ঠাকরুন তো ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।"

বাবলু নির্বাক। ওর চোখের দৃষ্টি স্থির করে দেওয়ালের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল সে।

ভোম্বল বলল, "কোনও চিঠিপত্র পাননি?"

"না। তা হলে তো জানাই যেত কে বা কারা নিয়ে গেল ওকে।"

বাবলু বলল, "এরা দেখছি ভয়ংকর রকমের প্রতিশোধ নেবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে। যাক, বাবুয়ার ব্যাপারে আপনি কি পুলিশকে কিছু জানিয়েছেন?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "না।"

"ভাল করেছেন। ওর ব্যাপারে কী চিন্তা করলেন?"

"টাকাটা দিয়েই দেব।"

বাবলু বলল, "টাকার জোগাড় হয়েছে?"

"বহু কষ্টে। আমার সহকর্মীরা এই ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করেছে আমাকে।"

বাবলু বলল, "ব্যস! টাকার ব্যবস্থা যখন হয়েছে তখন কোনও চিন্তা নেই। এখন চিন্তা শুধু অলির জন্য। বাবুয়াকে উদ্ধার আমরা করবই। সেইসঙ্গে চেষ্টা করব এই টাকাটা যাতে ওদের হাত থেকে আবার আমাদের হাতে ফেরত আসে।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "এই অসম্ভব কি সম্ভব?"

"এখনই জোর দিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে চেষ্টা করতে দোষ কী?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "যা করলে ভাল হয় তাই করো ভাই। ছেলেটাকে না পেলে ওর শোকে আমরা দু'জনেই হয়তো সুইসাইড করব।"

বাবলু বলল, "ধৈর্য ধরুন দাদা। হট করে কিছু করবেন না। দেখুন না কী হয়। আপনি একটু অনুগ্রহ করে কাল বেলা বারোটার পর আপনার গাড়িটা পাঠিয়ে দেবেন। ওই গাড়িতে করেই আমরা কল্যাণেশ্বরী যাব। আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে। টাকাটা কীসে রেখেছেন?"

"একটা ব্রিফকেসের মধ্যে।"

"যত্নে রাখুন। খুব লাক ভাল যে, পথেই ছিনতাই হয়ে যায়নি টাকাটা।"

"আমি একা আসিনি। একজন আর্মস গার্ডও ছিল আমার সঙ্গে। কাল কি ওকে সঙ্গে নেব?"

"খবরদার নয়। শুধু আমরাই যাব এবং নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে যাব আমরা। আপনি শুধু ঝরনার ধারে নিয়ে যাবেন আমাদের।"

"ঝরনা তো মন্দিরের পেছনেই।"

"যেখানেই হোক, আমরা পথঘাট চিনি না। এই প্রথম যাচ্ছি আমরা।"

এমন সময় মনে হল বাইরের দিক থেকে বন্ধ দরজার ওপর কেউ একটা ইট অথবা পাথর ছুড়ে মারল।

পঞ্চু ক্রুদ্ধস্বরে ডেকে উঠল, "ভৌ-ভো-উ-উ-উ।"

বাবলু বাইরের আলো জ্বেলে দরজা খুলতেই দেখতে পেল একটা হলদে খামের চিঠি পড়ে আছে সেখানে। খামটা কুড়িয়ে নিয়ে এক নজরেই পড়ে ফেলল চিঠিটা। চিঠিতে লেখা আছে, "এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে যা খবর তাতে থানা-পুলিশ হয়নি। জয়ন্ত বোসকে দেখে আশা করছি টাকার ব্যবস্থাটা হয়ে গেছে। অবাধে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা করতে দিলে এত টাকা গচ্চা যেত না বেচারির। মেয়েটার জন্য চিন্তা করবার কিছু নেই, ওকে আমরাই নিয়ে এসেছি। বাচ্চাটা বড় কান্নাকাটি করছিল তাই। কাল টাকা পেলে দু'জনকেই ছেড়ে দেব।"

চিঠি পড়ে চিঠিটা অন্যদের পড়তে দিয়ে বাবলু বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে, বাবুয়াটা একজনকে অন্তত পেল। অলি বড়সড় মেয়ে। ওর জন্য ভয় নেই। আকস্মিক এই বিপদটাকে ও ঠিকই সামলে নেবে।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "টাকাটা পেলে ওরা ওদের ছেড়ে দেবে তো বাবলু?"

"নিশ্চয়ই দেবে। ওদের দরকার টাকা। অন্যের বোঝা ওরা বইবে কেন? তা ছাড়া কথার খেলাপ করলেই আমরা থানা-পুলিশ করব।"

"আমি তা হলে আসি?"

"বাই-বাই।"

জয়ন্ত বোস বিদায় নিলেন। বাবলুরাও ওদের সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল নরম বিছানায়। আঃ কী আরাম!

খুব ভোরে বাবলুর যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিকের গাছপালায় কত পাখি কলকল করছে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখনও ঘুমোচ্ছে। পঞ্চু দু' চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে দরজার কাছে। বাবলুর মনের মধ্যে এখন অনেক চিন্তা। আজ সকাল আটটার সময় যে নাটকটা হতে চলেছে তার মোকাবিলা যে কী করে করবে তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না। এর ওপর সন্ধের পর আর-এক রোমাঞ্চ। পরিস্থিতি যা, তাতে করে সন্ধের পর খুনখারাপি একটা হবেই হবে। কেন না এইভাবে একটা লোককে ব্ল্যাকমেল করতে কিছুতেই দেওয়া যায় না। তাই বিনিময়ের পর ওদের কবল থেকে যেভাবেই হোক ছিনিয়ে নিতে হবে টাকাগুলো। তা ছাড়া দুশ্চিন্তা আরও আছে। মগরার কাছে যে গাড়িতে করে দুষ্কৃতীরা এসেছিল সেই গাড়ির মালিকেরও কোনও হদিস ওখানকার পুলিশ এখনও করতে পেরেছে কি না কে জানে? তা হলেও অনেকটা কাজ হবে। কানটা টানলেই তখন মাথাটা এগিয়ে আসবে। সেসব অবশ্য পরের কথা। টার্গেট এখন একটাই। সময় সকাল আটটা।

বাবলু কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে উঠে পড়তেই পঞ্চুও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাবলু একবার বাথরুমে গেল। তারপর রোজকার অভ্যাসমতো খালি পেটে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে পিস্তলটা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করল। এর পর প্যান্ট-জামা ছেড়ে পিস্তলটা সঙ্গে রেখে ডেকে তুলল সকলকে। বলল, "কী রে! মর্নিংওয়াকে যাবি না?"

ভোম্বল একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে 'ভোরনিং ওয়াক'। এখনও ভোর আছে তো?"

"আছে, আছে। ওঠ, উঠে পড় দেখি?"

বাবলুর ডাক পেয়ে এক এক করে সবাই উঠে পড়ল এবাব। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে তারাভরা আকাশের নীচে পা রাখল রাজপথে। সত্যি, কী অপূর্ব ভোর। সামনেই এক নম্বর গেট, বাসস্ট্যান্ড। আসানসোল ও বর্ধমানের বাস, যাত্রী বোঝাই করছে। চায়ের দোকানগুলোয় ড্রাইভাব, কন্ডাক্টর ও প্যাসেঞ্জারদের ভিড। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভোরের বেলায় গরম চায়ে চুমুক দিয়ে পায়চারি করা যে কী দুর্লভ অভিজ্ঞতা, তা যার না হয়েছে সে বুঝবে না।

চা খেয়ে এ-পথে সে-পথ করে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটতে লাগল ওরা। বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য আলোয় আলো চারদিকে। দূরের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপের বিশাল শেডটা যেন একটা দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে।

একসময় ভোরের আবছা ভাব কেটে গেল। সকালও হল একসময়। হঠাৎই বিলুর নজর পড়ল লোকগুলোর দিকে। বলল, "বাবলু, লুক্স দ্যাট।"

"হোয়্যার?"

"ওই গুমটির ওধারে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে।"

"হ্যাঁ রে। তাই তো, নজরে রাখ।"

ভোম্বল বলল, "ক'টা বাজে এখন?"

বিচ্ছু ওর ঘড়ি দেখে বলল, "ছ'টা।"

"ওরে বাবা। তার মানে এখনও দু' ঘণ্টা।"

এইভাবেই সময় কাটতে লাগল। আটটাও বাজল একসময়। আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল লোকগুলো। কিন্তু হলে কী হবে? জয়দীপের পাত্তাই নেই।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন বাবলুর নির্দেশে পায়চারি করতে করতে লোকগুলোর খুব কাছাকাছি গিয়ে কানখাড়া কবে ওরা কী বলে না বলে শুনতে লাগল।

ওদের একজন বলল, "আর আসবে না। সময় পার হয়ে গেছে।"

"আমি তো বলেইছিলাম। ভয়ানক জেদ ওদের।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী? ডেথ ওয়ারেন্ট ইসু করো। পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ হোক।"

"কিন্তু ওরা যদি আগে থেকেই ব্যাপারটা গভর্নমেন্টের নোটিশে এনে থাকে। পুলিশে খবর দিয়ে থাকে?"

"ওইসব ভয় করতে গেলে এইসব কাজে নামা উচিত নয়। পুলিশের ভয় করলে কি ক্রাইম করা যায়? হিমালয়ে গিয়ে সাধু হয়ে বসে থাকো তা হলে।"

"তা হলে দেব নাকি এক গুলিতে এখনই শেষ করে?"

"খবরদার নয়। ছেলেটাকে প্রথমে কিডন্যাপ করা হবে। তারপর কোনও জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে জ্যান্ত বাঘের মুখে। যাতে প্রমাণ হবে খুন বা অপহরণ নয়, বন্যজন্তুর আক্রমণেই মারা গেছে ছেলেটা। উপরন্তু ডেডবডির কোনও চিহ্ন থাকবে না। নিখুঁতভাবে সকল প্রমাণও লোপ হয়ে যাবে।"

নিজেদের মধ্যে ওরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছিল তখন ওদেরই একজনের চোখ পড়ল বাচ্চু-বিচ্ছুর ওপর। ওরা কথা বন্ধ করে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর ফিসফিস করে কীসব বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। একজন শুধু এগিয়ে গিয়ে বিচ্ছুর চিবুকে হাত দিয়ে বলল, "কী নাম তোমার খুকু?"

বিচ্ছু বলল, "আমার অনেক নাম। ডাকনাম বিচ্ছু। ভাল নাম শূর্পণখা।"

লোকটা লাফিয়ে উঠল, "সে কী! তোমার মতন এমন একটি ফুটফুটে মেয়ের কখনও ওইরকম নাম হয়? তুমি মিথ্যে কথা বলছ। এখানে কী করতে এসেছিলে?"

বিচ্ছু লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "লক্ষ্মণের নাক-কান কাটতে।"

লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল, "অল্পবয়সেই একটু বেশি পেকেছ দেখছি। যাও, এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় না ঘুরে ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করো। আমরা অত্যন্ত বদ লোক। আমাদের কথাবার্তা কিছু শোনবার চেষ্টা কোরো না, কেমন?" বলেই লোকটি ইশারায় অন্যদের যেতে বলে নিজেও চলে গেল সেই জায়গা ছেড়ে।

বিনা যুদ্ধে সকালটা কেটে গেল দেখে বাবলুদেরও আনন্দের অবধি রইল না। তবুও ওদের পরিকল্পনা তো জেনেছে, তাই সেই খবরটা দেওয়ার জন্য বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর দিকে চলল ওরা।

সস্ত্রীক বিষ্ণু প্রধান তখন বাংলোর বাইরে যে ঘাসজমিটা আছে সেখানে পায়চারি করছিলেন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখে দূর থেকেই হাত নেড়ে স্বাগত জানালেন। বাবলুরা দেখল বিষ্ণু প্রধানের মুখে দুশ্চিন্তার এতটুকু ছায়াও নেই।

বাবলু কাছে গিয়ে বলল, "জয়দীপদা কোথায়?"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "কেন গো, এই সাতসকালবেলা আবার জয়দীপদাকে কী দরকার?"

"কয়েকটা কথা বলতাম ওঁকে।"

"সে তো নেই।"

"কোথায় গেছে? আপনি কি জানেন ওঁর খুব বিপদ?"

"জানি। সেই জন্যই তো কাল রাতের অন্ধকারে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি ওকে। কিন্তু তোমরা কী করে জানলে?"

"আমারা আড়াল থেকে সব শুনেছি। ওরা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।"

"তাও জানি। এই রায়সেন চক্রটা মোস্ট ডেঞ্জারাস। ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। ও এখানে থাকলে ওরা ওকে মারতই। তাই ওকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া পথ ছিল না।"

"বেশ করেছেন। কিন্তু এবার তো ওরা আপনাকে আক্রমণ করবে।"

"করুক না। তবুও আমি ওদের জালিয়াতির ফাঁদে পা দিয়ে আমার আদর্শের পথ থেকে সরে যাব না। আমার সততার ওপর বিশ্বাস রেখেই কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমিও তাই সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সেখানে বৃথা সময় নষ্ট না করে লজে ফিরে এল। চারদিকে তখন মাইক বাজিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো শুরু হয়ে গেছে।

ওরা লজে ফিরে এসেই কল্যাণেশ্বরী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে পৌঁছতে পারলে ওদেরই ভাল। কেন না পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গেলে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার। কল্যাণেশ্বরী যখন তীর্থস্থান তখন সেখানে রেস্টহাউস বা ওই ধরনের কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। সময় হাতে থাকলে মাইথনটাও দেখে নেওয়া যাবে একফাঁকে। তারপর লড়ে যাবে দুষ্টের দমনে।

তাই ওরা সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে করে ওভারব্রিজ পেরিয়ে মিহিজামে অলিদের বাড়িতে এসে হাজির হল। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসেই দেখল অবাক কাণ্ড! একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, আর অনেক পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে সেখানে।

বাবলুর বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল। বলল, "কী ব্যাপার বল তো? খারাপ কিছু হল নাকি? এত পুলিশ কেন?"

জয়ন্তবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার শ্বশুরমশাইয়ের কীর্তি। এত করে বোঝালাম, তবু মেয়ের শোকে উতলা হয়ে থানা-পুলিশ করে যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার করলেন।"

বাবলু বলল, "যাঃ। সবকিছুই বানচাল হয়ে গেল। পুলিশ গিয়ে যদি ওই জায়গায় তল্লাশি শুরু করে তা হলে ওদের জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।"

জয়ন্তবাবু মাথা ঠুকতে লাগলেন। বললেন, "কী সর্বনাশ হল বলো তো?"

বাবলু বলল, "কী বলব বলুন? আর-একটু তর সইল না ভদ্রলোকের?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "ওখানে কি আর যাওয়ার প্রয়োজন আছে?"

বাবলু বলল, "না, নেই। তবে আমরা যাব, বেড়াতে। পিকনিকের মেজাজ নিয়ে।"

জয়ন্তবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "দিনুদাকে বলা আছে। দিনুদাই নিয়ে যাবে তোমাদের।"

বাবলু বলল, "না জয়ন্তদা। আমরা একটু স্বাধীনভাবেই যেতে চাই। গাড়িটা থাকলে যে-কোনও মুহূর্তে আপনাদেরই কাজে লাগবে। আমরা বাসে যাব, সন্ধে পর্যন্ত ঘুরব। তারপর কাল সকালে ফিরে যাব যে-যার বাড়িতে।"

"তাই যাও ভাই, তোমাদের কিছু বলবার মতো মুখ আমার নেই।"

অলির মা-বাবা দু'জনেই বোধ হয় ভুলটা বুঝতে পেরে বাবলুর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যে, সে চাহনির অর্থ যে কী বাবলুরা তা বুঝতে পারল না।

এখানকার পুলিশ অফিসার তখন ঘরে বসে কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবার বেরিয়ে এসে সকলকে দেখেই বললেন, "তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা? তোমাদের নাম আমি শুনেছি। এইমাত্র তোমাদের ওখানকার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে যা নির্দেশ পেয়েছি তাতে আমাদের সহযোগিতা তোমরা সবসময়ই পাবে।"

বাবলু বলল, "আমাদের কোনও সাহায্যের দরকার নেই তো। আমরা বেড়াতে এসেছি, ঘুরে বেড়িয়ে সবকিছু দেখে কাল সকালেই চলে যাব।"

"তবু যদি প্রয়োজন হয়, বোলো। তবে একটা কথা, তোমরা অভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে, আইনকানুনগুলো একটু মেনে চলবার চেষ্টা কোরো। এই যে ছেলেটাকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেল, এত টাকা চাইল, এসব তোমরা পুলিশকে জানালে না কেন?"

বাবলু তখন ভীষণ রেগেছে। তবুও একটু মেকি হেসে বলল, "বাঃ, রে। এসব আমরা আপনাদের জানাতে যাব কেন? ছেলে কি আমাদের? এর-জন্য তো ছেলের বাবা-মা, দাদু-দিদিমা সবাই আছেন।"

"এই কথা তোমাদের মুখ থেকে শুনব আশা করিনি। ওদের তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারতে। তা ছাড়া পুলিশকে যখন তোমরা নানাভাবে সাহায্য করে থাকো, তখন...।"

বিচ্ছু বলল, "বেশ তো, ছেলেটার ব্যাপারে না হয় জানানো হয়নি, মেয়েটার ব্যাপারে তো হয়েছে। আজই সন্ধের সময় তিন লাখ টাকার মাধ্যমে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পেছনে বরাকর নদীর ঝরনার ওপারে যে জঙ্গলটা আছে সেইখানে বিনিময় হবে। ধরুন না সেইসময় হাতেনাতে।"

"ওদের ধরবার জন্য সবরকমের ফাঁদই আমরা পেতে রেখেছি।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো ধরা ওরা পড়বেই। আমরা তা হলে বিদায় নিই, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ওরা আর একটুও না দাঁড়িয়ে স্থানত্যাগ করল। ওরা বাড়ির বাইরে যেতেই ছুটে এলেন জয়ন্তবাবু, "বাবলু!"

"বলুন দাদা।"

"ওদের ওপর রাগ করে আমার পাশ থেকে সরে যেয়ো না ভাই। আমার বাবুয়াকে আমার কাছে এনে দাও। প্লিজ,ওরা তোমাদের কতটুকু জানে?"

"এখন যা হয়ে গেল তাতে আমাদের আর কিছু করার নেই জয়ন্তদা। আপনি নিজেও তো বুঝতে পারছেন, পাকা ঘুঁটি কীভাবে কেঁচে গেল। এই থানা-পুলিশের ব্যাপারটা কি এতক্ষণে ওদের কাছে পৌঁছয়নি ভেবেছেন? ফলে ওরা আদৌ আর ওইদিকেই যাবে না। বাবুয়া আর অলিকেও ফেরত পাবেন না আপনারা। আমার এখন একটাই ভয়, ওদের মেরে ওরা প্রতিশোধ না নেয়।"

"আমি এখন কী করব তা হলে?"

"ভগবানকে ডাকুন আর পুলিশের সঙ্গে থাকুন।"

জয়ন্তবাবুর মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "উঃ ভগবান!"

বাবলুরা বিদায় নিয়ে এক নম্বর গেটের কাছে এসে বাসে উঠতে গেল। কিন্তু না, বাসে যা ভিড় তাতে পঞ্চুকে উঠতেই দিল না কেউ। অবশেষে একজনের সহযোগিতায় ওরা একটি জিপ ভাড়া করে কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্যাণেশ্বরীতে গিয়ে পৌঁছল।

॥ ৬ ॥

কল্যাণেশ্বরী যে এত ভাল জায়গা তা কে জানত? জিপ ওদের নামিয়ে দিয়েই বিদায় নিল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা দোকানে জুতো রেখে ফুল-মালা ইত্যাদি কিনে প্রথমেই চলল মন্দিরে পুজো দিতে।

এই কল্যাণেশ্বরীর কত নামই না শুনেছে ওরা। আজ সেই বিখ্যাত মন্দিরে দেবীদর্শনে এসে ওরা তাই অভিভূত হয়ে গেল। দেবী কল্যাণেশ্বরীর পুজো দিতে দিতে ওরা ওদের জয় প্রার্থনা করল। প্রার্থনা করল, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়। আর প্রার্থনা করল, বাবুয়া ও অলির নিরাপত্তার। মা হলেন কল্যাণময়ী। ওদের অন্তরের ডাক নিশ্চয়ই তিনি শুনবেন। তিনি সদয় হলে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যাবে।

পুজো দিয়ে প্রসাদি প্যাঁড়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করে পঞ্চুর মুখেও একটু দিয়ে মন্দিরের পেছনে সেই ঝরনার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। এখন ভাদ্র মাস। ঝরনার জল তাই কলকল করে নামছে। সে কী দৃশ্য। কত লোক স্নান করছে। প্রসাদি ফুল-বেলপাতা জলে দিচ্ছে। ক্যামেরায় ছবি তুলছে কত লোক।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, কী সুন্দর, না? মায়েদের নিয়ে একবার আসবে এখানে? দারুণ একটি পিকনিক স্পট কিন্তু।"

বিচ্ছু বলল, "এলে এইরকম পচা ভাদ্রে নয়, শীতকাল দেখে আসব।"

বাবলু বলল, "এলেই হয়!" বলে হঠাৎই পাথরে পা রেখে রেখে, কখনও ঝরনার জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে, ওপারে চলে গেল। তারপর একটু উচ্চস্থানে উঠে চারদিক বেশ ভাল করে দেখে আবার ফিরে এল।

পঞ্চু তো আনন্দে কখনও এ-পার কখনও ও-পার করছে। কখনও-বা মনের আনন্দে গা ভেজাচ্ছে ঝরনার জলে।

অনেকটা সময় এইভাবে কাটানোর পর একসময় ভোম্বল বলল, "আর নয়। এইবারে স্নানপর্বটা সেরে নিয়ে কোনও একটা হোটেলে বসে খেয়ে নিই চল। খুব খিদে পেয়েছে আমার।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রম নিয়ে কেটে পড়া যাক।"

বাবলু বলল, "কেটে পড়বি কী রে! নাটক দেখবি না? সন্ধের পর তো আড়াল থেকে লুকিয়ে আমরা দেখব বিনিময়টা কীরকম হয়।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে তো আজকের রাতটা এখানেই কোথাও কাটাতে হয় আমাদের।"

"কাটাব। স্নানের ব্যাপারটা চুকিয়ে নিয়ে চল আমরা আগে একটা থাকার ব্যবস্থা করি কোথাও।"

বাবলুর কথা বোধ হয় শুনতে পেল একজন। লোকটা ঘুরেফিরে ফুলমালা, ধূপ ইত্যাদি বিক্রি করছিল। বলল, "তোমাদের কি ঘর চাই? আমার সন্ধানে ঘর আছে। ভাল ঘর। একশো টাকা লাগবে।"

বাবলু বলল, "তা লাগুক। পছন্দ হলে নিশ্চয়ই নেব।"

"পছন্দ হবেই। বাসস্ট্যান্ডের ধারে দোতলার ওপরে ঘর। তোমরা ঘর নিলে আমি দশ টাকা কমিশন পাব। নাও না ভাই! গরিব মানুষ আমি। খুব উপকার হয় তা হলে। এই করেই দিন চলে আমার।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, একটু অপেক্ষা করুন। আমরা স্নানটা সেরে নিই।"

লোকটি বলল, "আমি এখানেই আছি।" বলে আবার তার কাজ করতে লাগল।

বাবলুরাও দেরি না করে এক এক করে নেমে পড়ল ঝরনার জলে। স্নানের পরিকল্পনা ওদের আগে থেকেই ছিল। তাই তৈরি হয়েই এসেছিল ওরা। স্নান সেরে লোকটির সঙ্গে চলল ঘর দেখতে।

ঘর দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ওদের। বেশ বড়সড় ঘর। বাথরুমটা আলাদা। তা হোক। ছ'জনের শোওয়ার ব্যবস্থা আছে ঘরে। ওরা পাঁচজন। কাজেই কোনও অসুবিধেই হবে না। সেই ঘরই ওরা একশো টাকায় পেয়ে গেল। বাবলু টাকাটা মালিকের হাতে দিয়ে দশটা টাকা লোকটিকে দিতেই লোকটি বলল, "না, না। এ টাকা তোমরা দেবে কেন? আমার কমিশন এখান থেকেই পাব। কারও কাছ থেকে বেশি নেব না ভাই।"

বাবলু বলল, "তা হোক, আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি অত্যন্ত সৎ লোক। এটা আমরা খুশি হয়েই আপনাকে দিচ্ছি।"

লোকটি অভিভূত। বলল, "তোমাদের ভাল হোক। কোনওরকম অসুবিধে হলেই তোমরা আমাকে জানিয়ো, কেমন? আমার নাম ভানু। ফুল-মালা বেচি। সবসময় এইখানেই থাকি আমি।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা ভানুদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে নির্ভয়ে চারদিক ঘুরে বেড়ানো যাবে তো? মানে কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়ব না তো আমরা?"

"না, না। সেসব ভয় নেই। চোর-ডাকাতের জায়গা এটা নয়। এখানে কেউ বদমায়েশি করতে এলে মেরে ঠান্ডা করে দেব তাকে।" বলে চলে গেল।

বাবলুরা তখন ভাল একটা হোটেল দেখে দমভর খেয়ে পঞ্চুকে খাইয়ে ঘরে এল বিশ্রাম নিতে।

ভোম্বল তার বিছানায় দেহটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "কাল সকালেই যাচ্ছি তো আমরা?"

বাবলু বলল, "দেখি না, সন্ধের পর কী হয়!"

"কী আবার হবে? পুলিশ যে তখন বলল ওরা নাকি ওদের ধরবার জন্য সবরকমের ফাঁদ পেতে রেখেছে, কিন্তু কোথায় কী?"

বাবলু বলল, "আমি তো চারদিক লক্ষ করে কাউকেই দেখতে পেলাম না।"

বিলু বলল, "পুলিশ অত বোকা নয়। তা হলে অত বড় বড় ক্রিমিনালরা সব ধরা পড়ত না। তবে কিনা আজকের ব্যাপারটা একটু চুপিসারে হয়ে গেলেই ভাল হত। এখন ফাঁদ যেমনই হোক না কেন, শিকার আসছে না।"

বাবলু বলল, "লোকগুলোকে ধরবার আমি একটা চমৎকার প্ল্যান করেছিলাম। ওরা ব্রিফকেস নিয়ে অলি আর বাবুয়াকে ফেরত দিলেই পঞ্চু পেছন দিক থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত ওদের ওপর। আর সেই সুযোগে আমি ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিতাম ওদের কাছ থেকে। তারপর গোলমাল বুঝলেই দেখাতাম পিস্তল।"

"এতে কি সমস্যার সমাধান হত?"

"সাময়িকভাবে হত। টাকাগুলো বাঁচত। ছেলে-মেয়েও ফেরত আসত। পরের ব্যাপারটা সামাল দিত পুলিশ।"

এইভাবেই আলোচনা করতে করতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা হয়ে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কী আশ্চর্য! না এল পুলিশের গাড়ি, না জয়ন্তদা। ওরা বৃথাই সময় নষ্ট করল। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও কেউ যখন কোনওদিক থেকেই এল না, তখন ওরা হতাশ হয়ে ফিরে এল ঘরে।

বাবলু মনমরা হয়ে বসে রইল ওর বিছানায়।

বিলু বলল, "কেন এত চিন্তা করছিস? এইরকম হবে তা কি জানতিস না?"

"তা নয়। ভাবছি ওরা এল না কেন?"

"হয়তো বুঝেছে এসে কোনও লাভ হবে না, তাই।"

বিচ্ছু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। হঠাৎই কী দেখে যেন সচকিত হয়ে উঠল সে। বলল, "বাবলুদা, শিগগির একবার এদিকে এসো তো?"

"কেন রে?" বলেই উঠে দাঁড়াল বাবলু।

"এসোই না! এইমাত্র একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল। আর...।"

শুধু বাবলু নয়, সবাই ছুটে এল জানলার কাছে। এসেই দেখল একজন লোক একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে। লোকটির গালে-কপালে ব্যান্ড-এড এর পট্টি। ওরা এক নজর তাকিয়েই বুঝল সে আর কেউ নয়, ভিমা। ভিমা এখানে কী করে এল? তবে কী...!

বাবলু এক মুহূর্তও দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত নেমে এল নীচে।

ততক্ষণে ভিমা অ্যাম্বুলেন্সে স্টার্ট দিয়েছে। ও যেতে যেতেই উধাও হয়ে গেল সে।

ভানুদা আশপাশেই কোথাও ছিলেন বোধ হয়। তাই কাছে এসে বললেন, "কী ব্যাপার! কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? হলে বলবে।"

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "দাদা, এইমাত্র যে অ্যাম্বুলেন্সটা এখান দিয়ে গেল সেটাকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, ওটা তো রায়সেন কোম্পানির অ্যাম্বুলেন্স।"
চমকে উঠল বাবলু। বলল, "ঠিক জানেন?"
"না জানলে বললাম কী করে?"
"যেভাবেই হোক ওই অ্যাম্বুলেন্সটাকে ধরতেই হবে।"
"অসম্ভব।"
"আপনি একটু সাহায্য করলেই সম্ভব হবে। আপনি এক্ষুনি কারও কাছ থেকে ম্যানেজ করে একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিন আমাকে।"
"তা না হয় দিলাম কিন্তু এই রাত্রিবেলায় অচেনা জায়গায় কোথায় যাবে তুমি? তা ছাড়া লোক ওরা ভাল নয়। ওই অ্যাম্বুলেন্সে রোগীও থাকে. চোরাই জিনিসও থাকে।"
বাবলু বলল, "যাই থাক, আগে আপনি আমার ব্যবস্থা করুন।"
ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই নেমে এসেছে।
ভানুদা তখনই এই বাড়ির মালিকের স্কুটারটি চেয়ে বাবলুকে দিলেন। বাবলু সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে "জয় মা" বলে পঞ্চুকে স্কুটারে বসিয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে চলল অ্যাম্বুলেন্স যে-পথে গেছে সেইদিকে। ক্রোধে পঞ্চুর চোখদুটো তখন হায়েনার মতো জ্বলছে।
পাহাড়ের গা বেয়ে মসৃণ পিচঢালা পথ ধরে এঁকেবেঁকে অনেকদূর যাওয়ার পর একসময় অ্যাম্বুলেন্সটা চোখে পড়ল। পাহাড়ের কোলে একটু সমতলে একটি গোলাপি রঙের দোতলা বাড়ির সামনে ছায়ান্ধকারে রাখা ছিল সেটা।
বাবলু স্কুটারের গতি কমিয়ে সেটাকে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে পঞ্চুকে নিয়ে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল সেই বাড়ির দিকে। বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে। তার মানে লোক আছে ভেতরে। কিন্তু ভেতরে ঢোকবার সহজতম কোনও পথই কোথাও নেই। নেই জলনিকাশের দেওয়াল পাইপ। ও তবুও অ্যাম্বুলেন্সের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখে নিল ভেতরটা। সেটাও ফাঁকা। সাদা রঙের মারুতি ভ্যানের অ্যাম্বুলেন্স। তার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'রায়সেন অ্যান্ড কোং'। সে ভেবে পেল না এই চক্রটার সঙ্গে ভিমার সম্পর্কটা কী? তবে কি ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির চক্রেও রায়সেন কোং জড়িত? না কি এরাই তারা?
যাই হোক, ভিমা নিশ্চয়ই ভেতরে গেছে। এখন ওর বেরিয়ে আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যদি না আসে? বাবলু ভেবে পেল না এই মুহূর্তে সে কী করবে? বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারলে অনেক রহস্যই জানা যেত। কিন্তু ওই দুর্ভেদ্য দুর্গে কী করে ঢুকবে ও? হঠাৎই পরপর কয়েকটা গুলির শব্দে কেঁপে উঠল বাড়ির ভেতরটা।
অমন যে পঞ্চু সেও কেমন হয়ে গেল। পিঠের শিরদাঁড়া টান করে ভয়ংকর মূর্তি ধরল সে। বাবলুও পিস্তলটা হাতে নিল। কে কাকে গুলি করল তা কে জানে?
একটু পরেই বাড়ির দরজা খুলে গেল। যমদূতের মতন দু'জন লোককে নিয়ে সুট বুট-হ্যাট পরা একজন ওলের মতন লালমুখো লোক একটি ব্রিফকেস হাতে মিলিটারি মেজাজে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। কী অমানুষিক চেহারা তার। মুখটা যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। ওরা গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে বসতেই দু'জন লোক স্ট্রেচারে করে বয়ে আনল কাকে যেন। তারপর তাকে নিয়েই অ্যাম্বুলেন্স মুখ ঘুরিয়ে রওনা হল চিত্তরঞ্জনের দিকে।
বাবলু ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে পঞ্চুর সাহায্য নিয়ে বাধা দিতে পারত লোকটাকে। কিন্তু ফল তাতে খারাপ হত। কেন না এই বাড়ির রহস্য অনাবিষ্কৃতই রয়ে যেত তা হলে। এই বাড়িতে এখন কে আছে, কী আছে, গুলি করে মারা হল কাকে, কাকে নিয়ে যাওয়া হল, ভিমা কোথায়, এসবের কোনও কিছুই জানা যাবে না। সবই অজানা থেকে যাবে। তাই ওরা চলে যাওয়ার পর বাবলু বাড়ির ভেতরে ঢোকবার উপায় ভাবতে লাগল।
সবে দু'-এক পা এগিয়েছে, এমন সময় দেখল একজন লোক বেরিয়ে এসে টর্চের আলো ফেলে চারদিক দেখে নিল বেশ ভাল করে। বাবলু একটা পিপুলগাছের গোড়ায় লুকিয়ে পড়েছিল তাই রক্ষে। না হলে ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কী! লোকটা সবকিছু দেখে নিয়ে ভেতরের লোকেদের আলোর সংকেত দিল। অমনই দেখা গেল দু'জন লোক একটা ডেডবডিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এসে পাহাড়ের খাদের দিকে চলে গেল। টর্চ হাতে লোকটাও গেল ওদের সঙ্গে। বাবলু আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। বাবলু একা নয়, পঞ্চুও ঢুকল।
বাড়ির নীচের তলায় দুটো ঘর। ওপরে দুটো। একপাশে সিঁড়ি। সিঁড়িতে চাপ-চাপ রক্তের দাগ। কোন

হতভাগ্যের রক্ত, তা কে জানে? বাবলু পঞ্চুকে নীচে পাহারার জন্য রেখে ওপরে উঠল। ওপরে উঠেই দেখল একটি ঘরের ভেতর গুলিবিদ্ধ একজন মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাবলু ছুটে তার কাছে গিয়ে দেখল সে আর কেউ নয়, ভিমা। হায় রে বেচারি! কী করুণ ভবিতব্য!

ভিমাও ওকে দেখল। দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তবুও আর্তস্বরে বলতে লাগল, "জল, একটু জল।"

শত্রু যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, মরণকালে তার মুখে জল একটু দিতেই হয়। বাবলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা প্লাস্টিক জাগে ভরা জল এনে ভিমার মুখে দিল। ভিমা আকণ্ঠ পান করল সেটা। তারপর বহু কষ্টে হাত নেড়ে ইশারায় বাবলুকে বলল, "পালাও, পালাও।"

বাবলু বলল, "তোমাকে গুলি করল কে?"

ভিমার কণ্ঠস্বর বেঁকে যেতে লাগল। কিছু বলতে পারল না। তবে সমানে আকারে ইঙ্গিতে ওকে চলে যেতে বলল।

বাবলু বলল, "তুমি তো মরবেই। আমারও মৃত্যুভয় নেই। অতএব বলেই ফেলো তোমাকে মারল কে?"

ভিমা অতি কষ্টে বলল, "কো-ম-পা-নি।"

"কোথায় গুলি করেছে তোমার?"

ভিমা দেখিয়ে দিল জায়গাটা। গুলি করেছে দু' জায়গায়। বুকে আর পেটে। অর্থাৎ বাঁচবার কোনও আশাই আর নেই।

বাবলু বলল, "ওরা কোথায়? জয়ন্তবাবুর সেই ছেলেটা আর অলি? কোথায় তারা?"

ভিমা ইশারায় ওকে পাশের ঘরে যেতে বলল।

বাবলু তক্ষুনি পাশের ঘরে গিয়েই দেখল ছোট্ট বাবুয়াটা ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ও কি বেঁচে আছে? না ঘুমোচ্ছে? না কি আচ্ছন্ন হয়ে আছে কোনও ওষুধের প্রভাবে? বাবলু ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুঝল শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। কিন্তু অলি কই? সে তো নেই। বাবলুর হঠাৎই মনে হল স্ট্রেচারে শুইয়ে একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই কি তবে অলি? ও আবার ছুটে এল ভিমার কাছে।

ভিমার তখন একেবারেই শেষ অবস্থা।

বাবলু ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ছেলেটা আছে। কিন্তু সে কই? সেই মেয়েটা?"

"সে নেই।"

"তা তো জানি। কিন্তু কোথায় সে?"

"ও-ও-ওকে নিয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"পাঁ—চ—মা—।"

"পাঁচ মাইল?"

আর কিছু বলতে পারল না ভিমা। একবার একটু বেঁকে উঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

বাবলুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "মা কল্যাণেশ্বরী তোমার কল্যাণ করুন।"

বাইরে একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল তখন।

বাবলু এবার যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। আর এখানে থাকা ঠিক নয়। এক্ষুনি হয়তো ফিরে আসবে শয়তানগুলো। এখন আর যুদ্ধ নয়। ছোট্ট বাবুয়াকে তার বাবা মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়াটাই আশু কর্তব্য। কিন্তু তার আগে ঘরের ভেতরগুলো একটু ভাল করে দেখে নিতে পারলে মন্দ হত না!

বাবলু যখন এইসব ভাবছে তখন হঠাৎই ওপরে উঠে এল পঞ্চু। তারপর এমন ছটফট করতে লাগল, যার অর্থ বুঝে নিতে বাবলুর দেরি হল না। এখানে লুকোবারও কোনও জায়গা নেই। এদিকে সিঁড়িতেও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। ও তাই উপায়ান্তর না দেখে বাথরুমের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। বাবলু আর পঞ্চু দু'জনেই ঢুকল বাথরুমে। ঢুকে দরজাটা অল্প ফাঁক করে দেখতে লাগল ওরা কী করে না করে।

ওরা যা করল তা বড়ই মর্মান্তিক। ভিমার পাদুটো ধরে মরা কুকুরকে যেভাবে নিয়ে যায় সেভাবেই টানতে টানতে নিয়ে চলল সিঁড়ি বেয়ে।

এ-দৃশ্য দেখা যায় না। রাগে নিসপিস করতে লাগল বাবলু। একবার ভাবল এই নৃশংসতার চরম প্রতিশোধ এখনই নেয়। পরক্ষণেই ভাবল, এইসব করতে গিয়ে যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তো বাবুয়াকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া গতকাল ভোরের আবছায়ায় ভিমার যে ভয়ংকর মূর্তি সে দেখেছিল সেই দৃশ্য মনে

হতেই ভাবল এদের পরিণাম এইরকমই হওয়া উচিত।

ওরা নেমে গেলে বাবলু দুটো ঘরেই খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু না, ওর কাজে লাগে এমন কিছুই সে পেল না। যা আছে তা সবই ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্তর। তবু কিছু কাগজ, খাম পকেটে পুরে বাবুয়াকে বুকে নিয়ে পঞ্চুকে ইশারা করেই নেমে এল নীচে। কিন্তু দরজা টেনেই মাথায় হাত। দরজাটা বাইরে থেকেই শিকল দেওয়া।

সর্বনাশ! কী হবে?

বাবলুর বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। বিপদের পর বিপদ। ছোট্ট বাবুয়াটা হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল তারস্বরে। বাবলু ওকে থামাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

ততক্ষণে ওরা ছুটে এসেছে। ওদের পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বাবলু। এখন সম্মুখ সমরে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই আর নেই। তাই দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওদের শিকল খোলার সুযোগ দিল।

শিকল খুলে যেই না ওরা ভেতরে ঢুকতে যাবে পঞ্চু অমনই ভয়ানক একটা ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী হল ওরা। তারপর সেই রাতের আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে যেদিকে পারল পালাল। পঞ্চুও এদিক-ওদিক করে অনেকদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওদের।

এইসব দেখেশুনে কান্না মাথায় উঠে গেল বাবুয়ার। সে দু' হাতে বাবলুর গলা জড়িয়ে ধরল। বাবলু ওকে নিয়ে চলে এল সেই ঝোপের ধারে, যেখানে ওর স্কুটারটা রাখা ছিল। তারপর সেটাকে টেনে বের করে পঞ্চুকে উঠিয়ে নিয়ে স্টার্ট দিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে কল্যাণেশ্বরীতে যখন এসে পৌঁছল তখন নিস্তব্ধ, নিঝুম চারদিক। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ভানুদা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

বাবলুকে ফিরে আসতে দেখে আনন্দের অবধি রইল না ওদের। বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবুয়াকে। ছেলেটাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। স্কুটারের মালিককে স্কুটার ফেরত দিয়ে ভানুদাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাবলু সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পঞ্চু এখন বেজায় খুশি। কেন না আজকের এই অভিযানে কিছু অন্তত করতে পেরেছে সে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে কল্যাণেশ্বরী থেকে বিদায় নিল ওরা। গতরাতে ঘুম বেশ ভালই হয়েছে। বিলুরা বুদ্ধি করে কিছু খাবার কিনে রেখেছিল তাই রাতটা উপোসে কাটাতে হয়নি। সকালে ওরা একটা জিপ ভাড়া করে চলে এল চিত্তরঞ্জনে। তাবপর ওভারব্রিজ পেরিয়ে অলিদের বাড়িতে যখন এল সেখানে তখন শোকের ছায়া। এমন সময় হঠাৎ করে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই অভিভূত সকলে।

ওরা যে আসবে বা আসতে পারে তা যেন অপ্রত্যাশিত মনে হল এ-বাড়ির মানুষজনদের কাছে। তার ওপর বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে।

জয়ন্তবাবু আর কল্যাণী হারানিধি ফিরে পেয়ে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

জয়ন্তবাবু চিৎকার করতে লাগলেন, "ওরে, কে কোথায় আছিস দেখে যা রে, ওরে দ্যাখ রে আমার কে ফিরে এসেছে।" বলেই বিচ্ছুর কোল থেকে বাবুয়াকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুললেন। তারপর কল্যাণীর বুকে ছেলেকে সঁপে দিয়ে হাঁকডাক শুরু করলেন, "দিনুদা! দিনুদা! শিগগির আপনি দোকানে যান। সন্দেশ, রসগোল্লা যা পান তাই নিয়ে আসুন।"

কল্যাণী বাবুয়াকে বুকে নিয়ে বললেন, "আমার রক্ত দিয়েও তোমাদের এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না ভাই। মায়ের ছেলেকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিয়েছ তোমরা, এ কি কম কথা? মায়ের আশীর্বাদ রইল তোমাদের ওপর।"

বাবলু বলল, "শুনুন, আপনারা খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হবেন না। তার কারণ, বহুকষ্টে বাবুয়াকে আমরা উদ্ধার করলেও অলির কোনও খোঁজ পাইনি। সে এখনও দুর্বৃত্তদের কবলে।"

অলির বাবা-মা দু'জনেই কেঁদে ফেললেন, "সে কী! অলি আসেনি?"

"না। সম্ভব হয়নি তাকে ফিরিয়ে আনা। এমনকী সে যে কোথায় তাও জানি না আমরা।"

খবর পেয়ে শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা, সবাই ছুটে এসেছে। সবাই বলল, "এসেছে? অলি এসেছে? কোথায় সে? অলি কই?"

বাবলু বলল, "জানি না।"

বন্দনা বলল, "সে কি তা হলে ফিরবে না?"

"কী করে বলব?"
"আমরা কত আশা করলাম!"
জয়ন্তবাবু বললেন, "আমার বাবুয়াকে তোমরা কোথায় পেলে?"
বাবলু বলল, "তার আগে বলুন আপনি কাল সন্ধের সময় ওখানে গেলেন না কেন? পুলিশ কেন গেল না?"
জয়ন্তবাবু ওদের ভেতরে এনে বসালেন। তারপর বললেন, "তোমরা কিছু শোনোনি?"
"না তো। কিছুই শুনিনি আমরা। কিছুই জানি না।"
"কাল তোমরা চলে যাওয়ার পরই পুলিশও বিদায় নিল। আর ঠিক তারপরই সে কী বিপর্যয়! হঠাৎ কোথা থেকে চার-পাঁচজন দুষ্কৃতী মুখে কালো কাপড় বেঁধে স্টেনগান পাইপগান নিয়ে ঘরে ঢুকেই বলল, 'টাকাটা দিন।' আমরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, 'কীসের টাকা?' ওরা ধমক দিয়ে বলল, 'শিগগির টাকা দিন।' প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভয়ে ভয়ে আমরা টাকাভর্তি ব্রিফকেসটা তুলে দিলাম ওদের হাতে। ওরা সেটা নিয়ে বললে, 'গুনে দেখার সময় নেই আমাদের। তিন লাখই আছে তো?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ছেলেটা?' ওরা হাসল। হেসে বলল, 'পুলিশে খবর দেওয়ার সময় মনে ছিল না? ছেলে-মেয়ে কিছুই ফেরত পাওয়া যাবে না আর। এখন তিন লাখ নিয়েছি, এর পর তিরিশ লাখ নেব। তারপর ভেবে দেখব কী করা যায়!' আমরা ওদের পায়ে ধরতে গেলাম। ওরা আমাদের লাথি মেরে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'এক সপ্তাহ বাদে আবার আমরা আসব। পারলে ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙেও টাকাটার ব্যবস্থা করে রাখবেন। কোনওরকম চালাকি করতে যাবেন না আমাদের সঙ্গে, বুঝেছেন?' বিষ্ণু প্রধান ভেবেছিলেন আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমান তিনি। কিন্তু তিনি যে কতবড় বোকা তা এবার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।"
এই পর্যন্ত শুনেই ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বাবলু। বলল, "আমরা আসছি।"
"সে কী! দিনুদা তোমাদের জন্য খাবার আনতে গেছেন।"
"আমাদের এখন খাওয়াদাওয়ার সময় নেই। এখন আমাদের অনেক কাজ।" বলেই হাঁক দিল, "পঞ্চু! বিলু! সবাই আয়। কুইক।"
বাবলুর কথায় সবাই উঠে দাঁড়াল। তারপর কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে একেবারে বাইরে।
বিলু বলল, "এখন কোথায় যাবি বাবলু?"
"বিষ্ণু প্রধানের ওখানে। মনে হচ্ছে জয়দীপদার ব্যাপারে কোনও কিছু গোলমাল একটা হয়েছে।"
ওরা যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে স্টেশনের এপারে এসে দুটো রিকশা নিল। তারপর সুন্দরপাহাড়িতে বিষ্ণু প্রধানের বাংলোয় এসেই শুনল জয়দীপদা কিডন্যাপড। যা ভেবেছে তাই। বাবলুর আশঙ্কা ষোলোআনাই সত্যি। ও আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সবাইকে নিয়ে স্টেশনে এল। হাওড়া যাওয়ার তুফান এক্সপ্রেস তখন ধীর শ্লথ গতিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। বাবলু প্রত্যেকের টিকিট কেটে একটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে উঠে সেই যে চুপ হয়ে গেল, তারপর সারাটা পথে কারও সঙ্গে আর কোনও কথাই বলল না।

॥ ৭ ॥

ওরা যখন বাড়ি ফিরল তখন আটটা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, যে-যার বাড়ি চলে গেলে বাবলু মুখ-হাত ধুয়ে ওর ঘরে এসে পোশাক পরিবর্তন করেই বাবাকে একটা ফোন করল। ভাগ্য ভাল যে, একবার ডায়াল করতেই পেয়ে গেল লাইনটা।
বাবা বললেন, "কেমন ঘুরলি চিত্তরঞ্জন? নতুন করে কোনও ঝামেলা হয়নি তো?"
বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "জয়দীপদার একটা খারাপ খবর আছে।"
"কীরকম!"
"রায়সেন চক্র কিডন্যাপ করেছে ওকে।"
"বলিস কী রে!"
"আরও অনেক কিছুই হয়েছে। যাই হোক, আমি এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই।"
"আমি কাল সকালেই যাচ্ছি। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"
ফোন রেখে মায়ের দেওয়া এক কাপ চা খেয়েই বাবলু এবার থানায় গেল। কেউ তো নেই, পঞ্চুই সঙ্গে গেল তাই।

থানার বড়বাবু বাবলুকে দেখেই বললেন, "তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। ওদিককার খবর?"

"ভাল নয়। আমি যে গাড়ির নাম্বারদুটো দিয়েছিলাম তার কী হল?"

"দুটো নম্বরই ফলস।"

"বলেন কী!"

"তবে গাড়ির মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। জনৈক ব্যবসায়ীর গাড়ি ওটা। কার পার্কিং থেকে খোয়া যাওয়া এই গাড়ির জন্য একটা ডায়েরিও করিয়েছিলেন উনি।"

"ওঁর নাম-ঠিকানা পাওয়া যাবে?"

"অবশ্যই।" বড়বাবু একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে বাবলুর হাতে দিলেন।

বাবলু সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "আর ওই ডাকাত তিনজনের খবর?"

"ওদের মধ্যে দু'জন জনতার প্রহারে মৃত, একজন পলাতক।"

বাবলু এই ব্যাপারে আর কোনও কথা পুলিশকে না বলে বাড়ি চলে এল। কাল সকালে বাবা দুর্গাপুর থেকে এলে বাবার সঙ্গে আলোচনার পর যা করবার করবে। কিন্তু কী করবে, কী করে করবে কিছুই ভেবে পেল না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, ব্যাঙ্ক ডাকাত ও অপহরণকারীরা একই দলের লোক।

রাত্রিবেলা বাবলুকে খেতে দিয়ে মা বললেন, "তোর কী হয়েছে বল তো বাবলা? চিত্তরঞ্জন থেকে ঘুরে আসার পরই দেখছি তুই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। তোর মনে কোনও আনন্দ নেই। কী যেন ভাবছিস। ওই শয়তানগুলো ওখানেও যায়নি তো?"

বাবলু বলল, "আজ আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না মা। আমি বড় ক্লান্ত।"

"তা হলে রাত করিস না। শুয়ে পড়।"

বাবলু পঞ্চুকে ঘরে নিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার আগে রায়সেন কোম্পানির সেই কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ও। দেখতে দেখতে হঠাৎই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর কত কী চিন্তা করল নিজের মনেই। বিষ্ণু প্রধান চাপা লোক। হয়তো অহংকারী। তাই নিজের ব্যাপারে বা ছেলের ব্যাপারে মুখ খোলেননি ওদের কাছে। তবুও তিনি ওর বাবার বন্ধু। তাই ওঁর ছেলের ব্যাপারে মাথা ওরা ঘামাবেই। আর প্রাণপণ চেষ্টা করবে অলিকেও ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কোথায় অলি, কোথায় জয়দীপ। ভিমা মরবার আগে শুধু বলতে পেরেছে 'পাঁ-চ-মা—।' এই কথার অর্থ কী? ওখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোথাও কী? এই ব্যাপারে একমাত্র বাবাই হয়তো আশার আলো দেখাতে পারেন। রায়সেন কোম্পানির ব্যাপারে বাবা কিছু-না-কিছু জানবেনই। এইসব চিন্তা করতে করতে একসময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল বাবলু।

ভোরের সময় ভোর হল। ঘুমও ভাঙল ঠিক সময়। আজ আর মর্নিং ওয়াকে যেতে ইচ্ছে করল না ওর। কেন কে জানে, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও এল না কেউ। বাবলু উঠে দরজা খুলে পঞ্চুকে বাইরে বেরোতে দিল।

দেখতে দেখতে সকাল হল। ওর বাথরুমের কাজ শেষ হলে মা চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন।

সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে এমন সময় বাবা এলেন। কোম্পানির গাড়িতেই এসেছেন বাবা।

তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির হল এক-এক করে।

বাবা ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা ছাড়তে ছাড়তেই বললেন, "কাল রাতেই বিষ্ণু প্রধানকে ফোন করেছিলাম। শুনলাম ছেলেটা নাকি ল্যান্সডাউনে ওর মাসির বাড়ি যাচ্ছিল। হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই নিখোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই নির্বাক হয়ে বসে রইল।

বাবা মুখ-হাত ধুয়ে এসে ওদের সঙ্গে চায়ের আসরে বসতেই মা গরম গরম লুচি আর হালুয়া দিলেন প্রত্যেককে। সেইসঙ্গে চা।

বাবলু বাবাকে বলল, "আমরা মিহিজামে যাদের বাড়িতে উঠেছিলাম সেই বাড়ির মেয়েটাকেও কিডন্যাপ করেছে ওরা। আর নিয়ে গিয়েছিল জয়ন্তদার ছেলে বাবুয়াকে।"

মা শুনেই শিউরে উঠলেন, "বলিস কী রে! ওই দুধের বাচ্চাটাকে?"

"হ্যাঁ। তবে বহুকষ্টে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি কিন্তু মেয়েটার কোনও হদিস পাইনি। ব্যাঙ্ক ডাকাতদের যে দলটা মগরার কাছে আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাদেরই একজনকে ওই রায়সেন চক্রের হাতে মরতে দেখে বুঝেছি এই ডাকাতিটা ওদেরই কাজ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই রায়সেন চক্রটা কী?"

বাবা বললেন, "তা হলে শোন, রায়সেন বলতে যেন রায় আর সেন এইরকম কিছু মনে করিস না। এককালে এটি একটি বিদেশি সংস্থা ছিল। এর মালিক ছিলেন রায়সেন হিবরো। পরে হস্তান্তর হতে হতে এখন এমন একজনের মালিকানায় এসে পৌঁছেছে যে, লোকটা মানুষ না পিশাচ তা কেউ জানে না। কয়লা, কোকেন, আকরিক লোহা, সিমেন্ট, কী নিয়ে না ব্যবসা এবং দুর্নীতি করছে লোকটা! ওর অসাধুতার জন্য কোম্পানি লাটে উঠেছে। মোটা মোটা-টাকা টাকা দিয়ে কয়েকজন চোর-ডাকাত পুষছে এখন। সৎ উপায়ে রোজগারের চেয়ে অসৎ উপায়ে কোটিপতি হওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। নিজের বুক-করা জিনিস নিজেই ডাকাতি করে ক্ষতিপূরণ চাইছে রেলের কাছে। কী বিরাট দুর্নীতির চক্র।"

বাবলু বলল, "লোকটাকে পুলিশে ধরছে না কেন?"

"কী করে ধরবে? প্রমাণ কই? তা ছাড়া টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে সকলের।"

"লোকটার নাম জানো?"

"আলেকজান্দার মারিয়া।"

"এটা কোনও নাম হল?"

"ওই নামেই খ্যাত ও।"

"কোথাকার লোক বলে মনে হয়?"

"জানি না। তবে মনে হয় গোয়ানিজ।"

"গোয়ানিজরা অত ফরসা হয় নাকি? লাল ওলের মতো মুখ।"

বাবা সবিস্ময়ে বললেন, "তুই কী করে জানলি? লোকটাকে দেখেছিস?"

বাবলু তখন সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল বাবাকে।

সব শুনে বাবা বললেন, "তোরা কি এই ব্যাপারে এগোতে চাস?"

"অবশ্যই।"

বাবা গম্ভীর হয়ে আর এক কাপ চা খেয়ে উঠে গেলেন।

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বিলুকে বলল, "শোন, তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব আমি। ফিরতে হয়তো দেরি হবে, বাড়িতে একটু বলে আয়।"

ভোম্বল বলল, "আমরা যাব না?"

বাবলু বলল, "পঞ্চু যাবে। আসলে আমি স্কুটার নিয়ে যাব তো। সকলের হবে না। তোরা বরং এক কাজ কর, একটু বেলায় ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ নে জয়ন্তদা ফিরেছেন কি না।"

ভোম্বল ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

বাচ্চু বলল, "তোমরা দু'জনে কোথায় যাবে বাবলুদা?"

"ঘুরে এসে বলব।"

বাবলু স্কুটার বের করে 'পঞ্চু' বলে হাঁক দিতেই তিরবেগে গলির মোড় থেকে ছুটে এল পঞ্চু। বিলুও কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এল বাড়ি থেকে। বাবলু ওদের নিয়ে স্কুটারে চেপে রওনা হল মন্দিরতলার দিকে।

বিলু বলল, "এদিকে কোথায় যাবি রে?"

বাবলু বলল, "এখন কোনও কিছু জিজ্ঞেস করিস না, দ্যাখ না, কোথায় যাই।"

বিলু চুপ করল।

বাবলু স্কুটার নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠেই টোল ট্যাক্স দিয়ে ওপারে পৌঁছে পিজির পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ল হরিশ মুখার্জি রোডে। লাল রঙের একটা বাড়ির সামনে এসে নাম্বার মিলিয়ে স্কুটার থামাল বাবলু। তারপর স্কুটারটাকে একটু নিরাপদ দূরত্বে ফুটপাথের ওপর রেখে বিলুকে বলল, "তুই এখানে থাক। বিশেষ প্রয়োজনে আমি একবার ওই বাড়ির ভেতরে যাব। যদি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না ফিরি তুই তা হলে ভবানীপুর থানায় চলে যাবি। তুই নিজেও কিন্তু একটু সাবধানে থাকবি, কেমন?"

বিলু বলল, "আচ্ছা।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে সেই বাড়ির দিকে এগোল। বাড়ির কাছে এসে বাড়িটার নীচে-ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেমপ্লেটটাও পড়ে নিল। ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাটি। অর্থাৎ জি এস ভাটি। ঠিক জায়গাতেই এসেছে তা হলে। বাবলু আর কোনওদিকে না তাকিয়ে ডোর-বেলে চাপ দিল এবার।

একজন দারোয়ান গোছের লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কৌন?"

"বাবু বড়িতে আছেন?"

"নেহি।"

"কোথায় গেছেন?"

লোকটি বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "কৌন হো তুম?"

"যেই হই না কেন, আমি জানতে চাইছি বাবু কোথায় গেছেন?"

দারোয়ান এবার ভয়ে ভয়ে বলল, "তুম ও পাঁচপাণ্ডববালা লেড়কা তো নেহি?"

বাবলু হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর বলল, "ঠিকই ধরেছ তুমি, আমিই সেই। পঞ্চপাণ্ডবদেরই একজন। বাবুর গাড়িটা ফেরত পেয়েছে?"

"হাঁ। মিল গয়া।"

"কোথায় সেটা? বাইরে দেখলাম না তো?"

"বাবু লে কর গয়া।"

"এখন কে আছে বাড়িতে?"

"কোঈ নেহি। ম্যায় অকেলে হুঁ।"

"আমি একবার ঢুকব বাড়ির ভেতর।"

"নেহি। বাবুকো আনে দিজিয়ে।"

বাবলু তখন বাধ্য হয়েই পিস্তলটা বের করল। করে বলল, "জানো নিশ্চয়ই, আমি গুলি চালালে আমার ফাঁসি হয় না। রাস্তা ছাড়ো।"

পঞ্চু তখন বাবলুর আদেশের অপেক্ষা না করেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে পড়ল ওপরে। তারপর এমন হাঁকডাক করতে লাগল যে, মনে হল নিশ্চয়ই সে কিছু-না-কিছু দেখেছে সেখানে।

বাবলু দারোয়ানকে বলল, "চলো, ওপরে চলো।"

দারোয়ান অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবলুকে নিয়ে ওপরে উঠল।

একটি বন্ধ ঘরের দরজার ওপর পঞ্চু তখন লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সেই ঘরের জানলায় উঁকি দিচ্ছে ফুটফুটে একটি কিশোরীর মুখ। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া।

বাবলু এসেই শিকলটা খুলে দিতে অপরূপা সুন্দরী পঞ্চদশী এক কিশোরী ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাবলুর চোখে তখন ক্রোধের আগুন। দারোয়ানকে বলল, "এই যে তখন বললে এ-বাড়িতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তা হলে এখানে মেয়ে এল কোত্থেকে?"

দারোয়ান আর উত্তর দিতে পারল না।

বাবলুর নির্দেশে পঞ্চু তখন ছাদের ওপরটা দেখতে গেল।

মেয়েটার চোখে জল। সে কাঁদতে কাঁদতে বাবলুকে বলল, "আমাকে বাঁচাও। আজ নিয়ে দশদিন হল এরা আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছে।"

বাবলু বলল, "কে তুমি? তোমার নাম কী?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম রাগিণী। আমি জব্বলপুরের মেয়ে। আমার বাবা একজন ডি এফ ও। চোরাকাটরাদের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার বাবা এদের ক্রোধানলে পড়েছেন। তাই বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে এরা আমাকে এইখানে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে।"

বাবলু বলল, "আর কোনও ভয় নেই তোমার। তুমি এখন মুক্ত। তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সবরকম ব্যবস্থাই আমি করব।" বলেই দারোয়ানকে বলল, "এ-বাড়িতে আর কাকে কাকে আটকে রেখেছ?"

দারোয়ান কিছু বলার আগেই নীচের থেকে ভারী গলার একটা কণ্ঠস্বর কানে এল, "শিউপুজন! এ শিউপুজন!"

দারোয়ান সাড়া দিল, "হাঁ বাবু।"

"বাহারকা দরোয়াজা খুলা রাখকা কিউ?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই অঘটন। শিউপুজন এক ধাক্কায় বাবলুকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়েই দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর রাগিণীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল নীচের দিকে।

রাগিণী চিৎকার করতে লাগল, "ছাড়ো, ছাড়ো। ছোড় দো মুঝে। ছেড়ে দাও বলছি।" বলে জোর করে হাত ছিনিয়ে নিতে গেল। কিন্তু শিউপুজনের আসুরিক শক্তির সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন?

বাবলু জানলা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখেই চেঁচাল, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

পঞ্চুকে কি ডাকতে হয়? পঞ্চুর কান খাড়াই থাকে। বাবলুকে ঠেলে ঘরে ঢোকানো, শিকল দেওয়া,

বাগিণীব চিৎকাব, সবই কানে গেছে ওব। তাই বাবলুব ডাক পাওযাব আগেই নেমে আসছিল সে। এবাব অধিক উৎসাহে ভযংকব হাঁকডাক ছেড়ে ক্ষিপ্র গতিতে ধেয়ে এসেই ঝাঁপিযে পড়ল শিউপূজনেব ওপব।

একশোটা ভেড়াব গোযালে একসঙ্গে আগুন লাগলে যেবকম আর্তনাদ ওঠে, শিউপুজনেব গলা দিযেও সেইবকম আওযাজ বেব হতে লাগল।

ততক্ষণে বাড়িব মালিক ঘুশ্‌ঘৃণেশপ্রসাদ ভাটও তাঁব দুই সঙ্গীকে নিযে ওপবে উঠে এসেছেন। এসেই প্রথম প্রশ্ন, "ইযে ক্যা তামাশা হো বহা হ্যায়?"

আগুনে যেন ঘি। পঞ্চু এবাব শিউপুজনকে ছেড়ে ঝাঁপিযে পড়ল ভাট ও তাব সঙ্গী দু'জনেব ওপব।

তাই না দেখে ঘববন্দি বাবলু দাৰুণ উৎসাহ দিতে লাগল পঞ্চুকে, "শাব্বাশ পঞ্চু, শাব্বাশ। ছিঁড়ে খা ব্যাটাদেব। একটাকেও আস্ত বাখিস না। টুকবো টুকবো কবে দে।"

ততক্ষণে মুক্ত বাগিণী শিকল খুলে মুক্তি দিযেছে বাবলুকে। আব সেই সুযোগে শিউপুজনও 'আবে বাবা বে মব গযিবে' বলে ঘবে ঢুকেই খিল আটকাল দড়াম কবে।

বাগিণীব বাগও তখন চবমে। শিউপুজন ঘবে ঢুকতেই দবজায় শিকল দিল সে।

এদিকে ভাট ও তাব সঙ্গীদেব অবস্থা তখন কাহিল কবে দিযেছে পঞ্চু।

সঙ্গী দু'জনকে দেখেই তো বাবলু অবাক। এবাই তো সুন্দবপাহাড়িতে হত্যাব হুমকি দিচ্ছিল জযদীপদাকে। ওবাও যাবপবনাই অবাক হযে গেল বাবলুকে দেখে। এ কী কবে সম্ভব?

বাবলু বলল, "ওবে শযতান। তোমবাও এইখানে এসে জুটেছ?"

কিন্তু বাবলুব কথাব উত্তব দেবে কে? পঞ্চুব আক্রমণেব ঠেলায ওবা তখন প্রাণ বাঁচানোয ব্যস্ত। তাই এই অবস্থায পালিযে যাওযা ছাড়া আব কোনও উপাযই খুঁজে পেল না ওবা। দু'জনেই তখন শিম্পাঞ্জিব মতন লাফাতে লাফাতে নেমে পড়ল সিঁড়ি দিযে।

বাবলু ভাটকে পঞ্চুব জিম্মায বেখে বাগিণীকে নিযে ধাওযা কবল ওদেব দু'জনেব দিকে।

হতভম্ব বিলু স্কুটাব নিয়ে অপেক্ষা কবছিল বাইবে। ভেতবে যে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, বাবলুব মতলবটা কী, তা সে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। এবাব সেই পবিচিত দুষ্কৃতী দু'জনকে বাড়িব ভেতব থেকে ছুটে বেবিযে আসতে দেখেই স্কুটাব নিযে ঝাপিযে পড়ল ওদেব ওপব।

বাবলু আব বাগিণী সমানে চেঁচাতে লাগল, "মাব, মাব, মাব ব্যাটাদেব।

ততক্ষণে বহু লোক ছুটে এসেছে সেখানে, 'কী হযেছে? কী হযেছে ভাই?"

বাবলু বাগিণীকে দেখিযে বলল, "এই যে, এই মেযেটাকে চুবি কবে এনে লুকিযে বেখেছিল এই বাড়িব ভেতব। চাদা তুলে মাকুন এদেব।

কিন্তু মাববে কাকে? এত লোকেব ভেতব থেকে যে কীভাবে পালাল ওবা, তা টেবও পেল না কেউ। সবাই তখন ওদেব ধববাব জন্য ছুটল।

দোতলাব ওপব তখন আব এক নৃত্যনাট্য। ঘুশ্‌ঘৃণেশপ্রসাদ ভাট তখন একটা ডাইনিং টেবিলেব ওপব লাফাচ্ছেন আব পঞ্চু তাকে 'ভৌ ভৌ' কবে ভয দেখাচ্ছে।

বাবলু, বিলু, বাগিণী, তিনজনই ওপবে উঠে এসেছে তখন।

পঞ্চু পুনবাদেশেব জন্য বাবলুব কাছে ছুটে যেতেই ভাট লাফিযে পড়লেন ওপবে ওঠাব সিঁড়িব মুখে। পঞ্চু সেখানেও ছুটে গেল। গিযে কাছা, কোঁচা কামড়ে এমন টান দিল যে, সে এক কেলেংকাবি ব্যাপাব। ভাট সেই অবস্থাতেও হামাগুড়ি দিযে ওপবে উঠলেন।

তখন আব পঞ্চু নয, বাবলু, বিলু, বাগিণী সবাই তাড়া কবেছে তাকে। কিন্তু ছাদে উঠেই উনি যে অমন একটা কাণ্ড কববেন তা কে জানত? প্রাণ বাচানোব জন্য ছাদেব ওপব থেকে বাস্তায লাফিযেই প্রাণত্যাগ কবলেন তিনি।

বাবলুবা আব কী কবে? এ বাড়িব প্রত্যেকটি ঘব ভালভাবে সার্চ কবে ফোন কবল ভবানীপুব থানায। তাবপব পুলিশকে সব জানিযে শিউপুজনকে টা টা কবে নেমে এল নীচে। বাইবে তখন অনেক, অনেক লোক।

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই বাগিণীকে নিযে একটা ট্যাক্সি কবে বাড়ি চলে যা। আমি থানায একবাব দেখা কবে আসি, কেমন?"

বিলু তাই কবল।

বাবলু চলে গেল ভবানীপুব থানায। বহস্যেব জট আবাব নতুন কবে পাকিযে গেল।

দুপুরবেলা দারুণ একটা খাওয়াদাওয়া হল বাবলুদের বাড়ি। ওদের এখন যা মানসিক অবস্থা তাতে দারুণ খাওয়াদাওয়ার সময় এটা নয়। তবুও হল। তার কারণ, বাবা বাইরে থাকেন। বাড়িতে এলে তার জন্য ভাল কিছু করতেই হয়। আর এই রাগিণী, দশ-বারোদিন ঘরছাড়া। দুষ্কৃতীদের দেওয়া কুকুরের খাদ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় প্রতিদিনই গ্রহণ করতে হয়েছে ওকে। তাই আজ ও এ-বাড়ির বিশেষ অতিথি। এবং ওর জন্যই এত আয়োজন। অবশ্য এই ভোজবাসরে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও বাদ পড়েনি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাগিণীকে নিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানে। ওর মুখে সবকিছু শোনার পরই চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাগানে পৌঁছে পঞ্চু সর্বপ্রথম আনাচেকানাচে ঘুরে একবার টহল দিয়ে দেখে নিল কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কি না। তারপর ছুটে এসে গ্যাট হয়ে বসতেই বোঝা গেল অল ক্লিয়ার।

বর্ষার পর অনেক আগাছা জন্মেছিল চারদিকে। তাই ওরা ঘরের মেঝেটাকে একটু ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে বসল।

বাবলু প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "জয়ন্তদার কোনও খবর আছে?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, উনি ফিরে এসেছেন।"

"অলির কোনও খবর?"

"কোনও খবরই নেই।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, এবার তুই আমাকে বল, হরিশ মুখার্জি রোডের ওই বাড়িটার সন্ধান তুই পেলি কী করে?"

বাবলু বলল, "শোন তা হলে, চিত্তরঞ্জন থেকে ফিরে প্রথমেই আমি থানায় যাই। সেখানে গিয়ে শুনি আমাদের সংগ্রহ করা গাড়ির নাম্বার প্লেটের দুটোই ভুয়ো। তবে গাড়ির মালিকের সন্ধান পুলিশ পেয়েছে। মালিক একজন ব্যবসায়ী। ওঁর গাড়ি নাকি চুরি যায়। চুরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানায় ডায়েরিও করেন। আমি কৌতূহলবশে পুলিশের কাছ থেকে মালিকের নাম-ঠিকানা নিয়ে আসি। পরে রাত্রিবেলা রায়সেন কোম্পানির সেই কাগজপত্তরগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে এই ব্যবসায়ীর নামের কয়েকটি চিঠি আমি পাই। তাতে সবই জিনিসের অর্ডারের ব্যাপার ছিল। কিন্তু সন্দেহের কাঁটাটা আমাকে বিঁধল এই কারণে যে, ওই ব্যবসায়ীর নাম-ঠিকানার সঙ্গে এই কাগজপত্তরের অর্ডারের নাম ঠিকানার আশ্চর্য মিল দেখে। তখনই আমি বুঝতে পারলাম এই জি পি ভাট আলেকজান্দার মাবিযারই লোক। এবং গাড়ি চুরির ব্যাপারে থানায় ডায়েরি লেখানোটা স্রেফ পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। তাই আমি মনস্থির করি গোপনে তদন্ত করবার। ভাগ্যিস গেলাম, তাই তো উদ্ধার করতে পারলাম রাগিণীকে। ঘৃণ্যেশ পাপের পরিণাম মৃত্যুকে নিজেই ডেকে নিলেন। আর চিত্তরঞ্জনের ওই দুষ্কৃতী দু'জনকে ওদের ওখানে দেখেই বুঝলাম ছেলে মেয়ে চুরির ব্যাপারেও এই দলটি বেশ সক্রিয়।"

বাবলুর কথা মন দিয়ে শুনছিল সবাই।

বাবলু ওর বক্তব্য শেষ করে রাগিণীকে বলল, "এবার তোমার কথা বলো শুনি। তোমাকে ওরা কীভাবে চুরি করে আনল?"

রাগিণী বলল, "তোমাকে তো বলেইছি আমার বাবা একজন ডি এফ ও। আমার বাবার নাম জয়নারায়ণ যোশি। বাড়ি আমাদের বারাণসীতে। ওইখানেই আমার জন্ম। পড়াশুনো। ওইখানে আমার প্রচুর বাঙালি বান্ধবী আছে। তাই আমি বাংলা বলতে, লিখতে বা পড়তে পারি। আমার মা-বাবা সবাই পারেন। তা আমার বাবার চাকরিসূত্রে আমরা এখন জব্বলপুরে আছি। এই যে ঘৃণ্যেশপ্রসাদ বা আলেকজান্দার, এদের একটি দুষ্টচক্র আছে। সেই চক্রের কাজই হল জঙ্গলের ভাল ভাল গাছপালা লুকিয়ে কেটে বেচে দেওয়া। ওরা কবত কী, পিপারিয়া, পাঁচমারি প্রভৃতি জায়গার গভীর জঙ্গলে চোরাগোপ্তা হানা দিয়ে গাছ কেটে সাফ করে দিত। আমার বাবা...।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল প্রায়। বলল, "জাস্ট এ মিনিট। কী বললে? পাঁচমারি?"

"হ্যাঁ। আমরা নন বেঙ্গলিরা বলি পচমড়ি। কিন্তু ওই নাম শুনে তুমি এত চমকে উঠলে কেন বাবলু?"

বাবলু সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "দ্যাখো কারবার! ভিমা ওই যে 'পাঁ-চ-মা' পর্যন্ত বলে আর বলতে পারেনি, সে-জায়গাটা তা হলে...।"

সবাই বলল, "পাঁচ মাইল নয়, পাঁচমারি।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, পাঁচমারিই। কেন না, দেখা যাচ্ছে এই পাঁচমারির সঙ্গে ওই কুখ্যাতরা ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত।" বলে রাগিণীকে বলল, "তারপর?"

রাগিণী বলল, "তা তোমরা যেমন পঞ্চপাণ্ডব, ওই পাঁচমারিতেও তেমনই পঞ্চপাণ্ডবের নামে পাঁচটি গুহা আছে। কথিত আছে অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডবরা ওইসব গুহায় কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। তা যাই হোক, একবার আমি আমার দু'জন বান্ধবীকে পাঁচমারি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেইসময়ই দুষ্কৃতীরা আমাকে অপহরণ করে। তারপর নাগপুর দিয়ে নিয়ে আসে কলকাতায়।"

বাবলু বলল, "শোনো, আমাদের পরিচিত একটি ছেলে আর মেয়েকে ওরা গুম করেছে। ওদের কোথায় রেখেছে-না-রেখেছে সেই ব্যাপারে কিছু শুনেছ কী?"

"না। ওরা কি কাউকে জানিয়ে-শুনিয়ে কিছু করে? তবে কোথা থেকে যেন রাজপুত্রের মতন একটি ছেলেকে ওরা ধরে এনেছিল। কী মার মারল ওরা তাকে। ওদের বলতে শুনেছি জঙ্গলে ক্ষুধিত বাঘের মুখে ছেলেটাকে ছেড়ে দেবে বলে নাকি এখান থেকে পাঁচমারিতেই নিয়ে গেছে ওরা।"

বিচ্ছু শিউরে উঠে বলল, "নিশ্চয়ই জয়দীপদা।"

বাচ্চু বলল, "সে ছাড়া আর কেউ নয়।"

রাগিণী বলল, "হ্যাঁ। ওর নাম জয়দীপ। ওরা তাই বলছিল বটে। বাবার মুখে শুনেছি, ওরা নাকি খুবই সাংঘাতিক। এমনই নৃশংস ওরা যে, নিজেরা খুন না করে জ্যান্ত মানুষটাকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ওরা ছেড়ে দেয় হিংস্র জানোয়ারের মুখে। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে ওরা আনন্দ পায়।"

বাবলু দু' হাতে কান চেপে বলল, "ও মাই গড। জয়দীপ আর অলির তা হলে একই দশা করবে ওরা!"

রাগিণী বলল, "অলি কে?"

বাবলু বলল, "তোমারই মতো এক প্রাণোচ্ছল কিশোরী। ভারী মিষ্টি মেয়ে।" বলেই বলল, "আর নয়। আর দেরি করলে চলবে না। বিলু, তৈরি হ'। পাঁচমারি আমাদের যেতেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "কবে যাবি?"

"আজ হলে আজ, না হলে কাল।"

বিলু বলল, "আজ কী করে হবে? গেলে কালই যাব। আজ বরং একটু চেষ্টা করে দ্যাখ, কালকের কোনও টিকিট পাস কি না।"

ভোম্বল বলল, "যে গাড়িতে জায়গা পাবি সেই গাড়িতেই নিয়ে নিবি।"

রাগিণী বলল, "যে গাড়িতে মানে? হাওড়া থেকে জব্বলপুরের একটাই গাড়ি যায়, ভায়া ইলাহাবাদ, বম্বে মেল। হাওড়ায় ছাড়ে রাত আটটায়, পরদিন পৌঁছয় বিকেল পাঁচটা পনেরোয়। পিপারিয়ায় পৌঁছবার সময় রাত্রি সাড়ে আটটায়। তবে কিনা চার-পাঁচ ঘণ্টা লেট থাকে প্রায়ই। আট ঘণ্টা, ন' ঘণ্টা, এমনকী বারো ঘণ্টা লেটের রেকর্ডও আছে।"

বাবলু বলল, "লেটের কথা অবশ্য বলা যায় না। আবার রাইট টাইমেও যেতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "পাঁচমারি যেতে হলে আমাদের কি পিপারিয়ায় নামতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

বাবলুরা আর বসে না থেকে উঠে পড়ল।

পঞ্চুও একবার গা-ঝাড়া দিয়ে দেহটা টান করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

বাবলু বাড়ি ফিরে পাঁচমারি যাওয়ার কথা বাবাকে বলতেই বাবা বললেন, "আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, বিশেষ করে পুজোর আগে টিকিটের ডিম্যান্ড খুব একটা থাকে না। তাই কালকের টিকিট তোরা পেয়েও যেতে পারিস। কনফার্মড টিকিট না হলেও আর. এ. সি পাবিই। তবে টিকিটটা তোরা পিপারিয়া পর্যন্ত কাটিস। জব্বলপুরে ব্রেক জার্নি করে মেয়েটাকে ওর মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে তারপরে যাস। ওর বাবা যখন ডি এফ ও তখন জঙ্গলের পথঘাট ওঁর নখদর্পণে। উনি তোদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। পাঁচমারি অত্যন্ত ভাল জায়গা। আমি ওখানে বার দুই গেছি। ওখানে গিয়ে সময় পেলে আর কিছু দেখিস-না-দেখিস, জটাশঙ্কর গুহা আর ধূপগড়ের সূর্যাস্ত দেখবি। আরও অনেক কিছুই দেখবার আছে। ঝরনা আর জলপ্রপাত দেখে মন ভরে যাবে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না শয়তানরা ওখানে ঘাঁটি গাড়ল কী করে? কেন না, ওটা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। থিকথিক করছে মিলিটারি।"

বাবলু বলল, "তাতে কী? দেবস্থানেই তো যতসব ঠগবাজ আর জুতো-চোরের আড্ডা হয়।"

বাবলুর কথায় সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

বাবলু আর দেরি করল না। বেশি করে টাকা-পয়সা নিয়ে বিলু আর ভোম্বলকে সঙ্গে করে হাওড়া স্টেশনে গেল টিকিট কাটতে।

রেলের ব্যাপারস্যাপারই বোধ হয় আলাদা। কখনও একমাস আগে লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট পাওয়া যায় না, আবার কখনও বা আগের দিন গিয়েও টিকিট পাওয়া যায়। বাবলুরা ছ'জনের জন্য ছ'টা টিকিটই পেয়ে গেল। একেবারে কনফার্মড বার্থ।

রাত আটটায় গাড়ি। ভায়া ইলাহাবাদ বম্বে মেল।

ওরা যথাসময়েই স্টেশনে এল। তারপর এস-ফোর কোচে ওদের জন্য নির্ধারিত বার্থে মনের মতন জায়গা পেয়ে দারুণ খুশি হল ওরা। সবচেয়ে খুশি হল এই কারণে যে, ওরা পেয়েছিল আলাদা একটা কুপে। যেটি ভেতর থেকে লক করে দেওয়া যায়। নিশ্চিন্তে ঘুমনো যায়। আর পঞ্চুকেও অন্যের বিরক্তি এড়াতে সিটের তলায় লুকিয়ে থাকতে হয় না সবসময়।

ট্রেন ছাড়লে টিকিট চেক হয়ে যাওয়ার পরে বাবলু প্রথমেই লক করে দিল কুপে-এর দরজাটা। পঞ্চু এবার নির্ভয়ে বিচ্ছুর পাশে বসে জেলিমাখানো রুটি খেতে খেতে আঁধার রাতের প্রকৃতি দেখতে লাগল। কী মজা!

আনন্দ বাবলুদেরও কম না। তার একটা কারণ আছে। প্রথমত, অপ্রত্যাশিতভাবে রাগিণীকে উদ্ধার করায় জয়ের গৌরবে ভরে আছে ওরা। মেয়েটিকে ওর বাবা-মায়ের হাতে পৌঁছে দিলে নিশ্চয়ই তাঁরা খুশি হবেন। দ্বিতীয়ত, রাগিণীর বাবার সাহায্য পেলে ওদের পাঁচমারি অভিযান ভালই হবে। তা যদি হয়, তা হলে জয়দীপদা বা অলির সেরকম খারাপ কিছু হয়ে না থাকলে ওদের উদ্ধার করতেও খুব একটা অসুবিধে হবে না।

ওরা গাড়িতে বসে নিজেদের মধ্যেই ওদের এই অভিযানের ব্যাপারে কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সেই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। দেখতে দেখতে বর্ধমান এসে গেলে খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল ওরা। চিলি চিকেন, রুমালি রুটি আর সন্দেশ, এই ছিল ওদের খাদ্য তালিকায়। খাওয়া শেষ হলে সবাই শুয়ে পড়ল যে যার বার্থে।

সকাল হল মুঘলসরাইতে। এখানে এলেই কাশীর কথা মনে পড়ে যায় বাবলুর। মনে হয় এখনই ছুটে যায় বিশ্বনাথের গলিতে, দশাশ্বমেধের ঘাটে। এখানে ওয়াটার বটলে জল ভরে ওরা কলা আর ডিম সেদ্ধ কিনে নিল কয়েকটা। জেলি-রুটি সঙ্গে আছেই। তাই চা কিংবা কফিতে চুমুক দিলেই চমৎকার ব্রেকফাস্ট।

ওরা তাই করল।

এর পর ট্রেন চুনার, মির্জাপুর, বিন্ধ্যাচল হয়ে ইলাহাবাদে এল। সেখানে রেলের খাওয়া খেল নিয়মরক্ষা করতে। তারপর কত, কত স্টেশন পার হল ওরা। মানিকপুর, সাতনা, কাটনির পর একসময় এসে পৌঁছল জব্বলপুরে। ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। পৌঁছতে তাই সন্ধে হয়ে গেল।

এখানে স্টেশনের কাছেই থাকার জন্য লালা গোকুলদাসের একটি বড়সড় ধর্মশালা আছে। আর আছে বাজারের কাছে অজস্র লজ। খুব জমজমাট জায়গাটা। তবে বাবলুদের তো এখানে লজে ওঠবার দরকার হবে না, ওরা উঠবে রাগিণীদের বাড়িতে। বাড়ি মানে ওদের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া আছে লাজপত কুঞ্জের ন্যাপিয়ার টাউনে, সেইখানে।

জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে রাগিণীর নির্দেশিত পথে ওরা ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের পেছন দিকে এল। তারপর অজস্র অটো এসে ওদের ছেঁকে ধরতেই রাগিণী একটি অটোকে ডেকে বসতে বলল সবাইকে। অটো ড্রাইভারকে বলল, "ন্যাপিয়ার টাউন।"

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ওরা যথাস্থানে এসে অটো থেকে নামতেই কোথা থেকে যেন এক ভদ্রমহিলা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন রাগিণীকে। একবার শুধু বললেন, "হাম দোনো কো ছোড় কর তু কাঁহা চলি গয়িথি বেটি?"

রাগিণীর মা। নিকটবর্তী কোনও মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন বোধ হয়। মেয়েকে দেখতে পেয়েই আর স্থির রাখতে পারলেন না নিজেকে। কেঁদেকেটে ভাসিয়ে দিলেন।

অন্য প্রতিবেশীরাও তখন ছুটে এসেছে, "আরে দেখো, দেখো, কৌন আয়া!"

রাগিণীর বাবাও তখন মেয়ের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে নেমে এসেছেন দোতলার ফ্ল্যাট থেকে।

মিলনপর্ব শেষ হল।

রাগিণী পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওর বাবা-মায়ের। বলল, "এরাই আমাকে ওই

দুশমনদের ডেরা থেকে উদ্ধার করেছে। না হলে কী যে ছিল আমার নসিবে, তা কে জানে?"
রাগিণীর বাবা মি যোশি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সমাদরে নিয়ে গেলেন ওঁদের ফ্ল্যাটে।
কৌতূহলী প্রতিবেশীরা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ছুটে এলে রাগিণীই বলল, "আই অ্যাম ভেরি টায়ার্ড। বাদ মে সব কুছ বতাউঙ্গি। আভি হামকো থোড়া রেস্ট করনে দিজিয়ে।"
ব্যস! একটি কথাতেই কাজ হল। বিদায় নিল সব।
সারাদিনের ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর কবতে সবাই সর্বাগ্রে ভালভাবে স্নানটা করে নিল। তারপর দেহের ক্লান্তি দূর করে ঘরে এসে বসতেই রাগিণীর বাবা-মা প্লেট-ভর্তি খাবার এনে খেতে দিলেন সকলকে।
মি. যোশি বললেন, "তুমহারে বারে মে আভি কুছ না কুছ তো বতাও। মুসিবত মে সহায়তা করনেবালে হি সচ্চা দোস্ত হৈ। তুম হমারে মেহমান নহি, দোস্ত ভি হো।"
বাবলু বলল, "যোশিজি, প্রথমে আপনি আপনার মেয়ের মুখেই সব শুনুন। তারপর আমাদের কথা আমরা বলব।"
রাগিণী তখন এক এক করে সেইদিনের সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল ওব বাবাকে।
সব শুনে যোশিজি বললেন, "সেইদিন থেকে তো আমাদের ভেতরেও আমরা নেই। থানা-পুলিশ অনেক কিছুই করলাম। কিন্তু কেউ কোনও সন্ধানই দিতে পারল না আমাব মেয়ের। তাই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বসেছিলাম তখনই ওদের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এল। আর তাতেই বুঝলাম ওকে অপহরণটা করেছে কারা।"
বাবলু বলল, "প্রস্তাবটা কী? করলই বা কে?"
"ঘুশৃণেশ ভাট। জঙ্গলের মূল্যবান গাছপালার চোরাচালানে ওব ওপরে তো আর কেউ নেই।"
বিলু বলল, "আলেকজান্দার মারিয়ার ভূমিকাটা এখানে কীরকম?"
"এই অঞ্চলে ও কিন্তু খুব একটা ফেমাস নয়। এমনকী ওর চেহারাও দেখিনি কোনওদিন। মনে হয় ঘুশৃণেশই ওকে এখানে আমদানি করেছে সম্প্রতি।"
বাবলু বলল, "তা ঠিক নয়। গডফাদার এখানে আলেকজান্দার মারিযাই। শত্রুকে বাঘেব মুখে ফেলে বিপর্যস্ত করার নেশা ওই শয়তানেবই। এতদিন সে নেপথ্যে ছিল। এখন জাল আরও বিস্তার করে প্রকাশ্যে আসছে। ভাটের মৃত্যুসংবাদ হয়তো সে পায়নি এখনও। তাই এখনও ফাঁদ পাতলে ওকে ধরা যায়। কিন্তু কী প্রস্তাব রেখেছিল ওবা শুনি?"
"অন্য কিছু না, ওদের বিরোধিতা না করে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে ওরা আমার মেয়েকে ফেরত দেবে।"
"আপনি উত্তর দিয়েছিলেন?"
"না। ভেবে দেখার জন্য একটু সময় চেয়েছিলাম।"
বাবলু বলল, "এখন তো মেয়ে ফেরত পেয়ে গেছেন, তাই আর ভাবাভাবির কোনও ব্যাপার নেই। এবার আমাদের কাহিনী শুনুন।" বলে ওরাও ওদের কথা সব খুলে বলল যোশিজিকে।
যোশিজি শুনে বললেন, "তার মানে এখনও দু'জন ওদেব হাতে বন্দি আছে। এবং তারা আছে এই অঞ্চলেই।"
"ঠিক তাই। আর এই ব্যাপারেই আপনাকে সবরকমের সাহায্য করতে হবে আমাদের।"
"আই মাস্ট ডু ফর ইউ। আমি তোমাদের পুরো মদত দেব। কী আমাকে করতে হবে বলো?"
"পাঁচমারির পাহাড়-জঙ্গলের পথঘাট ভাল চেনে এমন একজন লোকের সন্ধান আমাদেব দিতে হবে। ওখানে থাকার ব্যবস্থাটাও করে দিতে হবে আপনাকে।"
"মেরা খেয়াল হ্যায় কি তুমি সব পহলেবার যা রহে। তো ঠিক হ্যায়, ইস সিলসিলে মে ম্যায় তুমহারে লিয়ে জরুর মদত করুঙ্গা। আমার এক দোস্ত আছে ওখানে, ডি পি জয়সওয়াল। চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট। বনবিভাগের সবচেয়ে বড় অফিসার। আমি তো জব্বলপুরে পোস্টেড। কিন্তু উনি আছেন ওখানে। ওঁর গাড়ির ড্রাইভার বীর সিং দুর্ধর্ষ লোক। আমি ওই বীর সিংকে তোমাদের সঙ্গে ফিট করে দেব।"
বিলু বলল, "সেইসঙ্গে একটা গাড়ি।"
"অবশ্যই। আমাদের হাতে অনেক জিপ আছে।"
রাগিণীর মা বললেন, 'তুম সব জিতে রহো বেটা। মেরা নসীব আচ্ছা হ্যায় কি মেরি লেড়কি মিল গয়ি। ম্যায় জানতা হুঁ কি সাচ্চা দোস্ত ওহি হ্যায় জো সময় পর কাম আয়ে।"

মি. যোশি বললেন, "তোমরা কবে যাবে?"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে তো দেরি করা উচিত নয়, তাই কালই যাব আমরা।"

"তা হলে এক কাজ করো, কাল সকাল ন'টায় একটা ট্রেন আছে। সেটায় গিয়ে কাজ নেই। প্যাসেঞ্জার ওটা। তারপরই আছে দুপুর তিনটে কুড়িতে ভাগলপুর-বোম্বাই এক্সপ্রেস। তাতেই চলে যাও তোমরা। টিকিট কাটার কোনও ব্যাপার নেই। ব্রেক জার্নি তো লেখানোই আছে, শুধু একটা সই করিয়ে নেওয়া। ওই গাড়িতে গেলে সন্ধের আগেই পৌঁছে যাবে। পিপারিয়ায় নেমে ওইদিনই পচমড়ি যাবে না। ঠিক স্টেশনের উলটো দিকে একটা লজ দেখতে পাবে। দেবশ্রী লজ। সেইখানে উঠবে। পঞ্চাশ-ষাট টাকায় ঘর পেয়ে যাবে তোমরা। পরদিন সকালে ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের এপাশে এলেই দেখবে পচমড়ির সরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। তাতে চেপেই চলে যাবে তোমরা।"

বাবলু বলল, "এখান থেকে পাঁচমারির কোনও বাস নেই?"

"না। এই নিয়ে আমরা অনেক লেখালিখি করেছি। লেকিন কুছু হয়নি। নাগপুর আর ভোপাল থেকে বাস আছে। জব্বলপুর সে নেহি।"

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে ট্রেনেই যাব।"

রাগিণী বলল, "কাল যদি তোমরা দুপুরের গাড়িতে যাও, আমি তা হলে সকালের দিকে তোমাদের মার্বেল রকটা দেখিয়ে আনতে পারি।"

মার্বেল রকের নাম শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাবলু বলল, "আরে তাই তো! মার্বেল রক, নর্মদার জলপ্রপাত, সবই তো এইখানে। অভিযানের উত্তেজনায় ওসবের কথা মনেই ছিল না। মন পড়ে আছে পাঁচমারির দিকে। স্পটগুলো কতদূর এখান থেকে?"

মিস্টার যোশি বললেন, "জাদা দূর নেহি। ওনলি বিশ পঁচিশ কিলোমিটার। এই বাজারের কাছেই অটোস্ট্যান্ড থেকে অটো, টেকার, জিপ, ট্যাক্সি সবকিছুই পেয়ে যাবে। আট-দশ রুপিয়া করে ভাড়া লাগবে। কোনও অসুবিধা হবে না। আমার লেড়কি থাকবে সঙ্গে।"

ওদের যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছে পঞ্চু তখন কী ভেবে যেন নিজের মনেই 'গোঁয়াউ' করে একটা শব্দ করল।

বিচ্ছু বলল, "দেখেছ কাণ্ড, এতক্ষণ আমরা এমনই কথায় মত্ত ছিলাম যে, ওর দিকে কেউ নজরই দিইনি!" বলেই বলল, "কী হয়েছে পঞ্চু? কিছু বলবি?"

পঞ্চু কী আর বলবে? লেজ নেড়ে নেড়ে সে বারবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল। তার মানে এইভাবে বসে থেকে থেকে বোর লাগছে ওর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর বসে না থেকে পঞ্চুকে নিয়ে চলল রাতের আলোকমালায় সজ্জিত জব্বলপুর শহর দেখতে। রাগিণীও গেল সঙ্গে। কী সুন্দর ছোট্ট শহর। খুব ভাল লাগল ওদের।

সে রাতটা দারুণ কাটল ওদের। দূরপাল্লার ট্রেন জার্নির পর হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুতে পেলে এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যায়।

ওরা সবাই উঠলে বাড়িটা যেন গমগমিয়ে উঠল।

পঞ্চুর একটু অসুবিধে হচ্ছিল বাইরে যেতে পারছিল না বলে। তবে ওর একটা মস্ত গুণ যে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

সকালের একপ্রস্থ জলযোগের পর চা-পর্ব শেষ করে সবাই চলল নর্মদা প্রপাত দেখতে। কী আনন্দ। এই আনন্দটা আরও প্রকট হত, যদি না জয়দীপদা বা অলির ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তার একটা কাঁটা খচখচ করত।

ওরা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই অনেক লজ দেখতে পেল। এখান থেকে বাঁদিকের রাস্তাটা চলে গেছে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে, ডানদিকেরটা অটোস্ট্যান্ডে।

রাগিণী বলল, "জানো তো, এখানে আগে ঠগির উপদ্রব ছিল খুব।"

ভোম্বল বলল, "ঠগি মানে?"

"সে একটা সম্প্রদায়। এরা করত কী, চোখের নিমেষে একজন মানুষকে গলায় কাপড়ের ফাঁস আটকে মেরে দিত। তারপর তাকে মাটিতে পুঁতে ভালমানুষটি সেজে ঘরে ফিরত।"

"কী সর্বনাশ! এমন করবার কারণ?"

"ওদের ধারণা, নর্মদা তীরের মা চৌষট্টি যোগিনী এতে সন্তুষ্ট হন।"

বাচ্চু বলল, "তারপর ভ্রান্ত ধারণাটা দূর হল কী করে?"

"সহজে কি হয়? ১৮৩৬ সালে ঠগ দমনের জন্য এখানে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রি খোলা হয়। তারপরেও প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল ওদের বাগে আনতে।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, এখানে বাঙালির বসবাস কীরকম?"

"ওরে বাবা! প্রচুর বাঙালি আছে এখানে। বিশেষ করে মদন মহল, ঘামাপুরা এইসব অঞ্চলে তো বাঙালির বাস অনেক বেশি।"

যাই হোক, ওরা সামান্য পথ পায়ে হেঁটে অটোস্ট্যান্ডের কাছে যেতেই শুনতে পেল "ভেরাঘাট, ভেরাঘাট—।"

বাবলু বলল, "ভেরাঘাটটা কী?"

রাগিণী বলল, "ওইখানেই তো যাব আমরা। ভেরাঘাটে মার্বেল রক আর তার অনতিদূরে ধুমাঘাটে নর্মদা প্রপাত।"

বিচ্ছু বলল, "বেশ নাম তো? ভেরাঘাট, ধুমাঘাট!"

"কেউ কেউ দুমাঘাটও বলে। আমরা বলি ধুঁয়াধার।"

ওরা সবাই একটা ট্রেকারে উঠে বসলে পঞ্চুও ওদের পাশে গিয়ে বসল। আজকাল ওকে নিয়ে কেউ কিছু বললে ওর খুব লজ্জা করে। কিন্তু এখানকার লোকেরা এত ভাল যে, কেউ কিছু বললই না, উপরন্তু একজন একটা গরম তেলেভাজা এনে খাইয়ে গেল ওকে।

এখন সময় নয়, তাই যাত্রী নেই। অনেক দেরি করে মাত্র কয়েকজন যাত্রীকে নিয়েই ট্রেকার ভেরাঘাটের দিকে চলল।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় ট্রেকার এসে থামলে রাগিণী বলল, "এই জায়গাটার নাম মদনমহল। ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন গোন্ডরাজ মদন শাহ।"

এখানেও যাত্রী উঠল না ট্রেকারে।

ট্রেকার আবার চলতে শুরু করল। পথে বাঁদিকে একটি পাহাড়ের ওপর এক সুদৃশ্য জৈনমন্দির লক্ষ করল ওরা। তারপর ব্যালেন্সি রক-এর পাশ দিয়ে একেবারে ভেরাঘাটে।

ওরা ট্রেকার থেকে নেমে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নর্মদার ঘাটে যেখানে নামল, সেই জায়গাটার নাম পঞ্চবটী। এইখান থেকেই নৌকোয় করে মার্বেল রক দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। ভাড়া মাথাপিছু পাঁচ টাকা। জনা পনেরো লোক হলে তবেই নৌকো ছাড়ে। কিন্তু এখন অসময়। একে তো যাত্রী নেই, তায় জলের টান খুব। ফলে নাও চলাচল বন্ধ।

তবে রাগিণী ছাড়বার পাত্রী নয়। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মার্বেল রক সে দেখাবেই। তাই অনেক দৌড়ঝাঁপ করে একজন মাঝিকে রাজি করাল। মাঝি পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে নিয়ে যেতে রাজি হল সবাইকে। কথা হল নৌকোয় বসে কেউ নড়াচড়া করবে না, ঝুঁকে পড়ে জলে হাত দিতে যাবে না, আর যে পর্যন্ত যাওয়ার পর নৌকো এগোতে চাইবে না, সেই পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসতে হবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাতেই রাজি। কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। পঞ্চুকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। যতবার ওকে নৌকোয় ওঠানো হয় ততবারই ও লাফিয়ে নেমে আসে ডাঙায়। শেষকালে রাগিণী ওর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে গাল টিপে 'লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, ভয় কী?' বলতে তবেই ও উঠল। উঠেও দুষ্টুটা চোখ বুজে বসে রইল। কেন অমন করল ও, তা কে জানে?

নৌকো ছাড়ার পর ধীরে ধীরে একটু বাঁক নিয়েই প্রবেশ করল এক স্বপ্নের মায়াপুরীতে। দু'পাশে একশো পাঁচ ফুট পর্যন্ত উচ্চ ম্যাগনেশিয়াম লাইমস্টোনের পাহাড়। সে কী অপূর্ব শোভা!

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত।

বাবলু বলল, "দ্যাখ দ্যাখ, পঞ্চু! জীবন সার্থক কর। বোকার মতন চোখ বুজে থাকিস না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! জলভ্রমণে এত ভয় পঞ্চুর?

রাগিণী বলল, "আবার কখনও এখানে এলে এসো চাঁদনি রাতে। ওইসময়ে এখানকার দৃশ্য না দেখলে সত্যিকারের একটা মনোরম দৃশ্য দেখা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে।"

বাবলু বলল, "চেষ্টা করব। তবে কিনা ভ্রমণ আমাদের আছে, হবে। কিন্তু উপভোগ যে কতটা করব সেটাই হচ্ছে ভাবনার বিষয়। রোদ্দুরের পেছনে যেমন ছায়া থাকে, আলোর পেছনে যেমন থাকে অন্ধকার, আমাদের

পেছনেও তেমনই ক্রাইমের কালো মেঘ সর্বদাই ধাওয়া করে। এখন ভয় হচ্ছে, এই মুহূর্তে কোথাও থেকে কোনও শত্রুর নাও এসে আমাদের ধাক্কা মেরে উলটে না দেয়।"

বিলু বলল, "তা যা বলেছিস, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।"

নৌকো এক জায়গায় এলে রাগিণী মার্বেল পাথরের একটি দেওয়াল দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, এর নাম মাংকিজ লিপ।"

বাবলুরা দেখল।

নৌকো তখন দুটি রকের মাঝখানে এসে পড়লে মাঝিরা বলল, "আর নয়, আর যাওয়া যাবে না। খুব সাবধান এখানে। কেউ যেন নড়াচড়া কোরো না। যদি একবার উলটোয় তো আমাদের সাধ্য নেই কাউকে বাঁচাবার।"

রাগিণী বলল, "না, না। আর এগিয়ে কাজ নেই। এবার ফিরেই চলো। নাও ঘুমাও।" বলে বাবলুদের বলল, "ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওই হচ্ছে এলিফ্যান্টস ফিট, আর ওই ওটা হল হর্সেস ফিট। অন্য সময় হলে ওখানে যাওয়া যেত কিন্তু এখন জলের ভীষণ টান।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এজন্য কোনও আক্ষেপ নেই। কেন না মার্বেল রক যে কী জিনিস, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা তো হল।

ওরা যখন জলভ্রমণ সেরে ডাঙার মাটিতে পা দিল বেলা তখন বারোটা।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু? ট্রেন ক'টায়?"

রাগিণী বলল, "তিনটে কুড়িতে।"

"তা হলে?"

বাবলু বলল, "তা হলে আর কী? আজকের রাতটা যখন আমাদের পিপারিয়ায় থাকতেই হচ্ছে তখন তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। ধুঁয়াধারে গিয়ে নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাতটা দেখে আসি চল। আমরা বরং বম্বে মেলেই যাব।"

রাগিণী বলল, "আমার মনে হয় সেইকমই করা উচিত। কেন না এখানে এসে এই দৃশ্য না দেখলে পস্তাতে হবে। আর কখনও নাও তো আসতে পারো।"

ভেরাঘাট থেকে ওরা আবার ট্রেকারে উঠল। কয়েক মিনিটের রাস্তা। একটাকা করে ভাড়া। যাই হোক, ওরা জনহীন ধুঁয়াধারে পৌঁছে গেল একসময়। চারদিকে শুধুই পার্বত্যময় প্রান্তর। তারই মাঝখান দিয়ে ভীষণ গর্জনে প্রপাতে পড়ছে নর্মদা।

ওরা প্রথমেই একটা দোকানে বসে গরম জিলিপি আর চা খেল।

এ ছাড়া এখানে খাবেই বা কী? ট্যুরিস্ট নেই। তাই অর্ধেক দোকান বন্ধ।

পঞ্চু চা খেল না। শুধু জিলিপি খেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে মুক্ত প্রান্তরে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তারপর বড়সড় একটা পাথরের ওপর উঠে গ্যাট হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। এক চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল নিবিষ্ট মনে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই একলাফে নেমে এল পঞ্চু। তারপর ওদের সঙ্গ ধরে ল্যাং ল্যাং করে চলল বাধ্য অনুগত হয়ে।

সকলের আগে রাগিণী। তারপর পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তারও পরে পঞ্চু।

ওরা উচ্চস্থান থেকে প্রপাতে যাওয়ার মুখে ঢাল বেয়ে খানিকটা নীচে নামতেই হঠাৎ পঞ্চু সকলের আগে ছুটে গিয়ে কান খাড়া করে কী যেন শুনল।

বাবলুও থমকে দাঁড়াল এবার।

বিলু বলল, "কী হল?"

"কিছু শুনতে পেলি?"

"কী শুনব? শুধুই তো জলগর্জন। চিত্রকোটের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।"

"এ ছাড়া আর কিছু?"

সবাই বলল, "না তো!"

ওরা আবার পথচলা শুরু করল। দারুণ চড়া রোদ। তাড়াহুড়োয় টুপিগুলো আনতে ভুলে গেছে। রাগিণীদের ফ্ল্যাটেই ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলো।

একটু গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল বাবলু, "ওই শোন।"

বিলু বলল, "কী শুনব?"

"মনে হচ্ছে অলির গলা। আমাদের ডাকছে।"

পঞ্চু তখন ঝরনাধারার মতন গড়িয়ে আসা এক জায়গায় নর্মদার জল পান করছে আকণ্ঠ ভরে। জিলিপি খাওয়ার পর এই সুমিষ্ট জলপান যেন তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছে ওকে।

বিলু বলল, "অলি! এখানে আসবে কোত্থেকে?"

"তা জানি না। দু'বারই মনে হল যেন বহুদূর থেকে ওই ডাকছে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমরা সবাই মার্বেল রক আর জলপ্রপাতের দৃশ্যে মন রাখলে কী হবে তুই আসলে এর মধ্যেও ডিপলি ওদের কথা চিন্তা করছিস। এ তারই প্রতিশ্রুতি। অলি এখন হয় বাঘের পেটে, নয়তো পাঁচমারির মহারণ্যে।"

বাবলু বলল, "হবেও বা!"

ওরা তখন পায়ে পায়ে একেবারে নর্মদার সেই বিখ্যাত জলপ্রপাতের কাছে চলে এসেছে।

রাগিণী বলল, "আগে এই জলপ্রপাতের ধারেকাছে যাওয়া যেত না। দূর থেকেই দেখতে হত। এখন বড় বড় পাথর পেলে রেলিং ঘিরে এমনভাবে জায়গাটাকে বাঁধিয়ে দিয়েছে যে, খুব সামনে থেকেই ভালভাবে জলপ্রপাতটা দেখা যাচ্ছে।"

বাচ্চু বলল, "জলপ্রপাত কিন্তু এইরকম সময় অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই দেখতে হয়।"

ওরা যখন ঝুঁকে পড়ে এইসব দেখছে ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠল ভোম্বল, "উঃ গেছি রে, বাবা রে।"

সবাই ঘিরে ধরল ভোম্বলকে, "কী হল! কী হল! কী হল ভোম্বল?"

ততক্ষণে আর একটা বড়সড় পাথর এসে পড়েছে বাবলুর পায়ের কাছে। এই পাথরটা পায়ের গাঁটে লাগলে কী যে হত তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। কে? কে এইভাবে পাথর ছোড়ে? এই জনমানবহীন প্রান্তরে কে করে এই বদ রসিকতা? ওরা গা-বাঁচানোর জন্য সরে এল একপাশে। আবার— আবার একটা পাথর এসে পড়ল।

জায়গাটা পাহাড়ি। তাই আশপাশে অনেক বড় বড় পাথর আছে। তারই খাঁজে লুকিয়ে পড়ল ওরা।

রাগিণী বলল, "কী ব্যাপার বল তো? এখানে এমন অসভ্যতা কেউ তো করে না?"

বাবলু বলল, "মনে হয়, আমাদেরই শত্রুপক্ষের কেউ আড়াল থেকে নজর রেখেছে আমাদের দিকে। তারাই আক্রমণ করছে আমাদের।"

পঞ্চু তখন বীরবিক্রমে ছুটে গেছে সেইদিকে।

পাথর তখন পঞ্চুর দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সতর্ক হয়ে সেইদিকে এগোল। এখানে তো ছোটা যাবে না। খুব সাবধানে পা ফেলে যেতে হবে। তাই চলল ওরা।

ততক্ষণে পঞ্চু গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একজনের ওপর। বেঁটে মোটা হেঁড়ে মাথা মাঝবয়সি একজন লোক। দেখলেই যেন কেমন কেমন বলে মনে হয়। ছেঁড়া, ময়লা পোশাক পরনে। একগাদা নুড়ি-পাথর জড়ো করে বসে ছিল। পঞ্চু গিয়ে তার হাতটাকে কামড়ে ধরতেই বিকট চিৎকার করতে লাগল সে।

তার ওপর ভোম্বল গিয়ে মারল তাকে এক ঘুষি।

বিলুও দিতে যাচ্ছিল ঘা কতক। বাবলুই আটকাল তাকে। লোকটার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেই বলল, "পাত্থর ফেকতা হ্যায় কাহে? উঁ?" বলে ভোম্বলকে দেখিয়ে বলল, "দেখো তো ক্যায়সা চোট দে দিয়া মেরা দোস্ত কো।"

লোকটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ভাষায় যা-তা বলে গেল। কী যে বলল, রাগিণীও তা বুঝল না।

বাচ্চু বলল, "পাগল নাকি?"

বিচ্ছু বলল, "সেয়ানা পাগল। ধরা পড়ে এখন পাগল সাজছে।"

বাবলু চোখ রাঙিয়ে বলল, "যাও, হটো হিঁয়াসে। জলদি নিকালো। ভাগো।"

লোকটি তবুও হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পঞ্চু এবার 'ভৌ-ভৌ-ভুক' করে যেই না তেড়ে গেল ওর দিকে, তখনই আবার চিৎকার করে পালাল সে।

ভোম্বল ওর জামাটা তুলে ধরে বলল, "উঃ। শয়তানটা আমার পিঠের কী অবস্থা করেছে দেখেছিস?"

সত্যিই, জায়গাটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে। ছড়ে গিয়ে রসও বেরোচ্ছে সেখান দিয়ে।

রাগিণী একটু নর্মদার শীতল জল সেখানে চাপড়ে দিয়ে বলল, "আহা রে!"

এমন সময় হঠাৎ ওদের কানে এল,"বাবলু—উ—, আমি এখানে—এ—এ—।"

নিজেদের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। এ যে অলির গলা। অলি এখানে এল কোত্থেকে? নর্মদার ভীমগর্জনে সেই কণ্ঠস্বর আবার হারিয়ে গেল।

পঞ্চু একবার আকাশের দিকে মুখ করে ডেকে উঠল, "ভৌ—ভৌ—উ—উ—উ।"

বাবলু বলল, "না। আর কোনও সন্দেহ নেই। আমি স্পষ্ট শুনেছি অলির গলা। ওরা নিশ্চয়ই পাঁচমারি যাওয়ার পথে যে-কোনও কারণেই হোক অলিকে এইখানেই কোথাও আটকে রেখেছে।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক তাই।"

ওরা তখন অলির খোঁজে আরও একটু উচ্চস্থানে উঠল।

পঞ্চু অবশ্য ওদের আগেই ওপরে উঠেছে।

ওরা দেখল জলপ্রপাতের অদূরে এক উচ্চস্থানে হালকা ধরনের একটু জঙ্গলের মধ্যে বহুদিনের পুরনো দোতলা একটা বাড়ি আছে। সেই বাড়ির দোতলার একটি ঘরের জানলার খড়খড়িটা ওঠানামা করছে। ওরা সেই বাড়ির দিকেই চলল।

বিলু বলল, "খুব সাবধানে বাবলু! ভয়ংকর রকমের কোনও আক্রমণের মুখোমুখি এবার হয়তো হতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "আশঙ্কাটা অবশ্য একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু আমার মনে হয়, শত্রুরা বোধ হয় ধারেকাছে কোথাও নেই। থাকলে কখনও অলিকে এইভাবে চেঁচাতে দিত না। যাই হোক, ওই শত্রুপুরীতে সকলের যাওয়াটা ঠিক হবে না। তুই সকলকে নিয়ে আশপাশে লুকিয়ে থাক। আমি পঞ্চুকে নিয়ে বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকি। অলিকে উদ্ধার করে আমি সংকেত দিলেই তুই সবাইকে নিয়ে অটোস্ট্যান্ডে চলে যাবি। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। আগে তুই উদ্ধার কর মেয়েটাকে।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

বিলু সবাইকে ইশারা করে লুকিয়ে পড়ল যে-যার সুবিধেমতো জায়গায়। দূরে নর্মদার জলপ্রপাতের ধারে একদল ফরেনার এসে জুটেছে তখন।

বাড়িটার দিকে লক্ষ রেখে পঞ্চু আর বাবলু সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে লাগল। বাবলুর হাতে পিস্তল। শয়তান আলেকজান্দারটা যদি একবার ওর মুখোমুখি হয় তা হলে আজই ওর শেষদিন। বাড়ির ভেতরে ঢোকবার আগে পঞ্চু একবার চটজলদি দেখে এল ভেতরটা। তারপর 'ভুক-ভুক' শব্দ করে বাবলুকে ডাকতেই ভেতরে ঢুকল বাবলু। নীচে-ওপরে করে অনেক ঘর আছে এ-বাড়িতে। সাবেককালের রাজারাজড়াদের বাড়ি। এখন শয়তানের ঘাঁটি। নীচেকার সব ঘরেই শিকল দেওয়া। তা থাক। ও পা টিপে টিপে দোতলায় উঠেই অলিকে যে ঘরে রাখা ছিল সেই ঘরের সামনে এল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘরের দরজাতেই তালা দেওয়া।

বাবলু এদিক-সেদিক খুঁজে একটা লোহার শিক জোগাড় করে সেইটা দিয়ে শিকলে চাড় দিতেই সবসুদ্ধু উপড়ে এল সেটা। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল অলিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেচারি! কেঁদে কেঁদে চোখের কোলে কালি পড়েছে। পেটভরে খেতে না পেয়ে রোগা হয়েছে। বাবলু সর্বাগ্রে অলির বন্ধন মুক্ত করল।

মুক্ত অলি বাবলুর হাতদুটো ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, "আমার বাবুয়াসোনার খবর কী বাবলু?"

বাবলু বলল, "সে এখন তার মায়ের কোলে।"

"সত্যি বলছ তো?"

"তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ? কিন্তু এখানে তোমাকে আনল কে?"

"আলেকজান্দার মারিয়া নামের সেই দুষ্কৃতী। এইটাই হচ্ছে ওই শয়তানের আসল ঘাঁটি।"

বাবলু বলল, "সত্যিই বুদ্ধি আছে লোকটার! এ এমন একটা জায়গা যেখানে কারও নজর ভুলেও কখনও পড়বে না। নর্মদার গর্জনে এখানকার কোনও আর্তনাদই কানে পৌঁছবে না কারও। আর শত-সহস্র লোকের দৃষ্টি এখানে এলে জলপ্রপাতের দিকে চলে যাবে বলে এদিকে মনোযোগ দেওয়া দূরের কথা, ফিরেও তাকাবে না কেউ। অতএব ওই দুষ্কৃতীদের এইটাই হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়। তা সেই গ্রেট আলেকজান্দার এখন কোথায়?"

"আমাকে রোগী সাজিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে এসে জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়েই দু'জন লোকের দায়িত্বে রেখে সে চলে গেছে এখান থেকে বহুদূরে পাঁচমারিতে।"

বাবলু বলল, "তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে এলে তুমি কী করে বুঝলে তোমাকে কোথায় নামাল?"

"আমাকে ওরা অপহরণ করে প্রথমে রেখেছিল মাইথনের কাছে ওদের একটা ঘাঁটিতে। সেইখানেই ওদের কথাবার্তায় সব শুনেছি।"

"বাবুয়াকে আমি ওইখান থেকেই উদ্ধার করেছি।"

"ওইখান থেকেই ওরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসে।"

"তাও জানি। আমার চোখের সামনে দিয়েই নিয়ে যায় তোমাকে। অবশ্য ওটা যে তুমি, তা তখনও বুঝতে পারিনি। সঙ্গে আরও দু'জন ছিল।"

"সেই দু'জনই এখানে আছে। জব্বলপুরে ট্রেন থেকে নামার আগেই জ্ঞান ফেরে আমার। এখন শুনছি আজ রাতে একটা জিনিস বোঝাই ট্রাকে করে আমাকেও নিয়ে যাবে পাঁচমারিতে।"

"তার মানে তোমাকেও ওরা বাঘের মুখে দেবে।"

"জানি না। যাই হোক, আমি বন্দিনী অবস্থায় এই ঘরে থেকে কী কষ্ট যে পাচ্ছিলাম, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। মাঝে মাঝে কষ্ট করে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেও জানলার খড়খড়ি তুলে জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ তোমাদেরকে একটা দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে কখন থেকে চেঁচাচ্ছি। একবার মনে হল তোমরা যেন থমকে দাঁড়ালে। পরক্ষণেই কোথায় যে হারিয়ে গেলে আর তোমাদের দেখতে পেলাম না।"

"কিন্তু ওরা কোথায়? যে দু'জন তোমাকে বন্দি করে রেখেছে?"

"ওরা লরির ব্যবস্থা করতে জব্বলপুরে গেছে। তুমি আমাকে নিয়ে শিগগির এখান থেকে পালিয়ে চলো বাবলু। না হলে ওরা যদি এসে পড়ে তা হলে কিন্তু ভীষণ বিপদ হবে।"

এমন সময় দূর থেকে একটি মোটরবাইকের ভটভট শব্দ শোনা গেল।

শিউরে উঠল অলি, "বাবলু! ওরা আসছে। ওই—ওই শোনো।"

বাবলু বলল, "একদম ঘাবড়াবে না। হাতে আমার কী আছে দেখছ তো? কিন্তু জয়দীপদা? সে কোথায়?"

"জয়দীপদা! কী হয়েছে জয়দীপদার?"

"তুমি জানো না?"

"কই, না তো।"

"ওকেও ওরা কিডন্যাপ করেছে।"

"তা হলে বোধ হয় সে আর বেঁচে নেই। ওকে তো ওরা বাঘের মুখে দেবে বলেছিল।"

ওদের কতাবার্তার মধ্যেই মোটরবাইকটা এসে থামল দরজার সামনে। যাঃ। কী হবে? এ-বাড়ির ছাদে ওঠার উপায় নেই। সিঁড়ি ভাঙা। বাবলু তাড়াতাড়ি জানলার খড়খড়ির কাছে গিয়ে সেটা তুলে বিলুদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল। দিয়েই অলির হাত ধরে বলল, "কুইক।"

কুইক তো হল। কিন্তু যাবে কোন পথে? সিঁড়িতে তখন পদশব্দ।

অলির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল তো একটা! যাই হোক, ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বাইরে লাফাতে পারবে? ওই পাথরটার ওপর?"

"অসম্ভব!"

"তা হলে এসো, বুক ফুলিয়ে ওদের সামনে দিয়েই নেমে যাই।"

"কী বলছ পাগলের মতো?"

"ঠিকই বলছি। এসো, এসো, দেরি কোরো না।"

"এমন ভুল কোরো না বাবলু।"

"আমি ভুল করি না, ড্রামা করি। এসো, আমাদের এই ড্রামার হিরো হবে পঞ্চু।"

পঞ্চুর তো বুক ফুলে উঠল এই কথা শুনে। ও তখন শিরদাঁড়া টান করে রুখে দাঁড়াল।

অলির হাত ধরে বীরদর্পে ওদের দেখিয়েই নীচে নামতে লাগল বাবলু।

ওরা দু'জন ছিল। সেই দৃশ্য দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। কিন্তু উঠলে কী হবে? যেই না

বাধা দেবে বলে তেড়ে এল, পঞ্চু এমনই ভীষণ হাঁকডাক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর, দু'জনেই তখন সিঁড়িতে গড়াগড়ি।

বাবলু আর অলি কোনওরকমে ওদের টপকে নীচে এল। তারপর মোটরবাইকে চেপে স্টার্ট দিতে গিয়েই বুঝল শয়তানরা চাবি দিয়ে রেখেছে সেটাতে।

অগত্যা বাবলু আবার ফিরে গেল ওদের কাছে। পঞ্চু তখনও নাস্তানাবুদ করে মারছে দু'জনকে। কখনও ঘাড়ে উঠছে, পিঠে চড়ছে, কখনও-বা বুকে উঠে বগলের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ওরাও আঁচড়কামড়ের জ্বালায় কখনও বাবা রে, মা রে করছে, কখনও-বা কাতুকুতু খেয়ে খিলখিল করে হাসছে।

বাবলু ওদের কাছে গিয়ে বলল, "এ ভাই! প্লিজ, মেহেরবানি করকে বাইককা চাবি দে দিজিয়ে মুঝে।"

চাবি দেবে কী, রাগের চোটে ওরা যা-তা বলে গালাগালি শুরু করল তখন।

বাবলু বলল, "কাহে কো গালি দেতা হ্যায় ভাই? চাবি দে দো না, নেহি তো ইয়ে ধর্মরাজ অধার্মিক কো জিন্দা নেহি ছোড়ে গা।"

ওদের একজন তখন চাবিটা ছুড়ে দিল বাবলুকে।

বাবলু অলিকে নিয়ে মোটরবাইকে চেপে সেটাতে স্টার্ট দিতেই পঞ্চু ওদের ছেড়ে বাবলুর পিছু নিল।

বিলুরা তখন অটোস্ট্যান্ডে।

বাবলু হেঁকে বলল, "তোরা পঞ্চুকে নিয়ে একটা অটো কিংবা ট্রেকারে আয়। আমরা এতে করেই জব্বলপুর চলে যাচ্ছি। সাবধানে আসবি কিন্তু। একটুও দেরি করিস না।"

আর কখনও দেরি করে? বিলু সঙ্গে সঙ্গে একটা জিপ পেয়ে সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ল তাতে। তারপর নন স্টপে জব্বলপুর। জব্বলপুর তো এল। কিন্তু বাবলু কই? অলি কোথায়? ওরা এল না কেন? দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল, তবুও ওরা ফিরল না। দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করল সকলকে।

॥ ৯ ॥

রাগিণীদের ফ্ল্যাটে বসে তাই দুর্ভাবনার অন্ত রইল না। মি. যোশি থানায় খবর নিয়ে জানলেন পথে কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। না পাওয়া গেছে কোনও মোটরবাইক, না কারও বেওয়ারিশ লাশ। তা হলে? তা হলে ওরা বেপাত্তা হল কীভাবে?

বিলু বলল, "আমার মনে হয় ওই যে দু'জন ধুঁয়াধারে অলির পাহারায় ছিল, বাবলুরা চলে আসার পর ওরা নিশ্চয়ই শহরের ঘাঁটিতে ওদেরই কোনও লোককে ফোনে সব জানায় আর তারাই পিছু নিয়ে কব্জা করে ওদের। এখন একমাত্র উপায় হল অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে সোজা পাঁজমারিতে চলে যাওয়া।"

ভোম্বল বলল, "পাঁচমারি আমাদের যেতেই হবে। কেন না সব রহস্যের মূলকেন্দ্র পাঁচমারিই। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে বাবলু ফিরে আসে?"

বিলু বলল, "সেই চিন্তাও করেছি। আমরা পাঁচমারিতে গিয়েই মি. যোশির পরিচিত কারও সঙ্গে যোগাযোগ কবব। তা হলে হবে কী, অযথা সময়ও নষ্ট হবে না আর টেলিফোনের মারফত জানতে পারব ওরা ফিরল কি না।"

ভোম্বল বলল, "দি আইডিয়া। এই ব্যাপারে যোশিজি কী বলেন শুনি?"

মি. যোশি বললেন, "আমি তো বলেইছি আমি সবরকমেই সাহায্য করব তোমাদের। তোমরা এখন কিংবা আর একটু পরে গেলেও বম্বে মেল পেয়ে যাবে। অনেক লেট আছে আজ গাড়িতে। তোমরা পিপারিয়ায় নেমে লজ পেলে লজ, না হলে স্টেশনেই কাটিয়ে দিয়ো রাতটা। তারপর ভোরের বাস ধরে চলে যেয়ো পাঁচমারিতে। বাসস্ট্যান্ডের সামনেই একটা লজ পাবে, সেটাতে উঠবে না। অসম্ভব চার্জ ওদের। নবাগত যাত্রীরা নতুন জায়গায় গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথমেই ওই লজটাকে অবলম্বন করে। তোমরা তা না করে বাস থেকে নেমে বাঁদিকের পথ ধরে একটু এগোলেই বাজারের রাস্তা পাবে। সেখানে অজস্র সস্তার লজ। তোমরা বাঁ দিকে পরপর দুটি পথ দেখতে পাবে। দ্বিতীয় পথটি ধরে একটু এগোলেই দেখবে ডানদিকে 'হোটেল মীনাক্ষী। আমার পরিচিত লজ। আমার নাম করবে সেখানে। আমি ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে রাখব।

আমার এখানে তো ফোন নেই। অফিসে ফোন। তবু আমি যোগাযোগ করব। আর ইতিমধ্যেই আমার বন্ধু জয়সওয়ালের গাড়ির ড্রাইভার বীর সিংকেও জানিয়ে রাখছি ব্যাপারটা। ওই তোমাদের পথ চেনাবে। সে নিজেই যোগাযোগ করবে তোমাদের সঙ্গে।"

ব্যস! আর দেরি নয়। পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বিলুরা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

রাগিণী ওর বাবাকে বলল, "ম্যায় ভি যাউঙ্গি সবকো সাথ।"

মি. যোশি কী আর বলেন? একটু চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তু মাত যা বেটি।"

রাগিণী বলল, "ডরো মাত। মেরা কুছ নেহি হোগি মাম্মি। ম্যায় সব কুছ সামাল লেঙ্গে। তা ছাড়া আমি সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে ওদের।"

অগত্যা আর না করলেন না কেউ। বিলুরাও রাগিণীকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করল না।

মি. যোশি ওদের সকলকে খাইয়েদাইয়ে নিজে স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। বোম্বাই মেল নয়, ভাগলপুর-বোম্বাই এক্সপ্রেস লেট করে এসেছিল। তাতেই তুলে দিলেন ওদেব।

রাত বারোটায় পিপারিয়া। ওরা যখন ট্রেন থেকে নামল চারদিক তখন সুনসান। ছোট্ট শহরটি তখন একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাগিণী বলল, "কী করবে, স্টেশনেই থাকবে, না লজে উঠবে বলো?"

বিলু বলল, "এত রাতে লজ পাব আমরা?"

"ওই তো লাইনের ওপারেই আলো জ্বলছে দেবশ্রী লজের। চলো তো দেখি?"

ওরা লাইন টপকে ওপারে যেতেই দেখল ট্রেন লেটের খবর পেয়ে লজের ম্যানেজার খাতাপত্তর নিয়ে তখনও বসে আছেন। রাগিণী এখানে এলে এই লজেই ওঠে। তাই ওর পরিচিত সবাই। এককথায় বেশ বড়সড একটা ঘর পেয়ে গেল ওরা। নো ডিপোজিট। পাঁচজনের শোওয়াব ঘবেব ভাড়াও মাত্র যাট টাকা।

ওরা ঘরে ঢুকে বাথরুমের কলে মুখ-হাত ধুয়ে একটুও বিলম্ব না কবে শুয়ে পড়ল সবাই। পঞ্চু এককোণে ম্লান মুখে বসে রইল। বাবলু না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না ওর। সত্যিই, কী যে হল বাবলুটার?

সকালের রোদ শার্সির কাচ দিয়ে মুখে এসে পড়তেই চোখ মেলল বিলু। ইস বে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সকাল এখন সাড়ে ছ'টা। ও সবাইকে ডেকে তুলল। তারপর চটপট দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল সবাই। ভোরের বাস বেরিয়ে গেছে। এখন সকাল সাতটার আগে বাস নেই। সেই বাস ধরতেই হবে যেমন করে হোক।

রাগিণী বলল, "বাস না থাকলেও অসুবিধে নেই। জিপ আছে। অনবরত যাতায়াত কবে। বাসের ভাডা তেরো টাকা, জিপে পঁচিশ।"

বিলু বলল, "বেশিদূর নয় তা হলে?"

"না, না। মাত্র চুয়ান্ন কিলোমিটার পথ। তবে কি না সময় নেয় দেড় ঘণ্টা। যাওয়ার সময় দেড়, ফেরবার সময় এক। পাহাড়ের পথ তো। সমতল নয়। শুধু চড়াই আর চড়াই।"

ওরা লজ ছেড়ে রেলের ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দেখল 'পচমড়ি' লেখা একটি ঝকঝকে সরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওরা টিকিট কেটে বাসের সিট নিয়ে জিনিসপত্তর ভেতরে রাখল।

এইখানে একটু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। বাসযাত্রীদের প্রবল আপত্তি যাত্রীবাসে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। অবশেষে রাগিণী ড্রাইভারকে ওর বাবাব পরিচয় দিয়ে, জয়সওয়ালজির নাম বলে বীর সিং-এর কথা বলতেই ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। ড্রাইভারের সিটের পেছন দিকেই একটা বসবার জায়গা থাকে। পঞ্চুর জন্য সেই জায়গাটাই বরাদ্দ হয়ে গেল।

কিন্তু হলে কী হবে? বাস আর ছাড়ে না। শোনা গেল সাতটার বাস আটটায় ছাড়বে। কারণ বোম্বাই মেল বারো ঘণ্টা লেট। অর্থাৎ রাত আটটার গাড়ি সকাল আটটায় এলে তবেই ছাড়বে বাস।

ওরা ততক্ষণে চা-পর্বটা শেষ করে নিল।

ট্রেন আসার পরই বাস ছাড়ল। যাত্রীর অভাব, তাই অনেক সিটই ভরেনি। বাস প্রথমেই এল মাটকুলি নামে একটি জায়গায়। এখানে চারদিকেই পাহাড়। বাস এখানে কুড়ি মিনিট থামবে। ওরা তাই একঘেয়েমি দূর করবার জন্য নেমে পায়চারি করতে লাগল। পঞ্চু ভয়ে নামেনি। বলা যায় না, ও বেশি নামা-ওঠা করলে যদি ওরা বিরক্ত হয়, তাই চুপচাপ বসে পিটপিট করে দেখতে লাগল সকলকে।

বাস আবার ছাড়ল। এইখান থেকেই শুরু হল পাহাড়ে ওঠার ঘাটপথ। সে কী অনির্বচনীয় দৃশ্য চারদিকে, তা বর্ণনায় প্রকাশ করা যাবে না। কী অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য! প্রকৃতি এখানে যেমন উদার তেমনই উন্মুক্ত। যতই দেখল ওরা ততই মন ভরে গেল।

বিচ্ছু আক্ষেপ করে বলল, "হায় রে! আজ যদি বাবলুদা থাকত সঙ্গে, তা হলে কী ভালই না হত। বাবলুদা পাহাড়-পর্বতের দৃশ্য দেখতে কত ভালবাসে।"

বাচ্চু বলল, "অলিরও কপাল! মুক্ত হয়েও মুক্তি পেল না বেচারি!"

বিলু বলল, "তবে একটা কথা, বাবলু যদি ঠিক থাকে তো অলিও ঠিক থাকবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি কী ভাবছি জানিস? বাবলু অলিকে নিয়ে ফেরবার সময় সন্দেহজনক কাউকে দেখে তার পিছু নেয়নি তো?"

বিলু বলল, "হতে পারে। তোর ধারণাটা কিন্তু অমূলক নয়। তবে কিনা এক্ষেত্রে ও কি এতবড় রিস্ক নেবে? আমার মনে হয় বিপদেই পড়েছে ওরা।"

বাস যথাসময়ে পাঁচমারিতে এসে পৌঁছল।

॥ ১০ ॥

এই সেই পাঁচমারি। সমুদ্রতল থেকে যার উচ্চতা সাড়ে তিন হাজার ফুট মাত্র। শীতেও অধিক শীত নয়, গ্রীষ্মও মধুময়। অমরকণ্টক থেকে শুরু করে অসিরগড় পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ছ'শো মাইল ব্যাপী যার বিস্তৃতি, সেই সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যেই এই পাঁচমারি। বিন্ধ্য পর্বতের সাতপুত্রই সাতপুরা পর্বত নামে খ্যাত। হোসঙ্গাবাদ জেলার দক্ষিণভাগের প্রায় সমস্তটাই এই সাতপুরা পর্বতমালায় ঘেরা। এর সর্বোচ্চ চূড়া ধূপগড়ের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৪৪৫৪ ফুট। পাঁচমারি শৈলাবাসে একটি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে তিনটি, দুটি হাসপাতাল, একটি ডিসপেনসারি, তিনটি ডাকঘর, একটি তারঘর, একটি টেলিফোন অফিস, একটি থানা, তহশিল কোর্ট, কী নেই? আর আছে জব্বলপুর ব্রিগেডের একটি স্যানাটোরিয়াম ও আর্মি এডুকেশন সেন্টার। লোকসংখ্যাও আট হাজারের ওপর।

বিলুরা এই রমণীয় পাঁচমারিতে বাস থেকে নেমেই মুগ্ধ হয়ে গেল। আবার ভয়ও পেল খুব। এই দিগন্তবিস্তৃত পর্বতমালার ঘন অরণ্যানীর মধ্যে কোথায় বাবলু, কোথায় অলি, কোথায়ই বা জয়দীপদা!

এখানে নামার পর কোনও অসুবিধেই অবশ্য হল না ওদের। সঙ্গিনী রাগিণীই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁদিকে বেঁকে বাঁ-হাতি দ্বিতীয় সড়কে মীনাক্ষী লজ। ওরা যেতেই ম্যানেজার বললেন, "উপর চলা যাইয়ে। রুম নাম্বার ফাইভ।"

বিলুরা অবাক! একজন বয় এসে ওদের জিনিসপত্তরে হাত লাগিয়ে ওপরে নিয়ে গেল।

ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একজন নেপালি যুবক বসে ছিল। ওরা যেতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল ওদের।

রাগিণী উল্লসিত হয়ে বলল, "আ রে! বীর সিং, তুম?"

"হাঁ বহিনজি, বাবুজিকা ফোন আযা থা সাহাবকো পাস। ইসি লিয়ে হম সবেরে আকে রুমকা বুকিং ক্যারোয়ায়া।"

"বেশ করেছ। খুব ভাল কাজ করেছ।"

"তুমহারে বারে মে সব কুছ শুনা। আভি ঠিক তো হ্যায়?"

"হ্যাঁ ভাই।"

বিলুরা সকলে যার যার জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখলে বীর সিং পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে খুব আদর করতে লাগল ওকে। পঞ্চু এইরকমই চায়। তাই ও দারুণ অভিভূত।

একটু পরেই চা এল।

বীর সিংই অর্ডার দিয়েছিল বোধ হয়।

সবাই মুখ হাত ধুয়ে চা খেতে বসল। চা খেতে খেতে রাগিণীর সঙ্গে কত যে কথা হল বীর সিং-এর, তার আর শেষ নেই। ওরা কেন এবং কীজন্য এসেছে, রাগিণী সব বুঝিয়ে বলল বীর সিংকে।

সব শুনে বীর সিং খুব খুশি হয়ে বিলুকে বলল, "বিল্লু ভাই, আমার নাম বীর সিং, বাবার নাম বাহাদুর সিং। দোনো মিলকর আমি হয়ে গেছি বীর বাহাদুর সিং। শর্ট করে বীর সিং। তোমাদের হাওড়ার চারাবাগানে

আমি অনেকদিন ছিলাম। এক তার কারখানার গাড়ি চালাতাম আমি। যোশিজি কাল রাতে টেলিফোনে সব কিছু বলেছেন, তবু তোমাদের মুখেও শুনলাম। এখন মুশকিল যেটা হল, এই পচমড়িতে তোমরা লাখ লাখ টাকা নিয়ে ঘুরলেও কেউ চারি-ডাকাতি করবে না। লেকিন, বিকেল চারটার পর পাহাড় জঙ্গলে থাকবে তো শের উর আকে তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এইখানে আলেকজান্দার মারিয়া এসে কী করে যে কী করছে তা ভেবে পাচ্ছি না। তাই আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা তোমরা এখানকার পুলিশকে জানালেই ভাল করতে।"

বিলু বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ ভাইসাব। তবে কিনা আমরা থানা-পুলিশ করছি না কেন জানো? তা হলে ওই শয়তানটা এই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আমরা চাইছি লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে। তারপর থানা-পুলিশ করব।"

"কী করে ধরবে? তোমরা কি ওকে দেখেছ?"

"না। তবে বাবলু, অলি আর জয়দীপদার সন্ধান পেলেই ওকে চিনে নিতে পারব।"

"তোমরা যে কী করে কী করবে আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এই পচমড়িতে কত যে জায়গা আছে তা কি তোমরা জানো? মোট একশো একুশটি দর্শনীয় স্থান আছে এখানে। জিপ ভাড়া করে বিভিন্ন গ্রুপে মাইলের পর মাইল গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরলে তবেই এসব দেখা যায়। অন্তত মাসখানেক এখানে না থাকলে এতসব দেখা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না।"

বিচ্ছু বলল, "জিপে করেও কি সম্ভব নয়?"

"না। সব জায়গায় জিপ যায় না। তা ছাড়াও এখানকার যেসব প্রাগৈতিহাসিক গুহা আছে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার হদিস সবাই দেবে, কিন্তু গাইড হতে চাইবে না কেউ।"

বিচ্ছুর চোখে জল এল এবার, "তা হলে কি বাবলুদাকে আমরা ফিরে পাব না?"

"ওকে যে এইখানেই নিয়ে আসবে তার কি কোনও প্রমাণ আছে?"

"না।"

"তা হলে? যাই হোক, তোমরা এক কাজ করো, এখন আর বসে না থেকে জটাশঙ্কর গুহার দিক থেকে একটু ঘুরে এসো। আমি ততক্ষণ তোমাদের জন্য একটা জিপের ব্যবস্থা করি।"

বীর সিং বিদায় নিলে ওরা ঘরে তালা দিয়ে সবাই চলল জটাশঙ্কর গুহা দেখতে। পাঁচমারিব সবচেয়ে কাছের এবং রমণীয় স্থান এই জটাশঙ্কর। এ-পথ রাগিণীর পরিচিত। তাই কোনও অসুবিধে হল না।

এই পথে যেতে যেতে ডানদিকের একটি পাহড়ের ওপর একটি গুহা ওদের চোখে পড়ল। এটির নাম হনুমান বা গণেশ গুম্ফা। প্রকৃতির খেয়ালে এই গুহার মুখটা হনুমানের মতো আর এর মধ্যের বিভিন্ন স্থানের আকৃতি কোনওটি গণেশের, কোনওটি শিবের, কোনওটি বা সাপের ফণার মতো। এ ছাড়াও একটি সুমিষ্ট জলের ঝরনাও আছে এর ভেতর। এই পাহাড়ে তখন মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং চলছে। বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ডের মাথায় দড়ি বেয়ে উঠছে কত মেয়ে। ছোট্ট একটি পাহাড়ি নালা পার হয়ে সংকীর্ণ গিবিপথ ধরে পর্বতারোহণ শুরু করল ওরা।

পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠে চারদিকের প্রকৃতি দেখে মোহিত হয়ে গেল সকলে। হঠাৎই বিলু চাপা গলায় বলে উঠল, "ভোম্বল। ওই দ্যাখ।"

ভোম্বল সবিস্ময়ে বলল, "কী রে!"

"ওই, ওই দেখ কে আসছে।"

শুধু ভোম্বল নয়, ওরা সবাই দেখল জটাশঙ্কর গুহার দিক থেকে একজন ভীষণদর্শন ওলমুখো লোক একটি মোটরবাইকে চেপে দ্রুত সেই পথে এগিয়ে আসছে। এ সেই মোটরবাইক, যেটাতে চেপে অলিকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে বাবলু।

ভোম্বল বলল, "এটা সেটাই কী?"

"পেছন দিকটা লক্ষ করে দ্যাখ, কেমন এক ধরনের ঝালর দেওয়া আছে।"

"তার মানে ওরা এখানেই আছে।"

বিলু আক্ষেপ করে বলল, "হায়, হায় রে! কেন যে মরতে এই গণেশ গুম্ফায় উঠতে গেলাম! চারটে হাত-পা'ও বেরোল না, কিছু না। মাঝখান থেকে আমাদের প্রধান শত্রু হাতছাড়া হয়ে গেল। এই লোকই যে আলেকজান্দার তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু এই লোক জটাশঙ্করে কেন?"

"কে জানে?"

ওরা গণেশ গুম্ফার ওপর থেকে নেমেই ছুটল লোকটার পিছু নিতে। কিন্তু সে তখন কোথায়? চোখের পলকে সে পাহাড়ের বাঁকে কোথায় যে হারিয়ে গেল দেখতে পেল না কেউ।

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় জটাশঙ্করে গেলেই বোধ হয় এর জট খুলবে। ওদের ওরা ওইখানেই নিয়ে গিয়ে রেখেছে কোথাও।"

বিলু বলল, "ঠিক তাই। এমনকী আমরা যে ওদের খোঁজে পাঁচমারিতে আসব তাও হয়তো ওরা জানে, আর সেইজন্যই বাইক নিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছে আমাদের কোথাও দেখতে পায় কি না।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক বলেছ বিলুদা। তা হলে এখন?"

ভোম্বল বলল, "চলো জটাশঙ্কর।"

ওরা জটাশঙ্করের পথই ধরল। কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এই পথে। কলকল নদী, ঝরনা, হরিয়ালি আর রাস্তা, ঘন দ্রুমলতায় আচ্ছন্ন উঁচু উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে একসময় ওরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল। স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাইট পাথরের গুহা। সরকারিভাবে আলোর ব্যবস্থা আছে তাই রক্ষে, না হলে ঘনান্ধকার। গুহার ছাদ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। গুহার ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে জম্বু নামে এক নদী। বাসুকিনাগের ফণার মতো গুহার একটি অংশে রয়েছেন জটাশঙ্কর মহাদেব।

এখানকার পরিবেশ এমনই যে, এখানে কাউকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অনবরত তীর্থযাত্রীরা আসছেন এখানে। পুজোপাঠ হচ্ছে। ওরা পঞ্চুকে নিয়ে সেই পাতাল গহ্বর থেকে ওপরের আলোর জগতে ফিরে এল। গুহার বাইরে এসেই দেখল বীর সিং জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বিলু বীর সিংকে বলল, "ভাইসাব, একটু আগে এখানে একজন লোক মোটরবাইকে চেপে এসেছিল। আমাদের মনে হয় ওই লোকই আলেকজান্দার। তা যদি হয়, তা হলে বাবলুরা নির্ঘাত এখানে আছে।"

বীর সিং বলল, "এক মিনিট।" বলে গুহামন্দিরের আশপাশে যে দু'-একটি ঝোপড়ির চা দোকান আছে সেখানে গিয়ে কীসব কথাবার্তা বলে ফিরে এসেই বলল, "ওই লোকের নাম মহাদেও খাণ্ডেলবালা। এখানে পুজো দিতে আসে। প্রায়ই ওকে ছোটি আনহোনির দিকে দেখা যায়। কিন্তু ও কী করে তোমাদের আলেকজান্দার মারিয়া হবে?"

রাগিণী বলল, "ওই লোক কুখ্যাত হলে আমার বাবাও ওকে জানতেন।"

বিলু বলল, "তোমার বাবার কাছে তো ওই নাম বলিনি আমরা। আলেকজান্দার মারিয়ার নামই বলেছি। তাই উনি বুঝতে পারেননি। তা ছাড়া ঘৃশৃণেশপ্রসাদ ভাট তো এই অঞ্চলেরই লোক।"

রাগিণী বলল, "ঘৃশৃণেশ শিবের নাম। ওই নাম যখন, তখন উনি নিশ্চয়ই মরাঠি। মানমাদ কিংবা ঔরঙ্গাবাদের লোক। তবে মহাদেও খাণ্ডেলবালা এবং আলেকজান্দার মারিয়া একই ব্যক্তি হতে পারেন। জটাশঙ্করের পুজো দিতে যখন আসেন তখন তিনি কোনওমতেই গোয়ানিজ হতে যাবেন না। গোয়ানিজরা অধিকাংশই খ্রিস্টান।"

বিচ্ছু বলল, "হতে পারে। গোয়ায় কিন্তু হিন্দুদের বিখ্যাত শান্তাদুর্গার মন্দির আমরা দেখে এসেছি।"

বীর সিং বলল, "একবার যদি ওই লোককে আমি দেখতাম তো চিনে নিতে পারতাম। তা ঠিক আছে। এখন তোমরা এসো আমার সঙ্গে। কিছু কিছু ট্যুরিস্ট স্পট তোমাদের দেখাই। ও যদি সেই লোকই হয় তা হলে নিশ্চয়ই তোমাদের খোঁজে ও হন্যে হয়ে ঘুরবে। আর, একবার আমার চোখে পড়লে ঠিকই চিনে নেব ওকে।"

বিলু বলল, "ওর ওই মোটরবাইকের নম্বর হচ্ছে থ্রি জিরো নাইন। গণেশ গুম্ফায় উচ্চস্থানে থাকায় ওই নম্বরটা আমরা অবশ্য লক্ষ করতে পারিনি।"

বীর সিং বলল, "তোমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, ও লোক তা হলে ধরা পড়বেই। এখন চলো, একটু ঘুরেফিরে দেখি যদি কোথাও দেখা পাই লোকটার।"

ওরা সবাই জিপে উঠলে জিপ দ্রুত এগিয়ে চলল। পাহাড়ের ওপর এমন সুন্দর সুরম্য পথ খুব কম জায়গাতেই আছে। প্রথমেই ওরা সাতপুরা ন্যাশনাল পার্কের দিকে মূল রাস্তা ধরে একটু এগিয়েই ডানদিকের পথ ধরল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলল জিপ। এক এক সময় মনে হল এই উলটে যায় আর কী! বেশ খানিকটা এইভাবে যাওয়ার পর বীর সিং বলল, "আর এগনো যাবে না। এখানে নেমেই হাঁটতে হবে। এটা হল মারদেও এলাকা। এখানে পরপর অনেক গুহা আছে। চলো একটু দেখে আসি।"

সত্যি, কী দারুণ জঙ্গল চারদিকে। দেখলে ভয় করে, আবার ভালও লাগে। গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চলে একসময় ওরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু এই ভয়ংকর নির্জনে ওরা ছাড়া আর কারও অস্তিত্বও নেই। এইসব গুহায় সিজন টাইম ছাড়া সচরাচর কোনও ট্যুরিস্ট আসেই না বলতে গেলে। না আসার কারণও আছে। এ যা জঙ্গল, তাতে দিনমানেও কোনও বন্যজন্তু হঠাৎ আক্রমণ করলে রক্ষা করবার কেউ নেই। ওরা একটির-পর-একটি গুহা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আর পঞ্চু তোলপাড় করতে লাগল বনবাদাড়।

কী অসাধারণ সব চিত্রকলা এই প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলিতে! বেশিরভাগ গুহাতেই দু'দল যোদ্ধার মধ্যে লড়াইয়ের দৃশ্য। তির, ধনুক, রমণী ও বাইসনের ছবিও আছে। কোনওটি স্পষ্ট, কোনওটি অস্পষ্ট। অনুমান করা হয়, চুনাপাথর ও একধরনের গাছের ছাল পুড়িয়ে ছাই করে আঁকা হয়েছিল এইসব ছবি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ছবিগুলির শিল্পকর্মে অ্যানাটমি জ্ঞান দেখে এগুলিকে এক্স-রে ছবি নাম দিয়েছেন।

গুহা দেখে আবার জিপে উঠল ওরা।

বীর সিং এবার যেখানে নিয়ে এল ওদের, সেই জায়গাটা পাঁচমারি শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। একটি গোলাপবাগের সামনেই খাড়া পাহাড়। বেশ কিছু ট্যুরিস্ট এসেছে সেখানে। সেই পাহাড়ে নীচে-ওপরে করে মোট পাঁচটি গুহা।

রাগিণী বলল, "পাণ্ডব কেভ। পঞ্চপাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় খাণ্ডবপ্রস্থে এলে এইসব গুহায় বসবাস করেন।"

বীর সিং বলল, "আরে না, না, এসব বুদ্ধিস্টদের আমলের।"

রাগিণী বলল, "সে যাই হোক, ওগুলো তর্কের ব্যাপার। তবে পঞ্চপাণ্ডবদের এই পঞ্চমেধি থেকেই পচমড়ি নামটা এসেছে।"

এইসব গুহামুখগুলো তারের জাল দিয়ে বন্ধ করা। ছোট ছোট গুহা। ওরা অনেক অনুসন্ধান করে এখানকার কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও ওদের মনের মতন কোনও খবর পেল না।

বীর সিং বলল, "মরদেও গুহা ছেড়ে এই জায়গায় ওদের এনে রাখবে না। তবে তোমাদের ফলো করতে এদিকে যদি কেউ আসে তো সে-কথা আলাদা।"

ওরা ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে গুহার মাথায় উঠল। এটা কী পাঁচমারির মনুমেন্ট? এখান থেকে পাঁচমারির সবকিছুই দেখা যেতে লাগল। কী আশ্চর্য-সুন্দর প্রকৃতির রূপ এখানে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়।

ওরা পাণ্ডব কেভ দেখে আবার চলল নতুন কোনও স্পটের দিকে। আবার জঙ্গল। গভীর, গভীরতর জঙ্গল আর তেমনই এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা।

বিলু বলল, "এবারে কোন গুহা?"

বীর সিং বলল, "এবারে আর গুহা নয়। এবার যাচ্ছি বি-ফল্‌স। যমুনা প্রপাত।"

বিচ্ছু বলল, "এখানে আবার যমুনা কোত্থেকে এল?"

"সে যমুনা তো নয়। বি-ফল্‌স। দারুণ একটা জলপ্রপাত। মৌমাছির মতন দেখতে এর জলধারাগুলো কণায় কণায় ছড়িয়ে পড়ে বলে এইরকম নাম। এবারে জিপ যেখানে থামবে সেখান থেকে অনেক নীচে নামতে হবে। পারবে তো?"

সবাই বলল, "পারতেই হবে।"

নীরব শুধুই পঞ্চু। সে আর কিছুই বলছে না। বাবলু ছাড়া ও যেন হতাশায় কীরকম ঝিমিয়ে পড়ছে।

এক জায়গায় গিয়ে জিপ থামিয়ে বীর সিং রাগিণীকে বলল, "দিদিভাই, তুমি এদের পথ দেখিয়ে নীচে নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে কিন্তু। আমাকে গাড়ির পাহারায় থাকতে হবে। দেখছ তো, কেউ কোথাও নেই।"

রাগিণী বলল, "ঠিক আছে। আমিই নিয়ে যেতে পারব। তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। তুমি গাড়িতেই থাকো।"

রাগিণীর সঙ্গে ওরা ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ক্রমশ নীচে নামতে লাগল। নামছে তো নামছেই। পথ আর শেষ হচ্ছে না। অবশেষে একসময় ওরা একটি জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছল।

রাগিণী বলল, "যমুনা প্রপাত।"

বিলু বলল, "এই দেখতে এখানে আসা? কিন্তু এখানেও তো কারও অস্তিত্ব নেই।"

রাগিণী বলল, "আসল জায়গাটা এখান থেকে অনেক নীচে। এই যমুনা প্রপাত পরে নয়নমনোহর বি-ফল্‌স হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "এতদূর এসেছি যখন দেখেই যাই। কথায় বলে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই।'

কথাটা ঠিক। ওরা তাই আশায় বুক বেঁধে জঙ্গলের পাকদণ্ডী বেয়ে বি ফলস দেখতে চলল। কিছুটা নীচে নামার পর হঠাৎই কী দেখে যেন ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে ছুটে গেল পঞ্চু। কী দেখল ও? কুকুর বাঘকে ভীষণ ভয় করে। ও কি তবে বাঘ দেখল? কিন্তু এ-ডাক তো ভয়ের ডাক নয়। এ যে ক্রোধের।

ওরা দেখল একটি ঘন ঝোপের ধারে সকলের চোখের আড়ালে বড় একটি গাছের গুঁড়িতে জয়দীপদাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে কারা। আর বি ফলস এর শীতল ধারায় সাবান মেখে আরাম করে স্নান করছে দু'জন লোক। এরা সেই লোক, হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে পঞ্চুর তাড়া খেয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল যারা।

বিলু উল্লসিত হয়ে বলল, "পেয়েছি, পেয়েছি। এতক্ষণে পেয়েছি ওদের। এইবারে বাবলুর খোঁজ পাবই পাব।"

লোকদুটো যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওদের দেখে। বিশেষ করে পঞ্চুকে দেখে পরমানন্দ মোটেই লাভ করল না।

বাচ্চু, বিচ্ছু আর বাগিণী তখন অর্ধ অচেতন জয়দীপকে বন্ধনমুক্ত করেছে।

বিলু বলল, "শয়তান। তোমরা এইখানে এসে হাজির হয়েছ তা হলে? আমাদের আর দু'জন কোথায়?

ভোম্বল তখন একটা পাথর ছুড়ে একজনের মুখে মারতেই পঞ্চু করল কী, অপরজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। পঞ্চুর এই এক দোষ, রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে এমনভাবে লোকটার ঘাড়ে লাফাল যে, টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই ছিটকে পড়ল খাদের দিকে। প্রাণান্তকর একটি আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে। ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল একেবারে খাদে পড়েনি। তবে একটা আগাছাকে আঁকড়ে ধরে হাজার ফুট খাদের দিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে লোকটা। সেখান থেকে ওকে ওঠাবার কোনও পথই খোলা নেই।

আর পঞ্চু? সেও একটা ঝোপে আটকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে।

বিলু আর বিচ্ছু জয়দীপদার বন্ধন দড়িটা পঞ্চুর দিকে ঝুলিয়ে দিতেই ও সেটাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরল। এবার অনায়াসেই ওকে টেনে তুলল ওরা। যাক, ফাঁড়া কাটল।

বাকি রইল অন্য একজন। বিলু আর ভোম্বল রক্তচক্ষু করে তাকে বলল, "এবারে বলো আমাদের আর দু'জন কোথায়?"

লোকটি বলল, "আমি জানি না।'

বিলু ডাকল, "পঞ্চু।"

লোকটি বলল, "বলছি, বলছি। ওই নচ্ছারটাকে একদম ডেকো না। একটুও সহবত শেখেনি ও।"

ভোম্বল ধমক দিয়ে বলল, 'বাজে কথা রাখো। বলো আমাদের আর দু'জন কোথায়?'

"ওরা এতক্ষণে বাঘের পেটে।"

বিলু বলল, "তাই যদি হয়ে থাকে তুমিও তা হলে বাঘের পেটেই যাও। বলে ওদেরই আনা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে লোকটাকে ওদের কাছে টেনে আনল প্রথমে। তারপর বেধড়ক পিটিয়ে যে গাছের গুঁড়িতে জয়দীপকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল।

কাজ শেষ হলে বিলু বলল তোমার এমন নধর মাংস বনের বাঘ এসে ছিঁড়ে খাবে সে-দৃশ্য দেখার আনন্দ আমরা তো উপভোগ করতে পারব না, তা হলে আমরাই বাঘের খোরাক হয়ে যাব। তাই বিদায় বন্ধু বিদায়।"

লোকটা এবার কাতরভাবে বলল, "আমার অন্যায় আমি স্বীকার করছি ভাই। আমাকে তোমরা মুক্তি দাও। তোমাদের আর দু'জনকে মহাদেও পর্বতমালার এক গুহার মধ্যে রাখা হয়েছে এইটুকুই শুধু বলতে পারি। তবে বেঁচে আছে কি না জানি না।'

বিলু বলল, "থ্যাঙ্কস। তবে তোমার মুক্তির ব্যাপারটা তোমার ভাগ্যের ওপর থাক। তোমার এবং তোমার ঝুলন্ত বন্ধুর মঙ্গল কামনা করি। যদি হঠাৎ করে বি-ফলস দেখতে কোনও ট্যুরিস্ট এসে যায় তা হলে নিশ্চয়ই তোমরা মুক্তি পাবে। বন্ধুর কথা বলতে পারছি না, তুমি পাবেই।"

বিলুর নির্দেশে সবাই এবার ওপরে উঠতে লাগল। শুধু জয়দীপদাকে নিয়েই যা ভোগান্তির শেষ রইল না। তবে সকলের ওপরে পঞ্চু। সকলের আগেই সে ওপরে উঠল।

বীর সিং তো ভাবতেই পারেনি এমন অসম্ভব সম্ভব হবে বলে। তাই ওদের সঙ্গে জয়দীপকে দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে গেল সে।

বিলু বলল, "বাবলুর সন্ধান পেয়েছি ভাইসাব। ওকে নাকি ওরা মহাদেও পর্বতমালার কোনও একটা গুহায় রেখেছে।"

বীর সিং বলল, "যেখানেই রাখুক, ওর খোঁজে গোটা পাহাড় আমি তোলপাড় করে ফেলব। এখন শিগগির চলো একে আগে লজে পৌঁছে দিয়ে আসি। বেলা এখন দেড়টা। তোমরাও কোনও একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নেবে চলো।"

জয়দীপ বলল, "তাই চলো ভাই, আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে। ক'দিন তো আধপেটা খেয়ে আছি। আজও সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি।"

বীর সিং প্রথমেই ওদের লজে নিয়ে এল। তারপর সকলের স্নান শেষ হলে খাবার জন্য একটা হোটেল দেখিয়ে দিল ওদেব। নিজেও খেল সেখানে। খাওয়া-দাওয়ার পর বলল, "তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। আমি চট করে একবার সাহেবেব সঙ্গে দেখা করে গাড়িতে একটু তেলটেল দিয়ে আসি। কেমন?"

বীর সিং চলে গেল।

বিলুরা জয়দীপকে লজে নিয়ে এসে শুয়ে পড়তে বলল।

জয়দীপ কান্নাধরা গলায় বলল, "তোমাদের ঋণ আমি এ জনমে শোধ করতে পারব না ভাই। যেভাবে তোমরা আমার প্রাণরক্ষা কবলে তার তুলনা হয় না। পারলে আমার বাড়িতে একটা ফোন করে আমার খবরটা জানিয়ে দিয়ো। একে তো আমি মানিলেস, তার ওপরে শক্তিহীন। এখন আমি শুধুই ঘুমোব। বড় দুর্বল আমি।"

বিলু বলল, "জয়দীপদা, আপনি এখন ফুল রেস্টে থাকুন। সেটাই আপনার পক্ষে মঙ্গলের। কেন না, আমবা তো এখনও শত্রুমুক্ত নই। তবে আমাদের বেরোতেই হবে। কেন না, বাবলু আর অলি দু'জনকেই কিডন্যাপ কবেছে ওরা।"

জয়দীপ বলল, "আমাকে নিয়ে এসেছে না হয় আমার বাবার ওপব প্রতিশোধ নেবে বলে। কিন্তু ওদের কেন ধরল?"

বিলু বলল, "শয়তানের রক্তপিপাসা যখন চরমে ওঠে তখন কী যে কবে তারা, তার কোনও ঠিক থাকে না।"

এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই বিলুরা ওদের অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে নিল। যার যা সঙ্গে নেওয়ার, নিয়ে নিল সবই। সেই আংটা লাগানো নাইলনের ফিতে, ছোরা, কোনও কিছুই নিতে ভুলল না। যদিও নৈশ অভিযান অসম্ভব, তবুও টর্চ নিতে ভুলল না। কিন্তু এত সত্ত্বেও চরম দুঃসংবাদটা বয়ে আনল বীব সিং-ই। একটু পরেই ও ফিরে এসে বলল, "বিল্লু ভাই, খুব একটা মুশকিল হয়ে গেছে যে!"

"কীরকম?"

"আমাকে এখনই সাহেবকে নিয়ে পিপারিযায় যেতে হবে। কাল দুপুরের আগে ফিরতে পারব না।"

"সে কী! আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে।"

"কোনও উপায় নেই। শুধু তাই নয়, আর কোনও জিপের ব্যবস্থাও করে উঠতে পারলাম না। কাজেই কালকের দিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! আব-এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না আমরা। তবে একটা কথা, আপনি আমাদের দু'-একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? রাগিণী তো পথঘাট চেনে, ওকে নিয়েই আমরা চারদিক চুঁড়ে ফেলতে পারি।"

বীর সিং বলল, "তোমরা স্কুটার চালাতে পারো? তা হলে দু'-একটা নয়, এক ডজন স্কুটার জোগাড় করে দিতে পারি তোমাদের।"

রাগিণী বলল, "কিন্তু আমি যে পারি না?"

বিলু বলল, "তাতে কী? ডাবল ক্যারি করে নেব আমরা।" বলে বীর সিংকে বলল, "আপনি আমাদের তিনটে স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিন। একটাতে থাকব আমি। পঞ্চু থাকবে আমার সঙ্গে। একটাতে ভোম্বল। ও চাপিয়ে নেবে রাগিণীকে। বাচ্চু ও বিচ্ছু থাকবে আর-একটাতে।"

বীর সিং বলল, "এসো তা হলে।"

ওরা জয়দীপকে সাবধানে থাকতে বলে দলবদ্ধ হয়ে চলল সকলে। বীর সিং ব্যবস্থা করে দিল স্কুটারের। তিনটের জায়গায় চারটে স্কুটারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বীর সিং বলল, "সন্ধের আগেই ফিরে পডবে কিন্তু। আর চারটের পর ভুলেও জঙ্গলে থাকবে না। আমার কথা অমান্য করলে দারুণ বিপদে পড়ে যাবে। মিলিটারিরাও রাতভিত এখানকার জঙ্গলে ঢোকে না।"

বিলু বলল, "আমাদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে ভাইসাব। এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"
ওরা বীর সিংকে বিদায় জানিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল মহাদেও পর্বতমালার দিকে।
পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে কী যেন দেখে স্কুটার থামিয়ে দিল বিলু।
সবাই বলল, "কী হল?"
বিলুর আগেই পঞ্চু তখন ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে সেটা।
বিলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "এটা এখানে কী করে এল? এটা তো বাবলুর পিস্তল।"
ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই দেখল পিস্তলটা বাবলুরই। কিন্তু এই পিস্তল এখানে পথের ধারে পড়ে আছে কেন? তবে কী?...
রাগিণী বলল, "এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভয়ংকর জায়গা এটা। এর নাম খাণ্ডি খো। ওরা নিশ্চয়ই ওদের দু'জনকে এখানেই শেষ করেছে।"
বিচ্ছু বলল, "খাণ্ডি-খো? সে আবার কী?"
"কাছে চলো, দেখবে।"
ওরা একটু এগিয়েই এক বিপজ্জনক খাদের পাশে এসে দাঁড়াল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দু'দিকের পাহাড়ের মাঝে গভীর খাদের খাণ্ডি-খো নালা বয়ে চলেছে। ওপর থেকে নীচের দিকে তাকালেই বুক শুকিয়ে যায়। এর উদাসীন সৌন্দর্য মনকে যেমন ভরিয়ে তুলল তেমনই এর ভয়াবহতাও কাঁপিয়ে দিল বুক। এই খাণ্ডি-খো নালা অদূরেই দেনবা নদীতে গিয়ে মিশেছে।
রাগিণী বলল, "এই নালার ভেতরে কাউকে ফেললে তার কী ব্যবস্থা হবে একবার ভাবতে পারো? এখানে চেঁচালে এর প্রতিধ্বনি পাহাড়ে-পর্বতে গমগম করে। একটুকরো পাথর ফেললে খুব জোরে শব্দ হয়। ভারী পাথর ফেললে মনে হয় যেন তোপ দাগছে।"
ওরা যখন খাণ্ডি-খো নালার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখছে ঠিক তখনই চারদিক থেকে পাথরের বৃষ্টি শুরু হল ওদের ওপর। আর সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে একটা মোটরবাইক এসে এমন আচমকা তুলে নিল রাগিণীকে যে, পঞ্চুও ছুটে গিয়ে তার নাগাল পেল না। বিলু লক্ষ করল এটা সেই মোটরবাইক যার নম্বর হচ্ছে 'থ্রি জিরো নাইন'। ওরা বিভ্রান্তির ভাব কাটিয়ে আর-এক মুহূর্তও দেরি না করে ধাওয়া করল সেই অপহরণকারীকে।

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। অলিকে নিয়ে দিব্যি আসছিল সে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে বুঝল একটি দ্রুতগামী ট্রাক ভীষণ জোরে ধাওয়া করেছে ওদের। উদ্দেশ্য যে সাধু নয় তা ও বুঝতে পারল। তাই দ্বিগুণ জোরে সেও চালিয়ে নিয়ে চলল বাইকটাকে। কিন্তু একসময় যখন দেখল পরপর দু'-তিনটি গাড়ি এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের, তখন বাধ্য হয়েই ব্রেক কষতে হল।
ততক্ষণে চার-পাঁচজন ছুটে এসেছে।
একজন বলল, "ইয়ে হ্যায় থ্রি জিরো নাইন। মারো বদমাশকো, চোরি করকে ভাগতা হ্যায়।"
ব্যস! ওদের কিল, চড়, ঘুষি পড়তেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল বাবলু। এর পর আর কিছুই ওর মনে নেই।
আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কাটল তখন দেখল একটি অন্ধকার গুহায় স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর শুয়ে আছে ওরা। বাবলু আর অলি। সেই গুহার এককোণে একটি প্রদীপ জ্বলছে। আর সেখানে ফুল, বেলপাতায় ঢাকা আছে একটি শিবলিঙ্গ। অর্থাৎ কোনও গুহামন্দির এটা। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?
বাবলু উঠে বসেই ঠেলা দিয়ে ডাকল অলিকে, "অলি! অলি! শিগগির ওঠো।"
অলিও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বলল, "আমরা কোথায় বাবলু?"
"জানি না। তবে একটা গুহামন্দিরে।"
"কীভাবে এলাম আমরা এখানে?"
"কী করে জানব? চোখ মেলেই দেখি দু'জনে শুয়ে আছি। মনে হচ্ছে এখন অনেক রাত।"
"আমরা কি বন্দি?"
"তাই-বা বলি কী করে? তা হলে তো আমাদের হাত-পা বাঁধা থাকত।"
বাবলু বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত যে, আমরা দেবতার স্থানে আছি। এখনও পর্যন্ত বাঘের পেটে যখন যাইনি তখন আর আমাদের পায় কে? কিন্তু আমার পিস্তল? সেটা গেল কোথায়?"
"সে কী! পিস্তল নেই?"

বাবলু আর অলি গুহার ভেতরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। কিন্তু না, কোথাও নেই পিস্তলটা। বাবলুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বলল, "এইজন্যই অপহরণকারীরা আমাদের বেঁধে রেখে যায়নি। ওরা জানে আত্মরক্ষার হাতিয়ার কেড়ে নিলে এই পাহাড়-জঙ্গলে আমরা অসহায়। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ কোথায়? এটা ভূতুড়ে গুহা নয় তো?"

অলি এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় দেওয়ালে হাত বুলিয়ে বলল, "এই দ্যাখো বাবলু, কী বড় একটা ফাটল। একজন লোক কোনওরকমে কাত হয়ে এর ভেতরে ঢুকতে-বেরোতে পারে। তাও মোটা লোক পারবে না। আমার মনে হয় ওরা আমাদের এই পথেই নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এর শেষ কোথায়?"

বাবলু বলল, "জানবার দরকার নেই। আগে সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে।"

গুহার অভ্যন্তরে দীর্ঘ রাত্রির শেষ আর হয় না। ওরা একমনে সেই শিবলিঙ্গের কাছে ওদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে লাগল।

অনেক পরে গুহার অন্ধকার একটু একটু করে কাটতে থাকলে ওরা বুঝতে পারল ভোর হচ্ছে। পাহাড় জঙ্গলের দেশে ভোরও ভয়াবহ। তাই আর-একটু বেলা বাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অবশ্য বেরিয়ে ওরা যাবে কোথায়? বাইরে পাহারা নিশ্চয় থাকবেই।

হঠাৎ কাদের যেন পদশব্দ ও কথা বলার আওয়াজ কানে এল ওদের।

বাবলু অলিকে ইশারা করে ফাটলের দু'পাশে দেওয়াল ঘেঁষে চেপে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, "বেগতিক দেখলেই ধাক্কা দিয়ে পালাব।"

অলি বলল, "ওরা যদি অনেকজন হয়?"

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "চু-উ-উ-প।"

পদশব্দ আরও এগিয়ে এল। যারা এল তারা পূজারি ব্রাহ্মণ। সাদা থান পাট করে পরা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ওদের একজনকে বলতে শোনা গেল, "জয় শংকর ভগবান কী! ও দোনো কাঁহা গায়েব হো গযা? না জানে কৌন বদনসিব কা আওলাদ।"

এই কথা কানে যেতেই ওরা দু'জনে আত্মপ্রকাশ করে প্রণাম করল পূজারিদের।

পূজারিজি বললেন, "জিতে রহো বেটা। ক্যা নাম তুমহারা? মকান কাঁহা?"

বাবলু ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ওদের বিপদের কথা খুলে বলল পূজারিদের।

পূজারিজি বললে, "তুম দোনো বঙ্গালকা? উধার হম পাঁচ সাল থে। তা ঠিক আছে। কুছু ভয়ডর নাই। এইখানে জাগ্রত বাবার স্থান আছে। অন্যায় করে কেউ পার পাবে না। মহাদেও পর্বতমালার এই যে গুহা দেখছ, এই হল গুপ্ত মহাদেব। ভস্মাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উনি এখানে এসে লুকিয়েছিলেন। এই পর্বত দু' ফাঁক হয়ে বাবাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কাল বিকেলে যখন আমি গুহার মুখ বন্ধ করে গাঁওতে ফিরে যাচ্ছি, তখন দেখি জঙ্গলের ভেতরে একটা ঝরনার ধারে তোমাদের দু'জনকে হাত-পা বেঁধে কারা ফেলে দিয়ে গেছে। আমি বহু কষ্টে ওইখান থেকে নিয়ে এসে তোমাদের রেখে গেছি এই শংকর ভগবানের কাছে। আমার গাঁও অনেক দূরে। দোনোজনকে তো আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না সেখানে। না হলে ঘরেই নিয়ে যেতাম।"

এরপর পূজারিরা অনেকক্ষণ ধরে পুজো করলেন। কর্পূর, ধূপ জ্বেলে আরতি করলেন। তারপর প্রসাদ দিলেন দু'জনকে। একটা করে কলা, লাড্ডু আর ছোলা।

ওরা তৃপ্তি করে তাই খেল।

বাবলু বলল, "আচ্ছা পূজারিজি। আমরা এখন কোথায় আছি?"

"গুপ্ত মহাদেব। এইখান থেকে জঙ্গল পার হয়ে দু'-তিন কিলোমিটার গেলেই পঁহুছে যাবে বড়ি মহাদেব। আরও ন'-দশ কিলোমিটার যাবে তো পাঁচমড়ি।"

"আমরা তা হলে পাঁচমারিতেই আছি?"

"হ্যাঁ। ওইখানে পঁহুছে তোমরা সিপাহি লোগকে সব কুছ বতাবে তো সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

বাবলু পূজারিদের কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে সেই রমণীয় পার্বত্যপথে চলতে শুরু করল। পাহাড় আর অরণ্যের রূপ দেখে মন মোহিত হয়ে গেল দু'জনের। যেতে যেতেই বাবলু বলল, "বিলুরা এখন কোথায় তা কে জানে? এমন সব সুন্দর দৃশ্য, সঙ্গে এসেও দেখতে পেল না।"

অলি বলল, "আমার মনে হয় ওরা এখানে নিশ্চয়ই এসেছে। হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজছে হয়তো।"

"পাঁচমারি এত সুন্দর জায়গা বলেই লোকে এখানে বেড়াতে আসে। আমরা তো আমাদের অভিযানে কত দেশ ঘুরলাম। কিন্তু পাহাড়-পর্বতের এমন সৌন্দর্য কোথাও দেখিনি!"

"কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, জ্যান্ত মানুষকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে যারা মজা দেখে, তারা হঠাৎ আমাদের এইভাবে রাস্তার ধারে ফেলে রাখল কেন?"

"হয়তো পুলিশের তাড়া খেয়েছে। না হলে লোকজন থাকায় সুবিধে করতে পারেনি। হাজার হলেও মিলিটারি বেস তো। আমার মনে হয় আমার পিস্তলটা ওইখানেই কোথাও পড়ে গেছে।"

কথা বলতে বলতে একসময় ওরা বড় সড়কে এসে পড়ল। তারপর স্থানীয় দু'-একজনের কাছে পথনির্দেশ নিয়ে এগিয়ে চলল বড়ি মহাদেবের গুহামন্দিরে।

অলি বলল, "আর পারছি না। কী খিদে যে পেয়েছে আমার!"

"আমারও। কিন্তু এখানে খাব কোথায়? কোথাও কিছু তো নেই।"

"তা ছাড়া কিছু খেতে গেলে পয়সাও তো লাগবে।"

"টাকা-পয়সা সবই আছে আমার কাছে। দুষ্কৃতীরা আর যাই করুক, ওগুলোতে হাত দেয়নি। পিস্তলটা হয় ওরা নিয়েছে নয়তো পড়ে গেছে।"

পথ চলতে চলতে একসময় ওরা বিশালাকৃতির একটি গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। গুহার ভেতর থেকে ঝরনার জলধারা বেরিয়ে আসছে। কত লোক স্নান করছে সেই ঝরনায়। চারদিকে সাধুর আশ্রম। দোকানপাট। গুহামন্দিরের সামনে অসংখ্য ত্রিশূল পোঁতা। গুহার ছাদ বেয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল পড়ছে। ভেতরে বড়ি মহাদেবের স্থান। ওরা বিগ্রহ দর্শন করে শুনল শিবরাত্রিতে নাকি মস্ত মেলা বসে এখানে। এলাকার চেহারাটাই তখন পালটে যায়।

যাই হোক। মহাদেবের দর্শনলাভের পর একটি দোকানে বসে বেশ করে কচুরি, জিলিপি ইত্যাদি খেয়ে চা খেল। দেখতে দেখতে বেলা অনেক হয়ে গেছে। বারোটার ওপর।

অলি বলল, "কখন যে রাত শেষ হল, কখন যে বেলা বাড়ল, কিছুই বুঝতে পারিনি আমরা।"

এক বাঙালি পরিবার ছেলে-মেয়ে নিয়ে জিপ ভাড়া করে পাঁচমারির এই গুহামন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। বাবলু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদেরকেই অনুরোধ করল ওদের পাঁচমারি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাঁরা রাজি হলেন। তবে বললেন, পাণ্ডব কেভের কাছে ওদের নামিয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবেন ওঁরা। পাণ্ডব কেভ থেকে পাঁচমারি বাজার মাত্র তিন কিলোমিটার।

ওরা তাতেই রাজি হয়ে পাণ্ডব কেভের সামনে নামল।

বাবলু বলল, "চলো, আগে আমরা কেভগুলো ঘুরে দেখি। পরে সময় পাব কিনা জানি না। তা ছাড়া বলা যায় না, ওরাও যদি আমাদের খোঁজে বেরিয়ে থাকে তা হলে হঠাৎ করে দেখাও হয়ে যেতে পারে।" এই বলে যেই-না রাস্তা পার হতে যাবে অমনই একটা জিপ কোথায় যেন যেতে যেতে হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে ঘুরে এল ওদের দিকে। ইচ্ছেটা এই যে, জিপের চাকায় পিষে দেবে।

বাবলু অলির হাত ধরে হেঁচকা একটা টান দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা লাইট পোস্টের ধারে। জিপের লোকগুলো সবাই তাদের চেনা। মোট চারজন ওরা। দু'জন পঞ্চুর কামড় খাওয়া ধুঁয়াধারের, আর বাকি দু'জন সুন্দরপাহাড়িতে জয়দীপদাকে যারা ভয় দেখাচ্ছিল তারা।

ওরা জিপ থামিয়ে ওদের ধরবে বলে ছুটে আসছিল। হঠাৎ দু'জন ব্যক্তি স্কুটারে চেপে সেদিকে এসে পড়ায় পালাল তারা।

ব্যক্তি দু'জন বাবলুদের কাছে এসে বলল, "ও আদমি কৌন থা?"

বাবলু বলল, "জানি না। আর-একটু হলেই আমাদের চাপা দিত।"

"অ্যায়সা তো নেহি হোনা চাহিয়ে হিঁয়া'পর।"

ততক্ষণে আরও অনেক লোক ছুটে এসেছে ওদের দিকে। একজন বলল, "পহলে হিঁয়া'পর অ্যায়সা নেহি হোতা। লেকিন আজকাল কুছ বাহারকা আদমি কি ওজেহসে অ্যায়সা হোতা।"

"লেকিন ও আদমি হ্যায় কৌন?"

"কৌন জানে? ওসব অপ্সরা বিহার মে যাতা।"

বাবলুরা আর দাঁড়িয়ে না থেকে পাণ্ডব কেভে ঢুকল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে সবকিছু দেখে যখন নেমে এল, বাবলুর মাথায় তখন অপ্সরা বিহার চেপেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, অপ্সরা বিহার কিধার?"

"থোড়ি দূর হিঁয়াসে। শর্টকাটসে যাওগে তো দো মিল, নেহি তো পাঁচ মিল লাগ যায়ে গা।"

"ওখানে আছেটা কী?"

"আরে বাবা। ফেমাস ফল্‌স। আউর আগাড়ি যাওগে তো বিগ ফল্‌স মিলেগা। রজত প্রপাত। কাঁহাকা আদমি তুম?"

বাবলু ওদের পরিচয় দিয়ে অনেক সত্য গোপন করে লোকটাকে বলল এমন একজনকে জোগাড় করে দিতে, যে কিছু টাকার বিনিময়ে ওদের এই দুটো ফল্‌স দেখিয়ে আনতে পারে।

লোকটি বলল, "সকালের দিকে হলে ভাল হত। কিন্তু এখন গেলে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।" তবু সে স্থানীয় একটি দেহাতি ছেলেকে ধরে এনে বলল, "ইয়ে লেড়কা, তুম দোনোকা গাইড বনেগা। বিশ রুপিয়া দে দিজিয়ে। আউর জলদি যাইয়ে।"

ছেলেটি তো কুড়িটা টাকা পেয়ে দারুণ খুশি। ওর ভাষায় কত কী বলতে বলতে চলল ওদের সঙ্গে। ওরা তার কিছুই বুঝল না।

যেতে যেতে অলি বলল, "ওখানে গিয়ে তোমার কোন লাভটা হবে বাবলু? কেন এতখানি রিস্ক নিলে? তোমার সঙ্গে না আছে পিস্তল, না আছে পঞ্চু!"

"কেন, তুমি তো আছ? কেউ আমাকে ধরতে এলে তাকে একটা ঘুষি লাগাতে পারবে না?"

অলি হাসল। বলল, "কী যে বলো!"

ওরা সহজ পথে হালকা একটা জঙ্গল পার হয়ে অপ্সরা বিহারের গভীর বনপথ ধরল। হঠাৎ এক জায়গায় পিচ রাস্তার ওপর একটা ঝোপের ধারে আবিষ্কার করল সেই জিপটাকে, যেটা একটু আগেই ওদের চাপা দিতে যাচ্ছিল।

বাবলু বলল, "তা হলে ওরা অপ্সরা বিহারেই গেছে।"

"কিন্তু ওরা চারজন, আমরা দু'জন। আমার কিন্তু ভয় করছে।"

"আমার একটুও ভয় করছে না। আসলে আমি কেন যাচ্ছি জানো? মারামারি করতে নয়। গোপনে ওদের ডেরাটা দেখে আর পথ চিনে আসতে।"

বাবলু এবার ছেলেটাকে বুঝিয়ে বলল, কিছু দুষ্ট লোক অপ্সবা বিহাবে গেছে। ও যেন দূব থেকেই বিহাবটা দেখিয়ে দেয ওদের।

ছেলেটি বলল, "মালুম হ্যায়। উধার ডাকু লোগ খারাবি কাম করনে যাতা।"

সে কী ভয়ংকর জঙ্গল সেখানে! সেই জঙ্গলের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করতেই প্রপাতের শব্দ ওদের কানে এল। ছেলেটি ইশারায় ওদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ছুটে গিয়ে আশপাশ দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের।

বাবলু আর অলি নির্ভয়ে সেখানে যেতেই ছেলেটি বলল, "ইয়ে হ্যায় অপ্সরা বিহার।"

গভীর অরণ্যের মাঝখানে নয়নাভিরাম এক জলপ্রপাত। ওরা তাই দেখে আনন্দে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। অবস্থান দেখে মনে হল এখানে ট্যুরিস্ট আসে। এখন অফ সিজন। তাই যাত্রী নেই। একটি পাহাড়িয়া ঝরনা নেচে নেচে নেমে এসে সৃষ্টি করেছে এই জলপ্রপাতের। ওরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই দৃশ্য উপভোগ করল। কিন্তু কোথায় গেল সেই দুষ্কৃতীরা?

বাবলু ছেলেটিকে বলল, "রজতপ্রপাত কিধার হ্যায়?"

"আউর আগাড়ি। লেকিন ও লোগ তো হ্যায় হুঁয়া'পর।"

"ঠিক হ্যায়। আগে তো বাড়ো।"

অলি এবার শক্ত করে চেপে ধরল বাবলুর হাতটাকে। বলল, "গোঁয়ার্তুমি না করে চলে এসো বলছি। আমি কিন্তু আর-এক পা'ও এগোব না।"

বাবলু একটা সুঁচলো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "কথা না বলে চুপচাপ এসো।"

অগত্যা ভয়ে ভয়েই চলল অলি।

প্রায় দু'-তিন ফার্লং পথ আসার পরই রজতপ্রপাতের দেখা মিলল। একটা রেলিং ঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরের রজতপ্রপাত নয়ন ভরে দেখতে লাগল ওরা। পাহাড়ের অনেক উচ্চস্থান থেকে অনেক, অনেক নীচে লম্বালম্বিভাবে অপ্সরা প্রপাতের ধারাটাই ঝরে পড়ছে সাড়ে তিনশো ফুট নীচে।

দুষ্কৃতীরা এখানেও নেই।

সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে বাবলু বলল, "কী সুন্দর! এই অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা এ-জীবনে কখনও ভুলব না। ওদের যদি দেখা পাই তবে ওদের নিয়ে আবার আমি এখানে আসব।"

অলি বলল, "প্রাণে যদি বাঁচো তবে তো? না হলে তোমার গোয়েন্দাগিরির এইখানেই শেষ।"

বাবলু ছেলেটিকে বলল, "ওসব আদমি কাঁহা ছুপা গয়া? ভ্যানিশ হো গিয়া ক্যা?"
"নেহি, ও লোগ নীচে উতার গয়া। উধার ডাকু হ্যায়। মাত যাও উধার।"
বাবলু বলল, "আমি যাব।"
"আরে উধার দেখনে কো কুছ নেহি মিলেগা। শ্রেফ গহেরা জলকুণ্ড ঔর গুম্ফা হ্যায়। আর হ্যায় ওসব খতরনক আদমি। ও লোগ ইনসান নেহি। ডাকু হ্যায়, ডাকু।"
বলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে গলার একটি করুণ কান্না, এবং সেইসঙ্গে কাউকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল ওরা। চকিতে বড় একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। সেই আড়াল থেকেই ওরা দেখল একজন লোক মারতে মারতে নিয়ে আসছে একটি মেয়েকে। সেই মেয়েটি আর কেউ নয়, রাগিণী।
বাবলু আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। ওরা কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ পেছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। তারপর ঘাড় ধরে মাথাটা বড় একটা পাথরে ঠুকে দিতেই রাগিণীকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মাথা ধরে বসে পড়ল লোকটা।
বাবলু একটা গাছের ডাল ভেঙে তার ওপর ঘা-কতক দিয়েই বলল, "শয়তান, বল একে কোথায় পেলি?"
রাগিণী তখন উল্লাসে জড়িয়ে ধরেছে অলিকে। বলল, "তোমরা এখানে!"
"ভাগ্যক্রমে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি? তুমি এদের খপ্পরে পড়লে কী করে?"
"আমরা তো সবাই তোমাদের খোঁজেই এসেছিলাম এখানে। কিন্তু খাণ্ডি খো'র নালায় গহেরা খাদ দেখতে গিয়েই ওদের হাতে পড়ে যাই। শয়তানটা যে কোথায় ওত পেতে ছিল তা কে জানে?"
অত মার খেয়েও লোকটির বোধ হয় চেতনা হয়নি। তাই সে হঠাৎ একটা পাথর উঁচিয়ে যেই না মারতে যাবে বাবলুকে, অমনই কোথা থেকে যেন ভয়ংকর একটা হাঁক ছেড়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। তারপর কুকুরে-মানুষে সে কী তুমুল লড়াই! লোকটি মারাত্মক জখম হয়ে ছটফট করতে লাগল।
ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই ছুটে এসেছে।
বাবলুর গাইড ছেলেটি তখন ব্যাপারস্যাপার দেখে হাওয়া।
বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! তোরা এখানে কোত্থেকে এলি?"
বিলু বলল, "আমরা এই শয়তানটাকে অনুসরণ করেই এখানে এসেছি। ভালই হল, এর আগে এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়নি বলে। তা হলে রাগিণীকে উদ্ধার করে আমরা ফিরেই যেতাম। তোদের সঙ্গে দেখা হত না।" বলেই বলল, "আচ্ছা বাবলু, তোরা কি খাণ্ডি খো'র দিকে গিয়েছিলি?"
"খাণ্ডি খো? ও জায়গার নামই শুনিনি তো যাব কী? আমরা মহাদেও পর্বতমালার একটা গুহার ভেতরে ছিলাম।"
"এই নে, তোর পিস্তলটা। ওটা আমরা ওইখানে কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু তোর ওটা ওখানে গেল কী করে?"
বাবলু পিস্তলটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, "ওরা হয়তো আমাদের এখানেই আনতে চেয়েছিল। কিন্তু কারও নজরে পড়ায় অথবা সন্ধে হয়ে যাওয়ায় আমাদের নিয়ে এদিক-সেদিক করতে যাওয়ার ফলেই পড়ে গিয়েছিল ওটা। যাক, আমার পয়মন্ত জিনিসটা যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের।"
ভোম্বল বলল, "শুধু পিস্তল নয়, জয়দীপকেও উদ্ধার করেছি আমরা।"
সবিস্ময়ে বাবলু বলল, "বলিস কী রে!"
ভোম্বল বলল, "উঃ। সে কী কাণ্ড!"
বাবলু বলল, "পরে সব শুনব। এখন শয়তানের ঘাঁটিটা খুঁজে বের করি চল। দেখি যদি এদের গডফাদারের দেখা-সাক্ষাৎ পাই।" বলে সেই ক্ষতবিক্ষত লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "তোদের আর সব লোকরা কোথায়? বস কিধার? আলেকজান্দার মারিয়া? আজ ওকে 'মারিয়া' ওর রক্তপান 'করিয়া' তবেই আমরা যাব।"
লোকটি নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "খাণ্ডেলবালা উধার হ্যায়। খড মে।"
বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "রাখ তোর খাণ্ডেলবালা। আলেকজান্দার মারিয়া কোথায়? সেই শয়তানটাকেই তো খুঁজছি আমি।"
লোকটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "ওহি তো হ্যায়।"
বিলু তখন সব বলল।
বাবলু বলল, "চল তো নীচে গিয়ে দেখি।"
নীচে নামবে কী, অর্ধপথেই বাধা। সেই চারজন লোক তখন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠে আসছে ওপরে। আর

যায় কোথা? পঞ্চুর রাগ তখন চরমে। ওরা কিছু করতে যাওয়ার আগেই বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। সেই টাল কি সামলানো যায়? দু'জন ছিটকে পড়ল গভীর খাদে। বাকি দু'জন কয়েক ধাপ নীচে পাথরের চটানে। হাত-পা ভেঙে একশা কাণ্ড। বিলু আর ভোম্বল তখন ছুটে গিয়ে ওদের হাত থেকে কেড়ে নিল অস্ত্রগুলো।

ততক্ষণে গহেরা জলকুণ্ডের ধারে একটি গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে গভীর বনের ভয়ংকর। বাবলু দেখল গুহার মুখে ছোট্ট একটা লোহার গ্রিল গেট। অর্থাৎ বাঘের মুখে জ্যান্ত মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে এর ভেতরে বসেই মজা দেখে বাছাধন। গ্রিল গেটটি ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমনভাবে আটকানো আছে, যা সচরাচর কারও চোখেও পড়ে না।

আলেকজান্দার মারিয়ার হাতে স্টেনগান। বাবলুর হাতে পিস্তল। আলেকজান্দার একটু নিম্নভূমিতে, পাণ্ডব গোয়েন্দারা কয়েক ধাপ ওপরে।

বাবলু ওর দিকে পিস্তল তাগ করে বলল, "তারপর মি. আলেকজান্দার ওরফে মহাদেও খাণ্ডেলবালা? আপনি তো খুব চমৎকার একটি জায়গা বেছে নিয়েছেন ব্রাদার? অনেকদিন ধরে অনেক মানুষকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে এইখানে বসে মজা দেখেছেন। আজ কিন্তু সেই মজাটা আমরা দেখব।"

আলেকজান্দার পাহাড় কাঁপিয়ে হাসল। বলল, "আমি না আলেকজান্দার, না খাণ্ডেলবালা, না গোয়ানিজ, না বেঙ্গলি. না খ্রিস্টান, না হিন্দু। আই হ্যাভ নাথিং। বাট ইউ উইল ডাই।" বলেই স্টেনগানটা তুলে ধরল।

তারপর? তারপর কী হল?

তারপর হঠাৎই দেখা গেল পঞ্চু আর আলেকজান্দার রজতপ্রপাতের গহেরা জলকুণ্ডে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে সামরিক বাহিনীর লোকেরা।

আলেকজান্দার গ্রেফতার হল। আর সেই গুহার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হল মারাত্মক কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ দু'জন মৃতপ্রায় লোককে।

সবই তো হল। কিন্তু পুলিশে খবর দিল কে?

ওরা সবিস্ময়ে দেখল. কয়েক ধাপ ওপরে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওদের গাইড সেই ছেলেটি আর তারই কাঁধে হাত রেখে বীর সিং।

বিলু বলল, "এ কী ভাইসাব, তুমি! তুমি এখানে এলে কী করে?"

বীর সিং বলল, "সবই ওপরওয়ালার মর্জি বিল্লুভাই। যেতে গিয়েও আমার যাওয়া হল না। সাহাবের হঠাৎ কী একটা টেলিফোন আসতেই যাওয়া পোস্টপন্ড হয়ে গেল। তাই তোমাদের খোঁজে এদিক-সেদিক করতে করতে এইখানে চলে এলাম।"

বিলু আর ভোম্বল উল্লসিত হয়ে বলল, "হুর্‌র্‌রে।"

পঞ্চু তখন জলে ভিজে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এসেছে।

বীর সিং বলল, "তোমরা আর দেরি কোরো না। এখনই চলে এসো। একটু পা চালিয়ে গেলে ধূপগড়ের সূর্যাস্তটা হয়তো আজই তোমরা দেখে নিতে পারবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর তখন পায় কে? ওরা অনেক কষ্ট করেও হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে এল।

বিলু বলল, "ওই স্কুটারগুলোর তা হলে কী হবে?"

"ও নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব হবে না। আমার বলা আছে। আগে তোমরা জিপে ওঠো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা জিপে উঠতেই বীর সিং ঝড়ের গতিতে ধূপগড়ের দিকে নিয়ে চলল জিপটাকে। সূর্য তখন অস্তাচলে।

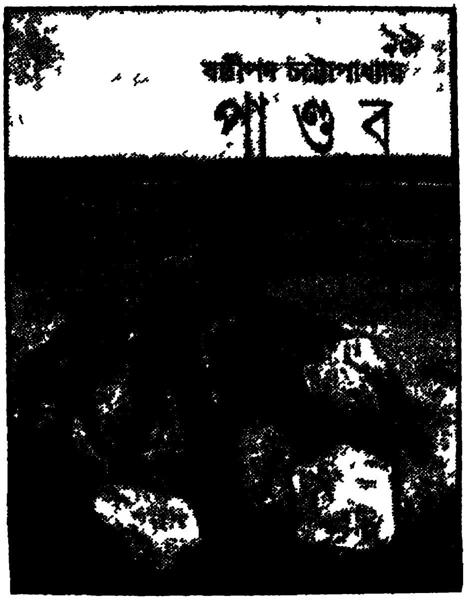
জিপ থেকে নেমেই ওরা কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সানসেট পয়েন্টের দিকে।

সে কী অপূর্ব দৃশ্য সেখানকার! দূরের দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের বুকে, সরু ফিতের মতো দেনবা নদের জলের ওপর লালের আভা ফেলে, চারদিকের বনভূমি রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল। অস্ত যাওয়ার পরেও ধূসর গোধূলি যেন আরও অপরূপ মনে হল ওদের চোখে।

আর কী? এবার প্রত্যাবর্তন। বীর সিং বলল, "চলো, যাওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট। একটু কাজ এখনও বাকি আছে। আমাদের এবারের এই অভিযানে আমার পিস্তল থেকে একটিমাত্র গুলি খরচ করেছিলাম। এখন আর-একটা করি।" বলেই আকাশের দিকে পিস্তলটা উঁচিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল বাবলু। শব্দ হল 'ডিসুম'।

পঞ্চু আনন্দে একটা লাফ দিয়ে ওর স্বরে ডেকে উঠল একবার, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৯

ত্রিংশ অভিযান

এবার মনোহরপুর।

বিলুর মাসিমা থাকেন মনোহরপুরে। বিহারের সিংভূম জেলায় একটি ছোট্ট পাহাড়ি গাঁও এই মনোহরপুর। বিলু কখনও যায়নি সেখানে। যদিও সেবাবে যাওয়ার একটু সুযোগ হয়েছিল কিন্তু রাজগীর যাওয়ার জন্য সে-যাত্রাটা হয়ে ওঠেনি। এবারে তাই নিছক ভ্রমণের জন্যই ওরা চলেছে মনোহরপুরে।

টাইম টেবল দেখে ওরা যাত্রার সময়সূচি ঠিক করে নিল। বাবলু বলল, "সকাল ছ'টা কুড়িতে ইস্পাত এক্সপ্রেসে গেলে দুপুর নাগাদ পৌঁছনো যাবে। আর রাতের সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেসে গেলে খুব ভোরে। তাই রাতের গাড়িই ভাল। এতে হবে কী, দিনটাও নষ্ট হবে না, আর থ্রি-টায়ারে শুয়ে রাতের ট্রেন-জার্নির আনন্দও অনুভব করা যাবে।

অতএব রাতের গাড়িতেই চলল ওরা। স্টেশনে এসে বার্থ খুঁজে উঠে পড়ল সব। এই গাড়িতে যাওয়ার একটা সুবিধে হচ্ছে এই যে, বেশি রাতের গাড়ি তো, তাই বাড়িতেই খেয়ে আসা যায়। সঙ্গে করে খাবার বয়ে আনাব দরকার হয় না। এখানে এসে বার্থ খুঁজে শুধু বেডকভারটি বিছিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়া।

যথাসময়েই ট্রেন ছাড়ল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই আছে ট্রেনে। পঞ্চুকে তোলা হয়েছে ব্রেক ভ্যানে। ওরা সকলে হাত-পা ছড়িয়ে বার্থে শুয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প কবতে লাগল। ওদের এবারের ভ্রমণটি বেশ আনন্দের, উত্তেজনার। তার কারণ, মনোহরপুরে আসার আগে ওরা কোনও চিঠিপত্র দিয়ে আসেনি। হঠাৎ গিয়ে চমকে দেবে বিলুর মাসিকে। মাসির ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে ওদের দেখে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ফুল ব্যাটেলিয়ান, তার সঙ্গে আবার পঞ্চু। এ কি ভাবা যায়? ওরাও মাসির ছেলেমেয়েদের নিয়ে চারদিক ঘুরবে। বন-পাহাড় তোলপাড় করে রাউরকেলায় যাবে। সেখানে ইন্দিরা গান্ধী পার্ক দেখে সোজা চলে যাবে ব্যাস মন্দিরে। শঙ্খ ও কোয়েল নদীর মিলনস্থল। সে নাকি ভারী মনোরম জায়গা।

ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম ঠিক আসে না। তবে একটা ঘুম-ঘুম ভাবে শরীরটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বাবলুরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে একসময় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙল চক্রধরপুরে। রাত তখন দুটো কি তিনটে। চারদিক কোলাহলমুখর হয়ে উঠল। দলে দলে লোক এসে উঠে পড়ল ওদের কামরায়। তারপর সকলকে ঠেলেঠুলে উঠিয়ে ওরা এসে বসে পড়ল। একজন বুড়ো ভদ্রলোক বাঙ্কের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে আনল কিছু লোক। তারপর চার-পাঁচজন উঠে বসল সেখানে।

বুড়ো ভদ্রলোক চিৎকার করতে লাগলেন, "এ কী! এটা মগের মুল্লুক নাকি? এটা তো থ্রি-টায়ার বগি। রিজার্ভ কামরা। এতে উঠছ কেন?"

একজন ভেংচি কেটে বলল, "উঠেছি তো কী হয়েছে? ট্রেন থেকে নামিয়ে দিচ্ছি না তো। সারারাত ভালই ঘুমিয়েছ। এবার উঠে পড় তো চাঁদু। এটা বাড়ি নয় যে, বেলা দশটা অব্দি ঘুমোবে।"

বাবলুরা দেখল, বেশিরভাগ লোকই ব্যবসায়ী। এবং এরা দলে এত ভারী যে কাউকে পরোয়া করে না এরা। সব রাউরকেলা অথবা সম্বলপুরের যাত্রী। এদের কাছে প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই। হয়তো মার খেতে হবে। রেল কর্তৃপক্ষ সব জেনেও যখন যাত্রীদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করেন না, তখন সাধারণ যাত্রীদের হয় ট্রেন জার্নি না করা অথবা এইসব উপদ্রব সুস্থভাবে মেনে নেওয়াই ভাল।

বাবলু তবুও এইসব দেখেশুনে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল, "কী মশাই! এটা কী হচ্ছে? এত লোক হুড়হুড় করে উঠে পড়ল, আটকান এদের।"

"কেন, আটকাব কেন? তোমরাও টিকিট কেটে উঠেছ, এঁরাও উঠেছেন।"

"বুঝলাম। কিন্তু এটা তো রিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে এক মাস আগে থেকেই টিকিট কেটেছি কি দুর্গতি ভোগ করব বলে? আর পি এফ ডেকে নামিয়ে দিন এদের। না হলে আমাদের জিনিসপত্তর চুরি হয়ে যাবে।"

অ্যাটেন্ডেন্ট রেগে বললেন, "ওহে ছোকরা, খুব তো হুঁশিয়ার হয়েছ দেখছি। আর পি এফ কাকে বলে জানো?"

"কেন জানব না? রেলের পুলিশকেই আর পি এফ বলে।"

"তা হলে তো খুব জানো? রেলের পুলিশ হলেও ওরা হচ্ছে রেলরক্ষী বাহিনী। রেলের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই ওদেরকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। রেলযাত্রীদের রক্ষা করবার জন্য নয়। নিজেদের জিনিস নিজেরাই সামলাও। বুঝলে?"

বাবলুরা তখন বসার আশা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আর তো একটা স্টেশন। দাঁড়িয়েই চলে যাবে ওরা।

ট্রেন এখনও পর্যন্ত রাইট টাইমে রান করছে। কিন্তু ছাড়ছে না কেন? কতক্ষণ স্টপেজ? এমন সময় হঠাৎই সুখবরটা শোনা গেল, ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। রাউরকেলা থেকে ইঞ্জিন না এলে ট্রেন ছাড়বে না।

ভালই হল। এখন বরং একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। এই ভেবে প্ল্যাটফর্মে নেমে চা-অলা খুঁজতে লাগল ওরা। কিন্তু না। এখানে কোনও চা-অলাকেই পাওয়া গেল না। বিরক্তির পর বিরক্তি।

যাই হোক, প্রায় তিন ঘণ্টা পরে সকালবেলায় ট্রেন ছাড়ল। রাউরকেলা থেকে কোনও ইঞ্জিন না আসায় এখানকারই একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ট্রেনটিকে।

বাবলুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগল। মনোহরপুরের আগে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল দেখে মন ভরে গেল ওদের। এক জায়গায় একটা টানেল যা পেরোল তা সত্যিই অবাক হয়ে দেখবার মতো।

ট্রেন এসে মনোহরপুরে থামল। ওরা ট্রেন থেকে নেমে এবং পঞ্চুকে নামিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

কিন্তু কেলেংকারি হল মনোহরপুর স্টেশনে নেমে। মনোহরপুর সম্বন্ধে ওদের মনের মধ্যে যে ছবি আঁকা ছিল তা মিলল না। এ কী জায়গা। ছোট্ট এতটুকু। স্টেশনও ছোট। চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। স্টেশনেও লোকজন তেমন বিশেষ নেই। একটু অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক সব। স্টেশনের বাইরে আসতেই দেখল ছোট্ট একটি বাজার। সিংভূমের আদিবাসীরা পসরা নিয়ে বসেছে। বাজার পেরিয়ে বাইরে বড় রাস্তায় এসেও মন ভরল না। দু' পাশে ঘরবাড়ি যা আছে তা খুবই সামান্য। শুধু মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে।

ওরা একটি দোকানে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলতে পারেন এখানে সুকুমার বোসের বাড়ি কোথায়?"

দোকানদার যদিও অবাঙালি তবুও পরিষ্কার বাংলায় বলল, "না ভাই এ নামে তো এখানে কেউ থাকে না। এখানে যত বাঙালি আছে সবাইকেই আমি চিনি। কিন্তু সুকুমার বোস? না না, এ নামে এখানে কেউ নেই।"

বাবলুরা পড়ল মহা সমস্যায়।

বিলু বলল, "সে কী রে? আমার মা-বাবা এসে ঘুরে গেছেন কিছুদিন আগে। আমার মাসিমা যাতায়াত করেন। আর এরা বলে কী?"

অগত্যা ওরা আবার স্টেশনেই ফিরে এল। এখানকার এ এস এম বাঙালি। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি। বাড়ি হাওড়ার রামরাজাতলায়। তিনিও বললেন, "না ভাই, রেলে চাকরি করেন ও নামে কোনও লোক তো এখানে থাকেন না। আমার মনে হয় মনোহরপুরে নেমে গাড়ি বদল করে আশেপাশের কোনও জায়গায় হয়তো যেতে হয়। কিন্তু এখানে কেউ নেই। তবে তোমরা একবার জরাইকেলায় খোঁজ করে দেখতে পারো।"

বাবলু বলল, "হল ভাল। চিঠি না দিয়ে আসার এই ফল। এখন কী করবি বিলু?"

বিলুর মুখ লাল। বলল, "তার আগে এক কাজ কর। খিদে পাচ্ছে। এখন কিছু কিনেকেটে চল ওই টিলাটার ওপর বসে গল্প করতে করতে খাই। তারপর ভেবে দেখা যাবে।"

"তাই চল।"

এ ছাড়া আর উপায়-বা কী? একটা বড় ঠোঙা ভর্তি শিঙাড়া আর জিলিপি কিনে ওরা ধীরে ধীরে শাল, মহুয়া ও কেঁদ বনের ভেতর দিয়ে স্টেশনের পেছনদিকের টিলাটার ওপর উঠে পড়ল। কী চমৎকার জায়গা! দলে দলে লোক এখান থেকে কেন্দুপাতা মাথায় নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছে। এই পাতা দেশ-দেশান্তরে চালান যাবে। কেন্দুপাতা বিক্রির এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

ওরা সেই টিলার ওপরে বসে দূরের বড় বড় পাহাড়-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। বইয়ে পড়েছিল, 'মনোহরপুরের জঙ্গলে হাতি পাওয়া যায়।' কিন্তু হাতি কি এখনও আছে? তবে জঙ্গল যা গভীর তাতে হাতি থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়।

ওরা যখন খাচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ দেখা গেল পাঁচজন যুবক সেখানে এসে হাজির হল। দেখে মনে হল বেশ রাগী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ওদের সঙ্গে রয়েছে ভীষণদর্শন দুটো পাহাড়ি কুকুর। ওরা বাবলুদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

দলের যে লিডার সে ওদের দেখে দু' হাত কোমরে রেখে সামনে এসে বলল, "তুম সব কৌন হো?"

বাবুল উত্তর না দিয়ে একবার ওর মুখের দিকে তাকাল।

"কাঁহা সে আয়া?"

ওরা এবারও কোনও উত্তর না দিয়ে একটা জিলিপি পঞ্চুর মুখে গুঁজে দিল।

লোকটি এবার খেপে উঠে বলল, "বতাও কাঁহাসে আয়া? নয়া চিড়িয়া মালুম হোতা।"

আর-একজন বলল, "বল না রে কোত্থেকে এসেছিস। এখানে নতুন দেখছি কি না তাই।"

বাবলু বলল, "আমরা হাওড়া থেকে এসেছি।"

"হাওড়া থেকে? কার বাড়িতে উঠেছিস?"

"রাজ্যপালের বাড়িতে।"

লাফিয়ে উঠল লোকগুলো, "অ্যাঁ! মশকরা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? ঠিক করে বল?"

একটা লোক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে যাচ্ছিল। ভোম্বল হাসি হাসি মুখে তাকে দেখিয়ে বলল, "না না, আমরা ওর বাড়িতে উঠেছি।"

ওদের লিডার বলল, "মারে চাককু বদমাশ কো।"

বাবলুরা ফিক করে হাসল।

আর-একজন বলল, "শোন, যদি ভাল চাস তো এখান থেকে মানে মানে পালা। এ-জায়গা ভাল নয়, বুঝলি?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ বুঝেছি। এখন কেটে পড় দেখি।"

লিডার বলল, "জানতা হ্যায়, ম্যায় কৌন?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। দি গ্রেট কার্লোস জ্যাকল।"

"নেহি। মেরা নাম গব্বর সিং।"

বাবলুরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

"হাসো মৎ। নেহি তো আভি রোনে পড়েগা।" বলেই দলের একজনকে জিজ্ঞেস করল, "সরকারনে হামারে লিয়ে কিতনা ইনাম রাখখা হ্যায় রে জগ্গু?"

জগ্গু দাঁত বের করে বলল, "স্রিফ পাঁচ হাজার, সর্দার।"

বাবলু তীক্ষ্ণ চোখে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওসব আমাদের শুনিয়ে কোনও লাভ হবে না। ও ছবিটা আমরা তিনবার দেখেছি। আর ওর রেকর্ড বাজারে অনেক বিক্রি হয়েছে।"

গব্বর সিং তখন খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বাবলুর হাত থেকে জিলিপির ঠোঙাটা কেড়ে নিল। তারপর আনন্দ উল্লাসে ঠোঙাটা নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল পাঁচজনে। লোফালুফি শেষ হলে ওদের মুখের গ্রাস সেই জিলিপিগুলো কাঁউ কাঁউ করে খেতে লাগল সকলে।

পঞ্চু আর থাকতে না পেরে যেই না 'আঁউ' করে উঠল অমনই ওদের সেই তাগড়াই কুকুর দুটো ভয়ংকর মূর্তি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চুর ওপর। ওই দুর্ধর্ষ কুকুরের সঙ্গে একা পঞ্চু পেরে উঠবে কেন? লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাবলু ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "শিগগির তোমাদের কুকুর সামলাও বলছি। না হলে কিন্তু দারুণ বিপদ হবে।"

তারা সে-কথায় কানই দিল না। উলটে কুকুরগুলিকে 'লিয়ো লিয়ো' করে উত্তেজিত করতে লাগল।

বাবলু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পিস্তলটা বের করে বলল, "এখনও বলছি তোমাদের কুকুর সামলাও।"

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল, "ওই খেলনা পিস্তল দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবে চাঁদু? একবার যদি লেলিয়ে দিই তো বুঝবে ঠ্যালা।" বলেই ডাকল, "টমি, জিম্মি, কাম হিয়ার।"

পঞ্চুকে ছেড়ে কুকুরগুলো তখন ওদের দিকে ছুটে গেল আদেশের অপেক্ষায়।

গব্বর সিং বলল, "ওই বেওকুফ লেড়কা-লেড়কিগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়ে দে তো?"

টমি আর জিম্মি বাঘের মতো হুঙ্কার করে ওদের দিকে তেড়ে এল। কিন্তু ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল দু'বার— গুড়ুম... গুড়ুম...।

গব্বর সিং-এর দল ভাবতেও পারেনি ওই খেলনা পিস্তল এইরকম খেলা দেখাবে। ওরা রাগে কাঁপতে লাগল থরথর করে। গব্বর জিলিপির ঠোঙাটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। একজন বলল, "শোন, তোরা কে বা

কারা আমরা জানতে চাই না। যদি ভাল চাস তো এক ঘণ্টার মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবি। না হলে যন্তর আমাদেরও আছে। সবক'টাকে শেষ করে দেব একসঙ্গে। কাছে থাকলে এখনই দিতাম।" বলে 'হোয়াক থুঃ' করে একটু থুথু ফেলে টিলা থেকে দ্রুত পায়ে নেমে গেল ওরা।

বাবলু বলল, "যাত্রাটাই খারাপ করে দিল শয়তানরা। প্রথম পদক্ষেপেই মৌচাকে ঢিল। উড়ুক এখন ভনভন করে।"

যাই হোক, ওরা চলে গেলে বাবলুরা পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে একটু সুস্থ করার চেষ্টা করল। অনেক জায়গায় দাঁতের দাগ বসে রক্ত ফুটে উঠেছে। খুব লেগেছে বেচারার!

বাবলু বলল, "এখন তা হলে কী করবি?"

বিলু বলল, "তোদের কাছে দেখাবার মতো মুখ আমার রইল না রে বাবলু। পুরো ঠিকানাটা না নিয়ে এসে খুবই ভুল করেছি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বারবার আক্ষেপ কোরো না তো বিলুদা। এরকম হয়েই থাকে। এখন চলো যদি কোথাও হোটেল পাই তো গিয়ে উঠি। না হলে এইভাবে জিনিসপত্তর কাঁধে নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা যায় না।"

"ঠিক কথা। চল দেখি কোথায় হোটেলে আছে।"

ওরা ধীরে ধীরে টিলা থেকে নেমে ওপাশের বড় রাস্তায় এল। কী নির্জন জায়গা! দূরে পাহাড় ও বনভূমি আশেপাশে ছোটখাটো বসতি। রেলের কোয়ার্টার, বাংলো ইত্যাদি। ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে সেখান দিয়ে। নাম কোয়েল। স্টেশনের ওপাশেও একটা নদী আছে। পাহাড়ি নদী। নাম কয়না। মনোহরপুবেব উত্তব ও দক্ষিণে এদের অবস্থান। এরাই বুঝি জায়গাটিকে মনোহর করে তুলেছে। মনোহরপুর মুঠোয় ধরা যাবে এমন একটি ছোট্ট জায়গা। তারপরে আশেপাশে সবই গ্রাম। যেমন নন্দপুর, আনন্দপুর, বরপোষ, ঔরকিয়া, বারাঙ্গা, ঢিপা, পূর্ণাপানি, সেলাই, টিমড়া, পাথরবাসা প্রভৃতি। যাই হোক মনোহরপুরে কিচ্ছু নেই। না কোনও লজ, না কোনও হোটেল, যেখানে থাকা যায়।

॥ ২ ॥

ওরা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন ডানদিকে রেখে দোকানপাট, টিম্বার মার্চেন্টের আড়ত পেরিয়ে এক সময় দেখল পথ শেষ। রেললাইন ছাড়া কিছুই নেই।

এখানে আর-এক বাঙালি কর্মচারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল ওদের। তিনিও ওই একই কথা বললেন, "না ভাই, এখানে অনেক বোসেরা আছেন বটে, তবে ও নামে কেউ নেই। তোমরা বরং এই লাইন ধরে পবের স্টেশন জরাইকেলায় চলে যাও। ওখানে সন্ধান পেতে পারো।"

বাবলু বলল, "তাই যাব। কিন্তু ট্রেনে যাওয়া যাবে না?"

"না। এই একটু আগেই লোক্যাল চলে গেছে। এখন ইস্পাত এক্সপ্রেস আছে দুপুরের দিকে। কিন্তু সে গাড়ি তো থামবে না।" এই বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "দেখ, ঠিকানাবিহীন অবস্থায় অযথা ঘুরে না বেড়িয়ে আমার মনে হয় এখান থেকে সোজা রাউরকেলায় চলে যাওয়াই ভাল। ওখানে বরং কোনও হোটেলে উঠে দু'-চারদিন থেকে বাড়ি ফিরে যাব।"

বিলু বলল, "আমার কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে যাবে রে!"

"তুই একটা বুদ্ধু। ঠিকানাটা নিয়ে আসবি তো।"

"আমি তো ভাবতেও পারিনি এইরকম গোলমাল হবে। তা আমি বলি কী, চল না আমরা হেঁটেই চলে যাই। একটা স্টেশন তো। যদি খোঁজ পাই। না পাই ওখান থেকেই হয় বাসে, না হয় লাইন ধরে হেঁটে চলে যাব রাউরকেলায়।"

বাবলু বলল, "এই জঙ্গলের রাজত্বে বাস? একটা ঘোড়ার গাড়ি পাবি কি না তাই দেখ?"

রেলের একজন কুলি সেখানে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, জরাইকেলায় বাস আছে। চল্লিশ মিনিট অন্তর রাউরকেল্লার বাস পাবে ওখান থেকে। ওটা তো ওড়িশায়। আমরা এখান থেকে হেঁটেই যাই জরাইকেলায়।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাথর এসে লাগল লোকটির মুখে। চাপা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল লোকটি। ওর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল।

লোকটির অবস্থা দেখে হইচই করে ছুটে এল অন্যান্য কুলি ও মেটের দল।

আরও একটি পাথর এসে পড়ল বাবলুর পায়ের কাছে। বাবলুরা লাফিয়ে সরে এল সেখান থেকে। তারপর চটপট লুকিয়ে পড়ল বড় গাছের কেটে রাখা গুঁড়ির আড়ালে। ওরা বেশ বুঝতে পারল এই পাথর ছোড়ার আসল টার্গেট ওরাই।

পঞ্চু তখন প্রচণ্ড চিৎকার করে ছুটে গেল আক্রমণকারীদের দিকে। কিন্তু কাউকেই যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেখানে ধরবে কাকে?

কুলিরাও কাদের উদ্দেশে যেন গালাগালি করতে লাগল। তারপর বাবলুদের বলল, "তোমরা এখানে এইভাবে ঘুরো না খোকারা। এ জায়গা খুব খারাপ। বড় বড় ডাকাতের আনাগোনা আছে এখানে। সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকলে বিপদে পড়ে যাবে। মনে হয় ওরা তোমাদেরই পেছনে লেগেছে। তোমাদের মারতে গিয়েই লেগে গেছে আমাদের লোকের মুখে। পালাও তোমরা।"

বাবলু বলল, "ওরা কারা?"

"কৌন জানে ভাই। কাঁহাসে এক গব্বর সিং আয়া। জায়গাটার বদনাম করে দিল!"

"তাই নাকি! ওরা কতজন বলো তো?"

"পাঁচ-ছ'জন। কিন্তু হলে কী হয়, ওদের ভয়ে জঙ্গলের শেরও কাঁপে। ছোটা বাচ্চা, জোয়ান লেড়কি সব তুলে নিয়ে যায় ওরা।"

বাবলু রেগে বলল, "আর তোমরা সেগুলো চেয়ে চেয়ে দেখো। চলো তো সবাই মিলে বেশটি করে ধোলাই দিই গিয়ে।"

"খোকাবাবু, ধোলাই দিলে কুছু হোবে না। আমরা সবাই মিলে ধোলাই ওদের দিতে পারি। কিন্তু গরমিন্টের নোকরি করি আমরা। খুনখারাপি তো করতে পারব না। অথচ ওদের একেবারে মেরে ফেলা দরকার। তোমরা ভিনদেশি ছেলেমেয়ে। আজ আছ, কাল নেই। লেকিন আমাদের ইখানে বরাবর থাকতে হবে। আজ ধোলাই দিব। কিন্তু কাল? কাল কী হোবে? ওরা যখন পালটা ধোলাই দিবে?"

"তোমরা তখনও আর-এক পালটা দেবে। প্রাণে না মেরে হাত পা ভেঙে দেবে ওদের। যাতে আর কখনও এইসব কাজ করতে না পারে। আসলে তোমরা রুখে দাঁড়াও না বলেই ওরা এত জোর পায়।"

পঞ্চু তখন একটা গাছের কাছে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করছে।

তাই দেখে হইহই করে ছুটে গেল বাবলুরা। গিয়ে দেখল, যা ভেবেছে তাই। অর্থাৎ সেই গব্বরের দলেরই একজন পঞ্চুর তাড়া খেয়ে গাছে উঠে পড়েছে। বাকিরা হয় কাছেপিঠেই আছে, নয়তো পালিয়েছে। অথবা দলবল ছাড়া একাই ছিল ও। বাবলুদের দেখতে পেয়ে ওদের জখম করে কুকুর মারার বদলা নিতে চেয়েছিল।

বাবলু ঝটিতি ওর পিস্তলটা তাগ করে বলল, "নেমে আয় শিগগির। নাম বলছি। না হলে আমরাও নীচ থেকে পাথর ছুড়ব।"

ততক্ষণে বিলু আর ভোম্বল পাথর ছুড়তে শুরু করে দিয়েছে। এ লোকটির নাম জগ্গু। প্রাণের দায়ে সুড়সুড় করে গাছ থেকে নেমে এল। নেমেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবলুর হাত থেকে কেড়ে নিল পিস্তলটা। কিন্তু নিলে কী হবে, পঞ্চু তখন গাঁক করে কামড়ে ধরেছে ওর হাতের কবজিটাকে। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। বাবলু সেটা কুড়িয়ে নিয়েই গদাম করে ওর পেটে মারল এক লাথি।

পঞ্চুর কামড় ও বাবলুর লাথির চোটে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল জগ্গু। ওর কবজির হাড় তখন গুঁড়িয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "তোর আর বাঁচার আশা নেই রে জগ্গু। এখন ভগবানের নাম নিয়ে পেটে চোদ্দোটা ইঞ্জেকশন নিয়ে দেখ যদি বাঁচতে পারিস। কিন্তু হাতের হাড়গুলো? ও হাত কেটে বাদ না দিলে ওখানে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে।"

লোকটি রাগে ফোঁস ফোঁস করে বলল, "হাম জরুর মরেগা। লেকিন তুম নেহি বাঁচোগে। গব্বর তুমকো ছোড়েগা নেহি।"

"তোর গব্বর বাবা কোথায়? আমরা তো তার মোকাবিলা করব বলেই ঘুরছি। এই অঞ্চলের মানুষগুলোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করেছিস তোরা। তোদের অমঙ্গল না ঘটিয়ে আমরা যাব না এখান থেকে।"

জগ্গু রক্তচক্ষু করে চলে যেতে উদ্যত হল।

বাবলু বলল, "এবারের মতো ছেড়ে দিলুম। তোর গব্বর বাবাকে বলিস তিনদিনের মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। না হলে কিন্তু বিপদে পড়বি।"

জগ্গু তবুও নুয়ে পড়বার পাত্র নয়। তার মুখ দেখে মনে হল সে যেন মনেপ্রাণে এক ভয়ংকর প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেই চলে যাচ্ছে।

বাবলুরা আর দেরি না করে লাইন ধরে এগিয়ে চলল জরাইকেলার দিকে। বেশ কিছুদুর যাওয়ার পর বাবলুরা বুঝল পথ বড় একটুখানি নয়। এ ওদের শহরতলির স্টেশন নয় যে, দু'-পাঁচ মিনিটের পথ হবে। ওরা যত এগোয় বন ততই গভীর হয়। দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে দেখা যায় দিগন্তের বুক চিরে এই রেলপথ যেন অন্তহীন পথের দিকে চলে গেছে। এখানে চারদিকে শুধু পাহাড়, পাহাড় আর ঘন বন। স্টেশনের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

যেতে যেতে এক জায়গায় বন-জঙ্গলে পরিবেষ্টিত একটি ছোট্ট টিলার ওপর পরিত্যক্ত একটি বাড়ি ওদের নজরে পড়ল।

বাবলু বলল, "বাড়িটা বেশ চমৎকার তো, নিশ্চয়ই কোনও ধনী লোক স্বাস্থ্য ফেরাবার উদ্দেশ্যে এইখানে এই বাড়ি একসময় তৈরি করিয়েছিলেন। না হলে এমন জঙ্গলে এ বাড়ি করবে কে?"

বিলু বলল, "হয়তো এটা ভূতের বাড়ি। উপদ্রবের চোটে কেউ টিকতে না পেরে পালিয়েছে।"

বাবলু বলল, "যার বাড়িই হোক, অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি আমবা। এখন চল ওই বাড়িতে ঢুকে একটু শুয়ে বসে জিরিয়ে নিই। তারপর আবার হাঁটা যাবে।"

সবাই একমত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভাল। এবার একটু বিশ্রাম না নিলে চলছে না। খিদেও পাচ্ছে। সকালের জলখাবার তো মাঠে মারা গেল। কী যে আছে কপালে কে জানে?"

যাই হোক, ওরা জঙ্গল পেরিয়ে টিলার ওপর উঠে সেই পুরনো বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বাড়িটি পুরনো হলেও খুব একটা খারাপ নয়। কোনও ঘরের দরজা নেই। কোনওটির জানলা আছে কিন্তু পাল্লা নেই। আসলে দামি দামি কাঠ-লোহা ইত্যাদি খুলে কেউ বেচে দিচ্ছে। বাড়ির ভেতর ঢুকেই বাবলু বলল, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?"

বিলু বলল, "কী কাজ?"

"ধর, আমরা যদি একটা দিন এই বাড়িতেই থেকে যাই?"

বিচ্ছু বলল, "তোমার কী মাথা খারাপ?"

"না বে, মাথা খারাপ নয়। আমি একটা দারুণ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি এখানে।"

"কীরকম?"

"যেমন ধরো এই যে বাড়িটা, ভাঙা হলেও এর কন্ডিশন ভাল। শুধু পরিত্যক্ত বলে এর জানলা-দরজাগুলো খুলে বেচে দিয়েছে কেউ। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই ঘরের ভেতর ধুলো নেই। তার মানে দিনে-রাতে এখানে বেশ কিছু আগন্তুকের যাতায়াত আছে। অতএব একদিন এখানে থাকলেই আমরা বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আমরা কি পেটে কিল মেরে বসে থাকব বলতে চাও? এই জঙ্গলে খাব কী?"

বাবলু বলল, "সে-ব্যবস্থা ঠিকই হবে। নিশ্চয়ই এর আশেপাশে কোনও না-কোনও পাহাড়ি গ্রাম আছে। সেখান থেকেই জোগাড় করে আনব খাবারদাবার।"

"কিন্তু যে ঘরের জানলা-দরজা নেই সে ঘরে থাকব কোন ভরসায়! রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? বনজঙ্গল থেকে কোনও জন্তু-জানোয়ারই বা যদি এসে হাজির হয়, তা হলে?"

"এলেই বা! আমরা তো রাত্রিবেলা ঘুমোচ্ছি না। একটা রাত জেগেই কাটিয়ে দেব, জন্তু-জানোয়ার এলে তাড়া দিলেই হবে। তা ছাড়া পূর্ণিমার কোটাল চলছে। জ্যোৎস্নায় ভরে থাকবে চারদিক। কী সুন্দর হবে বল তো!"

সবাই তখন একমত হয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস বাবলু। এ একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার কিন্তু। এখানে কাছেপিঠে কোথাও না কোথাও মানুষের বসতি থাকবেই। চল খোঁজ করে দেখি।"

কথা বলতে বলতে ওরা দেখল জনা দুয়েক লোক জরাইকেলার দিক থেকে লাইন ধরে এদিকে আসছে। তারা বাবলুদের ওই ঘরের ভেতর দেখেই থমকে দাঁড়াল।

বাবলু এগিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বলল, "আচ্ছা ভাই, এখানে কাছে পিঠে কোনও গ্রাম আছে কি?"

লোকগুলি বলল, "তোমরা কারা?"

"আমরা এখানকার ছেলেমেয়ে নই। আমরা আপাতত মনোহরপুর থেকে আসছি। জরাইকেলায় যাব।

আমরা এই বাড়িতে এক রাত থাকতে চাই। কাজেই আশপাশে কোনও গ্রাম থাকলে সেখান থেকে কিছু কিনে এনে পিকনিকের ব্যবস্থা করতে পারব।"

লোক দু'জন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, "খোকাবাবুরা, যদি বাঁচতে চাও তো পালাও এখান থেকে। এই জায়গায় যত সব চোর ডাকাতদের আড্ডা। ওদের খপ্পরে পড়লে বেঘোরে মরবে। তা ছাড়া এখানে আশেপাশে কোথাও কোনও মানুষের বসতি নেই। বহু দূরে যদিও বা দু'-একটা গ্রাম আছে কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। কেনাকাটা করতে গেলে তোমাদের জরাইকেলায় যেতেই হবে।" বলে চলে গেল লোকগুলো।

বিলু বলল, "কী করবি তা হলে ভেবে দেখ বাবলু।"

বাবলু বলল, "করবার কিছুই নেই। এখন আমাদের জরাইকেলাতেই যেতে হবে। তারপর ওখানে কোথাও খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধেবেলা আবার আসা যাবে এখানে। কেন না এই বাড়িতে রাত্রিবাসের লোভ আমি সামলাতে পারছি না। তবে তার আগে দিনের আলোয় এখানকার পরিবেশটাকে একটু ভাল করে দেখে নিই আয়।"

কথাটা মনে ধরল সকলের। ওরা তখন সেই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে অরণ্য অভিযান শুরু করল। এক জায়গায় দেখল সেই বনের ভেতর অসংখ্য পেয়ারা গাছ। মনে হয় পেয়ারা চাষ হচ্ছে এখানে। পাকা পাকা পেয়ারায় গাছের ডাল ভরে আছে। আর একপাশে কলাবন। বড় বড় কলার কাঁদি ঝুলছে সেখানে। তাই না দেখে তো লাফিয়ে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "বড্ড খিদে পেয়েছে রে। কিন্তু 'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করা মারাত্মক অপরাধ'। এ কাজ তো আমরা করতে পারি না। অথচ ধারেকাছে কেউ নেই যে, তাকে জিজ্ঞেস করে নেব।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক আছে বাবলুদা, এক কাজ করা যাক। আমরা আমাদের পেটভরে খাওয়ার মতো কিছু ফল পেড়ে নিই। তারপর সেই পরিমাণ ফলের দাম ওদের জন্য একটা গাছতলায় পাথর চাপা দিয়ে রেখে যাই।"

"দি আইডিয়া।" বলে ওরা একটা কলার কাঁদি পেড়ে কলা খেল। বেশ পাকা পাকা কলা। তারপর একটা পেয়ারা গাছে উঠল পেয়ারা পাড়তে। গাছের মগডালে উঠতেই বিলু হঠাৎ দেখতে পেল ওদের। বলল, "বাবলু, হুঁশিয়ার!" বলেই ঝুপ করে নেমে পড়ল গাছের ডাল থেকে। অন্যেরাও নামল ওর দেখাদেখি।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কী হল বিলু?"

"গব্বরের দল ওই পোড়ো বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে। চারদিকে হন্যে হয়ে কী যেন খুঁজছে ওরা। সম্ভবত আমাদের। ওই জগ্গু লোকটা আমাদের হাতে মার খেয়ে হয়তো ওর দলকে খবর দিয়েছে। তাই ওরা এসেছে এদিকে।"

"কিন্তু ওরা কী করে জানল বল তো যে, এখানে আমরা আছি।"

"হয়তো যে লোকগুলোর সঙ্গে একটু আগে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম তারাই বলে দিয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে উপায়?"

বাবলু বলল, "উপায় এখন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা।"

বিলু বলল, "না, ধরে পেটানো।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "অসম্ভব! সবসময় গা-জোয়ারি করা উচিত নয়। ওরা এখন সশস্ত্র। বিশেষ করে আমাদের মনে হয় জগ্গুর মারের বদলা নিতেই এখানে এসেছে ওরা।"

বলতে বলতে দেখা গেল সেই পোড়ো বাড়ির ছাদের ওপর কুখ্যাত চারজনকে। একজন নেই। মানে, পঞ্চুর আক্রমণে আহত জগ্গু আসতে পারেনি। ওদের কারও হাতে চেন, কারও হাতে ছোরা, কারও হাতে লোহার রড। আর ওদের লিডার সেই গব্বরের হাতে শোভা পাচ্ছে ঝকঝকে একটি রিভলভার।

বিলু বলল, "গতিক সুবিধের নয় বাবলু। ওরা যে রকম খেপে রয়েছে দেখছি তাতে আমাদের পেলে মনে হয় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অতএব লুকিয়ে পড়াই ভাল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ লুকিয়ে পড়তে হবে এবং সুযোগ পেলে আড়াল থেকে আক্রমণ করতে হবে ওদের। তবে আমার মনে হয় যেভাবেই হোক ওদের পিছু নিলে ওদের মূল ঘাঁটির সন্ধান আমরা পেয়ে যাব। তারপর জরাইকেলা অথবা রাউরকেলায় গিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে ওদের ধরিয়ে দিতে পারব বামাল সমেত।"

"ঠিক।"

ওরা সকলেই তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দেখল শয়তানগুলো ওদের ছাদের ওপর থেকে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছে।

বাবলু বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছিস কী? এই বনে আমরা এতক্ষণ আছি অথচ কোনও পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি না। এই বনে এত কলা, এত পেয়ারা, অথচ কোনও রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই। তার মানে, এই বনেই ওদের ঘাঁটি। ওরা অনবরত পশুপাখি শিকার করে এখানে আতঙ্কের সৃষ্টি করে বলেই এখানে কোনও পাখি নেই। এই জঙ্গল ওদেরই জিম্মায় বলে ওদের ফসল কেউ চুরি করতে সাহস করে না।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস বাবলু। তোর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।"

একটু পরেই দেখা গেল শয়তানেরা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের পথ ধরছে।

বাবলুরা প্রস্তুত ছিল। তাই চটপট লুকিয়ে পড়ল বড় বড় পাথরের খাঁজের আড়ালে।

গব্বরের দল যখন ওদের পাশ দিয়ে বেশ খানিকটা দূরে এগিয়ে গেল ওরা তখন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খুব সন্তর্পণে দুষ্কৃতীরা যাতে একদম টের না পায় এমনভাবে ওদের অনুসরণ করতে লাগল।

জঙ্গল এখানে অত্যন্ত গভীর ও বিভীষিকাময়। তাই বেশ লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে অত সহজেই ওদের পিছু নেওয়া যাচ্ছিল। জঙ্গলের আরও গভীরে যাওয়ার পর এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল গব্বরের দল।

তারপর সেইখানেই কয়েকটি পাথরের ওপর সারি দিয়ে বসে পড়ল ওরা।

গব্বর সিং পায়ের ওপর পা তুলে পা নাচাতে নাচাতে বলল, "কোথায় গেল বল তো ছেলেমেয়েগুলো? ওরা কি ম্যাজিক জানে?"

দলের একজন বলল, "তোমার যেমন ওস্তাদ। ওরা এই জঙ্গলে আসতে যাবে কোন দুঃখে? লোকের কথা শুনে এইখানে ঢুকে পড়লে তুমি। ওরা ঠিক জরাইকেলায় চলে গেছে। ওখানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে ওদের।"

গব্বর বলল, "রেজ্জাক, তুম ও লেড়কা লোগকো তালাশ লাগাও। আমি নিজের হাতে খুন করব ওদের।"

আর একজন বলল, "কত বড় সাহস। এক ফোঁটা ফোঁটা ছেলেমেয়ে বলে কিনা গব্বর সিংকে দেখে নেবে? আমাদের দেশে এসে আমাদেরই বলে কিনা তিনদিনের ভেতর এখান থেকে চলে যেতে।"

গব্বর বলল, "আমি আজ রাতের ভেতরে অপারেশন শেষ করতে চাই। টমি আর জিম্মির বদলা নিতেই হবে। আর জম্বুটার অবস্থাও যা করেছে তারও বদলা নেওয়া চাই। হাম কিসিকো নেহি ছোড়েঙ্গে।"

ওরা সকলে পাথরের ওপর বসে এক-একটি গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে কথা বলছিল। এই জায়গাটাই ওদের আড্ডার জায়গা, তা বোঝাই যাচ্ছে। ওরা ওদের হাতিয়ারগুলো পাশে রেখে নিশ্চিন্তে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে বিলু আর ভোম্বল একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল। বাচ্চু-বিচ্ছুও কী একটা ইশারা করল যেন।

বাবলু সবার চোখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল।

ঠিক এইরকম সময়ে কী করা উচিত, পাণ্ডব গোয়েন্দারা তা জানে। ওরা বুকে হেঁটে একটু একটু করে এগিয়ে চলল। পঞ্চুও ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হল। আর বাবলু পিস্তল উঁচিয়ে রইল ট্রিগার টেপার অপেক্ষায়।

ভোম্বল বুকে হেঁটে গিয়ে হস্তগত করল গব্বরের রিভলভারটা। বিলু টেনে নিল একজনের লোহার চেন। বাচ্চু আর বিচ্ছু নিল একজনের রড ও অপরজনের ছোরা। নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে আবার ফিরে এল।

যাক, ঝুঁকিটা নিয়ে ভালই হয়েছে। কেন না, শত্রুদের নিরস্ত্র করা তো হল।

গব্বর বলল, "দেরি কোরো না রেজ্জাক। জলদি চলা যাও।"

রেজ্জাক বলল, "যাচ্ছি। তবে ওস্তাদ, ওই পুলিশ অফিসারের বাইকটা আমাকে দাও না। যাব কি আসব।"

"বুরবাক কাঁহাকা। ওটা নিয়ে এখন কেউ যায়? ওই বাইক দেখলেই তো ধরে ফেলবে তোকে। নিজেও মার খেয়ে মরবি। আমরাও দলকে দল অ্যারেস্ট হয়ে যাব।"

রেজ্জাক উঠে পড়ল। তারপর বলল, "ঠিক আছে, আমি দু'ঘণ্টার ভেতরেই হদিস নিয়ে আসছি ওদের।" বলে আশেপাশে কী যেন খুঁজতে লাগল।

গব্বর বলল, "ক্যা হুয়া?"

"আরে আমার চেনটা তো এইখানেই রেখেছিলুম। গেল কোথায়?"

ওর পাশে যে বসে ছিল সে বলল, "আমার রড কই?"

আর-একজন বলল, "আমার ছুরি?"

গব্বর অমনই লাফিয়ে উঠে বলল, "আমার রিভলভার? হিঁয়া তো কোঈ নেহি হ্যায়।"

সবাই তখন একজোট হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। বাবলুরা ওদের কাছ থেকে অনেকটা দূরত্বে সরে এসে পাথরের খোঁজে লুকিয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

চারজনের এই দলটি তখন খুবই বিভ্রান্ত।

গব্বর বলল, "মনে হচ্ছে কোনও দুশমন আমাদের পিছু নিয়েছে। সেই ছেলেমেয়েগুলোও হতে পারে। আমাদের এখনই এর মোকাবিলা করতে হবে।"

বাকি তিনজন বলল, "কী দিয়ে মোকাবিলা করবে গুরু? শুধু হাতে, না লাঠি দিয়ে?

গব্বর সিং চেঁচিয়ে বলল, "থামো। যদি ওই ছেলেমেয়েগুলোই হয় তো আমি নিজে হাতে এক এক করে গলা টিপে মারব ওদের।" বলে সমস্ত গাছপালার ওপরদিকে একবার নজর বুলিয়ে দেখল কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কি না। কিন্তু না। সেখানেও কেউ নেই। গব্বর আবার বলল, "যদি ওই ছেলেমেয়েগুলোই হয় তা হলে, নিশ্চয়ই ওরা রাত্রিবেলা ওই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে জুটবে। আর তখনই আমি ওদের বুকে এক এক করে ছুরি মারব। ওদের রক্ত আমি চাই।" বলে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেল ওরা।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও যাবে বলে এগোচ্ছিল। কিন্তু আটকাল বাবলু। বলল, "কী দরকার। ওরা তো আবার আসবে। ততক্ষণে রাতের লড়াইয়ের জন্য আমরা পুরোপুরি তৈরি হয়েই নিই আয়।" বলে পঞ্চুকে কাছে ডেকে ওর পিঠ চাপড়ে বাবলু বলল, "পঞ্চু, তুই বরং গব্বরের পিছু নে। তুই গিয়ে দেখে আয় ওদের ঘাঁটিটা কোথায়। যা, কুইক।"

অভিজ্ঞ পঞ্চু লেজ নেড়ে বুঝিয়ে দিল তাকে যা করতে হবে তা সে বুঝেছে। একবার সে শিরদাঁড়া টান করে গব্বরের দলকে দেখে নিল। তারপর টুপটাপ করে এ-পাথর থেকে সে-পাথরে লাফ মেরে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগল ওদের।

বাবলুরা তখন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করল কোথায় আছে সেই বাইকটা। কেন না রেজ্জাক নামে লোকটাকে ওরা বলতে শুনেছিল পুলিশ অফিসারের বাইকটার কথা। তার মানে নিশ্চয়ই ওরা কোনও পুলিশ অফিসারের বাইক চুরি করে এনে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এক জায়গায় একটা জিনিস আবিষ্কার করল ওরা। সে এমনই জিনিস, যা সত্যিই অপ্রত্যাশিত এবং চমকপ্রদ।

॥ ৩ ॥

বেলা গড়িয়ে এসেছে তখন।

ওরা দেখল সেই ঘন সবুজ কলাবনের ভেতর এক জায়গায় একটি নতুন মাটির হাঁড়ি উপুড় করা রয়েছে। তার ওপর কলাপাতা চাপা দেওয়া। তার মানে নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে রেখে গেছে ওটা। বেশ বড়সড় হাঁড়ি।

ভোম্বল বলল, "হাঁড়ি যখন রয়েছে তখন যদি কিছু চাল-ডাল পাওয়া যেত রে কোথাও, তা হলে দিব্যি ফুটিয়ে খাওয়া যেত। বনে তো শুকনো পাতা বা কাঠকুটোর অভাব নেই।"

হঠাৎ বিলু এক জায়গায় কী যেন দেখে ছুটে গিয়ে বলল, "বাবলু ওই দেখ বাইকটা।"

আরে সত্যিই তো! একটা লাল রঙের মোটরবাইক একটি বড় পাথরের আড়ালে লতা-পাতা চাপা দেওয়া অবস্থায় লুকনো রয়েছে। তাই দেখে ওরা সেটাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল সেই পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে। বাড়ির পেছনে এক জায়গায় মোটরবাইকটাকে লুকিয়ে রেখে ওরা ঘরে এসে ওদের জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে রাখল।

বাবলু প্রথমেই ওর পিস্তলে গুলি ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। তারপর পরীক্ষা করল গব্বর সিং-এর রিভলভারটা। মোট ছ'টা গুলি আছে তার ভেতর। বিলু আর ভোম্বল একজন চেন ও একজন রড নিয়ে নাড়াচাড়া করল। বাচ্চু-বিচ্ছুর তো নিজস্ব ছোরা ছিলই উপরন্তু শয়তানদের ছোরাগুলোও পেয়ে গেল।

বাবলু বলল, "পঞ্চু ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কীভাবে কী করব তার পরিকল্পনা করে নিই আয়। সূর্য ডুবেছে। আর-একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। যা করবার এইবেলা করে নিতে হবে আমাদের।"

সকলে বলল, "কীভাবে কী করব বল?"

"এখানে আমরা এমনভাবে লুকিয়ে থাকব যাতে আমরা সহজেই ওদের দেখতে পাই। কিন্তু ওরা আমাদের

দেখতে না পায়। তা হলে অতর্কিতে আক্রমণ করতে খুব সুবিধে হবে। আর আমরা যে এখানেই আছি সে-কথা জানাবার জন্য জঙ্গলের দিকের জানলায় একটা বাতি জ্বেলে রাখব।"

বাচ্চু-বিচ্চু তখন এপাশ-ওপাশ ঘুরে এঘর ওঘর করছিল। হঠাৎই তারা বলল, "বাবলুদা! ওই দেখ রেললাইন ধরে কারা যেন কোথায় যাচ্ছে।"

বাবলু বিস্মিত হয়ে বলল, "কারা রে?"

"দেখোই না!'

বাবলু দেখল একদল আদিবাসী পুরুষ, মহিলা মাথায় পসরা নিয়ে মনোহরপুরের দিক থেকে জরাইকেলায় যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বেচাকেনা সেরে ফিরছে ওরা। দেখেই ছুটল সকলে। বলল, "এই যে, শোনো! কী আছে গো তোমাদের কাছে?"

আদিবাসী মানুষগুলো থমকে দাঁড়িয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, "তুরা সব কে বটে? রিনি গিদড়ে?"

"হ্যাঁ। আমরা শহরের ছেলে। জঙ্গল বেড়াতে এসেছি। রাতে পিকনিক করব। চালডাল কিছু আছে তোমাদের কাছে?"

"জমএঁর (হ্যাঁ)।"

এদেরই ভেতব থেকে একজন বিহারি লোক এগিয়ে এসে বলল, "তুম সব কৌন হো বেটা? ইসি মকানমে কাহে কো ঘুসা? হিঁয়া'পর ডাকু হ্যায়।"

বাবলু পিস্তল দেখিয়ে বলল, "ডাকুর ভয় করি না আমরা। তোমাদের গব্বর সিং-এর একজন লোককে আমরা এমন মেরেছি, আর আমাদের কুকুর তাকে এমন কামড়েছে যে, সে বোধ হয় বাঁচবে না। ওদের দুটো কুকুরকেও শেষ করে দিয়েছি আজ। এখন ওদের মারব বলে আমরা লুকিয়ে আছি এই বনেব ভেতর।"

লোকটি তো শুনেই লাফিয়ে উঠল। "আই রে বাপ।"

বাবলু বলল, "কাল আবার যখন মনোহরপুরে যাবে তখন জিজ্ঞেস করে দেখো, ওর নাম জগ্গু।"

লোকটি আনন্দের আবেগে লাফিয়ে উঠে সটান বাবলুর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল, "প্রণাম লহ। প্রণাম লহ। তুমনে বহুৎ আচ্ছা কাম কিয়া। ও গব্বর বহুৎ বদমাশ হ্যায়। আউর ও জগ্গু ভি।"

একটি আদিবাসী মেয়ে তখন ছুটে এল বাবলুর কাছে। বলল, "আমার বুনকে উরা ধরে লিয়ে গেছে। তু পারবি খোকাবাবু উকে ফিরিয়ে আনতে? উর নাম কমলা।"

বাবলু বলল, "চেষ্টা করব। আমরা ওদের ডেরা জানি না। তোমবা এখন ঘবে যাও। কাল সকালে এসো একবার। সব জানতে পারবে তখন।"

ওরা তখন ওদের যার কাছে যা কিছু ছিল দিয়ে দিল। লাল মোটা চাল, আলু, বেগুন, ট্যাঁড়স। বাবলু অনেক চেষ্টা করল ওদের দাম দিতে, কিন্তু কেউ নিল না।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আদিবাসীরা চলে যেতেই বাবলুরা জিনিসপত্তরগুলো ঘরে নিয়ে বলল, "যাক, এবার পেটভরে ভাতেভাত খেয়ে সারারাত ধরে গব্বর সিং-এর সঙ্গে চু-কিত-কিত খেলা যাবে, কী বল?"

বিলু বলল, "সে-কথা আবার বলতে! কিন্তু পঞ্চুটা এখনও আসছে না কেন? ধরা পড়ে গেল না তো?"

ভোম্বল বলল, "অসম্ভব! পঞ্চুকে ধরবার ক্ষমতা গব্বর সিং-এর নেই।"

বাবলু বলল, "তা হলে শোন ভোম্বল, রাতের খাবারের ব্যবস্থা যখন হয়ে গেছে আমাদের, তখন চল ওই হাঁড়িটা নিয়ে এসে ভাতেভাত রান্না করে খেতে বসে যাই।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু রাঁধবে কোথায়? এখানে ঘরের ভেতরে রাঁধতে বসব আর ওদিক থেকে মূর্তিমানরা সব যদি এসে হাজির হয়, তখন?"

"ওরা বেশি রাত ছাড়া আসবে না। ততক্ষণে আমাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য তাড়াতাড়ি করতে হবে সবকিছু। চল, লেগে পড়া যাক। কিছু কাঠকুটো, শুকনো গাছের পাতা জ্বেলে দিলেই হয়ে যাবে। আপাতত ওই হাঁড়িতে করে কোয়েল নদীর জল নিয়ে এসে ভাতটা বসাই আয়। আমাদের ওয়াটার বটলে যা জল আছে তাতে রাতের খাওয়াটা হয়ে যাবে।"

বাবলুরা সশস্ত্র হয়েই টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল সেই অরণ্য-গভীরে কলাবনের ভেতর থেকে হাঁড়ি আনতে। ওরা যথাস্থানে এসে টর্চের আলো হাঁড়ির ওপর ফেলল। হাঁড়ি ঠিক সেইভাবেই আছে। কে রেখে গেছে কে জানে? যেই রাখুক, ওদের তো কাজে লেগে গেল!

ভোম্বল এগিয়ে গিয়ে হাঁড়িটার কাছে গিয়ে কলাপাতা সরিয়ে যেই না হাঁড়িটা তুলেছে অমনই 'বাপ রে' বলে লাফিয়ে উঠে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবুলকে। বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। বাবলু নিজেও কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বিলু বলল, "দরকার নেই বাবলু গব্বর সিং-এর মোকাবিলা করে। শিগগির পালিয়ে চল এখান থেকে।"

বাবলু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কিন্তু পঞ্চু?"

"হ্যাঁ, পঞ্চু এলেই। আর এখানে থাকা নয়।"

ওরা যা দেখল তা সত্যিই ভয়ানক ব্যাপার। কিন্তু সেই ভয়টা এত বেশি হল যে, ভয়ের চোটে ওরা না পারল এগোতে, না পারল পালাতে। হাঁড়িটা তুলতেই ওরা দেখতে পেল একটা কাটা মুণ্ড ঢাকা দেওয়া আছে সেখানে। কিন্তু তাই দেখে ভয় পাওয়ার ছেলেমেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়। যদি না মুণ্ডুটা চোখ মেলে ওদের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাত।

বাবলু আর একবার টর্চের আলো সেই মুখের ওপর ফেলেই নিভিয়ে দিল আলোটা। এ দৃশ্য কি দেখা যায়? এক অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমানুষের কাটা মুণ্ড। কিন্তু সেটা জীবন্ত। ধড় থেকে কোনও মানুষের কাটা মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা কখনও কোনও অবস্থাতেই জীবন্ত থাকতে পারে না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভূত দেখেনি। ভূতে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু অরণ্যে এই জীবন্ত কাটা মুণ্ডুকে অস্বীকার করবে কী করে?

আরও একবার সেইদিকে টর্চের আলো ফেলে ওরা এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল। কেনই বা পিছোবে না? কাটা মুণ্ডু তখন ওদের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে বলল, "শোনো, আমার কাছে এসো।"

বাবলু ভয় পেয়ে বলল, "না। না যাব না। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা নিরপরাধ, না জেনে আপনার ঘুম ভাঙিয়েছি। আমাদের ওপর রাগ করবেন না।"

কাটা মুণ্ডু আবার বলল, "তোমরা কে তা জানি না; তবে দয়া করে একবার তোমরা আমার কাছে এসো। আমাকে উদ্ধার করো। আমি মৃত মানুষ নই।"

"সে কী! আপনি মৃত নন?"

"না। আমি ভাল করে কথাও বলতে পারছি না বাবা। আজ তিনদিন আমি এই অবস্থায় এখানে আছি।"

বাবলু তবুও ভয়ে ভয়ে বলল, "সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ। তোমাদের ভেতর থেকে কে যেন বলল আর দরকার নেই গব্বর সিং-এর মোকাবিলা করবার। আমিও এখানে এসেছিলাম ওই গব্বর সিং-এর মোকাবিলা করতে। এসে বিপদে পড়ে গেছি। আমি এখানকার এস পি।"

"তাই নাকি? একটা মোটরবাইক এই জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমরা, সেটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ। লাল রঙের বাইক। নম্বর..."

বাবলুরা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

"আমাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করো তোমরা। না হলে হয়তো আর-একটু পরেই এসে পড়বে ওরা। এই কলাবাগানের একদিকে আমার স্ত্রী এবং একদিকে আমার পুত্রকে হত্যা করে ওরা পুঁতে রেখেছে। আর আমার হাত-পা বেঁধে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে শুধু মুখটাকে বের করে রেখেছে। বলেছে আমার মৃত স্ত্রী-পুত্রের কবর পাহারা দিতে। হাঁড়িটার তলা দিয়ে একটু হাওয়া ঢুকছিল তাই কোনওরকমে শ্বাস নিচ্ছিলাম। আজ তৃতীয় রাত। কাল আর পরশু ওরা আমাকে একটা করে কলা খাইয়ে গেছে। আজ এখনও আসেনি। অনাহারে এবং অত্যাচারে আমি বড়ই দুর্বল।"

আর কিছুই বলতে হল না। ওরা সবাই মিলে ছুটে গিয়ে লোহার রড, ছোরা ইত্যাদি দিয়ে মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলল এস পি সাহেবকে। তারপর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে কোনওরকমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল কোয়েল নদীতে। সেইখানেই তাঁকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করানো হল। তারপর বাবলু নিজে গিয়ে কয়েকটি কলা, পেয়ারা নিয়ে এসে খেতে দিল এস পি সাহেবকে।

এস পি বললেন, "আমি বড়ই দুর্বল। একদম চলতে পারছি না।"

বাবলু বলল, "কোনও ভয় নেই আপনার। আসুন না আপনি আমাদের সঙ্গে। আপনাকে আমরা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব যে, ওরা টেরও পাবে না।" এই বলে এস পি সাহেবকে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে ফিরে এল ওরা। তারপর তাড়াতাড়ি মাটির হাঁড়িটায় জল ভরে এনে ভাতেভাত ফোটাতে বসল। মিনিট পনেরোর ব্যাপার। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর যা হোক দুটো খাওয়া হল সকলের। আগে খেতে দিল এস পি সাহেবকে। তারপর ওরাও খেল।

ততক্ষণে পঞ্চুও এসে হাজির হয়েছে। পঞ্চু এক দারুণ উত্তেজনায় ছটফট করছে তখন।

বাবলু বলল, "কাজ হাসিল করতে পেরেছিস তো পঞ্চু?"

পঞ্চু কুঁই কুঁই করে লেজ নেড়ে বাবলুর চারদিকে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। তার মানে সে পেরেছে।

বাবলু বলল, "আজ এই দুর্বৃত্ত গব্বরের মোকাবিলা হবে। যদি বেকায়দায় পড়ি পারবি তো আমাদের রক্ষা করতে?"

পঞ্চু সোজা দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল।

এস পি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার, এ তো দেখছি অবিকল মানুষের মতো ব্যবহার করছে।"

বাবলু বলল, "ও কুকুর হলে কী হবে, আসলে সবকিছুই ওর মানুষের মতো। ওকে পাঠিয়েছিলাম গব্বরের ঘাঁটিটা চিনে আসতে। ও সবকিছু দেখেশুনে এসেছে, সেই কথাটাই আকারে ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছিল আমাকে।"

"সত্যি সত্যিই চিনে এসেছে ও? গব্বরের ঘাঁটির সন্ধান নিতে গিয়েই বিপদে পড়েছিলাম আমি। এদের দলের একজন লোককে ধরে লকআপে যখন মারধোর করছিলাম সেই সময় মারা যায় লোকটা। খুব বেশি মারিনি। কথা আদায়ের জন্য যেটুকু দরকাব সেইটুকুই মেরেছিলাম। এমন সময় আচমকা লোকটার স্ট্রোক হয়ে যায়। মেডিকেল রিপোর্টে স্ট্রোক ধরা পড়ে। কিন্তু আমি ওর লোককে ধরেছিলাম বলে গব্বর আমার স্ত্রী-পুত্রকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর চিঠি দিয়ে আমাকে জানায় আমি ওর শাগরেদকে ছেড়ে দিলেই ও আমার স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু লকআপে ওর লোকের মৃত্যু ঘটায় আর তো সে-সম্ভাবনা রইল না, তাই ধৃত লোকটির সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি থেকে যতটা সম্ভব অনুমান কবে এই জঙ্গলে এসেছিলাম। কিন্তু একা এসেই ভুল করেছিলাম আমি। গব্বরের লোকেরা সহজেই আমাকে পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে ধবে ফেলে। তারপর তাবা হাত-পা বেঁধে আমাকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে আমার চোখের সামনেই আমার স্ত্রী-পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর পরের ঘটনা তো তোমরা জানো।"

বাবলু বলল, "এস পি সাহেব, আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। কুখ্যাত দস্যুকেও চোখে সবষে ফুল দেখিয়েছি। আমাদের কাছে গব্বর সিং কিছুই নয়।"

"পারবে? পারবে তোমবা এর প্রতিশোধ নিতে? আমি বড দুর্বল। তবুও স্নান করে এবং তোমাদেব দেওযা দুটি ভাত খেয়ে একটু জোর পেয়েছি। তোমার ওই পিস্তলটা আমাকে দেবে বাবা?"

বাবলু বলল, "না। এ আমি কাউকে দেবে না। আর শুনুন আমাদের নামগুলো আপনি জেনে নিন। আমাব নাম বাবলু, এর নাম বিলু, ওই ভোম্বল আর ওরা হল বাচ্চু-বিচ্চু। আর এই যে দেখেছেন কুকুবটা, এর নাম..."

"পঞ্চু।"

"কী করে জানলেন?"

"কেন, একটু আগেই তো তুমি ওর নাম ধরে ডাকলে!" এস পি সাহেব আবার বললেন, "কিন্তু বাবা, তোমরা এইটুকু-টুকু ছেলেমেযেবা ওই গুন্ডা-বদমাশগুলোর মোকাবিলা করবে, আমি একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার হয়ে চেয়ে চেয়ে তাই দেখব তা কী করে হয়?"

"না, না। তা কেন? অস্ত্র আপনিও পাবেন। এই নিন গব্বর সিং-এর রিভলভার। এটা অটোম্যাটিক। মোট ছ'টা গুলি ভরা আছে এতে। যদি দেখেন আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে একমাত্র তখনই এটা ব্যবহার করবেন।"

এমন সময় বহু দূরে মশালেব আলো দেখা গেল। তার মানে ওরা আসছে।

॥ ৪ ॥

বাবলুর নির্দেশ মতো এস পি সাহেব বহু কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বড় একটি পাথরের খাঁজে আশ্রয় নিলেন।

বাবলু বলল, "আপনি এইখান থেকেই বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে রিভলভার তাগ করে থাকবেন। ওরা কেউ ছাদে উঠলে অনায়াসে গুলি করতে পারবেন এখান থেকে। কিন্তু সাবধান। সামনে আসবেন না একদম। কেন না আপনার এখন ছুটে পালাবার শক্তি নেই। আপনি তৈরি থাকুন। আমরা ভেতরে যাচ্ছি।" এই বলে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্চুকে নিয়ে দ্রুত সেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল বাবলু।

এবার শুরু হল পরিকল্পনামতো কাজ।

প্রথমেই জঙ্গলের দিকের জানলায় একটা মোমবাতি জ্বেলে ওদের এখানকার অবস্থিতি জানিয়ে দেওয়া হল। তারপর ঘরের মাঝখানে জিনিসপত্তরগুলো রেখে তাইতে এমনভাবে চাদর চাপা দিল যাতে ওরা এসে মনে করে যে বাবলুরাই শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

এবার ভোম্বলের খেল। সে ওই ঘরের বাঙ্কের ওপর উঠে বসে মালার মতো একটা দড়ির ফাঁস নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পাশে রাখল ছিনতাই-করা সেই লোহার রডখানা।

আর-একটি ঘরের ভাঙা দরজার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে রইল বিলু। ওর হাতে চেন। ওরা কেউ ভেতরে ঢুকলেই এই দিয়ে বেদম পেটাবে।

বাবলু বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নিয়ে বড়বড় থামের আড়ালে পিস্তল উদ্যত করে এমনভাবে লুকিয়ে রইল যাতে ও সবদিকে নজর রাখতে পারে।

আর পঞ্চু? সে ছাদে ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে দরজার পাশ ঘেঁষে লুকিয়ে রইল এমনভাবে যাতে কেউ ছাদে উঠে পড়লে প্রচণ্ড চিৎকার করে তাকে এমন তাড়া লাগাবে যে ছাদ থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে বাছাধন।

মাত্র দু'-তিন মিনিটের ব্যাপার।

নাটক শুরু হল।

একটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে গব্বর সিং তিনজন সঙ্গী সহ এসে হাজির হল সেখানে। বাবলু আড়াল থেকে দেখে বুঝল ওদের নিষ্ঠুর চোখে খুনের ছায়া। একবার তার বুকটা কেঁপে উঠল। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ। শয়তানগুলোর কারও হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র নেই। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত ছোরা।

গব্বর সিং একবার আলোটা উঁচু করে দরজার কাছ থেকেই ভেতরটা দেখে নিল। তারপর আলোটা একজনের হাতে দিয়ে চুপিচুপি পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল। বাকি দু'জন দরজার আড়াল থেকেই উঁকি মেরে ঠান্ডা মাথায় খুন দেখার জন্য কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু এ কী! গব্বর ভেতরে ঢুকে একটানে চাদরটা সরাতেই একটা কোলা ব্যাঙ থপ করে লাফিয়ে পড়ল ওর গায়ে।

যেই না পড়া গব্বর অমনই লাফিয়ে উঠল তড়াং করে। আর সেই মুহূর্তে ভোম্বলের নাইলনের দড়ির ফাঁস মালার মতন আটকে গেল গব্বরের গলায়। ভোম্বল সেটাকে গলায় লটকে দিয়েই গায়ের জোরে টেনে ধরল। গব্বর সিং আঁ-আঁ-আঁক শব্দ করে দু'হাতে সেই দড়িটা ধরে প্রাণপণে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই ভোম্বল টাল সামলাতে না পেরে বাঙ্কের ওপর থেকে ধড়াস করে গব্বরের ঘাড়ের ওপর পড়ে গেল। গব্বরের তখন এমনিতেই শোচনীয় অবস্থা। দম আটকে চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে প্রায়। তার পক্ষে ভোম্বলকে আক্রমণ করা মোটেই সম্ভব হল না। আর ভোম্বল সেই সুযোগকে হাতছাড়া না করে গব্বরের মুখের ওপর টেনে মারল এক লাথি।

অন্য লোক দু'জন লিডারের ওই অবস্থা দেখে ভোম্বলের ওপর যেই না লাফিয়ে পড়তে যাবে ভোম্বল অমনই ভাঙা জানলা গলে লাফিয়ে পড়ল পাশের ঘরে। অর্থাৎ যে ঘরে বিলু ছিল। লাফাবার সময় জানলার মাথার দেওয়ালটা খুব জোরে ঠুকে গেল ওর মাথায়। তবুও পাছে বিলু বুঝতে না পেরে চেন ঘুরিয়ে দেয় সেই ভয়ে দেওয়ালের এক কোণ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল ও। ততক্ষণ ওই লোকদুটোও ছুটে এসে ওই ঘরে ঢুকেছে। যেই ঢোকা বিলু অমনই বনবন করে চেনটাকে ঘোরাতে লাগল। কী মার! কী মার! ওরা তো তখন মারের চোটে 'বাবা রে মা রে' বলে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যে-লোকটার হাতে মশাল ছিল সে তখন সঙ্গীদের ওই অবস্থা দেখে আর থাকতে না পেরে মশালটা একপাশে রেখে দিয়ে আক্রমণ করতে গেল বিলুকে। এটাই কাল হল। বাচ্চু সেই সুযোগে মশালটা তুলে নিয়ে পেছনদিক থেকে লোকটার জামাকাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল। টেরিলিন আর টেরিকটের জামাপ্যান্ট ধরে গেল সহজেই। লোকটি দিশেহারা হয়ে ভয়ানক চিৎকার করে যত ছোটাছুটি করতে লাগল, আগুন তত জ্বলতে লাগল দাউদাউ করে। লোকটি তবুও পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পালাবে কোথায়? বাড়ির বাইরে যাওয়ার পথ আগলে তো পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। অগত্যা নিরুপায় হয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে আধপোড়া অবস্থায় মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ল বেচারি।

বিলুর হাতে মার খাওয়া লোকদুটিও তখন বেকায়দায় পড়েছে। রক্তাক্ত কলেবরে সেই অন্ধকারে কোথায় যে যাবে তারা, ঠিক করতে পারল না। বাধ্য হয়েই তারা তখন সিঁড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু যেই না তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে অমনই পঞ্চু সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল যে, লোকদুটো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছুটে পালাতে গিয়েই ভাঙা ছাদ থেকে নীচের পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই

যে পড়ল, আর উঠে দাঁড়াতে হল না। অসহায় গব্বরও তখন এই মৃত্যুপুরীতে একা। তাকে রক্ষা করবার মতো কেউ নেই সেখানে।

দৃশ্যটা তখন এইরকম—

গব্বর সিং মেঝেয় পড়ে আছে। তার বুকের ওপর ক্রোধান্ধ পঞ্চু বসে আছে থাবা গেড়ে। বাচ্চু মশালের আগুনটা নিয়ে একবার করে তার মুখে ঠেকাচ্ছে আর বলছে, "অনেক মার খেয়েছিস, এবার একটু মুখ শুদ্ধি কর।" বিলু ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে চেন ঘোরাচ্ছে। বাবলু পিস্তলটা মাঝে মাঝে ওর কপালে ঠেকিয়ে বলছে, "কীগো! দেব নাকি ডিস্যুম করে?" ভোম্বল বলছে, "লোহার রডটা দিয়ে ওর মাথাটা একটু ফাটিয়ে দিলে কেমন হয়!" বিচ্ছু বলছে, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এই ছুরিটা দিয়ে ওকে কেটে এখনই কিমা করে ফেলি।" আর গব্বর? তার তখন জাঁতাকলে ইঁদুর পড়লে যেমন হয় ঠিক সেইরকম অবস্থা।

বাবলু এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেঁকে ডাকল, "এস পি সাহেব! আপনি এবার চলে আসতে পারেন। আপনার স্ত্রী-পুত্রের হত্যাকারী এখন আমাদের হেফাজতে। দুর্দান্ত গব্বর সিংকে আমরা জ্যান্ত ধরেছি।"

ভোম্বল তখন হঠাৎ কী মনে করে সেই দড়ির ফাঁসটা কুড়িয়ে এনে বলল, "তবে ফাঁসি কা ফান্দাটা কিন্তু আমিই পরিয়ে দেব গব্বরভাইয়ের গলায়।" বলে ফাঁসটা ওর গলায় লটকে টেনে ধরে রইল।

এস পি সাহেব ততক্ষণে এসে পড়লেন।

তাঁকে দেখেই আর্তনাদ করে উঠল গব্বর, "নেহি, নেহি। ইয়ে নেহি হো সকতা। হাম তো মিট্টিমে গাড়া দিয়া উনকো।"

এস পি সাহেব রিভলভারটা গব্বরের দিকে তাগ করে বললেন, "ছোট্টুলাল, তুমি স্বপ্নেও ভাবনি ধর্মের কল এইভাবে বাতাসে নড়বে, তাই না? রাতারাতি নাম পালটে গব্বর সিং হতে চেয়েছিলে। কিন্তু তখন কি জানতে না গব্বর সিংদের পরিণামটা শেষ দৃশ্যে কীরকমটা হয়? এবার তুমি মৃত্যুর জন্য তৈবি হও ছোট্টুলাল।" বলে রিভলভারটা তাগ করে রইলেন তার বুকের দিকে। তারপর ট্রিগার না টিপে সামান্য একটু হেসে বললেন, "না, এমন শান্তির মৃত্যু তোমার জন্য নয়। ছোট্টুলাল তোমাকে আমি খেলিয়ে-খেলিয়ে মারব। ঠিক যেমনভাবে আমার চোখের সামনে তুমি লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিলে আমার বউ আর ছেলেকে।"

গব্বর সিং চিৎকার করে উঠল, "নেহি! মুঝে ছোড় দো এস পি সাহাব। ম্যায় বচন দেতা হুঁ জিন্দেগিমে অ্যায়সা কাম কভি নেহি করুঙ্গা।"

এস পি সাহেব বললেন, "বেশ। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু একটিমাত্র শর্তে। আগে তুমি আমার বউ আর ছেলের জীবন ফিরিয়ে দাও।"

"এ ক্যায়সে হো শকতা?"

"তা হলে তুই মৃত্যুর জন্য তৈরি হ।" বলে রিভলভারটা একপাশে রেখে দিলেন।

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে লোহার রডটা তুলে দিল এস পি সাহেবের হাতে।

এস পি সাহেব জ্ঞানহাবা হয়ে বেদম পেটাতে লাগলেন গব্বর ওরফে ছোট্টুলালকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড দাপাদাপি এবং লাফালাফি করে স্থির হয়ে গেল গব্বর।

এস পি সাহেব বললেন, "আমার বাইকটা কোথায়?"

বাবলু বলল, "আমরা সরিয়ে রেখেছি একপাশে।"

"ওটা আমাকে দাও। আমি এখনই একবার রাউরকেলা থেকে ঘুরে আসছি। যতক্ষণ না আসি তোমরা বসে বসে পাহারা দাও এদের। এরা একেবারে মরেনি কিন্তু।"

"আপনি যেতে পারবেন স্যার?"

"না পারলেও যেতে আমাকে হবেই।"

এস পি সাহেব তাঁর মোটরবাইক নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পুলিশ নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। তারপর সকলে মিলে পঞ্চুকে অনুসরণ করে একটি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গুহামুখে একটি কাঠের দরজা তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। একটি লতানে ঝোপ সেটিকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছিল যে, বাইরে থেকে সহসা কেউ বুঝতে পারত না এখানে কী আছে! ওরা গিয়ে সেটাকে টেনে ছিঁড়ে দরজা ভেঙে ফেলল। তার ভেতর ছিনতাই বা ডাকাতি করা অল্প কিছু সোনার গয়না। নগদ প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে এবং বড় বড় মেয়েও দু'-চারজন ছিল। তাদের মধ্যে কমলা নামে সেই সাঁওতালি মেয়েটাকেও পাওয়া গেল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কৃপায় মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সকলে।

এস পি সাহেব পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "শাবাশ পঞ্চু।"

পঞ্চু আনন্দে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

সকালের সোনার রোদে ভুবন তখন ভরে গেছে। কীভাবে যেন খবর পেয়ে জরাইকেলা ও মনোহরপুর থেকে দলে দলে লোক এসে চারদিকে ভিড় করে ফেলেছে তখন।

আর ঠিক তখনই দেখা হয়ে গেল এমন একজনের সঙ্গে, যিনি সুকুমার বসুকে চেনেন। বললেন, "ওঁর এখানকার নাম হচ্ছে ফোটুবাবু। উনি সম্প্রতি বদলি হয়ে সিকেপিতে চলে গেছেন। ওঁর কোয়ার্টার নম্বর...।"

বিলু বলল, "থাক। এ-যাত্রায় আর নয়! পরে আমরা আবার আসব এবং চিঠি দিয়ে জানিয়েই আসব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সেখানে না থেকে ডাউন ট্রেনে সবাই ফিরে এল।

॥ ৫ ॥

মনোহরপুর বেড়ানো অসম্পূর্ণ হলেও পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মনে দুঃখ নেই। তার কারণ তাদের অভিযান সার্থক হয়েছে। তাই এক রবিবার সকালে মর্নিংওয়াক থেকে ঘুরে আসার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা মনের আনন্দে মিত্তিরদের বাগানে গাছপালাগুলোর তদারকি করতে লাগল। বাগানের চারদিকে অনেক গাছ থাকা সত্ত্বেও নতুন-নতুন গাছ লাগানো এখন ওদের একটা নেশা হয়েছে দাঁড়িয়েছে। আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সোনাঝুরি, আরও কত গাছ লাগাল ওরা।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল সবাই আছে এই বৃক্ষরোপণ-পর্বে।

আর আছে শ্রীমান পঞ্চু।

যে যার কাজ সে তা ঠিকই করে যাচ্ছে।

বাবলু বিলু গাছ লাগাচ্ছে। গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চু-বিচ্ছু জল ঢালছে। আর ভোম্বল আগাছার জঙ্গল সাফ করে এক জায়গায় জড়ো করছে।

পঞ্চু আছে ওর নিজের ধান্দায়। বেড়াল দেখলে তাড়া করছে। পাখি দেখলে ছুটে ধরতে যাচ্ছে। কখনও ধুলোয় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আবার কখনও-বা গা-ঝেড়ে উঠে ডন দিচ্ছে।

বিলু কাজ করতে করতেই বলল, "এক একসময় আমার কী মনে হয় জানিস?"

বাবলু বলল, "বলে ফ্যাল।"

"মনে হয়, আমাদের এই বাগানটাকে সেলফিশ জায়েন্টের বাগানের মতো না রেখে বেশ বড়সড় একটা পার্কের মতো করে ফেলি। যেমন একটা স্লিপার থাকবে, দোলা থাকবে, বল খেলার জায়গা থাকবে। আমরা থাকব আর বাইরের ছেলেমেয়েরাও এসে খেলাধুলো করবে, ঘুরবে, বেড়াবে।"

বাবলু বলল, "এরকম হলে মন্দ হয় না! তবে এর কুফলটা কী জানিস? হঠাৎ একদিন আমাদের দখলের বাইরে চলে যাবে বাগানটা।"

"কী রকম!"

"এই যেমন ধর, আমাদের গোপন পরামর্শের জন্য আর কোনও নিভৃত অংশ থাকবে না। ছেলেমেয়েরা এসে উপদ্রব করবে। গাছপালা নষ্ট করবে। তারপর একটা ক্লাব গজিয়ে উঠলেই বাগানটা হয়ে যাবে বারোয়ারির।"

বাচ্চু বলল, "না বাবা, এর চেয়ে এই আমরা বেশ আছি। এই বাগানে এসে ঢুকলে আমার তো সবসময়ই মনে হয় আমরা যেন ভিন দেশের কোনও জঙ্গলে পৌঁছে গেছি। এমন সৌন্দর্য আর কোথায় আছে?"

বাবলু বলল, "তা যা বলেছিস! চারদিকে যখন বন কেটে বসত হচ্ছে, নির্মম কুঠারের আঘাতে অরণ্য নির্মূল হচ্ছে, পাহাড়-পর্বত বৃক্ষবিরল হয়ে হাড়-পাঁজরা বের করে হা হা করছে, আমরা তখন আমাদের এই বাগানে বৃক্ষরোপণ করে প্রকৃতিকে তার বনসম্পদ ফিরিয়ে দিতে চাইছি। এই পরিবেশে কখনও আর কাউকে ঢুকতে দেয়?"

ভোম্বল বেশ কিছু আগাছা একটি কলাগাছের ফেঁসো দিয়ে বেঁধে মাথায় নিয়ে একটু দূরে ফেলতে যাচ্ছিল। বলল, "আমরা যে শুধু অরণ্যই রোপণ করব তা নয়, আমি তো ভাবছি এখানে একটা পাহাড়ও তৈরি করব।"

সবাই একজোটে হেসে উঠল, "পাহাড়! বলিস কী রে!"

"হ্যাঁ, পাহাড়। মাঝেমধ্যে লরি-হিসেবে মাটি কিনে জড়ো করতে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে এখানে

একটা মাটির ঢিবি টিলার আকার নেবেই। মনোহরপুরের সেই টিলার মতো হয়ে উঠবে। আমরা তাতেও ভাল ভাল গাছ লাগাব। সেই পাহাড়ে ওঠবার পথ বাঁধিয়ে দেব।"

বাবলু দারুণ উৎসাহিত। বলল, "ভোম্বল, তুই মন্দ বলিসনি তো রে। চমৎকার একটা প্ল্যান মাথা খাটিয়ে বের করেছিস। আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম তোর পরিকল্পনা। পাতাল রেল তৈরি হওয়ার সময় কলকাতার ময়দানে কীরকম মাটির পাহাড় গড়ে উঠেছিল মনে আছে? কত গাছপালা গজিয়েছিল। কলকাতার বুকে এমন সব মাটির পাহাড় দেখে আমি তো ভেবেছিলাম সরকার বুঝি পরে ওইগুলোই সংরক্ষণ করে আমাদের পর্বতারোহণের আশা পূর্ণ করবে। তার জায়গায় সব গাছপালা কেটেকুটে সেই মাটি যে কোথায় পাচার করে দিল তা কে জানে?"

বিচ্ছু বলল, "ভোম্বলদার পরিকল্পনাটা সত্যিই অভিনব। আমাদের এই বাগানেও ওই ধরনের একটা পাহাড় তৈরি করলে কিন্তু মন্দ হবে না।"

বিলু বলল, "তা হলে শুভস্য শীঘ্রম।"

বাবলু বলল, "বাগানের পেছনদিকে একটুখানি জায়গা নির্বাচন করে আজ থেকেই তা হলে শুরু হয়ে যাক আমাদের কাজ।"

বিলু বলল, "অত মাটি এখন কোথায় পাব?"

"আপাতত এই বাগানের চারদিক থেকে এবড়োখেবড়ো মাটির চাঙড়গুলো কুড়িয়ে এনে ওইখানে জড়ো করা হোক।"

বাচ্চু বলল, "শুধু তাই নয়, এখন থেকে সময় পেলেই আমরা কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার হাতগাড়িগুলোতে করে এলাকার যত আবর্জনাও নিয়ে এসে ওইখানে ঢালতে পারি। এতে হবে কী, আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে, পাড়ার রাস্তাঘাটগুলোও পরিষ্কার থাকবে।"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর ভোম্বল...।"

"হিপ হিপ হুররে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ছুটে এসে বলল, "ভৌ ভৌ।"

"আয় আমাদের সঙ্গে।"

পঞ্চু তো ডাক পেয়ে খুশি হয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে কুঁই কুঁই করতে করতে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে চলল।

ওরা সবাই তখন পাহাড় গড়ার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য এই বারো বিঘে বাগানের আগাছায় ভরা জঙ্গলের গভীরে ঢুকতে লাগল। পাহাড় বলে কথা! যেখানে সেখানে তো করা যায় না। তাই বাগানের শেষ প্রান্তে একটি স্থান নির্বাচন করল ওরা। জায়গাটা এমনই যে, এখানে পাহাড়ের মতন ঢিবি গজিয়ে উঠলে কোনও অসুবিধেই হবে না।

বাবলু বলল, "পাহাড় তৈরির এইটাই উপযুক্ত স্থান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এখানে তো লরি ঢুকবে না। এখানে লরি ঢোকাতে গেলে অনেক ভাল ভাল গাছ কেটে ফেলতে হয়!"

বিচ্ছু বলল, "ওরে বাবা! গাছ কিছুতেই কাটা চলবে না।"

বাচ্চু বলল, "প্রয়োজনে গাছ কেটে গাছ আবার লাগানো যেতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "তা পারে। কিন্তু একটা-আধটা গাছ তো নয়, অনেকগুলো গাছ কাটা পড়ে যাবে যে!"

ভোম্বল বলল, "লরি একদম ভেতরে ঢোকাবার দরকার নেই। আমরা তো আমাদের জেদ বজায় রাখতে একেবারেই হাজার লরি মাটি কিনছি না, দু'-এক লরি করে কিনব। অতএব লরি যে পর্যন্ত আসে আসুক, বাকিটা আমরা হাতগাড়ি করে ঝোড়ায় করে নিয়ে গিয়ে ঢালব। লরি ঢোকাবার জন্য জঙ্গল কাটব না।"

বাচ্চু-বিচ্ছুও বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল। আর ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় সেইদিকেও নজর রাখব আমরা। মাঝেমধ্যে এক-আধ লরি করে মাটি পড়লে কেউ বুঝতেও পারবে না এর ভেতরে কী হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে এই কথাই রইল। পাহাড় এখানেই গড়ে উঠবে। এখন সবাই ঘরে যাই চল। স্নান খাওয়া করে দুপুরের দিকে আবার আসব। কাজ শুরু হবে তখনই। আসবার সময় যে যার বাড়ি থেকে পারলে একটা করে ঝোড়া নিয়ে আসবি।"

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "হুর র র রে।"

পঞ্চু চেঁচাল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

দুপুরে স্নান-খাওয়াব পর ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে মিত্তিরদের বাগানে চলল। একটা নতুন কাজের পরিকল্পনা করতে পেরে ওরা সবাই খুশি। ময়দানে পাতালরেলের পাহাড়ের মতো একটা মাটির পাহাড় এখানে ওরা গড়বেই। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, অথচ ভেতরে ভেতরে সবার অলক্ষ্যে একটা টিলা গড়ে উঠবে ধীরে ধীরে।

বাবলুরা পূর্ণ উদ্যমে চলেছে তাই।

পঞ্চু চলেছে সবার আগে।

ওদের হাতে ঝোড়া, কোদাল, বালতি-দড়ি। এ ছাড়াও বাবলুর হাতে একটি লম্বা বোতল।

বাগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ওরা খুব উত্তেজনার সঙ্গে খুঁটি গেড়ে দড়ি মেপে শুরু করল মনের মতো জায়গা নির্বাচন।

জায়গাটা ঠিক হলে বাবলু তার কেন্দ্রস্থলে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে ওর সঙ্গে আনা বোতলটা সেইখানে পুঁতে দিল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু অবাক হয়ে বলল, "ওতে কী?"

বাবলু হেসে বলল, "এই বোতলের মধ্যে একটা টাইপ করা কাগজে আজকের তারিখ সহ আমাদের এই পাহাড় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং আমাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। যদি কখনও আমাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয় এবং তখন যদি আমরা না থাকি তা হলে ওই কাগজের পরিচিতিই সকলকে আমাদের কথা মনে পড়িয়ে দেবে।"

ব্যস, শুরু কাজ। সবাই ঝোড়া হাতে মেতে উঠল মাটি সংগ্রহের কাজে। বিশাল বাগানের মধ্যে এবড়োখেবড়ো মাটির চাঙড়, ভাঙা ইট যেখানে যত ছিল সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করতে লাগল পাহাড় তৈরির কেন্দ্রস্থলে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকটা অংশ স্তূপাকার হয়ে গেল।

কাজ করতে করতেই একসময় বাবলু বলল, "একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে!"

"কী রকম!"

"আমাদের চার চাকার সেই গাড়িটা সঙ্গে নিয়ে এলে হত। তা হলে ওই ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপের রাবিশগুলোও জড়ো করতে পারতাম অনায়াসে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস তুই। ওটার কথা তো মনেই ছিল না। তবে চার চাকার সেই গাড়িটা তো ভোম্বলদের কয়লাঘরে আছে। ওকেই পাঠিয়ে দে তা হলে।"

"ভোম্বলটা গেল কোথায়?"

"এই তো ছিল। মনে হয় জঙ্গলের ভেতরে ঢুকেছে। ওখানে অনেক মাটির চাঙড় রয়েছে, তাই বয়ে আনতে গেছে।"

"অত ভেতরে ঢোকবার দরকার কী ছিল?" বলেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে খুব জোরে হাঁক দিল বাবলু, "ভোম্বল! ভোম্বল!"

ভোম্বলের প্রত্যুত্তর শোনা গেল না।

বিলু ডাকল এবার, "ভোম্বল একবার এদিকে আয়!"

বিলুর সেই ডাকও ভোম্বল শুনতে পেল না বোধ হয়। তাই কোনও সাড়া দিল না।

বাবলু আবার ডাকল, "ভোম্বল! তাড়াতাড়ি আয়।"

ভোম্বলের তবুও কোনও সাড়া নেই।

এবার বাবলু, বিলু দু'জনেই মুখের দু'পাশে হাত রেখে খুব জোরে ডাকল, "ভো-ম্ব-ল—।"

তবুও সাড়া নেই।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? কিছু হয়ে গেল না তো ওর? সাড়া দিচ্ছে না কেন?"

বিচ্ছু বলল, "অত ভেতরে কেউ ঢোকে?"

বাচ্চু বলল, "তাই না তাই। সাপটাপ কত কী থাকতে পারে!"

বাবলু এবার পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু দূরে কোথায় ঘুরঘুর করছিল কে জানে, বাবলুর ডাক পেয়েই ছুটে এল।

বাবলু বলল, "দেখ তো, ভোম্বলটা এর ভেতরে কী করছে?"

ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই পঞ্চু ছুটে ঢুকে গেল জঙ্গলের ভেতবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ভৌ ভৌ করে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল ও। তারপর এমন লাফালাফি করতে লাগল যে, বাবলু বুঝে নিল এই জঙ্গলের গভীরে

কোথাও কোনও দারুণ অঘটন ঘটে গেছে।

ওরা তখন দলবদ্ধ হয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।

এক জায়গায় এসে 'আঁউ-আঁউ' করে লাফাতে লাগল পঞ্চু।

বাবলুরা দেখল একটি বটগাছের ডালে ফুলপ্যান্ট আর টাওয়েল গেঞ্জি পরা একজন লোক ঝুলছে। লোকটির গলায় যদিও ফাঁস লাগানো, তবু তার চোখ-মুখে কোনও বিকৃতি নেই। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে খুন করার পর কেউ তাকে ওইখানে ঝুলিয়ে রেখেছে।

বিলু বলল, "লোকটাকে নামিয়ে আনব বাবলু, যদি বেঁচে থাকে?"

"বেঁচে থাকলে নামানো যেত। কিন্তু তা তো নয়, লোকটি মৃত। এখন এ-কাজ পুলিশের। কিন্তু ভোম্বল কোথায়? কোথায় গেল সে?"

বাবলুরা অনেক ডাকল। অনেক খুঁজল। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না ওর দিক থেকে। পঞ্চুও ব্যর্থ হল।

তবু ওরা হাল ছাড়ল না।

জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটা সুউচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

এরই মাঝে হঠাৎ এক জায়গায় ভোম্বলের একপাটি চটি কুড়িয়ে পেল বাবলু।

বিলু বলল, "ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "ঠিক তাই। আমার ধারণা, ভোম্বল নিশ্চয়ই কোনও দুষ্কৃতীর কবলে পড়েছে।"

"তা হলে?"

"এখন আর আমাদের এখানে থাকবার দরকার নেই। আগে গিয়ে এই লাশটার ব্যাপারে থানায় খবর দিই। ভোম্বলের খোঁজ তারপর।"

ওরা আর একটুও অপেক্ষা না করে দ্রুত বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে।

জঙ্গলের বাইরে এসে বাবলু চাপাগলায় বলল, "শোন, আমরা এখনই এই জায়গা ছেড়ে যাব না। তার কারণ, আমার মন বলছে দুষ্কৃতীরা এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। আমাদের জন্য আসতে পারছে না। আমরা চলে গেলেই পালাবার চেষ্টা করবে। ভোম্বলকে ওইখানেই কোথাও আটকে রেখেছে ওরা। হয়তো ওই অপকর্মের সময় ভোম্বল ওদের দেখে ফেলেছে তাই এ-কাজ করেছে। না হলে ভোম্বলটা এরই মধ্যে যাবে কোথায় বল তো?"

বিলু বলল, "ওকে নিয়ে কেটে পড়েনি তো ওরা?"

"অসম্ভব! এই অল্প সময়ের মধ্যে কী করে নিয়ে যাবে? তা ছাড়া যাওয়ার পথ তো একটাই। পাঁচিলের ভাঙা অংশটা আমরা সারিয়েছি। তাই ওকে নিয়ে গেলে এইদিক দিয়েই নিয়ে যেতে হবে। আর এ-পথের প্রধান বাধা হচ্ছি আমরা।

"তুই ঠিকই বলেছিস। ওরা এখানেই আছে। তুই চট করে তোর পিস্তলটা নিয়ে আয়। আমরা ততক্ষণ পাহারা দিই এখানে।"

বাবলু বলল, "না রে বিলু, এখন আমার কোথাও যাওয়া চলবে না। এই সময় কখনও দলছুট হয়? আমরা বরং পঞ্চুকে নিয়ে আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে থাকি। আমার মন বলছে, একটু পরেই আমরা চলে গেছি মনে করে পালাবার চেষ্টা করবে ওরা।"

বিলু বলল, "আমি ভেবে পাচ্ছি না, আমরা তো আজ সকাল থেকেই ছিলাম এখানে। ওরা কখন এল? আমার মনে হয় এসব কাল রাতের ব্যাপার। আজ ভোম্বল হয়তো ওই লাশ দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে কোথাও পড়ে আছে।"

"তা হলে পঞ্চু ওকে খুঁজে পেত। ওর একপাটি চটি পড়ে থাকত না।"

কথা বলতে বলতেই ওরা সেই পোড়ো ভাঙাবাড়ির আড়ালে লুকিয়ে রইল। কী প্রচণ্ড মশার কামড়। গা-হাত-পা জ্বালিয়ে দিতে লাগল যেন। তবু সেই কষ্ট সহ্য করেও অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও যখন কেউ এল না তখন বিলু বলল, "বাবলু, আর দেরি করা বোধ হয় আমাদের ঠিক হচ্ছে না। চলে যাই চল।"

"আর একটু থাকি। ভোম্বলের জন্য আমার চিন্তাও কি কম রে?"

বাচ্চু বলল, "ওকে ওরা মেরে ফেলেনি তো বাবলুদা?"

"তা হলেও তো ডেডবডিটা পড়ে থাকত।"

এমন সময় বিচ্ছু হঠাৎ বলে উঠল, "বাবলুদা! ওই দেখো, কারা আসছে!"

ওরা সবিস্ময়ে দেখল সেই আবছা অন্ধকারে দু'জন লোক হনহন করে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে অ্যাটাচি। দু'জনেই প্যান্ট-শার্ট পরা। বাবলুরা এমনভাবে ঘাপটি মেরে রইল যে, তারা বুঝতেও পারল না কেউ তাদের দিকে নজর রাখছে বলে।

লোক দু'জন কাছাকাছি আসতেই বাবলু পঞ্চুকে বলল, "অ্যাটাক।"

পঞ্চু তো নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায়। সে ভয়ংকর হাঁকডাক করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই একজন তার হাতের অ্যাটাচি দিয়ে পঞ্চুর মুখের ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। পঞ্চুর বোধ হয় লাগল খুব। তাই খানিকটা তফাতে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে।

ততক্ষণে বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটে গেছে।

ওরাও ছোটা শুরু করেছে তখন।

যে-লোকটার হাতে অ্যাটাচি ছিল পঞ্চু এবার ঘোর কাটিয়ে তার পায়ের ওপর লাফিয়ে পড়তেই টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটি। বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে কেড়ে নিল অ্যাটাচিটা।

লোকটি অসম্ভব শক্তির ধারক। পড়ে গিয়েও তাই উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আক্রমণ করল বিলুকে। কিন্তু ওরও নাম বিলু। সেও কৌশলে ডান হাতের কনুই দিয়ে লোকটার মোক্ষম জায়গায় এমন একটা আগাত হানল যে, তাতেই কুপোকাত বাছাধন।

পঞ্চুও তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার বুকে উঠে এমনভাবে টুঁটি কামড়ে ধরেছে যে, উঠে পালাবার আর শক্তি রইল না তার।

ততক্ষণে অপর লোকটি কেটে পড়েছে। কিন্তু ওর পালানোটা নজর এড়াল না বাবলুর। সে তখন বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছুর জিম্মায় এই লোকটিকে রেখে পঞ্চুকে নিয়ে ধাওয়া করল সেই লোকটির পেছনে।

কী দারুণ জোরে ছুটছে লোকটা!

বাবলু আর পঞ্চুও ছুটছে।

ধরা পড়বার ভয়ে পলায়মান লোকটি তখন এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা দিয়ে তার সাইকেল নিয়ে পালাল।

বাবলুও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও তাব পরিচিত একজনের সাইকেল নিয়ে ধাওয়া করল তাকে।

পঞ্চুও ছুটে চলল 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে।

অসম্ভব পাকা লোক। এত জোরে সাইকেল চালাচ্ছে যে, পঞ্চুও নাগাল পাচ্ছে না তার। তবে দূরত্ব বেশ কিছুটা থাকলেও নজরে আছে সে।

রাতের আলোছায়ায় ওরা নেতাজি সুভাষ রোড পার হয়ে নরসিংহ দত্ত রোড ধরে টিকিয়াপাড়ার দিকে এগিয়ে চলল। সন্ধে রাত। তবু নিঝুম চারদিক।

একসময় রেল বাঁধের কাছে এসে সাইকেল থেকে নেমেই রুখে দাঁড়াল লোকটি।

বাবলু আর পঞ্চুও তখন এসে পড়েছে।

লোকটির হাতে উদ্যত ছোরা। সে ছোরাটাকে বাগিয়ে ধরে বলল, "খবরদাব। আমার দিকে আর এক-পা এগোবার চেষ্টা করলেই একেবারে খতম করে দেব।"

কিন্তু এসবে ভয় পাওয়াব ছেলে বাবলু নয়, পঞ্চুও তো নয়ই।

পঞ্চু বিকট ডাক ছেড়ে ওর দিকে তেড়ে যেতেই লোকটি পঞ্চুকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল ছোরাটা। এসব খেলায় পঞ্চু দারুণ পোক্ত। তাই সে সার্কাসের কুকুরের মতন লাফিয়ে উঠে অদ্ভুত কায়দায় লুফে নিল ছোরাটাকে।

লোকটি তখন বেগতিক দেখে বাঁধের ওপর উঠে পড়েছে।

বাবলুও ঝোপঝাড় এড়িয়ে উঠেছে বাঁধে। পঞ্চুও উঠল। ছোরাটা মুখে নিয়েই ওপরে উঠে সেটা দিল বাবলুর হাতে।

লোকটি তখন লাইন ধরে ছুটছে আর মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখছে। উভয় যম তার পেছনে। বাবলু আর পঞ্চুও ছুটতে লাগল লাইন ধরে। কোনওরকমেই ওকে পালাতে দেওয়া নয়।

হঠাৎ একসময় একটি জোরালো আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর।

পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' চিৎকার করে সতর্ক করে দিল বাবলুকে।

বাবলু লাইনের ওপর থেকে নেমে এল।

আপ জগন্নাথ এক্সপ্রেস তখন ধীর শ্লথগতিতে এগিয়ে আসছে।

পলায়মান লোকটি এক আশ্চর্য কৌশলে সেই চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলে পড়ল।

বাবলু যেই না ছোরাটা উঁচিয়ে লোকটির দিকে তাক করতে যাবে অমনই পেছন থেকে ছুটে এসে কে যেন ওর হাতটাকে চেপে ধরল খপ করে। বাবলু ফিরে তাকিয়ে দেখল একজন বন্দুকধারী আর পি এফ। বাবলুকে ধমক দিয়ে সে বলল, "এই! এ ক্যা কর রহে তুম?"

বাবলু বলল, "আরে ছাড়ো, ছাড়ো সেপাইজি। এ কী করলে বলো তো? একটা খুনির পেছনে তাড়া করছিলাম। লোকটা পালিয়ে গেল যে!"

খুনের কথা শুনে সেপাইজি আঁতকে উঠল, "অ্যাঁ! খুন! খুন কাঁহা বা?"

"আমাদের বাড়ির কাছে। এই লোকটা একজনকে খুন করে পালাচ্ছিল।"

"জয় রামজি কী! পহলে কিঁউ নেহি বতায়া তুম?"

"বলবার সময় দিলে কোথায়? তার আগেই তো ধরে ফেললে আমাকে।"

চলে যাওয়া ট্রেনটির পেছনের বগি থেকে লাল আলোটা যেন ওদের বিদ্রূপ করতে লাগল তখন। বাবলু একটি সাইকেল সেপাইজির কাছে রেখে অন্যটিতে চেপে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত চলে এল।

বাবলু যখন ফিরে এল, ঘটনাস্থলে তখন অনেক লোকজন ও পুলিশ হইহই করছে।

পঞ্চুর কামড় খাওয়া লোকটি বিলু, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে পরাস্ত করে পালিয়েছে। কিন্তু অ্যাটাচিটা অনেক চেষ্টা করেও নিয়ে যেতে পারেনি। ওরাও অবশ্য পুলিশকে বলেনি ওটার কথা।

পুলিশের লোকেরা ততক্ষণে বাগানের ভেতরে ঢুকে সেই লাশটাকে নামিয়ে এনেছে। তবে অনেক রাত পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ভোম্বলকে উদ্ধার করতে পারল না। না পুলিশ, না পাণ্ডব গোয়েন্দারা। এমনকী পঞ্চুও ব্যর্থ হল এই খোঁজাখুঁজিতে।

প্রত্যেকের বাড়িতে দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এল। ভোম্বলের বাবা-মা কেঁদেই সারা হলেন। বাবলুরও মন খুব খারাপ। সে ভেবেই পেল না এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে কী হল, বা হতে পারে ছেলেটার।

॥ ৬ ॥

সে-রাতে বাবলুর চোখে একদম ঘুম এল না। পঞ্চুও ইজিচেয়ারটায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে জুলজুল চোখে দেখতে লাগল বাবলুকে। বাবলু কতবার উঠল, বসল, জল খেল, বাথরুম গেল, পায়চারি করল। পঞ্চু সবই দেখল। কিন্তু কী-ই বা করবে সে? যে নেই তার সন্ধান কী করে পাবে?

ক্রমে অস্থির হয়ে উঠল বাবলু। ওর মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল। একসময় নিদ্রাহীন চোখে আবার এসে শয্যাগ্রহণ করল।

রাত তখন একটা।

হঠাৎ দরজায় টক-টক শব্দ।

পঞ্চু শিরদাঁড়া টান করে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাবলু একবার তাকিয়ে দেখল পঞ্চুকে। তারপর সাড়া দিল, "কে?"

"আমি ভোম্বল। শিগগির দরজা খোল।"

ভোম্বল! বিস্মিত বাবলু সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলেই ভোম্বলকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, "কী ব্যাপার রে! কোথায় ছিলিস তুই? কোনও বিপদ হয়নি তো?"

"হ্যাঁ, বিপদ হয়েছিল বইকী! না হলে এমনভাবে উধাও হয়ে যাই? আমি রাবিশ আনতে গিয়ে নিজের খেয়ালে জঙ্গলের ভেতরে বেশ খানিকটা যাওয়ার পরই দেখি দু'জন অপরিচিত লোক একজনের মুখে গজ ঢুকিয়ে হাত-পা বেঁধে কী মারটাই না মারছে! অমন মার আমি জীবনে দেখিনি। তাই দেখে না পারি এগোতে না পারি পেছোতে। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সবকিছুই লক্ষ করতে লাগলাম।"

"তুই আমাদের চেঁচিয়ে ডাকলি না কেন?"

"তারও কারণ আছে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ আমার গা-মাথা ঘুলিয়ে কীরকম চক্কর দিয়ে উঠল। সেইসঙ্গে এমন একটা ভয় পেয়ে বসল আমাকে যে, তা বুঝিয়ে বলবার নয়।"

বিলু বলল, "হয়তো একা থাকার ফলে।"

ভোম্বল বলল, "কোনও কিছুব ফলে নয়। এটা হঠাৎই। না হলে আমি একাও তো অনেকবাব অনেকের পিছু নিয়ে সাহসে ভর কবে এগিয়ে গেছি। কিন্তু এবারে যে কেন এমন হল তা ঠিক করে বলতে পারব না।"

বাবলু বলল, "যাকগে। তারপর?"

"তারপর সত্যি বলতে কী, আমি দুর্বলচিত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই মার দেখতে লাগলাম। একবাব চেঁচাবার কথা মনে আসতেই দেখি লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল একসময়। বুঝলাম মারা গেল লোকটি। যাবা ওকে মাবল, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "ব্যাটা বেইমান, দিব্যি জিনিসটাকে হাপিস কবে দেওযার তালে ছিল। ভাগ্যে এসে পড়লাম।"

একজন বলল, "তা তো ছিল। এখন এটাকে নিয়ে কী করা যায় বল তো?"

"কী আর কবা যাবে? এইখানেই পড়ে থাকবে।"

"উঁহু। যদি কেউ টেব পায তো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। বিশেষ করে ওই ছেলেমেয়েগুলো তো সবসময় ঘুরঘুব কবে এখানে। একবার দেখে ফেললেই ঘোঁট পাকাতে বসে যাবে।"

অন্যজন চুপ করে থেকে বলল, "মহা শয়তান ওগুলো। তবে একটা কাজ করা যায়, ওই বটগাছের ডালে ওব গলায ফাঁস লাগিযে ঝুলিযে দিযে পালাই চল। ওখানে কখনওই ছেলেমেয়েগুলোর নজর পৌঁছবে না। দু'-চারদিন বাদে যখন পচে গলে গন্ধ ছডাবে তখন এটাকে কেউ দেখে ফেললেও আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছুই ভাববে না।"

"তা হলে তাড়াতাড়ি কর। বলেই ওরা দু'জনে একটি শক্ত লতায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত লোকটির গলায পরিয়ে দিল। তারপব ওব পকেট হাতড়ে সমস্ত কাগজপত্তর ও কিছু টাকা-পয়সা বের কবে ঝুলিয়ে দিল লোকটিকে। কাজ শেষ হলে একজন বলল, "এবাব অতি লোভের ফল হাতেনাতে ভোগ করো বাছাধন। আমরা চাঁদিপুরে সমুদ্রেব ধাবে বসে ফুর্তি কবি, তুমি এখানে ঝুলতেই থাকো।"

এই পর্যন্ত বলে ভোম্বল বলল, "আমি যদি ওইসময়ই পালিয়ে আসতাম তা হলে কিছুই হত না। হঠাৎ আমার চোখে পডল বেশ বডসড একটা অ্যাটাচি। বুঝলাম এই অ্যাটাচির সম্পদ নিয়ে পালাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ কবতে হল লোকটিকে। তাই আমি ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে যেই না অ্যাটাচিটা নিয়ে পালাতে গেছি অমনই নজবে পড়ে গেলাম ওদেব। ওবা দু'জনে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলল আমাকে।"

বাবলু বলল, "তাবপর?"

"ভগবান বক্ষে যে, তুই সেই সময় আমাব নাম ধবে ডেকে উঠেছিলি। যেই না ডাকা লোকদুটি তখন গাযের জোরে আমার মুখ চেপে ধবল। তাবপব একজন আমার ঘাড়ে জোরে একটা রদ্দা দিতেই চোখে সরযেফুল দেখলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে গা-মাথা ঘুলিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল আমার। এর পর কী যে হল, লোকগুলো যে কোথায় গেল, কখন গেল, কিছুই টের পেলাম না আমি। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম বাগানের একটি বড কাঁঠালগাছের চারটি মোটা ডালের খাঁজে আমি গোঁজা আছি। এখনও আমার ঘোর কাটেনি। গা-মাথা এখনও ঘুরছে। বহুকষ্টে গাছ থেকে নেমে তোর এখানেই এলাম। বাত এখন কত তা-ও জানি না।"

বাবলু ঘড়ি দেখে বলল, "রাত এখন দেড়টা। তোর তা হলে খুবই বিপদ গেছে দেখছি। যাক, আর কোনও ভয় নেই। তবে জেনে রাখ ওই দু'জন লোকেব দু'জনেই ফেরাব। ওদের ধবেও ধরতে পারলাম না আমরা। এখন তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি চল।" এই বলে বাবলু পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে ভোম্বলকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

ভোম্বলের মা খুব কান্নাকাটি কবছিলেন। সাবাবাত জেগে প্রতীক্ষা করছিলেন যদি ছেলেটা কোনওভাবে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিবে আসে। এখন ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাবা মা দু'জনেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবলু বাচ্চুদের বাড়িতে ফোন করল, "ভোম্বলের ফিরে আসার খবরটা পেয়েছিস তো?"

"হ্যাঁ। কাল রাতেই পেয়ে গেছি। আজ তুমি মর্নিংওয়াকে বেরোওনি তো বাবলুদা?"

"না রে। তোরাও তো আসিসনি।"

"কী করে আসব বলো? দুশ্চিন্তায় ঘুমই হয়নি কাল সারারাত।"

"আমার ওই একই অবস্থা। যাক, এখন কাজের কথা বলি। ওই অ্যাটাচির মধ্যে কী আছে না আছে এবার একটু দেখা দরকার। জিনিসটা ঠিক জায়গায় রেখেছিস তো?"

"সে-কথা আবার বলতে!"

"তা হলে আর দেরি না করে এখনই বাগানে চলে আয় সব।"

বাবলু ফোন রেখে নিজেও যাওয়ার জন্য তৈরি হল। চা-পর্ব শেষ করে পঞ্চুকে নিয়ে একটুও দেরি না করে চলে এল বাগানে।

বাবলু আসার পরই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির।

বাবলু বিলুকে বলল, "জিনিসটা কোথায়?"

"সেটা এখানেই আছে। লুকিয়ে রেখেছি এক জায়গায়।"

বাবলু দারুণ রেগে বলল, "এমন ভুল কেউ করে? যদি রাতদুপুরে ওদের কোনও লোক এসে নিয়ে গিয়ে থাকে?"

বিলু বলল, "যে জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি সেখানে কারও হাত গিয়ে পৌঁছবে না।"

"ওটা বাড়ি নিয়ে যেতে আপত্তি কী ছিল?"

"হঠাৎ পুলিশ এসে পড়ল যে! কাজেই লুকোতে হল। পুলিশেব হাতে ওটা পড়লে কী যে ওব রহস্য তা কি জানা যেত?"

"তা অবশ্য যেত না।"

বিলু আর দেরি না করে একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে চাপা দেওয়া পাতার মধ্য থেকে অ্যাটাচিকে বের করে আনল।

বাবলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "বেশ ভারী লাগছে রে। মনে হচ্ছে এর ভেতরে মালকড়ি বেশ ভালরকমই আছে। টাকার বাণ্ডিলও থাকতে পারে, আবার অন্য কিছুও।"

ওরা সেটা নিয়ে সোজা সেই ভাঙাবাড়ির চাতালে গিয়ে ঢুকল। খুব মজবুত বাক্স। কিন্তু এটাকে খোলা যায কী করে?

ভোম্বল তালা খোলায় ওস্তাদ। বলল, "আমি পারব।"

ভোম্বলের কাছে সাইকেলের চাবির রিঙে দু'-তিনরকমের চাবি সবসময়ই থাকে। কিন্তু সেই চাবিব কোনওটিই লাগল না। অবশেষে বাঁকানো পেরেক একটা নিয়ে এসে খুটখাট করতে লাগল। তাতেও কিছু হল না। মাঝখান থেকে গলদঘর্ম হল বেচারা।

অবশেষে বিলু বলল, "একটা চাবিওয়ালা ডেকে আনব বাবলু?"

ভোম্বল বলল, "না, না। এর ভেতরে কী আছে না আছে তা না জেনেই বাইরের লোকের সামনে খোলে কখনও? তার চেয়ে এটাকে ভেঙে ফ্যাল।"

বিলু বলল, "এমন সুন্দর জিনিসটা ভেঙে ফেলবি কী রে!"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে এটা পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া হোক। ওরাই বুঝে নিক।"

বাবলু বলল, "না, না। এ-জিনিস পুলিশের হাতে এখনই তুলে দেওয়া নয়। আগে এটাকে আমরাই খুলে দেখি কী আছে না আছে। যদি এর ভেতরে কোনও ঠিকানাপত্তর থাকে তা হলে সেই ঠিকানা ধরে তার আসল মালিকের খোঁজ করি। যদি দেখি সৎ-সজ্জন লোক, তা হলে তাঁর জিনিস তাঁকেই ফেরত দেব। আর যদি দেখি কেস ইজ জন্ডিস, তা হলে তার ব্যবস্থাও হবে অন্যরকম।"

বিলু বলল, "তা হলে চাবিওয়ালা ডাকি?"

বাবলু বলল, "এখনই ডাক। যেখান থেকে হোক ধরে নিয়ে আয় একজন চাবিওয়ালাকে।"

বিলু তখনই চলল চাবিওয়ালা ডাকতে।

মেঘ না চাইতেই জল। বাগান থেকে বেরিয়েই বিলু একজন চাবিওয়ালাকে দেখতে পেল। চাবিওয়ালা বৃদ্ধ, রাস্তার ধারে বসে খদ্দেরের প্রতীক্ষা করছিল। বিলু তাকেই ধরে নিয়ে এল বাগানের ভেতর।

বাবলু অ্যাটাচিটা তার হাতে তুলে দিতেই সে একবার একটু ঘুরিয়ে দেখল সেটাকে। তারপর বলল, "এ জিনিস তোমরা কোথায় পেলে খোকাবাবু? এ তো এখানকার নয়। এ যে আরবের জিনিস!"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "তাই না কি?"

চাবিওয়ালা হাসল। বলল, "অন্য কারও জিনিস চুরি করে নিয়ে আসোনি তো? আমার নাম জহর। আমি কিন্তু চোরাই জিনিসে হাত দিই না।"

"না, না। আমরা কারও কিছু চুরি করিনি। আমাদের দেখে কি চোর বলে মনে হচ্ছে?"

"না, তা নয়।"

"আমরা এইমাত্র বেড়াতে এসে এই বাগানের মধ্যে এটা পেয়েছি।"

"খুব ভাল। তা হলে তোমাদের উচিত এখনই এটাকে থানায় জমা দেওয়া।"

"কিন্তু তা না করে আমরা যদি এর ভেতর থেকে কারও নাম-ঠিকানার কোনও হদিস পাই তা হলে তার ঠিকানা খোঁজ করে যার জিনিস তাকেই এটা ফেরত দিতে পারব।"

"তা হলে তো খুবই ভাল হয়। কিন্তু তা কি তোমরা করবে?"

"নিশ্চয়ই করব। এই গুডউইলটুকু আমাদের আছে বলেই সবাই ভালবাসে আমাদের।"

"ভাল, ভাল। তাই করো তোমরা। আমি নতুন চাবি তৈরি করে এখনই এটাকে খুলে দিচ্ছি। কিন্তু এই জিনিসের চাবি তৈরি করতে আমার পঁচিশ টাকা লাগবে।"

বাবলু বলল, "টাকার ব্যাপারে আপনি চিন্তা করবেন না। পঁচিশ টাকাই পাবেন আপনি।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "এই, তোরা দু'জনে একবার আমাদের বাড়িতে যা তো। আমার মাকে বলবি পঁচিশটা টাকা দিতে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু উৎসাহিত হয়ে বাবলুদের বাড়িতে চলল। পঞ্চুও চলল সঙ্গে। যাবে নাই-বা কেন? কেউ কোথাও গেলে ওর তো সঙ্গে যাওয়া চাই-ই। একদম কি স্থির থাকতে পারে পঞ্চু?

বৃদ্ধ চাবিওয়ালা জহর একপাশে চাবির গোছা নামিয়ে রেখে ধুপ করে বসে পড়ল। তারপর বলল, "আমাকে কিন্তু একটু সময় দিতে হবে বাবা। কেন না এইসব বিদেশি জিনিসের গড়ন এমনই যে, এর আসল চাবি একবার হারিয়ে গেলে একে না ভেঙে আর খোলা যায় না। কাজেই এর চাবি তৈরি একটু দেরি হবে আমার। আমাকে তাড়া দিয়ো না যেন।"

বাবলু বলল, "না, না। আপনি ধীরেসুস্থে কাজ করুন।"

চাবিওয়ালা বেশ গুছিয়ে বসে কতকগুলো চাবি নিয়ে তাতে উকো ঘষে নতুন চাবি তৈরি করতে লাগল। একটু ঘষাঘষির পর বলল, "একটা কথা বলব খোকাবাবু তোমাদের?"

বাবলু বলল, "বলুন।"

"বুড়োমানুষ আমি। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। বাড়িতে যদি বাসি রুটি থাকে তো মার কাছ থেকে চেয়ে এনে দাও না দুটো। অমনি একটু চা। কিছু কিনে খাবার পয়সা নেই বাবা।"

খিদে পেয়ে কেউ খেতে চাইলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন গলে যায়।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই করব। খিদে পেয়েছে, কিছু খাবেন, এ আর এমনকী। বাসি রুটি খেতে হবে না। আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।"

বিলু বলল, "মোড়ের দোকান থেকে কিছু শিঙাড়া, জিলিপি নিয়ে আসব বাবলু? অমনই তোর মাকে বলে এক কেটলি চা।"

বাবলু বলল, "সে-ই ভাল, যা তুই। একটু বেশি করে নিয়ে আসবি। সকলের যেন হয়।"

বিলু খুশিমনেই চলে গেল।

বাবলু আর ভোম্বল তখন একটু দূরে বসে গতরাত্রের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

চাবিওয়ালা জহর মিস্ত্রি গভীর মনোযোগে কাজ করতে লাগল চাবি তৈরির। কাজ করতে করতেই হঠাৎ একসময় অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

বাবলুরা দেখল জহর মিস্ত্রির এক হাতে অ্যাটাচি অন্য হাতে রিভলভার।

জহর বলল, "তোমরা যেমন আছ তেমনই থাকো খোকাবাবুরা। আমার হাতে যেটা রয়েছে এটা কিন্তু খেলনা নয়।"

বাবলু বিস্মিত হয়ে বলল, "কে আপনি?"

"আমি সেই, যে তোমার চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধি রাখি। তুমি কি ভেবেছিলে আমি জগন্নাথ এক্সপ্রেসের হাতল ধরে ঝুলে পড়েছি বলে পুরীতে সমুদ্রের ঢেউ গুনতে চলে গেছি? তা নয়। সাঁতরাগাছির কাছে সিগন্যালে গাড়ি থামতেই নেমে পড়েছিলুম আমি। পুলিশের ঝামেলার ভয়ে কাল রাতে আর ফিরে আসিনি। তবে আজ সকাল থেকেই এই বাগানের দিকে নজরদারি করছিলাম চাবিওয়ালা সেজে। আমি জানতাম তোমরা এটাকে লুকিয়ে রাখার পর বের করবেই এবং এটা খোলবার জন্য হয়তো বা চাবিওয়ালারও খোঁজ করবে।"

বাবলু বলল, "ভাল বুদ্ধি। কাল রাতে এটা যদি পুলিশের হাতেই পড়ত? অথবা আমরা চাবিওয়ালা না ডেকে ভেঙেই ফেলতাম এটাকে?"

"তা হলে অবশ্য অন্যরকম হত। আমি শুধু আজকের দিনটাই দেখতাম। তারপর চলে যেতাম। পুলিশের হাতে পড়লে কিছু করবার ছিল না। কিন্তু ও-জিনিস নিয়ে এই বাগান থেকে তোমরাও বেরোতে পারতে না।" একটু থেমে জহর আবার বলল, "দেখলে তো কেমন চালাকি করে তোমাদের তিনজনকে সরিয়ে দিলাম। বাকি রইলে তোমরা দু'জন। আমাকে বাধা দিতে এসো না। আমি তা হলে গুলি চালাতে বাধ্য হব।" এই বলে এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল জহর।

একটু পিছিয়ে এসেই ওর নকল গোঁফদাড়ি খুলে ছুড়ে ফেলে দিল একপাশে। তারপর বলল, "আমি বাগান থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ কোনওরকম চেঁচামেচি করবে না।"

এমন সময় হঠাৎ দূরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাবলু, "পঞ্চু! কুইক।"

পঞ্চুর নাম শুনেই চমকে ফিরে তাকাল জহর। যেই না তাকানো বাবলু অমনই ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠে ওর পায়ের খাঁজ লক্ষ্য করে মারল এক লাথি। লাথির ঘায়ে পা মচকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জহর। ওর হাতের রিভলভারটাও ব্লাঙ্ক ফায়ার করে ছিটকে পড়ল। বাবলুর মিথ্যা অভিনয় চমৎকার ধাপ্পা দিল জহরকে।

জহর তখন লুঙ্গি খুলে উঠে দাঁড়াল। ভেতরে পায়া গোটানো ফুলপ্যান্ট পরে ছিল সে। কাজেই ছোটার কোনও অসুবিধে হল না। তাই হঠাৎ একটু গড়িয়ে গিয়ে এক হাতের ঝটকায় বাবলু আর ভোম্বলকে ধরাশায়ী করে অপর হাতে অ্যাটাচিটাকে শক্ত করে ধরে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সে।

বাবলু আর ভোম্বলও ছুটতে লাগল ওর পিছু পিছু 'চোর, চোর' করে।

খুবই নাটকীয়ভাবে ঘটে গেল সবকিছু। মিত্তিরদের বাগান থেকে বেরিয়ে এ-পথ সে-পথ করে ওরা জি টি রোডে এসে পড়ল। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। জনবহুল রাজপথে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জহরও এবার এক চালাকি করল। ছুটতে ছুটতে সেও দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'চোর, চোর' করে। যাতে কেউ কিছু বুঝতে ওঠার আগেই সে পালিয়ে যেতে পারে। জহর অন্যকে দেখায়, বাবলু, ভোম্বল দেখায় জহরকে। সবাই চেঁচায় 'চোর, চোর' করে।

আচমকা এইরকম ঘটে যাওয়ায় সবাই দূরের দিকে তাকিয়ে চোরকে চেনবার চেষ্টা করল। আর বাবলু, ভোম্বলের ছোটা দেখে ভাবল ওরা বোধ হয় জহরকেই সাহায্য করছে। অর্থাৎ জহরেরই কিছু চুরি গেছে বুঝি!

যাই হোক, চালাকি বেশিক্ষণ চলে না। এইভাবে ছুটতে ছুটতে ঠিক বঙ্কিম সেতুর কাছে এসে ট্র্যাফিক সিগন্যালে হঠাৎ একটি ট্যাক্সি থেমে পড়লে জহর সেটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বাবলু আর ভোম্বল অমনই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর চলল জহরের হাত থেকে অ্যাটাচি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সে কী দারুণ ধস্তাধস্তি!

ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে সেখানে। সবাই কী-হল কী-হল করে ছুটে এল।

বাবলু বলল, "দেখুন না, এই লোকটা আমাদের অ্যাটাচি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।"

সবাই তখন চেপে ধরল জহরকে। কয়েকজন লাগাল উত্তমমধ্যম মার। আর বাকিরা জহরের হাত থেকে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নিয়ে বাবলুর হাতে দিল।

জহর ততক্ষণে তার অভ্যস্ত রীতিতে এক অদ্ভুত কায়দায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে নিজেকে একবার পাক খাইয়ে চোখের পলকে কয়েকজনকে ধরাশায়ী করেই দে-দৌড়!

উলটোদিক থেকে আসা একটা মালবাহী ট্রাক একটু গতি কমাতেই জহর লাফিয়ে তাতে উঠে উধাও হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "যাঃ। এবারও পালাল পাখি।"

ভোম্বল বলল, "ওর হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলভারটা যদি তখন কুড়িয়ে নিতে পারতিস তা হলে পায়ে একটা গুলি করলে আর পালাতে হত না বাছাধনকে।"

বাবলু বলল, "আসলে ব্যাপারটা এমন আচমকা ও অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে গেল যে, লোকটাকে ধরবার জন্যই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যাই হোক, আসল জিনিস তো এখন আমাদের হাতে। এবার দেখাই যাক, কী আছে এতে।"

ভোম্বল বলল, "তা ঠিক। জিনিসটা যে হাতছাড়া হয়নি এই ঢের।"

ওরা যখন আবার বাগানে ফিরে এল তখন বাচ্চু-বিচ্ছু আর বিলু হাঁনটান করছিল ওদের জন্য। বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে বাবলু! তোরা কাকে তাড়া করেছিলি চোর চোর করে?"

বাবলু আর ভোম্বল তখন সব কথা বলল ওদের।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই গালে হাত দিয়ে বলল, "মাগো! ওই লোকটার পেটে পেটে এত?"

এর পরে আর বাগানে নয়, ওরা সবাই বাবলুদের ঘরে এসে একটা ছেনি-হাতুড়ি জোগাড় করে কল ভেঙে খুলে ফেলল অ্যাটাচিটাকে। কিন্তু এ কী! কিছুই যে নেই এর ভেতরে, তা হলে কীসের জন্য এত কাণ্ড! অ্যাটাচির ভেতরে যা ছিল তা হল মি. বি. পট্টনায়ক নামে এক ভদ্রলোকের মুম্বই টু হাওড়া গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর একটি টিকিট। ছবিসহ আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও ভিসা। শ' পাঁচেক টাকা আর বালাশোরের একটি হোটেলের কিছু ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্তর।

বাবলু বলল, "যাঃ বাবা! এই সামান্য জিনিসের জন্য এত কাণ্ড!"

বিলু বলল, "এখন তা হলে এটা থানায় জমা দিয়ে আসাই ভাল।"

বাবলু বলল, "আর তা হয় না বিলু। কৌতূহল মেটাতে গিয়ে যা আমরা করেছি তা গোপন রাখাই ভাল।"

"এখন তা হলে এটাকে হাওড়ার ব্রিজ থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসি?"

বাবলু বলল, "তারই বা প্রয়োজন কী? আমরা বরং সবাই মিলে একবার বালাশোরে গিয়ে ওই হোটেলে মি. পট্টনায়কের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিই। তারপর তাঁর দেখা পেলে তাঁর জিনিস ফিরিয়ে দেব তাঁকেই।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু এটা ভাঙার জন্য যদি তিনি ক্ষুব্ধ হন?"

"তাঁকে বোঝাব। বুঝিয়ে বলব শুধুমাত্র ঠিকানা সংগ্রহের জন্যই এটাকে ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আমরা কবে যাব বাবলুদা?"

"আজই।"

"খুব ভাল কথা। আমরা ওড়িশার দিকে বহুদিন যাইনি। কিন্তু কীভাবে যাব?"

বাবলু বলল, "বালাশোরে যাওয়ার জন্য তো চিন্তা নেই, ধর্মতলা থেকে বাস আছে। সকালে ধৌলি, দুপুরে ইস্টকোস্ট আছে। আর আছে দিনে-রাতের পুরী প্যাসেঞ্জার।" বলেই টেবিলের ড্রয়ার টেনে রেলের টাইম টেবলটা বের করল। টেবল দেখে বাবলু বলল, "রাত দশটা পঁয়তাল্লিশে একটা পুরী প্যাসেঞ্জার আছে। আমরা সেটাতেই যাচ্ছি।"

বাচ্চু বলল, "তুমি আর গাড়ি পেলে না বাবলুদা? শেষকালে পুরী প্যাসেঞ্জার! কোনও মেল, এক্সপ্রেস দেখো।"

বাবলু বলল, "মেল, এক্সপ্রেস বালাশোরে যাওয়ার অসুবিধে আছে। ধৌলি বা ইস্টকোস্টে গেলে কালকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।"

বিচ্ছু বলল, "কেন, পুরী এক্সপ্রেস, মাদ্রাজ মেল এমন অনেক গাড়ি তো আছে।"

"তাতে গিয়ে লাভ কী? প্রথমত, রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না। তার ওপরে মধ্যরাতে নামতে হবে। তাই দরকার কী অত ঝামেলায়। পুরী প্যাসেঞ্জারে গেলে দু'-চারটে বাঙ্ক দখল করে যদি শুয়ে পড়তে পারি তা হলে কাল সকালেই বালাশোরে পৌঁছে যাব।"

সবাই বলল, "সেই ভাল। আমরা পুরী প্যাসেঞ্জারেই যাব।"

শুরু হল যাওয়ার তোড়জোড়।

ওদের যাওয়ার কথা শুনে বিলুর বাবা বললেন, "বালাশোরে যখন যাচ্ছিস, তখন চাঁদিপুরটা দেখে আসিস। খুব ভাল জায়গা।"

চাঁদিপুরের নাম শুনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। কেন না, সেই দুর্বৃত্তদের মুখেই তো চাঁদিপুরের নাম শুনেছে ভোম্বল।

বাবলু বলল, "চাঁদিপুরে কী আছে কাকাবাবু?"

"চাঁদিপুরে আছে এক মনোরম সাগরসৈকত। বালাশোর থেকে চোদ্দো কিলোমিটার দূরে এর শান্ত স্নিগ্ধ বেলাভূমি অতি মনোরম। ভাটার সময় সমুদ্র যখন তটভূমি থেকে বহুদূরে সরে যায় তখন গাড়ি চলে এর ওপর দিয়ে। তা ছাড়াও ওখান থেকে বেলাভূমি ধরে দু' কিলোমিটার গেলেই দেখা যাবে বুড়িবালাম নদীর সংগম।"

বিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "বুড়িবালাম! সেই যে বিখ্যাত কবিতাটা পড়েছি, 'বুড়িবালমের তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে...।' সেই জায়গা?"

"হ্যাঁ। সেই জায়গাটার নাম বলরামগাড়ি। বন্দর এবং মোহনা। এই বুড়িবালামের তীরেই ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বিপ্লবী বাঘা যতীনের জীবনাবসান হয়।"

"তা হলে তো আমরা যাবই।"

বিলুর বাবার মুখে সব শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে ভ্রমণের আনন্দও সংযোজিত হল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল ওদের মধ্যে।

॥ ৭ ॥

রাত ঠিক দশটা নাগাদ পাণ্ডব গোয়েন্দারা যথারীতি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। কিন্তু পৌঁছলে কী হবে? বিগত কয়েক বছর ধরে দূরপাল্লার গাড়িগুলো ছাড়বার আগে যে টেপটি প্রায়ই বাজানো হয় সেই টেপ একটি বেসুরো সানাই বাদনের শেষে বেল দিয়ে বেজে উঠল, "অনুগ্রহ করে শুনবেন, খালি গাড়ি দেরিতে আসার জন্য দু'শো এক নম্বর আপন পুরী প্যাসেঞ্জার ছাড়তে দেরি হবে।"

বাবলু বলল, "সেরেছে! কী জ্বালাতন বল তো? কিন্তু কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে?"

বিলু বলল, "একবার জিজ্ঞেস করে আয় দেখি কাউকে।"

বাবলু জিজ্ঞেস করতে গেল। বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মের গায়ে কালো কোট পরা একজন চেকারবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবলু তাঁকেই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা স্যার, বলতে পারেন পুরী প্যাসেঞ্জার কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে?"

চেকারবাবু বাবলুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর দূরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বাবলু আবার জিজ্ঞেস করল, "স্যার, পুরী প্যাসেঞ্জার কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে বলতে পারেন?"

চেকারবাবু এবারও কোনও উত্তর দিলেন না।

একজন উৎকলবাসী ভদ্রলোক দেখছিলেন সব। বাবলুর কাছে এসে বললেন, "কাকে জিজ্ঞেস করছ খোকা? তোমার কথার উত্তর দিতে ওঁর বয়ে গেছে!"

এতক্ষণে গরম তেলে যেন জল পড়ল। চেকারবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, "না, দেব নাই তো। এ-কথার উত্তর দেওয়ার জন্য রেলের এনকোয়ারি আছে। আমার কী দায় পড়েছে উত্তর দেওয়ার? প্ল্যাটফর্ম ঠিক হলে ঘোষণা করেই জানানো হবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "মাথা হবে।" বলে বাবলুকে বললেন, "শোনো, তোমরা তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াও। কোথায় যাবে তোমরা?"

"আমরা বালাশোর যাব।"

"আমিও যাব। এ-গাড়ির আসা-যাওয়ার কোনও টাইম নেই। একটু বাদেই হয়তো ঘোষণা করবে গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায় রাত দুটোয় গাড়ি ছাড়বে।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা হো হো করে হেসে উঠল। বাবলু বলল, "আপনি দেখছি রেলের ওপর রেগে ক্ষার হয়ে আছেন খুব।"

"রেলের ওপরে নয় রে ভাই। রেলের ম্যানেজমেন্টের ওপর। কিছুদিন যাতায়াত করো এইসব গাড়িতে, তা হলেই বুঝবে হাড়মাস ভাজা-ভাজা হয়ে যাবে কী রকম।"

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল কতকগুলো লোক কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি রংচটা তোরঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে ছুটোছুটি করছে।

ভদ্রলোক বললেন, "ওই আসছে পুরী প্যাসেঞ্জার।"

বাবলুরা হইহই করে ছুটল। ওদের সঙ্গে পঞ্চুও।

ট্রেনের চেহারা দেখে বাবলু বলল, "এ যা অবস্থা দেখছি, এতে আর পঞ্চুকে আলাদা কোথাও রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের কাছেই থাকুক।" বলে একটি বড়সড় বগি দেখে উঠে পড়ল ওরা।

কিন্তু উঠলে কী হবে? অসম্ভব ভিড়। এরই মধ্যে ওপরের প্রতিটি বাঙ্কে লোকজন উঠে শুয়ে পড়েছে। নীচের সিটেও গাদা লোক। জানলা নেই। দরজা ভাঙা। আলোও জ্বলছে টিমটিম করে। তাও সবখানে নয়। কোথাও একেবারেই অন্ধকার। মহা-মুশকিল। এইভাবে তো সারারাত যাওয়া যাবে না।

এমন সময় ভোম্বল আবিষ্কার করল একটা জায়গা। গেটের কাছে কোলাপসিবল গেট লাগানো ভেন্ডারদের জিনিস রাখবার জন্য দু' থাকের একটা এল প্যাটার্নের খুপরি ছিল। ওরা তারই মধ্যে ওপর-নীচ করে বেডশিট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

পঞ্চু শুয়ে পড়ল সবার নীচে।

গাড়ি ছাড়ল রাত ঠিক সাড়ে এগারোটায়। ততক্ষণে দলে দলে ব্যাপারী এবং চাল পাচারকারীরা এসে ভিড় করেছে। বড় বড় বস্তায় ভরা কীসব নিয়ে যেন ল্যাট্রিনের ভেতর ঢুকিয়ে এমন কাণ্ড করে দিল যে, এই দূরপাল্লার জার্নিতে কোনও প্রাকৃতিক প্রয়োজন হলেও বাধ্য হয়ে তাকে চেপে রাখতে হবে। শুধু যে জায়গাই দখল করল এরা তা নয়, এরপর নিজেদের মধ্যে চলতে লাগল অত্যন্ত অশালীন ভাষায় কথাবার্তা।

ভোরবেলায় বালাশোরে ট্রেন থামল। ওরা ট্রেন থেকে নেমে ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বাইরে আসতেই একটি লজ দেখতে পেল। আপাতত এইখানেই ওঠা মনস্থ করে ওরা সেই লজে যেতেই সবাই সবিস্ময়ে তাকাল ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "আমরা হাওড়া থেকে আসছি। চাঁদিপুরে সমুদ্র দেখতে যাব। আপনাদের এখানে একটু থাকার ব্যবস্থা হবে কী?"

লজের ম্যানেজার বললেন, "না বাপু। উপরে গোটিএ ঘর অছি। নীচে খালি নাহান্ডি।"

"আমরা ওপরের ঘরেই যাব।"

"কিন্তু ছাগলঅ কুকুরঅ ঘোড়া বানদরঅ রাখা যিব না।"

"তা হলে কী হবে? এখানে আর কোথাও কোনও থাকার জায়গা নেই?"

"সাগরিকা অছি। সেঠিতে তোমবা ভালঅ রহিবে। ভাড়া ভি কম। যাঅ সেঠিতে যাঅ।"

অগত্যা দু'-একটি বাড়ির পরে সাগরিকাতেই গিয়ে হাজির হল ওরা। কিন্তু এখানে আবার সব ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে একটা রংচটা নড়বড়ে কাঠের চেয়ার-টেবিল রয়েছে, তবে লোকজন নেই।

একটু পরে দেখা গেল জনৈক ভদ্রলোক দাঁতন করতে করতে বেরিয়ে এলেন। ওদের দিকে একনজর তাকিয়েই বললেন, "কী চাই তোমাদের?"

বাবলু বলল, "আপনাদের এখানে ঘর খালি আছে?"

"বলতে পারব না বাবা। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলো।"

"ম্যানেজার কোথায়?"

"একটু বোসো। এখনই আসবে।"

ওরা জিনিসপত্তর একপাশে নামিয়ে রেখে টুথব্রাশ বের করে দাঁত মেজে রাস্তার কলে মুখ-হাত ধুয়ে নিল। হোটেলের সামনেই টাইম কল। অপর্যাপ্ত জল। কোনও অসুবিধে হল না।

এরপর সামনের একটি দোকানে বসে চা-বিস্কুট খেয়ে যখন আবার ফিরে এল তখনও চেয়ার ফাঁকা।

এমন সময় কালো বেড়ালের মতন একটি ছেলে ঠোঙায় করে কিছু জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলতে এল।

বাবলু তাকেই জিজ্ঞেস করল, "এই, তুই কি এখানে কাজ করিস?"

"হঁ।"

"বাবু কখন আসবে?"

"মু কঁড় জানে?"

"সে কী রে।"

বাবলু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিলুকে বলল, "এদের ব্যাপার-স্যাপার ভাল বুঝছি না। তোরা বোস। আমি বরং একটু এগিয়ে দেখি আর কোনও হোটেল পাই কি না।" বলে একাই চলে গেল বাবলু।

কিন্তু না, খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল এখানে থাকার জায়গা বলতে এই দুটি ছাড়া আর কিছু নেই। এর পরে যা আছে তা অনেক দূরে। ফ্লাইওভারের কাছে। সেখানে অনেক বড় এবং ভাল হোটেল আছে। বাবলু মনে মনে ভাবল ওইখানেই তা হলে সেই হোটেলের সন্ধান ওরা পাবে। যার কাগজপত্তর ওদের কাছেই আছে। তা যদি হয় তা হলে ওই এলাকায় থাকা ওদের ঠিক হবে না। একটু নিরাপদ দূরত্বে থাকাই ভাল।

অতএব ফিরে এল বাবলু। ফিরে এসেই দেখল ম্যানেজার বসে আছেন। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। বেশ অমায়িক। কথাবার্তা বাঙালির মতো। বাবলুকে দেখে হেসে বললেন, "তোমরা ঘর চাও?"

"হ্যাঁ।"

"কুকুর আছে সঙ্গে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের পোষা কুকুর। কারও কোনও ক্ষতি করে না।"

"ঠিক আছে। তবে বাবা একটা কথা। আমার এখানে ঘরভাড়া হিসেবে কোনও রেট নেই। বেডভাড়া হয়। এক-একটি শয্যার ভাড়া ছ'টাকা। সেপারেট রুম নাই। বাথরুম কমন।"

বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "বেশ তো, তাই নেব আমরা।"

"কিন্তু আমার একটি ঘরে চারটি শয্যা আছে। তোমরা পাঁচজন। আর একজনের শয্যা তো দিতে পারব না।"

"তাতে কী? ওই চার শয্যা নিলেই তো ঘরটি আমাদের পুরোপুরি হয়ে যাবে। আমরা ওতেই ম্যানেজ করে নেব। কুকুরটা থাকবে দরজার কাছে।

"তবে তো কথাই নেই!" বলে খাতায় ওদের নাম-ঠিকানা সব লিখে টাকাও জমা করে নিলেন। চার শয্যার ভাড়া চব্বিশ টাকা।

বাবলু ওদের পাঁচজনের টাকাই দিতে যাচ্ছিল কিন্তু উনি নিলেন না। বললেন, "আমি যখন শয্যা দিতে পারব না তখন কেন বেশি ভাড়া নেব?" তারপর বললেন, "তোমরা বাঙালিরা খুব ভাল। তাই আমি বাঙালিদের খুব ভালবাসি। ওড়িশার পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে বাঙালিরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। এই যে অতবড় পুরী শহর, প্রতিদিন কত যাত্রী যায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় বাঙালিদের। বাঙালিরা যদি হঠাৎ কখনও যাওয়া বন্ধ করে দেয় তো খেতে পাবে না ওখানকার লোক। অথচ কী বলব আমরা, সব জেনে-বুঝেও অনেক সময় বোকার মতন বাঙালিদের সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করে ফেলি।" বলে সেই কালো বেড়ালের মতো ছেলেটাকে ডেকে বাবলুদের ঘর দেখিয়ে দিতে বললেন।

রান্নাঘরের লাগোয়া দালানের ভেতর দিয়ে ওপাশের ঘরে যেতে হয়। বাবলুরা ছেলেটির সঙ্গে গেল।

চারটে লোহার খাটে বিছানা পাতা। মশারির ব্যবস্থা আছে। একপাশে একটি বিবর্ণ টেবিল। তাইতে জল রাখার একটি জগও আছে। আর আছে ঘরের লাগোয়া বাথরুম।

বাবলুরা ঘর পেয়ে খুব খুশি হল। প্রথমেই সবাই বাথরুমের কাজ সেরে পোশাক পালটে বেশ তাজা হয়ে নিল। তারপর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে মি. পট্টনায়কের সেই ভাঙা অ্যাটাচিটা, যেটা খবরের কাগজে মুড়ে দড়ি বেঁধে এনেছিল, সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে দরজায় তালা দিয়ে বের হল সবাই।

ম্যানেজার বললেন, "তোমারা এইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে তো?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। আপনার চার্জ কীরকম?"

"যদি নিরামিষ খাও, তা হলে ডাল, ভাত, তরকারি, ভাজা পেটভরে খেলে ছ'টাকা। আর মাছ-মাংস নিলে একটু বেশি।"

বাবলু বলল, "আমরা নিরামিষই খাব। এখন একটু ঘুরে আসি। বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরব আমরা।"

"এখন তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"কোনও ঠিক নেই। আপাতত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যেদিকে দু' চোখ যায় সেইদিকে যাব।"

"তা হলে এক কাজ করো, দুটো রিকশা নিয়ে চলে যাও রেমুনাতে। বৈষ্ণবদের পরম তীর্থ। ওইখানে গিয়ে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দেখে এসো।"

বিচ্ছু বলল, "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ! বাঃ বেশ নামটি তো!"

"হ্যাঁ। নীলাচলে যাওয়ার পথে মাধবেন্দ্র পুরী একবার ওইখানে রাত্রিবাস করেছিলেন। তা গোপীনাথের ক্ষীরভোগ দেখে মনে মনে তাঁর সেই প্রসাদের স্বাদ পাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। ভক্তের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে স্বয়ং গোপীনাথ নিজেরই ভোগের ক্ষীর চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিলেন বেদির নীচে। তারপর পূজারিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, 'ওরে আমার এক ভক্ত বহুদূর থেকে এসে এখানে অভুক্ত পড়ে আছে। সে কারও কাছে কিছু চায় না। তাকে নিজের থেকে কেউ কিছু না দিলে সে না খেয়েই চলে যাবে এখান থেকে। এই ক্ষীর তুই তাকে খাইয়ে আয়।' স্বপ্নভঙ্গে পূজারি বিগ্রহের নির্দেশমতো বেদির নীচ থেকে ক্ষীর পান। এবং ওই ক্ষীর খাইয়ে আসেন মাধবেন্দ্রপুরীকে। সেই থেকেই ওর নাম হয় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।"

বাবলু বলল, "এই বিগ্রহ খুব প্রাচীন বুঝি?"

"প্রাচীন বলে প্রাচীন! ভগবান রামচন্দ্র চিত্রকূট পাহাড়ের কষ্টিপাথর দিয়ে ওই মূর্তি তৈরি করে পুজো করেছিলেন।"

সকলে অবাক হয়ে গেল এই কথা শুনে। যাই হোক, ওরা রেমুনায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেই বেরিয়ে এল হোটেল থেকে।

হোটেলের ডানদিকের পথটা চলে গেছে স্টেশনের দিকে। আর বাঁদিকের পথ চৌমাথায়। এখানে সারি

সারি দোকান। বড় রাস্তায় এসে একটা দোকানে বসে ওরা পেট পুরে শিঙাড়া-জিলিপি খেল। পঞ্চু খেল আস্ত একটা পাউরুটি। তারপর চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে এগিয়ে চলল ওদের তদন্তের কাজে। বাবলুর পকেটে একটা চিরকুটে লেখা ছিল 'হোটেল বাদশা', মি. পট্টনায়ক। বাবলু চিরকুটটা বের করে একবার সেটাতে চোখ বুলিয়ে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

ওড়িশার সুসজ্জিত শহর বালাশোরের রাজপথ ধরে ওরা এগিয়ে চলল বড় বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

সামনেই উড়ালপুল। সেই উড়ালপুলের ওপরে উঠতেই ওরা দেখতে পেল ডানদিকে একটি দ্বিতল বাড়ির মাথায় লেখা 'হোটেল বাদশা'।

বিলু বলল, "ওখানে তো একবাব আমাদের যেতেই হচ্ছে তা হলে।"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়। আগে ওইখানকার কাজ শেষ করি, তারপর ঘোরাঘুরি। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ পরে দেখব। না দেখলেও চলবে।"

ওরা দ্রুত পা চালিয়ে উড়ালপুল থেকে নেমে পড়ল। সামনেই বড় বাসস্ট্যান্ড। কত জায়গার কত বাস যে ছাড়ছে সেখান থেকে, তার ঠিক নেই। পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক, কেওনঝর, চাঁদিপুর, দীঘা—অনেক, অনেক জায়গার।

ওরা সেখানটা বেশ ভালভাবে ঘুরে দেখে হোটেল বাদশার সামনে এসে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "একসঙ্গে সকলের যাওয়ার দরকার নেই। তোরা কাছেপিঠে থাক। আমি গিয়ে কৌশলে একটু খোঁজখবর নিই।" বলে বাবলু সেই সুসজ্জিত ও বিলাসবহুল হোটেলের ভেতর ঢুকল।

এখানে যেসব উর্দিপরা বেয়ারারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবলুকে তাদেরই দু'-একজন একটু অবজ্ঞাভরে দেখে নিল। বাবলু তাদের কাউকেই কিছু না বলে সোজা ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ম্যানেজার মি. মালানী শেয়ালেব মতো ছুঁচলো মুখখানি উঁচু করে বাবলুকে দেখে দু'চোখে একটু বিস্ময় এনে জিজ্ঞেস করলেন, "হু আর ইউ?"

"আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি একটি বিশেষ প্রযোজনে আপনাব এখানে এসেছি।"

"আমার এখন কথা বলবার সময় নেই।"

"নষ্ট করবার মতন সময় আমাবও নেই। শুধু জানতে চাই মি. পট্টনায়ক নামে কাউকে আপনি চেনেন কি না?"

এইবার কাজ হল। মি. মালানী শেয়ালের মতো ধূর্ত মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললেন, "না চেনবাব কী আছে? তিনিই তো এই হোটেলের মালিক।"

"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"কী ব্যাপারে?"

"সেটা তাঁকেই বলব।"

"আমি এই হোটেলের ম্যানেজার। আমাকেই বলো।"

"আমার বক্তব্যটা তাঁকেই বলা দরকাব। কেন না এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত।"

ম্যানেজার ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীর গলায় বললেন, "তিনি এখানে নেই। স্টেটের বাইবে আছেন। কবে ফিরবেন জানি না।"

বাবলুর অভিজ্ঞ মনে সন্দেহ জাগল এবার। তবে কি মি. পট্টনাযক শুধু অ্যাটাচিই হারাননি, নিজেও বিপদে পড়েছেন? তার কারণ অ্যাটাচি ভেঙে ওরা মুম্বই টু হাওড়ার টিকিট পেয়েছে। অর্থাৎ তিনি ফিরেছেন। তারপরে অ্যাটাচি খোয়া যায়। এবং সেইসঙ্গে তিনিও বেপাত্তা। বাবলু এবার অ্যাটাচিব ব্যাপাবটা চেপে গিয়ে বিনয়ের সুরে বলল, "দেখুন, আমরা অনেকদূর থেকে আসছি। একটু ওঁর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমরা মানে?"

"আমার বন্ধুরা। ওরা সবাই বাইরে অপেক্ষা করছে।"

মালানী এবার উঠে এসে রাস্তায় অপেক্ষমান সকলকে দেখলেন। তারপর বললেন, "এখানে কোথায় উঠেছ তোমরা?"

"সাগরিকায়।"

"তা পট্টনায়কবাবুর যখন খোঁজ করছ তখন এখানে না উঠে ওখানে কেন?"

"এত বড় হোটেলের ওঠবার মতো টাকা আমাদের নেই, তাই। শুধু একটা খবব দেওয়ার জন্যই আমরা এসেছি।"

"অ। কিন্তু ওঁর বাড়ির লোক বলতে তো শুধু বউ আর মেয়ে। তারা তো এখন পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে রয়েছে।"

"পঞ্চলিঙ্গেশ্বর!"

"হ্যাঁ। এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের গায়ে। ইচ্ছে করলে লাইন ধরিয়ে দিচ্ছি, ফোনে কথা বলতে পারো।"

বাবলু বলল, "না। আমি যা বলতে চাই তা ফোনে বলা যাবে না।"

"কেন?"

"আমার বলা কথাগুলো আপনি শুনে ফেলবেন, তাই।"

"তা হলে এখনই চলে যাও। পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের বাসের সময় হয়ে গেছে।"

বাবলু আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বাসস্ট্যান্ডে চলে এল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাইকেই শুনিয়ে দিল কোথায় যেতে চায় ও। কিন্তু কথোপকথনে দেরি হওয়ায় বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে শুনল সবেমাত্র পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের বাস ছেড়ে চলে গেছে। সারাদিনে আর বাস নেই। কাজেই হতাশ হয়ে পড়ল ওরা।

বাবলুর হতাশা দেখে অন্য এক বাসের ড্রাইভার বলল, "খোকাবাবু, তোমাদের কি পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে যাওয়ার খুবই দরকার? তা হলে আমার বাসে আসতে পারো। এই বাস রেমুনার পথে নীলগিরি হয়ে উদলা যাবে। তোমরা নীলগিরি নেমে রিকশা পাবে। তবে ভাড়া লাগবে বেশি।"

বাবলু বলল, "কত?"

"আমার বাসে নীলগিরি পর্যন্ত তিন টাকা। ওখান থেকে রিকশা খুব কম করেও দশ-পনেরো টাকা নেবে।"

"তা নিক। যেতে আমাদের হবেই।"

ওরা বাসে উঠে জানলার ধারের সিট দেখে বসল।

কন্ডাক্টর পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে সিটের তলায় ঢুকিয়ে নিল ওকে।

একটু পরেই বাস ছাড়ল।

॥ ৮ ॥

প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলল বাস। একটু পরেই শহর ছেড়ে নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলে এসে পড়ল। একদিকে ঘন বন। অপরদিকে বনভূমি অধ্যুষিত ওড়িশার নীলগিরি পর্বতমালা। পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ খেলে চলে গেছে দূরে দূরান্তরে।

অনেকটা সময় পার হওয়ার পর এক জায়গায় কতকগুলো ছোট ছোট ঘরবাড়ি, পাহাড় ও মন্দির-শোভিত অঞ্চলে কন্ডাক্টর নামিয়ে দিল ওদের। বলল, "এই নীলগিরি।"

ওরা বাস থেকে নামল। নামার সঙ্গে সঙ্গে রিকশাও পেয়ে গেল ওরা। এক একটি রিকশার ভাড়া দশ টাকা। শুধু যাওয়ার ভাড়া। ওরা তাতেই রাজি হয়ে দুটো রিকশা নিয়ে নিল। ফেরবার ব্যবস্থাটা করল না এই কারণে যে, ওখানে কতক্ষণ থাকবে না থাকবে তার তো ঠিক নেই।

রাজপথ ছাড়িয়ে বাঁদিকে বেলেমাটির বুকের ওপর দিয়ে মোরাম-বিছানো যে পথটি চলে গেছে সেই পথে লতায়-পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট গ্রাম ফেলে রেখে পাহাড়ের কোলে কোলে ওরা পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের দিকে এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর দেখল দলে দলে মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কেউ রিকশায়, কেউ ভ্যানে, কেউ বা মোটরবাইকে পরিবারসহ কোথায় যেন চলেছে। রিকশাওয়ালার মুখে ওরা শুনল পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে এখন মেলা বসেছে। তাই এত যাত্রী। না হলে অন্যসময় খাঁ খাঁ করে চারদিক। আর দু'দিন বাদেই মেলা শেষ। তখন আর যাত্রী থাকবে না।

যাই হোক, রিকশাওয়ালা একসময় ওদের পাহাড়ের কোলে একটি বাঁধানো বটতলায় নামিয়ে দিল। বলল, "ওই যে লোকজনরা যাচ্ছে, ওইখানেই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর।"

বাবলুরা দেখল ভারী মনোরম স্থান এখানটা। কিন্তু ঘরবাড়ি খুব কম।

একপাশে একটি ডাকবাংলো আছে।

ছোটখাটো দু'-একটি চায়ের দোকান থাকলেও কোথাও কোনও খাবারের দোকান নেই।

এখানে মেলা কোথায়? মেলার কোনও কিছুই নজরে পড়ল না ওদের। যাই হোক, ওরা পাতার ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী একটা দোকানে চা খেতে বসে গেল।

যে ছেলেটি চা করছিল সে বলল, "মু ভালঅ চা বনাই দিব। তোমরা পানচোজনে মোট পানচঅ গোট্টা টঙ্কা মোকে দিব।"

বাবলু বলল, "পাঁচ টাকা কী রে!"

"হ হ। এসপেশাল চাঅ তে পানচো টঙ্কা পড়ি যিব।"

বাবলু বলল, "তাই দে। দেখি তোর কেমন স্পেশাল চা।"

ছেলেটি বেশ কিছুক্ষণ পরে কাঠের জ্বালের উনুনে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে দুধের সর ও পিপড়ের ঠ্যাং ভাসা পাঁচ কাপ তিক্ত চা ওদের দিকে এগিয়ে দিল।

সেই চা দেখে খাওয়া তো দূরের কথা, গা পর্যন্ত ঘুলিয়ে উঠল। তবু কী আর করা যাবে? এখানে এই।

যাই হোক, চায়ের মতো সেই পদার্থটায় দু'-এক চুমুক দিয়ে বাবলু বলল, "হ্যাঁ রে! এখানে পট্টনায়কবাবুর বাড়িটা কোথায় বলতে পারিস?"

"হ। পাহাড়ের উপরি গোটিএ কোঠা ঘরঅ অছি। সেঠির মালিকঅ পট্টনায়ক। কত বাবু লোকঅ রাতি কাটাইয়া পাঁই সেঠি যাইছন্তি।"

ওরা চা খাওয়া স্থগিত রেখে পাঁচটা টাকা ছেলেটির হাতে দিয়ে পট্টনায়কবাবুর বাড়ির দিকে চলল।

পাহাড়ের ওপর একটু উঠেই দেখল একটি সুদৃশ্য বাংলো। পালিশ করা কাঠের দরজায় নেমপ্লেটে লেখা আছে মি. এন পট্টনায়ক।

বাবলু ডোর-বেলে চাপ দিতেই একটি ছেলে বেরিয়ে এল।

বাবলু বলল, "এটা পট্টনায়কবাবুর বাড়ি অছি?"

ছেলেটি হেসে বলল, "ওড়িয়া ভাষাটা কিন্তু ঠিক জুতসই হল না। আমি মেদিনীপুরের ছেলে। বাংলায় বলো, বুঝতে পারব। এটাই পট্টনায়কবাবুর বাড়ি।"

"ওঁর কে আছেন একটু ডেকে দাও তো ভাই।"

"কেউ তো নেই। শান্তা দিদিমণি আব মা দু'জনেই এইমাত্র চলে গেলেন। বালেশ্বর থেকে ম্যানেজারবাবু ফোন করেছিলেন। খুব নাকি জরুরি দরকার।"

"কখন ফিরবেন ওঁরা?"

"আর ফিরবেন না। আসলে এখানে তো থাকেন না কেউ। বালাশোরেই থাকেন। বাবু বাইরে গেছেন। কিন্তু ওঁর ফেরবার সময় পার হয়ে গেছে অথচ ফিরছেন না দেখে খুব চিন্তা করছেন এঁরা। বাবুর কথার কোনও নড়চড় হয় না। সকাল আটটায় ফিরব বললে উনি আটটাতেই ফেরেন। সেই মানুষ আজ তিনদিন হয়ে গেল ফিরলেন না। কোনও ফোন-টোনও এল না। তাই মন-মেজাজ ভাল নেই কারও। দিদিমণিরা মেলার জন্যই এখানে এসেছিলেন। না হলে বাবুর বন্ধু-বান্ধবরাই আসেন এখানে। বাবু আসেন এই মেলার সময় বা বন্ধু-বান্ধবরা কেউ না এলে তখনই।"

বাবলুরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "ব্যাপার রীতিমতো গোলমেলে মনে হচ্ছে রে বিলু! মি. মালানী আমাদের এতদূরে পাঠিয়ে দিয়েও ফোনে শান্তা দিদিমণিকে আমাদেব জন্য অপেক্ষা করতে না বলে ওঁর মাকে সুদ্ধ ডেকে নিলেন কেন?"

"তাই তো রে ভাই। কী ব্যাপার বল তো?"

ছেলেটি বলল, "কী হল গো তোমাদের? কীসব বলাবলি করছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। ঠিক আছে, আমরা আসছি।"

"সে কী! চলে যাবে কেন?"

"চলে যাব না তো কী করব? তোমার দিদিমণির সঙ্গেই যখন দেখা হল না তখন কী করব থেকে?"

"নাই-বা হল দেখা? এখানে এসেছ, পঞ্চলিঙ্গেশ্বরকে দর্শন করো, ঝরনায় স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপরে তো যাবে।"

বাবলু বলল, "আমাদের সময় নেই ভাই।"

"শান্তা দিদিমণি থাকলে কি তোমাদের না খাইয়ে ছাড়ত? এখানে এসে কেউ না খেয়ে গেলে ওঁরা দারুণ রাগ করবেন। আমার চাকরি চলে যাবে তা হলে। তা ছাড়া তোমরা এখন যাবেই বা কী করে? বাস তো নেই।"

"বাস নেই কেন?"

"এখানে সারাদিনে মাত্র দুটি বাস। একটা সকালের দিকে চলে গেছে। আর একটা যাবে সন্ধে ছ'টায়।"

"আমরা রিকশায় নীলগিরি গিয়ে বাস ধরব।"

"রিকশাও পাবে না। এখানে কোনও স্ট্যান্ড নেই তো, তাই সব রিকশা নীলগিরি থেকে আপ-ডাউন ভাড়া নিয়ে আসে। তাব চেয়ে স্নান করে দুটো খেয়ে নাও। বিকেলে বরং হেঁটে হেঁটে যাবে।"

বাবলু বলল, "বেশ, তাই যাব। তোমার কথাই থাক তা হলে। তুমি কিন্তু আমাদের বালাশোরের ঠিকানাটা দিয়ো।"

"ঠিকানা লাগবে না। বাস থেকে নেমে যাকেই বলবে বাবুর বাড়িতে যাব, সেই দেখিয়ে দেবে। না হলে হোটেলে যাবে, ম্যানেজারবাবুকে বলবে, উনিই লোক দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন তোমাদেব।"

বাবলুর হঠাৎ কী মনে হতে বলল, "আচ্ছা, এখান থেকে বাড়িতে কোনও ফোন করা যায় না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফোন তো আছে। করো।"

বাবলু নাম্বার দেখে ডায়াল ঘোরাল। কিন্তু যা সে ভেবেছিল তাই। ইতিমধ্যেই টেলিফোন কাট।

একটা দুর্ভাবনাব কালো মেঘ যেন সহসা ঢেকে ফেলল ওদের। ওবা বুঝতে পারল শান্তাদি ও তাঁর মা দারুণ একটি বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন।

ছেলেটি কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এইসব ভাবান্তর লক্ষ করল না। সে মনের আনন্দে অতিথিসেবার জন্য তৎপব হল। প্রত্যেককে ঘরে এনে সোফায় বসাল। এমনকী প্রিয় পঞ্চুকেও। তারপর একটি বড ডিশে গোটাকতক লাড্ডু এনে খেতে দিল ওদের। বাবলুরা ওদের থেকেই ভাগ দিল পঞ্চুকে।

বাবলু ছেলেটিকে বলল, "এবাব বলো তো ভাই তোমার নামটি কী?"

ছেলেটি হেসে বলল, "আমাব নাম গোপালা। কাঁথির কাছে কালীনগবে বাড়ি।"

বাবলুরা ওর ব্যবহারে দারুণ প্রীত হয়ে অনেকক্ষণ ধবে অনেক খোশগল্প করল।

গোপালা বলল, "তোমাদের ভাগ্য ভাল যে, দিদিমণি আজ সকালে একটা কইমাছ কিনেছিলেন। ওঁরা তো খাবার সময় পেলেন না, এসো এখন আমরাই খাই।"

ভোম্বল বলল, "যে যার কপালে খায়। কে জানত যে, এই বনে আমাদের অন্ন জুটবে?"

গোপালা বলল, "শোনো, তোমরা আর দেবি কোরো না। আমি ততক্ষণ বান্নাবান্না কবি। তোমরা গিয়ে মেলা দেখে এসো। পাহাড়ের ওপরেই মেলা বসেছে। কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদেব। যাও।"

বাবলুরা আর দেরি না করে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মেলা দেখতে চলল।

এখানে পথ চেনবার দরকার নেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই পাহাড়ে ওঠবার জন্য ধাপে ধাপে সিঁড়ি ওরা দেখতে পেল। দলে দলে লোকজন নামা-ওঠা করছে সেখানে।

কী চমৎকার পরিবেশ!

চারদিকের ঘন গাছপালায় ফাল্গুনের আগুনরাঙা দিন বসন্তের পবশ বুলিয়ে দিচ্ছে যেন। কত গাছে ফুল ফুটেছে। চারদিক লালে লাল। পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ায় সে কী অপূর্ব রংবাহার।

গাছে গাছে পাখি ডাকছে।

সেইসঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে উদ্দাম গতির এক ঝরনা প্রপাতের নূপুর বাজিয়ে যেন ময়ূরীর মতো নেমে আসছে।

বাবলু বলল, "কী অপূর্ব!"

বিলু বলল, "উশ্রীর চেয়েও সুন্দর।"

ভোম্বল বলল, "না। কারও সঙ্গেই কারও তুলনা চলে না। তবে একথা ঠিক, এ দৃশ্য দেখে আমরা ধন্য হলাম।"

বাচ্চু বলল, "উশ্রী হল জলপ্রপাত। আর এটা হল ঝরনা। পাহাড়িয়া ঝরনা বিচিত্র বর্ণা।"

বিচ্ছু বলল, "বর্ণে অবশ্য বৈচিত্র্য দেখছি না। তবে এমন মিষ্টি সৌন্দর্য খুব কমই দেখেছি।"

বিলু বলল, "এইসব জায়গায় বাড়ির সবাইকে নিয়ে এলে কী আনন্দই না হয়! এটা হচ্ছে রীতিমতো একটা পিকনিক স্পট।"

ওরা চারদিক দেখতে দেখতে বেশ কয়েক ধাপ ওঠবার পর দেখল এক জায়গায় ভিড়ে ভিড়। সেখানে

পাহাড়ের একটি ফাটলের ভেতর থেকে প্রবল বেগে স্বচ্ছ এক জলধারা বেরিয়ে এসে নীচের একটি বড় পাথরের ওপর পড়ে ঝরনার আকার নিয়েছে। সেইখানেই একটি গাছের ডালে অসংখ্য নুড়িপাথর বাঁধা আছে। এগুলি নানা লোকে নানারকম মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার অভিলাষে সংস্কারবশত বেঁধে গেছে। তারই চারপাশ ঘিরে বসে আছে সাধু-সন্ন্যাসীর দল। তাঁরাই পুজোপাঠ করাচ্ছেন। সবকিছুই হচ্ছে কিন্তু ওই জলের উৎসমুখে। কেউ কেউ সেখানে হাত ডুবিয়ে কী যেন দেখছে। ওরা জিজ্ঞেস করে জানল এখানকার জাগ্রত পঞ্চলিঙ্গেশ্বর ওই সলিলেই সুপ্ত থাকেন। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এক এক করে তাই দেখল।

এই ঝরনাধারার পাশেই আছে বড় বড় দুটি গুহা। সেই গুহার ভেতরেও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী জড়ো হয়ে খুব জোর গান-বাজনা লাগিয়ে দিয়েছেন।

লোকে লোকারণ্য চারদিক। পুজোপাঠের পাশাপাশি নানারকম ক্রিয়াকর্ম এবং শিশুর মস্তকমুণ্ডনও চলছে এই পবিত্র তীর্থভূমিতে।

কিন্তু মেলা কই? এই মানুষের মিলনমেলাই যদি মেলা হয় তো সার্থক নাম এর। পাণ্ডব গোয়েন্দারা চারদিক ঘুরেফিরে দেখে বুঝল এই ঝরনার উৎস ওই ফাটলটাই নয়, আরও দূরে। কেন না আরও অনেক উঁচু থেকে একটি ক্ষীণ ধারা এসে ওই ফাটলে মিশেছে। ওরা সেই ধারা অনুসরণ করে আরও একটু ওপরে উঠতেই দেখল এক পাহাড়চূড়ার সমতলে ছোট্ট একটি মেলা বসেছে। এ মেলায় খেলনা পুতুল, নাগরদোলা নেই, আছে শুধু খাবার। মুড়ি, তেলেভাজা, জিলিপি, পাঁপড়ভাজা আর মালপো। তীর্থযাত্রীরা সবাই সেখানে যে যার খুশিমতো খাচ্ছে।

দেখে খুব লোভ হল ওদের।

বাবলু বলল, "কোনও কথা নয়, ছানার গজা আর মালপো খেতেই হবে এখানে।"

বাবলু বলতে না বলতেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছে ভোম্বল। পঞ্চুও মালপো দেখে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল। এরপর সকলে ছানার গজা ও মালপো খেয়ে মেলার একপ্রান্তে বড় একটি গাছের নীচে বিশাল এক শিলাখণ্ডে বসে মেলার লোকজন দেখতে লাগল। সেইসঙ্গে প্রকৃতির দৃশ্য। অসংখ্য পাখ-পাখালির কলতানে জায়গাটা তখন মানুষের কোলাহলকে ছাপিয়েও মুখর হয়ে আছে।

॥ ৯ ॥

বাবলুরা যখন প্রকৃতির দৃশ্য দেখায় বিভোর, পঞ্চু যখন আনমনা, ঠিক তেমনই সময় হঠাৎ সেখানে প্যান্ট-শার্ট পরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী চোখেমুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। গাঢ় গোলাপি গায়ের রং। ঠিক যেন মেমদিদি।

তরুণী বাবলুদের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলল, "এই ছেলেমেয়েরা! তোমরা এখানে কী করছ? আমি তোমাদের খুঁজে-খুঁজে হয়রান!"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কে আপনি? আপনাকে চিনলাম না তো?"

"বাঃ রে! তোমরা তো আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলে!"

"ওঃ। আপনিই তা হলে শান্তাদি?"

"হ্যাঁ ভাই।"

"একটি বিশেষ কারণে এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার খুব দরকার ছিল আমাদের। কিন্তু এখানে এসে যেই শুনলাম আপনি নেই তখনই মনটা খারাপ হয়ে গেল।"

"কী ব্যাপার বলো তো?"

"আপনার বাবার সম্বন্ধে কিছু বলার ছিল। তাঁর কোনও খবর কি পেয়েছেন আপনারা?"

"না। উনি আরব থেকে ফিরেছেন সে-খবর পেয়েছি। গত সপ্তাহে মুম্বই ভি টি থেকে ফোনও করেছিলেন গাড়িতে ওঠার আগে। তারপর থেকে আর-কোনও খবর নেই। তা তোমাদের কী ব্যাপার বলো তো? তোমরা কারা? আমার বাবার খোঁজখবরই বা নিচ্ছ কেন?"

"ওই ব্যাপারে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে শান্তাদি। তাই বলব বলেই হাওড়া থেকে এতদূরে ছুটে এসেছি আমরা। ভাগ্য ভাল যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এখানে আছি?"

"গোপালার মুখে শুনলাম। বাবার জন্য খুবই দুশ্চিন্তায় আছি ভাই। উনি তো এরকম কখনও করেননি। কোনও কারণে কোথাও কোনও কাজে আটকে গেলে সঙ্গে সঙ্গে উনি জানিয়ে দেন। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তাঁর কোনও বিপদ হয়েছে। ম্যানেজারের কাছ থেকে হঠাৎ একটা জরুরি ফোন পেয়ে মাকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি করে যাওয়ার সময় ঘরের চাবিটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছি। নীলগিরি পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলাম। ভাগ্যে এলাম, তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা হল।"

"আপনার মা?"

"উনি নীলগিরিতেই আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আমার হাতে সময় বেশি নেই। আমি এখনই চলে যাব। এসেই শুনলাম তোমরা এসেছ, তাই দেখা করতে এলাম। এমন অসময়ে তোমরা এলে যে, তোমাদের জন্য কিছু করতে পারলাম না।"

বাবলু বলল, "শান্তাদি, ভগবান রক্ষা করেছেন আপনাকে যে, আপনি ফিরে এসেছেন। বালাশোরে গেলে আপনার অথবা আপনার মায়ের কোনও বিপদ হতে পারত। আমাদের মনে হয়, আপনার বাবা নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর রকমের বিপদে পড়েছেন এবং আপনারাও পড়তে যাচ্ছিলেন।"

শান্তাদির মুখ থমথমে হয়ে গেল, "কেন বলো তো?"

"সব বলছি আপনাকে। আরও একটু ফাঁকা জায়গায় কোথাও গিয়ে বসি চলুন।" বলেই বিলুকে বলল, "তুই সবাইকে নিয়ে এখানেই থাক। একটু সতর্ক থাকিস। আমি এখনই আসছি।"

বাবলু শান্তাদিকে নিয়ে একটু দূরের দিকে কোলাহলমুক্ত নির্জনের দিকে চলল।

বিলুরা না এলেও পঞ্চু সঙ্গ ছাড়ল না। সেও চলল ল্যাং-ল্যাং করে হেলেদুলে।

একটি মনোরম ঢাল বেয়ে ঘন গাছপালায় ঘেরা এক নির্জনে এসে শান্তাদি বলল, "আর সাসপেন্সে রেখো না, এবার বলো তো ভাই কী ব্যাপার?"

বাবলু তখন নিজেদের পরিচয় দিয়ে সব কথা এক এক করে খুলে বলল শান্তাদিকে।

শান্তাদি সব শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, "আমার বাবা তা হলে আর বেঁচে নেই বাবলু। এত কাণ্ড হয়ে গেছে তা আমরা কেউই জানি না। বাবা অনেক দিন ধরেই বলছিলেন মালানীর আচরণ তাঁর ভাল ঠেকছিল না। কিন্তু সেটা যে এইরকম জঘন্য হবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না মালানী আমাকে ফোনে তোমাদের কথা না জানিয়ে একেবারে মাকে নিয়ে একটুও দেরি না করে চলে যেতে বললেন কেন? আর তোমাদেরকেই বা কোনওরকম কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে এতদূরে পাঠিয়ে দিলেন কেন?"

"ফোনে কথা বলার ব্যাপারে আমিই আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা চলে আসবার পরই বিপদের গন্ধ পান তিনি। যেভাবেই হোক তাঁর মনে এই সন্দেহ জাগে যে, আমরা তারাই। তাই আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা ছিন্ন করবার জন্য ফলস্ টেলিফোনে আপনাদের ডাকিয়ে নেন। ওখানে গিয়ে পড়লে হয়তো আপনাদের মা-মেয়েকে ওরা গুম করত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মালানীই এই চক্রের নায়ক।"

"বুঝেছি। ওই শয়তান চাঁদিপুরের হোটেলটা নিয়েও একবার এক কুকীর্তি কবে আমার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিল।"

"চাঁদিপুরের হোটেল?"

"হ্যাঁ। চাঁদিপুরেও আমাদের একটা হোটেল আছে। লাভলি হোটেল।"

"কিন্তু ওইরকম বিশ্বাসঘাতক একজন লোককে আপনারা হোটেলের দায়িত্বে রেখেছিলেন কেন?"

চোখের জল মুখে শান্তাদি বললেন, "উপায় ছিল না রে ভাই। আমাদের এমন কিছু দুর্বলতার কথা ও জানে যে, ওকে তাড়াতে গেলেও বিপদ।"

"কী আপনাদের দুর্বলতা?"

"সে অনেক কথা ভাই। যাক, আর দেরি করে লাভ নেই। মা হয়তো আমার জন্য চিন্তা করছেন খুব। আমি এখনই মাকে ফোন করে সতর্ক করে দিচ্ছি। আর শোনো, তোমরা যে বুদ্ধি করে ওই ভাঙা অ্যাটাচিটা নিয়ে এসেছ সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ। ওটা আমার চাই। ওতে যে কী অমূল্য সম্পদ রয়েছে তা তোমরা জানো না। ওই সম্পদের জন্যই আজ আমার বাবাকে জীবন দিতে হল। আমরা অনেক নিষেধ করেছিলাম বাবাকে ওইসব কাজ না করতে। কিন্তু করলে কী হবে? উনি নিজে যা বুঝতেন তাই করতেন, অন্যের কথা শুনতেন না।"

"কিন্তু ওই অ্যাটাচিতে তো কিছু নেই।"

"আছে, আছে। অনেক কিছু আছে ওর ভেতরে।" এই বলে বাবলুকে নিয়ে শান্তাদি যেই না আসতে যাবে অমনই জনা চারেক লোক হঠাৎই ওদের চমকে দিয়ে আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে আত্মপ্রকাশ করল।

ওদের এই আলোচনার সময় লোকগুলো কখন যে চুপিসারে এসে ঘিরে ফেলেছিল ওদের, বা ওরা আসবার আগে থেকেই ছিল তা ওরা টেরও পায়নি। এতক্ষণ টুঁ শব্দটি করেনি কেউ।

কিন্তু পঞ্চু কোথায়? সে নেই কেন? এই তো একটু আগেও সে ছিল। ওর নজর এড়িয়ে ওরা এখানে কী করে এল?

শান্তাদি বিস্মিত হয়ে বলল, "কী চাই তোমাদের?"

"আমাদের দরকার এই ছেলেটাকে।"

"ওকে তোমরা পাবে না।"

"তা হলে কিন্তু বিপদ হবে।"

ওদের চারজনের হাতেই তখন শোভা পাচ্ছে একটা করে স্প্রিং দেওয়া চকচকে ছোরা।

বাবলু ও শান্তাদি একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

ওদের একজন বলল, "এখান থেকে পালিয়ে বাঁচবার কোনও উপায়ই নেই শান্তা দেবী। আপনার বাবাকে যেমন পরম নিশ্চিন্তে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের লোকেরা, ঠিক সেইভাবেই আপনাদেরকেও আমরা ঘুম পাড়াতে এসেছি। আপনারা বাঁচতে পারেন একটিই মাত্র শর্তে।"

বাবলু অভিনয়ের ভঙ্গিতে গলায় একটু মেকি কান্নার সুর তুলে বলল, "কী সে শর্ত? আমাকে আপনারা প্রাণে মারবেন না। আমি বাঁচতে চাই। আমার মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই। বলুন কী পেলে আপনারা ছেড়ে দেবেন আমাকে বা আমার এই দিদিটিকে?"

"মি. পট্টনায়কের ওই মূল্যবান অ্যাটাচিটা আমরা চাই। যেটা বারবার ছিনিয়ে নিয়েছ তোমরা আমাদের কাছ থেকে।"

"দেব। নিশ্চয়ই দেব। ওতে আমাদের কোনও লোভ নেই, বিশ্বাস করুন।"

"না থাকাই ভাল।" বলে লোকগুলো আবার বলল, "তবে শান্তা দেবী! আপনাকে কিন্তু কয়েক ঘণ্টার জন্য এখানে আটকে থাকতে হবে।"

শান্তাদি সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বাবলুকে বলল, "বাবলু! ভুলেও ওদের প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ো না। ওরা তোমার কাছ থেকে অ্যাটাচি উদ্ধার করেই মেরে ফেলবে তোমাকে। দেখছ না কী ভয়াবহ মূর্তি ওদের। ওবা খুনি। খুন করবে বলে এসেছে ওরা।"

ওদের একজন বলল, "না। অযথা আমরা খুনের সংখ্যা বাড়াব না। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। একটু পেছনদিকে নেমে চলুন, ওখানে একটা গুহা আছে। আপাতত একদিন কি আরও কিছু কম সময় আপনাকে আমরা সেখানে আটকে রাখব। অ্যাটাচিটা যদি পেয়ে যাই তবেই আপনার মুক্তি, না হলে কিন্তু কাউকেই বাঁচিয়ে রাখব না আমরা।"

শান্তাদি বলল, "ওটা পেলে কি বাঁচিয়ে রাখবেন?"

"সে তখন দেখা যাবে।" বলে যেই না শান্তাদির হাত ধরে টানতে যাবে অমনই কোথা থেকে একটা বড় পাথর এসে পটাং করে নাকে লাগল লোকটার।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা রে' বলে নাক চেপে বসে পড়ল সেখানে। আর একটু হলেই চোখটা যেত। নাক দিয়ে তখন ঝরঝর করে এত রক্ত পড়ছে যে, রুমাল দিয়েও চেপে রাখা যাচ্ছে না।

কে ছুড়ল পাথরটা?

হতচকিত বাবলু বিলুর গলা শুনতে পেল তখন, "ভয় নেই বাবলু, আমরা এসে গেছি।"

এইবার দেখা গেল পঞ্চুকে। বিপদ বুঝে চুপিসারে গিয়ে ওদের সবাইকে খবর দিয়ে ব্যাঘ্রবিক্রমে ধেয়ে আসছে সে। এসেই প্রচণ্ড হাঁকডাকে চারদিক কাঁপিয়ে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দুষ্কৃতীদের ওপর যে, কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে প্রাণের দায়ে ছুটল তারা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছাড়বার পাত্র নয়। সবাই তখন মারমুখী হয়ে ধেয়ে গেল ওদের দিকে।

ওইটুকু সময়ের মধ্যেই বাবলুর হাতে উঠে এসেছে ওর আত্মরক্ষার পিস্তলটা। বাবলু হেঁকে বলল, "শোনো, তোমরা কিন্তু কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। তা হলে কিন্তু আমি বাধ্য হব গুলি চালাতে। মনে রেখো এটা খেলনা পিস্তল নয়।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

বাবলু তখন পলায়মান একজনের পায়ে সত্যিই গুলি করল। পায়ে চোট পেয়ে লোকটি হঠাৎ হোঁচট খাওয়ার মতো মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ল খাদের দিকে। খাদ গভীর নয়। তবে যতটুকু, তাতেই ওর অবস্থা কাহিল হয়ে গেল। বাঁচল কি মরল কে জানে?

বাকি যারা, তারা তখন থেমে পড়েছে। না থামা ছাড়া উপায়ও নেই। কেন না পঞ্চুই তখন পথরোধ করেছে ওদের।

বাবলু ওদের কাছে গিয়ে বলল, "গৌরাঙ্গ হও।"

ওরা দু' হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এদিকে গুলির শব্দ আর চেঁচামেচিতে মেলার লোকজন যেখানে যত ছিল সবাই প্রায় হইহই করে ছুটে এসেছে।

বাবলু জনতাকে বলল, "শিগগির আপনারা বেঁধে ফেলুন এই লোকগুলোকে। আমরা ততক্ষণে পুলিশে খবর দিচ্ছি। এরা আমাদের এই দিদিকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল।"

আর যায় কোথা! ক্ষিপ্ত জনতা তখন তিনজনকেই গাছের সঙ্গে বেঁধে সে কী বেদম প্রহার।

বাবলু জনতাকে বলল, "এক মিনিট। এদের কাছে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

ওদের একজন বলল, "কী জানতে চাও বলো?"

"আমরা জানতে চাই তোমাদের গডফাদারটি কে? এই কাজের জন্য কে পাঠিয়েছিল তোমাদের?"

ওরা কিছু না বলে মাথা নত করল।

যেই না করা পঞ্চু অমনই গাঁক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের বুকের ওপর।

লোকটি ভয়ে আর্তনাদ করে বলল, "মা-মা-মালানী।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এইবার তোমরা গণপিটুনির ভেতর দিয়ে জামাই আদর খাও। আমরা পুলিশে একটা খবর দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করি।"

শান্তাদি বলল, "তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আশা করি ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।"

বন্দি দুষ্কৃতীদের সামনে তখন মৃত্যু ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। তাই জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েই বলল, "আর বেঠিক বলে আমাদের লাভই বা কী?"

"আমার বাবার খবর কী? তিনি কোথায় কীভাবে আছেন?"

"উনি বেঁচে নেই। ওঁর মাথায় রড মেরে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।"

"কারা করেছে এই কাজ?"

"যারা করেছে তাদের একজনকে মেরে ফেলা হয়েছে, একজন দুর্ঘটনায় মরেছে। আর একজন ফিরে এসেছে ব্যর্থ হয়ে।"

বাবলু জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনারা সব শুনলেন তো? এখন এদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। আমরা চেষ্টা করছি পুলিশকে ফোন করবার।"

শান্তাদিকে নিয়ে বাবলুরা তখনই চলে এল শান্তাদির বাড়িতে। এ-বাড়িব ফোন অচল। তাই পাশের সরকারি গেস্ট হাউস থেকে শান্তাদি ফোনে সব কথা জানিয়ে দিল মাকে।

বাবলু বলল, "আপনি এখনই একবার পুলিশে ফোন করুন।"

"কী লাভ?"

"বাঃ। লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করাতে হবে না?"

"না বাবলু, আমি এই মুহূর্তে থানা-পুলিশের জালে জড়াতে চাই না। তোমাকে জানিয়ে রাখা ভাল, আমার বাবা হোটেল বিজনেস ছাড়াও স্মাগলিং-এর ব্যাপারে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। এখন ওই অ্যাটাচিটা আমার বিশেষ প্রয়োজন। ওটা যাতে শত্রুপক্ষের হাতে না পড়ে সেটা সর্বাগ্রে দেখতে হবে। থানা-পুলিশ তারপর। নাও তোমরা চট করে দুটো খেয়ে নাও।"

বাবলুরা সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে তৈরি হয়ে নিল। মনের আনন্দে ঝরনার জলে স্নান করা আর হয়ে উঠল না।

শান্তাদির মারুতি গাড়িটা বাইরেই ছিল। ওরা সেই গাড়িতে চেপে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল অন্য পথে বালাশোরের দিকে। কিন্তু বালাশোরে পৌঁছে সাগরিকা হোটেলে এসেই যে দুঃসংবাদ ওরা পেল তা পাবে বলে কেউ ভাবতেও পারেনি। কিছুক্ষণ আগে নাকি দু'জন লোক এসে ম্যানেজারকে রিভলভার দেখিয়ে ওদের ঘরের তালা ভেঙে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া সেই অ্যাটাচিটা নিয়ে চলে গেছে।

শান্তাদি 'হায় ভগবান' বলে মাথায় হাত দিয়ে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। বলল, "ওরা কী করে জানল বলো তো যে তোমরা এই হোটেলেই উঠেছ?"

বাবলু বলল, "জানার তো কোনও অসুবিধে নেই। আঙুল গুনে হোটেল তো এখানে ক'টা। তা ছাড়া আমিই অসতর্কভাবে মালানীর কাছে বলে ফেলেছিলাম কথাটা।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই নীরব। অমন যে পঞ্চু, সেও যেন বোবা হয়ে গেছে।

শান্তাদি বলল, "ঠিক আছে। এসো তোমরা আমার সঙ্গে। শেষ চেষ্টা একবার করে দেখি। তারপর পুলিশে ফোন করব।"

ওরা আবার মারুতি চেপে হাজির হল বাদশার কাছে। সেখানে গিয়ে দেখল পাখি ফুড়ুত। বরং শান্তাদি ও বাবলুদের দেখে আঁতকে উঠল অন্য সকলে।

শান্তাদি জিজ্ঞেস করল, "মালানী কোথায়?"

"উনি তো নেই।"

"কোথায় গেছেন?"

"জানি না।"

"কিন্তু তোমরা এমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কী হয়েছে তোমাদের?"

কৃষ্ণা নামে একটি মেয়ে ছিল, সে বলল, "বিশ্বাস করুন শান্তাদি, এমন একটা ব্যাপার যে ঘটবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি লুকিয়ে ওদের সব কথা শুনেছি। এই ছেলেমেয়েগুলো চলে যাওয়ার পরই জহর এসে কীসব যেন বলল মালানীজিকে। সব বুঝতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে এরাই ষড়যন্ত্র করে খুন করেছে আমাদের মালিককে।"

"তারপর?"

"তারপর ছেলেমেয়েগুলো চলে যেতেই ওরা টেলিফোনে আপনাদের এখানে চলে আসতে বলল। চারজন লোককে ওরা পাঠিয়ে দিল ছেলেমেয়েগুলোকে ওই পাহাড়ে-জঙ্গলেই খতম করবার জন্য। আর জহর করল কী, একটা হেভি ট্রাক নিয়ে নীলগিরিতে চলে গেল আপনাদের গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটাবে বলে।"

শান্তাদি শিউরে উঠে বলল, "ও মাই গড। ভাগ্যে আমি এদের নিয়ে অন্যপথে এসেছিলাম। কিন্তু এতসব শুনেও তোমরা চুপ করে ছিলে কেন? কেন তোমরা থানায় যাওনি?"

"দিদি, বিশ্বাস করুন, আমাদের মধ্যে কে যে স্পাই আর কে কী তা বুঝতে পারিনি বলেই থানায় যাইনি। তবে আমি রঘুপতিকে সব বলেছি। ও আমার লোক। ও বোধ হয়—।"

শান্তাদি বলল, "ঠিক আছে। তোমরা একটু সতর্ক থেকো। আমরা আসছি।"

"কোথায় যাবেন দিদি?"

"মালানীকে খুঁজতে। আশা করি ওকে আমি চাঁদিপুরেই পাব।"

ওরা আবার মারুতি চেপে এগিয়ে চলল চাঁদিপুরের দিকে।

বেলা পড়ে আসছে ক্রমশ। সূর্য ঢলছে।

শহর ছেড়ে যখন ওরা মাঠের মাঝখানে এসে পড়ল তখন হঠাৎই ওরা দেখতে পেল অশোক লেল্যান্ডের বৃহৎ একটি মালবাহী ট্রাক সবেগে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে।

বাবলু বলল, "শান্তাদি, ওই দেখুন ওরা আসছে। আরও জোরে গাড়ি চালান। না হলে যেভাবে ওরা আসছে তাতে বেশ বুঝতে পারছি ওদের হাত থেকে আর আমাদের পরিত্রাণ নেই।"

শান্তাদি বলল, "চুপ করে বসে থাকো সব। ওদের মজা আমি দেখাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "কৃষ্ণাদির কথা যদি সত্যি হয় তা হলে তো ওদের এখন নীলগিরিতে থাকার কথা।"

"কৃষ্ণাদির কথা সত্যি। আসলে নীলগিরিতে আমাদের না পেয়েই ওরা ফিরে আসছে। যাই হোক, তোমরা তৈরি থাকো। আমি হঠাৎ এক জায়গায় গাড়িটা যেই থামাব, তোমরা অমনই চোখের পলকে নেমে পড়বে।

বাঁদিকে চেপে নামবে। লাফিয়ে পড়বে মাঠের ওপর।" এই বলে শান্তাদি গাড়িটার স্পিড আরও বাড়িয়ে শত্রুর কবল থেকে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়েই হঠাৎ গতি কমিয়ে ব্রেক কষল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তৈরি ছিল। পরিকল্পনামতো সবাই ধুপ-ধাপ-ধুপ।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাকও এসে থেমে পড়ল। ড্রাইভারের আসনে বসা জহর তখন বাঘের মতন ছুটে এল ওদের দিকে। ওর হাতে একটা রিভলভার।

বাবলুরা অবাক হয়ে দেখল শান্তাদির হাতেও তখন একটি পিস্তল শোভা পাচ্ছে।

এ যেন রোমাঞ্চকর নাটকের কোনও একটি দৃশ্য।

জহর তবুও যেই না ওদের দিকে এগোতে যাবে পঞ্চু অমনই ওর অভ্যস্ত ছকে লাফিয়ে উঠে কামড়ে ধরল জহরের রিভলভার-ধরা সেই হাতটাকে।

আব ভোম্বল ওর পায়ের খাঁজে এমন একটা লাথি মারল যে, টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জহর।

বিলু ওর হাত থকে রিভলভারটা কেড়ে নিল।

ততক্ষণে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর।

শান্তাদি ওর বুকে পা রেখে বলল, "শয়তান, তুই আমার বাবার হত্যাকারী। তোকে শাস্তি আমি নিজে দেব।" বলে কেউ বাধা দেওয়ার আগেই যা করল তা এক বীভৎস ব্যাপার।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল জহর।

শান্তাদি বাঘিনীব মতো ফুঁসে উঠে বলল, "পাপের ফল সারাজীবন ধরে ভোগ কর এবার। অন্ধ হয়ে বেঁচে থাক।"

ট্রাকে জহব একাই ছিল। তাই কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না।

শান্তাদির মারুতি এবার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়ে চাঁদিপুবের সমুদ্র সৈকতে এসে থামল। তখন সন্ধ্যার আবছায়া।

শান্তাদি পা টিপে টিপে ওদের নিয়ে বেলাভূমিতে নেমে এল। শান্তাদি বলল, "আমরা সরাসবি না গিয়ে পেছনদিক থেকে চুপি চুপি ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা কবব। সামনে দিয়ে যাব না।"

বাবলু বলল, "আমরা তো এখানকার কিছুই চিনি না জানি না। আপনি যেরকম বলবেন সেইবকমই হবে।"

সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

সে কী অপূর্ব দৃশ্যপট! একদিকে ঝাউবন, অপরদিকে সমুদ্র। ঝাউবনের গায়ে গায়ে হোটেল ও রেস্টহাউসের সারি।

শান্তাদি বলল, "এই ছেলেমেয়েরা, তোমরা এখন যেন ভুলেও প্রকৃতির দৃশ্য দেখায় মন দেবে না। আগে আমাদের কার্যোদ্ধার হোক তারপরে সবকিছু দেখবে। এসো আমরা ঝাউবনের অন্ধকারে ছায়ায় ছায়ায় পথ চলি।"

ওরা সেইভাবেই যেতে লাগল।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে একটি ঝোপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

অমনই কে যেন চিৎকার করে বালির ওপর দিয়ে ছুটে পালাতে গেল। কিন্তু পঞ্চুর সঙ্গে পারবে কেন? পঞ্চু পেছনদিক থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরে এমনভাবে তার গা শুঁকতে লাগল যে, লোকটা কাতুকুতু খেয়ে হেসেই অস্থির।

বাবলু বলল, "এই! কে তুই?"

"মারি পকাইলা। ইমিতি করিলে মু বলিব কাঁই? চারিধারে গোলমালঅ হউচি তাতে রাতি কাটাইবা বলিকিরি ডর পাই পলাইছন্তি।"

ততক্ষণে শান্তাদিও কাছে এসে পড়েছে। এসেই লোকটিকে দেখে বলল, "এ কী দশরথ! তুমি এখানে কী করছিলে?"

"আরে দিদিমণি! আমি আর এ কামঅ না করিব। সড়া মালানী আমাকু জাবুডা মারিছে। ঘরে গলে কি শুনু থিবে টিপ ঢাপ শব্দ হউচি। আপন মানে জানিছন্তি সেঠি পাগল হেলা। তাই ডর পাই পলাইছন্তি।"

শান্তাদি বলল, "ঠিক আছে, তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি এখানে বসে থাকো, পালাতে হবে না। বরং এখান দিয়ে কেউ পালাতে গেলেই তুমি ঢিল ছুড়বে।"

এতক্ষণে সাহস পেয়ে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে লাগল দশরথ। একটা চ্যালাকাঠ কুড়িয়ে এনে বীরবিক্রমে অযথা চেঁচিয়ে এমন আস্ফালন করতে লাগল যে, সজাগ হয়ে গেল শত্রুরা।

শান্তাদি আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই আমাদের হোটেলঘর। ওই যে দেখা যাচ্ছে ব্লু রঙের দোতলাটা। ওই হচ্ছে লাভলি হোটেল।"

ওরা পা টিপে টিপে এগোতে লাগল।

তারই ফাঁকে দেখে নিল দু'জন সশস্ত্র লোক হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওদের লক্ষ সমুদ্রতীর। দু'জনে হনহন করে এগিয়ে আসতে লাগল।

ততক্ষণে এরা সবাই কালো কালো লম্বা গুঁড়ির ঝাউগাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে। বাবলু হঠাৎ পেছনদিক থেকে সেই লোকদুটির একজনকে পিস্তলের সাহায্যে ঘায়েল করল। লোকটির মাথায় সজোরে আঘাত করল বাবলু।

একবার শুধু অস্ফুট একটু আর্তনাদ করে বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল লোকটা। মোক্ষম জায়গায় লেগেছে ওর।

অন্য লোকটি তখন কোনও কিছু বুঝে উঠতে না পেরে হঠাৎ ভয় পেয়ে লক্ষ্যহীনভাবে একটা গুলি করে বসল। কিন্তু বিধি বাম। তাই গুলিটা একটা গাছের গায়ে লেগে ছিটকে এসে ওরই বুকে বিঁধল। ভাগ্যদোষে নিজের ছুটি নিজেই করে নিল বেচারি!"

ওরা তখন ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই হোটেলে। লাভলি হোটেলের ঘরের ভেতর।

গিয়ে দেখল, দুটি লাশ পড়ে আছে সেখানে। একটি রাঁধুনি বামুনের, অপরটি এক অপরিচিতর। সম্ভবত নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে মরেছে ওরা।

শান্তাদি বলল, "কী কাণ্ড। দশরথটা ভয়ে পালিয়েছে। রাঁধুনি বামুন পালাতে পারেনি বলে ওদের হাতে মরেছে। অপরিচিত লোকটির ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু আসল লোকটি গেল কোথায়? মি. মালানী?"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল তাকে। কিন্তু না। কোনও পাত্তাই নেই তার।

শান্তাদি দশরথকে ডেকে এনে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সাহায্যে মৃতদেহ দুটি বের করল ঘরের বাইরে।

এমন সময় হঠাৎ ছাদের ওপর থেকে পঞ্চুর একটানা চিৎকার শুনে সচকিত হয়ে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই ছাদে কেউ লুকিয়ে আছে। শিগগির ওপরে চল।"

ওরা আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে সবাই একসঙ্গে হইহই করে উঠে এল ওপরের ছাদে।

পঞ্চুর চিৎকারে তখন মাত হয়ে গেছে চারদিক। সেই চিৎকারে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসও চমকে উঠছে যেন। অথবা দারুণ ক্রোধে সমুদ্র আরও ফুঁসছে।

ওরা দেখল সেই শেয়ালমুখো মালানী দোতলার ছাদে জলের ট্যাঙ্কের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। ওর একহাতে রিভলভার অপর হাতে অ্যাটাচি।

মালানী চিৎকার করে বলছে, "খবরদার, এক পা-ও এগোবে না কেউ। যে আসবে তাকেই গুলি করব।"

বাবলু বলল, "শিগগির ওই অ্যাটাচিটা আমাদের দিকে ছুড়ে দাও। না হলে আমরাই তোমাকে গুলি করব।"

মালানী তবুও চেঁচাচ্ছে, "খবরদার! খবরদার এগোবে না কেউ।"

বাবলু সাহসে ভর করে এগোতেই লাগল।

শান্তাদি ভয় পেয়ে বলল, "বাবলু যেয়ো না। ওকে বিশ্বাস নেই। ও এখনই গুলি করবে।"

বাবলু বলল, "ওর ওতে গুলি থাকল তো গুলি করবে। কিচ্ছু করবে না ও।"

"তবুও সাবধানের মার নেই। বাবলু চলে এসো।"

বিলু এতক্ষণে কথা বলল, "ওর রিভলভারে গুলি থাকলে ও কি প্রাণ বাঁচাবার জন্য এইখানে পালিয়ে আসত? তা ছাড়া পঞ্চু ওকে যেভাবে বিরক্ত করছে তাতে পঞ্চুকেও ছেড়ে দিত না।"

বাবলু বলল, "এ-যাবৎ অনেক রাঘব বোয়ালকে ঘায়েল করে শেষকালে একটা চুনোপুঁটি ধরতে এসে এতখানি সময় নষ্ট করলাম ভেবেই কষ্ট হয়েছে খুব। আমাদের এবারের অভিযানটা এইসব দুর্বল লোকেদের জন্য কেমন যেন হয়ে গেল।"

ভোম্বল মালানীকে বলল, "এই শেষবারের মতন বলছি কিন্তু।"

বললে কী হবে? মালানী স্থির। ও অ্যাটাচি আর রিভলভার দুটোকেই বুকের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার সবদিক থেকে ঘিরে এগোতে লাগল এক-পা এক-পা করে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যত এগোতে লাগল, মালানী ততই পেছোতে লাগল ভয়ে।

শান্তাদির তখন অন্য রূপ।

সে নিজের রিভলভারটা দু' হাতে শক্ত করে ধরে মালানীর দিকে তাগ করে বলল, "শয়তান! ওই অ্যাটাচি পাওয়ার লোভে তুই আমার বাবাকে খুন করিয়েছিস। আজ তোকে খুন করে আমি আমার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেব।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন জড়িয়ে ধরেছে শান্তাদিকে।

বিচ্ছু বলল, "এ কী করছেন দিদি! ওকে এভাবে মারবেন না, ও তো এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। ওকে সবাই মিলে পিটিয়ে পুলিশের হাতে দেব। আপনি কেন খুনের ঝুঁকি নেবেন?"

ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছে শান্তাদি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে গুলিটা মালানীর গায়ে না লেগে ঝাউবনের দিকে ছিটকে গেল।

এদিকে সেই গুলির সঙ্গে সঙ্গে গাঁক করে ট্যাঙ্কের ওপর লাফিয়ে উঠেছে পঞ্চু। যেই না ওঠা মালানী ভয়ে আরও একটু পিছোতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয়। চিৎকার ও আর্তনাদে ভরে উঠল চারদিক। পা ফসকে মালানী একেবারে নীচে।

মালানী পড়ে যাওয়া মাত্রই সবাই নীচে নেমে এল।

এসে দেখল নীচে পড়ে ছটফট করছে মালানীর দেহটা। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর একসময় ধনুকের মতো বেঁকে উঠে স্থির হয়ে গেল। কষ বেয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত কিছুটা। সব শেষ।

শান্তাদি তখনই অ্যাটাচিটা নিয়ে ঘরে এসে টেবিলের ওপর রাখল সেটা। তারপর দশরথকে বলল, "একটা ছুরি দাও তো দশরথ।"

দশরথ তখনই একটা ছুরি এনে শান্তাদিকে দিল।

শান্তাদি অ্যাটাচি খুলে বলল, "এই দেখো, তোমরা এর ভেতরে কিছুই পাওনি তো? আমি কিন্তু এর ভেতর থেকে মূল্যবান কিছু পাব।" বলে কয়েক জায়গায় ছুরি দিয়ে কাটাকাটি করতেই বেশ বড় বড় কয়েকটি হিরে টপাটপ বেরিয়ে আসতে লাগল।

শান্তাদি হিরেগুলো টেবিলের ওপর পরপর সাজিয়ে বলল, "এই সেই অভিশপ্ত হিরে। যার জন্য আমার বাবাকে তাঁর অমূল্য জীবন নষ্ট করতে হয়েছে। এর দাম খুব কম করেও—।"

"পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।"

সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল এক সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ চেহারার ভদ্রলোক মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁকে দেখেই চমকে উঠল শান্তাদি। ঢেউ যেমন সৈকতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক সেইভাবে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শান্তাদি।

ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, "ওরে ছাড়, ছাড় রে পাগলি মেয়ে। আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা। আমি এখনও সুস্থ নই।"

শান্তাদি তাঁর কাছ থেকে একটু পিছিয়ে এসে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল, "বাবা! তুমি বেঁচে আছ বাবা! এ যে ভাবতেও পারিনি!"

"হ্যাঁ মা। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি আমি। ওরা আমার মাথায় বড মেরে আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল। কিছু গ্যাং-কুলি আমার অচৈতন্য দেহটা রেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকেই একটু সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছি আমি। তোরা কে কী অবস্থায় আছিস তার কিছুই জানি না। আর এই হত্যাচক্রের নায়ক যে কে বা কারা তা বুঝতেও তো দেরি হয়নি আমার। সেইজন্যে পাছে জানাজানি হয় সেই ভয়ে বাড়িতে ফোন করিনি।"

শান্তাদি বলল, "কিন্তু বাবা, তুমি যে হাসপাতালে আছ এটা কি ওরা জানত না?"

"বোধ হয়, না। আমার যখন জ্ঞান ফেরে তেখন আমি আমার সব কথা ডাক্তারকে বলি। ওখানকার পুলিশকেও জানাই। ওঁদের অনুরোধ করি আমার এই ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণরূপে চাপা থাকে। ওঁরা আমার বিপদের দিকটা বিবেচনা করে এ-কথা গোপন রাখেন।"

"তারপর?"

"তারপর ওইখান থেকেই আমি এখানকার থানায় যোগাযোগ করি। এখানে তো সবাই আমার বন্ধু এবং

পরিচিত। তাই ওঁদেরই নির্দেশে এখানে এসে বাড়ি না গিয়ে সোজা থানায় যাই। থানা থেকে পুলিশ নিয়ে বাদশায় গিয়ে কৃষ্ণার মুখে শুনি তুই এখানে এসেছিস। তাই আর একটুও দেরি না করে এখানেই চলে এলাম।"

"তোমার সঙ্গে পুলিশ কই?"

"ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে। এখন ভাবছি এসব কাজ আর নয়। এই হিরেগুলো আমি পুলিশের হাতেই তুলে দেব। তাতে হয়তো কিছুটা পাপ লাঘব হবে আমার। কিন্তু এইসব ছেলেমেয়েগুলো? এরা এখানে কোত্থেকে এল?"

শান্তাদি সংক্ষেপে সব বলল বাবাকে।

পুলিশ তখন দরজার কাছে।

শান্তাদির বাবা মি. পট্টনায়ক বললেন, "আমার কথা আমি তো কিছুই গোপন না রেখে সবই বলেছি আপনাদের। ওই দেখুন, ওই সেই অভিশপ্ত হিরে।"

শান্তাদি নিজের হাতে হিরেগুলো এক এক করে তুলে দিল পুলিশের হাতে।

ইনস্পেক্টর সেগুলো নিয়ে লিখে দিলেন। তারপর সেই ভাঙা অ্যাটাচিটাও সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে মৃতদেহগুলি দেখে আরও রিপোর্ট লিখে বললেন, "মি. পট্টনায়ক! এই অবস্থায় আর আপনাকে আমরা বিরক্ত করব না। আজ আপনি বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আমরা আবার আসব। মনে রাখবেন আমরা সবসময় আপনার পাশেই আছি।"

পুলিশ বিদায় নিল।

মি. পট্টনায়ক বললেন, "তোর মায়ের শরীর ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ। মা নীলগিরিতে আছেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন জয়ের গৌরবে আনন্দে ভরে উঠেছে। চাঁদিপুরের সমুদ্রসৈকতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার আছড়ে পড়ার শব্দে তখন চারদিক মুখর।

শান্তাদি আদর করে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "তোকে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে রে পঞ্চু! আগের জন্মে তুই কি মানুষ ছিলি?"

শান্তাদির কথায় হেসে উঠল সকলে।

শান্তাদি পঞ্চুকে অনেক আদর করে বলল, "ওরে আমার সোনামণি রে, তবুও ভারী দুষ্টু তুই রে!"

পঞ্চু একবার শান্তাদির মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে করে ডাকল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২০

একত্রিশ অভিযান

দীপাবলী শেষ হলেও চারদিকে এখনও আলোর রোশনাই। এখন কার্তিক মাস। গৃহস্থের বাড়ির ছাদে অথবা উচ্চস্থানে এখনও আকাশপ্রদীপ জ্বলছে। মণ্ডপে-মণ্ডপে আলোকমালায় সুসজ্জিতা হয়ে শোভা পাচ্ছেন মৃন্ময়ী শ্যামা প্রতিমারা। চারদিকে শুধু আলো, আলো আর আলো। সেইসঙ্গে লক্ষ-লক্ষ টাকার বাজি দুমদাম শব্দে ফেটেই চলেছে অবিরাম। যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় এ-বছর অনেক কম, তবুও এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ওগুলো যে কীভাবে এসে গেল লোকের হাতে তা কে জানে?

বাবলুর ক্ষোভের তাই সীমা নেই।

অবশ্য এই ক্ষোভের মূল কারণ ভোম্বল। কালীপুজোর দু'দিন আগে থেকে শুরু করে যখন-তখনই মনের আনন্দে বাজি পোড়াচ্ছে সে। পাড়ার কয়েকটি অন্য ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে কোথা থেকে যেন কিনে এনেছে বাজিগুলো। বাবলুকে দেখলেই গা-ঢাকা দেয়, আর ও চোখের আড়াল হলেই 'দুম'।

সেইসঙ্গে যোগ দিয়েছে পঞ্চুটাও। এতটুকু ভয়ডর নেই। যেখানে ভোম্বল, সেখানেই পঞ্চু। কালীপুজোর দিন থেকেই ঘরছাড়া। একেবারে আঠার মতো লেগে আছে ভোম্বলের সঙ্গে। খাওয়াদাওয়াও চলছে ওদেরই ওখানে। ঘরে আসছে শুধু রাত্রিবেলা শোয়ার সময়। তার ওপর মাংসে হঠাৎ অরুচি। শুধু লুচি আর হালুয়া খেয়েই আরামে নিদ্রা যাচ্ছে।

কাল ভাইফোঁটা। বাচ্চু-বিচ্চু তাই সন্ধে হতে-না-হতেই বাবলুদের বাড়িতে এল বাবলুকে নেমন্তন্ন করতে।

পঞ্চু বোধ হয় হাওয়ায় টের পায়। তাই ভোজের গন্ধ পেয়ে মনের আনন্দে ঘন-ঘন লেজ নেড়ে ওর আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্চুর সঙ্গে ছিল বিলু ও ভোম্বল।

বাবলু একবার আড়চোখে তাকাল ভোম্বলের দিকে। তাকিয়েই গম্ভীর হয়ে গেল। ওর এই তাকানোর অর্থ যে কী, বিলু তা জানে।

বাচ্চু-বিচ্চুও জানে। ওরা তাই চুপ করে রইল।

ঘরের ভেতর তখন বোধ হয় পিন পড়লেও শব্দ হবে।

ভোম্বল তো বুঝতেই পারছে সব। বাবলু যে সত্যিই রেগেছে, তা সে অনুমান করেই বলল, "আর না। আর পোড়াব না। কোনওবারেই তো পোড়াই না, ওই ছেলেগুলো এসে ধরল তাই ওদের নিয়ে কলকাতায় গিয়ে আমিও কিছু কিনে আনলাম।"

বাবলু বলল, "কোনওবারে পোড়াই না মানে? প্রতি বছরই তো এই কাণ্ড করিস তুই। এবারে যা করলি তাতে আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মাথা হেঁট। এর পরে কোনওদিন হয়তো দেখব প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে নাচতে-নাচতে শোভাযাত্রা নিয়েই চলছিস তুই।"

ভোম্বল বলল, "না, না, তা করব কেন?"

বিলু বলল, "আমরা জানি, বাজি পোড়ানোর ওপর তোর একটু দুর্বলতা আছে। তাই বলে এত!"

"আসলে আমার মামার বাড়ি থেকেও গতবছরে কেনা একগাদা চকোলেট বোমা পাঠিয়ে দিয়েছিল কিনা, তাই একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "তোর কথা বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ তোর মামার বাড়ি থেকে বাজি পাঠাতে গেল কেন?"

প্রতি বছরই তো পাঠান। বিশ্বাস না হয় আমার মাকে জিজ্ঞেস করবি চল। সত্যি বলছি।"

"তার কোনও প্রয়োজন নেই।"

ভোম্বল এবার অভিমানভরে বলল, "তোর এইসব রাগের কোনও মানে হয় না বাবলু। দোলের দিনে রং খেলব না, কালীপুজোয় বাজি পোড়াব না, তা হলে করবটা কী? এই যে চারদিকে এত আলোর রোশনাই, এও তো অপচয়। এই যে ঘরে-ঘরে বাতি জ্বেলে আমরা দীপাবলী করলাম, এও তো ঠিক নয়। গরিব-দুঃখীর দেশে

এইভাবে বাতি জ্বেলে দীপালোকে ঘর না সাজিয়ে এই টাকা-পয়সাগুলো গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিলেই হত।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ ভোম্বল, আমার কথার উলটো ব্যাখ্যা করিস না। প্রয়োজন যেটুকুর, সেটুকু ঠিক আছে। তার অতিরিক্তটাই আমার কাছে আপত্তির। অনেক মানুষ উড়ালপুলের নীচে ফুটপাথে শুয়ে আছে বলে আমরাও গদির বিছানায় শোব না, এমন কথা বলছি না। অনেক মানুষ পেটভরে খেতে পাচ্ছে না বলে আমরাও উপবাসে কাটাব, বলছি না এমন কথাও। কিন্তু বাজি পুড়িয়ে শব্দ সৃষ্টি করে এইভাবে অর্থের অপচয় করানোতেই আমার আপত্তি।"

ভোম্বল বলল. "মানলাম। কিন্তু আমরা যদি টাকা-পয়সা খরচ করে এইসব না কিনি, তা হলে যেসব গরিব ব্যবসায়ী এসবের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের চলবে কী করে?"

ব্যস। এই একটি কথাই যথেষ্ট। বাবলু এবার বোমার মতো ফেটে পড়ল। বলল, "তা হলে যার যা খুশি তাই কর। আমি আমার মতোই চলি।"

বিলুও উত্তেজিত হয়ে বলল, "কী হচ্ছে ভোম্বল? তুই যদি এইভাবে অসার কিছু যুক্তি খাড়া করে মাথা গরম করিয়ে দিস, তা হলে কিন্তু আজ থেকেই তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না আমি।"

ভোম্বল বলল, "ভাল রে ভাল। সামান্য একটা বাজি পোড়ানো নিয়ে এত? ঠিক আছে ভাই, অন্যায় হয়ে গেছে আমার। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর কখনও বাজিই পোড়াব না আমি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু কী আর বলবে, নেমন্তন্ন করতে এসে এই রাগারাগি দেখে একদম চুপ।

বাবলুর হঠাৎ কী হল কে জানে, কারও সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে গম্ভীরমুখে দালানে এসে ওর স্কুটারটা নিয়ে পথে নামল।

বিলু ওকে বাধা দিতে যাচ্ছিল, বাচ্চু-বিচ্ছু ইশারায় থামতে বলল ওকে।

বাচ্চু বলল, "এখন ওকে কিছু বোলো না। একটু পরে বাইরে থেকে ঘুরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খুব রেগে গেছে বাবলুদা।"

বাবলুর মা ওদের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে এসেই অবাক। বললেন, "ওমা! তোরা বসে আছিস, বাবলা কোথায়? এই ভর সন্ধেবেলা তোদের বসিয়ে রেখে কোথায় গেল ছেলেটা?"

বিলু বলল, "ভোম্বলের ওপর দারুণ রেগে গেছে ও। তাই কাউকে কিছু না বলেই কোথায় যেন চলে গেল।"

মা বললেন, "বুঝেছি। তা হলে ওই বাজি পোড়ানোর ব্যাপারটা নিয়েই এত রাগ? আসলে ওই আচমকা দুমদাম শব্দ আর মাইকের ঘ্যানঘ্যানানি একদম সহ্য করতে পারে না ও। যাই হোক, যখন আসে আসবে। তোরা এখন চা-টা খেয়ে নে। আমি তোদের জন্য হালুয়া নিয়ে আসছি।"

বাচ্চু বলল, "কাল ভাইফোঁটা। ঘরে আমাদের কত কাজ। আমরা কোথায় আনন্দ করে এলাম নেমন্তন্ন করতে। অন্যান্য বছর কত আনন্দ করে বাবলুদা, অথচ এবারে সামান্য একটু কথা-কাটাকাটি নিয়ে সব মাটি হয়ে গেল।"

মা বললেন, "ও নিয়ে তোরা চিন্তা করিস না। আমি তো চিনি ওকে। হঠাৎ রেগে গেছে। একটু পরেই ফিরে আসবে হাসিমুখে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু নীরবে চা পান করল।

মা ওদের জন্য হালুয়া নিয়ে এলেন।

এর পরেও ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। বাবলু তখনও এল না। বাবলুর এই না আসার কারণে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

বাবলু সত্যিই দারুণ রেগে ছিল ভোম্বলের ওপর। বাজি পুড়িয়েছে বেশ করেছে। এমনিতেই ওর একটু ছেলেমানুষি ভাব আছে। তাই বলে অনুতপ্ত হওয়ার জায়গায় উলটে অন্য কথা। এতেই পড়ল আগুনে ঘি। দপ করে জ্বলে উঠল বাবলু। পাড়ার ভুবনবাবুর হার্টের অসুখ, বাইপাস সার্জারির জন্য ভেলোর না কোথায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, ও বাড়ির সেজো বউদি পাঁচদিনের শিশুটিকে নিয়ে নার্সিং হোম থেকে সবে বাড়ি এসেছেন, এঁদের কথা চিন্তা করতে হবে না? অন্যেরা যে যাই করুক, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজনও সেই কাজ করবে কেন?

বাবলু নিজেও জানে ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। তবু এ ছাড়া উপায়ই বা কী? তাই এইভাবে সিন ক্রিয়েট করে ওর এই বিরক্তিটা ওদের মনে বদ্ধমূল করার জন্যই সে একটু বেশি রাগ দেখিয়ে বাইরে এল। প্রথমেই গেল পাড়ার একটি জুয়েলারির দোকানে। বাচ্চু-বিচ্ছুর জন্য দুটো রুপোর হার পছন্দ করে বাড়িতে মায়ের কাছে দিয়ে আসতে বলল। তারপর জোরে স্কুটার চালিয়ে একেবারে গঙ্গার ঘাটে।

এখন এখানে প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা চলছে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে সব এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আর একটির পর একটি প্রতিমা জলে পড়ছে।

বাবলু এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখার পর একসময় ক্রেনজেটির কাছে সরে এল। আগে এখানে প্রায়ই আসত ওরা। বিকেল হলেই দলবল বেঁধে। এখন আর আসা হয় না। স্কুটারটাকে একপাশে রেখে ও ক্রেনজেটির একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

কী দারুণ পরিবেশ এখানকার। তবে কিনা এমন অসময়ে তো কখনও আসেনি এখানে, তাই এই বহু পরিচিত স্থানটিকেই এখন কত অচেনা মনে হচ্ছে। অন্ধকাব গঙ্গাবক্ষে ভাসমান স্টিমার ও জাহাজের আলো, দূরে বহুদূরে কলকাতা বন্দরের আলোর ছটা আর দূর আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমালায় যেন একাকার হয়ে গেছে।

ক্রেনজেটির পিলারের সঙ্গে কত গাদাবোট বাঁধা থাকত একসময়। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বেড়াতে এসে পিলারের লোহার অ্যাঙ্গেল বেয়ে বোটে নেমে মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে কত গল্পগুজব করত। আলাপ জমাত। কিন্তু এখন এই অন্ধকারে কোথাও কিছু নেই। একটা জেলে ডিঙি একপাশে বাঁধা আছে শুধু। বাবলু যখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এইসব দেখছে আর ভাবছে ঠিক তখনই তিনজন বিশ্রী চেহারার লোক অন্ধকারে প্রেতের মতো গঙ্গার ভেতর থেকে ক্রেনজেটির অ্যাঙ্গেল বেয়ে ওপরে উঠল।

ডোরাকাটা গেঞ্জি ও প্যান্ট পরা লোকগুলোর চেহারা এবং চোখমুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায়, মোটেই সুবিধের লোক নয় এরা। তাই আর দাঁড়িয়ে না থেকে ফিরে আসতে গেল বাবলু। এ ছাড়া উপায়ই বা কী? একে তো নিরস্ত্র। তার ওপর রাত্রিবেলা। তার ওপরে পঞ্চু নেই। অতএব আর এখানে না থাকাই উচিত।

সবে কয়েক পা এসেছে, এমন সময় পেছন থেকে সেই লোকগুলোর একজন বলল, "এই বাচ্চা, শোন।"

বাবলু ঘুরে তাকাল, "আমাকে বলছেন?"

"হ্যাঁ রে বাবা, তোকেই বলছি। তোর লাইটারটা একবার দে তো, বিড়ি খাব।"

আর একজন বলল, "তোর কাছে সিগারেট আছে? থাকলে দে।"

বাবলু বলল, "আমি স্মোক করি না। তাই ওসবের কিছুই নেই আমার কাছে।"

লোকগুলো ওর আরও কাছে এসে বলল, "কিছুই নেই, তাই কখনও হয়? এই স্কুটারটা কার?"

ভয়ে বাবলুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার। সর্বনাশ! ওরা যেরকম, তাতে ওর স্কুটারটাকে কেড়ে নেবে না তো? তবুও মনে সাহস সঞ্চার করে বলল, "এখানে যখন আর কেউ নেই, তখন এটা আমারই।"

তিনজনের তখন সে কী হাসি।

একজন এসে স্কুটারটাকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করে বলল, "ডিকে, এ ব্যাটা জেমস বন্ডের ছোট সংস্করণ রে। এর নাম্বারগুলো দেখেছিস? পরপর তিনটে সাত। লাকি অ্যান্ড ট্রিপল সেভেন। জেমস বন্ডেও যেমন 'জিরো জিরো সেভেন' এইসব থাকে, এরও দেখছি তাই।"

বাবলু তখন রাগে ফুঁসছে। তবুও ও সাহসে ভর করে স্কুটারের দিকে এগিয়ে যেতেই একজন এসে খপ করে ওর জামার কলার চেপে ধরল। বলল, "তোর সাহস তো কম নয়! আমাদের সম্পত্তিতে হাত দিতে যাস?"

বাবলু বলল, "ওটা তোমাদের সম্পত্তি কী করে হল ব্রাদার? জামার কলারটা ছাড়ো আগে, তারপর দেখাচ্ছি সম্পত্তিটা কার।"

"ওরে বাবা! তোর তো দেখছি গোখরো সাপের ফণা রে! আমাদের দেখে একটুও বুক কাঁপল না তোর? দাঁড়া, আজ তোকে বেশটি করে গঙ্গার জল খাইয়ে তবে ছাড়ব।"

বাবলু তখন মরিয়া। ওকে ধরে রাখা তো অত সহজ নয়, তাই ও প্রবল ঘূর্ণিতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়েই লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে এমন একটা ঘুষি মারল যে, 'মাই গড' বলে এক হাত দূরে মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ল সে।

ততক্ষণে আর দু'জন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাবলুর ওপর।

বাবলু বুঝল এবারে আর ওর নিস্তার নেই। ও এবার প্রাণপণ চেঁচিয়ে উঠল একবার। যদি কেউ ওর ডাক

শুনতে পেয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু না, চেঁচিয়েও লাভ হল না কিছু। অদূরে গঙ্গার ঘাটে কত লোক। কিন্তু সেখানে শোভাযাত্রার বাজি-বাজনায় ওর চিৎকার কানেও পৌঁছল না কারও।

যে দু'জন ওকে ধরে ছিল তাদের একজন বলল, "গলার নলিটা কেটে দু'-ফাঁক করে গঙ্গায় ফেল দে আপদটাকে।"

অন্যজন বলল, "কোনও দরকার নেই। এর নীচে যা থলথলে কাদা, সেখানে ফেলে দিলেই সবসুদ্ধু গেঁথে যাবে বাছাধন।"

"তাই দে। খুনের ঝুঁকিও নিতে হবে না, অথচ মরেও যাবে।" বলেই দু'জনে মিলে টানতে টানতে বাবলুকে ধাবে নিয়ে এসে সত্যি-সত্যিই ছুড়ে ফেলে দিল গঙ্গার কাদায়। তারপর ওর সাধের স্কুটারটাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল তিনজনে।

কতক্ষণ ওইভাবে কাদার ওপর পড়ে ছিল বাবলু, তা ওর মনে নেই। হঠাৎই জোয়ারের জল ছলাত ছলাত করে গায়ে এসে পডতেই সংবিৎ ফিরে পেল। ওরা যে ওকে সত্যি সত্যিই কাদায় ফেলে দেবে, তা ও ভাবতেও পারেনি। গঙ্গার ঢালের নীচেই যে নরম কাদের স্তর সেখানেই পড়েছিল তাই রক্ষে। তবু আঘাতের ধাক্কাটা সামলাতে না পেবেই সাময়িকভাবে সংজ্ঞাহীন হযে পডেছিল। এখন কাদায় মাখামাখি হয়ে কাদা থেকে বহুকষ্টে নিজেকে টেনে তুলে উঠে বসল।

জোয়ারের জল একটু একটু করে আরও এগিয়ে আসছে। ভাগ্যে সময়মতো উঠে বসতে পেরেছে সে, না হলে, এখানেই সলিল সমাধি হত।

এমন সময় ক্রেনজেটির তলদেশ থেকে ক্ষীণ একটু গোঙানির শব্দ কানে এল ওর। কে। কে ও? কার আর্তস্বর ভেসে আসে ওই কুটিল অন্ধকার থেকে?

বাবলু কর্দমাক্ত দেহটাকে নিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রেনজেটির লোহার অ্যাঙ্গেলগুলো ধরে ধীবে ধীবে ভেতবে ঢুকল। কানখাড়া করে শুনল, আর্তস্বরটা এর ভেতব থেকেই আসছে। অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কাতরভাবে।

ও সেই স্বর অনুসবণ করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

আসলে অতটা উঁচু থেকে পতনের ফলে শবীরে ওব শক্তি বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তবুও বহুকষ্টে ভেতরে ঢুকে দেখল কয়েকটা কুকুব ক্রেনজেটির সঙ্গে বেঁধে বাখা একটা বস্তা নিযে টানাটানি করছে। বাবলু গিযে হ্যাট-হ্যাট কবতেই তাড়া খেয়ে পালাল তারা।

বাবলু বুঝতে পারল, গুরুতর আহত কাউকে দুষ্কৃতীরা এই বস্তায় বন্দি কবে ক্রেনজেটির লোহার অ্যাঙ্গেলে বেঁধে বেখে গেছে। বেঁধে রাখার উদ্দেশ্য, মৃতপ্রায় মানুষটিকে আবও বেশি কষ্ট দিয়ে জোয়ারের জলে ডুবিযে মারা। বাবলু আব একটুও দেরি না করে সেই শক্ত দড়ির বাঁধন খুলে মুক্ত করল লোকটিকে। লোকটিব হাত, পা, মুখ, সবই বাঁধা ছিল। আর ছিল ওর সারা গায়ে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। মনে হয় লোকটিকে বস্তাবন্দি কবার পরে এলোপাথাড়ি ছুরি মারা হয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণেব ফলে লোকটির প্রাণশক্তিও কমে আসছে তাই।

মুক্তি পেয়ে লোকটি প্রথমেই বলল, "একটু জল।"

বাবলু তাড়াতাড়ি এক আঁজলা গঙ্গার জল নিয়ে ওর মুখে দিল। তারপর চোখে-মুখেও জলের ঝাপটা দিল একটু। জল খেয়েই কাদার ওপর ধপ করে বসে পড়ল লোকটি।

বাবলু বলল, "কে আপনি? আপনার এইবকম দশা করল কারা?"

লোকটি একটু দম নিয়ে বলল, "তুম মুঝে নেহি পহছানো গে। লেকিন তুম কৌন? ইস সময়পর তুম ক্যায়সে হিঁয়া আ গয়ে?"

বাবলু সংক্ষেপে ওর কথা বলল এবং পরিচয় দিল।

লোকটি বলল, "ভগবান তুমকো বচায়া। তোমার নসিব ভাল যে, ওরা আমার মতো অবস্থা করেনি তোমার।"

বাবলু বলল, "ওরা কারা?"

"ওরা হল গোলাবাড়ি এলাকার মস্তান। বহুত খতরনক আদমি। ওদের নাম ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজা।"

"আপনি? আপনি কে?"

"আমি রাজদেও আলোয়ারবালা। আমিও বুরা আদমি। আমার সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে হিস্যা নিয়ে গোলমালের ফলেই ওরা আমার আদরের মুন্নাকে হাপিস করে দিয়েছে। তারই খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে তেলকলঘাটের কাছে দেখা পাই ওদের। আর তখনই চালে একটু ভুল হয়ে যাওয়ায় ওদের

হাতে ধরা পড়ে এইরকম হাল আমার। এখন আমি মৃত্যুর প্রহর গুনছি। ওরা আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে এই বস্তায় পুরে একটা নৌকোর সাহায্য নিয়ে আসে এখানে। তারপর চাকু মেরে-মেরে এই ক্রেনজেটির সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে রাখে, যাতে জোয়ারের জলে ডুবে দম আটকে মরে যাই।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। তারপরই ওরা ক্রেনজেটির ওপরে উঠে আমার সঙ্গে গোলমাল বাধায়। তবে জেনে রাখুন, প্রাণে যখন বেঁচেছি আর নাম যখন জেনেছি, তখন শত্রুর শেষ আমি রাখব না।"

লোকটি বলল, "ভগবান তোমার সহায় হোন। তবু একটি প্রার্থনা, আমার মুন্না কোথায় কীভাবে আছি জানি না। যদি তোমরা ওকে খুঁজে বের করতে পারো, তা হলে একটু কষ্ট করে ওর আসল মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ো ওকে। এই কাজের জন্য যথেষ্ট ইনামও মিলবে।"

বাবলু বলল, "আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর আসল মা-বাবা মানে? কোথায় থাকেন তাঁরা?"

"কেওলাদেও ঘানা জানো?"

বাবলু বলল, "না।"

"লোহাগড়?"

"উঁহু।"

"তা হলে জেনে নিয়ো। সেইখানে কোতোয়ালি বাজারের কাছে রামপাল সাহুর মস্ত মকান। ওই সাহুজির একমাত্র ছেলে হচ্ছে মুন্না। ওর মায়ের নাম যমুনাবাঈ। ও তখন দু'বছরের। আমি ওকে চুরি করে নিয়ে আসি। ওর ব্যাপারে সব কথা রানিজির মুখ থেকে শুনবে। আমার ঘরের ভেতরে একটা ভাঙা চৌকি আছে। সেই চৌকিটা সরিয়ে ওর নীচের মাটি খুঁড়লেই একটা চিনামাটির জার দেখতে পাবে। সেই জারের মধ্যে কালো ভেলভেটে মোড়া একটা সোনার লকেট পাবে তোমরা। ওই লকেটটা সাহুজিকে দেখালেই উনি চিনে নেবেন।"

বাবলু বলল, "আপনি মুন্নাকে চুরি করেছিলেন কেন? টাকার লোভে?"

"নেহি, নেহি। অ্যায়সা মাত শোচনা।"

"তবে?"

জোয়ারের জল তখন আরও এগিয়ে আসছে। বাবলু আহত লোকটিকে টেনে আনল আরও একটু ওপরদিকে।

লোকটি অতিকষ্টে বলল, "আলোয়ার জেলায় কিছু পাহাড়ি গাঁও আছে। কাথুমার, লছমনগড়, মালাখেদা, টিজেরা, গোবিন্দগড়, রামগড়, রাজগড়। আমি সেই রাজগড়ের বাসিন্দা। বউ-বাচ্চা নিয়ে ওই পাহাড়ি গাঁওয়ে সুখেই বাস করছিলাম। একবার হল কী, কোনও এক শুভদিনে আমরা গেলাম মেহেদিপুরের সাচ্চা দরবারে মানত রক্ষা করতে। পথে হঠাৎ বাঘেলার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে গেলাম আমরা।"

বাবলু বলল, "বাঘেলাটা কী?"

"বাঘেলা হল ওই অঞ্চলের সন্ত্রাস। এক ভয়ংকর ডাকু। ওই তীর্থযাত্রীদের দলে ছিলেন সস্ত্রীক সাহুজি। ডাকাত-দলের লক্ষ্য ছিল সাহুজির ধনসম্পদ এবং তাঁর শিশুপুত্রকে অপহরণ করা। সাহুজির স্ত্রী যমুনাবাঈয়ের বুক থেকে যখন ওরা বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিচ্ছিল তখন আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। জীবন বিপন্ন করেও ওদের বাধা দিয়ে ওই শিশুকে রক্ষা করি। শুধু তাই নয়, ওদেরই একজনের হাত থেকে একটি বন্দুক কেড়ে নিয়ে গুলি করে মারি ওদের দু'জনকে।"

বাবলু বলল, "আপনি বন্দুক চালাতে পারেন?"

"শুধু আমি কেন, রাজোয়ারার গাঁও দেহাতের প্রায় সব লোকই এ-কাজ পারে। বন্দুক ধরতে না পারলে তারা বাঁচবে না।"

"বেশ, তারপর বলুন কী হল?"

"তারপর আর কী? বাঘেলার লোকেরা আমার ওপর বদলা নিতে আমার ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। বাঘেলার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমি আমার বউ-বাচ্চাকে নিয়ে পালিয়ে এলাম আলোয়ারে। কিন্তু তাতেও রেহাই পেলাম না। ওরা আমার মুন্নাকে কেড়ে নিল। তারপর এমন অসম্ভব একটা টাকার দাবি করল যে, সে টাকা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ওরা বলল, আমি যখন নিজের জীবন বিপন্ন করেও সাহুজির ছেলের জীবন রক্ষা করেছি তখন সাহুজির উচিত আমার ছেলের মুক্তিপণের ওই টাকাটা দিয়ে দেওয়া। আমি তখনই ছুটলাম সাহুজির কাছে। তাঁর লোকজনেরা তো প্রথমে আমাকে ঢুকতেই দিল না। পরে যখন কৌশলে আমি

তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম, তখন আমার কথা শুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। আমাকে সাহায্য করা দূরের কথা, উলটে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিলেন।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "সে কী! এও কখনও হয়?"

"গরিবের নসিব খোকাবাবু, সবই হয়। বলল, ওই ডাকাতিটা নাকি সাজানো নাটক। আসলে আমিও ওদেরই একজন। আমার মুন্নার ব্যাপারটাও নাকি ফলস।"

"তারপর?"

"আমার চোখ ফেটে জল এল খোকাবাবু। আমি কত কাঁদলাম, হাতে-পায়ে ধরলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। উলটে ডাকাতদলের দু' দু'জন লোককে খুনের অপরাধে আমার উমর কয়েদের সাজা হল। তবে কিনা ওই সাজা ভোগ করতে বেশিদিন জেলে থাকতে হল না আমাকে। একদিন সুযোগ পেয়ে অন্য কয়েকজন কয়েদির সঙ্গে জেল ভেঙে পালালাম আমি। আমার মুন্না তখন বেঁচে নেই। স্ত্রী যশোদা বৃন্দাবনের পথের ধারে বসে আঁচল পেতে ভিক্ষে করছে। আমার মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। আমি কসম খেলাম, যার জন্য আমার মুন্নাকে আজ হারাতে হল সেই শয়তানটাকেও আমি বাঁচতে দেব না। আমি নিজে হাতে গলা টিপে মারব তাকে। রামলাল সাহুও সারাজীবন ধরে তার বেইমানির ফল ভোগ করবে। যে জ্বালায় আমি জ্বলছি, সেই জ্বালায় সেও জ্বলুক। যমুনাবাঈ আব সাহুজি বুঝুক পুত্রশোক কাকে বলে।

"এই মনে করে আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে সুযোগ মিলল। শিবরাত্রির মেলার সময় ওত পেতে রইলাম ঘানার কেওলাদেও মহাদেবের মন্দিরের কাছে। খবর নিয়ে জেনেছিলাম, সাহুজি সস্ত্রীক ওইদিন ওখানে পুজো দিতে আসেন। ওই মেলার ভিড়েই সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ব আমার শিকারের ওপর। পড়লামও তাই। সাহুজি আর যমুনাবাঈ যখন পুজো দিচ্ছিলেন, তখন আমি ওঁদের দাসীর কোল থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে আদর করবার ছলে মেলার ভিড়ে হারিয়ে গেলাম। তারপর এলাকা ছেড়ে দূবে গিয়ে এক গভীর নির্জনে গলা টিপে মারতে গেলাম ওকে। কিন্তু মারতে গিয়েও মারতে পারলাম না। অচানক মুন্নার মুখটা আমার মনে পড়ে গেল। আমার হাতদুটো কেঁপে উঠল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন টনটনিয়ে উঠল। আমি ওকে আমার স্ত্রী যশোদার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'আমি তো পারলাম না, পারলে তুমি মারো। একদিন এই শিশুর জীবন আমি রক্ষা করেছিলাম, আজ তুমি ওকে শেষ করে দাও।' কিন্তু যশোদাও পারল না ও-কাজ করতে। সেও ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'এর কী দোষ? এই শিশু তো আমাদের কোনও ক্ষতি কবেনি। এ যে আমাদের মুন্না। এ আমার কাছেই থাক। বরং চলো, আমরা একে নিয়ে এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাই।'

"যশোদার কথাটা মনে ধরল আমার। আমবা সেই রাতেই ঘর ছেড়ে পালালাম। প্রথমে এলাম কানপুরে। তারপর সেখান থেকে বেনারস। বেনারসে বাবা বিশ্বনাথের চরণে এসে রানিজির সঙ্গে পরিচয় হল। উনিই আমাদের কলকাতায় আসতে বললেন। এখানে এসে এই বাংলায় বাঙালির সঙ্গে মিশে এখানকার মানুষজনকে ভালবেসে ফেললাম। রানিজিব কৃপায় শেঠ গোকুলদাস হরগঞ্জ বাজারের কাছে তাঁদের একটা বস্তিতে বিনা ভাড়ায় আমাদের একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এর পর অনেকদিন সৎভাবে থেকে অনেক কাজকাম করলাম কিন্তু তাতে আমাদের পেট ভরল না। শেষমেশ আজেবাজে ধান্দা করতে করতে পড়ে গেলাম ওইসব জুয়াড়ির খপ্পরে। এখন ওবাই আমাকে ফাঁসিয়ে দিল। আমার জিন্দগি বরবাদ হয়ে গেল খোকাবাবু। আজ যশোদা নেই। এখন মুন্না ফিরে এলে কে ওর দেখভাল করবে?"

সব শুনে বাবলুর চোখদুটো জলে ভবে এল। বলল, "মুন্না তো আপনার নিজের ছেলে নয়, তবু তার জন্য আপনার এত মায়া?"

লোকটি বলল, "কে বলল ও আমার নিজের ছেলে নয়? এখন ওই তো আমার মুন্না। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। যশোদাও পারত না। ও আমাদের মুন্নার দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে খোকাবাবু।" বলে একটু দম নিয়ে আবার বলল, "যশোদা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি ভাবছিলাম মুন্নার জীবন এইভাবে নষ্ট করবার কোনও অধিকার আমাদের নেই। মুন্না রাজার ছেলে। কেন সে এইভাবে বস্তিতে তার সারাটা জীবন কাটাবে? তার চেয়ে সাহুজির সঙ্গে দেখা করে আমার অপরাধের কথা স্বীকার করে ওদের ছেলে ওদেরকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসি। তা আর হল না। আমাকে দুঃখ দেবে বলে আমার মুন্নাকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেল। জানি না ওরা ওকে মেরে ফেলল কিনা। যদি ও বেঁচে থাকে—।"

বাবলু বলল, "কী হল?"

"একটু জল। থোড়া সা পানি।"

জোয়ারের জল তখন বাবলুর পা ডুবিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি এক আঁজলা জল লোকটির মুখে দিতেই লোকটি শেষবারের মতো একবার বলে উঠল, "জয় গঙ্গা মাঈ কি।" বলেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

এই অবস্থায় কী যে করবে বাবলু, কিছুই ভেবে পেল না। যে নৌকোয় করে দুষ্কৃতীরা লোকটিকে বস্তাবন্দি অবস্থায় নিয়ে এসেছিল, সেটা ক্রেনজেটিতে বাঁধা ছিল। বাবলু হাঁটুজল পার হয়ে সেই নৌকোতেই বহুকষ্টে টেনে এনে শোয়াল লোকটিকে। তারপর নৌকোর দড়ি খুলে সামান্য একটু ঠেলে ভাসিয়ে দিল গহিন গাঙে।

অন্ধকারে নৌকোটা ভেসে-ভেসে গভীর অন্ধকারে যতক্ষণ না হারিয়ে গেল, ততক্ষণ একভাবে সেইদিকে তাকিয়ে রইল বাবলু। তারপর গঙ্গার জলে নিজের গায়ের কাদাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ডাঙায় এসে উঠল। শেষ প্রতিমাটিরও তখন নিরঞ্জন হয়ে গেছে। বাবলু নির্জন গঙ্গাতীরে কোনও পরিবহণ না পেয়ে হেঁটেই জি টি রোডে এল। তারপর অনিচ্ছুক এক রিকশাওয়ালাকে ডবল ভাড়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি ফিরল রাত বারোটায়।

ওর মা তখন হানটান করছিলেন ছেলেব প্রতীক্ষায়।

পঞ্চু একবার ঘর একবার বাইরে এই করছিল। বাবলুকে ফিরে আসতে দেখেই সে কী আনন্দ ওর।

মা বললেন, "তোর কী হয়েছিল বাবলু? এত রাত। এ কী! তোর স্কুটার কই? জামা-প্যান্ট ভিজে কেন? কাদায় পড়ে গিয়েছিলি বুঝি? কোথাও কেটেকুটে যায়নি তো?"

বাবলু বলল, "সব বলব তোমাকে। আগে ওগুলো ছাড়ি।"

"তোর জন্য সারাক্ষণ চিন্তায় ছিল সব। এই সবে বাড়ি গেল। ওদের মুখের অবস্থা যদি একবার দেখতিস।"

"ওদের জানিয়ে দাও আমি ঠিক আছি।"

মা ফোনের কাছে গেলেন। বাবলু গেল বাথরুমে। ভাল জলে বেশ করে সব ধুয়েমুছে শুকনো পোশাক পরে খাবার টেবিলে এসে বসল। ওর চোখের দৃষ্টিই তখন অন্যরকম।

॥ ২ ॥

পরদিন মর্নিং ওয়াকে বেরোল না কেউই। তবে সকাল হতেই এক-এক করে সবাই এসে হাজির হল। প্রত্যেকের মুখ থমথম করছে। কী শুনবে বাবলুর মুখে তারই জন্য উৎকণ্ঠা সকলের।

বাবলু আজ অসম্ভব রকমের গম্ভীর।

ভোম্বল বলল, "কাল আমার ওপর রাগ দেখিয়ে কোথায় চলে গেলি তুই?"

'গঙ্গার ঘাটে। প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে।"

"তুই তো কখনও যাস না ওইসব ব্যাপারে?"

"ভাগ্যে গিয়েছিলাম রে। তাই দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হল।"

"কীরকম?"

"সব বলব তোদের। তার আগে বল, ভাগ্য, ভবিতব্য এসব তোরা মানিস?"

"মানি বইকী!"

বিলু বলল, "তোর স্কুটারটা—।"

"ধীরে বন্ধু, ধীরে।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুর দিকে তাকাল বাবলু। তাকিয়ে বলল, "তোদের আয়োজন সব রেডি?"

বাচ্চু বলল, "কাল থেকেই। এমনকী দুপুরে খাওয়ার মেনু পর্যন্ত রেডি।"

"তা হলে আর দেরি না করে ওই কাজটা আগে সেবে নিই চল। আমাদের সামনে দুরন্ত লড়াই। হয়তো আবার একটা অ্যাডভেঞ্চারে যেতে হতে পারে। পঞ্চু ছাড়া আমি বা আমরা যে নাথিং, কাল আর একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল। ও থাকলে আর যাই হোক স্কুটারটা আমাকে খোয়াতে হত না।"

মা এসে চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন।

বাচ্চু-বিচ্ছু ফোঁটা দেবে বলে চা-ও খেল না।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই বিস্কুট মুখে পুরে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু এক-এক করে গত রাতের ঘটনাটা সব খুলে বলল ওদের। শুনে শিউরে উঠল সবাই।

বিলু বলল, "ঘটনাটা পুলিশকে জানিয়েছিস?"

"না। তার কারণ, ওদের বদলা আমরাই নেব।"

ভোম্বল ক্রোধে ফুঁসে বলল, "ওঃ, একবার যদি ওই শয়তানগুলোকে হাতের মুঠোয় পাই রে, তা হলে আমি ভোম্বল নয়, মহাভারতের ভীম হয়ে যাব। ওদের এত সাহস যে তোর গায়ে হাত দেয়।"

মা বললেন, "ওদের আর দোষ কী? ওদের কাজ ওরা করেছে। বাবলারই উচিত ছিল ওদের না ঘাঁটিয়ে তখনকার মতো ওটা ওদের হাতে তুলে দেওয়া। তা না করে বাছা আমার মারপিট করতে গেল। তাতেই তো রেগে গেল ওরা।"

বাবলু বলল, "আসলে স্কুটারটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে মাথাটা আমার গরম হয়ে উঠল। নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওই সময় কাদার বদলে গঙ্গায় যদি জোয়াব থাকত? অথবা জোয়ার আসবার আগে যদি তোর জ্ঞান না ফিরত?"

"তা হলে আর কী, মরে যেতাম।"

"বালাই ষাট। এইসব কথা বলতে তোর মুখে আটকায় না?"

বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ফোঁটা নেওয়া। তারপরই হরগঞ্জ বাজারে গিয়ে রানিজির সঙ্গে দেখা করা। তারও পবে যেমন করেই হোক, খুঁজে বের করা ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজাকে।"

বিলু বলল, "মুন্নাকে উদ্ধার করার তা হলে কী হবে?"

বাবলু বলল, "কান টানলেই মাথা আসবে তখন।"

ভোম্বল বলল, "আর মাথা এলেই মুন্নাও মিলবে, সেই সঙ্গে স্কুটারও। অবশ্য যদি মুন্না বেঁচে থাকে।"

বাবলু বলল, "থাকবেই। মুন্নাকে ওরা কখনওই মারবে না।"

বিলু বলল, "কী করে বুঝলি?"

"আমার মনে হয় যে করেই হোক দুষ্কৃতীরা জানতে পেরেছে মুন্নার আসল পরিচয়। তাই ওরা ওকে কিডন্যাপ করে ওর ধনপতি বাবার কাছ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। তবে কিনা একটা ব্যাপারে ওরা হেবে যাবে। কেন না ওর আসল পরিচয়রের সূত্রটি ওরা দাখিল করতে পারবে না। সেটার সন্ধান একমাত্র আমি ছাড়া কেউ জানে না।"

বিলু বলল, "তা হলে আর দেরি না করে এখনই বওনা হওয়া যাক।"

ওরা সবাই পঞ্চুকে নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে এল।

সে কী দারুণ ব্যাপাব করেছে ওরা। প্রতিবারই হয়। এ-বছর যেন একটু বেশিরকম।

এত আনন্দ, এত আয়োজন, তবু তারই মাঝে নিরানন্দেব কাঁটা একটু মনের মধ্যে খচখচ করতেই থাকে। অত ভাল স্কুটারটা, একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়ে নিয়ে চলে গেল ওরা। তার ওপর বাবলুর ওই হাল। যদিও কাদায় পড়েছে, তবুও গা, হাত-পায়ের ব্যথা যাবে কোথায়? ব্যথা মারার ওষুধ সবসময়ই ঘবে থাকে বাবলুর। তাই খেয়েছে ও। তবু বক্ষে যে, বেঁচে গেছে। কেন না ও যেভাবে পড়ে ছিল ওইরকম অবস্থায় ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি থাকে।

এ-বছর ফোঁটা আছে। তাই প্রচলিত নিয়মেই ফোঁটা দেওয়া হল তিনজনকে।

সবশেষে পঞ্চুর পালা। বেশ বড় করে পঞ্চুর কপালে ফোঁটা দিল দু'জনে।

পঞ্চু তো আহ্লাদে আটখানা। কেন না ও তো জানে, এই ফোঁটা দেওয়ার পরের ব্যাপারটা কী হয়।

পরের ব্যাপারটা খুবই ভাল হল। প্রত্যেকের জন্য ডিশ ভর্তি বড় বড় রাজভোগ, ল্যাংচা, কমলাভোগ, সন্দেশ, লাড্ডু, শিঙাড়া, কত কী। দারুণ তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওরা।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে পঞ্চুকে নিয়ে সবাই চলল হরগঞ্জ বাজারের দিকে। বাচ্চু-বিচ্ছুও সে-যাত্রায় বাদ গেল না। বাবলু অনেক বারণ করল। বলল, "আজকের দিনটায় তোদের না যাওয়াই ভাল।" কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাবলুর ওই বিপদের পর আর কখনও পাণ্ডব গোয়েন্দারা দলছুট হয়?

বাবলুদের এলাকা থেকে হরগঞ্জ বাজার অনেক দূরের পথ। ওরা থাকে রামকৃষ্ণপুরে, হরগঞ্জ বাজার শালকিয়ায়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা তাই কিছু সময়ের মধ্যেই হরগঞ্জ বাজারে এসে পৌঁছল।

ঠিকানা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না ওদের। কেন না শেঠ গোকুলদাসকে কে না চেনে? অতি সজ্জন ও দয়ালু ব্যক্তি। মুম্বইয়ের জাভেরি মার্কেটে, কলকাতাব কালাকার স্ট্রিটে সোনাচাঁদির দোকান।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গোকুলদাসের বাড়ির কাছে আসতেই দারোয়ান এগিয়ে এল, "বোলিয়ে।"
বাবলু বলল, "আমরা রানিজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিশেষ দরকার।"
"রানিজি আভি পূজা মে হ্যায়।"
"তো কাঁকন কো বুলাও।"
দারোয়ান হাঁ করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
বিলু বলল, "আর মু ক্যা দেখতা হ্যায়? বুলাও না।"
"তুম সব?"
"দোস্ত হুঁ। দোস্ত।"
দারোয়ানকে আর ডাকতে যেতে হল না। কাঁকন নিজেই এল। কী একটা কাজে বোধ হয় বাইরে যাচ্ছিল, ওদের দেখেই থমকে দাঁড়াল।
বাবলু বলল, "তোমার নামই কাঁকন?"
দারুণ মিষ্টি হেসে কাঁকন বলল, "ম্যায় হুঁ। তোমরা?"
"তুমি আমাদের চিনবে না। অনেকদূর থেকে আসছি আমরা। রানিজির সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তোমাকেও দরকার আমাদের।"
কাঁকন অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল, "অন্দর আইয়ে।"
ওরা ভেতরে ঢুকলে একটা বড় ঘরে সোফায় বসিয়ে কাঁকন আবার মিষ্টি হাসল। ওর হাসি দেখে মনে হল এই হাসিই ওর প্রধান সম্পদ।
বাবলু বলল, "আমরা এসে তোমার কাজের একটু অসুবিধে করে দিলাম, তাই না? নিশ্চয়ই কোথাও যাচ্ছিলে তুমি?"
কাঁকন বলল, "না, না। সেরকম কিছু না। আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তোমরা কারা? আমার মা'জির সঙ্গে দেখা করতে চাইছ, আমার সঙ্গে, ব্যাপারটা কী?"
"আমরা মুন্নার ব্যাপারে এসেছি।"
কাঁকনের চোখের পাতা স্থির হয়ে গেল। সে বেশ কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর হঠাৎ বলল, "জেরা বৈঠো তো।" বলেই উঠে গেল সেখান থেকে।
একটু পরেই দেবী দুর্গার মতো মধ্যবয়সি এক প্রতিমার আবির্ভাব হল সেই ঘরে। সঙ্গে কাঁকনও আছে। ইনিই রানিজি।
পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই প্রণাম করল তাঁকে।
বানিজি সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন, "বোলিয়ে।"
"আমরা মুন্নার ব্যাপারে কিছু জানতে চাই।"
রানিজির চোখে জল এল এবার। আঁচলের খুঁটে সেই জল মুছে বললেন, "মুন্না কী বারেমে? লেকিন ও তো হ্যায়ই নেহি।"
"জানি। ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ওর বাবা রাজদেও আলোয়ারবালা।"
"উনকা ভি নিধন হো গয়া।"
বাবলু বলল, "আমরা সব জানি। উনি কাল সন্ধেবেলা খুন হয়েছেন। মরবার সময় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। উনিই আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছেন।"
চমকে উঠলেন রানিজি, "সচ!"
"হ্যাঁ মা'জি।" বলে বাবলু ওদের পরিচয় দিয়ে এক-এক করে সব কথা খুলে বলল রানিজিকে।
সব শুনে চমকে উঠল কাঁকনও। বলল, "তাজ্জব কি বাত। মুন্না রাজদেওজির আপনা লেড়কা নয়?"
রানিজি বললেন, "না।"
"তো আপ ইয়ে সব ছুপাকে রাখ্খা কাহে? ইতনা দিন কিঁউ নেহি বতায়া মুঝে?"
"রাজদেও-এর নিষেধ ছিল। তা ছাড়া মুন্না এই কথা জানতে পারলে দুঃখ পেত খুব।"
কাঁকন বলল, "মুন্না বড় ভাল ছেলে। আমি স্কুলে যাওয়ার সময় কতদিন ও আমার জুতোও পালিশ করে দিয়েছে। তখন কি জানতাম ও এমন খানদানি ঘর কি লেড়কা?"
রানিজি বললেন, "মুন্নার ওই ব্যাপারটা রাজদেও একমাত্র আমাকেই বলেছে। আর কেউ জানে না। এমনকী শেঠজিও জানেন না। ছেলেটাকে ওরা এত ভালবেসে ফেলেছিল যে, তা বলবার নয়। রাজদেও,

যশোদা দু'জনেই ভালবাসত ওকে। বড় দুঃখী লোক ছিল ওরা। কিন্তু শেষকালে রাজদেও কেন যে ওইসব বুরাই লোকেদের সঙ্গে হাত মেলাল তা ভেবে পাই না। শেঠজি ওকে কত কাজ-কাম দেখে দিয়েছিলেন, ও করল না। ওই ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্যে সাহুজি দশ লাখ টাকা অফার করে পেপারে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। ওই টাকা পেলে ওর গরিবি ঘুচে যেত, কিন্তু ও তা নেওয়ারও চেষ্টা করল না। ওকে বললে ও বলত, আমার মুন্নার বদলে এই মুন্নাকে দিতে পারি। রুপিয়ার বদলে নয়।"

বাবলু বলল, "মা জি! যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন যেভাবেই হোক মুন্নাকে উদ্ধার করতেই হবে। এই ব্যাপারে আমরা আপনার সাহায্য চাই।"

"ম্যায় ক্যা মদত কর সঁকু? এই নিয়ে থানা-পুলিশও তো হচ্ছে।"

"ওসবের ওপরে ভরসা করলে মুন্নাকে কখনওই ফিরে পাওয়া যাবে না মা জি। আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করব। আপনি কি মুন্নার কোনও ফটো আমাকে দিতে পারেন?"

কাঁকন বলল, "আমি দিতে পারি। ওর অনেক ছবি আছে আমার কাছে। তবে গ্রুপ ছবির ভেতর থেকে নিতে হবে।"

"তা হলেও হবে। আসলে যাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি তার মুখটা তো চিনে রাখা দরকার।"

কাঁকন তখনই ওদের ব্যক্তিগত অ্যালবাম থেকে একরাশ ফটো এনে দেখাল ওদের। শান্ত, সৌম্য, ভদ্র ছেলে মুন্না। সকলের স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। পড়াশোনাতেও ভাল ছিল। বস্তিতে থাকলেও সে ছিল এ-বাড়ির ছেলের মতো। টুকটাক ফাইফরমাশ খেটে দিত অনেক।

বাবলু দেখল ওদের চেয়ে বয়সে দু'-এক বছরের ছোটই হবে মুন্না। কিন্তু কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি। চোখ মুখের গড়ন দেখলেই বোঝা যায়, ভাল ঘরের ছেলে ও। সেই ছবির অ্যালবাম থেকে ওদের কাজে লাগে এমন একটা ছবি বেছে নিয়ে পকেটে রাখল বাবলু।

রানিজি বললেন, "কাঁকন! এ সবকো কুছ খানা তো খিলাও। চা পানি নাস্তা লাও।"

বাবলু বলল, "না মা জি, আজ আর কিছুই খাব না আমরা। তার কারণ আজ ভাইফোঁটা। আমাদের এই বোনেরা খুব খাইয়েছে। মুন্নার ব্যাপারে যখন এসেছি তখন একবার নয়, বারবারই আসতে হবে আমাদের। পরে একদিন এসে খেয়ে যাব।"

কাঁকন বলল, "তা হোক, কিছু না খাও চা খাও অন্তত।" এই বলে চায়ের অর্ডার দিতে চলে গেল কাঁকন।

একটু পরে অবশ্য কাজের লোকের সঙ্গে চা নিয়ে ফিরে এল। সেই চা সে নিজের হাতে সকলের পেয়ালায় ঢেলে দিতে দিতে বলল, "রাজদেওজি যাদের নাম তোমাদের কাছে বলেছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দারুণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কাঁকন বলল, "এই এলাকার সন্ত্রাস ওরা। শুধু এই এলাকার নয়, হাওড়ার সন্ত্রাস। ওদের একজনকেও ধরতে পারলে কাজ হাসিল হয়ে যাবে তোমাদের।"

বাবলু বলল, "ওদের ঠেক যে কোথায় তা কি তুমি জানো?"

"না। শুনেছি সন্ধের পর বামনগাছি পোলের কাছে দেখা যায় ওদের। কখনও-বা অন্ধকারে কারশেডের কাছে।"

বিলু বলল, "দুটোই তো কুখ্যাত জায়গা।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা কাঁকন, ওরা মুন্নাকে অপহরণ করেছে শুধুই কি রাজদেওয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে? না কি কোনও কারণে জানতে পেরেছে ওর আসল পরিচয়?"

কাঁকন বলল, "সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু কী করে ওরা জানবে? আমিই তো এই শুনলাম।"

বাবলু বলল, "এমনও হতে পারে, রাজদেওজি কোনও সময় অন্যমনস্কভাবে অথবা কখনও নেশার ঘোরে ওদের কাছে বলে ফেলেছিলেন ওই কথাটা।"

রানিজি বললেন, "ও ভি হো সকতা।"

কাঁকন বলল, "কিন্তু রাজদেওজিকে তো ওইরকম নেশা করতে কখনও দেখিনি আমরা। আর খারাপ কাজ যা করতেন তা কিন্তু চুরি-ডাকাতি নয়। কারখানার লোহার ছাঁট, মানে বাবরি নিয়ে ব্যবসা। দারুণ লাভ ওতে। ওই নিয়েই অনেকদিন ধরে রেষারেষি চলছিল ওদের মধ্যে।"

বিচ্ছু এতক্ষণে কথা বলল, "সে কারণে মুন্নাকে কিডন্যাপ করলে রাজদেওজি ঠিকই জানতে পারতেন আর বাবলুদাকেও বলতেন সে-কথা।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই।"
বাবলু বলল, "এখন কি একবার রাজদেওজির ঘরে ঢোকা যেতে পারে? না হলে ওই জিনিসটা আমাদের হাতে আসবে না।"
কাঁকন বলল, "কিন্তু ঘরে তো তালা দেওয়া।"
ভোম্বল বলল, "ও তালা আমিই খুলে দিতে পারব। কেন না ওঁর ওই বস্তির ঘরে তো দামি তালা থাকবে না। একটা পেরেক-টেরেক পেলেই খুলে দেব।"
কাঁকন বলল, "চলো তবে, আর দেরি নয়। আগে ওই জিনিসটা উদ্ধার করা যাক।"
ওরা আর একটুও না বসে রাজদেওয়ের ঘরের সামনে এল। কিন্তু এ কী! অদ্ভুত ব্যাপার! ওরা এসে দেখল ঘরের তালা খোলা। আর জিনিসপত্র সবই লণ্ডভণ্ড করা।
কাঁকন বলল, "তাই তো, এ কী করে হল? বস্তিতে এত লোক থাকতে এ কী করে হয়?"
কাঁকন হাঁকডাক করতেই ছুটে এল সবাই। তবে সকলেরই এক কথা, কখন কোন ফাঁকে কারা এসে যে এই কাজ করে গেছে তা টেরও পায়নি কেউ।
পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই তখন ঘরে ঢুকে সবকিছু উলটেপালটে দেখতে লাগল।
কাঁকন হঠাৎ সবিস্ময়ে বলল, "তাজ্জব কী বাত!"
বাবলু বলল, "কী হল?"
"ঘরের এই দেওয়ালে মুন্নার একটা ছেলেবেলার ছবি ছিল ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে। সেই ছবিটা কোথায় গেল?"
বাবলু বলল, "বুঝেছি। আর কোনও দ্বিমত নেই, ওরা যেভাবেই হোক জানতে পেরেছে মুন্নার ব্যাপারটা। তাই ওকে কিডন্যাপ তো করেইছে, আর প্রমাণ হিসেবে নিয়ে গেছে ওর শৈশবের ছবি।"
বাবলু হেসে বলল, "যাক, ভালই হয়েছে। একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এতে আমাদেরই কাজের সুবিধে হল বেশি। ফলে খেলাটাও জমবে এবার।"
কাঁকন বলল, "কীরকম?"
"কীরকম আবার? ওরা মুন্নাকে ফিরিয়ে দিতে গেলেও সাহুজি নেবেন কেন?"
"কেন নেবেন না? ছেলে তো তাঁর।"
"কিন্তু এতদিন পরে সেই প্রমাণটা দেবে কে? সেই প্রমাণ একমাত্র আমরাই দিতে পারব, আর কেউ নয়।"
বাবলু এবার বস্তিবাসীদের কাছ থেকে একটা শাবল চেয়ে নিয়ে এসে সবাইকে বাইরে পাহারায় রেখে যথাস্থান থেকে মাটি খুঁড়ে বের করল আসল জিনিসটা। চিনামাটির জারের ভেতরে রাখা ভেলভেটে মোড়া সেই মূল্যবান লকেট, যা কিনা অপহরণের সময় মুন্নার গলাতেই ছিল।
কাঁকনও মুগ্ধ বিস্ময়ে সেটা নেড়েচেড়ে বলল, "রাজদেওজি সত্যই মহৎ। ইচ্ছে করলে অভাবের সময় উনি এটিকে বেচেও দিতে পারতেন।"
বাবলু লকেটটা পকেটে পুরে ঘরের চারদিক খুব ভাল করে দেখতে লাগল। এক জায়গায় একটি ভাঙা তোরঙ্গ ছিল। তার মধ্যেই পাওয়া গেল পুরনো হিন্দি দৈনিকের একটি পৃষ্ঠা, যাতে মুন্নার ছবিসহ নিখোঁজের বার্তাটা ছিল। আর ছিল বিশাল অঙ্কের দশ লাখ টাকার পুরস্কারের ঘোষণা।
পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল কাগজটা।
কাঁকন বলল, "সাহুজির বেইমানির জবাব রাজদেওজি ভালভাবেই দিয়েছেন। এর চেয়েও অনেক কম টাকা তখন ওই উপকারী ব্যক্তিটিকে বিশ্বাস করে দিলে সবদিকই বজায় থাকত।"
ভোম্বল বলল, "যাক, লকেটটা তো পাওয়া গেল, এখন মুন্নাকে পেলেই খুশি হই আমরা। মুন্না ছাড়া এই লকেটের কোনও মূল্যই নেই আমাদের কাছে।"
বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, আর এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দুষ্কৃতীরা জেনে গেছে মুন্নার ব্যাপারটা। তাই ওকে কিডন্যাপ করেছে অথবা কিডন্যাপ করার পরে সব জেনেছে। সেইজন্যই ঘরে এসে চারদিক তছনছ করে আগেকার ওই ছবিটা নিয়ে গেছে প্রমাণ হিসেবে।"
বিচ্ছু বলল, "তোমরা যে যাই ধারণা করো, আমার কিন্তু মন বলছে এই বস্তির কেউ-না-কেউ জড়িত আছে এর মধ্যে। না হলে...।"
কাঁকন বাধা দিয়ে বলল, "না, না। এখানে সেরকম বাজে লোক থাকে না কেউ। এখানে যারা আছে, তারা কিন্তু সবাই খুব নিরীহ। গরিব মানুষ সব।"

"বুঝলাম। তা হলে এত লোকের চোখের সামনে সকলের অজ্ঞাতসারে ওরা এই ঘরে ঢোকে কী করে?"

বাবলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়।" বলে সকলকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে বস্তিবাসী কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

একজনকে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম তোমার?"

যাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে শ্রমিক শ্রেণীর এক যুবক। বলল, "আমার নাম পদম।"

"তুমি কি বলতে পারবে, ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজার মধ্যে কেউ এখানে আসা-যাওয়া করত কিনা?"

"না। ওরা এসে মোড়ের মাথায় যে চায়ের দোকানটা আছে সেইখানে বসত, আর কেউ-না-কেউ এসে ডেকে নিয়ে যেত রাজদেওকে।"

"আজকালের ভেতর এসেছিল কেউ?"

"না। বেশ কয়েকদিন হল এই এলাকায় ওদের দেখা যায়নি।"

ওই বস্তিরই আর-এক বাসিন্দা মাস্তা বলল, "তবে কাল রাত বারোটা নাগাদ ওদের একজনকে মোটরসাইকেল চেপে এদিক থেকে যেতে দেখেছি।"

"রাত বারোটা নাগাদ? তুমি তখন কী করছিলে?"

"কারখানায় ওভারটাইম সেরে ফিরছিলাম।"

পদম বলল, "ওদেব খোঁজখবর কিন্তু তোমরা ওই চায়ের দোকানের মিতুনকে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এইবার বলো তো রাজদেওয়ের মৃত্যুসংবাদ তোমরা কার কাছ থেকে পেলে?"

"আজ সকালে খবরের কাগজ দেখেই জেনেছি সবাই। মুন্নাকে ক'দিন হল পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই খুব মনখারাপ করে ছিল ও। সবসময় ঘরেও থাকছিল না। ঘরে চাবি-তালা না দিয়েই চলে যাচ্ছিল। আমরাও বড একটা নজর দিইনি ওর দিকে। দিয়েই বা কী করব? বড় খামখেয়ালি ও। আজ কাগজ দেখে সব যখন জানতে পারলাম তখন দেখি ওর ঘরেব দরজা খোলা। জিনিসপত্র তছনছ করা। ওর ঘরে তো নেওয়ার মতো কিছুই থাকে না, তবু কারা এসে কেন যে তছনছ করল সব, তা কে জানে? শুধু পুলিশি ঝামেলার ভয়ে কেউই আমরা ঘরে ঢুকিনি।"

"আচ্ছা, মুন্না যে নেই, ওকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, এই ব্যাপারে কেউ কোনও খোঁজখবর নিয়েছিলে তোমরা?"

"না।"

"কেন নাওনি?"

"আমরা কী করে কী করব বলুন? ঘরে কতক্ষণ থাকি আমরা? আজ ভাইফোঁটা, রবিবার, তাই আছি সব। তবে শেঠজি পুলিশকে জানিয়েছেন ব্যাপারটা।"

বাবলু যখন এইসব জিজ্ঞাসাবাদ করছে, ঠিক তখনই একজন এসে বলল, "এইমাত্র আমি দেখে এলাম মোড়ের চায়েব দোকানে বসে চা খাচ্ছে ডিকে। মোটরসাইকেলটাও আছে।"

সেই কথা কানে যেতেই বাবলুরা হইহই করে ছুটল। পঞ্চু ছুটল সবার আগে।

ওই, ওই তো বাবলুর স্কুটার। লাকি অ্যান্ড ট্রিপল সেভেন। কিন্তু ডিকে বোধ হয় ম্যাজিক জানে। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েই স্কুটার নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পঞ্চু ছুটে গিয়েও নাগাল পেল না ওর।

বাবলুরা তখন হতাশায় ডুবে কাঁকনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল। আসবার সময় রানিজির সঙ্গেও একবার দেখা করে আসতে ভুলল না।

॥ ৩ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল এবার। সবাই যে যার ঘরে গেলে বাবলুও বাড়ি এসে দেখল বাবা এসেছেন। বাবাকে দেখে খুবই আনন্দ হল ওর। কত যে পরামর্শ আছে বাবার সঙ্গে।

বাবা বললেন, "কীসব শুনছি রে? অমন ভাল স্কুটারটা হারালি শেষপর্যন্ত?"

মা বললেন, "চুলোয় যাক স্কুটার। ছেলেটা যে আমার প্রাণে বেঁচেছে, এই ঢের।"

বাবা বললেন, "তোর কিন্তু একবার ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। অতটা উঁচু থেকে পড়ে গেলি।"

"আমি ভালই আছি বাবা। সেরকম বুঝলে ঠিকই ডাক্তার দেখাতাম। গা, হাত-পায়ে একটু ব্যথা আছে। তার জন্যও ওষুধ খেয়েছি।"

বাবা বললেন, "কী থেকে কী হল ব্যাপারটা একটু খুলে বল দেখি।"

বাবলু তখন এক-এক করে সব কথা খুলে বলল বাবাকে।

বাবা বললেন, "এরকম চরম অভিজ্ঞতা তোর জীবনে বোধ হয় আর কখনও হয়নি, না রে বাবলু?"

"সত্যি, এখনও মনে পড়লে গা যেন শিউরে ওঠে। ভাগ্যে ওখানে থলথলে কাদাটা ছিল।"

"তা তো ছিল। কিন্তু তুই অমন ভুলটা করতে গেলি কেন?"

"আসলে আমি একটু রিস্ক নিতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওদের একজনকে ঘায়েল করলে দু'জন ওর দিকে ছুটে যাবে, আর সেই সুযোগে আমিও পালাব স্কুটার নিয়ে। তা আর হল না।"

"যাকগে, এখন তোরা কী করবি ঠিক করেছিস?"

"কোনও কিছু ভেবে কূল পাচ্ছি না বাবা। রাগে গা-মাথা যেন জ্বলে যাচ্ছে। কালকের বদলাটা যতক্ষণ না নিতে পারছি ততক্ষণ আমাদের মন-মেজাজের ঠিক থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই মাত্র স্কুটারটা পেয়েও হাতছাড়া হয়ে গেল।"

বাবা বললেন, "ওরা আসলে তোদের ব্যাপারস্যাপার জানে না বলেই ওটাকে অত গুরুত্ব দেয়নি। সমানে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। জিনিসটা যখন আছেই ওদের কাছে তখন আজ না হয় কাল উদ্ধার ওটা হবেই।"

বাবলু বলল, "যেভাবেই হোক, ফিরে পেতে হবেই ওটা। আপাতত আমরা ঠিক করেছি দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার ওইদিকে চলে যাব। ওই চায়ের দোকানের ছেলেটিকে চাপ দিয়ে ওর মুখ থেকেই জেনে নেব ওদের ঠেক কোথায়। তারপর সন্ধের অন্ধকারে চলে যাব বামনগাছি পোলের দিকে।"

"জায়গাটা কিন্তু খুব খারাপ।"

"তা হোক, তবু যেতেই হবে। ভালভাবে ওদের মোকাবিলা করতে না পারলে মুন্নার খোঁজখবরও পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে ওকে ঘিরে দারুণ এক রহস্য জমাট বেঁধে আছে। মুন্নাকে যদি ওরা সব জেনেশুনেই কিডন্যাপ করে থাকে তা হলে মরবার আগে অত কথা যখন রাজদেওজি আমাকে বললেন তখন ওই কথাটিই বললেন না কেন?"

বাবা বললেন, "এমন হতে পারে ওই মৃত্যুপথযাত্রী অত কথা বলেও ওই কথাটা বলতে ভুলে গেছেন।"

"না, না, না। তা কখনওই হতে পারে না।"

"তা হলে মনে হয় দুষ্কৃতীরা সব জেনেশুনেই মুন্নাকে কিডন্যাপ করেছে বটে, কিন্তু কথাটা আদৌ ওরা জানায়নি রাজদেওকে।"

"না জানানোর কারণ?"

"কারণ একটাই। রাজদেও যখন দেখত ছেলে তার নাগালের বাইরে তখন সে এমন একটা চিঠি পাঠিয়ে দিত সাহুজিকে যাতে তিনি কখনওই মুন্নাকে নিজের ছেলে বলে মেনে নিতেন না। ফলে ঘোষণার টাকাও পেত না ওরা।"

বাবলু বলল, "কিন্তু রাজদেও তো মনে মনে চাইছিলেনই মুন্না যথাস্থানে ফিরে যাক।"

"সে-কথা তো দুষ্কৃতীরা জানে না।"

"ঠিক। তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। মনে হয় ব্যাপারটা এইরকমই হয়েছে। তবে তা যদি হয়ে থাকে ওই শয়তানদের বাড়া ভাতে ছাই আমি দেবই দেব।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ামাত্রই টেলিফোনটা বেজে উঠল তার সুরে। কম্পিউটারাইজড ব্যাপার তো। কাজেই সব মডার্ন।

বাবলু রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে একটা সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "হ্যালো বাবলু! ম্যায় কাঁকন বোল রহি হুঁ।"

বাবলু বলল, "বলো।"

"...তোমরা ভালভাবে পৌঁছেছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"...তোমরা এক কাজ করো, খাওয়াদাওয়াটা সেরে নিয়েই চট করে চলে এসো আমাদের এখানে। অনেক কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। মুন্নার ব্যাপারে।"

"বলো কী?"

"...হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছেলেটা সম্ভবত পাচার হয়ে গেছে। এসব আলোচনা অবশ্য টেলিফোনে হওয়া উচিত নয়, তাই—।"

"আমরা যাচ্ছি। একটুও দেরি করব না আমরা।"

"...যত তাড়াতাড়ি পারো এসো, কেমন?"

"ঠিক আছে।" বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেই স্নান করতে চলে গেল বাবলু।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দুপুরের খাওয়াটা বেশ জম্পেশ হল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে। কত কী যে করেছিল ওরা। তবে কিনা মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা থাকলে কোনও কিছুই ভাল লাগে না।

খেয়ে উঠেই কাঁকনদের বাড়ির দিকে রওনা হল ওরা।

ওরা, মানে বাবলু, বিলু আর ভোম্বল। সঙ্গে রইল পঞ্চু। বাচ্চু-বিচ্ছু এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারল না।

বাবলুরা বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। কিন্তু হাওড়া শহরে তো চাইলেই ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। তাই পায়ে হেঁটে ওরা ফাঁসিতলার মোড়ের কাছে এল।

ফাঁসিতলার মোড় থেকে ট্যাক্সি পেতে কোনও অসুবিধে হল না ওদের।

ওরা যখন হরগঞ্জ বাজারে শেঠ গোকুলদাসের প্রাসাদের সামনে নামল, তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে হানটান করছিল কাঁকন।

ওরা যেতেই বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল ওদের।

তারপর সকলকে ঘরে ঢুকিয়ে বসতে বলেই বলল, "এনি ড্রিঙ্কস? হট অর কোল্ড?"

বাবলু বলল, "নো, থ্যাঙ্কস। কোনও প্রয়োজন নেই।"

"আছে, আছে।" বলেই কাজের লোকটিকে ডেকে সকলকে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিতে বলল।

কাঁকন বলল, "তোমাদের আর দু'জন এল না যে?"

বাবলু বলল, "ওরা খুব ক্লান্ত।"

"স্বাভাবিক। যাই হোক তোমাদের সব কথা তো সকালেই শুনেছি। তবে ভাল করে সকলের নামগুলো জানা হয়নি কিন্তু। শুধু তোমার নামটাই যা জানি।"

বাবলু এক-এক করে নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিল।

তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কস এলে তাই খেতে-খেতে বাবলু বলল, "আচ্ছা কাঁকন, তুমি কি তোমার বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে? তোমার আর কোনও ভাইবোন নেই?"

"না। আমিই একা। তবে আমাদের বাড়িতে অন্যান্য লোকজন যা আছে তাতে দু'বেলায় কুড়ি-পঁচিশজনের মতো পাত পড়ে।"

"ও-কথা যাক। এখন বলো মুন্নার ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও?"

"শোনো, তোমরা চলে যাওয়ার পর ওই চা-দোকানের ছেলেটিকে আমি ডাকিয়ে এনেছিলাম।"

"মিতুন না কী যেন নাম?"

"হ্যাঁ। এই অঞ্চলে আমার বাবার নামডাক এবং আমাদের প্রতিপত্তির জন্য সবাই আমাদের সমীহ করে খুব। কাজেই আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমাকে না করবার বা মিথ্যে বলবার সাহস হয় না কারও। তাই মিতুনকে মোচড় দিতেই ওদের অনেক কথা বেরিয়ে গেল।"

"কীরকম?"

"তোমরা তো জানোই, বাবরি নিয়ে চরম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে রাজদেওয়ের সঙ্গে ওদের বিরোধ বাধে। প্রায় লাখ টাকার মতো প্রতারণা করে ওরা। রাজদেও তাই দারুণভাবে শাসায় ওদের। এমনকী পুরো গ্যাংটাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ারও ভয় দেখায়। ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজা ছাড়াও আরও এক ফড়ে আছে ওদের মধ্যে। তার নাম বেস্পতি।"

"বেস্পতি। সে আবার কে?"

"ওই চা-দোকানের মালিক। যত টানা জিনিসপত্র আর দু' নম্বরি ব্যাপার স্যাপারের মাস্টারপিস হচ্ছে ওই লোকটা। বেশটি করে ধরে থাবড়ালেও গায়ের রাগ যায় না। ও-ই ওদের মদত দেয় বেশি করে।"

"বেস্পতি থাকে কোথায়?"

"আগে এই বস্তিতেই থাকত, এখন বালিতে বাড়ি করেছে।"

"বেশ ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছে তা হলে।"

"যাই হোক, ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজারা রাজদেওকে শিক্ষা দেবে বলেই মুন্নাকে অপহরণ করেছিল। আসলে ওদের ইচ্ছে ছিল মুন্নাকে চলন্ত ট্রেনের নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করা। সেই মর্মে ওকে ওরা অপহরণ করে প্রথমেই নিয়ে যায় বালিতে বেস্পতির ওখানে। কিন্তু বেস্পতি হচ্ছে বাস্তুঘুঘু। পাছে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে বা মুন্না চিনে ফেলে ওকে, সেই ভয়ে পাত্তা দেয় না ওদের। ওরা তখন ওকে নিয়ে গিয়ে তোলে ডানকুনিতে চম্পালাল নামে একজনের আশ্রয়ে। চম্পালাল তো মুন্নার পরিচয় পেয়েই লাফিয়ে উঠল। বলল, 'ইয়ে রাজদেও কা লেড়কা! রাজদেও আলোয়ারবালা? ও মেরা পুরানা দুশমন থা। আজ সে ইয়ে লেড়কা মেরি হিফাজতমে রহেগা।' এই বলে মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নেয় মুন্নাকে।"

বাবলু বলল, "চম্পালাল কোথাকার লোক?"

"আলোয়ারের।"

"সে কী!" চমকে উঠল বাবলুরা।

কাঁকন বলল, "এর দ্বারা কী বুঝলে?"

"তার মানে চম্পালাল রাজদেওকে চিনত। অথবা নাম শুনেছিল তার। কিন্তু সে জানত না রাজদেও কোথায় আছে। আর সাগুজির নিখোঁজ সন্তানের বিবরণ এবং দশ লাখ টাকা ঘোষণার কথাও অজানা ছিল না তার। কাজেই এমন সোনার খনি হাতে পেয়ে হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি সে। তাই এককথায় একটা গুলতাপ্পি মেরে দশ হাজার টাকা বের করে কিনে নিল মুন্নাকে।"

"শুধু তাই নয়। ওই লোকই রাজদেওয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ডিকের সাহায্যে বেস্পতির সঙ্গে যোগাযোগ করে মুন্নার ছেলেবেলার ছবিটা সংগ্রহ করেছে।"

বাবলু বলল, "লোকটাকে পাওয়া যাবে কোথায়?"

"সে কি আর আছে? প্রমাণপত্র হাতে নিয়েই কেটে পড়েছে সে।"

"চোরের ওপর আচ্ছা বাটপাড়ি করল তো!"

"ঠিক তাই। ওই বেস্পতিই বলো আর ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজাই বলো ওরা এখনও জানে না কী জিনিস হারাল ওরা।"

ভোম্বল বলল, "এখন এই বেস্পতিটাকে ধরে আড়ং ধোলাই দিতে পারলেই ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজার খোঁজ পেয়ে যাব আমরা। চম্পালালের ব্যবস্থা তারপরে করব।"

বিলু উঠে দাঁড়িয়েই বলল, "চল তো দেখি?"

কাঁকন বলল, "তবে একটা কথা, মিতুনের সঙ্গে যে আমার কথা হয়েছে বেস্পতি যেন কোনওরকমেই তা জানতে না পাবে। পারলে হয়তো মেরেই ফেলবে ছেলেটাকে।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।" বলে একটুও দেরি না করে বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চুকে নিয়ে হাজির হল বেস্পতির দোকানে।

বেস্পতি তো পঞ্চুকে দেখেই হাঁ-হাঁ করে উঠল, "অ্যাই! এসব কুকুরটুকুর নিয়ে আমার দোকানে ঢোকা চলবে না। বেরিয়ে যাও দোকান থেকে।"

বাবলু বলল, "আগে চা-বিস্কুট তো খাই, তারপর।"

"না, না। এখানে চা-টা হবে না। একটা কুকুরের জন্যে দশটা খদ্দের ভেগে যাবে আমার। যা ভাগ।"

ভোম্বল তখন রাগের মাথায় একটা ঘুষি চালিয়ে দিয়ে বলল বেস্পতিকে, "তুমি কাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলছ ঘোড়ামুখো?"

বেস্পতির তো চোখ কপালে উঠে গেছে তখন। দারুণ রেগে সে বলল, "তুই আমাকে ঘোড়ামুখো বলবার কে রে? আমাকে ঘুষি মারবার মতন আস্পর্ধা তোর কী করে হল? তোদের কুকুরই না আজ সকালে আমার দোকানের এক খদ্দেরকে তাড়া করেছিল?"

বাবলু বলল, "যাকে তাড়া করেছিল সে তোমার খদ্দের, না দু' নম্বরি বিজনেসের পার্টনার?"

ক্রুদ্ধ বেস্পতি তখন ধারালো একটা চাকু বের করে বলল, "অ্যাইও। মুখ সামলে কথা বলবি বলে দিচ্ছি। না হলে কিন্তু এখুনি ফুটো করে দেব।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু!"

শুধু বলার অপেক্ষা। পঞ্চু একটা টেবিলে পা রেখে লাফিয়ে পড়ল বেস্পতির ঘাড়ে। তারপর ওর কাঁধে ভর করেই এমনভাবে কামড়ে ধরল হাতটাকে যে, বেস্পতির তখন শনির দশা।

সে বিকট চিৎকার করতে লাগল, "ওরে বাবা রে, গেছি রে। ওরে ছাড় না রে। অ্যাই মিতুন, শিগগির এক কাপ করে চা খাইয়ে বিদায় কর পাপগুলোকে।"

দোকানে তখন আরও কয়েকজন খদ্দের ছিল। ব্যাপারস্যাপার দেখে বলল, "এরা কারা? কোথাকার ছেলে এরা? খুদে ডাকাত নয় তো?"

বিলু বলল, "না, না, ওসব কিছুই নয়। লোকটার কথাবার্তা শুনলেন তো? আমরা চোর-ডাকাত হলে ক্যাশ লুট হয়ে যেত এতক্ষণে। আমাদের একটা স্কুটার চুরি গেছে, সেটির ব্যাপারেই একটু মেরামত করছি বাছাধনকে। পুরো দু' নম্বরি লোক একটা।"

একটি চ্যাংড়া ছেলে এককোণে বসে চা খাচ্ছিল। বলল, "তা হলে তো খুব চিনেছ ওকে। আমাদের বেস্পতিদা দু' নম্বরি নয়, দশ নম্বরিরও উর্ধ্বে।" বলে বলল, "তা বেস্পতিদা, কেমন গাড্ডায় পড়েছ এখন? তোমাকে অনেকবার বলেছিলাম ওইসব ধান্দাবাজির লাইন ছেড়ে দাও। যেমন ব্যবসা করছ করো। তখন শুনলে না তো আমার কথা। এখন সামলাও।"

বেস্পতি বলল, "অ্যাই, সব বন্ধ করে দে। আজকের মতো দোকান বন্ধ। শিগগির ঝাঁপ ফ্যাল।"

বাবলু বলল, "তাতেও কি রেহাই পাবে তুমি?"

বেস্পতি বলল, "তোরা কী চাস বল দিকিনি? কুকুরটাকে বল হাত ছেড়ে দিতে।"

বাবলু বলল, "কুকুরে না হয় হাত ছাড়ল। কিন্তু পুলিশের ভালবাসার হাত তুমি ছাড়াবে কী করে?"

চমকে উঠল বেস্পতি, "পুলিশ! পুলিশের ব্যাপার এখানে আসছে কেন? কী করেছি আমি?"

"কী করোনি তাই বলো? এখনই তো আমাদের খুন করতে আসছিলে।"

"ও তোদের ভয় দেখাচ্ছিলাম।"

"ভয় দেখাচ্ছিলে? তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ তা তুমি জানো? চুবি করা, চোরাই জিনিস রাখা, ছেলেমেয়ে পাচারে সহযোগিতা করা, খুনের পরিকল্পনায় ইন্ধন জোগানো, অনেক—অনেক অভিযোগ তোমার নামে।"

"সব মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কথা। রাজদেওয়ের ঘরে ঢুকে মুন্নার ছবি তুমি চুরি করোনি? মুন্নাকে কারা কিডন্যাপ কবেছে তা কি তুমি জানতে না? ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজার মতো ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে তোমার এত মধুব সম্পর্ক কীসের?"

বেস্পতি বলল, "এ-সমস্ত কথা তোরা কী করে জানলি? ওরে এসব কথা জানাজানি হয়ে গেলে আমার জেল হয়ে যাবে যে!"

"শুধু কি জেল? রাজদেওকে খুন করেছিল কারা? সেটাও নিশ্চয়ই না জানার ভান করবে না?"

বেস্পতির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে তখন ধপ করে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়েছে।

"চম্পালাল কোথায়? মুন্নার খবর কী?"

"জানি না।"

"সব জানো তুমি। তোমার নিজের এলাকার একটি ছেলেকে এইভাবে পাচার করতে বিবেকে বাধল না তোমার?"

বেস্পতির কণ্ঠে তখন ভাষা নেই। সে একেবারে থতিয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "শোনো, আমাদের প্রত্যেকটি কথার পরিষ্কার উত্তর দেবে। না হলে আমরা এই তিনজনে এমন পেটাব তোমাকে যে, তোমার বাঁচার কোনও আশা থাকবে না। আর এই যে দেখছ কুকুরটা, এটা কিন্তু বুলডগের চেয়েও মারাত্মক।"

বেস্পতি বলল, "দোহাই তোমাদের। এসব কথা যেন পুলিশকে বোলো না। তোমরা যা জানতে চাইবে তাই বলব আমি। কিচ্ছু গোপন করব না।"

"সেটা করলেই শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে। এখন বলো, ওই ডিকে, ডাম্পি আর ডিসুজার সঙ্গে তোমার লেনদেনের কারবার কী রকম চলে?"

বেস্পতি বলল, "আমি তো সবসময়ই দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকি ভাই রে। কাজেই ওদের সঙ্গে ওইসব ধান্দা করব কখন? তবে কিনা একেবারে ধোয়া তুলসীপাতাও আমি নই। যত খারাপ-খারাপ জিনিস আমার ওই

দোকান থেকেই এদিক-সেদিকে যায়। আর ওইসব দুষ্ট লোকেদের ঠেকও আমার এইখানে। আমি যা কিছু করি তা ওদেরই ভয়ে।"

"মুন্নাকে অপহরণের পরিকল্পনা কোথায় হয়েছিল?"

"আমাব এই দোকানে বসেই হয়েছে। রাজদেওটা মাথা গরম করে ওই গুন্ডাগুলোকে খেপিয়েছিল, তাই। না হলে ওরা ওর কিছুই করত না।"

"এই কথাটা তুমি রাজদেওকে বলে সাবধান করে দাওনি কেন?"

"তা হলে আমার আর রক্ষে থাকত না। আমার অবস্থাও ওই রাজদেওয়ের মতোই হত।"

"আর ওই চম্পালাল! ওর ব্যাপারে কী জানো?"

"কিছুই জানি না। ওকে দেখা দূরের কথা, ওর নামও শুনিনি কখনও। মুন্নাকে চুরি করে ডিকেরা আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল ওকে রাখতে। আমি কিন্তু ভাই ওইসব ঝামেলায় নেই বলে ওকে রাখতে রাজি হইনি। ওরা তখন ডানকুনিতে ওই চম্পালালের ওখানে ওকে রাখে। ওরা ঠিক করেছিল রাতের অন্ধকারে মুন্নাকে চলন্ত ট্রেনের নীচে ফেলে দেবে বলে। তা ওই চম্পালাল সে-কাজ করতে ওদের বারণ করে। সে নিজেই মুন্নাকে দশ হাজাব টাকায় কিনে নেয় ওদের কাছ থেকে।"

বাবলু বলল, "ওই লোকটা হঠাৎ অত টাকা দিয়ে মুন্নাকে কিনে নিতে গেল কেন?"

"তা বলতে পাবব না। শুনলাম রাজদেওয়ের সঙ্গে নাকি ওব পুরনো শত্রুতা ছিল।"

"তারপব?"

"তাবপর? রাজদেও যে খুন হয়েছিল তাও জানতাম না। হঠাৎ কাল বাতে চম্পালাল নামে ওই লোকটাকে নিয়ে ডিকে এসে হাজির। এসেই বলল, 'রাজদেওটাকে দিয়েছি আজ শেষ করে। তাই ওর ছেলেটাকে আর মারলাম না। আমাদের সঙ্গে দুশমনি করে পার পাবে না কেউ। মুন্নাকে বেচে দিচ্ছি এই চম্পালালের কাছে। চম্পালাল বলছে মুন্না নাকি রাজদেওয়ের নিজের ছেলে নয়। তা চট করে একবার ওর ঘরে ঢুকে মুন্নার ছেলেবেলার কোনও ছবিটবি পাস কিনা দেখে আয় তো। যদি আনতে পারিস তা হলে নগদ পাঁচশো টাকা এখনই পাবি।' আমি এই টাকাব লোভেই রাজদেওয়ের ঘরের তালা ভেঙে ওই কাজ করি।"

বিলু বলল, "এইসব কাজেও তুমি তা হলে সিদ্ধহস্ত দেখছি।"

বেস্পতি বলল, "কী যে বলো ভায়া, এমন একটা সময় ছিল যখন গেরস্তের বাড়ির তালা ভেঙেই আমার পেট চলত। কারও বাড়ির তালা ভাঙা দেখলেই পুলিশ এসে আগে ধরত আমাকে।"

ভোম্বল বলল, "তা না হয় হল। তুমি যখন ওই কাজ করতে এলে, বস্তিতে তখন লোকজন ছিল না? কেউ দেখেনি তোমাকে?"

"কে দেখবে? রাত তখন এগারোটা। সবাই তো ঘুমোচ্ছে। তা ছাড়া ওই বস্তিতে আমার অবাধ যাতায়াত বলে কেউ দেখলেও কিছু বলত না।"

বিলু বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস রে বাবলু, বস্তির লোক কেউ না কেউ এই চুরির ব্যাপারে ষড় আছে। এই বুদ্ধিব বৃহস্পাতি বস্তির লোক না হয়েও বস্তির লোকেদের বেশ ভালই কবজা করে রেখেছে।"

বাবলু বলল, "তারপরে বলো।"

"তারপর তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় চারদিক খুঁজেপেতে দেখি। হঠাৎই দেওয়ালের হুকে টাঙানো একটা ছবি দেখতে পাই। খুব ছেলেবেলার ছবি। রাজদেও আর যশোদাব কোলে ছোট্ট মুন্না। সেই ছবিটাই নিয়ে এসে আমি ওদের হাতে তুলে দিই। ওটা পেযে চম্পালাল আমাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ডিকের সঙ্গে একটা মোটরসাইকেলে চেপে পালাল।"

বাবলু বলল, "ওটা স্কুটার। খুব হালকা ধরনের।"

"এবং ওটা চোবাই জিনিস। তাও জানি। আমাকে ওরা ওটার জন্য দু'-একটা খদ্দেরও দেখে দিতে বলেছিল।"

বাবলু বলল, "ওই স্কুটারটা আমার। আমি ওটা ফেরত পেতে চাই।"

"ওদের কাছ থেকে ও-জিনিস ফেরত পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার ভায়া।"

"সে দেখা যাবে। আচ্ছা, আজ সকালে ডিকে এখানে কী করতে এসেছিল?"

"ও এসেছিল ওই জিনিসটার কোনও খদ্দের হয়েছিল কিনা জানতে। তা ছাড়া আজ রাত একটার সময় কিছু জিনিসপত্র আসবার কথা ছিল, সেগুলো সাবধানে গুছিয়ে রাখার কথা বলতে। আর ওই খুনের ব্যাপারে কেউ ওদের সন্দেহ করছে কিনা কিংবা বস্তিতে পুলিশের পায়ের ধুলো পড়েছে কিনা তাই জানতে।"

বাবলু বলল, "তুমি কি সারারাত দোকানেই থাকো?"

"না। এই মিতুনটা থাকে। তবে খুব একটা দরকার পড়লে আমাকেও থাকতে হয়। যেমন আজ রাতে আমার থাকার কথা।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের যা জানবার, জেনেছি। তোমার কথামতো আজ রাত দশটাতেই আমরা ওইখানে হাজির হব। তবে ইনফরমেশন যদি ভুল হয় তা হলে কিন্তু কাল সকালে এসে মুখের চেহারা বদলে দেব তোমার।"

বেস্পতি বলল, "আমি যা জানি তাই বলেছি ভায়া।"

"আর শোনো, ওই সমস্ত চোরাই জিনিসপত্র এই দোকানে আর ঢোকাবে না। যাও, দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাও।"

মিতুন ছেলেটা তখন হাঁ করে তাকিয়ে রইল সকলের মুখের দিকে।

বাবলুরা আর না থেকে সোজা একটা অটো নিয়ে বাড়ি চলে এল। আজ রাতে ওই তিনজনের একজনকেও ওরা ছাড়বে না। বদলা কী করে নিতে হয় আজ ওরা দেখিয়েই দেবে।

॥ ৪ ॥

বাবলুরা তখনকার মতো চলে এল। কেন না আজকের রাতটা যে ওদের কীভাবে কাটবে, তা ওরাও জানে না। বিশেষ করে এই ধরনের দুষ্কৃতীদের মোকাবিলায় বেশ ভালভাবেই তৈরি হয়ে যেতে হবে। যা কিছু করতে হবে তা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। আগাগোড়া ঘটনার কথা পুলিশকে জানালে এখনই হয়তো বমালসমেত ধরা পড়ে যাবে ওরা। কিন্তু তাতে হবে কী, ওরা নিজেরা তো পারবে না ওই দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে।

বাবলু বাড়ি এসে একটু বিশ্রাম নিতে-না-নিতেই হাজির হল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু।

বিলু বলল, "বাচ্চু বিচ্ছুও যেতে চাইছে রে। কী করি বল তো?"

বাবলু বলল, "আজকের দিনটা থাক না। সারাদিন খাটাখাটনি করে খুবই ক্লান্ত তোরা।"

বাচ্চু বলল, "মোটেই না। সারাটা দুপুর বিকেল যা ঘুমিয়েছি আমরা, তাতে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে আমাদের। তা ছাড়া আজকের এই নৈশ অভিযানটা তো পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। তা আমরা দু' বোনে যদি ঘরে বসে থাকি তা হলে সেই অভিযানটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযান হবে?"

বিচ্ছু বলল, "তা ছাড়া বাবলুদা, যখনই আমরা দলছুট হয়েছি তখনই আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। আর একটা-না-একটা বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। অথচ একজোট থেকেছি যখন, তখনই সব জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। শুধু কালকের কথাটাই মনে করে দেখো, আমরা না থাকায়, পঞ্চু না থাকায় কী অবস্থাটা হয়ে গেল কাল।"

বাবলু এবার গম্ভীর মুখে বলল, "যাবি তোরা? তা হলে কিন্তু আর দেরি নয়।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু ফোন ধরতেই ওদিক থেকে শোনা গেল, "...হ্যালো, ডাবল সিক্স সেভেন টু .?"

"ও ইয়েস। আমি বাবলু বলছি। তুমি নিশ্চয়ই কাঁকন?"

"...ঠিকই ধরেছ তুমি। কিন্তু তোমাদের ব্যাপার কী বলো তো? আমাকে উৎকণ্ঠায় রেখে বেস্পতির ওখান থেকে তোমরা চলে এলে, অথচ আমার সঙ্গে একবার দেখা করেও এলে না।"

"আসলে ব্যাপারটা কী জানো? টেনশন। তা ছাড়া তোমাকে এই জালে জড়াতে চাই না বলেই দেখা করিনি। বেস্পতির ওখান থেকে বেরিয়ে তোমার ওখানে গিয়ে ঢুকলে তুমিও জড়িয়ে পড়তে এই জালে। শত্রুপক্ষের লোকেরা ভাবত আমাদের দলে তুমিও আছ।"

"...বাবলু, ভুলে যেয়ো না, আমি শেঠ গোকুলদাসের মেয়ে।"

"তাতে কী? তোমাদের ছত্রছায়ায় মানুষ হওয়া একজনকেও তো গুন্ডারা গুম করে দিল।"

"...তা হয়তো দিয়েছে। তবে আমার গায়ে হাত দেওয়ার আগে ওদের একবার চিন্তাভাবনা করতে হবে। তা ছাড়া এই মুহূর্তে আমার বাবা আউট অব বেঙ্গল। মুন্নার বাবার মৃত্যুসংবাদ এখনও উনি পাননি। খুনি কে বা কারা তাও তিনি জানেন না। উনি ফিরে এলেই—"

"তার আগে আমরাই ওদের দফা শেষ করে দেব।"

"...যাকগে ওদের খোঁজখবর কিছু পেলে কিনা বলো।"

"হ্যাঁ। বেস্পতি সব বলে দিয়েছে।"

".. ওই লোকটাকে একদম সহ্য করতে পারি না আমি। কী বিচ্ছিরি প্যাঁচার মতো দেখতে।"

"সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তোমার মতো সুশ্রী, সুন্দরী লক্ষ্মীপ্রতিমা যেখানে আছে, সেখানে একটা প্যাঁচা থাকবে না, তা কি হয়?"

"...যাঃ। কী বলছ যা-তা?"

"ঠিকই বলছি। বেস্পতি আমাদের যা বলেছে তা ওর অকপট স্বীকৃতি বলেই মনে হল। মিথ্যে বললে কাল সকালেই হাতেনাতে ফল পাবে। কাল ওর হাজতবাস ঠেকায় কে?"

".. যাই হোক, ও কী বলেছে বলো।"

"ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজারা আজ রাতে ডানকুনিতে একটা ওয়াগন ভাঙতে যাবে।"

"...এখনই তো সাড়ে আটটা বাজে।"

"আমরা সবাই তৈরি। কাল সকালেই ফলাফল জানতে পারবে তুমি।"

"...তোমরা কোথায় যাচ্ছ তা হলে? ডানকুনিতে? আজ রাত দশটায়?"

"হ্যাঁ। আমরা এখনই রওনা দিচ্ছি।"

বাবলু ফোন নামিয়ে রেখে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এতক্ষণে তুই একটা কাজের মতো কাজ পেলি। পারবি তো ওই খুনেগুলোর মোকাবিলা করতে?"

পঞ্চু দারুণ উত্তেজনায় পেছনের দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও-উ।"

ওদের কথাবার্তা মা এতক্ষণ দরজার আড়াল থেকে শুনছিলেন। বললেন, "এই রাতদুপুরে কি ডানকুনিতে না গেলেই নয়? তোর হাতে একটা পিস্তল, ওদের সবার হাতে রিভলভার। তা ছাড়া কী শিক্ষা দিবি ওদের? ও মুখপোড়াগুলো জন্মেছেই দৌরাত্ম্য করবার জন্য।"

বাবলু বলল, "তুমি যা বলেছ তা ঠিকই। তবে কী জানো মা, ওদের হাতে রিভলভারই থাকুক আর পাইপগানই থাকুক ওদের কাছে কিন্তু পঞ্চু নেই। তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমরা তো গুন্ডামি করতে যাচ্ছি না। কৌশলে ওদের ফাঁদে ফেলব। একান্ত না পারি তখন পুলিশে একটা ফোন।"

বাবলুর বাবা কোথায় যেন গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ওদের দেখেই বললেন, "কী রে! এই রাতদুপুরে কোথায় চললি সব?"

বাবলু বলল, "ওই খুনে গুন্ডাগুলোর সন্ধান পেয়েছি বাবা। ডানকুনি ইয়ার্ডে আজ ওরা ওয়াগন ভাঙতে যাবে। ওদের এমন শিক্ষা দেব আজ, জীবনে কখনও এ-কাজ করতে সাহস করবে না ওরা।"

"খুব সাবধান কিন্তু। অযথা আগুন নিয়ে খেলতে যাস না।"

বিচ্ছু বলল, "অযথা কী বলছেন? কাল বাবলুদাকে মেরে ফেলছিল না?"

বাবলু বলল, "আমরা যা করবার তা নিজেদের বাঁচিয়েই করব। তবে আজ রাতের মধ্যে ফিরে যদি না আসি তা হলে কিন্তু তুমি সকালবেলা থানায় একটু জানিয়ে দিয়ো।"

বাবা বললেন, "কী যে করিস না তোরা, আমি কাল ভোরেই ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরব।"

বাবলুরা আর একটুও দেরি না করে সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে হাওড়া স্টেশনের দিকে চলল। তারপর স্টেশনে এসে কর্ড লাইনের ট্রেন ধরে কিছু সময়ের মধ্যেই ডানকুনিতে।

কী দারুণ নির্জন এই জায়গাটা। এদিককার স্টেশনগুলো মেন লাইনের মতো জমজমাট নয়, তার ওপর আপ ডাউনের প্ল্যাটফর্ম দু'দিকে দুই প্রান্তে। ফলে সন্ধের পর জায়গাটা কেমন যেন এক রহস্যময়ভাবে থমথমিয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে চলমান ট্রেন ও ইয়ার্ডে রা া মালগাড়িগুলোর শান্টিং-এর শব্দে জেগে ওঠে আতঙ্কের মতো। অথবা কখনও চমকে ওঠে ক্রুদ্ধ কুকুরের হৃদয়কাঁপানো ডাকে।

এখন এত রাতে চারদিক তাই নিস্তব্ধ, নিঝুম। হেমন্তের শেষ এখন, হিমেল পরশে তাই শীতেরও কাঁপন।

ওরা ট্রেন থেকে নেমেই একটু প্রায়ান্ধকারে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলা যায় না শত্রুপক্ষের কেউ যদি কারও গতিবিধির ওপর নজর রাখে, তা হলেই দেখতে পাবে ওদের। আর তখনই সব চাল ভেস্তে যাবে।

আপ থেকে ডাউনের দিকে গেলে তবেই ইয়ার্ডে পৌঁছবে ওরা। সোজা রাস্তায় না যাওয়াই ভাল, তাতে হবে কী অনেকেরই চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যদিও পথে এখন লোকজনও খুব কম। তাই ওরা বাঁকা পথেই গেল।

যেতে যেতে বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, এমনও তো হতে পারে বেস্পতি আমাদের সব কথা বলে পরে ফোনে ওদের সতর্ক করে দিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "হতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "তা যদি হয় তা হলে তো ওরাই আমাদের সন্ধান করবে।"

বাবলু বলল, "মনে হয় তা হবে না। কেন না এদের সেরকম কোনও গডফাদার আছে বলে মনে হয় না। আসলে এরা হচ্ছে খুব নিচুস্তরের ক্রিমিন্যাল। ভ্যাগাবন্ড পার্টি। উড়ো খই যাকে বলে। কাজেই টেলিফোনের ব্যবস্থাটা এদের নেই।"

বিলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু সত্যিই যদি বেস্পতি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে কিন্তু ওব বারোটা আমিই বাজাব।"

এমন সময় হঠাৎ এক জায়গায় কী দেখে যেন ছুটে গেল পঞ্চু। এবং এই প্রথম হাঁকডাক না কবে ও ছুটল। কেন না এই বুদ্ধিমান বোধ হয় এতদিনে বুঝেছে হাঁকডাক করা মানেই শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া।

পঞ্চুর ছোটা দেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটল ওর পিছু পিছু। ওরা গিয়ে দেখল লাইনের ধারে একটা বকুলগাছের নীচে ছায়ান্ধকারে বাবলুর স্কুটারটা রাখা আছে।

সেটা দেখে সে কী আনন্দ বাবলুর। বলল, "বেস্পতি মিথ্যে বলেনি রে। ওরা এসেছে। নিশ্চয়ই ধারেকাছে আছে ওরা। অথবা যে-কাজের জন্য ওদের আসা সেই কাজই করছে।"

স্কুটারের চাবি বাবলুর পকেটেই ছিল। সে তাই সঙ্গে সঙ্গে চাবি দিয়ে দিল স্কুটারটাতে। এখন মনে হচ্ছে কাল রাতেও যদি ও ওই কাজ করত, অর্থাৎ লক করে রাখত স্কুটারটাকে, তা হলে অত সহজে ওরা ওটাকে নিয়ে পালাতে পারত না।

বিলু বলল, "এবার বাছাধনরা জব্দ হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমরা এখন কী করব?"

বাবলু বলল, "ভোম্বল, তুই বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নিয়ে গাছে ওঠ। ঘন ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে থাক। আমি বিলুকে নিয়ে আশপাশটা একবার টহল দিয়ে আসি। তুই লক্ষ রাখ, কেউ এটা নিতে আসে কিনা। এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিস।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। আমি অন্তর্যামীর মতো ওপর থেকে দৃষ্টি রাখি।" বলে বাবলুর কাঁধে ভর করে গাছে উঠে বাচ্চু-বিচ্ছুর হাত ধরে টেনে তুলল।

বাবলুও স্কুটারের প্রহরায় ওদের রেখে বিলু আর পঞ্চুকে নিয়ে চলল ইয়ার্ডের দিকে। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ওরা দেখল দু'জন আর পি এফ জওয়ান টহল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে।

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। ওরা যদি এদিকেই আসে আর এত রাতে এইভাবে দেখতে পায় আমাদের, তা হলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "আপাতত এই মালগাড়িগুলোর নীচে লুকিয়ে পড়ি আয়।"

"যদি হঠাৎ চলতে শুরু করে?"

"সে যা হয় হবে।" বলেই বাবলুর হাতে টান দিল বিলু।

ওরা দু'জনে মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চুকে নিয়ে মালগাড়ির ওয়াগনের নীচে চাকার আড়ালে এমনভাবে ঘাপটি মেরে রইল, যাতে ট্রেন হঠাৎ নড়ে উঠলেও ওরা কাটা পড়বে না।

একটু পরে আর পি এফ দু'জন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পার হয়ে গেল জায়গাটা।

আর তখনই পঞ্চু কেমন চাপা স্বরে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বিলু বলল, "তোর আবার কী হল?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই সেরকম কিছু দেখেছে।"

পঞ্চু হঠাৎ এই লাইন থেকে ছুটে গিয়ে পাশের লাইনের ওয়াগনগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বাবলু, বিলু আশপাশ একবার ভাল করে দেখে সরে গেল সেদিকে। গিয়েই যা দেখল তাতে চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। ওরা দেখল সেখানে লাইনের সঙ্গে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় কাকে যেন নির্জীব করে বেঁধে রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে ওকে। কে ও?

বিলু ততক্ষণে পকেট থেকে ছুরি বের করে বাঁধনমুক্ত করেছে তাকে। যাকে মুক্ত করা হল সে আর কেউ নয়, বেস্পতির দোকানের সেই ছেলেটা।

বাবলু বলল, "এ কী! মিতুন না? তোকে এখানে নিয়ে এল কে? তোর এই অবস্থা করল কারা?"

মিতুন বলল, "আমি আর বেম্পতির ওখানে কাজ করব না দাদাভাই। ওর দোকানে কাজ করলেই যত ঝামেলা। তোমরা না এলে আজ আমার কী হত বলো তো? এই ট্রেন একবার নড়ে উঠলেই কাটা পড়ে যেতাম।"

"কিন্তু তোর এই অবস্থা হল কী করে? বেম্পতি ফাঁসিয়েছে বুঝি?"

"না, না। ওর কোনও দোষ নেই। তোমরা ওকে যা ভয় দেখিয়েছ তাতেই ও পুলিশের ভয়ে কাঁপছে। তোমরা চলে আসার পর ও-ও বাড়ি চলে গেল। আমিও দোকান বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। এমন সময় কাঁকনদিদিমণি এসে ডাকল আমাকে। বলল, 'আমাকে নিয়ে একবার ডানকুনি যাবি রে?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এত রাতে? এমন অসময়ে তুমি কখনও তো কোথাও যাও না?' কাঁকনদিদিমণি বলল, 'ওই ছেলেগুলো সব ডানকুনিতে গেছে শয়তানগুলোর মোকাবিলা করতে। ওরা যেরকম ডাকাবুকো তাতে কী না কী করে বসে। মেয়েদুটোও আছে ওদের সঙ্গে। তাই বলি কী, আমরা ওখানে গিয়ে দূর থেকে নজর রাখি ওদের দিকে। যদি ওরা সেরকম কোনও বিপদে পড়ে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে রেলপুলিশকে জানিয়ে দিতে পারব। আমি একা তো কখনও যাইনি কোথাও। তুই যদি সঙ্গে যাস—।' আমি এককথায় রাজি। কাঁকনদির মতো ভাল মেয়ের সুনজরে থাকব এটা তো আমি চাই-ই। বরং আমার ভাল হবে। বেম্পতির ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে ওদের বাড়িতেই একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারব।"

বাবলু বলল, "তারপরে কী হল বল?"

"তারপর আর কী? কাঁকনদিদিমণি আর আমি ডানকুনিতে এলাম। এখানে এসে ট্রেন থেকে নামামাত্রই খপ্পরে পড়ে গেলাম ওদের। ওদের সঙ্গে দু'জন পাহাড়ি লোকও ছিল। তারা কাঁকনদিদিমণিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। আর ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজা আমাকে অন্ধকারে লাইনধারে নিয়ে গিয়ে কী মার মারল। তারপর এই হাল করল আমার। বলল, 'তোদের স্পাইগিরি বের করছি দাঁড়া। আর ওই বেম্পতিরও শনির দশা ঘনিয়ে এসেছে এবার। ওরও হচ্ছে। আমরা হচ্ছি কেউটে সাপ। আমাদের গর্তে আঙুল দেওয়ার মজাটা দ্যাখ এবার।"

বাবলু বলল, "তুই তো কপালজোরে বেঁচে গেলি। কিন্তু কাঁকন? ও বেচারি ওদের খপ্পরে পড়ে গেল?"

"হ্যাঁ। কী হবে দাদাভাই?"

"কী আর হবে? এই রাতদুপুরে ক'দিক সামলাব আমরা?" বলে মিতুনের সেই বাঁধন দড়িগুলো সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে এল বকুলতলায় বাচ্চু, বিচ্চু ও ভোম্বলের কাছে।

ভোম্বল গাছের ওপর থেকেই বলল, "একে কোথায় পেলি রে বাবলু?"

"কোথায় আবার? মরতে বসেছিল বেচারি। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছে। শুধু তাই নয়, বিপদে পড়েছে কাঁকনও। যাকগে, এই দড়িগুলো কাজে লাগতে পারে। রেখে দে।" বলেই সেগুলো তালগোল পাকিয়ে ছুড়ে দিল ভোম্বলকে।

ভোম্বল সেটা লুফে নিতেই বিচ্চু বলল, "বাবলুদা, এবার নীচে নামব? আর থাকতে পারছি না, বড্ড মশা কামড়াচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তোরা দু'জনেই নেমে আয়। ভোম্বল ওপরে থাকুক। একবাব না একবার ওদের আসতেই হবে এখানে এই স্কুটারের জন্য।"

হঠাৎই হিস্‌স্ করে উঠল বিলু। বলল, "বাবলু, সরে আয়। মনে হয় আসছে।"

সত্যিই কারা যেন আসছে এদিকে। দু'জন নেপালি আর—।

মিতুন বলল, "ওই তো ডাম্পি।"

"এই ডাম্পি! আমি তো এরই মুখে ঘুষি মেরেছিলাম কাল।" বলে একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে এল ওরা। বাচ্চু-বিচ্চুর আর নামা হল না। ওরা গাছেই রইল। ভোম্বল তো রইলই।

ডাম্পি আর নেপালি দু'জন হনহনিয়ে আসছিল। ডাম্পি বলল, "ছেলেটার ব্যবস্থা আমরা নিখুঁতভাবেই করেছি। কিন্তু মেয়েটাকে তোরা রাখলি কোথায়?"

"আপাতত ওকে সাইডিং-এ রাখা একটা খালি ওয়াগনে ঢুকিয়ে দিয়েছি। পরে সময়মতো সরিয়ে নেব।"

"ওয়াগনে কেন? কোনওরকমে টেনে হিঁচড়ে ওকে চৌকিদারের টেন্টে ঢুকিয়ে দিতে পারলি না?"

"ওরে বাবা। যা ছটফট করছিল মেয়েটা। আর কী অসম্ভব জোর ওর গায়ে। তার ওপর রেলপুলিশের টহলদারি। একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে রাখত না।"

"খুব সাবধান। দেখিস যেন ফসকে না যায়। কয়েক লাখ টাকার প্রপার্টি ওটা। মেয়েটাকে আটকে রেখে গোকুলদাসের কাছ থেকে শুধু নোটই খেয়ে যাব এবার।"

"তোমার যেমন বুদ্ধি। ভাল চাও তো কিছু মোটা টাকা নিয়ে ওকে চম্পালালের হাতে তুলে দাও।"

"তাকে এখন পাবি কোথায়? আজ রাতের গাড়িতেই সে চলে যাচ্ছে।"

"না, না, বোধ হয় যাচ্ছে না। আমরা একটু আগে ওকে পিলখানায় দেখেছি।'

"সে কী! আজই তো ওর যাওয়ার কথা।"

"কিন্তু আমরা তো দেখেছি বদ্রীদাস নামে একজনেব সঙ্গে ও ওর ব্যবসার ব্যাপারে আলোচনা করছিল।"

ডাম্পির চোখদুটো জ্বলে উঠল। বলল, "বুঝেছি। ওর একজন লোক আমাকে যা বলল, তা তা হলে সত্যি। আর সেইজন্যই যাওয়ার ব্যাপারে ও মিথ্যে কথা বলেছে।"

"ওর লোক কী বলেছে তোমাকে?"

"ডিকে আর ডিসুজা কিন্তু জানে না। বলেছে ওই মুন্না ছেলেটা নাকি রাজদেওয়ের নিজের ছেলে নয়। রামলাল সাহু নামের এক ব্যবসায়ীর ছেলেকে চুরি করে ও পালিয়ে এসেছিল। ওই ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য সাহুজি দশ লাখ টাকা পুরস্কারের ঘোষণাও করেন। এ অনেকদিন আগেকার কথা। এখানকার কেউ জানে না। আমরাও জানতাম না। কিন্তু যেহেতু চম্পালাল ওই অঞ্চলেরই লোক তাই সে জানত। আর জানত বলেই আমাদের ঠকিয়ে মাত্র দশ হাজার টাকায় ছেলেটাকে কিনে নিল ও। তবে এ-কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আমি কিন্তু ছাড়ছি না ওকে। আমাদের আজকের কাজ শেষ হলেই ছায়ার মতো লেগে থাকব ওর পেছনে।"

"আজকের কাজের আর দেরি কত?"

"আদৌ কাজ হবে কিনা সন্দেহ। রেলপুলিশ যেভাবে চারদিকে টহল দিচ্ছে তাতে এ অপারেশন অসম্ভব। তবু ডিকে আর ডিসুজার ফিরে আসার অপেক্ষা করছি।"

"ওরা গেল কোথায়?"

"নির্দিষ্ট ওয়াগনগুলোতে মার্কিং করতে গেছে।"

"কয়েকটা আর পি এফ-কে একটু হাত করা যায় না?"

"অসম্ভব ব্যাপার। ওরা তো এক আধজন নয়, দশ-বারোজন। একসঙ্গে অতজনকে হাত কবব কী করে? একে তো খুনের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। তার ওপর ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি তা হলে জেলের ঘানি টানা ছাড়া আমাদের আর কোনও পথই খোলা থাকবে না।"

"জানাজানি হল কী করে?"

"আর বলিস না। কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ওই ছেলেটার ব্যাপারে বলেছিলাম গলা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে। তা বাবুরা ওকে কাদায় ফেলে দিয়ে মজা দেখতে গেলেন। তারপর কী থেকে যে কী হল তা কে জানে? ছেলেটা রাজদেওকে উদ্ধার করে ওর ডেডবডি নৌকোয় তুলে ভাসিয়ে দেয় গঙ্গার জলে। সম্ভবত মরবার আগে রাজদেওই আমাদের নামগুলো ওই ছেলেটার কাছে বলে দেয়। ছেলেটা আবার শেঠজির মেয়েকে বলে। বস্তিতে জানিয়ে দেয়। অতএব ওই বেস্পতির দোকানের দিকেও আর যাওয়া নয়।"

"কিন্তু তুমি এই মুহূর্তে কোথায় যাচ্ছ?"

"চট করে একবার কালোয়ার পট্টি থেকে ঘুরে আসব আমি। যাব কি আসব।" বলে স্কুটারে উঠতে গিয়েই বলল, "এ কী! এটাতে চাবি লাগাল কে?"

নেপালিদের একজন বলল, "নিশ্চয়ই ভুল করে তুমিই লাগিয়েছ।"

"কী আশ্চর্য! আমি চাবিটা পাব কোথায়? আমি কি এতে চড়ি? ডিকেই তো ব্যবহার করে এটাকে।"

"ও-ই তা হলে একফাঁকে এসে লাগিয়ে গেছে।"

"ও-ই বা চাবি পাবে কোথায়? চোরাই জিনিস এটা। ওই ছেলেটার জিনিস। ওকে কাদায় ফেলে ছিনিয়ে নেওয়া। তা ছাড়া একটু আগে এটাতে করে চারদিক টহল দিয়ে এসে এইখানে রেখে গেছি আমি।"

"তা হলে তো চিন্তার ব্যাপার।"

এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে ওদের কাছে এসে হাজির হল ডিকে আর ডিসুজা।

ডিকে বলল, "আরে! তোরা এখানে কী করছিস? আমরা ওদিকে হানটান করছি তোদের জন্য।"

ডাম্পি বলল, "তোরা তো মার্কা দিতে গেলি?"

"হ্যাঁ। অমনি মওকা পেয়ে কাজও হাসিল করলাম। পঞ্চাশটা ঘড়ির পেটি নামিয়েছি। দামি রিস্টওয়াচ সব। আর অন্য জিনিসপত্র যা সরিয়েছি তাও প্রায় কয়েক লাখ টাকার। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ভাল ভাল পার্টস।"

"তার মানে অপারেশন সাকসেসফুল!"

"একেবারে বিনা বাধায়। আর পি এফ-রা যেদিকে টহল দিচ্ছে আমরা ঠিক তার উলটোদিক থেকে জিনিসগুলো খালাস করেছি। এখন কোনওরকমে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ওগুলো ইয়ার্ডের বাইরে নিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে।"

"কিন্তু জিনিসগুলো পাচার করব কী করে?"

"যেভাবে হোক করতেই হবে। না হলে এত পরিশ্রম সব বিফল। দরকার হলে লড়ে যাব আমরা। বাহাদুর! তোরা দু'জনে গেটের কাছে চলে যা। শের সিং-এর থ্রি জিরো নাইন ট্রাক অপেক্ষা করছে ওখানে। সেটা নিয়ে ভেতরে ঢুকবি। কেউ বাধা দিলেই--। ওই সময় যে সামনে আসবে সে-ই চলে যাবে খতম লিস্টে।"

ডাম্পি বলল, "তোরা উন্মাদ হয়ে গেছিস? লরিতে জিনিসগুলো ওঠাবি কী করে? তখনই তো ধরা পড়ে যাবি?"

"ওদিকটা আমবা দেখব। ভুয়ো চালানও একটা করা আছে আমাদেব।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"তোর কাজ হবে দূর থেকে সব লক্ষ রাখা। কেউ সন্দেহ করছে বুঝলেই বা কেউ ডিস্টার্ব করতে এলেই স্কুটার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বি তার ওপর। আমবাও যন্তর নিয়ে তৈরি থাকব। বেকায়দা বুঝলেই—।"

"ঢিসুম।"

চমকে উঠল সকলে।

ডিকে বলল, "কে? কে মুখ দিয়ে এইরকম শব্দ করল একটা?"

ডিসুজা বলল, "কেউই না। মনের ভুল এটা।"

"তাই কী? হবেও বা!"

ডাম্পি বলল, "এদিকে যে আর-এক কেলেঙ্কারি হয়ে বসে আছে।

আমাদের এই স্কুটারে চাবি দিল কে?"

ডিকে বলল, "চাবি! চাবি আবার কে দেবে? এর কোনও চাবিটাবি আছে নাকি?"

"ঠিকই বলছি রে ভাই। এই দ্যাখ।"

ডিসুজা বলল, "বুঝেছি। এ তা হলে ওই শয়তান মেয়েটা আর বেস্পতিব দোকানের ওই ছেলেটার কাজ।"

ডাম্পি বলল, "কখনও না। ওরা ট্রেন থেকে নামামাত্রই আমরা ধরেছি ওদের।"

ডিকে বলল, "তা হলে সেই ছেলেটাই এসে হাজির হয়নি তো?"

"ওরা তো আবার পাঁচজন। সঙ্গে একটা যাচ্ছেতাই কুকুর।"

ডিসুজা বলল. "সত্যিই যদি এসে থাকে ওরা, তা হলে মরণ ওদের ঘনিয়েছে আজ। বাগে পেলে সবক'টাকে শেষ করব। আ্যায়সা—আঁক।"

"কী হল ডিসু! কী হল তোর?"

"আঁ —আঁ--আঁ—।"

"আ গেল যা। অমন 'আঁ আঁ' করছিস কেন?"

ডাম্পি বলল, "মনে হল কেউ যেন ওর মুখে একটা লাইনের খোয়া ছুড়ে মারল। আর সেটাই রসগোল্লার মতো ঢুকে গেছে ওর মুখে।"

চমকে উঠল ডিকে, "আরে! সত্যিই তো!"

ডাম্পি বলল, "তার মানে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। আমাদের খুন আর অপহরণের কীর্তি কিছুতেই আর চেপে রাখা যাবে না। আমি এখনও বলছি যদি বাঁচতে চাস তো এই শহর ছেড়ে পালাই চল্।"

অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল এবার, "তা হলেও কি তোমরা বাঁচবে ব্রাদার? ফাঁসির দড়ি তোমাদের জন্য তৈরি।"

ডাম্পি বলল, "কে তুই?"

উত্তর এল, "আমি সেই, কাল রাতে যে তোমার মুখে একটা ঘুষি মেরেছিল। তোমার ওই মুখ আজ আমি চ্যাপটা করে দেব।"

"ওরে শয়তান! তুই —! তোরা এসে গেছিস?"

"হ্যাঁ। ফাঁসির মালা তোমাদের গলায় পরাব বলে তৈরি হয়েই এসেছি।"

ডাম্পি হো হো করে হেসে বলল, "তা হলে জেনে রাখ, সে দড়ি পরানো দূরের কথা, যে তৈরি করবে তার জন্ম এখনও হয়নি।"

ভোম্বল ছিল গাছে ওপর। বলল, "তাই নাকি? তা হলে দ্যাখ এবার হয়েছে কি না।" বলেই একটা দড়ির ফাঁস ওর গলায় আটকে টেনে বাঁধল ডালের সঙ্গে।

এক টানেই কাত বাছাধন। না দম আটকাল, না কথা বলতে পারল। চোখদুটো শুধু ঠেলে বেরিয়ে আসবার জোগাড়।

ডিকে আর ডিসুজা দু'জনের হাতেই তখন রিভলভার। কিন্তু থাকলে কী হবে? সে হাত উঁচিয়ে ধরার আগেই বিকট একটা শব্দ করে অন্ধকারের ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু ওদের ওপর। পঞ্চুর ভার সহ্য করবার শক্তি ওদের রইল না। দু'জনেই ছিটকে পড়ল দু'হাত দূরে।

বিলু একজনের কবজির ওপর জুতোসুদ্ধ পায়ে লাফিয়ে পড়ে কেড়ে নিল ওর রিভলভারটা।

বাবলু নিল আর-একজনের।

তারপর উত্তম-মধ্যম দু'-চার ঘা দিতেই পঞ্চুর তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছোটা শুরু করল ওরা। পথ প্রশস্ত না থাকায় লাইনের ওপর দিয়েই ছুটল।

আর পঞ্চু ভীষণ হাঁকডাক করে তাড়া করল ওদের।

ওদিকে ভোম্বলও তখন বাচ্চু-বিচ্ছুর সাহায্যে ডাম্পিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মিতুনকে ওর পাহারায় রেখে বাবলু, বিলুর সঙ্গে যোগ দিল। বাচ্চু-বিচ্ছুও এল অবশ্যই।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একজোট সবাই। কোথায় পালাবে বাছাধনরা?

এদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে স্টেশনের লোকজনও দু'-একজন বেরিয়ে এসেছে ব্যাপারটা কী তা দেখবার জন্য।

ডিকে আর ডিসুজার অবস্থা তখন সঙ্গিন। পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাবা রে, মা রে করে ছুটছে তখন।

পেছনে তাড়া করে আসছে পাণ্ডব গোয়েন্দারা মারমুখী হয়ে।

হঠাৎ দূরে ট্রেন আসার আলো দেখতে পেল ওরা। গতিবেগ দেখে মনে হল একটা মালগাড়ি যেন মাটি কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "হুঁশিয়ার! লাইন থেকে নেমে আয় সবাই।"

বাবলুর কথা সবাই শুনলেও পঞ্চু সে-কথা শোবার পাত্র নয়।

ওদিকে ট্রেন তখন দ্রুত ধেয়ে আসছে।

ডিকে আর ডিসুজা এবার থমকে দাঁড়াল। না দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। একটু দেরি হলেই কাটা পড়বে। ওরা তখন লাফিয়ে ডাউনের প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন ওভারব্রিজের ওপর উঠে পড়ল।

পঞ্চু সেখানেও তাড়া করল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও আপের প্ল্যাটফর্ম থেকে ওভারব্রিজে উঠে ওদের পথরোধ করল।

একদিকে হিংস্র পঞ্চু, অপরদিকে ক্রুদ্ধ পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তারই মাঝখানে জাঁতাকলে পড়া ইঁদুরের মতো দুই দুষ্কৃতী। ডিকে আর ডিসুজা।

বিলু বলল, "এরাই তোকে কাল রাতে গঙ্গার কাদায় ফেলে দিয়েছিল, না রে বাবলু?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, এরাই। এরাই নির্দয়ভাবে করেছিল ওই কাজ।

মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। এরাই এলোপাথাড়ি ছুরি মেরে খুন করেছিল রাজদেওকে। এরাই নির্দোষ মুন্নাকে তুলে দিয়েছে চম্পালালের হাতে। এদের শাস্তি—।"

বাচ্চু-বিচ্ছু একসঙ্গে বলল, "আমরাই দেব।"

"কিন্তু কীভাবে?"

ডিকে, ডিসুজা তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওদের মুখে একটিও কথা নেই। রায় শোনবার অপেক্ষায় সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

বাবলুর হাতে উদ্যত পিস্তল। বাবলু সেটা দুলিয়ে-দুলিয়ে বলল, "ফ্রেন্ডস! এখন তোমরাই বলো তোমাদের কী শাস্তি আমরা দিতে পারি? কেন না রাস্তার কুকুরকে মেরে অযথা বুলেট নষ্ট করতে আমি রাজি নই। তাই এমন কিছু করে বোসো না যাতে এটা খরচ করতে হয়।"

বিচ্ছু বলল, "ওদের হয়ে আমি বলব বাবলুদা?"

"বল দেখি কী তুই বলতে চাস?"

"কাল ওরা যেভাবে তোমাকে ক্রেনজেটি থেকে ফেলে দিয়েছিল আজ ওদেরকেও আমরা ঠিক সেইভাবে ওই ওভারব্রিজের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিই।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "দি আইডিয়া। তুই ঠিকই বলেছিস রে বিচ্ছু। কী দারুণ বুদ্ধি তোর!"

ডিকে বলল, "না। ও-কাজ কোরো না তোমরা।"

বাবলু বলল, "আবেদন মঞ্জুর। কেন না তোমাদের ওই বডিগুলো আমাদের পক্ষে তোলা মুশকিল আছে। তাই বলি কী, তোমরা নিজেরাই এর ওপর থেকে এক-এক করে লাফিয়ে পড়ো।"

ডিসুজা বলল, "আমরা আমাদের দোষ স্বীকার করছি। এখন আমাদের যেতে দাও।"

বাবলু বলল, "কালকের বদলা না নিয়ে তো আমরা ছাড়ব না। এক-দুই করে তিন গুনব। তার মধ্যেই লাফিয়ে পড়তে হবে। না হলে হয় গুলি, নয় পঞ্চু, এই তোমাদেব নিয়তি।"

বাবলুব হয়ে বিলুই এবার বলতে শুরু কবল, "এক—দুই—।"

তিন আর বলতে হল না। ভূত দেখার মতো একবার লাফিয়ে উঠেই ওভারব্রিজের ওপর থেকে মরণঝাঁপ দিল দু'জনে। কী ভাগ্যিস, বিদ্যুৎবাহী তারের ওপর পড়েনি। তা হলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে যেত একটা।

কেন এমন হল? হওয়ার কারণ ছিল। এদের এইসব কাণ্ড দেখে আর গোলমালের খবর পেয়ে হইহই করে একদল আর পি এফ ছুটে এসেছে এখানে। সেই আতঙ্কেই এই কীর্তি ওদেব।

আর পি এফরা এসেই বলল, "ব্যাপারটা কী? কোন সা তামাশা হো রহা হ্যায় হিঁয়া' পর?"

বাবলু তখন এক এক করে সব কথা বুঝিয়ে বলল রেলপুলিশকে। এমনকী, কোথায় কীভাবে ওরা ওয়াগন ভেঙেছে তাও বলল।

রেলপুলিশদের তো চোখ কপালে। সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "মাই গড।"

তারপর ওদের দু'-একজন হাড়গোড়-ভাঙা ডিকে, ডিসুজাকে লাইনধার থেকে সরাতে গেল। বাকিরা চলল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়ে ডাম্পিব কাছে।

মিতুনেব পাহারায় ডাম্পি গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থাতেই বাঁধা ছিল বকুলগাছের সঙ্গে। আর পি এফরা তাকে মুক্ত কবে বেধড়ক মার দিতেই নিজমুখে এক এক করে সব কথা কবুল কবল সে। শুধু তাই নয়, রেলপুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ডিকে আর ডিসুজা যেখানে ওয়াগন ভেঙেছে সেখানেও নিয়ে গেল।

এখন বাকি বইল কাঁকনকে উদ্ধার করা। কিন্তু না। চারদিক তন্নতন্ন কবে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না তাকে।

অবশেষে সেই নেপালি দু'জনকে খুঁজে বের করল পঞ্চু।

একটা কালভার্টের তলায় লুকিয়ে বসে ছিল ওরা। আগে এখানেই নাইট গার্ডের কাজ করত। এখন চুরির দায়ে চাকরি খুইয়েও স্বভাব পালটাতে পারেনি।

বাবলু গিয়ে ওদের একজনের জামার কলার ধরে তুলে দাঁড় করিয়েই বলল, "সেই মেয়েটা কোথায়?"

ওদের একজন বলল, "জানি না। সে নেই।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কোথায় পাচার কবেছিস তাকে?"

"তাকে একটা ওয়াগনের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম আমরা। পরে কুকুরের তাড়া খেয়ে এখানে এসে দেখি সে নেই।"

মিতুন তখন কান্না শুরু করে দিয়েছে।

বাবলু বলল, "তোর কী হল হঠাৎ? তুই কাঁদছিস কেন?"

মিতুন বলল, "কাঁদব না? কাঁকন দিদিমণিকে আমিই তো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। এখন যদি এই কথাটা জানাজানি হয়ে যায় তা হলে শেঠজি কি আস্ত বাখবেন আমাকে?"

বাবলু বলল, "ওই ভয়ে কাঁদছিস তুই? ভয় নেই। আমরা তো আছি। তুই যে নিজের ইচ্ছেয় আসিসনি এ তো আমরা জানি।"

ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় কাঁকন কোনও-না-কোনও উপায়ে পালিয়েছে।"

বাবলু বলল, "তাই যেন হয়। এক তো মুন্নার ব্যাপারে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। তার ওপরে যদি কাঁকনের জন্য ছুটোছুটি করতে হয় তা হলে তো পরিশ্রমের শেষ থাকবে না। ফলে হবে কী, কোনওদিকই সামলাতে পারব না আমরা।"

ভোম্বলের অনুমানই ঠিক। কাঁকন সত্যিই পালিয়েছে। দড়ির বাঁধন ঘষে আলগা করে কোনওরকমে

নিজেকে মুক্ত করেই পালিয়েছে কাঁকন। প্রথমেই সে গেছে লোকাল থানায়। তারপর সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলতেই অফিসার নিজে লোকজন নিয়ে ছুটে এসেছেন ইয়ার্ডে। কাঁকনও এসেছে সঙ্গে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই বলে উঠল সে, "ওই, ওই তো ওরা।"

কাঁকনকে দেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বাবলু বলল,"উঃ, কী দুশ্চিন্তা যে হয়েছিল তোমার জন্য।"

কাঁকন বলল. "তোমাদের জন্যও কি আমার দুশ্চিন্তা কম হয়েছিল? যাক, অপরাধীরা ধরা পড়েছে তো?"

"অবশ্যই। আমাদের এই পঞ্চু একাই একশো হয়ে বাজিমাত করেছে।"

পঞ্চুর সামনে ওর প্রশংসা করলে আজকাল ওর যে খুব লজ্জা হয় তা কিন্তু ওর মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কাঁকন তবুও অনেক আদর করে ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।

রাত তখন বারোটা।

পুলিশের সাহায্য নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে কাঁকন আর মিতুনকে ওদের বাড়ির কাছে নামিয়ে নিজেরা চলে এল যে যার বাড়িতে।

সবাই গাড়িতে এলেও বাবলু কিন্তু স্কুটারেই এল। না হলে ওটাকে আবার আনতে যাবে কে?

বাড়ি ফিরে মাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে শয্যাগ্রহণ করল বাবলু। সাফল্যের আনন্দে ওর মন ভরে উঠেছে। বদলাটা যে এত সহজে এইভাবে নিতে পারবে তা ও কল্পনাও করতে পারেনি।

॥ ৫ ॥

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বাবলুর। কিন্তু ঘুম ভাঙলেও সে রোজকার মতো মর্নিং ওয়াকে গেল না। একবার বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে গতরাতের ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে নিতে লাগল।

বাবলুকে উঠতে দেখেও পঞ্চু কিন্তু উঠল না। সে দিব্যি আরাম কেদারায় শুয়ে পিটপিট করে দেখতে লাগল বাবলুকে। কখনও-বা চোখ বুজে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল।

বাবলু একটা বিস্কুট নিয়ে এসে ওর মুখের কাছে ধরল। কিন্তু ও খেল না। বরং মুখটা সরিয়ে নিয়ে চাপা গলায় ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

সময় কাটানোর জন্য বাবলু তখন একটা ধূপ জ্বেলে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবির কাছে রেখে অকারণেই ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর চিন্তা করতে লাগল মুন্নার ব্যাপারটা নিয়ে ও কীভাবে এগোবে। কী করে উদ্ধার করবে ও ছেলেটাকে। চম্পালালের মতো একজন লোক অপহৃত মুন্নাকে নিয়ে সাহুজির কাছ থেকে দশ লাখ টাকার ফায়দা লুটবে এ হতে দেওয়া যায় না। তাই যেভাবেই হোক এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে হবে সাহুজিকে। কিন্তু সেটা কীভাবে?

কেওলাদেও ঘানা কোথায়? যাব কথা বলেছিল রাজদেও। কোথায় বা লোহাগড়? তার সন্ধান পেতে হবে। আলোয়ারের কথা অবশ্য ও জানে। খুব ভাল একটা ট্যুরিস্ট স্পট। কিন্তু লোহাগড়? এ-সবের পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা করতে-করতেই সকাল হয়ে গেল।

মা ঘুম থেকে উঠে বাবলুকে ওইভাবে দেখেই বললেন, "কী রে! কী এত ভাবছিস তুই? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি?"

বাবলু বলল, "ঘুম ভালই হয়েছিল। তবে কিনা ঘুমটা ভেঙে গেছে অনেক আগে।"

"আমাকে একবার ডাকতে পারতিস। একটু চা-টা করে দিতাম।" বলতে বলতেই মা চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

এমন সময় হঠাৎ ভোম্বল এসে হাজির।

বাবলু বলল, "কী রে, এত সকালে?"

"তুই নিশ্চয়ই মর্নিং ওয়াকে বেরোসনি?"

"না। কালকের ওই হুজ্জোতির পর আর ইচ্ছে করল না। তা ব্যাপারটা কী বল দেখি?"

"ব্যাপারটা এই, মুন্নার ব্যাপারে তুই কি কিছু চিন্তাভাবনা করলি?"

"তুই করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কীরকম তবু শুনি?"

"ওই ব্যাটা চম্পালালকে ফোকোটিয়া অত টাকা কিছুতেই পেতে দেওয়া যাবে না। মুন্না আমাদের প্রপার্টি। ওর লকেট আমাদের কাছে। ওর ধর্মপিতা আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন ওকে ওর বাবা-মা'র কাছে পৌঁছে দেওয়ার। সেখানে চম্পালাল ফায়দা লোটবার কে?"

"আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম।"

"তাই বলি কী, আজকালের মধ্যে আমরা একবার ওদিকে যাই চল। আমরা ওখানে গিয়ে সাহুজির সঙ্গে দেখা করি। করে সব কথা খুলে বলি ওঁকে।"

বাবলু বলল, "সবই তো হল, কিন্তু এই লোহাগড়টা কোথায় সেটা জানি কার কাছে?"

ওদের কথার মাঝেই মা এলেন চা নিয়ে। বললেন, "কেন, তোর সেই গাইডবুকটা একবার খুলে দ্যাখ না?"

বাবলু বলল, "আরে! এই সহজ বুদ্ধিটা কিছুতেই মাথায় আসছিল না আমার।"

মা বললেন, "মাথার আর দোষ কী? এত দৌড়ঝাঁপ করলে কি কিছুর ঠিক থাকে?"

বাবলু তখনই বুক শেলফ থেকে গাইডবুকটা বের করে পাতা উলটে চোখ বোলাতেই পেয়ে গেল। বলল, "এই তো, পেয়ে গেছি।"

ভোম্বল বলল, "কোথায় রে জায়গাটা?"

বাবলু বলল, "এখন কী মাস?"

"নভেম্বর।"

"তা হলে এই তো উপযুক্ত সময়। এখন গেলে পথ দেখা কলা বেচা দুই ই একসঙ্গে হবে।"

"জায়গাটা কোথায় বলবি তো?"

"ভরতপুর। অতি পরিচিত জায়গা।"

"তার মানে পক্ষীনিবাস যেখানে?"

"হ্যাঁ। শিগগির বিলুকে খবর দে। বাচ্চু বিচ্ছুকে ডাক।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বিলুকে ডাক দিতে হয় না বন্ধু। সে ঠিক সময়টিতেই এসে হাজির হয়।"

বিলুর কথা শেষ হতেই বাচ্চুর কথা শোনা গেল, "এ তো তোমার কথাই বললে শুধু। আমাদের কথাটাও বলো।"

বাবলু বলল, "যাক, ভালই হল তোরা সবাই এসে গেছিস। শোন, সাহুজির মকান হচ্ছে ভরতপুরে। ভরতপুরেরই প্রাচীন নাম লোহাগড়। কেওলাদেও ঘানায় হচ্ছে বিখ্যাত বার্ড স্যাংচুয়ারি। এই নভেম্বর মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শীতের পাখিরা আসে। পরিযায়ী পাখিদের একটা মেলা বসে যায় ওখানে। আমরা যাব ওই পাখিবালয় দেখতে। আর অমনই আমাদের কাজও হাসিল করে আসব।"

বিচ্ছু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "হুররে! কী মজা। কবে যাবে বাবলুদা?"

"আজকালের মধ্যেই।"

"দারুণ হয় তা হলে। অনেকদিন দূরে কোথাও যাইনি বলে মনটা ভীষণ ছটফট করছিল। ওখানে পাহাড় আছে বাবলুদা?"

"কী করে জানব বল? আমিও তো এই প্রথম যাচ্ছি, তবে আলোয়ার হচ্ছে হিল এরিয়া। সেখানে পাহাড় আছে। চারদিকে পাহাড়।"

মা ওদের সকলের জন্য জলখাবার নিয়ে এলেন এবার।

আর ঠিক তখনই কাগজওয়ালা সন্দীপ চিনা প্রায় লাফাতে লাফাতে খবরের কাগজটা নিয়ে এসে বলল, "কী করেছিস রে তোরা? একেবারে কামাল করে দিয়েছিস যে! কাল রাতে ডানকুনিতে গিয়ে যে কাণ্ডটা করে এসেছিস সে-কথা ফলাও করে ছাপা হয়েছে আজকের কাগজে। তোদের তো জয়জয়কার।"

বাবলু হেসে বলল, "তার মানে আমাদের আরও কিছু শত্রুবৃদ্ধি হল।"

সন্দীপ আর দাঁড়াল না।

বাবলু কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে সেই কাগজটা সকলকে দেখতে দিল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একবার করে কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে রেখে দিল কাগজটা।

এর পর জলযোগের পর্ব শেষ হলে সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানে।

এই ক'দিন নানা কারণে বাগানে আসা হয়নি। তাই আজকের এই সুন্দর সকালে বাগানে এসে মন ভরে

গেল ওদের। এখন হেমন্তকাল। শরতের শিউলি বিদায় নেয়নি এখনও। বাগানের গাছে ফুটে থাকা, ঝরে পড়া শিউলির গন্ধে 'ম ম' করছে জায়গাটা।

ওরা মনের আনন্দে এদিক-সেদিকে পায়চারি করতে লাগল।

বিলু বলল, "পঞ্চু কোথায় রে! পঞ্চুকে দেখছি না তো? কোথায় গেল পাজিটা?"

ভোম্বল বলল, "ও-কথা বলিস না। ও ছিল বলে তবেই না ওই গুন্ডাগুলোকে শিক্ষা দিতে পারলাম কাল।"

"সে তো জানি। তবু ওকে খুব বেশি আদর করবার মন হলে পাজি, দুষ্টু এইসব বলতে ইচ্ছে করে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু এল। ছুটতে ছুটতে লাফাতে লাফাতে। সেইসঙ্গে আর যে এল তাকে এই পরিবেশে দেখবে বলে কেউ ভাবতেও পারেনি।

বাবলু অস্ফুট স্বরে বলল, "কাঁকন!"

কাঁকন বলল, "হ্যাঁ আমি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই কেন জানি না তোমাদের কথা খুব বেশি কবে মনে হল। গোপীকে বললাম গাড়ি বের করতে। তারপর তোমাদের এখানে চলে এলাম। তা কী খবর বলো, ভাল আছ তো সব?"

"আমরা ভাল আছি। কিন্তু তোমার খবর কী? তোমার মা বকাঝকা করেননি তো?"

"মা জানেনেই না আমি কখন বেরিয়েছি, কখন ফিবেছি। আমি তো আলাদা ঘরে শুই। আমার রাতের খাবারও সেখানেই ঢাকা দেওয়া থাকে।"

"তবু ভাল। যাক তুমি এসেছ এতে খুব খুশি হয়েছি আমবা। তুমি না এলেও আমরা অবশ্যই একবাব যেতাম তোমার কাছে। শোনো, আমরা মুন্নার ব্যাপারে একটা ডিসিশান নিলাম।"

কাঁকন বলল, "এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। চলো কোথাও একটু বসা যাক।"

বাচ্চু বলল, "সত্যিই তো। তোমাকে বসতে না বলাটাই ভুল হযেছে আমাদের।" বলে একটু এগিযে সেই গুলঞ্চগাছের নীচে ঘন ঘাসের ওপর বসল ওরা। যদিও শিশিরভেজা ঘাস, একটু স্যাঁতস্যাঁতে ভাব আছে, তবুও অসুবিধে হল না ওদের।

কাঁকন বলল, "এবার বলো।"

বাবলু বলল, "আমরা ভরতপুর যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে সাহুজির সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলব আমরা। আর সাবধান করে দেব চম্পালালের ব্যাপারে।"

"কিন্তু তোমরা যাওয়ার আগেই যদি চম্পালাল ওখানে গিয়ে ওর কাজ হাসিল করে ফেলে, তা হলে?"

"পারবে না। তার কারণ, প্রতিশ্রুতির টাকা না পেলে তো মুন্নাকে ফেবত দেবে না চম্পালাল। আব সেই টাকা দেওয়ার আগে সাহুজি খোঁজখবর নিয়ে বাজিয়ে দেখবেন। তার কারণ এতদিন বাদে কেউ চিনিয়ে না দিলে সাহুজি নিজেই তো নিজের ছেলেকে চিনতে পারবেন না। অতএব ওই মুন্না যে আসল, এমন প্রমাণ দেবে কে? একমাত্র আমরাই পারি সেই প্রমাণ দিতে। কেন না ওর লকেট আমাদের কাছে। সেই প্রমাণ দিতে পারো তুমি। কেন না তোমাদের সঙ্গে ওর বিভিন্ন বয়সের অনেক ফোটো আছে। চম্পালালের কাছে তো কিছুই নেই। তাই আমরা গিয়ে এই কথাই বলব যে, আমরা চিনিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত উনি যেন ওব কথায় ছেলেকে মেনে নিতে রাজি না হন।"

"খুব ভাল পরিকল্পনা করেছ তোমরা। তা যাচ্ছ কবে?"

"আজকালের মধ্যেই যাব।"

"সবাই যাবে নিশ্চয়?"

"গেলে আমরা সবাই যাই।"

"তা হলে আমারও একটা টিকিট কেটে নিয়ো তোমরা। আমিও যাব।"

"ওরেব্বাবা! শেঠ গোকুলদাসের মেয়েকে নিয়ে আমরা যাব ভরতপুর! পরে যদি কোথাও কোনও অঘটন ঘটে, তখন সামলাব কী করে?"

"আমি যখন বলেছি যাব তখন যাবই।"

"তোমার বাবা এখানে নেই। মা তোমাকে ছাড়বেন?"

কাঁকন হেসে বলল, "অন্য কোনও জায়গা হলে ছাড়তেন না। কিন্তু ভরতপুর বলেই ছাড়বেন। আমরা মথুরার লোক। মথুরার খুব কাছেই হল দিগ। আর দিগ-এর জলমহলের পাশেই আমাদের একটি ছোটখাটো বাড়ি আছে। মাকে নিয়ে দু'-চারদিনের মধ্যেই আমার যাওয়ার কথা ছিল সেখানে। কেন না আমাদের কিছু দান দেওয়ার আছে শেঠ গোকুলদাস নির্মিত দ্বারকাধীশের মন্দিরে। তবে আমার পিতাজি আর ওই শেঠজি

এক ব্যক্তি নন। বাবা না থাকায় আমাদের যাওয়া হয়ে উঠছিল না। মা তাই ছটফট করছিলেন দান কাকে দিয়ে পাঠাবেন ভেবে। কেন না সামনেই রাসপূর্ণিমা তো।"

বাচ্চু বলল, "ওমা, তাই তো! রাসপূর্ণিমা তো এসে গেল। তা হলে এই সময় দারুণ উৎসব হবে ওখানে, কী বলো?"

কাঁকন বলল, "না, না। রাসে ওখানে কোনও উৎসব নেই। কী বৃন্দাবন, কী মথুরা, কোথাও না। ওখানকার উৎসব হল ঝুলন আর হোলিতে। তবে বছবের এই সময়টায় আমরা একটা দান দিই। দশ হাজার এক টাকা নগদ আর সোনার মোহনবাঁশি একটা। আমাকে তো একা যেতে দেবেন না মা। তা হলে কবেই চলে যেতাম। তবে তোমরা যদি যাও, তোমাদের সঙ্গে গেলে মা রাজি হবেনই।"

বাবলু বলল, "তুমি গেলে আমাদেরও ভাল হয়। নতুন জায়গা। তুমি আমাদের সবকিছু দেখিয়ে-শুনিযে দিতে পারবে।"

কাঁকন বলল, "তোমাদের কাজেরও সুবিধে হবে দিগে থাকলে। কেন না দিগ হল ঠিক ভরতপুর ও মথুরার মাঝামাঝি জায়গায়। আমাদের বাড়িটা হবে তোমাদের নিরাপদ আশ্রয়।"

ভোম্বল বলল, "সবই তো হল। কিন্তু সেই ব্যাটা চম্পালাল? সে কি আদৌ গেছে সেখানে? ওই নেপালি লোকদুটোর কথা শুনে তো মনে হল ও এখানেই আছে।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"ওবা নাকি ওকে বদ্রীদাস নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাল সকালের দিকে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা কবতে দেখেছে।"

"তাতে কী? ওর গাড়ি তো রাত্রিবেলা। রাত সাড়ে এগারোটায়।"

বিচ্ছু বলল, "কোন গাড়ি?"

"যোধপুর এক্সপ্রেস।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে চলেই গেছে।"

বাচ্চু বলল, "যাক। এখন আমাদের যাওয়াটা হলেই খুশি হই আমবা।"

বিচ্ছু বলল, "তার ওপর কাঁকন যদি সঙ্গে যায় তো ভাবী মজা হবে, তাই না ভোম্বলদা?"

ভোম্বল বলল, "মজা বলে মজা। অফুরন্ত মজা যাকে বলে, কী বল পঞ্চু?"

পঞ্চু আনন্দে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বিলু বলল, "তা হলে আব দেরি কেন? এবার টিকিট কাটার ব্যবস্থা হোক।"

কাঁকন বলল, "থাক। ও-ব্যবস্থাটা আমাকে করতে দাও। আমার লোক দিয়ে আমিই করিয়ে দেব। তোমবা শুধু যাওয়ার তোড়জোড় করো। আমরা যোধপুর এক্সপ্রেসে চেপে প্রথমেই যাব আগ্রায়। তারপর মথুরা।"

বাবলু বলল, "ওইসব করতে গিয়ে দেরি হয়ে যাবে না তো?"

"তা একটু বহে বইকী! কিন্তু আগ্রা, মথুরায় না গেলে দিগ তো তুমি যেতেই পারবে না।"

"সে যা হয় হবে। আলোয়ার ওখান থেকে কতদূব?"

"আলোয়ার ভরতপুরের কাছেই। তবে আলোয়ারে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।"

বিলু বলল, "কিন্তু চম্পালাল তো মুন্নাকে নিয়ে আলোযাবেই যাবে। যেহেতু নিজের মুলুক সেখানে।"

"তা হয়তো যাবে। হয়তো কেন, যাবেই। তবু ভরতপুরই তো কেন্দ্রস্থল। ভরতপুবে ওকে আসতেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে গেল। চম্পালাল যদি আমাদের পরিচয় পেয়ে থাকে কারও কাছ থেকে, তা হলে কিন্তু আমাদের দেখলেই সতর্ক হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "আগে আমবা যাই। জল কোনদিকে গড়ায় দেখি, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। সবচেয়ে বড় কথা, সাহুজিকে সতর্ক করেই যদি কোনওরকমে মুন্নাকে উদ্ধার করতে পারি চম্পালালের কাছ থেকে। তা হলে কিন্তু দারুণ হয় ব্যাপারটা। না হলে ভয়ের ব্যাপাব একটু থেকেই যায়।"

বিলু বলল, "ভয়ের ব্যাপার কেন?"

"ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, চম্পালাল তো মুন্নাকে তার সবচেয়ে গোপন জায়গাটিতেই রাখবে। যার নাগাল কেউ ই পাবে না। এদিকে সাহুজি যদি আমাদের কথা শুনে নানারকম টালবাহানা করেন বা চম্পালাল যদি বুঝতে পারে সাহুজির কাছ থেকে ওই টাকা পাওয়ার কোনও আশাই নেই তখন কিন্তু উনি একটি কাজই করবেন, তা হল মুন্নাকে শেষ করে দেওয়া। মাঝখান থেকে জীবন চলে যাবে বেচারির। তাই ওইসব গোলমাল বাধবার আগেই মুন্না যদি আমাদের হাতে আসে, চম্পালালকে তখন যেভাবেই হোক শেষ করে দিতে পারব আমরা।"

বিলু বলল, "আরে! এই সম্ভাবনার কথাটা তো একবারও ভেবে দেখিনি কেউ।"

বাবলু বলল, "আমিই কি ভেবেছিলাম? পরে হঠাৎ মনে হল।"

"তোর অনুমানই ঠিক। মুন্নার জীবন এখন ছুরি কিংবা বুলেটের মুখে। স্বার্থে ঘা লাগলেই চম্পালাল মেবে ফেলবে মুন্নাকে।"

কাঁকন বলল, "তোমরা ঠিকই বলেছ। শেষপর্যন্ত এইরকমই হবে হয়তো। যাই হোক, যাতে তা না হয়, সেই চেষ্টা করো। আমি তা হলে আসি? যাওয়ার ব্যাপারে মা'র সঙ্গে কথা বলে টিকিটের ব্যবস্থা করি।"

কাঁকন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে সকলে বলল, "এখনই যাবে কি? একবার আমাদের বাড়িতে চলো। মায়েদের সঙ্গে আলাপ করো, তবে না?"

কাঁকন হেসে বলল, "চলো।"

পঞ্চুর সে কী আনন্দ তখন! ঝড়ের আগে যেমন পাতা ওড়ে সেও ঠিক সেইভাবেই ছুটে গেল সবার আগে। অর্থাৎ কিনা বাবলুর মাকে খবর দিতে, আসছে, ওরা আসছে।

বিকেলবেলা পাণ্ডব গোয়েন্দরা আলোচনার জন্য আবাব জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। তাব কারণ, ওদের এবাবে অভিযানের পরিকল্পনাটা এমন নিখুঁতভাবে করতে হবে, যাতে সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না। অর্থাৎ চম্পালাল নিপাত যাবে কিন্তু সাহুজি ও যমুনাবাঈ ফিবে পাবেন তাঁদের হারানো সন্তানকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাগানে এসে গোল হয়ে এক জায়গায় বসলে পঞ্চু বসল ওদের মাঝখানে।

বাবলু পবম আদরে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "আমবা যতই লম্ফঝম্ফ করি না কেন, তুই না থাকলে আমরা কেউ কিছুই নই। তোর মতো বডিগার্ড আমাদের আব কেউ হবে না। ব্ল্যাক ক্যাট এব মতো তুই-ই আমাদের ব্ল্যাক ডগ।"

পঞ্চু আদর খেয়ে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

"পয়মন্তয় 'প', পঞ্চুতে 'প', পাণ্ডব গোয়েন্দায় 'প'। তাই তোব আব আমাদেব জয় ঠেকায় কে?"

বিলু বলল, "কী বাজে বকছিস ওর সঙ্গে? এখন কাজের কথা বল। কীভাবে কী করবি সে-ব্যাপাবে কিছু কি ঠিক করলি?"

"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

"তবুও আমাদেব একটা ব্লু প্রিন্ট তো তৈরি করতে হবে মনে মনে।"

"করেছি। আর সেই কারণেই ভাবছি আলোয়ারে আমাদের অবশ্যি যাওয়া দরকার।"

বিচ্ছু বলল, "কবে যাব, কবে? আমার যে আর তর সইছে না।"

বাচ্চু বলল, "তাই না তাই। কাঁকন হঠাৎ করে টিকিট কাটার ঝুঁকিটা না নিলে আমরাই সকালে গিযে কেটে আনতাম টিকিটটা।"

বিলু বলল, "কাঁকন যদি আজকের মধ্যেই কিছু না জানায় তা হলে কাল সকালেই আমবা টিকিটেব জন্য যাব।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। আমরা আর একটুও দেরি করব না। কারণ ব্যাপাবটা খুবই জরুবি। এমনও তো হতে পারে যে, কাঁকন আদৌ গেলই না।"

ভোম্বল বলল, "না, না। সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার কারণ ওর যেরকম উৎসাহ দেখলাম তাতে না যাওয়ার পাত্রী ও নয়।"

বাবলু বলল, "যাই হোক, আমবা সবাই তৈরি তো? যে-কোনও মুহূর্তে বেরিয়ে পডব আমবা। এই যাওয়ার ব্যাপাবে মনে মনে একটা ছকও কষা হয়ে গেছে আমার।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"আমরা রাত সাড়ে এগারোটায় যোধপুর এক্সপ্রেসে চেপে আগ্রা ফোর্টে নামব পরদিন রাত আটটায়। ওখান থেকে সরাসরি ভরতপুর যাওয়ার অনেক বাস আছে। এইসব বাস ইদগা বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়ে। একটা বাত আমরা আগ্রায় কাটিয়ে পরদিন সকালে তাজমহলে একবার চোখ বুলিয়েই ইদগা থেকে বাসে চলে যাব ভরতপুর। তবে সঙ্গে যদি কাঁকন থাকে তা হলে আমরা বাধ্য হব মথুরা, দিগ এইসব হয়ে যেতে। না হলে সোজা ভরতপুর। সেখানে গিয়ে সাহুজির সঙ্গে দেখা করেই আলোয়ারে।"

ভোম্বল বলল, "তা না হয় গেলাম। কিন্তু আলোয়ারে গিয়ে চম্পালালকে আমরা চিনব কী করে? ওকে তো দেখিইনি কখনও।"

বাবলু বলল, "ঠিক যেভাবে অন্যান্য দুষ্কৃতীদের আমরা চিনেছি, সেইভাবেই চিনে নেব। আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছই তো, তার পরে অন্য কথা।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এখনই একবার কাঁকনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেওয়া উচিত।"

"কোনও দরকার নেই। আগে দেখিই না ও কী করে? বরং একটা কাজ করতে পারলে ভাল হত!"

"কী কাজ?"

বাবলু বলল, "আমরা একবার থানায় যাই চল। পরশু রাত থেকে যা-যা হয়ে গেল তার কিছুই তো জানানো হয়নি পুলিশকে। তাই সব কথা জানিয়ে ওই ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করবার ব্যবস্থা করি। আশা করি ওরা এখনও পুলিশের হেফাজতেই আছে।"

ভোম্বল বলল, "শুধু শুধু ওদের পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ কী? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নতুন কোনও তথ্য তো পাব না আমরা।"

"তা পাব না। তবে কিনা এটুকু তো জানতে পাবব চম্পালাল এখানেই আছে, না চলে গেছে? তার চেয়েও বড় কথা ওই বদ্রীদাস। ওর সম্বন্ধে কতটুকু জানে ওরা? চম্পালালের সঙ্গেই বা বদ্রীদাসের সম্পর্ক কীরকম?"

বিলু বলল, "অত কথা ওরা আমাদের বলবে কেন?"

"আলবত বলবে। তার কারণ, চম্পালাল ওদের ঠকিয়ে অত টাকার দাঁও মারবে, এ ওরা কখনওই সহ্য করবে না। তাই ওকে বিপদে ফেলবার জন্যই সব বলে দেবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই একমত হয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ বাবলুদা। একবার চলো তো যাই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেবি না করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই থানায় এল।

ওদেব দেখেই ইনস্পেক্টর বর্মন বললেন, 'কী ব্যাপাব গো তোমাদের? এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না? আজ সকালে কাগজ পড়েই তো আমি অবাক!"

বাবলু বিনীতভাবে বলল, "সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে আমাদের। আসলে আমার শরীর ও মনেব অবস্থা যা হয়েছিল, তখন থানায় আসার চেয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই অস্থির হয়ে উঠেছিল মনটা।"

"তা কী হয়েছিল শুনি ব্যাপারটা?"

বাবলু তখন সব কথা সবিস্তারে খুলে বলল।

বর্মন বললেন, "ওরে বাবা, এ তো দেখছি ভয়ানক কাণ্ড। তবে যাই হোক, ওই কেসটা ঘুরে গেছে অন্যদিকে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে রেলপুলিশের এক্তিয়ারে চলে গেছে। তাই আমার মনে হয় এখন ওদের সঙ্গে দেখা করে তোমাদেব লাভ হবে না কিছু।"

"কেন স্যার?"

"রাজদেও হত্যা মামলার তিন আসামির মধ্যে ধৃত ডাম্পি পলাতক। বাকি দু'জন হাসপাতালে।"

বাবলু চমকে উঠল, "বলেন কী! ডাম্পিটা পালিয়ে গেল? অথচ কী কৌশলেই না ধরেছিলাম ওকে।"

"হ্যাঁ, খবরটা খুবই দুঃখজনক। কেন না ওকে নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ অন্য একদল দুষ্কৃতীর সঙ্গে রেলপুলিশের সংঘর্ষ বাধে। আর সেই সুযোগেই কেটে পড়ে ও। তবে ওই যে বদ্রীদাসের কথা বললে, ও কিন্তু আর-এক শয়তান। হুগলি ডকের কাছে ওর বাড়ি। ডিকে, ডাম্পি, ডিসুজা ওর হয়েই কাজ করত। ডিকে, ডাম্পিরা অ্যারেস্ট হওয়ার পর থেকেই বদ্রীদাসও নিখোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা থানা থেকে বেরিয়ে পথে নামল।

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "যাক, ভালই হয়েছে তা হলে।"

"চম্পালালের পেছনে এখন শুধু আমরা নই, ওই ডাম্পি আর বদ্রীদাসও আছে। কেন না ডাম্পি যখন জেনেছে ব্যাপারটা তখন বদ্রীদাসের সাহায্য নিয়ে সে ওকে বাধা দিতে ছাড়বে না। অতএব খেল এবার খিলাড়িকা। জয় মা ভবানী।"

বাবলুরা এ-পথ সে-পথ করে বাড়ি চলে এল।

এসেই দেখল ওদের গেটের ওপাশে কার যেন একটা লাল রঙের স্কুটার রাখা আছে। কে এল?

পঞ্চুর আর তর সইল না। সে গেট পেরিয়ে ছুটে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর।

পঞ্চুকে দেখেই মা বললেন, "ওই তো এসে গেছে সব।"

বাবলু বলল, "কে এসেছে মা?"

"দ্যাখ না কে!"

বাবলু ভেতরে এসেই দেখল একেবারে হিরোইনের স্টাইলে ওর বিছানায় আয়েশ করে যে বসে আছে সে আর কেউ নয়, কাঁকন। জিনস আর নেভি ব্লু রঙের একটা টুপি পরায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে কাঁকনকে।

বাবলু বলল, "আরে! তুমি কখন এলে?"

"অনেকক্ষণ। সন্ধের পরই এসেছি আমি।"

"আশ্চর্য! একা তুমি এই অতদূর থেকে স্কুটার নিয়ে এলে?"

"এতে অবাক হওয়ার কী আছে? বাঙালবাবুর ব্রিজের ওপর দিয়ে পনেরো মিনিটেই চলে এলাম। যাকগে ওসব কথা। আমাদের টিকিট হয়ে গেছে। যোধপুর এক্সপ্রেসে নয়, যে গাড়ির টিকিট সচরাচর পাওয়া যায় না সেই গাড়িতেই হয়েছে। অর্থাৎ কালকা মেলে। তবে কিনা কালকা মেল তো আগ্রা ফোর্ট যায় না, তাই আমাদের নামতে হবে টুণ্ডলায়। আমার বাবা হঠাৎই এসে পড়েছেন। উনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

বাবলু বলল, "কই দেখি টিকিটটা?"

কাঁকন টিকিটটা বাবলুর হাতে দিতেই চোখ কপালে উঠে গেল বাবলুর। বলল, "এ কী করেছ তুমি! এত টাকা পাব কোথায় আমরা? এ যে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট!"

"তাতে কী? আমরা ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া যাই না। আর টাকার কথা বলছ? এই সামান্য ক'টা টাকা তোমাদের কাছ থেকে আমার বাবা নেবেন এটা তুমি মনে করলে কী করে? যাক, কাল সকালে তোমরা একবার আমার বাবার সঙ্গে দেখা কোরো, কেমন? উনি খুব খুশি হবেন তা হলে।"

বাবলু বলল, "সে তো করবই। এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে জানো?"

"কী হয়েছে?"

"রেলপুলিশের হেফাজত থেকে ডাম্পি উধাও হয়েছে। আর ওই বদ্রীদাস, সেও বেপাত্তা, এই খুনিরা ধরা পড়বার পর থেকেই।"

"বলো কী!"

বিলু বলল, "তার মানে এই গ্যাংটা দুর্বল নয়। আমরা যা ভেবেছিলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

বাচ্চু বলল, "ওসব কথা থাক। এখন পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে চিন্তাভাবনা করো।"

বাবলু বলল, "নতুন কোনও কর্মসূচি তো নেই আমাদের। তবে মুন্নাকে যে কীভাবে ওই দুষ্কৃতীদের কবল থেকে উদ্ধার করব সেই চিন্তা করেই কূল পাচ্ছি না।"

মা তখন প্রত্যেকের জন্য প্লেটভর্তি গাজরের হালুয়া নিয়ে এসেছেন। কতদিন বাদে গাজরের হালুয়া খাবে, তাই সকলেরই আনন্দ খুব। এই গাজরের হালুয়ার সঙ্গেই যেন শীতের বার্তা আসে। বাবলুদের বাড়ি শীতকালে দু'-একদিন ছাড়াই গাজরের হালুয়া হয়।

মা বললেন, "কাল তোরা যাচ্ছিস। ভালরকম শীতবস্ত্র সঙ্গে নিস কিন্তু। শুনেছি ওসব দেশে ঠান্ডা খুব।"

কাঁকন বলল, "সে-কথা আবার বলতে? ওখানকার ঠান্ডা এসব দেশের লোকেরা কল্পনাও করতে পারবে না। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আছি সঙ্গে।"

মা হাসলেন।

হালুয়ার পরে কফি এল।

জলযোগ-পর্ব শেষ হলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল কাঁকন।

মা বললেন, "মেয়েটাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসিস তোরা।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।" বলে ঘরে ঢুকে ওর পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে নিজের স্কুটারটা বের করল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে বিদায় জানিয়ে পথে নামল দু'জনে।

পাশাপাশি দুটি স্কুটার গলিপথ পেরিয়ে একসময় রাজপথে অর্থাৎ জি টি রোডে এসে পড়ল।

যেতে যেতেই কাঁকন বলল, "জানো বাবলু, আমি কিন্তু খুব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়।"

"তাই বুঝি?"

"কিন্তু কার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার করব বলো? তোমাদের পরিচয় পাওয়ার পর থেকেই আমার মন বলছে একমাত্র তোমরাই পারো আমার অপূর্ণ সাধটা মেটাতে। আমি তো বাংলা পড়তে পারি না। তা যদি পারতাম তা হলে তোমাদের নিয়ে লেখা বইগুলো পড়ে দেখতাম, কীভাবে তোমরা অ্যাডভেঞ্চার করো!"

বাবলু বলল, "কিন্তু বাংলা তো তুমি ভালই বলতে পারো।"

"তার কারণ, আমার জন্মই যে এখানে, এই বাংলায়। মেলামেশাও বাঙালিদের সঙ্গে। আমার বাঙালি বন্ধু-বান্ধবীরা সবাই তোমাদের নাম শুনেছে। বই পড়েছে। যাই হোক, এখন মুন্নাটাকে যদি তোমরা

কোনওরকমে উদ্ধার করতে পারো, তা হলে কিন্তু একটা বড় কাজ হবে। দেখি তোমরা কীভাবে কী করো।"

কথা বলতে বলতেই একসময় ওরা বাঙালবাবুর ব্রিজের মাথায় উঠে পড়ল। আর ঠিক সেইসময় পেছন দিক থেকে একটা কালো রঙের হেভিওয়েটের মোটরবাইক ঝড়ের গতিতে এসে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

আর-একটু হলেই ধাক্কা লাগত ওদের স্কুটারের সঙ্গে। ওরা ধীরগতিতে ছিল, তাই ব্রেক কষে সামলে নিতে পারল। না হলে নির্ঘাত একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত এই রাতদুপুরে।

রাত এখন ন'টা। অল্প অল্প শীত পড়ায় এখানকার এই আলো-আঁধারি পথ একেবারেই জনহীন। আসলে আজকাল পথেঘাটে দুষ্কৃতীর সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় সন্ধের পর বঙ্কিম সেতু ও বাঙালবাবুর ব্রিজে লোকজন বড় একটা ওঠে না। উঠলেও বিপদে পড়ে। তা সেই বিপদই ঘটে গেল ওদের। ওরা দেখল এই নির্জনে অন্ধকারে একটা দানবের দুটো চোখ যেন বাঘের চোখের মতো জ্বলছে।

তাই দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের।

বাবলু চাপা গলায় কাঁকনকে বলল, "যদি বাঁচতে চাও তো সুযোগ পেলেই কেটে পড়ো। আমি ততক্ষণ সামলাচ্ছি একে।"

কাঁকন বলল, "কভি নেহি। তোমাকে এই বিপদের মধ্যে একা ফেলে রেখে কিছুতেই যাব না আমি। খারাপ কিছু হলে দু'জনেরই একসঙ্গে হোক।"

"যা বলছি তাই করো।"

বাঘ তখন গর্জন করে উঠেছে, "তোদের সাধ্য কী এখান থেকে যাস? কখন থেকে তোদের ফলো করছি তা কি জানিস তোরা? এতক্ষণে বাগে পেয়েছি।"

বাবলু বলল, "কে তুমি! কী চাও?"

"চাই শেঠ গোকুলদাসের এই মেয়েটাকে আর তোকে। কাল আমাদের দু'-দু'জন বন্ধুকে তোরা ডানকুনির ওভারব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিস। আজ সেই কাজটা তোকেও করতে হবে।"

বাবলু বলল, "ও, তুমিই তা হলে বদ্রীদাস?"

"আরে আমি কী বদ্রীদাস হব? আমি মেঘা। আমি তো তারই দাস। বদ্রীদাস এখন ডাম্পিকে নিয়ে প্লেনে দিল্লি পৌঁছে আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে অপেক্ষা করছে। চম্পালালজি ট্রেন থেকে নামলেই অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা বুলেট শিস দিয়ে উঠবে—।"

"ঢিসুম।" বাবলুর পিস্তলটা আচমকাই গর্জে উঠল।

মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় ঘটে গেল এই কাণ্ডটা। ভীষণ একটা চিৎকার দিয়ে এক হাতে কাঁধের কাছটা চেপে ধরে রক্তাক্ত কলেবরে রাস্তার ওপরই বসে পড়ল মেঘা। আর সেই সুযোগে বাবলু ও কাঁকন দ্রুত স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে আবার ঘরের দিকেই ফিরল। ফিরে না আসা ছাড়া উপায়ই বা কী? আর কেউ ওদিকে এগোয়? কাঁকনকেও আর একা ছাড়া ঠিক নয়।

ঘরে ফিরেই কাঁকন ফোন করল বাড়িতে।

বাবলু থানায়।

সে-রাতে অনেকক্ষণ ধরে অনেক গল্পগুজব করে বাবলুর মায়ের কাছেই শুয়ে পড়ল কাঁকন। আর বাবলু ভাবতে লাগল কাল সকাল থেকে ওদের স্বাভাবিক চলাফেরাটা কতখানি নিরাপদ হবে।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর যেতে হল না কাঁকনকে নিয়ে। শেঠ গোকুলদাস গাড়ি হাঁকিয়ে নিজেই এসেছেন মেয়েকে নিতে। সঙ্গে রানিজিও। দু' বাক্স ভর্তি লাড্ডু আর মুগের বরফি এনেছেন।

গোকুলদাস ও রানিজি দু'জনেই প্রবীণ। কাঁকন তাঁদের বয়সকালের মেয়ে। একমাত্র, এবং বড়ই আদরের।

ওঁদের আসার খবর পেয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটে এল।

সৎ, সজ্জন এবং সদালাপী গোকুলদাসজি আগাগোড়া সব কথা শুনে রানিজিকে বললেন, "তুমনে তো কভি কুছ নেহি বতায়া মুঝকো?"

রানিজি বললেন, "ম্যায়নে কসম খায়া থা।"

গোকুলদাসজি বললেন, "যো হোনা থা ও হো গয়া। আব্ ভগবানকা ইচ্ছা।" বলে বাবলুকে বললেন, "শোনো, মুন্নার ব্যাপারে কিছুই আমি জানতাম না। এখন জানাজানি যখন হয়েছেই তখন যেভাবেই হোক ওকে ওর মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মুশকিল যেটা, সেটা হল তোমরা ওই বদ লোকেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে কী? আমার কাঁকনকে আমি তোমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা মথুরায় একদিন থেকে দানটা পৌঁছে দিয়ে দিগে চলে যেয়ো। দিগ থেকে ভরতপুর খুব কাছে। দিগে আমার বাড়িতে থাকলে তোমাদের কাজকর্মেরও সুবিধে হবে। আর যদি ভরতপুরে থাকতে চাও তো একেবারে কোতোয়ালি মার্কেটে কামসেন ধর্মশালায় উঠবে। ধর্মশালাটার পুরো নাম শেঠ হরসেবক বাসুদেব কামসেন ধর্মশালা। ওখানে আমার নাম বললে থাকার কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের। ওই কোতোয়ালি মার্কেটেই সাহুজির মকান। উনিও আমার পরিচিত। ওইখানে গিয়ে সাহুজির নাম করলে যে-কেউ ওঁর মকান দেখিয়ে দেবে তোমাদের। তা ছাড়া আমি একটা চিঠিও লিখে দেব। সেই চিঠিটা তোমরা সাহুজিকে দিলেই উনি তোমাদের কথা বিশ্বাস করবেন।"

বাবলু বলল, "মুন্নার লকেটটাও আছে আমাদের কাছে।"

"ওটা দেবে যমুনাবাঈকে। আসলে ব্যাপারটা কী শোনো, ওই সাহুজিও সাচ্চা আদমি ছিলেন না। উনি ছিলেন কাথুমার অঞ্চলের লোক। একসময় বুরা আদমিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক খারাপ কাজও উনি করেছিলেন। পরে দলের সবাই ধরা পড়ে গেলে উনি কায়দা করে বেরিয়ে এসে বিজনেসম্যান বনে যান। এখনও ওঁর ঘরে তল্লাশি চালালে বিশ-পঁচিশ মন সোনা বেরোবেই বেরোবে। কাজেই বুঝতে পারছ তো এই ধরনের লোকেদের জীবনযাত্রা কখনওই সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয় না। তাই ওর পাপকাজের খেসারত দিতে হল এই দীর্ঘ দশ বছর পুত্রহারা হয়ে। এর চেয়ে বড় শাস্তি ভগবান ওকে আর কী দেবেন? তবে রাজদেও বেচারির দোষ ছিল না। শুধু পুত্রশোকে অন্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সে। নিয়েওছে। আমি তো ভাবছি, ওর নামে একটা চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেনসারি করে দেব ওর গ্রাম রাজগড়ে। আব সাহুজির কাছ থেকে ওঁর প্রতিশ্রুতির টাকাটা আদায় করে ওই ডিসপেনসারির কাজে লাগাব। এখন তোমবা কীভাবে কী কববে একটু ভেবে দেখো।"

বাবলু বলল, "ওই চম্পালালের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?"

"না বাবা। তবে বদ্রীদাসকে চিনি। খুব বাজে লোক।"

"মেঘার মুখে যা শুনলাম তা যদি সত্যি হয় তা হলে তো চম্পালালের ডেডবডি এখন পুলিশ মর্গে। আর মুন্নাও বদ্রীদাসের খপ্পরে।"

"আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু এই টানাপোড়েনের ভেতর থেকে তোমরা যে মুন্নাকে কী করে উদ্ধার করবে তা ভেবে পাচ্ছি না। তবে একটা কথা, ওইখানে গিয়ে তোমরা কোনও বিপদে পড়লে থানা-পুলিশ যাতে তোমাদের সহায় হয় সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব। আমার ফোন নম্বরে এস টি ডি করলেই পুলিশকে সব জানিয়ে দেব আমি।"

বাবলু বলল, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

গোকুলদাস উঠলেন। রানিজিও শুভেচ্ছা জানালেন সকলকে।

কাঁকন বলল, "আমার স্কুটারটা এখানেই রইল তা হলে। পরে সময়মতো আমাদের কেউ একজন এসে নিয়ে যাবে, কেমন?"

বিলু বলল, "তুমি স্টেশনে আসছ কখন?"

"সাতটা পনেরোয় ট্রেন। ঠিক সাড়ে ছ'টায় যাব।"

শেঠ গোকুলদাস বিদায় নিলেন। বাবলুরা দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসে বিদায় জানাল তাঁকে।

এর পর সারাটা দিন যে কীভাবে কাটল ওদের তা ওরাই জানে। দেখতে দেখতে যাওয়ার সময় হয়ে এল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা হাওড়া স্টেশনে। ফার্স্ট ক্লাসে ওদের জন্য নির্দিষ্ট একটি কুপের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা।

বিচ্ছুর সে কী আনন্দ। আসলে ওর অনেকদিনের একটি সুপ্ত বাসনা ছিল ফার্স্ট ক্লাসে চাপবার। তা সেই ইচ্ছেটা যে এইভাবে পূরণ হবে তা ও ভাবতেও পারেনি। একে ফার্স্ট ক্লাস, তায় দিল্লি-কালকার মতো সুপারফাস্ট ট্রেন। একেই বলে কপাল!

কিন্তু ট্রেন ছাড়বার সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই উত্তেজনা বাড়তে লাগল ওদের। কাঁকন এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছল না কেন? এমন তো হওয়ার কথা নয়। ওদের নিজস্ব গাড়ি আছে। ওর তো সবার আগে

আসা উচিত। তবে কি কোনও বিপদ হয়ে গেল ওর?

ট্রেন ছাড়তে আর পনেরো মিনিট বাকি। কাঁকন তখনও এল না।

আর পাঁচ মিনিট। এল না তখনও।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অধৈর্য হয়ে উঠল।

বাচ্চু হঠাৎ বলল, "জানো বাবলুদা, আমার মনে হল একজন লোক দূর থেকে কীরকম যেন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল।"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। অনেক লোকের চাহনিই ওইরকম থাকে।"

"না বাবলুদা, আমার কিন্তু সেরকম বলে মনে হল না।"

এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে প্রায় ছুটে আসতে দেখা গেল কাঁকনকে। এক হাতে সুটকেস, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ ও ওয়াটার বটল নিয়ে সে কী অবস্থা ওর!

বাবলু বলল, "কী ব্যাপাব! এত দেরি?"

"বলছি, বলছি, আগে একটু দম নিতে দাও। উঃ কী কাণ্ড করে যে এসেছি তা কী বলব!" বলে জিনিসপত্রগুলো যথাস্থানে রেখে হাঁপাতে লাগল।

বাবলু বলল, "এবার বলো।"

"আরে, একটা লরি এসে আচমকা এমন ধাক্কা লাগাল যে, গাড়িটাই গেল ব্রেক ডাইন হয়ে। খুব বড় ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে গেছি আজ। গোপীও জখম হয়েছে একটু। আমি বাড়িতে ফোন করে বাবাকে সব জানিয়ে তারপর আসছি।"

"কীসে এলে?"

"অনেক কষ্টে একটা অটো জোগাড় কবে তাতেই আসছি। আর একটু দেরি হলেই মিস করতাম ট্রেনটাকে।"

"আমবাও চিন্তা করছিলাম। পুবো জার্নিটাই মাটি হয়ে যেত আমাদের।"

নড়ে উঠল ট্রেন। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ধীর, শ্লথ গতিতে চলতে চলতে একসময় কর্ড লাইনে ঢুকেই নিজমূর্তি ধরল। সে কী ভীষণ গতি! এত জোরে ছুটতে লাগল যে, এক-একসময় মনে হল লাইন থেকে ছিটকে যাবে বুঝি।

যাই হোক, কাকনকে পেয়ে খুশি হল সকলেই। একদিকেব বার্থে বাচ্চু, বিচ্ছু, কাঁকন বসল, অপরদিকে বাবলু, বিলু, ভোম্বল। পঞ্চু রইল বার্থের নীচে ওর জায়গায়।

একটু পরেই কোচ অ্যাটেনডেন্ট এলেন টিকিট পবীক্ষা কবতে। সকলের টিকিট দেখে বললেন, "শোনো, একটা কথা বলি। তোমাদেব সঙ্গে সেরকম বড় কেউ নেই দেখছি, সেইজন্যই বলা। একে এটা ফার্স্ট ক্লাস, তায় কালকা মেল। ভি আই পি দের গাড়ি। স্লিপার ক্লাসের মতো লোকজন এতে নেই। অনেক বাজে লোকের নজর থাকে এইসব গাড়ির দিকে। তাই সাবধান। রাত্রে শোওযার সময় ভেতর থেকে লক করে শোবে। আর কেউ হাজার ধাক্কা দিলেও দরজা খুলবে না।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা অবশ্যই মান্য করব আমরা।"

অ্যাটেনডেন্ট বিদায় নিলে কফি-পর্ব শুরু হল ওদের। কাঁকন ফ্লাস্ক-ভর্তি কফি এনেছিল। আর এনেছিল দামি কেক ও চকোলেট বার। ওরা মনের আনন্দে তাই খেতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "আমাদের এবারের যাত্রাটা কিন্তু দারুণ আনন্দের, তাই না বাবলু?"

বাবলু বলল, "এখনও কী করে বলি বল? কথায় আছে, যার শেষ ভাল তার সব ভাল। এই তো সবে যাত্রা শুরু। কী হয় আগে দ্যাখ।"

"কী আবার হবে? এখানকার দুষ্টচক্রের হাত থেকে তো বেরিয়ে এসেছি।"

বাবলু হাসল। হেসে বলল, "মোটেই না। আমার গুলিতে আহত ওই মেঘার কথা মনে কর। ও কিন্তু আমাদের ক্ষতি করবার জন্যই নিযুক্ত হয়েছিল। এবং ও বদ্রীদাসের লোক। একটু আগে কাঁকনের মোটর দুর্ঘটনার পেছনেও যে ওদেরই কোনও ষড়যন্ত্র নেই তাই-বা কে বলতে পারে? শুধু তাই নয়, হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার আগে ভিড়ের মধ্যেও বাচ্চু এমন একজনকে দেখেছে যে কিনা আমাদের ফলো করছিল এবং সে সন্দেহজনক।"

ভোম্বল চোখদুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "বলিস কী রে!"

"তবে? এখন ভগবানকে ডাক যেন ভালয় ভালয় ছেলেটাকে উদ্ধার করে ওকে ওর বাবা-মায়ের হাতে

তুলে দিতে পারি। সেইসঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষাও দিতে পারি বদ্রীদাস নামের ওই শয়তানকে। আর ডাম্পিকে।"

ট্রেন আরও, আরও দ্রুত চলতে লাগল।

কফি খাওয়া শেষ করে ভোম্বল বলল, "রাতের খাওয়াটা তা হলে খাবি কখন?"

বাবলু বলল, "বরাবর যা করি। অর্থাৎ বর্ধমান পেরোলেই।"

এরপর ছ'জনে চুটিয়ে গল্প করতে লাগল ওরা।

বাবলু বলল, "ভরতপুরের পক্ষীনিবাসের কথা কত শুনেছি! কিন্তু যাব যাব করে আর যাওয়া হয়নি। শুনেছি এত পাখি নাকি ভারতের আর কোথাও আসে না। ওইখানে গিয়ে পাখি তো দেখবই, সময় পেলে লোহাগড়ের কেল্লাটাও দেখে নেব।"

বিলু বলল, "আলোয়ারের ফোর্ট তো শুনেছি চমৎকার। চারদিকে পাহাড়, তার মাঝে—।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা কাঁকন, ভরতপুরে পাহাড় আছে?"

কাঁকন বলল, "না। তবে আমাদের দিগে আছে। ছোট পাহাড় অবশ্য। উঠতেও খুব মজা লাগে।"

ট্রেন এসে থামল বর্ধমানে।

ভোম্বল বলল, "আর না। এবারে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়ে যাক তো দেখি। আমার ঘুম পাচ্ছে। খেয়েদেয়েই আমি শুয়ে পড়ব।"

বাবলুর মা প্রতিবারই অনেক খাবার করে দেন। এবারও তাই দিয়েছেন। তবে এবারে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খাদ্যতালিকা থেকেও ডিম, মাংস ইত্যাদি বাদ গেছে। কেন না কাঁকনরা নিরামিষাশী। তাই ওর কথা মনে রেখেই লুচি, আলুর দম আর কড়াপাকের সন্দেশের ব্যবস্থা হয়েছে।

কাঁকনও এনেছে অনেক কিছু। নন-বেঙ্গলি খানা। পুরি, সবজি, আচার, মেঠাই কত কী!

ওরা সেসব ভাগাভাগি করে মনের আনন্দে খেতে লাগল। পঞ্চুকে দিল। তারপর বাথরুমের কাজ সেরে এসে শুয়ে পড়ল যে যার মতো। শোওয়ার আগে অবশ্য দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিতে ভুলল না। বর্ধমান পেরোবার পর থেকেই বেশ শীত করতে লাগল। ওরা তাই আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে দু'চোখ বুজে আরাধনা করতে লাগল নিদ্রাদেবীর।

সে-রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে মুঘলসরাইতে। এখানে এলেই বাবলুর মন কাশীর জন্য ছটফটিয়ে ওঠে।

কাঁকন বলল, "বাবা বিশ্বনাথের কাশী আমার খুব প্রিয়। ছেলেবেলায় অনেকদিন এখানে ছিলাম তো। এখনও বছরে একবার করে বাবা-মায়ের সঙ্গে এখানে আসি।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমরাও একবার এসেছিলাম।"

মুঘলসরাইয়ের গাড়ি অনেকক্ষণ থামে। তাই ওরা গরম চা, পুরি ইত্যাদি খেয়ে নিল বেশটি করে। দুপুরের খাওয়া হবে সেই ইলাহাবাদে। তারপরে আর নয়। টুণ্ডলা পৌঁছবে সেই চারটের সময়।

মুঘলসরাই থেকে ছেড়ে আবার গতি নিল ট্রেন। তারপরই সিগন্যাল না পেয়ে দেরি করতে লাগল। অবশেষে বিকেল চারটের জায়গায় দু' ঘণ্টা লেটে সন্ধে ছ'টার সময় টুণ্ডলা জংশনে এল ট্রেন।

কী দারুণ ঠান্ডা পড়ে গেছে তখন। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কাঁকনের সঙ্গে অটোস্ট্যান্ডে এল ওরা। এলে কী হবে? যে-হারে যাত্রী নেমেছে সেই তুলনায় অটো নেই। অবশেষে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর একটি অটো পেল ওরা। মেন বাসরাস্তা এখান থেকে তিন কিমি দূরে। ওরা ছ'জনের জন্য বারো টাকা ভাড়া দিয়ে বাসরাস্তায় এল। এখানে এসেও দুর্ভোগের শেষ নেই। রাত তখন পৌনে আটটা। এরই মধ্যে পথঘাট শুনশান। বাসের জন্য অপেক্ষা করে একসময় বিরক্ত হয়ে ওরা একটা অটোই ভাড়া করল এবার। অনেক দরাদরি করে ইদগা বাসস্ট্যান্ডের জন্য একশো টাকায় রফা করল তাকে।

সে কী কষ্ট! এই শীতে রাতদুপুরে। কিন্তু যোধপুর এক্সপ্রেসে এলে রাত আটটার মধ্যেই আগ্রা ফোর্টে পৌঁছে যেত ওরা।

কাঁকন বলল, "ইদগা বাসস্ট্যান্ড থেকেই ভরতপুর, মথুরার বাস ছাড়ে তো, তাই ওইখানেই যাচ্ছি আমরা। না হলে বিজলি ঘরে নামতাম।"

বাবলু বলল, "যেখানে নামলে ভাল হয় সেখানেই নামো। এখানে তুমিই আমাদের গাইড।"

জনহীন পথের ওপর দিয়ে হুহু করে হাওয়া কেটে অটো ছুটে চলল ইদগার দিকে।

বিলু বলল, "ভোম্বল! সেই আগ্রা! মনে আছে তো?"

"ও কী ভোলবার! তবে পথঘাট দেখে মনে হচ্ছে এখানে যেন কখনও আসিনি আমরা, তাই না?"

"ঠিক তাই।"

ইদগা বাসস্ট্যান্ডে এসে অটো থামল। ওরা মালপত্তর নিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে করে কাঁকনের পছন্দসই একটা লজে উঠল। লজটির নাম 'কিষাণলাল ট্যুরিস্ট লজ'। কাঁকনরা মথুরা থেকে কখনও সখনও আগ্রায় বেড়াতে এলে এই লজেই ওঠে।

রাত তখন অনেক হয়েছে। সাড়ে দশটা। তবু অত রাতেও ওদের জন্য গরম ভাত আর ফুলকপির তরকারির ব্যবস্থা হয়ে গেল।

একটা বড় দেখে ঘর নিয়েছিল ওরা। খাওয়াদাওয়ার পর তাতেই কম্বলমুড়ি দিয়ে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে পড়ল সব। সারাটা দিনরাতের ট্রেনজার্নির পর এক ঘুমেই কীভাবে যে রাতটা কাবার হয়ে গেল, তা ওরা টেরও পেল না কেউ।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুরু হল ওদের যাওয়ার তাড়া।

বাবলু বলল, "অযথা বেশি সময় নষ্ট করব না আমরা। তবে আগ্রায় যখন এসেছি তখন তাজমহলটা আর একবার না দেখে যাচ্ছি না।"

কাঁকন বলল, "সে কী! ফোর্ট দেখবে না?"

"হাতে সময় কোথায়? তা ছাড়া ওসব আমাদের দেখা। তাজমহল দেখে এসেই আমরা মথুরার বাস ধরব। তারপর দিগে তোমাদের বাড়িতে একরাত কাটিয়ে পরদিনই ভরতপুর।"

"যা তোমরা বলবে।"

"ওরা বেশবাস ঠিক করে বাসস্ট্যান্ডে এল। ভরতপুরের একটি সরকারি বাস তখন ছাড়বার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

বাবলু কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইসাব, ভরতপুরের ভাড়া কত?"

কন্ডাক্টর খিঁচিয়ে উঠল, "হিন্দিমে বোলিয়ে।"

কাঁকন বলল, "কিরায়া কিতনা?"

"যোলা রুপিয়া পঁচাশ পইসা।"

"টাইম কিতনা লাগেগা?"

"দেড় ঘণ্টা।"

যদিও ভরতপুরে এখন যাচ্ছে না ওরা, তবুও ভাড়া এবং সময়টা জেনে নিল। বলা যায় না এইসব অনুসন্ধানগুলো কখন কোন কাজে লাগে।

ইদগা বাসস্ট্যান্ড থেকে ঘন ঘন অটো বা ট্রেকার যাচ্ছে বিজলিঘরে। মাথাপিছু দু'টাকা করে ভাড়া। আগ্রা ফোর্ট বা তাজমহল দেখতে হলে বিজলিঘরে যেতেই হবে। বিজলিঘর হল ফোর্টের সামনের প্রশস্ত চৌমাথা। বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার বাসও পাওয়া যায় এখান থেকে।

কাঁকন একটা ট্রেকার ডেকে উঠতে বলল সকলকে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছাড়াও আরও দু'-একজন উঠতে বলল সকলকে। পঞ্চুকে নিয়ে একটু আপত্তি দেখা দিলেও ডবল ভাড়া দিতে ওরও ছাড়পত্র পাওয়া গেল। কিছু সময়ের মধ্যে শহরের কর্মব্যস্ত জনবহুল রাস্তা পার হয়ে ওরা পৌঁছে গেল বিজলিঘরে।

কাঁকন বলল, "ওই দেখা যায় আগ্রা ফোর্ট। কী করবে বলো, ঢুকবে না তো?"

বাবলু বলল, "না।"

ওরা বাইরে থেকেই আগ্রা ফোর্টের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে চেপে বসল সকলে।

যেতে যেতে চাপা গলায় ভোম্বল বলল, "তোর ওটা সঙ্গে আছে নাকি বাবলু?"

"কেন রে?"

"এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

"ওটা লজেই রেখে এসেছি জিনিসপত্রের মধ্যে। না হলে এখানে যা কড়াকাড়ি তাতে তাজমহলে ঢুকতে

গেলেই মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে যাবে। এই মূল্যবান জিনিসটা যদি এখানে এসে খোয়াতে হয় তা হলে বিপদের শেষ থাকবে না।"

তাজমহলের সামনে এসে টাঙ্গা থেকে নেমে ওরা দশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকবে। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখা শেষ করে যখন বাইরে এল তখন চারদিকেই একটি চাপা গুঞ্জন। লোকের হাতে হাতে খবরের কাগজ ঘুরছে। ব্যাপার কী! কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ওরা যা শুনল তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না ওদের। ওরা শুনল, পরশু রাতে নাকি যোধপুর এক্সপ্রেসের আসার সময়ে স্টেশন-চত্বরে এক মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেছে। প্রায় ছ'ঘণ্টা লেটের পর মধ্যরাতে যোধপুর এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই ডাম্পি ও বদ্রীদাস নামে দুই ব্যক্তি এক অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে গুরুতর আহত হন। এবং চম্পালাল নামে এক ব্যবসায়ী প্রাণ হারান ঘটনাস্থলেই। আহত দু'জনের মধ্যে ডাম্পির অবস্থা আশঙ্কাজনক। ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা বদ্রীদাসের জবানবন্দিতে এমন একজনের নাম শোনা গেছে যার দুর্বৃত্তায়ন সাম্প্রতিককালের মধ্যে কোনও নতুন নজির সৃষ্টি করেননি। কিন্তু কে সেই দুর্বৃত্ত?

সারা শহর তাই এক অজানা আতঙ্কে কাঁপছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর ক্ষণবিলম্বও না করে লজে ফিরে এল।

বিচ্ছু বলল, "কী বুঝলে বাবলুদা? আমাদের তিন শত্রুই তো নিপাত গেল। এখন বাকি রইল একজন। কে সে?"

"জানি না। এর উত্তর একমাত্র বদ্রীদাসই দিতে পারেন। খবরের কাগজগুলো যে-কোনও কারণেই হোক চেপে গেছে নামটা।"

"মুন্না তা হলে?"

"ওর জন্যই তো এত কিছু।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লজের টাকা মিটিয়ে মথুরার বাসে এসে উঠল। টিকিট কেটে যে যার নম্বর অনুযায়ী সিটে বসতেই ছাড়ল বাস। বাচ্চু হঠাৎ কাকে যেন দেখে চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "ওই, ওই দ্যাখো বাবলুদা, ওই যে চাপদাড়ি লোকটা এক কোণে বসে আছে ওকেই আমি হাওড়া স্টেশনে দেখেছিলাম। যে কিনা আমাদের দিকে নজর রাখছিল।"

বাবলু বলল, "থাকুক। নির্ঘাত ও বদ্রীদাসের লোক। ও হয়তো এখনও জানে না ওর গডফাদার হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে ধুঁকছে বলে।"

কাঁকন বলল, "তা না জানুক, আমি কিন্তু এখনও ভেবে পাচ্ছি না এইরকম একটা কাণ্ড কে করল বা করতে পারে? এই কাজ যে করেছে বোঝাই যাচ্ছে সে ওদের উভয়েরই শত্রু।"

বিলু বলল, "এর মূলে কিন্তু সাহুজি। পুত্রশোকে অন্ধ হয়ে একসময় উনি অত টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপনটা না দিলেই পারতেন।"

বাবলু বলল, "আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস? আমি যেটা মনে করছি তা হল চম্পালালই বলো, আর বদ্রীদাসই বলো, ওই সময় স্টেশনে যে থাকবে আতঙ্কবাদীর তা জানবার কথা নয়। তবে কিনা ডাম্পিকে নিয়ে বদ্রীদাসের ওইভাবে প্লেনে উড়ে দিল্লি আসাটাই কাল হয়েছে। এই ধরনের বাজে লোকেদের পরিচিত অনেকেই থাকে। তাই বিমানবন্দরে ওদের নামতে দেখেই কেউ পিছু নেয় ওদের। ডাম্পিটা লোয়ার ক্লাসের গুন্ডা। হয়তো নিশ্চিন্তে গোপন আলোচনাগুলো প্রকাশ্যেই করছিল, তাই চোরের ওপর বাটপাড়ি করবে বলে কোনও দুষ্টচক্র ওদের অনুসরণ করে স্টেশনে আসে এবং একসঙ্গে তিনজনকেই গুলি করে মুন্নাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।"

কাঁকন লাফিয়ে উঠল। বলল, "ইউ আর রাইট। তুমি ঠিকই বলেছ বাবলু। না হলে এইটুকু সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড হয় কী করে?"

একসময় বাস এসে মথুরায় পৌঁছল। বাস থেকে নেমেই ওরা অটো নিয়ে কাঁকনদের বাড়িতে এল বিশ্রামঘাটে। কী এক ঘিঞ্জিগলির মধ্যে ওদের বাড়ি। দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

কাঁকনদের পৈতৃক বাড়ি এটা। তাই অন্যান্য লোকজনও ছিল অনেক। ওদের সকলের খাবার ব্যবস্থা করতে বলে কাঁকন সবাইকে নিয়ে যমুনার ঘাটে এল। বিশ্রামঘাট। কংসকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ নাকি এই ঘাটে বসে বিশ্রাম করেছিলেন। যাই হোক, এই কনকনে ঠান্ডাতেও শরীরের ক্লান্তি দূর করতে ওরা সবাই ভালভাবে যমুনায় স্নান করে নিল।

ওরা সবাই স্নান করলেও অনেক চেষ্টা করেও পঞ্চুকে জলে নামানো গেল না কিছুতেই।

স্নান-পর্ব শেষ হলে দান নিয়ে মন্দিরে গেল ওরা। মন্দির কমিটির অফিসে শেঠ গোকুলদাসের নামে দশ হাজার এক টাকা জমা পড়তেই পাক্কা প্রসাদ এসে গেল ওদের সকলের জন্য। সেই প্রসাদ খাওয়া হলে মোহনবাঁশিটিও পরিয়ে দেওয়া হল বিগ্রহের হাতে। কী অপূর্ব মূর্তি দ্বারিকাধীশের। আর তেমনই দুর্লভ দর্শন।

এরপর অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁকন বলল, "শোনো, আমাদের ওই বাড়িতে তোমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। তাই বলি কী এতদূর যখন এসেছ তখন একটু কষ্ট করে কৃষ্ণ-জন্মভূমিটাও দেখে যাও।"

বাচ্চু সোল্লাসে বলল, "অবশ্যই। মথুরায় এসে কৃষ্ণ-জন্মভূমি দেখব না মানে? এখনই চলো তুমি।"

কাঁকন বলল, "ওখান থেকে ঘুরে এসে খাওয়াদাওয়া সেরেই দিগের জন্য রওনা দেব আমরা। ওই বাড়িতে গেলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করবে না। বাবা ওই বাড়িটা আমার নামেই কিনেছেন।"

ওরা একটা টাঙ্গা ভাড়া করে সেই বহু বিতর্কিত কৃষ্ণ-জন্মভূমি দেখতে চলল। কী কঠোর নিরাপত্তা সেখানে। মেটাল ডিটেক্টরের বিরক্তিকর উপদ্রব। ভাগ্যে বাবলু পিস্তলটা সঙ্গে রাখেনি। তাই বিনা বাধায় ঢুকে পড়ল।

চারদিক ঘুরে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে।

কাঁকন বলল, "যতদিন যাচ্ছে ততই জলুস বাড়ছে এর। আগে ছেলেবেলায় এই কৃষ্ণ-জন্মভূমি বা কংসের কারাগারের চেহারা যা দেখেছি তার সঙ্গে এখন কোনও মিলই নেই।"

বাবলুর তো দারুণ ভাল লাগল।

ঢুকতে পেল না শুধু পঞ্চু বেচারা। সে টাঙ্গাতেই বসে রইল চুপচাপ।

বাবলু বলল, "এখানে আর যাই হোক পাণ্ডাব উপদ্রবটা নেই।"

কাঁকন বলল, "এখন নেই। তবে একসময় ছিল। মন্দিব এলাকায় এখনও আছে কিছু পাণ্ডা। তবে আইনকানুনের কড়াকড়িতে খুব একটা বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে না। যাত্রীনিবাসও হয়েছে এখন অনেক। আগরওয়ালারা এখানে এমন এক বিশাল ধর্মশালা বানিয়ে দিয়েছেন যে, বহিরাগত যাত্রীরা সেই জায়গা ছেড়ে ওঠেও না। ফলে পাণ্ডার খপ্পরেও পড়ে না কেউ।"

কৃষ্ণ-জন্মভূমি দেখে ওরা গভীব প্রশান্তি নিয়ে বিশ্রামঘাটে কাঁকনদের বাড়িতে ফিরে এল। তারপর দুপুরেব খাওয়া খেয়েই ওদের এক পরিচিতর গাড়িতে বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে গেল দিগ। একদা দিগের অরণ্য এই অঞ্চলের মধ্যে বিখ্যাত ছিল।

কী দারুণ একটা জায়গা। এত ভাল যে, প্রথম দর্শনেই মন ভবে গেল ওদের। জায়গাটা হালকা বনভূমি-শোভিত অসংখ্য টিলাপাথরে ভরা। দিগের দুর্গ একটি ছোট পাহাড়কে ঘিরে বহুদূর বিস্তৃত। আর তারই মাঝখানে শোভা পাচ্ছে সেই বিখ্যাত জলমহল।

দুর্গের সামনেই বড় রাস্তার ওপর কাঁকনদের বাড়ি। একেবারে হাল আমলের। নতুন ডিজাইনের। নীচে-ওপরে করে মোট ছ'খানি ঘর। এক-একটি ঘর যেন স্টুডিয়োর মতো ঝকঝক করছে।

কাঁকন বলল, "কী, চলবে তো?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। এমনটি আমরা সত্যিই আশা করিনি।"

এ-বাড়িতে সবসময়ের জন্য দু'জন কাজের লোক আছে। একজন হল রাধেশ্যাম, অন্যজন দুর্গা-মা। খুবই যত্নে রেখেছেন এঁরা বাড়িটাকে।

কাঁকনরা যেতে কী যে করবেন ওঁরা ভেবে পেলেন না।

রাধেশ্যাম সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দোকান-বাজার করতে। আর দুর্গা-মা চায়ের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

যে গাড়িতে করে ওরা এসেছিল সেই গাড়ি ওদের নামিয়ে দিয়েই বিদায় নিল। কাঁকনের শত অনুরোধেও থাকতে রাজি হল না।

এ-বাড়ির খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা দু'চোখ ভরে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল। একসময় যে সুগভীর বনভূমি ছিল এখানে, তা এখনকার প্রকৃতি দেখলেই বোঝা যায়। এখনও কত গাছগাছালি, কত সবুজ চারদিকে।

একটু পরেই গরম গরম কচুরি আর প্যাঁড়া এল। তারপরে এল চা।

সেইসব খেয়ে জলযোগের পাট চুকিয়ে ওরা নীচে নামল ঘুরে বেড়াতে। কত ট্যুরিস্ট যে এসেছে এখানে তার ঠিক নেই। হোটেল-লজ ভর্তি লোক। আসলে নভেম্বর মাস তো। এখনই তো ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।

কাঁকন সবাইকে নিয়ে সুউচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল। চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক তকতক করছে।

বাবলু বলল, "এই দুর্গ কোন আমলে তৈরি?"

কাঁকন বলল, "সাল তারিখ বলতে পারব না। তবে জাঠ রাজা জওহর সিং এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে জানি।"

ওরা দুর্গের প্রাসাদমালা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে দেখতে একসময় যেখানে এসে থমকে দাঁড়াল, সেটি এখানকার প্রধান মণ্ডপ। নাম গোপালভবন। নির্মাণকাল লেখাই আছে, ১৭৭০। এই প্রাসাদের গঠন-নৈপুণ্য অসাধারণ। জাঠ রাজাদের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ এটি। বৈচিত্র্যময় এই প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য, এটি তিনতলা। একতলাটি জলের নীচে। ওপরে দোতলা এবং তিনতলা। গোপালভবনের চন্দনকাঠের গোপাল বিগ্রহও দেখবার। এখানকার আর-এক আকর্ষণ হচ্ছে শ্বেতপাথরের একটি দোলনা।

কাঁকন বলল, "এই দোলনাটি অযোধ্যা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কী সুন্দর, না?"

ওরা আর কী বলবে? এখানে ওরা যা কিছু দেখছে তাই সুন্দর মনে হচ্ছে। অতি সুন্দর।

এর পর ওরা বেলেপাথরের তৈরি কিষণভবন ও হৃদয়ভবন দেখে রূপসাগর নামে এক জলাশয়ের কাছে এল। তারপর শ্বেতপাথরের সূর্যভবন দেখে চলে এল বিশাল সভাকক্ষের নন্দভবন দেখতে। এই নন্দভবনেই আছে প্রাচীন এক মহাবীর-মূর্তি। তাই দেখে কেল্লার ধ্বংসাবশেষের আশপাশে ঘুরতে লাগল ওরা। অনেকক্ষণ ঘুরে চারদিক দেখেশুনে ঘরে ফিরল সন্ধের পর।

॥ ৮ ॥

কাঁকনদের বাড়িতে সে-রাতটা যে কী সুখে কাটল ওদের তা ওরাই জানে। ওদের মনে হল না এই বাড়ি ছেড়ে এই পরিবেশ ছেড়ে আর কোথাও যায় ওরা। জাঠ রাজারা তাঁদের বসবাসের জন্য সত্যিই একটি চমৎকার জায়গা খুঁজে বের করেছিলেন। সেই সময় এখানকার পরিবেশ না জানি আরও কত সুন্দর ছিল।

পরদিন সকালে দুর্গামাতার হাতে চা খেয়ে সবাই রওনা দিল ভরতপুরের দিকে। কাঁকনও চলল সঙ্গে। প্রথমে ঠিক হল কাঁকন ওদের ভরতপুরে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা করবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পরে কাঁকনের জেদাজেদিতে ঠিক হল এই অভিযানের শেষপর্যন্ত ও-ও থাকবে ওদের সঙ্গে।

কাঁকনদের বাড়ির পাশেই বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে মথুরা ও ভরতপুরের ঘন ঘন বাস ছাড়ে। ওরা ভরতপুরের একটি সরকারি বাসে উঠে বসল। ভাড়া দশ টাকা। এক ঘণ্টায় ভরতপুর।

ভরতপুর পৌঁছে সেখানকার পরিবেশ দেখে আরও মুগ্ধ হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাবলু বলল, "এই সেই বিখ্যাত পাখিরালয়ের দেশ।"

কাঁকন হেসে বলল, "কেওলাদেও ঘানা। এখান থেকে আরও পাঁচ কিলোমিটার দূরে।"

"তা হোক। তবু সেটা ভরতপুরেই তো। সত্যি কী ভাল যে লাগছে জায়গাটা তা কী বলব।"

"এটা তো তবু শহরের একপ্রান্তে। ভেতরে ঢোকো, দেখবে আরও ভাল লাগবে। কী দারুণ জমজমাট জায়গা। জয়পুরের মতো অতবড় শহর নয় যদিও, তবুও নেহাত ছোটখাটোও নয়।"

ওরা আর দেরি না করে একটা অটো নিয়ে কোতোয়ালি বাজারে রামলাল সাহুর মার্বেল প্যালেসে এসে হাজির হল।

বিলু বলল, "ওরে বাবা! এ যে কুবেরের আলয়ে এসে হাজির হলাম আমরা।"

ভোম্বল বলল, "ডাকাতির পয়সায় তৈরি তো, হবে না কেন?"

বাবলু বলল, "কারও অতীত নিয়ে আলোচনা করিস না। এখন উনি সৎ-সজ্জন ব্যবসাদার লোক।"

ভোম্বল বলল, "থাম তো। এইসব লোক ডাকাতের পাল্লায় পড়বে না তো পড়বে কারা? এককথায় যারা দশ লাখ টাকা বের করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তাদের টাকা আসে কোত্থেকে?"

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "আঃ। চুপ করবি?"

ওদেরকে অটো থেকে নামতে দেখেই দু'জন বন্দুকধারী দারোয়ান এগিয়ে এল ওদের দিকে। একজন বলল, "জলদি সাহুজিকো বোলাও, উয়ো আ গয়ে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ওদের আগমনবার্তা এরা কী করে জানল?

একটু পরেই একজন হোমরাচোমরা লোক বেরিয়ে এসে বলল, "সবকো বোলাও। কোঈ না বাহার রহে।"

বাবলু বলল, "আমাদের এই কুকুরটা?"

"আনে দো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেই মার্বেল প্যালেসের একেবারে অন্দর মহলে গিয়ে প্রবেশ করল। হলঘরের মতো বড় একটি ঘরে গদিতে বসল ওরা।

একটু পরেই শান্ত সৌম্য সাহুজি ও যমুনাবাঈ এলেন।

যমুনাবাঈ কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, "মেরে রাজাকে বারেমে ক্যা জানতে হো মুঝে বতাও।"

বাবলু বলল, "রাজা?"

সাহুজি বললেন, "রাজদেও যিসকো মুন্না কহতা ওহি মেরা রাজা।"

বাবলু ওর পকেট থেকে মুন্নার একটি ফটো বের কবে দেখাল সাহুজিকে। আর কাঁকন করল কী, একটা অ্যালবামই তুলে দিল ওঁদের হাতে। যাতে শেঠ গোকুলদাসের পরিবারের সঙ্গে মুন্নার বিভিন্ন বয়সের ফটো রাখা আছে।

সেই ছবি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাহুজি ও যমুনাবাঈ। এতদিন বাদে হারানো ছেলের সন্ধান পেয়ে নিজেদের আর ঠিক রাখতে পারলেন না। তার ওপর মুন্নার সেই সোনার লকেটটি বাবলু যমুনাবাঈকে দিতেই যমুনাবাঈ হাতের কাছে বিলুকে পেয়ে তাকেই জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিলেন।

ততক্ষণে প্রচুর খাবারদাবাব এসে গেছে ওদের জন্য। চা, কফি দু'রকমই এসেছে। যেটা ইচ্ছে খাও। বড়লোকের ব্যাপার তো!

সেইসব খেতে খেতে বাবলু বলল, "আচ্ছা সাহুজি, আপনার কাছে আমার একটি কথা জানবার আছে।"

"কী কথা, বলো?"

"আমরা যে এখানে আসছি এই খবর আপনি কার কাছ থেকে পেলেন?"

সাহুজি বললেন, "এই খবর আমি পেয়েছি শেঠ গোকুলদাসের কাছ থেকে।"

কাঁকন চমকে উঠে বলল, "শেঠ গোকুলদাস। মেরা পিতাজি?"

"হাঁ। তুম উনকা একমাত্র লেড়কি। কেঁও?"

"জি হাঁ।"

সাহুজি বললেন, "শেঠ গোকুলদাস ভরতপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার ফোন নম্বর জেনে নেন। তারপর ফোনে আমাকে সবকিছু জানান। তাঁর মুখেই আমি আমার রাজার ব্যাপার ও এই কাজের জন্য তোমাদের এখানে আসবার খবর জানতে পারি। কালকা মেলে তোমাদের রিজার্ভেশন করিয়েই উনি আমায় সবকিছু জানিয়েছিলেন। তাই আমি কলকাতার রাজা-কাটরায় আমাব এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তোমাদের দিকে নজর রাখবার জন্য সাদা পোশাকের একজন পুলিশকেও কাজে লাগাই। কাল বিকেলে তোমরা দিগে পৌছলে তখন থেকেই আমরা হানটান করছি তোমাদেব জন্য।"

সব শুনে বাচ্চু বলল, "এবার বুঝেছি, সেই রহস্যময় লোকটি তা হলে পুলিশের লোক?"

"তোমরা দেখেছ তাকে?"

"হ্যাঁ। সে সবসময় ছায়ার মতো অনুসরণ করছিল আমাদের।"

সাহুজি বললেন, "যাক, এবার বলো তো রাজা মুন্না যে আমারই ছেলে, এ তোমরা কী করে জানলে?"

বাবলু তখন এক এক করে সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল। এমনকী শেঠ গোকুলদাসের পরিবারের লোকজনরাও যে জানত না মুন্নার আসল পরিচয়, তাও স্বীকার কবল। তবে রানিজি যে জানতেন, সে-কথা আর বলল না। সব শুনে সাহুজি আর যমুনাবাঈ মাথা খুঁড়তে লাগলেন।

যমুনাবাঈ সাহুজির পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললেন, "মেরা রাজাকো ক্যা হো গয়া। তুম রাজাকো লোটা দো। উসকে বিনা ম্যায় জি নহি সকুঙ্গি।"

সাহুজি বললেন, "ও আব তক জিন্দা হ্যায় এ ম্যায় কভি নেহি সোচা। ও জীবিত হ্যায় ওহি সবসে মেরা আনন্দ।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা সাহুজি, এইবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আপনার তো টাকার অভাব নেই। এককথায় দশ-বিশ লাখ টাকা বের করে দেওয়া আপনার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। তা যে মানুষ এত টাকা খরচ করতে পারে সেই মানুষ সামান্য তিন লাখ টাকা রাজদেওয়ের মতো একজন পরোপকারী

মানুষের হাতে তুলে দিতে পারলেন না কেন? তা হলে তো তাঁর আদরের মুন্নাকে ওইভাবে প্রাণ হারাতে হত না। আপনিও পুত্রহারা হতেন না কোনওদিন। আপনার ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য যে-মানুষটি নিজের সন্তানকেও বলি দিলেন, তার প্রতি কি আপনার কোনও কর্তব্য ছিল না?"

"ছিল। আমি ওর সঙ্গে চরম বেইমানি করেছি। তবুও সে যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করেনি, তা এখন বুঝতে পারছি। আমার ছেলেকে সে রাগের বশে তুলে নিয়ে গেছে ঠিকই, তবে সে তাকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করেছে। আসলে পুত্রশোক যে কী জিনিস, সেটা সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমাকে। আজ রাজদেও নেই। যদি সে থাকত তা হলে তার পায়ে আমি দাসখত লিখে দিতাম।"

বিচ্ছু এতক্ষণে বলল, "তাতে কি তার মুন্না ফিরে আসত? শুধু তাই নয়, আপনি ওকে পুলিশ ডেকে হাজতে পাঠালেন কেন?"

"আমার জীবনে ওইটাই সবচেয়ে বড় ভুল। অন্যায় এবং অপরাধ। তবু বলি শোনো, কেন এরকম আমি করেছিলাম—"

সাহুজি বলতে লাগলেন।

"আমি এখন ব্যবসার সূত্রে ভরতপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও আমার আসল ঘরবাড়ি, খেতিজমি সব কিন্তু আলোয়ার জেলার কাথুমারে। সে ছিল পাহাড়-পর্বত ও ঘন অরণ্যে ঘেরা এক দেশ। এখন অরণ্য নেই। মানুষের বসতিও বেড়েছে। তা সে যাই হোক, ওই রাজদেও এবং আমার প্রধান শত্রু বাঘেলাও ছিল ওই অঞ্চলেরই লোক। খুন-খজম, ডাকাতি, রাহাজানিতে বাঘেলার জুড়ি ছিল না। এখনও নেই।"

বাবলু বলল, "এখনও নেই মানে? সে কী এখনও বেঁচে আছে?"

"কেন বাঁচবে না! আমিও তো বেঁচে আছি। রাজদেওকে খুন করা না হলে সেও বেঁচে থাকত। আসলে ব্যাপার কী জানো? শয়তান সহজে মরে না। তা যাকগে, একসময় ওই দুর্ধর্ষ বাঘেলাকে অনেকবার প্রতিহত করেছি আমি। আসলে ওইসময় ছোট ছোট কয়েকটি দলে আমরা বিভক্ত ছিলাম। ডাকাতি, রাহাজানি করাটাকে আমরা বীরত্বের এবং গর্বের ব্যাপার বলে মনে করতাম। দলে দলে বন্দুক কাঁধে নিয়ে আমরা ঘোড়ায় চেপে চলে গেছি দূরের গ্রামে ও শহরে বড় বড় লোকেদের বাড়িতে ডাকাতি করতে। এই ব্যাপারে বাঘেলাকে বেশ কয়েকবার আমি টেক্কা দিয়েছি। ফলে ওর সঙ্গে আমার বরাবরের একটা বিরোধ লেগেই ছিল। কিন্তু সে বেশিদিন নয়। সরকারের দৃষ্টি যত বেশি পড়তে লাগল, পুলিশ বিভাগ যত বেশি সক্রিয় হতে লাগল, জঙ্গল যত হালকা হতে লাগল, ততই আমরা দুর্বল হতে লাগলাম। একবার সেনাবাহিনীর লোকেরা ওইসব অঞ্চল ঘিরে প্রচণ্ড তল্লাশি চালালে আমাদের দলের অনেকেই ধরা পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়েও গেল অনেকে। আমিও পালালাম। সেই ধরপাকড়ে বাঘেলার মতো বাঘও ধরা পড়ল। তবে ওই বাঘকে আটকে রাখার মতো খাঁচা তো ছিল না। তাই একদিন জেল ভেঙে পালাল সে। আমি তখন বিকানিরে। সেইখানে এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে যমুনাবাঈকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেছি। কসম খেয়েছি আর কখনও চুরি-ডাকাতির মতো জঘন্য কাজ করে মানুষের অভিশাপ কুড়োব না। একজন সৎ ও সজ্জন নাগরিকের মতোই বেঁচে থাকব।

"এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর আমার শ্বশুরমশাই মারা গেলেন। আমিও তখন দেশে ফেরবার জন্য ছটফট করছি। হাজার হলেও অরণ্যবাসী মানুষ আমি। বিকানিরের ধূসর মরুর আবহাওয়া আমার সহ্য হবে কেন? তাই ভরতপুরেই আমার ব্যবসার জাল গুটিয়ে নিয়ে এসে বসবাস শুরু করলাম। জাঠ রাজাদের এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটিকে জলের দামে কিনে নিলাম আমি। আমার ব্যবসা-বাণিজ্যেও মা-লক্ষ্মী বসত করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে এই অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জীবনযাত্রা যখন নির্বিঘ্নেই কাটছিল, তখন হঠাৎ একদিন বাঁদিকুইতে বাঘেলার মুখোমুখি হয়ে গেলাম। সে-যাত্রা আমি প্রাণে বাঁচলেও ও আমার সন্ধান জেনে গেল। ও তখন অতি ভীষণ। কিন্তু আমিও দারুণ সতর্ক। ও তাই আমার ধারেকাছেও আসতে পারল না। তবে কি না একবার মেহদিপুরের সাচ্চা দরবারে আমার রাজার মানসিকের চুল দিতে গিয়ে পড়ে গেলাম ওর খপ্পরে। ওই রাজদেও আমার চোখের সামনে কীভাবে যে নিজের জীবন পণ করে লড়ে গেল, তাও দেখলাম। কিন্তু—।"

বাবুল বলল, "কিন্তু কী?"

"কিন্তু রাজদেও যখন আমার কাছে টাকার জন্য এল তখন আমি অত টাকা দিতে হবে শুনে আত্মবিস্মৃত হয়ে ওর ওই উপকারের কথা ভুলে গেলাম। আমার স্ত্রী যমুনাবাঈ ওই টাকা ওকে দিয়ে দিতে বললে আমাদের যে মুনিমজি ছিলেন, উনিই বাদ সাধলেন। বললেন, 'এটা বাঘেলার একটা চাল হতে পারে। ওই

লোককে কখনওই বিশ্বাস করবেন না। ওর ছেলের কিছুই হয়নি। মাথাফাটিয়ে মিথ্যে কথা বলে ওই টাকা ও নিতে এসেছে। কিছুদিন পরে আবার আসবে। ফের আসবে। ওকে টাকা দিয়ে কূল পাবেন না আপনি। তা ছাড়া এমনও হতে পারে লোকটা বাঘেলার স্পাই। আপনার চোখের সামনে একটা সিন ক্রিয়েট করে ওদেরই দলের দু'জন বিদ্রোহী লোককে গুলি করে ও আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। না হলে ওর মতো একজন গ্রাম্য লোকের সাধ্য কী বাঘেলার মুখোমুখি?' মুনিমজির এই কথাটা আমার মনে দাগ কাটল। আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিলাম ওকে।"

কাঁকন ক্রোধের সঙ্গে বলল, "আপনার সেই মুনিমজি এখন কোথায়?"

সাহুজি হাসলেন। হেসে বললেন, "সে এখন বাঘের পেটে। আমার রাজা নিখোঁজ হওয়ার পরই শুরু হল আমার আত্মসমীক্ষা। তখনই নিজের ভুলটা বলতে পারলাম আমি। বুঝতে পেরেই ওই কুচক্রীকে কৌশলে রণথম্বোরে নিয়ে গিয়ে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা থাক। আপনার বক্তব্য বেশ মন দিয়েই আমরা শুনলাম। এখন বলুন, ওই অজ্ঞাত আততায়ীটি কে হতে পারে? যে কি না আগ্রাফোর্ট স্টেশনে অত লোকের মাঝেও চম্পালাল, ডাম্পি ও বদ্রীদাসের মতো লোককে গুলি করে রাজামুন্নাকে নিয়ে যেতে পারে?"

সাহুজি বললেন, "রাজা কি সত্যি-সত্যিই ওদের সঙ্গে ছিল? কাগজে কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু লেখেনি।"

"ওরা তো আততায়ীর নামও প্রকাশ করেনি। তা হলে আসলে ঘটনা যেরকম তাতে বোঝাই যাচ্ছে আপনার ওই রাজাকে নিয়েই যত গোলমাল। তা ওই অজ্ঞাত আততায়ী বাঘেলা নয় তো?"

সাহুজি বললেন, "হতে পারে। তবে সত্যিই যদি বাঘেলা হয়, তা হলে কিন্তু রাজার জীবন আবার বিপন্ন হয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "আপনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। আপনি একটু চেষ্টা করলেই পুলিশের কাছ থেকে ওই তথ্য আদায় করে নিতে পারবেন।"

সাহুজি বললেন, "আমার রাজাকে ফিরে পাওয়ার জন্য সব কিছুই করতে পারব আমি। তারপর জান লড়িয়ে দেব ওর জন্য।"

বাবলু বলল, "তা দিন। তবে কিনা এই ধরনের নৃশংস লোকদের মোকাবিলা কৌশলেই করতে হবে কিন্তু। না হলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।"

সাহুজি বললেন, "তোমরা আমার এখানেই থাকো। আমি পুলিশের ওপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যেই জেনে নিচ্ছি কে সেই শয়তান।"

বাবলু বলল, "আমরা কিন্তু আপনার এখানে কোনওমতেই থাকব না। তাতে আমাদের কাজের অসুবিধে হবে। আপাতত আমাদের ব্যাগটাগগুলো এখানেই থাকুক। আমরা ততক্ষণ বার্ড স্যাংচুয়ারি থেকে ঘুরে আসি।"

যমুনাবাঈ বললেন, "দুপরহকা খানা ইঁহাহি করনা।"

সাহুজি বললেন, "দাঁড়াও, তোমাদের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিই। জাস্ট এ মিনিট।"

বাবলু বলল, "না, না। ওসবের কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা আপনার এখানে আসিনি বা আপনার গেস্ট নই, এই কথাটাই সবসময় মনে রাখতে হবে। আপনারদের ছায়া এড়িয়ে গোপনে কাজ করব আমরা। না হলে ওরা জেনে যাবে। আমরা কোনওরকমে একবার যদি জানতে পারি অপরাধী কে, তা হলে যেভাবেই হোক রাজামুন্নাকে ঠিক আমরা ফিরিয়ে আনব।"

সাহুজি বললেন, "তুম লোগ যো ক্যা করেগা, ক্যা জাদু দেখায়গা তুমহি জানো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল।

ওরা সাহুজির মকান থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর এক সুরম্য মন্দিরে গিয়ে ঢুকল। তারপর তিনটে রিকশা নিয়ে একেবারে পাখিরালয়ের গেটের কাছে। অনেকটা পথ। তাই এক-একটা রিকশার ভাড়া নিল পনেরো টাকা করে।

রিকশা থেকে নেমেই অজস্র পাখির কলকল শব্দ শুনে নব আনন্দে জেগে উঠল ওরা। এ যেন এক স্বপ্নের দেশ। কত কত যাত্রী এসেছে এই পাখিরালয়ে পাখি দেখতে।

গেটের বাঁদিকে টিকিট কাউন্টার। সেখানে টিকিট দিচ্ছিলেন এক সর্দারজি। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই উনি বললেন, "তোমরা বাঙালি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"
"ক্যামেরা আছে নাকি সঙ্গে?"
"না। ক্যামেরা তো নেই।"
"সে কী! ভরতপুরে পাখি দেখতে এসেছ অথচ ক্যামেরা নিয়ে আসোনি কেউ? ঠিক আছে, ছ'জনের জন্য আঠারো টাকা দাও।"
বাবলু টিকিট নিতেই সর্দারজি কাউন্টারের দায়িত্ব অন্য একজনকে দিয়ে বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। তারপর একগাল হেসে বললেন, "এই কুকুরটাও কি তোমাদের সঙ্গে পাখি দেখতে এসেছে?"
বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ওকে ঢুকতে দেবেন তো?"
"এখানে সেরকম কোনও কড়াকাড়ি নেই। ও যেতে পারে। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই কেন?"
বাবলু কাঁকনকে দেখিয়ে বলল, "এই যে মেয়েটিকে দেখছেন, এ হল শেঠ গোকুলদাসের মেয়ে। আমাদের প্রতিবেশী। দিগে এদের একটা বাড়ি আছে। সেখানেই উঠেছি আমরা। ওর সঙ্গেই এসেছি এই পাখিরালয় দেখতে।"
সর্দারজি বললেন, "বেশ, বেশ। আসলে আমি হচ্ছি একজন আর্মির লোক। এখন এই চাকরি করছি। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে আমি অনেকদিন ছিলাম। অনেক বাঙালি বন্ধু হয়ে গেছে আমার। বাঙালিদের আমার খুব ভাল লাগে। বড় অতিথিবৎসল ওরা। তাই তোমাদের দেখে আমার খুব ভাল লাগল। এখন আমি আমার দেশে ফিরেও বাংলার কথা ভাবি।"
বাবলু বলল, "দেশে ফিরে মানে? কোথায় দেশ আপনার? আপনি তো পঞ্জাবের লোক?"
সর্দারজি হেসে বললেন, "আরে না, না। আমি সর্দারজি নই। আমার নাম কিষণ সিংহ। আমি জাঠ। এই ভরতপুরেই আমার আদি নিবাস। আমাদের এখানে অনেকেই চাপ দাড়ি রাখে আর সর্দারজিদের মতো পাগড়ি বাঁধে। আমরা রাজস্থানের মানুষ।"
কাঁকন বলল, "আপনি তা হলে আমাদের জন্য তিন-চারটে রিকশার ব্যবস্থা করে দিন।"
কিষণজি বললেন "এখান থেকে নয়। এই গেট পেরিয়ে আরও ভেতরে দেড় কিমি পায়ে হেঁটে গল্প করতে করতে চলে যাও। ওখান থেকে লাইনের রিকশা নেবে। পঁচিশ টাকা ঘণ্টা। রিকশাওয়ালারাই এখানকার গাইড। ওদের কাছে বাইনোকুলারও আছে। ওরাই পাখি চিনিয়ে দেবে তোমাদের।"
বাবলু কিষণজির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলল, "পাখিরালয় দেখতে কতক্ষণ সময় লাগবে আমাদের?"
"সেটা তোমাদের পকেটমানির ওপর নির্ভর করবে। একঘণ্টাতেও দেখে নিতে পারো, আবার সারাদিনও লাগিয়ে দিতে পারো। এ-বছর অনেক পাখি এসেছে এখানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখলেও মন ভরবে না। ২৯ বর্গ কিমি-র এই জলাজঙ্গলটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভরতপুরের মহারাজা পাখি শিকারের জন্য গড়ে তোলেন। এই বিস্ময়কর জঙ্গলে প্রায় সাড়ে তিনশো প্রজাতির পাখি ও দুশো সাতাশ প্রজাতির গাছপালা আছে। শুকনো ঝোপঝাড় ও কাঁটাগাছ ভর্তি জঙ্গলে খাল কেটে ভরতপুরের এই রুক্ষভূমিকে এক জলাভূমিতে পরিণত করেন এবং বাবলা, খেজুর, কুল প্রভৃতি কাঁটাগাছে ভরিয়ে তোলেন চারদিক। জলাভূমির মাঝে দ্বীপের মতো করে দেন। গম্ভীর ও বানগঙ্গা নদীর সঙ্গে এই খালগুলির যোগ থাকায় কখনও এখানে জলাভাব হয় না। প্রথমে এটি ছিল অজস্র বুনো হাঁস ও বনমুরগির চারণভূমি। এখন পরিযায়ী পাখিদের বিচরণ কেন্দ্র।"
পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিষণজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রথম গেট পার হয়ে ঘন সবুজের শোভা দেখতে-দেখতে দ্বিতীয় গেটের কাছে এল। সেখানে রংবেরঙের সারি সারি রিকশা। অসংখ্য মানুষ লাইন দিয়ে রিকশায় উঠছিল।
বাবলু বলল, "খুব ভাল ব্যবস্থা তো এখানকার।"
কাঁকন বলল, "আমরা তো বরাবরই গাড়িতে এসেছি। তাই এই ব্যাপারগুলো লক্ষ করিনি।"
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই পাখি দেখার আনন্দে মেতে এই ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন জানাল।
ওরা যেখানে রিকশায় উঠল তার বাঁদিকের রাস্তাটাই চলে গেছে কেওলাদেও মন্দিরের দিকে।
বিলু বলল, "বাবলু! এই সেই কেওলাদেও। যেখান থেকে রাজাকে চুরি করে পালিয়েছিল রাজদেও।"
বাবলু বলল, "তাই তো রে! ভাল মনে করিয়ে দিলি। এই সেই জায়গা।"
তিনটি রিকশা ওদের নিয়ে সুন্দর পিচঢালা মসৃণ পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। আর সমানে বলে চলল, "ওই দ্যাখো, স্নেক বার্ড। ঠিক সাপের মতো লম্বা গলা। ওই হল ব্রাউন্ড ভিঞ্জ জাখানা, ক্রেজেন্ট টেল জাখানা।"

কাঁকনও বলে উঠল, "ওই ওই দ্যাখো, কত রংবাহারি পেন্টেড স্টর্ক।"
কে যেন বলল, "চাইনিজ কুট।"
রিকশাওয়ালা বলল, "ওই পাখিগুলোকে লক্ষ করো, শ্রীলঙ্কার ব্ল্যাক নাকে স্টর্ক। আর ওইদিকে গ্রে হর্ন। ওগুলো স্থানীয় পাখি।"
পাণ্ডব গোয়েন্দারা অজস্র পাখি দেখে মন ভরিয়ে এবার পায়ে হেঁটেই পথচলা শুরু করল। এবার চোখে পড়ল নানা প্রজাতির বক, সারস ও ধনেশ পাখি। কোথাও চোখে পড়ল জলার ধারে স্পুনবিলের দল। জলমুরগিরা নির্ভয়ে ছুটোছুটি করছে সব। এখানে তাদের অন্য নাম। হোয়াইট ব্রেস্টেড ওয়াটার হেন। আর একদিকে শীতের দেশের পরিযায়ী পাখির দলে ভরে আছে গাছপালা। বাটন টিন, ভাবচিক ক্রেন, বারমকেট। সমরখন্দের উইজিয়ান, কাশ্মীরের ম্যালার্ড। তা ছাড়া লেসার হুইসলিং টিল, পিনটেল শোভেনা, কত, কত পাখি। অপূর্ব, অপূর্ব, অভুতপূর্ব।
পাখি দেখা শেষ করে ওরা কেওলাদেও মহাদেবের মন্দিরে এল। সেখান থেকে আবার পদব্রজে মেন গেটে। বিদায় পাখিরালয়।
ঘানার জাতীয় উদ্যানের কাছ থেকেই আবার রিকশা নিয়ে ওরা চলল লোহাগড় দুর্গের দিকে। কেন না যা দেখবার এখনই দেখে না নিলে আর সময় পাবে না।
সর্পিল পথ ধরে রিকশা এক বিশাল ভগ্ন দুর্গপ্রাচীরের তোরণ ও পরিখা পার করে কেল্লার মধ্যে নিয়ে এল ওদের। ভগ্ন কেল্লার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সকলে।
ভরতপুর হল রাজোয়ারার পুবের দরজা। লোহাগড় এর প্রাচীন নাম। মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁরা এক হয়ে আশপাশের বহু গ্রামকে সংঘবদ্ধ করে চূড়ামন ও বদন সিংহের নেতৃত্বে ভরতপুরে কায়েম করেন এক স্বতন্ত্র হিন্দুরাজ্যে। ভরতপুর হয়ে উঠল হিন্দু-জাগরণের এক মহাপীঠস্থান। যাই হোক, সেই পীঠস্থানে একটি কেল্লা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাঠ নেতা বদন সিংহ। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেন তাঁরই দত্তক পুত্র সূরজমল। এই সূরজমলকে বলা হত জাঠ ইউলিসিস। জাঠরা তাঁকে এতই মান্য করত যে, তাঁকেই কৃষ্ণের মানব-অবতার বলে মনে করত। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে দুর্গের প্রতিষ্ঠা দিবসে লোকে তাই সূরজমলকেই কৃষ্ণজ্ঞানে পুজো করেছিল। পোড়ামাটির এই দুর্গের প্রাচীর এতই মজবুত ছিল যে, কঠিন নিরেট এই দুর্গকে একসময় কামান দেগেও নষ্ট করা যায়নি। এই গড়েব পরিখা এখনও টলটলে জলে ভরা। এর গভীরতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট। অপূর্ব এই কেল্লার নির্মাণশৈলী। মোট আটটি বেষ্টনি আছে এই কেল্লাকে ঘিরে। তোরণ আছে দুটি। মুঘল আক্রমণে জর্জরিত সূরজমল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সব আক্রমণ প্রতিহত করে গেলেন দিল্লি পর্যন্ত। দিল্লি জয়ের প্রতীক হিসেবে নিয়ে এলেন মেহগনি কাঠের ওপর সোনা চাঁদির কাজ করা দুটি বিশাল দরওয়াজা। সেই দরওয়াজা বা পোল দুটিকে দিল্লির দিকেই মুখ করে লাগিয়ে দিলেন। পরে অবশ্য এ-দুটিকে নতুন করে বসিয়েছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী জওহর সিংহ। কেল্লার তোরণের পাশে দুটি বুরুজ আছে। একটির নাম জওহর বুরুজ, অন্যটি ফতে বুরুজ। এই বুরুজটি নির্মাণ করা হয়েছিল ভরতপুর যুদ্ধে, ১৮০৫ সালে ইংরেজদের পরাজয়ের প্রতীক হিসেবে। রঞ্জিত সিংহের সময় লর্ড লেক বারবার ভরতপুর আক্রমণ করেন। অবশেষে হারস্বীকার করে সন্ধিস্থাপন করেন। তখনই এই দুর্গের নাম দেওয়া হয় সিটি অব ভিক্টরি। অর্থাৎ বিজয়নগর। এই সন্ধির সূত্র ধরেই ১৮২৬ সালে ইংরেজদের কৌশলে মুঘল ও ইংরেজের আক্রমণে লোহাগড় কেল্লা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।
ভরতপুরের পক্ষীনিবাস দেখা হল। লোহাগড়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জানা হল। এখন যা দেখার তা হল কেল্লার ধ্বংসাবশেষ।
কাঁকন বলল, "এই কেল্লার ধ্বসংস্তূপ দেখার আগে চলো সেকালের জাঠ রাজাদের মহলগুলো একবার দেখে আসি। সেগুলো কিন্তু আজও সংরক্ষিত।"
কেল্লার পেছনদিকেই এই মহল। কিশোরী মহল, খাস মহল, কোঠি খাস। যেমন মহল তেমনই তার জাফরির কাজ। কী সুন্দর।
ওরা যখন মহল দেখে কেল্লার ভগ্নপ্রাসাদে উঠতে যাচ্ছে তখন স্থানীয় দু'-একজন লোক বলল, "ক্যা দেখোগে ভাইসাব। কুছ ভি নেহি। ব্রেফ খণ্ডহর। ঝুটা আদমি কা ধান্দা চল রহা উধার।"
পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাদের কথার গুরুত্ব না দিয়েই সেই ভগ্ন কেল্লায় ঢুকল। কিন্তু কেল্লার ওপরের ছাদে উঠতে গিয়েই বাধা পেল ওরা। চারজন গুন্ডাকৃতির লোক সিঁড়ির মুখে বসে তাস খেলছিল। ওদের দেখেই

রক্তচক্ষু হয়ে বেজায় একটা ধমক দিল, "এই! ইধার ক্যা? যাও ভাগো।"
বাবলু বলল, "আমরা কেল্লা দেখতে এসেছি। আমাদের পথ ছাড়ো। সরে বোসো ওখান থেকে।"
"নেহি। উপর যানা মানা হয়।"
বাবলুরা তবু দাঁড়িয়ে রইল।
ওরা আরও রেগে বলল, "যাও বোলতে হেঁ, নেহি তো সবকো মার ডালুঙ্গা। হাজার চিল্লানেসে কোঈ ইঁয়া নেহি আয়েগা।" বলেই একটা রিভলভার তাগ করল ওদের দিকে।
আর যায় কোথা! আগুনে ঘি। শান্ত পঞ্চু অশান্ত হয়ে বিকট একটা চিৎকার করে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ছাদের ওপর থেকে একজন টিপ করে পড়ে গেল নীচে।
লোকটা বোধ হয় ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল ওদের। ভগ্ন প্রাসাদে পঞ্চুর কণ্ঠস্বর গমগমিয়ে উঠতেই আচমকা পড়ে গেছে সে।
বিলু, ভোম্বল ছুটে গেল লোকটির দিকে। ওপর থেকে পড়ে গিয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে লোকটি। শুধু কেঁপেই চলেছে থরথর করে।
বাবলু ততক্ষণে আক্রমণকারী লোকটির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে রিভলভারটা। তার ভেতরে যে কার্তুজগুলো ছিল সেগুলো পকেটে ভরে বলল, "এই রিভলভারের লাইসেন্স আছে? ডাকব পুলিশকে?"
লোকটি তো হতবাক!
এদিকে পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ে অস্থির হয়ে বাকি তিনজন পালাল সেখান থেকে।
বাচ্চু-বিচ্ছু আর কাঁকনও বীরদর্পে বুক ফুলিয়ে লোকটির পাশ কাটিয়ে উঠে গেল ওপরে।
তারপরই কাঁকনের উল্লসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মুন্না, মুন্না! বাবলু, বিলু, তোমরা শিগগির ওপরে এসো, মুন্না এখানে।"
বাচ্চু-বিচ্ছুর গলা শোনা গেল, "বাবলুদা, শিগগির এসো। রাজামুন্না এখানে।"
ওদের ডাক শুনেই বিলু, ভোম্বল দ্রুত ওপরে উঠে গেল।
বাবলু পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চু, তুই এই শয়তানটাকে দ্যাখ। আমি একবার চট করে ওপর থেকে ঘুরে আসছি।" বলেই বাবলুও অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওপরে উঠল।
কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা যা করবার তা করে ফেলেছে। অর্থাৎ বাচ্চু-বিচ্ছুকে জখম করেই কাঁকনকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এবং তাও ঘটে গেছে বিলু, ভোম্বল ওপরে ওঠার আগেই। কিন্তু কোথায় কাঁকন? ওকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা?
বিচ্ছুর ঠোঁটের পাশ দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। বাচ্চুর কপালে কালশিটের দাগ।
বিলু, ভোম্বল হতভম্ব।
বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী?"
বিচ্ছু অতিকষ্টে বলল, "দ্যাখো না, আমরা উঠে মুন্নাকে ওই ঘরের ভেতর দেখতে পেয়েই তোমাদের ডাকি। আর যেই না ডাকা অমনই পঞ্চুর তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই লোকগুলো ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের দুমদাম মেরেই কাঁকনকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।"
বাবলু, বিলু আর ভোম্বল তিনজনেই তখন সমবেত শক্তিতে দমাদ্দম লাথি মারতে লাগল সেই দরজায়।
বাবলু চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "কাঁকন, মুন্না, তোমরা কোথায়? সাড়া দাও।"
কিন্তু কে-ই বা দেবে সাড়া, কে-ই বা খুলবে দরজা?
ওরা লাথির পর লাথি মেরে চলল। কিন্তু না ভাঙল দরজা, না কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল।
বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই এই ঘরের ভেতর দিয়ে অন্য কোনও গোপন পথ আছে নীচে যাওয়ার। ওরা সেখান দিয়েই পালিয়ে গেছে।"
বাবলুর কথা শুনে বিচ্ছু হঠাৎ দূরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবলুদা, ওই, ওই যে ওরা। ওই পালিয়ে যাচ্ছে।"
ওরা দেখল কেল্লার পেছন দিকের ঢাল বেয়ে রাজামুন্না ও কাঁকনকে নিয়ে পালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা।
বাবলু চিৎকার করে ডাকল, "পঞ্চু-উ-উ-উ।"
এক ডাকেই নীচের লোকটিকে ছেড়ে ওপরে উঠে এল পঞ্চু।
বাবলু দুষ্কৃতীদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "শিগগির যা। ওরা যেন কোনওরকমেই পালাতে না পারে।"

শুধু বলাব অপেক্ষা। পঞ্চু তিববেগে ছুটল সেইদিকে। কিন্তু গেলে কী হবে? বাবলুবা দূব থেকেই দেখল অপহবণকাবীবা একটি অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেয়ে ওদেব দু'জনকে তাতেই উঠিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। পঞ্চু যখন গিয়ে পৌঁছল ওবা তখন নাগালেব বাইবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদেবও কেল্লা দেখা মাথায উঠল তখন।

এদিকে পঞ্চু যাকে পাহাবা দিচ্ছিল সুযোগ পেয়ে সেও তখন পলাতক।

শুধু নট নডনচডন হয়ে শুয়ে আছে সেই লোকটি, যে কিনা ছাদ থেকে পডে গিয়েছিল।

বাবলু লোকটিকে বলল, "তোমবা কাবা? আমাদেব ওই ছেলেটিকে তোমবা এখানে বেখেছিলে কেন?"

লোকটি ঠোঁট কাঁপাল। কিন্তু কিছু বলল না।

বাবলু বলল, "হয বলো, না হলে পুলিশ ডাকব।"

লোকটি বলল, "বা-ঘে-লা।"

'তোমবা কি বাঘেলাব লোক?"

লোকটি সে কথাব আব উত্তব দিতে পাবল না।

পঞ্চু তখন আবাব ফিবে এসেছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাবা পঞ্চুকে নিযেই দ্রুত কেল্লাব বাইবে এসে বড বাস্তায পৌঁছল। আজ বোধ হয হাটবাব। তাই প্রচুব লোকজন ছিল সেখানে।

এখানকাব বাসিন্দা একজন বাঙালি ভদ্রলোক ওদেব দেখে বললেন, "এত জাযগা থাকতে তোমবা কেন ওই ধ্বংসস্তূপে ঢুকেছিল বাবা? কতদিনেব পুবনো কেল্লা। কী সাপে কামডাল তা কে জানে?"

বাবলু বলল, "সাপ! কোথায সাপ? আমাদেব একটি ছেলে ও মেযেকে নিযে পালিযে গেলে ওই দুষ্কৃতীবা।'

'সে কী! ওবা তা হলে মিথ্যে কথা বলে অ্যাম্বুলেন্সটা নিযে চলে গেল?"

বাবলু বলল "প্লিজ হেল্প মি। আপনাবা কেউ দযা কবে আমাকে একটা স্কুটাবেব ব্যবস্থা কবে দিন। আমি ঠিক ধবে ফেলব ওদেব।

একজন কর্তব্যবত কনস্টেবল ছুটে গেল ওদেব দিকে। এসে বলল, "আমি এখনই থানায বিপোর্ট কবে দিচ্ছি। ওয়্যাবলেসেব মাধ্যমে সতর্ক কবে দেওযা হবে সব ট্র্যাফিককে। আব ওই অ্যাম্বুলেন্সেব নম্বব ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদেব ঘিবে তখন অনেক জটলা। ওবা ওদেব পবিচয দিযে সাহুজিব নাম কবতেই একজন ব্যবসাদাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব স্কুটাবটি বাবলুকে দিযে দিলেন। বাবলু একটুও দেবি না কবে অ্যাম্বুলেন্স যে পথে গেছে সেই পথে উধাও হযে গেল।

অচেনা শহব, অচেনা পথ। তাই পথচাবী এবং অন্যান্য সকলকে জিজ্ঞেস কবতে কবতে কুমহেব গেটেব কাছে একজায়গায ভিডেব মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সটিকে পডে থাকতে দেখল। আব দেখল আহত ড্রাইভাবকে স্থিব হযে বসে থাকতে।

বাবলু স্কুটাব বেখে ড্রাইভাবেব কাছে গিযে জিজ্ঞাসাবাদ কবে যা জানতে পাবল তা হল এই, ওবা তো সাপে কামডানো দুটি ছেলেমেযেকে হাসপাতালেব এমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে বলে অ্যাম্বুলেন্সে উঠল। কিন্তু খানিক আসাব পবই নিজমূর্তি ধবল ওবা। ড্রাইভাবকে বলল, "হাসপাতালে নয। আমবা যেদিকে যেতে বলব সেইদিকে চলো।" ওদেব মুখে ওই কথা শুনেই ড্রাইভাব বুঝল ওবা আসলে ছেলেমেযে দুটিকে চুবি কবে নিযে যাচ্ছে। সাপে কামডানোব কথাটা সম্পূর্ণ বানানো। তা ছাডা ছেলেমেয়েদুটোব ধস্তাধস্তিতেও বোঝা যাচ্ছে ওদেব ইচ্ছাব বিরুদ্ধেও ওবা জোব কবে ধবে নিযে যাচ্ছে ওদেব। ড্রাইভাব তাই কায়দা কবে একটা গাছেব গুঁডিব সঙ্গে ইচ্ছে কবেই ধাক্কা লাগিয়ে বিকল কবে দেয অ্যাম্বুলেন্সটাকে। ওবাও তখন ক্ষিপ্ত হযে ড্রাইভাবেব মাথায মোক্ষম একটা ঘা দিযে অন্য একটা গাডি নিযে পালিযে গেল। সে-গাডিব ড্রাইভাবকে যে চেঁচিযে বাবণ কববে সে-ক্ষমতাও তখন ছিল না ওব।

বাবলু ড্রাইভাবকে বলল "সে-গাড়িব নাম্বাবটা আপনি কি লক্ষ কবেছিলেন?"

ড্রাইভাব বলল, "না। আমি তখন চোখে অন্ধকাব দেখছিলাম।"

বাবলু আব কোনওদিকে না তাকিয়ে ড্রাইভাবেব নির্দেশিত পথ ধবেই উল্কাব গতিতে ধেযে চলল। ওই দুষ্কৃতীদেব যে-কোনও উপায়ে ধববাব জন্য জেদ চেপে গেছে ওব।

॥ ৯ ॥

বাবলুর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরও যখন সে ফিরে এল না, তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চুকে নিয়ে একটা অটোয় করে সাহুজির মকানে ফিরে এল।

সাহুজি ও যমুনাবাঈ হানটান করছিলেন ওদের জন্য। ওরা যেতেই ছুটে এলেন দু'জনে।

যমুনাবাঈ বললেন, "ক্যা সমাচার! কুছ খবর মিলি?"

বিলু বলল, "না।"

ভোম্বল বলল, "আপনাবা খবর পেলেন কী করে?"

সাহুজি বললেন, "তোমাদের বাবলু যে ব্যবসাদারের কাছ থেকে স্কুটার নিয়ে গেছে তিনি আমাব পরিচিত। তিনিই আমাকে সব জানিয়েছেন। আমার মুন্না যে এখানেই ছিল, তা যদি একবার জানতে পারতাম। যাক, আমিও থানায় খবর দিয়েছি। পুলিশ এল বলে।

কথা বলতে বলতেই পুলিশের লোকেরা এসে গেল।

বিলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল পুলিশকে। শুনে ইনস্পেক্টব বললেন, "মাত ঘাবড়াও। ও মিল যায়েগা।"

পুলিশ বিদায় নিলে বিলু বলল, "ওই অজ্ঞাত আততায়ীর ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেন আপনি?"

"হ্যাঁ, বদ্রীদাস বলেছেন, যে-লোকটা ওঁদের গুলি করেছিল সে নাকি বাঘেলারই লোক। একবার দেখেই উনি তাকে চিনেছেন। কেন না ওই লোক কোনও একসময় বদ্রীদাসের কাছেও এসেছিল।"

ভোম্বল বলল, "ওদেব শারীরিক অবস্থা এখন কীরকম?"

"শুনলাম ওবা দু'জনেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবার জন্য দ্রুত আরোগ্যলাভ করছে।"

বেলা অনেক হয়েছে। তাই কোনওরকমে স্নান-খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল ওবা। কিন্তু অনেক সাধ্যিসাধনার পরও পঞ্চুকে কিছুই খাওয়ানো গেল না।

বিচ্ছু বলল, "এই এক জ্বালা। বাবলুদা না থাকলে ওর মেজাজ ঠিক থাকে না। কোনও কিছুই মুখে দেয় না ও। অথচ এই প্রভুভক্ত জানে না যে, শরীরের সুস্থতার জন্য খাওয়াটা কত প্রয়োজন।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু বাবলুদা এখনও ফিবছে না কেন, কে জানে? এতক্ষণে তো ওর ফিরে আসা উচিত ছিল।"

বিলু বলল, "ও জেদ করে গেল বটে, তবু ওদের নাগাল কি পায়?"

ভোম্বল বলল, "ও যে কোনদিকে গেছে তাও তো জানি না। না হলে আমরাও যেতাম ওর খোঁজে।"

এমন সময় টেলিফোনটা হঠাৎ সশব্দে বেজে উঠল।

ফোন ধরেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সাহুজি। বললেন, "শয়তান! ডেভিল! তেরে ফান্দে মে ফাঁসনেবালা ম্যায নেহি হুঁ।... উয়ো লেড়কা মেরা হি হ্যায় অ্যায়সা শপুথ কৌন দেগা?... আবে ছোড়ো ইয়ার।... ও লেডকা নেহি চাহিয়ে মুঝে।" বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

বিলু বলল, "কার ফোন সাহুজি?"

সাহুজি কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পাবলেন না। সোফার ওপর ধপ করে বসে দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "বাঘেলার। এখন দশ লাখ নয়, বিশ লাখ চাইছে ও।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ। বলছে, আজই সন্ধের পর আলোয়ারের সিটি প্যালেসে শিস্‌মহলের ধারে সাগরের কাছে ওই টাকা নিয়ে আমি অথবা আমার কোনও লোক যেন অপেক্ষা করি। সেইখানেই বিনিময় হবে। আজ রাতের মধ্যে কেউ না গেলে কাল সকালে আমার রাজাকে ওরা কুমিরের মুখে ছেড়ে দেবে।"

শিউরে উঠল বিচ্ছু, "উঃ। কী শয়তান।"

বাচ্চু বলল, "ওরা যা বলেছে তা-ই করবে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই।"

বিচ্ছু বলল, "ওরা বাবলুদা বা কাঁকন কারও কথা কিছু বলল?"

"না।"

এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল বাবলু। বলল, "কে? কার কথা বলছিস তোরা?"

পঞ্চু তো সবার আগে ছুটে গিয়ে কোমরে জড়িয়ে ধরল বাবলুর।

সবাই বিস্ময়ে হতবাক!

সাহুজি বললেন, "তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে?"

"অনেক চেষ্টা করেও ওদের নাগাল না পেয়ে ফিরেই এলাম। আসার পথে যাঁর স্কুটার দিয়ে এলাম তাঁকে।"

বিলু বলল, "বেশ করেছিস। তুই সঙ্গে না থাকলে বুকে আমরা বল পাই না রে।"

বাবলু বলল, "গাড়িটার পিছু নিতে পারলে ছাড়তাম না ওদের। কিন্তু দেখতেই পেলাম না কোথায় কোনদিকে যে গেল ওরা। নিশ্চয়ই পুলিশের তাড়া খেয়ে অথবা ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "এইমাত্র বাঘেলার ফোন এসেছিল।"

বাবলুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল এবার। বলল, "মুক্তিপণের টাকা চাইছিল, তাই তো?"

"ঠিক তাই।"

বাবলু সাহুজিকে বলল, "আপনি রাজি হলেন?"

"না। আমি একেবারেই না করে দিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। এইরকম অবস্থায় হার্টটাকে শক্ত রাখবেন। ফোনে কী বলল ওরা?"

যা যা কথা হয়েছে, সাহুজি সবই বললেন।

বাবলু বলল, "ও আবার ফোন করবে এবং দশ লাখেই রাজি হবে। আপনি কিন্তু আর 'না' করবেন না। এককথায় রাজি হয়ে যাবেন। আপনার বদলে কিছু ফালতু কাগজের বাণ্ডিল-ভর্তি ব্রিফকেস নিয়ে আমরাই যাব।"

"তারপর?"

"তারপর বাঘে-বুলেটে লড়াই হবে সাগরতীরে।"

সাহুজি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখের দিকে।

একটু পরে গাড়ির ব্যবস্থা হতেই বিদায় নিল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

কী চমৎকার দেশ আলোয়ার। পড়ন্ত বিকেলের সোনার রোদে ঝলমল করছে এই কেল্লা-শহর। ওরা সেই শহরের মধ্যস্থলে জমজমাট জায়গায় খাণ্ডেলবালা ধর্মশালায় উঠল। এই ধরনের অভিযানে হোটেলের চেয়ে ধর্মশালাই বেশি নিরাপদ।

ধর্মশালায় পৌঁছে সাহুজির ড্রাইভারকে বিদায় জানাল ওরা।

পঞ্চু তো বেজায় খুশি এখানে এসে।

ধর্মশালার ম্যানেজারও দারুণ খুশি ওদের দেখে। রাজস্থানি ভাষা ও ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে যা উনি বললেন তা হল, "তোমরা সেই কলকাতা থেকে এখানে এসেছ ইতিহাস পড়ে কেল্লা দেখতে? এ বড়ই আনন্দের কথা। এখান থেকে তোমরা জয়পুর, যোধপুর চলে যাও। আরও অনেক কেল্লা দেখতে পাবে। তোমাদের সঙ্গে এই কুকুরটাকে নিয়ে আসার জন্য আমরা খুশি। কেন না আমরা রোজ ভোরে কুকুরকে ডালভাত খাওয়াই।"

বাবলুরা ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে এল।

আর বেশি সময় নেই। দিনের আলো থাকতে থাকতেই এই শহরের পথঘাটগুলো চিনে নিতে হবে। জেনে আসতে হবে সাগর কোথায়, শিশমহল কোনখানে।

ওরা ধর্মশালার সংলগ্ন একটা দোকানে বসে এক কাপ করে চা খেয়ে নিল। তারপর একটা টাঙ্গা ভাড়া করে চলল শিশমহল দেখতে। টাঙ্গায় যেতে যেতেই এর ইতিহাসও জানা হয়ে গেল। আসলে এইসব টাঙ্গাওয়ালাই এখানকার গাইড।

অনেক, অনেক আগে রাজপুতনার পূর্ব প্রান্তের এই শহর একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। ১৭৭১ সালে বরসিংহের বংশধর রাও প্রতাপসিংহ গড়ে তোলেন এই আলোয়ার শহর। রাজপুত ও মোঘল রীতিতে তৈরি এর প্রাসাদ ভবনগুলিও তাঁরই আমলে তৈরি। এই শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের গায়ে যে প্রাসাদে কাচের তৈরি শিশমহল আছে, তারই পেছনদিকে যে মনোরম জলাশয়, সেই জলাশয়ের নামই সাগর। সুন্দরী রাজপুত রমণীরা এই সাগরে জলক্রীড়া করে এর শোভা ও সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতেন। এই সাগরের পশ্চিমদিকে আছে কিছু ভগ্ন মন্দির আর দক্ষিণে রাজা বখতাওয়ারের সমাধি বা ছত্রী। দূরে পূজন বিহার

নামে একটি উদ্যান আছে। আর আছে শঙ্খ পাহাড়ের মাথায় একটি কেল্লা। আরও একটি ছোট পাহাড়ে মতি ডুংরি নামে একটা প্রাসাদও আছে। এখানকার মিউজিয়ামে আছে অমূল্য সব পাণ্ডুলিপি এবং মূল্যবান ছবির সংগ্রহ। শুক্রবার ছাড়া সবদিনই সেগুলো দেখা যায়। প্রায় ৭০০০-এরও বেশি পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ এখানে আছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অবশ্য এত কিছু দেখবার সময় এখন নেই। তাই মহল দেখে সাগরের পথঘাট চিনে বখতাওয়ার সিংহের ছত্রীর অতুলনীয় কারুকার্য দেখে সিটি প্যালেসের ভেতর দিয়ে ধর্মশালায় পৌঁছে ওদের প্রাথমিক কাজ শেষ করল।

বাবলু বলল, "লেনদেনের জন্য উপযুক্ত জায়গা ওরা একটা বের করেছে বটে! আত্মগোপন করবার ও পালিয়ে যাওয়ার মতো অত ভাল জায়গা আর হয় না।"

বিলু বলল, "এত যে পরিকল্পনা আমাদের, কিন্তু শেষপর্যন্ত ওরা যদি না আসে?"

বাবলু জোর দিয়ে বলল, "ওরা আসবেই। দশ লাখ কি মুখের কথা রে?" বলেই সকলকে নিয়ে একটি পাবলিক টেলিফোন বুথে গিয়ে সাহুজিকে ফোন করল বাবলু।

ফোন করে বেরিয়ে আসতেই সবাই বলল, "কী হল? কী বললেন সাহুজি?"

বাবলু বলল, "আমার অনুমানই ঠিক। আমরা চলে আসবার পরই ফোন করেছিল বাঘেলা। এবং দশ লাখেই রাজি হয়েছে সে। সাহুজি জানিয়ে দিয়েছেন ওঁর অসুস্থতার কারণে আমরা ওই টাকা নিয়ে যাচ্ছি। বিনিময় ওখানেই হবে। আর এই ব্যাপারে পুলিশকেও কিছু জানানো হয়নি।"

বিলু বলল, "সময়টা?"

"রাত দশটা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের উল্লাস দেখে কে? ওরা আনন্দের উচ্ছ্বাসে পায়ে হেঁটেই আলোয়ার শহরটাকে চষে বেড়াতে লাগল এবার।

বাবলু বলল, "মুন্নার ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু কাঁকনটা গেল কোথায়? কোনওরকমে ওদের একটাকেও যদি কবজা করতে পারি তা হলে ঠিক জেনে নেব কাঁকন কোথায় আছে।"

ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু এক-একবার খুব ভয় করছে।"

বাবলু বলল, "ভয় কী? বুকভরা সাহস রাখবি। মৃত্যুভয় কখনও করবি না। নার্ভাস হবি না একবারও। তা হলেই দেখবি জয় অনিবার্য।"

বিলু বলল, "তুই তা হলে রেডি তো?"

"রেডি মানে? পুরোপুরি তৈরি একেবারে। মনে মনে ছকও আমার কষা হয়ে গেছে কীভাবে কী করব। এখন আমার হাতে শুধুই পিস্তল নয়, লোহাগড় কেল্লায় সেই দুষ্কৃতীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সেই রিভলভারটাও আছে। ওদেরই অস্ত্রে ওদেরকে বধ করব আজ। অবশ্য প্রয়োজন যদি হয়।"

বিচ্ছু হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজাটাই হয় তা হলে।"

এরপর অনেকক্ষণ ধরে ওরা চারদিকে ঘুরে একটা দোকানে বসে রাতের খাওয়া সেরে ব্রিফকেসটা সঙ্গে নিয়ে সবার নজর এড়িয়ে সাগরের কাছে এল। বেশ ভালরকম ঠান্ডা পড়েছে। পথঘাট তাই সুনসান।

ওরা যখন এসে পৌঁছল রাত তখন ন'টা। পূর্ণিমা এগিয়ে আসছে। তাই জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসছে চারদিক। দূরের পাহাড়ের মাথার ওপরের দুর্গ থেকে নীচের প্রাসাদমালা সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কী অপরূপ। ইতিহাসের সেই সুবর্ণ যুগে এর শোভা না জানি আরও কত সুন্দর ছিল।

এখানে এসে বাবলুর পরামর্শমতো ওরা তিনভাগে ভাগ হয়ে গেল।

সাগরের পেছনদিকে যে বিচিত্রবর্ণা পাহাড় আছে সেইদিকে মুখ করে ব্রিফকেস নিয়ে বসে রইল বিলু আর ভোম্বল।

বাচ্চু-বিচ্ছু একপাশে প্রাসাদের গা ঘেঁষে ছায়ান্ধকারে লুকিয়ে রইল পঞ্চুকে নিয়ে।

আর বখতাওয়ার সিংহের ছত্রীর ওপর যে ছোট ছোট বুরুজগুলো আছে বাবলু সেখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে দূরের দিকে লক্ষ রেখে রিভলভার তাগ করে রইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল বিলু ও ভোম্বলের দিকে। ওরাও অবশ্য নিরস্ত্র নয়। দু'জনের কাছে আত্মরক্ষার জন্য ধারালো যে দুটো অস্ত্র আছে, পিস্তল-রিভলভারের চেয়ে তাও বড় কম নয়।

এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বাবলুর ঘড়িতে রাত দশটা বাজল।

ওই, ওই আসছে ওরা। প্রায় পাঁচ-ছ'জন। মুখে ফেট্টি বাঁধা দুর্ধর্ষ বাঘেলার চর। কী ভীষণ তাদের চেহারা। হালফিলের ডাকাতরা এখন জাতে উঠেছে। বন্দুকের চেয়ে পিস্তল-রিভলভার ব্যবহার করছে বেশি, আর ঘোড়ার বদলে মোটরবাইকে চড়ছে। শুধু ঘন অরণ্যে ও পার্বত্য পথে যেখানে বাইক যাবে না সেখানেই ঘোড়ায় চাপছে ওরা।

বাঘেলার অনুচররা মোটরবাইকে এসে একপাশে বাইক রেখে এক এক করে এগিয়ে এল বিলু ও ভোম্বলের দিকে।

সবে কয়েক পা এসেছে এমন সময় ভীষণ কঠিন গলায় বিলু বলল, "ব্যস। আউর আগে মাত বাঢ়ো।"

সে কী কণ্ঠস্বর বিলুর। ওর এমন ভারীক্কী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বাবলুও পরিচিত নয়।

অমন দুর্ধর্ষ ডাকাতরাও কেমন যেন থমকে গেল। বিলুর কথায় থমকে দাঁড়িয়ে ওদেরই একজন বলল, "রুপিয়া লায়া?"

"ও লেড়কা কিধার?"

"বাদ মে মিলেগা।"

"তব ধান্দা ছোড় দো। যাও হটো হিঁয়াসে।"

"পহলে রুপিয়া দে দো। উসকে বাদ লেড়কা মিলেগা।"

বিলু বলল, "নেহি। আগে মিলে রাজা তব রুপিয়া লে যা।"

"আরে ভাই কিঁউ অ্যায়সা ড্রামা কর রহে তুম? ও লেড়কা সিলিশের মে হ্যায়। রুপিয়া দে দো ঔর হমারা সাথ চল।"

বিলু আর ভোম্বল একজোটে সাগর কাঁপিয়ে, প্রাসাদ কাঁপিয়ে কেল্লা কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

ওরা বলল, "আরে রুপিয়া দে দো না। নেহি তো বাঘেলা মার ডালেগা ও লেড়কাকো। মগরমচ্ছিকো খিলা দেগা।"

ভোম্বল বলল, "তাতে আমাদের কী যায় আসে?"

বিলু বলল, "আরে নির্বোধের দল, তোমাদের চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধি রাখি আমরা। আমরা এত বোকা নই যে, সাহুজির দেওয়া ওই দশ লাখ টাকা তোমাদের হাতে তুলে দেব। ওর থেকে পাঁচ লাখ টাকা আমরা পাঁচজনে হজম করে দিয়েছি। এই ব্রিফকেসে আছে পাঁচ লাখ টাকা। এর থেকেও আমরা কমিশন চাই। এখন যাও, গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো তোমাদের বাঘেলাকে। তার সঙ্গেই আমাদের বোঝাপড়াটা হবে।"

এবার দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে দু'জন দস্যু ছুটে এল ওদের দিকে।

ব্রিফকেসটা ছিল ভোম্বলের হাতে। সে তখনই সেটা ছুড়ে দিল সাগরের জলে। দিয়ে বলল, "যা, উঠা কর লে যা।"

কী ভীষণ রেগেছে তখন ওরা।

একজন তো টাকার লোভে ব্রিফকেস নেওয়ার জন্য ওই ঠান্ডাতেও লাফিয়ে পড়ল সাগরের জলে। আর একজন ওদের দিকে রিভলভার তাগ করতেই অন্ধকারের আতঙ্ক পঞ্চু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। পঞ্চুর ভার সামলাতে না পেরে সিঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে। তারপর গড়িয়ে পড়ল সাগরের শীতল জলে।

বাকি ছিল আরও চারজন। তারা যে কে কী করবে তা ভেবে পেল না। হঠাৎ বুদ্ধি করে ওদেরই একজন পঞ্চুর দিকে রিভলভার তাগ করতেই ছত্রীর ওপর থেকে বাবলুর পিস্তলও গর্জে উঠল। ঢিসুম।

গুলি লাগল লোকটির কাঁধে। যেই না লাগা অমনই ম্যাজিক। ওরা সেটাকে পুলিশের আক্রমণ মনে করে আর পালটা আক্রমণ না করেই বাইক নিয়ে চোঁ চাঁ ধাঁ।

বাবলুও মনে মনে এইরকমই চাইছিল। তাই ছত্রীর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে অন্য একটি বাইক নিয়ে ভীষণ বেগে ধেয়ে গেল ওদের দিকে।

ততক্ষণে গুলির শব্দে কেল্লা ও প্রাসাদের সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটে এসেছে হইহই করে। ওরা বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখে সব শুনে সাগরের জল থেকে টেনে তুলল দুই দুষ্কৃতীকে। তারপর মারতে মারতে নিয়ে চলল থানায়।

পঞ্চু তখন চিৎকারে মাত করে দিয়েছে চারদিক।

॥ ১০ ॥

এদিকে বাবলু ভীষণ বেগে তাড়া করল ওদের। যদিও ব্যবধান অনেক, তবুও হাল ছাড়ল না। রাতের অন্ধকারে শহর কাঁপিয়ে একসময় পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল ওরা। যে-লোকটির কাঁধে গুলি লেগেছিল, সে ছিল সবার পেছনে। যেতে যেতে লোকটা করল কী, হঠাৎ ঘুরে তাকিয়েই বাবলুকে লক্ষ করে একটা গুলি করল।

ওর মতলব বুঝতে পেরে আগেভাগেই সরে গিয়েছিল বাবলু। তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল।

গুলিটা ফসকে যেতেই বাবলু মরিয়া হয়ে উঠল প্রতিশোধ নিতে। সে তখন বাইকের গতি আরও বাড়িয়ে পেছনদিক থেকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, বাইক সমেত ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে একটি গাছের সঙ্গে লেপটে গেল লোকটি।

বাকিরা তখন উধাও।

বাবলু বাইক থামিয়ে লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "লিসন ফ্রেন্ড! উই আর নট ইয়োর এনিমি। আমাদের মারতে গিয়েই তুমি নিজে মরেছ, অতএব—।"

লোকটির কথা বলারও শক্তি নেই তখন। তবু একটু দম নিয়ে আস্তে করে বলল, "তুম বঙ্গাল কা?"

"হ্যাঁ।"

"এই অজানা মুলুকে রাতের অন্ধকারে একা তুমি আমার পিছু নিতে গেলে কেন? আমরা লোক ভাল নই।"

"আমি তোমাদের সঙ্গে সংঘাত করতে আসিনি। শুধু ওই ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। ওরা কোথায়?"

"সিলিশেরে।"

"সেই জায়গা এখান থেকে কতদূর?"

"আর এক কিলোমিটারও নেই। ওখানে একটা লেকের ধারে প্রাসাদ দেখতে পাবে। সেই প্রাসাদের একটি ঘরে বন্দি আছে ওরা। কিন্তু বাঘেলার নজর এড়িয়ে ওখানে তুমি যাবে কী করে? এখনও সময় আছে। যদি ভাল চাও তো ফিরে যাও।"

বাবলু বলল, "আমার প্রাণ যায় সেও ভাল। তবু ওদের না নিয়ে আমি ফিরব না।"

এত কষ্ট সত্ত্বেও লোকটি এবার ঘুরে তাকাল বাবলুর দিকে। বাবলুও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। লোকটিকে গাছের কাছ থেকে সরিয়ে এনে বসিয়ে দিল একপাশে।

লোকটি মৃদু হেসে বলল, "তবে সাবধানে যাও। এই সিলিশেরে বাঘেলা আর সরিসকা জঙ্গলের শের দুই-ই এখন তোমার শত্রু। আর ওই যে লেকের জল, ভুলেও যেন ওতে নেমো না, বা হাত দিতে যেয়ো না। মরণ তা হলে ঘনিয়ে আসবে। শত শত কুমির পোষা আছে ওখানে।"

বাবলু বলল, "থ্যাঙ্কস।" বলে লোকটির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল সিলিশেরে।

এখানকার প্রকৃতি দেখে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল বাবলু। মধ্যরাতের জ্যোৎস্নাধারায় সিলিশের লেকের ধারে সেই প্রাসাদ যেন স্বপ্নপুরী মনে হল ওর কাছে। অনেকক্ষণ সেই প্রাসাদটির দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে বাবলু বুঝতে পারল এই মুহূর্তে ওই প্রাসাদের দিকে পৌঁছনো ওর পক্ষে অসম্ভব। কেন না একটিই মাত্র সহজ-সরল পথ ছাড়া ওখানে যাওয়ার আর কোনও রাস্তা নেই। এবং এই পথ ধরে এগোতে যাওয়া মানেই স্বেচ্ছায় এক মর্মান্তিক মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া।

বাবলু তাই হঠাৎই অন্যরকম একটু চিন্তার পর বাইকটাকে একপাশে রেখে প্রাণান্তকর একটি চিৎকার করে ঘনপত্রবিশিষ্ট একটি গাছে উঠে লুকিয়ে রইল পাতার আড়ালে।

ওষুধে কাজ হল। একটু পরেই দেখা গেল মূর্তিমান বিভীষিকার মতো কে যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে প্রাসাদের ভেতর থেকে। সঙ্গে আসছে তিনজন বডিগার্ড। সেই তিনজন। আলোয়ার থেকে যারা তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছিল।

সেই ভয়ংকরের দিকে তাকিয়ে বাবলুর মনে হল, এই সেই কুখ্যাত বাঘেলা নয় তো? উঃ, কী ভয়ানক। যেমন লম্বা, তেমনই কালো, তেমনই বিকট চেহারা। এত লম্বা মানুষ হয়? লোকটার দুটো চোখই যেন বাঘের মতো জ্বলছে। বাঘেলা ছাড়া এ আর কেউ নয়।

একসময় ওরা এসে থমকে দাঁড়াল।

সঙ্গীদের একজন বলল, "জরুর শের নে উঠা লিয়া।"

গম্ভীর গলায় বাঘেলা বলল, "ও তিনো আভিতক আয়া নেহি কিঁউ?"

"মালুম হোতা হ্যায় কী ও পাকড়া গয়া।"

"ঠিক হ্যায়। আউর ইধাব ঠাহারনা ঠিক নেহি। আভি পুলিশ আ যায়েগা।"

এমন সময় দূর থেকে ক্ষীণ একটু গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে সচকিত হয়ে উঠল সবাই।

বাঘেলা ওর সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে বলে নিজে স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে রইল পথ রোধ করে।

ওর সেই ভয়াবহ মূর্তির দিকে তাকিয়ে বাবলু বুঝতে পারল এই চেহারার জন্যই সে লোকালয়ে বের হতে পারে না। কেন না পথেঘাটে ওকে দেখলেই যে কেউ চিনে ফেলবে। ফলে ধরা পড়তেও সময় লাগবে না বেশিক্ষণ। কিন্তু এখন একে লঙ্ঘন করে ওই প্রাসাদের দিকে ও যায় কী করে? এই মুহূর্তে একটা গুলিতে ওর খুলি ফুটো করে দিতে পারে। কিন্তু ওই বিরল প্রজাতির নরদেহকে ধ্বংস করতে মন কি চায়?

এমন সময় হঠাৎই জঙ্গলের ভেতর থেকে ভয়ংকর একটা দাপাদাপি, ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি ও সেইসঙ্গে পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক কানে এল ওর। তার মানে ওরা এসে গেছে। এই ভয়ংকর নির্জনে ও আর একা নয়। আশায়, আনন্দে বাবলুর বুক ভরে উঠল তাই।

সে কী দারুণ চিৎকার পঞ্চুর। আর সে কী ভীষণ তাড়া। ওর সেই তর্জন গর্জনে বাঘও চমকে যাবে বোধ হয়। বাঘেলাও চমকে উঠল তাই। সে এবার দারুণ হিংস্র হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছুটে গেল আতঙ্কের মোকাবিলা করতে।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ?

পরক্ষণেই দেখা গেল স্টেনগান ফেলে রেখে ওই বিশাল শরীর নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে সে। আর ক্রুদ্ধ পঞ্চু আঁচড়ে কামড়ে এমন করছে যে, পারলে তাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলে।

বাবলু চিৎকার করে বলল, "শাবাশ পঞ্চু। জিয়ো জিয়ো।" বলেই গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল ঝুপ করে। তারপরই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল প্রাসাদের দিকে।

দরজা খোলাই ছিল। তাই ছুটে ভেতর ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগল বাবলু। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। না মুন্না, না কাঁকন। কেউ না। এমনকী, রক্ষী, প্রহরীও না। অবাক হয়ে গেল বাবলু। এইরকম জায়গায় এমন সুরক্ষিত প্রাসাদে বাঘেলার মতো এমন হিংস্র প্রাণী বাসা বাঁধে কী করে? পুলিশ প্রসাশন কি জানতে পারে না?

হঠাৎই ওপরের একটি ঘরের কাছে এসে দরজার শিকল খুলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল কাঁকন। বাবলুকে দেখে সবিস্ময়ে সে বলল, "এ কী বাবলু! তুমি এখানে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ আমি। আমরা সবাই এসে গেছি মুন্না কোথায়?"

"জানি না। দুপুর থেকেই একা আমি এই ঘরে বন্দি আছি। উঃ, কী সাংঘাতিক লোকের খপ্পরে যে পড়ে গেছি তা কী বলব! সিলিশেরের এই ঐতিহাসিক প্রাসাদ এখন সরকারি ভবন। শয়তানরা এসেই এখানকার সমস্ত লোকজনকে মেরেধরে হাত-পা বেঁধে ঢুকিয়ে দিয়েছে গুমঘরে। টেলিফোন বিকল করেছে। আর এখানকার মূল্যবান সংগ্রহ চুরি করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। কোনও ট্যুরিস্টকে ধারেকাছেও আসতে দিচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "যাই করুক না কেন, এবার ওদের খেলা শেষ। আমরাই ওদের মুক্তি দেব। আগে চলো যেভাবেই হোক মুন্নাকে খুঁজে বের করি।"

এমন সময় বাচ্চু আর বিচ্ছুর চিৎকার কানে এল ওদের। ওরা দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদের ছাদে উঠে যে দৃশ্য দেখলে তাতে দারুণ ভয় পেয়ে গেল। ওরা দেখল বাঘেলার সেই সঙ্গীরা বাচ্চু আর বিচ্ছুকে ধরে টানতে টানতে লেকের দিকে নিয়ে আসছে। লেকের জলে সারি সারি স্পিডবোটগুলো যেখানে বাঁধা আছে সেইদিকেই নিয়ে আসছে ওরা। ওদের মতলবটা কী? ওরা কি ওদের পাচার করবে কোথাও? না কি ফেলে দেবে লেকের জলে, যেখানে শয়ে শয়ে কুমির জ্যান্ত মানুষকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ওত পেতে আছে!

কিন্তু বিলু কই? ভোম্বল কই? ওরা নেই কেন?

পঞ্চু তখন বাঘেলাকে ছেড়ে ছুটে গেছে বাচ্চু-বিচ্ছুকে উদ্ধার করতে।

সেই সুযোগে বাঘেলা লাফিয়ে একটি স্পিডবোটে গিয়ে উঠল। অমনই ছাদের ওপর থেকে বাবলুর রিভলভারও গর্জে উঠল ঢিসুম।

আর্তনাদ করে উঠল বাঘেলা। গুলিটা ওর বুকে না লেগে ডানদিকের পায়ে লেগেছে।

এদিকে ক্রোধান্ধ পঞ্চু তখন ভয়ংকর মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই তিনজনের ওপর। একজন তো টাল সামলাতে না পেরে প্রাণান্তকর একটা চিৎকার করে ছিটকে পড়ল লেকের জলে। সেই যে পড়ল, আর তাকে উঠতে হল না। তার আর্তনাদ চারদিকে ধ্বনিত হওয়ার আগেই পাদুটো কামড়ে কীসে যেন সুড়সুড় করে টেনে নিল গভীর জলে। আর বাকি যে দু'জন ছিল, বাঘেলার নির্দেশে তারা করল কী, বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়েই সেই জায়গা থেকে লাফ দিল স্পিড বোটের মাথায়।

স্পিড বোটের ভেতর থেকে বাচ্চু-বিচ্ছু চিৎকার করতে লাগল, "পঞ্চু, পঞ্চু-উ।"

পঞ্চু তখন দারুণ হাঁকডাকে মাত করে দিল চারদিক। কিন্তু দিলে কী হবে? ওরা তখন নাগালের বাইরে।

সিলিশের লেকের ধারে সেই স্বপ্নময় প্রাসাদের ছাদে কাঁকন আর বাবলু অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ছাদ থেকে নেমে ডেকে নিল পঞ্চুকে।

বাবলুর মন দুশ্চিন্তায় ভরে উঠল।

কাঁকনকে সে উদ্ধার করেছে ঠিকই, কিন্তু মুন্না কোথায়? মুন্না নেই কেন? শুধু মুন্নার জন্যই তো ওদের এই অভিযান। মুন্না নেই। বিলু, ভোম্বল নেই। বাচ্চু-বিচ্ছুও বাঘেলার খপ্পরে। গুলিখাওয়া বাঘ আর বাঘেলা তো একই ব্যাপার। সে কি আস্ত রাখবে ওদের? মনে হয়, না। বাবলুর চোখদুটো জলে ভরে এল। তবুও মনকে দুর্বল না করে ভগবানকে ডেকে নতুন উদ্যমে বুক বাঁধল বাবলু।

এরপর পঞ্চুকে নিয়ে তোলপাড় করতে লাগল প্রাসাদের চারদিক। অবশেষে পাতালঘরের সন্ধান মিলল। পঞ্চুই খুঁজে বের করল রক্ষী ও অন্যান্য বন্দি কর্মচারীদের।

সারাটা দিনের পর মুক্ত হয়ে সে কী আনন্দ সকলের! বাবলু আর কাঁকনের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত রইল না। তেমনই খাতির পেল পঞ্চু। পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করল সকলে। তারপর বাবলুর মুখে সব কথা শুনেই লাঠি, সড়কি, বন্দুক, বল্লম নিয়ে জঙ্গল তোলপাড় করতে চলল।

সবার আগে চলল পঞ্চু।

এদিক সেদিক করতে করতে হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে একটা ঝুপড়ির কাছে এসে দারুণ হাঁকডাক করতে লাগল পঞ্চু।

ওর চেঁচানিতে ভয় পেয়ে একটা বামন দৌড়ে পালাতে গিয়েই সে এক কেলেঙ্কারি। পঞ্চুর তাড়া খেয়ে বামনটা কখনও নাচে, কখনও ছোটে, কখনও ডিগবাজি খায়, কখনও লাফায়। কখনও-বা খিলখিল করে হাসে। পঞ্চুও মজা পেয়ে ওর সঙ্গে মেতে ওঠে এক আজব খেলায়।

ওরই ঘরের ভেতর হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেল বিলু আর ভোম্বলকে।

বাবলু তখনই ওদের বন্ধনমুক্ত করে বামনটার চুলের মুঠি ধরে ঘা-কতক দিতেই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করে দিল সে, "ওরে হতচ্ছাড়াগুলো, আমি তোদের কী করেছি যে, আমাকে তোরা মারছিস? আমি বেঁটে মর্কট বলে কি যার যা ইচ্ছে তাই করবি? লাথি খা না তোরা, লাথি খা।"

কাঁকন বলল, "এই, একদম গালাগালি দিবি না।"

"না, দেবে না। কে রে আমার লবাবপুত্তুর রে। বেশ করব গালাগালি দেব। লাথি খা, লাথি খা।"

এবার কাঁকনও থাপ্পড় দিল একটা। বলল, "তোর ঘরে এই ছেলেগুলো এল কী করে? কারা রেখে গেল?"

"কারা আবার? প্রায়ই যারা রেখে যায়, তারাই। আমাকে বলে গেছে যতক্ষণ না এদের নিয়ে যাওয়া হয় ততক্ষণ পাহারা দিতে।"

"ওদের চিনিস তুই?"

"চিনব না আবার? আমাকে মারধর করত, গালাগাল দিত, বেঁধে রাখত, বাঘেলার লোক ওরা। এখানে পালিয়ে এসেও ওদের হাত থেকে রেহাই নেই। ঠিক একদিন চোখে পড়ে গেলাম ওদের। ওরা আমাকে প্রায়ই শাসায় আবার আমাকে প্রেতপাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে বলে। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভাই সারাজীবন জেলে থাকতে রাজি আছি, যমের বাড়িও যেতে রাজি আছি। কিন্তু ওই প্রেতপাহাড়ে আর নয়।"

বাবলু বলল, "প্রেতপাহাড়? সেটা আবার কোথায়?"

"কেন হে? মরণের দশা ঘনিয়ে এসেছে বুঝি? আবার প্রেতপাহাড়ের খোঁজ কেন? ও তোমাদের যাওয়ার জায়গা নয়।"

বাবলু বলল, "তোর নাম কী?"

"আমার নাম ওস্তাদ পেড্রো। বাড়ি ছিল কলকাতার কালীঘাটে। ওখানে রুজি-রোজগার ভাল না হওয়ায় কাশীতে চলে এসেছিলাম। আমদানিও মন্দ হচ্ছিল না। হঠাৎ কয়েকজনের পাল্লায় পড়ে জয়পুরে চলে এলাম। বাজার এখানে বড়ই মন্দা। গোবিন্দজির মন্দিরের সামনে সারাদিন বসে থেকেও দু'টাকার বেশি ভিক্ষে জুটত না। এর ওপর দুটো বখাটে ছেলে প্রায়ই আমার পয়সা চুরি করত, গায়ে পানের পিক দিত, তাই একদিন খুব গালাগালি করলাম ওদের। তারপরই তারা রেগে গিয়ে ওই শকুনের বাচ্চাগুলোর হাতে তুলে দিল আমাকে। চোর, জোচ্চোর, শয়তান ডাকাতগুলো আমাকে প্রেতপাহাড়ের মাথায় বসিয়ে দিয়ে পালাল। তারপর এমন জ্বালাতন শুরু করল যে, একদিন একটা লরির পেছন ধরে পালিয়ে এলাম এখানে। কিন্তু এখানে এসেও নিস্তার নেই রে ভাই, ওরা এখানে আসে, খারাপ কাজ করে আর মাঝে মাঝে আমাকে শাসিয়ে যায় আবার প্রেতপাহাড়ে রেখে আসবে বলে।"

বাবলু তখন সকলের সাহায্যে বিলু, ভোম্বলকে প্রাসাদে নিয়ে এল। বামনটাও এল সঙ্গে। শুধু সেই লোকটির কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। যে কিনা গুরুতর আহত অবস্থায় অরণ্যের অন্ধকারে গাছতলায় পড়ে ছিল।

প্রাসাদে ফিরে এসে সবাই মিলে হাতাপাতি করে একটু ডাল-রুটি বানিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিল এবার। বাবলুরাও ক্ষুধার্ত ছিল। তাই পেটভরে খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হল সবাই।

এখন সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা।

বামনটা ওদের সব কথা শুনে বলল, "তোমরা ওই মুন্না আর বাচ্চু-বিচ্ছুর জন্য চিন্তা কোরো না। ওরা ওই প্রেতপাহাড়েই নিয়ে গিয়ে রাখবে ওদের। এ ছাড়া আর কোনও চুলো ওদের নেই। ওই পাহাড়ের পেছনদিকের জঙ্গলে ওদের বাস। আমি যেভাবে রাস্তা বলে দেব ঠিক সেইভাবে কাল সকালেই চলে যেয়ো তোমরা। তা হলেই ওদের পেয়ে যাবে।"

কাঁকন বলল, "পেড্রো ঠিক কথাই বলেছে। এখন মনে হচ্ছে মুন্নাকে তো আমার সঙ্গে আনেনি। লোহাগড় কেল্লা থেকে বেরোনোর পর যে অ্যাম্বুলেন্সে আমরা আসছিলাম তার ড্রাইভার ছোটখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটালে ওরা অন্য একটা গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। পরে পুলিশের তাড়া খেয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে পড়ে ওরা। সেখান থেকেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাই। আমাকে নিয়ে আসে সিলিশেরে আর মুন্নাকে হয়তো পাঠিয়ে দেয় প্রেতপাহাড়ে।"

বামন বলল, "আমি যা বলি তা ঠিকই বলি।"

বাবলু বলল, "তাই যেন হয়। ওদের যেন উদ্ধার করতে পারি।" বলে বিলুকে বলল, "আচ্ছা, তোরা হঠাৎ ওদের খপ্পরে পড়ে গেলি কী করে?"

বিলু বলল, "আর বলিস না রে ভাই। তুই চলে আসবার পর ওই দু'জনকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আমরা তো ওখান থেকে চলে এলাম। হঠাৎ একটা জিপ দেখতে পেয়ে তার ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বললাম আমাদের বিপদের কথা। সিলিশেরের নাম তো ওদের মুখেই শুনেছিলাম। ড্রাইভারও বলল, ওই সিলিশেরের আনাচে-কানাচে কিছু দুষ্কৃতীকে প্রায়ই দেখা যায়। এমনকী চার-পাঁচটি মোটরবাইককে একটু আগেই ওদিকে ঝড়ের বেগে ছুটে যেতে দেখেছে। সেইসঙ্গে দেখেছে একটি ছেলেকেও। আমরা ওই ছেলেটির সন্ধানে যাব বলে ড্রাইভারকে রাজি করিয়ে একশো টাকা অগ্রিম দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলে এলাম। হঠাৎ দেখি, এক জায়গায় একটি মোটরবাইক কাত হয়ে পড়ে আছে। আর ওই দুষ্কৃতিদের একজন 'উঃ আঃ' করছে। আমরা জিপ থামিয়ে যেই না তার কাছে গেছি অমনই একটা চিতাবাঘ গাছ থেকে লাফিয়ে লোকটাকে মুখে নিয়ে চলে গেল। জিপের ড্রাইভার আর এক মুহূর্ত না থেকে জিপ নিয়ে পালাল। আমরা দুঃসাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে চললাম। এমন সময় বাঘেলার লোকরা এসে আক্রমণ করল আমাদের। পঞ্চু তো হাল খারাপ করে দিল ওদের। বাচ্চু, বিচ্ছু হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে তাড়া করল। আমাদের কাছে ছোরা ছিল, আমরাও তাই নিয়ে আক্রমণ করলাম। ওদের একজনের হাতে রিভলভার ছিল, সেটা কেড়ে নিলাম। পঞ্চু তখন ভয়ংকর একজনকে তাড়া করলে ওরা আমাদের দু'জনকে আধমরা করে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল ওই ঝুপড়ি ঘরে। তারপর তো তোরা এলি।"

সব শুনে নির্বাক হয়ে বসে রইল বাবলু।

একসময় কাঁকন বলল, "সত্যি, কী সুন্দর জায়গা, অথচ কী না হয়ে গেল এখানে! তোমরা এর সৌন্দর্যই দেখেছ, কিন্তু ইতিহাস তো জানো না।"

বিলু, ভোম্বল বলল, 'আমরা কিছুই দেখিনি। কিছুই জানি না।"

কাঁকন উৎসাহিত হয়ে বলল, "তা হলে চলো, ছাদে চলো সবাই। ওইখানে বসেই তোমাদের কাহিনী শোনাব।"

বামন বলল, "এই ঠান্ডায়?"

বাবলু বলল, "ঘুম যখন হবে না তখন ঘরে থেকে লাভ নেই। চলো, ছাদেই চলো। চাঁদের আলোয় চারদিকের শোভা সৌন্দর্য ও উপভোগ করতে পারব তবু।"

ওরা সবাই ছাদে এল।

বিলু আর ভোম্বলের বিস্ময়ের শেষ রইল না।

কাঁকন শুরু করল গল্প বলা। সে এক সুমধুর কাহিনী—

"তোমরা তো আলোয়ার গেছে, সেখানে বেণী সিংহের বিন্নি বিলাস দেখে এসেছ নিশ্চয়ই? ওই বেণী সিংহের বংশধর মঙ্গল সিংহ। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। একবার আলোয়ার থেকে সরিসকার জঙ্গলে শিকার করতে এসে পথ হারিয়ে বনে বনে ঘুবতে থাকেন মঙ্গল সিংহ। এইভাবে ক্রমশ বেলা পড়ে আসে। দারুণ তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খুঁজতে থাকেন তিনি। কিন্তু এই পাহাড়-জঙ্গলে জল কোথায়?

"অবশেষে এক জায়গায় এসে একটি পর্ণকুটির তিনি দেখতে পেলেন। কিন্তু কোনও মানুষজনের দেখা পেলেন না। তাই ঘোড়ায় চেপে একটু উচ্চস্থানে উঠে উঁকি দিয়ে দেখেন সেই কুটিরে এক তরুণী ভিল-কন্যা ছাড়া আব কেউ নেই। রাজা তখন বেড়া-পাঁচিলের আগল ঠেলে ভেতরে ঢুকে সেই তরুণীব কাছে পানি প্রার্থনা করলেন।

তরুণী ভয় পেয়ে বলল, "কে আপনি?"

"'আমি এদেশের রাজা মঙ্গল সিংহ। বড়ই তৃষ্ণার্ত। আমাকে একটু জল দাও।"

"স্বয়ং মহাবাজ এই দীন দরিদ্র ভিল কুটিরে পা দিয়েছেন, এ যে ভাবাও যায় না। তরুণ মহারাজকে জল দিয়ে বলল, 'হে রাজন! আমি ধন্য, আপনাকে জল খাওয়াতে পেরে। তবে কি না আপনি না জেনে একটা ভুল করে বসেছেন। আমাদের সমাজে একটা নিয়ম আছে, অভিভাবক ঘরে না থাকলে সেই গৃহে পদার্পণ কবে কোনও কুমারী কন্যার কাছে কেউ এসে পানি প্রার্থনা করলে তাকে শাস্তি পেতে হয। এখন বেলা শেষ। আমার বাবা, দাদা কেউ বাড়িতে নেই। তবে তাদের আসবার সময় হয়ে গেছে। তারা যদি এখনই এসে পড়ে এবং এই অবস্থায় আপনাকে দেখে তা হলে কিন্তু খুব একটা অমঙ্গলের ব্যাপার ঘটে যাবে। তাই আপনি শিগগির এখান থেকে চলে যান।"

"মঙ্গল সিংহ সহাস্যে বললেন, 'আমি দেশের রাজা। আমার বেলাতেও কি ওই একই নিয়ম হবে?'"

"রাজার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কাছ থেকে কঠিন গলার স্বব ভেসে এল, 'হ্যাঁ মহারাজ। আমাদের সমাজের এটাই নিয়ম।'

"'কিন্তু আমি না জেনে ভুল করে ঢুকে পড়েছি।'

"'তবুও আপনি দেশের রাজা। আপনি যদি প্রজাদের সামাজিক নিয়মকানুনগুলো না জানবেন তো আপনি রাজত্ব করবেন কী করে? এখন এই কন্যাকে আমাদের প্রথা অনুযায়ী আপনি বিবাহ না করলে এর আর বিয়েই হবে না।'

"মঙ্গল সিংহ বললেন, তা কী করে হয়?"

"'এটাই নিয়ম মহারাজ। হয় আপনি ওকে বিবাহ করুন, নয়তো আমাদের পিতা-পুত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নিহত করুন।"

"অগত্যা যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন রাজা। কিন্তু সেই ভিল বীর দু'জনের সঙ্গে পেরে উঠলেন না তিনি। ফলে পরাজয় বরণ করে সেই রাতেই বিয়ে করলেন সেই তরুণীকে।

"কিন্তু মুশকিল হল, পরদিন নববিবাহিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার সময়।

"তরুণী বললেন, 'হে রাজা, আপনি আমাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনার প্রাসাদে আমাকে মানাবে না। আমার মতো একজন ভিল-কন্যাকে আপনাদের জাঠেদের সমাজও মেনে নেবে না কোনওদিন। তা ছাড়া আমার বাবা, দাদাও অসহায় হয়ে পড়বেন আমি চলে গেলে। তাই আপনি আমাকে এখানেই থাকবার অনুমতি দিন।'

"মঙ্গল সিংহ ভেবে দেখলেন, ভিল-কন্যার কথাই ঠিক। একে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলে দারুণ হইচই শুরু হয়ে যাবে। সকলের অবহেলায় জীবন বিষিয়ে যাবে বেচারির। তাই তিনি এই মহারণ্যে তাঁর নব পরিণীতার জন্য এই মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দিলেন। আর পাহাড় কেটে তৈরি করলেন এই সুবৃহৎ জলাশয়। ভিল তরুণীর নাম ছিল সিলি। সেই সিলির নামানুসারেই এই জায়গার নাম সিলিশের বা সিলিশেঠ।"

এই রম্যকাহিনী যখন শেষ হল, তখন রাত্রিও শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎই কী দেখে যেন ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে পঞ্চু তিববেগে ছুটল নীচের দিকে। ব্যাপার কী? কী হল হঠাৎ?

ওরা ওপর থেকে দূরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল লেকের ওপারে পাহাড়ের কোলে বাচ্চু আর বিচ্ছু কী অসহায়ভাবে নুড়ি-পাথর ডিঙিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে এইদিকে আসবার চেষ্টা করছে।

এইসব দেখে ওরাও অমনই হইহই করে নেমে এল নীচে।

ঘুমন্তপুরী আবার জেগে উঠল।

প্রাসাদের লোকজনরা বলল, "ক্যা হুয়া ভাইসাব? ক্যা সমাচার?"

বিলু তখন বাইরের দরজা খুলে দিয়েছে।

বাবলু বলল, "আমাদের সেই মেয়েদুটোকে পাওয়া গেছে। লেকের ওপারে রয়েছে ওরা। পাহাড়ের গা বেয়ে আসবার চেষ্টা করছে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বেরিয়ে পড়ল সকলে। তারপর একজন একটি স্পিডবোটে সবাইকে চাপিয়ে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল ওপারের দিকে।

বাবলু হাত দেখিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুকে থেমে থাকতে বলল।

বাচ্চু-বিচ্ছুও দেখতে পেল ওদের।

একটু পরেই বোট ওপারে ভিড়লে চালক স্পিডবোটে ওঠার জন্য একটি তক্তা পেতে দিতেই ওপরে উঠে এল ওরা।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! ওদের খপ্পর থেকে তোরা দু'জনে রক্ষা পেলি কী করে?"

বাচ্চু বলল, "আর বোলো না বাবলুদা। সে কী কাণ্ড! ওরা তো আমাদের দু'জনকে ধরে নিয়ে ওপারে গেল, তারপর ওদের ভাষায় যা বলল তা হল, 'তোদের আমরা এমন এক জায়গায় রেখে আসব যেখানে একদিন থাকলে তোরা পাগল হয়ে যাবি।' বলে ঝোপঝাড় পার হয়ে একটু উঁচুতে উঠতেই পুলিশে তাড়া করল ওদের। বাঘেলার সঙ্গী দু'জন পালাল। কিন্তু বাঘেলা পারল না পালাতে। কেন না ওর একটা পায়ে জখম ছিল।"

বাবলু বলল, "ওর পায়ে আমি গুলি করেছিলাম।"

বাঘেলা ধরা পড়ল। সহজে কি ধরা যায় ওকে? সে কী প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। পুলিশ যখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় আমরা দু'জনে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রইলাম একটা গুহাকৃতি অংশে।"

বাবলু বলল, "খুব ভুল করেছিলি। যদি ওই সময় তোদের বাঘে ধরত? একে চাঁদনি রাত, তায় জলের ধার। এমন ভুল কেউ করে?"

বিচ্ছু বলল, "যাক বাবা, খুব বেঁচে গেছি এ-যাত্রা। তোমাদের খবর ভাল তো?"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই ভাল। কাঁকনকে উদ্ধার করেছি, এখন মুন্নাকে পেলেই আমাদের অভিযান শেষ।"

"সে কী? মুন্নাকে পাওনি?"

"না। সম্ভবত ওকে ওরা প্রেতপাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"কোথায় সেই প্রেতপাহাড়?"

"জানি না।"

যে-লোকটি বোটিং করছিল সে বলল, "প্রেতপাহাড় কিধার? প্রেতরাজ দরবার নেহি তো? বান্দিকুই কে পাস?"

কাঁকন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই হবে। প্রেতরাজের দরবার। একটা পাহাড়ের ওপর। বাবার মুখে নাম শুনেছি অনেক। যাকে এই অঞ্চলের লোকেরা সাচ্চা দরবার বলে।"

বাবলু বলল, "তুমি জানো?"

"জানি। যদিও যাইনি কখনও, তবু তোমাদের নিয়ে যেতে পারব। এখন কোনওরকমে একবার আলোয়ারে পৌঁছতে পারলে হয়।"

স্পিডবোট যখন ডাঙায় ভিড়ল তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে গেছে। ওরা সিলিশের প্রাসাদে বসে গরম চা পান করে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সরকারি গাড়িতে চেপে আলোয়ারে এল। আসবার সময় পেড্রোর হাতে দশটা টাকাও দিয়ে এল বাবলু। টাকা পেয়ে সে কী খুশি ও!

আলোয়ারে পৌঁছে প্রথমেই ওরা থানায় এল। ওদের সঙ্গে প্যালেসের স্টাফও দু'জন এসেছিল ডায়েরি লেখাতে এবং বিকল টেলিফোন সারিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে, তবে থানায় এসেই ওরা দেখল বাঘ তখন খাঁচায় পোরা। সে কী ভয়ংকর মূর্তি বাঘেলার! লক-আপের ভেতরে হাঁসফাঁস করছে। বাবলুকে দেখেই নাক-মুখ সিটকিয়ে দারুণ ক্রোধে থুথু করে একটা থুথু ফেলল। ওর সেই ধৃত সঙ্গী দু'জনও একই খাঁচায় বন্দি হয়ে ছটফট করছিল তখন। তারাও এবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

থানার অফিসাররা ওদের মুখে সব কথা শুনে বললেন, সিলিশের প্রাসাদে বাঘেলার আবির্ভাবের কথা কাল রাতেই ধৃতদের মুখে শুনেছেন ওঁরা। সেইমতো বাঘেলাকে ধরবার জন্য ওত পেতে থাকেন। সরাসরি প্রাসাদের কাছে গেলে পাছে ওরা অন্য কোনও পথ বেছে নেয় তাই ইচ্ছে করেই গত রাতে ওই প্রাসাদে যাননি তাঁরা। তবে এত কাণ্ড করেও বাঘেলাকে ধরা যেত না, যদি না ওর পায়ে গুলি করে ওকে জখম করা হত। কিন্তু কে যে ওকে গুলি করল, পুলিশের কাছে সেইটাই এখন একমাত্র প্রশ্ন।

বাবলু তখন রিভলভারটা দেখিয়ে বলল, "ওকে গুলি আমিই করেছি, আত্মরক্ষার জন্য।"

বিস্মিত পুলিশ অফিসার বললেন, "তুমি! ক্যান ইউ ডু ইট?"

"হোয়াই নট?"

"লেকিন ইয়ে রিভলভার –।"

"ওদেরই কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।"

"থ্যাঙ্কস। ইয়ে হমে দে দো। ইয়ে তুমলোগোঁকা পাস রহনা ঠিক নেহি।"

বাবলু রিভলভারটা পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে সাহুজিকে ফোন করল। ফোনে যা যা বলবার তা বলে ফিরে এল ধর্মশালায়। তারপর ওদের জিনিসপত্র যা ছিল গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে একেবারে ভরতপুরে সাহুজির মকানে।

সাহুজি ও যমুনাবাঈ গাড়ি নিয়ে তৈরিই ছিলেন। এখন শুধু যাওয়ার অপেক্ষা।

বাবলু সাহুজিকে ফোন করেছিল বটে, তবে কী করবে, কোথায় যাবে, তা কিছু জানায়নি। শুধু বলেছিল, রাজাকে নিয়ে আসবার জন্য তৈরি থাকুন। এই আমাদের শেষ চেষ্টা। হয়তো আপনাদেরও প্রতীক্ষার শেষ।

বাবলুরা যেতেই সাহুজি ও যমুনাবাঈ দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকালেন ওদের মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "চলুন।"

আলোয়ারের গাড়িকে ভাড়া মিটিয়ে বিদায় দেওয়া হল। এবার সাহুজির বড় গাড়ি ওদের নিয়ে রওনা হল প্রেতরাজ দরবারের দিকে।

সাহুজি জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

বাবলু বলল, "ঠিক যেখান থেকে আপনাদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছিল সেইখানে। অর্থাৎ মেহদিপুরে।"

"মেহদিপুরে? মেহদিপুর বালাজি!"

"হ্যাঁ।"

সাহুজি ও যমুনাবাঈ অবাক হয়ে গেলেন।

রাজস্থানের দুই জেলা সওয়াই মাধোপুর ও জয়পুরের মধ্যস্থলে হল ঘাটা মেহদিপুর। বাঁদিকুই স্টেশন থেকে যার দূরত্ব ছত্রিশ কিলোমিটার। ভরতপুর আর জয়পুরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গা সেটা। স্থানীয় লোকেরা বলে রহস্যতীর্থ। ভারতের মানচিত্রে যার স্থান নেই। যে জায়গার উল্লেখ নেই কোনও গাইডবুকেও। অথচ এক নয়নাভিরাম পার্বত্য পরিবেশে ছোট একটি পাহাড়ের ওপর এই দেবস্থানের অবস্থান। প্রতিদিন হাজারে হাজারে নরনারী সেই মহাতীর্থে ছুটে যায় আরোগ্য কামনায়। সাহুজি ও যমুনাবাঈও একদিন এই মহাতীর্থে এসেছিলেন। এসেছিলেন রাজদেও ও যশোদা তাঁদের আদরের মুন্নাকে বুকে নিয়ে। এই সেই প্রেত পর্বত। যেখানে দুর্ধর্ষ বাঘেলার আবির্ভাবে দু'-দুটি পরিবারের সুখ-শান্তি এককালে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যমুনাবাঈ বললেন, "ইধার আনে সে মেরা দিল নেহি চাহতা। লেকিন ইয়ে এক মহা তীরথ। সবকো

মানা যাতা। শ্রীভগবান রামচন্দ্রনে হনুমানজিকো কহা থা, হে পবনপুত্র! কলি যুগমে তুমহারি প্রধান দেবকে রূপ মে পুজা হোগি। ঘাটা মেহদিপুরমে ভগবান মহাবীর বজরঙ্গবলী কা প্রাদুর্ভাব বাস্তব মে ইস যুগ কা মহান বরদান হই।"

সাহুজি বললেন, "ওই ঘাটা মেহদিপুরে পাহাড়ের ওপর তিন দেবতার পুজো হয়। বালাজি মহারাজ, প্রেতরাজ সরকার আর কোতোয়াল কপ্তান (ভৈরব)। অসীম মাহাত্ম্য এঁদের। এই জায়গাকে এখন এক অলৌকিক প্রভাবে জাগিয়ে তুলেছেন গণেশপুরী মহারাজ নামে এক সাধক। মৃগীরোগী, মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক, পাগল ও ভূতে ধরা মানুষকে এখানে নিয়ে এলে তার আরোগ্যলাভ হবেই।"

বাবলু বলল, "সত্যি নাকি?"

"সত্যি। কোন জাদুতে যে সম্ভব হয়, জানি না। তবে এখনও পর্যন্ত এখানে এসে বিফল হয়েছে এমন কাউকে দেখেনি কেউ। বহুদূরের মানুষও অন্ধবিশ্বাসে এখানে আসে। মানত করে। পুজো দেয়। আর বলে, 'এক তু সাচ্চা তেরা নাম সাচ্চা।'"

বাবলু বলল, "আজকের এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে এও কী সম্ভব?"

"সম্ভব কী অসম্ভব তা জানি না। তবে এই জায়গার এখনও পর্যন্ত কোনও দুর্নাম নেই। আসলে ব্যাপার কী জানো? আমাদের ধ্যানধারণার বাইরে এমন অনেক কিছু আছে যা কি না বিজ্ঞানকেও ভাবিয়ে তোলে।"

সাহুজির গাড়ি একসময় বালাজির মোড়ে এসে মেহদিপুরের পথ ধরল।

বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে দেখল রঙিন পাথরের পাহাড়ের গা বেয়ে এক ধর্মশালা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করল ওদের মোটরযান।

বাবলু বলল, "এত ধর্মশালা! এমনটি যে কোথাও নেই!"

সাহুজি হেসে বললেন, "তার চেয়েও বড় কথা, এখানে কোনও ওষুধের দোকান বা ডাক্তারখানাও নেই।"

"কেন নেই?"

"সাচ্চা দরবারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস। সর্দি, জ্বর, পেটের অসুখ হলেও মানুষ এই প্রেতরাজের দরবারে চলে আসে।"

ওরা শহরের পথে যত এগোয়, ততই তীর্থযাত্রীদের জয়ধ্বনি শুনতে পায়, "সাচ্চা দরবার কী জয়। প্রেতরাজ বাবা কী জয়।"

এক জায়গায় ওরা গাড়ি রেখে দ্রুত পা চালিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। ছোট পাহাড়। কয়েক ধাপ উঠতেই যে দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল তাতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ওদের! সে কী ভয়ানক ব্যাপার। মন্দিরের ভেতর থেকে শুরু করে পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত চেন দিয়ে বাঁধা আছে শত শত পাগল। হয়তো কোনও কিশোরী কন্যা অথবা যুবতী রমণীকে ভূতে ধরেছে, তাদের বিকৃত মুখভঙ্গি। কারও বা কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির ছটফটানি। অথবা কারও বিকট আর্তনাদে ভরে আছে জায়গাটা।

কিন্তু এদের মাঝে মুন্না কই?

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ভয়ে চোখে হাতচাপা দিল।

ভোম্বল বলল, "আমি আর সহ্য করতে পারছি না বাবলু। আমি নেমে যাচ্ছি। চারদিকে শুধু ভয়, ভয়, ভয়। তোরা থাক, আমি যাই।"

বিলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছুকেও নিয়ে যা তা হলে। ওরাও খুব ভয় পাচ্ছে। আমরা বরং খুঁজে দেখি এদের মাঝে কোথায় আছে আমাদের মুন্না।"

কাঁকন বলল, "এ দৃশ্য আমিও যে আর সহ্য করতে পারছি না বাবলু।"

"তবু তোমাকে থাকতেই হবে। তুমি না থাকলে মুন্নাকে চিনিয়ে দেবে কে? তা ছাড়া এও তো জীবনের এক চরম অভিজ্ঞতা। আমাদের কাছে যা চরম অসত্য, আর-একজনের কাছে তা পরম সত্য। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে কুসংস্কারের স্থান নেই। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবিশ্বাসীও নয়। এমনও তো হতে পারে, বহু অর্থব্যয় করেও অসফল হয়ে কোনও মানুষ এই প্রেতরাজের দরবারে এসে অলৌকিক প্রভাবে রোগমুক্ত হয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে।"

কাঁকন বলল, "হতে পারে।"

এমন সময় এক পঞ্চদশী কিশোরী তার আলুলায়িত মুক্ত কেশে ভীষণভাবে মাথা চেলে কেশ দিয়ে

রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে চলে গেল। ভাল ভদ্রঘরের সুন্দরী মেয়ে। অথচ এই মেয়েটিকে নাকি ভূতে ধরেছে। পেছনেই আছেন তার বাবা। বাবলুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "এ এখন আরোগ্যের পথে।"

সাহুজি বললেন, "অলৌকিক প্রভাব কাকে বলে দেখেছ? এইভাবে কোনও সুস্থ মানুষ মাথা চাললে তার কিন্তু মাথার শিরা ছিঁড়ে যাওয়ার কথা।"

বিলু বলল, "আরও আশ্চর্য এই যে, এত পাগল এবং বিকারগ্রস্ত মানুষ বাঁধা আছে চেন দিয়ে, অথচ মুখে তাদের প্রেতরাজের জয়ধ্বনি। এ কী করে সম্ভব?"

বাবলু বলল, "ওই ওপরদিকে তাকিয়ে দেখ, দশ বছরের এক বালিকা আপন মনে হোমযজ্ঞ করছে। এত মন্ত্র আর নিয়মকানুন ও শিখল কার কাছে?"

বিলু বলল, "এইজন্যই বোধ হয় এই জায়গার নাম রহস্যতীর্থ। মুন্নার খোঁজে এসে এ কিন্তু ভালই হল। দেশে ফিরে এই জায়গার সন্ধান দিলে অনেকের উপকারও হতে পারে।"

সাহুজি বললেন, "এখানে আসারও তো কোনও অসুবিধে নেই। জয়পুর অথবা ভবতপুর থেকে বাসে চেপে বালাজি মোড়ে নামলেই হল। আর বাঁদিকুই থেকে তো ঘন ঘন বাস।"

যমুনাবাঈ আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। বললেন, "লেকিন মেরা বাচ্চা কাঁহা?"

ওরা কথা বলার ফাঁকেই হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল মুন্নাকে।

বাবলু বলল, "শয়তানরা বেছে বেছে জায়গাও একটা বের করেছে। যে-কোনও সুস্থ মানুষকে পাগল বলে এখানে রেখে গেলেই হল! কেউ অবিশ্বাস করবে না।"

"হ্যাঁ, দু'-চারদিন লুকিয়ে বাখার পক্ষে মোক্ষম একটা জায়গা বটে! পরে যখন জানাজানি হবে তখন কে রেখেছে তো কে রেখেছে।"

হঠাৎ এক জায়গায় এসে বাবলু আর বিলুর হাত ধরে টান দিল কাঁকন। তারপর উল্লসিত হয়ে বলল, "ওই, ওই তো আমাদের মুন্না।" বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। বাবলু, বিলু, সাহুজি, যমুনাবাঈও গেলেন।

মুন্না কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল তখন। তাই কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সকলের মুখেব দিকে। ও ভেবেও পাচ্ছে না ওর দু' পায়ে এইভাবে কেন শিকল বাঁধা।

কাঁকন মুন্নার কাছে গিয়ে ওর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমরা এসে গেছি মুন্না, আর তোমাব কোনও ভয় নেই।"

মুন্না করুণ কণ্ঠে বলল, "আমি কোথায়?"

"তুমি এক পবিত্র দেবস্থানে।"

"ওরা বলল, আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি। কাঁকন, তুমি বলো, সত্যি কি আমি পাগল হয়ে গেছি?"

"না, না। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ওরা তোমাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল। ওই চোরেরা সবাই ধরা পড়ে গেছে।" বলেই বলল, "বাবলু, তুমি শিগগির যাও। গিয়ে এর শেকল খোলার ব্যবস্থা করে দিতে বলো।"

সাহুজি আর যমুনাবাঈ দু'জনেই তখন দু'দিক থেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। সাহুজি বললেন, "এই আমাদের রাজা? এই সে?"

আনন্দে কাঁকনের চোখে জল। বলল, "হ্যাঁ। এই সে।"

যমুনাবাঈ তখনই ছেলের জামা তুলে কী যেন দেখলেন বুকের কাছে। তারপর সন্দেহমুক্ত হয়েই ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "ও মেরে রাজা! মেরে লাল!"

বাবলুর ডাকে মন্দিরের কর্মচারীরা এসে তখন মুক্ত কবে দিল মুন্না ওরফে রাজাকে। মুক্তি পেয়ে মুন্না বলল, "কাঁকন, এঁরা কারা?"

কাঁকন বলল, "পরে তোমাকে সব বলব। এখন তোমার বাবা-মাকে প্রণাম করো।"

"আমার বাবা-মা?"

"হ্যাঁ। এঁরাই তোমার আসল বাবা-মা। ছেলেবেলায় তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে। যশোদা ও রাজদেওজি তোমাকে পালন করেছিলেন মাত্র। ভরতপুরের রামলাল সাহুর ছেলে তুমি। আমাদের রাজপুত্র।"

মুন্নার চোখেও বুঝি জল এল এবার। সে দু'জনকেই প্রণাম করে তার মায়ের বুকে মাথা রাখল। যমুনাবাঈও আদরে ভরিয়ে তুললেন তাকে।

সাহুজি এর পর মহা ধুমধামে প্রেতরাজের পুজো দিয়ে সবাইকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু গাড়িতেই বসে ছিল। পঞ্চুও ছিল সেখানেই। যমুনাবাঈ সবার হাতে প্রসাদ দিয়ে পঞ্চুর কপালে লাল সিঁদুরের টিপ পরিয়ে গলায় একটা মালাও দিলেন।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই সাহুজি বললেন, "এই সাচ্চা দরবারে এসে, আমার জীবনের সব ঝুটা-ই আজ সাচ্চা হয়ে গেল।"

কে যেন একজন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলে উঠল, "সাচ্চা দরবার কী—।"

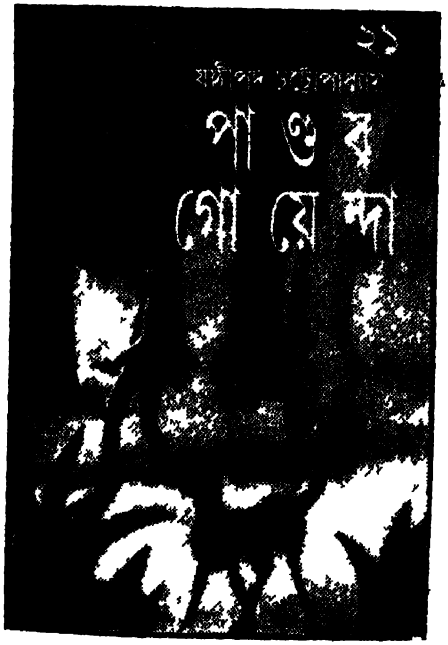
সবাই বলল, "জয়।"

সাহুজি বললেন, "প্রেতরাজ সরকার কী—।"

সবাই বলল, "জয়।"

জোর গলায় কাঁকন বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা কী—।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাবা সবাই নীরব থাকলেও পঞ্চুই উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২১

বত্রিশ অভিযান

হঠাৎ সেদিন দুপুরের ডাকে এমন একটা চিঠি এল যে চিঠির প্রতিটি ছত্রই রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে। চিঠিটা একবার, দু'বার নয়, বারবার পড়ল। কিন্তু তবু কিছু ঘের পেল না। বেশ রহস্যজনক চিঠি।

বাবলুর কপালে ঘাম দেখা দিল। সে চিঠিটা নিয়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে আরও একবার পড়ে দেখল। চিঠিটা এই, "প্রিয় পাণ্ডব গোয়েন্দারা—একটি গভীর ষড়যন্ত্রের কথা আমি জানতে পেরেছি। আর তাবই ফলে আমার জীবন আজ বিপন্ন। ওরা আমাকে শাসিয়েছে এই কথা কারও কাছে ফাঁস করলে আমাকে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে বলে। তোমরা কি পারবে আমাকে ওদের গ্রাস থেকে রক্ষা কবতে?"

চিঠিতে কোনও নাম-ঠিকানা বা তারিখ নেই। এমনকী পোস্ট অফিসের ছাপ দেখেও বোঝা যাচ্ছে না কোথা থেকে এসেছে চিঠিটা। কিন্তু মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লেখা এই চিঠিটা যে কোনও অসাবধানী মেয়ের, তা বোঝাই যাচ্ছে।

বাবলুর বারবার খামটাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। দুটো ছাপ আছে, দুটোই অস্পষ্ট। বিরক্তিতে ওর মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। বাবলু একবার ভাবল চিঠিটাকে তালগোল পাকিয়ে ওয়েস্টপেপাব বাস্কেটে ফেলে দেয়, পরক্ষণেই ভাবল রাগের মাথায় কাজটা করা বোধ হয় ঠিক হবে না। কেন না এই চিঠি যে লেখেছে সম্ভবত অন্যমনস্কতার ফলে অথবা তাড়াহুড়োয় নাম-ঠিকানা লিখতে সে ভুলে গেছে। তাই ব্যাপাবটা নিয়ে বীতিমতো তদন্তেব প্রয়োজন।

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে হাঁক দিল, "পঞ্চু!"

বাবলুর ডাক শুনে পঞ্চু তো এলই না, এমনকী ওর সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। তার মানে ধারেকাছে কোথাও নেই বাছাধন।

বাবলু তখন চিঠি রেখে টেলিফোনের কাছে এসে রিসিভার ওঠাল। এখন আর ডায়াল ঘোরাতে হয় না। সবই ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপার। শুধু নম্বরগুলোর ওপর আঙুলের একটু চাপ দিলেই কানেকশন।

ওদিক থেকে বিলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো! কে?"

"আমি বাবলু বলছি। কী করছিস তুই?"

"কিছু না। ক্যাসেটের গান শুনছিলাম।"

"ভোম্বলটা যদি বাড়িতে থাকে তা হলে ওকে নিয়েই চট করে একবাব চলে আয। বিশেষ দরকার।"

"ব্যাপারটা কী?"

"এলেই জানতে পারবি।"

বাবলু ফোন রেখে আবার সোফায় বসে চিঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল দু'জনেই এসে হাজির। বলল, "হঠাৎ এই ভরদুপুরে ডাকলি যে?"

বাবলু ওদের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চিঠিটা ওদের দিকে এগিয়ে দিল। বলল, "আজকের ডাকে এসেছে। পড়ে দ্যাখ।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই পড়ে দেখল চিঠিটা।

ভোম্বল বলল, "এই সমস্ত উড়ো চিঠির গুরুত্ব দিস না। এই চিঠির কোনও মানে হয়? আসলে আমাদের বিভ্রান্ত করবার জন এই চিঠি দিয়েছে কেউ।"

বিলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়। কেউ রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "সেরকম হলেই ভাল। কিন্তু যদি তা না হয়? কেউ যদি সত্যিই বিপাকে পড়ে এই চিঠি আমাদের লিখে থাকে?"

"তাতেই বা হবেটা কী? নাম-ঠিকানাবিহীন চিঠির সূত্র ধরে আমরা কীভাবে কী করব?"

বিলু বলল, "চিঠিতে ঠিকানা না থাকলেও খমের ওপরে লেখা আমাদের ঠিকানাটা দেখেছিস? শুধু লেখা আছে পাণ্ডব গোয়েন্দা, আর মিত্তিরদের বাগান।"

বাবলু বলল, "দেখেছি। এতেই মনে হচ্ছে লোকাল এরিয়ার চিঠি। এটা খুব একটা দূর থেকে আসেনি।"

ভোম্বল বলল, "এই ব্যাপারেও একটু তদন্ত হওয়া দরকার। আমার মনে হয় বাচ্চু-বিচ্ছুকে এই ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে। ওদের মেয়ে বন্ধু আছে অনেক। হাতের লেখা দেখলেই ওরা চিনতে পারবে। যদি ওদের স্কুলের কোনও মেয়ে হয় তা হলে তো চিনবেই ওরা। আমার মন বলছে আমাদের চেনা-পরিচিতের ভেতর থেকেই কেউ এ-কাজ করেছে।"

বাবলু বলল, "চিঠিটা যদি রসিকতা হয় তা হলে ঠিকই আছে। কিন্তু যদি সত্য হয় এবং এই এলাকারই কেউ হয় তা হলে সে কেন তার বিপদের কথা এইভাবে চিঠিতে লিখবে? সে তো সরাসরি আমাদেরই বলতে পারত? বাচ্চু-বিচ্ছুর স্কুলের মেয়ে হলে বলতে পারত ওদেরকেও।"

বিলু বলল, "তা কিন্তু ঠিক।"

ভোম্বল বলল, "আমি এখনও বলছি এই নিয়ে একদম মাথা ঘামাস না। এটা স্রেফ মজা করা ছাড়া কিছুই নয়।"

বিলু বলল, "যদি মজাই হয় তা হলেও তো ব্যাপারটা ঘোরালো। এইভাবে অযথা আমাদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার কোনও অধিকার আছে কি কারও? তাই বাচ্চু-বিচ্ছুর সাহায্যেই এই রহস্যের সমাধান করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বাচ্চু-বিচ্ছু না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আমরা কিন্তু অযথা বসে না থেকে আর-একটা কাজ করতে পারি। একবার পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি, এই চিঠির ব্যাপারে ওঁরা কিছু বলতে পারেন কি না।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! সারাদিনে কত চিঠি আসে। তার ওপরে এই অস্পষ্ট ছাপ। কিছুই বলতে পারবেন না ওঁরা।"

"সেইজন্যই তো যাওয়া। চিঠিতে আমাদের ঠিকানায় হাওড়া কলকাতার কোনও উল্লেখ যখন নেই তখন আশপাশের কোনও পোস্ট অফিসের ছাপ নিয়েই আমাদের পোস্ট অফিসে এসেছে চিঠিটা। তাই ছাপ অস্পষ্ট হলেও পোস্টমাস্টারমশাই ঠিক বুঝে নেবেন।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই বলল, "তা হলে চল।"

মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। বাবলু আলতো করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে বাইরে এল। এসেই দেখল পঞ্চু গলির মোড়ে রাস্তার মাঝখানে বসে দুটো বেড়ালের ঝগড়া দেখছে।

বাবলু জোরে ডাকল, "পঞ্চু!"

ডাক শুনেই পঞ্চু ছুটে এল।

বাবলু ওকে বাড়ির দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে এগিয়ে চলল পোস্ট অফিসের দিকে।

পঞ্চুও নির্দেশ পেয়ে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য ছুটে বাড়িতে গিয়ে বাইরের দরজা আগলে শুয়ে রইল চুপ করে।

পোস্ট অফিসটা বাবলুদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। পোস্টমাস্টারমশাই ললিতবাবু খুব ঠান্ডা মেজাজের লোক। বাবলুদের দেখেই হাসি হাসি মুখে বললেন, "চিঠি পেয়েছ?"

বাবলুরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "পেয়েছি। আর সেই ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি।"

"বলো তা হলে শুনি?"

বাবলু বলল, "এই চিঠিটা যদি উড়ো চিঠি না হয় তা হলে কিন্তু দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে চিঠিতে কারও নাম বা ঠিকানা নেই। এমনকী তারিখও না। খামের ওপর আমাদের ঠিকানা যা আছে তা অসম্পূর্ণ। এতেই বোঝা যায় আশপাশেই কোনও অঞ্চল থেকে কেউ পোস্ট করেছে চিঠিটা। আবার পোস্ট অফিসের ছাপ যা আছে তা এমনই অস্পষ্ট যে, দেখে বোঝবার উপায় নেই কোন পোস্ট অফিস মারফত আমাদের হাতে এসে পৌঁছল চিঠিটা। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।"

পোস্টমাস্টারমশাই বললেন, "তা হলে শোনো, এই চিঠিটা অন্য কোনও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আসেনি। এতে যে ছাপদুটো দেখছ তা আমাদেরই পোস্ট অফিসের। উপযুক্ত কালি না থাকায় দুটো ছাপই অস্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় কেউ এসে এইভাবে অসম্পূর্ণ ঠিকানা লেখা চিঠিটা টিকিট না লাগিয়েই আমাদের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে যায়। আমাদের যিনি পোস্টম্যান, সেই শ্যামসুন্দরবাবু এটি আমাকে দেখান। যেহেতু তোমাদেব নামে চিঠি এবং তোমরা আমার পরিচিত তাই আমি চিঠিটাকে বিয়ারিং না করে নিজেই একটি স্ট্যাম্প কিনে লাগিয়ে দিই, আর তাড়াহুড়ো করে পোস্ট অফিসের ছাপও মেরে দিই। তবে উপযুক্ত কালি না থাকায় ছাপটা স্পষ্ট হয়নি।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপার!" বলে বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

ভোম্বল বলল, "চল, একবার একটু বাগান থেকে ঘুরে আসা যাক।"

বাবলু বলল, "এখন না।"

"এখন তা হলে কী করবি?"

'এখন একবার বাড়িতে যাই চল। চায়ের সময় হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে চা-টা খেয়ে নতুন করে এনার্জি নিয়ে আসা যাবে।"

বিলু বলল, "ঠিক। ততক্ষণে বাচ্চু-বিচ্ছুও এসে যাবে।"

ওবা আর বিলম্ব না করে বাড়ি ফিরে এল। তাবপব বাড়িতে এসে এই ব্যাপারে অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলোচনা করে চা-পর্ব শেষ করল। বাবলুর মনে একটাই চিন্তা, চিঠিটা লিখল কে? কেন লিখল? সত্যিই কি কেউ বিপাকে পড়েছে? না কি নিছক রসিকতা?

॥ ২ ॥

চা পর্ব শেষ হলে ওবা তিনজনে মিত্তিরদেব বাগানে এল। পঞ্চুও এল সঙ্গে। পঞ্চুকে এখন বেশ 'মুডি' এবং তবতাজা লাগছে। সারা গায়ে চেকনাই দিচ্ছে বেশ। ও ভাল থাকলেই ভাল।

বাচ্চু-বিচ্ছুরও আসবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু হলে কী হবে? দরকারের সময় সবারই আসতে দেবি হয়।

উদ্বিগ্ন বাবলু বলল, "ব্যাপার কী বল তো? ওরা এখনও আসছে না কেন?"

ভোম্বল হঠাৎই বলল, "ওরা আসবে কী কবে? আজ তো ওদের গানের দিদিমণি আসবেন।"

বিলু বলল, "আরে তাই তো! ওরা তো আসতে পারবে না। স্কুল থেকে আসতে না আসতেই গানেব দিদিমণি এসে যাবেন। তারপর গান শিখতে শিখতে সন্ধে পার হয়ে যাবে। আসবে কখন?"

বাবলু বলল, "টেনশন বেড়ে গেল। যাই হোক, ভোম্বল তুই একবার ওদের বাড়িতে যা। গিয়ে বল, গানের দিদিমণি চলে গেলেই ওরা যেন আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করে। বিশেষ দরকার। তবে এখনই এই চিঠির ব্যাপারে কিছু বলবি না ওদের, কেমন?"

ভোম্বল চলে গেল।

একটু পরেই ফিরে এল বাচ্চু-বিচ্ছুকে সঙ্গে নিয়ে।

বাবলু হেসে বলল, "কী ব্যাপার রে? তোকে ধরে আনতে বললাম তুই বেঁধে আনলি?"

ভোম্বল বলল, "ওরা নিজেরাই আসছিল। ওদের গানের দিদিমণি আজ আসবেন না বলে খবব পাঠিয়েছেন। তাই চলে এল আমার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "ভালই হয়েছে।" বলে ইঙ্গিতে বসতে বলল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

পঞ্চু তো ওদের দেখেই ছুটে এসে আদর পাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল।

বাবলু একটু গম্ভীর গলায় বলল, "ডোন্ট ডিস্টার্ব পঞ্চু।"

পঞ্চু আর বিরক্ত না করে সরে গেল একটু দূরে।

বাগানের সবুজ ঘাসের আসনে বাচ্চু-বিচ্ছু বসলে বাবলু বলল, "আজ দুপুরের ডাকে একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা বড়ই রহস্যময়। মনে হচ্ছে কোনও মেয়ের লেখা। চিঠিতে নাম-ঠিকানা কিছুই নেই। এই চিঠির হাতের লেখা দেখে তোরা কি অনুমান করতে পারবি তোদেরই চেনা পরিচিত কেউ কি না?"

বাচ্চু বলল, "কই দেখি চিঠিটা?"

বাবলু চিঠিটা বের করে দেখালে ওরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখল চিঠিটা। কী রহস্যময় চিঠি।

চিঠি পড়ে দু'জনেই গম্ভীর হয়ে গেল।

বিচ্ছু বলল, "না। এই হাতের লেখা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের ক্লাসের কোনও মেয়ের তো নয়ই, উপরন্তু বন্ধুবান্ধবদেরও নয়। তবে স্কুলের অন্য ক্লাসের কোনও মেয়ের যদি হয় তবে তা বলা মুশকিল। অত মেয়ের হাতের লেখা পরীক্ষা করা কি সম্ভব?"

ভোম্বল বলল, "বাবলু যে কেন এই চিঠিটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমি এখনও বলছি দলা পাকিয়ে ফেলে দে চিঠিটাকে।"

বিচ্ছু বলল, "না, না, তা কেন? কেউ যখন সাহায্য চেয়ে লিখেছে চিঠিটা, তখন এ-চিঠির গুরুত্ব একটু দিতে হবে বইকী। হয়তো তাড়াহুড়োয়, নয়তো অন্যমনস্কতায়, অথবা অন্য কোনও কারণে ভয় পেয়ে চিঠিতে নাম-ঠিকানাটা লিখতে ভুলে গেছে বেচারি। তাই বলে এটাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না।"

"কী করবি তা হলে?"

"দেখিই না একটু চেষ্টা করে, কতদূর কী করতে পারি?" বলে বলল, "বাবলুদা, চিঠিটা আমার কাছে থাক। কাল স্কুলে বড়দিমণি এলে ওঁকে দেখাব চিঠিটা। উনি নিশ্চয়ই লেখা দেখে চিনবেন অন্য ক্লাসের কোনও মেয়ের লেখা কি না।"

বাচ্চু বলল, "তুই দেখছি সত্যিই মেয়েমানুষ। এই চিঠি বড়দিমণিকে দেখালে আর এর গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে?"

বাবলু বলল, "ঠিক। এ-চিঠি না দেখানোই ভাল।"

বাচ্চু বলল, "দেখালেও লাভ কিছু হবে না। আমাদের স্কুলের কোনও মেয়ে হলে কখনওই এইভাবে চিঠি লিখত না। সরাসরি আমাদেরকেই জানাত।"

বিচ্ছু চিঠিটা বাবলুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "তা অবশ্য ঠিক।"

বিলু বলল, "তা হলে এখন কী করা যায়?"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কী আর করা যাবে? সদাসতর্ক থেকে সবসময় চেষ্টা করতে হবে কোথাও থেকে কোনওরকমে এতটুকু সূত্রও যদি পাওয়া যায়!"

সকলে নীরব। এমনকী পঞ্চুও।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর বসে না থেকে অকারণেই সারা বাগানে পায়চারি শুরু করল। একটা চিঠি যে এমন করে ওদের চিন্তায় ফেলে দেবে, তা ওরা ভাবতেও পারেনি। আসলে অপরাধ ও অপরাধীদের দেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এমনই এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, কোনও সাধারণ ঘটনাকেও ওরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ব্যতিক্রম ভোম্বল। তাই এই ব্যাপারে ওর মনের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়াই হল না।

অনেকক্ষণ এইভাবে মৌন ঘোরাঘুরির পর একসময় বিচ্ছু বলল, "চলো বাবলুদা! অনেকদিন আমাদের বাড়িতে যাওনি। আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে একটু গল্প করবে চলো। মা খুব খুশি হবেন।"

ভোম্বল প্রস্তাবটা শুনেই লাফিয়ে উঠল, "অ্যা-অ্যাই। এইটাই হচ্ছে সত্যিকারের একটা ভাল প্রোপোজাল। তোর মায়ের সঙ্গে গল্প করতে যাওয়া মানেই গল্পের মাঝখানে প্লেটভর্তি ওইসব। এই পড়ন্ত বেলায় এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?"

বাচ্চু এবার একটু অভিমানভরে বলল, "তবে তুমি কিন্তু একটা খুব ভুল করলে ভোম্বলদা।"

"কীরকম?"

"তোর মা মানে? আমার বুঝি মা নয়?"

"নিশ্চয়ই। তোর মা, তোদের মা সবই এক। আমরাও মাসিমা, কাকিমা যাই বলি না কেন, সেও মা। আসলে তুই তো নেমন্তন্ন করিসনি। করেছে বিচ্ছু। তাই বললাম, "তোর মা।"

"এখন আমিও করলাম।"

"তা হলে তোদের মা। আর তোদের দু'জনেরই যখন মা তখন প্লেট কিন্তু ডবল।"

সকলে হেসে উঠল ভোম্বলের কথায়।

ওরা পঞ্চুকে ডেকে নিয়ে বাগানের বাইরে এল। তারপর নিজেদের মধ্যে এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে যখন বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ির কাছাকাছি এসেছে তখনই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ল্যাংচার সঙ্গে। বেঁটেখাটো রোগা ডিগডিগে চেহারার ল্যাংচা হচ্ছে একেবারে ভবঘুরে বাউন্ডুলে বিশ্ববখাটে ছেলে। ওর কাজই হল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। কারও সঙ্গ একবার ওকে পেয়ে বসলে তাকে ও সহজে ছাড়ে না। আঠার মতো লেগে থাকে। ওর আসল নাম কী, তা কেউ জানে না। ওর পরিচয় ও ল্যাংচাই।

ল্যাংচা বেশ হন্তদন্ত হয়েই আসছিল। ওদের দেখেই বলল, "এই যে বাবা পঞ্চপাণ্ডবরা! তোমাদের কাছেই আসছিলুম।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ কী মনে করে?"

"খুব সিরিয়াস ব্যাপার।"

ওর কথা বলার ধরনই এইরকম। তাই হেসে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "কীরকম তবু শুনি?"

"এইখানে দাঁড়িয়ে তো বলা যাবে না। অনেক কথা। একটু কোথাও গিয়ে বসতে হবে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আমাদের বাড়িতেই এসো। ছাদে বসে কথা হবে।"

"সেই ভাল।"

ওরা ল্যাংচাকে নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুদের ছাদে গিয়ে বসল।

ওদের মা ল্যাংচাকে দেখেই বললেন, "তুই আবার এইসময় কোত্থেকে জুটে গেলি?"

ল্যাংচা বলল, "আমার কথা আর বলবেন না মাসিমা। কখন যে কোথায় আমি জুটে যাই তা আমিই জানি না।"

বাবলু ল্যাংচাকে বলল, "বল এবার কী বলবি?"

"তার আগে এক গেলাস জল খাওয়া।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জল এসে গেল। বিচ্ছুই নিয়ে এল জল।

ওর জল খাওয়া হলে গেলাসটা একপাশে সরিয়ে রেখে বিচ্ছু বলল, "ল্যাংচাদা, তোমার জামা-প্যান্টের সঙ্গে জুতোজোড়াটা কিন্তু মানাচ্ছে না। এত দামি জুতো তুমি তো পরো না। কত দিয়ে কিনলে?"

ল্যাংচা এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল বিচ্ছুর কথা শুনে। বলল, "আমার জ্ঞানে আমি কখনও জুতো কিনিনি রে ভাই। কাল একটা বিয়েবাড়িতে খেতে গিয়েছিলুম। সেইখান থেকেই ম্যানেজ করেছি।"

"বিয়েবাড়িতে খেতে গিয়েছিলে! কোথায়"

"বেঙড়পাড়ায়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই হাসি চাপতে পারল না। বলল, "সেটা আবার কোনখানে?"

"বেঙড়পাড়া জানিস না? তা হলে কী করে বোঝাই বল তো তোদের? অনুশীলন সমিতির মাঠ জানিস? হবিসভাতলা?"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওখানে তো আমরা দুর্গাঠাকুর দেখতে যাই।"

"ওই জায়গাটারই পুরনো নাম বেঙড়পাড়া।"

"তাই বলো। কেন না এ-পাড়ায় কেউ তো তোমাকে নেমন্তন্ন করবে না!"

"ও-পাড়াতেও করেনি কেউ। বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল দেখেই ঢুকে পড়েছিলুম।"

বিচ্ছু বলল, "এইভাবে কদ্দিন চালাবে? যা করেছ তা করেছ, আর কোরো না। ধরা যেদিন পড়বে সেদিন বুঝতে পারবে।"

"আমার বন্ধু চোখ-পচাটা ধরা পড়েছে কাল। আমি কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। ওর বরাতে শুধুই মার।"

বাবলু বলল, "তুইও খাবি একদিন। তারপরে টিট হবি। তা যাক, এখন কাজের কথা বল।"

ল্যাংচা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আজ দুপুরের ডাকে তোরা কোনও চিঠি পেয়েছিস?"

বাবলু সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু তুই কী করে জানলি?"

"ওটা রাজকুমারীর চিঠি। আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল তোদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সঙ্গে অন্য চিঠিও ছিল। সেগুলো পোস্ট করতে গিয়ে ভুলে ওই চিঠিটাও পোস্ট করে দিই।"

"তা না হয় হল। কিন্তু কে এই রাজকুমারী?"

"যোগমায়া বিদ্যাপীঠের ছাত্রী।"

"যোগমায়া বিদ্যাপীঠ তো কইপুকুরের কাছে।"

"হ্যাঁ। আমার ওইদিকে যাতায়াত আছে। ওদের বাড়িতে আমি সময় পেলেই যাই। ওর মা কত কী খাওয়ান আমাকে। ওরা খুব ভাল রে! ওর বাবা-মা সকলে। রাজকুমারীর তো তুলনাই হয় না। সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে। কিন্তু বাংলায় কথা বলে, বাংলা স্কুলে পড়ে। বাঙালি মেয়েদের মতন পোশাক পরে। আর ফুল ভালবাসে খুব। রোজ বিকেলে ফুল কিনে চুলে বাঁধে। এই একটা ব্যাপারেই ও দক্ষিণী মেয়েদের মতো।"

বাবলু বলল, "ওইসব শুনে কী করব? ও আমাদের সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছে। কিন্তু চিঠিতে নাম-ঠিকানা কিছুই দেয়নি, কেন?"

"ইচ্ছে করেই দেয়নি বোধ হয়। আসলে খুব সাবধানী মেয়ে তো! সব কিছুই গোপন রাখতে চায়। যদি কোনওরকমে চিঠিটা মিসিং হয় তখন যেন কেউ জানতে না পারে কে লিখেছে, কেন লিখেছে, তাই।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী? এ-ব্যাপারে তুই কি কিছু জানিস?"

"না রে ভাই! ভীষণ চাপা মেয়ে। ও শুধু বলেছে ওর নাকি খুব বিপদ। তাই এই ব্যাপারে ও তোদের সাহায্য চায়।"

"আমাদের পরিচয় ও পেল কী করে?"

ল্যাংচা বলল, "কী করে আবার! আমিই বলেছি ওকে। তোরা তো জানিস আমার একটু ভ্যাজ ভ্যাজ করা স্বভাব। তাই একদিন গল্প করতে করতে তোদের কথা বলে ফেললাম ওকে। ও অবাক হয়ে সব শুনল। তারপর ওর দু'-একজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে তোদের ব্যাপারে সবকিছু জানতেই একদিন আগ্রহ প্রকাশ করল তোদের সঙ্গে আলাপ করবে বলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ও-ও আর কিছু বলে না, আমিও নিয়ে আসি না। হঠাৎই আজ সকালে ও একটা কাগজে দু' লাইন কী যেন লিখে একটা খামে ভরে আমার হাতে দিয়ে বলল, চিঠিটা খুব তাড়াতাড়ি তোদের কাছে পৌঁছে দিতে। এমনকী এও বলল, আমি যেন এই চিঠির কথা কাউকেই না বলি।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা যদি খুবই গুরুতর হয় তা হলে চিঠি না লিখে ও তো নিজেই তোর সঙ্গে চলে আসতে পারত আমাদের কাছে।"

"আসবে কী করে? এলেই তো জানাজানি।"

"কীসের জানাজানি।"

"তা জানি না।"

"ঠিক আছে, আমরা নিজেরাই তা হলে যাব ওর কাছে।"

"সেটা কি ঠিক হবে?"

"না হওয়ার কী আছে? সেও আসবে না, আমরাও যাব না, অথচ বিপদে তাকে সাহায্য করতে হবে, এ কী করে হয়?"

"আরে, সেইজন্যই তো তোদের কাছে আসা। মেয়েটার এখন জীবনমরণ সমস্যা।"

"তার মানে!" পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল সকলেই।

পঞ্চু এসে ল্যাংচার পায়ের কাছটা শুঁকে গেল একবার। ও কি অন্য কিছুর গন্ধ পেল? কে জানে!

ল্যাংচা বলল, "আজ স্কুল ছুটির পর ওর দু'-একজন বান্ধবীর সঙ্গে ও যখন কথা বলতে বলতে বাড়ি আসছিল সেইসময় কোথা থেকে একটা মোটরবাইক এসে এত জোরে ধাক্কা দেয় ওকে যে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে রক্তারক্তি। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে এখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।"

"চালককে ধরা যায়নি?"

"ধরা দূরের কথা, লোকটাকে চিনতেও পারেনি কেউ। জবরজং পোশাক পরা ছিল, আর মাথায় ছিল হেলমেট।"

ল্যাংচার কথা শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সামান্য নীরবতার পর বাবলু বলল, "এমনি কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা হলে চালক এসে হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা অন্যরকম। অর্থাৎ মেয়েটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই কাজ করা হয়েছে।"

ভোম্বল এতক্ষণে মুখ খুলল, "মাই গড। এত কাণ্ড! অথচ এই চিঠির ব্যাপারটাকে আমি অবহেলা করে উড়িয়েই দিচ্ছিলাম!"

বিলু বলল, "এখন এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

সকলে তাকাল ওর মুখের দিকে।

বিলু কারও দিকে না তাকিয়ে সরাসরি ল্যাংচাকে বলল, "আচ্ছা ল্যাংচা, তুই যখন সকালবেলা ভুল করে চিঠিটা পোস্ট করলি, তখনই সোজা আমাদের কাছে এসে দেখা করলি না কেন?"

"দেখা করে লাভটা কী? চিঠিতে কী যে লিখেছে ও, তা কি আমি জানি? তাই ভাবলাম রাজকুমারীর কাছেই ফিরে যাই, গিয়ে আর একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু গিয়ে দেখি ও তখন স্কুলে চলে গেছে।"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছুর মা নীচ থেকে হাঁক দিলেন, "এই তোরা নীচে আয়। তোদের জলখাবার হয়ে গেছে।"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল।

বাবলুরা কিন্তু নামার আগ্রহ দেখা না। বসে রইল চুপ করে।

শুধু বাচ্চু আর বিচ্ছু গেল খাবার আনতে।

ল্যাংচা বলল, "রাজকুমারী ওর চিঠিতে তোদের কী লিখেছিল রে বাবলু?"

"কিছুই না। শুধু লিখেছিল ওর খুব বিপদ, আমরা যেন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াই।"

"আশা করি এ-কাজ তোরা করবি।"

"অবশ্যই। কিন্তু মেয়েটার কন্ডিশন কেমন?"

"বলতে পারব না। বিকেলবেলা ওদের পাড়ায় গিয়ে দুর্ঘটনার খবর শুনেই আমি তোদের কাছে চলে এসেছি। কেন না আমার মন বলছে ওর মতো মেয়ে যখন তোদের সাহায্য চেয়েছে আর তারপরই যখন এই দুর্ঘটনা, ব্যাপার তখন গুরুতর।"

বাবলু বলল, "তুই এসে খুবই ভাল করেছিস। এখন থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখ আমাদের সঙ্গে। মেয়েটার খবরাখবর দে। ও একটু সুস্থ হলেই বলবি, আমরা গিয়ে দেখা করব ওর সঙ্গে।"

ল্যাংচা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ততক্ষণে বাচ্চু-বিচ্ছু সকলের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। স্রেফ লুচি আর হালুয়া। সেইসঙ্গে চা। এতে ভোম্বলের মন হয়তো ভরল না, তবে আর সকলের ভালই লাগল। ওরা নিমেষে সেইসব খেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। ভারী সুন্দর চা। তৃপ্তিতে ভরে উঠল সকলে।

ল্যাংচা রুমালে মুখ মুছে বলল, "আজ তা হলে আসি?"

বাবলু বলল, "আয়। কাল কখন আসবি?"

"সকালেই আসব।"

ল্যাংচা চলে গেল। ও চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে রাজকুমারীর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা।

পরদিন সকালেই ল্যাংচা এসে হাজির। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবে মর্নিংওয়াক করে বাবলুদের বাড়িতে এসে বসেছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ল্যাংচা এসে ঘরে ঢুকল।

পঞ্চু খুব ভালভাবেই চেনে ওকে। তাই ভৌ ভৌ করল না।

ল্যাংচার হাবভাব দেখে মনে হল ও দারুণ উত্তেজিত।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার রে? তোর চোখ-মুখ অমন থমথম করছে কেন?"

ল্যাংচা রেগে বলল, "বিয়ে না করেও কাল সারাটা রাত শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে এলাম কিনা, তাই।"

বিলু বলল, "সে কী!"

বাবলু, "যা বলতে চাস স্পষ্ট করে বল।"

"বললাম তো! সারারাত হাজতে ছিলাম কাল।"

বাবলু বলল, "হাজতে ছিলি? কোন অপরাধে?"

বিচ্ছু বলল, "সেই বিয়েবাড়ির জুতো চুরির কেস নিশ্চয়ই?"

"আরে না, না। অন্য ব্যাপার।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, যখন ধরা পড়লি তখন পুলিশকে আমাদের নাম করলি না কেন?"

"কাকে করব? কিছু বলতে গেলেই তো চড়-চাপড় লাগিয়ে দেয়। সন্ধের পর পুলিশের লোকেরা কি পুলিশ থাকে? অন্যরকম হয়ে যায়। আজ সকালে বড় দারোগাবাবু আসতে তাঁকে তোদের নাম বলার পর তিনিই ছেড়ে দেন আমাকে।"

"অপরাধটা কী তোর?"

"অপরাধ কিছুই নয়। পুলিশের মাথা ফাটিয়েছি, তাই।"

বাবলু শিউরে উঠল, "মাই গড!"

"এর মূলে কিন্তু সেই অভিশপ্ত মোটরবাইক। উঃ। বডিখানা কী! আমার মনে হয় মানুষকে চাপা দিয়ে মারবার জন্যই বোধ হয় তৈরি হয়েছিল ওটা। কাল তোদের ওখান থেকে বেরিয়ে যেই না বড় রাস্তায় এসেছি

অমনই জবরজং পোশাক পরা একজন লোক আমাকে চাপা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এল। আমি তো কোনওরকমে বাঁচলাম। আমার মন বলছে রাজকুমারীর আততায়ী ওই লোকই।"

"বলিস কী!"

"কিন্তু আমারও নাম ল্যাংচা। ওর চেয়ে আমি অনেক বেশি ধূর্ত। ওর মতলব খারাপ বুঝেই লাফিয়ে একটা ড্রেনের ধারে সরে গেলাম আমি। লোকটা আমাকে কায়দা করতে না পেয়ে প্যাঁচার মতো গোল মুখে, কুতকুতে চোখে তাকাল। ও যেই না ভীষণ রেগে আমার দিকে তাকিয়েছে আমিও অমনই রাস্তার ধার থেকে একটা ইট কুড়িয়ে ছুড়ে মারলুম ওর দিকে। তা লাগবি তো লাগ দু'জন কনস্টেবল চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল তাদেরই একজনের মাথায়। আততায়ী পালিয়ে বাঁচল। আমি পড়লুম ধরা। ওদেরই একজন এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরল আমাকে। আমি যত বলি খুনি এল খুন করতে, তোমরা দেখেও দেখলে না, আর যেই আমি ওকে মারতে গিয়ে তোমাদের লাগল অমনই আমাকে এসে ধরছ! আমার কী দোষ? হিম্মত থাকে তো যাও না, ওকে গিয়ে ধরো। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ধরেই এমন মার মারল যে, কী বলব!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। একসময় বাবলু বলল, "ব্যাপারটা তা হলে অনেকদূর এগিয়েছে। এখন আসল ঘটনা যে কী, তা রাজকুমারীর মুখ থেকেই শুনতে হবে।"

বিলু বলল, "তবে ল্যাংচা, তুইও কিন্তু সাবধানে থাকবি। তোকে আক্রমণের অর্থই হল আমাদের সঙ্গে তোর এই যোগাযোগটা ওদের পছন্দ না করা।"

ল্যাংচা উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমি সাবধানে থাকব কী রে? অ্যাঁ! ওরা যদি ওদের ভাল চায় তো ওরাই সাবধানে থাকবে এবার থেকে। 'সাপের লেখা বাঘের দেখা' জানিস তো? একবার যখন দেখা হয়েছে বন্ধুর সঙ্গে তখন আর কিন্তু ছাড়ছি না। ওই মুখ আমি জীবনে ভুলব না। ওই মোটরবাইক আর ওই মুখ। আর একবার দেখা হলেই সর্বনাশ! কিছু না করেই যখন হাজতবাস করেছি, কিছু করেই তখন জেলে ঢুকব। রাজকুমারীর বদলা আমি নেবই। ওইসঙ্গে আমার বদলাটাও।"

বাবলু বলল, "রাজকুমারীর খবরটা কী? ও এখন কেমন আছে?"

ল্যাংচা বলল, "বাবলু, আমার মনে হয় তুই খুব 'ডিপলি' ওর ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিস, তাই না? না হলে এমন অন্যমনস্ক তুই তো হোস না কখনও? শুনছিস আমি কাল সারারাত হাজতে ছিলাম, এই সবে আসছি। ওর খবর আমি জানব কী করে?"

বাবলু বলল, "ওঃ। তাই তো! ঠিক আছে, এসেছিস ভালই হয়েছে। চা-টা খা। তারপর চল, তোর সঙ্গে সকলে আমরা রাজকুমারীর বাড়িতে যাই। ওর অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিই। ওর বাড়ির লোকদেরও জিজ্ঞেস করে দেখি ওর ব্যাপারে যদি কিছু ওঁরা বলতে পারেন।"

ল্যাংচা বলল, "তা হলে তো খুবই ভাল হয়। জানাজানি যখন হয়েই গেছে তখন প্রকাশ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়া ভাল। যাক গে, আমাকে একটু মাজন দে দিকিনি, তোদের বাথরুমে গিয়ে দাঁত মেজে মুখটা ধুয়ে নিই। চোখে-মুখে জল দেওয়ার সময় পাইনি এতক্ষণ।"

বাবলু ওকে বাথরুম দেখিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে চা-জলখাবার রেডি। মা সকলকে আদর করে ডিশ ভর্তি খাবার ও চা দিয়ে গেলেন। পঞ্চু চলে গেল রান্নাঘরে। কেন না এই সময়টা ওর খাবার এখন ওখানেই বরাদ্দ থাকে।

॥ ৩ ॥

ল্যাংচাকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলে চলল রাজকুমারীর খোঁজখবর নিতে। রাজকুমারীর বাড়ি হল কইপুকুরের দিকে। বাবলুদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। তাই ওরা সাইকেলেই যাবে ঠিক করল।

পঞ্চু তো ছটফট করতে লাগল যাওয়ার জন্য।

বাবলু বলল, "না। অতদূরে তোর গিয়ে কাজ নেই। আমরা যাই, দেখি। তারপরে যখন কাজ শুরু করব, তখন তুই যাবি।"

কিন্তু পঞ্চু সে-কথা শোনবার পাত্রই নয়। একেবারেই নাছোড়বান্দা সে। তার আগ্রহ প্রকাশ করবার জন্য কেঁউ-কেঁউ করে গলা দিয়ে এমন একরকম স্বর বের করতে লাগল যে, ওকে আর 'না' করা গেল না।

অগত্যা ওকেও নিতে হল সঙ্গে।

যেহেতু পঞ্চুকে নিতে হল, তাই সাইকেলে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল সকলকে। কেন না পঞ্চুকে আর যেভাবেই নিয়ে যাওয়া যাক না কেন, সাইকেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আর পঞ্চুর এখন এতই নামডাক যে, ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বা বস্তায় মুড়ে নিয়ে যাওয়াটাও উচিত নয়। ওকে নিয়ে এখন এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে ও খেলো হয়।

যাই হোক, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু যার যার বাড়িতে বলেকয়ে চলে এল। তারপর সকলে চলল কইপুকুরের দিকে। সবার আগে পঞ্চু।

এইসব জায়গা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অত্যন্ত পরিচিত। তবে এখন ওদের অভিযানগুলো দূরে দূরে হওয়ার ফলে খুব প্রয়োজন না হলে এদিকে বড় একটা আসে না ওরা।

ওরা যখন অনেকদূর এগিয়েছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে চোখ-পচাটা ছুটে এল। ল্যাংচাকে দেখেই বিস্ময়ে চোখদুটোকে বড় বড় করে বলল, "তোর কী ব্যাপার বল তো? কাল সারারাত কোথায় ছিলি তুই? তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন। শিগগির যা, ঘরে যা। আগে গিয়ে দেখা করে আয় মায়ের সঙ্গে।"

বাচ্চু বলল, "সত্যিই তো! কী ছেলে গো তুমি? আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করো।"

ল্যাংচা বলল, "আমার এখন সময় নেই। ও বুড়ি একটু কিছুতেই ভেঙে পড়ে। এরকম কত রাত বাড়িতে আসি না আমি। এ এমন নতুন কিছু নয়।" বলে চোখ-পচাকে বলল, "তুই গিয়ে মাকে বল, আমি ঘণ্টাখানেক বাদে আসছি। আমার ভাত যেন রেডি থাকে।"

চোখ-পচা চলে গেল। যেমন ল্যাংচা, তেমনই ওর বন্ধু। দুটোই সাইজ করা যন্তর একেবারে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এ-পথ সে-পথ করে একসময় এসে হাজির হল রাজকুমারীদের ফ্ল্যাটের সামনে। ওরা থাকে 'এ' ব্লকের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। খুব একটা উন্নতমানের ফ্ল্যাট নয়, তবে বসবাসযোগ্য।'

ল্যাংচা গিয়ে দরজায় নক করতেই রাজকুমারীব বাবা মি. রাও বেরিয়ে এলেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভাষা পরিষ্কার বাংলা। ল্যাংচাকে দেখেই বললেন, "কী গো, তুমি! কাল তুমি সেই যে গেলে তারপর বিকেলে কী হয়েছিল জানো?"

"সব জানি। আপনার মেয়ের যা হয়েছে, কাল রাতে আমারও তাই হতে যাচ্ছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।"

"সে কী! কোনও চোট-চোট পাওনি তো?"

"একেবারেই না। তা যাগকে, রাজকুমারীর খবর কী?"

"সে ভাল আছে। এসো, ভেতরে এসো। এরা কারা?"

"আমার বন্ধুরা। রাজকুমারী কোন হাসপাতালে আছে?"

"ও তো বাড়িতেই আছে। হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ভর্তি করতে হয়নি। আসলে রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খুব। আঘাত বেশ ভালরকম হলেও খুব একটা গুরুতর নয়। শরীরের অনেক জায়গা কেটে-ছেড়ে যাওয়ার ফলে ব্যথা-বেদনা খুব।"

বাবলুরা এক এক করে সবাই ঘরে ঢুকল।

পঞ্চু ভেতরে না ঢুকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল বাইরেটায়।

বাবলুরা ঘরে ঢুকে সোফায় বসলে মিসেস রাও এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, "এ আমার কী হল বলো তো? আমি তো কখনও কারও কোনও ক্ষতি করিনি। তবে কেন আমার এমন হল?"

বাবলু ব্যাপারটাকে হালকা করবার জন্য বলল, "দেখুন অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।"

রাও ঘাড় নাড়লেন। তারপর বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে আর একবার মাথাটাকে নেড়ে বললেন, "এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। ওকে মেরে ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল।"

মিসেস রাও বললেন, "কিন্তু কেন? কী করেছে আমার এই ফুলের মতন মেয়েটা?"

ল্যাংচা বলল, "শুধু কি ওকে? আমি ওর সঙ্গে কথা বলি বলে আমাকেও মারতে এসেছিল।"

বাবলু বলল, "এ-ব্যাপারে থানায় কোনও ডায়েরি করেছেন?"

"সে তো লেখাতেই হবে। পুলিশকে না জানালে এইসব কেসের চিকিৎসাও হবে না হাসপাতালে। তা ছাড়া ও আমার একমাত্র সন্তান। ওর কোনও ক্ষতি করে আমার হাত থেকে পার পাবে না কেউ।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "রাজকুমারী কি সজ্ঞানে আছে এখন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে সারা শরীরে ব্যথা বলে উঠতে পারছে না। চলো না পাশের ঘরে।"

রাও এবং রাও-পত্নী ওদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

ওরা দেখল দুগ্ধফেননিভ একটি শয্যায় শুয়ে আছে রাজকুমারী। কী সুন্দর মেয়েটা! ওকে দেখেই মনে হল যেন সত্যিকারের কোনও রাজকুমারী পালঙ্কে শুয়ে আছে। কথায় বলে, ভ্রমরের মতো চোখ। সেই চোখ যে কী, তা ওরা অনুভব করল। সত্যি কথা বলতে কী, পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত মুখে কালো চোখের এমন আকর্ষণ কখনও দেখেনি ওরা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই রং ফরসা হলে জ্যোৎস্নার ঢল নেমে যেত। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ। কয়েক জায়গায় স্টিচ। কেমন যেন ক্লান্ত ও, বিষণ্ণও।

রাজকুমারী আধশোয়া হয়েই ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। কথায় বলে, হাসিতে মুক্তো ঝরে। সত্যিই যেন মুক্তো ঝরে রাজকুমারীর। ও বলল, "তোমরা যে কারা তা আমি জানি। দেখেই চিনতে পেরেছি তোমাদের।"

বিচ্ছু রাজকুমারীর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, "আমরা তোমাকে দেখতে এলাম রাজকুমারী। ল্যাংচাদার মুখে তোমার অবস্থার কথা শুনে আর থাকতে পারলাম না।"

রাজকুমারী বলল, "বেশ করেছ।" তারপর ল্যাংচার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই খুব লাকি রে। তোকে তো আমি ল্যাংচাও নয়, ল্যাংলা বলি। এই প্রথম কাউকে আমি দেখলাম যে কিনা তোকে দাদা বলছে।"

ল্যাংচা হাসল। ওর হাবভাব দেখে মনে হল, এই বাড়িতে তার যেমন অবারিত দ্বাব, তেমনই সে বিশ্বাসী। অথচ একটা বয়ে যাওয়া ছেলে এবং চোর ছাড়া কিছুই নয় ও। একেই বলে মানুষের প্রকৃতি। ক্ষেত্রবিশেষে এইরকম একজনও কত ভাল হতে পারে।

ল্যাংচা রাজকুমারীব ঘরেই মোড়া, চেয়ার ইত্যাদি এনে সকলের বসবার ব্যবস্থা করে দিল।

সকলে বসলে বাবলু ঘরের আসবাবপত্রগুলোর ওপব একবার চোখ বুলিয়ে রাজকুমারীব দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি আমাদের চিঠি লিখেছিলে কেন?"

"সে অনেক কথা। সব খুলে না বললে ঠিক বুঝতে পারবে না। তবে আমাব যে সত্যিই এইবকম হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।"

রাজকুমারীর বাবা-মা দু'জনেই কৌতূহলী চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

বাজকুমারী বলল, "তোমরা একটু বাইরে যাও। আমরা কথা বলি।"

মা বললেন, "বেশি কথা বলিস না কিন্তু, মাথায় লাগবে।"

"কিচ্ছু হবে না আমার। আমি ভাল আছি।"

ওঁরা আব বইলেন না। দু'জনেই চলে গেলেন। ওঁবা যখন দরজার কাছে, রাজকুমারী তখন বলল, "আমাব এই নতুন বন্ধুদের কিছু খেতে দাও তোমরা।"

বাবলু বলল, "একদম নয়। এখন আমরা চা পর্যন্ত খাব না। তোমার এইরকম অবস্থা দেখতে এসে কিছুই খাব না আমরা। তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তাবপরে বেশটি করে একদিন প্রীতিভোজ দেবে। আমরা আনন্দ করে খেয়ে যাব।"

রাজকুমারী ল্যাংচাকে বলল, "ল্যাংলা, দরজাটা একটু ভেজিয়ে দে তো বে!"

ল্যাংচা দরজা ভেজিয়ে দিলে রাজকুমারী বলল, "কাল আমার জীবনের একটা অভিশপ্ত দিন গেছে। খুব গুরুরক্ষে যে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার জ্ঞানটা ফিবে এসেছিল, বা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি। হাসপাতালে থাকলে ওরা আমাকে আবার আক্রমণ করত। হয়তো ওখানে গিয়েও মেরে আসত। আমাকে ওরা বাঁচিয়ে বাখত না, বোধ হয় রাখবেও না।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ওরা কারা?"

"আমাদের আশপাশেই থাকে। আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।"

"কিন্তু কেন?"

রাজকুমারী কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় বাইরে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু। পরক্ষণেই একটি বোমার শব্দ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু কোথায় কে? রাস্তাঘাট থমথম করছে। কেউ কোথাও নেই। এমনকী পঞ্চুও না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেক ডাকাডাকি করল পঞ্চুকে। কিন্তু ওর কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না।

পঞ্চুর এই উধাও হয়ে যাওয়াটা ভাল লাগল না কারও। বোমার শব্দে এলাকা কেঁপে উঠলেও বারুদের গন্ধ ছাড়া কিছুই নেই এখানে। কোনও হতাহতের চিহ্ন নেই। নেই পঞ্চুও। তার মানে, ও যে কোনও দুষ্কৃতীর সন্ধানে গেছে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

তবুও একটা দুশ্চিন্তার কালো মেঘ যেন আচ্ছন্ন করল সকলকে।

ওরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখনই মি. রাও এসে বাবলুর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, "আমাদের জন্য তোমরা কেন অযথা বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছ? তোমরা বরং চলেই যাও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু রাজকুমারীর মুখ থেকে যে আমাদের অনেক কিছু শোনবার ছিল।"

"জানি। যে-কথা ও পুলিশকে বা আমাকে বলতে পারেনি সে-কথা ও তোমাদের বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে ও এত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে যে, ওর মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ও এখন বিশ্রাম করুক, আমরা বরং বিকেলের দিকে আসব।"

বিলু বলল, "কিন্তু পঞ্চু! পঞ্চু এখনও ফিরছে না কেন? গেলই বা কোনদিকে?"

বলতে বলতেই দেখা গেল পঞ্চু বিজয়গর্বে ফিরে আসছে। বাবলু তো ছুটে গিয়ে আবেগের উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরল পঞ্চুকে। পঞ্চুও ওর বুকে মুখ ঘষে ওর স্বভাবসুলভ ডাকে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

বাবলু দেখল ওর ঠোঁটের পাশে সামান্য একটু রক্তের দাগ। এ দাগ অবশ্য আঘাতজনিত কোনও কারণে নয়। নিশ্চয়ই কাউকে কামড়েছে ও। কিন্তু কাকে কামড়াল? কে সে? কে সেই রহস্যময় আততায়ী? ওরা আর সময় নষ্ট না করে ফিরে এল।

বাবলুরা ফিরে এল, কিন্তু বাড়িতে নয়। ওরা সোজা গিয়ে হাজির হল থানায়। ল্যাংচাও সঙ্গে গেল ওদেব।

দারোগাবাবু ল্যাংচাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন, "এই ছ্যাঁচোড়টাকে তোমরা কী করতে নিয়ে এলে বলো তো? কাল রাতে আমাদের একজন কনস্টেবলের মাথা ফাটিয়েছে বেকুবটা।"

বাবলু বলল, "জানি। আসলে ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। না হলে ও বেচাবি শুধু শুধু পুলিশের শিরঃপীড়াব কারণ হতে যাবে কেন? কিন্তু এদিকে যে দারুণ একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি আমরা।"

"কীরকম?"

"আপনার কাছে নিশ্চয়ই খবর আছে মহামায়া বিদ্যাপীঠের রাজকুমারী নামে একটি মেয়ের দুর্ঘটনার কথা?"

"ও হ্যাঁ, যদিও ওটা আমার এলাকা নয়, তবুও খবর আছে। তা কী ব্যাপার বলো তো? শুনলাম খুব জোর প্রাণে বেঁচেছে মেয়েটা।"

"সম্ভবত ওই একই ব্যক্তি কাল রাতে আমাদের এই ছেলেটাকে চাপা দিয়ে মারতে এসেছিল। ভাগ্য ভাল যে, সময়মতো সরে পড়তে পেরেছিল ও। তারপরই রাগের মাথায় আততায়ীকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে গেলে সেটা ফসকে ওই কনস্টেবলের মাথায় লাগে।"

"শুনলাম। এও তাই বলেছে আমাকে। তা কারা এইসব করে বেড়াচ্ছে? এই ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে?"

"না। আমরা আজ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। এই ল্যাংচার সঙ্গে মেয়েটির যোগাযোগ আছে। ও প্রায়ই যায় ওদের বাড়ি। কিন্তু কেন যে এদের দু'জনের ওপর ওদের এত আক্রোশ তা ওরাও জানে না। শুধু তাই নয়, একটু আগে ওদের বাড়ির সামনে একটা বোমা ফাটিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করে ওরা। আমাদের পঞ্চু আততায়ীকে তাড়া করে। এমনকী কামড়েও দেয়।"

"তোমরা তাদের একজনকেও দেখেছ?"

"না?"

ল্যাংচা বলল, "আমি দেখেছি। কাল রাতের ওই কালপ্যাঁচাটাকে আমি কখনও ভুলব না।"

দারোগাবাবু বললেন, "দ্যাখো হে ছোকরা! তুমি যে ধান্দায় ঘোরো, তা আমি জানি।" বলেই বললেন, "আমাব মনে হয়, একে নিয়েই গণ্ডগোলটা দানা পাকিয়েছে। এ-ব্যাটা সব জানে। এখন সাধু সাজছে। চোর একটা। এর পায়ের জুতোজোড়াটা দেখেছ? বোঝাই যাচ্ছে কোথাও থেকে চুরি করেছে এটা।"

ল্যাংচা রেগে বলল, "হ্যাঁ, করেছিই তো। বেশ করেছি। এবার থেকে বেছে বেছে পুলিশের জুতো চুরি করব।"

"তোর সাহস তো কম না রে! আমার সামনে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে কথা বলছিস? আর একটা কথা বললে আবার ঢুকিয়ে দেব।"

ল্যাংচা বলল, "দেখুন স্যার, ওই ঢুকিয়ে দেওয়ার ভয়টা আর আমাকে দেখাবেন না। তবে এও জেনে রাখবেন, বিনা দোষে যদি আমাকে আবার এর ভেতরে রাত্রিবাস করতে হয়, তা হলে কিন্তু এরপর থেকে কোনও পুলিশকে আর কখনও কালীবাবুর বাজারে বাজার করতে যেতে হবে না।"

দারোগাবাবু রেগে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলে তো, বদমাশটার কথা? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই শয়তানটা নির্ঘাত কোথাও গিয়ে এমন কিছু করে এসেছে যার ফলেই হচ্ছে এইসব।"

ল্যাংচা দ্বিগুণ রেগে বলল, "আবার আমার নামে মিথ্যে বদনাম? খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু স্যার।"

বাবলু এবার তেড়ে একটা ধমক দিল ল্যাংচাকে, বলল, "কী হচ্ছে কী? এটা কি চায়ের দোকান? এটা থানা। উনি একজন অফিসার। ওঁর সঙ্গে ওইভাবে কথা বলে কেউ? আজ সকালে উনিই তোকে ছেড়েছেন কোনওরকমে কেস-টেস না দিয়ে। সেটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলি?"

"কাল রাতে মেজো দারোগার মারটাও ভুলিনি। গা, হাত, পায়ে ব্যথা করিয়ে দিয়েছে একেবারে। এরা হচ্ছে পুলিশ, এদের কাছে কেউ অভিযোগ নিয়ে আসে? তা ছাড়া এমন দশাসই চেহারা যাদের, কেন যে তাদের দা-রোগা বলা হয় আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। এদের নাম হওয়া উচিত মোটুরাম।"

বাবলু বলল, "যা, তুই ঘরে যা দিকিনি। এখানে থাকলেই ভুলভাল বকবি।"

ল্যাংচা চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, "নমস্কার দারোগাবাবু। পারলে অপরাধীকে ধরবেন। না পারলে আমার মতো নিরীহ কাউকে কষ্ট দেবেন না। তা হলেই কিন্তু কেস জন্ডিস হয়ে যাবে। বাই, বাই।"

দারোগাবাবু বললেন, "পাপটাকে কী করতে এখানে নিয়ে এলে বলো তো? তোমরা কি জানো, ও যে-জুতোটা পরে এসেছিল ওটা আমার জামাইয়ের জুতো?"

সবাই চমকে উঠল, "সে কী!"

ভোম্বল বলল, "গালে একটা চড় দিয়ে কেড়ে নিলেন না কেন?"

"ওইটা করলেই ভাল করতাম। বিয়েবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এই জুতোটা খুইয়ে জামাইবাবাজির সে কী দারুণ মনখারাপ। আজ সকালেই ওটা ওর পায়ে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। তবে কিনা ছেলেমানুষ, তায় গরিবের ছেলে, শখ করে পরেছে, কেড়ে নেব? তাই কিছু বলিনি। অথচ ওর কথাবার্তা শোনো? যাক, এখন আমার কাছে তোমরা কী জন্য এসেছ তাই বলো।"

বাবলু বলল, "আপনার কাছে আসার দুটো কারণ, এক, ওই আতঙ্কবাদীকে যেভাবেই হোক ধরতে হবে। দুই, রাজকুমারীর বাড়ির ওপর পুলিশের যেন নজর থাকে।"

দারোগাবাবু বললেন, "শেষেরটা এখনই সম্ভব। কিন্তু প্রথমটার ব্যাপারে সময় লাগবে। তার কারণ, তোমরা যার নাগাল পেলে না, তোমাদের পঞ্চু যাকে ধরতে পারল না, আমরা তাকে কী করে ধরব?"

বাবলু বলল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে স্যার।"

"বলো কী মতলব?"

"আপনি এলাকার ডাক্তারবাবুদের গোপনে নির্দেশ দিন যেন কুকুরে কামড়ানো কোনও লোক চিকিৎসার জন্য গেলেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। আমার মনে হয়, তাতেই ধরা পড়বে আততায়ী।"

দারোগাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ। আমি এখনই নির্দেশ পাঠাচ্ছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি ফিরে গেল।

॥ ৪ ॥

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে ওরা সবাই এসে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। বাগানের গাছপালাগুলো পল্লবিত হয়ে আরও ঘন হয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে একঝাঁক টিয়া এসে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে সরব করে তুলল চারদিক।

পঞ্চুর স্ফূর্তি তখন দেখে কে? সে ওই টিয়াপাখিগুলোকে ধরবার জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল।

ভোম্বলও ওর দেখাদেখি ছুটে গেল পাখি ধরবার জন্য। ছোটবড় কত টিয়া। কিন্তু চেষ্টা করাই সার হল! পাখিগুলো ঝোপেঝাড়ে বসে, কিন্তু পরক্ষণেই উড়ে যায়।

বাবলু বলল, "শোন, এখন ওইসব নিয়ে মাতামাতি করবার সময় নয়। তা ছাড়া বনের পাখিকে খাঁচায় পুরে পোষা একটা অমানবিক ব্যাপার। তার চেয়ে যেজন্য এসেছি সেই বিষয়ে আলোচনা হোক।"

ভোম্বল চলে এল।

বাবলু বলল, "পঞ্চু, অর্ডার, অর্ডার।"

পঞ্চু অর্ডার শব্দের অর্থ বোঝে। অর্থাৎ কিনা বাজে সময় নষ্ট না করে চারদিকে টহল দেওয়ার নির্দেশ। ও তাই মাটি শুঁকেশুঁকে চারদিক ঘুরে দেখবার জন্য বাগানের ভেতরদিকে চলে গেল।

বাবলু বলল, "আমরা কিন্তু এখন বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছি। নাশকতামূলক ব্যাপার যদি চালায় ওরা, তা হলে কখন যে কী হবে তা কে জানে? এই মিত্তিরদের বাগানেও ওরা আসতে পারে। আমাদেরও ক্ষতি করতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "আমরা তা হলে কীভাবে এগোব?"

"এগনোর প্রশ্নটা পরে। সবসময় চোখ-কান খোলা রেখে সতর্ক থাকতে হবে।"

বিলু বলল, "তা যা বলেছিস। এই ব্যাপারে আমার তো ভয় বেশি বাচ্চু-বিচ্ছুকেই।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা সবসময় চলাফেরায় সতর্কই থাকি। সেরকম গোলমেলে ব্যাপার কিছু বুঝলে ঠিকই সামলে নেব।"

বাবলু বলল, "সে-ভরসা আমি রাখি তোদের ওপর। তবে সবসময়ই ওরা যে মোটরবাইক নিয়ে আঘাত করবে তা নয়, অন্য কোনও উপায়ও অবলম্বন করতে পারে।"

বাচ্চু বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, বিপদ কোনদিক থেকে কীভাবে আসবে তা যখন জানা নেই তখন হাজার পরিকল্পনা করেও লাভ হবে না কিছু। তবে আত্মরক্ষার হাতিয়ার সঙ্গেই থাকে আমাদের। বিপদ বুঝলেই প্রয়োগ করব।"

বাবলু বলল, "তা হলে ঠিক আছে। আমরা নিশ্চিন্ত রইলাম।"

বিচ্ছু বলল, "এখন তা হলে কী করবে ঠিক করলে?"

"এখন আর এখানে বসে না থেকে আমরা সবাই একবার রাজকুমারীদের বাড়ির দিকে যাই চল। সকালে তো শোনা হল না ওর কথা, এখন কী বলে শুনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

বাবলু জোরে হাঁক দিয়ে ডাকল, "পঞ্চু!"

বাবলুর ডাক শুনে ছুটে এল পঞ্চু।

বাবলু ওকে বাড়ির দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সকলকে নিয়ে বড় রাস্তায় এল।

ভোম্বল বলল, "পঞ্চুটাকেও সঙ্গে নিতে পারতিস।"

"নিতাম। বাড়িতে মা একা আছেন কিনা তাই। বিশেষ করে উনি এখনও জানেন না আমরা আবার একটা নতুন চক্রে জড়িয়ে পড়েছি বলে। তাই হয়তো অসতর্ক থাকবেন। অতএব এক্ষেত্রে পঞ্চুর বাড়ির বাইরে থাকাটা ঠিক নয়। তা ছাড়া রাজকুমারীদের বাড়িও দূরের পথ। বারবার ওকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

সকলে মেনে নিল বাবলুর কথাটা।

বিলু বলল, "এখন তা হলে আমরা কীভাবে যাব? হেঁটে, না সাইকেলে?"

"সাইকেলেই যাওয়া হোক। প্রত্যেকেরই যখন সাইকেল আছে তখন অনেকদিন পর সকলেই একবার দ্বিচক্রযানে বেরিয়ে পড়ি চল।"

ব্যস, যে যার বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে এসে রওনা হল রাজকুমারীদের বাড়ির দিকে।

সেখানে গিয়েই দেখল পুলিশ কথা রেখেছে। রাজকুমারীদের বাড়ির সামনে টহল দিচ্ছে একজন লাঠিধারী কনস্টেবল। দিলে কী হবে? চেহারা দেখলে মনে হয় যেন সদ্য কলেরা থেকে উঠেছে।

বাবলুরা সাইকেল থেকে নেমে কনস্টেবলের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। বাবলু বলল, "আপনি এখানে কী করছেন? আপনাকে কে পাঠিয়েছে এখানে?"

কনস্টেবল বলল, "কে আবার, বড়বাবু পাঠিয়েছেন আমাকে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আপনাকে আর ডিউটি দিতে হবে না। আপনার ছুটি। আমরা ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি থানায়। আপনি চলে যান।"

"সে কী, তা হলে শুধু শুধু আমাকে আসতে বলেছিলে কেন?"

ঝকমারি করেছিলাম। আপনার যা শরীরের অবস্থা দেখছি তাতে আপনাকে দেখে ভূতেও ভয় পাবে। অতএব আপনি যান। তা ছাড়া এখানকার যা ব্যাপারস্যাপার তাতে আপনাকে দিয়ে চলবে না। এখানে দরকার সাদা পোশাকের তাগতদার গোয়েন্দা পুলিশের। না হলে দুষ্কৃতীরা হয়তো আপনাকেই তুলে নিয়ে চলে যাবে।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ামাত্রই হঠাৎ একটা ভটাস করে শব্দ। শব্দটা এত জোরে হল যে, পিলে চমকে

যায়। বাবলুরাও চমকে উঠল। কিন্তু একটু পরেই চমকের ঘোর কেটে গেলে ওরা যা দেখল, তাতে আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। ওরা দেখল কনস্টেবলটি রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে। তার কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! মূর্ছা গেল নাকি লোকটা?"

বিলু বলল, "ওঁর তো দেখছি চোখে-মুখে জল দেওয়া দরকার।"

ততক্ষণে আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারা সকলেই প্রায় বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসেছে রাজকুমারীর বাবা-মা, এমনকী ল্যাংচাও।

বাবলু ল্যাংচাকে দেখেই বলল, "শিগগির এক গেলাস জল নিয়ে আয়।"

ল্যাংচা একটুও দেরি না করে জল নিয়ে এল। সেই জল চোখে-মুখে ঝাপটা দিতেই নড়েচড়ে উঠল কনস্টেবলটি। হঠাৎ একসময় আদুরে গলায় নিজের মনেই বলল, "রাদু"; বলে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে ঝেড়ে উঠে বসল। তারপর ভয়ার্ত স্বরে বলল, "কীসের যেন শব্দ হল তখন?"

বিচ্ছু বলল, "ও কিছু নয়, একটা সাইকেলের টায়াব ফেটেছে।"

"ওঃ, তাই ভাল। বোমা-টোমা নয় তো?"

বাবলু বলল, "না, না, সেরকম কিছু নয়। আপনি এবার যেতে পারেন।"

কনস্টেবল পথের ধারে পড়ে থাকা তার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বিদায় নিল। সে চলে গেলে হাসির বেগ সামলাতে না পেরে হেসে গড়িয়ে পড়ল বাবলুরা।

ল্যাংচা বলল, "আর হেসে কাজ নেই। এবার ভেতরে আয়। রাজকুমারী কখন থেকে হানটান করছে তোদের জন্য।"

বাবলু বলল, "ওর সঙ্গে দেখা করব বলেই তো আমরা এসেছি। কিন্তু তুই কতক্ষণ?"

"আমি তো খেয়েদেয়েই চলে এসেছি।"

বাবলুরা সাইকেল রেখে ল্যাংচার সঙ্গে রাজকুমারীর ঘবে ঢুকল। রাজকুমারী সকালবেলাব মতোই আধশোয়া হয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়। ওদের দেখেই আগের মতো হেসে বলল, "এসো।"

বাবলু বলল, "এখন কেমন বোধ করছ?"

"আগের চেয়ে ভাল।"

"ভাল থাকলেই ভাল।"

ওরা রাজকুমারীর ঘরে গিয়ে যে যার সুবিধামতো জায়গায় বসলে রাজকুমারী বলল, "তোমাদেব হাতে এখন সময় আছে তো?"

বাবলু বলল, "অফুরন্ত।"

রাজকুমারী ল্যাংচাকে বলল, "ল্যাংচা, তুই চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর। মা হয়তো তোকে দোকানে যেতে বলবেন।"

ল্যাংচা চলে গেল।

রাজকুমারী বলল, "সকালে বলতে গিয়েও বলা হল না, এখন শোনো। আমি যে কেন তোমাদের শরণাপন্ন হয়েছিলাম তা আমার কথা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে। কিন্তু তোমাদের পঞ্চু কই?"

"ওকে আনিনি।"

"আনলে পারতে। ওকে আমার খুব ভাল লাগে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর কথা থাক। এখন তোমার কথা বলো।"

রাজকুমারী বলল, "দিনকয়েক আগে আমি আর আমার এক বান্ধবী সুদেষ্ণা নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম আমাদের পছন্দসই কিছু জিনিস কেনাকাটা করতে। ফিরতে আমাদের সন্ধে হয়ে গেল। তখন অফিস টাইম। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। এদিকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বাবা-মা দু'জনেই প্রচণ্ড রাগারাগি করবেন। তাই আমরা আর বাসের চেষ্টা না করে আকাশবাণীর ফুটপাথ ধরে সোজা চলে এলাম লঞ্চঘাটে। সেখানে রামকৃষ্ণপুরের ফেরি সার্ভিসে পার হয়ে ওপারে যখন পৌঁছলাম তখন লোডশেডিং-এর অন্ধকারে ভরে আছে চারদিক। এ-পথে লোকজন এমনিতেই কম থাকে। তাই কী করব কিছু ভেবে পেলাম না।"

বাবলু বলল, "কেন, ওখানে তো রিকশার অভাব নেই। তোমরা রিকশাতেই যেতে পারবে। তা ছাড়া লঞ্চ যাত্রীরাও যাতায়াত করেন ওই পথে। তোমরা তাঁদের সঙ্গও নিতে পারতে।"

"পারতাম। হঠাৎ হল কী, সুদেষ্ণার এক আত্মীয় ওই সময় লঞ্চে পার হবেন বলে এসে হাজির হলেন ওই

পথে। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়েই গোলমালটা হয়ে গেল। লঞ্চযাত্রীরা বেশিরভাগই সাইকেল নিয়ে আসেন। সেই সময়টুকুর মধ্যে তাঁরা যে যার সাইকেল নিয়ে চলে গেলেন। যাঁরা রিকশায় যাওয়ার তাঁরাও রিকশায় গেলেন। পায়ে হেঁটে যাঁরা যান, বিদায় নিলেন তাঁরাও।"

"তোমরা পরবর্তী লঞ্চের আসবার জন্য অপেক্ষা করলে না কেন?"

"ওইটাই আমাদের ভুল হল। আমরা দু'জনে জোরকদমে হেঁটেই পথ চলা শুরু করলাম। একসময় মনে হল কারা যেন আমাদের পিছু নিয়েছে। তাদের দু'-এক টুকরো কথা যা আমাদের কানে এল তাতে বুঝলাম ওরা আমাদের নিয়েই আলোচনা করছে। আমরা যে কী করব তা ভেবে পেলাম না। পথে তখন এমন একজনও কেউ নেই যাঁর কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি।

"যাই হোক, ওদের কথাবার্তা শুনে সুদেষ্ণা এমনই ভয় পেয়ে গেল যে, সে হঠাৎ ছোটা শুরু করল। ওর দেখাদেখি আমিও। দুর্বৃত্তরা তখন আমাদের দু'জনকেই ধাওয়া করল প্রাণপণে। আমি করলাম কী, কৌশলে হঠাৎ একজনের পায়ে পা গলিয়ে দিতেই সে দু'জনকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পথের ওপর। আর সেই সুযোগে আমিও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলাম।"

বাবলু বলল, "তারপর?"

"তারপর? তোমরা নিশ্চয়ই জানো ফোরসোর রোডের পাশ দিয়ে জিনিসপত্র পরিবহণের জন্য একটি রেলপথ আছে। সেইখানে যত্রতত্র অনেক মালগাড়ির ওয়াগন দাঁড় করানো থাকে। আমি ছুটে গিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। লাইন ধরে চাকার ভেতর দিয়ে গুটিসুটি মেরে এগিয়ে চললাম। সেই অন্ধকারে সুদেষ্ণা যে কোথায় গেল টেরও পেলাম না আমি। আমি তখন নিজেকে রক্ষা করতেই তৎপর হলাম।" বলে একটু হাসল রাজকুমারী। হেসে বলল, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো? যে লোডশেডিং আমাদের জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে সেই লোডশেডিংই কিন্তু সে-রাতে রক্ষা করল আমাকে।"

"ওরে বাবা! এ তো দেখছি রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার।"

রাজকুমারী বলল, "ঠিক তাই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতে লাগল ওর কাহিনী।

রাজকুমারী বলল, "এত কথা কি চিঠিতে লেখা যায়? সেইজন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, এবার শোনো। বেশ খানিকক্ষণ ওইভাবে যাওয়ার পর একসময় আমি গুদামগুলোর কাছাকাছি চলে এলাম। এইখানে একটি ঘরের ভেতর মোমবাতির আলো জ্বলতে দেখে আমি চুপিসারে এগিয়ে গেলাম সেইখানে। ভাবলাম এর ভেতরে যাঁরা আছেন তাঁদের আমার বিপদের কথা বললে নিশ্চয়ই একটা উপায় হবে। পরক্ষণেই ভাবলাম, আমি যা আশা করছি যদি তার বিপরীত হয়? এইসময় ওঁদের যা কথাবার্তা আমার কানে এল তা শুনে শিউরে উঠলাম আমি। উঁকি মেরে দেখলাম, সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক পেছন ফিরে বসে আছেন, তাঁর সামনেই বসে আছে বদখত চেহারার একজন অত্যন্ত বাজে লোক। যেমনই বিশ্রী তার মুখ, তেমনই কালো গায়ের রং। মানুষ যে অত কালো হয় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

"সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক বললেন, 'এ-কাজে একটু ঝুঁকি থাকলেও ধরা পড়লে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভয় নেই।'

"কালো শয়তান বলল, 'এমন মওকা আমি হাতছাড়া করব না বস। আমি ভাবছি ছেলেটাকে উঠিয়ে এনে লাইনের ওপর হাত-পা বেঁধে লম্বালম্বিভাবে ফেলে রাখব। তারপর ওর শরীরের ওপর দিয়ে যখন হেভি ওয়েটের মালগাড়িটা ওকে দু' ফাঁক করে চলে যাবে তখন আমি উল্লাসে নাচব। কী লাভ শত্রুর শেষ রেখে?'

"না, আমি ওকে প্রাণে মারতে চাই না। ওর এতবড় স্পর্ধা যে, সে কিনা আমার ছেলের গায়ে হাত তোলে? বলে কিনা আমি স্মাগলার, ওয়াগন ব্রেকার। ওকে রেলের লাইনে এমনভাবে বেঁধে রেখো যাতে শুধু হাতদুটোই কাটা যায় ওর। তা হলেই ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। আমার ছেলে ওকে যখনতখন ধরে পেটাবে, ও কিছু করতে পারবে না। ওর ওই হাতদুটো থাকলে জীবনে অনেক উন্নতি করবে ও। কিন্তু হাত না থাকলে কিছুই করতে পারবে না। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাবে।"

কালো শয়তান বলল, "তাই হবে বস। ঠিকানাটা আর একবার বলুন, ডা. চন্দ্রমোহন সিনহা, রামেশ্বর মালিয়া লেন, এই তো? দু'-চারদিনের মধ্যেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। স্কুলে যাওয়ার পথেই টুক করে তুলে নেব বাছাধনকে।"

শুনেই শিউরে উঠলাম আমি। ডা. চন্দ্রমোহন এ এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার। তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে

এই ষড়যন্ত্র। যেভাবেই হোক এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করতেই হবে। ওইভাবে একটি ছেলের জীবন কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। এই ভেবে পা টিপে টিপে আমি পিছিয়ে এলাম দরজার কাছ থেকে। ভাগ্যে এই শয়তানদের কাছে আমার বিপদের কথা বলে সাহায্য চেয়ে ফেলিনি, তা হলে কী যে হত, তা মনে করেই শিউরে উঠলাম।

এমন সময় হঠাৎই বিশ্বাসঘাতকতা করল লোডশেডিং। আলোয় ভরে উঠল চারদিক। আমি তাড়াতাড়ি করে পালাতে গিয়ে একপাশে সাজিয়ে রাখা কিছু খালি ড্রামের গায়ে ধাক্কা খেতেই সেগুলো উলটে পড়ল সশব্দে। আর ঠিক তখনই সেই শয়তানটা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আমি তখন অনেকটা সরে এসেছি। তবুও সে দেখে ফেলল আমাকে। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "কে। কে ওখানে?"

আর কে? আমি তখন গুদামঘরের উঁচু জায়গাটার ওপর থেকে লাফিয়ে লাইনে নামলাম।

শয়তানটা বলল, "সর্বনাশ হয়েছে বস। নিশ্চয়ই আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছে মেয়েটা। না হলে ওইভাবে পালাল কেন?"

দরজার কাছ থেকেই বসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "যেভাবেই হোক আটকাও মেয়েটাকে। দেরি কোরো না, যাও।"

ততক্ষণে আমি ছোটা শুরু করেছি। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ আমার পরিচিত এক লঞ্চযাত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁর রিকশায় উঠে পড়লাম। একটা লঞ্চ বোধ হয় ওপার থেকে এপারে এসেছে তাই দলে দলে যাত্রী আসছে। অত লোকের সংস্পর্শে এসে কোনওরকমে রক্ষা পেলাম। তবু বেশ কিছুটা আসার পর জি টি রোডে যখন এসে পৌঁছেছি, তখনই বুঝলাম সেই শয়তান একটি মোটরবাইকে চেপে আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমি নির্বিঘ্নে বাড়ি আসতে পারলাম।"

এই পর্যন্ত বলে রাজকুমারী থামল।

বাবলু বলল, "তারপর কী হল?"

"তারপর থেকেই আমাকে নজরে রাখতে লাগল ওরা। একদিন স্কুলে যাচ্ছি, হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক সাইকেলে চেপে এসে আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে কানেব কাছে মুখ এনে বলে গেল আমি যা শুনেছি তা যেন ফাঁস না করি। তা হলেই আমার জীবন বিপন্ন হবে।"

বাবলু বলল, "এরপরে তুমি ওদের ভয়ে ডা. সিনহাকে নিশ্চয়ই জানাওনি তাঁর ছেলের বিপদেব কথা?"

"কী করে জানাব? প্রথমত, ওদের ভয়ে; দ্বিতীয়ত, আমাদের বাড়িতে ফোন নেই। তা ছাড়া ডাক্তারবাবুব ফোন নম্বরও জানি না। নিজে গিয়েও যে খবর দেব, তাও সম্ভব নয়। কেন না, রামেশ্বব মালিয়া লেন আমাদেব বাড়ি থেকে অনেক দূরে।"

বাবলু বলল, "তবুও ওরা তোমাকে শাসাতে লাগল। অথচ এই ঘটনাব কথা তুমি কাউকেই বলোনি।"

"না। কাউকেই বলিনি আমি।"

"তোমার সেই বান্ধবী সুদেষ্ণা, তাকেও বলোনি? তার খবর কী? সে রাতে সে কীভাবে রক্ষা পেল ওই দুষ্কৃতীদের খপ্পর থেকে? তার কথা তো কিছুই বললে না?"

রাজকুমারী বলল, "আমার বান্ধবী সুদেষ্ণা সে-রাতে বলতে গেলে একরকম ভাগ্যজোরেই বেঁচে গেছে। আমি যখন পায়ে পা গলিয়ে দু'জন দুষ্কৃতীকে ফেলে দিয়েছিলাম, অন্যান্যরা তখন তাদের সাহায্য করতে ছুটে গিয়েছিল। আর সেই সুযোগে সুদেষ্ণা রেলের শ্রমিকদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে রক্ষা করে নিজেকে। ওরাই পরে ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে।"

বাবলু বলল, "এ-কথা তুমি জানলে কী করে? তুমি কি ওদের বাড়ি গিয়েছিলে? না কি ও এসেছিল তোমার কাছে?"

"আমিই গিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে ও কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেছে। এমনকী স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করেছে ও।"

"সে কী!"

"ওর বাবা বড়দিমণির সঙ্গে দেখা করে সব বলেছেন। আপাতত স্কুলে না এসে বাড়িতেই পড়াশুনা করবে ও।"

"তুমি কি সুদেষ্ণাকে বলেছ ওদের এই ষড়যন্ত্রের কথা?"

রাজকুমারী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "একমাত্র ওকেই বলেছি। তবে ও কাউকে বলবে না।"

"ও নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবুকে ফোনে জানিয়েছে সব কথা। এবং সেই কথাটা শত্রুপক্ষ যেভাবেই হোক

জানতে পেরেছে। সুদেষ্ণাদের বাড়িতে ফোন আছে?"

"হ্যাঁ আছে, নেবে?"

বাবলু ফোন নম্বরটা নোট করে নিয়ে বলল, "ওর ঠিকানাটা আমাকে দাও তো। আমরা একবার দেখা করব ওর সঙ্গে।"

রাজকুমারী ওর ব্লু রঙের প্যাডের পাতায় ঝরঝরে মুক্তোর মতো লেখায় লিখে দিল সুদেষ্ণার ঠিকানাটা। বাবলু সেটা পকেটে রেখে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ল্যাংচা ওদের জন্য প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে এলেন রাজকুমারীর মা। বললেন, "তোমাদের ব্যাপারে সবই শুনলাম। আমার এই মেয়েটাকে একটু দেখো বাবা তোমরা।"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই দেখব।"

বাবলুরা খাওয়া-দাওয়ার পর একটুও দেরি না করে যে যার বাড়ির দিকে চলল। সন্ধে তখন উত্তীর্ণ হয়েছে।

পরদিন সকালে মর্নিংওয়াকের শেষে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জড়ো হল বাবলুদের বাড়ি। ওখানে একপ্রস্থ জলযোগের ব্যবস্থা যে ভালই হয় তা কারও অজানা নয়। তাই সেই জলযোগের পর্ব শেষ হতেই বিলু বলল, "এখন আমাদের করণীয় কী?"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "রাজকুমারীর আততায়ীকে উচিত শিক্ষা দেওয়া।"

বিলু বলল, "শুধু রাজকুমারী তো নয়, সেইসঙ্গে ল্যাংচার ব্যাপারটাও এসে যাচ্ছে যে।"

ভোম্বল বলল, "তা ঠিক। আততায়ী হচ্ছে ডবল অপরাধী।"

বাবলু খবরের কাগজের প্রথম পাতার খবরগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, "অপরাধীরা ধারেকাছেই আছে। তাই ওদের ব্যাপারে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও চলবে। হয়তো আমাদের গতিবিধির ওপরও নজর রাখছে ওরা। এখন শুধু একটু কায়দাকানুন করে ফাঁদে ফেলতে হবে।"

বিলু বলল, "তা হলে আমরা কীভাবে এগোব?"

বাবলু কাগজ রেখে দেহটাকে টান করে সোফায় এলিয়ে দিয়ে বলল, "রাজকুমারীর বক্তব্য আমরা শুনেছি। এখন সুদেষ্ণা কী বলে শুনতে হবে। তারপরে দেখা করতে হবে ডাক্তার চন্দ্রমোহনের সঙ্গে। তারও পরের কাজ ওই মালগুদামের যে ঘরে ওদের আস্তানা সেই ঘরের আশপাশে নজর রাখা, তা হলেই ফাঁদে পড়বে শয়তানরা।"

বাচ্চু বলল, "তাই যদি হয় তা হলে আর একটুও দেরি না করে আজই আমরা সুদেষ্ণার সঙ্গে দেখা করি না কেন?"

বাবলু বলল, "সুদেষ্ণার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতে হবে। তার আগে ওর সঙ্গে ফোনে আমাদের একটু কথা হওয়া প্রয়োজন।" বলেই উঠে গিয়ে ফোন করল সুদেষ্ণাকে।

ওদিক থেকে সাড়া আসতেই বাবলু বলল, "হ্যালো, এটা কি ডাবল সিক্স সেভেন জিরো জিরো জিরো...।"

"হ্যাঁ।"

"সুদেষ্ণা আছে?"

"আছে। আমি ওর বাবা কথা বলছি। আপনি কে বলছেন?"

"আমাকে আপনি বলার দরকার নেই। একবার সুদেষ্ণাকে দেবেন?"

"না। তোমাদের কিছু বলার থাকলে আমাকে বলতে পারো।"

"আমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি। ওর সঙ্গে...।"

"ও, আচ্ছা, আচ্ছা। ভালই হয়েছে, তুমি ফোন করেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানো, দারুণ এক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। কী যে হবে কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এই ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য পেলে মন্দ হয় না। মেয়েটাকে তো স্কুলে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছি।"

"একদম ভয় পাবেন না। স্কুলে ওকে পাঠাবেন। এখন থেকে ওকেই আমরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করব। ওর যাতায়াতের পথের দিকে নজর রাখব আমরা। অর্থাৎ আমরাই হব ওর বডিগার্ড।"

"ওকে নিয়ে যে আমার বড্ড ভয়। আমার একমাত্র মেয়ে কিনা।"

স্বাভাবিক। একমাত্র ছেলে বলে আমার বাবা-মায়েরও আমাকে নিয়ে ভয়-ভাবনা কম নয়। তবে সেই ভাবটা এখন তাঁরা কাটিয়ে উঠেছেন। আশা করি খুব শিগগির আপনারাও কাটিয়ে উঠবেন।"

"আসলে ব্যাপার কী জানো বাবা? আজকাল সমাজের চেহারা যা দেখছি তাতে শিউরে উঠছি। পথেঘাটে কোনও মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই।"

"নেই তো। সেইজন্যই কারও ভয়ে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। রুখে দাঁড়াতে হবে। কেন না ওদের নজর যখন একবার পড়েছে তখন কিছু না কিছু করবেই ওরা। দেখলেন তো রাজকুমারীর কী অবস্থাটা করল?"

"কী যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।" বলে রিসিভারটা মেয়ের হাতে তুলে দিলেন বাবা, "তোর ফোন।"

সুদেষ্ণা বোধ হয় পাশেই ছিল। বলল, "তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু? কী সৌভাগ্য আমার। রাজকুমারী প্রায়ই বলত তোমাদের কথা। একবার আমরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, তোমরা যদি পারো তো এখনই আমাদের বাড়ি চলে এসো। অনেক কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। তোমরা পাশে এসে দাঁড়ালে আমিও রুখে দাঁড়ানোর সাহস পাব।"

বাবলু বলল, "আমরা যাওয়ার জন্য রেডি? তোমাদের ঠিকানা নেওয়া আছে। এখনই যাচ্ছি।"

"তোমরা সবাই আসছ তো?"

"অবশ্যই।"

"পঞ্চু! পঞ্চু যেন আসে। ও এলে আমি কিন্তু সবচেয়ে বেশি খুশি হব।"

বাবলু ফোন রাখল। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আশা করি কী কথাবার্তা হল তা আর খুলে বলতে হবে না। অনুমানে বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়ই?"

ওরা সকলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। বলাবাহুল্য, পঞ্চুও চলল ওদের সঙ্গে।

॥ ৫ ॥

সুদেষ্ণাদের বাড়ির সামনে এসেই অবাক হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। অল্প জায়গার মধ্যে কী সুন্দর ছোটখাটো বাড়ি ওদের। হাওড়া শহরের বুকে এমন সুদৃশ্য বাড়ি এর আগে ওরা দেখেনি কেউ। সত্যি, কত ভাল-ভাল প্ল্যানার যে আমাদের এখানে আছেন! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ওরা যেতেই দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে সুদেষ্ণা ছুটে এসে ঘরের দরজা খুলে দিল। তারপর চোখদুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "ওমা! তোমরা! আমি তো চিনি তোমাদের। তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা? পথেঘাটে কতবার যে তোমাদের দেখেছি তার ঠিক নেই। তখন ভাবতাম কে তো কে। আচ্ছা তোমরা প্রায়ই রামকৃষ্ণপুর ঘাটে লঞ্চে পারাবার করো না?"

বাবলু বলল, "আগে করতাম।"

সুদেষ্ণার বাবা-মা দু'জনেই এগিয়ে এলেন এবার। বললেন, "এসো, এসো, ভেতরে এসো। সত্যি, আজকের দিনে তোমাদের মতন ছেলেমেয়ে হয় না।"

বাবলু বলল, "হবে না কেন? আমাদের চেয়েও অনেক ভাল ভাল ছেলেমেয়ে আছে যারা অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। তবে কিনা আমাদের অভিযানের কাহিনীগুলো কাগজে ছাপা হয়, তাদেরটা হয় না। তাই তাদের চেনে না কেউ।"

বাবলুরা ভেতরে ঢুকলে সুদেষ্ণা যে কী করবে, কিছু ঠিক করতে পারল না। প্রথমেই তো বাচ্চু-বিচ্ছুকে জড়িয়ে ধরল দুরন্ত আবেগে। তারপর পঞ্চুকে ধরে সে কী আদর!

আদর পেলে পঞ্চু বেজায় খুশি হয়। তাই সে দিব্যি চোখ বুজে লেজ নেড়ে নেড়ে আদর খেতে লাগল।

সুদেষ্ণা হঠাৎই বলল, "পঞ্চু রাবড়ি খায় তো বাবলু?"

বাবলু হেসে বলল, "দিয়েই দ্যাখো না।"

"তুমিও তো ভালবাসো। তোমাদের খাদ্য তালিকা আমার জানা আছে।"

ভোম্বল বলল, "রাবড়ি আমরা সবাই খাই। তবে কিনা এতজনের রাবড়ি তুমি জোগাড় করবে কোত্থেকে?"

সুদেষ্ণা বলল, "আমাদের পাড়ায় হালে একটা দোকান হয়েছে। তার কাজই হল শিঙাড়া, কচুরি, মালপো, রাবড়ি আর ছানাবড়া তৈরি করা।"

বিচ্ছু বলল, "ছানাবড়াটা কী?"

"খেলেই বুঝবে। ঠিক কালোজামের মতো দেখতে আর ইয়াব্বড়-বড়।"

বাবলু বলল, "খাওয়ার ফিরিস্তি থাক। এখন এক কাপ করে চা পেলেই আমরা খুশি। তুমি সেই ব্যবস্থাই করো। তারপর যেজন্য এখানে আসা সেই ব্যাপারে আলোচনা হোক। আগে তুমি বলো তুমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ

করলে কেন?"

সুদেষ্ণা ফোঁস করে উঠল এবার। বলল, "আমি বন্ধ করিনি তো? আমার বাবা-মা দু'জনে মিলে বন্ধ করিয়েছেন।"

সুদেষ্ণার মা বললেন, "ভাগ্যে করিয়েছিলাম, না হলে তোর অবস্থাও রাজকুমারীর মতো হত।"

সুদেষ্ণার বাবা বললেন, "ছেলেমেয়েদের জন্য বাবা-মায়ের যে কী দুশ্চিন্তা, তা যদি এখনকার ছেলেমেয়েরা একটুও বুঝত? আমরাও একসময় ছোট ছিলাম। তখন কিন্তু এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল না। এত মানুষই কি ছিল তখন? এই হাওড়া শহরটাই তখন ছিল একটা গ্রাম। রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর আর সালকিয়া ছাড়া সবই তো গ্রাম ছিল। তোমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছোট থেকে দলবদ্ধ হয়ে অন্যরকমভাবে বড় হয়েছ। যদিও তোমরা এখনও ছোট, তবু তোমরা এমনই যে, সচরাচর কেউ তোমাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না। করলেও তার নিজের বিপদ সে নিজেই ডেকে আনবে। কিন্তু আমাদের তো তা নয়, কে আমাদের আছে বলো? কাজেই আমাদের একটু বেশি সাবধান হতে হয়।"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই, পরিস্থিতি এখন খুবই ভয়াবহ।"

সুদেষ্ণার মা বললেন, "চিন্তা করতে পারো, মেয়েদুটোর ফিরতে একটু দেরি হয়েছে তো অমনই শয়তানরা ওদের পিছু নিয়েছে।"

সুদেষ্ণার বাবা একটু রেগে বললেন, "যত নষ্টের গোড়া হচ্ছ তুমি আর তোমার মেয়ে। কে বলেছিল নিউ মার্কেটে কেনাকাটা করতে যেতে? যাদের অপর্যাপ্ত টাকা-পয়সা আছে, নিজেদের গাড়ি আছে, তাদেরই ওইসব সাজে। এখন কেমন হল? শুধু-শুধু পরের মেয়েটাকেও ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকেও বিপদে ফেললে!"

সুদেষ্ণার মা আর কোনও কথা না বলে চুপ করে গেলেন।

বাবলু বলল, "যাক, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। বিপদ যখন আসে তখন কোথা দিয়ে যে আসে তা কেউ বলতে পারে না। এখন সুদেষ্ণার মুখেই শোনা যাক সেই রাতের পর কী-কী ঘটেছিল।"

সুদেষ্ণার বাবা-মা দু'জনেই উঠে গেলেন এবার।

বাবলু সুদেষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার বলো তোমার কথা।"

সুদেষ্ণা বলল, "ওইদিনের পর তো আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। কিন্তু তারপর আমরা জড়িয়ে পড়লাম অন্য জালে।"

"কীরকম, তবু শুনি?"

"রাজকুমারীর মুখে নিশ্চয়ই শুনেছ ডা. চন্দ্রমোহন সিনহার ছেলের ব্যাপারটা?"

"শুনেছি।"

"ওই জালেই জড়িয়েছি আমরা। সেদিন সন্ধেবেলা যারা আমাদের পিছু নিয়েছিল তারা ছিল আমাদের পথের শত্রু। ওই পথে না গেলে আমাদের বিপদের আর কোনও আশঙ্কাই নেই। কিন্তু এখন যারা আমাদের নজরে রাখছে তারা কিন্তু আমাদের প্রধান শত্রু।"

"ওরা কীভাবে শাসাচ্ছে?"

"রাজকুমারীর ব্যাপার তো জানো। কাল রাতে ওরা আমাকে ফোনে জানিয়েছে আমার অবস্থাও নাকি রাজকুমারীর মতো হবে।"

"তোমার অপরাধ?"

"রাজকুমারী আমাকে যা-যা বলেছিল, আমি তার সব কথাই ফোনে জানিয়েছি ডা. চন্দ্রমোহনকে।"

"এতে যে রাজকুমারীর বিপদ হবে তা তুমি জানতে না?"

"জানতাম। কিন্তু ডা. চন্দ্রমোহনের ছেলের জীবন রক্ষা করাটাও তো আমাদের উচিত ছিল। এমনকী এও জানতাম এ-ব্যাপারে আমিও জড়িয়ে পড়ব। আমার নিজেরও বিপদ হবে জেনেও আমি সব কথা ফোনে জানিয়েছি ডা. চন্দ্রমোহনকে।"

"এই ব্যাপারে ওঁর প্রতিক্রিয়া কী?"

সুদেষ্ণা সে-কথার উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নাম্বার পুশ করে ফোন করল। তারপর বাবলুর হাতে রিসিভারটা দিয়ে বলল, "ডা. চন্দ্রমোহন।"

বাবলু বলল, "আমি কী বলব? আমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি?"

ওদিক থেকে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

বাবলু বলল, "হ্যালো, কে বলছেন? ডাক্তারবাবু? আমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি।"

"...আমি ডা. চন্দ্রমোহন। আমার ছেলের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দেওয়ায় আমি সুদেষ্ণা নামের ওই মেয়েটির কাছে কৃতজ্ঞ। কেন না অর্ক আমার একমাত্র ছেলে। তবে এই পরিকল্পনা যারা করেছে তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি।"

"এই ব্যাপারে আপনি পুলিশকে কিছু জানিয়েছেন?"

"...কী লাভ? তাতে শত্রুতা আরও বাড়বে। তবে ছেলেটাকে সাবধানে রেখেছি।"

"এতে করে কি কোনও সমস্যার সমাধান হবে?"

"...জানি না। আসলে আমি এখন বিভ্রান্ত। একটু আগেই সুদেষ্ণা তোমাদের কথা ফোনে জানিয়েছিল। আমি ওকে বলে রেখেছিলাম তোমরা এলেই ও যেন ফোন করে আমাকে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তোমাদের নাম তো আমি শুনেছি। তাই আমি তোমাদের কাছ থেকেই এই ব্যাপারে একটু পরামর্শ নিতে চাই। তোমরা কি পারবে আমাকে একটু অন্তত সময় দিতে?"

"না পারবার কী আছে?"

"...এখন আমার চেম্বারে রোগী ভর্তি। আমি যদি বিকেলে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি?"

"কোনও অসুবিধে নেই। আপনি আসবেন না, আমরা যাব?"

"প্রয়োজন আমার। তাই আমিই যাব তোমাদের কাছে। এবং সেটা হওয়াই উচিত। তোমরা আমার বাড়িতে নিশ্চয়ই আসবে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব। কিন্তু আগে আমি যাব তোমাদের কাছে। আর হ্যাঁ, ওই যে মেয়েটি, যার নাম রাজকুমারী, তার বাড়ির লোকজন যদি অনুমতি দেন তো ওর চিকিৎসার ভার আমিই নিতেই পারি। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে পারলেও নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। আসলে ও-ই তো সব। ঘটনাচক্রে ও সেদিন ওইখানে গিয়ে না পড়লে...।"

বাবলু বলল, "ডাক্তারবাবু, আপনি মহানুভব। ওর কি সে-সৌভাগ্য হবে?"

"...নিশ্চয়ই হবে। তোমাদের বাড়িতে ফোন আছে?"

"আছে। লিখে নিন, ডাবল সিক্স সেভেন টু সিক্স নাইন টু।"

"...ও কে। রাখছি তা হলে।"

বাবলু ফোন রেখে সুদেষ্ণার দিকে তাকালে সুদেষ্ণা বলল, "কী ভাল মানুষ না?"

বাবলু বলল, "উনি ডাক্তার নন, দেবতা।"

এতক্ষণে বিচ্ছু মুখ খুলল, "শুধু উনি কেন? সব ডাক্তারবাবুই দেবতা। অসুস্থ মানুষকে যাঁরা সুস্থ করে তোলেন, নবজন্ম দান করেন, তাঁরা তো দেবতারই প্রতীক।"

বাবলু বলল, "অমন যশস্বী মানুষ চন্দ্রমোহন, অথচ কোনও অহংকার নেই। ঠিক আছে, আমরা তা হলে আসি?"

সুদেষ্ণা অবাক হয়ে বলল, "ওমা! যাবে কী? তোমাদের খাবারগুলো কি তা হলে আমি একাই খাব?"

সুদেষ্ণার কথা শেষ হতেই ওর মা চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে এলেন। তারপর নিয়ে এলেন প্লেট-ভর্তি রাবড়ি, আর যা নিয়ে এলেন তা দেখে সত্যিই চক্ষু ছানাবড়া!

সুদেষ্ণা বলল, "কী, বলেছিলুম না!"

বাবলু বলল, "এত কি আমরা খেতে পারি?"

ভোম্বল একবার জিভ দিয়ে ওর ঠোঁটটাকে চেটে নিয়ে বলল, "ওইসব ভনিতা না করে শুরু কর।"

পঞ্চু তখন আলাদা একটি পাত্রে ওর জন্য বরাদ্দ রাবড়িতে চোখ বুলিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কী লজ্জা! এমন সুখাদ্য কি লোকের বাড়িতে এসে পাওয়ামাত্রই খেতে আছে? তাই লজ্জায় যেন মরে যেতে লাগল ও। অবশেষে সুদেষ্ণা এসে পাত্রটা ওর মুখের কাছে ধরলে তবেই ও খেল।

মিষ্টিমুখের পর্ব শেষ হলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল সুদেষ্ণাদের বাড়ি থেকে।

ডা. চন্দ্রমোহন সিনহা কথা রেখেছিলেন। তাই ঠিক সময়েই হাজির হলেন বাবলুদের বাড়িতে। তবে একা আসেননি তিনি। আসবার সময় সুদেষ্ণাকেও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। আর এনেছেন অর্ককে। যাকে ঘিরে এত কাণ্ড।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছিল তখন। ওরা তো জানতই ডাক্তারবাবু আসবেন, তাই কেউ আর বাগানে যায়নি। ওরা নিজেদের মধ্যেই এই ব্যাপারে নানারকম আলোচনা করছিল।

এমন সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ।

পঞ্চু তো সবার আগে ছুটে গেল ভৌ-ভৌ করে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও গেল। তারপর সবাইকে নিয়ে ভেতরে এলে সে কী আনন্দ পঞ্চুর! সুদেষ্ণার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে অনবরত কুঁইকুঁই করতে লাগল।

সুদেষ্ণা বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, "এই, ওকে সামলাও এবার। দারুণ সুড়সুড়ি দিচ্ছে পায়ে।"

বাবলু বলল, "তুমি সামলাও। যেমন আদর করে রাবড়ি খাইয়েছ, এবার বোঝো।"

ডা. সিনহা সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই শান্ত হয়ে উঠে বসল পঞ্চু।

ডাক্তারবাবু বাক্সভর্তি অনেক মিষ্টি এনেছিলেন। মিষ্টির বাক্সটা বাবলুর হাতে দিলেন।

ততক্ষণে মা'ও এসেছেন অভ্যর্থনা জানাতে।

বাবলু সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

মা অর্কর দিকে চেয়ে বললেন, "আহা রে! এইটুকু ছেলের পেছনে এত ষড়যন্ত্র! ওরা কি মানুষ?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এই আমার একটিমাত্র ছেলে মা।"

"আমারও তো।"

মা এবার সকলের জন্য চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে ভেতরে গেলেন। মাকে সাহায্য করবাব জন্য বাচ্চু-বিচ্ছুও গেল। দেখাদেখি সুদেষ্ণাও।

ডাক্তার সিনহা এবার গুছিয়ে বসে বললেন, "এবার তা হলে তোমরাই বলো এই ছেলেটাকে নিয়ে আমি এখন কী করব? ওকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেব, না, রেখে দেব নিজের কাছেই?"

বাবলু বলল, "এই ছেলেকে ছেড়ে আপনি কি থাকতে পারবেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "অসম্ভব!"

"তা হলে ও-চিন্তা মন থেকে ত্যাগ করুন। ছেলেকে সবসময় নিজের কাছেই রাখুন। তাতে যা হয় হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? ওবা কারা? ওরা হঠাৎ আপনার মতো লোকের সঙ্গে এইভাবে শত্রুতা করতে চাইছে কেন?"

"সে অনেক কথা বাবলু। সেইকথা বলবার জন্যই তো আমি তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।"

বাবলু এবার সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ আয়েশ করে বসে বলল, "বলুন তো ব্যাপারটা কী, শুনি?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "প্রথমেই জেনে রাখো, আমি কিন্তু জন্মসূত্রে তোমাদের এই হাওড়া শহরের বাসিন্দা নই। আমার জন্ম হয়েছিল বিহারের হাজারিবাগ জেলার এক গ্রামে। আর ছেলেবেলা কেটেছিল ধানবাদে। খুব ছেলেবেলায় আমার বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। তখন থেকেই আমার মামারা মানুষ করেন আমাকে। মামারা একটি কোলিয়ারির দেখাশোনা করতেন। বেশ অবস্থাপন্ন মানুষ ছিলেন তাঁরা। তা যাই হোক, তাঁরা কিন্তু আমাকে লেখাপড়া শেখাতে কার্পণ্য কবেননি। খুব আদর-যত্নে লালনপালন করেছিলেন। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে আমি কলকাতার সূর্য সেন স্ট্রিটের একটি মেসে থেকে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ি। মামাদের আর্থিক সহায়তায় এবং আমার নিজের চেষ্টায় খুব ভালভাবেই ডাক্তারিটা পাশ করি আমি। তাবপব আমার জীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। আমি বিয়ে-থা করি। আমাব শ্বশুরমশাইও নামকরা ডাক্তাব ছিলেন। রামেশ্বর মালিয়া লেনে যে-বাড়িতে আমি আছি, এই বাড়ি তাঁরই। যেহেতু আমার স্ত্রী ছাড়া তাঁব আব কোনও সন্তানাদি ছিল না, তাই শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে ওই বাড়িতেই বসবাস করছি আমি। পরিবেশ ভাল না হওয়ায় এক-একসময় ভাবি এখান থেকে চলে যাব অন্য কোথাও, কিন্তু পারি না। তা ছাড়া তোমরা তো জানো, ওই অঞ্চলে আমার দুর্দান্ত পসার।"

বাবলু বলল, "শুধু ওই অঞ্চলে কেন, হাওড়া শহরের সর্বত্রই আপনার নামডাক খুব।"

এমন সময় প্লেটভর্তি খাবার ও চা নিয়ে বাচ্চু বিচ্ছু ও সুদেষ্ণা এল। সুদেষ্ণা মেয়েটা কী সাবলীল! এরই মধ্যে একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে গেছে।

বাচ্চু বলল, "আগে এগুলোর সদ্ব্যবহার হোক, তারপরে পরের কথা হবে।"

মা তখন অনেক মিষ্টি আর লুচি এনে অর্ককে দিয়েছেন।

বাবলু হেসে বলল, "এর সবই কিন্তু খেতে হবে তোমাকে। কিছু ফেলে রাখলে চলবে না।"

সাময়িক বিরতি।

জলযোগ-পর্ব শেষ করে চায়ে চুমুক দিয়ে বাবলু বলল, "তারপর?"

ডাক্তারবাবুও বেশ বড় ধরনের একটা চুমুক দিয়ে চায়ের প্লেট নামিয়ে রেখে বললেন, "সকলের শুভেচ্ছা

আর ভালবাসা নিয়ে বেশ সুখেই দিনগুলো কাটছিল আমাদের। হঠাৎই একদিন দুষ্ট গ্রহের মতন এসে আবির্ভূত হল এক অশুভ প্রেত।"

বাবলু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কী রকম?"

"ওর নাম কালাচাঁদ রায়। একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তাম আমরা। কালাচাঁদ ছিল ছাত্রসমাজের কলঙ্ক একটা। মস্ত বড়লোকের কুলাঙ্গার ছেলে। স্বভাব-চরিত্র যেমন খারাপ ছিল, তেমনই ছিল বদ। নোংরামি, গুন্ডামি সবকিছুতেই ও ছিল শীর্ষস্থানে। নোটের বাণ্ডিল ফেলে ডাক্তারিটা পাশ কববে ভেবেছিল। কিন্তু পারেনি। আমি ওকে বরাবরই এড়িয়ে চলতাম। তবুও ও সবসময় আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করত। যাই হোক, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আমার সাফল্য, ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, এ-সবই ওর ঈর্ষাব কারণ হল। তাই হঠাৎ করে সেদিন আমার চেম্বারে ওকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম আমি।"

বাবলু বলল, "উনি কি একাই এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ। এবং খুব সহজ-সরলভাবে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ভদ্রলোকেব মতন। প্রথমেই আমার পসার ও প্রতিপত্তিতে ও যে গর্বিত, সে-কথা বলতে ভুলল না। পরে বলল, 'দ্যাখো ভাই, যদিও আমরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছি তবুও সবার জীবনের পথ কিন্তু সবসময় একরকম হয় না। তুমি ডাক্তারি কবছ, আমি প্রোমোটারের কাজ করছি। সেইসঙ্গে রেলের কন্ট্রাক্টর। কোটি-কোটি টাকার বিজনেস আমার। হাওড়া শহরে বেশ কয়েকটা বহুতল বাড়ি তৈরি করেছি আমি। নিজেব জন্যও বাড়ি একখানা যা করেছি, তা দেখলে তাক লেগে যাবে।' আমি বললাম, 'কোথায় করেছ তোমাব বাড়ি?' ও বলল, 'হাওড়ায় নয়। কালীঘাট স্টেশনের কাছে। তা যাকগে, তুমি ডাক্তারি করে যা না করেছ আমি তার থেকেও অনেক বেশি জমিয়েছি।' আমার এবার রাগে মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললাম, 'ওসব বাজে কথা রেখে কীজন্য এখানে এসেছ তাই বলো।' ও বেশ রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'আমি এসেছি আমাদের পুরনো সম্পর্কটা একটু ঝালিযে নিতে।"

ভোম্বল এতক্ষণ বেশ মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো। এবার দারুণ রেগে বলল, "এই সময় ওব নাকে একটা টেনে ঘুষি মারলেন না কেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "মারাটাই উচিত ছিল। যাই হোক, আমি ওকে জিজ্ঞেস কবলাম, 'সম্পর্ক। কীসের সম্পর্ক?' ও নির্বিকারভাবেই বলল, 'সে কী! বন্ধুত্বের সম্পর্ক।' আমি বললাম, 'তোমাব সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাব কোনওদিনই ছিল না। তাই সেই সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' ও হেসে বলল, 'তুমি আমাকে এড়িয়ে গেলে কী হবে ডাক্তার, তোমার আর আমার মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। না হলে তোমাব আমার দু'জনের ছেলেই একই স্কুলে একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়াশোনা করে? শুধু তাই নয়, মারামারিও করে। যদিও গায়ের জোরে আমার ছেলে তোমার ছেলের সঙ্গে পেরে ওঠে না, তবুও আমাব প্রকৃতি তো জানো, কাজেই আমার ছেলে কিন্তু কালসাপের বাচ্চা।' ওর এই কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল।"

বাবলু বলল, "তারপর?"

"তারপর আমি মরিয়া হয়ে বললাম, 'ব্যস, খুব হয়েছে। এবার তুমি আসতে পারো। আমার অনেক কাজ আছে এখন।' ও একটু বিদ্রূপ করে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। তুমি এখন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। নামকরা ডাক্তার। তোমার সময়ের দাম তো অনেক হবেই। তা যাক, এখন তা হলে কাজের কথাটাই বলি, আমার শ্যালক শিবকুমাব শর্মা একজন ড্রাগিস্ট। তুমি যদি তোমার পেশেন্টদের জন্য তাব কোম্পানির ওষুধগুলো ব্যবহার করতে বলো তা হলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার নতুন করে বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে।'"

বিলু বলল, "উঃ! কী ধান্দাবাজ।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওর কথার উত্তরে আমি বললাম, 'দ্যাখো ভাই, কলেজ-জীবনে তুমি কোনওদিনই আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করোনি। কাজেই আজ হঠাৎ তোমার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব করতে মোটেই আমি রাজি নই। বিশেষ করে তুমি যে-প্রকৃতির মানুষ তাতে তোমার শ্যালকের ব্যবসা যে কতটা নির্ভরযোগ্য তাতেও আমার সন্দেহ আছে।"

বাবলু বলল, "এই কথা শুনে কালাচাঁদ কী বলল?"

"কালাচাঁদ বলল, 'দ্যাখো ভাই, এটা আমার আবেদন। তবে আমার এই আবেদন রক্ষা করা না-করার ব্যাপারটা কিন্তু একান্তই তোমার। বন্ধু হিসেবে আমি এইটুকুই শুধু বলতে চাই, আমার প্রস্তাবে রাজি হলে ভাল করতে।' আমি বললাম, 'তোমার এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া আমার পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। তুমি বরং অন্য কোথাও চেষ্টা করো। এই অঞ্চলে আরও তো ডাক্তারবাবু আছেন, তুমি গিয়ে তাঁদেরকে রাজি করাও।' ও

বলল, 'সে তো করাবই। ব্যাঙের ভরসায় কি কেউ খাল কাটে? তবে কিনা তোমার এখন হাতযশ বেশি, নামডাকও খুব। তাই তোমার কাছেই এসেছিলাম।' আমি বললাম, 'যাতে তোমার শ্যালকের কোম্পানির দু' নম্বরি ওষুধগুলো ব্যবহার করে কয়েকজন অসুস্থ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি আমার সুনাম নষ্ট করি এই আশায় তো?'"

বাবলু বলল, "উপযুক্ত জবাব। তারপর?"

"কালাচাঁদের সেই সময়ের মুখের অবস্থা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওর দু' চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে তখন। ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'মণিমোহন আয়ারের চিকিৎসাটা তুমিই করছিলে না?' ওর কথা শুনে আমার বুক শুকিয়ে গেল। বললাম, 'হ্যাঁ। এবং জাল ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় তিনি মারা যান। পরে সেই ওষুধের স্যাম্পেল আমি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখি ওষুধটা—।' ও বলল, 'জাল। এবং সেইজন্যই এখন তোমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে কোনও ক্রেতা ওষুধ কিনতে গেলে ক্যাশমেমো চায়, তাই না?' আমি কী বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, 'তা হলে সেই ওষুধ তোমারই শ্যালকের কোম্পানির নয় তো?' ও হেসে বলল, 'বকলমে আমারই।' আমি বললাম, 'যে-দোকান থেকে ওষুধটা কেনা হয়েছিল সেই দোকান সিজ করে পুলিশ সমস্ত জাল ওষুধ আটক করেছে। দোকানদার পলাতক। তবে পুলিশ যেভাবে হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে, তাতে একদিন-না-একদিন ধরা সে পড়বেই। তখন কিন্তু—।' কালাচাঁদ হেসে বলল, 'ধরা ও কোনওদিনই পড়বে না বন্ধু। কারণ আমি নিজের হাতে সলিল সমাধি দিয়েছি তাকে।' ওর এই কথা শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। কালাচাঁদ আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বিদায় নিল।"

সব শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক! হবে না-ই বা কেন? এইভাবে কোনও অপরাধী অবলীলায় যদি তার নিজের অপরাধের কথা বলতে পারে তা হলে সে যে কতখানি ভয়ংকর, পাণ্ডব গোয়েন্দারা তা জানে।

বিচ্ছু সবিস্ময়ে বলল, "কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা হলেই বুঝেছ তো, আমি কেন ওদের ভয় পাই?"

বাচ্চু বলল, "একটু অসাবধান হলেই ও-লোক যে-কোনও সময় একটা বড় ধরনের ক্ষতি করে দিতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "ভাগ্যে ওইদিন রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা ওই পথে গিয়ে পড়েছিল, তাই তো জানতে পারল ওই ষড়যন্ত্রের কথা। না হলে ছেলেটাকে ওরা তুলে নিয়ে যেতই।"

বাবলু এবার অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা অর্ক, কয়েকটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব। তুমি ঠিকঠাক উত্তর দাও তো!"

অর্ক তখন খাওয়া শেষ করে জলে চুমুক দিয়ে জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখেছে। বলল, "কী জানতে চান বলুন?"

"তুমি এখন কোন ক্লাসে পড়ো?"

"আমি ক্লাস সিক্স-এ পড়ি।"

"বাঃ বাঃ, ভেরি গুড। কালাচাঁদবাবুর ছেলেও তোমার সঙ্গে পড়ে?"

"হ্যাঁ। আমি 'ক' বিভাগে, ও 'খ' বিভাগে।"

"ওর নাম কী?"

"জগমোহন রায়। ডাকনাম জগা।"

"ও কি খুবই দুরন্ত?"

"ভয়ানক। সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। কেউ কিছু না করলেও আচমকা পিঠে কিল, ঘুষি মেরে লুকিয়ে পড়ে।"

"তোমার সঙ্গেও ওইরকম করে নিশ্চয়ই?"

"প্রায়ই। সেদিন আমরা দু'-তিনজন বন্ধু মিলে ওকে খুব পিটিয়েছিলাম।"

"কেন? শুধু কি ওই মারের কারণে?"

"না। সেদিন ও বলেছিল, 'তোর বাবা ডাক্তার নয়, ডাকাত। তোর বাবা রুগি মারে। তোর বাবার মতন ডাক্তারকে আমার বাবা কাজের লোক রাখতে পারে', তাই।"

"এইজন্যই সবাই মিলে তোমরা মারলে ওকে?"

"না। প্রথমে ও একটা ছেলেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল। আমরা সবাই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম তাই এই কথা বলল। আমিও বলেছি, 'তোর বাবা তো একটা স্মাগলার, ওয়াগন ব্রেকার।'"

বাবলু বলল, "এইসব তুমি কী করে জানলে?"

"বাড়িতে আলোচনা হয়। তা ছাড়া স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরাও বলাবলি করে।"

"আর এইসব বোলো না। বরং ও মারধোর করলে তোমরা হেডস্যারকে জানিয়ে দেবে।"

"হেডস্যার সব জানেন, তাই ওকে এ-বছর থেকে আর এই স্কুলে রাখবেন না। টি সি দিয়ে দেবেন।"

বাবলু এবার ডাক্তারবাবুকে বলল, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওই কালাচাঁদ রায় কি বাঙালি?"

"রায় যখন, তখন নিশ্চয়ই বাঙালি।"

"রায় হলেই যে বাঙালি হবেন তার কোনও মানে নেই। তবে কোনও ননবেঙ্গলিকে উনি বিয়ে করে থাকতে পারেন। কেন না ওঁর শ্যালকের নাম শিবকুমার শর্মা। আর ছেলেরও নাম রেখেছেন জগমোহন। এই রকম নাম কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর রাখে না।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তুমি ঠিকই ধরেছ তো! তাই-ই হবে। ও কিন্তু কলেজে পড়বার সময় হাজাবিবাগ কোডারমা অঞ্চলে যাতায়াত করত খুব।"

বাবলু বলল, "এইসব খোঁজখবর এবার নিতে হবে। ওই শিবকুমার শর্মা কী ধরনের লোক, জানতে হবে তাও। ওদের ড্রাগ তৈরির ল্যাবরেটরি কোথায়, সেটাও খুঁজে বের করতে হবে। এখন বলুন, ওই কালাচাঁদ রায় থাকেন কোথায়? উনি নিজেই আপনার কাছে বলেছেন কালীঘাট স্টেশনের কাছে দেখবার মতো একটা বাড়ি করেছেন উনি। তা যদি হয় তা হলে ওঁর ছেলে কি সেখান থেকে পড়তে আসে?"

অর্ক বলল, "ও কিন্তু রোজ গাড়িতে আসে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "গাড়িতে এলেও কালীঘাট থেকে আসে না ও। ওদের পৈতৃক বাড়ি রাজবল্লভ সাহা লেনে। মনে হয় সেখান থেকেই আসে। কালীঘাটের বাড়িটা নতুন।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে কলেজ-জীবন থেকে যে-বিদ্বেষের শুরু, আজও তা অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। সারাজীবন আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেই চলবেন উনি।"

"তোমার ধারণাই ঠিক।"

"করবেন তার প্রথম কারণ, ডাক্তারি পরীক্ষায় আপনার ভালভাবে উত্তীর্ণ হওয়া এবং ওঁব ব্যর্থতা এবং তার পরবর্তীকালে আপনার এই নামযশ, প্রতিষ্ঠা, ওঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কারণ, আপনি ওঁর শ্যালকের বকলমে ওঁর ওইসব ওষুধপত্তর আপনার প্রেসক্রিপশনে ব্যবহার করতে রাজি হননি, তাই।"

"ঠিক তাই।"

"আর আপনার ছেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানতে পারার ফলেই রাজকুমারীকে ওইরকম কঠিন মূল্য দিতে হল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওই কালো শয়তানটি কে? উনিই কি কালাচাঁদবাবুর শ্যালক শিবকুমাব শর্মা?"

"না। ওর নাম রাকেশ। ডাকনাম রাকা। যদিও নামের সঙ্গে ওর চেহারার কোনও মিল নেই। কেন না 'রাকা' শব্দের অর্থ হল পূর্ণিমার চাঁদের মতো যার প্রকাশ। এ-ক্ষেত্রে তার উলটোটা। অর্থাৎ ওই রাকার প্রকাশ এখন অমাবস্যার কালিমায়।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "আপনি এতসব কী করে জানলেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওই দিনের পর কালাচাঁদ আরও দু'-একবার ওইরকম প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। তখন ওই রাকাও সঙ্গে ছিল।"

ততক্ষণে আর-এক প্রস্থ চা এসে গেছে।

চা খেতে-খেতে ডাক্তারবাবু বললেন, "ওদের ওই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ফাঁস হতেই আমি ভয়ে আর স্কুলে পাঠাইনি ছেলেটাকে।"

বাবলু বলল, "বেশ করেছেন। তবে কিনা একটা ছেলে, তা সে যত মেধাবীই হোক না কেন, বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিকাশের সুযোগ না পেলে তার পক্ষে স্ট্যান্ড করা মুশকিল। কোন স্কুলে পড়ে ও?"

"রামকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে।"

"এটা একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার হল তো! এদিকে সুদেষ্ণা ভয়ে স্কুলে যাচ্ছে না, ওদিকে অর্ক যাচ্ছে না।"

"অথচ উপায় কী বলো?"

ভোম্বল বলল, "উপায় নেই কে বলল? আমি আজই ওদের স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা

করে বলে আসছি অবিলম্বে ওই বদ ছেলেকে স্কুল থেকে বিদায় দিয়ে বোর্ডিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। সেইসঙ্গে ওই কালাচাঁদকেও শাসিয়ে আসব, আজ থেকে এই এলাকার কোনও স্কুলের কোনও ছেলেমেয়ের গায়ে এতটুকু আঁচড়ও যদি লাগে তা হলে তার ফল যে কত খারাপ হবে তা কিন্তু ওঁর কল্পনারও বাইরে হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "এসব ব্যাপার জেনেও আপনি পুলিশকে কিছু না জানিয়ে চুপচাপ আছেন?"

"পুলিশকে জানালে ফল যদি আরও খারাপ হয়, তাই।"

বাবলু বলল, "আমরা যখন জেনেছি তখন এর একটা বিহিত আমরা করবই। আপাতত আপনি একজন বডিগার্ড রেখে আপনার গাড়িতে করে ছেলেকে স্কুলে পাঠাবেন। সুদেষ্ণার দায়িত্ব নেব আমরা। আমাদের সঙ্গে পঞ্চু তো আছেই। আর—।"

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে যে এসে ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই অবাক হয়ে গেল সকলে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার ল্যাংচা! এত উত্তেজিত কেন তুই? খবর কী?"

ল্যাংচা উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "কী আর খবর? কেন আমি পুলিশের ওপর হাড়ে চটা এবার বুঝছিস তো? ওসব দারোগা দামোটাকে আমি একদম পরোয়া করি না।"

বিলু ধমকে বলল, "আরে ব্যাপারটা কী, বলবি তো?"

"সাংঘাতিক ব্যাপার। রাজকুমারী কিডন্যাপড।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভয়ংকর রকমের উত্তেজিত হয়ে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "রসিকতা করছিস না তো?"

"না রে! আজ দুপুরে ওর বাবা যখন অফিসে গিয়েছিলেন ঠিক তখনই হঠাৎ দরজায় কারা এসে নক করতেই ওর মা দরজা খুলে দেন। দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মায়ের ওপর। তারপর আর কিছুই করতে পারেন না ওর মা। সম্ভবত 'ক্লোরোফর্ম'-জাতীয় কোনও কিছুর প্রভাবে অজ্ঞান করিয়ে বাথরুমে ঢুকিয়ে দেয় ওঁকে। অনেক পরে ওঁর চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকজন এসে বাথরুমের শিকল খুলে যখন উদ্ধার করেন, তখনই দেখা যায় রাজকুমারী বিছানায় নেই। কান্নায় ভেঙে পড়েন ওর মা। বুঝতে বাকি থাকে না কী হয়েছে, বা হতে পারে।"

বাবলু ডাক্তারবাবুকে বলল, "তা হলে ডাক্তারবাবু! আর তো ওদের বাড়ি আপনার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন হচ্ছে না। আপনি অর্ককে নিয়ে এখনই বাড়ি চলে যান। খুব সাবধানে যাবেন। কেন না ব্যাপারটা একটু বেশিরকমের গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। শুধু আপনার সঙ্গে সংঘর্ষ, ওষুধের ব্যাপার এবং ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়াটাই মুখ্য কারণ নয়। রাজকুমারীকে অপহরণ করার ভেতর দিয়ে ঘটনার মোড় কিন্তু অন্যদিকে ঘুরে গেছে।"

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার উঠিয়ে 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে অস্পষ্ট কথা শুনতে পেল। বাবলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, যাচ্ছি। এদিকে—। ধুস।"

বিলু বলল, "কী হল?"

"লাইন কাট। থানা থেকে ফোনটা এসেছিল, কুকুরে কামড়ানো একটা লোক চিকিৎসার জন্য গেলে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাজকুমারীদের বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

ডাক্তারবাবু অর্ককে নিয়ে বিষণ্নমনে বিদায় নিলেন।

সুদেষ্ণা কিছুতেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গ ছাড়ল না। বাচ্চু-বিচ্ছুর হাত ধরে রুদ্রাণী মূর্তিতে চলল ওদের সঙ্গে। এ-যাত্রায় পঞ্চুও আছে। বাইরে এসে ওরা একটা ম্যাটাডোর ভ্যান পেল। কোনওরকম টালবাহানা না করে সবাই মিলে চেপে বসল তাতেই।

বাবলুর আর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাই তো! মেয়েটাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল!

॥ ৬ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দলবদ্ধ হয়ে যখন কইপুকুরে রাজকুমারীদের ফ্ল্যাটে এল, চারদিকে তখন থমথমে আবহাওয়া। একটু আগেই পুলিশ এসে তদন্ত করে রাও এবং রাওপত্নীর জবানবন্দি নিয়ে গেছেন। এখন একমাত্র মেয়ের শোকে মুহ্যমান দু'জনেই।

বাবলুরা হাজির হতেই সুদেষ্ণা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রাওপত্নীকে। তারপর সে কী কান্না!

পঞ্চু কারও অনুমতি না নিয়ে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে মেঝেয় গন্ধ শুঁকে হঠাৎই বাথরুমেব কাছ থেকে একটি কালো রুমাল উদ্ধার করল। তারপর সেটি মুখে করে নিয়ে এসে বাবলুর হাতে দিতেই বাবলু বুঝতে পাবল, এই রুমালে ক্লোবোফর্ম জাতীয় কিছু মাখিয়ে তারই প্রভাবে সংজ্ঞাহীন করা হযেছিল রাওপত্নীকে। রুমালটি সে সযত্নে রেখে দিল নিজের কাছে। তারপর রাওপত্নীকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওরা ঠিক কতজন ছিল বলতে পারেন?"

রাওপত্নী বললেন, "না, তবে ওরা চার-পাঁচজন ছিলই। অল্পবয়সি যুবক। দরজা খোলামাত্রই এমনভাবে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, আমি কিছু বুঝে ওটার আগেই যা হওয়ার হয়ে গেল।"

বাবলু পকেট থেকে রুমালটা বের কবে ওঁর দিকে এগিয়ে বলল, "এটা কি আপনি চিনত পারেন?"

"হ্যাঁ, না, হ্যাঁ। মানে, মনে হচ্ছে ওইটা দিয়েই ওরা আমার নাক চেপে ধরেছিল। আর, এইবাব একটু-একটু করে মনে পড়ছে, ওরা সবাই কালো পোশাক পবে ছিল।"

বিলু এতক্ষণে বলল, "এদের ব্যাপাবস্যাপার আমাব তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না রে ভাই। তবে এটুকু বুঝতে পারছি, এরা কিন্তু খুব একটা সাধারণ মানের অপবাধী নয়। বেশ বীতিমতো সংগঠিত এবা।"

ভোম্বল গম্ভীর গলায় বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু. ।"

বিলু বলল, "এর ভেতরে কিন্তু আবার কী?"

"ডাক্তারবাবুর মুখে এদের ব্যাপারস্যাপার যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে এই ধবনের অপবাধী ওবা নয। ওদের হচ্ছে দু' নম্ববি ব্যবসা আব ডাক্তার সিনহাব প্রতি ব্যক্তিগত জেলাসি।"

বিলু বলল, "উহুঁ। এ ওদেরই কাজ। সামান্য একটা ব্যাপাবকে কেন্দ্র করে যাবা একটি মেয়েব ওপব মোটরবাইক নিয়ে চড়াও হতে পারে, ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখাব অপরাধে ল্যাংচার মতো দরিদ্র একটি ছেলের জীবন বিপন্ন করবার জন্য মোটরবাইক নিয়ে আক্রমণ করতে পারে, তারা এসে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা মেয়েকে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, এ আব এমন কী?"

রাও বললেন, "আমি তো ভাবতেও পারছি না, কেন এসব হচ্ছে। ও যেমন ওদেব গোপন পবামর্শ শুনে ফেলেছিল বা জানিয়ে দিয়েছিল, তার শাস্তিও ও পেয়েছে। তারপরও এই অবস্থায় মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও কারণ তো ছিল না।"

বাবলু বলল, "ওরা কোনও চিঠিপত্তর রেখে যায়নি?"

"না। আমার মনে হয় ওরা শুধু প্রমাণ লোপ করতে এবং প্রতিশোধ নিতেই চায়।"

বাবলুরা আর কোনও কথা না বলে চারেদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল কোথাও কোনওরকম সূত্র পাওয়া যায় কি না। ফ্ল্যাটের দু'-একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করল ওবা। কিন্তু না, সকলেরই মুখে এক কথা, সে এক এমনই মুহূর্ত যে, সেই অপারেশনের সময় কেউই ছিল না ধারেকাছে।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, আর অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে চলো আমরা একবার থানায় যাই। গিয়ে দেখি ধৃত কুকুরে-কামড়ানো লোকটির মুখ থেকে কোনও কিছুর 'ক্লু' পাওয়া যায় কি না।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। আমরা থানাতেই যাই। তবে তুই কিন্তু ওই রুগ্ন কনস্টেবলটাকে ফিরিয়ে দিয়ে খুব ভুল করেছিলি। ও পাহাবায় থাকলে এ-কাণ্ডটা হত না। কিছু করতে না পারুক লোকটা চেঁচাতে তো পারত?"

বাবলু হেসে বলল, "রক্ষে যে, লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। না হলে খুন হয়ে যেত বেচারি!"

বাচ্চু বলল, "তা হত।"

ল্যাংচা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ কেমন যেন ঝিম মেরে বসে ছিল।

বাবলু বিদায় নেওয়ার আগে ল্যাংচাকে বলল, "আমার হয়ে একটা কাজ তুই করতে পারবি ল্যাংচা?"

"কী কাজ বল?"

"সুদেষ্ণাকে একা ছাড়ব না। তুই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবি?"

সুদেষ্ণা বলল, "কেন, তোমরা যাবে না?"

"আমাদের একবার থানায় যেতে হবে।"

"থানায় আমিও যাব। বেশটি করে বলে আসব পুলিশগুলোকে। দিনদুপুরে গেরস্তবাড়িতে এই যদি হয় তো থানা রেখে লাভ কী? ওগুলো উঠিয়ে দেওয়াই ভাল।"

বাবলু বলল, "এর আগে এইরকম ঘটনা তো হয়নি, কাজেই পুলিশের ওপর অযথা দোষারোপ করে লাভ কী?"

"না। ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করবে।"

"তুমি তা হলে একান্তই যাবে?"

"যাব বইকী! তোমরাই বা কেন যাবে? ওই লোকটার মুখ থেকে কিছু শুনবে বলেই তো? তা হলে আমিই বা যাব না কেন? যেহেতু এই ঘটনার সঙ্গে আমি নিজেও জড়িয়ে আছি, তাই আমারও যাওয়া এবং ওর কথা শোনা একান্তই দরকার। শুধু তাই নয়, আমারও নিরাপত্তার প্রয়োজন। পুলিশের কাছে সেটুকু আমি দাবি কবব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "না, না, ওরও যাওয়া দরকার।"

ল্যাংচা বলল, "তা হলে আমিই বা বাদ যাই কেন? আমিও যাই তা হলে।"

বাবলু বলল, "খবরদার নয়, তোকে দেখলেই 'হট টেম্পাব' হয়ে যাবেন দারোগাবাবু। তুই বরং এখানেই থাক। এঁদের কোনও কাজে অন্তত লাগতে পারবি।"

ল্যাংচা বাধ্য ছেলের মতোই বলল, "তুই যা বলবি, তাই হবে।"

বাবলু চলে গেল। যাওয়ার আগে পঞ্চু আর একবার চারদিক বেশ দেখে নিল ভালভাবে।

ওরা থানায় গিয়ে যা দেখল, তাতেই ওদের চক্ষুস্থির! দেখল অল্পবয়সি এক যুবক লকআপের এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। পায়ে কুকুবে কামড়ানোব ক্ষতস্থানে একটা ব্যান্ডেজ। ওর সারা শবীরে মারধোরের চিহ্ন। অর্থাৎ বেদম পেটানো হয়েছে ইতিমধ্যে।

মেজো দারোগা বাবলুদের দিকে একবার তাকিয়েই বললেন, "ওই দ্যাখো, কাকে ধবে এনেছি। যদি কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে, তা হলে করতে পারো। আমি তো এত পেটালাম, তবু ওর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারলাম না। আর বেশি মারলে যদি মরে যায় তো কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না।! সেইজন্য এখনও আস্ত রেখেছি।" বলে কোথায় যেন চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লকআপের কাছে আসতেই যুবক রক্তচক্ষুতে তাকাল ওদেব দিকে। সেই দৃষ্টিতে ক্রোধানল যেন ঝরে পড়ছে।

তার অবস্থা দেখে ভোম্বল চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "এইভাবে মারাটা কিন্তু ঠিক হয়নি।"

বাবলুর হয়ে সুদেষ্ণা বলল, "কুকুরের কাজ কুকুর কবেছে কামড দিয়েছে পায, পুলিশের কাজ ধবেই পেটানো, পিটিয়ে ছেড়েছে তায়।"

সুদেষ্ণার কথায় হেসে উঠল সকলে।

বাবলু যুবকের রক্তচক্ষু দেখেও লকআপের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "শুনুন দাদা, আপনার পবিচয় কী, তা আমরা জানি না। আপনি আমাদের বন্ধুও হতে পারেন, শত্রুও। যা আপনার ইচ্ছা। তবে এখন আপনি পুলিশেব হেফাজতে থাকলেও জীবন আপনার বিপন্ন। কুকুরে কামড়ানোর পরিণাম কী, তা নিশ্চয়ই জানেন। এব চিকিৎসা যদি ঠিকমতো না হয় তা হলে তার নিট রেজাল্ট কিন্তু জলাতঙ্ক, পরিণামে মৃত্যু।"

যুবক রেগে বলল, "তোমাদের মুখ থেকে কোনও জ্ঞানের কথা আমি শুনতে চাই না। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।"

"সেজন্য তো আসিনি আমরা!"

"তা হলে কীজন্য এসেছ তাই বলো।"

"আমরা চাই আপনি নিজমুখে আপনার অপরাধের কথা স্বীকার করুন এবং তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।"

"তাতে তোমাদের লাভ? তা ছাড়া কী যে আমার অপরাধ, তা তো আমিই জানি না। ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম ইঞ্জেকশন নিতে, পুলিশ জামার কলার ধবে টেনে নিয়ে এসে চোরের মাব মারল।"

"আপনি কি সত্যিই নিরপরাধ?"

"অবশ্যই।"

"আপনার বাড়ি কোথায়? এই এলাকার লোক তো নন?"

"আমার বাড়ি যেখানেই হোক, তাতে তোমাদের কী?"

"পুলিশকেও নিশ্চয়ই এই কথাই বলেছেন, তারই ফলে মার খেতে হয়েছে। এখন দেখুন তো, একে একটু চেনা-চেনা লাগছে কি না?" বলেই ডাক দিল বাবলু, "পঞ্চু!"

পঞ্চু বাইরে গেটের কাছে বসে ছিল। বাবলুর ডাক পেয়েই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোহার গরাদের ওপর।

পঞ্চুকে দেখেই শিউরে উঠল যুবক। বলল, "হ্যাঁ। এই সেই বেআক্কেলে কুকুর। ওঃ, কী তাড়াটাই না লাগিয়েছিল! তারপর যেই না একটা লাথি মেরেছি, অমনই—।"

বাবলু বলল, "ইঞ্জেকশন নিয়েছেন?"

"নেওয়ার সময় পেলাম কই? তা ছাড়া শুনেছি নাকি বাজারে কোথাও কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ঠিকই শুনেছেন। তবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমাদের এক ডাক্তারকাকু আছেন, তিনিই করে দেবেন সব।"

"কিন্তু আমি যে এখন বন্দি।"

"আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো আমরা আছি। আর সেইজন্যই এখানে এসেছি আমরা।"

"এরা সেই লোক নাকি যে, তোমাদের কথায় ছেড়ে দেবে আমাকে?"

"দেয় কি না-দেয় দেখতেই পাবেন। তবে শর্ত একটাই, আমরা যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিকঠাক উত্তর দিতে হবে।"

"বলো, কী তোমরা জানতে চাও?"

"প্রথমেই বলুন, আমাদের এই আদরের কুকুরটিকে আপনি লাথি মেরেছিলেন কেন? কেন ও আপনাকে তাড়া করেছিল?"

যুবক দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কী বললে? আদরের কুকুর? ওটা নাকি কুকুর! ও যদি কুকুর হয় তা হলে নেকড়ে কাকে বলে? নিশ্চয়ই ওর মা-বাবার কেউ একজন মানুষখেকো নেকড়ে ছিল।"

ভোম্বল রেগে বলল, "অযথা আপনি বাজে কথা বলছেন। এইসব একদম বলবেন না।"

"কেন বলব না? বেশ করব বলব। একশোবার বলব। ব্যাটা শয়তান। এমন তাকাচ্ছে যেন কতই না সাধুপুরুষ! কিচ্ছু জানেন না। তবু যদি না একচোখো হ'ত! এইরকম শয়তান বলেই ভগবান ওর একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে।"

বিলু বলল, "ভগবান করেননি। মানুষই করেছে। আর মানুষের কাছ থেকেই হিংসে শিখেছে ও। না হলে ওর মতো শান্ত প্রকৃতির জীব খুব কমই আছে।"

যুবক আরও রেগে বলল, "তোমাদের মুণ্ডু।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? ও যদি সত্যিই হিংস্র হত, তা হলে কি আমাদের এত পোষ মানত? শুধু আমাদের কেন, যাকে-তাকে ও কামড়ায়ও না। আপনারা খুন-জখম করবেন, বোমাবাজি করবেন, অথচ ও সেই কাজে বাধা দিতে গেল বলেই শয়তান, হিংস্র হয়ে গেল? আপনি বোমাবাজি করতে না এলে তো এই কাণ্ডটা ঘটত না।"

যুবক জিভ কেটে বলল, "আস্তে বল না রে ছেলেগুলো। কেউ না-কেউ শুনে ফেলবে যে! আমাদের ওপর যা নির্দেশ ছিল তাই করেছি আমরা।"

"আমরা মানে? আর কে-কে ছিল?"

"বেশি কেউ নয়, আমরা দু'জনই ছিলাম। আমি আর ভানু। ভানুটা পালিয়ে গেলেও আমি পড়ে গেলাম ওর খপ্পরে। নেহাত আমার চেনাজানা একজন এগিয়ে এল তাই রক্ষে। না হলে কী যে হত? ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত বোধ হয়।"

"আপনাদের ওইসব করার নির্দেশ কে দিয়েছিল?"

"তোমরা তাকে চিনবে না। ওর নাম—।"

"কী হল? বলতে গিয়েও থেমে গেলেন কেন? বলুন?"

"ওর নাম উচ্চারণ করতেও ভয় লাগে। লোকটা ডেঞ্জারাস। যদি কোনওরকমে প্রকাশ হয় ওর নাম কারও কাছে বলেছি, তা হলে কিন্তু বিপদের আর শেষ থাকবে না।"

"কিচ্ছু হবে না। সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়ান। ওদের সংস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসুন, দেখবেন দিব্যি পার পেয়ে গেছেন।"

"আমরা যে-পথের পথিক, সে-পথে একবার এলে আর ফেরা যায় না রে ভাই।"

"আমরা যদি ফিরিয়ে আনি?"

যুবক হেসে বলল, "পটাশিয়াম সায়ানাইড একবার জিভে ঠেকালে কেউ যেমন তাকে বাঁচাতে পারে না, তেমনই আমরা যে দলের হয়ে কাজ করি সেই দল থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলে কারও সাধ্য নেই তাকে বাঁচাবার।"

ভোম্বল বলল, "বুঝলাম। সব দলেরই দলত্যাগীদের ওই একই পরিণাম। কিন্তু ওই দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে নিষ্ঠার সঙ্গে ওদের কাজ করে গেলেও তো আপনি মরবেন। কেন না এখনও আপনি জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেননি। তাই বলি কী, সোজা রাস্তায় আসুন না দাদা?"

বাবলুর কথায় বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যুবক। তারপর বলল, "জলাতঙ্ক বড় কঠিন রোগ, তাই না?"

বাবলু হাসল।

যুবক বলল, "ওই রোগে ভুগে মরার চেয়ে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারানো অনেক ভাল। তা হলে শোনো, ওর নাম—।" বলে বাবলুকে ডেকে ওর কানে-কানে কী যেন বলল।

শুনেই চোখ কপালে উঠে গেল বাবলুব, "সত্যি বলছেন?"

"তা হলেই বুঝলে তো? কেন ওকে এত ভয়?"

বাবলু বলল, "ওব ব্যাপাবে আরও বিশদভাবে জানতে চাই। কিছুকাল আগে হাজারিবাগের গভীর জঙ্গলে পলিপ্যাকের বস্তাবন্দি প্রায় শতাধিক মানুষের মাথার খুলি পুলিশের হাতে পড়ে। পুলিশের ধারণা ওটা ওই দলেরই কাজ। কেন না ওই অঞ্চলে ওব চেয়েও দুর্ধর্ষ আর কেউ তো নেই। কিন্তু অত স্কাল ওখানে কেন জড়ো করেছিল ওরা?"

"বিদেশে পাচাব কববে বলে। কিন্তু গোল বাধাল শিবকুমার শর্মা নামে আর এক শয়তান।"

বাবলু বলল, "বাকিটা পরে শুনব। আগে আপনাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করি।" বলে সোজা ও সির ঘরে গিয়ে ঢুকল বাবলু।

একটু পরেই বাবলুর সঙ্গে কীসব কথাবার্তার পর একজন কনস্টেবল এসে লকআপের তালা খুলে মুক্তি দিল যুবককে।

বাবলু বলল, "আপনি আজ আমাদের অতিথি। এখন সোজা আমাদেব বাড়িতেই চলুন। তাব আগে ডাক্তার সান্যালকে একটা ফোন করি।" বলে আবার অফিসাবেব ঘরে গেল ফোন করতে। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়ে ফোনে লাইন পেযে খবর যা শুনল তাতে শিউরে উঠল বাবলু। সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "না, না। এ অসম্ভব। এ আমি বিশ্বাস কবি না। কে বলছেন আপনি? রং নম্বর নয় তো?"

ও সি বললেন, "কী ব্যাপার! হলটা কী?"

বাবলু ফোনটা ওসির হাতে দিল।

ফোনে খবর শুনেই লাফিয়ে উঠলেন ও সি, "ইউ ব্লাডি ফুল। ধরতে পারলে তোমার ডানা আমি ছাঁটবই।"

ক্লান্ত, অবসন্ন বাবলু ও সির ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বাবলু? কোনও খারাপ খবর নয় তো?"

বাবলু কিছু না বলে একবার ঘাড় নাড়ল শুধু।

ভোম্বল বলল, "সাসপেন্সে রাখিস না বাবলু। খুলে বল। এই মুহূর্তে টেনশন আর ভাল লাগছে না।"

বাবলু বলল, "আমাদের ওখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ডা. সান্যাল...।"

"কী হয়েছে তাঁর?"

"ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। সেইসঙ্গে অর্কও হাওয়া। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেউ জানে না তা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কারও মুখে আর কথাটি নেই। কী জটিল কাণ্ডকারখানা।

সুদেষ্ণার মুখও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাচ্চু আর বিচ্ছুর হাতদুটো সে যেভাবে শক্ত করে ধরল, তাতে

বোঝাই গেল দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, ফোনটা তুমি কোথায় করেছিলে? ডাক্তারবাবুর বাড়িতে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ।"

"ফোনটা ধরেছিল কে?"

"জানি না। তবে মনে হল ওঁদের পরিবারের কেউ ধরেনি।"

"তা হলে কে সে?"

"কে জানে? শুধু তাই নয়, ফোনের কথা শুনে ও সিও কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাবপব যুবকের মুখের দিকে তাকালে সে বলল, "আর কি আমার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে? তোমাদের ডাক্তারবাবুই তো এখন সবকিছুর উর্ধ্বে।"

"তা হোক। তবু আপনাকে আমরা কথা দিয়েছি। তাই আপনার চিকিৎসার ভার আমাদের। তা ছাড়া আপনার মুখ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই।"

"বেশ, তবে চলো।"

বাবলুরা সবে থানা থেকে বেরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ একটা গুলিব শব্দ। ওরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই যুবক লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয়।

থানা থেকে পুলিশের লোকজন ছুটে এল।

পঞ্চুও 'ভৌ ভৌ' রবে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। কিন্তু কোথায় কে? অজ্ঞাত আততায়ী যে কোথা থেকে গুলি করে কোথায় হারিয়ে গেল, তা টেরও পেল না কেউ। কালো রাতের কুটিল অন্ধকারে ওরা নির্বাক।

পুলিশের লোকেবা যুবককে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেল।

আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা পুলিশের গাড়িতে চেপেই সুদেষ্ণাকে ওদের বাড়িতে ওর বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে এল। সে-রাতটা যে কীভাবে কাটল ওদের, তা ওবাই জানে।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল বেলা তখন ন'টা।

ঘুম থেকে উঠেই বাবলু দেখল, বাবা বসে-বসে খবরের কাগজ পডছেন। বাবা যে দুর্গাপুর থেকে কখন এসেছেন তা ও জানেই না। অনেকদিন পরে বাবাকে দেখেই খুবই আনন্দ হল ওর।

বাবা বললেন, "কী ব্যাপার! এত বেলা অবধি কখনও তো ঘুমোস না তুই। শুনলাম আবাব কীসব ঝামেলায় নাকি জড়িয়ে পড়েছিস?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমি চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে সব বলছি।"

"তোদের আর সবাই কোথায়?"

"বাড়িতেই আছে যে যার। আমি পঞ্চুকে পাঠাচ্ছি, ও গেলেই এসে হাজির হবে সব।"

বাবলু বাথরুমের কাজ সেরে যখন ঘরে এসে বাবার সামনে টি-টেবিলে মুখোমুখি বসেছে, তখনই এল সব এক-এক করে। পঞ্চুকে যেতে হয়নি, ওরা নিজেরাই এসেছে।

বাবলু সবাইকে পাশে বসিয়ে ওর বাবাকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল।

বাবা সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোদের তো দেখছি এবার বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এক, রাজকুমারীকে উদ্ধাব করা। দুই, অর্ককে ফিরিয়ে আনা এবং ডাক্তারবাবুর খুনের কিনারা করা। তিন, কালাচাঁদকে ফাঁদে ফেলা। চার, শিবকুমার-রহস্য ভেদ করা। পাঁচ, রাকেশের খোঁজ করা। ছয়, হাজারিবাগের নরমুণ্ড শিকারি গোল্ডেন প্রিন্স-এর মোকাবিলা।"

বাবলু বলল, "আমাদের এতদিনের এত কিছু সাফল্যের পরে এ এক কঠিন পরীক্ষা। একদিকে যাই তো আর-একদিক অন্ধকারে ঢেকে যায়। সত্যি, কী যে করি!"

বাবা বললেন, "কালাচাঁদ রায়কে আমি চিনি, খুব বাজে লোক। তবে ওই শিবকুমার শর্মার ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। ওই লোকটার সঙ্গে কালাচাঁদের সম্পর্ক কী?"

"বলছে তো সম্পর্কটা শালা-ভগ্নিপতির।"

বাবা হাসলেন, বললেন, "ওদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা।"

মা ততক্ষণে সকলের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এসেছেন।

বাবা দুর্গাপুর থেকে এলেই বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা নিয়ে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জলখাবারের সঙ্গে প্লেট ভর্তি তাও পড়ল। সেইসঙ্গে ধূমায়িত গরম চা।

ভোম্বলের সে কী আনন্দ সীতাভোগ দেখে। প্রথমেই তো জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার বুলিয়ে নিল। তারপর বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় আমাদের চা খাওয়া হলে সর্বাগ্রে কাল রাতের ওই লোকটির ব্যাপারে থানায় খবর নিয়ে কালাচাঁদের কালামুখের একটা ব্যবস্থা করে আসা উচিত। তারপর যদি কোনওরকমে ধরতে পারি রাকেশ নামের ওই কালো শয়তানকে, তখনই এক-এক করে সমস্ত রহস্যের জট খুলে যাবে।"

বিলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়। এই চক্রটার পরস্পরের মধ্যে একটা চমৎকার যোগসাজস আছে।"

বাচ্চু বলল, "কী থেকে কী হয়ে গেল দেখো! অর্কদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু রাজকুমারী? ওকে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল কী?"

বিচ্ছু বলল, "তাও সাহস কী! একেবারে দিনদুপুরে অসুস্থ মেয়েটাকে ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে গেল। এমন ঘটনার কথা এব আগে আমরা শুনিওনি কখনও।"

এমন সময় পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হয়ে সকলে তাকাল বাইরের দিকে। দেখল গেটের কাছে ছিপছিপে চেহাবা এক সুদর্শন যুবক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে দেখেই পঞ্চুর এত লম্ফঝম্ফ।

বাবলু কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে পঞ্চুকে চুপ করাল। তারপর আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

সুদর্শন যুবক ম্লানমুখে একটু হাসি এনে বলল, "তোমাকেই।"

"কে আপনি?"

"তুমি বা তোমরা আমাকে চিনবে না। আমার নাম ভানু। ভানুপ্রসাদ। আমার বন্ধু শানু কাল রাতে আততায়ীর গুলিতে জখম হয়ে পুলিশ-হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।"

"ও, বুঝেছি। তা বলুন, আমাকে আপনার কীসের প্রয়োজন?"

ভানুপ্রসাদ হেসে বলল, "শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের সবাইকেই। অনেক কথা বলার আছে আমার। একটু সময় দিতে হবে যে!"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আমাব মনে হয়, এইসব কথাবার্তা আমাদের ঘাঁটিতে হওয়াই ভাল।"

"যেখানে তোমাদের সুবিধে হবে সেইখানেই আমি যেতে রাজি।"

বাবলু বলল, "তার আগে এক কাপ চা চলতে পারে কি?"

ভানুপ্রসাদ বলল, "না ভাই। এখন আমার মুড নেই। আগে আমার সব কথা তোমাদের বলি, তারপর চা-পর্ব। তা ছাড়া এইমাত্র চা আমি খেয়ে এসেছি।"

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই একবার দূব থেকে দেখলেন যুবককে। তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

বাবলুও ঘরে ঢুকে বেশ রীতিমতো তৈরি হয়েই বেরিয়ে এসে বলল, "চলুন।"

ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। পঞ্চুও গেল ওদের সঙ্গে। তবে আগের মতো আগ বাড়িয়ে নয়। সবার সঙ্গে একভাবে কাছে কাছে থেকে হেলেদুলে ডান্সিং টেকনিকে।

মিত্তিরদের বাগানে প্রবেশ করে সেই চিরপরিচিত গুলঞ্চগাছটির নীচে ঘন ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসল সবাই।

ভানুপ্রসাদ বলল, "তোমরা হয়তো আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছ, মনে মনে ভাবছ কে আমি? তা হলে শোনো, শানু আর আমি দু'জনেই হলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই আমরা দু'জনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে বেরিয়েছি। ঘরের সঙ্গে কোনওদিনই কোনও সম্পর্কই রাখিনি আমরা। এমনই বখে গিয়েছিলাম যে, আমাদের বাড়ির লোকরাও আমাদের পরিচয় দিতে লজ্জা পেত। সে যাই হোক, সে-সব পাটও এখন চুকে গেছে। এখন দু'জনেই আমরা ঘরছাড়া। আমাদের এখন থাকারও কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। এইভাবে অসৎসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমরা গোল্ডেন প্রিন্স' নামে এক শয়তানের সংস্পর্শে এলাম। জঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে চোরাচালান দেওয়া, আর-মবা মানুষের মাথার স্কাল নিয়ে ব্যবসা করা, কোনওটিতেই ব্যর্থ নয় সে।"

বাবলু বলল, "জানি। কিছুদিন আগে ওই গোল্ডেন প্রিন্সকে নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখি হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। পুলিশ ওর পেছনে শনির মতো লেগে থেকেও ধরতে পারেনি ওকে। জঙ্গলেব কোনও গভীরে

কোথায় যে ওর ঠেক তা কেউ জানে না। অথচ যখন-তখন মোটরবাইক নিয়ে হঠাৎ করে ও লোকালয়ে চলে আসে। এমনই আচমকা ওর যাতায়াত যে, পুলিশের সামনে দিয়ে গেলেও পুলিশ তাকে চিনতে পারে না। পারলেও কিছু করবার অবকাশ পায় না। ওর সম্বন্ধে প্রবাদ, বনের হিংস্র জন্তুরাও ওকে ভয় পায়। তা আমরা ওর দলে ভিড়ে এমন কাজ নেই যে, করিনি। সে-কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিকও আমরা পেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ঝুঁকি নিতে নিতে এমনই একটা পর্যায়ে এসে গেছি আমরা যে, আর এ-কাজ ভাল লাগছে না। অথচ ওর দল ছেড়ে যে বেরিয়ে আসব সে-উপায়ও নেই। কারণ আমাদের একজন দল ত্যাগী সুদূর দক্ষিণে পালিয়েও রেহাই পায়নি ওর লোকেদের হাত থেকে। ওরা সেখানে গিয়েও তাকে খুঁজে বের করে শেষ করে এসেছে।"

"তার মানে শুধু হাজারিবাগের ওই জঙ্গলে নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই ঘাঁটি আছে ওর।"

"অথচ এই প্রিন্সকে দেখতে এমনই সুন্দর যে, ওই সুন্দরের আড়ালে কোনও হিংস্র প্রাণী বাসা বেঁধে থাকতে পারে বলে ধারণাও করতে পারবে না কেউ।"

বাবলু বলল, "সে কী! এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, অথচ অমন মিষ্টি চেহারা?"

"হ্যাঁ, আদৌ ওকে শয়তানের মতো দেখতেই নয়। যেন একঝাঁক সাদা পায়রার দলছুট একটি। দারুণ শীতেও ধবধবে সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরে থাকে। বড়জোর, গলায় একটা মাফলার। তাও অতিরিক্ত শীত পড়লে।"

"ওই লোকেব সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ করিয়ে দিল কে?"

"কোনও একটি বিশেষ দলের হয়ে কাজ করতে গিয়ে একবার আমরা একটি খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ি। আমরাও হাওড়াবই ছেলে। কাসুন্দিয়া অঞ্চলে থাকতাম। তা যাই হোক, ওই সময় রাজবল্লভ সাহা লেনের এক ব্যবসায়ী আমাদের পাঠিয়ে দেন কোডাবমাতে তাঁর শ্যালকের ওখানে।"

বাবলু হেসে বলল, "সেই ব্যবসায়ীর নাম কালাচাঁদ, আর তাঁর শ্যালকের নাম শিবকুমাব শর্মা, এই তো?"

বিস্মিত ভানুপ্রসাদ বলল, "তোমরা কী করে জানলে?"

"যেভাবেই হোক, জেনেছি।"

"ওই শিবকুমাব শর্মাব ওখানে আশ্রয় পেয়েই আমরা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারি। ও আমাদের কোডারমাব জঙ্গলে এক অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে বাখে।"

"ও তো একজন ড্রাগিস্ট।"

ভানুপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, তবে জাল ওষুধের। বড়-বড় নামীদামি কোম্পানির ওষুধ জাল কবে ভুয়া এজেন্টদেব মাধ্যমে দোকানে-দোকানে সাপ্লাই দেয়। ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সিবিঞ্জ বিক্রি করে।"

"এসবও আমরা জানি।"

"তা হলে তো সবই জানো তোমরা।"

"না, না। কিছু-কিছু জানি। আচ্ছা, রাকেশ ভাটিয়া কে?"

"সে আর-এক দুর্বৃত্ত। শিবকুমারের প্রধান শাগরেদ। এই লোকটাই এখন ওদেব শ্যালক-ভগ্নিপতিব সম্পর্কে একটু চিড ধরিয়েছে।"

"কিন্তু ওদের ব্যাপারে যা শুনেছি বা জেনেছি, তাতে সেরকম কোনও কিছুর আভাস তো পাইনি।"

"পাওনি তার কারণ ব্যাপারটা খুব চাপা। ছাইচাপা আগুন জানো? বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে ধিকিধিকি জ্বলে। আসলে প্রচুর টাকার লেনদেন চলেছে তো এই ব্যবসায়। তাই নিয়েই গোলমাল।"

"রাকেশ ভাটিয়া তা হলে কাব দলে?"

"এদের দু'জনের কারও দলের নয়। বর্ন ক্রিমিন্যাল একটা। মায়া দয়া বলে কিচ্ছু নেই ওর শরীরে। ও কখনও কালাচাঁদের হয়ে কাজ করে, কখনও শিবকুমারের। আসলে ও প্রিন্সের লোক। আমরা যখন কোডারমার জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছি তখনই পরিচয় হয় ওর সঙ্গে। ও বলে প্রিন্সের আওতায় একবার এলে পুলিশ তো দূরের কথা, যমেরও সাধ্য নেই তার গায়ে হাত দেয়। আর প্রিন্সের বিরোধিতায় গেলে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা একমাত্র দৈব ছাড়া কারও নেই।"

বাবলু বলল, "শিবকুমারের সঙ্গে প্রিন্সের যোগাযোগ কীরকম?"

"নেই বললেই চলে। তবে ওই এলাকায় ব্যবসাপত্তর করার জন্য বছরে দশ লাখ টাকা তোলা দিতে হয় ওকে। রাকেশ সেই তোলা আদায় করতেই আসে।"

"আর কালাচাঁদ? কালাচাঁদের সঙ্গে ওর কীরকম সম্পর্ক?"

"কালাচাঁদের সঙ্গেও সরাসরি কোনও যোগাযোগ প্রিন্সের নেই। থাকলেও যা কিছু লেনদেন হয় রাকেশের মাধ্যমেই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে শুনতে লাগল সব। অপরাধ জগতের জাল যে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে কোথায় কীভাবে জড়িয়ে থাকে তা এই সমস্ত লোকেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না হলে বোঝাই যেত না।

তবুও রহস্যের জট খুলেও খোলে না। যেমন, রাজকুমারীকে অপহরণ করল কারা? রাকেশ ভাটিয়া একটি স্কুল-পড়ুয়া মেয়েকে অন্যের কারণে দুর্ঘটনায় জড়াল কেন? ডা. সান্যাল-এর হত্যারহস্যের কারণটা কী? টেলিফোনের নেপথ্যে কাল ওখানে কে ছিল? কার কণ্ঠস্বর শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও সি? এ-সবই রহস্যের অন্তরালে রয়ে গেল।

তবুও বাবলু প্রশ্ন করল, "প্রিন্সের ওখানে আপনাদের কাজ কী ছিল?"

"মারাত্মক। মৃত মানুষের মাথার খুলি সংগ্রহের কাজ। এক একটি খুলির দাম ছিল একশো টাকা। অর্থাৎ কিনা দশ হাজারে দশ লাখ।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু দু'জনেই শিউরে উঠল।

বিলু বলল, "আপনারা রাজি হলেন?"

"না হয়েই বা উপায় কী? প্রিন্সের শান্ত, সৌম্য, জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পড়ল না আমাদের। কত অল্প বয়স। অথচ কী নিষ্ঠুর। মধুর হেসে প্রিন্স বলল, 'কী, রাজি?'"

আমরা বললাম, "হ্যাঁ।" রাকেশ ভাটিয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রিন্সের নির্দেশে আমরা দশ হাজার টাকা অগ্রিম পেলাম। এবং অগ্রিম পেয়েই শুরু করে দিলাম কাজ। গ্রামেগঞ্জে, শ্মশানে-মশানে মাথার খুলি সংগ্রহ করতে লাগলাম। এখনও করে চলেছি সেই কাজ।"

"আপনারা এ-ব্যাপারে কিছুই জানেন না তা হলে?"

"না। এমনকী, জানার অধিকারও নেই। আমরা হচ্ছি ওই দলে তৃতীয় শ্রেণীর ক্যাডার।"

বাবলু বলল, "ওরে বাবা। কাজের পদ্ধতিও ভাগ করা?"

"নিশ্চয়ই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সব কিছু মন দিয়ে শোনার পর বাবলুই বলল, "এই ব্যাপারে আপনার আরও নিশ্চয়ই কিছু বলবার আছে?"

"আছে বইকী!"

"তা হলে এবার চায়ের ব্যবস্থা হোক।" বলে ভোম্বলকে ইশারা করতেই ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

খানিক পরে কেটলি-ভর্তি চা আর বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে ভোম্বল ফিরে এলে কথোপকথন শুরু হল আবার।

বাবলু বলল, "আপনি দাদা আমাদের কী উপকার যে করলেন তা কী বলব। এই রহস্যচক্র আমরা কীভাবে ভেদ করব তাই নিয়েই এতক্ষণ মনের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় চলছিল। এখন অনেক সহজ হয়ে গেল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমাদের কাছে নিজের থেকে কেন এলেন আর কেনই-বা এতসব বলছেন?"

ভানুপ্রসাদ হেসে বলল, "হ্যাঁ। এই প্রশ্নটা তোমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। তাই বলি শোনো, মৃত্যু অবধারিত জেনেই প্রিন্সের সঙ্গে সবরকমের যোগাযোগ আমরা ছিন্ন করতে চাই।"

"হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ?"

"এই কুখ্যাত দলের সঙ্গে আমাদের এই অশুভ আঁতাতের পরিণামেই আজ আমার প্রাণের বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। তোমরা শুনে হয়তো আঁতকে উঠবে, শানুকে হত্যা করার দায়িত্বটা আমার ওপরই ছিল।"

সকলেই শিউরে উঠল ওই কথা শুনে, "সে কী!"

বাবলু বলল, "কে দিয়েছিল এই আদেশ? প্রিন্স নিজে?"

"না। প্রিন্স সরাসরি আমাদের কোনও আদেশ দেন না। আদেশ পাই আমরা রাকেশের মাধ্যমে। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা লক্ষ করছি, মানে আমরা বুঝতে পারছি যে, এমন অনেক কাজ আমাদের করতে হচ্ছে যা কিনা প্রিন্সের আদেশে নয়। অর্থাৎ রাকেশ ওর নিজের ইচ্ছেমতো কাজগুলোই প্রিন্সের নাম করে আমাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। যেমন, রাজকুমারীর ব্যাপারটা আগাগোড়াই রাকেশের দুর্বৃত্তায়নে হয়েছে।"

"কীরকম!"

"যেমন ধরো, আগেই বলেছি কালাচাঁদ ও শিব কুমারের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর ও-ই তুলেছে। শানু আর আমার বন্ধুত্বেও চিড় ধরাতে চেয়েছে নানাভাবে। কিছুতেই কিছু করে উঠতে না পেরে আমাদের দু'জনকে

বিচ্ছিন্ন করবার জন্য নানারকম ফন্দিফিকির আঁটছে। কালাচাঁদ এমনিতেই বাজে লোক, অথচ সেই লোকের সঙ্গে ও এমনভাবে মেশে যে, দেখলে মনে হবে তার জন্য জানও দিয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এমন কাজ করে যে, কালাচাঁদ হয় পুলিশি ঝামেলায় জড়াবে, নয়তো মরবে গুপ্তঘাতকের হাতে।"

"সে কী।"

"সেইজন্যই তো রাজকুমারী নামের ওই কিশোরীকে দুর্ঘটনায় ফেলে কিডন্যাপ করে ব্যাপারটা ঘোরালো করে তুলেছে। এর সঙ্গে প্রিন্সের কোনও সম্পর্কই নেই।"

"ডাক্তার সান্যালের হত্যাকাণ্ডেও কি ও-ই জড়িত?"

"ও চেয়েছিল কালাচাঁদ ও শিবকুমারকে ফাঁদে ফেলে ওই ব্যবসাটা নিজে নিতে। যেহেতু ডা. সান্যালের সঙ্গে দুষ্ট কালাচাঁদের সম্পর্ক ভাল নয়, এবং যেহেতু অন্যায় কাজগুলো ডা. সান্যালকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে না, তাই এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত। এবং এই হত্যাকাণ্ড এমনইভাবে ঘটানো হয়েছে, যাতে এর দায়টা কালাচাঁদের ওপরই গিয়ে পড়ে।"

"কিন্তু ছেলেটাকে ওরা কিডন্যাপ করল কেন?"

"শুধু ছেলেটাকে তো নয়, ডা. সান্যালের স্ত্রীকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে। মেরে তাড়ানো হয়েছে বাড়ির কাজের লোকটাকে।"

"কিন্তু কেন?"

"ওইখানেই তো রাকেশ ভাটিয়ার মুখোশ খুলে যাচ্ছে ভাই। প্রিন্স অতি নির্মম। কিন্তু মরা মানুষের মাথা ছাড়া আর কোনওদিকে তার ধান্দা নেই। অপহরণ, ছেলেমেয়ে পাচার, এইসব কাজ ওর নয়। এ-কাজ ওই শয়তান রাকেশের। রাজকুমারীর বাড়ির সামনে বোমা ফাটানোর নির্দেশ এসেছিল ওরই কাছে থেকে। রাজকুমারীকে অপহরণও করা হল ওরই ইচ্ছায়। বোমাবাজি করে পালাতে গিয়ে তোমাদের কুকুরের কামড়ে আমার বন্ধু জখম হল। তারও পরে পুলিশের চালে ধরা পড়ল ও ডাক্তার দেখাতে গিয়ে। তখনই আমার ওপর আদেশ হল শানুকে গুলি করে মারার জন্যে। সেই আদেশ এমনই মারাত্মক যে, তাতে আমারও জীবনের ঝুঁকি ছিল। যেমন আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল থানার ভেতরে ঢুকে ওকে গুলি করে গ্যাসবোমা চার্জ করে পালিয়ে আসতে। কিন্তু তাই কি আমি পারি? আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম, তাতে কোনও ফল হল না। আমাকে বোঝানো হল প্রিন্সের নির্দেশ আছে নির্বোধের মতো কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাকে ওইভাবেই মারতে হবে। না হলে দলের গুপ্তকথা পুলিশের চাপের মুখে সবই স্বীকার করবে সে।"

"এর পরে আপনি রাজি হলেন?"

"না। আমি এবার আপত্তি জানালাম। তাতে রাকেশ বলল, গোল্ডেন প্রিন্সের দলে নাম লেখালে বন্ধু কেন, সন্তানের ওপরও মায়া-মমতা রাখা চলবে না। জানো তো, মানুষের মাথার খুলি শুকনো শামুকের খোলার মতোই প্রিন্সের কাছে মূল্যহীন। অতএব বন্ধুকে মেরে প্রিন্সকে দেখাও—বন্ধু নয়, প্রিন্সই তোমার আরাধ্য। উনিই তোমার ভগবান।"

এতক্ষণে বিচ্ছু বলল, "তাই বুঝি আপনি এইভাবে বন্ধুকে হত্যা করলেন?"

"না। আমি হত্যা করিনি। এই ভয়ংকর প্রস্তাব শোনবার পর থেকেই আমার হাত-পা কাঁপছিল। একবার ভাবলাম, কী দরকার এইভাবে অন্যের ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থেকে? তার চেয়ে নিজেকে নিজেই মারি না কেন আমি? সব জ্বালা-যন্ত্রণা, ভয়-ভীতির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাই। থানার অদূরে দাঁড়িয়ে এই কথা চিন্তা করতে করতেই আমি মনস্থির করে একটা ছক কষে ফেললাম এইভাবে যে, আচমকাই আমি ভেতরে ঢুকব। তারপর পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবেই হোক মুক্ত করব শানুকে। এর পরেও যদি পুলিশের গুলিতে না মরি তা হলে দু'জনেই পালিয়ে যাব যেদিকে দু' চোখ যায় সেইদিকে। ইতিমধ্যে তোমরা এলে। আমি ভাবলাম তোমরা বেরিয়ে এলেই শুরু করব অপারেশন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে যখন দেখলাম, শানুকে নিয়েই তোমরা বেরিয়ে এলে, তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না আমার। এমন সময় হঠাৎ ঘটল অঘটন। কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল শানুর বুকে। আর...। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম মোড়ের মাথায়, যেখানে আমাদের দলের কারও থাকবার কথা। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই সেখানে। আমি তাই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলাম।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই তো ছুটে গেলাম আমরা। তা কই? আপনাদের কারও নাগাল তো পেলাম না। কী করে ভ্যানিশ হলেন আপনারা? সঙ্গে আমাদের পঞ্চু ছিল, সেও ব্যর্থ হল।"

ভানুপ্রসাদ বলল, "আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, আমি তো রাস্তা দিয়ে ছুটিনি। আমি লুকিয়ে ছিলাম

ডাস্টবিনের ধারে যে ভাঙা পাঁচিলটা আছে, সেইখানে। আমি পাঁচিল টপকে পালাই। আর শানুর আততায়ীও ওই একই কায়দায় কারও বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করে পালায়।"

বাবলু বলল, "এতক্ষণে সব পরিষ্কার হল। এবার বলুন তো, রাজকুমারী, অর্ক ও অর্কর মাকে রাকেশ ভাটিয়া কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে?"

"সে তো বলা সম্ভব নয়। ও যা শয়তান, তাতে এতক্ষণে ওদের দেশের বাইরেও পাঠিয়ে দিতে পারে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, রাকেশের এই স্বেচ্ছাচারের কথা প্রিন্সকে জানানো যায় না?"

"তাকে পাব কোথায়? তার আস্তানা একমাত্র রাকেশ ছাড়া কেউ জানে না। তা ছাড়া রাকেশকে সে এতই বিশ্বাস করে যে, ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানেই নিজের বিপদকে ডেকে আনা।"

"তা হলে এখন কী করবেন?"

"যেভাবেই হোক নিজেকে আড়ালে রেখে রাকেশের বদলা নিতেই হবে। এসব কথা তোমাদের না বলে পুলিশকেই বলতে পারতাম, তাতে হত কী, আমি নিজেই অ্যারেস্ট হয়ে যেতাম। কিন্তু এতদিন অন্যের দাসত্বের পর আর জেলের ঘানি টানতে নয়, স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করে বেঁচে থাকতে চাই। তবে তার আগে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই রাকেশ ভাটিয়া নামের ওই দুর্বৃত্তকে।"

"তা না হয় দেবেন। কিন্তু তার পরেও কি স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন আপনারা?"

"না। তবে চেষ্টা করব। ছদ্মবেশে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরব। লোকালয়ে থাকলে বাঁচব না।"

"কিন্তু রাকেশের বদলা নিতে গেলে কিছুদিন অন্তত লোকালয়ে থাকতে হবে তো আপনাদের।"

"হ্যাঁ। এই কিছুদিনই অতি ভয়ংকর।"

বাবলু বলল, "তা হলে শুনুন দাদা, শয়তানের বিরুদ্ধে যারা জেহাদ ঘোষণা করে, তারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আর সেই কারণেই আপনাকে আমরা শেলটার দেব। আমাদের এই বাগানটা আপনার থাকার পক্ষে উপযুক্ত। আপনার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কোনও চিন্তা করতে হবে না। সবই সময়মতো পেয়ে যাবেন।"

ভানুপ্রসাদ বলল, "আমি জানতাম তোমরা আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। রাকেশের মুখেই তোমাদের নাম আমি শুনেছি। তারপর যখন শানুকে দেখলাম তোমাদের সঙ্গে, তখনই বুঝলাম তোমরা আমাদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা নিশ্চয়ই চাও।"

"হ্যাঁ চাই।"

"তবু বলি, খুব বেশিদিন তোমাদের বোঝা হয়ে আমি থাকব না এখানে। তোমরা শুধু শানুর একটা খবর, ভাল মন্দ যা হোক, আমাকে এনে দাও। যদি ও মরে গিয়ে থাকে, তা হলে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাব আমি। তারপর আচমকা একদিন এসে যা করবার তাই করে যাব। আর যদি ও সেরে ওঠে তা হলে ওকে নিয়ে একসঙ্গেই চলে যাব এখান থেকে, পরে সময় সুযোগমতো বদলা নেব দু'জনেই। তাতে হয় মারব, না হয় মরব। মোট কথা, আমরাই এখন থেকে রাকেশ ভাটিয়ার নিয়তি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর অযথা সময় নষ্ট না করে পুলিশ হাসপাতালে চলল শানুর খবর নিতে।

পঞ্চু রয়ে গেল বাগানের পাহারায়।

শানুর খবরাখবর বাবলু ইচ্ছে করলে ফোনেও নিতে পারত। কিন্তু তা নিল না এই কারণে, যদি শানু বেঁচে থাকে তা হলে ওর সঙ্গে দেখা করে ওর বন্ধুর খবরটা ওকে দিয়ে দেবে চুপিচুপি, তাই।

কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে যা দেখল, যা শুনল, তাতেই ওদের চক্ষুস্থির। ওরা শুনল, শানুর জখম মারাত্মক নয়। ডানদিকের কাঁধে গুলিটা লেগেছিল। এবং সেটাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত। তবে দুর্ভাগ্য এই যে, তার শয্যা খালি পড়ে আছে। সে নেই। তাকে কেউ কিডন্যাপ করল, কি সে নিজেই পলাতক, তার খবর পুলিশও জানে না।

এই রহস্যময় ব্যাপারে দারুণ বিমর্ষ হয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন ফিরে আসছে তখনই হঠাৎ দেখল সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে ল্যাংচা ছুটে আসছে ওদের দিকে। একেবারে কাছাকাছি আসতেই আনন্দে লাফাতে লাগল সে।

বাবলু বলল, "ব্যাপার কী ল্যাংচা! লটারি লাগল নাকি?"

"না রে, না।"

"তা হলে?"

"মিস মানেকা ইজ কামিং।"

"মিস মানেকা! কে মিস মানেকা?"

"ওটা একটু সাসপেন্সেই থাক। তবে সে কিন্তু একা নয়!"

"একা নয় তো সঙ্গে কে?"

"ধীরে বন্ধু, ধীরে। বাড়ি যা। গেলেই দেখতে পাবি। না এসে থাকলে একটু অপেক্ষা করবি। ওরা এল বলে!"

বাবলু বলল, "তুইও চল তা হলে? তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"আমাকে এখনই একবার থানায় যেতে হবে।"

বাবলু বলল, "থানায়! তার ওপরে তুই?"

"যাব কী আসব।"

"দ্যাখ ল্যাংচা, অসভ্যতার একটা সীমা আছে। তুই থানায় যাওয়া মানেই...!"

"কেস জন্ডিস। তাই তো?" বলেই খিকখিক করে হেসে ল্যাংচা বলল, "আর সে ভয় নেই। দারোগাবাবুর সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। অবশ্য মূলে ওই মিস মানেকা। আমি দারোগাবাবুর হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। বলেছি, 'স্যার আমি গরিবের ছেলে। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। উলটোপালটা বলে ফেলাটাই আমার কাজ। আপনাদের মতো মনীষীর সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা কি আমি জানি? তা যদি জানতাম তা হলে লোকে আমাকে বখাটে বলত না।' তা দারোগাবাবু বললেন, 'এদিকে তুই বলছিস লেখাপড়া জানিস না, অথচ কথাবার্তা তো ভালই বলিস। কথায় কথায় ইংরেজিও ছোটে দেখি। এসব শিখলি কোত্থেকে?' আমি বললাম, 'সব যাত্রার ডায়ালগ স্যার। টিভি, সিনেমা দেখেও শিখেছি কিছু।' দারোগাবাবু বললেন, 'তুই ব্যাটা এইসব দেখিস?' আমি বললাম, 'সবাই দেখে। আচ্ছা-আচ্ছা লোকেরাও দেখে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দি ছবির দর্শকরাও অন্যের সমালোচনা করতে গিয়ে ভুলক্রমে চিনিয়ে দেন নিজেদের। হয়তো আপনিও দেখেন।' দারোগাবাবু বললেন, 'তুই পড়াশোনা কর। বাবলুকে বল তোকে একটু পড়াশোনার ব্যাপারে ট্রেনিং দিতে।' বলে বললেন, 'যা, আমার লাইটের বিলটা ইলেকট্রিক অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে আয় দেখি।' আমি এককথায় রাজি। উনি বললেন, 'ওর থেকে যেটা ফিরবে সেটা তোর।' উনি আমাকে আরও অনেক কাজ করাবেন পয়সা দিয়ে। কেমন? লাইনটা ঠিক হয়ে গেল না?"

বাবলু বলল, "পারিসও বটে তুই!" বলে সকলকে নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখল পঞ্চু চিৎকার শুরু করেছে ওদের দেখে। সে বারবার সকলের কাছে ছুটে আসে আর বাগানের দিকে যায়।

বিলু বলল, " কী ব্যাপার বল তো? মিস মানেকা?"

বাবলু বলল, "না। ওর তো বাড়িতে আসার কথা। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই ভানুদার কিছু হয়েছে। আমরা চলে যাওয়ার পরই অঘটন হয়েছে কিছু।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু পঞ্চু তো পাহারায় ছিল।"

বাবলুর তখন কথা বলবার সময় নেই। সবাইকে নিয়েই সে তখন বাগানের দিকে ছুটল। ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ ডাক ছেড়ে পঞ্চু ছুটল সকলের আগে। কিন্তু বাগানে ঢুকে যা ওরা দেখল তাতে নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না।

ওরা দেখল শানু আর ভানু দুই বন্ধুতে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির ভেতরে বসে ফিসফিস করে কী সব যেন আলোচনা করছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতেই হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল দু'জনে।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী! হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এলেন কেন?"

শানু বলল, "এসেছি কি সাধে? আমি তো সাধারণ পেশেন্টের মধ্যে নই। কুখ্যাত আসামি একটা। সেরে উঠলেই পুলিশের চক্করে পড়ে নাজেহাল হতাম।"

"কিছুই হত না। পুলিশ তো ছেড়েই দিয়েছিল আপনাকে।"

"দিয়েছিল। কিন্তু পরের ব্যাপারটা যা হল, তাতে তো জেরায় জেরায় জেরবার করে তুলত। তাই ইচ্ছে করেই ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলাম।"

"আমাদের ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না?"

"মোটেই না। প্রথমে তোমার বাড়িতে গেলাম। তোমার বাবা কোথায় যেন যাচ্ছিলেন।"

"দুর্গাপুরে।"

"বললেন, এই বাগানে আসতে। এখানে এসেই দেখি ভানু। আমরা দুই মানিকজোড় এক হয়ে গেলাম। ওর মুখেই সব শুনলাম। তারপর তোমাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা।"

বাবলু বলল, "এখন তা হলে কী করতে চান আপনারা?"

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে চাই।"

"কীভাবে?"

"সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। এখন আমার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। তাই বেশ কয়েকটা দিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে চাই। প্রথমেই আমরা গড়বেতায় যাব। সেখানকার জঙ্গলে দু'-চারদিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে তারপর শুরু করব আমাদের কাজ।"

"কী কাজ করবেন?"

"আমাদের প্রথম কাজই হবে নিষ্কণ্টক হওয়া। রাকা অর্থাৎ রাকেশ ভাটিয়াকে দুনিয়া থেকে সরাব আমরা। তারপর যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাব।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য কি আপনারা আশা করেন?"

"না। তোমরা ছেলেমানুষ। আমাদের এই হিস্যা বদলা নেওয়ার কাজে কীভাবেই বা সাহায্য করবে তোমরা? তোমরা ভাল থাকো। তবে হ্যাঁ, তোমরা তো দুষ্টের দমনে মাথা ঘামাও, পুলিশ প্রশাসনকেও নানাভাবে সাহায্য করে থাকো, তাই তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আমরা রাখব। একটা কাগজে তোমাদের ফোন নম্বরটা লিখে দাও। ওটা সঙ্গে থাকলে মাঝেমধ্যে পরিস্থিতির ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।"

কাগজ, পেন বাবলুর কাছে সবসময়ই থাকে। তাই একটা কাগজে ওর ফোন নম্বরটা লিখে শানুর হাতে দিল। দিয়ে বলল, "আপনারা সফল হোন, এটাই কামনা করি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দু' বন্ধুতে বন্ধুই থাকুন। তবে আমাদের দিক থেকে ছোট্ট একটা আবেদন আছে।"

শানু, ভানু দু'জনেই বলল, "বলে ফেলো।"

"পারলে রাজকুমারী, অর্ক, ওর মায়ের খোঁজখবরও একটু নেবেন। ওদের একেবারে উদ্ধার করতে না পারলেও ওরা কোথায় এবং কীভাবে আছে এই খবরটুকুও যদি আমাদের দিতে পারেন তা হলেও কাজের খুব সুবিধে হয় আমাদের।"

"ওদের ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। জানতে পারলেই ফোন করব তোমাদের।"

শানু, ভানু দু'জনেই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "বেস্ট অব লাক।"

শানু বলল, "বিদায় বন্ধু।"

"সাবধানে যাবেন। তবে আমার মনে হয়, এখনই এইভাবে না গিয়ে দিনের বেলা আমাদের এখানে বিশ্রাম নিয়ে রাতের অন্ধকারে গেলেই ভাল করতেন। এখনই এত বড় রিস্ক নেওয়াটা কি ঠিক হল?"

"আমাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন। তা ছাড়া রাতের চেয়ে দিনের বেলাটাই আমাদের কাছে বেশি নিরাপদ। ট্রেনে, বাসে দুর্বৃত্তরা সহজে আক্রমণ করতে পারে না। পুলিশের লোকরাও দিনের আলোয় কম দেখে।"

ওরা বিদায় নিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রথমেই এল বাবলুদের বাড়ি। কিন্তু এসে দেখল কেউই অপেক্ষা করে নেই ওদের জন্য। কোথায় মিস মানেকা, কোথায় কে? বাবা দুর্গাপুরে চলে গেছেন অনেকক্ষণ। মা রান্নার ব্যবস্থা করছেন।

॥ ৮ ॥

দুপুরবেলা নানারকম চিন্তাভাবনা করতে করতে কখন যেন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল বাবলু। কিন্তু ঘুম ভেঙেই চোখের সামনে যাকে বসে থাকতে দেখল, তাকে দেখেই চোখদুটো বড় বড় করে তাকাল। অবাক বিস্ময়ে উঠে বসে বলল, "কে তুমি?"

মিষ্টি হেসে অচেনা মেয়েটি বলল, "মিস মানেকা।"

"সকালে তোমার আসবার কথা ছিল না?"

"হ্যাঁ, বিশেষ কারণে আসিনি।"

"কারণটা জানতে পারি কি?"

"এত তাড়াতাড়ি নয়। আসলে আমার স্বভাবটাই এইরকম। কথা দিয়ে কথা না রাখা। তবে এই কারণে

কেউ যখন খুব রেগে যায় তখনই হঠাৎ করে তাকে দেখা দিয়ে রাগ অঙ্গ আমি জল করিয়ে দিই। অর্থাৎ রাগের আগুনে জল ঢালি।"

বাবলু বলল, "ভেরি মিস্টিরিয়াস গার্ল।"

"কিন্তু মিষ্টি। ভারী মিষ্টি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, বুঝবে আমি কী জিনিস।"

বাবলু বলল, "যাক, এবার তোমার পরিচয়টা পেলে খুশি হব। ল্যাংচার মুখেই সকালে তোমার আগমনবার্তা শুনেছি।"

"ও ছেলেটা বড় ভাল। খুব সরল প্রকৃতির।"

এমন সময় মা এসে বললেন, "উঠেছিস, মেয়েটা কখন থেকে বসে আছে তোর জন্য। তুই ঘুমোচ্ছিস বলে ডাকিনি। ও-ও ডাকতে দিল না। বলল, আমার তাড়া নেই। আপনার খোকনসোনা যখন ওঠে উঠবে। এই ঘরে তো অনেক বই, আমি ততক্ষণে বসে বসে বই পড়ি।"

বাবলু টান হয়ে বসল এবার। তারপর মানেকার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বই পড়ছ ওটা?"

মানেকা হেসে বলল, "তোমাদের নিয়ে লেখা কোনও বই নয়। তা হলেই তোমরা ভাববে আমি তোমাদের তোষামোদ করছি। আসলে একটা বই আমার খুব পড়বার ইচ্ছে ছিল। সেই বইটাই তোমার এখানে পেয়ে গেলাম। তাই বসে না থেকে পড়ছি।"

"বেশ করছ, কিন্তু বইটার নাম কী?"

"পাহাড়-জঙ্গলের পটভূমিকায় লেখা এক সুবৃহৎ কিশোর রহস্য-উপন্যাস 'সোনার গণপতি হিরের চোখ'।"

"ও-বইটা আমারও খুব প্রিয়। আমিও মাঝেমধ্যে পড়ি। সেইজন্যই হাতের কাছে পেয়ে গেলে।"

মা ছিলেন পাশেই। মানেকাকে বললেন, "ওর কি একটা বই, বুক শেলফ ঠাসা।"

বাবলু বলল, "তবে মা, তুমি তো কখনও কাউকে এইভাবে আমার ঘরে বসতে দাও না। আজ হঠাৎ ব্যতিক্রম হল কেন? কেন একে ঢুকতে দিলে? যদি এর কোনও বদ মতলব থাকত? শত্রুপক্ষের কেউ যদি পাঠিয়ে থাকত একে? এ যদি আমায় খুন করত?"

মা বললেন, "ষাট বালাই। ও বলেই ঢুকতে দিয়েছি। যাকে-তাকে কি ঢুকতে দিতুম? তা ছাড়া আমি মা, তোর ভালমন্দ আমার চেয়ে কে বেশি বুঝবে? যা, চোখে-মুখে জল দিয়ে আয়। ল্যাংচাকে পাঠিয়েছি কচুরি আনতে, ও এলে সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ল্যাংচা! ল্যাংচা কোত্থেকে এল?"

"ও-ই তো নিয়ে এল মেয়েটাকে। বলল, "ওকে একটু ভেতরে নিয়ে বসান, বাবলু উঠলে কথা হবে।"

বাবলু উঠে বাথরুম থেকে এসে মানেকার মুখোমুখি বসতেই মিষ্টি হাসিতে নিজের সুন্দর মুখখানি ভরিয়ে তুলল মানেকা। সত্যিই একটি মিষ্টি মেয়ে। ভেরি সুইট।

বাবলু বলল, "তুমি কোথায় থাকো মানেকা?"

"বি. গার্ডেনের কাছে। কলেজ রোডে। হাওড়া তিন।"

"তার মানে শিবপুরে? আমরা একসময় ওদিকে অনেকবার গেছি। এখন সময়াভাবে যাওয়া হয় না।"

"সময় তো একটু করে নিতে পারো!"

"এবার নেব। ল্যাংচার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কী করে?"

"সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।"

বাবলুর কথা শেষ হতেই ল্যাংচা এসে হাজির। সঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু সকলে। সেইসঙ্গে আরও একজন যে এল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু। সে ছিল কল্পনা, ধারণা এবং প্রত্যাশারও বাইরে। সে আর কেউ নয়, রাজকুমারী।

বাবলু বলল, "রাজকুমারী, তুমি! এ আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? এ কি সত্যিই তুমি! না কি দিবাস্বপ্ন?"

রাজকুমারী হেসে বলল, "সত্যিই আমি।"

"কী দারুণ সারপ্রাইজ।"

রাজকুমারী বলল, "ঠিক তাই। আমাকে এইভাবে এখানে দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ না? আসলে আমি যে এইভাবে ফিরে আসব তা আমিও ভাবিনি। অবশ্য আমার এই ফিরে আসাটা সম্ভব হয়েছে মিস মানেকার জন্য।"

"তুমি এখন কেমন আছ?"

"আগের চেয়েও অনেক ভাল। ব্যথা-বেদনাগুলোও মবেছে। এখন আমি সম্পূর্ণ না হলেও, সুস্থ।"
বাবলু বলল, "বোসো, বোসো। বসে বেশটি করে আগাগোড়া সব গুছিয়ে বলো দিকিনি কীভাবে কী হল?"
রাজকুমারী বলল, "আগের কথা কিছু বলব না। কেন না সবই তোমরা জানো। ওরা তো আমাকে দিনদুপুরে নিয়ে পালাল। নিয়ে গিয়ে রাখল বি ই কলেজের কাছে, গঙ্গার ধাবে একটা বাড়িতে। বাড়িটা পরিত্যক্ত নয়, তবে কিনা ফ্ল্যাটবাড়ি। লোকজনও খুব কম। একপ্রান্তে বাড়িটা। এই বাড়ির নীচের তলার সব ঘরই প্রায় তালা দেওয়া। ওরা বলল, 'দ্যাখো মেয়ে, চেঁচামেচি করলে বা পালাবাব চেষ্টা করলে আমরা কিন্তু ভীষণ যন্ত্রণা দেব। আব যদি চুপচাপ থাকো তা হলে কোনও অত্যাচার হবে না।' আমি বললাম, কিন্তু আপনাবা আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন? কেন আমাকে এইভাবে কষ্ট দিচ্ছেন আপনারা? আমি একজন স্কুল-ছাত্রী। কারও কোনও ক্ষতি তো কখনও করিনি।' ওবা বলল, 'আমাদের ওপর নিয়ে আসবার হুকুম আছে। আমরা নিয়ে এসেছি। কেন, কী কারণে তা বলতে পাবব না।' এইভাবে ওই বাড়িতে সারাটা দিন কাটে। রাত্রি হয়। খুব ভোরে ওরা আমাকে গঙ্গা পার করে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। সেইসময় হঠাৎ দূর থেকে মানেকাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠি আমি। মানেকা তখন ওর কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে মর্নিংওয়াকে বেবিয়েছিল। ওদেব হাতে ছিল হকি স্টিক। মানেকাব পরিচয় পরে যা পেলাম তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ও যেমন সাঁতাবে পটু, তেমনই যোগব্যায়ামেও। হকি, ক্রিকেট, ভলিবল সব খেলাতেই মেয়েদের গ্রুপে ও সবার সেরা। তা আমাব ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল ওরা। ওবা ছিল আটজন, দুষ্কৃতীরা চারজন। মারেব চোটে ভুবন অন্ধকার কবে দিল ওদেব। মাব খেযে পালাতে পথ পেল না ওরা। এরপর মানেকা আমাকে উদ্ধার করে ওদেব বাড়িতে নিয়ে আসে। ওব মা আমাকে খুব যত্নআত্তি করেন। ওর বাবা বাঙালি হলেও মা নেপালি। কিন্তু কী পরিষ্কার কথা বলেন বাংলাতে। যা হোক, ওব বাবা আমাব ব্যাপাবে ওখানকাব থানায জানিয়ে আসেন। একটু বেলায় মানেকা আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তখনই তোমাদের এখানে আসবার কথা হয়েছিল। কিন্তু মা ছাড়লেন না। বললেন, 'দেখা করবাব সময় গেছে কোথায? এখনই কী? এসেছিস, একটু বিশ্রাম নে। খাওয়াদাওয়া কর। তাবপবে তো। দুপুববেলায় যাবি।'"
বাবলু বলল, "এ তো দেখছি বীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার!" তাবপব মানেকাকে বলল, "তোমরা এত কবলে, কোনওবকমে ধবতে পাবলে না ওই দুর্বৃত্তদেব একজনকে।"
"না। ওদেব ধবে বাখার মতো শক্তির অভাব আমাদেব যথেষ্টই ছিল। কেন না আমরা তখন ওদের হাত থেকে বাজকুমাবীকেই ছিনিযে নেওযাব জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। তা ছাডা ব্যাপাবটা আচমকাই ঘটে গেছে তো।"
"যে বাড়িতে রাজকুমারীকে ওরা লুকিয়ে রেখেছিল সেই বাড়িটাব খোঁজ কী করে পাওযা যায়?"
"বাড়ি তো আমরা চিনি না। চেনে বাজকুমাবী। ও-ও কি পাববে এখন বাড়ি চিনতে?"
বাবলু বলল, "ও-বাড়ি আমবা খুঁজে বেব কবব। তবে তাতে লাভ কিছু হবে বলে মনে হয় না। কাবও দীর্ঘদিনেব অনুপস্থিতিব সুযোগ নিযে তাব ঘরের তালা ভেঙেই হয়তো ঢুকিয়েছিল ওকে।"
বিলু বলল, "সে যাই করুক, তবু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।"
ল্যাংচা ততক্ষণে কচুরি আব অমৃতি নিয়ে এসে সকলকে পরিবেশন করতে লেগে গেছে।
বাজকুমারী ফিরে আসায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল যেন সকলের মনে। তাব ওপরে মানেকাকেও ভাল লাগছে সকলের।
কচুরিপর্ব শেষ হলে এল চা।
চা খেতে খেতেই বাবলু বলল, "সুদেষ্ণা কি জানে রাজকুমারীর ফিরে আসার খবর?"
বাজকুমারী বলল, "না। কী করে জানবে? কেউ তো খবব দেযনি ওকে।"
"তা হলে ওকে একবার ফোন করি।" বলেই ফোন ধবল বাবলু।
ওদিক থেকে সাড়া এল, "কে?"
সুদেষ্ণার বাবা ধরেছিলেন বোধ হয়।
"...আমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি। একবার সুদেষ্ণাকে দেবেন?"
" ..সে তো নেই।"
"...কোথায় গেছে?"
". .সে গেছে জয়নগরে ওর মামার বাড়ি।"
বাবলু বলল, "ঠিক আছে, ওকে বলে দেবেন ওর বান্ধবী রাজকুমারীকে পাওয়া গেছে।"

"...তাই নাকি? অত্যন্ত সুখবর। রাখছি তা হলে?"

"...হ্যাঁ রাখুন।"

ফোন রেখে বাবলু সুদেষ্ণার কথা বলল সকলকে।

তারপর সকলে মিলে চলল মিত্তিরদের বাগানে। এই বাগানের পরিবেশে না এলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন ভরে না। বন্যেরা বনে সুন্দর, পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তির বাগানে। তাই চলল। তা ছাড়া রাজকুমারী ও মানেকাকে ওদের বাগানটা দেখাতেই হবে। মানেকা তো শুধুই মানেকা নয়, মিস মানেকা। এই নামেই খ্যাত সে। এমন অলরাউন্ডার মেয়ে খুব কমই আছে হাওড়া শহরে।

কিন্তু মিত্তিরদের বাগানে পৌঁছেই যে-দৃশ্য ওরা দেখতে পেল তাতে শিউরে উঠল ওরা। ওদের সব আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। এমন যে হবে বা হতে পারে তা ভাবতেও পারেনি। উঃ, কী মর্মান্তিক! এতদিন যা হয়নি, তাই হল। কত ঝড়ঝঞ্ঝা, কত উপদ্রব, কত অগ্নিগর্ভ ঘটনার রঙ্গমঞ্চ এই মিত্তিরদের বাগান। কিন্তু এ কী!

ওরা দেখল শানু আর ভানুর গুলিবিদ্ধ দুটো লাশ গুলঞ্চ গাছের ডালে পাশাপাশি ঝোলানো আছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রথমে ওদের হত্যা করে পরে এইভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে কেউ।

সেই দৃশ্য দেখেই সে কী চিৎকার পঞ্চুর!

ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল জঙ্গলের ভেতরে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটে বাগান তোলপাড় করে ফেলল সে।

বাবলু বলল, "তোরা সকলে এখানে থাক। আমি চট করে একবার বাড়ি গিয়ে থানায় ফোন করে আসি। অমনই নিয়ে আসি আমার যন্তরটা। ওটা ছাড়া আর চলছে না দেখছি! পরিস্থিতি যা, তাতে কখন কীভাবে কাজে লাগে, তা কে জানে?"

বাবলু দারুণ উত্তেজনায় দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল ওদের বাড়ির দিকে। বাগান পেরিয়ে সবে কয়েক পা এগিয়েছে, অমনই কোথা থেকে একটা মোটরবাইক ভীষণগতিতে এসে ওর সামনে ব্রেক কষল।

বাবলুর চোখের সামনে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো সেই কালো শয়তান।

বাবলু বলল, "এর আগে তোমাকে কখনও না দেখলেও এইবার তোমাকে চিনেছি। বাকা, রাকেশ ভাটিয়া তুমি। ব্ল্যাক ডেভিল।"

ততক্ষণে শয়তান লোকটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কী অমানুষিক শক্তি তার গায়ে।

বাবলু তবুও দারুণ একটা ঘূর্ণিতে নিজেকে ছিনিয়ে নিল ওর কবল থেকে।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য।

পরক্ষণে শয়তানটা আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

বাবলু সেই অবস্থাতেও টেনে একটা ঘুষি মারল ওর চোখ লক্ষ্য করে। এই ধরনের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হলে চোখই হচ্ছে মোক্ষম জায়গা। সেই বুঝেই ঘুষিটা মারল। এক ঘায়েই অস্থির।

শয়তানটা একবার 'উফ' করে উঠল। পরক্ষণেই ভীষণ রেগে ওর ঘাড়ে পর পর কয়েকটা রদ্দা দিতেই নিশ্চল হয়ে পড়ল বাবলু। এই হল সুবর্ণ সুযোগ। শয়তানটা বাবলুর জামার কলার ধরে ওকে টেনে-হিঁচড়ে মোটরবাইকে উঠিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে। সেই ভয়ংকরের গ্রাসে ও যেন বাঘের মুখে হরিণশিশু। মনে হল, একটা বুনো চিতা যেন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার শিকার নিয়ে পালাল।

ততক্ষণে চারদিকে দারুণ হইচই। যে দু'-একজনের চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা, তারা তখন চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করেছে। কিন্তু করলে কী হবে? বাবলু তখন কোথায়?

খবর পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর সকলে ছুটে এল।

রাজকুমারী, মানেকাও এল।

ল্যাংচার মুখে কথা নেই। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, "তোদের হয়ে আমিই যাচ্ছি থানায়।"

ক্রুদ্ধ পঞ্চু তখন প্রচণ্ড হাঁকডাক করে চারদিকে ছুটোছুটি করছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কী যে করবে কিছুই ভেবে পেল না। বাবলুর এই দুঃসংবাদটা ওর মায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলে উনি যে কীভাবে নেবেন ব্যাপারটা, সেই ভেবেই শঙ্কিত হল সকলে।

পুলিশ এল এই ঘটনার অনেক পরে। একেবারে সন্ধের মুখে। পুলিশ অবশ্য ইচ্ছে করে দেরিতে আসেনি। মল্লিকফটকের একটা ঘটনায় যেতে হয়েছিল তাদের।

পুলিশের লোকরা এসে প্রথমেই টেনে নামাল লাশদুটোকে।

তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের হয়ে বিলুই এখন নেতৃত্ব দিল। সে-ই সব কথা সবিস্তারে এক-এক করে খুলে বলল পুলিশ অফিসারকে।

রাকেশ, কালাচাঁদ, শিবকুমার শর্মা, এমনকী গোল্ডেন প্রিন্স-এর কথাও বলতে বাকি রাখল না।

ভোম্বল বলল, "আপনারা একটু তৎপর হন। না হলে কিন্তু আরও খুন হবে। প্রিন্স আপনাদের নাগালের বাইরে হলেও রাকেশ আর কালাচাঁদ হাতের মুঠোয়। রাজবল্লভ সাহা লেনে কালাচাঁদের বাড়িতে গিয়ে হানা দিন। কালীঘাট স্টেশনের কাছে কোথায় কোনখানে উনি বাড়ি করেছেন খুঁজে দেখুন। কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিন। পেছনে গোয়েন্দা লাগান। এই দুষ্টচক্রেব উনিও একজন অংশীদার যখন, তখন ওঁকে মোচড দিলেই রাকেশের সন্ধান পাওয়া যাবে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তা হলে শোনো, কালাচাঁদের কালো-কাহিনী পুলিশের অজানা নয়। ডাক্তাব সান্যালের হত্যাকাণ্ডের পবই লোকটি বহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। আর ওই রাকেশ ভাটিয়া, ওর ব্যাপাবেও পুলিশ খুবই সতর্ক। ডা. সান্যালের হত্যাকাণ্ডের পর লোকটি ডাক্তারের বাড়ি তছনছ করে। লুট করে সর্বস্ব। ওঁর স্ত্রী-পুত্রকে কিডন্যাপ কবে। আর এতদূর স্পর্ধা যে, ফোনে পুলিশকেও সতর্ক করে এই ব্যাপারে বেশি মাথা না ঘামাতে।"

বিলু বলল, "সবই তো বুঝলাম। জলের মতন গড়গড় করে বলে গেলেন সব। রাজকুমারীর ওই দুর্ঘটনার পরও যদি আপনারা একটু সতর্ক হতেন তা হলে কিন্তু মেয়েটাকে ওবা কিডন্যাপ করতে পারত না। তার চেয়েও বড় লজ্জা, থানাব সামনে আততায়ীর গুলি এবং দিনের বেলায় এই জোড়া খুন।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "হ্যাঁ, এটা আমাদের চরম ব্যর্থতা। আসলে ব্যাপাবটা যে এতদূর গড়াবে তা আমবা ভাবতেও পারিনি। যাই হোক, ভেতরে ভেতবে তোমরাও এগোতে থাকো, আমরাও তদন্তের কাজ করে যাই। আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা তোমরা পাবে।"

পুলিশ বিদায় নিলে রাজকুমাবী ম্লান মুখে বলল, "আমাব জন্যই যত কিছু। না সেদিন নিউ মার্কেটে যাব, না লঞ্চে পার হয়ে হেঁটে আসব, না দুর্বৃত্তদের তাড়া খাব, না ওদেব কথা শুনব, না এইসব হবে।"

বিলু বলল, "থাক। আর কিচ্ছু বলতে হবে না। এইভাবে না না কবলে তো প্রবলেম সলভ হবে না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কী, অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। ওই জালে তুমি জড়িয়েছিলে বলেই তো ওই শয়তানদেব চক্রে আঘাত হানতে যাচ্ছি আমরা। না হলে ওদের হদিস কি আমরাও কখনও পেতাম? এখন দুশ্চিন্তা শুধু বাবলুর জন্য। কী যে হল ছেলেটার!"

রাজকুমারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানেকা বলল, "আমাব জীবনে আমি কখনও এমন জটিল সমস্যাব মুখোমুখি হইনি। কী সাংঘাতিক!"

বিলু বলল, "সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক! এইটুকু সময়ের মধ্যে কী কবে যে কী করল ওরা, তা কে জানে?"

মানেকা বলল, "যেভাবে যাই করুক না কেন, ছাড়া হবে না ওদের। আমিও লড়ে যাব তোমাদের সঙ্গে। রাজকুমারীর ওই ঘটনার পর থেকে আমার মনোবল আরও বেড়ে গেছে। কেমন যেন এক দুর্জয় সাহসে ভরে উঠেছে আমার বুক। আমার মনে হচ্ছে আমি একাই ওদের শেষ করে দিই।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের এই দুর্দিনে তোমার মতো সাহসী মেয়ের শুভাগমনকে আমরা স্বাগত জানাই। তুমি আমাদের পাশে থাকলে সত্যিই খুশি হব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তুমি যেভাবে রাজকুমারীকে উদ্ধার কবেছ তাতে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আমাদের কোনও গোয়েন্দাগিরিতে কোনও অভিযানে কাউকেই আমরা নিতে চাই না। নিইও না। তবু দু'-একজন জুটে যারা যায় তারা আমাদের অনিচ্ছাতেই। নেহাত এড়াতে পারি না তাই। কিন্তু তুমি অদ্বিতীয়া। তুমি আমাদের পাশে পাশে থাকবেই। কিন্তু কীভাবে থাকবে সেটাই হবে আলোচনার বিষয়।"

মানেকা বলল, "তোমরাই তা হলে ঠিক করো, আমি কীভাবে থাকব তোমাদেব সঙ্গে? আমার ভূমিকা হবে কীরকম?"

রাজকুমারী বলল, "আচ্ছা, আমিও কি থাকতে পারি না তোমাদেব সঙ্গে?"

বিলু বলল, "তুমি এখনও সুস্থ নও। তার ওপরে দুর্বল। দলে থেকে কিছুই করতে পারবে না তুমি।"

"আমার কিন্তু মনেব জোর খুব আছে।"

ভোম্বল বলল, "প্রয়োজন হলে তোমার সাহায্যও আমরা নেব। তবে এখনই নয়।"

"কেন?"

"এখন আমাদের চরম মুহূর্ত। বাবলু রাকেশের খপ্পরে। রাকেশকে পরাস্ত করে ওকে উদ্ধার করতে হবে। এই বাগানের আতঙ্কের পেছনেও যে রাকেশ তাতেও সন্দেহ নেই। বাকি রইলেন কালাচাঁদ। ওই শয়তানকে কখনওই ছাড়া হবে না। তার কারণ, আজকের এই এত কিছুর নিম্নচাপ কিন্তু ঘনীভূত হয়েছিল ওঁর ওখানেই। এই দুষ্টচক্রে আর যাদের কথা জানা গেছে তারা হল শিবকুমার শর্মা ও গোল্ডেন প্রিন্স।"

রাজকুমারী বলল, "তাতে কী?"

"তাতেই তো সব। আমরা তো চুপচাপ বসে থাকব না আর। এমনকী সকালের জন্যও অপেক্ষা করব না। এখনই শুরু হবে আমাদের কাজ। তাই তোমার সান্নিধ্যটা স্রেফ বোঝা ছাড়া আর কিছুই হবে না আমাদের কাছে।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি কীভাবে এগোতে চাও ভোম্বলদা?"

"প্রথমেই আমি কালাচাঁদের ঘাঁটিতে আঘাত হানতে চাই।"

বাচ্চু বলল, "সে তো এখন অজ্ঞাতবাসে।"

"এটা তো পুলিশের কথা। সে এই কলকাতাতেই লুকিয়ে আছে কোথাও।"

মানেকা বলল, "আমারও তাই-ই মনে হয়। শুধু কালাচাঁদ কেন, ওদের সকলেই লুকিয়ে আছে আশপাশে। এমনও হতে পারে, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানেরই কোনও বড় গাছের ডালে বসে হয়তো নজর রাখছে আমাদের দিকে।"

বিলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়।"

ভোম্বল বলল, "রাজকুমারী, এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও।"

মানেকা বলল, "আমি?"

"তুমি ওকে পৌঁছে দিতে যাবে। ল্যাংচা দূর থেকে ফলো করবে তোমাদের।"

ল্যাংচা এতক্ষণ ঝিম মেরে ছিল। এবার লাফিয়ে উঠল। বলল, "উইথ আর্মস কিন্তু। না হলে সে যাওয়াও না-যাওয়ার শামিল।"

বিচ্ছু বলল, "সেটা ফলাও করে না বললেও চলবে। কেন না শুধু হাতে পথ চলবার ছেলেই তুমি নও।"

বাচ্চু বলল, "আমরা কী করব?"

"তোরা ঘরে থাকবি। পঞ্চু থাকবে তোদের পাহারায়। আর মাঝে মাঝে বাগানে এসে টহল দেবে।"

"পঞ্চুর সঙ্গে কি আমাদেরও আসবার প্রয়োজন আছে?"

"বিপদ বাড়াবার ইচ্ছে থাকলে আছে। না হলে নেই।"

মানেকা বলল, "তোমরা দু'জনে কোন দুঃসাহসে যাবে ওই বদ লোকগুলোর মোকাবিলা করতে? সাহস তো কম নয়।"

ভোম্বল বলল, "এ ছাড়া উপায় কী বলো।"

বিলু বলল, "ভোম্বল পরিকল্পনাটা কিন্তু মন্দ করেনি।"

মানেকা বলল, "তার চেয়ে আমি বলি কী শোনো, আমরা সবাই যাই।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বাগান পাহারা দেবে কে? আমার মন বলছে ওরা এই বাগানে আবার আসবে। তা ছাড়া আজকের এই অভিযানে আর যাই হোক, রাজকুমারীর থাকা চলে না।"

ল্যাংচা বলল, "ভোম্বলটা ঠিক কথাই বলেছে। মানেকা থাকুক, কিন্তু রাজকুমারীকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

এমন সময় হঠাৎই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে বাগানের গেটের দিকে ধেয়ে গেল পঞ্চু।

ওরা সবাই ছুটল সেই দিকে।

পঞ্চু ছুটে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল এক অচেনা লোকের ওপর।

লোকটি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল পঞ্চুর খপ্পর থেকে নিজেকে রক্ষা করবার, কিন্তু পারল না। বিলু আর ভোম্বল তখন দু'দিক থেকে লোকটিকে চেপে ধরেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু লোকটিকে সার্চ করতেই পেয়ে গেল ওর গুপ্তস্থান থেকে মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র।

সেটা দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল বিলুর। বলল, "সর্বনাশ! এ-জিনিস এল কোত্থেকে?"

মানেকা বলল, "কী জিনিস ওটা? সাংঘাতিক কিছু?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। দেশি জিনিস নয়। বাইরের দেশের। রিভলভিং। পর পর সাতটা গুলি করা যাবে।"

ভোম্বল তখন লোকটির বুকে কনুইয়ের একটা গুতো মেরে বলল, "এ-জিনিস তোমার কাছে কী করে এল?"

লোকটি নিরুত্তর।

ভোম্বল বলল, "বোকা সাজার ভান করে কোনও লাভ হবে না ব্রাদার। বোবার বোল কী করে ফোটাতে হয় তা আমরা জানি।"

বিলু বলল, "আমরা জানতে চাই, তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?"

লোকটিকে তবুও নিরুত্তর দেখে ভোম্বল আর কোনও রকমেই রাগ সামলাতে পারল না ওর। সজোরে লোকটার মুখে একটা ঘুষি মেরে বলল, "এখনও বল। না হলে ফের মারব।"

লোকটি গাঁক করে উঠল এবার। প্রবল ঘুষিতে ওর একটা দাঁত নড়ে গেল বুঝি! ঠোঁটের পাশটাও কেটে গেল একটু। ক্ষীণ একটু রক্তের ধারাও গড়িয়ে এল সেখান দিয়ে।

লোকটি ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল সকলের দিকে।

ভোম্বল বলল, "আমাদের প্রাণে কিন্তু মায়া-মমতা নেই। আমাদের শান্তির উদ্যানে দু'-দুটো লাশ ঝুলছে। আমাদের একটি ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ডা. সান্যালের স্ত্রী-পুত্রেরও কোনও খোঁজখবর নেই। প্রতি পদে আমাদের এবং আমাদের পরিচিতদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, তাই আমাদের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।"

মানেকা বলল, "আমার মনে হয় সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না এখানে। তোমরা পুলিশে খবর দাও। ওখানে লকআপে ঢুকিয়ে আড়ং ধোলাই না দিলে মুখ খুলবে না এর।"

ভোম্বল বলল, "ওই ভুল আমরা করছি না। থানা-পুলিশ পরে। আগে এরই মুখ থেকে শুনি, ও কে? এখানে কী করতে এসেছিল। কে পাঠিয়েছিল ওকে?" বলেই লোকটার হাতদুটো পাকিয়ে পেছনদিকে মুড়ে নিল ভোম্বল। বলল, "একটা দড়ি পেলে ভাল হত।"

বাচ্চু-বিচ্চু দু'জনেই পঞ্চুকে নিয়ে ছুটে চলে গেল বাড়ির দিকে। একটু পরেই দড়ি নিয়ে ফিরে এল। সেইসঙ্গে খবর পেয়ে এল দলে দলে লোকজন।

বিলু আর ভোম্বল বেশ শক্ত করে লোকটির হাত বেঁধে সকলের সাহায্য চেয়ে মারতে মারতে নিয়ে চলল ওদের বাড়ির দিকে। বিলু ওর বাড়ির কাছে এসে ইশারায় পাড়ার সকলকে চলে যেতে বলে লোকটিকে নিয়ে ছাদে উঠল। তারপর চিলেকোঠার ঘরের তালা খুলে বলল, "জেল হাজতে নয়, তুমি আমাদের এই হাজতেই থাকবে এখন থেকে। অবশ্য যতক্ষণ না তোমার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারি।"

লোকটি মুখ দিয়ে একরকম আওয়াজ করতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "ফের মারব। তোমাদের ওইসব ন্যাকামির অভিনয় আমাদের অনেক দেখা আছে। মূক আর বধির লোককে নিয়ে কোনও ক্রিমিন্যাল গ্যাং দল চালায় না। বলো কী নাম তোমার? এখানে কেন এসেছিলে? কে পাঠিয়েছিল তোমাকে?"

বিলু বলল, "ওই লোক দু'জনকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে কারা? আমাদের ছেলেটা কোথায়?"

লোকটি তবুও কিছু শুনতে না পাওয়ার বা কোনও কিছু না বোঝার ভান করল।

বিচ্চু বলল, "এইসব ওষুধে এর কিছুই হবে না দেখছি।" বলেই ছুটে নীচে গিয়ে একটা ঝাললঙ্কা নিয়ে এসে সেটা ভেঙে ওর দু'চোখে ঢুকিয়ে দিতেই চিৎকার করে উঠল লোকটি।

বিলু বলল, "এই তো আওয়াজ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। এখনও বলো, না হলে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা নেব। অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকবে সারাজীবন। বলো কী নাম তোমার?"

"আমার নাম মঙ্গেশ।"

"বাড়ি কোথায়?"

"বিহারে।"

."বিহার তো অনেকখানি জায়গা। বিহারের কোথায়?"

"হাজারিবাগ জেলায়।"

"জায়গার নাম?"

"ঝুমরি তিলাইয়া।"

বিলু বলল, "তিলাইয়ার নাম শুনেছি। কিউল গয়া লাইনে। নওয়াদার কাছে। কিন্তু ঝুমরি তিলাইয়াটা কোথায়?"

"ওটা হল কোডারমায়।"

"দেশের বাড়িতে কে কে আছে তোমার?"

"বাবা, মা, বউ ছেলেমেয়ে সবাই আছে।"
"তোমাদের গডফাদারটি কে?"
লোকটি অতিকষ্টে বলল, "গোল্ডেন প্রিন্স।"
"তার আড্ডা কোথায়? কোথায় থাকে সে?"
"কেউ জানে না।"
"তা হলে কার কথা শুনে এই সমস্ত কুকর্ম করে বেড়াও তোমরা? সে কে?"
"তার নাম রাকা।"
"অর্থাৎ রাকেশ ভাটিয়া।"
এর পরে কিছুক্ষণের নীরবতা। লোকটি হাতমোড়া অবস্থায় জলভরা চোখে চুপচাপ বসে রইল। লঙ্কার জ্বালায় তখন হু হু করে জ্বলছে ওর চোখদুটো। একসময় বলল, "আমার হাত দুটো খুলে দাও তোমরা। আমি পালাব না।"
ভোম্বল বলল, "তা তো হয় না। তবে চোখে তোমার জলের ঝাপটা দিতে পারি।" বলে নীচে গিয়ে এক গেলাস জল এনে ওর চোখে ঝাপটা দিয়ে একটা ছেঁড়া গামছায় চোখ মুছিয়ে বলল, "একটু চা চলবে নাকি?"
"পেলে খেতে পারি।"
বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই তখন নীচে গেল।
রাজকুমারী আর মানেকা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লোকটির মুখের দিকে। গুন্ডা, বদমাশ, খুনি, ভিলেন ইত্যাদি শব্দগুলো শুনেছিল এতদিন। সিনেমার পরদাতেও দেখেছিল। কিন্তু এইবাবে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়নি। এখন স্বচক্ষে দেখে কৌতূহল যেন বেড়েই চলল।
একটু পরেই চা নিয়ে ওপরে এল বাচ্চু-বিচ্ছু। সকলের জন্য নয়, শুধু লোকটির জন্য।
ভোম্বল চায়ের পেয়ালাটা ধরল ওর মুখের কাছে। লোকটি একটু একটু করে চা পান করল। তারপর বলল, "তোমাদের আর কিছু জানবার আছে?"
ভোম্বল বলল, "কিছুই তো জানা হল না। এখন বলো তো, ভানু আর শানুকে মারল কে?"
"আমিই মেরেছি। থানার সামনে দূর থেকে গুলি করেছিলাম বলে মরেনি। এখন আদেশ পেয়ে দু'জনকেই মারলাম।"
"কিন্তু কেন?"
"কেন, কী বৃত্তান্ত, অত জমা-খরচ তোমাদের দিতে পারব না। আদেশ পেলেই মারব। প্রিন্স-এর খাতায় খতম লিস্টে কারও নাম উঠলে মরতে তাকে হবেই।"
বিলু বলল, "খুব ভাল কথা। তবে ওদের দু'জনকে তোমার একার পক্ষে তো টেনে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, এই কাজটা করল কে?"
"এ অন্য লোকের কাজ।"
"তারা এখন কোথায়?"
"কী করে জানব? আমি এসেছিলাম তোমাদের হালও ওইরকম করতে। তোমাদের প্রত্যেককেই মেরে ফেলার নির্দেশ ছিল। এমনকী এই কুকুরটাকেও।"
"তা হলে মারতে পারলে না কেন?"
"আসলে অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সুবিধেমতো একটা জায়গা বেছে ঠিক করবার আগেই কুকুরের খপ্পরে পড়ে গেলাম।"
"যাই হোক, আমাদের বরাতজোরে আমরা বেঁচে গেলাম। তোমারও উদ্দেশ্য সফল হল না। এখন কী করে মুখ দেখাবে ওদের কাছে? এর পরে তোমার চাকরি আর থাকবে?"
"জানি না।"
"আমাদের যে-ছেলেটাকে কিডন্যাপ করা হল তাকে কোথায় রাখা হয়েছে বলতে পারো?"
লোকটি চুপ করে রইল।
মানেকা ফুঁসে উঠল এবার, "বলো বলছি। চুপ করে রইলে কেন? কোথায় রেখেছ তাকে?"
"সে এমনই এক জায়গা, যেখানে হাজার চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবে না তাকে। জায়গাটা বেলেপোল আর পদ্মপুকুরের মাঝখানে ফ্লাইওভারের পাশে কালাচাঁদ রায়ের শক্ত ঘাঁটিতে।"
শুনে বিস্ময়ের অন্ত রইল না ওদের।
বিলু বলল, "কিন্তু আমরা তো জানি রাকেশের সঙ্গে কালাচাঁদবাবুর সম্পর্ক তেমন মধুর নয়।"

"তা না হতে পাবে, তবে এইসব কাজে একজোট না হয়েও তো উপায় থাকে না।"

"ডাক্তাব সান্যালেব স্ত্রী, অর্ক, ওবা। ওবা কোথায়?"

"ওদেব কথা বলতে পাবব না।"

ভোম্বল বলল, "আপাতত আমাদেব আব কিছু জানবাব নেই।"

বিলু বলল, "আছে। ওই বাকেশ ভাটিযাব ঠেক কোথায, ওকে বলতে হবে।"

লোকটি বলল, "ওব নির্দিষ্ট কোনও ঠেক নেই। পাহাড়ে, জঙ্গলে, লোকালযে, হোটেলে, বেস্তবাঁয সর্বত্রই ওব ঠেক। আবাব কালাচাঁদেব হাঙ্গাব ফোর্টেও ওকে পাওযা যেতে পাবে।"

"হাঙ্গাব ফোর্ট!"

"হ্যাঁ। এটাই ওব গোপন ঘাঁটিব নাম।"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। আপাতত আজকেব বাতটুকু তুমি এখানেই থাকো। কাল সকালে তোমাব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমবা আজ এখনই একবাব চেষ্টা কবে দেখি আমাদেব বন্ধুকে উদ্ধাব কবতে পাবি কিনা।"

লোকটি বলল, "মবণেব ঘণ্টা বাজছে তোমাদেব।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

ওব কথা শুনে হো হো কবে হেসে উঠল সকলে। কিন্তু সেই হাসি নিমেষে মিলিযে গেল হঠাৎ দুমদাম বোমা ফাটানোব শব্দে গলিব মোড়ে কে বা কাবা যেন আতঙ্কেব সৃষ্টি কবছে।

বিলু আব ভোম্বল তখন লোকটিকে চিলেকোঠায ঢুকিযে বাইবে থেকে শিকল দিল। তাবপব সকলকে নিযে হইহই কবে নেমে এল নীচে।

বোমাতঙ্কে পাড়া তখন কাঁপছে।

পঞ্চু ভীষণ হাঁকডাক কবে ছুটে গেল সেদিকে।

কিন্তু কোথায তখন কে? চাবদিক ধোঁযায ধোঁযাচ্ছন্ন। কেউ কোথাও নেই। আতঙ্কবাদীবা সবাই তখন পলাতক।

ওবা এক এক কবে সবাই ফিবে এল। তবে কিনা ফিবে এসে ছাদে উঠেই চোখ কপালে উঠল। ওবা দেখল ছাদেব শিকল খোলা। পাখি ফুড়ুত।

॥ ৯ ॥

এখন সমস্যা হল বাবলুকে উদ্ধাব কবা। কেন না ওদেব গোপন ঘাঁটিব সন্ধান পেয়ে গেলেও মঙ্গেশ নামেব ওই দুষ্কৃতীব অন্তর্ধান সব ভেস্তে দিল। এখন ওদেব খপ্পব থেকে পালিযে গিযে সে যদি সকলকে সতর্ক কবে দেয। তা হলে ব্যাপাবটা খুব ঘোবালো হযে উঠবে।

মানেকা বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা লোকটি যা বলল তা কি সত্যি? যদি সত্যি হয তা হলে দলেব গোপন ঘাঁটিব সন্ধান শত্রুপক্ষকে জানিযে দেওযাব পব সে কি ওই দলে আবাব ফিবে যেতে পাববে?"

বিলু বলল, "না পাববাব কিছু নেই। ও হযতো ঠিক ঠিকানাটি দিযে বাঘেব গুহায ঢুকিযে দিচ্ছিল আমাদেব। সেইবকম নির্দেশও হযতো ওকে দেওযা ছিল। আমবা ওই ফাঁদে পা দিলেই প্রবল প্রতিপক্ষ এমনভাবে ঝাঁপিযে পড়ত আমাদেব ওপব যে, তখন আমাদেব অবস্থাও বাবলুব মতোই হত।"

মানেকা বলল, "কিন্তু কিডন্যাপ কবে কোন নাটকটা তৈবি কবতে চায ওবা? এতে তো ঝামেলা এবং দাযিত্ব দুই-ই বেড়ে যায ওদেব।"

বাচ্চু বলল, "আবে, বুঝছ না কেন? স্বার্থ না বেখে কেউ কি কিছু কবে? বিশেষ কবে বাবলুদাব মতো ছেলেকে দলে টানতে পাবলে ওদেবই তো লাভ। ওব পিস্তল শুটিং-এব টিপ জানো? একেবাবে অব্যর্থ।"

বিলু বলল, "তবু আমবা যাব। যা হয় হবে। তবে মেয়েদেব কাউকেই সঙ্গে নেব না। শুধু ভোম্বল আব আমি যাব।"

ল্যাংচা বলল, "সে কী! আমি যাব না?"

"তুই বাজকুমাবী আব মানেকাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবি। বাচ্চু-বিচ্ছু ঘবে থাকবে। আমবা বাতেব মধ্যে না ফিবলেই পুলিশকে জানাবে ওবা। তুই তখন ওদেব পাশে এসে দাঁড়াবি। বাবলুব মাযেব কাছে কাছে থাকবি।"

ল্যাংচা বলল, "বেশ তা না হয় হল। এখন আমার একটা প্রস্তাব কি রাখতে পারবি তোরা?"

"কী প্রস্তাব শুনি? আমরা কারও মতামতকে অবহেলা করি না।"

"আমি বলি কী, পদে পদে আমাদের প্রত্যেকের জীবন যেরকম বিপন্ন হয়ে উঠছে তাতে এখন স্বাভাবিকভাবে পথ চলাও দায়। তাই কেস যাতে আরও ঘোরালো না হয়ে যায় সেইজন্য ব্যাপারটা এখনই পুলিশকে জানানো দরকার। পুলিশের গাড়িই ওদের যথাস্থানে পৌঁছে দিক। না হলে পথে ওদের নিরাপত্তা দেবে কে? আমার একার দ্বারা কি সম্ভব? তা ছাড়া প্রত্যেকবারেই যে ওরা মোটরবাইক নিয়ে চাপা দিতে আসবে তা তো নয়, ওরা এখন দেখবে মারবে। দূর থেকে গুলি করলে বাধা দেব কী করে?"

বিলু বলল, "তোর এই প্রস্তাবটা অবশ্য সমর্থনযোগ্য। পুলিশের গাড়িতেই ওদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া ভাল।"

মানেকা বলল, "কী ছেলেমানুষি করতে চলেছ তোমরা? পুলিশের সাহায্য নিয়ে কতক্ষণ চলাফেরা করব আমরা? কাজেই থানা-পুলিশ কোনও কিছুরই দরকার নেই। কাউকে সঙ্গেও যেতে হবে না। একটা সাইকেল জোগাড় করে দাও, ডবল ক্যারি করে আমরাই চলে যাব।"

বিচ্ছু বলল, "একটা কেন, আমাদের দু'বোনের দুটো সাইকেলই তোমরা পেতে পারো।"

"তবে তাই দাও।"

ল্যাংচা বলল, "আমি কিন্তু বারবার বলছি অমন ঝুঁকি তোমরা নিতে যেয়ো না।"

মানেকা বলল, "ভয় নেই গো, ভয় নেই। আপাতত তুমি আমাদের গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে তো দাও।"

বাচ্চু-বিচ্ছু সাইকেল নিয়ে এলে পঞ্চুকে সঙ্গে করে সবাই গলির মুখ পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানাল ওদের।"

সাইকেল ওঠার আগে মানেকা কী যেন ফিসফিস করে বলল ল্যাংচাকে।

ল্যাংচা একগাল হেসে বলল, "ঠিক আছে।"

বিলুর সেটা নজর এড়াল না। ল্যাংচা কাছে এলে ওকে বলল, "মানেকা কী বলল রে তোকে?"

"সে একটা 'প্রাইভেট টক'। তোদের জানবার দরকার নেই।"

এর পর বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিলু, ভোম্বল আর ল্যাংচা বাবলুদের বাড়িতে এসে হাজির হল। বাবলুর অন্তর্ধানের পর থেকেই পঞ্চুটা কেমন যেন হয়ে গেছে। বারবার করুণ নয়নে তাকাচ্ছে ও বিলু, ভোম্বলের দিকে। কখন যে লড়াইয়ের ময়দানে নামার ডাক দেবে ওরা তা কে জানে?

বাবলুর মা ওদের দেখেই আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছলেন। ওরা যেতে বললেন, "ছেলেটার ব্যাপারে কোনও কিছু জানতে-টানতে পারলি?"

বিলু বলল, "একটু আভাস পেয়েছি। তারই মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। জানি না সফল হব কতটা, তবু চেষ্টা করব।"

ভোম্বল বলল, "তবে বাবলুর ব্যাপারে আপনি কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না। কেন না এক অদৃশ্য শক্তি বরাবরই রক্ষা করে ওকে।"

"তাই করুক বাবা। কিন্তু আমি যে মা। আমার বুক যে কেঁপে ওঠে।"

"কোনও ভয় নেই। আমরা ওর স্কুটারটা নিয়ে যাচ্ছি। পঞ্চু থাকবে আমাদের সঙ্গে। ল্যাংচাটা রইল। ও এখানেই থাকবে। কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে ওকে বলবেন। নীচে-ওপরের দরজা বন্ধ রাখবেন সবসময়।" এই বলে বাবলুর স্কুটারটা নিয়ে চলে এল ওরা।

উত্তেজনায় বুক ওদের কাঁপছে।

পঞ্চু ল্যাজ নাড়ছে ঘনঘন।

ওরা একবার যে যার বাড়িতে গিয়ে বেশ ভালভাবে তৈরি হয়ে নিল। তারপর পঞ্চুকে কায়দা করে বসিয়ে স্টার্ট দিল স্কুটারে।

ভোম্বল সব ব্যাপারেই বেপরোয়া। স্কুটার চালানোর দায়িত্বটা ও-ই নিল জোর করে। স্কুটারে বসেই ঝড়ের বেগে ধেয়ে চলল শত্রুপুরীর সন্ধানে।

বিলু বলল, "একটু আস্তে চল না রে! না হলে পঞ্চুকে সামলানো যাবে না যে।"

"কষ্ট করে ধরে থাক একটু। অনেকটা পথ যেতে হবে। দেরি হয়ে গেলে গা-ঢাকা দিতে পারে ওরা।"

ভোম্বল সোজা রাস্তা ধরেছিল। হালদারপাড়া দালালপুকুর হয়ে ইছাপুরের পথ। বিলুর নির্দেশে পথ পরিবর্তন করল। মেন রোড ছেড়ে ও এবার পাড়ার ভেতর দিয়ে কাসুন্দিয়া চারাবাগান হয়ে স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে বেলেপোলের কাছে এসে হাজির হল।

বিলু বলল, "এইখানে একবার থামা দিকিনি।"

"কেন? এবার তো ফ্লাইওভারে উঠব।"

"যা বলছি তাই কর।"

ভোম্বল স্কুটার থামালে পঞ্চুকে নিয়ে নেমে পড়ল বিলু। ভোম্বলও নামল। নেমেই বলল, "কী ব্যাপার!"

বিলু তখন বেলেপোলের একটি সরকারি কোয়ার্টারে গিয়ে নক করতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি ছেলে, "কে?" এর পর বিলুকে দেখেই অবাক! বলল, "তুই?"

"আমাদের এই স্কুটারটা তোর এখানে রেখে দে। আর বিশেষ কারণে পঞ্চুকেও এখানে রেখে যাচ্ছি। একটু সামলে রাখ, কেমন?"

"কোথায় যাচ্ছিস রে তোরা?"

"পরে সব বলব।"

ছেলেটি স্কুটার ভেতরে নিয়ে গেলে ওরা পঞ্চুকে সেখানে রেখেই ধীরে ধীরে ফ্লাইওভারে উঠল। কিন্তু এখানে এসে এমনই বিভ্রান্ত হল ওরা যে, তা বলবার নয়! ফ্লাইওভাবের ডানদিক, বাঁদিক দু'দিকেই বাড়ি। সেই বাড়িগুলো তখন লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে ডুবে আছে। এর মধ্যে কোথায় সেই ঘাঁটি? কোথায় সেই দুষ্টচক্রের হাঙ্গার ফোর্ট? এই নিকষ অন্ধকারে কোনও কিছু কি খুঁজে বের করা সম্ভব?

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই সেই অন্ধকাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। দু'জনের একজনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। ডানদিক না বাঁদিক? মাঝেমধ্যে দ্রুতগামী কোনও যান দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার জন্য সংলগ্ন এই ফ্লাইওভার দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। হাওড়া শহরের এই সমস্ত এলাকা একসময় চষে বেড়িযেছে ওরা। আজ উন্নতমান শহর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কত পরিবর্তন হয়েছে এর। দধীচির হাড় দিয়ে যেমন বজ্র তৈরি হয়েছিল তেমনই বহু মানুষের বস্তি উচ্ছেদ করে গড়ে উঠেছে এই দ্বিতীয় হুগলি সেতুর পথ।

সেই অন্ধকারে বিভ্রান্ত দু'জনে কী যে করবে তা ভেবে পেল না। ডানদিক না বাঁদিক?

বিলু বলল, "হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমাদের এইভাবে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "তার ওপরে পঞ্চু নেই।"

"এই অন্ধকাবে আমবা এতটুকুও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।"

ভোম্বল বলল, "এইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে আমরা বরং নীচে নেমে আশপাশের সব বাড়িগুলোর দিকে নজর রাখি চল।"

"সমস্যাটা তো সেইখানেই? নামব আমবা কোনদিকে?"

"ডানদিকে। কেন না বাঁদিকের এলাকাটা শিবপুর। আর ডানদিক হল পদ্মপুকুর। অতএব ডানদিকেই নামা ভাল। এদিকে কোনও হদিস না পেলে তখন বাঁদিকেই যাব আমরা।"

বিলু বলল, "সেই ভাল।"

"ভাল। তবে পঞ্চুটা সঙ্গে থাকলে আরও ভাল হত। কেন না ওব একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। যা দিযে ঘ্রাণে অনেক কিছুই টের পায় ও।"

ওরা ধীরে ধীরে ডানদিকের পথ ধরে নামতে লাগল।

বিলু বলল, "পঞ্চুকে ইচ্ছে করেই আনলাম না।"

"কেন বল তো?"

"যদি আমরা ওদের সন্ধান করতে এসে ওদেরই খপ্পরে পড়ে যাই, তা হলে কিন্তু ভাল হয়। পঞ্চু থাকলে ধবা পড়ার অসুবিধে ছিল।"

"তা ঠিক, তবে ভাল হয় যদি বাবলুকে যেখানে যে ঘরে ওরা রেখেছে সেইখানে সেই ঘরেই আমাদের বাখে।"

এমন সময় হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে এক ধাক্কায় ফেলে দিল ভোম্বলকে। তারপরে গালাগালি, "হতচ্ছাড়া বানর, হনুমানমুখো। অন্ধকারে কানার মতো পথ চলছ, দেখতে পাও না?"

বিলু তখন হাত ধরে টেনে তুলেছে ভোম্বলকে। তুলে বলল, "অন্ধকার বলেই তো দেখতে পাইনি।"

"উঃ। কী জোর পা-টা মাড়িয়ে দিল আমার।"

"কিন্তু তুমি এখানে অন্ধকারে কী করছিলে?"

"কী আবার করব? শুয়েছিলাম।"

বিলু টর্চের আলোয় দেখল একটি মেয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল একপাশে। তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে। ওর একটা ভাইও শুয়ে আছে একপাশে।

ভোম্বল বলল, "তোরা কি আর শোয়ার জায়গা পেলি না?"

"তোমরাও কী আর চলবার রাস্তা পেলে না? এই রাত-দুপুরে এদিকে কেন? চুরি করবার ধান্দায় বুঝি?" বলেই চেঁচাতে লাগল, "চোর—চোর—চোর। আমাকে চুরি করে নিতে আসছিল, আমার ভাইকে তুলে নে যাচ্ছিল।"

সর্বনাশ! এ যে বিষম বিপদ। এই অবস্থায় ধরা পড়লে মারের চোটে অন্ধকার দেখিয়ে দেবে সব।

মেয়েটির চিৎকারে আশপাশের এলাকা থেকে অনেক লোকজন ছুটে এল সেখানে।

ভোম্বল বলল, "কী করি বল তো? আমার তো ভয়ে বুক কাঁপছে।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই তখন সরে এসেছে অনেকটা তফাতে।

বিলু বলল, "একদম ঘাবড়াস না। এদেরই ভিড়ে মিশে যাই চল।"

"মেয়েটা যদি চিনে ফেলে?"

"চিনলেই হল? এই অন্ধকারে আমাদের মুখ ও দেখতে পেয়েছে নাকি?"

বিলুর যুক্তিই ঠিক। ওরা অন্ধকারেই সেইসব লোকজনের সঙ্গে মিশে গেল।

আর সেই মুহূর্তে আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল চারদিকে।

যেসব লোকজন এসেছিল তারা বলল, "কে! কে তোদের চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল রে পুঁটি?"

"দুটো চোর না ডাকাত, তা জানি না।"

"কী রকম দেখতে?"

"ইয়া দুম্বো চেহারা। কী সাংঘাতিক।"

"কোনদিকে গেল বলতে পারিস?"

"না।"

"ওদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল?"

"ওরে বাবা। ছিল না আবার?" দু'জনে দুটো বন্দুক আমার বুকে ঠেকিয়ে বলল, আমাদের সঙ্গে চল। ওই বাচ্চাটাকে দিয়ে দে।"

ভাইটা তখন জেগে উঠে বসেছে। বলল, "না গো, না। দিদি মিথ্যে কথা বলছে। ওইসব কিছুই বলেনি ওরা। লোকগুলো ওর পা মাড়িয়ে দিয়েছে বলেই রেগে গেছে ও।"

পুঁটি তখন ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগল ভাইটাকে। বলল, "তবে রে শয়তান, আমি মিথ্যে কথা বলছি? তুলে নিয়ে গেলে তখন ঠিক হত না?"

ভাইটি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "তুই মিথ্যে কথা বলছিস তো।"

বিলু দেখল, এই উপযুক্ত সময়। ভোম্বলের হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়ে শতাধিক লোকের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সে বলল, "না, না। মিথ্যে কথা নয়। মেয়েটি ঠিকই বলছে। আমরা দু'জনে ওদের কথাবার্তা শুনেছি। ওরা বলছিল, এই ভিখিরি ছেলেমেয়ে দুটোকে হাঙ্গার ফোর্টে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই নগদ কিছু পেয়ে যাবে ওরা। তারপর অন্ধকারে ওদের নিতে এসেই পা মাড়িয়ে কেলেঙ্কারি করে।"

পুঁটি বলল, "বলুন তো দাদা? আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি আমি মিথ্যে কথা বলিনি।"

ভোম্বল চাপা গলায় বলল, "মিথ্যেবাদী, তোর মুখে টেনে একটা ঘুষি মারলেও গায়ের রাগ যাবে না আমার।"

জনতার ভেতর থেকে একজন বলল, "ওদের হাতে কি সত্যিই বন্দুক ছিল?"

বিলু বলল, "ছিল বোধ হয়। অতটা লক্ষ করিনি।"

আর একজন বলল, "তা হলে তো গুলি করতে করতেই যেত।"

ভোম্বল বলল, "গুলি করবেই তার কোনও মানে নেই। অনেকেরই তো হাতে ঘড়ি থাকে কিন্তু দেখা যায় সে-ঘড়ি বন্ধ। তেমনই ওদের হাতে লোককে ভয় পাওয়ানোর জন্য বন্দুক ছিল। তবে তাতে হয়তো গুলি ছিল না।"

জনতার সবাই সমর্থন করল ভোম্বলের কথা।

একজন বলল, "তোমরা?"

বিলু বলল, "আমরা এখানকার নই। বেলেপোলের কাছে ওই যে কোয়ার্টারগুলো আছে ওইখানে আমাদের

এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছি। এখানে দ্বিতীয় হুগলি সেতু দেখতে এসে এই ফ্লাইওভারে লোডশেডিং হয়ে যাওয়ায় আলো আসার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।"

ভোম্বল বলল, "আমরা তো এখানকার কিছুই চিনি না, জানি না, তা আমাদের মনে হয় এখানে হাঙ্গার ফোর্ট বলে কিছু যদি থাকে তো চলুন না তার একটু খোঁজখবর নিয়েই দেখি। এইরকম অসহায় অনেককেই হয়তো ওরা ঢুকিয়ে রেখেছে ওখানে।"

জনতার ভেতর থেকে দু'-একজন বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। বেঢপ একটা বাড়ি। দেখলেই মনে হয় শয়তানের ঘাঁটি একটা।"

বস্তিবাসী এক মহিলা বলল, "আমি সেদিনই বলেছিলাম প্রদীপের মাকে, ওই বাড়িটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। বেছে বেছে ঠিক জায়গাটিতেই বাড়ি করেছে। একেবারে পোলের ধারে। চুরি-ডাকাতি করছে আর জিনিসপত্র পাচার করছে। এদিকে না আছে থানা-পুলিশ, না আছে কিছু। পোয়াবারো ওদের। আজ এর ছেলে চুরি যাচ্ছে, কাল ওর মেয়ে চুরি যাচ্ছে, বলি যাচ্ছে কোথায় সব? তোমরা এই এত লোক রয়েছ, বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারছ না?"

সবাই তখন হইহই করে ছুটল হাঙ্গার ফোর্টের দিকে।

যেতে যেতে বিলু বলল, "অন্ধকারে তুই মেয়েটার পা মাড়িয়ে দিয়ে যা কীর্তি করলি না?"

"একেই বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।' কিন্তু ওই একরত্তি মেয়ে কী অসম্ভব রকমের গুলটা মারল দেখলি? আমার তো মনে হচ্ছে ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে ঠুকে দিই দেওয়ালে।"

"আরে, ওর ওই মিথ্যের ভেতর দিয়েই তো আমাদের কাজ হাসিল হল। না হলে এই রাতদুপুরে হাঙ্গার ফোর্ট খুঁজে বের করা কি সহজে হত? তার ওপর বিপদে পড়ার আশঙ্কাও ছিল পদে পদে। এখন শতাধিক জনতা আমাদের সঙ্গে। বাবলু উদ্ধার হবেই আজ।"

কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছল হাঙ্গার ফোর্টে। সত্যিই সার্থকনামা বাড়ি। একেবারেই দুর্গের মতো মজবুত।

দরজার সামনেই যে দু'জন পাহারা দিচ্ছিল, লোকজন দেখেই দৌড়ল তারা।

বিলু চেঁচিয়ে বলল, "ধরুন, ধরুন ওদের। একজনকেও পালাতে দেবেন না।"

ভোম্বল বলল, "ওদের একজন সেই লোকটা না? যাকে আমরা সন্ধেবেলা সময় ধরেছিলাম, মঙ্গেশ না কী নাম যেন?"

"হ্যাঁ। ওই তো সে।"

"ও ব্যাটা এখানে কী করতে এসেছিল?"

"বোধ হয় এদের সতর্ক করতে এসেছিল।"

ততক্ষণে জনতার হাতে ধরা পড়ে মার খাচ্ছিল লোকদুটি। বিশাল জনতা। কাতারে কাতারে আরও লোক আসছে চারদিক থেকে।

জনতার দল তখন পুরোপুরি ভাবে ঘিরে ফেলেছে হাঙ্গার ফোর্টকে।

এমন সময় বাড়ির পাঁচিল টপকে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়তে দেখা গেল ল্যাংচাকে।

উত্তেজিত জনতা তখন হইহই করে ছুটে গেল ওর দিকে।

একজন ওর জামার কলার চেপে ধরে বলল, "পালাবি কোথায় বাছাধন? বল তোরা আর ক'জন আছিস এর ভেতর?"

ল্যাংচা বলল, "তা আমি জানব কী করে? আমি তো এখন বাইরে। আমাকে মারধোর করলে কিন্তু খারাপ হবে। আমি চোরটোর নই।"

"তবে কে রে তুই? পাঁচিল টপকে কোথায় যাচ্ছিলি এই রাতদুপুরে।"

"কোথায় আবার? থানায় যাচ্ছিলাম।"

"থানায় যাচ্ছিলি? ব্যাটা চোর। তোর পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেখলেই বোঝা যায় পাক্কা চোর একটা।"

"অ। যেহেতু আমাকে উত্তমকুমারের মতো দেখতে নয়, সেইজন্য আমি চোর। আপনিও তো একটা ছুঁচোমুখো, আপনি তা হলে জোচ্চোর?"

"তবে রে ব্যাটা।" বলে যেই না ঘুষি তোলা অমনই ছুটে গিয়ে বিলু, ভোম্বল লাফিয়ে পড়ল ল্যাংচার ওপর।

বিলু বলল, "মারবেন না, মারবেন না। এ আমাদের চেনা ছেলে।" বলে ল্যাংচাকে বলল, "তুই এখানে কী করছিলি?"

"ওসব কথা পরে। মানেকাকে ওরা আটকে রেখেছে ওপরের ঘরে। আমি ছিটকে বেরিয়ে এসেছি। আসলে বাইরে গোলমাল শুনে এক এক করে কেটে পড়ছে ওরা।"

"বাবলু কোথায়?"

"কী করে জানব? এই তো সবে এনে ঢুকিয়েছে আমাদের।"

জনতা বলল, "তার মানে তোমাকে ওরা চুরি করে এনেছিল, তুমি পালাচ্ছিলে?"

"ঠিক তাই।"

দুর্গ যত দুর্ভেদ্যই হোক না কেন, জনরোষে ধ্বংস তার অনিবার্য। তাই দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে লোকজন ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর নীচে ওপর করে চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল সবাই। কোথায় কী পাওয়া যায়।

একদল লোক লেগে গেল ভাঙচুর করতে।

একদলের নজর পড়ল টাকা-পয়সা বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিস পত্তরের দিকে।

ওরই মধ্যে একটি ঘর থেকে উদ্ধার করা হল অর্ক এবং ওর মাকে।

বিলু, ভোম্বল ওপরে উঠে মিস মানেকাকে মুক্ত করল।

বিলু বলল, "তোমরা এদের ফাঁদে হঠাৎ করে পড়ে গেলে কী করে?"

মানেকা বলল, "আর বোলো না ভাই। ল্যাংচা আর আমি যুক্তি করে এখানে এসেছিলাম তোমাদের যাতে কোনও বিপদ না হয় সেইদিকে নজরদারি করতে। কিন্তু তারপরই ফাঁদে পড়ে গেলাম। আসলে ওই লোকটা আমাদের কাছে হাঙ্গার ফোর্টের নাম কেন করেছিল জানো তো? যদি আমরা ওই নাম শুনে এখানে আসি, তা হলে আমাদের এই জাঁতাকলে ঢুকিয়ে দেবে বলে। আসলে এটা ছিল ওদের টোপ।"

"কিন্তু আমাদের বদলে যদি পুলিশ আসত?"

"তা হলে হয় পালাত, না হয় লড়ত।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ততক্ষণে বাবলুর খোঁজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

বিলু বলল, "এই বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও আন্ডার গ্রাউন্ড আছে। যেখানে ওরা রেখেছে বাবলুকে। কিন্তু সেটা কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "ওই মঙ্গেশটাকে টেনে আনলেই সব ফাঁস করে দেবে ও।"

এমন সময় হঠাৎ আলো নিভে গেল। আর এই অবস্থায় আলো নিভে যাওয়া মানেই হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি ও প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি।

মানেকা বলল, "চারদিকে আলো, অথচ এই বাড়ির আলো নিভে গেল, এর কারণটা কী?"

বিলু বলল, "তার মানেই শত্রুপক্ষের কেউ করেছে এই কাজ। তাদেরই কেউ কেউ হয়তো মারমুখী জনতার দলে ভিড়ে গেছে।"

ল্যাংচা বলল, "মিশে থাকাচ্ছি। ওই মঙ্গেশটাকে আগে টেনে আনি চল।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে বাড়ির বাইরে এসে সেইদিকে ছুটল, সেখানে উত্তমরূপে মেরামত করা হচ্ছিল মঙ্গেশ এবং আর এক দুষ্কৃতীকে।

ওরা গিয়েই জনতাকে শান্ত করে মঙ্গেশকে চেপে ধরল।

বিলু বলল, "এই বাড়ির মেন সুইচ কোথায়? কে অফ করল? চল দেখাবি চল, আলো জ্বাল আগে।"

সবাই তখন টানতে টানতে নিয়ে এল ওকে।

বিলু, ভোম্বল টর্চের আলো দেখালে মঙ্গেশ বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাথরুম সংলগ্ন একটি গুপ্ত ঘরের সন্ধান দিল ওদের।

মেন সুইচটা ছিল সেই ঘরেই।

সে-ঘরে বাবলু ছিল না।

তবে ছিলেন একজন। তিনিই সেই কুখ্যাত কালাচাঁদ। ঘরের আলো জ্বলে উঠতেই তাঁর হাতের রিভলভারটা গর্জে উঠল একবার, ঢিসুম।

রক্তাক্ত মঙ্গেশ লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

ক্ষিপ্ত জনতা তখন উন্মত্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালাচাঁদের ওপর।

তাঁর কাতর আর্তস্বর শোনা গেল, "মেরো না, মেরো না, আমাকে মেবো না আমাকে.. ।"

কিন্তু নিয়তি কে ন বাধ্যতে।

কালাচাঁদের নামের ওপর একটি চন্দ্রবিন্দু বসে গেল শুধু। ওব খেলা শেষ।

বিলু, ভোম্বলও আর সেখানে না থেকে মানেকা ও ল্যাংচাকে নিয়ে অর্ক ও অর্কর মায়ের কাছে এল।

অর্কর মাকে সবাই প্রণাম কবলে অর্কর মা ওদের বুকে জড়িয়ে বললেন, "ক'দিন যে কী কষ্টে আমরা ছিলাম বাবা, তা কী বলব! শুধু ছেলেটাকে যে আমার কাছে রেখেছিল এই আমার ভাগ্য। দু'বেলা পেটভরে খেতে দিত না। ঘরে তালা দিয়ে নজরবন্দি কবে বাখত। আর মাঝে মাঝে শয়তান কালাচাঁদ এসে শাসাত, ভয় দেখাত। বলত, 'এইবার মা আর ছেলে দু'জনকেই দু'দিকে পাচাব করে দেব। চরম প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এখন এসে গেছে।' আমি কেঁদে ওর পায়ে ধরতে গেছি কতবার। বলেছি, 'আমাকে নিয়ে যা খুশি কবো তোমরা, কিন্তু আমার ছেলেটাকে তোমরা মুক্তি দাও।' ও বলত, 'মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে? তোব ছেলে যে-হাত দিয়ে আমার ছেলেকে মেরেছে সেই হাতদুটো কেটে তবেই ছাড়ব ওকে।"

মানেকা বলল, "উঃ। কী সাংঘাতিক।"

বিলু বলল, "আমবা এখনই থানায় গিয়ে জানাচ্ছি সব। আর আপনার কোনও ভয় নেই। আজ রাত্রিটা আমাদেব ওখানে কাটিয়ে কাল সকালেই আপনি বাড়ি ফিবে যাবেন।"

ওদেব আব থানায় যেতে হল না। গোলমালেব খবব পেয়ে গাড়িভর্তি পুলিশ তখনই এসে হাজির হল। নিশ্চয়ই ফোনে খবর দিয়েছিল কেউ।

ওরা পুলিশকে সব কথা জানিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে বিলুব বন্ধুর ওখান থেকে পঞ্চুকে নিয়েই বাড়ি ফিরে এল। তখন শেষবাত। শহববাসী তখন গভীব ঘুমে অচেতন।

সে বাত্রিটা বাবলুদের বাড়িতেই কাটাল ওরা।

পরদিন সকালে অর্ক ও অর্কব মাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল ল্যাংচা।

বিলু চলে গেল ওব বন্ধুব বাড়ি থেকে বাবলুব স্কুটাবটা নিয়ে আসতে।

ভোম্বল আব মানেকা আগাগোড়া ঘটনার কথা খুলে বলতে লাগল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

বাবলুর মাযেব মন খুব খাবাপ। সবাব সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলছেন তিনি। আব ঘুরতে-ফিরতে আঁচলেব খুঁটে চোখের জলও মুছছেন।

আর একজন একেবারেই নির্বাক।

সে হল পঞ্চু। ও শুধু এ-ঘব ও-ঘর কবছে, ছাদে উঠছে, বাইবে যাচ্ছে, কখনও বা বাগান থেকে ঘুরে আসছে, আর মুখের দিকে চাইছে সকলের।

বাবলুর বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি হয়তো আজই আসবেন। কিন্তু বাবলু? সে কোথায়? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বাবলুকে?

একটু পরেই রাজকুমারীকে নিয়ে বিলু এল বাবলুর স্কুটারে চড়ে, তারও পরে সুদেষ্ণা এল ওর বাবার সঙ্গে।

সুদেষ্ণার বাবা ওকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন।

বাবলুদের বাড়ি থেকে সবাই এসে হাজির হল মিত্তিরদের বাগানে। জোর পরিকল্পনা একটা করতে হবে। বাবলু কোথায় আছে না আছে, কোথায় থাকতে পাবে সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে।

ওরা বাগানে ঘাসের ওপর নয়, সেই ভাঙা বাড়ির ভেতবই এক জায়গায় বসল ঘন হয়ে।

বিলু সুদেষ্ণাকে বলল, "তুমি কী করে খবর পেলে? কাগজে কোনও রিপোর্ট বেরোয়নি তো?"

"রাজকুমারী কাল রাতেই আমাকে ফোনে জানিয়েছে সব কথা। এমনকী ল্যাংচাকে নিয়ে মানেকা যে নৈশ অভিযানে যাবে, সেই খববও ওর মুখ থেকেই পেয়েছি। তাই দারুণ কৌতূহল হল। বাবলুকে তোমরা পেলে কি না, অভিযান কতটা সফল হল সেইসব জানবার জন্যই এখানে এসেছি আমি। বাবা তো আমাকে একা ছাড়বেন না। তাই নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

ভোম্বল বলল, "বেশ করেছেন। তবে আপাতত আমরা এখন সন্ত্রাসমুক্ত। হাঙ্গার ফোর্ট ধূলিসাৎ হয়েছে। ভেঙে গেছে শত্রুপক্ষের মেরুদণ্ডও। আর এদিকে আসবে না ওরা। অতএব নিশ্চিন্তে চলাফেরা কবতে পারি আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "মাঝখান থেকে হিংসার বলি হলেন ডা. সান্যাল।

বাচ্চু বলল, "যাই হোক, তবু তাঁর অর্কর প্রাণরক্ষা হল। স্ত্রীর মান বাঁচল। এখন বাবলুদার একটা খোঁজখবর

পেলেই ভাল হয়।"

এমন সময় প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হল ল্যাংচা। বলল, "বাবলু আছে। শয়তান রাকেশ ওকে নিয়ে গেছে বিহারে।"

সবাই একসঙ্গে বলল, "তুই কী করে জানলি?"

"অর্কদের পৌঁছে দিয়ে আমি একবার থানায় গিয়ে জানিয়ে এলাম ব্যাপারটা। বলে এলাম, 'স্যার, আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চেয়েও আমাদের গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু অনেক বেশি তৎপর। আপনারা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে নির্বোধ ভাবেন, তা আমরাই উদ্ধার করেছি অর্ক ও অর্কর মাকে। এবার থেকে আমরাই বরং...।' "

"তাতে কী বললেন উনি?"

"কিছু না। গালে একটা থাবড়ে দিলেন।"

ভোম্বল বলল, "থাপ্পড় খেয়ে তুই আবার উলটোপালটা কিছু বলিসনি তো?"

"আরে না, না। আমি শুধু বলেছি, স্যার আপনারা হলেন মনীষী। আপনাদের হাতে কিল, চড়, লাথি খেলে মনে হয় বিয়ের পরে জামাই আদর খাচ্ছি। তবে স্যার, কেস কিন্তু জন্ডিস। বাবলু এখনও বেপাত্তা। এ ছাড়া অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।"

বিলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "তুই পারিসও বটে! তা বাবলু যে বিহারে, এ-খবরটা কার কাছ থেকে পেলি?"

"দারোগাবাবুই বললেন, কাল রাতে কালাচাঁদের গুলিতে গুরুতর আহত মঙ্গেশ হাসপাতালে ওর জবানবন্দিতে বলেছে রাকেশ নাকি বাবলুকে নিয়ে গেছে গোল্ডেন প্রিন্স-এর কাছে।"

"কিন্তু সেই জায়গাটা কোথায়?"

"তা কিছু বলেনি। তবে ওরা একটা ভাড়ার গাড়িতে চলে গেছে।"

"তা হলে তো যে অন্ধকার সেই অন্ধকারেই রইল সব।"

বাচ্চু বলল, "বিলুদা, কোনও অন্ধকারই তো আর অন্ধকার নেই। বিহারের যে অঞ্চলে ওদের ঘাঁটি তা তো আমাদের অজানা নয়, তবে আর দেরি কেন? আজই রাতের গাড়িতে আমরা যাই চলো।"

ভোম্বল বলল, "কোথায় যাব?"

"কোডারমায়।"

বিচ্চু বলল, "দিদির সঙ্গে আমি একমত। ওইখানে গিয়ে প্রথমেই আমরা ঝুমরি তিলাইয়ায় মঙ্গেশের ঘরবাড়ির খোঁজ নেব। আশা করি, ওর এই অবস্থার খবর শুনলে ওর বাড়ির লোকেরা ঠিক থাকতে পারবে না। ভীষণ কান্নাকাটি করবে। এবং যদি পরিবারের কারও কিছু জানা থাকে তা হলে সবই ফাঁস করে দেবে ওরা।"

ভোম্বল বলল, "এই যুক্তিটা মন্দ নয়। যদি ওখানে কোনও কিছুর সুবিধে না হয় তা হলে ওই এলাকার চারদিক চুঁড়ে ফেলব আমরা। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করব শিবকুমার শর্মাকে। তারপর...।"

বিলু বলল, "তা হলে আজ রাতেই শুরু হোক আমাদের অভিযান?"

সবাই বলল, "তাই হোক।"

কিন্তু পঞ্চু কিছু বলল না। সে নির্বাক। সে শুধু করুণ চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

মানেকা বলল, "এই অভিযানে আমি কি তোমাদের সঙ্গ পেতে পারি?"

বিলু বলল, "ভেবে দেখতে হবে।"

ল্যাংচা বলল, "আমি কিন্তু যাবই।"

সুদেষ্ণা আর রাজকুমারী দু'জনেই বলল, "আমাদের তো ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কেন না বাড়িতে ছাড়বে না আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তোমাদের কি ধারণা আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি?"

মানেকা বলল, "না, তা নয়। ভালর সঙ্গ সবাই পেতে চায়। তোমরা চোর-জোচ্চোর হলে তোমাদের ছায়াও মাড়াতাম না। বিশেষ করে বাবলুর আকস্মিক বিপদের ব্যাপার এটা। তাই বন্ধুর মতো আমরা ওর পাশে থাকতে চাই।"

বিচ্চু বলল, "ভোম্বলদার কথায় কিছু মনে কোরো না। এই ব্যাপারে আজ বিকেলের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নেব আমরা।"

ওদের অধিবেশন শেষ হলে সবাই ফিবে গেল যে যার ঘরে।

॥ ১০ ॥

দুপুরবেলাই ডাক পড়ল সকলের। বাবলুর বাবা এসেছেন দুর্গাপুর থেকে। বেশ কয়েকদিনের ছুটি নিয়েই এসেছেন। এইভাবে কোনও দুষ্কৃতীর কবলে পড়ে যাওয়া বা হঠাৎ কবে নিখোঁজ হয়ে যাওযাটা বাবলুর জীবনে কোনও একটি ঘটনা নয়। এরকম হামেশাই হয়। তবুও ছেলে তো, এই সমস্ত ব্যাপাবস্যাপারে বিপদাশঙ্কা একটা থেকেই যায়। বাবলুর বাবা তাই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়েই ডাক দিলেন সকলকে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এল।

বাবলুর বাবা আরাম কেদারায় হেলান দিযে একটু চিন্তিত মুখেই ভারী গলায় বললেন, "আবার কোন জালে জড়িয়ে পড়লে তোমরা?"

বিলু বলল, "নতুন কোনও জালে নয়। ওই একই চক্রে জড়িয়েছি।"

"কাল তোমরা কোথায যেন গিয়েছিলে?"

"কালাচাঁদের হাঙ্গার ফোর্টে। সে-পর্ব এখন শেষ। আমবা এখন শিবকুমার শর্মা, রাকেশ ভাটিয়া আর গোল্ডেন প্রিন্স-এর মুখোমুখি হতে চলেছি।"

"এ তো ভয়ংকর অভিযান। যাবে কোথায় তোমরা?"

"আপাতত কোডারমায়। আমবা অনুমান কবছি, বাবলু সেখানেই আছে।"

বাবলুর বাবা উঠে দাঁড়িযে ঘরময় একবার পাযচারি কবে বললেন, "বাবলুব ছাড়া অভিযান, কীভাবে কী কববে তোমবা কিছু বুঝতে পারছি না। কবে যাচ্ছ?"

"আজই রাতের গাড়িতে। ডুন এক্সপ্রেসে।"

"রিজার্ভেশন হয়েছে?"

"না না। বাবলু থাকলে ও-ই সব ব্যবস্থা করত। আমরা এমনই টিকিট কেটে উঠব। তা ছাডা এত তাডাতাড়ি রিজার্ভেশন পাব কেন আমরা?"

বাবলুব বাবা বললেন, "তা হলে শোনো, এমনই টিকিট কেটেই যদি যাও তো রাত সাড়ে এগারোটায যোধপুর এক্সপ্রেস ছাডে। ভোর পাঁচটা পাঁচ মিনিটে কোডাবমায় পৌঁছয়। সঙ্গে একটা সুপার এক্সপ্রেস টিকিট নিয়ে তোমরা ওই গাড়িতেই চলে যাও। আবামে যাবে।"

"সেই ভাল। তা হলে হাতে আমবা সময়ও পাব একটু।"

"তবে খুব সাবধানে যাবে কিন্তু। বাবলু থাকলে ভয়েব কিছু ছিল না। বিপদে-আপদে পিস্তল নিয়ে মোকাবিলা করতে পারত। কিন্তু এ যাওয়া তো বাবলুরই খোঁজে যাওযা। অতএব সদা সতর্ক থাকবে সকলে।"

বিলু বলল, "বাবলু নেই ঠিকই, কিন্তু আমাদেব বক্ষাকর্তা পঞ্চু তো আছে।"

পঞ্চু পাশেই বসে কান খাড়া করে এদের আলোচনা শুনছিল। বিলুর কথা শেষ হতেই মুখ দিযে কীবকম যেন একটা শব্দ বের করে ভোম্বলেব গা ঘেঁষে ওব পাশে গিয়ে বসল পঞ্চু।

বাবলুর বাবা বললেন, "কী ব্যাপার। পঞ্চু হঠাৎ এরকম কবল কেন? কেমন যেন নারাজ মনে হচ্ছে ওকে। এমন তো হওয়ার কথা নয়।"

বাচ্চু বলল, "পঞ্চু দারুণ রেগে আছে বিলুদার ওপব।"

"সে কী! কেন?"

বিচ্ছু বলল, "রাগ ঠিক নয়, অভিমান। আসলে দারুণ অভিমানী তো পঞ্চু, তাই—।"

"কিন্তু কারণটা কী?"

বিলু বলল, "তা হলে আমার মুখ থেকেই শুনুন। কাল রাতে আমরা যখন হাঙ্গার ফোর্টে বাবলুর খোঁজে যাই তখন খুবই ভয়ে ভয়ে গিয়েছিলাম। কেন না, এমন দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষর মুখোমুখি আমরা কমই হয়েছি। বিশেষ করে এই দলের লোকেদের কাছে আমাদের প্রত্যেকের জীবন বিপন্ন। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোম্বল আর আমি দু'জনেই গিয়েছিলাম। বাচ্চু-বিচ্ছুকেও সঙ্গে নিইনি। তবে পঞ্চুর উত্তেজনা দেখে ওকে নিয়েছিলাম। বাবলু না থাকলে দল পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপবই পড়ে। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয় আমাকে। বাবলুর স্কুটারে চেপে গিয়েছিলাম, পাছে রাতের অন্ধকারে স্কুটারের শব্দে ঘুমন্তপুরী

জেগে ওঠে তাই সেটাকেও আমি বেলেপোলের কাছে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে জমা রাখি। অমনই স্থির করি পঞ্চুকেও সঙ্গে না নেওয়ার। তাই ওকেও আমার বন্ধুর বাড়িতে রেখে যাই। সিদ্ধান্তটা হঠাৎই নিয়েছিলাম।"

"হঠাৎ এরকম করলে কেন?"

"তারও একটা কারণ আছে। পঞ্চু আমাদের বডিগার্ড। কিন্তু কেন জানি না আমার বারবারই মনে হতে লাগল, যেহেতু বাবলু নেই, তাই শত্রুপক্ষের প্রধান টার্গেটই হবে পঞ্চু। তা ছাড়া ওদের কেউ আমাদের দিকে নজরদারি করলে পঞ্চুকে দেখেই চিনে নেবে আমাদের। বিশেষ করে ওই মঙ্গেশকেই আমার ভয় ছিল বেশি। তাই ওর এবং আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই হঠাৎ মতের পরিবর্তন করি।"

বাবলুর বাবা বললেন, "পঞ্চুকে কোথাও আটকে রেখে এতবড় একটা বিপদের ঝুঁকি নেওযাটাও কিন্তু তোমাদের উচিত হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "আপনার সঙ্গে আমিও একমত।"

বিলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে মতের পরিবর্তন করতে হয়। কাল ওই পুঁটি নামের মেয়েটির পা ও যদি অন্ধকারে মাড়িয়ে না দিত তা হলে কি এত সহজে হাঙ্গার ফোর্ট অভিযান আমাদের পক্ষে সম্ভব হত? ওই সময় পঞ্চু থাকলে পুঁটিকে এমন নাস্তানাবুদ করত যে, সব ভেস্তে যেত।"

ভোম্বল বলল, "তা অবশ্য ঠিক।"

বিলু বলল, "তবে! যাই হোক, আমাদের আজকের এই নৈশ অভিযানে পঞ্চুই হিরো। ও সবসময়ই আমাদের কাছে কাছে থাকবে। এখন থেকে ও-ই আমাদের টাইগার, ও-ই আমাদের বুলেট। ও-ই আমাদের সব। জগৎ প্রপঞ্চময় হলেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবসময়ই পঞ্চুময়।"

বিলুর কথা শেষ হতেই পঞ্চু শিরদাঁড়া টান করে উঠে দাঁড়াল। মনে হল, এই শেষের কথাটা বেশ মনঃপূত হয়েছে ওর।

বিলু ওকে ইশারায় ডেকে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "রাগ করিস না পঞ্চু, আমাদের অভিযানে আমরা কেউ কিছুই নই। তুই-ই সব। তাই ছোটখাটো ব্যাপারে তোকে কাজে লাগিয়ে তোর এনার্জি আমরা নষ্ট করতে চাই না। অনেক বড় কাজের জন্য তুই। বাবলুকে খুঁজে বের করবার দায়িত্ব তোর। আমরা শুধু অনুমান করব, অনুসন্ধান করব, সঙ্গে থাকব, এগিয়ে দেব। তবে অবধারিত কোনও মৃত্যুর মুখে জেনেশুনে কখনওই ঠেলে দেব না তোকে।"

পঞ্চু একবার 'গোঁ-ও-ও-উ' করে বিলুর পায়ে গা ঘষে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বোঝাই গেল, ওর রাগ কমেছে।

বাবলুর মা প্রত্যেকের জন্য চা নিয়ে এলেন।

চা খেতে খেতে বিলু বলল, "অভিযানের জন্য আমি কিন্তু পুরোপুরিভাবে তৈরি। আশা করি তোদেরও গোছগাছ সব রেডি?"

ভোম্বল বলল, "গোছগাছ তো নতুন করে করতে হবে না কিছু। সব তো গোছানোই আছে। মানসিক প্রস্তুতির পর্বও শেষ। এখন বাচ্চু-বিচ্ছুই বলুক।"

বাচ্চু বলল, "এসব যে আবার নতুন করে কেন জিজ্ঞেস করছ তোমরা, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা কি প্রথম অভিযান করছি? এখন বলো কখন আমাদের যেতে হবে?"

বিলু বলল, "ঠিক রাত ন'টায়।"

বিচ্ছু বলল, "এখন দুপুর দুটো। হাতে সাত ঘণ্টা সময়। আমরা বাড়িতেই থাকব। তোমরা আমাদের ডেকে নিয়ো।"

বিচ্ছুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল ল্যাংচা। ঢুকেই বলল, "আমাদের কিন্তু ডাকতে হবে না। মিস মানেকা এবং আমি দু'জনেই যাচ্ছি। শুধু যাচ্ছি নয়, যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই এসেছি।"

বিলু বলল, "খুব ভাল কথা। কিন্তু মানেকা কোথায়?"

"সে আসছে। আমাদের রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে সব বেঁধেছেঁদে নিয়েই আসছে। ও এলেই রওনা দেব আমরা।"

"আমাদের ট্রেন তো অনেক রাতে।"

"ট্রেনে আমরা যাবই না।"

"তা হলে যাবি কীসে?"

"একটা মারুতি ভ্যান ম্যানেজ করেছি। তাতেই যাব আমরা। এক পয়সাও খরচ হবে না, একেবারে বিনে পয়সায় পৌঁছে যাব।'

বিলু উল্লসিত হয়ে বলল, "সত্যি?"

"হাঃ হাঃ! সত্যি না তো কী মিথ্যে?"

ভোম্বল বলল, "কীভাবে কী করলি শুনি?"

"তোদের এখান থেকে বেরিয়ে রাজকুমারী সুদেষ্ণা ও মানেকাকে একটা রিকশায় তুলে আমি সোজা চলে গেলাম থানায়। গিয়েই সটান দারোগাবাবুর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললাম, 'হুজুর, আপনি হলেন আমাদের মা-বাবা। আপনি ভগবান। শুধু আপনি নন, পুলিশমাত্রই অবতার। দিনকে রাত আর রাতকে দিন আপনারা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।' শুনে দারোগাবাবু বললেন, 'হঠাৎ হল কী তোর?' আমি বললাম, 'স্যার, আপনি তো অন্তর্যামী। মনীষী আপনি। আপনি তো জানেন ওরা বাবলুকে উদ্ধার করবার জন্য দারুণ ঝুঁকি নিয়ে আজ রাতেই কোডারমার দিকে যাচ্ছে। তা স্যার, আপনার দাপটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, গেরস্ত ঘর ছেড়ে পালায়। তবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আপনি স্নেহ করেন। তাই ওদের জন্য কিছু একটু করুন স্যার। না হলে আপনার পা আমি ছাড়ব না।' দারোগাবাবু বললেন, 'ওদের জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করব। কিন্তু কী আমাকে করতে হবে বল?' আমি বললাম, 'একটা ফোন স্যার। আপনি একটা ফোন করলে আকাশের নক্ষত্রও খসে পড়বে।' দারোগাবাবু বললেন, 'তা না হয় করলাম, কিন্তু ফোনটা আমি করব কাকে?' আমি বললাম, 'ব্রিজমোহন কাংকারিয়াকে। আঠারো উনিশখানা গাড়ি যাঁর। একটা মারুতি ভ্যান আমাদের দিতে বলুন। শুধু কোডারমায় পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে। আপনি ফোন করলে ভ্যান কেন, একটা লরিও পাঠিয়ে দিতে পারেন হয়তো।' আমার কথা শুনে দারোগাবাবু বললেন, 'এ আর এমনকী কথা।' বলেই ফোন করলেন। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি হাজির। আমি সেই গাড়ি নিয়ে মানেকার ওখানে চলে গেলাম। ওকে সব বললাম। এখন ও সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে এসে পড়লেই রওনা হব আমরা।"

ভোম্বল তো 'হুররে' করে লাফিয়ে উঠেই জড়িয়ে ধরল ল্যাংচাকে।

বিলুও দারুণ প্রশংসা করল ল্যাংচার। বাচ্চু আর বিচ্ছু যে আনন্দের আতিশয্যে কী করবে, ভেবে পেল না।

বাবলুর বাবা বললেন, "ভগবান তোদের সহায়, বুঝলি?"

মা বললেন, "সবই ভাল। এখন ভালয় ভালয় ছেলেটার খোঁজ পেলেই বাঁচি! ঠাকুরকে স্মরণ করে যত তাড়াতাড়ি পারিস ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আয় দেখি।"

বিলু বলল, "সে তো আনবই। তবে ওই রাকেশ ভাটিয়ার দফা রফা না করে আসছি না আমরা। অনেক জ্বালাতন করেছে ওই শয়তানটা।"

মা বললেন, "সে তোদের যা ইচ্ছে তাই কর। বাবলুকে খুঁজে পেলেই আমাকে একটা ফোন করে জানাস কিন্তু।"

ল্যাংচা বলল, "ওর জন্য আপনি ভাববেন না। সবার আগে আমিই ফোন করব।" বলেই তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাতে লাগল সে।

বিলু বলল, "হঠাৎ কী হল তোর?"

"আনন্দ। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে অংশ নেব, এ কী কম সৌভাগ্যের কথা? কিন্তু পঞ্চু কই? পঞ্চু! ওকে দেখছি না কেন?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভৌ-ভৌ করে ছুটে এল পঞ্চু।

আর ঠিক তখনই বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। মিস মানেকা এসে গেছে।

সবার আগে পঞ্চু ছুটল। সেইসঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই। ল্যাংচাই শুধু গ্যাঁট হয়ে বসে রইল একটা সোফায়।

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই আশার আলো দেখতে পেলেন এবার। তারপরই দেখলেন জিনস পরে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে মিস মানেকা সকলের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই হ্যান্ডশেক-এর জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল ল্যাংচার দিকে।

হ্যান্ডশেক করে মানেকা বলল, "ল্যাংচার জবাব নেই! ও না থাকলে এমন চমৎকার ব্যবস্থাটা হত না। আমরা ক'জনে দিব্যি গল্প করতে করতে চলে যাব। পঞ্চুকে নিয়েও কোনও প্রবলেম হবে না।"

বিচ্ছু বলল, "ইচ্ছেমতো গাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড় করাতে পারব।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আজ রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা কী হল শুনি?"

মানেকা বলল, "মাংস আর বিরিয়ানি। মাংসটা ঘরে তৈরি করে নিয়েছি। বেশ চাপ চাপ। আর বিরিয়ানিটা নিয়েছি শিবপুর বাজারের একটা দোকান থেকে। চিকেন বিরিয়ানি। একটু বেশি করে দশ-বারো প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। কেন না আমাদের সঙ্গে গাড়ির চালকও তো আছেন। উনি হাজারিবাগের লোক। পথঘাটও ভাল চেনেন। তাই কোনও অসুবিধে হবে না।"

বিলু বলল, "না হলেই ভাল।"

ভোম্বল বলল, "তবে কিছু কেক, বিস্কুট, সন্দেশও রাখা প্রয়োজন। এবং একটু ফলটল।"

বাবলুর বাবা বললেন, "ওসব ব্যবস্থা আমিই করছি। তোরা আর দেরি করিস না।"

বাবলুর পিস্তল ও কয়েকটা গুলি মানেকার জিম্মায় রেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চলে গেল পোশাক পরিবর্তন করতে।

গেল আর এল। সামান্য কিছু সময়। সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

মানেকা একাই রইল বাবলুর ঘরে। ওর বুক শেলফের তাকে সাজানো বই, ডায়েরি ইত্যাদি দেখতে লাগল।

বাবলুর মা ঘরের কাজ করতে করতেই একসময় মানেকাব পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "তুমি যে এইভাবে চলে এলে, তোমার বাবা-মা জানেন?"

মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে মানেকা বলল, "ওঁদের না জানিয়ে তো আমি আসিনি।"

"এইরকম একটা দুঃসাহসিক অভিযানে যাচ্ছ, আপত্তি করলেন না ওঁরা?"

"না। তা ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে প্রায়ই আমাকে এখানে-ওখানে যেতে হয়। আমার ব্যাপারটা ওঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি হলেন বাবলুর মা, আপনার মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ কেন? ওর এইরকম হয়ে যাওয়াটা তো নতুন কিছু নয়।"

"জানি মা, তবুও মায়ের মন তো। কেমন যেন ভয় করে। তা ছাড়া এই দলটার কাজকর্ম এত খাবাপ যে, ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। ওদের এখন যত রাগ বাবলুর ওপর। ধরেই যদি মেরে দেয়?"

মানেকা বলল, "না, না। তা করবে কেন? মেরে দিলে তখনই দিত। কিন্তু ওকে নিয়ে যখন ওরা ওদের আসল ঘাঁটির দিকে গেছে তখন আর ওকে মেরে ফেলার পরিকল্পনাটা নেই। ওরা ওকে ওদের মতো করেই গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। আর বাবলু যা ছেলে তাতে নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব বের করে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে ওদের। তার ওপর আমরা সবাই গিয়ে পড়লে আরও জমে উঠবে ব্যাপারটা। তবে ও ঠিক কোথায় আছে, সেইটাই এখন জানতে হবে সঠিকভাবে। ওরা যদি কোথাও ওকে আটকে রেখে থাকে সেখান থেকে উদ্ধার করব। আর যদি ও নিজেই নিজেকে মুক্ত করে থাকে তা হলে তো কথাই নেই।"

"ওইসব চিন্তাই তো আমি সবসময় করছি মা। কী যে হল, কী অবস্থায় যে আছে ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারছি না। যতক্ষণ না একটা পাকা খবর পাই ততক্ষণ মনটা আমার স্থির হবে না।"

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল এসে হাজির হল। তারপরই এল বাচ্চু-বিচ্ছু।

মানেকার স্টাইলে বাচ্চু-বিচ্ছুও প্যান্ট-শার্ট পরেছে। ওরা অবশ্য প্রতিটি অভিযানেই আজকাল প্যান্ট-শার্ট পরে। কেন না এতে কাজেরও সুবিধে হয়, আর অত্যন্ত স্মার্ট মনে হয় নিজেদের।

পঞ্চুর আনন্দ যেন সবার চেয়ে বেশি। বাবলু না থাকলেও বাবলুর জন্যই যে ওদের এই অভিযান তা বেশ বুঝতে পেরেছে ও। তাই ঘন ঘন লেজ নেড়ে এদিক সেদিক করতে লাগল।

বিলু বলল, "আর কী? এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক?"

ভোম্বল বলল, "অবশ্যই। আর দেরি করে লাভ কী?"

ল্যাংচা বলল, "একটু অপেক্ষা করতে হবে, বাবলুর বাবা না আসা পর্যন্ত। উনি আমাদের জন্য মিষ্টি আনতে গেছেন।"

বলতে বলতেই বাবলুর বাবা একগাদা কলা, আপেল ও মিষ্টি নিয়ে হাজির হলেন।

ওরা সবাই মারুতি ভ্যানে গিয়ে উঠল। তারপর সবাই যে যার সুবিধেমতো জায়গাটি বেছে নিয়ে বসলে গাড়ি স্টার্ট দিলেন ড্রাইভার।

ড্রাইভারের নাম মদনলাল। উনি বিহারেরই মানুষ। হাজারিবাগ জেলার টাণ্ডোয়ায় ওঁর বাড়ি। ওই অঞ্চলের পথঘাট সবই ওঁর পরিচিত।

বিলু বলল, "মদনদা, আপনি আপনার ইচ্ছেমতো গাড়ি নিয়ে চলুন। আমাদের তাড়া নেই। কাল খুব ভোরে যদি পারেন তো আমাদের পৌঁছে দেবেন কোডারমায়।"

মদনলাল বললেন, "কোডারমায় না ঝুমরি তিলাইয়ায়? কোডারমা স্টেশনের নাম। ওই জায়গাটা হল ঝুমরি তিলাইয়া। আর শহর কাছারি হল কোডারমায়। সে ওখান থেকে কমসে কম পাঁচ-সাত মাইল দূরে।"

মানেকা বলল, "আমরা ঝুমরি তিলাইয়াতেই নামব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। ওই জায়গাটা পাহাড়ি এলাকা তো?"

"আরেব্বাস। চারো তরফ পাহাড়। কাছেই তো তিলাইয়া। সময় হাতে থাকলে ড্যামও দেখে আসতে পারো। লেকিন তোমরা হাজারিবাগ না দেখে ওইখানে যাচ্ছ কেন? ওইখানে তো কুছু নেই।"

বিলু বলল, "আমরা একটু কাজে যাচ্ছি। ওইখানকাব কাজ শেষ হলেই হাজারিবাগ চলে যাব আমরা।"

"কিতনা টাইম লাগেগা? এক-দেড় ঘণ্টা?"

"না, না। এক-দু'দিনও লেগে যেতে পারে। আপনি আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে যাবেন।"

মদনলাল কথা বলতে বলতেই জি টি রোডের ওপর দিয়ে ফুল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললেন। বেশ সদালাপী মানুষটি। ওদের সকলেরই খুব ভাল লাগল মদনলালকে।

খানিক যাওয়ার পর আপেল আর কলা ভাগ করে খেতে লাগল ওরা। মদনলালকেও দেওয়া হল। সঙ্গে জলভরা সন্দেশ।

পঞ্চু তো ফলাহারী নয়, সে তাই সন্দেশ খেয়েই তৃপ্ত হল।

দেখতে দেখতে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঠিক হল বর্ধমানে গিয়েই চা খাওয়া হবে। তারপর রাতের খাওয়া আসানসোল পেরিয়ে।

ল্যাংচা বলল, "জার্নিটা মন্দ হচ্ছে না, কী বল?"

বিলু বলল, "এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে তাই। তবে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে।"

মানেকা বলল, "আবার বিপদ কীসের?"

"যে-কোনও মুহূর্তে একটা ট্রাক এসে আমাদের ধাক্কা দিতে পারে। গাড়িতে বোমা কিংবা গুলি ছুড়তে পারে। কত কিছুই না ঘটতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "সেইজন্যই বারবার পেছনদিকেও কড়া নজর রাখছি আমরা।"

মানেকা বলল, "সরি। ওই সম্ভাবনার কথাটা একবারও মনে হয়নি আমার।"

প্রায় ঘণ্টা-দুই একটানা চলার পর ভ্যান এসে বর্ধমানে থামল। এখানে একটু চা-পর্ব সেরে নিতে হবে।

ভোম্বল বলল, "একটু সীতাভোগ, মিহিদানা...।"

বিলু বলল, "খবরদার নয়। বিরিয়ানি আছে, মাংস আছে, সন্দেশ আছে। তার ওপরে সীতাভোগ মিহিদানা কীসের?"

অতএব শুধু চা, বিস্কুট খেয়েই আবার রওনা দিল সকলে। না। এখনও পর্যন্ত কোনও বাধা-বিঘ্নর সম্মুখীন হয়নি ওরা। এখন ভালয় ভালয় কোডারমায় পৌঁছতে পারলেই বাবলুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে। প্রথমেই ওরা খুঁজে বের করবে মঙ্গেশের বাড়ি। তারপর ওর বিপদের খবরটা ওর বাড়ির লোককে দিয়ে চেষ্টা করবে রাকেশ ও শিবকুমার শর্মার সন্ধান নিতে।

দুর্গাপুর, আসানসোল পেরিয়ে যাওয়ার পর একেবারে বরাকরে এসে থামল ওরা। এইবার রাতের খাওয়াটা সেরে নিতে হবে। আর দেরি করা ঠিক নয়।

ভোম্বল বলল, "বেশ নিরিবিলি দেখে নদীর ধারে কোনও গাছতলায় গাড়িটা রাখুন দাদা।"

মদনলাল ভোম্বলের কথামতো আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেল ভ্যানটাকে। তারপর এমন এক জায়গায় সেটা রাখল যেখানে আলো আছে।

গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই ওরা একটু চলাফেরা করে হাত-পায়ের খিল ছাড়াল। তারপর সবাই একজোট নেমে পড়ল নদীর মধ্যে। বাচ্চু-বিচ্ছু, মানেকা গেল একদিকে। অন্যদিকে বিলু, ভোম্বল ও ল্যাংচা।

একটু পরে সকলে একজায়গায় পলিথিন শিট বিছিয়ে খেতে বসল। মানেকাই পরিবেশন করল নানা সুখাদ্য।

মাংস আর বিরিয়ানি পেয়ে তো দারুণ খুশি পঞ্চু। বেশ তৃপ্তি করেই খেতে লাগল সে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা ইট এসে পড়ল ওর গায়ে। পঞ্চু যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করে উঠল একবার। কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ বিপদ। অন্ধকার নদীর দিক থেকে একটা তেজি আলসেশিয়ান ব্যাঘ্রবিক্রমে ছুটে এল ওর দিকে। নিরুপায় পঞ্চু তখন বিলুর নির্দেশে প্রাণভয়ে বাধ্য হয়েই ঢুকে পড়ল ভ্যানের ভেতর।

এমন সময় দূর থেকে কে যেন ডাক দিল, "আঃ আঃ জিমি, জিমি।"
প্রভুর ডাকে সাড়া দিতে অ্যালসেশিয়ান আক্রমণ ভুলে ছুটে গেল সেইদিকে।
সামান্য কয়েক মিনিটের ব্যাপার। তার ভেতরেই যা হওয়ার তা হয়ে গেল। দেখা গেল, ওরা যে যেখানে ছিল সে সেখানেই আছে। নেই শুধু মানেকা। গেল কোথায়? কোথায় গেল মানেকা?
আতঙ্কিত বিলু চিৎকার করে ডাকল, "মা-নে-কা—।"
কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই।
মেয়েটা যেন ভোজবাজির মতো উবে গেল।
খাওয়া মাথায় উঠল সকলের। খাওয়া ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।
ততক্ষণে পঞ্চু আবার এসে হাজির হয়েছে ওদের পাশে।
বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই পঞ্চুকে জাপটে ধরে আদর করতে লাগল।
বিলু বলল, "এ-যাত্রা খুব জোর বেঁচে গেছে পঞ্চু।"
ভোম্বল বলল, "থাকত বাবলু, তা হলে ওই অ্যালসেশিয়ানকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হত না।"
"কিন্তু মেয়েটা কোথায় গেল বল দেখি?"
ভোম্বল বলল, "কিডন্যাপড।"
"সে তো বুঝতেই পারছি। আমাদের শত্রুরা, না কি অন্য কোনও দুষ্কৃতী? কারা করল এই কাজ?"
ল্যাংচা তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বলল, "আমাদের শত্রুরা নিশ্চয়ই নয়। তার কারণ, ওরা জানবে কী করে আমরা কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি?"
"ওদের কোনও লোক হয়তো অনুসরণ করেছে আমাদের।"
"কীভাবে করবে? সারাক্ষণ আমরা চারদিকে নজর রেখেছি। এ নিশ্চয়ই অন্য কারও কাজ। অ্যালসেশিয়ানটিকে লেলিয়ে দিয়ে লোপাট করে দিল মেয়েটাকে।"
বিচ্ছু বলল, "অথচ মজার ব্যাপার এই যে, ওরা অদূরে এবং নেপথ্যেই রইল।"
এদের কথাবার্তা শুনে ড্রাইভার মদনলাল বলল, "ভাই, তুম সবকো তো জবাব নেহি। লেকিন তুম সব কিঁউ যা রহে ঝুমরি তিলাইয়ামে?"
বিলু তখন সব কথা খুলে বলল মদনলালকে।
মদনলাল বলল, "আচ্ছা, তুম সব পুলিশবালা লেড়কা-লেড়কি। তো ঠিক হ্যায়, পহলে, তুম কোতোয়ালিমে যাও, রিপোর্ট করো। সব কুছ ঠিকঠাক বতাও পুলিশসাব কো।"
বিলু বলল, "হ্যাঁ, থানায় আমাদের যেতেই হবে। কেন না মানেকার জন্য এইখানে আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আর করলেও কোনও লাভ হবে না। ওরা ওকে নিয়েই গেছে। তাই ব্যাপারটা সর্বাগ্রে থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে জানিয়ে একটা ডায়েরি লেখাই। পরে আমরা নিশ্চিন্ত মনে এগোতে পারব। এখন যেভাবেই হোক বাবলুকে উদ্ধার করতে না পারলে মানেকার অনুসন্ধান অসম্ভব।"
ল্যাংচা বলল, "সত্যি, মেয়েটাকে যদি একেবারেই না পাওয়া যায় তো ওর মায়ের কাছে গিয়ে কী করে মুখ দেখাব বল দেখি? কেন না আমিই যে গাড়ি নিয়ে ওর বাড়িতে গিয়ে ডেকে এনেছি ওকে।"
বিলু বলল, "এর জন্য আমরা কিন্তু দায়ী নই।"
ভোম্বল বলল, "এবার বুঝছিস তো কেন আমরা আমাদের কোনও অভিযানে কাউকে সঙ্গে নিতে চাই না? এইসব ঝামেলার জন্য। এতে দায়িত্বও বাড়ে, আমাদেরও কাজের অসুবিধে হয়।"
ল্যাংচা মাথা হেঁট করল।
বিলুর নির্দেশে সবাই তখন চলল থানার দিকে। এই এলাকাটা এখনও বাংলার মধ্যে। তাই থানায় গিয়ে বিলুরা ওদের পরিচয় দিতেই দারোগাবাবু বেশ প্রসন্ন হয়েই বসতে বললেন সকলকে। তারপর বললেন, "তোমরাই তা হলে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা? তোমাদের নাম অনেক শুনেছি। দেখবারও ইচ্ছে ছিল। দেখা হয়ে ভালই হল। তা এখানে এই রাতদুপুরে কোন প্রবলেমটা অ্যারাইজ করল তোমাদের?"
বিলু তখন সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে।
দারোগাবাবুও সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওই মানেকা নামের মেয়েটিকে উদ্ধারের আশা তোমরা তা হলে ছেড়েই দাও।"
"সে কী! কেন?"
"ওই কুকুরটাকে দূর থেকে কী নামে ডাকল যেন?"

"জিমি।"
"কুকুরটা তোমাদের কাউকে কোনওরকম আক্রমণ করেনি?"
"না।"
"ওর টার্গেট তা হলে কে ছিল?"
"পঞ্চু।"
"জিমি হচ্ছে ওই কুখ্যাত গোল্ডেন প্রিন্সের প্রিয় কুকুরের নাম।"

বিচ্ছু বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু আমরা যে এখানে আসব এর তো কোনও ঠিক ছিল না। প্রিন্স জানল কী করে?"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "পাণ্ডব গোয়েন্দাদের হিরোকে ওরা কিডন্যাপ করল, অথচ পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাকে উদ্ধার করতে আসবে না এইরকম অসার ধারণা কখনওই করে না ওরা। তাই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই নজর ছিল ওদের।"

ভোম্বল বলল, "সারাটা পথে কেউ কিন্তু আমাদের অনুসরণ করেনি। আমরা চারদিক লক্ষ করতে করতেই এদিকে এসেছি।"

"হয়তো গাড়ি নিয়ে করেনি। কিন্তু টেলি যোগাযোগের মাধ্যমে যে খবরাখবর হয়নি, এরকমটা তোমরা ভাবলে কী করে?"

বাচ্চু বলল, "এরকমটা অবশ্য হতে পারে। হতে পারে নয়, মনে হয় তা-ই হয়েছে। কিন্তু বাবলুদাকে কিডন্যাপ করল তো রাকেশ ভাটিয়া। প্রিন্সের সঙ্গে এই ধরনের ছেলেমেয়ে চুরির সম্পর্ক কি তার সত্যিই আছে?"

"হঠাৎ এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"ওর সম্বন্ধে যতটুকু যা শুনেছি তাতেই আমাদের এই ধারণা হয়েছে, ছেলেমেয়ে চুরির মতো বাজে কাজ প্রিন্স করে না। ওর আসল কাজ হল মড়ার মাথার খুলি সংগ্রহ করা।"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "তাতে ও কত টাকা উপার্জন করতে পারে? আসলে ওই ব্যবসাটাই ওর ভাঁওতা। ওই খুলির ভেতর দিয়েই হয়তো অন্য কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য কিছু পাচার করে ও। তা ছাড়া মানেকা নামের যে মেয়েটির কথা তোমরা বলছ, ওইরকম একটা মেয়েকে বাইরের দেশে পাচার করলে অনেক, অনেক টাকা লাভ। কাজেই হাতের কাছে ওকে পেয়ে ও কখনও ছেড়ে দেয়?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সব শুনেও মাথা নত করে চুপচাপ বসে রইল।

দারোগাবাবু বললেন, "আসলে অন্যায় যারা করে তারা এই কাজ করতে করতে এমনই হয়ে ওঠে একসময় যে, তখন অন্যায়ের পর অন্যায়ই করতে থাকে। ওদের কুকর্মের কোনও বাছবিচার থাকে না। যাক, এখন তোমরা কী করতে চাও বলো?"

"আমরা আমাদের পূর্ব পরিকল্পনামতো ঝুমরি তিলাইয়াতেই যেতে চাই। কেন না আমাদের মন বলছে ওইখানে গেলে বাবলুর সন্ধান আমরা পাবই। তাই আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, মানেকাকে আপনারা খুঁজে বের করুন।"

"চেষ্টা করব। তবে সফল হব না। তার কারণ ওই মেয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্টেটের বাইরে চলে গেছে। নদী পেরোলেই বিহার। ওখানে আমাদের কোনও খবরদারি চলবে না। তবু দেখছি আমরা, চারদিক তোলপাড় করে দেখছি কতদূর কী করতে পারি।"

ইঞ্জিন-ছাড়া কামরার মতোই বাবলুহীন পাণ্ডব গোয়েন্দারা সত্যিই অসহায়। ওরা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দারোগাবাবু বললেন, "একটা কথা, এই পঞ্চুর তো অনেক বীরত্বের কথা শুনেছি। তা পঞ্চুর সামনে থেকে মেয়েটাকে ওরা নিয়ে গেল কী করে?"

বিলু বলল, "পঞ্চুর সামনে থেকে তো নেয়নি। নিয়েছে ওর অজ্ঞাতে পেছন থেকে। যে কোনও বিপদের মোকাবিলায় পঞ্চুর সত্যিই জুড়ি নেই। তবে কিনা সব ব্যাপারে পঞ্চুই তো সর্বশক্তিমান নয়। একটি বাঘ কিংবা হিংস্র অ্যালসেশিয়ানের কাছে পঞ্চু সত্যিই অসহায়। তার ওপর আচমকা ওইরকম হয়ে যাওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য ওকে একটু সরে যেতেই হয়েছিল। এটা ওর পরাজয় নয়।"

দারোগাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি মেয়েটার।"

ওরা থানার বাইরে এসে মদনলালের মারুতি ভ্যান-এ চেপে আবার সেই জায়গায় এল। একটু আগেই যেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছে মানেকাকে।

বিলু সবাইকে ভ্যান থেকে নামতে বলে নিজেও নামল।

ভোম্বল বলল, "আবার এখানে এলি যে?"

বিলু বলল, "তার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, কুকুরটা এল নদীর দিক থেকে। দ্বিতীয়ত, 'জিমি জিমি' করে যে ডাক দিল সে অন্য দিক থেকে। জিমি সেই ডাক শুনে ছুটে গেল। মানেকা ছিল সবার পেছনে। কিন্তু মানেকার কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেল না। এমনকী শোনা গেল না ওর কোনও আর্তনাদও।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক। তার মানে মানেকাকে অপহরণ করা হয়েছে পেছনদিক থেকে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে।"

ল্যাংচা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "অথচ ওকে নিয়ে চলে যাওয়াব সময় কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে কি বলতে চাও ও এখানেই কোথাও আছে?"

বিলু বলল, "অবশ্যই। শুধু ও নয়, প্রিন্সও আছে।"

ভোম্বল বলল, "প্রিন্স কি এতই বোকা যে, কোডাবমার জঙ্গলের নিরাপদ জায়গা ছেড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার জন্য এই বরাকরে থাকতে যাবে?"

"বলা যায় না, থাকতেও পারে। শুধু তাই নয়, পুলিশ জানেও নিশ্চয় প্রিন্স থাকে কোথায়। না হলে ওর কুকুরের নাম 'জিমি'—এ-তথ্য দারোগাবাবু পেলেন কী করে?"

ল্যাংচা বলল, "আয় তো আমরা পেছনদিকটায় একটু গিয়ে দেখি?"

সবাই তখন পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পেছনদিকে। খানিক যাওয়ার পরই হঠাৎ এক জায়গায় এসে পঞ্চু স্থির।

ও আর নড়ে না। ব্যাপারটা কী? কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে কি ও?

হ্যাঁ বিপদ। ভয়ংকর বিপদ। দেখল ওইখানেই একটি দোতলা বাড়ির নীচের তলাটা অন্ধকার হলেও ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা অ্যালসেশিয়ান খোলা জানলার ধারে বসে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মনে হচ্ছে সে যেন কোনও কিছুর দিকে নজর রাখছে।

বিলুরাও আর এগিয়ে গেল না। এই অবস্থায় জোর করে এগোতে যাওয়া মানেই হাতছানি দিয়ে নিজেদের বিপদকে ডেকে আনা।

ল্যাংচা বলল, "আমার মনে হয় মানেকাকে ওরা ওই বাড়িতেই আটকে রেখেছে। পরে সুযোগ-সুবিধে বুঝে সরিয়ে দেবে।"

বিলু বলল, "ঠিক তাই। কিন্তু ওই ভয়ংকর অ্যালসেশিয়ানের নজর এড়িয়ে ওই বাড়ির ভেতবে ঢোকা যায় কী করে?"

বাচ্চু বলল, "সত্যি, বাবলুদার অভাব যে কতখানি, এইবারের অভিযানে তা বেশ ভালই বুঝতে পারছি।"

বিচ্ছু বলল, "এর আগেও বাবলুদা না থাকলে আমরা কত অভিযান করেছি। দুষ্কৃতীর কবল থেকে উদ্ধার করেছি বাবলুদাকে, কিন্তু এবারেই আমরা হেরে গেলাম।"

ভোম্বল বলল, "না, না। হার মানলে চলবে না। বাবলুর চেয়েও মানেকার গুরুত্ব এখন আমাদের কাছে অনেক বেশি হয়ে উঠেছে। ওকে এইখানে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে যদি আমরা বাবলুর খোঁজে যাই তা হলে কিন্তু বাবলু ভীষণ রেগে যাবে আমাদের ওপর।"

বিচ্ছু বলল, "তা ছাড়া সেটা উচিতও হবে না।"

ল্যাংচা বলল, "একটা কিছু উপায় ভেবেচিন্তে বের করে দেখি?"

বিলু বলল, "সেই চিন্তাই তো করছি। কুকুরটা এমনভাবে এইদিকে তাকিয়ে আছে যে, ওই বাড়িতে ঢোকা দূরের কথা, ওর ধারেকাছে গেলেও চেঁচিয়ে মাত করবে। শুধু তাই নয়, ও যদি একবাব কোনওরকমে নীচে নেমে আসে তা হলে কিন্তু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে সকলকে। বাবলু থাকলে এক গুলিতে শেষ করে দিত বাছাধনকে। কিন্তু ও আমাদের এমনই এক শত্রু যে, ওর কাছে পঞ্চুও অসহায়।"

এই কথাটাই বোধ হয় মনে লাগল পঞ্চুর। তাই সে করুণ চোখে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে শিরদাঁড়া টান করে ঘনঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বিলু ওর ভাব দেখে বলল, "অযথা বীরত্ব দেখাতে যাস না পঞ্চু। তোর কোনও বিপদ হলে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদেরও বিপদের আর শেষ থাকবে না।"

কিন্তু পঞ্চু তখন মরিয়া। ওর সিদ্ধান্ত ও নিজেই নিয়েছে। তাই হঠাৎই এক-পা এক-পা করে সামনের দিকে এগোতে লাগল ও।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বাধা দিল ওকে। কিন্তু না। পঞ্চু এই প্রথম সবার কথা অমান্য করল। সে এবার দ্রুত ধেয়ে গেল সেই বাড়ির দিকে। তারপরই ভয়ংকর বিক্রমে হাঁকডাক করে প্রতিপক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লাফালাফি করতে লাগল সে।

বিলু কপাল চাপড়াতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "অযথা সকলের বিপদ ডেকে আনল রে বোকাটা!"

পঞ্চু এগোলেও ওরা কেউ এগোতে সাহস করল না। তাই দূরে দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কী হয় দেখতে লাগল।

মাত্র দু'-এক মিনিটের ব্যাপার। ক্রুদ্ধ অ্যালসেশিয়ানও 'আঁউ আঁউ' করে গোটা বাড়ি চেঁচিয়ে মাত করে সরে গেল জানলার ধার থেকে। তাব মানেই আসছে। পঞ্চুকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আসছে সে।

ওই সময়টুকুর মধ্যেই পঞ্চু আবার ছুটে এল ওদের কাছে। এসেই একটি ঘন পাতার গাছের দিকে তাকিয়ে লাফাতে লাগল। তার মানে আকারে ইঙ্গিতে ওদের সকলকে উঠে পডতে বলল ওই গাছে।

গাছে ওঠার পরিকল্পনা বিলুরও ছিল। তাই আর এক মুহূর্তও দেরি কবল না।

আর পঞ্চু? সে আবাব একটু এগিয়ে গিয়ে এমনই হাঁকডাক শুরু করল যে ততক্ষণে আরও প্রায় বিশটা রাস্তার কুকুর এসে জড়ো হয়েছে সেখানে।

ওদিকে সেই ক্রুদ্ধ অ্যালসেশিয়ানও ভীষণ রেগে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

তারপর সে কী তুমুল লড়াই।

চোখের পলকে পঞ্চু কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে? অ্যালসেশিযানের তাড়া খেয়ে অন্য কুকুরগুলো অনেক দূরের দিকে চলে গেল। আর ঠিক তখনই সেই বাড়ির ভেতর থেকে দীর্ঘ উন্নত গুন্ডাকৃতি একজন লোক বন্দুক হাতে বেরিয়ে এসে খুব জোরে ডাকতে লাগল, "জিমি! জিমি! কাম হিয়ার।"

কিন্তু না। জিমিব কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। যদিও সে সাড়া দিয়ে থাকে তা হলেও অসংখ্য কুকুবের চিৎকারে ও আর্তনাদে তা হারিয়ে গেছে।

বন্দুকধারী লোকটি এবাব 'জিমি, জিমি' করতে কবতে এগিয়ে চলল দূবের দিকে। তবে বেশিদূর যেতে হল না। পাশেরই একটি ঝোপেব ভেতব থেকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে বেরিয়ে এসে পঞ্চু লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে।

পঞ্চুব আক্রমণের মোকাবিলা করতে না পেরে লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

বিলুরা তখন কেউ আর গাছে নেই। সবাই গাছ থেকে নেমে ঘিরে ফেলল লোকটিকে। তার হাতের বন্দুক তখন খসে পড়েছে হাত থেকে। সে তখন দু'হাতে পঞ্চুকে জড়িয়ে ধবেই আত্মরক্ষাব প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

ছিটকে পড়া বন্দুকটা তখন কুড়িয়ে নিয়েছে ল্যাংচা। নিযেই বলল, "বিলু তোরা ভেতরে ঢোক। আর কেউ যখন বেরোয়নি তখন মনে হচ্ছে লোকটি একাই ছিল। শিগগির ভেতরে ঢুকে দ্যাখ মানেকা আছে কি না।"

ভোম্বল বলল, "তুই তা হলে এখানেই থাক। আর কডা নজর রাখ দূবের দিকে। ওই হিংস্র অ্যালসেশিয়ানটা আবার ফিরে আসে কিনা।"

ল্যাংচা বলল, "মরণ যদি ওটার ঘনিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চযই ফিরে আসবে। মা-সরস্বতী আমাকে কৃপা না করলেও মা-কালীর ভক্তরা মানে পাড়ার বোকাদা, খোকাদাদের কৃপায় এইসব জিনিসপত্র হাতে পেলে কী করে তার ব্যবহার করতে হয় তা কিন্তু জেনে গেছি। পঞ্চু এর ব্যবস্থা করুক, আমি ওর ব্যবস্থা করি। ওর নিয়তি আমি হবই হব। একবার শুধু আসাব অপেক্ষা।" বলেই বন্দুকের নলটা লোকটির বুকে ঠেকিয়ে বলল, "এই যে বাছাধন, আমাদের মেয়েটাকে তোমরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ শুনি? চটপট উত্তর দাও। না হলে...।"

লোকটি উত্তর দেবে কী, পঞ্চুর ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটা দেশি কুকুর যে এমন মারাত্মক হতে পারে তা ভাবতেও পারল না। তার ওপর ল্যাংচার ওই মূর্তি। ছেলেটা যেভাবে বন্দুক ধরে আছে, তা দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই অকালকুষ্মাণ্ডটা নেহাতই আনাড়ি নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ট্রিগারে চাপ দিতে পারে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর একটুও দেরি না করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর নীচে, ওপরে চারদিক তন্নতন্ন করেও কোথাও পেল না মানেকাকে।

ততক্ষণে পঞ্চুও এসে জুটেছে। সেও কোনওরকম হাঁকডাক না করে নীচে-ওপরে ছুটোছুটি করতে লাগল।

বিলু বলল, "তবে কি রং টার্গেট?"

ভোম্বল বলল, "কখনওই না। মানেকা এখানেই কোথাও আছে। না হলে যাবে কোথায় মেয়েটা? ও তো কর্পূর নয় যে হাওয়ায় উবে যাবে।"

"কিন্তু এত খোঁজাখুজির পরও ওর সন্ধান তো পাওয়া গেল না।"

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই এই বাড়িব ভেতরে কোনও গুপ্তকক্ষ আছে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয়, আমাদেরই হয়তো ভুল হয়েছে কোথাও। এই বাড়ি, ওই অ্যালসেশিয়ান, আর লোকটি—এই সঙ্গে প্রিন্স বা রাকেশ ভাটিয়ার কোনও সম্পর্কই হয়তো নেই। এমনও হতে পারে, এই লোকটি কুকুরটিকে নদীতে নিয়ে গিয়েছিল। পরে পঞ্চুকে দেখে ও তাড়া করে। আব সেই সময ওব প্রভুর ডাক শুনে ও ফিরে যায়। ডাক যেদিক থেকে এসেছিল বা অ্যালসেশিয়ানটা যেদিকে ছুটে গেল মানেকা তো ছিল তার বিপরীত দিকে। তা হলে?"

বিচ্ছু বলল, "তোমার কথার মধ্যে একটা যুক্তি আছে তা মানছি। তবে বিলুদা, সন্দেহটা প্রকট হচ্ছে মানেকার উধাও হওয়ার ব্যাপার নিয়ে। তার চেয়েও বড় কথা, থানাব দারোগাবাবুর মুখেই শুনলাম, 'প্রিন্সে'র প্রিয় কুকুরের নাম জিমি। এর পরেও কি বলবে...?"

বাচ্চু বলল, "মেয়েটা তা হলে গেল কোথায়?"

বিচ্ছু বলল, "ওইজন্যই তো বলছি, নিশ্চয়ই এই বাড়ির মধ্যে কোনও গুপ্তকক্ষ আছে। অথবা আমরা যে-সময় থানায় যাই সেই সময়টুকুর মধ্যেই সরিয়ে দিয়েছে ওকে।"

ভোম্বল বলল, "আমারও মনে হয় তাই। এখন ওই ধৃত লোকটিকে মোচড় দিলেই জানা যাবে মেয়েটাকে কোথায় সরাল ওরা।"

এমন সময় হঠাৎ বাইরে গুলির শব্দ। আর সেইসঙ্গে অ্যালসেশিয়ানটার প্রাণান্তকব একটা চিৎকাব।

বিলুরা সবাই হইহই করে বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতব থেকে। দেখল রক্তাক্ত অ্যালসেশিয়ানটা মবে পড়ে আছে পথের ধুলোয। চারদিক লোকে লোকারণ্য। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজনেরা অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে সেখানে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই, ধৃত সেই লোকটির কোনও পাত্তা নেই। ল্যাংচার বন্দুকবাজিব মুহূর্তেই কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়েছে সে তা কে জানে?

আর নেই পঞ্চু। পঞ্চু গেল কোথায়?

বিলু বলল, "পঞ্চু নিশ্চযই ওই লোকটির পিছু নিয়েছে। অথবা তন্নতন্ন করে খুঁজছে লোকটিকে।"

ভোম্বল বলল, "হল ভাল। আমরা কোথায় এলার্ম বাবলুর খোঁজে, তার জায়গায় মাঝপথে এমন ফেঁসে গেলাম যে এখন না যেতে পারছি বাবলুর সন্ধানে, না খুঁজে পাচ্ছি মানেকাকে।"

একটু পরেই খবর পেয়ে পুলিশ এল।

স্থানীয় লোকেরা তখন বাড়ির ভেতর ঢুকে লুটপাট ও ভাঙচুর শুরু করেছে। সবচেয়ে বড কথা, এই বাড়িতে ঢুকে যা দেখা গেল তাতে একমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র ও সামান্য আসবাব ছাড়া তদন্তেব কাজে লাগে এমন কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। এমনকী বাড়িটা যে কার জানা গেল না তাও।

স্থানীয় লোকজন বলল, "বাড়িটা আগে এক গরিব বিধবার সম্পত্তি ছিল। পরে একজন ঠিকাদার মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়িটা কেনে। বাডির তখন এইরকম চেহারা ছিল না। দু'কাঠা জমির ওপর টালিব ঘর ছিল একটা। কেনার পরও বাড়িটা ওই অবস্থায় পড়ে ছিল অনেকদিন। তারপর হঠাৎ একদিন এই সুন্দর দোতলা বাড়িটা গজিয়ে উঠল অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু বাড়ি তৈরি হলেও বাডিতে বসবাস করবার জন্য কেউ এল না। জিমি নামের অ্যালসেশিয়ানটিকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল রামেরাম নামে বাড়ির ওই দারোয়ান।

লোকটি চেহারায় ভয়ংকর হলেও মানুষটি ভয়ংকর নয়। দোকান-বাজার করত। কুকুর নিয়ে ঘুরত। কথাবার্তা বলত লোকজনের সঙ্গে। ওরই মুখে শোনা, বাড়ির মালিক রাঁচিতে থাকেন। মস্ত ধনী। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর বেশ কয়েকটি বাড়ি আছে। তবে স্থানীয় লোকজনরা বাড়ির মালিককে কখনও দেখেনি। উনি যখনই আসেন গাডি নিয়ে রাতের অন্ধকারে আবার দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই চলে যান। অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তা এ-নিয়ে মাথাও ঘামায়নি কেউ। শহর বাজার নয়, নদীর ধারে একপ্রান্তে নিরালায় একটি বাড়ি, যার বাড়ি তারই থাক। কিন্তু এই বাড়িকে ঘিরে এমন নাটক যে একদিন জমে উঠবে তা কে

জানত? এখন মালিকের সন্ধান পেতে হলে রামেরামজিকে একান্তই দরকার। কিন্তু কোথায় সে? একটু অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কোথায় পালাল সে? আর ওর খোঁজে গিয়ে কোথায় উধাও হল পঞ্চু? ওই লোক ফিরে না এলে এই বাড়ির রহস্য তো অন্ধকারেই ঢাকা থাকবে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন নদীর ধারে এসে 'পঞ্চু পঞ্চু' করে ডাকতে লাগল। কিন্তু না, পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

এমন সময় গাড়ির ড্রাইভার মদনলালও এসে হাজির হল। এসে বলল, "পঞ্চুকে স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছি। একজন লোককে ভীষণভাবে তাড়া করেছে সে।"

বিলু বলল, "লোকটি কি ছুটছিল?"

"না। হেভিওয়েটের একটা মোটরবাইকে চেপে ঝড়ের বেগে যাচ্ছিল সে।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠে বলল, "রাকেশ ভাটিয়া নয় তো?"

"তা আমি কী করে জানব ভাই? এখন বলো আর কতক্ষণ আমাকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে?"

বিলু বলল, "আপনার ছুটি। আপনি এখনই চলে যেতে পারেন। তার কারণ, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। আবার নতুন করে ছক কষতে হবে আমাদের, কীভাবে কী করব না করব। তাতে সময় লাগবে অনেক। কাজেই আপনি চলে যান।"

মদনলাল গাড়ি নিয়ে বিদায় নিলে বিলুরা চলল স্টেশনের দিকে। ল্যাংচা বন্দুকটা দারোগাবাবুর হাতে জমা দিয়ে মৃত অ্যালসেশিয়ানের পাদুটো ধরে টানতে টানতে নদীর ধারে ফেলে রাখল। পরে একসময় বালিতে পুঁতে দিলেই হবে। বিলুদের সঙ্গ সেও ছাড়ল না।

রামেরাম নিপাত যাক। পুলিশ ওর খোঁজ করুক। এখন দেখতে হবে পঞ্চু যার পিছু নিয়েছে কে সেই আরোহী? রাকেশ ভাটিয়া? না অন্য কেউ?

ওরা যখন বেশ কয়েক পা এগিয়েছে তখন দেখল পঞ্চু তিরবেগে ছুটতে ছুটতে আসছে ওদের দিকে। ওদের দেখেই 'ভৌ-ভৌ' ডাক ছেড়ে আবার ছুটল সেইদিকে, যে-পথে সে এসেছিল।

বিলুরাও ছুটল। বেশিদূর যেতে হল না। এক জায়গায় গিয়ে দেখল দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটা মোটরবাইকের পাশে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে আছে এমন একজন যাকে ওরা কেউ চেনে না। লোকটির সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা ছিল।

সেই কালো পোশাকের অন্তরালে যে মানুষটি লুকিয়ে ছিল তাকে ওরা দেখেওনি কোনওদিন। কে এই লোক? রামেরামের খোঁজে গিয়ে পঞ্চু এই লোকটিকে আবিষ্কার করল কী করে?

দুর্ঘটনাজনিত কারণে লোকটির নড়াচড়া করারও ক্ষমতা ছিল না। ওরা গিয়ে টেনেহিঁচড়ে তুলে বসাল লোকটিকে। তারপর অনেক চেষ্টার পর এক জায়গা থেকে একটু জল নিয়ে এসে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল ওর।

পঞ্চু লোকটিকে দেখে সমানে গরগর করতে লাগল ওর স্বভাবে।

বিলু একটা ধমক দিল, "আঃ পঞ্চু।"

পঞ্চু চুপ করল।

বিলু লোকটিকে বলল, "আপনি কে? এইভাবে এখানে পড়ে ছিলেন কেন? দুর্ঘটনা ঘটল কীভাবে?"

লোকটি বলল, "আমার কথা পরে বলছি। তোমরা কে? এই রাতের অন্ধকারে এখানে তোমরা কী করছিলে?"

বিলু বলল, "আমাদের পাঁচজনের একটা দল আছে। সবাই আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা বলে।"

"এই সাংঘাতিক কুকুরটাও কি তোমাদের?"

"হ্যাঁ।"

"ওরই তাড়া খেয়ে আমার এই অবস্থায়।"

"হঠাৎ করে ও আপনাকে তাড়া করলই বা কেন?"

"বলছি, বলছি।" বলে আশপাশে কী যেন হাতড়াতে লাগল লোকটি।

ভোম্বল বলল, "কী খুঁজছেন?"

"ওই একটা—।"

ওদের হয়ে ল্যাংচা বলল, "আপনি যা খুঁজছেন তা ওখানে নেই। ওটা এখন আমার কাছে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই দেখল ল্যাংচার হাতে একটা রিভলভার।
লোকটি বলল, "ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।"
বিলু বলল, "আগে আপনার পরিচয়টা পাই, তারপরে তো।
লোকটি বলল, "তোমরা যাদের সন্ধানে এসেছ আমি তাদেরই একজন। আমার নাম প্রাণকিশোর। ড্রাগিস্ট শিবকুমার শর্মার বন্ধু।"
বিলু বলল, "সত্য পরিচয় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তা আপনি এখানে একা কেন? আপনার সেই বন্ধুটি কোথায়?"
প্রাণকিশোর বলল, "সব কথা বলতে একটু সময় লাগবে ভাই।"
"আমাদের একটা মেয়েকে হঠাৎ করে খুঁজে পাচ্ছি না। সম্ভবত তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কে করল এই কাজ? প্রিন্স, না অন্য কেউ?"
"আমারই বন্ধু, শিবকুমার।"
"মেয়েটাকে ও কোথায় রেখেছে বলতে পারেন?"
"কার্ভালো ওকে নিয়ে গেছে।"
"কার্ভালো? সে আবার কে?"
"একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কালপ্রিট। ওর পেশা হল ছেলেমেয়ে চুরি করে বিদেশ পাচার করা।"
এতক্ষণে বাচ্চু বলল, "আপনি শিবকুমার শর্মার বন্ধু হয়ে এত সব কথা কেন যে আমাদের বলে দিচ্ছেন তা বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে আপনি যা বলছেন তা মিথ্যে নয়, এখন বলুন তো কার্ভালো এই মুহূর্তে মেয়েটিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?"
"সে তো আমারও জানার বাইরে। তবে ওই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে এমন বিরোধ বাধে যে, তার পরিণামে আমার এই হল। এর ওপর তোমাদের ওই কুকুরের তাড়া তো ছিলই।"
বিলু বলল, "প্লিজ, আপনি একটু খুলে বলুন দাদা। আমরা কারও প্রতি কোনও প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা নিয়ে আসিনি। এসেছিলাম আমাদের আর এক বন্ধু—।"
"বাবলুকে উদ্ধার করতে। রাকা, অর্থাৎ রাকেশ ভাটিয়া যাকে কিডন্যাপ করেছিল, তাই তো?"
"আপনি তো সব জানেন দেখছি। বলুন না সে কোথায়?"
"আজ দুপুরেই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তার। প্রিন্সের ডালকুত্তাদের দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে তাকে। তোমাদের কপাল খুবই ভাল যে, তোমরা ট্রেনে আসোনি। এলে ওই একই অবস্থা তোমাদেরও হত। তোমরা ভোরবেলা ট্রেন থেকে নামলেই ওই কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হত। সেইরকমই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তোমরা যে ট্রেনে না এসে মোটরে আসবে তা কারও জানা ছিল না।"
বাবলুর মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই কেঁদে উঠল। শিউরে উঠল বিলু আর ভোম্বলও।
ল্যাংচা নির্বাক। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু, তারও এইরকম মৃত্যু, এও কখনও হয়! এ যে অবিশ্বাস্য।
বিলু আর ভোম্বল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।
পঞ্চু কী বুঝল কে জানে? সে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।
বিলু বলল, আমরা সবাই তো প্রতি মুহূর্তে এক-পা এক-পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে বাবলুর এমন হবে বা হতে পারে এ আমরা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু আমরা যে মোটরে আসছি এ খবর তো আপনাদের কাছে ছিল না। তা হলে কোন জাদুমন্ত্রে আপনারা সব জেনে গেলেন আর সুকৌশলে অপহরণ করলেন মেয়েটাকে? এমনকী, বরাকর নদীর ধারে আমাদের অবস্থানটাও তো আকস্মিক। আমরা ওখানে নাও আসতে পারতাম। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যেতাম যেখানে আমরা যাচ্ছিলাম।"
প্রাণকিশোর বলল, "তা হলে শোনো, রাকা তোমাদের বাবলুকে কিডন্যাপ করার পরই পুলিশ বিভাগ সচেতন হয়ে ওঠে। রাজ্য পুলিশ বিহার পুলিশকেও সতর্ক করে দেয় এই ব্যাপারে। এবং কড়া নজর রাখতে বলে আমাদের দিকে। আমরা তখন বিহার সীমান্ত পার হয়ে বরাকরে এসে আত্মগোপন করি।"
বিলু বলল, "বরাকরের ওই বাড়িটা কার? প্রিন্সের?"
"না। ও-বাড়ির মালিক আমি নিজে। আর ওই যে অ্যালসেশিয়ান 'জিমি', ও আমারই প্রিয় কুকুর।"
বিচ্ছু শিউরে উঠে বলল, "আমরা কি তা হলে এতক্ষণ প্রিন্সের সঙ্গেই কথা বলছি?"
"আরে না, না। আমি হলাম রাঁচির লোক। রাঁচির ঠিক নয়, রাঁচির কাছে রামগড় বলে একটা জায়গা আছে,

সেখানকাব লোক। এই বাড়িটা একসময শখ কবে কবেছিলাম। আমাব একজন বিশ্বস্ত লোক বামেবাম বাড়িটাব দেখাশোনা কবে। লোকটা একসময খুনে গুন্ডা ছিল। কিন্তু কয়েক বছব জেল খাটাব পব টিট হয়ে গেছে। এখন ও খুবই ভাল মানুষ।"

ভোম্বল বলল, "আমবা তো জানতাম প্রিন্সেব প্রিয় কুকুবেব নাম জিমি। তাই 'জিমি' নাম শুনে ওই বাড়িটাকে আমবা প্রিন্সেব বাড়ি বলেই মনে কবেছিলাম।"

"মনে হওযাই স্বাভাবিক। তবে জেনে বাখো, প্রিন্সেব একটা কুকুব নয, অনেক কুকুব। ওব প্রিয় অ্যালসেশিযানেব নাম জিমি। বাকিগুলো ডালকুত্তা। খুবই মাবাত্মক।"

"তাবপব বলুন।"

"আমাদেব কাছে খবব ছিল তোমবা কোডাবমায যাচ্ছ। সেইমতো বাকা তোমাদেব নিধন কববাব জন্য প্রিন্সেব ডালকুত্তাদেব প্রস্তুত বাখে। বাবলুকেও প্রথম কোডাবমাতেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পবে ওকে সবিয়ে নিযে যাওযা হয অন্যত্র। ক্যানাবি হিলেব কাছে হাজাবিবাগেব জঙ্গলে বাখা হয ওকে। বাবলুকে কিডন্যাপ কবাব ফলে পবিস্থিতি ঘোবালো হওযায প্রিন্সেব কাছে অত্যন্ত বকুনি খেতে হয বাকাকে। প্রিন্স বাবলুকে মুক্তি দিতে বললেও বাকা প্রিন্সকে বোঝায় যেহেতু এই পুলিশওযালা ছেলেটি ওদেব ঘাঁটিব সন্ধান জেনে গেছে তাই ওকে মুক্তি দিলে দলেব গোপনীযতা বলে আব কিছু থাকবে না এবং বিপর্যযও অনিবায। অতএব বাবলুব মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয। সেইসঙ্গে তোমাদেবও।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই শিউবে উঠল এই কথা শুনে।

বিলু, ভোম্বল আব প্যাংচা নির্বাক।

প্রাণকিশোব বলল, "যদিও ওদেব দলেব সঙ্গে আমাদেব যোগাযোগ, তবুও আমাদেব ধান্দা অন্যদিকে। তাই এই হত্যাকাণ্ডেব পবিণতি যে কী ভযানক, তা বুঝতে পেবেই শিবকুমাবকে নিযে আমি এখানে এসে ঝামেলা থেকে দূবে থাকি। ওই বাকা অর্থাৎ বাকেশ ভাটিযাই যে আমাদেব দুষ্ট গ্রহ তা বেশ বুঝতে পাবি আমবা। অথচ সর্বশক্তিমান প্রিন্স প্রায সব ব্যাপাবেই বাকাব ওপব বেশি নির্ভব কবে। সোনা পাচাবেব সঙ্গে অস্ত্র পাচাবেব ব্যাপাবেও ওকে জড়িযে দেয বাকা। বিপদেব পব বিপদেব ঝুঁকিব দিকে ঠেলে দেয প্রিন্সকে। কিন্তু বাকাব ব্যাপাবে প্রিন্স যেন অন্ধ। তা যাকগে, আমবা এইখানে বসে যুক্তি কবছিলাম বাকাকে কী কবে দুনিযা থেকে সবানো যায। এই ব্যাপাবে আমবা কার্ভালোব শবণ নিলাম। টনি আব বকি নামে ওব দুই খুনি শাগবেদকে নিযে কার্ভালো এসে হাজিব হল।"

বিলু বলল, "এক মিনিট। কার্ভালো লোকটি কে? সে কি ভাবতীয? না অন্য কেউ?"

'তাও জানি না। এই লোকটিকে প্রথম আমদানি কবেছিল বাকাই। ওব সঙ্গে আমাদেব সম্পর্ক ছিল লেনদেনেব। নিষিদ্ধ ড্রাগ আমদানিও কবতাম আমবা ওব মাবফত। আব প্রিন্সেব সংগ্রহ কবা 'স্কাল' বিদেশে পাচাব কবা, জঙ্গলেব দামি দামি কাঠ চোবাপথে চালান দেওয়া, ছেলেমেযে পাচাব, অস্ত্র পাচাব, সোনা পাচাব, সবেতেই কার্ভালো হচ্ছে দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু ইদানীং কার্ভালোব সঙ্গে বাকাব বনিবনা হচ্ছিল না। তাই আমবা বাকাব ব্যাপাবে একটা চবম সিদ্ধান্ত নেওযাব জন্য কার্ভালোকে ডেকেছিলাম। এমন সময দৈবক্রমে তোমবা এখানে এসে পড়লে। আমাব বন্ধু শিবকুমাব ইদানীং ছেলেমেযে পাচাবেব ব্যাপাবে খুবই তৎপব হযে উঠেছিল। তাই তোমাদেব দেখেই, বিশেষ কবে তোমাদেব সঙ্গে ওই মিষ্টি মেযেটিকে দেখেই কার্ভালোব সঙ্গে ব্যবসাব কথায় মেতে ওঠে ও। আমি অনেক নিষেধ কবলাম, অনেক বোঝালাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না তাতে। শিবকুমাব ওব জেদই বজায বাখল। ফলে ফাটল ধবল আমাদেব বন্ধুত্বেব।"

বিলু বলল, "আমবা তো জানতাম জাল ওষুধেব কাববাবেই শিবকুমাব কুখ্যাত।"

"ঠিকই জানতে। ওই কাববাবেব প্রধান অংশীদাব ছিলেন কালাচাঁদ বায। বাকি অংশ আমাদেব তিনজনেব। শিবকুমাব, বাকেশ ও আমাব। প্রিন্সেব অন্যবকম ব্যবসা। তাব মধ্যে প্রধান হচ্ছে জঙ্গলেব কাঠ বিক্রি ও সোনা পাচাব।"

"প্রিন্স যে স্বর্ণচক্রে জড়িতে এই কথা কিন্তু আমবা এই প্রথম শুনলাম।"

"ওই ব্যবসাব জোবেই তো ওব বমবমা খুব। আব সেই কাবণেই ওব নাম গোল্ডেন প্রিন্স। চেহাবাটাও অবশ্য বাজকুমাবেব মতো। ব্যবসাও মন মন সোনাব।"

বিচ্ছু বলল, "একঘেয়ে ওইসব কথা শুনতে আব ভাল লাগছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে অপবাধমূলক যতবকমেব কাজ আছে তাব সবই কবে থাকে প্রিন্স। এখন বলুন আমাদেব মেযেটিকে কীভাবে অপহবণ কবা হল?"

"হ্যাঁ। আমি তো অনেক বোঝালাম ওদের, কিন্তু কোনও লাভ হল না। আমি বারবার বললাম, এরা যে ধরনের ছেলেমেয়ে তাতে করে এদের গায়ে হাত দেওয়া মানেই দারুণ একটা ঝুঁকি নেওয়া। এরা ঠিক গিয়ে পুলিশে খবর দেবে, আর তখনই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরোবে সাপ। এর ওপর মেয়েটি যদি কোনওরকমে ছাড়া পায় তো কথাই নেই। আমাদের সবাইকে চিনিয়ে দেবে। আমার কথা শুনে কার্ভালো বলল, "আমার হাতে একবার কেউ এসে পড়লে তার ঠিকানাই হবে আমি যেখানে পাঠাব সেইখানে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যাবে ও।' এরপর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রামেরামকে কাজে লাগিয়ে ফাঁদ পেতে মেয়েটিকে ধরল ওরা। আমি বোবার মতো বসে বসে দেখলাম। তারপর ওরা ওকে নদীর ওপারে নিয়ে গেল। আমিও বাইক নিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গেলাম, রীতিমতো ঝগড়া করলাম। কিন্তু না, কোনও লাভ হল না। বরং শিবকুমার, কার্ভালো আর ওই দুই সঙ্গীর চোখের চাহনি যা দেখলাম, তাতে খুবই শঙ্কিত হলাম। বুঝলাম, ওদের পথ থেকে ওরা এবার আমাকেই সরিয়ে দেবে। যাই হোক, ওই একই মতলব আমিও আঁটছি। ওদের ফাঁদে ফেলতে না পারলে আমারও বিপদ। তাই ওদের বারোটা কী করে বাজাব ভাবতে ভাবতে যখন ফিরে আসছি তখনই দেখি রামেরাম প্রাণভয়ে ছুটে আসছে। ওর মুখে সব শুনে ওকে লুকোবার একটা উপায় বলে দিয়ে সবে কিছুটা পথ এসেছি এমন সময় তোমাদের কুকুরের তাড়া খেয়ে এই অবস্থা আমার।"

বিলু বলল, "এখন আপনি কী করবেন? কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

"না। তবে ওই বাড়িতে এখন আমি ফিরছি না। ওখানে গেলেই আমি অ্যারেস্ট হয়ে যাব। আর অন্য কোথাও যে পালাব আপাতত সেই শক্তিটুকুও নেই।"

ল্যাংচা বলল, "আমার মতে আপনার এখন থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত।"

"করতাম। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক যখন ছিন্ন করছি, তখন সেটাই আমার করা উচিত। কিন্তু তাতে হবে কী, প্রিন্সের লোকেরা কোনও না কোনও সময় এসে গুলি করে মেরে রেখে যাবে আমাকে। মরতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আমি মরে যাব, অথচ ওই অপরাধীরা ঘুরে বেড়াবে বুক ফুলিয়ে, এ তো হতে দেওয়া যায় না। অতএব ওদের মেরে তবেই আমি মরব অথবা আত্মসমর্পণ করব পুলিশের কাছে। তা ভাই, আমার ওই রিভলভারটা তোমরা ফিরিয়ে দাও আমাকে। ওটা না পেলে কিছুই করতে পারব না।"

ল্যাংচা বিলুর দিকে তাকালে বিলু বলল, "দিয়ে দে।" বলে বলল, "তবে একটা কথা, আপনি কিন্তু শত্রুর বদলা নেবেনই।"

"আমার নিজের স্বার্থেই আমি নেব ভাই। না হলে আমারই ক্ষতি। কেন না ওদের মতের সঙ্গে যাদের মেলে না তারা বাঁচে না কেউ।"

বিলু বলল, "আমরা তা হলে আসি?"

প্রাণকিশোর ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। তারপর বলল, "তোমরা কি এখন ফিরে যেতে চাও?"

"না। প্রথমে আমরা আমাদের বন্ধুর খোঁজে কোডারমায় যাব। তারপর উদ্ধার করবার চেষ্টা করব ওই মেয়েটিকে।"

"অর্থাৎ তোমরা আসন্ন মৃত্যুকেই বরণ করতে যাচ্ছ। যাও, এই যখন তোমাদের নিয়তি তখন কে তোমাদের আটকাবে! তবে খুব সাবধান। কোডারমায় গেলেই তোমাদের বিপদ। প্রিন্সের ডালকুত্তাগুলোর খপ্পরে যদি পড়ো তো কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তা ছাড়া বাবলু ওখানে নেই। আর মেয়েটির কথা বলছ? তোমরা হাজারিবাগে গিয়ে ক্যানারি হিলের আশপাশের জঙ্গলে বরং খুঁজে দেখতে পারো। কিন্তু সেখানেও প্রিন্সের অ্যালসেশিয়ান জিমি আর ডালকুত্তাগুলো আছে।"

বিলু বলল, "সে যা হয় হবে। তবে আমরা সতর্ক রইলাম।"

প্রাণকিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা সবাই স্টেশনে এসে হাজির হল। স্টেশন ওখান থেকে দু'-চার পায়ের রাস্তা মাত্র। ওরা এখন এমনই মরিয়া যে, ভয়ডর বলে কিছুই আর নেই ওদের।

রাত এখন একটা। ডুন এক্সপ্রেস রাবোটা পঞ্চান্নয় আসবার কথা, আসবে দু'টোয়। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট লেট। এই সময়টুকু ওরা শুনশান প্ল্যাটফর্মে বসে পরিকল্পনা করতে লাগল কীভাবে কী করা যায় তাই নিয়ে।

বিচ্ছু বলল, "এখন আমরা কী করব? কোডারমায় যাব, না হাজারিবাগ?"

বাচ্চু বলল, "হাজারিবাগে কেন যাব?"

"প্রাণকিশোরবাবু তো জোরের সঙ্গেই বললেন বাবলুদা কোডারমায় নেই। সে এখন--।"

"তবু একবার যাওয়া উচিত। কেন না এই অচেনা জায়গায় মঙ্গেশের পরিবারের লোকদের সাহায্য আমাদের একান্তই নেওয়া দরকার।"

বিলু বলল, 'আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছি। আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতোই এগোব। তাতে যা হয় হবে। তবে এও ঠিক, বাবলুর ওইরকম পরিণতি যে সত্যি সত্যিই হবে এ আমি বিশ্বাস করি না।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওই কুকুরের মোকাবিলা! ডালকুত্তার? আমরা তো ট্রেন থেকে নামলেই ওরা লেলিয়ে দেবে।"

"অত শস্তা নয়। স্টেশনে কী আমরাই যাত্রী? আর কেউ নেই? তবে লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরলে বিপদ একটা ঘটতে পারে।"

ল্যাংচা বলল, "খুব ভুল হল রে! প্রাণকিশোরবাবুকে ওই রিভলভারটা ফিরিয়ে না দিলেই হত। ওটা নিয়ে আমি একাই ওই ডালকুত্তাদের ডালরুটি খাইয়ে দিতাম।"

বিলু বলল, "ও জিনিস তো আমাদের কাছেও আছে। বাবলুর ওটা সঙ্গে নিয়েই এসেছি আমরা। প্রয়োজন হলে নিতে পারিস।"

"প্রয়োজন হলে মানে? প্রয়োজন তো হবেই। বের কর দেখি? আগে বের কর।"

বিলু, বাবলুর পিস্তলটা ল্যাংচাকে দিতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল ল্যাংচা। তারপর বলল, "যা, আগে গিয়ে কোডারমার টিকিট কেটে আন। তারপর ওইখানে গিয়ে আমার খেল আমি দেখাচ্ছি।"

বিলু গিয়ে প্রত্যেকের জন্য একটা করে টিকিট কেটে আনল। তারপর সকলে মিলে পায়চারি করতে লাগল প্ল্যাটফর্মের এদিকসেদিকে। সময় আর কাটে না। এত রাতে স্টেশনে কোনও যাত্রী নেই।

এমন সময় অনেক বগি নিয়ে একটা মালগাড়ি এসে থামল সেখানে।

ডুন আরও লেট করছে।

রেলের একজন খালাসি বলল, "তোমরা কোডারমায় গেলে এই মালগাড়িতেই চলে যেতে পারো। টিকিট যখন আছে তখন কোনও চিন্তা নেই। এই মালগাড়ির যিনি গার্ড সেই সাহারাবু খুব ভালমানুষ। তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসেন উনি। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাও।'

ল্যাংচা বলল, 'ধুস। গার্ড কামরায় চেপে যাব? যাত্রী কামরায় যাওয়ার মজাই আলাদা।"

"কিন্তু তোমাদের কোনও রিজার্ভেশন নেই। ডুনের ভিড় কীরকম তা তো জানো। তার ওপর গেটগুলো যদি ভেতর থেকে লক করা থাকে তা হলে হাজার চেষ্টা করলেও উঠতে পারবে না গাড়িতে। সঙ্গে আবার কুকুর রয়েছে একটা।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, ওই ভিড়ের গাড়িতে না উঠতে পারার সম্ভাবনাটা অবশ্যই আছে। ওইদিকটা আমরা কেউ ভেবে দেখিনি।"

ভোম্বল বলল, "আপনি দাদা তা হলে ওই সাহারাবুর সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিন।"

খালাসি বলল, "এসো তা হলে।"

সবাই তখন উৎসাহ নিয়ে গার্ডসাহেবের কাছে গেল।

গার্ডসাহেব অল্পবয়সি যুবক। সব শুনে বললেন, "যাত্রী টিকিটে তো এইভাবে মালগাড়িতে যাওয়া যায় না। তা টিকিট যখন আছে সকলের তখন নিতে আপত্তি কী? তবে ধানবাদে কিন্তু আরও দু'-একটা ওয়াগন জুড়বে। দেরি হবে খুব। এর আগেই হয়তো ডুন পৌঁছে যাবে।"

খালাসি বলল, "কিন্তু স্যার, ওরা তো ডুনে উঠতে পারবে না। এতে গেলে দেরি হলেও অন্তত আরামে যেতে পারবে।"

"উঠুক তা হলে।"

ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে পড়ল গার্ডের কামরায়। অনেক পরে ট্রেন ছাড়ল।

স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে চলল ওরা।

গার্ড সাহাবাবু দারুণ আমুদে লোক। সকলের সঙ্গে বেশ জাঁকিয়ে গল্প শুরু করে দিলেন। বললেন, "তোমরা এই রাতদুপুরে বেশি ভাড়া দিয়ে এক্সপ্রেসের টিকিট না কেটে সকালের প্যাসেঞ্জার গাড়িতে যেতে পারতে।"

বিলু বলল, "তা পারতাম। তবে কিনা বুঝছেন তো আমাদের ব্যাপারস্যাপার। খেয়াল হল, উঠে পড়লাম। কাল সারাদিন ধরে তিলাইয়া ড্যাম দেখে রাত্রিবেলা আবার ফিরব।"

"খুব ভাল। তোমাদের যাত্রা সফল হোক।"

দেখতে দেখতে ধানবাদ পার হয়ে গেল। ট্রেন থামল না। লাইন ক্লিয়ার পেয়ে ছুটে চলল ট্রেন। এ এক দারুণ অভিযান। ট্রেন থামল একেবারে গোমোয়। সেই যে থামল আর নড়বার নাম নেই।

বসে থেকে থেকে বিরক্তি ধরে গেল সকলের।

ইতিমধ্যে ডুনও এসে থামল গোমোতে।

গার্ড সাহাবাবু নিজে গিয়ে ওদের ডুন এক্সপ্রেসের একটা বগিতে উঠিয়ে দিলে এলেন। সত্যিই ভিড়ের গাড়ি। ওই মালগাড়ি যে কখন যাবে তার কোনও ঠিক নেই। তাই বাধ্য হয়েই উঠতে হল এই গাড়িতে। এরপর পরেশনাথ, হাজারিবাগ হয়ে ট্রেন যখন কোডারমায় পৌঁছল তখন শেষ রাত।

রাকার আক্রমণের আশঙ্কা ওদের ছিল বলেই ওরা করল কী, প্ল্যাটফর্মের উলটোদিকে নেমে দু'-একটা লাইন ক্রশ করে ওভারব্রিজের ওপরে উঠল। কী দারুণ সন্তর্পণে এই কাজটুকু যে করল ওরা তো ওরাই জানে।

ল্যাংচা বলল, "কোথায় কে? প্রাণকিশোরবাবু আমাদের মিথ্যে কথা বলল? না এখানে কোনও ডালকুত্তা, না কোনও আততায়ী। যে ক'জন লোক নেমেছিল সবাই তো চলে গেল দেখছি।"

বিচ্ছু হঠাৎই বলল, "ভাল করে লক্ষ করো, সবাই যায়নি। ওই, ওই দ্যাখো।"

বিলু, ভোম্বল সবিস্ময়ে বলল, "ব্যাপার কী বল তো? রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা এখানে কী করে এল?"

বাচ্চু বলল, "ওদের তো আসবার কথা ছিল না। পরে হয়তো ওরা যুক্তি করে হাওড়া স্টেশনে এসেছে। ওরা ধরেই নিয়েছে আমরা ডুনেই আসব। তা যাক। কেউ গিয়ে ওদের ডেকে আনো।"

বিলু বলল, "না, থাক। আমরা বরং দূর থেকেই লক্ষ রাখি ওদের। দেখিই না কী করে, কোথায় যায় ওরা।"

ল্যাংচা বলল, "হঠাৎ করে কোনও বিপদে পড়ে যদি?"

ভোম্বল বলল, "পড়বে। আসে কেন বোকার মতো?"

বিচ্ছু বলল, "ওরা বোধ হয় আমাদেরই খুঁজছে। চারদিকে কীভাবে তাকাচ্ছে দেখছ? মনে হয় আমাদের না দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেছে খুব।"

ল্যাংচা হঠাৎ ভয়ার্তস্বরে বলল, "রাকা। রাকেশ ভাটিয়া।"

বিলু বলল, "কই, কোথায়?"

"ওই তো। ওই তো সেই কালো শয়তান। ওর দু' হাতে চেনে বাঁধা দু'-দুটো ডালকুত্তা।"

ভয়ে পঞ্চুর বুকও শুকিয়ে গেছে তখন। তবু ক্রুদ্ধ পঞ্চু উত্তেজনায় ঘনঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ল্যাংচা ঘন অন্ধকারে ঢাকা ওভারব্রিজের ওপর থেকে একভাবে চেয়ে রইল রাকার দিকে। ওর গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। রাকাকে কেমন যেন হতাশ বলে মনে হল ওদের। সে চেনে-বাঁধা ডালকুত্তা দুটোকে ধরে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

একসময় ওর পাশে আরও দু'জন এসে দাঁড়াল। ওরা নিশ্চয়ই ওরই দলের লোক। তারা চাপা গলায় এদিক-সেদিক তাকিয়ে কীসব যেন আলোচনা করতে লাগল রাকার সঙ্গে।

এদিকে রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাও তখন দেখতে পেয়েছে রাকাকে। ওকে দেখেই শিউরে উঠল ওরা। ওঠবারই কথা। একেই তো রাকা হিংস্র প্রকৃতির অমানুষ। তার ওপরে ওর সঙ্গে দু'-দুটো ডালকুত্তা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে আরও দু'জন দুষ্কৃতী।

রাজকুমারী তাই ফিসফিস করে সুদেষ্ণাকে কিছু একটা বলে ওর হাতে মৃদু একটু টান দিয়ে ওকে নিয়ে এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল।

কিন্তু শয়তানের চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? রাকা ও তার দুই সঙ্গীর নজরে পড়ে গেল ওরা।

রাকার নির্দেশে ওরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল ওদের দু'জনকে।

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা চিৎকার করে উঠল।

ল্যাংচা বলল, "আর নয়, এইবারে আক্রমণ করা যাক।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, খুব কঠিন হাতেই মোকাবিলা করতে হবে ওদের।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু কীভাবে? আমরা প্ল্যাটফর্মে নামলেই তো ডালকুত্তাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে আমাদের।"

বাচ্চু বলল, "এত সস্তা নাকি? এটা রেলওয়ের স্টেশন। রীতিমতো সরকারি প্রশাসনের মধ্যে। ওদের সাধ্য কী আমাদের কিছু করে?"

বিচ্ছু বলল, "এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। ওরা দু'জনে ওইভাবে চিৎকার করে ওঠার পরেও তো ওদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল না কেউ। তা হলে? আসলে এইসব স্টেশনের অবস্থানটা এমনই যে, এখানে সাহায্যকারী লোকের সংখ্যাও খুব কম।"

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে যারা ধরেছিল ওরা দু'জনেই তাদের প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে।

রাকা রক্তচক্ষুতে শাসাচ্ছে ওদের।

ল্যাংচা বলল, "শোন, ওদের মোকাবিলা করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আমি তোদেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। তোরা সাবধানে এগোতে থাক। ওই ডালকুত্তাগুলো তোদের দিকে ধেয়ে এলেই আমি আড়াল থেকে গুলি করব। করেই কেটে পড়ব। তা হলে হবে কী, তোদের কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না।"

অতি উত্তম প্রস্তাব।

বিলু বলল, "তা হলে এই মুহূর্তে একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া যাক। এখন ওদের খপ্পর থেকে রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে উদ্ধার করতে হবে অত্যন্ত কৌশলে। তার কারণ ওই ডালকুত্তাগুলো অতি মারাত্মক। তুই ওভারব্রিজ থেকে নেমেই প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া রেললাইনের ওপর ঘাপটি মেরে বসে থাক। আমরা উলটো দিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে চেঁচিয়ে আমাদের উপস্থিতি ওদের জানালেই ওরা করবে কী, আমাদেব মারবার জন্য ওই ডালকুত্তাদুটোকে আমাদের দিকে লেলিয়ে দেবে। আড়ালে থেকে সেই সুযোগটা তুই তখন তোর কাজে লাগাবি। তারপরের ব্যাপারটা পঞ্চুর এক্তিয়ারে। তারও পরে আমরা তো আছিই। তুই গুলি চালিয়ে ও দুটোকে মেরেই গা-ঢাকা দিবি। না হলে আর পি এফ-এর খপ্পরে একবার পড়ে গেলে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "তবে কি না একেবারেই উধাও হয়ে যেয়ো না। দূরে থেকে নজরে রেখো আমাদের।"

দুষ্কৃতীরা তখন রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

বিলুরাও আর একমুহূর্ত দেরি না করে ওভারব্রিজ থেকে নেমে এল।

বিলুর পরিকল্পনামতো ল্যাংচা সকলের অলক্ষ্যে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপ-ডাউনের সিগন্যালের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর পিস্তল উদ্যত করে প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেডি হয়ে রইল।

পঞ্চুও ব্যাপারটা কী হতে চলেছে তা টের পেয়ে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু করল কী, অন্ধকারের ভেতর থেকে অপরদিকের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে চেঁচাতে লাগল, "রাজকুমারী! সুদেষ্ণা! আমরা এসে গেছি। কোনও ভয় নেই তোমাদের।"

এদের কণ্ঠস্বর শুনেই থমকে দাঁড়াল ওরা।

রাজকুমারী চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা শিগগির এসো। এই সেই কালো শয়তান। রাকেশ ভাটিয়া। এই সেই লোক যে আমাকে মোটরবাইকে ধাক্কা দিয়েছিল।"

পঞ্চু তখন ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেছে।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার। রাকার নির্দেশে সেই ডালকুত্তাদুটো ছাড়া পেয়েই ভয়ংকর ডাক ছেড়ে ওদের আক্রমণ করবার জন্য ছুটে এল।

ল্যাংচার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে একটা তো গুলি খেয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই ছটফট করতে লাগল। বারেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই অন্যটারও ওই অবস্থা হল।

রাকা তখন হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে লাইনধারে। কে যে কীভাবে কী করল তা বুঝে ওঠাব আগেই পেছন থেকে লাথি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লাইনের ওপর।

সেই যে পড়ল, আর উঠল না। অর্থাৎ কিনা উঠে দাঁড়াবার শক্তিও রইল না আর।

রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা মুহূর্তটিতেই দু'জনে দু'দিক থেকে এসে ওর দু'পায়ের খাঁজে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে ওকে।

এদিকে পঞ্চু তখন ভীষণ বেগে তাড়া করছে অন্য দু'জনকে। তারা যে কীভাবে পালাবে, কোথায় লুকোবে,

কিছুই ঠিক করতে না পেরে দিশাহারার মতো এদিক সেদিকে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। আর পঞ্চুও তখন রাগে গরগর করতে করতে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলল ওদের।

ল্যাংচা তখন বিলুর নির্দেশে সেখান থেকে কেটে পড়েই একেবারে প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন ছুটে এসেছে রাজকুমারী ও সুদেষ্ণার কাছে। বাচ্চু-বিচ্ছু তো এসেই জড়িয়ে ধরল ওদের।

রাজকুমারী বলল, "তোমরা আমাদের দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?"

বাচ্চু বলল, "হবই তো। এখনও বেশ জানি, তোমার গা-হাত-পায়ের ব্যথা মরেনি। এই অবস্থায় তুমি কী করে এলে?"

"মনের জোরে। তার চেয়েও বড় কথা, সুদেষ্ণাকে নিয়ে আসা।"

বিচ্ছু বলল, "ওর বাবা-মা ছাড়ল ওকে?"

"ওর, আমার, কারও বাড়িব লোকই জানে না। আমবা একটা করে চিঠি লিখে চলে এসেছি।"

বিলু বলল, "হঠাৎ তোমাদের এইভাবে চলে আসার কারণ?"

রাজকুমারী বলল, "মনটা যে চাইল।"

"তোমাদের ভাগ্য ভাল যে, আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম। হাওড়া থেকে একটা মারুতি ভ্যানে এসেছি আমরা। পরে অবশ্য ট্রেনেই এসেছি। আমাদের প্রত্যেকের জীবন দারুণভাবে বিপন্ন এ-কথা আগে জেনেই সতর্ক হয়ে শত্রুর মোকাবিলায় তৈরি ছিলাম। না হলে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে যেতে আমাদের। ভাগ্যে এসে পড়েছিলাম, না হলে ওদের খপ্পর থেকে তোমাদের উদ্ধার কবা কোনওমতেই সম্ভব হত না।"

বিচ্ছু বলল, "সে-কথা ঠিক। তবে এও ঠিক, ওরা এল বলেই ওই কুখ্যাত কালো শয়তানটা ফাঁদে পড়ল। ভাগ্যে দু'জনে চরম মুহূর্তে দু'দিক থেকে লাথিটা মারল ওকে, তাই তো শয়তানটা কাত হল।"

বাচ্চু বলল, "খুব জোর লেগেছে বলেই মনে হচ্ছে।"

হ্যাঁ, সত্যিই লেগেছে। বেশি লেগেছে মাথায়। সামনের দিক থেকে। তাই মাথা একদম তুলতে পারছে না। একবার করে উঠে বসতে যাচ্ছে, আবার তখনই মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে।

এমন সময় লাইনের ওপব জোরালো একটা আলো এসে পড়ল। অর্থাৎ ট্রেন আসছে।

বিচ্ছু বলল, "শয়তানটা এবার কাটা পড়ে মরবে নাকি?"

বাচ্চু বলল, "এই যদি ওর নিয়তি হয়, তো ওর বিধিলিপি খণ্ডাবে কে?"

বলতে বলতেই ট্রেন এসে গেল। হাওড়গামী একটা মালগাড়ি।

রাকা কোনওরকমে মাথাটাকে বাঁচাতে পারলেও হাতদুটোকে রক্ষা করতে পারল না। যন্ত্রণার চোটে প্রাণান্তকর একটা চিৎকার করে সাময়িকভাবে জ্ঞান হারাল সে। ভগবান শয়তানকে এইভাবেই বোধ হয় তার প্রাপ্য পারিশ্রমিকটুকু দিয়ে দেন।

যাই হোক, ওরা তখন প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে লাইনধারে সেইখানে নেমে এল, যেখানে সেই দু'জনকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল পঞ্চু।

ওরা গিয়ে পঞ্চুকে থামাল।

দু'জনের অবস্থাই তখন আশঙ্কাজনক।

বিলু বলল, "আহা রে, আমাদের কুকুরটা এমন হাল করে দিল তোমাদেব?"

ওরা কিছুই না বলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সকলের মুখের দিকে। আসলে এই অপ্রত্যাশিত বিপদের ঘোরটাই কাটিয়ে উঠতে পারেনি ওরা।

ভোম্বল বলল, "তোমাদের রাকা তো ট্রেনে কাটা পড়েছে।"

ওরা নিরুত্তর। একবার শুধু তাকিয়ে দেখল।

"প্রাণে মরেনি অবশ্য, তবে কিনা দুটো হাতই কাটা গেছে ওর। প্রিন্সের ডালকুত্তাদুটোবও ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। খারাপ কাজ করলে একদিন না-একদিন তার ফল কীভাবে পাওয়া যায় দেখলে তো? এখন তোমাদের প্রাপ্য আরও যা কিছু প্রিন্স নিশ্চয়ই তা কড়ায়-গণ্ডায় পাইয়ে দেবেন।"

ওরা কোনও কথা না বলে মাথাটাকে নত করে দিল।

বিলু বলল, "আমাদের যে ছেলেটিকে রাকা কিডন্যাপ করেছিল সে কোথায়?"

"জানি না।"

বিলু বলল, "তোমরা সব জানো। আমরা ওর ব্যাপারে একটা খাবাপ খবর পেয়েছি। শুনেছি ওকে মেবে

ফেলবার জন্য প্রিন্সের ডালকুত্তাদের মুখে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে কাজটা কি হয়েছে, না বাকি আছে?"

ওইরকম একটা পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা যে কী করে এবং কীভাবে জিব্রাল্টার থেকে পালাল তা আমরা এখনও ভেবে পাচ্ছি না।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

ভোম্বল বলল, "জিব্রাল্টার! সেটা আবার কোনখানে?"

"হাজারিবাগের মধ্যে ক্যানারি হিলের জঙ্গলে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শিবকুমার শর্মার সেই বন্ধু প্রাণকিশোরের কথার সঙ্গে এদের কথা হুবহু মিলে যাচ্ছে। প্রাণকিশোর হিলের কথা বলেছিল কিন্তু জিব্রাল্টারের নাম করেনি।

জিব্রাল্টার কোথায়? সেটা কী? প্রিন্সের কোনও শক্ত ঘাঁটি, না অন্য কিছু? কার্ভালোর লোকেরা মিস মানেকাকেও তো এই জিব্রাল্টারে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে। অতএব বাবলুর জন্য আর দুশ্চিন্তা নেই। জিব্রাল্টারে ওরা যাবেই। যেতেই হবে। মানেকাকে উদ্ধার করবার জন্য।

বাচ্চু বলল, "আর দেরি নয়, সর্বাগ্রে আমরা হাজারিবাগে যাই চলো।"

বিচ্ছু বলল, "হাজারিবাগ তো বেশ বড়সড় জায়গা। সেখানে গেলে নিশ্চয়ই কোনও এস টি ডি করার সুযোগ পাব। বাবলুদা মুক্তি পেলে সর্বাগ্রে বাড়িতে ফোন করবে। কাজেই আমরা জানতে পারব সে কোথায়।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক বলেছিস। এখন আমরা হাজারিবাগেই যাই চল।"

বিলু বলল, "অবশ্যই মঙ্গেশের বাড়িতে একটা খবর দিয়ে। ওখানে গেলে এই দলের গোপন ঘাঁটির ব্যাপারেও হয়তো কিছু জানতে পারব।"

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা বলল, "কিন্তু এই শয়তানদুটোর কী হবে?"

এমন সময় রেলের কয়েকজন কর্মচারী ও দু'জন রেলপুলিশকে অর্ধমৃত রাকার দিকে আসতে দেখল ওরা। এই সুযোগ। বিলু আর ভোম্বল সেই দুষ্কৃতী দু'জনকে কলার ধরে টানতে টানতে ওদের কাছে নিয়ে এল। নিয়ে এসে বলল, "এই দু'জন ভারী খতরনাক আদমি। আমাদের পিকনিক পার্টির দুটো মেয়েকে এরা কিডন্যাপ করবার চেষ্টা করছিল।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "শুধু ওই সুকুমারমতি কুকুরটার জন্য পারেনি।"

আর পি এফ রা ওই অবস্থাতেই দু'জনকে ধরে মারতে মারতে কোমরে দড়ি পরাল।

ওদের দায়িত্ব শেষ। ওরা তখন ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বাইরে এল। কী সুন্দর জায়গাটা। ঝুমরি তিলাইয়া। কাছেদূরে কত পাহাড়। শেষ রাতের অন্ধকার মুছে ভোর হচ্ছে একটু একটু করে। ভোরের আবছায়ায় সেই পাহাড়গুলোকে দেখে প্রেতপাহাড় বলে মনে হচ্ছে।

স্টেশন সংলগ্ন চায়ের দোকানগুলো সবক'টাই খুলে গেছে তখন। বিহার প্রদেশের এই ছোট্ট গাঁও দেহাতে এমন সুন্দর পরিবেশে গরম চা এক কাপ করে খাওয়ার লোভ ওরা সামলাতে পারল না। কিন্তু ল্যাংচা! ল্যাংচাটা গেল কোথায়? ওর তো কাছেপিঠেই থাকবার কথা ছিল। কোথায় সে?

বিলু বলল, "ও বেচারি হঠাৎ কোনও বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ল না তো?"

ভোম্বল বলল, "না। শত্রু তো আমাদের নিপাত হয়েছে। তা হলে?"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আর কী? দুশ্চিন্তার পরে দুশ্চিন্তা।"

এমন সময় রাজকুমারী হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই— ওই তো আসছে।"

সুদেষ্ণা বলল, "আরে তাই তো!"

পঞ্চু ভৌ ভৌ করে ছুটল ল্যাংচার দিকে।

ল্যাংচা পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "আমি কেটে পড়ায় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলি না রে? তবে যা খেল দেখালি তুই, সব আমি দেখেছি।"

বিলু বলল, "কিন্তু এদিকে কোথায় গিয়েছিল তুই?"

"চাচনদার ওখানে।"

"চাচনদাটা আবার কে?"

"সে এক শ্যাওড়াগাছের কেলেমানিক। অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলুম, হঠাৎ পিঠে একটা ঘুষি। 'বাপ রে' বলে চমকে উঠেই দেখি চাচনদা। যাক, ও কথা। আগে একটু চা খাওয়া দিকিনি। ভীষণ চা তেষ্টা পেয়েছে।"

কে চাচনদা, কে কী, কিছুই বুঝল না ওরা। বিলু সকলের জন্য চা-বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে দুটো বিস্কুট পঞ্চুর দিকে এগিয়ে দিল। কোডারমা স্টেশনের ধারে ঝুমরি তিলাইয়ার ভোর ওদের কাছে দারুণ রহস্যময় হয়ে উঠল তখন।

কত— কত পাখি এখানে। চারদিকে বড় বড় গাছ। কাছে দুরে ছোট বড় পাহাড়ে সবুজের শোভা। বিহার প্রদেশের মধ্যে এই অঞ্চলের শ্যামলিমার একটা মধুর আকর্ষণ আছে। কালের প্রভাবে প্রকৃতির বনসম্পদ লুপ্ত হলেও এখনও অবেশেষে যা আছে তাই-বা কম কী? গাঁও দেহাতের সহজ সরল দরিদ্র মানুষগুলি যেমন আছে তেমনই তাদের মাঝে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো বাসা বেঁধে আছে দুষ্ট-দুর্জন কিছু লোক।

তা থাকুক। তবুও ঝুমরি তিলাইয়া কবির কাব্যের মতো ছন্দোময়। ঘন সবুজের বুকে রাঙামাটির ওপর পিচে মোড়া ঢেউ-খেলানো সর্পিল পথ সত্যই অনবদ্য।

চা খেতে খেতে বিলু বলল, "এবার বল তোর চাচনদার কথা। কে সে?"

ল্যাংচা বলল, "চাচনদা আগে আমাদের পাড়ায় থাকত। লেলুযা ওয়ার্কশপে কাজ করত চৌকিদারের।"

বিচ্ছু বলল, "ল্যাংচাদা, এই তোমার এক রোগ। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলো তুমি। ইংরেজি, হিন্দি বলো। অথচ লিলুয়াকে লেলুয়া বলছ, শুনতে এত বাজে লাগে।"

ল্যাংচা খি খি করে হাসতে লাগল। বলল, "আরে এ কী আমার কথা, চাচনদার ভাষাতেই বলছি। তা এই ক'বছর হল চাচনদা কোডাবমায় বদলি হয়ে এসেছে।"

বিলু বলল, "এ কথা আগে বলিসনি তো?"

"আগে জানতাম নাকি? তা ছাড়া চাচনদা তো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নয় রে ভাই। চিনতাম, জানতাম, এই পর্যন্ত। চাচনদা ডিউটির মধ্যে ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই পিঠে একটা ঘুষি। চাচনদার স্বভাবই এই, চাঁটি আর ঘুষি না মেরে পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে না। ওর সঙ্গে দেখা হতেই আমি সব কথা বললাম ওকে। চাচনদা আমাদের দু'-একটা দিন এখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে। আর সবচেয়ে বড কথা, মঙ্গেশকে ও চেনে। আমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম ওব ঘর দেখতে।"

দারুণ উৎসাহে সকলেই প্রায় আশার আলো দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকাল ল্যাংচার দিকে।

ভোম্বল বলল, "সত্যি, তোর জবাব নেই। আমাদের এই অভিযানে আগাগোড়া তোর একটা অবদান রযেই গেছে। যা কিন্তু এর আগের কোনও অভিযানে আর কারও ছিল না।"

বিলু বলল, "তোর ওই চাচনদার ঘর কতদূরে?"

"কাছেই। আগে রেলের কোয়ার্টারে ছিল। সেটা ছেড়ে ও আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে এখানে এসেছে। আসলে সম্প্রতি এক আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করেছে তো।"

রাজকুমারী চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "বাঃ। বেশ ভালমানুষ তো। আদিবাসীকেই বিয়ে করল?"

"হ্যাঁ। আমাদের বউদিটিকেও দেখে এলাম। চা করে খাওয়াতে যাচ্ছিল, আমি খেলাম না, দেরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে। এখন চল, ওখানে গিয়ে চাচনদার সঙ্গে আমাদের শলাপরামর্শ করে যা হোক কিছু একটা করি।"

বাচ্চু বলল, "বাবলুদার ব্যাপারে একটা খবর পাওয়া গেছে। সে যে ভাবেই হোক নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে পেরেছে ওদের খপ্পর থেকে।"

"বলিস কী রে! কে বলল এই কথা?"

"রাকার দুই সঙ্গীর মুখ থেকেই শুনলাম।"

"মানেকার ব্যাপারে জানতে পারলি কিছু?"

"না। ওর ব্যাপারটা ওরা বোধ হয় জানেও না এখনও। সে যাকগে, এখন চল তোর চাচনদার ওখানে গিয়ে মঙ্গেশের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওরা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বলতে পারবে। শিবকুমার শর্মার ঠেক বা গোল্ডেন প্রিন্সের সোনালি আস্তানা যে কোথায়, তাও নিশ্চয়ই জানতে পারব ওখানে গেলে। অতএব আর দেরি নয়।"

ওরা সকলে চায়ের দাম মিটিয়ে ল্যাংচার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ঝুমরি তিলাইয়ার পাহাড়ি পথ ধরে। এত সকালে পথ এখন খুবই নির্জন। হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। না দাঁড়ানো ছাড়া উপায়ই ছিল না। ওরা দেখল মুখে কালো কাপড় বাঁধা দশ-বারোজন লোক বন্দুক উঁচিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওদের।

সেই শত্রুব্যূহের মাঝে শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়, পঞ্চুও অসহায় মনে করল নিজেকে। কী দুর্ধর্ষ লোক ওরা! এবং সকলেই সশস্ত্র।

ওদেরই একজন বীরবিক্রমে এগিয়ে এসে বিলুর জামার কলার ধরে একবার টানল। তারপরই সজোরে গালে একটা চড় মেরে অপেক্ষমাণ একটি গাড়িতে উঠতে বলল ওদের।

সেই ভয়ংকর নির্দেশ অমান্য করবার নয়। বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না থাকায় সবাই উঠে পড়ল এক এক করে। উঠল না শুধু পঞ্চু। আসলে বিলুই ইশারায় ওকে কেটে পড়তে বলল। বিলুর চোখের দৃষ্টি ল্যাংচার নজর এড়ায়নি। তাই বাবলুর পিস্তলটা পঞ্চুর দিকে ছুড়ে দিতে পঞ্চু সেটা মুখে নিয়ে আত্মগোপন করল একটা ঝোপের ভেতর।

যাওয়ার আগে ওদেরই একজন পঞ্চুকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল, "ডিসুম।"

গুলি করল বটে, তবে সে গুলি পঞ্চুর গায়ে লাগল না। পঞ্চু এমনভাবে আড়ালে রাখল নিজেকে যে, গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল। অতএব প্রাণে বাঁচল পঞ্চু। তবুও সেই মুহূর্তে বড় অসহায় বোধ করতে লাগল নিজেকে। কেন না এইরকম বেকায়দায় সে খুব একটা পড়েনি। তাই চোখে জল এসে গেল ওর।

যাই হোক, বাবলুর পিস্তলটা সে ঝোপের মধ্যেই একটু নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে বাইরে এসে চেঁচিয়ে মাত করল চারদিক। কিন্তু করলে কী হবে? ওর ভাষা যারা বুঝবে তারা তো কেউই নেই। তারা সবাই যে ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

পঞ্চু তবুও হাল ছাড়ে না। পথচারী কাউকে দেখলেই তার দিকে এগিয়ে যায়, তারপর দুষ্কৃতীরা যেদিকে ওদের সবাইকে নিয়ে গেছে সেইদিকে ছুটে যায় ভৌ ভৌ করে।

রাস্তার কয়েকটা কুকুরও ছুটে এল পঞ্চুর চিৎকারে। তাদের কেউ কেউ ওকে দেখে রাগে গরগর করতে লাগল। কেউ-বা ওর দুঃখে কাতর হয়ে কাঁদতে বসল ভেউ ভেউ সুরে।

ইতিমধ্যে গুলির শব্দ শুনে অনেক লোকই জড়ো হয়েছে সেখানে। হবে নাই-বা কেন? এই সাতসকালে এমন নিঝুম প্রকৃতির বুকে শান্তির পরিবেশে যদি বন্দুক গর্জায়, তা হলে সাধারণ মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে বইকী। তার ওপরে পঞ্চুর ওই ছুটোছুটি দেখে সবাই বুঝে নিল যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু ঘটে গেছে এখানে।

যে দোকানে বসে ওরা চা খেয়েছিল সেই দোকানদারও ছুটে এসেছিল। পঞ্চুকে ওইরকম হাঁকডাক করতে দেখে দোকানদার বলল, "আরে, ইয়ে কুত্তা তো কিতনে লেড়কা-লেড়কিয়োঁকে সাথ মে থে। মালুম হোতা হ্যায় কি উয়ো সব কুছ খতরেমে পড গয়ে হোগা।" বলে সে সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

পঞ্চুও আদর পেয়ে ঘন ঘন ল্যাজ নেড়ে তার আনুগত্য প্রকাশ করল দু'চোখ বুজে।

ল্যাংচার সেই চাচনদাও গুলির শব্দ শুনে এসে হাজির হয়েছে তখন।

চাচনদা তো ল্যাংচার মুখে আগেই শুনেছে ওদের বিপদের কথা। তাই দারুণ উত্তেজিত হয়ে সংক্ষেপে ওদের বিপদের সম্ভাবনাটা যে কোনদিক থেকে এবং কীভাবে এসেছে তা বুঝিয়ে বলল সকলকে।

চাচনদা এমনই এক রেলকর্মী যে কিনা এই অঞ্চলের মানুষজনদের অত্যন্ত প্রিয়। কাজেই ওদের সেই প্রিয়জনের পরিচিত কেউ এই দূরদেশে এসে বিপদে পড়েছে শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সকলে। ইতিমধ্যে স্টেশনে ধৃত সেই দু'জনের কথা ও রাকার পরিণতিও লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে সবাই দল বেঁধে ছুটল ওদের উদ্ধার করতে।

এমন শান্ত সুন্দর পরিবেশ, তবুও অশান্ত হয়ে উঠল এখানকার মানুষজন। কিছু বেআইনি অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে সঙ্গে হাতে এসে গেল অনেকের। দু'-একটা মোটরবাইকও জোগাড় হল। তা ছাড়া হাজারিবাগগামী একটি ট্রেকার থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে সেটি নিয়েই চলল সকলে ওই দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করতে।

এইখান থেকে দুটি পথ দু'দিকে বেঁকে গেছে। একটি বাঁদিকে বেঁকে তিলাইয়া ড্যামের গা ঘেঁষে চলে গেছে হাজারিবাগ হয়ে রাঁচির দিকে। অপর পথটি গেছে কোডারমা শহর বাজার ছুঁয়ে নওয়াদা হয়ে পটনার দিকে।

পথচারী দু'-একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হাজারিবাগের দিকেই চলল ওরা।

অসহায় পঞ্চুর চোখে জল। কারও জন্য কিছুই করতে পারল না সে। সে শুধু করুণ নয়নে সকলের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তবুও ওর মধ্যে একটাই আশা, ও তো ওর সাধ্যমতো হাঁকডাক করে সবাইকে জানিয়ে দিতে পেরেছে ব্যাপারটা। যদি ওরা গিয়ে উদ্ধার করে আনতে পারে ওদের।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় কাকে দেখে যেন চিৎকার করে উঠল পঞ্চু। তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল সেদিকে।

আশপাশে লোকজন যারা ছিল তারাও ছুটল। চাচনদাও গেল সঙ্গে।

সবাই দেখল ক্ষতবিক্ষত ল্যাংচা একটা বন্দুক ঘাড়ে করে কোনওরকমে টলতে টলতে আসছে।

লোকজন দেখে ল্যাংচা বন্দুকটা ফেলে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল রাস্তার ওপর। অনেকেই তখন ওর মুখে

চোখে জল দিতে লেগে গেল। খানিক বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে ল্যাংচা বলল, "ওদের গুলি তোর গায়ে লাগেনি তো পঞ্চু?"

পঞ্চু ভৌ ভৌ করে জানাল কিছুই হয়নি ওর।

চাচনদা বলল, "কিন্তু ওরা কোথায়? তুই একা কেন?"

ল্যাংচা বলল, "জানি না। খানিক যাওয়াব পবই ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই গাড়ি থেকে। দিয়ে আমিও একটা গাছের ডাল ধরে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি। তারপর ওই লোকটার বন্দুক কেড়ে নিয়ে তার বুকে বসে রাস্তার পিচে ওব মাথা ঠুকে, কিল, চড়, ঘুষি মেরেও একটি কথা বের করতে পারিনি ওর মুখ থেকে। ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে ওরা সবাই ছুটে এল আমাব দিকে। সেই সুযোগে আমার সঙ্গীরাও বাড়ি থেকে ঝুপঝাপ লাফিয়ে কে যে কোনদিকে পালাল কিছু বুঝতে পারলাম না। ওদের মধ্যে থেকে দু'-চারজন ছুটল ওদের ধরবার জন। বাকি যারা আমাব দিকে এল, আমি চকিতে সবে এসে একটা পাথরের আড়ালে থেকে ওদের গুলি করলাম। দুর্ভাগ্য এই, আমার হাত-পা তখন এমন কাঁপছিল যে, সে-গুলি ফসকে গেল। ওরাও পালটা গুলি চালিয়ে ওদের দলের লোকটিকে নিয়ে পালাল।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফাতে লাগল ল্যাংচা।

চাচনদা বলল, "যাকগে, যা হওয়ার হবে। এখন আয় তুই আমার সঙ্গে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বা উত্তেজনায় তোব খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। আমার ঘরে এসে যা হোক দুটো কিছু মুখে দিয়ে বিশ্রাম নে তুই। তোর এখন বিশ্রাম নেওয়াব খুবই দরকার।"

ল্যাংচা বলল, "তাই চলো।" বলে পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীবে এগিয়ে চলল চাচনদার ঘবের দিকে।

যেতে যেতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল পঞ্চু।

ল্যাংচা বলল, "কী হল তোব?"

পঞ্চু তখন ছুটে গিয়ে সেই ঝোপের ভেতর থেকে বাবলুব পিস্তলটা মুখে কবে নিয়ে এসে ল্যাংচাব হাতে দিল।

ল্যাংচা বলল, "শাবাশ পঞ্চু। এটাব কথা মনেই ছিল না আমার।"

চাচনদা বলল, "সত্যি, কুকুর যে কত কাজের হয় তা এই প্রথম দেখলাম। এর আগে লোকের মুখে এবং গল্পকথায় শুনেছি। এখন চোখে দেখে বিশ্বাস হল।" তাবপর কী ভেবে চাচনদা বলল, "একটু আগে তোব সঙ্গীদের খোঁজে আমাদের এখান থেকে বেশ কয়েকজন গেল, তুই দেখতে পাসনি তাদের?"

"হ্যাঁ পেয়েছি। তাদেবও আমি খুলে বলেছি সব।"

"তবে আর কোনও চিন্তা নেই। ওরা ওদের ঠিকই ফিরিয়ে আনবে শত্রুর কবল থেকে।"

"কিন্তু ওরা তো আর শত্রুর কবলে নেই। ওরা সবাই তো দলছুট হয়ে পালাল দেখলাম।"

"তবু যদি ওদের একজনেরও দেখা পেলে তাকে ওরা উদ্ধার করবেই।"

ল্যাংচা এবার একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ওদের জন্য আমি এখন আর খুব বেশি চিন্তা করছি না। আমি এখন অন্য দু'জনের কথা ভাবছি। বাবলু আর মানেকার কথা। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মতো বুদ্ধিব চাল তো আমি দিতে পারব না। কাজেই কী করে যে ওদের সন্ধান পাব তাই আমি ভাবছি। কেন না আমি একা। এই কুকুরটা আমাকে কতটুকু সাহায্যই বা করতে পারবে?"

কথা বলতে বলতেই চাচনদার বাড়িতে এসে হাজির হল ওরা।

চাচনদার বউ দাওয়ায় মাদুর পেতে বসতে দিল ল্যাংচাকে। কত আদর-যত্ন করল। ঠিক মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে মুড়ি তেলেভাজা খেতে দিল।

পঞ্চুও খেল কুড় কুড় করে।

এর পর এক কাপ চা খেয়ে দেহটা টান করে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ল্যাংচা। ক্লান্ত পঞ্চুও ওর মাথার কাছটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুল। এখন আব ওর মনে কোনও ভয় নেই। নিরাপদ একটা আশ্রয় পেয়ে এবং ল্যাংচা ফিরে আসায় সব ভয়ডর কেটে গেছে ওর।

অনেক পবে পঞ্চুব হাঁকডাকে ঘুম ভাঙল ল্যাংচাব। কী গভীব ঘুমেই না ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুম ভাঙতেই উঠে বসে যা দেখল তাতে নিজেব চোখকেও বিশ্বাস কবতে পাবল না। দেখল, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, বাজকুমাবী, সুদেষ্ণা সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওব চোখেব সামনে। ল্যাংচা বলল, "কী বে বাবা! অন্য কিছু নয় তো? মানে আমি মবেটবে যাইনি বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছি না তো?"

বিলু বলল, "না। তুই ঠিকই আছিস। আমবাও সবাই ঠিকঠাক আছি। আমবা যে ফিবে আসতে পেবেছি সে শুধু তোবই জন্য।"

ল্যাংচা বলল, "ফালতু বকিস না তো।"

বাচ্চু বলল, "বিলুদা ঠিকই বলেছে। তুমি যদিও ওই লোকটাকে গাড়ি থেকে ফেলে না দিতে বা নিজেও না লাফিয়ে পড়তে তা হলে ওবা কখনওই গাড়ি থামাত না। ওবা গাড়ি থামিয়ে যেই না তোমাদেব দিকে ছুটে গেল, বিলুদা আব ভোম্বলদা অমনই গাযেব জোবে চেপে ধবল ড্রাইভাবকে। সেই সুযোগে আমবাও গাড়ি থেকে লাফিয়ে জঙ্গলেব মধ্যে যে যেদিকে পাবলাম পালালাম। একটু পবেই ড্রাইভাবকে জখম কবে বিলুদা, ভোম্বলদাও পালাল। ওবা ছুটল বিপবীত দিকে।"

ল্যাংচা বলল, "কিন্তু আমি যে দেখলাম ওদেব দু'-চাবজন তোদেব ধববাব জন্য ছুটল।"

বাজকুমাবী বলল, "হ্যাঁ। ছুটে এসেছিল বটে, তবে আমবা সবাই মিলে আশপাশ থেকে ওদেব দিকে এমন পাথব ছোড়া শুরু কবেছিলাম যে, বাধা পেয়ে পালাতে পথ পাযনি বাছাধনবা।"

সুদেষ্ণা বলল, "ইতিমধ্যে ডাকাতেব মতো কযেকজন লোক এসে আক্রমণ কবল ওদেব। বুঝলাম ওবা এদেব বিপক্ষ দল।"

ল্যাংচা বলল, "ওবা আমাদেব উদ্ধাবকাবী দল। যাক তাবপব কী হল?"

"তাবপব আব কী? বীতিমতো যুদ্ধ বেধে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা পুলিশেব গাড়ি এসে পড়ায বণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল দু'পক্ষই। সবাই চলে গেলে আমবাও আত্মপ্রকাশ কবে একজোট হয়ে ফিবে এলাম এখানে।"

ল্যাংচা বলল, "যাক, ভালই হযেছে। দুপুবে খাওযাদাওযাব পব আমবা একবাব মঙ্গেশেব বাড়িব দিকে যাই চল। চাচনদা মঙ্গেশেব বাড়ি চেনে। ওব বাড়িব লোকেবাও চেনে চাচনদাকে। অতএব ওদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবে যদি কোনওবকমে প্রিন্সেব ঘাঁটিব সন্ধান পাই তা হলে বাবলু আব মানেকাব খোঁজ তো পাবই, উপবন্তু প্রিন্সেব মোকাবিলাটা কবতে পাবব।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ। সবেব মূলে প্রিন্স। ওকে জ্যান্ত অথবা মৃত ধবতে পাবলেই আমাদেব অভিযান শেষ।"

বিচ্ছু বলল, "তাই কী? বাবলুদা ওদেব জাল কেটে বেবিয়ে গেছে। কিন্তু মানেকা? সে তো শিবকুমাব আব কার্ভালোব হেফাজতে। কার্ভালো যদি মেয়েটাকে সত্যি সত্যিই কোনও বাইবেব দেশে পাচাব কবে দিয়ে থাকে তা হলে? তা হলে কী কবে অভিযান শেষ হবে?"

বিলু বলল, "বিচ্ছুব কথাটা অবশ্যই ভেবে দেখবাব মতো। এই সম্ভাবনাব কথাটা উড়িয়ে দেওযা যায না।"

বাচ্চু বলল, "তবে আমাব মনে হয এই সমস্ত কাজকর্মেব ব্যাপাবে আগে ওদেব যতটা তৎপবতা ছিল এখন হযতো তা নেই। দলেব মধ্যেও ধস নেমেছে ওদেব।"

ভোম্বল বলল, "সেটা সাংগঠনিক ব্যাপাবে। আমাব তো মনে হয আগাছাগুলো উপড়ে যাওযায দল আবও শক্ত হযেছে।"

বিচ্ছু বলল, "আগাছা তুমি কাদেব বলছ ভোম্বলদা? কালাচাঁদেব ব্যাপাবটা ছেড়ে দাও। মঙ্গেশ ওদেব সক্রিয কর্মী, সে মবেছে। ওদেব পিলাব হচ্ছে বাকা। হাতদুটো কাটা যাওযায তাব খেলা তো শেষ। এখন পুলিশেব হাতে মাব খেয়ে সেই তো বলে দেবে প্রিন্সেব ঠেক কোথায? বাকি বইল কার্ভালো, তাব দুই সঙ্গী আব শিবকুমাব। ওদেব বদলা নেওযাব জন্য হন্যে হয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছে ওদেবই হাতে গড়া ফ্রাঙ্কেনস্টাইন প্রাণকিশোব। তা হলে?"

বিলু বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে প্রিন্সেব নির্দিষ্ট কোনও ঘাঁটিই এখন নির্দিষ্ট জাযগায নেই।"

বিচ্ছু বলল, "তবুও আমাদেব পুবনো ঘাঁটিব সূত্র ধবেই চাবদিক তোলপাড় কবতে হবে।"

ল্যাংচা উত্তেজিতভাবে দাওযা থেকে লাফিয়ে নেমেই বলল, "তা হলে আব দেবি নয, চলো সবাই। জয মা কালী।"

চাচনদা আর চাচনদার বউ দু'জনেই এগিয়ে এল এবার। বলল, "অবশ্যই যাবে। তবে এখনই কী? খাও-দাও, সুস্থ হও তবে তো।"

খাওয়াদার ব্যাপারে ওরা কেউ-ই 'না' করল না। কেন না এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে এসবের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। ঝুমরি তিলাইয়া ছোট্ট জায়গা। কিন্তু সেই জায়গাটুকু পার হলে কোথাও কিছু নেই। ফলে পেট যদি ভর্তি না থাকে তা হলে দুর্গতির শেষ থাকবে না।

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি জলাশয় ছিল। ওরা সেইখানে গিয়ে স্নান করে সুস্থ হল। তারপর চাচনদার বউয়ের রান্না করা ভাত, ডাল, বেগুন পোস্ত, ডিমের ওমলেট আর গেঁড়ির ঝোল খেয়ে তৃপ্ত হল। পরিবেশের গুণেই কি না কে জানে, এই রান্নাই অনেক উপাদেয় মনে হল ওদের কাছে।

খাওয়াদাওয়ার পরে পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর...।

তারপর চাচনদাই ওদের সঙ্গে করে নিয়ে চলল মঙ্গেশের বাড়ির দিকে। ঝুমরি তিলাইয়ার একেবারে শেষপ্রান্তে। সে যে কী অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানকার, তা বলে বোঝাবার নয়। মাইনস এলাকা বলে কোডারমা বা ঝুমরি তিলাইয়া খুবই উন্নত। এখান থেকে গয়ার প্রান্তে ফল্গু নদী পর্যন্ত যে ঘন পর্বতশ্রেণী ও গভীর বনাঞ্চল, তারও শোভা অপরিসীম।

যেতে যেতে বিলু বলল, "এই পথ দিয়ে ট্রেনে চেপে রাতের অন্ধকারে আমরা কতবার গেছি, এসেছি। কিন্তু স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি সেই বনভূমে আমাদের অভিযানে আসতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমার বেশ মনে আছে, ট্রেনে চেপে যাওয়ার সময় দুটো না তিনটে টানেল আমরা পার হয়েছি।"

বাচ্চু বলল, "বাজে কথা।"

ভোম্বল বলল, "বাজে কথা কী করে! টানেল নেই?"

"আছে বইকী! তবে সে-কথা তোমার অন্তত মনে থাকবার নয়। আমাদের মুখ থেকেই তুমি শুনেছ।"

"মনে থাকবার নয় কেন?"

"তার কারণ এই টানেলগুলো আমরা পার হয়েছি মধ্যরাতে। সেই সময় তুমি বার্থে শুয়ে ঘুমোও। তখন তোমার সাড়াশব্দও থাকে না।"

ভোম্বল হেসে বলল, "সে যাই হোক, টানেল আছে।"

চাচনদা বলল, "শুধু টানেল নয়, হিল কার্টও আছে কিছু। যার মাথাগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি যখন এই সুন্দব পরিবেশে প্রথম এখানে আসি তখন তো প্রায়ই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়তাম। লোকাল ট্রেনে চেপে এখানকার ছোট ছোট স্টেশনগুলোয় নেমেও প্রকৃতির কত সুন্দব সুন্দব দৃশ্য দেখতাম। গুঝণ্ডি, দিলোয়া, গুরপা, পাহাড়পুর, বাঁশিনালা, টাংকুপ্পা সবই অরণ্যময়। ছুটির দিনে দু'-একজন বন্ধুকে নিয়ে লাইন ধরে হাঁটাপথে টানেলও পেরিয়েছি কতবার।"

বিচ্ছু বলল, "কখনও বাঘের দেখা পাওনি?"

"না। তবে একবার বহুদূর থেকে একটা বাঘকে পাহাড়ের ওপর শুয়ে থাকতে দেখেছি।"

বিলু বলল, "আমরা সবাই এত কথা বলছি। কিন্তু রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা একটি কথাও বলছে না।"

ভোম্বল বলল, "বলবে কী? আসলে ওরা এখন ভাবছে কী ঝকমারি করেই না এসেছিল এখানে।"

সুদেষ্ণা বলল, "মোটেই না। আসলে আমরা এমনই অভিভূত যে, আমাদের মুখে কথা সরছে না।"

রাজকুমারী ওর স্বপ্নিল চোখদুটি মেলে বলল, "সত্যি, আমাদের চিরপরিচিত গণ্ডির বাইরে এমন একটা জগৎ যে আছে তা আমরা জানতামই না। অরণ্য, পর্বত, নদী, নির্ঝর এসবের কথা বইয়েই পড়েছি, সিনেমায় দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু এমনভাবে অনুভব কখনও করিনি। এই ঝুমরি তিলাইয়াতেই সৌন্দর্যের যে অনবদ্য প্রকাশ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে আর অভিযানে কাজ নেই, এইখানেই দিনের পর দিন থেকে যাই সকলে।"

সুদেষ্ণা বলল, "এই ব্যাপারে আমিও একমত। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই অভিযানে অংশ নিয়েই বুঝেছি, এইসব অভিযানে এসে ওদের জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়। আমরা তো গল্পের বইয়ে ওদের অভিযানের কাহিনী পড়ে আনন্দ পাই, এখন বুঝছি সেই আনন্দের উৎস কত রোমাঞ্চকর।"

এইভাবে কথা বলতে বলতে ঘন বনের পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমেই থমকে দাঁড়াল সবাই। এমনকী পঞ্চুও থেমে গেল।

চাচনদা বলল, "ওই যে লাল মাটির দেওয়াল দেওয়া খোড়ো ঘরটা দেখছ, ওই হল মঙ্গেশের বাড়ি।"

মঙ্গেশের বুড়ো বাবা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল। ওর মা কলাই বাছছিল উঠোনের একপাশে বসে। ছেলেমেয়ে দুটো ছুটোছুটি করছিল রাস্তায়। আর মঙ্গেশের বউ? সে জঙ্গল থেকে শুকনো ডালপালার বোঝা মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছিল পাহাড়ের অন্য একটি ঢাল বেয়ে।

চাচনদা বলল, "ওই হল বিজলি। মঙ্গেশের বউ।"

বিলু বলল, "দেখে মনে হচ্ছে ওরা কেউ জানে না মঙ্গেশেব মৃত্যুর খবর।"

"না। কী করে জানবে বল?"

ভোম্বল বলল, "এই দুঃসংবাদটা কী তা হলে আমাদেরকেই দিতে হবে?"

"তা ছাড়া?"

হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে মঙ্গেশের বউ থমকে দাঁড়াল। তারপর মাথার বোঝাটা নামিয়ে ধীরে ধীবে এগিয়ে এল ওদের দিকে। এল বটে কিন্তু একভাবে তাকিয়ে রইল চাচনদার চোখের দিকে।

চাচনদা বলল, "বিজলি, জেরা ইধার আও তো?"

বিজলি ম্লান হেসে বলল, "আউর কুছ খুশ খবরি?"

"মঙ্গেশ কী বারেমে...।"

বিজলি ঠোঁটে তর্জনী রেখে বলল, "চু-উ-প। ম্যায়নে সব কুছ শুনা লেকিন...।" বলতে বলতেই ওর চোখদুটি জলে ভরে উঠল। তারপর আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে বলল, "অনেক আগেই এই বুরা সমাচার আমার কাছে এসে গেছে ভাই। কিন্তু এই খবর আমি কাউকেই জানতে দিইনি। এই খবর শুনলেই ওই বুড়াবুড়ি হার্টফেল করবে। তাই আমি সব কুছ জানবুঝকর হাল এইরকম রেখেছি।"

বিজলি চাচনদার মেয়ের বয়সি। তা সত্ত্বেও চাচনদা হেঁট হয়ে ওর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "সত্যি, তোরা মায়ের জাতেরা পারিস না এমন কাজ নেই রে! এতবড় একটা দুঃসংবাদ বুকে চেপে তুই কী করে স্বাভাবিক আছিস?"

বিলু, ভোম্বলবাও অবাক হয়ে তাকিয়ে বইল বিজলিব মুখের দিকে।

বিহারের এই শান্ত সুন্দর ঝুমরি তিলাইয়ার বন্য পরিবেশে বিজলি নামের এই গ্রাম্য বধূর সহনশীলতা ওদের প্রত্যেকের মনকে ভাবিয়ে তুলল। অশীতিপর ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁদের পুত্রশোকে কাতর হয়ে যাতে ভেঙে না পড়েন বা হঠাৎ কবে তাঁদের দেহান্ত না হয় শুধুমাত্র এই কারণে কেউ যে স্বামী হারানোর শোক এইভাবে দমিয়ে রাখতে পারে তা ওদের ধাবণাতেও ছিল না।

চাচনদা বলল, "তোর তুলনা হয় না রে বিজলি। ভগবান তোর ভাল করুন।"

বিজলি ম্লান হেসে বলল, "আমার ভাল কোনও ভগবানই করতে আসবে না ভাইসাব। তা এরা কাবা?"

"এরা তোর কাছেই এসেছে একটু সাহায্যের আশায়।"

চাচনদা কী বলতে চায় কিছু বুঝতে না পেরে বিজলি একবার প্রত্যেকের মুখগুলো দেখে নিল ভালভাবে।

চাচনদা বলল, "তোকে একটু সময় দিতে হবে যে!"

বিজলি বলল, "তো ঠিক হ্যায়। চাচনভাই, তুম সবকো লে কব উধার চলা যাও। উয়ো পিপপল কি পেড কে নীচে বৈঠে রহো। ম্যায় আভি আ রহা হুঁ।" বলে কাঠের বোঝাটা আবার মাথায় করে ঘরের উঠোনে নামিয়ে রেখে ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ধমক ধামক দিয়ে ওদের কাছে এসে ধুলোর ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েই বলল, "আব বতাইয়ে।"

চাচনদা তখন ওদের ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলল বিজলিকে। বলে বলল, "তুই কি পারবি ওদের ব্যাপারে এই ছেলেমেয়েগুলোকে কোনও সাহায্য করতে? একেবারে ওদের পাশে এসে দাঁড়াতে না পাবিস ওদের ঘাঁটিগুলোর সন্ধান যদি তোর জানা থাকে তাও যদি জানিয়ে দিস তা হলেও হবে। এরা লণ্ডভণ্ড করে দেবে সব। এদের একটি ছেলে, মানে লিডার যে, সে ওদের খপ্পর থেকে পালিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আবারও তো ধরা পড়ে থাকতে পারে? আর একটি মেয়ে তাকেই বা কিডন্যাপ কবে কী করল ওরা তাই বা কে জানে? মঙ্গেশ কি কখনও তোকে বলেনি প্রিন্সের ঘাঁটির কথা?"

বিজলির চোখদুটো ছুরির ফলার মতো চকচকিয়ে উঠল। বলল, "জানি। সব জানি আমি। এদের চক্রে কে কোথায় কীভাবে ঘাপটি মেরে আছে তার কিছুই আমার অজানা নয়। আর ওই শিবকুমার? ওর মরণ আমার হাতে। আমার মঙ্গেশকে এই বুরা কাজে ওই শয়তানটাই লাগিয়েছিল।"

"ওর জাল ওষুধের কারখানাটা কোথায় বলতে পারিস?"

"হাজারিবাগেই। সিংহানি মিশনের কাছে।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম কোডারমায়।"
বিজলি বলল, "কার মুখে শুনেছ?"
"তা তো মনে নেই।"
"হতে পারে। এই কোডারমার জঙ্গলে ওদের আর-একটা ঘাঁটি ছিল। সিংহানি মিশনে বাধা পেয়ে হয়তো ওরা এই ঘাঁটিতে আবার ফিরে এসেছে।"
"সেটা এখান থেকে কত দূরে?"
"তা গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের একটি গুহার ভেতর। আগে এখানেই কাজকর্ম হত। পরে নানা অসুবিধের কারণে সরে গিয়েছিল ওখানে। যাই হোক, ওদের দুটো ঘাঁটিই আমি চিনি। আমি তো এই অঞ্চলেরই মেয়ে। মঙ্গেশও এখানকার ছেলে। ও যদিও ধানবাদের মানুষ, তবু যাই হোক বিয়েসাদির পর আমরা এইখানে জঙ্গলেই বসবাস করি। এটা আমার বাপের ভিটে। ওর বুড্ঢা বাবামাকেও আমি এইখানে নিয়ে এসে রেখে দিই। আমাব মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। বাবাও মাবা গেছে অনেকদিন আগে। তাই ওরাই আমার বাবা-মা'র মতো রইল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব ভাল।"
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, ল্যাংচা সব শুনল। পঞ্চু তো কিছুই বুঝল না, তাই আশপাশে অবাধে ঘোবাঘুরি করতে লাগল।
ভোম্বল বলল, "শিবকুমারের জাল ওষুধ তৈরির কারখানাটা পুলিশেব নোটিশে আনতে পারলেও অনেক কাজ হবে। শিবকুমারও ধরা পড়বে। কিন্তু প্রিন্স? তাকে আমরা কোথায় পাব? কোথায় সেই ক্যানাবি হিলস? যেখানকার ঘন অরণ্যে জিব্রাল্টারে ডালকুত্তার পাহারায় বাবলুকে বন্দি কবে রাখা হয়েছে?"
ল্যাংচা আক্ষেপ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হয়তো ওদেব হাতে বন্দিনী মানেকাও সেখানে তিল তিল করে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।"
বিজলি বলল, "আমি সব জানি। তবে কিনা ভাইসাব, বেলা পড়ে আসছে। আব একটু পবে সন্ধে হয়ে যাবে। সামকো উধার যানা ঠিক নেহি।"
বিলু বলল, "ঠিক নয় কেন?"
"সন্ধেবেলা ভারী জানোয়ারের উপদ্রব হয়ে যায় ওখানে, তোমবা কাল সকালে এসো। আমি তোমাদেব নিয়ে যাব সঙ্গে করে।"
বিলু বলল, "আমরা এখনই যেতে চাই। আজ ক্যানারি হিলে না হোক কোডাবমাব জঙ্গলে শিবকুমারেব জাল ওষুধ তৈরির ওই ল্যাবরেটবিটা তো দেখে আসব। ওটা কতদূব এখান থেকে?"
"জ্যায়দা দূর নেহি।"
বিলু বলল, "শোনো দিদি, আমাদের সঙ্গে এই কুকুরটা আছে। ও বাতাসে বিপদেব গন্ধ টেব পায়। আর আছি আমরা এতজন। আমাদের সঙ্গে এই যে ল্যাংচা আছে, এর কাছে আছে একটা পিস্তল। কাজেই ভয়টা কী? এখন তুমি শুধু আমাদের পথ চিনিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।"
বিজলির চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল এবার। বলল, "একার দ্বাবা তো কোনও কাজ হয় না। এখন আমবা সবাই মিলে যদি রুখে দাঁড়াই তো ও দুশমন দূর হটবেই। তোমরা সবাই যদি আমার হাতে হাত মিলাবে তো ওদের ভুবন আমি অন্ধকার করে দেব।"
বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। আজ আমবা এই দিকটা দেখি, কাল খুব ভোরে উঠে চলে যাব হাজারিবাগে ক্যানারি হিলের দিকে। তুমি শুধু দূর থেকে ঘাঁটিটা চিনিয়ে দেবে আমাদেব। তারপবে দেখবে আমরা কী করি।"
বিজলি বলল, "তোমরা একটু দাঁড়াও। ঝিমলিকে আমি আমার ঘরেব দিকে নজর রাখবার, বাচ্চাদের দেখভাল করবার জন্য একটু বলে আসি।"
রাজকুমারী বলল, "ঝিমলি কে?"
"ও আমার বহিন কা মাফিক।"
বিজলি চলে গেলে চাচনদা বলল, "তোমরা তা হলে কখন ফিরবে?"
বিলু বলল, "ফেরার তো কোনও ঠিক নেই। সময়ে ফিরলে আমরা আপনার ওখানেই উঠব।"
"আমি তা হলে আসি?"
চাচনদা বিদায় নিয়ে ঘরে গেল। যেতে ওকে হবেই। কেন না চৌকিদারেব চাকরি তো। নাইট ডিউটি দিতে হবে। আগে থেকে না জানিয়ে রেলের এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজে কামাই করবার উপায় নেই।

চাচনদা চলে যাওয়ার একটু পরেই একটা ধারালো কুডুল কাঁধে নিয়ে ভয়ংকরী মূর্তিতে বিজলি এসে বলল, "চলো।"

ওরা সকলে নিঃশব্দে অনুসরণ করল বিজলিকে।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গা থেকে বেশ মোটা মোটা গাছের ডাল কেটে লাঠির মতো ব্যবহার করবার জন্য ওদের প্রত্যেকের হাতে দিল বিজলি। বেলা তখন একটু একটু একটু করে পড়ে আসছে। তারপর পশ্চিমের আকাশ লাল করে সূর্য অস্ত গেল।

এক জায়গায় এসে থেমে পড়ে দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিজলি বলল, "ওই যে দেখছ গুহাকৃতি জায়গাটা, ওই হচ্ছে ওদের ঘাঁটি।"

বিলু বলল, "ওর ভিতরে তুমি ঢুকেছ কখনও?"

"একবারই মাত্র এসেছিলাম।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু ওইটুকু জায়গার মধ্যে ওরা কীভাবে কী করে?"

বিজলি বলল, "ওইটুকু জায়গা? একবার ভেতরে ঢোকো, তা হলেই বুঝবে কী বিশাল।"

সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার তখন ঢেকে আসছে চারদিক। সেই গুহার বাইরেটা কী ভীষণ থমথম করছে। আর কী নির্জন। কারও সাধ্য নেই যে ওটা একটা দুষ্টচক্রের ঘাঁটি বলে অনুমান করবে। ওরা খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেইদিকে।

বিলুরা গুহাটার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল। বিলু বলল, "মনে হচ্ছে আমরা ভুল জায়গায় এসেছি। এটা একটা পরিত্যক্ত গুহা।"

বিজলি বলল, "না। আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। ইচ্ছে করেই এর বাইরেটা এইরকম অপরিষ্কার করে রাখা হয়। যাতে অচানক কেউ এসে পড়লে ওদের ধান্দাবাজি ধরে না ফেলে।"

যেতে যেতে হঠাৎ বিচ্ছু বলল, "না না। এটা কোনও পরিত্যক্ত গুহা নয়। কেমন একটা মেডিসিনের গন্ধ পাচ্ছ না?"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ। বেশ মিষ্টি গন্ধ একটা।"

রাজকুমারী বলল, "ওষুধপত্তরের সঙ্গে হয়তো কোনও সেন্টও তৈরি হচ্ছে।"

সুদেষ্ণা বলল, "গন্ধটা বেশ গাঢ়। আমার মনে হচ্ছে গন্ধটা গোলাপের।"

ভোম্বল বলল, "চু-উ-প। আর কোনও কথা নয়। এখন যে-কোনও উপায়েই হোক এর ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে কে বা কারা কীভাবে কী করছে এর ভেতর।"

বিলু বলল, "কিন্তু এর ভেতরে ঢোকার পথ কই?"

বিজলি ওদের ইশারায় ডেকে গুহার বাঁদিকের একটি সংকীর্ণ পথ ধরে খানিক ওপরে উঠতেই ভেতরে ঢোকার সিঁড়ি দেখতে গেল। সিঁড়িটা ক্রমশ ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে।

বিলুর নির্দেশে পঞ্চু বাইরে রইল পাহারায়।

ওরা সকলে সিঁড়ি বেয়ে এক-পা এক-পা করে অতল গহ্বরের মতো গুহার জঠরে প্রবেশ করল।

এক জায়গায় গিয়ে কাঠের পাটাতনের মতো দরজার আড়াল থেকে ক্ষীণ একটু আলোর আভাসও পেল ওরা। বিজলি দরজাটা আলতোভাবে টেনে ফাঁক করতেই চোখে পড়ল বিশাল ল্যাবরেটরি। আলো জ্বলছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

সেই ঘরের মধ্যে ঢোকামাত্রই গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। গা-মাথা কেমন যেন ঝিমঝিমিয়ে উঠল সকলের। দেহটা অবসন্ন হয়ে পড়ল।

বিলু চাপা গলায় বলল, "আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। শিগগির পালিয়ে চল এখান থেকে। নিশ্চয়ই আমরা ক্লোরোফর্ম জাতীয় কোনও ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। ওরা আমাদের এখানে আসার ব্যাপারটা টের পেয়েই এই ফাঁদ পেতে রেখেছিল। আর দেরি নয়, কুইক।"

কিন্তু যাবে কোথায় ওরা? ততক্ষণে 'গ্যাস মাস্ক' পরা কয়েকজন লোক সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘরের আলো নিভে গেল মুহূর্তে। বিজলি কুড়ুলের কোপ মেরে দরজার পাল্লা কাটার কাজে মেতে উঠল তখন। কিন্তু ওর সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। ওর অবসন্ন হাত থেকে কুঠার খসে পড়ল একসময়। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, ল্যাংচা, রাজকুমারী, সুদেষ্ণা এক এক করে সবাই লুটিয়ে পড়ল ঘরের মেঝেয়। গন্ধটা আরও তীব্র হল।

আর পঞ্চু? দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে বেশ বড়সড় একটা পাথরের

আড়ালে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। রাত্রির কালো অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে একটু একটু করে গ্রাস করছে তখন। এই অন্ধকারে পঞ্চু একা, বড় একা, বড় অসহায় বোধ করল নিজেকে। অনেক, অনেক সময় পার হয়ে গেলেও ওরা যখন গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল না, পঞ্চু তখন নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছুটে চলল ঝুমরি তিলাইয়ার দিকে।

॥ ১৩ ॥

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক।

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে বুঝতে পারল সম্পূর্ণ একটা অজানা এবং অচেনা পরিবেশে সে আছে। যেখানে গভীর জঙ্গল চারদিকে। আর কাছে দূরে অনেক— অনেক পাহাড়। হিমালয়ের মতো দিগন্তপ্রসারী পর্বতমালা না হলেও অরণ্যসঙ্কুল বুনো পাহাড়। জঙ্গল এতই গভীর সেখানে যে, ভয় পাওয়ার চেয়ে মুগ্ধতাই আরও বেশি করে আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। কিন্তু জায়গাটা যে কোথায় তা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। কী করেই বা বুঝবে? এই ঘরে সে একাই বন্দি হয়ে আছে।

ওর ঘাড়ের কাছটা ব্যথা হয়ে উঠেছে খুব। হবে নাই-বা কেন? সেই ব্ল্যাক ডেভিল বা কালো শয়তানটা ওকে এমন কয়েকটা রদ্দা মেরেছিল যে, সেই আঘাত সহ্য করবার মতো শক্তি ওর ছিল না। তাই কেমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল সে। গা মাথা ঘুলিয়ে উঠেছিল। আর বাধা দিতে পারেনি। বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করেনি। কিছু সময়ের মধ্যে কালো শয়তান রাকা ওকে একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এনে ফেলল। আর ঠিক তখনই মনে হল কারা যেন এসে ঘিরে ফেলল ওকে।

এর পরে আর কিছুই ওর মনে নেই। মনে করবার মতো অবস্থা যখন ওর হল তখন বুঝল এই বাড়ির মধ্যে ও বন্দি হয়ে আছে।

সাবেক কালের পুরনো বিশাল দোতলা বাড়ি একটা। তবে কি না ভাঙাচোরা নয়, বেশ মজবুত। কিন্তু এই বাড়ি ব্যবহার করার মতো কোনও মানুষজন বোধ হয় নেই। কেন নেই তা কে জানে? বাড়ির আশপাশের যা চেহারা তাতে মনে হয় দীর্ঘদিন এই বাড়িতে ঢোকেওনি কেউ। বাড়িটা যেন হানাবাড়ির মতো থমথম করছে।

বাবলু বুঝল এই বাড়ির মধ্যে বদ্ধ ঘরের জঠরেই ওকে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। পিস্তলটা সঙ্গে না থাকায় এই ভয়ংকর পরিণতি ওর জীবনে হঠাৎ করেই এসে গেল। এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ওর নেই বললেই হয়। দীর্ঘ সময় অভুক্ত থাকার ফলে ওর গা ঘুলিয়ে উঠছে। খাদ্য দেওয়া দূরের কথা, তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য এক গেলাস জলও রেখে যায়নি ওরা ঘরের ভেতর। হাত-পায়ে বাঁধন নেই এই যা রক্ষে! ও দরজার কাছে গিয়ে দরজায় টান দিয়ে বুঝল দরজাটা বাইরে থেকে শিকল অথবা তালা দেওয়া। জানলার পাল্লা খুলে দেখল চারদিকেই গভীর বনভূমি। আর জানলার যে কঠিন লোহার গরাদ তা এতই মোটা ও মজবুত যে, তাকে ভেঙে বা বেঁকিয়ে পালাবার চেষ্টা করাও বৃথা।

বাবলুর চোখে জল এসে গেল তাই।

অনেক পরে দু'জন সশস্ত্র লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকল রাকা। সঙ্গে একটা হিংস্র অ্যালসেশিয়ান।

রাকা বলল, "জিমি, এর গায়ের গন্ধটা একটু শুঁকে নে। কোনওরকম ভাবে পালাবার চেষ্টা করলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিবি একে।"

রাকার কথামতো জিমি বাবলুকে দেখল। তারপর 'আঁউ আঁউ' করে ডাক ছেড়ে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

শয়তানের হাসি হেসে রাকা বলল, "আমাদের প্রিন্সের প্রিয় কুকুর। প্রিন্স তোমাকে মুক্তি দিতে বলেছিল। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে তোমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশটা করিয়ে দিলাম। তবে হ্যাঁ, তুমি হলে পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু। স্বয়ং ভগবান নাকি তোমার ওপর সদয় হয়ে বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তোমাকে। আমি শয়তান, তাই তোমার সেই ভগবানের শক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এই বদ্ধ ঘরে তুমি খাদ্য পাবে না, জল পাবে না। এই অবস্থায় তিনদিন তুমি থাকবে। তিনদিন না খেয়ে থাকার ফলে তোমার শরীরে শক্তি বলতেও কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি আরও দুর্বল, চলনশক্তিহীন হয়ে পড়বে। এই তিনদিনের মধ্যে তোমার ভগবান যদি তোমাকে রক্ষা করতে পারেন তা হলেই জানব তুমি অজেয়, অপরাজেয়। তা না হলে তোমার ভগবানকে আমরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মুক্তি দেব।"

এতক্ষণে কথা বলল বাবলু, "তোমরা আমাকে মুক্তি দেবে কেন? তোমরা তো আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ।"

বাকা হো হো করে হেসে বলল, "আরে বোকা, এটাও বুঝলি না, আমাদের মুক্তি দেওয়ার নামই মৃত্যুদণ্ড। একেবারে চিরমুক্তি যাকে বলে।"

বাবলু ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল বাকার দিকে।

বাকা বলল, "রাত্রি গভীর হলে অন্ধকার বনপথ ধরে আমরা তোমাকে চলে যেতে বলব। এই ভয়ংকর অ্যালসেশিয়ান জিমির নজর এড়িয়ে এই বাড়ির বাইরে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে। যদিও সম্ভব হয়, এই বাড়িরে বাইরের বাগানে সবসময় পাহারা দিচ্ছে মানুষখেকো নেকড়ের মতো চার-চারটে ডালকুত্তা। তাদের কবল থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। ভাগ্যক্রমে তাও যদি পেয়ে যাও, এখানকার বনে পাহাড়ে যেসব নেকড়ে এবং চিতারা রাতের অন্ধকারে ওত পেতে থাকে তারাই তোমাকে তোমার ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবে।"

বাবলু নীরবে শুনে গেল সব। কিন্তু একটি কথাও বলল না। কোনওরকম বাদানুবাদ করল না। করেও কোনও লাভ নেই। ওই ভয়ংকর জিমি, শয়তান বাকা আর সশস্ত্র দু'জন গুন্ডার কাছে ওর শক্তি কতটুকু? তাই নীরবে সবকিছু সহ্য করল ও।

বাকা বলল, "গুড বাই। এখন তুমি বিশ্রাম করো।"

বাকা চলে গেল।

বাবলু খাঁচায় আটকে থাকা বনের পাখির মতো ছটফট করতে লাগল সেই বন্ধ ঘরের ভেতর। এই দুঃসময়ে ওর বড় বেশি করে মনে পড়ল মায়ের কথা। বাবার মুখটা ভেসে উঠল বারেবারে। ঠিক এইরকম ভাবে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এর আগে আর কখনও এসে পৌঁছয়নি ও। আর কি কখনও মা বাবার স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যেতে পারবে বাবলু? হয়তো না। কেন না এই চক্রব্যূহ থেকে মুক্তি পাওয়া ওর পক্ষে সত্যি অসম্ভব।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কথাও মনে পড়ল বাবলুর। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পঞ্চুকে নিয়ে তোলপাড় করছে চারদিক। ওরা যে কোথায়, কোনখানে ওর অনুসন্ধানে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করছে তাই বা কে জানে? ও তাই জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল দূরের প্রকৃতির দিকে।

হঠাৎই বাবলুর চোখ পড়ল জঙ্গলের একা শেষ দিকে। ও দেখল পাহাড়ের গায়ে বিশাল একটি গাছের ডালে উঠে দুই আদিবাসী কিশোরী থোকা থোকা লাল ফুল তুলে কোঁচড়ে ভরছে। পাছে চেঁচিয়ে ডাকলে ওরা শুনতে পায়, বাবলু তাই ওর জামাটা খুলে জানলার বাইরে দিয়ে নেড়ে নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল।

খানিক চেষ্টার পরই একসময় সফল হল সে।

দুটি মেয়ের একজন ওকে দেখতে পেয়েই ইশারায় তার সঙ্গিনীকে ওর দিকে তাকাতে বলল, তারপর ওরা দু'জনেই সবিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগল ওকে।

বাবলু প্রথমেই ওর ঠোঁটে তর্জনী রেখে চেঁচামেচি করতে বারণ করল ওদের। তারপর আকারে ইঙ্গিতে ওর অবস্থার কথা জানিয়ে দিল।

মেয়েদুটি ফুল সংগ্রহ বন্ধ রেখে গাছের ডালে ডালে আরও একটু এগিয়ে এসে বিষয়টা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করল। বাবলু ওদের খুব কাছে আসতে না করলে দূর থেকে ওরাও ইশারায় জানিয়ে দিল শিগগিরই ওর ব্যবস্থা হচ্ছে।

এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পেয়ে বাবলুর বুক ভরে উঠল বাঁচার আনন্দে। কিছু না হোক, বন্দি বিহঙ্গের মতো এই বাড়ির মধ্যে ও যে বন্দি হয়ে আছে এই ব্যাপারটা তো বাইরের কেউ জেনে গেল। এখন ওই আদিবাসী মেয়েদুটি নিশ্চয়ই এই কথাটা চারদিকে রাষ্ট্র করে দেবে। অথবা ওরা নিজেরাই এসে উদ্ধার করবে ওকে।

মেয়েদুটি হাতের ইশারায় ওকে আশ্বস্ত করে গাছের ডাল বেয়েই গভীর বনান্তরালে বিলীন হয়ে গেল একসময়।

এর পরে দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। ক্ষুধায় কাতর হয়ে, তৃষ্ণায় ছটফট করতে লাগল বাবলু। বেলার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল সে।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ও যতবারই দূরের দিকে তাকায় ততবারই শূন্যতা ছাড়া কিছুই ওর চোখে পড়ে না। এই অরণ্যের ধারেকাছে কী কোনও মানুষের বসতি নেই? তা যদি না থাকে তা হলে ওই আদিবাসী মেয়েদুটি ওখানে ফুল তুলতে এল কী করে?

এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পাঁচিলঘেরা বাগানে অথবা বলা যায় আগাছার জঙ্গলে যে ভয়ংকর ডালকুত্তাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলো কীভাবে যেন টেব পেয়েছে বাবলুর অবস্থিতির কথা। তাই বারেবারে ওরা জানলার দিকেই তাকাচ্ছে। আব মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ছে বিকৃতস্বরে। এ তো ডালকুত্তার ডাক নয়, যেন মৃত্যুরূপী মহাকালই হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

অনেক, অনেক পরে বাবলু যখন ওদের আশা ছেড়ে দিয়েছিল প্রায় ঠিক তখনই ও দেখতে পেল, ওরা আসছে। একজন-দু'জন নয়, প্রায় চার-পাঁচজন আদিবাসী কিশোরী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জঙ্গলের পথ ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

দুপুর গড়িয়ে এসেছে তখন।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত বাবলু মৃতপ্রায়।

বাবলু জানলা থেকে হাত নেড়ে ওদের জানিয়ে দিল যে, ওদেব উপস্থিতি ও টেব পেয়েছে।

ওদের দেখে আশার আলো পেয়ে মন ভরে উঠল বাবলুর। কিন্তু এই বাড়ির চাব দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে ওরা যে কীভাবে কাজে লাগবে, তা ও কিছুতেই ভেবে পেল না।

মেয়েরাও ওর হাত নাড়া দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর গাছের ডালে ডালে শাখামৃগর মতো এগিয়ে জিব্রাল্টারের পাঁচিলে এসে বসল। এই পাঁচিল টপকাতে যাওয়া মানেই ওই হিংস্র ডালকুত্তাগুলোর নজরে পড়ে যাওয়া।

মেয়েরা পাঁচিলে বসেই একবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপব পরস্পর মুখ চাওযাচাওয়ি করে কী যেন ইশারা করল নিজেদের মধ্যে।

বাবলু দেখল তিব-কাঁড় নিয়ে সবাই সশস্ত্র ওরা। পাঁচিলে বসে বড বড গাছেব ঘন পাতার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখল। ভাগ্যিস বাগানটাও বনময়।

সেই মেয়েদুটি, যাদের বাবলু প্রথম দেখেছিল এবং ইশাবায় ওর অবস্থাব কথা জানিয়েছিল, তাবা দূর থেকেই ইঙ্গিতে বাবলুকে জানলা বন্ধ কবে সরে যাওযার নির্দেশ দিল।

বাবলু তাই করল।

হঠাৎ একটি তির এসে বিঁধল জানলার পাল্লায়।

বাবলু পাল্লা খুলতেই দেখল নাইলনের একটি লম্বা ফিতে তিবেব একপ্রান্তে বাঁধা। আব তাবই সঙ্গে বাঁধা আছে লোহার রড কাটা ছোট্ট একটি স্টেনসার করাত।

মেয়েগুলোর বুদ্ধি দেখে বাবলু অভিভূত না হয়ে পারল না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই ছোট্ট কবাতে ওই রড কাটতে সময় লাগবে অনেক। ব্রিটিশ আমলেব বাড়ি। সেই আমলেব মজুত লোহার রড। এত সহজে কি সেই রড কাটা সম্ভব? ওই বড কাটা সারাবাতেও হযতো সম্ভব হবে না।

বাবলু ওদের দিকে তাকাতেই ওরা চাবদিকে লক্ষ রাখতে রাখতে ইশাবায় বলল, "দেরি কোবো না। কাজ শুরু করো।"

যেই না করা অমনই সেই লোহা কাটাব শব্দ শুনে ডালকুত্তাগুলো বিকট ডাক ছেড়ে ছুটে এল জানলার দিকে। কিন্তু এলে কী হবে? আদিবাসী কিশোরীদেব বিষের তিব তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে গেল সেই ডালকুত্তাগুলোব দিকে।

মুহূর্তে সব চুপ।

মেয়েরা তখন আত্মপ্রকাশ করে লাফিয়ে পড়ল পরিত্যক্ত সেই বাগানের ভেতর।

কিন্তু আশ্চর্য! এত হাঁকডাক এত কিছু অথচ কেউ ওদের বাধা দিতেও এল না। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে প্রহবী কুকুরগুলোকে রেখে দুষ্কৃতীরা বাড়িব বাইবে কোথাও গেছে।

একটি মেয়ে আগাছার জঙ্গল পার হয়ে এদিকসেদিক দেখে এসে বলল, "না। কেউ নেই ওবা।' দরজায় তালা লাগানো আছে।"

আর-একজন বলল, "ভালই হয়েছে। এব ভেতব থেকে ছেলেটাকে বের করে আনতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না তা হলে।"

বাবলু তখন গরাদে স্টেনসার ঘষে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে।

ওদের মধ্য থেকে হঠাৎই একটি মেয়ে করল কী, বড় একটি গাছের ডাল বেয়ে চড়চড় করে ওপরে উঠে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল দোতলার ছাদে।

যেই না নামা অমনই বিপর্যয়। বাড়িতে লোকজন কেউ না থাকলে কী হবে? সেই প্রহরী কুকুরটা ছিল।

অর্থাৎ অ্যালসেশিয়ান জিমি। ছাদের ওপর পদশব্দ শুনে 'আঁউ আঁউ' ছুটে এল। যোদ্ধা কিশোরীর ধনুর্বাণ এবারও তার খেলা দেখাল। সবাসরি মুখে এসে চোয়াল ভেদ করে তিরটা গেঁথে যেতেই সব চুপ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল জিমি।

সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত হয়ে আদিবাসী কিশোরী কন্যা ধীরে ধীরে বারান্দায় নেমে এসে বাবলুর ঘরের শিকল খুলে দিল।

এইভাবে যে মুক্তি পাবে বাবলু, তা সে ভাবতেও পারেনি। এর আগে অনেকবার অনেকরকম বিপদের জালে জড়িয়ে পড়লেও এবারের মতো এমন কখনও হয়নি। তাই কিশোরীর হাত দুটি ধরে বলল, "এই শত্রুপুরীতে তুমি ঢুকলে কী করে বন্ধু?"

মেয়েটি সব বলল। তারপর বাবলুর অবস্থা দেখে বলল, "কিন্তু তোমার যা শরীরের অবস্থা দেখছি তাতে এ বাড়ির বাইরে যাওয়াটা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে বলেই মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "সত্যিই তাই। কেন না আমি একেবারেই চলনশক্তিহীন। তুমি যেভাবে এখানে এসেছ সেইভাবে আমার পক্ষে যাওয়া এখন অসম্ভব।"

মেয়েটি বলল, "শুধু তোমার কেন, আমারও। আমি গাছের ডাল থেকে ছাদের ওপর লাফিয়ে পড়েছি। এখন তো ছাদ থেকে ওই ডালের নাগাল পাব না। এই বাড়ির মালিকরা যেদিকে থাকেন এদিক দিয়ে সেদিকে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।"

"এই বাড়ির মালিক আছেন না কি? তাঁরা তা হলে—।"

"তাঁদের ভুল বোঝার কোনও কারণ নেই। একজন অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবের বাড়ি এটা। বুড়ো বুড়ি এখনও বেঁচে আছেন। দেখাশোনার অভাবে এ বাড়ির অনেকাংশই এখন পরিত্যক্ত।"

বাবলু বলল, "তা হলে উপায়?"

মেয়েটি বলল, "উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। ওই নাইলনের ফিতে ধরেই বাগানে নামতে হবে।"

বাবলু বলল, "যদিও আমার হাত পা কাঁপছে তবুও এ ছাড়া উপায় নেই।"

মেয়েটি নিজেই তখন ফিতেটাকে গবাদ মুক্ত করে ওদের ভাষায় অন্য মেয়েদের বলল ফিতের ও-প্রান্তটা খুলে দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেল।

ওরা ছাদে উঠে সেই ফিতেটার একটা প্রান্ত দরজার শিকলের সঙ্গে বেঁধে ঝুলে পড়ল বাগানের দিকে। এই চরম মুহূর্তে বাবলু হঠাৎই যেন বাচার তাগিদে বেশ খানিকটা সবল হয়ে উঠল। তাই অল্প আয়াসেই বাগানের মাটিতে পা দিল সে। তারপর আর পাঁচিল ডিঙিয়ে নয়, মরচে-ধরা লোহার গেট পেরিয়ে একেবারে বাইরের রাস্তায়।

অন্য মেয়েরা তখন পাঁচিল টপকেছে।

আর ঠিক সেই সময়ে এসে পড়ল ওরা। একটা জিপ নিয়ে চার পাঁচজন। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ওরা ওদের দেখতে পেল কি না কে জানে? হয়তো পায়নি। তা হলে চেঁচাত।

বাবলু আর সেই আদিবাসী কিশোরী তখন একটা ঝোপের আড়ালে। অন্য মেয়েরা তখন কে কোনদিকে গেছে তা কে জানে? সেই লোকগুলো বাগানের ভেতর ঢুকে মৃত কুকুরগুলোকে দেখে চিৎকার করে উঠল।

একজন হেঁকে বলল, "হ্যালো প্রিন্স, এদিকে এসো। এই দেখো কী কীর্তি সব। এ নিশ্চয়ই ওদের কাজ। অথচ আমরা একনাগাড়ে শুধু ভুলভাল খবর পেয়ে যাচ্ছি।"

প্রিন্স বলল, "আমার জিমি। তার কিছু হয়নি তো?"

বাবলু মেয়েটিকে বলল, "শোনো, আর এখানে থাকা নয়। কেন না আমি এত দুর্বল যে, আমার কোনও কিছু করবার বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তুমি আমাকে তোমাদের পল্লীতে নিয়ে চলো। আগে আমাকে কিছু খাদ্য দাও, জল দাও।"

মেয়েটি শক্ত করে ওর একটি হাত ধরে বলল, "এসো।"

এখানকার পথঘাট কোথায় কোনদিকে গেছে, তার কিছুই বাবলুর জানা নেই। এমনকী, জায়গাটা যে কোথায় তাও জানে না ও।

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে আসছে। সন্ধ্যা আসন্ন। পাখিরা বাসায় ফিরছে।

এই পার্বত্য প্রকৃতির গভীর বনাঞ্চল যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে, নির্জনতার মধ্যে যেরকম একটা রহস্য থাকে ঠিক সেইরকম।

এই নির্জনতায, বনেব অন্ধকাবে সেই আদিবাসী কিশোবীব হাত ধবে দুরু দুরু বুকে ক্লান্ত পাযে পথ চলতে লাগল বাবলু। যেতে যেতে এসময় বলল, "আব কতদূব?"

"এখনও যেতে হবে অনেকটা পথ।"

"আব যে পাবছি না।"

"কোনও উপায নেই। পথে দেবি হলে বাঘে খাবে। চিতাব মতো দেখতে ছোট ছোট বাঘ। কখন যে কোথা থেকে ঘাডেব ওপব লাফিযে পডে তাব ঠিক কী?"

বাবলু বলল, "এখানে খুব বাঘেব উপদ্রব বোধ হয?"

"হ্যাঁ দেখছ তো, চাবদিকে কত বন। বনে বাঘ থাকবে না?"

ওবা আবাব পথচলা শুরু কবল। সামনে একটি খাডাই পাহাড। সেই পাহাডে উঠতে লাগল ওবা।

বাবলু বলল, "এ তো একটা পাহাড দেখছি। এই পাহাড় টপকাতে হবে নাকি?"

"হ্যাঁ। তবে পাহাডেব ওপবে উঠলে আশ্রয একটা পেতে পাবি।"

"কিন্তু । আমি যে তোমাকে তোমাদেব গ্রামে নিযে যেতে বললাম।"

"আমবা সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলে এসেছি। আমাদেব গ্রামেব দিকে যেতে গেলেই ওদেব চোখে পডে যেতাম আমবা। তবে কিনা এখন আমবা যেদিকে যাচ্ছি, একটু পবেই তোমাব খোঁজে এদিকেও আসবে ওবা।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো ধবা পডে যাব।"

মেযেটি বলল, "আমাব দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ অন্তত নয।"

বাবলু হঠাৎই বলল, "একটা কিন্তু খুব ভুল হযে গেছে।"

মেযেটি বলল, "কীবকম?"

"আমবা দু'জনে এতক্ষণ আছি অথচ কেউ কাবও নামও জানি না।"

"ও হ্যাঁ। এটা তো ঠিক নয। আমাব নাম কমলু সোবেন, তোমাব নাম?"

"আমি বাবলু। ওবা আমাকে—।"

"এসব কথা পবে শুনব। আজ সাবাবাতই এই গভীব জঙ্গলে ক্যানাবি হিলেব মাথায জেগে কাটাতে হবে আমাদেব।"

"তাব মানে উপবাসেব পবে উপবাস।"

"তা কেন? খাদ্যেব ব্যবস্থা হবে। আপাতত একটু ঝবনাব জল খাও তুমি।"

"পাহাডি ঝবনা। জল ভাল তো?"

"তোমাদেব শহববাসীদেব অনেকেবই অবশ্য এসব জল সহ্য হয না। কিন্তু আমবা বনবাসীবা এই জলই খেযে থাকি।"

বাবলু বলল, "আমিও খাব। জলেব অভাবে গলা আমাব শুকিযে কাঠ হযে গেছে। এখন জীবনবক্ষাব জন্য জলেব খুব প্রযোজন।"

কমলু বাবলুকে এক জাযগায বসিযে বেখে হঠাৎ পাহাডেব খাঁজে কোথায যেন হাবিযে গেল। পবক্ষণেই আঁজলা-ভর্তি জল এনে বলল, "খাও।"

এত অল্প জলে কি তৃষ্ণা মেটে? বলল, "আব-একটু হলে হত।"

কমলু আবাব চলে গেল।

বাবলু বলল, "আমিও যাব?"

"না। বিপদ হতে পাবে।"

আবাব এক আঁজলা জল নিযে ফিবে এল কমলু।

বাবলু সেই জল পান কবে স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলল, "আঃ!" বলল, "তুমি যে বললে বিপদ হতে পাবে, কীসেব বিপদ?"

"এই সন্ধেবেলাই জন্তু-জানোযাববা জল খেতে আসে। এখন এখানেও বিপদ ঘটতে পাবে। তাড়াতাডি পা চালিযে চলো।"

একসময ওবা পাহাডেব উচ্চস্থানে উঠে এল।

কমলু বলল, "এই জাযগাটাকে বলা হয সানসেট পযেন্ট। এখান থেকে সূর্যোদয ও সূর্যাস্ত দুই-ই দেখবাব। কিন্তু মুশকিল হল জঙ্গল খুব ঘন বলে বিপদেব ঝুঁকি নিযে কেউই আসে না এখানে। যাবা আসে তাবাও দলবদ্ধ হযে। এখানকাব সূর্যাস্ত তোমাব দেখা না হলেও সূর্যোদযটা কাল দেখতে পাবে।

"কিন্তু এখানে থাকব কোথায়?"

"এখানেই। আপাতত একটু খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাক। এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

বাবলু কমলুর সঙ্গে জায়গাটার পেছন দিকে আসতেই ছোট্ট একটি ঝোপড়ি দেখতে পেল।

কমলু বলল, "কিছুদিন আগে ভুরাবাবা নামে এক সাধুবাবা ডেরা বেঁধেছিলেন এখানে। এখন উনি তীর্থ পরিক্রমায় গেছেন। আমরা রোজ দুপুরে এখানে আসি, আড্ডা দিই, আবার বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেও যাই। আজ রাতে এখানেই আমরা থাকব।"

বাবলু শিউরে উঠে বলল, "এই ঘরে! সাপে কাটবে যে! বিছেয় কামড়াবে।"

"তার চেয়েও বড় কথা, তোমার শত্রুরা এসে তোমাকে আবার তুলে নিয়ে যাবে। আপাতত তুমি এইখানে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

"আমাকে একা রেখে কোথায় যাবে তুমি?"

"খাদ্যের সন্ধানে। জলের খোঁজে।"

এই অন্ধকারে চোখের প্রদীপ জ্বেলেই কমলু এক জায়গা থেকে দেশলাই খুঁজে বের করে একটি বাতি ধরাল। তারপর বিষের তিরগুলো একপাশে রেখে একটি বল্লম ও অন্য তির নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও যখন ফিরে এল তখন বেশ খুশি-খুশি ভাব ওর। এক হাতে জলের বোতল, অপর হাতে কী যেন একটা।

বাবলু বলল, "তোমার হাতে ওটা কী?"

কমলু বলল, "শজারু। আশা করি এটাতেই আজ রাতের মতো হয়ে যাবে দু'জনের।"

"কিন্তু আমি তো এসব খাই না।"

"না খেলে উপোস করে থাকতে হবে। শজারুর মাংস আমাদের খুব প্রিয়। দ্যাখো না, এখনই এটাকে পুড়িয়ে খাওয়ার মতো করে ফেলছি আমি। এ ছাড়া তেল, নুন, লঙ্কা সবকিছুই আছে আমাদের। ভাত-রুটি খেলে তারও ব্যবস্থা আছে। তবে কিনা চাল, আটা তো নেই। এই জায়গায় আমরা ছাড়া আরও অনেকে আসে। তাই যা আনি তা সঙ্গে করেই নিয়ে যাই। এই বনে পাহাড়ে এইরকম ঠেক অনেক আমাদের আছে।"

বাবলু বলল, "বেশ, তাই করো। তোমরা আমার জীবন রক্ষা করেছ। তোমাদের উপকারের কথা আমি কখনও ভুলব না।"

কমলু বলল, "এই কষ্টটুকুও তোমাকে পেতে হত না যদি ঠিক সময়টিতেই ওরা এসে না পড়ত। আমরা দলবল নিয়েই চলে যেতাম আমাদের গ্রামের দিকে। কিন্তু একা আমি দুর্বল তোমাকে নিয়ে অতদূরে যেতে সাহস করলাম না। এও অনেক ঝুঁকি নিয়েই এসেছি।"

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকেই কমলু অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তার কাজ করে যেতে লাগল। অর্থাৎ ওরই মধ্যে জঙ্গলের কিছু শুকনো ডালপালা জোগাড় করে তাতে আগুন দিয়ে অন্য একটি কাঁচা ডালে শজারুটাকে বেঁধে ঝলসে নিতে লাগল। কাজ শেষ হলে বলল, "আর দেরি নয়, এসো আমার সঙ্গে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "কোথায় যাব?"

"এসোই না!"

কমলু ওকে সেই ঝুপড়ির ঘর থেকে নিয়ে এসে আবার সানসেট পয়েন্টের সেই ভাঙাচোরা কংক্রিটের অবজারভেটরির কাছে নিয়ে এল। জঙ্গলের কাঠ দিয়ে ছোট একটি মই করা ছিল এক জায়গায়। সেটাকে টেনে এনে বলল, "এটা ধরে ওপরে উঠে যাও। না হলে ওই ঝোপড়ির ঘরে থাকলে হয় বাঘে খাবে না হয় ভালুক ছিঁড়বে। এখন তো রাত্রে ওখানে কেউ থাকে না তাই ঘরের কোনও আটকান নেই। সাধুবাবার সময় যেটা ছিল সেটা পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। দুপুরবেলা যে ছেলেমেয়েরা এখানে ছাগল চরাতে আসে তারাই নষ্ট করেছে।"

অরণ্যবাসের এ-এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাবলু মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কমলুও শজারুটাকে ওপরে রেখে জলের বোতল আর তেল, নুন, লঙ্কা নিয়ে এল।

পূর্ণিমা আগত বুঝি। তাই ভরন্ত চাঁদ চুঁয়ে একটু-একটু করে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে এই বনভূমির ওপর। কী বিশাল অরণ্যময় প্রান্তর। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল চারিদিকে।

কমলু ওপরে উঠেই মইটাকে টেনে নিল সর্বাগ্রে। তারপর অভ্যস্ত হাতে শজারুটাকে ছাড়িয়ে ছুরি দিয়ে কেটে দু'ভাগ করে সেটাকে তেল-নুন মাখিয়ে বলল, "খাও।"

ক্ষুধার্ত বাবলু অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গেই সেই মাংস খেয়ে ওর ক্ষুধার নিবৃত্তি করল।

কমলু বলল, "ইচ্ছে করলে সবটাই তুমি খেতে পারো।"

বাবলু বলল, "তাই কি হয়? তুমি তা হলে খাবেটা কী!"

"আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি তো তোমার মতো অভুক্ত নই। প্রয়োজনে আমি আরও একটা মেরে আনতে পারি। ওই দ্যাখো, সামনের ওই গাছের ডালে কত প্যাঁচা বসে আছে। ওদের একটা হলেই আমার চলে যাবে। সঙ্গে তির-কাঁড় আছে। আমার জন্য ভেবো না।"

ক্ষুধার্ত বাবলু চেষ্টা করেও সবটা খেতে পারল না। অবশিষ্টটা কমলুই খেল।

কাচের বোতলে আনা জল খেয়ে বাবলু বলল, "এটাকে জোগাড় করলে কোত্থেকে?"

কমলু বলল, "এরকম এখানে অনেক পাওয়া যায়। দলবল বেঁধে বাবু-বিবিরা আসে। আনন্দ করে। খায় আর স্মৃতি রেখে যায়।"

তৃপ্ত বাবলু বলল, "আঃ! এতক্ষণে বাঁচলাম। তা এইবার বলো এই যে জায়গাটা, এটা কোথায়? বিহারে হাজারিবাগের কাছে যে ক্যানারি পাহাড় এটা সেই জায়গাই কি?"

"হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ। হাজারিবাগ শহর থেকে ছ' কিমি দূরে এই ক্যানারি ছিল। সমুদ্রতল থেকে দেড়শো ফুট উঁচু। এখন রাতের অন্ধকারে এমন শুনশান হলে কী হবে, দিনের আলোয় দেখবে এই অবজারভেটরি ভরে যাবে লোকজনে।"

"আমার খু-উ-ব ভাল লাগছে এখানকার পরিবেশটা। এইরকম অরণ্যবাস আর কখনও হয়নি আমার। রাতজাগা পাখিদের এত ডাকও শুনিনি কখনও। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি তো এক আদিবাসী বন্য মেয়ে। তায় বিহার প্রদেশে বাস করছ। আমাদের মতো এমন পরিষ্কারভাবে কথা বলতে তুমি শিখলে কী করে?"

হঠাৎ একটা আর্তস্বর ও সেইসঙ্গে খলখল হাসির সঙ্গে কিছু ভারী পায়ের ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনে শিউরে উঠল বাবলু।

কমলু বলল, "ও কিছু না। হায়েনার হাসি।"

বাবলুর বুক কেঁপে উঠেছে তখন।

কমলু বলল, "ভয় পেলে?"

বাবলু সহজভাবে বলল, "না। তবে অনভ্যস্ত আমি, তাই চমকে উঠেছিলাম। যাক, এবার তোমার কথা বলো।"

কমলু বলল, "আমার কথা কী আর বলব বন্ধু? আমি অরণ্যকন্যা হলেও আমার জন্ম কিন্তু পার্বত্য বাংলায়।"

বাবলু অবাক বিস্ময়ে তাকাল ওর মুখের দিকে। বলল, "পার্বত্য বাংলা। সে আবার কোথায়?"

কমলু খিলখিল করে হেসে বলল, "ও মা! তাও জানো না? পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো পার্বত্য বাংলা হল মাঠাবুরু রেঞ্জে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ছাতনি গ্রামে আমার জন্ম। মানুষও হয়েছি সেখানে। গত বছর মাধ্যমিক পাশ করেছি। এমন সময় হঠাৎ আমার মা মারা গেলেন। আর বাবা? কী যে হল তাঁর, মায়ের শোকেই বোধ হয় খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করে তিনিও দেহ রাখলেন। আমি তখন কী করি? বাধ্য হয়েই আমার মামার বাড়ি হাজারিবাগ চলে এলাম। আগেও এখানে যাতায়াত ছিল। তাই এখানকার পরিবেশের সঙ্গেও খাপ খইয়ে নিতে খুব একটা দেরি হল না। আমি অরণ্যপর্বত ভালবাসি। সেই কারণেই কয়েকজন মনোমতো সঙ্গিনীকে নিয়ে তোলপাড় করে বেড়াই চারদিক। ভাগ্যে আজও এসেছিলাম, তাই তো তোমার পাশে দাঁড়াতে পারলাম।"

"তোমার মামার বাড়ির গ্রাম কতদূর?"

"অনেকদূর এখান থেকে। আমরা তো অন্যদিকে চলে এসেছি।"

"আমি তোমাদের গ্রামে যাব। কেন না এই মুহূর্তে দু'-একদিন বিশ্রামের খুব প্রয়োজন আমার।"

"নিশ্চয়ই যাবে।"

কমলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখা গেল হঠাৎ জোরালো মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

কারা যেন আসছে। অত্যন্ত চুপিসারে ধীর-ধীরে আসছে ওরা। ওরা কারা? প্রিন্সের লোকরা কি?

সত্যিই তাই। ওরা এসে চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজল।

একজন বলল, "ও এখানে আসেনি। এলেও বাঘের পেটে যাবে, ওর পক্ষে পালানো অসম্ভব।"

"কিন্তু ও তো একা নয়। স্থানীয় লোকজন কেউ-না-কেউ আছেই ওর সঙ্গে।"

"যেই থাক, এই জঙ্গলের বাইরে ওরা এখনও যেতে পারেনি।"

কথা বলতে বলতে ওরা অবজারভেটরির নীচে এসে বসল।

একজন বলল, "জিমির শোকে প্রিন্স পাগলা হয়ে গেছে। ওর মতো কঠিন হৃদয়ের লোক যে এইভাবে ভেঙে পড়বে তা কিন্তু ভাবা যায়নি।"

"এবার তো আরও হিংস্র হয়ে উঠবে ও। ছেলেটাকে যদি সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায়, ওকে তা হলে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। এমনকী, রাকাও বাদ যাবে না। ওর ওপরেও দারুণ চটেছে প্রিন্স। কেন না ওর পলিটিক্সেই তো এই---"

"ওর হিংস্র হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ আছে। শুধু কি জিমি? এতদিনের পোষা ট্রেনিং দেওয়া ডালকুত্তাগুলোর কী অবস্থা হল? এরাই তো ওর আসল সৈনিক। কোনও খুনেরই প্রমাণ রাখত না এরা। ওদের খপ্পরে যারা পড়ত তাদের ওরা চিবিয়ে খেত।"

"তবু রক্ষে যে, দুটোকে সঙ্গে নিয়ে গেছে রাকা।"

"কী যে করছে ও কে জানে? বেশ কাজকারবার চালছিল আমাদের। মাঝখান থেকে কালাচাঁদের ট্র্যাপে পড়ে বেশি প্রভাব খাটাতে গিয়েই এত কাণ্ড হল। না ওই মেয়েটার ওপর হামলা করবে, না এত কাণ্ড হবে। ছেলেটাকে চুরি করে আনারও কোনও দরকার ছিল না। প্রিন্স বলেছিল, ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ো না, ছেড়ে দাও। ও কিন্তু শুনল না কোনও কথা।"

"কালাচাঁদটা তো গেছে। এখন এই পাপটা গেলে যেন বাঁচি।"

"শুধু কালাচাঁদ? মঙ্গেশ নামে কোডারমার একজন ক্যাডারও গেছে।"

"কোডারমাতে রাকা কী করতে গেল?"

'ও কীভাবে যেন জেনেছে এই ছেলেটার দলবল আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে নাকি মঙ্গেশের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে কোডারমায় আসছে। তাই ওদের উচিত শিক্ষা দিতেই গেছে ও।"

"এই শিক্ষাটা ও নিজেই না পেয়ে যায়!"

"আমাদের এখন পতনের মুখ। ধ্বংসের দেবতা জেগে উঠেছে আমাদের। আমার মনে হয় তাই-ই হবে।"

"হওয়া তো উচিত। রাকার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ওকে অতটা বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছিল প্রিন্সের।"

"ওর মতো একটা ফালতু লোককে দলে নেওয়াটাই তো ভুল হয়েছিল রাকার।"

"রাকা ফালতু লোক নয়। আন্তর্জাতিক চোরাচক্রের মধ্যমণি তো ও-ই। রাকা না থাকলে তো কার্ভালোকে পাওয়া যেত না।"

"প্রিন্স কি আজ এখানে থাকবে?"

"মনে হয়, না। কেন না জিব্রাল্টারের পরিবেশটা প্রিন্সের এমনিতেই অপছন্দের। যদিও ওই বাড়িতে মাঝে-মাঝে কাউকে ধরে এনে লুকিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোনও কাজ হয় না, তবুও আজকের পর জিব্রাল্টার ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"আমারও মনে হয় সেটা করাই উচিত। কেন না ছেলেটি যদি কোনওরকমে জঙ্গলের বাইরে যেতে পারে তা হলে পুলিশে খবর দেবেই। পুলিশ এইরকম একটা লোভনীয় খবর পেলে প্রিন্সের অবস্থা কী হবে বুঝতে পারছ তো?"

"ওর অবস্থা এখন কর্নাটকের সেই চন্দনদস্যুর মতো। ও নিজে থেকে ধরা না দিলে ওকে ধরে কার সাধ্যি। আমাদের জঙ্গল সার্চ করতে বলেই মন্টিকে পাঠিয়ে দিয়েছে হাজারিবাগ। ওই ছেলেটা থানায় ঢুকতে গেলেই ওকে গুলি করে মারবার নির্দেশ দিয়েছে।"

"বলিস কী!"

"হ্যাঁ। হিম আর ভীমকে বলেছে কুকুরগুলোকে সমাধি দিতে। আমার ওপর নির্দেশ আছে ছেলেটাকে খুঁজে পেলে কোডারমায় শিবকুমার শর্মার সেই ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়ার। অবশ্য এমন নির্দেশও আছে, বেশি গোলমাল করলে যেন পথেই শেষ করে দিই। দিয়ে ওর মাথাটা পাঠিয়ে দিই প্রিন্সের কাছে।"

"অতটা ঝুঁকি না নিয়ে আমার মনে হয় জ্যান্ত ছেলেটাকেই ওর কাছে পৌঁছে দেওয়া ভাল।"

বাবলু আর কমলু অবজারভেটরির ছাদে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ওদের এই সমস্ত কথাবার্তা কানখাড়া করে শুনছিল।

একসময় চাপা গলায় বাবলু বলল, "সত্যি, এই সময় আমার পিস্তলটা যদি কাছে থাকত, তা হলে যে কীভাবে লড়ে যেতাম ওদের সঙ্গে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারতে না।"

কমলু অবাক হয়ে বলল, "তুমি পিস্তল শুটিং জানো?"

"না জানলে বলি?"

"এদের একটাকে অন্তত ঘায়েল করতে পারলে পিস্তল কিংবা রিভলভারের একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত।"

"দেখবে নাকি চেষ্টা করে?"

"কিন্তু ওরা যে ছাদের নীচে। এখান থেকে নজরেই আসছে না। না হলে আমার কাছে তির-কাঁড় যা আছে তাতে বেশ ভালভাবেই লড়া যায় ওদের সঙ্গে।"

এমন সময় একজন বলল, "এই রামদীন, তুই ওই ঝোপড়িটা একবার দেখে আয় তো, যদি ওখানে লুকিয়ে থাকে।"

রামদীন বলল, "আরে নেহি বাবা। ও লেড়কা অ্যাযসা বুরবাক নেহি।"

"তোকে যা বলছি তাই কর না। গিয়ে দেখে আয়। থাকলে ভাল। না থাকলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আয়।"

রামদীন বলল, "যো হুকুম।" বলে মশাল নিয়েই উঠে গেল। তারপর ঝোপড়িটা ভাল করে দেখে বলল, "নেহি। ইধার তো কোঈ নেহি হ্যায়।"

"তা হলে চলে আয়।"

রামদীন ওদের কথামতো তাই করল। অর্থাৎ চলে আসার আগে মশালের আগুনে ঝোপড়িটা জ্বালিয়ে দিল।

শুকনো ডালপাতা আগুনের সংস্পর্শে নেচে উঠল প্রলয় নাচনে। অন্ধকারে আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

নীচের একজন চেঁচিয়ে উঠল, "অবজাবভেটরির মাথায় কে?"

অন্যজন বলল, "কে আবার! ভূত!"

"বাজে বকিস না। ওই, ওই দ্যাখ। আগুন জ্বলে উঠতেই একটি ছেলে ও মেয়ের ছায়া পড়েছে এখানে। দ্যাখ ভাল করে।"

সত্যিই তো! অন্ধকারে অবজারভেটরির ছাদে ওরা দু'জনে বসে ছিল আক্রমণের ভঙ্গিতে। কমলুর হাতে ছিল তির-কাঁড়। আগুনের আভায় ওদের ছায়াটা পাশের ঝোপের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ওপরে কারা? শিগগির নেমে এসো বলছি। নামো, না হলে কিন্তু বাধ্য হব গুলি চালাতে।"

বাবলু ও কমলু দু'জনেই তখন আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।

অন্যজন বলল, "কোথায় কে? তুই মনে হয় ভুল দেখেছিস।"

"আমার চোখকে ফাঁকি? একটা ছেলে আর একটা মেয়ের ছায়া আমি স্পষ্ট দেখেছি।"

"ওরা তো তারা নাও হতে পারে।"

"কিন্তু মেয়েটির হাতে তির-ধনুক ছিল।"

"তা হলে নিশ্চয়ই কোনও আদিবাসী শিকারে এসেছে।"

"উঁহু। আদিবাসীরা ওইরকমভাবে শিকারে আসে না। এ সেই ছোকরাটা ছাড়া আর কেউ নয়। কোনও আদিবাসী মেয়ের সাহায্য নিয়েই ও বেরিয়ে এসেছে। কেন না আমাদের কুকুরগুলো সব বিষাক্ত তিরের আঘাতে মরেছে।" বলেই লোকটি আবার হাঁক পাড়ল, "কে আছ ওপরে, নেমে এসো বলছি।"

বাবলু দেখল, ধরা যখন পড়েই গেছে তখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন নেই। তাই বলল, "কী করে নামব? ওঠার সময় বেশ উঠেছি। এখন নামতে যে পারছি না।"

লোকটি কঠিন গলায় বলল, "কে তুই?"

"আমি সেই। সেই আমি।"

"তোর সঙ্গে আর কে আছে?'

"আমার সঙ্গে আছে যম। অবশ্য আমার নয়, তোমাদের।"

"তবে রে! তোকে দেখাচ্ছি মজা। তোর সব চালাকি বের করছি। ওই কুকুরগুলোর মতো অবস্থা তোরও যদি না করি তো আমার নাম নেই।"

"তোমাদের নিজেদের হালও যদি ওইরকম না করি তো আমারও নাম নেই।"

লোকটি দারুণ রেগে বলল, "কে কার কী করে দ্যাখ এবার।"

বাবলু ভেংচি কেটে বলল, "অ্যাপ।"

লোক দু'জন বাবলুর সঙ্গে আর কথা-কাটাকাটি না করে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। এই অবজারভেটরির ছাদে ওঠার জন্য একটা সিঁড়িও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিঁড়ির অর্ধেকটা ভাঙা। সেই ভাঙা সিড়ির কাছে এসে কয়েক ধাপ ওপরে উঠে একজন বলল, "রামদীন, তুই একবার এদিকে আয় তো দেখি। তোর কাঁধে ভর দিয়ে ছাদে উঠি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে রামদীন এগিয়ে এল। সিঁড়ির সর্বশেষ ধাপটিতে দাঁড়িয়ে বলল, "আউর তো হ্যায়ই নেহি। হিঁয়া আ যাইয়ে।"

যে পর্যন্ত সিড়ির ধাপ গিয়ে ভাঙা জায়গায় শেষ হয়েছে সেই পর্যন্ত গিয়ে রামদীন ওই কথা বলতেই উগ্র মেজাজের সেই লোকটি গিয়ে রামদীনের কাঁধে পা রেখে ছাদে উঠতে গেল।

বাবলু আর কমলু তৈরিই ছিল। লোকটি ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতেই ওরা এমন একটা ধাক্কা দিল তাকে যে, বিকট চিৎকার করে একেবারে দেড়শো ফুট খাদে। শুধু সে নয়, রামদীনও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সিঁড়ির নীচে।

অন্য লোকটি তখন ঝুঁকে পড়ে খাদের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গীর অবস্থা দেখতে যেতেই আর এক কাণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশের একটা গর্ত থেকে বুনো বাঘ একটা বেরিয়ে এসে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। কিছুক্ষণ বাঘে-মানুষে প্রচণ্ড লড়াই। তারপরই সব শেষ। শিকার মুখে নিয়ে বাঘটা পালাতেই রামদীন 'বাবা রে মা রে' করে একটা মশাল নিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই পালাল।

কমলু আর বাবলু তখন মই বেয়ে নীচে। সিড়ির মুখে ঝুঁকে পড়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল একটি লোডেড পিস্তল। বিদেশি জিনিস। সেটা টোটা ভর্তিই ছিল।

বাবলুর মন আনন্দে ভরে উঠল।

কমলু বলল, "তা হলে?"

"অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।"

কমলু বলল, "উঁহু। অন দ্য হিল টপ।"

"থ্যাঙ্কস।"

"তুমি তো একটা পিস্তল কিংবা রিভলভার চাইছিলে, পেয়ে গেলে। এখন আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক হবে না। ওই লোকটা গিয়ে যদি তোমার ওই প্রিন্স না কী যেন, তাকে জানিয়ে দেয় তা হলে কিন্তু যা-তা ব্যাপার হয়ে যাবে একটা। সবসময় তো চালাকি খাটবে না।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। চলো তবে।"

ওরা শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া দুটো মশাল নিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। অন্ধকারে ওঠার চেয়ে নামাটাই বেশি কষ্টকর। কেন না একবার পা ফসকালে একেবারে গভীর খাদে পড়ে যেতে হবে। খাদের গভীরতা এখানে কোথাও কুড়ি ফুট, কোথাও সত্তর ফুট, কোথাও বা একশো ফুট। এর ওপরে আছে বন্য জন্তুর ভয়। চিতা আর ভালুকের উপদ্রব এই অঞ্চলে খুব বেশি।

যাই হোক, বরাত ভাল যে, একটা শেয়ালও চোখে পড়ল না ওদের। তবে দূর থেকে অনেক বন্যজন্তুর নানারকম ডাক শোনা যেতে লাগল।

পাহাড় থেকে নেমে প্রথমেই ওরা মশালদুটোকে ফেলে দিল একপাশে। তারপর দু'জনেই অন্ধকারে মিশে এগোতে লাগল জিব্রাল্টারের দিকে। খানিক গিয়ে এক-জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে দূর থেকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু না। বাড়িটা আগের মতোই থমথম করছে প্রেতপুরীর মতো। সেখান থেকে কাউকেই ঢুকতে বা বেরোতে দেখা গেল না।

কমলু বলল, "কী করবে? এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবে, না এগোবে শহরের দিকে?"

"তাতেই বা লাভটা কী হবে? আমার হাতে পিস্তল যখন আছে তখন বিপদ বুঝলেই চালিয়ে দেব। আর একটু থেকে দেখাই যাক না! রামদীন নামে ওই লোকটাই বা গেল কোথায়?"

কমলু বলল, "তা হলে এক কাজ করা যাক। এইভাবে নীচে দাঁড়িয়ে না থেকে কোনও একটা গাছের ডালে আশ্রয় নেওয়া যাক। তুমি গাছে উঠতে পারো তো?"

"পারি। তবে খুব বড় গাছ হলে পারব না।"

কমলু বলল, "বড় গাছের দরকার নেই। ছোটখাটো গাছ হলেও হবে। আসলে একটু লুকিয়ে থাকার জন্য।

কেন না এইসব এলাকা হচ্ছে কুখ্যাত এলাকা। অনেকরকমের খারাপ লোকের আনাগোনা এখানে। চোর-ডাকাতদের অভয়ারণ্য এইসব জায়গা। খুন-জখম সবকিছুই হয়। রাতের অন্ধকারে কখন যে কী হয় এখানে, তা কেউ জানে না।"

ওরা একটা ঘন পাতায় মোড়া ছোট গাছের ওপর উঠে শক্ত ডালে বসে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল।

কমলু বলল, "ভোরের আলো ফুটে না ওটা পর্যন্ত এইভাবেই নিশ্চিন্তে বসে থাকা যাক। লোকজনের চলাচল শুরু হলে আর আমাদের আত্মপ্রকাশের কোনও বাধা থাকবে না।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল।" বলেই বলল, "আবার আমার কীরকম যেন খিদে পেয়ে যাচ্ছে।"

কমলু বলল, "তা তো পাবেই। তবে কিনা সকাল না হওয়া পর্যন্ত কিচ্ছুটি করা যাবে না আর।"

"সকাল হলেই বা লাভ কী? কিছু যে কিনে খাব সে পয়সাও তো নেই।"

"আমারও তো নেই। তবু ব্যবস্থা একটা হবেই। কোনওবকমে এই এলাকার বাইরে যেতে পারলে অনেক দোকানপত্তর পাওয়া যাবে। আমার চেনাজানা দোকানও আছে অনেক। সেখানেই তোমাকে পেট ভরিয়ে কিছু খাইয়ে নেব। তারপরে আমাদের গ্রামে যাবে তুমি। তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়াব ব্যবস্থা আমরাই করে দেব।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। তবে কিনা তোমাদেব বাড়িতে যাওয়ার আগে একবাব থানায় যাব আমরা। সেখানে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে এই পিস্তলটা জমা দিতে হবে। নাঃ, থাক—।"

"থাক কেন! কী বলতে চাও তুমি?"

"ভাবছি এটা জমা দেব না। কাবণ, একেবারে বাড়ি না ফিবে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে সবসময় আমার কাছে-কাছেই বাখা উচিত। কেন না হঠাৎ কবে যদি কোথাও কোনও বিপদে পড়ি তখন কিন্তু এ-ই আমাকে রক্ষা করতে পারবে।"

"ঠিক। তা আমি বলি কী, এইসব জায়গা ভাল জায়গা নয়। আমাব মনে হয় তুমি এখানেও থানা-পুলিশ করতে যেয়ো না। প্রথমে আমাদের গ্রামে চলো, তারপরে সোজা বাড়ি চলে যাও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু এখানকার এই ব্যাপারস্যাপারগুলো স্থানীয় পুলিশকে জানানো তো দবকাব। বিশেষ করে এই দল যখন পুলিশের নোটিশে আছে।"

"ধরো ওখানেই ওদের কোনও স্পাই যদি ঘাপটি মেরে থাকে, তা হলে?"

বাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "এই কথাটা অবশ্য তুমি মন্দ বলোনি। এখান থেকে দূবে কোথাও গিয়েই ববং যা করবার করি।"

"সেটা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

এমন সময় হঠাৎ ওদের নজবে পড়ল একটি গাড়ির আলো ধীরে ধীরে এদিকে আসছে। ওরা স্থির দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। এ-পর্যন্ত ট্রাক চলাচলের উপযুক্ত পথ আছে। তাই গাড়িটাব এ-পথে আসতে কোনও অসুবিধে হল না।

গাড়িটা এসে জিব্রাল্টারেব অদূরে রাস্তার ধারে এক জায়গায় থামল। অ্যামবাসাডার গাড়ি একটা। গাড়ির আলো নিভল। গাড়ির ভেতব থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে জিব্রাল্টারের বহুদিনের অব্যবহৃত মরচে-ধরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে আলোর সংকেত দেখাল।

একবার, দু'বার, তিনবার।

কিন্তু না। ওদিক থেকে কোনও সংকেতই এল না।

লোকটি এবার পাখির ডাকের মতো কবে এক ধবনেব আওয়াজ দিল। কিন্তু কাজ হল না তাতেও।

ওর পাশে তখন আর একজন এসে দাঁড়াল। সেও ওইভাবে আলোর সংকেত দিয়ে বাঁশি বাজাল।

তাতেও এল না কেউ।

গাড়ির ভেতর থেকে এবার পুরোদস্তুব সাহেবি চেহারায় একজন নেমে এসে বলল, "হাউ স্ট্রেঞ্জ! টনি! রকি! গো অ্যাহেড অ্যান্ড সার্চ দ্য রুম। হোয়্যার ইজ মাই ফ্রেন্ড? কোথায় তার দলবল?"

টনি, রকি সেই লোহার গেট টপকে বুলডগের মতো ছুটল সেই বাড়ির দিকে। ওদের দু'জনেরই হাতে ম্যাগনাম...।

এবার ভীত, সন্ত্রস্ত একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল গাড়ির ভেতর থেকে। বলল, "এ কী! কার্ভালো! তোমার গলায় অন্য সুর দেখছি। তুমি এখনও রাকাকে তোমার ফ্রেন্ড বলছ কী কারণে? আমরা তাকে খুন করতে এসেছিলাম।"

কার্ভালো রাতের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "জাস্ট লাইক এ ফুল। রাকা আর

আমি এক। আমরা তোমাকেই খুন করবার জন্য এই ফাঁদ পেতেছিলাম। নাউ বি রেডি ফব ডেথ।"

'ঢিসুম।"

আর্তনাদ করে উঠল লোকটি।

গুলির শব্দ শুনেই ফিরে এল টনি, রকি। কিন্তু এ কী! বাবলু আর কমলু সবিস্ময়ে দেখল, জঙ্গলের ভেতর থেকে সশব্দে দুটো গুলি ছুটে আসতেই ছিটকে পড়ল টনি, রকিও। গুলি দুটো ওদের পায়ে লেগেছে।

কার্ভালোও সেই চরম মুহূর্তে জঙ্গল লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুড়েই গাড়ি নিয়ে উধাও। কিন্তু প্রশ্ন এই, জঙ্গলের ভেতর থেকে ওই গুলিদুটো ছুড়ল কে?

॥ ১৪ ॥

কে যে কোথা থেকে কী করল তা ভেবেও পেল না ওরা। নেমে যে দেখবে বা এগিয়ে যাবে, সে সাহসও হল না ওদের। কেন না ঘায়েল চিতার মতো টনি, রকি হিংস্র দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে শিকারি কুকুরের মতো খুঁজছে সেই আততায়ীকে।

কমলু আর বাবলু বুঝতে পারল না ঘটনার গতি এবার মোড় নেবে কোন দিকে।

গুলি খাওয়া টনি, রকি ঝুঁকে পড়ে কার্ভালোব গুলিতে নিহত সেই মৃতদেহটাকে একবার ভাল কবে দেখল। তারপর আর কোনও বাধা না পেয়ে অন্ধকাবে মিশে আগ্নেযাস্ত্র তাগ কবে পিছু হটতে হটতে চলে গেল যে পথে কার্ভালোর গাড়িটা উধাও হয়েছে সেই পথে।

এর পরে বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। একবার একটি শেয়াল অথবা কুকুর এসে শুঁকে দেখল মৃতকে। তারপর কেমন যেন ভয় পেয়ে পালাল। ভয় পাওয়ার কারণও আছে। দেখা গেল বলিষ্ঠ চেহারাব একজন লোক টলতে টলতে জঙ্গলেব ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মৃতর পাশে দাঁড়াল। ওব নাড়ি টিপে কী যেন পবীক্ষা করল। হযতো দেখল ওব সারা শবীবে কোথাও আর প্রাণের স্পন্দন আছে কি না। যখন বুঝল সব শেষ তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই পকেট থেকে রুমাল বের কবে কপালের ঘাম মুছে একটা সিগারেট ধবাল।

গাছের ডালে বসেই এইসব দেখতে দেখতে বাবলু বলল, "অসম্ভব মাথামোটা লোক তো।"

কমলু বলল, "কেন?"

"এই মুহূর্তে গুলি খাওয়া ওই লোকদুটো যদি আবার ফিবে আসে?"

"তা হলে তো ভালই হয়, খেলাটা জমে ওঠে আরও।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় এই লোকটা ওদেব জন্য অনেকক্ষণ থেকেই ওত পেবে ছিল। ও নিশ্চযই জানত ওরা এই সময়ের মধ্যে এখানে আসবে।"

"তোমার ধারণাই ঠিক। তবে কিনা লোকটা ওদের বুকে গুলি না কবে পায়ে গুলি করল কেন?"

"হয়তো ওদের একেবারেই মারতে চায়নি। আসলে কাউকে শাস্তি দিতে গেলে তাকে জখম করেই জিইয়ে বাখা উচিত।"

"আমরা তা হলে আর কতক্ষণ এইভাবে বসে থাকব?"

"না। আর বসে থাকা নয়, এগিয়ে যেতে হবে ওদেব দিকে। গিয়ে দেখতে হবে রহস্যটা কী? জানতে হবে ওবা কাবা? রাতের অন্ধকারে কেন ওদের এই প্রতিশোধ নেওযার পালা?" বলেই ঝুপঝাপ গাছ থেকে নেমে পড়ল দু'জনে।

কমলুর হাতে তিব-ধনুক।

বাবলুর হাতে পিস্তল। যদিও এটা ওর নিজের নয়, তবুও এই ঘোর বিপদে এটাই ওর রক্ষাকবচ।

ওরা সরীসৃপের মতো একটি একটু করে এগিয়ে সেই লোকটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পিস্তল উদ্যত করে খুব কাছে গিয়ে চাপা গলায় বাবলু বলল, "হে রহস্যময় আততায়ী। আপনার পরিচয় পেতে পারি কী? কে আপনি? কার প্রতীক্ষা করছেন? আর এই মৃত লোকটিই বা কে?"

আততায়ী চমকে উঠল না। ভয় পেল না। বলল, "বাবলু! তুমি কিন্তু অত্যন্ত লাকি। তুমি যে বেঁচে আছ এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। রাকার খপ্পর থেকে তুমি মুক্তি পেলে কী কবে?"

বিস্মিত বাবলু বলল, "আপনি আমাকে চেনেন?"

"তোমার বন্ধুদেরও চিনি। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্চু, আর এই ল্যাংচা ছেলেটিও মন্দ নয়। তবে মারাত্মক একটি যন্ত্র তোমরা সঙ্গে রেখেছ বটে। কী নাম যেন ওর? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার বারোটা তো ওই বাজিয়ে দিয়েছিল প্রায়।"

বাবলু বলল, "আপনি এতসব জানলেন কী করে? কে আপনি? ওদের সঙ্গে কোথায় আপনার দেখা হয়েছিল?"

"তার আগে বলো তুমি বাবলু কিনা?"

"হ্যাঁ, আমিই বাবলু।"

"আমার নাম প্রাণকিশোর। আর এই যে ডেডবডিটা পড়ে আছে দেখছ, এই হচ্ছে তোমাদেব শিকার। ওর নাম শিবকুমার শর্মা। একজন জাল ড্রাগিস্ট।"

বাবলু বলল, "ওঁব সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?"

"শিবকুমার আমার প্রাণের বন্ধু। ওদের এই অপবাধ জগতের আমিও অপর এক খলনায়ক। তবে ভাই, যে যত বড় শয়তানই হোক না কেন, একসময় সে ঠিকই তার নিজেব ভুল বুঝতে পারে। প্রিন্সেব চাতুরি, রাকার ফাঁদ সব আমরা বুঝে গেছি। তাই আস্তে-আস্তে আমরা গুটিয়ে নিচ্ছিলাম নিজেদের। কিন্তু মাঝখান থেকে কার্ভালো এসে জট পাকিয়ে দিলে সব। ওর ট্র্যাপে পড়ে ফেঁসে গেল শিবকুমার। আমার মতো হিতৈষী বন্ধুকেও ভুল বুঝল। তোমাদেরই দলের মানেকা নামের একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করার ব্যাপাব নিয়ে আমার সঙ্গে বিরোধ তুঙ্গে উঠে যায়। যখন আমি বুঝতে পারি ওদের চোখেব মণিতে আমাকেই খুন করার সংকল্প স্থিরভাবে খেলা করছে তখনই ঠিক করি ওদেব দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিযে আমি পুলিশের কাছে গিয়ে আমার সমস্ত অপরাধের কথা কবুল কবে আত্মসমর্পণ করব।"

বাবলু বলল, "কিন্তু...।"

"তোমার কিন্তুর উত্তর আমি দিচ্ছি। সেই বরাকর থেকে পুলিশের নজব এড়িযে আমি উল্কাব মতো ছুটে এসেছি ওদের হত্যা করে তোমাদেব সেই অপহৃতা মেয়েটিকে উদ্ধার করব বলে।"

বাবলু বলল. "কী বলছেন কি আপনি? মানেকা ওই কার্ভালোব গাড়িতে ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। তারপরে শোনো, বরাকবে তোমাদের পঞ্চুব তাড়া খেয়ে পড়ে গিয়ে আমি খুবই জখম হয়েছিলাম। সেই অবস্থায এতদূব এসেছি মোটববাইক নিযে। ওরা আসবাব আগেই এসে পৌঁছেছি। এসে শত্রুব প্রতীক্ষা করছি। মোটরবাইকটাকে জঙ্গলের একপাশে লুকিয়ে রেখে আমার রিভলভাব ঠিক কবে নিতে গিয়েই দেখি আমার কাছে দুটোর বেশি গুলি নেই। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে রীতিমতো দমে গেলাম আমি। তবু সংকল্পচ্যুত হলাম না। আমাব টার্গেট দু'জন। দুটো গুলিই যথেষ্ট। আমি যখন ওদের প্রতীক্ষা করছি তেমন সময দেখি তোমরা দু'জনে আসছ। মশালের আলোয় তোমার মুখ দেখেই আমাব মনে হল তুমিই সেই বাবলু। ওই মেয়েটি কে?"

বাবলু বলল, "রাকার বন্দিশালা থেকে ওব দলবল নিয়ে ও-ই আমাকে উদ্ধার করেছে। আমার কৌশল, আমার বুদ্ধি, কোনওটাই কাজে লাগেনি এখানে। ওরা না থাকলে আমাকে অসহায়ভাবে মরতে হত।"

"যাকগে, তোমরা এলে, গাছে উঠলে, সবই চেয়ে চেয়ে দেখলাম। এমন সময় ওরা এল। ওরা চারজন। আমার কাছে বুলেট মাত্র দুটি। তাই বীরবিক্রমে ঝাঁপিযে পড়তে পারলাম না। কিন্তু কার্ভালো যে শিবকুমারকে ওইভাবে হত্যা করবে এ আমি ভাবতেই পারিনি। কী নিষ্ঠুর! কী দারুণ বিশ্বাসঘাতক। যাই হোক, পাপের বেতন মৃত্যু, এ সবাই জানে। শিবকুমার আমার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কাজেই এটা তার প্রাপ্য ছিল। আমি তখন এমনই মর্মাহত হলাম যে, শিবকুমারের জন্য চোখে জল এসে গেল আমার।"

বাবলু বলল, "সে কী! আপনি তো বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকেই খুন কবতে এসেছিলেন? তার জন্যে আপনার চোখে জল আসবে কেন?"

"জানি না। হয়তো মায়ায়।"

বাবলু প্রাণকিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করল একটু। তাবপর বলল, "আচ্ছা, ওই যে দু'জন লোককে আপনি গুলি করলেন ওরা কারা?"

"ওরা হল টনি আর রকি। দুষ্ট কার্ভালোর ডান হাত, বাঁ হাত। ওদের ঘায়েল না করে কার্ভালোকে গুলি করলে ওরা ঠিক এসে খুঁজে বের করত আমাকে। তাই ভেবেছিলাম ওদের একজনকে মেরেই কার্ভালোকে শেষ করব। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জের দূরে থাকায় প্রথম গুলিটা একজনের পায়ে লাগে। দ্বিতীয় গুলিটাও ফসকে গিয়ে লাগে আর একজনের পায়ে। ততক্ষণে ধূর্ত কার্ভালো আন্দাজেই গুলি করে গুলির

শব্দের লক্ষ্যস্থল অনুমান করে। ওর সেই গুলিও বেকার হয়নি। গুলিটা আমার পায়ে লাগে। অসহ্য যন্ত্রণা চেপে আমি কিন্তু কথা বলছি তোমাদের সঙ্গে। আমার বন্ধুর মরদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম, ওরা চলে গেলে গাছ থেকে নেমে তোমরা ঠিক আমার কাছে আসবে। এখন শোনো, তুমি মুক্তি পেলেও তোমার বন্ধুদের পরিণামে যে কী আছে, তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। ওরা আজ কোডারমায় গেছে। এদিকে খবর পেয়ে রাকাও প্রিন্সের ডালকুত্তাদের নিয়ে রওনা হয়েছে ওদের মোকাবিলা করতে। এতক্ষণে ওরা হয়তো শেষই হয়ে গেছে। আর কার্ভালো এই মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যে রাখবে তা জানি না। এই জিব্রাল্টার থেকেই ওকে পাচার করার মতলব ছিল তা জানি।"

বাবলু বলল, "আমি যাব আমার বন্ধুদের কাছে। কীভাবে যাব, কোথায় যাব, একটু বলতে পারেন?"

"অবশ্যই পারি। আমার মোটরবাইকটা নিয়ে তুমি...।"

'থামলেন কেন, বলুন? আমি চালাতে পারি।"

"তবে তো কোনও চিন্তাই নেই। তুমি এখনই আমার মোটরবাইকটা নিয়ে ধাওয়া করো কার্ভালোকে।"

"সে তো এখন অনেক দূরে। কোথায় কতদূরে চলে গেছে তা কে জানে?"

"না। বেশিদূরে যায়নি বা যেতে পারেনি সে। এই এলাকার বাইরে বড় রাস্তায় গেলেই শের সিং-এর পঞ্জাবি ধাবা দেখতে পাবে। ও ওইখানেই কোথাও মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখে বিশ্রাম নেবে।"

"আর আমার বন্ধুরা?"

"তাদের উদ্ধার করা তোমার পক্ষে আব সম্ভব নয়। বরং মেয়েটিকে উদ্ধাব করে পরে তুমি ও কোডারমায় গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারো ওরা বেঁচে আছে না ডালকুত্তার পেটে।"

বাবলু আর কমলু দু'জনে মিলে জঙ্গলের ভেতর থেকে মোটরবাইকটাকে ধরাধরি করে টেনে আনল।

বাবলু প্রাণকিশোরকে বলল, "চেপে বসুন এতে।"

"আমি! আমি কেন? তোমবা যাও।"

"তাই কি হয়? আপনাকেও যেতে হবে। না হলে এই জঙ্গলেব মধ্যে একা আপনি নিরস্ত্র পড়ে থাকবেন নাকি? তা ছাড়া এখনই আপনার কোনও একটা নার্সিংহোমে গিয়ে গুলিটা অবিলম্বে বের কবা দরকার।"

"আমাব জন্য চিন্তা কোবো না বন্ধু। আগে আমি থানায় যাব। তারপরে অন্য ব্যবস্থা।"

"তবে তাই চলুন।"

প্রাণকিশোর বসলে বাবলু কমলুকে বলল, "এবার একটু কষ্ট করে তুমিও বসে পড়ো।"

কমলু বলল, "আমাব কাজ শেষ। এবার আমিও যে বিদায় নেব। এই অবস্থায় তুমি তো আমাদের গ্রামে যেতে পাববে না। পবে ববং দলবল নিয়ে আর একবার এসো, তখন সবাই মিলে তোলপাড করব এখানকার বন-পাহাড়।"

বাবলু বলল, "আসব—আসব নিশ্চয়ই আসব। তবে কিনা আমি যে ভয়ানক ক্ষুধার্ত। তুমি না বলেছিলে কোথাও নিয়ে গিয়ে আমাকে কিছু খাওয়াবে।"

"ও, হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম, চলো তবে।"

এবার কমলুও চেপে বসল।

বাবলু স্টার্ট দিল মোটরবাইকে। প্রথমটা একটু অসুবিধে হল। কেন না হালকা ধরনের স্কুটার চালাতেই অভ্যস্ত বাবলু। এটা অসম্ভব ভারী। তার ওপরে সওয়ারি তিনজন। এবং ওর শরীবও অভুক্ত থাকার ফলে অত্যন্ত দুর্বল।

যেতে যেতে প্রাণকিশোর বলল, "এরা তোমাকে ভাল করে খেতেও দেয়নি মনে হচ্ছে।"

কমলু বলল, "ভাল করে খেতে না দেওয়া ছাড়া একফোঁটা জল পর্যন্ত দেয়নি। ঘরের ভেতর শূন্য কলসি একটা রেখে গিয়েছিল।"

বাবলু বলল, "নেহাত কমলু একটা শজাক মেরে খাইয়েছিল তাই রক্ষে। না হলে শুকিয়েই মবতাম। এখনও ওর সাহায্য ছাড়া চলবে না। কেন না আমি একেবারেই মানিলেস।"

"বলো কী?"

"আমাব কাছে টাকাপয়সা যা কিছু ছিল সব ওরা কেড়ে নিয়েছে।"

প্রাণকিশোর ওর মানিব্যাগটা বের করে বাবলুর বুক পকেটে রেখে দিল।

বাবলু বলল, "এটা কী?"

"এতে হাজারদুয়েক টাকা আছে। সঙ্গে রাখো, কাজে লাগবে, তোমার।"

"কিন্তু আপনার চলবে কী করে?"

"তোমার আরও টাকার দরকার থাকলে আমি দিতে পারি।"

"এখনই আপনাকে নার্সিংহোমে যেতে হবে। ওষুধপত্তর লাগবে। আপনারও তো খরচখরচা আছে।"

"এইসব ব্যাপারে আমার এক পয়সাও খরচাখরচা নেই। ওষুধ, ডাক্তার সবই ফ্রি। এই ওষুধের ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকার লেনদেন আমাদের।"

এইভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে খানিক যাওয়ার পরই থেমে পড়তে হল ওদের। দেখল একদল আদিবাসী তির-কাঁড় নিয়ে মশাল হাতে হইহই করে এদিকে আসছে। তাদের হাতে বন্দি টনি আর বকিকে মারতে মারতে নিয়ে আসছে তারা।

বাবলু মোটরবাইক থামাতেই মারমুখী হয়ে ছুটে এল আদিবাসীরা। কিন্তু ওরা খুব কাছে আসার আগেই কমলু গিয়ে বাধা দিল ওদের।

কমলুর বান্ধবীরা ও ছিল ওদের দলে। তারা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কমলুকে। তারপর ওদের ভাষায় কীসব কথাবার্তা হল। বাবলু সে সবের কিছুই বুঝল না।

যাই হোক, কমলু ওদের সর্দারকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে তারা টনি ও বকিকে নিয়ে শিবকুমারের মরদেহ দেখতে চলল।

বাবলু কামলুকেও বিদায় জানাল এখানে। বলল, "তুমি আর একা থেকো না। তোমার দলের লোকেদের সঙ্গেই চলে যাও তুমি। আমার পকেটে তো এখন টাকা এসে গেছে। আর কোনও অসুবিধে হবে না আমার। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তোমার ঋণ কখনও শোধ করতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তোমাকে চিরদিন মনে রাখব। কমলু! তোমাকে ভোলবার নয়।"

কমলুও হাত নেড়ে ওদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল। হাসিমুখে বলল, "ভোরতিনবেড়েদা।" অর্থাৎ "ভোর হয়ে আসছে।"

বাবলু বলল, "আসি তা হলে?"

কমলু বলল, "জমঞ্জের।" অর্থাৎ "হ্যাঁ।"

বাবলু প্রাণকিশোরকে নিয়ে হাজারিবাগ শহরের দিকে দ্রুত ধেয়ে চলল।

আকাশ একটু একটু করে ফরসা হচ্ছে। অরণ্যের দেশ হাজারিবাগের গাছপালায় কিচকিচ করছে অসংখ্য পাখপাখালির দল। নতুন প্রভাত জেগে উঠছে। পথে লোকজনের চলাফেরাও শুরু হচ্ছে। একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে রহস্যময় ক্যানারি হিল। বাবলুরও মনোবল বাড়ছে।

প্রাণকিশোর বলল, "সোজা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের এই পথটা ধরে এগিয়ে চলো।"

একটা লাল মাটির অমসৃণ ঢালু পথ আর এক অরণ্যময় প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে মিশে গেছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে।

প্রাণকিশোর এক জায়গায় এসে থামতে বলল বাবলুকে।

বাবলু মোটরবাইক থামালে প্রাণকিশোর নেমে বলল, "আমার বন্ধুর নার্সিংহোম এখানেই। আমি তার কাছে গিয়েই পা থেকে গুলিটা বের করে নিই। তুমি সামনের দিকে একটু এগোলেই একটা লেক দেখতে পাবে। ওই লেকের কাছে মবিডিক নামে একটা ছোট্ট কটেজ আছে। কার্ভালো ওখানে দু'-একবার উঠেছিল। আজ কী করবে তা জানি না। তুমি দূর থেকে লক্ষ রেখো জায়গাটার দিকে। তবে সর্বাগ্রে একটু কিছু তুমি খেয়ে নাও। ওইখানেই আশপাশে ছোট ছোট দু'-একটা গুমটির দোকান দেখতে পাবে। ওখানে আর কিছু পাও বা না পাও পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ আর চা পাবেই। তুমি যাও।"

বাবলু বলল, "আপনি যে তখন পঞ্জাবি ধাবার কথা বললেন।"

"আমরা ওই ধাবার পাশ দিয়েই এসেছি। তখনই লক্ষ করেছি সেখানে কেউ নেই।"

"আপনার মোটরবাইকটা ফেরত দেওয়ার কী হবে?"

"ওইসব চিন্তা করে অযথা সময় নষ্ট কোরো না। পারলে টাউনে গিয়ে একটু তেল ভরে নিয়ো, না হলে বিপদে পড়বে।"

"কিন্তু ধরুন, ওরা যদি ওখানে না থাকে, তখন কী করব?"

"তখন ওই মেয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে সোজা কোডারমায় চলে যাবে। সেখানে গেলে আশা করি তোমার বন্ধুদের ব্যাপারে ভাল হোক, মন্দ হোক, যাই হোক কিছু একটা খোঁজখবর পাবেই।"

বাবলু প্রাণকিশোরের নির্দেশমতো সেই অজানা অচেনা পথ ধরে এগিয়ে চলল। ভাগ্যি ভাল, বেশিদূর

যেতে হল না, এক জায়গায় দেখল একটি বড় গাছের নীচের ঝোপড়ির দোকানে অনেক শ্রমিক শ্রেণীব মানুষের জটলা। সেখানে বড়-বড় শিঙাড়া আর জিলিপির পাহাড় যাকে বলে। সেইসঙ্গে ঘনদুধের গাঢ় লিকারের চা।

বাবলুর মন আনন্দে ভরে উঠল।

মোটরবাইকটা একপাশে রেখে কোনওরকমে দরদাম না করেই পেঠভরে শিঙাড়া আর জিলিপি খেতে বসে গেল সে। তারপবে পর পর দু'কাপ চা খেতেই ওর শবীবে যেন অসুরের শক্তি এসে ভর করল।

বাবলু এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল লেকের দিকে। এদিকটা খুবই নির্জন। মাঝেমধ্যে দু'-একজন স্বাস্থ্যান্বেষীকে সে-পথে মর্নিংওয়াক করতে দেখা গেল। কিন্তু তা ছাড়া আব কারও অস্তিত্বই নেই সেখানে। তবুও সতর্কভাবে চাবদিকে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীবে এগোতে লাগল বাবলু।

একসময় দূর থেকেই লক্ষ পড়ল সেই কটেজটার দিকে। ওই—ওই তো মবিডিক। কিন্তু ওখানেও কেউ নেই। চারদিক শুনশান।

এখানে কোথায় কার্ভালো, কোথায় মানেকা! ওদের সেই গাড়িটাই বা কোথায়? কিছুই তো নজরে পড়ছে না।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ। আশায় বুক ভরে উঠল বাবলুর। বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই এই ক'দিন। বাবা-মা কত ভাবনা-চিন্তা কবছেন ওব জন্য। মা হয়তো খাওয়াদাওয়াই ত্যাগ করেছেন। মায়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্য মনটা ছটফট কবে উঠল ওব। ভালই হল, এই টেলিফোন বুথ থেকেই মবিডিকের ব্যাপারে একটু খোঁজখবব নেওয়া যাবে।

বাবলু মোটবরাইকটা একপাশে বেখে বুথে গিয়েই বলল "একটা এস টি ডি কবব।"

"কলকাতায় নিশ্চযই? নম্বর বলুন।"

বাবলু নম্ববটা লিখে দিতেই লাইন পেয়ে গেল। বলল, "নিন, কথা বলুন।"

ফোনটা বাবা ধরেছিলেন। বাবলুব কণ্ঠস্বব কানে যেতেই মাকে বললেন, "বাবলু, বাবলুব ফোন।" তারপব বললেন, "হ্যাঁ বল, তোব খবব কী? কোথা থেকে ফোন করছিস তুই?"

বাবলু ওর সব কথা খুলে বলল। এমনকী পাণ্ডব গোয়েন্দাদেব অন্যান্যরাও যে বিপদেব মধ্যে, তাও বলল। আব এও বলল, এখান থেকে ও কোডাবমাব দিকেই যাচ্ছে। এখন ও সম্পূর্ণ মুক্ত।

ফোন বেখে বিল মিটিয়ে পিছু ফিবতেই ও দ্যাখে জ্বলন্ত বাঘের দৃষ্টি নিয়ে ওর পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয়, কার্ভালো। কার্ভালো ওকে চেনে না। তবে শুনেছে ওর কথা। ও কিন্তু চেনে। ও দূব থেকে দেখেছে কার্ভালোকে। কিন্তু কার্ভালোব চোখে এই হিংস্র দৃষ্টি কেন? তবে কি ফোনের কথাগুলো ও শুনেছে?

কার্ভালো ওর পেটের কাছে বিভলভারেব নল ঠেকিয়ে বলল, "হু আর ইউ?"

বাবলু হেসে বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"হোয়াই আর ইউ হিয়ার?"

"আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ।"

"এনি বিজনেস উইথ মি?"

বাবলু বলল, "নো।" বলেই বলল, "বাট হোয়্যার ইজ মানেকা? মাই গার্ল ফ্রেন্ড?"

কার্ভালো হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠতেই বাবলু ওব চোয়াল লক্ষ্য কবে টেনে একটা ঘুসি মারল। কার্ভালো ছিটকে পড়ল বাস্তাব ওপব।

ওইরকম একটা চেহারা যে এইভাবে এক ঘুষিতেই কাত হবে তা ভাবাও যায়নি। কার্ভালো নিজেও বুঝতে পারেনি ডানপিটে ছেলেটা এইভাবে তাকে বেকায়দায় ফেলবে। এমনকী বাবলুও ভাবেনি, ওর একটা ঘুষিব ম্যাজিক এমন মারাত্মক হবে।

টেলিফোন বুথের ছেলেটি হাঁ-হাঁ করে ওঠার আগেই বাবলুও জোড়া পায়ে লাফিয়ে পড়েছে কার্ভালোর বুকের ওপর।

আঘাতের পর আঘাত। কার্ভালো আরও আঘাত পেল। তবুও সে হল অমানুষিক শক্তির ধারক। তাই এক ঝটকায় বাবলুকে ফেলে দিয়েই উঠে দাঁড়াল সে। তারপর ভীষণ ক্রোধে ওর দিকে রিভলভারটা তাগ করতেই কোথা থেকে যেন একটা ইট এসে পড়ল তার মুখে। একেবারে নাক আর চোখেব মাঝখানে। ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে আর্তনাদ করে উঠল কার্ভালো।

বাবলু তখন ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলভারটা।

ঠিক তখনই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল বাবলুর, "বাবলু ! তুমি এখানে? এ যে ভাবাও যায় না!

তুমি কী করে এখানে এলে?"

মানেকা। কোহিনুরের মতো দুর্লভ একটি মেয়ে। অন্তত এই মুহূর্তে বাবলুর তাই মনে হল। বলল, "আমি তোমার খোঁজে এখানে এসেছিলাম।"

মানেকা বলল, "উঃ। কী কষ্টে যে এদের খপ্পর থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি, তা কী বলব। বাথরুমে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে এসেছি আমি। ভাগ্যে টানি আর বকি নামের শয়তানদুটো নেই। ওরা থাকলে পালানো কিছুতেই সম্ভব হত না।"

বাবলু বলল, "এখন আর কোনও কথা নয়। যেভাবেই হোক পালাতে হবে এখান থেকে।"

"তা হলে যাওয়ার আগে এই শয়তানটাকে একেবারেই শেষ করে দিয়ে যাও।"

"তা কি আমি না ভেবেছি?"

"তবে আর দেরি করছ কেন? ওই রিভলভার দিয়ে গুলি করো ওকে। তোমার যদি হাত কাঁপে তো আমাকে দাও। এ-কাজ আমিও পারি।"

"না। এই ধরনের নেড়ি কুকুরকে কখনও প্রাণে মারতে নেই। এদের জখম অবস্থায় জিইয়ে রাখতে হয়। তোমার ইটের ঘায়ে ওর একটা চোখ গেছে মনে হচ্ছে। এটাই ওর সবচেয়ে বড় শাস্তি। আমি ওর ওপর আর এক ডোজ চড়িয়ে দেব। এসো, আমার সঙ্গে এসো।" বলেই মানেকাকে নিয়ে সেই মোটরবাইকে চেপে বসল বাবলু।

মানেকা বলল, "এটাকে কোত্থেকে জোগাড় করলে?"

"বলব, বলব। সব বলব। এখন কাহিনী শোনার সময় নয়। আমাকে শক্ত করে ধরে বসে থাকো তুমি। শুধু চেয়ে-চেয়ে দ্যাখো ওর আমি কী অবস্থা করি।"

বাবলু মোটরবাইকে স্টার্ট দিতেই ধূর্ত কার্ভালো ওর মনের গতিক বুঝতে পারল। তাই এক হাতে চোখ চেপে ছুটতে লাগল সে, 'মাই গড। হেল্প মি প্লিজ।"

বাবলু তখন সজোরে মোটরবাইকটা চালিয়ে এনে কার্ভালোকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে বিকট চিৎকার করতে লাগল সে।

ততক্ষণে পুলিশ এসে পড়েছে।

একজন ইনস্পেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবল ছুটে গিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল কার্ভালোকে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "তোমার খেল খতম হয়ে গেছে কার্ভালো। নাউ ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।"

কার্ভালোর রিভলভারটা বাবলু ইনস্পেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নিন স্যার। এটা দিয়ে শয়তানটা আমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তুমিই বাবলু? আর এই বুঝি মানেকা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আমরা তারাই। কিন্তু আপনি কী করে খবর পেলেন যে, আমরা এখানে?"

"একটু আগে ওদেরই দলের প্রাণতোষ নামে একজন টেলিফোনে আমাদের সব জানিয়েছে।"

"কী ভাল ওই মানুষটি। উনি না থাকলে আমি কোনওমতেই মানেকার হদিস পেতাম না। স্যার, আপনি কি বাঙালি?"

"কেন, আমার বাংলা কি পরিষ্কার নয়? আমি বাঙালি। আমার নাম বিক্রম সেন। যাক, তোমাকে আর একটা ভাল খবর শোনাই, এদের দলের রাকেশ ভাটিয়া নামের আর এক শয়তানের বডি পাওয়া গেছে কোডারমা স্টেশনে।

বাবলু আর মানেকা দু'জনেই উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "হু-র্ র্-রে।"

বাবলু বলল, "স্যার, আমার বন্ধুদের ব্যাপারে বলতে পারেন কিছু?"

"গড নোজ। এর বেশি আর কোনও খবর নেই পুলিশের কাছে। তবে এক ব্যাটেলিয়ান পুলিশ খবর পেয়েই রওনা হয়েছে কোডারমার দিকে। যদিও এটা রেল পুলিশের ব্যাপার, তবুও—।"

বাবলুর আর শোনার ধৈর্য নেই। সে মানেকাকে নিয়েই দ্রুত রওনা দিল টাউনশিপের দিকে। সকালের সোনার রোদে চারদিক তখন ঝলমল করছে।

একেবারে চৌমাথার মোড়ে এসে মোটরবাইক থমাল বাবলু। মানেকাকে বলল, "নামো।"

মানেকা নেমে বলল, "এখন কী করবে ভাবছ?"

বাবলু বলল, "মানেকা, আমাদের দু'জনেরই এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আমার যা গেছে তা শুনলে তুমি চমকে উঠবে। আশা করি আমার মতো খারাপ অবস্থা তোমার হয়নি।"

"তোমার অবস্থা কতটা খারাপ হয়েছে তা তো জানি না, তবে মরফিয়া ইঞ্জেকশনের প্রভাবে আমিও বেশ

কাহিল।"

"বিলু, ভোম্বলদের ব্যাপারে আমার এখন দুশ্চিন্তা কম। কেন না বাকার মৃত্যুসংবাদ আমার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই ঘটনা বা দুর্ঘটনার নেপথ্যে ওদের কোনও হাত আছে। অতএব একটা দিন এখানে বিশ্রাম নিলে মন্দ হবে না।"

মানেকা বলল, "বেশ। যা বলবে তুমি।"

"একদিন বিশ্রাম নিলে শরীরটাও সুস্থ হবে। সেইসঙ্গে হাজারিবাগ শহরটাও ঘুরে নেওয়া যাবে।"

বাবলু আর মানেকা তখন ভাল একটা লজের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু না, যেখানেই যায় ওরা সেখানেই শোনে জায়গা নেই। শেষে কাছাকাছির মধ্যে বালাজি লজে জায়গা পেয়ে গেল ওরা। খুব একটা ভাল লজ নয়, তবে এক আধটা রাত বিশ্রামের জন্য মন্দও না। পঁচিশ টাকা করে পঞ্চাশ টাকায় পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল রুম নিয়ে নিল ওরা।

মোটরবাইকটাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে ওরা ঘরে ঢুকল।

লজের ছেলেটি এসে বলল, "বাবু, চা।"

মানেকা বলল, "অবশ্যই। বিস্কুট নিয়ে আনা।'

বাবলুরও চা খেতে ইচ্ছে করছিল খুব।

মানেকা বলল, "আমাকে কিছু পয়সা দাও না বাবলু, একটু মাজন কিনে আনি। দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া কিছুই তো হয়নি।"

"আমারও।" বলে দশটা টাকা মানেকার হাতে দিতেই মানেকা চলে গেল।

লজের সামনেই ভাত খাওয়ার হোটেল। দোকানপত্তর। জমজম করছে জায়গাটা। একটু পরে মানেকা ফিরে এলে সর্বাগ্রে শরীরের গ্লানি দূর করল। তারপর ছেলেটি চা বিস্কুট নিয়ে এলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাই খেয়ে স্নানের ব্যবস্থা করতে লাগল।

কিন্তু মুশকিল হল সঙ্গে তো অন্য কোনও পোশাক নেই গামছা নেই। তা হলে?

অগত্যা ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে মার্কেটিংয়ে বেরোল দু'জনে। ভাগ্যে ওই দু' হাজার টাকা পেয়েছিল বাবলু, না হলে কী যে হত?

লজের বাদিক দিয়ে যে বড় রাস্তাটা শহরের একেবারে জমজমাট জায়গার দিকে চলে গেছে, ওরা একটা রিকশা নিয়ে সেইদিকেই চলল।

যেতে যেতে রিকশায় বসেই বরাকরের সেই দুঃস্বপ্নের রাতের কথা এক এক করে সব শোনাল মানেকা। ওকে কীভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, ইঞ্জেকশনের প্রভাবে অজ্ঞান করিয়ে কী ভাবে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সব বলল।

বাবলুও বলল ওর আগাগোড়া ঘটনার কথা।

একসময় ওরা বড়বাজারে এসে পৌঁছল।

প্রথমেই কেনা হল কাঁধে ঝোলা একটি ব্যাগ। তারপর দু'জনের জন্য দুটো কম্বল। একটা সাবান, গামছা, মানেকার চুড়িদার, ওর পাজামা পাঞ্জাবি। অযথা কিছু টাকা নষ্ট। কিন্তু এগুলো ছাড়া তো চলবেও না।

রিকশায় যেতে যেতে শহরের রূপ দেখে মন ভরে গেল ওদের। আসলে ইংরেজরা যখন এইখানে শহর পত্তন করে তখন নিজেদের গ্রামের আদলেই গড়ে তুলেছিল এটিকে। এমন সুন্দর পরিবেশে তিন-তিনটে লেকের আকর্ষণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তবে বিনা সবার সেরা আকর্ষণ জিব্রাল্টার রকের ধরনে এখানকার ওই কানারি পাহাড়। যেখান বাবলুর চরম মুহূর্তগুলো কেটে গেছে কাল রাতে। মাদার, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, সোনাঝুরি, জারকান্ডা ও আরও কত যে গাছের সমন্বয় এখানে, তা বলবার নয়। এখানে দেখারও তো আছে অনেক কিছু। হরহদের গভীর জঙ্গল, সার্কিট হাউসের লাগোয়া বনভূমিতে গলফ কোর্স। আছে টাইগারস পুল, শালপর্ণী। একটু দূরে তিলাইয়া ড্যাম। ওদিকে রামগড় হয়ে রাজারাপ্পা। ওইসব অবশ্য এখন ঘুরে দেখার সময় নেই। যাই হোক ওরা কেনাকাটা শেষ করে সিংহানি মিশনের বড় গির্জার কাছে নেমে আর একপ্রস্থ জলযোগ সেরে নিল। কেন না মানেকা এখনও সেরকম কিছু খায়নি। ওর এখন খাদ্যের প্রয়োজন।

ক্ষুধা এমনই জিনিস যাকে জয় করা বড়ই কঠিন। জঠরের জ্বালা না থাকলে সবকিছুই ভালভাবে করা যায়।

ওরা হাঁটাপথে লজে এসে সর্বাগ্রে স্নানপর্বটা মিটিয়ে নিল। সস্তার লজ। তাই কমন বাথ। যাই হোক, বাইরে বেরিয়ে বিপদকালে এইসব দেখলে চলে না।

স্নান শেষ হলে সামনের হোটেলে গিয়ে পেটভরে মাংসভাত খেয়ে নিল দু'জনে। বেশ তৃপ্তি করেই খেল।

মানেকা বলল, "বিকেলে কী করবে বাবলু?"

"প্রথমেই মোটরবাইকটাতে একটু তেল ভরে নিতে হবে। তারপর সারা শহব তোলপাড় করে রাত্রিটা কাটাব এখানে। ভোর হলেই রওনা দেব কোডারমার পথে।"

"ওখানে গেলে কি ওদের দেখা মিলতে পারে?"

"কী করে জানব বলো?"

"এক এক করে আমাদের সব শত্রুই তো নিপাত গেল। এখন বাকি রইল শুধু গোল্ডেন প্রিন্স।"

"টনি, রকি আব কার্ভালো যখন ধবা পড়েছে ওরও তখন খেলা শেষ। এই অন্তিম লগ্নে ওর পাশে এখন কেউ নেই।"

"তার মানে ওকে এবার মবতেই হবে।"

"মরতেই হবে ওকে। হয় আমাদের হাতে, না হয় পুলিশের গুলিতে। তবে জ্যান্ত যদি ওকে ধবতে পারি তা হলে ফাঁসুড়েকে দিয়ে নয়, ফাঁসি কা ফান্দাটা ওর গলায় আমিই পরাব।"

মানেকা হেসে গড়িয়ে বলল, "তোমাকে ওই দড়িটা পরাবার অনুমতি দেবে কে?"

"দেবে না আমিও জানি। তবু ইচ্ছে করছে আমাব।"

এর পর আর সময় নষ্ট নয়। দু'জনেই লজে ফিবে সে যার ঘরে ঢুকে বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিল। শোয়ামাত্রই ঘুম। দু'জনেরই ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। তবুও বাবলুব অবস্থাটা খুবই খাবাপ। তাই ঘুম যে কত সুখেব তা এই প্রথম অনুভব করল বাবলু।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এসেছে। বাবলু ধডমড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়। তাবপব পাশের ঘবে এসে ধবজায় টোকা মেরে ডাকল, "মানেকা, মানেকা, উঠে পড়ো, সন্ধে হয়ে এসেছে।"

মানেকা বোধ হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তাই সাড়া দিতে পাবল না।

একবার, দু'বার, তিনবার ডাকল বাবলু। তিনবাবেও যখন সাড়া মিলল না তখন দবজায় একটু জোবে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজাটা। বাবলু দেখল, শূন্য বিছানা পড়ে আছে, কিন্তু মানেকা নেই।

কোথায় গেল মেয়েটা?

বাবলু বাথরুমের কাছে গিয়ে হাঁক দিল, "মানেকা?"

না। সেখানেও নেই।

লজের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, অনেক আগেই দিদিমণি একা একাই বেবিয়ে গেছে। কোথায় গেছে তা সে জানে না।

বাবলু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। যাঃ। মেয়েটা আবার তলিয়ে গেল অতল জলে। কেন যে এইভাবে একা বেরোতে যায়! নিশ্চয়ই আবার কোনও দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে গেছে ও। হঠাৎই মনে হল প্রিন্সেব খপ্পবে পড়ে যায়নি তো? তা যদি হয় তা হলে তো সর্বনাশ। বাবলু এই অবস্থায় কী যে কববে কিছু ভেবে পেল না। সে ধীরে-ধীরে বাইবে বেবিয়ে এল। এক পা-দু' পা কবে বড রাস্তার মোড়ের মাথায় যেই এসেছে অমনই ঘাড়ে একটা রদ্দা খেয়ে ছিটকে পড়ল সে। অত লোকজনেব মাঝখানে এটা যে কীভাবে সম্ভব হল, তা ও ভেবে পেল না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আর একটা বদ্দা খেতেই চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল। গা-মাথা ঘুলিয়ে উঠে কীরকম যেন হয়ে গেল তাব। তারপরে আর কিছুই ওর মনে নেই। জনাচাবেক লোক এসে বাবলুকে একটা মালবাহী ট্রাকের মাথায় শুইয়ে নিল। তারপর দড়ি দিয়ে ওব হাত পা এমনভাবে বাঁধল যাতে ও কোনওরকমে ছিটকে না পড়ে।

শত শত লোকের চোখের সামনে দিয়েই বাবলুকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল দ্রুতগামী ট্রাক। ওদেব বাধা দিতে পথচারীরা কেউ এতটুকুও সাহস করল না। তার কাবণ, এই ধরনেব দুষ্কৃতীর মোকাবিলা কববাব মতো ক্ষমতা তাদের একজনেরও ছিল না।

পঞ্চু ছুটছে। কোডারমার সেই অভিশপ্ত গুহার ভেতরে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, ল্যাংচা, এমনকী বিজলিও বন্দিনী হওয়ার পর ভয়ংকর একটা বিপদের সংকেত পেয়ে দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে ছুটে চলেছে পঞ্চু।

ও বেশ বুঝতে পারল ওই শত্রুব্যূহের মধ্যে কোনওরকম চালাকিই খাটবে না ওর। তাই অযথা দেরি না করে ও ছুটল চাচনদার বাড়ির দিকে। এই বিপদে একমাত্র চাচনদাই পারে লোকজন জোগাড় করে এনে ওদের মুক্তি দিতে।

এই বনে-পাহাড়ে অসংখ্য বন্যজন্তুর অবস্থান। কিন্তু তবুও বাঘ-ভালুকের ভয় ওকে দমাতে পারল না। ও শুধু ছুটেই চলল—ছুটেই চলল। ওর মনে এতটুকুও শান্তি নেই। এক তো বাবলু নেই, তার ওপরে সকলের এই ঘোর বিপদ। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে পঞ্চু যেন ফেটে পড়তে লাগল।

একসময় শহরের আলো দেখা যেতে লাগল একটু একটু করে। অভ্রখনির জন্য বিখ্যাত কোডারমাকে রাতের অন্ধকারে আলোর সাজে কী ভালই না লাগছে।

পঞ্চু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল চাচনদার বাড়িতে।

চাচনদার আদিবাসী স্ত্রী তখন টুকিটাকি ঘরের কাজ সারছিল। পঞ্চুকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখেই বুঝতে পারল গোলমালের চরম কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। তাই পঞ্চুর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে পঞ্চু?"

পঞ্চু কী আর বলবে? সে বাংলাও জানে না, হিন্দিও না। ইংরেজি, উর্দু কোনও ভাষাই সে জানে না, বলতে পারে না। তার ল্যাঙ্গুয়েজ ভৌ ভৌ। যে ভাষার ব্যাকরণ আজও লেখা হয়নি। পঞ্চু ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে একবার চাচনদার স্ত্রীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে, পরক্ষণেই ছুটে যায় দরজার কাছে।

চাচনদার স্ত্রী ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেই পঞ্চুকে নিয়ে চলল চাচনদাকে ব্যাপারটা জানাতে।

চাচনদা তখন লাইনের ধারে তাঁবুতেই ছিল। ওদের ওইভাবে আসতে দেখেই একজন কর্মচারীকে সব জানিয়ে হাঁকডাক করে বেশ কিছু লোকজন জড়ো করে ফেলল। তার মানে এইরকম একটা কিছু ঘটতে পারে ভেবে আগাগোড়া ব্যবস্থা করাই ছিল চাচনদার। একদল পুলিশও এই ডাক পাওয়ার জন্য তৈরি ছিল।

সবাই সশস্ত্র হয়ে চলল তাই গিরিগুহায় অভিযান করতে।

সাধারণ মানুষ একটু হুজুগ পেলে আর কিছু চায় না। তার ওপর খুনখারাপি তো শান্তিকামী মানুষের একান্তই না-পসন্দ। ফলে প্রায় শতাধিক উন্মত্ত জনতা ও পুলিশবাহিনী লাঠি-সড়কি, বল্লম, টর্চ ও মশাল নিয়ে চলল।

মশালের আলোয় লালে লাল হয়ে উঠল চারদিক। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বনে যেন আগুন লেগেছে। যেন একটা দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বনের যত হিংস্র জন্তুরা হিংসা ভুলে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। নিশাচর পাখিরা কর্কশ ডাক ছেড়ে পালাতে লাগল চারদিকে। পাখিরা জেগে উঠে কলরব করে সেই অন্ধকারেই শূন্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। ক্রুদ্ধ জনতা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল সেই গিরিগুহার দিকে।

একসময় ওরা পৌঁছল।

সেই রুদ্ধদ্বার গিরিগুহার সামনে এসে চিৎকার করতে লাগল সকলে। লাথির পর লাথি মারতে লাগল দরজায়। তাতেও যখন কাজ হল না তখন বড় বড় পাথর নিয়ে এসে ঘা দিয়ে দিয়ে ভেঙে ফেলা হল কাঠের দরজাটাকে। গুহার ভেতর থেকে একটা বিশ্রী রকমের কটু গন্ধ বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই গন্ধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল বহু লোক।

আর? আর কী হল?

মশালের আগুনের সংস্পর্শে এসে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল গুহার ভেতরটা। গেল গেল রব উঠল চারদিকে।

সবার আগে পঞ্চুই ঢুকেছিল ভেতরে। ল্যাংচার হাত থেকে খসে পড়ে যাওয়া বাবলুর পিস্তলটা দেখতে পেয়েই মুখে করে তুলে নিয়েছিল। তাই চেঁচিয়ে তার অবস্থিতির জানান কউকেই দিতে পারল না সে।

এদিকে এই আগুন। আগুনকে বড় ভয় পঞ্চুর। কে না ভয় করে আগুনকে? ভয়ার্ত পঞ্চু গোঁ-গোঁ করতে করতে গুহার একেবারে দেওয়ালের দিকে পেছোতে লাগল। পঞ্চু বুঝল সবার সঙ্গে চালাকি করা চলে কিন্তু আগুনের সঙ্গে নয়। এই আগুনই মৃত্যুর ধ্বজা উড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

হঠাৎ বুম বুম শব্দ। কী ভীষণ! কী ভয়ংকর! যেন আগ্নেয়গিরির লাভার উদ্গিরণ হল। এলোপাথাড়ি পাথর ছিটকে পড়তে লাগল চারদিকে। গুহার মাথাটা ভেঙে ধসে পড়ল নীচে।

বাইরে শুধু হাহাকার আর চিৎকার। এই মায়াবী রাতের মাথায় এই গভীর বনের অন্ধকারে মরণছায়া যেন ঘনিয়ে এল। সেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেতে লাগল অনেক- -অনেক দূরের গ্রাম থেকেও।

বিস্ফোরণটা অন্য কিছুর নয়, আগুনের উত্তাপ ও রাসায়নিক গ্যাসের প্রভাবেই এই দুর্ঘটনা। ভাগ্যি সব লোক ভেতরে ঢোকেনি। দু'-একজন যারা প্রথমে ঢুকেছিল, তারা পালিয়ে আসার সময় অল্পবিস্তর আহত হলেও প্রাণে মরেনি কেউ।

গুহার ছাদ ধসে পড়তেই একসময় আগুনও নিভল, গ্যাসও কমল। বাইরের মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এসে স্বাভাবিক হয়ে গেল সব।

কিন্তু ওরা কোথায়? যাদের জন্য এখানে আসা তারা নেই কেন? তবে কি তারা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে? শুরু হল জোর খোঁজাখুঁজির পালা।

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে গুহার বিপরীত দিকে ছুটে গেল সবাই। গিয়ে দেখল গুহার পেছনদিক দিয়ে আর একটি সুড়ঙ্গপথ গভীর বনপ্রদেশের দিকে নেমে গেছে। গুহায় আগুন লাগলে পঞ্চু প্রাণ বাচানোর তাগিদে এদিক-ওদিক থেকে গিয়ে এই পথটিকে আবিষ্কার করে। ওর নির্দেশিত সেই পথে কয়েকজন মশাল নিয়ে এগিয়ে গিয়েই দেখল এক জায়গায় ল্যাবরেটরির কিছু মূল্যবান জিনিসপত্তর গাদা করা আছে, আর তারই একপাশে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বিজলি।

চাচনদা সর্বাগ্রে ছুটে গিয়ে বন্ধনমুক্ত করল ওকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "ওরা কোথায়? ওই ছেলেমেয়েগুলো?"

বিজলি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল চাচনদার মুখের দিকে। কী করুণ তার চোখের চাহনি। ওর অবস্থাটা দেখে মনে হল প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে তাকে। কেন না ওর সারা শরীরেই আঘাতের চিহ্ন।

চাচনদা আবার জিজ্ঞেস করল, "ওদের ব্যাপারে তুমি কি কিছু জানো?"

বিজলি সে-কথারও কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের মনেই হেসে উঠল এবার। দেখতে দেখতে ওর চোখ-মুখের ঘোর অন্যরকম হয়ে উঠল।

চাচনদার আশপাশে আরও যারা ছিল তারা বলল, "নিশ্চয়ই কোনও জাল ওষুধ বা ইঞ্জেকশনের প্রভাবে স্মৃতিভ্রম করানো হয়েছে ওর। অতএব ওকে জিজ্ঞেস করে কোনও কিছুরই সদুত্তর পাওয়া যাবে না।"

জনতার ভেতর থেকে একজন বলল, "আমার তো মনে হয় ওরা পালাবার সময় ছেলেমেয়েগুলোকে সঙ্গে নিয়েই গেছে। এবং এই পথেই।"

চাচনদা বলল, "তা যদি হয় তা হলে ওরা কিন্তু খুব একটা বেশি দূরে যেতে পারেনি। এখনও আমরা এগিয়ে গেলে ওদের নাগাল পেতে পারি।"

বিজলিকে পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েকজন লোককে সেখানে রেখে ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলল বনপথ ধরে।

বলাবাহুল্য, পঞ্চু চলল সবার আগে। ওর মুখে বাবলুর পিস্তলটা।

হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে পিস্তলটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে গরগর শব্দ করতে লাগল পঞ্চু।

পুলিশ ও জনতা ছুটে এসে দেখল চোখে হাত চেপে দু'জন দুষ্কৃতী পথে পড়ে ছটফট করছে।

পুলিশের একজন ছুটে গেল তাদের কাছে, দেখল দু'জনেরই চোখের অবস্থা খুব খারাপ।

ততক্ষণে অন্যান্যরাও এসে গেছে।

একজন জিজ্ঞেস করল, "অ্যায়সা হাল তুমহে কৌন বনায়া?"

দুষ্কৃতীদের একজন বলল, "পহলে তো হসপিটাল লে চলো ভাই। বাদ মে সব কুছ পুছো। হমারা দোনো আঁখ বরবাদ কর দিয়া উয়ো বদমাশোনে।"

"ও সব কিধার গয়ি।"

ততক্ষণে বিলু আর ভোম্বল ঝুপঝাপ করে লাফিয়ে পড়ছে একটি গাছের ডাল থেকে।

এমনকী ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাকেও আসতে দেখা গেল বনের ভেতর থেকে।

চাচনদা বলল, "তোমরা এখানে কী করছিলে? কোথা থেকে এলে তোমরা?"

বিলু বলল, "পঞ্চু! পঞ্চু কই? সে কোথায়?"

পঞ্চু বাবলুর পিস্তলটা মুখে নিয়েই ছুটে এল ওদের কাছে।

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।
ল্যাংচা তো প্রায় জড়িয়ে ধরল পঞ্চুকে। তারপর ওর মুখ থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে বলল, "এটা তুই কোথায় পেলি পঞ্চু? এটা তো আমার হাত থেকে খসে পড়েছিল ওই অভিশপ্ত গুহায়।"
পঞ্চু আর কী বলবে? একবার আস্তে করে ডেকে উঠল শুধু, "ভো উ উ উ।"
ভোম্বল বলল, "উঃ কী ভয়ংকর কাণ্ডটাই না ঘটে গেল একটু আগে। কিন্তু তোমরা আমাদের খোঁজে এদিকে এলে কীভাবে?"
চাচনদা সব বলল, পঞ্চু যেভাবে কৌশলে ওদের ডাকিয়ে এনেছে এক এক করে, সব বলল চাচনদা।
সব শুনে বিলু বলল, "কী দুর্ধর্ষ শয়তান ওরা। আমাদের আচ্ছন্ন করবার জন্য একরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আবার আমাদের খোঁজে কেউ এলে তারা যাতে অগ্নিকাণ্ডে মরে সেইরকম গ্যাসও জমিয়ে রেখে এসেছিল। ভাগ্যে বিপর্যয়টা ঘটল।"
চাচনদা বলল, "না হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। কেন না সবাই তো আমরা দলবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে ঢুকে পড়িনি। দু'-একজন ঢুকতেই মশালের আগুনে কেলেঙ্কারিটা হয়ে যায়। তাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তারা। তবে পাথর ধসে পড়ার সময় জখম হয়েছে বেশ কয়েকজন। ভেতরে থাকলে সবসুদ্ধ চাপা পড়ে মরত। কিন্তু তোমরা এখানে কেন? আর সব কোথায়? মেয়েগুলো কই?'
বিলু বলল, "জানি না। আমরা সবাই এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছি। আসলে ওই গুহায় ঢুকে পড়ার কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা অবশ ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। কতক্ষণ ওইভাবে ছিলাম তা জানি না। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি কয়েকজন লোক আমাদের দু'জনকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে পাহাড় জঙ্গল। আমরা নিরস্ত্র। তাই ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রথমেই ওদের চোখের দফা শেষ করে দিই। না হলে গায়ের জোরে ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠতাম না। লোকদুটো যখন ছটফট করতে লাগল আমরা তখন বন্য জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য গাছে উঠলাম। তারপরই শুনতে পেলাম ওই বিস্ফোরণের শব্দ।"
ল্যাংচা বলল, 'আমি ছিলাম একা। দু'জন লোক আমাকে টেনে হিঁচড়ে খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়েই একজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিই একটু নিচু খাদে। আরেকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার মাথায় পাথরের এক ঘা বসিয়ে দিই। তারপরই ওই বিস্ফোরণের শব্দে বুক কেঁপে ওঠে আমার। হঠাৎ একটা শেয়াল ভয় পেয়ে আমার পা ঘেঁষে এমনভাবে পালাল যে, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম আমি। কী জোর লাগল পায়ে। একদম নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। এমন সময় মশালের আলো আর লোকজন দেখে অতিকষ্টে সাহস করে এগিয়ে এলাম।"
চাচনদা বলল, "মেয়েগুলো তা হলে ।"
বিলু বলল, "ওদেরও তা হলে আমাদের মতোই দশা হয়েছে। নির্ঘাত এইভাবেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের।"
ভোম্বল বলল, "এ নিয়ে তো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এই শয়তানগুলোকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের।" বলেই চোখে হাত চাপা দেওয়া একজনকে জিজ্ঞেস করল ভোম্বল, "এ ভাই! তুম লোগ উয়ো লেড়কিয়োঁ কো কাহা লে গয়া?'
ওরা কোনও উত্তর না দিয়ে "মর গয়ি রে, বাবা রে " এই করতে লাগল।
একজন শুধু অতিকষ্টে বলল, "পাহাড়পুর।"
চাচনদা বলল, "পাহাড়পুর! পাহাড়পুরে কোথায়?"
"যাঁহা প্রিন্স কা আড্ডা। লালকুঁয়া মে।"
বিলু বলল, "তোমরা আমাদের এত কষ্ট করে ওখানে নিয়ে যাচ্ছিলে কেন?"
"আয়সা হি নির্দেশ থা হামলোগোঁ কো।"
বিলু বলল, "চাচনদা! আর সময় নষ্ট নয়। দু'একটা মশাল আমাদের হাতে দিন, আমরা এগিয়ে দেখি।"
চাচনদা বলল, "সে কী! পাহাড়পুর এখানে কোথায়? অনেকদূর এখান থেকে। ট্রেনে যেতে হবে। তা ছাড়া এই বনপথে তোমরা যাবে কী করে?"
"কী করে যাব তা জানি না। তবু একটু এগিয়ে দেখি যদি ওদের পথেই কোথাও ধরে ফেলতে পারি।"
চাচনদা বলল, "তবে তো আমাকেও যেতে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে।" বলে কিছু পুলিশ ও জনতাকে নির্দেশ দিল বিজলিকে নিয়ে কোড়ারমায় ফিরে যাওয়ার। আর কিছু পুলিশ ও জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল জঙ্গলের পথে।

ভয়ংকর অভিযান। হঠাৎ এক জায়গায় এসে প্রবল বাধার সম্মুখীন হল ওরা। দেখল সাত-আটজন লোক বন্দুক তাগ করে দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে।

কিন্তু ওই বন্দুকধারীদের চেয়েও বিলুদের দল অনেক ভারী। এই দলে কম করেও জনতা পুলিশ সমেত জনাপঁচিশেক লোক ছিল, তারাও সশস্ত্র। ফলে রীতিমতো মারামারি শুরু হয়ে গেল।

জঙ্গল এখানেই শেষ। সর্পিল পিচের রাস্তা দেখা যাচ্ছে একপাশে। আর সেই রাস্তার গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের ভেতর থেকে বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী ও সুদেষ্ণার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বিলু, ভোম্বল ও ল্যাংচাকে বহন করবার জন্যই অপেক্ষা করছে ট্রাকটা। ওদের আসতে দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে উঠছিল ড্রাইভার। এইবার গোলমাল বুঝে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই পঞ্চু একটা পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল ট্রাকের মাথায়।

বিলু, ভোম্বল, ল্যাংচা ছুটে গিয়েও তার নাগাল পেল না।

চাচনদা বলল, "মনে হচ্ছে ওটা পাহাড়পুরের দিকেই গেল। তোমরা শিগগির এসো। এখনই তোমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিচ্ছি। চলো স্টেশনে।"

ততক্ষণে অন্য একটি ট্রাকও এসে গেছে।

ড্রাইভার একজন সর্দারজি।

হাত দেখিয়ে ট্রাক থামিয়ে চাচনদা সর্দারজিকে সব খুলে বলতেই সর্দারজি ওদের তুলে নিলেন তাঁর ট্রাকে। তারপর ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলেন আগেব ওই ট্রাকটিকে ধরে ফেলবার জন্য।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সেই ট্রাকের নাগাল পাওয়া গেল। দেখা গেল ছোট একটা পাহাড়ের গায়ে আড়াআড়ি করে ট্রাকটাকে এমনভাবে বাখা আছে যাতে আপ-ডাউন দু'দিকের কোনও গাড়িই চলাচল করতে না পারে।

বিলু, ভোম্বল, ল্যাংচা তিনজনেই নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

সর্দারজিও ছুটে গেলেন সেই পরিত্যক্ত ট্রাকের দিকে। গিয়েই বুঝলেন এটি ইচ্ছাকৃত নয়, দুর্ঘটনা। গুরুতর আহত অবস্থায় ড্রাইভাব বসে আছে চালকের আসনে। তার গলায় কোনও জন্তুর কামড়ের দাগ।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, ল্যাংচাও ছুটে এসেছে।

বিলু দেখেই বলল, "এ পঞ্চুর কীর্তি।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু কোথায় পঞ্চু? আব সব কই?"

ল্যাংচা বলল, "নিশ্চয় ওরা এখানেই ধারেকাছে কোথাও আছে।"

বিলু জোর গলায় চেঁচিয়ে ডাকল, "প-ন্-চু-উ-উ।"

কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

"বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী! সুদেষ্ণা...।"

না, না, না, না। কাবও কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দই ভেসে এল না।

বিলু বলল, "আশ্চর্যের ব্যাপার। কী হল বল তো ওদের? ট্রাক দুর্ঘটনায় ওরা জখম হলে আশপাশেই থাকত ওরা। তা যখন নেই তখন নিশ্চয়ই ওদের কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সে জায়গাটা কতদূরে? তা ছাড়া পঞ্চুর খপ্পর থেকে ওরা কীভাবে নিয়ে গেল ওদের?"

ল্যাংচা বলল, "যেভাবেই হোক নিয়ে গেছে। তবে কিনা পঞ্চুকে তো না মেরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পঞ্চু কোথায়? সে-ই বা উধাও কেন?"

ভোম্বল বলল, "মনে হয় ব্যাপাবটা এইরকম হয়েছে: বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে ট্রাকটা যখন উধাও হচ্ছিল ঠিক তখনই পঞ্চু লাফিয়ে পড়ে ট্রাকের ওপব। তারপর যারা ওদের পাহারায় ছিল তাদেব এমন নাস্তানাবুদ করে যে, ট্রাক থেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পালাতে পথ পায় না বাছাধনরা। ড্রাইভারও তখন ভয় পেয়ে গাড়িটাকে দুর্ঘটনায় ফেলে। পঞ্চু তখন সেই অবস্থাতেই রাগে ড্রাইভারের গলা, টুঁটি কামড়ে ধরে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় এইরকম ব্যাপার ঘটেনি। তা যদি হত তা হলে ওরা সবাই এখানেই থাকত। চলে যেত না। যেহেতু ওরা জানে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি।"

ল্যাংচা বলল, "বাঃ বে। ওরা এখানে বসে থেকেই বা কববে কী? নিরাপদ একটা আশ্রয়ের সন্ধানে যাবে না?"

"যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু আমরা যখন পেছনে আছি তখন আমাদের বাদ দিয়ে তো যাবে না!"

ভোম্বল বলল, "ওদের এই উধাও হয়ে যাওয়াটা খুবই রহস্যময়। আরও রহস্যময় পঞ্চুর ব্যাপারটা। ট্রাকের মাথা থেকে চলন্ত গাড়িতে ড্রাইভারের কাছে পৌঁছনো সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ সেই কাণ্ডটাই পঞ্চু করল কী করে?"

বিলু বলল, "আমার তো কিছু মাথায় আসছে না।"

সর্দারজি ততক্ষণে একাই পাঁজাকোলা করে গাড়ির ভেতর থেকে নামিয়ে এনেছেন ড্রাইভারকে। তারপর পথের ধারে এক জায়গায় শুইয়ে রেখে চেষ্টা করতে লাগলেন ট্রাকটাকে কোনওরকমে চালিয়ে এনে সরিয়ে রাখা যায় কিনা।

বিলু, ভোম্বল আর ল্যাংচাও এগিয়ে গেল সেই মৃতপ্রায় ড্রাইভারের কাছে।

ড্রাইভার তো কথা বলতে পারছে না।

তবু বিলু তাকে প্রশ্ন করল, "আমাদের ওই মেয়েগুলো কোথায় জানো?"

ড্রাইভার অতিকষ্টে বলল, "মেরা খেয়াল হ্যায় কি প্রিন্স কা আদমি যাতে সময় উয়ো লেডকিয়োঁ কো সাথ লে কর চলা গয়া।"

ভোম্বল বলল, "কোনদিকে?"

"ইসি রাস্তে মে।"

বিলু আবার জিজ্ঞেস করল, "অ্যাক্সিডেন্ট ক্যায়সে হুয়া?"

উত্তরে ড্রাইভার যা বলল তা হল এই: "প্রিন্সের জনা-দুই লোক ট্রাকে ছিল। তারা ছিল সশস্ত্র। মেয়েগুলোর হাত শক্ত দড়ি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। এমন সময় পঞ্চু ট্রাকের ওপর লাফিয়ে পড়ায় ঘটে গেল বিপর্যয়টা। চিৎকার চেঁচামেচিতে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যে, সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতার ফলে এই দুর্ঘটনা হয়ে যায়। ততক্ষণে পঞ্চুও এসে টুঁটি কামড়ে ধরেছে ওর। ইতিমধ্যে জঙ্গলের ভেতর থেকে প্রিন্সের দলের আরও কয়েকজন লোক এসে পড়ায় শক্তিবৃদ্ধি হয় ওদের। ওরা তখন মেয়েগুলোকে ধরে টানতে টানতে এই পথ ধরে নিয়ে যায়। পঞ্চুও ড্রাইভারকে ছেড়ে পিছু নেয় ওদের।"

বিলুরা সর্দারজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় দেখা গেল বাচ্চু আর বিচ্ছু ছুটতে ছুটতে আসছে।

ল্যাংচা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই—ওই তো ওরা।"

বিলু বলল, "ওরা নয়। মাত্র দু'জন।"

ভোম্বল বলল, "তাই তো! রাজকুমারী নেই, সুদেষ্ণা নেই, পঞ্চু নেই।"

ল্যাংচা বলল, "আমি জোরে হাঁটতে পারছি না। পায়ে লাগছে। তোরা এগিয়ে যা! গিয়ে জিজ্ঞেস কর ওরা নেই কেন?"

ওরা যাওয়ার আগেই বাচ্চু-বিচ্ছু এসে পড়ল। দারুণ উত্তেজনায় রীতিমতো হাঁফাচ্ছে দু'জনে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে! তোরা দু'জন কেন?"

"আমরা দু'জনই। রাজকুমারী আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। পঞ্চু ওদের পিছু নিয়েছে। দলে ওরা পাঁচজন ছিল। তাও সশস্ত্র। আমরা কোনওরকমেই ওদের বাধা দিতে পারছিলাম না। ওদের তিনজনকে একা পঞ্চুই ঘায়েল করেছে। বাকি দু'জন নিয়ে গেছে ওদের।"

"গুলিটুলি চালায়নি তো?"

"না। চারদিকে যা অন্ধকার তাতে সে-চেষ্টা করেনি ওরা। তা ছাড়া পঞ্চু যেভাবে লম্ফঝম্ফ করে ওদের ঘায়েল করেছে, তাতে ওরা বুঝেই গেছে সাক্ষাৎ যমের কবলে পড়ে গেছে ওরা। গুলি চালালে নিজেরাই মরত।"

ভোম্বল বলল, "ল্যাংচা, বাবলুর পিস্তলটা তুই আমার হাতে দে। দিয়ে তুই বরং দুর্ঘটনাস্থলে ফিরে যা। কেন না যদি চাচনদা লোকজন, পুলিশ ইত্যাদি নিয়ে এইদিকে আসে, তুই তা হলে আমাদের ব্যাপারে কিছু অন্তত বলতে পারবি।"

ল্যাংচা বলল, "কিন্তু..।"

"কোনও কিন্তু নয়। তোর পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। পিস্তলটা আমরা কাছে নিচ্ছি এই কারণে, যদি হঠাৎ করে বাবলুর দেখা পাই তখন এটা কাজে লাগবে।"

ল্যাংচা বলল, "সাবধানে যা তা হলে। আমি এদিকটা দেখছি। এর মধ্যে একটাই গুলি পোরা আছে। খুব সাবধানে রাখবি কিন্তু। অসাবধান হলেই বিপদ। আরও গোটা দুই দিচ্ছি, সঙ্গে রাখ।"

পিস্তল নিয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটে চলল জঙ্গলের দিকে। গিয়ে দেখল পঞ্চুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত লোকগুলো টলতে টলতে কোথায় যেন যাচ্ছে। ওদের কাঁধে একটা করে বন্দুক।

বিলু হঠাৎ পেছন থেকে গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "হল্ট।"

লোকগুলো ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

"হ্যান্ডস আপ।"

হাত ওঠাল ওরা।

"বন্দুক ফিকো। আগে বাঢ়ো।"

দুষ্কৃতীরা ভাবল, নিশ্চয়ই পুলিশের খপ্পরে পড়েছে ওরা। তাই যা বলা হল তাই করল।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ে কুড়িয়ে নিল সেই বন্দুকগুলো। বিলু আর ভোম্বল তো বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বেশটি করে ঘা-কতক দিল তিনজনকেই। একে পঞ্চুর আঁচড়-কামড়, তার ওপর বন্দুকের ঘা। ওরা আর সহ্য করতে পারল না। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্চু আর ভোম্বল তিনজনেই তখন অভিজ্ঞ বন্দুকবাজের কায়দায় ওদের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিলু বলল, "ওরা কোথায়? ও দোনো কাঁহা হ্যায়?"

ওরা বিস্মিত, হতচকিত।

"ওই মেয়েদুটো কোথায়?"

একজন আঙুল তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে বলল, "রেলওয়ে স্টেশন কি তরফ।"

"রেলওয়ে স্টেশন!"

"হাঁ, হাঁ, গুঝাণ্ডি। জলদি যাও, ও লোগ হ্যায় আভিতক।"

ওরা আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেকে ছুটে চলল স্টেশনের দিকে। বেশিদূর যেতে হল না। খানিক যাওয়ার পরই স্টেশনের আলো চোখে পড়ল ওদের।

এত রাতে এই নির্জন পাহাড়ি স্টেশন একেবারেই নিঝুম।

ওরা গিয়েই দেখল পঞ্চু ছোটাছুটি করছে প্ল্যাটফর্মের এদিক থেকে সেদিক। সকলকে আসতে দেখেই পঞ্চু কুঁই-কুঁই করে ওর অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্চু দু'জনেই সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ওর। অনেক আদর করল।

বিলু বলল, "ওরা কোথায়? রাজকুমারী, সুদেষ্ণা?"

পঞ্চু সমানে ভৌ ভৌ করতে লাগল।

এমন সময় রেলের একজন খালাসি এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা কি কোডারমা থেকে আসছ? চাচনভাইয়ের দেশোয়ালি ভাই বহিন?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কী করে জানলে?"

"এইমাত্র ফোনে খবর পেলাম। লেকিন একটু দেরি হয়ে গেল। একটা গুড্‌স ট্রেনে ওই লেড়কি দু'জনকে নিয়ে ভেগে গেল ওরা। গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে গেল এই নেড়ি কুত্তাটা।"

বিলু বলল, "এটা আমাদেরই পোষা কুকুর।"

"সে তো দেখছি। লেকিন এক মিনিট আগে আসলে এর যা তেজ দেখছি তাতে কাবু করে দিত ওদের। যাই হোক, তোমাদের কোনও ভায়ের কুছু নেই। পাহাড়পুরে সিগন্যাল দিয়ে ট্রেন রুখে দেব আমরা। ওইখানে আমার দোস্ত রামাশিস আছে, সে ঠিক রুখে দেবে ওদের।"

বিলু বলল, "এখন পাহাড়পুর যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই?"

"হ্যায়। এক পঁচ্চিশমে হ্যায় হাতিয়া-পটনা এক্সপ্রেস।"

"ও গাড়ির স্টেপেজ আছে?"

"আছে। যাও টিকট বনাকে লাও।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আমাদের কাছে তো টিকিটের পয়সা নেই।"

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমার কাছে আছে। আমি করছি টিকিট।"

ওরা দেখল পায়ে আঘাত লাগা সত্ত্বেও ল্যাংচা ঠিক ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে হাজির হয়েছে।

বিলু বলল, "এ কী রে! তুই কী করে এলি?

"আমি কি একা? আমরা সবাই এসেছি। চাচনদাও আছে আমাদের সঙ্গে। দুষ্কৃতীদের প্রায় সবাইকেই ধরে ফেলেছি আমরা। ওদের হাজারিবাগে নিয়ে যাওয়া হবে।"

ওরা দেখল চাচনদা ও সঙ্গের লোকজন, পুলিশ সেই আহত লোকগুলোর কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

তাই দেখে আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

চাচনদা বলল, "সবাই ঠিক আছ তো তোমরা?"

"আছি। শুধু রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে নিয়ে পালিয়েছে ওরা।"

"সে কী! আমি তো প্রত্যেক স্টেশনে ফোন করে দিয়েছি।"

সেই খালাসি লোকটা এগিয়ে এসে বলল, "দিয়েছ, তবে অনেক দেরি করে।"

"দেরি তো একটু হবেই। ওই জঙ্গলে ফোন কোথায়? প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে ডি এফ ও -র বাংলো থেকে ফোন করেছি।"

বিলু বলল, "ভালই করেছেন। আমরা তো পাহাড়পুরে যাচ্ছি, দেখিই না চেষ্টা করে যদি উদ্ধার করতে পারি ওদের।"

চাচনদা বলল, "সাবধানে যাও। আমি একবার কোডারমায় রিপোর্ট করেই কিছু পুলিশ নিয়ে সকালের গাড়িতে আসছি।"

এমন সময় দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখা গেল। হাতিয়া-পটনা এক্সপ্রেস। গাড়ি থামলে সকলের সহযোগিতা নিয়ে একটা সাধারণ বগিতেই উঠে পড়ল ওরা।

রাত্রি তখন একটা পঁচিশ।

ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল ট্রেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়পুরে এসে যখন থামল তখন দুটো বেজে এক।

ওরা প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই দেখা গেল রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে। ওদের ঘিরে তখন বেশ কিছু লোকজন। রাজকুমারীকে ফিরে পেয়ে ল্যাংচার আনন্দ দেখে কে?

কী আনন্দ! কী আনন্দ!!

চাচনদার ফোনে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। আসলে এই দুষ্টচক্রটার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল সকলেই। কিন্তু কোনওভাবেই কিছু করে উঠতে পারছিল না ওরা। এখন পুলিশ প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত জেগে ওঠায় দুষ্কৃতীরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে। একদিকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বেপরোয়া ভাব, অন্যদিকে পুলিশের তৎপরতায় ওরা এখন পালাবার পথও খুঁজে পাচ্ছে না।

দুষ্কৃতীরা তাই পাহাড়পুরে ট্রেন থামিয়ে রাজকুমারী সুদেষ্ণাকে নিয়ে মালগাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার ট্রলিম্যান রামাশিস একাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের দু'জনের ওপর। সেইসঙ্গে সতর্ক আরও কয়েকজন।

দুষ্কৃতীদের দু'জনই ধরা পড়েছে ওদের হাতে। তাদের দু'জনকে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রেখেছে ওরা টিকিটঘরের পাশে।

রাজকুমারী বিলুকে জিজ্ঞেস করল, "বাবলুর ব্যাপারে কোনও কিছু জানতে পারলে?"

বিলু বলল, "না। তবে অনুমান করছি প্রিন্সের গোপন ঘাঁটিতে কোনওরকমে আমরা একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই বাবলুকে পেয়ে যাব। হয়তো বা মানেকার দেখাও মিলতে পারে সেখানে।"

সুদেষ্ণা বলল, "ওর আশা আমি অবশ্য আর করি না।"

বিলু বলল, "আমাদের অভিযান এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রিন্সের সঙ্গে আমাদের দারুণ একটা বোঝাপড়া হবেই হবে এবার। কেন না এখন আর শুধুই আমরা নই, পুলিশও হাতে হাত মিলিয়েছে আমাদের। কাল ভোরেই আমরা যাব এখানকার লালকুঁয়া অভিযানে। আর কোডারমার দিক থেকে পুলিশও এসে হাজির হবে দলে দলে। খেলা জমবে কাল।"

ভোম্বল বলল, "এমত অবস্থায় আমার তো মনে হয় রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে নিয়ে ল্যাংচার উচিত কলকাতায় ফিরে যাওয়া।"

বাচ্চু বলল, "আমিও তাই বলি। আর রিস্ক না নেওয়াই উচিত ওদের।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ, ওরা ফিরেই যাক।"

ল্যাংচা বলল, "কখনও না। এর শেষ না দেখে আর বাবলুকে না নিয়ে কিছুতেই ফিরব না আমরা।"

বিচ্ছু বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ! তুমি কেন বুঝছ না আমাদের অবস্থাটা?"

ল্যাংচা বলল, "তোরাই বা কেন বুঝছিস না আমার উদ্দেশ্যটা? তোরা যদি হঠাৎ ওই বাঘের গুহায় গিয়ে বিপদে পড়িস তা হলে বাবলুর ওই যন্ত্রটার উপযুক্ত ব্যবহার আমি তো করতে পারব? তবে রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে অথবা এইখানেই কোথাও অপেক্ষা করতে পারে।"

রাজকুমারী বলল, "না। তা হবে না। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যখন ঘর থেকে বেরিয়েছি তখন যত বিপদই হোক সহসা পিছু হটব না।"

সুদেষ্ণা বলল, "আমারও ওই একই মত। এখন তোমরা বলো কাল সকালে তোমরা লালকুঁয়ায় পৌঁছবে কী করে?"

বিলু ধৃতদের একজনকে বলল, "আমাদের এক বন্ধুকে তোমাদের প্রিন্স খুব সম্ভবত লালকুঁয়ায় আটকে রেখেছে। সেইসঙ্গে মানেকা নামের এক মেয়েকে। আমরা তাদের সন্ধানে যাব। কীভাবে?"

ধৃতদের দু'জন নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

একজন বলল, "উঁহু! এরকম কোনও খবর তো নেই আমাদের কাছে। ওই ছেলেটা তো জিব্রাল্টার থেকেই বেপাত্তা। তবে আমরা বারণ করছি তোমাদের, লালকুঁয়ায় তোমরা যেয়ো না। প্রিন্স কিন্তু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমাদের।"

"সেই সুযোগ কি পাবে সে?"

"তা হলে মবোগে যাও।"

"কীভাবে যাব?"

"তার আমরা কী জানি?"

বিলু তখন পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল তাব গাযেব কাছে।

লোকটিও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

অন্যজন বলল, "এইখান থেকে গাড়ির চাকার দাগ ধরে জঙ্গলের দিকে হাফ-কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই লালকুঁয়া দেখতে পাবে। পুরনো ভাঙা কেল্লা একটা। ওইখানেই গোল্ডেন প্রিন্সেব স্বর্ণভাণ্ডার। ওব চৌহদ্দির মধ্যে নানা জাতের এমন সব হিংস্র কুকুব আছে যারা তোমাদেব সুস্বাদু মাংস খাওয়ার জন্য হানটান কবছে। আব আছে যেখানে সেখানে বিদ্যুৎবাহী কাঁটাতার। অর্থাৎ মরণ তোমাদের পায়ে পায়ে। এখন কী কববে তা ভেবে দেখো।"

"যেতে আমাদেব হবেই। প্রথমে আমরা যাব, তারপরে পুলিশ যাবে। অর্থাৎ গোল্ডেন প্রিন্সেব স্বণযুগেব কালই শেষ।"

ধৃত দুষ্কৃতীরা হাসতে লাগল হো হো করে। তারপর বলল, "সেইসঙ্গে তোমাদের চালাকিও।"

হঠাৎ কী যে হল কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল ল্যাংচা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক ভীষণদর্শন লোক ওর হাত থেকে বাবলুর পিস্তলটা ছিনিযে নিয়ে তাগ করে আছে ওর দিকে।

ততক্ষণে পঞ্চুও দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন ঘিরে ফেলেছে তাকে। কিন্তু সেই দানবকে বাধা দেওয়ার শক্তি তাদের কারও ছিল না। অমন যে পঞ্চু, তাকেও আঘাতে আঘাতে প্রতিহত কবতে লাগল সে। একসময আত্মরক্ষার জন্য গুলিও চালাল। কিন্তু সে গুলি রং টার্গেট হয়ে ছিটকে গেল জঙ্গলের দিকে।

ততক্ষণে ওদের দলের আরও দু'তিনজন এসে মুক্তি দিয়েছে সেই ধৃতদের। ওরা সবাই তখন জঙ্গলেব দিকে ছুটল। ওদের কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে ছোরা। তাই দিযে ওরা সমানে বাধা দিতে লাগল পঞ্চুকে। ওরা চার-পাঁচজন। পঞ্চু একা। সে কখনও মার খেয়ে পিছিয়ে আসে, কখনো নবোদ্যমে এগিয়ে যায়। সমানে লড়তে লাগল সে। কী মার খেল, তবু হাল ছাড়ল না। ওদেব পিছু নিয়ে সমানে তাড়া করল ওদের।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী, সুদেষ্ণাও ওদের অনুসরণ করল। কিন্তু এক জায়গায় এসে থামতেই হল ওদের। এই অন্ধকারে আর পথের দিশা নেই।

পঞ্চু তখন অনেক, অনেক দূরে।

॥ ১৬ ॥

এবার হাজারিবাগের সেই বালাজি লজের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। মানেকা তো এক ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েই উঠে পড়ল একসময়। তারপর বাবলুর ঘরের কাছে এসে দরজাটা একটু ঠেলে যখন বুঝল বাবলু অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন পথের লোকজনের আসা-যাওয়া দেখবে বলে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। সামনেই ফুটের ধারে একজন চা করছিল। তার কাছ থেকে চা নিয়ে খেল এক ভাঁড়। এরপর আপনমনেই রাজপথ ধরে পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল সে।

পরে যখন হঠাৎ খেয়াল হল অনেক দূরে চলে এসেছে, তখনই দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে এল। এসেই শুনল বাবলুও ওরই খোঁজে বেরিয়েছে। তারপর মোড়ের মাথায় আসতেই যখন লোকমুখে জানতে পারল দারুণ একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, তখন একটুও বিচলিত না হয়ে লজে ফিরে পোশাক পরিবর্তন করেই বাবলুর ঘরে ঢুকে সামান্য টাকা-পয়সা হাতের কাছে যা ছিল তাই নিয়ে ঘরের চাবি লজে জমা দিয়ে মোটরবাইকটা নিয়ে প্রথমেই এল একটি পেট্রল পাম্পে। তারপর প্রয়োজনমতো তেল ভরে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল যে পথে বাবলুকে নিয়ে উধাও হয়েছে দুষ্কৃতীরা, সেই পথে। খানাখন্দে ভরা রাস্তা ধরেই কোনওক্রমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে এগিয়ে চলল সে।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ দেখতে পেল সেই ট্রাকটিকে। পরম নিশ্চিন্তে যাচ্ছে। তাই তার গতির মধ্যে একটা মন্থর ভাব। ও আর গতি না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে ওই মালবাহী ট্রাককে অনুসরণ করতে লাগল।

স্থানীয় একজন ওকে গাড়ির নম্বর দিয়েছিল তাই রক্ষে। না হলে ও বুঝতেও পারত না বাবলুর অপহরণকারী ট্রাক কোনটি।

যাই হোক, এক জায়গায় এসে দেখল পথ সেখানে চারভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এইখানেই জি টি রোডে এসে পড়ল। এই জায়গাটার নাম বারাহি চৌপট। বারাহি মোড়ও বলে কেউ কেউ। এখান থেকে বাঁদিকের রাস্তাটা চলে গেছে গয়া হয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে। ডানদিকের পথ গেছে কোডারমা। সোজা গেলে রাঁচি। আর একটি পথ হাজারিবাগ হয়ে ধানবাদ। বাবলু যে ট্রাকে ছিল সেই ট্রাক গয়ার দিকে মোড় নিল। কিন্তু বেশিদূর গেল না। খানিক যাওয়ার পরই অন্ধকারে এক জায়গায় থেমে গেল। পথের একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার, ক্লিনার ও আরও দু'জন লোক একটি চা-দোকানে গিয়ে ঢুকল চা খেতে। শুধু কি চা খাওয়া? নানারকম মুখরোচক আলোচনায় মেতে উঠল তারা।

মানেকা বেশ কিছুটা তফাতে এক অন্ধকার নির্জনে মোটরবাইকটা রেখে খুব সন্তর্পণে ট্রাকের পেছনদিকে এসে দাঁড়াল। মালবাহী ট্রাকের বোঝাই মালগুলো ত্রি'.ল ঢাকা অবস্থায় দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ও সেই দড়ি ধরে একেবারে ওপরে উঠেই দেখল বাবলু বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। ওই বাঁধন দড়ির সঙ্গে টান করে বেঁধে কালো প্লাস্টিক পেপার ঢাকা দেওয়া ছিল বাবলুকে। হাওয়ায় যাতে সেটা উড়ে না যায় তাই সেটাও বাঁধা ছিল কায়দা করে।

মানেকা সেই ঢাকা সরিয়ে বাবলুকে দেখতে পেলেও ওর বাঁধন দড়ি খুলতে পারল না।

বাবলুর আচ্ছন্ন ভাবটা তখন কেটে গেছে। ও নিজেও ভাবেনি এত সহজে সে মুক্তি পাবে বলে। তাই মানেকাকে দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে গেল সে। বলল, "এটা কী করে সম্ভব হল? তুমি এখানে কী করে এলে?"

মানেকা চাপা গলায় বলল, "ওসব কথা বলবার এখন সময় নেই। ওরা চা খেতে গেছে, এখনই এসে পড়বে। তোমার বাঁধন দড়ি খোলা দূরের কথা, একটুও আলগা করতে পারছি না।"

"আমার প্যান্টের পকেটে একটা ছুরি আছে। সেটা বের করে চট করে দড়ি কেটে ফেলো।"

মানেকা তাই করল। তারপর বাবলুকে নিয়ে নীচে নেমে সেই অন্ধকার জায়গাটায় গিয়ে দেখল এই সময়টুকুর মধ্যেই মোটরবাইকটা উধাও।

মানেকা বলল, "যাঃ, কী হবে?"

"কী আর হবে? আপাতত আমরা ওই ট্রাকেরই মাথায় উঠে বসে থাকি এসো। দেখিই না ওরা কতদূরে যায়?"

"তা হলে কোডারমায় যাওয়ার কী হবে?"

"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

একটু পরে ছাড়ার মুহূর্তেই ওরা ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকে। তারপর পেছনদিক দিয়ে দড়ি ধরে একটু একটু করে উঠে পড়ল মাথায়। এবং দু'হাতে শক্ত করে দড়ি ধরে দু'জনেই পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়ে রইল সেখানে।

ট্রাক চলতে লাগল। তবে কিনা খুবই মন্থর গতিতে। কেন না রাস্তাঘাটের অবস্থা এদিকে আরও খারাপ।

যেতে যেতেই বাবলু বলল, "খিদেও লাগছে, জলতেষ্টাও পাচ্ছে।"

মানেকা বলল, "পাবেই তো। আমার কিন্তু এবার ভয় করছে খুব। কেন যে তুমি আবার নতুন করে উঠতে গেলে এটাতে। এইভাবে এখন আমাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে কোথাও যাওয়াটা নিরাপদ কি?"

"উদ্দেশ্যহীন কেন? এই ট্রাক যখন শত্রুপক্ষের, তখন ওদেরই কোনও না কোনও ঘাঁটিতে এটা যাবেই।"

"গেলেই বা কী হবে? তোমার আর আমার মাঝখানে কে-ই বা আছে? তোমার হাতে পিস্তল নেই, আমিও নিরস্ত্র। পঞ্চুও সঙ্গে নেই আমাদের, তা হলে?"

বাবলু হাসল। হেসে বলল, "ওরা ক'জন আছে?"

"জনাপাঁচেক।"

"হজম করে দেব।"

"ওদের ঘাঁটিতে গেলে আরও তো অনেকে আসবে, তখন? তাই বলি এখনও ভেবে দ্যাখো কী করবে?"

বাবলু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, "আকাশের চাঁদটা কেমন উঠেছে দেখেছ?"

"দেখেছি। এখন চাঁদ না দেখে এদের ফাঁদ থেকে কী করে বেরোবে তাই দ্যাখো।"

"কোথায় ফাঁদ? আমরা ইচ্ছে করলেই নেমে যেতে পারি।"

"তা হলে নামছ না কেন? আমাদের যাওয়ার কথা কোডারমা, কিন্তু এরা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায়।"

"জানি। সেই অন্য রাস্তার শেষ দেখব বলেই তো যাচ্ছি আমরা।"

মানেকা বলল, "তা হলে যা ভাল বোঝ তাই করো।"

বাবলু রহস্যময়ভাবে হাসতে লাগল।

এ-পথে শুধু যে ওরাই যাচ্ছে তা নয়, লরির মিছিল চারদিকে। সেই একই পথ ধরে সারিবদ্ধভাবে চলতে লাগল ওরা। যাচ্ছে তো যাচ্ছে। অন্তবিহীন পথ যেন। থামাথামির কোনও ব্যাপার নেই।

বাবলু বলল, "আমাদের অভিযানের ঝুঁকি কীরকম বুঝতে পারছ তো?"

মানেকা মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, "সত্যি, এতটা কিন্তু ভাবিনি। আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায় যদি সবাইকে আমরা ফিরে পাই।"

"সেইসঙ্গে ওই প্রিন্সের হাতে লোহার বালাদুটোও যদি পরিয়ে দিতে পারি।"

"অর্থাৎ কিনা হাতে হাতকড়া এই তো?"

"ঠিক তাই।"

"তা কি কখনও সম্ভব হবে বাবলু?"

"না হলে তো এত ছোটাছুটি, দৌড়োদৌড়ি, বিপদের ঝুঁকি নেওয়া সবই বৃথা হবে।"

"তা কেন, এই অভিযানের মধ্য দিয়ে ওদের রীতিমতো বিধ্বস্ত করতে পেরেছি আমরা।"

"তা অবশ্য পেরেছি।"

দেখতে দেখতে গয়া এসে গেল।

মানেকা চমক ভেঙে বলল, "এ কী! আমরা যে অনেক দূরে চলে এলাম!"

"হয়তো আরও দূরে যাব আমরা।"

বাবলুর মনোভাব ঠিকমতো বুঝতে না পারায় এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে একসময় খুব সহজভাবেই মানেকা বলল, "আশপাশে কত পাহাড় দেখেছ বাবলু?"

"দেখেছি। কিন্তু আমাদের এই ট্রাকবাহন অন্যগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যপথ ধরেছে তা কি লক্ষ করেছ?"

"আরে হ্যাঁ, তাই তো! পথের ধারে যে সমস্ত দোকান রয়েছে তারই সাইনবোর্ডে তাই তো লেখা।"

"তার মানে এতক্ষণে যে-কোনও একটা ঠিকানায় পৌঁছব আমরা। অর্থাৎ যাত্রা এবার শেষ হবে। আসলে জঙ্গলের গভীরে ঘাঁটি হতে পারে। স্টক রাখা যায়। কিন্তু লেনদেনের জন্য অন্যত্র আসতেই হয়। এবার সেই জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছব আমরা।"

বাবলুর ধারণা ঠিক। বুদ্ধগয়ায় ঢোকার মুখেই মস্ত একটি সাবেকি দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামল ট্রাক। বাড়িটার নাম রাজমহল।

সেই বাড়ির দোতলার বারান্দাটা ওদের নাগালের মধ্যে।

বাবলু বলল, "এক কাজ করো, এই অবস্থায় নীচে না নেমে আমরা বারান্দায় গিয়ে রেলিং টপকে পাশের বাড়ির ছাদে চুপচাপ বসে থাকি চলো। ওইখান থেকেই ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে পারব।"

বলামাত্রই কাজ। ওরা ট্রাকের ওপর থেকে দোতলার বারান্দায় নেমে সুকৌশলে পাশের বাড়ির ছাদে পৌঁছে গেল। মানেকার ভূমিকায় বাবলু দারুণ খুশি। এই ধরনের মেয়ে সঙ্গে থাকলে যে-কোনও অভিযানের ঝুঁকি নেওয়া যায়। বাবলু বুঝল একে দিয়েও কাজ হবে।

একজন লোক তখন দড়ি বেয়ে ট্রাকের মাথায় উঠে এসেছে। এসেই আঁতকে উঠল, "আরে এ রাজদেও, কাঁহা হ্যায় ও লেড়কা?"

"উয়ো তো বঁহি থা।"

"লেকিন হ্যায় নেহি।"

চোখের পলকে তখন ছুঁচোমুখো আর একজন উঠে এসেছে। এসে ভাল করে দড়িগুলো পরীক্ষা করে বলল, "এ তো দেখছি ছুরি দিয়ে কাটা দড়ি। তার মানে ও পালিয়েছে। যাঃ, কীভাবে বেঁধেছিলি ওকে?"

এমন সময় বারান্দার দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে মৃত্যুর মতো হিমশীতল অথচ দারুণ ভয়াবহ একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ফালতু টাইম পাস না করো। সামান জলদি অন্দর লাও।"

ট্রাকের ওপরে বা নীচে যারা ছিল তারা তটস্থ হয়ে বলল, "ইয়েস ম্যাডাম।"

আলো নিভল। দরজাও বন্ধ হল।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "কিছু বুঝলে?"

"বুঝলাম। কিন্তু ওই কণ্ঠস্বর কার? প্রিন্সের তো নয়। এ যে একজন মহিলার। এদের দলে মহিলাও আছে নাকি?"

"থাকতে পারে। যেমন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এবারের এই অভিযানে সহযোগী হিসেবে বাচ্চু-বিচ্চু ছাড়া রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, এমনকী তুমিও আছ।"

আদেশমাত্রই জিনিসপত্র নামানো শুরু হল। ত্রিপলের ঢাকা সরিয়ে প্যাকিং করা কার্টন বক্স এক-একটি মাথায় করে বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে লাগল সকলে।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও নিষিদ্ধ ড্রাগ কিংবা হিরে পাচার হচ্ছে অথবা সোনার বিস্কুট।"

"এ তো আমাদের অনুমান। আসলে কী আছে এর মধ্যে সেই রহস্য জানা যাবে কীভাবে?"

"ধীরে বন্ধু, ধীরে। অধৈর্য হলে চলবে না। ধৈর্য এবং দুঃসাহসের অভাব হলেই বিপর্যয়। শুধু শক্তি দিয়ে নয়, বুদ্ধি এবং চালাকি দিয়েই কাজ হাসিল করতে হয় এসব ক্ষেত্রে।"

যাই হোক, মাত্র কিছু সময়ের মধ্যেই জিনিসপত্র নামানো হয়ে গেলে ট্রাকটা আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেমে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "এইবার যেভাবেই হোক এই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে।"

মানেকা বলল, "কিন্তু কীভাবে?"

বাবলু বলল, "এই বাড়ির ছাদ যখন আছে তখন নীচে নামারও ব্যবস্থা আছে। তাই নীচে নেমে সম্ভব হলে বাড়ির পেছনদিক দিয়েও কৌশলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করব। একান্ত কিছু করতে না পারি খবর দেব পুলিশে।"

মানেকা উল্লসিত হয়ে বলল, "দি আইডিয়া। বাড়িটার নাম রাজমহল, তাই না?"

"ইয়েস। দিস ইস ফেমাস রাজমহল। বাট হু আর ইউ?" সেই হিমশীতল অথচ ভীষণ কঠিন কণ্ঠস্বর। সেই রহস্যময়ী। ওদের কথার ফাঁকে কখন যে বারান্দা টপকে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে, তা ওরা টেরও পায়নি। রহস্যময়ীর হাতে ঝকঝক করছে একটি লোডেড পিস্তল। আর চোখের দৃষ্টি? যেন বাঘিনী।

মানেকার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাবলুও বুঝতে পারল, এই বাঘিনীর হাত থেকে ওদের সত্যিই নিস্তার নেই। জিনস পরা এক দারুণ ব্যক্তিত্ব। যেন পাথর কুঁদে গড়া দেহ। বয়সও এমন কিছু নয়। ওদেরই সমবয়সি কি দু'এক বছরের বড়। অথচ কী সাংঘাতিক। বলল, "তুমিই কি সেই—।"

"পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমার নাম বাবলু।"

"ওই মেয়েটি?"

"আমার গার্ল ফ্রেন্ড মিস মানেকা। তুমি?"

"আমি নিশা ভার্গব। তোমরা এখানে কী করতে এসেছিলে?"

"তোমাদের সর্বনাশ ঘটাতে এসেছিলাম।"

রাতের অন্ধকারে নিশাচরীর মতোই হাসল নিশা। তারপর বলল, "তোমরা দু'জনেই এখন আমার শিকার। আশা করি কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করবে না।"

বাবলু আড়চোখে একবার মানেকাকে দেখে নিয়ে বলল, "নাঃ। অত কাঁচা কাজ আমরা করি না। তোমার যা প্রকৃতি দেখছি, আর হাতে যে জিনিস আছে, তাতে চালাকি করতে গেলে আমাদের অবস্থাটা যে কী হবে তা বোঝবার মতো বয়স আমাদের হয়েছে। অতএব—।" বলেই আচমকা নিশার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করল বাবলু।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ? চোখের পলকে অভ্যস্ত নিশা বাবলুকেও ধরাশায়ী করে পিস্তলের নলটা ওর গলায় ঠেকিয়ে বলল, "ওয়ান—টু—থ্রি—।"

বাবলু এক ঝটকায় সেই হাত সরিয়ে গায়ের জোরে চেপে ধরল ওর হাতটাকে।

ততক্ষণে একদল মেয়ে ছুটে এসেছে ছাদের ওপর।

বাবলু চিৎকার করে বলল, "মানেকা! পালাও তুমি। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। পারলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ো।"

তাই করা উচিত। দু'জনেই ধরা পরার চেয়ে একজনের অন্তত পালিয়ে যাওয়া ভাল। মানেকা বাবলুর কথামতো বারান্দার রেলিং ধরে ঝুলে পড়েই লাফিয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

তারপর দৌড়—দৌড়—দৌড়।

সেই মালবাহকরা ওকে তখন তাড়া করেছে। এদিকে বাবলুও মেয়েদের হাতে বন্দি।

এতটা করুণ অবস্থা বাবলুর হত না। আসলে আত্মরক্ষার জন্য কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে যে ওকে লড়াই করতে হবে তা ওর ধারণাতেও ছিল না। তাই প্রতিটি আক্রমণের আগে ও বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল।

বন্দি বাবলুর দিকে তাকিয়ে সাপিনীর মতো ফুঁসতে লাগল নিশা। বলল, "নেহাত তোকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে পারলে প্রিন্সের কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের একটা টাকা পাব তাই, না হলে এখনই শেষ করে দিতাম। আমার গায়ে হাত দেওয়ার মজাটা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে যেতিস।"

বাবলু বলল, "ওই একই জবাব তো আমারও। নেহাত তুমি মেয়ে তাই, না হলে কী যে করতাম তোমাকে তা তুমি কল্পনাও করতে পারতে না।"

নিশা এবার কঠিন গলায় বলল, "গীতা, আমার গাড়িটা বের কর। এই শয়তানটাকে এখনই নিয়ে যাব আমি।"

"কিন্তু ওই মেয়েটা যে পালাল—।"

"পালিয়ে যাবে কোথায়? ওর পেছনেও কেউ না কেউ গেছে নিশ্চয়। ধরা পড়ে যাবে। ওকে নিয়ে আমাদের সংখ্যা হবে ষোলো। অর্থাৎ কিনা ষোলোকলা পূর্ণ হল আমাদের।"

বাবলু বলল, "সেইসঙ্গে পাপের ভারাও।"

নিশা ফোঁস করে উঠল, "আর একটি কথা বলেছ কী মুখ একেবারে চ্যাপ্টা করে দেব।"

মেয়েরা তখন ধাক্কা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামাল বাবলুকে। তারপর ওকে বেশটি করে বেঁধে নিশার মারুতির পেছনের সিটে শুইয়ে রেখে চলে গেল।

নিশা ভার্গব নিজেই স্টিয়ারিং ধরল। গাড়িটা সবে স্টার্ট দিয়েছে এমন সময় দূর থেকে একটা পুলিশের গাড়িকে আসতে দেখেই গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল নিশা। তারপর দুরন্ত গতিতে গাড়িটা উলটোমুখে চালিয়ে নিয়ে চলল।

বাবলু বলল, "কী হল নিশাজি, হঠাৎ মতের পরিবর্তন করলে যে? আমাকে প্রিন্সের কাছে নিয়ে যাবে না?"

"কথা না বলে চুপ করে বসে থাকো।"

"যেভাবে আমাকে বেঁধেছে তোমার মেয়েরা, তাতে তো শুয়েই থাকতে হবে। বসব কী করে?"

"ইডিয়ট।"

বাবলু বলল, "ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তোমার মতো একজন ট্যালেন্টেড মেয়ে কী করে এইরকম একটি দলে আছে।"

"আমিও ভেবে পাচ্ছি না তোমার মতো একটি ফেরোসাস ছেলে গর্দভের মতো পুলিশের হয়ে কাজ করে কী করে? আমার দলে থাকলে লাল হয়ে যেতে দু'দিনে।"

"তোমার দল মানে? তুমি কি প্রিন্সের দলে নও?"

"আমার নিজেরই একটি দল আছে। তা ছাড়া প্রিন্সের হয়েও কাজ করি আমি। টাকার বিনিময়ে।"

বাবলু ততক্ষণে একটু একটু করে বাঁধন আলগা করে উঠে বসেছে। তারপর পেছনদিক থেকে আচমকা নিশাকে গায়ের জোরে চেপে ধরতেই নিশা আর ঠিক রাখতে পারল না নিজেকে। স্টিয়ারিং থেকে ওর হাত ফসকে যাওয়ায় গাড়িটা রাস্তার ঢালে নেমে উলটে গেল। করুণ একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল নিশার গলা থেকে।

বাবলুরও লেগেছে খুব। ও কোনওরকমে তেবড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির ভাঙা কাচে হাতের দড়ি ঘষে নিজেকে মুক্ত করল। তারপর টেনে নামাল নিশাকে। ওর আঘাতটা খুব বেশি।

নিশা অতিকষ্টে বলল, "এ তুমি কী করলে ফ্রেন্ড? এই দুর্ঘটনা আরও সাংঘাতিক হতে পারত। বিপদ হতে পারত তোমারও। তা ছাড়া আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত পরিকল্পনাকে এক লহমায় ধূলিসাৎ করে দিলে তুমি।"

বাবলুর গলায় কষ্ট ফুটে উঠল, বলল, "তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন কী ছিল জানি না, তবে তুমিই তো আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিলে।"

"নিয়ে যাচ্ছিলাম ঠিকই। ইতিমধ্যে মতের পরিবর্তন করে ফেলেছিলাম। তোমাকে প্রিন্সের হাতে তুলে দিলে মোটা টাকা পেতাম আমি। টাকাটা হাতে এলে তোমার মুক্তির ব্যবস্থাও আমি করে দিতাম, অবশ্য যদি তুমি আমার কথামতো চলতে রাজি হতে। তা যদি হত, তা হলে প্রিন্সের স্বর্ণভাণ্ডারের মালিক হতাম আমরাই। তুমি আর আমি।"

"সেটা তোমার এই দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হত না কি?"

"আমাদের লাইনে এইরকমটাই স্বাভাবিক।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা ধরো, এখনও যদি তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি হই তা হলে কি সেটা সম্ভব নয়?"

"সম্ভব। কিন্তু তার আগে আমাকে একটু সুস্থ হয়ে নিতে হবে। তুমি আমাকে একটু ধরে ধরে নিয়ে চলো। কেন না আমাকে না ধরলে আমি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারব না, অন্তত এই মুহূর্তে।"

বাবলু বুঝল, নিশার এটা অভিনয় নয়। সত্যিই আঘাত পেয়েছে বেচারি। এবং সেটা ওরই জন্য। অথচ ওকেও তো বাঁচতে হবে। তাই সে বাধ্য হয়েই ওই কাজ করেছিল। ও শক্ত করে নিশার একটি হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল ওকে, ওরই নির্দেশিত পথে।

একসময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটু যেন আতঙ্কিত হয়ে নিশা বলল, "শোনো, কিছু পুলিশ টহল দিতে দিতে এদিকে আসছে। ওরা এসে গেলেই কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আমাকে দেখলেই ধরবে ওরা। তুমি আমাকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিয়ে চলো।"

"কোথায় নিয়ে যাব বলো?"

"আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে শাক্যবংশের যে রাজকুমার এখানে এসে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই গৌতম বুদ্ধের চরণতলে। সেইখানে তাঁর চরণে মাথা রেখে আমার সব কথা আমি তোমাকে খুলে বলব। তারপর স্থির করব কীভাবে কী করা যাবে।"

"এটাই তো বুদ্ধগয়া। এইখানেই সেই বোধিবৃক্ষ আছে না?"

"হ্যাঁ। ওই, ওই দ্যাখো সেই গাছ। আমরা ওই জায়গাটা থেকে আরও একটু এগিয়ে যাব।"

আরও এগিয়ে যাওয়ার পর থাই মন্দির, জাপানি মন্দির অতিক্রম করে সেই ঘনান্ধকারে ওরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে আসামাত্রই অভিভূত হয়ে গেল বাবলু। দেখল এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সুবিশাল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি নীল আকাশের নীচে বিরাজ করছেন। তাঁর দু'পাশের দুই সারিতে আছেন অন্যান্য বৌদ্ধ শিষ্য ও শ্রমণরা। সেগুলিও বিশাল। কী সুন্দর পরিবেশ সেখানকার। তবে জায়গাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। লোহার একটি গেট আছে। সেটিও তালা দেওয়া।

নিশার নির্দেশে বাবলু সেই গেটের মাথায় উঠে হাত ধরে টেনে তুলল নিশাকে। তারপর ওকে নিয়ে ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল সেই বুদ্ধমূর্তির পদতলে।

শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে ওর মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই কখন যেন ও বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে ফেলল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং—।"

নিশা সেই বুদ্ধমূর্তির পদতলে উপুড় হয়ে কী কান্নাটাই না কাঁদল। বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে নিজেকে হালকা করে বলল, "ফ্রেন্ড, আমাকে এখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি আমার ভাগ্যদোষে অপরাধ জগতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে, ওই মহাযোগীর করুণা ছাড়া আমার মুক্তির আর অন্য কোনও পথ নেই।"

বাবলু বলল, "তুমি কি ইচ্ছে করলে এই পথ থেকে ফিরে আসতে পারো না?"

"পারি। যদি তোমার মতো কোনও বন্ধু আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।"

"আমার মতো কেন? আমিই দাঁড়াতে রাজি আছি। আগে তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানি, শুনি, তবে তো?"

নিশা এবারে হাঁটুদুটো মুড়ে একটু টান হয়ে বসল। তারপর বলল, "বুকের পাঁজরে আর মাথায় লেগেছে খুব। যাই হোক, হয়তো সামলে নেব। তুমি কিন্তু মন দিয়ে আমার কথা শোনো।"

বাবলু বলল, "বলো।"

নিশা বলতে লাগল, "নালন্দার মেয়ে আমি। কাজেই গৌতম বুদ্ধের একটু পুণ্য প্রভাব আমার মনের মধ্যে সুপ্ত আছে। তবে কিনা মানুষ তো পরিস্থিতির দাস। আমিও তাই। একবার বক্তিয়ারপুরের কাছে মোটর দুর্ঘটনায় আমার বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। ইতিমধ্যে কিছু দুষ্টলোক এসে ভর করে আমার ওপর। তারা আমাকে দিয়ে নানারকম খারাপ কাজ করিয়ে নেয়। আমার মতো আরও কয়েকজন মেয়েকে দিয়ে তারা লোকের পকেট কাটতে বাধ্য করায়। ওরাই আমাকে বন্দুক, রিভলভার ধরতে শেখায়। সাইকেল, স্কুটার, মোটরও চালাতে শেখায়। প্রথম প্রথম

এইসব বাজে কাজ করতে আমার মনে সায় দিত না। পরে বুঝলাম আমার বা আমাদের মতো মেয়ের বেঁচে থাকাব জন্য এ ছাড়া আর বিকল্প কোনও পথই নেই। তখন থেকেই আমি মনে মনে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করি। পরে একদিন সুযোগ বুঝে ওই দুষ্কৃতীদের কয়েকজনকে খুন করায় কোডারমার জঙ্গলে গা-ঢাকা দিই। কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর বুদ্ধগয়ায় এসে ওই পুবনো বাড়িটা জলের দামে কিনে ওইসব মেয়েদের কয়েকজনকে নিয়ে মেয়ে পকেটমারের একটা দল করি। কোডারমায় থাকার সময় প্রিন্সের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মারুতি উনি আমাকে উপহার দেন। আমি ওঁর স্কাল ডেলিভারির ব্যাপারে একটা কমিশনভিত্তিক কাজে লেগে পড়ি। উনি আমাকে দারুণভাবে উৎসাহ দেন। ওঁর মুখেই দিনকয়েক আগে তোমাদের ব্যাপারে সব শুনি। তোমাকে কেউ জ্যান্ত ধরে দিতে পারলে উনি পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত উপহার দেবেন এমন কথাও বলেন। আমি বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম বুদ্ধগয়ায় একটা ট্যুরিস্ট লজ গড়ে তোলবার। কেন না এখানে যে হারে যাত্রী আসে তাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলে রাত্রিবাস করেন খুব কম লোকেই। তাই ভেবেছিলাম ওই কাজটা কবে উঠতে পারলে আমার এই পাপের ব্যবসা ছেড়ে দেব। মেয়েগুলোও আমাকে অবলম্বন করে সৎভাবে বাঁচতে পারবে।"

বাবলু বলল, "চমৎকার! তবে আমার জন্য প্রিন্স এত টাকা অফার করলেন কেন?"

"আরে বোঝো না কেন? এটা ওঁর জেদ। বিয়ে-থা করেননি, কিছু না, শুধু সোনা পাচাব, হিরে পাচার, নিষিদ্ধ-ড্রাগ পাচার এইসব করে বেড়ান। ছেলেবেলায় একবাব এক সামান্য অপবাধেব শাস্তি হিসেবে ওঁব গ্রামেব মুখিয়া গ্রামবাসীদের নিয়ে ওঁর মাথায় জুতো মেবে গ্রাম থেকে তাড়িযে দিযেছিল। সেই রাগে উনি পববর্তীকালে সেই মুখিয়াকে ধরে এনে জুতো পেটা করে মেরে ফেলেন। বিশেষ কবে ওঁব নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি চালানেব মাধ্যম হিসেবে ওই মাথার খুলিটাকেই উনি বেছে নেন।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলছ আমাকে প্রিন্সেব হাতে তুলে দিতে পাবলে তুমি পাঁচ লাখ টাকা পাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমাকে সৎভাবে বেঁচে থাকতে গেলে প্রিন্সের সংস্পর্শ তো ছাড়তে হবে। উনি কি তাতে রাজি হবেন?"

"না। সেইজন্যই তোমাকে চাই। আসলে আমি একা তো ঠিক সুবিধে করতে পাবব না। কিন্তু আমবা দু'জনে এক হলে ওর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে পাবে।"

"আমি রাজি।"

"কিন্তু একটা কথা। কোনওবকমেই তুমি কিন্তু ওকে তোমাব পুলিশ বন্ধুদেব হাতে তুলে দিতে পাববে না। তা হলে আমাকেও জেলের ঘানি টানতে হবে; সোনা, টাকা সবই হাত ছাড়া হয়ে যাবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "আমি বাংলাব ছেলে। সেখানকার পুলিশই আমার বন্ধু। কিন্তু এখানে কেউ-ই চেনে না আমাকে।"

"তা হলে ওই কথাই রইল? এখন আমাকে শুধু ঘণ্টাখানেক রেস্ট নেওয়াব সময় দাও। এই সময়টুকুব জন্য একটু ঘুমিয়ে নিই আমি। ঠিক এক ঘণ্টা পবে আমাকে ডাকবে।"

"বুঝব কী করে? এখানে তো ঘড়ি নেই।"

"আমার হাতে আছে, এটা দেখে রাখো।"

নিশা সেই গভীর নিশীথে অন্ধকার ঘাসেব গালিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে বাবলু বুদ্ধমূর্তির চারপাশে ঘুবে পায়চারি কবতে লাগল। আর ভাবতে লাগল, কোনওবকমে একবার প্রিন্সেব গোপন ঘাঁটিতে গিয়ে ঢুকতে পাবলে .।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে নিশা নিজেই উঠে পড়ল ঘুম থেকে। বলল, "কী হল ফ্রেন্ড, তোমাকে না বলেছিলাম ডেকে দিতে?"

"আসলে তুমি যেভাবে ঘুমোচ্ছিলে, তাতে—।"

"কে বলল আমি ঘুমোচ্ছিলাম? ঘুমনোর ভান করে পড়েছিলাম আমি। পবীক্ষা করছিলাম তোমাকে। লক্ষ রাখছিলাম তুমি পালাবার চেষ্টা করো কিনা। যাকে বিশ্বাস করলাম সে কতটা নির্ভরযোগ্য সেটাও একবার বাজিয়ে দেখতে হবে তো?"

বাবলু হেসে বলল, "কিন্তু ধরো যদি পালাতাম?"

"তা হলে...।" বলেই কোমরের খাপ থেকে পিস্তলটা বের করল নিশা।

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা!"

নিশা বলল, "আব দেবি নয়, অনেক সময পাব হয়ে গেছে। এখনই তো তিনটে বাজে। বুদ্ধগযা জেগে উঠবে এবাব। পথ চললেও কেউ সন্দেহ কববে না।"

"আমবা এখন কোথায় যাব?"

"পাহাড়পুবেব জঙ্গলে। প্রিন্সেব লালকুঁযাব ঘাঁটিতে।"

"তোমাব শাবীবিক অবস্থা?"

"খুবই খাবাপ। তবে সামলে নিয়েছি একটু। এখন না গেলে চাবটে পঁচিশেব ট্রেনটা আমবা পাব না। তুমি স্কুটাব চালাতে পাবো?"

"পাবি।"

"তা হলে ভালই হল। তুমিই আমাকে ক্যাবি কবে নিয়ে যেতে পাববে।"

"এখানে তোমাব স্কুটাব আছে?"

নিশা হাসল। কিছু বলল না।

ওবা সেই গেট পাব হযে তিব্বতি ধর্মশালাব কাছে একটা মেডিসিনেব দোকানেব সামনে গিযে দাঁড়াল। তাবপব টক টক শব্দ কবতে একটি ছেলে বেবিযে এসে নিশাকে দেখেই চমকে উঠে বলল, "আবে, নিশা, তুম।"

নিশা ঠোঁটে আঙুল বেখে হিস্‌স্ কবে একটা শব্দ কবল। তাবপব দোকানে ঢুকে গোটা দুই ট্যাবলেট খেযে কিছুক্ষণেব জন্য ওব স্কুটাবটা ধাব চাইল।

ছেলেটি কোনওবকম আপত্তি না কবে স্কুটাবেব চাবিটা দিয়ে দিল নিশাকে।

নিশা বলল, "গযাবাম কি দুকানমে বহেগা।"

দোকান থেকে বেবিযে এসে পাশেব গলিতে বাখা স্কুটাবটি নিয়ে গযাব দিকে এগিয়ে চলল ওবা। নিশাকে পেছনে বসিযে দ্রুত স্কুটাব নিযে চলল বাবলু। মানেকাব কথা মনে হল একবাব। মেযেটি কি পালাতে পেবেছে? না ধবা পড়ে গেছে ওদেব হাতে? কে জানে?

কিছু সমযেব মধ্যেই ওবা গযা স্টেশনে পৌঁছে গেল। এত ভোবেও জমজম কবছে স্টেশন। স্কুটাব গযাবামেব চাযেব দোকানে বেখে ওবা ঢুকে পড়ল স্টেশনেব মধ্যে।

বাবলু বলল, "এ কী! টিকিট কাটা হল না তো?"

নিশা বলল, "আমাদেব টিকিট লাগে না দোস্ত।"

তোমাদেব না লাগলেও আমাব লাগে।"

নিশা চোখেব পলকে বেবিয়ে গিযে একটা টিকিট কেটে এনে বাবলুকে দিল।

বাবলু বলল, "তোমাব?"

"বললাম তো আমাদেব টিকিট লাগে না।"

'এই তোমাব সৎ হওযাব নমুনা?"

নিশা জিভ ভেংচে বলল, "স্যবি পাণ্ডব।"

নড়ে উঠল ট্রেন। এবং কিছুক্ষণেব মধ্যেই ঠিক সময়ে পৌঁছে গেল পাহাড়পুবে। প্ল্যাটফর্মেব উলটোদিকে নেমে লাইন ধবে দ্রুত চলতে লাগল ওবা আবও পেছনদিকে।

পাহাড় ও জঙ্গলেব এইবকম ঘন সন্নিবেশ বোধ হয় এই অঞ্চলেব মতো আব কোথাও নেই।

অনেকদূব যাওয়াব পব এক জাযগায এসে থমকে দাঁড়াল ওবা।

বাবলু বলল, "কী হল, থামলে যে?"

"অন্ধকাবে কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। দুর্গেব মতো একটি ভগ্নপ্রাসাদ।"

"ওই সেই লালকুঁযা। ওকে কেন্দ্র কবেই এত বহস্য। প্রিন্সেব গোপন ঘাঁটি। যেখানে ওব দু'চাবজন বডিগার্ড ছাড়া বিশেষ কাবও প্রবেশেব কোনও অধিকাব নেই।"

"আমবা ওখানে কীভাবে যাব?"

"খুব সাবধানে এবং সতর্ক পদক্ষেপে যেতে হবে আমাদেব। কেন না এইখানে স্থানে স্থানে বিদুৎবাহী কয়েকটি তাব এমনভাবে জায়গাটাকে ঘিবে আছে, যা কাবও নজবে পড়ে না। বাতেব দিকেই এগুলো সক্রিয থাকে বেশিবভাগ। দিনেব বেলা এখানে পাহাবা দেয় প্রিন্সেব কযেকটি তেজি কুকুব।"

"সেগুলো কি এখনও আছে?"

"কয়েকটা আছে।" বলেই এদিক-সেদিক তাকিয়ে হঠাৎ একটি গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "পেয়েছি।"

"কী পেয়েছ?"

"সুইচ বোর্ড।"

বাবলু দেখল একটি গাছের গুঁড়ির নীচে খুব ছোট একটি লাল আলো জ্বলছে। পাশেই লাগানো আছে একটি পিয়ানো সুইচ। নিশা সেটা অফ করতেই লালকুঁয়ার প্রাসাদে বিপদ সংকেত বেজে উঠল। সেইসঙ্গে জ্বলে উঠল রেড লাইট। সেটা একবার জ্বলতে একবার নিভতে লাগল। তারপরই ধেয়ে এল প্রায় দশ-বারোটা হিংস্র তেজি কুকুর।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল নিশা। বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখন উপায়? ওরা যে আমাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সংকেত না দিয়ে কারেন্ট অফ করাতেই এই বিপর্যয়।"

বাবলু বলল, "উপায় আমিই করে দিচ্ছি। কেন না এখন আর এছাড়া বাঁচাব কোনও পথ নেই।" বলেই নিশাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই সেই সুইচটা আবার অন করে দিল বাবলু।

চোখের সামনেই কুকুরগুলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণান্ত আর্তনাদ করে স্থির হয়ে গেল একসময়। বাবলু একবার চোখ বুজল। এরপর আবার কারেন্ট অফ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেই মৃত কুকুরগুলোর কাছে। আকাশের ঘন অন্ধকার তখন সামান্য ফিকে হয়েছে।

নিশাও একসময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, "তুমি ঠিক এইখানে এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমি একবার ভেতরে ঢুকে দেখে আসি পরিস্থিতি কীরকম।"

বাবলু বলল, "না। তুমি কখনওই একা যাবে না। গেলে আমরা দু'জনেই যাব।"

"যাওয়া যাবে না। আমি হয়তো সামলে নিতে পারব। কিন্তু তুমি পারবে না। এই কুকুরগুলোর মর্মান্তিক পরিণতির ফল যে কী ভয়ংকর তা তুমি জানো না। প্রিন্স তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেবে।"

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন উত্তেজিত গলায় বলল, "ও ঠিকই বলেছে বাবলু। দলের ক্রমাগত বিপর্যয়ে প্রিন্স এখন উন্মাদ।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী ল্যাংচা! তুই! তুই এখানে কী করে এলি?"

"সে অনেক ব্যাপার। এখানে বলা যাবে না। তোর খোঁজ করতে করতে আমরা সবাই এখানে এসে পড়েছি। তবে কিনা কেস খুব জন্ডিস। আমি এখন দলছুট হয়ে একা পড়ে গেছি। ওরা যে কে কোথায় তা জানি না। পঞ্চু ভীষণ তাড়া করে কয়েকজনের পিছু নিয়েছে। ওরাও ওদের পেছনে ধাওয়া করে নিখোঁজ। আমি ওদের জন্যই স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখি না তোরা দু'জনে ট্রেন থেকে নামলি। আমি তো ওকেই মানেকা ভেবেছিলাম। মানেকা কোথায়?

"এই মুহূর্তে সঠিক করে তা বলা যাবে না।"

"এই মেয়েটি কে?"

"এর নাম নিশা। রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, মানেকার মতো এও একজন।"

ল্যাংচা আক্ষেপ করে বলল, "তোর জন্যই এত কাণ্ড, তুই ফিরে এলি। অথচ যারা তোকে খুঁজতে এল তারাই নিখোঁজ।"

নিশা বলল, "ওরা তা হলে নির্ঘাত প্রিন্সের খপ্পরে পড়ে গেছে। তোমরা এক কাজ করো, এখানে অপেক্ষা করো, আমি যাই। মরলে আমি মরব। যদি বেঁচে থাকি তা হলে ওদের বেরিয়ে আসার সুযোগ আমিই করে দেব। তবে একটা কথা, আমি লালকুঁয়ার প্রাসাদ থেকে আলোর সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ এগোবে না।"

নিশা আর একটু দেরি না করে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

বাবলু বলল, "ওকে বোধহয় এইভাবে একা যেতে দেওয়াটা ঠিক হল না। আমিও যাই। দূর থেকে অনুসরণ করি ওকে।"

ল্যাংচা বলল, "খেপেছিস? তুই নিরস্ত্র। আমিও। তোর পিস্তলটা আমার কাছে ছিল। এক দুর্বৃত্ত সেটা কেড়ে নিয়েছে আমার হাত থেকে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ওটার খোঁজ পরে হবে, এখন তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমাদের ওরা যদি কোনওরকমে ছিটকেছাটকে এসে পড়ে, তা হলে ওদের এখানেই অপেক্ষা করতে বলবি। আমি না ডাকলে ভেতরে যাবি না কেউ।" বলেই চতুর বেড়ালের মতো নিঃশব্দে আবছা অন্ধকারে জঙ্গলের গা-ঘেঁষে এগিয়ে চলল ও।

হঠাৎই অন্ধকার লালকুঁয়ার দিক থেকে একটা বুলেট যেন শিস দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নিশা। একবার একটু ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল।

স্থির হয়ে গেল বাবলুও। এমন তো হওয়ার কথা নয়। নিশা তো প্রিন্সের সহযোগী, তা হলে? প্রিন্স কি কোনওরকমে টের পেয়ে গেছে ওর অভিসন্ধিটা?

বাবলু দেখল, দু'জন বডিগার্ড নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে প্রিন্স। প্রিন্সকে এর আগে জিব্রাল্টারে দূর থেকে দেখেছিল। এখন দেখল অনেক কাছ থেকে। সাহেবদের মতো চেহারা। লাল টুকটুকে, কিন্তু ক্যাট্স আই। বেড়ালের মতো কটা চোখ। প্রিন্স এসে একবার এক পলক দেখল নিশাকে। তারপর বলল, "শয়তানির দিন শেষ।"

রক্ষী দু'জনের একজন বলল, "তুমি বোধহয় এই প্রথম কোনও মেয়েকে টার্গেট করলে, তাই না বস?"

"ঠিক তাই। ওর চোখের চাহনিতে আমি আমার মরণছায়া দেখেছিলাম। ওর পেছনেও যে আমার একজন স্পাই লাগানো ছিল, তা বোধহয় ও জানত না।"

"এখন তা হলে—?"

"আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাক। ভোর হয়ে আসছে। আলো ফোটার আগেই চলে যেতে হবে আমাদের। এখন বাকি কাজগুলো চটপট সেরে ফেলি এসো।"

"ওই ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারে কী হবে তা হলে?"

"ওদের প্রত্যেককে মরণখাদে ফেলে দিয়ে তবেই আমি যাব। আমার তিল তিল করে গেড়ে তোলা স্বর্গরাজ্য ওরা ছারখার করে দিয়েছে। ওদের আমি বাঁচিয়ে রাখব না।"

এই সময় হঠাৎই এক বিপর্যয় ঘটে গেল। ওরা পিছু ফিরতেই স্প্রিং দেওয়া ছুরির মতো লাফিয়ে উঠল নিশা। তারপর রক্ষী দু'জনকে পরপর দুটো গুলি করতেই ধরাশায়ী হল ওরা। অমন যে দুর্ধর্ষ প্রিন্স সেও ভেবে পেল না কী থেকে কী হয়ে গেল। মেয়েটা তা হলে মরেনি? মৃত্যুটা ওর অভিনয়? রং টার্গেট তা হলে? প্রিন্সের দু' চোখে আগুন জ্বলে উঠল এবার। নিশা আর কোনও গুলি খরচ করার আগেই নিজের অটোম্যাটিকটা ওর দিকে স্থির করে বলল, "বিশ্বাসঘাতক! গো টু হেল।"

ঢিসুম।

গুরুগম্ভীর একটা শব্দ করে ভোরের বনাঞ্চল কাঁপিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে গর্জে উঠল বাবলুর পিস্তল। সেই পিস্তল। ক্যানাবি হিলের মাথায় আততায়ীদের হাত থেকে পড়ে যাওয়া বিদেশি জিনিস। যা কিনা চরম বিপদের সময় দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করবে বলেই ও বহু যত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন ওর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে একটি গুলিতেই প্রিন্সের হাত থেকে খসে পড়ল ওর রিভলভারটা।

নিশা ছুটে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রিন্সের দিকে তাগ করে বলল, "এবার? এবার তোমাকে রক্ষা করবে কে? তোমার প্রকৃতি আমি জানি। তাই বুলেটপ্রুফ পরে তৈরি হয়েই এসেছিলাম। যদিও ভাগ্যক্রমে গুলিটা আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। প্রিন্স! ঠিক এই কারণেই তোমার মৃত্যু আমার কাম্য। তবুও তোমার বদলে তোমার রক্ষীদের আমি গুলি করলাম তোমাকে শিক্ষা দেব বলে। এখন তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। নাউ বি রেডি ফর—।"

সেই মুহূর্তে বাবলু নিশার হাত থেকে ওটা কেড়ে না নিলে বিপর্যয় একটা ঘটে যেতই। বাবলু ধমক দিয়েই বলল, "এটা কী করছ তুমি? এ কাজ কি আমাকে দিয়ে হত না। এই জীবন্ত কিংবদন্তিকে মেরে ফেললে আমাদের সমস্ত অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার দলের ছেলেমেয়েদেরও হদিস পাওয়া যাবে না। প্রিন্স ছাড়া কে সন্ধান দেবে ওদের?"

প্রিন্স তখন সাপের চোখে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে।

বাবলু ধীরে ধীরে প্রিন্সের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্মিত হেসে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার এই চরম মুহূর্তটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রিন্স। আমরা তো আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নই। তা হলে আমাদের সঙ্গে আপনার এই বিরোধ কেন?"

বাবলুর কথায় অভিভূত হয়ে প্রিন্স বলল, "তুমিই কি সেই বিস্ময় বালক? মিস্টিরিয়াস বয়?"

"হ্যাঁ আমিই সেই। তবে কিনা আমি এখন আর বালক নই।"

"তুমি এখানে কেন এসেছ? কী চাও তুমি আমার কাছে? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?"

"আমি এসেছি আমার দলের যেসব ছেলেমেয়েকে আপনি বন্দি করে রেখেছেন তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। এর বেশি আর কিছুই চাই না আমি। শুধুমাত্র তাদের খোঁজেই আমার এখানে আসা।"

"তোমার মনে অন্য মতলব ছিল না?"

"থাকলে আমার গুলিটা আপনার হাতে লাগত কী? বুকের বাঁদিকেই লাগত।"

"কিন্তু এই শয়তান মেয়েটার সঙ্গে তুমি কেন? ও তোমাকে পথ চিনিয়ে আমার এখানে কী জন্য নিয়ে এসেছে তা তুমি জানো?"

"জানি। সব বলেছে ও আমাকে। প্রিন্স, আশা করি আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। আমাকে কেউ আপনার হাতে তুলে দিতে পারলে যে বিশাল অঙ্কের টাকা আপনি দেবেন বলেছিলেন তা এই মেয়েটির হাতে অবশ্যই দেবেন।"

"তা আর সম্ভব নয়। আমি ওকে অনেক—অনেক দিয়েছি। কিন্তু তাতেও ওর মন ভরেনি। আরও অনেক বেশি পেতে চেয়েছিল ও, এবং সেটা আমাকে নাশ করে। অথচ যে অবস্থায় কোডারমার জঙ্গলে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তখন আমি না থাকলে হয় ও খুন হত, না হলে তলিয়ে যেত অতল জলে। ওর দলের মেয়েরাই ওর এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা আমাকে জানিয়েছে। এখন আমার বিশ্বাস হারিয়েছে ও।"

"তাও জানি। ওর এই মনোভাবের প্রকাশ আমার কাছেও করেছে ও। কিন্তু এ কাজ ওকে আমি কখনওই করতে দিতাম না। আসলে অন্ধকারের জগতে চলাফেরা করতে গিয়ে মনটাও ওব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এটাই তো স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে আশা করি এই ভুল ও আর কখনওই করবে না।"

প্রিন্স বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "এই ভুল ও আবার কববে।"

"কিন্তু প্রিন্স, আপনি হঠাৎ এমন সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠলেন কেন? আপনি তো একা মানুষ? তা হলে কার স্বার্থে এসব করছেন?"

প্রিন্স বলল, "আমার ব্যাপারে কোনওরকম আগ্রহ প্রকাশ না করলেই আমি খুশি হব। তবু শোনো, আমি আমার নিজের ওপরই প্রতিশোধ নেব বলে এত নৃশংস হয়েছি। শৈশব থেকে আমার বাবা-মা'কে আমি দেখিনি। আমি কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। গ্রামের হরিজন পল্লীতে মানুষ। আমাদের ওইসব অঞ্চলে জাতপাতের একটা বিরাট সমস্যা আছে। যাই হোক, তোমাদের মতো বয়সে আমি আমার গ্রামের মুখিয়ার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আমাকে জুতোপেটা করে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। যার জন্য এত, সেও শেষপর্যন্ত ওদের সুরেই সুব মিলিয়েছিল। এরপর বেশ কিছুদিন আমি বনে-পাহাড়ে ঘুরে শক্তিশালী হই। তারপর থেকেই শুরু হয় আমার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। ঘর-সংসার করবার স্বপ্ন আর আমি দেখিনি। শুধু মানুষের জীবন নিয়ে, অর্থ নিযে ফাটকাবাজি করেছি। মন মন সোনা, কোটি কোটি টাকার হিরে, এ-সবই আমার ধাপ্পা। তবে দলকে সচল রাখার জন্য অসৎপথে এসবেব লেনদেন করতেই হয়েছে আমাকে।"

"তা হলেও আপনি যা সঞ্চয় করেছেন তাতে এইভাবে নিজেকে নষ্ট না কবে বিষয়সম্পত্তি নিযে দিব্যি সুখে তো জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন।"

"এখনও পারি। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, আমার ভূমিকা শযতানের হলেও গৌতম বুদ্ধের মতোই বিষয়কে আমি যেমন ভয় করি—বিষাক্ত সাপ, আকাশ থেকে বিচ্যুত বজ্র বা বায়ুযুক্ত অগ্নিকেও তেমন ভয় করি না। এই সমস্ত ভোগ্য বিষযগুলি জগতে অনিত্য। এরা মানুষের কল্যাণ ও অর্থ হরণ করে। এই সোনা, হিরে আর অর্থের লেনদেনে রাতে আমার ঘুম হয় না। এরই লোভে নিশার মতো মেয়ে আমাকে খুন করার স্বপ্ন দ্যাখে। আমি আমার পাপার্জিত সমস্ত ধনরত্ন তাই এমন এক জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি যার সন্ধান আমার এই দেহরক্ষীরাও জানে না।"

"কিন্তু প্রিন্স, আমার দলের ছেলেমেয়েরা?"

"মুহূর্তের উত্তেজনায় তাদের আমি জীবন্ত সমাধি দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমাব সঙ্গে কথা বলে আমি আমার মতের পরিবর্তন করেছি। তা ছাড়া—। ওই, ওই তো ওরা আসছে।"

বাবলু তাকিয়ে দেখল ভোরের পাখির মতো কলকল করে ছুটে আসছে সবাই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সুদেষ্ণা, রাজকুমারী সবাই।

কী করে সম্ভব হল এটা?

আসলে হয়েছে কী, বাবলু যখন প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, ল্যাংচা তখন আহত রক্ষী দু'জনের নজর এড়িয়ে প্রাসাদে ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর করে মুক্তি দিয়েছে সকলকে।

বিলু আর ভোম্বল তো ছুটে এসেই জড়িয়ে ধরল বাবলুকে।

বিলু বলল, "তোকে যে এইভাবে এখানে দেখব, তা কল্পনাও করতে পারিনি। কতদিন দলছুট হয়ে ছিলি তুই। কিন্তু পঞ্চু কোথায়? পঞ্চু? তাকে দেখছি না কেন?"

"জানি না সে কোথায়! ওর খবর তো তোরাই রাখবি।"

"কাল রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতীকে সাংঘাতিকভাবে তাড়া করে ও। তাই দেখে আমরাও ওর পিছু নিই। তখনই

এখানে এসে এদের হাতে ধরা পড়ে বন্দি হই। শয়তান প্রিন্স আমাদের জীবন্ত সমাধি দিতে চেয়েছিল। তারপরে ঠিক করল হাত-পা বেঁধে মরণখাদে ফেলে দেবে। উঃ, কী নৃশংস লোকটা! আমরা যাওয়ার আগে ওকে উচিত শিক্ষা একটা দিয়ে তবেই যাব।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "আস্তে বল। উনি তো এখানেই—। এ কী! কোথায় গেলেন উনি? এই তো ছিলেন।"

বহুদূর থেকে তখন প্রিন্সের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "বন্ধুরা, আমার খেলা শেষ। তোমরা দয়া করে বাড়ি ফিরে যাও।"

ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ঝুলন্ত একটি লতার দোলকে দুলে প্রিন্স যে কখন ওদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে কেউ তা লক্ষও করেনি।

নিশা উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওঁকে ফেরাও বাবলু। মনে হচ্ছে উনি আত্মহননের পথে চলেছেন। ওঁর যাত্রাপথ মরণখাদের দিকে।"

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "প্রিন্স, আপনি ফিরে আসুন। ওদিকে যাবেন না। এ-কাজ আপনি করতে পারেন না। প্লিজ ।"

বাবলুর কণ্ঠস্বর পাহাড়ে-পর্বতে ধ্বনিত হয়ে উঠতেই দূর থেকে পঞ্চুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ভৌ। ভৌ ভৌ উ উ-উ।"

কোথায় পঞ্চু! কোথা থেকে সাড়া দেয়?

প্রত্যুত্তরে বাবলুও সাড়া দিল, "পঞ্চু, তুই কো থা য?"

"ভৌ। ভৌ উ উ উ উ।"

বিলুরা পঞ্চুর ডাক শুনে দ্রুত ছুটে গেল সেদিকে।

নিশা বলল, "এবার আমাকেও যে বিদায় নিতে হবে ফ্রেন্ড।"

"সে কী! তুমি, তুমি কোথায় যাবে?"

"জানি না। তবে আর এখানে থাকা যাবে না। বিপদ আমার ঘনিয়ে আসছে। ওই দ্যাখো কত পুলিশ।

বাবলু তাকিয়ে দেখল, সত্যিই তো। দলে দলে পুলিশ এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে। তাদের দলে মানেকাও আছে। আর একজন কে যেন, বাবলুও তাকে চিনল না। সে লোক কাছে এসেই বলল, "তুমিই বুঝি বাবলু? প্যাংচাটা কোথায়?"

"আপনি?"

"আমাকে তুমি চিনবে না। আমি চাচনদা।"

মানেকা এসে বাবলুর হাতদুটো ধরে বলল, "তোমার কোনও বিপদ হয়নি তো বাবলু? আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েই থানার দিকে চলে যাই। তারপর—।' বলেই নিশার দিকে বক্রচক্ষুতে তাকাল।

নিশাবসানে নিশা তখন মিলিয়ে যাচ্ছে। এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে সে। মানেকা বাবলুর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে ওর দিকে তাগ করতেই বাবলু বাধা দিল। বলল, "ওকে যেতে দাও মানেকা। ওর পুনর্জন্ম হোক।"

"কিন্তু ।"

"কোনও কিন্তু নয়। এই ভোরের আলোর মতোই ওর জীবনও এখন আলোকিত হয়ে উঠুক। জলে যেমন নৌকো মানুষকে বহন করে, স্থলে তেমনই মানুষ নৌকোকে বহন করে। এতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকার ওকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এখন আলোর তরণীকে ও বয়ে নিয়ে যাক।"

নিশা দূর থেকে হাত নেড়ে বলল, "বিদায় বন্ধু, বিদায়—।"

বাবলুও হাত নেড়ে বলল, "বিদায়—বিদায়—বিদায়—বিদায়।"

ঠিক তখনই বহুদূর থেকে ঝড়ের বেগে পঞ্চুকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সেইসঙ্গে দলের সকলকেই।

বাবলুর পিস্তলটা মুখে করে নিয়ে এসে ওর পায়ের কাছে রাখল পঞ্চু। তারপর সে কী লুটোপুটি।

বাবলু পরমাদরে ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। দুষ্কৃতীদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে পঞ্চু। তারই চিহ্ন ওর সর্বাঙ্গে। চোখের কোলে, ঠোঁটের পাশে রক্তের ধারা। বাবলুর চোখে জল এসে গেল। বলল, "এ কী দশা হয়েছে তোর? আমাদের জন্য নিজেকে কি এইভাবেই শেষ করে দিতে হয়?"

পঞ্চু আদরে, সোহাগে গলে পড়ে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও ও ঔ।"

বাবলু বলল, "সারারাত এই জঙ্গলে কোথায় ছিলি তুই?"

পঞ্চুর হয়ে বিলু বলল, "আমরা গিয়ে দেখি না একটা টিলার গায়ে বড় একটা পাথরের ওপর বসে গরগর করছে পঞ্চু। আর সেই শয়তানগুলো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে জড়ানো কতকগুলো শক্ত লতা ধরে খাদের দিকে ঝুলছে। কী ভাগ্যিস বাঘে ধরেনি ওকে।"

ল্যাংচা বলল, "আমি তো দিচ্ছিলাম লতাগুলোকে কেটে। বিলু বাধা দিল। তা ছাড়া পুলিশ গিয়েই তো সব গোলমাল বাধিয়ে দিল।"

"কী করল পুলিশ?"

"সবক'টাকে ধরে মারতে মারতে নিয়ে গেল।"

"ভালই তো করেছে।"

"ভাল করেছে? পুলিশ ওদের দু'চারদিন আটকে রেখেই ছেড়ে দেবে। তারপর আবার দৌরাত্ম্য করে বেড়াবে ওরা।"

বাবলু হাসল। বলল, "যা করে করুক।"

ততক্ষণে পুলিশের লোকেরা লালকুঁয়ার প্রাসাদে ঢুকে তোলপাড় শুরু করেছে।

একজন ইনস্পেক্টর বাবলুর কাছে এসে ওর মুখ থেকে সব শুনলেন। বাবলু সেই বিদেশি পিস্তলটা জমা দিল পুলিশের হাতে। ইনস্পেক্টর খুশি হলেন খুব।

পুলিশের কাজ পুলিশ করতে লাগল। বাবলু ওর দলবল নিয়ে এগিয়ে চলল সেই মরণখাদের দিকে। যেখানে একটি বুড়ো বেঁটে পলাশগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রিন্স। নব সূর্যোদয়ের ছটা এসে তার মুখের ওপর পড়েছিল।

একেবারে কাছে গিয়ে বাবলু বলল, "আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি প্রিন্স। তবে আপনার কৃতকর্মের জন্য নয়। আপনার ভেতরে যে অপূর্ব জ্ঞানালোকের সন্ধান পেয়েছি আমরা, তারই জন্য। অনেক দেরিতে হলেও নিজেকে আপনি একটি বিশেষ জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছেন।"

প্রিন্সের দিক থেকে কোনও উত্তরই পাওয়া গেল না। মনে হল, যেন রক্তমাংস দিয়ে তৈরি জড় পদার্থ একটি।

মানেকা বলল, "কথা বলুন প্রিন্স! একটু কিছু বলুন।"

বাবলু বলল, "ওঁকে অযথা বিরক্ত কোরো না। চলো, আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে যাই।"

বাচ্চু বলল, "উনি কি তা হলে এইভাবেই স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে নিজেকে ধরা দেবেন?"

"না। ধরাছোঁয়ার অনেক ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেছেন উনি।"

বিচ্ছু বলল, "তার মানে?"

"ওঁর নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছি উনি আর জীবিত নন।"

মানেকা বলল, "কীভাবে এটা হতে পারে?"

"সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক।"

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণার চোখে তখন জল। একেই বলে মেয়ে!

বাবলু বলল, "যাকগে, ওঁর ব্যাপারে মাথাব্যথা এখন পুলিশের। আমাদের কাজ শেষ। ওঁর গুপ্তধন কোথায় কী আছে পুলিশই তা খুঁজে বের করুক। আমরা এখন ঘরের ছেলেমেয়ে ঘরে ফিরি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেই অপূর্ব দৃশ্যাবলীর অরণ্যপর্বতের উপলাকীর্ণ পথ বেয়ে ফেরার জন্য রওনা হল। কারও মুখে কথা নেই। অমন যে পঞ্চু সেও নীরব। ল্যাংচা আর চাচনদা ওদের থেকে একটু এগিয়ে থাকলেও তারাও কেউ কথা বলছে না।

শুধু কলরবে মেতে উঠেছে বুনো পাখির দল।

রোমাঞ্চকর এই অভিযানের শেষে পায়ে চলা পথের ধারে ছোট্ট একটি টিলা দেখে হঠাৎই যেন আনন্দে মূর্ত হয়ে উঠল সকলে। তার কারণ, কোডারমা ও পাহাড়পুরের কিছু মানুষ বনফুলের মালা দিয়ে ওদের অভিনন্দন জানাবেন বলে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে।

সেই মালা বাবলুর গলায় পরিয়ে দিতেই সোল্লাসে লাফিয়ে উঠে লালকুঁয়ার প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল ল্যাংচা, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, মানেকা, এমনকী চাচনদাও বলে উঠল, "হিপ হিপ হুররররে।"

পঞ্চুও সকল ব্যথাবেদনা ভুলে সেই একইভাবে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২২

তেত্রিশ অভিযান

ফাল্গুনের আজ প্রথম দিন। বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি যেন হাসছে। এই মাস কুসুমের মাস। মিত্তিরদের বাগানের গাছপালাগুলো ভরে আছে রকমারি ফুলে। বাবলুরা সেবার দুমকা থেকে ফেরার সময় একটা পলাশের চারা এনে পুঁতেছিল এক কোণে। কালক্রমে সেই পলাশ এখন পল্লবিত হয়ে লালে লাল। আমের শাখায় মুকুল এসেছে কত। গাছের ডালে পাতার আড়ালে বসে কোকিল ডাকছে কুহু কুহু কুহু। কোকিল বারোমাসই ডাকে। তবে এই সময় একটু বেশি। ডাকও সুমধুর হয়। বসন্তের কোকিলের ডাকে মনের ভেতরটা যেন আনচান করে ওঠে।

পঞ্চুকে নিয়ে বিকেলবেলা বাবলু এসে সেই পলাশগাছের নীচে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে মাউথঅর্গানটা বের করে বাজাতে লাগল আপনমনে। ওর প্রিয় একটি গানের সুর। নীল আকাশ, লাল ফুল আর সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠল চারদিক।

পঞ্চু বাগানময় টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল।

আর বাবলু আচ্ছন্ন হয়ে গেল পলাশের নেশায়। রঙের যেমন চটক, সুন্দরেরও তেমনই মোহ আছে। এই সবুজ বনে এত লাল কত যে সুন্দর তা বলে বোঝানো যাবে না। রুক্ষ প্রকৃতির বুকে যখন পলাশের বন লালে লাল হয় তখন মনে হয় বনে যেন আগুন লেগেছে। সুন্দরের সেই অবর্ণনীয় রূপ ওরা অনেকবার দেখেছে। ঘাটশিলা, মোসাবনি, বুরুডিপাস ও ধারাগিরির গভীর বনে। চ্যাংজোড়ার ওপারে যে বন, তামুকপালের অরণ্য, সেই অরণ্য নির্মূল হলেও তার শোভাসৌন্দর্য বাবলুর মন থেকে আজও মুছে যায়নি। আসলে সুখের স্মৃতি কি কখনও ভোলা যায়?

"বাবলু, একটা ফুল দেবে আমাকে? পলাশফুল?" মাউথঅর্গান থামিয়ে সচকিত হয়ে ঘুরে তাকাল বাবলু। দেখল শরতের শিউলির মতো শ্বেতশুভ্র এক কিশোরী হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মেয়ে নয় তো, যেন শ্বেতপাথরের পরী। বাবলু অবাক চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার নাম তুমি জানলে কী করে?"

মেয়েটিও হাসিমুখ উজ্জ্বল করে বলল, "কেন, বই পড়ে।"

বাবলু মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "কে তুমি! এর আগে তোমাকে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

"দেখলেও কি মনে রাখতে? তোমরা তো এর আগে কত অভিযান করেছ। কতজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমাদের। তাদের ক'জনকে তোমরা মনে রেখেছ?"

বাবলু হেসে বলল, "তাদের ভুলে গেছি এমন ধারণা হল কেন? আমাদের প্রতিটি অভিযানে ঘটনার গতি এমনভাবে দিক পরিবর্তন করে যে, পুরনোকে আর মনে রাখা সম্ভব হয় না। তবে একেবারে ভুলেও যাই না।"

মেয়েটি বলল, "তাই বুঝি?"

"কিন্তু তুমি কে?"

"আমি উত্তরা।"

"কোথায় থাকো তুমি?"

উত্তরা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আমাকে একটা ফুল দেবে না?"

ততক্ষণে পঞ্চু এসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে লেজ নাড়ছে। তারপর ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে ওর পায়ের কাছের মাটিতে মুখ এনে কী যেন শুঁকল।

উত্তরা বোধহয় কুকুরকে ভয় পায় না। অথবা সহসা সুড়সুড়ি লাগে না ওর। তাই পরমাদরে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এই বুঝি তোমাদের পঞ্চু? কী সুন্দর!"

বাবলু বলল, "চিরসুন্দর ও।"

"তুমিও। তোমরা সবাই। যাক, আমাকে একটা ফুল দাও না!"

হঠাৎ একটি পলাশ বৃন্তচ্যুত হল হালকা হাওয়ায়।

বাবলু সেটা লুফে নিয়েই বলল, "এই নাও। এটা তোমারই।"

উত্তরা ফুলটি হাতে নিয়েই বলল, "বাঃ, চমৎকার! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার এই শুভক্ষণটি আমার কিন্তু চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর স্মৃতি থাকবে এই রক্তপলাশ।"

উত্তরার কাব্যিক ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেয়ে, তেমনই কথাবার্তা। সুন্দরী অথচ স্মার্ট। না হলে এইভাবে এই নিভৃতে কেউ আলাপ করতে আসে?

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাইকে দূর থেকে আসতে দেখা গেল।

বাবলু বলল, "ওই আমার সঙ্গী বন্ধুরা আসছে। চলো ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

উত্তরা বলল, "তার আগে যে গানের সুরটা তুমি বাজাচ্ছিলে আপনমনে, সেই সুরটা আর-একবার বাজাও তো।"

বাবলু মাউথঅর্গান মুখে দিয়ে সমধুর সুরে আবার ভরিয়ে তুলল চারদিক।

উত্তরা বলল, "শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন যেমন যুদ্ধপ্রিয়, তেমনই বংশীবাদক। তুমিও দেখছি দুষ্টদের দমনের ফাকে সুরের সাধনা বেশ ভালই করে থাকো।"

বাবলু হেসে বলল, "আরে, ও কিছু না। প্রিয় দেবতাব সঙ্গে আর যাই করো না কেন, আমার তুলনা কোরো না।"

"না, না। তুলনা করব কেন? তোমার তুলনা তুমি।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অনেক কাছে এসে গেছে।

বিচ্ছু কৌতূহলী দৃষ্টিতে উত্তরার দিকে তাকিয়ে বাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "কে বাবলুদা? চিনলাম না তো?"

বাবলু বলল, "ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

উত্তরা হাসির জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বলল, "আমার নাম উত্তরা। আমি তোমাদের অতিথি।"

"কোথায় থাকো তুমি?"

"এই মুহূর্তে তা বলা যাবে না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

বিলু বলল, "তার মানে তুমি এক রহস্যময়ী। কোনও রহস্যের জট খোলাতে আসোনি তো আমাদের কাছে?"

উত্তরা বলল, "শোনো, আজকের দিনে স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা-ও এগোয় না। আমিও তাই স্বার্থ নিয়েই তোমাদের কাছে এসেছি। অনেকদিন ধরেই আসব আসব করছিলাম কিন্তু পড়াশোনার চাপে তা আর হয়ে উঠছিল না।"

"এখন কি পড়াশোনার চাপ শেষ হয়েছে তোমার?"

"মোটেই না। সামনের বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। এখন তাবই প্রস্তুতি চলছে।"

"খুব ভাল কথা। মন দিয়ে পড়াশোনা করো।"

"তা তো করব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে কী যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ ফুটে উঠল উত্তরার কথায়। অভিজ্ঞ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখ একভাবে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

উত্তরা একটু সংকুচিত হয়ে বলল, "আমি যদি আমার কোনও ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চাই তোমরা কি তোমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে আমার দিকে?"

"নিশ্চয়ই দেব। এটাই তো আমাদের কাজ। তবে তার আগে তোমার প্রবলেমটা কী সেটা তো আমাদের জানা দরকার।"

"সেটা বলব বলেই তো এসেছি। তবে এও বলে রাখি, এই কাজটা যদি তোমরা করে দিতে পারো তা হলে পারিশ্রমিক হিসেবে যা তোমরা পাবে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

"বলো কী!"

"টাকার অঙ্কটা শুনলে মাথাখারাপ হয়ে যাবে তোমাদের।"

"কীরকম তবু শুনি?"

"কম করেও দশ লাখ।"

"দশ লাখ।"

"হ্যাঁ, দশ লাখ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল উত্তরার কথা শুনে। বলে কী মেয়েটা!

বাবলু কিছুক্ষণ একভাবে উত্তরার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "খুব ভাল কথা। কিন্তু ও জিনিসটা কীসের, কটন না টেরিকটের?"

উত্তরা ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে?"

"তার মানে তোমার মাথায় যে ছিটটা আছে সেটা কীসের? কটন না—?"

"তুমি কি আমায় বিদ্রূপ করছ?"

"স্বাভাবিক। অত টাকা তুমি দেবে কোত্থেকে?"

"সেটা আমার ব্যাপার। তা ছাড়া এই টাকা তো আমি দেব না, দেবেন অন্যজন। আমি শুধু টেন পার্সেন্ট কমিশন চাই।"

রীতিমতো হুঁশিয়ার মেয়ে। অথচ দেখলে মনে হয় না। সামনের বছর যে মেয়ে মাধ্যমিক দেবে এ কী পেটে পেটে বুদ্ধি তার!

বাবলু বলল, "কাজের দায়িত্বটা যদি নিই আর দশ লাখ টাকা যদি সত্যি সত্যিই পাই তা হলে টেন পার্সেন্ট কমিশন তোমাকে দিতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।"

"থ্যাঙ্কস। এই কথা রইল তা হলে, আমি এখন আসি?"

"সে কী! তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কাজটা কী? কিছুই তো জানা হল না। সব না জানলে পাকা কথা আমরা দেব কী করে?"

"ওসব কথা এখানে হওয়া সম্ভব নয়। কাল ঠিক সকাল আটটার সময় একটা গাড়ি আসবে তোমার বাড়ির সামনে। তার যে চালক সে কিন্তু বোবা। কথা বলতে পারে না। তোমরা তাকে কোনওরকম প্রশ্ন না করে হর্ন শুনেই গাড়িতে উঠে বসবে। সে তোমাদের যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে গেলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।"

বাবলু বলল, "কিন্তু...।"

"ডোন্ট নার্ভাস। মি. ফার্নাণ্ডেজ কোনওদিন কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তবে একটা কথা, টাকা কিন্তু পাবে কাজ হাসিল হওয়ার পর।"

"তখন যদি তিনি না দেন?"

"আমি জামিন রইলাম।"

বাবলু বলল, "তোমার দাম এক কানাকড়িও নয় আমাদের কাছে।"

উত্তরার দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বলল, "আমি যাই। কাল ঠিক আটটায় গাড়ি আসবে।"

হতবাক পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল উত্তরার দিকে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন থমথমিয়ে উঠল।

উত্তরা চলে গেল।

পঞ্চু ওর দেহটা টান করে এক পা এক-পা করে এগিয়ে গেল গেটের কাছ পর্যন্ত।

দারুণ একটা সাসপেন্স-এর মধ্যে ওদের রেখে চলে গেল উত্তরা। ওর কথাবার্তা, চালচলন সবই কেমন যেন রহস্যময় মনে হল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভেবেও পেল না ওদেরই বয়সি কোনও মেয়ের পক্ষে এইরকম বেপরোয়া হয়ে ওঠা ও রীতিমতো একটা রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে ওদের মতো ছেলেমেয়েদের ভাবিয়ে তোলা কী করে সম্ভব!

অমন যে পঞ্চু সেও কিছু বুঝতে না পেরে ঘন ঘন লেজ নেড়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল।

এক গভীর নীরবতার ভেতর থেকেই বাবলু বলল, "ঘরে চল। অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে ঘরে গিয়েই চিন্তাভাবনা করা যাক।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই অনুসরণ করল বাবলুকে। পঞ্চু এল সকলের পিছু পিছু।

বাবলুর মা তখন ঠাকুরঘরে সন্ধে দিচ্ছিলেন।

ওরা সবাই এসে হাত-মুখ ধুয়ে বাবলুর ঘরটিতে গুছিয়ে বসল। পঞ্চুই শুধু মায়ের ঘরের ড্রেসিং টেবিলের

সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা বেশ ভালভাবে একবার দেখে নিয়ে উঠে গেল ছাদে।

বাবলুর এই সাজানো ঘরটিতে এখন সুঁচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বাবলুই বলল, "উত্তরার ব্যাপারে তোদের প্রতিক্রিয়াটা কী? কেউ কোনও চিন্তাভাবনা করলি?"

ভোম্বল বলল, "আমি করেছি। ওই চতুর মেয়েটি আমাদের ব্লাফ দিয়ে বোকা বানিয়ে গেছে।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"প্রথম কারণ, দশ লাখ টাকা মুখের কথা নয়। এই টাকা যিনি বা যাঁরা খরচ করবেন তাঁরা আমাদের সাহায্য নিতে আসবেন কেন? এই টাকার অঙ্কে অনেক পেশাদার লোককেই পেয়ে যাবেন তাঁরা।"

বিলু বলল, "তোর এই ধারণাটা অবশ্য অমূলক নয়।"

"দ্বিতীয় কারণ, মেয়েটির কথা বলার ধরন দেখে মনে হল ও বেশ রীতিমতো খোঁজখবর নিয়ে এবং রিহার্সাল দিয়েই এসেছে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করবে বলে। অতএব ওই দশ লাখ টাকাও ধাপ্পা, কাল সকালে কোনও গাড়িও আসবে না আমাদের নিতে। সব মিথ্যে।"

বিলু বলল, "যদি আসে?"

"তা হলে জানব দারুণ একটা ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে আমাদেব জন্য।"

"মেয়েটির সব কিছুই সন্দেহজনক।"

বাবলু বলল, "ঠিক এইরকমই সন্দেহ আমার মনেও যে দানা বাঁধেনি তা নয়। তবে কিনা মেয়েটিকে দেখে বেশ ভাল ঘবের মেয়ে বলেই মনে হল। কিন্তু ওব এই পবিচয় না দেওয়া বা ওর এই কথাবার্তা রীতিমতো গোলমেলে। আমার শুধু একটাই জানাব বিষয়, মেয়েটি কে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। এবার বাচ্চুই বলল, "মেয়েটি যে এই এলাকাব ধারেকাছেও থাকে না সে-কথা আমি কিন্তু হলফ করে বলতে পারি।"

বিচ্ছু বলল, "এমনকী মেয়েটিকে এর আগে পথেঘাটে দেখিওনি কখনও।"

বিলু বলল, "আমরা কেউই দেখিনি। কেন না এমন সুন্দব মুখের কোনও মেয়েকে একবাব দেখলেও তার কথা অনেকদিন মনে থাকত।"

ভোম্বল বলল, "মেয়েটি যে স্থানীয় নয় তা কিন্তু পরিষ্কাব। তবে একটা ব্যাপারে আমাদেব কিন্তু মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"আমাদের উচিত ছিল পঞ্চুকে ওব পেছনে লাগিয়ে দেওয়া। তা যদি হত তা হলে আজই ওব পবিচযটা পেয়ে যেতাম।"

বাবলু বলল, "এই কথাটা যে পরে আমারও মনে হয়নি তা নয়। তবে কিনা ব্যাপারটা এমনই আচমকা হযে গেল যে, কী কবব বা করা উচিত, ঠিক সময়টিতে তা মনেই এল না। এমনকী স্কুটারটা সঙ্গে থাকলেও আমরা দূব থেকে ওর পিছু নিতাম।"

বিচ্ছু বলল, "তাতেই বা লাভ কী হত? ও যা মেয়ে তাতে ঠিক টেব পেয়ে যেত। যেরকম গাম্ভীর্য নিযে ও এল তাতে খুব একটা গোলা মেয়ে বলে মনে কোবো না ওকে। প্রথমত, মেয়েটি 'ফলো' করাব ব্যাপাবটা জানতে পারলে রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিত। দ্বিতীয়ত, যে মেযে সবকিছুই ধোঁয়াশাব মধ্যে রাখতে চায় সে যখনই বুঝত আমরা তার পিছু নিয়েছি তখনই সে করত কী, একটা ভুল ঠিকানায় ঢুকে আমাদের বোকা বানাত। মোট কথা, আমরা কিছুতেই নাগাল পেতাম না ওর।"

বাচ্চু বলল, "বিচ্ছু ঠিকই বলেছে। ও কিন্তু সাধারণ মেয়ে নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং ডেসপাবেট।"

বিলু বলল, "তা ঠিক।"

বাবলু বলল, "একটি মেয়েকে ঘিরে এমন রহস্য কিন্তু এর আগে আর কখনও দানা বাঁধেনি। মেয়েটি নাটকীয় ভঙ্গিতে এল, কাব্যিক ছন্দে কথা বলল, খুব বেশি আলাপ-পরিচয়ের ধার দিয়েও গেল না, বরং রেখে গেল একমুঠো রহস্য। সবচেয়ে রহস্যময়, মেয়েটি যাওয়ার সময় বলে গেল কাল সকাল আটটার সময় আমাদের নিতে একটা গাড়ি আসবে। এমন এক গাডি, যে গাড়িব ড্রাইভাব বোবা, অর্থাৎ কথা বলতে পারেন না।"

ভোম্বল ভেংচি কেটে বলল, "ওসব বাজে কথা। তবে সত্যি সত্যিই যদি বোবা হয় তা হলে আলাদা। কিন্তু কেউ যদি বোবা সেজে আসে তবে পঞ্চুকে দিয়েই সেই বোবার বোল আমি ফোটাব।"

বাবলু হেসে বলল, "ন্যাকামি যদি হয় তা হলে বোবার বোল ফুটবেই। কিন্তু সত্যি যদি হয়?"

বিলু বলল, "তা হলেই তো ভাবনার বিষয়।"

বাবলু বলল, "ওই সত্যের মধ্যেই তো আসল রহস্য। কেন না বোবা মানেই কালা। প্রকৃতির এটাই নিয়ম। তা যদি হয় তা হলে এইরকম একজন প্রতিবন্ধী গাড়ি চালান কী করে? অন্য গাড়ি হর্ন দিলেও তো তিনি শুনতে পাবেন না।"

বিচ্ছু চমকিত হয়ে বলল, "আরে তাই তো, এই কথাটা তো একবারও মনে হয়নি আমাদের।"

বাচ্চু বলল, "এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আগাগোড়াই ধাপ্পা। নয়তো সত্যিই আমরা কোনও দুষ্টচক্রের শিকার হতে চলেছি।"

ভোম্বল বলল, "অতএব একটাই সিদ্ধান্তে আসা যাক, ওই বোবা-কালা ড্রাইভার এলে কোনওমতেই ওর গাড়িতে চাপা নয়!"

বাবলু বলল, "তা হলে কি বলতে চাস আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্তই নেব?"

"মোটেই না। মেয়েটি আবার আমাদের কাছে এসে যদি স্পষ্ট করে ওর মনের কথা খুলে বলে, ওর বক্তব্য যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবেই আমরা ভাবনাচিন্তা করব ওর ব্যাপারে। না হলে অযথা ওদের ফাঁদে পড়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনব কেন?"

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু এই ব্যাপারে এমন একটি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যে, কোনওমতেই আর পিছু হটতে রাজি নই।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুর দিকে তাকাতেই ওরা বলল, "আমরাও তোমার সঙ্গে একমত।"

বিলু চুপ করে রইল।

ভোম্বল জোর দিয়ে বলল, "আমি কিন্তু এখনও একমত নই। আমি এখনও বলছি ওই মেয়ের ব্যাপারে কোনওমতেই এগনো উচিত নয়। ও হচ্ছে রীতিমতো একটি বাস্তুঘুঘু এবং ধূর্ত মেয়ে। যে মেয়ে আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে কমিশন খেতে চায় সে মেয়ে কম নাকি? কী সুপরিকল্পিত ধান্দাবাজি।"

বাবলু বলল, "রহস্য তো ওইখানেই। মোদ্দা ব্যাপারটা তা হলে ফলস নয় এটা তো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি লোভের বশবর্তী হয়েই আমাদের কাছে আসুক বা কারও নির্দেশ মেনেই এসে থাকুক সেটা জানা যাবে তখনই যখন ওদের উদ্দেশ্য কী আমরা সঠিকভাবে জানতে পারব।"

বিলু বলল, "তবে ওর যা তেজ, চোখ-মুখের যা ভাব, তা কিন্তু মেকি নয়। একটা কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে ওর।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে সকালটাই হতে দে। কাল যদি সত্যি সত্যিই ওদের গাড়ি আসে তা হলে সবাই মিলে গিয়েই দেখি ব্যাপারটা কী। তুই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবি বাবলু। আমরাও আত্মরক্ষার হাতিয়ার একটা করে সঙ্গে রাখব। তা ছাড়া পঞ্চু তো থাকবেই আমাদের সঙ্গে।"

বিলু বলল, "তার মানে নতুন একটা খেলা জমছে কাল।"

এমন সময় মা সকলের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এলেন। ওরা আলোচনা বন্ধ করে খাওয়ার ব্যাপারে মনোনিবেশ করল। ঠিক সময়টিতে পঞ্চুও এসে হাজির হল সেখানে।

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নতুন মডেলের সুন্দর ঝকঝকে একটি গাড়ি এসে থামল বাবলুদের বাড়ির সামনে। ওরা তৈরিই ছিল। তাই পঞ্চুসমেত সবাই এসে বসল গাড়িতে।

গাড়ির চালকের আসনে বসেছিলেন নিগ্রোদের মতো চেহারার একজন সুটেড-বুটেড বেঁটে কালো ভদ্রলোক। লোকটিকে দেখলে খুবই রাশভারী এবং বদমেজাজি বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, ওঁর চোখ-মুখেও কেমন যেন একটা হিংস্র ভাব লক্ষ করল ওরা।

গাড়ি দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার হয়ে দক্ষিণ কলকাতার দিকে রওনা হল। পার্ক স্ট্রিটে এসে একটি বহুতল বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই জিনস পরা উত্তরাকে দেখা গেল সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে।

উত্তরা গাম্ভীর্য বজায় রেখে অভ্যর্থনা করল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গাড়ি থেকে নেমে অনুসরণ করল ওকে। এই বহুতল বাড়ির দোতলায় সিঁড়ি বেয়েই উঠল ওরা। তারপর এমন একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল, যে ঘরে ঢুকেই মনে হল এ যেন এক স্বপ্নপুরী।

ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন এক দীর্ঘদেহী সাহেবি চেহারার পুরুষ। হাসিমুখে ওদের সকলকে আসন গ্রহণ করতে বলে বললেন, "আমিই মি. জেড ফার্নান্ডেজ। আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ আপনাকেও যে, আপনি আপনার কোনও কাজের ব্যাপারে আমাদের মতো ছেলেমেয়ের সাহায্য চেয়েছেন। এখন বলুন, আমরা আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?"

"তার আগে বলো, চা না কফি?"

বাবলু বলল, "ওসব পরে হবে। আগে কাজের কথা হোক।"

মি. ফার্নান্ডেজ একদৃষ্টে বাবলুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে তেকে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে তোমরাই পারবে। উত্তরা তোমাদের ব্যাপারে একটুও বাড়িয়ে বলেনি।"

বাবলু বলল, "অযথা সময় নষ্ট করে কী লাভ?"

মি. ফার্নান্ডেজ বললেন, "তা হলে কাজের কথাতেই আসা যাক এবার? হ্যাঁ, যেজনা তোমাদের আসতে বলেছিলাম। তোমরা মালকানগিরির নাম শুনেছ? ওদিকে গেছ কখনও?"

"নাম শুনেছি। কিন্তু যাইনি। তবে ভাইজাগ থেকে বোরাগুহালু হযে আমরা আরাকু পর্যন্ত গেছি। শুনেছি মালকানগিরির প্রাকৃতিক অবস্থানটা নাকি এক রোমাঞ্চকর আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে।"

"ঠিক তাই। দণ্ডকারণ্যের ওই গভীর গোপনে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায দুষ্ট দুর্জন মাফিয়াদের মোকাবিলায় যদি তোমাদের যেতে হয়, তোমরা কি যেতে রাজি আছ?"

"কাজটা কী তা জানতে না পারলে মতামত দেব কী করে?"

মি. ফার্নান্ডেজ এবার ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটি খবরের কাগজ বের কবে ওদেব সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, "আগে খুব মন দিয়ে এটিকে পড়ে দ্যাখো, তবেই আমি কাজের কথা বলব তোমাদের।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ঝুঁকে পড়ল কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদের ওপর, "সোনার অভিশাপ লেগেছে আদিবাসীদের।" সংবাদটি এইরকম—মালকানগিরি, (ওড়িশা) ২৭ এপ্রিল (ইউ এন আই) মালকানগিরি জেলার উত্তর-পূর্বে পাহাড় আর জঙ্গলঘেরা এক উপত্যকা ঘুমিয়ে ছিল সভ্য জগতেব অনেক দূরে। হঠাৎ সোনাব কাঠির স্পর্শে সে জেগে উঠল। উপগ্রহ চিত্রে জানা গেল সেখানে মাটিব নীচে গচ্ছিত আছে সোনার খনি। তাই বহু দূর থেকে মানুষ এসে ভিড জমাচ্ছে সেখানে। উপত্যকার নিঃসঙ্গতা দূব হয়েছে। সেইসঙ্গে সভ্যতার বিষ সংক্রামিত হয়েছে তার শরীরে। মাফিয়া আর চোবাকারবাবিব দল এখন সেখানে রীতিমতো সক্রিয়। তাদের ঠেকাতে চলছে কড়া পুলিশ প্রহরা।

"গোদাবরী নদীর উপত্যকায় এই অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে সোনার খনির একটা গল্প মুখে মুখে চালু ছিল। গ্রামের বৃদ্ধরা শিশুদের শোনাতেন, একসময় নদীর তীর বা ঝবনার জলে পাওযা যেত সোনার দানা। সোনা সংগ্রহ ছিল তাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের জীবিকা। বাদশাহি আমলে সেই সোনাব দৌলতে মহাসুখে দিন কাটত গ্রামবাসীদের। গল্প বলতে গিয়ে অতীতের সোনার দিনগুলোয় হারিয়ে যেতেন তাঁবা। সে-সব ছিল রূপকথা। রূপকথাকে বাস্তব হয়ে উঠতে দেখে চকচক করে উঠল মাফিয়াদের চোখ। এতদিন তারা জঙ্গলেব গাছ কেটে বেআইনি কোটি কোটি টাকা রোজগার কবেছে। এবার তাদের হাতেব নাগালে এল সোনার খনি।

"ইতিহাস বলে, মালকানগিরিতে সোনা সংগ্রহের জনশ্রুতিটা পুরোপুরি মিথ্যা ছিল না। ১৯০৭ সালে 'ভাইজাগ গেজেটিয়ার' থেকে জানা যায় আঠারো শতকের শেষভাগে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সত্যিই নদী বা ঝবনার ধারে বালিতে সোনা পাওয়া যেত। ১৮৫৬ সালে মিস্টাব ডিউক নামে এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক সবব নদীর উৎস সন্ধানে ১২৫ কিমি ভেলায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, নদীর দু'ধারে মানুষ সোনা সংগ্রহ করে বেশ সমৃদ্ধিশালী জীবনযাপন করত। তখন তোলা-প্রতি সোনাব দাম ছিল পাঁচ থেকে ছ' টাকা। সেটা বাদশাহি আমলের শেষভাগ। এক টাকায় তখন এক একর জমি কেনা যেত। দিনে দশ পয়সা রোজগার হলে পাঁচজনেব এক পরিবারের ভালমতো চলে যেত।

"কালক্রমে একসময় ভূস্তরে জমা সোনার পরিমাণ শেষ হয়ে এল। একই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। মানুষ নতুন জীবনের সন্ধানে দেশান্তরে পাড়ি দিল। প্রাসাদ আর দেবদেউলের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রইল গোটা অঞ্চলে। অবণ্য গ্রাস করল শহর, গ্রাম সব কিছুই। রয়ে গেল রূপকথা। রয়ে গেল অপুষ্টি আর অসুখে ভোগা একদল মানুষ। এরা সেই উপকথার স্বপ্ন নিয়ে পড়ে ছিল এখানেই। সোনা যুগযুগান্তর ধরে এখানকার মানুষকে ছুটিয়ে মেরেছে।

"সম্প্রতি স্বর্ণখনি এলাকার আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত জানায়, গত কয়েক বছর ধরে দিয়াং থেকে পদমগিরি

পর্যন্ত ৯০ কিমি জুড়ে মাফিয়ারা দরিদ্র আদিবাসীদের মজুরি দিয়েই সোনা তোলার কাজ করাচ্ছে। সেই সঙ্গে খননকারীদের সোনার ভাগও দিচ্ছে। জেলা প্রশাসন জানাচ্ছে, এদের রোখা অসম্ভব। মানুষ বহিরাগতদের ঠেকানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনও ফল হয়নি। শেষে স্বর্ণ-সন্ধানীদের ঠেকাতে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

"স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথমে এখানে টিনের আকরিকের সন্ধান পেয়েছিল। প্রকৃত টিন রুপোর চেয়েও দামি। বাজারে টিনের জিনিস বলে যেগুলো চলে তা আসলে পাতলা লোহার পাত মাত্র। আসল টিন আণবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত হয়। তার আন্তর্জাতিক বাজারদর বিরাট। চোরাকারবারিরা প্রথমে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর জানা গেল ওখানে মাটির নীচে আট থেকে দশ হাজার টন সোনা সঞ্চিত আছে। তখন তো সোনায় সোহাগা।

"শুধু মালকানগিরিতেই নয়, মালকানগিরি থেকে দুশো কিমি এলাকা জুড়ে মধ্যপ্রদেশ অবধি বিস্তৃত সোনার খনি। সে অতি দুর্গম অঞ্চল। রাস্তাঘাট নেই। ফলে পুলিশ যতটা অসহায়, দুষ্কৃতীরা ততটাই সক্রিয়। তছনছ হয়ে যাচ্ছে উপত্যকা। দ্বিতীয়বার ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে সেখানকার জনজাতি। পীত দানবের অভিশাপ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের।"

আগাগোড়া সংবাদটি একবার-দু'বার নয়, বারবার পড়ে দেখল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। কেমন যেন এক গা-ছমছম রহস্য ও উত্তেজনায় ভরে উঠল ওদের মন।

বাবলু বলল, "এই সংবাদ যে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত ওইরকম সময়ে আমরা কোনও অভিযান নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলাম। সেইজন্যই সংবাদটি আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। না হলে আপনার আমন্ত্রণে নয়, নিজেদের তাগিদেই আমরা অনেক আগেই কৌতূহল মেটাতে ওখানে পৌঁছে যেতাম। এখন বলুন আপনার কাজটা কী? ওখানে গিয়ে আমাদের কী করতে হবে? এবং কেনই বা আপনি আমাদের হাতে অত টাকা তুলে দিতে চাইছেন?"

"টাকার অঙ্কটা শুনেছ?"

"শুনেছি। কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"আমার কাজটা যদি তোমরা সত্যি সত্যিই করে দিতে পারো তা হলে ওই টাকা তোমরা অবশ্যই পাবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে শুনুন মি. ফার্নাণ্ডেজ। টাকার লোভে নয়, আপনার কাজ যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয় তা হলে অন্তরের তাগিদেই সে কাজ আমরা করব। তা ছাড়া ওই বিশাল অঙ্কের টাকার হিসেব আমরা রাখতে পারব না। ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে যেখানেই বাখতে যাই না কেন আমরা, সকলেরই সন্দেহের চোখে পড়ে যাব। আর লুকিয়ে যে রেখে দেব তাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কেন না কোনও অবস্থাতেই কালো টাকা ঘরে ঢোকাব না আমরা।"

"কিন্তু এ টাকা তো আমি তোমাদের পারিশ্রমিক হিসেবে দেব।"

তা যদি হয়, তা হলে সকলের সামনে প্রকাশ্যে এই টাকা আপনি আমাদের দেবেন এবং সেই টাকা আমাদের নামে আমাদেরই নির্বাচিত কোনও জনকল্যাণমূলক সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে।"

মি. ফার্নাণ্ডেজ নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ওদের দিকে। তারপর বললেন, "তবে কিছুটা অসুবিধে আছে। কেন না আমার এইসব টাকার মধ্যে একটি টাকাও সৎ উপায়ে রোজগার করা নয়। তবুও টাকা আমি দেব, কিন্তু আমার নামটি গোপন রেখো তোমরা।"

"বেশ, তাই হবে।"

"এবার তা হলে এক কাপ করে কফি হয়ে যাক।"

বাবলু বলল, "আপত্তি নেই।"

মি. ফার্নাণ্ডেজ উত্তরার দিকে তাকাতেই উত্তরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে চলে গেল। একটু পরেই একজন মহিলাকে নিয়ে ঘরে এল সে। তার হাতের ট্রেতে রাখা কফি এবং সকলের জন্য কেক।

একটি প্লেটে কেক নিয়ে প্রথমে পঞ্চুকেই দেওয়া হল। পঞ্চু লাজুক লাজুক মুখে কেক খাওয়া শুরু করতেই ফার্নাণ্ডেজ স্নেহভরে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেউ বলবে, এই কুকুরের এত তেজ? দেখলে মনেই হবে না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সবাই কেক আর কফির পাত্র তুলে নিল।

ফার্নাণ্ডেজ কেক নিলেন না। নিজের ভাগেরটাও পঞ্চুকে দিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন। তারপর

বলতে শুরু করলেন, "আশা করি খবরের কাগজের ওই অংশটুকু পড়ে মালকানগিরি সম্বন্ধে একটা ধারণা তোমাদের হয়েছে। এখন শোনো, আমার একমাত্র ছেলে মাইক, তার স্ত্রী ডোনা ও আমার আদরের নাতি বনি দুর্ভাগ্যক্রমে ওইখানকার মাফিয়াদের কবলে পড়ে গেছে। ওই বিশাল আয়তনের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় কোথায় যে তারা কীভাবে মৃত্যুর দিন গুনছে তা জানি না। বনির ব্যাপারেই ভয়টা আমার সবচেয়ে বেশি। কেন না আজও ওখানকার বন্য আদিবাসীরা অন্ধ সংস্কারের বশে বেশি স্বর্ণলাভের প্রত্যাশায় গোপনে শিশুবলি দিয়ে থাকে। কোরাপুটের কাছে গুপ্তেশ্বরের স্ট্যালাকটাইট গুহায় কিছুদিন আগেও এক বন্য কাপালিককে পুলিশ শিশুবলির অপরাধে গ্রেফতার করেছে। তাই তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা যেভাবেই হোক আগে চেষ্টা কোরো আমার বনিকে উদ্ধার করতে। অবশ্য যদি ও এখনও বেঁচে থাকে। আর আমার পুত্রবধূ ডোনা, ওরকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আমার ছেলে মাইক ওকে একদম কাছছাড়া করত না। কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "সবই বুঝলাম। তা এই ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি? আপনি ইমিডিয়েটলি পুলিশে খবর দিন।"

ফার্নান্ডেজ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাতে কোনও লাভ হবে না। ওই স্বর্ণচক্রের মাঝখানে পুলিশের ভূমিকাটা যে কী হতে পারে, তা আশা করি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। বিশেষ করে ওই অঞ্চলের মাফিয়াদের গডফাদার যে, সেই একচক্ষু ইউনিকর্নই আমাদের প্রধান শত্রু। পুলিশের সাধ্য নেই তার কিছু করে।"

"সেটা হয়তো একাংশের। বাকিরা?"

"তারা তার নাগালও পায় না। না পাওয়ার কারণও আছে। ওই অঞ্চলের রাক্ষস প্রজাতির আরণ্যকদের ওপর তার প্রভাব খুব বেশি। তারাই তাকে পুলিশ প্রশাসনের আড়ালে সরিয়ে দেয়।"

বিলু বলল, "রাক্ষস প্রজাতির আরণ্যক মানে? একটু খুলে বলুন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।"

"না বোঝার কিছু নেই। মালকানগিরি জেলার মহারণ্যে ভীষণদর্শন আদিবাসীদের বাস। এরা রাবণের বোন শূর্পণখার বংশধর বলেই পরিচিত।"

"সত্যি?"

"তাই তো শোনা যায়।"

ভোম্বল বলল, "আপনি যা বললেন শুনেই তো ভয় লাগছে আমাদের।"

"ভয় পাওয়ারই কথা।"

বাবলু বলল, "আপনার ছেলে, বউমা, নাতি, এদের কোনও ফটো আমাদের দেখাতে পারেন?"

"নিশ্চয়ই। সে-সব তো হাতে নিয়েই বসে আছি। না হলে তোমরা চিনবে কী করে?" বলে একটি অ্যালবাম ওদের হাতে দিয়ে বললেন, "এতে যত ছবি আছে সবই ওদের।"

বাবলু তখন অ্যালবামটি মেলে ধরে ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল ছবিগুলো। শিশু বনির একটি ছবির দিকে তাকিয়ে বাবলু এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল যে, আর চোখই ফেরাতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখে একসময় বলল, "এই শিশুকে যদি ওরা সত্যিই হত্যা করে থাকে তা হলে ওদের উপযুক্ত শাস্তি যে আমরা কীভেবে দেব কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না।"

ফার্নান্ডেজের চোখে তখন জল এসে গেছে। বললেন, "হি ইজ মাই সোল অব লাইফ। বনি! মাই সুইট বেবি। ওঃ গড।" বলে একটুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকার পর আবার বললেন, "এর মূলে কিন্তু ওই শয়তান ইউনিকর্ন।"

বাবলু বলল, "লোকটাকে দেখেছেন আপনি? চেনেন তাকে?"

"দেখেছি মানে? খুবই সামান্য অবস্থা থেকে দেখেছি। একশৃঙ্গের বদলে একচক্ষুবিশিষ্ট নররূপী গন্ডার একটি। ওকে বলা হয় দেবগিরির দানব। জন্ম থেকেই একটি চোখ অন্ধ ওর। দারুণ শক্তিমান। প্রায় সাত ফুটের মতো লম্বা নৃসিংহ অবতার একটি। কোনওরকমে খুঁজেপেতে ওই লোকটিকে যদি ফাঁদে ফেলতে পারো তবেই সন্ত্রাসের অবসান হয়।"

বাবলু বলল, "কী হবে তাতে? মাফিয়াচক্র এমনই যে, একজন গেলে আর-একজন গজিয়ে উঠবে। তা ছাড়া ওখানে তো ওইরকম লোক একা ও নয়, আরও অনেকেই আছে।"

"আছে। কিন্তু ওই লোকই দারুণ প্রভাবশালী।"

"অর্থাৎ কিনা গডফাদার।"

"হ্যাঁ। এবং আমার পরিবারের বিপর্যয় ওই লোকই ঘনিয়ে এনেছে। শুধু আমার নয়, আরও অনেকের। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যার ওপরই হয়েছে, তারই সর্বনাশ করেছে ও। এ ছাড়া কথায় কথায় খুনজখম ওর কাছে পুতুল খেলার মতো। বন্য আদিবাসীদের ওপর দারুণ আধিপত্য থাকায় তাদের ভুল বুঝিয়ে সোনার লোভ দেখিয়ে মিসগাইড করেছে। শিশুবলির মতো কুসংস্কারে ইন্ধন জোগাতে ওর চেয়ে সহায়ক আর কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "থাক, আর বলতে হবে না। এখন বলুন, দেবগিরি কোনখানে? কেনই বা ওকে দেবগিরির দানব বলা হয়?"

"সব বলব তোমাদের। কিছুই তো বলা হয়নি। এখন আমার কথাগুলো একটু মন দিয়ে শোনো। আজ আমাকে এই পরিবেশে তোমরা দেখলেও আমি কিন্তু এখানকার লোকই নই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সম্বলপুর শহরে আমি বাঘের চামড়া ও হরিণের শিং নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। কিন্তু বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব ক্রমশ লোপ পেতে থাকায় ওই কারবার বেশিদিন চলেনি। এর পর গভীর বনপ্রদেশ থেকে জঙ্গলের গাছ কেটে গোপনে চালান দিতে থাকি। এই ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। আমার মূল ঘাঁটি ছিল তখন কোরাপুটে। একবার দুদুমার জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে বেশ কয়েক মাস জেলও খাটি। কিন্তু আবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে শুরু করি ওই একই ব্যবসা। ততদিনে আমাদের দল বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আরও একাধিক চোরাকাটরা আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছে। রীতিমতো কম্পিটিশন মার্কেট তখন। সেই সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে রেষারেষি। ফলে চুরি-ডাকাতিও হতে লাগল। ওই অঞ্চলে নিরাপত্তার অভাব বুঝতে পেরেই একসময় কোরাপুটের পাট চুকিয়ে চলে এলাম রায়গড়ায়।"

বাবলু বলল, "রায়গড়া না রায়গড়?"

"রায়গড়া। এটা ওড়িশায়। কেউ কেউ রায়গাডাও উচ্চারণ করেন। তা এই রায়গড়া হল বিশাখাপত্তনম তিতলাগড় শাখার একটি জমজমাট জায়গা। আমি যে সময় ওখানে গিয়েছিলাম তখন শহব এখনকার মতো এমন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠেনি। ওই রায়গড়ায় শহরের একপ্রান্তে নাগবতী নদীর তীরে মনের মতো একটি বাড়ি তৈরি করে আমি বসবাস করতে থাকি। আমার একমাত্র ছেলে মাইককে পড়াশোনা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ভিজিয়ানাগ্রামে। সেও আমারই মতো দীর্ঘ উন্নত ও বলবান। একবার দেবগিরিতে এক বন্য চিতার সঙ্গে লড়ে চমক সৃষ্টি করেছিল সে।"

বাবলু বলল, "দেবগিরিটা কোথায়?"

"রায়গড়া থেকে তিতলাগড়ের দিকে যেতে প্রায় আটচল্লিশ কিমি দূরে। অদ্ভুতদর্শন পাহাড় এটি। ওই দেবগিরির ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের বাংলোয় কাজ করত ইউনিকর্নের বাবা। বাবা ওর নাম দিয়েছিলেন গন্ডার। কিন্তু ওর ওই বিকট চেহারা এবং একচক্ষু দেখে ডোনাল্ড সাহেবই ওর নাম দেন ইউনিকর্ন। সেই থেকে ওই নামেই পরিচিত ও। নিজের মাথায় নারকেল ফাটিয়ে তাক লাগাত। সে যাই হোক, একবার ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খেটে এসে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একরাতে একই পরিবারের প্রায় সবাইকে খুন করে উধাও হয়ে যায় ও। পুলিশ ওর নাগালই পায় না আর। কোরাপুট জেপুর হয়ে মালকানগিরির গভীর জঙ্গলে ওর অজ্ঞাতবাস চলতে থাকে। মাঝেমধ্যে বিরলদর্শন হলেও হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ হয় ওর। এখন তো স্বর্ণসংগ্রহে ওর জুড়ি আর কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা শুনে লোকটাকে আমার এখনই একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "এবার আমার ছেলের কথা বলি।"

"বলুন।"

"আমার ছেলে মাইক হঠাৎই করল কী, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বড় একটি সার্কাস দলে ভিড়ে বাঘের খেলা দেখাতে শুরু করল। এই খেলা ও শিখেছিল এক সাহেবের কাছে। যাই হোক, এইভাবে খেলা দেখাতে দেখাতে দেশ-দেশান্তবে ঘুরে বেডাত ও। ওই সার্কাস দলেই দড়ির খেলা ও জিমনাস্টিকস দেখাত একটি মেয়ে। নাম তার ডোনা। আমার ছেলে মাইক একদিন তাকেই বিয়ে করে বসল। প্রথমে আমি খুব আপত্তি করেছিলাম। ও কিন্তু আমার কথা কানেই নিল না। যাই হোক, বিয়ের পর ডোনাকে দেখে আমার এত ভাল লাগল যে, আমার মনে হল ছেলে আমার ভুল করেনি। ঠিকই করেছে সে। তবে ডোনা কিন্তু সত্যিই ভাল মেয়ে। আমার কথা শুনে সার্কাসের খেলা ছেড়ে সুখে ঘরসংসার করতে লাগল। এই ব্যাপারে সার্কাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চরম বিবাদ বেধে গেল তাই। বাধবে নাই-বা কেন? সার্কাস কোম্পানির তো মাথায় হাত! কেন না ডোনা ছিল ওই সার্কাস দলের গ্ল্যামার কুইন। সে চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ বেজায় অসন্তুষ্ট হল মাইকের ওপর। মাইকও তখন বিরক্ত হয়ে সার্কাস দলের চাকরি ছেড়ে ওই সোনাব খনির দেশে গিয়ে শুরু

করল মাফিয়াগিরি। আমি অনেক বারণ করলাম ওকে। ও কিন্তু আমার কথা শুনল না। কেন না সোনার নেশায় তখন পেয়ে বসেছে ওকে।"

"আপনার পুত্রবধূ ডোনা আপত্তি করেনি?"

"করেছিল বইকী। ও তো জানত এর পরিণতি কী হতে পারে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? ও ওর খেয়ালখুশিমতোই কাজকর্ম করতে লাগল। আসলে ছেলেবেলা থেকেই ও বড় বেশি জেদি এবং খামখেয়ালি। একবার যা মাথায় চাপত তার শেষ না দেখে ও ছাড়ত না। এই মালকানগিরিতে এসে হঠাৎই একদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ইউনিকর্নের। দু'জনেই দু'জনকে চিনতে পারল। ইউনিকর্ন বলল,'আমি এখানকার সোনার খনির রাজা। আমি চাই না আমার এলাকায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তুমি কাজ করো। তাই তোমাকে সাতদিন সময় দিচ্ছি, আশা করি এই এলাকা ছেড়ে তুমি চলে যাবে।' ওর কথার উত্তরে মাইক বলল, 'ওই একই জবাব আমারও। ভবিষ্যতে এই এলাকার মধ্যে আর কখনও যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় তা হলে তোমার নিয়তি আমিই হব। মনে রেখো, তোমারই জন্মভূমিতে বুনো চিতার সঙ্গে লড়ে আমি জিতেছি। কাজেই তোমার মতো নররূপী জাগুয়ারের হাল কী করে খারাপ করতে হয় তা আমার জানা আছে। তা ছাড়া পুলিশ এখনও হন্যে হয়ে খুজছে তোমাকে।'"

"এর পরেই কি সংঘাত?"

"না। ইউনিকর্ন আর একটি কথাও না বলে বিদায় নিল। তবে যাওয়ার সময় খানিকটা দূবে গিয়ে খুব একটা বাজে কথা বলে গেল ডোনার নামে। তাতেই মাথাটা গরম হয়ে উঠল মাইকের। আসলে ডোনাকে নিয়ে কেউ কোনও কথা বললে ওর মাথার ঠিক থাকে না।"

বাবলু বলল, "বিপর্যয়টা তা হলে ঘটল কীভাবে? এই ঘটনার কতদিন পবে উধাও হল ওরা?"

"এই ঘটনার দু'-একদিন পরই একটা উড়ো খবর পেয়ে মাইক তার দলবল নিয়ে চলল ইউনিকর্নের সন্ধানে। ওর কাছে খবর ছিল চিত্রকোণ্ডা অঞ্চলে ইউনিকর্ন ওর দলবল নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু খববটা যে মিথ্যে, তা ও বুঝতে পারেনি। তাই হতাশ হয়ে যখন ফিরে এল তখন দেখল চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঘর তছনছ করে শত্রুপক্ষ নিয়ে গেছে ওর অনেক কিছু। সেইসঙ্গে নিয়ে গেছে ডোনা আব বনিকেও। ছেলে-বউয়ের শোকে মাইক তখন উন্মাদ। সোনার নেশা ওর মন থেকে মুছে গেছে তখন। শুধুমাত্র প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়েই পাহাড়-জঙ্গল তোলপাড় করতে লাগল ও। কিন্তু যার খোঁজে এত কাণ্ড, সে কোথায়? কোথায় ইউনিকর্ন? খবর পেযে আমি ছুটলাম। জ্যাকিকে বললাম গাড়ি বের করতে। জ্যাকি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী, অনুগত এবং বুদ্ধিমান। ওর হাতের অব্যর্থ টিপ কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। রায়গড়া থেকে মালকানগিরির পথ এখন দুর্ভেদ্য নয়। জকিপুর, অম্বেওয়াড়া, কুমারীখেড়া, কোরাপুট, জেপুর হয়ে আমপালি, গোবিন্দপালির ভেতর দিয়ে সুদূর মালকানগিরি পর্যন্ত প্রশস্ত পথ। সে-পথ আরও অনেকদূব পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চললাম আমরা। দু'জনেই সশস্ত্র। মনে-মনে ঠিকই করেছিলাম আমরা, কোথাও এতটুকু বাধা পেলেই লড়ে যাব। কিন্তু আমার শত্রুরা আমার চেয়েও অনেক বেশি সতর্ক। তাই কোটামেটার অরণ্যে ওরা কৌশলে আমার গাড়িটাকে দুর্ঘটনায় ফেলল। সেই দুর্ঘটনায় নিজের পাদুটো হারালাম আর জ্যাকি হারাল ওর বাক্‌শক্তি।"

"সেটা কীভাবে হল?"

"বলছি শোনো। যে জায়গায় দুর্ঘটনাটা হয়েছিল সেখানকার মানুষজন এসে আমাকে উদ্ধার না করলে মরেই যেতাম আমি। এরা অতি সাধারণ গ্রামবাসী। আমাকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে এসে পাঠিয়ে দিল জেপুরের সরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে ভুবনেশ্বর। পাদুটো গেল কিন্তু প্রাণে বাঁচলাম। আর জ্যাকি? তার দেহটা দুর্ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে খাদের মধ্যে এমন এক জায়গায় পড়ে ছিল যে, ওর ভাগ্য ভাল ওকে বাঘে খায়নি বা ভালুকে আঁচড়ায়নি। তিনদিন পর কয়েকজন কাঠুরিয়ার সাহায্যে প্রবল জ্বর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল সে। এদিকে ওই জঙ্গলে একটানা বিষাক্ত মশার কামড়ে ওর এমন এক অসুখ ধরল যে, সেই অসুখে ওর স্মৃতিভ্রম না হলেও কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল ও। ইতিমধ্যে আমাদের নিয়ে পুলিশি ঝামেলাও চরম উঠেছে। বেআইনি পিস্তল ও রিভলভার রাখার জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়েছে আমাকে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? সবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমাদের পরিবারের সবাই।"

বাবলু বলল, "কতদিন আগের কথা এসব?"

"প্রায় তিন মাস তো হল।"

"আপনার পাদুটো কেটে বাদ দিতে হয়েছে?"

"না। দুটো পায়েরই হাড় এমন জায়গা থেকে ভেঙেছে যে, আর স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়। আরও দু'-একটা অপারেশনের পর হয়তো ক্রাচে ভর করে চলতে পারব, কিন্তু আগের মতো ভালভাবে নয়। রায়গড়ায় আমাদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং ভাল চিকিৎসার জন্য আমরা দু'জনেই কলকাতার নিরাপদ আশ্রয়ে আছি। জ্যাকি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে ওর বোবা হয়ে যাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে ফার্নাণ্ডেজের কথাগুলো শুনল।

ফার্নাণ্ডেজ বললেন, "এখন তোমরাই বলো, আমার করণীয় কী? এত কাণ্ডর পরও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে ওখানে। মাইক, ডোনা, বনি এদের উদ্ধার করা দূরের কথা, আদৌ এরা বেঁচে আছে কিনা তাও বলতে পারছে না। কাজেই কী করে ওদের ওপর আমি ভরসা রাখি? তাই অনেক ভেবেচিন্তে তোমাদের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছি আমি। পেশাদার কোনও গোয়েন্দাকে কাজে লাগালেও সেই একই ব্যাপার হত। তারা টাকার পর টাকা চাইত কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করত না। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের কাছে আমার গোপনীয় যা কিছু সবই যেভাবে বললাম তা তো অন্যের কাছে বলা যায় না। যাবেও না।"

বাবলু মন দিয়ে ফার্নাণ্ডেজের সব কথা শুনে বলল, "পরিস্থিতি যা, তাতে মনে হচ্ছে ওদের বেঁচে থাকার আশা খুবই কম। আপনার পুত্রবধূ ডোনাকে ইউনিকর্ন মেরে ফেলতে না-ও পারে, কিন্তু বনি আর মাইকের ব্যাপারে খারাপটাই আশা করা যায়। যাই হোক, এখন আপনাদের যা ব্যাপার-স্যাপার তাতে বোঝাই যাচ্ছে দুটি ক্রিমিনাল গ্যাং এর অন্ধকার জগতের কাজকর্মের হিস্যা নেওয়ার ব্যাপার এটা। এইরকম কোনও দলাদলির মাঝখানে বিশেষ কোনও পক্ষের হয়ে কোনওরকম মোকাবিলার ঝুঁকি নিতে আমরা চাই না। তবুও শিশু বনির জন্য আমরা নিশ্চয়ই কিছু করব। তা ছাড়া এই মুহূর্তে ওই অঞ্চলের পাহাড় জঙ্গল আমাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।"

"আমি জানি তোমরা পাহাড় পর্বতের ডাক উপেক্ষা করতে পারো না। তোমাদের উপস্থিত বুদ্ধি আর বয়স তোমাদের বড় সহায়। সহজে কেউ তোমাদের সন্দেহ করে না। তার ওপর পঞ্চুর মতো বডিগার্ড তোমাদের নিত্যসঙ্গী। অতএব তোমরা যাও। গেলে আর কিছু না হোক, ওদের ব্যাপারে সঠিক একটা সংবাদ আমি আশা করতে পারব। এবং সেইসঙ্গে এও আশা করব ইউনিকর্নের শেষ প্রহর তোমরাই ঘনিয়ে আনবে। তোমার একটি গুলিতে যদি ওই শয়তানের চর একেবারে যমের দুয়ারে পৌঁছে যায় তা হলে দশ লাখ নয়, চাইলে অনেক, অনেক পাবে।"

বাবলু হেসে বলল, "মি ফার্নাণ্ডেজ, অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের ভাড়াটে গুন্ডা হিসেবে ব্যবহার করবেন না। তা হলে আমরা অত্যন্ত ব্যথা পাব। এখন আপনি আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"কী জানতে চাও বলো?"

"মালকানগিরির যে বাড়িতে আপনার ছেলে বসবাস করত, সেটা কি আপনাদের নিজেদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ। আমাদেরই বাড়ি। রায়গড়ার বাড়িও আমার নিজের। আর এই যে ফ্ল্যাটে বসে কথা বলছ, এই ফ্ল্যাটও আমার কেনা। সাড়ে সতেরো লাখ টাকা দিয়ে এই ফ্ল্যাটটা আমি কিনেছি, তা কি জানো?"

"জানবার দরকার নেই। আমার এবারের প্রশ্ন, টাকা তো আপনি ব্যাঙ্কে রাখেন না, অত টাকা, সোনা কোথায় রাখেন আপনি?"

ফার্নাণ্ডেজ হেসে বললেন, "ব্যাঙ্কে যে একেবারে রাখি না তা নয়, তবে বেশিরভাগ টাকাই প্রপার্টি কিনে বা অন্যভাবে লুকিয়ে রাখতে হয়। সোনাও সংগ্রহে রাখতে হয় খুবই সাবধানে। খাঁটি সোনা বা আকরিক সোনার একটি দানাও অবশ্য এখানে নেই। মালকানগিরিতেও না। ওসব আছে রায়গড়ার বাড়িতে। এমন জায়গায় আছে যে, টেরও পাবে না কেউ।"

"আপনার রায়গড়ার সেই বাড়ি কার জিম্মায় রেখে এসেছেন?"

"জ্যাকির দুই ছেলে আর বউ আছে সেখানে।"

"ওখানে ওদের জীবন কি বিপন্ন নয়?"

"না। খুবই নিরাপদ আশ্রয় ওটা। এমনকী মাইক যদি ডোনা বা আমার কথা শুনে সোনার লোভে মরিয়া না হয়ে উঠত তা হলে এই বিপর্যয় কখনওই ঘনিয়ে আসত না আমাদের জীবনে।"

"রায়গড়া স্টেশন থেকে আপনার বাড়ি কতদূরে?"

"একটু দূর আছে। তা ধরো তিন কিমি। জায়গাটার নাম হাতিপাথর। ওখানে ফার্নান্ডেজ হাউস খুব বিখ্যাত। আর মালকানগিরির যে-বাড়ি, সে-বাড়ি এখন তালাবন্ধ। তবে ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছেই আছে। ওই বাড়ি দেখাশোনা করে গোপী সিংঘল নামে আমারই এক দোস্ত। তোমরা গেলে আমি তাকে চিঠিও লিখে দেব।"

"উনি কী করেন ওখানে?"

"বিজনেসম্যান। মালকানগিরির বাজারে পিতল-কাঁসার দোকান আছে একটা।"

বাবলু কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে হঠাৎই একসময় উত্তরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর এই মিস্টিরিয়াস গার্ল? এর পরিচয় কী? এর বাড়ি কোথায়?"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "সে কী! ওর ব্যাপারে ও কিছু বলেনি? তবে যে শুনলাম ও তোমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু।"

"মিথ্যে কথা বলেছে।"

উত্তরা বলল, "তোমাদের গাড়ি রেডি। আর বসে না থেকে উঠে পড়ো। কবে নাগাদ তোমরা যাবে বা যেতে পারো আজ-কালের মধ্যেই ফোনে তা জানিয়ে দিয়ো। এই নাও ফোন নাম্বার।" বলে একটা নাম্বার লেখা কাগজ এগিয়ে দিল ওদের দিকে।

বাবলুরা উঠে দাঁড়াল। পঞ্চুও একবার আড়ামোড়া ভেঙে অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার ক্লান্তি দূর করতে দেহটাকে টান করে পিছু নিল ওদের।

উত্তরা সবাইকে নিয়ে নীচে নামল।

॥ ৩ ॥

ঠিক সন্ধের মুখেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা এক এক করে সবাই এসে জড়ো হল বাবলুর ঘরে। মা সকলকে চা-জলখাবার দিলে ফার্নান্ডেজ পরিবারের ওই ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনায় মেতে উঠল সবাই।

বাবলু বলল, "আমাদের এবারের এই অভিযানের গুরুত্ব যে কতখানি তা আশা করি তোরা বুঝতেই পেরেছিস?"

বিলু বলল, "পেরেছি। এবং এই অভিযানে সফল হওয়ার সম্ভাবনাটা যে আমাদের খুবই কম, তাও বুঝেছি।"

ভোম্বল বলল, "সম্ভাবনা কম কেন?"

"ইউনিকর্নের যা প্রকৃতি, তাতে মাইককে সে নিশ্চয়ই এতদিন বাঁচিয়ে রাখেনি। আর বনিকে যদি সত্যি-সত্যিই আদিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে এতদিনে সে নির্ঘাত কুসংস্কারের বলি হয়ে গেছে। বাকি রইল ডোনা। ওঁর মতো মেয়ে সব হারানোর পর নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হবেন। অতএব আমরা ওখানে গিয়ে কাদের অনুসন্ধান করব? আর করবটাই বা কী?

মা এতক্ষণ দরজার আড়াল থেকে একমনে শুনছিলেন ওদের কথা। সব শুনে বললেন, "তবু তোরা যাবি। পিছিয়ে আসার পরিকল্পনা একদম করবি না। তিন-তিনটি প্রাণের একজনেরও যখন পাকাপাকিভাবে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি তখন চেষ্টা করেই দ্যাখ না, ওদের একজনকেও যদি উদ্ধার করতে পারিস। তারপর ওই শয়তানটিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আয়।"

বিচ্ছু বলল, "যাব তো বটেই। তবে ফার্নান্ডেজের ব্যাপারে নয়, ইউনিকর্নকে ওই অপরাধের জগৎ থেকে টেনে বের করে আনার জন্যই আমরা যাব।"

বাচ্চু বলল, "একই সঙ্গে ফার্নান্ডেজকেও দাঁড় করাব আসামির কাঠগড়ায়। বেঁচে থাকলে মাইকও পার পাবে না। ওদের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি সরকার নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত করবে।"

বাবলু বলল, "উত্তরাকে কী বলব তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "সেটা তুই-ই ঠিক কর।"

মা বললেন, "উত্তরা কে?"

বাবলু বলল, "সে এখনও রহস্যের অন্ধকারে। ওর সম্বন্ধে কিছুমাত্র জেনে উঠতে পারিনি আমরা।"

"সে কী! ওই মেয়েই তো কাল তোদের কাছে এসেছিল। কথাবার্তা বলে ও-ই তো যোগাযোগ করল তোদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "তুমি কী করে জানলে মা?"

"বাঃ রে! আমি পাশের ঘরে থাকি বলে কি কিছু শুনতে পাই না ভেবেছিস? ওকে নিয়ে কত আলোচনা করলি তোরা। আমি তো সবই শুনেছি ও-ঘর থেকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, কোথায় মালকানগিরি, কোথায় পার্ক স্ট্রিট, কোথায় হাওড়া। সবই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। উত্তরা আমাদের মতো অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। আর ফার্নান্ডেজ মাফিয়া কিং। অঙ্কটা মেলাতে পারছি না কিছুতেই।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক অপূর্ব দীপ্তিতে ঝলমলিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে যিনি দাঁড়ালেন তাঁকে দেখেই চমকে উঠল সকলে। রুবিদি। ওদেরই এলাকার একটি নার্সারি স্কুলের দিদিমণি। ওরা সবাই চেনে রুবিদিকে। উনি শিবপুরের দিক থেকে আসেন। তা সেই রুবিদি হঠাৎ এই অসময়ে, ব্যাপারটা কী?

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! রুবিদি আপনি!"

"হ্যাঁ। ভাই। আসতেই হল। বড় দায় আমার।"

সবাই রুবিদিকে বসবার জন্য জায়গা ছেড়ে দিল। মা ভেতরের ঘরে চলে গেলেন রুবিদির জন্য কিছু করে আনতে।

বাবলু বলল, "এই অসময়ে আপনাকে এইভাবে দেখব, তা আমরা ভাবিওনি।"

রুবিদি বললেন, "উত্তরার সঙ্গে কী কথা হয়েছে তোমাদের? দুপুর থেকে কিছু খায়নি মেয়েটা। শুয়ে আছে আর কাঁদছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর চেয়ে রইল রুবিদির মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "উত্তরা!"

"হ্যাঁ, আমার বোন।"

"উত্তরা আপনার বোন? কই, সে-কথা ও একবারও বলেনি তো আমাদের।"

"সে কী!"

"আমরা জানিই না।"

"কী সাংঘাতিক মেয়ে ভাই। আমার মুখেই ও তোমাদেব কথা সব শুনেছে। তোমাদের বই পড়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ওই যে মি. ফার্নান্ডেজের ওখানে তোমরা গিয়েছিলে উনি আমার বাবার বন্ধু ডা. চৌধুরীর পেশেন্ট। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার উনি। তা মাঝেমধ্যে গাড়ি নিয়ে উনি আমাদের ওখানে আসেন। আমরাও যাই। ওঁর রায়গড়ার বাড়িতেও দু'-একবার গেছি আমরা। আসলে আমরা যখন কোরাপুটে থাকতাম তখন থেকেই আলাপ ওঁদের সঙ্গে।"

"আপনারা কোরাপুটে থাকতেন কেন?"

"আমার বাবা যে রেলে চাকরি করতেন। যাক, ওঁর ব্যাপাবে শুনেছ তো সব? কী দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল ওঁদের।"

"এ তো ওঁদের নিজেদেরই দোষে। আগুন নিয়ে খেলার এই তো পরিণাম। তা ছাড়া সোনা নিয়ে কাজ-কারবার যেখানে, হত্যা, মৃত্যুও সেখানে। তাই ওঁদের হয়ে কিছু করতে যাওয়া মানেই অযথা নিজেদের বিপদ ডেকে আনা।"

"তা ঠিক। তবে কিনা তোমবা তো অনেক অসাধ্য সাধন করেছ, তাই ও অনেক আশা নিয়ে বারবার তোমাদের কথাই বলেছিল ওঁকে। উত্তরাকে দারুণ স্নেহ করেন উনি। ওর মান রাখতে তোমরা একটু চেষ্টা করে দ্যাখো না ভাই।"

বাবলু বলল, "চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব। তবে কিনা কোনও টাকা-পয়সার বিনিময়ে নয়।"

"টাকা নেবে না কেন?"

"দুটি মাত্র কারণে। এক, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ফার্নান্ডেজ পরিবারের তিনজনের একজনও হয়তো বেঁচে নেই। মৃত প্রাণ তো আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না। কাজেই অভিযানের শুরুতেই একটি ব্যর্থতার প্রশ্ন রয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় কারণ, ইউনিকর্ন। তার নাগাল আমরা পেলে তো? যদি পাই, তা হলে আমরাই হব ওর মৃত্যুবাণ। চিরকালের জন্য ওর খেলা আমরা শেষ করে দিয়ে আসব।"

"ফার্নান্ডেজ তো এই কাজের জন্যই পাঠাচ্ছেন তোমাদের।"

"উনি না পাঠালেও আমরা যাব।"

এমন সময় মা চা নিয়ে এলেন। সেইসঙ্গে সকলের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি।

রুবিদি বললেন, "এতসব কী নিয়ে এলেন মাসিমা?"

মা বললেন, "কিছুমাত্র নয়। সন্দেশ ফ্রিজেই ছিল। লুচিক'টা ভেজে এনেছি শুধু।"

বিচ্ছু বলল, "এ-বাড়ির ধারাটাই এই। আমরা বাড়িতে যত না খাই তার চেয়ে বেশি খাই এখানে।"

মা বললেন, "শোনো পাগলি মেয়ের কথা! যাক, বেশি বাক্‌চাতুরি না করে গরম গরম খেয়ে নাও দেখি।"

খাওয়ার পর্ব শুরু হল। পঞ্চুর কী হল কে জানে? ওর জন্য আলাদা করে খাবার দেওয়া হলেও ও খাওয়ার ব্যাপারে এতটুকুও আগ্রহ প্রকাশ করল না।

বাবলু একবার আড়চোখে ভোম্বলের দিকে তাকালে ও বলল, "আসলে আজ বিকেলে অনন্তদার কেবিনে বসে আমরা দু'জনে মাংসের ঘুগনি খেয়েছিলাম তো, তাই—।"

বিলু বলল, "পারিসও বটে তুই!"

খেতে খেতেই রুবিদি বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। টাকা তোমরা অবশ্যই নেবে। যে টাকা উনি দেবেন বলেছেন সেটার কথা পরে। এখন এই যে যাবে তোমরা, এর একটা খরচ-খরচা নেই? এই টাকা না নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। তা ছাড়া জেনে রাখো, মি. ফার্নান্ডেজের লাখ-লাখ টাকা নয়, কোটি-কোটি টাকা। সোনা পাচারে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বাপ-ব্যাটায়। মজুত সোনার স্টকও নেহাত কম নেই। কাজেই ওঁদের টাকা হাতছাড়া করে লাভ কী?"

"ওঁদের ওই অন্যায়ের পয়সার ওপর আমাদের একটুও লোভ নেই দিদি। তা ছাডাও আমরা ওঁর কাছ থেকে টাকা নিতে সাহস করছি না কেন জানেন?"

"জানি। টাকা রোজগার করাটা তোমাদের উদ্দেশ্য নয় বলে। পেশাদার গোয়েন্দাও নও তোমরা—।"

"ঠিক। আসলে আমরা আমরাই। আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে থ্রিলারধর্মী কাহিনী লেখা হয় বলেই এত নামডাক আমাদের। না হলে কে আমাদের চিনত? আমরা সব কাজের ব্যাপারে সবরকম ঝুঁকি নিতে রাজি হলেও এই কাজটা এমনই যে, এর সফলতার ব্যাপারে এতটুকুও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না আমরা। তার কারণ আমাদের তদন্তের কাজটা অনেক দেরিতে হচ্ছে।"

"তবুও আশা ছাড়বে কেন? দ্যাখোই না চেষ্টা করে কী হয়! তবে আমার বিশ্বাস, জয়যুক্ত তোমরা হবেই। কেন না মায়ের আশীর্বাদ আছে তোমাদের ওপর। আর যাঁর কৃপায় এত নামডাক তোমাদের, সেই তিনিই যখন তোমাদের সহায় তখন তোমাদের ভয় কী? তিনি কখনওই এত তাড়াতাড়ি ব্যর্থতার দায়টা চাপিয়ে দেবেন না তোমাদের ওপর। তাঁর ওপরে বিশ্বাস রাখো, তোমরা ঠিকই জয়যুক্ত হবে।"

বাবলুর মুখে হাসি ফুটল এবার।

ভোম্বল বলল, "তবে কিছু মনে করবেন না রুবিদি, আপনার বোন সামনের বছরে মাধ্যমিক দেবে অথচ কী দারুণ হিসেবি।"

রুবিদি বললেন, "তোমাদের কাছে ওই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে কোনও কমিশন চেয়েছে কী?"

বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু তিনজনেই খুব বিরক্তি নিয়ে ভোম্বলের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "আরে, ও কিছু নয়। ছেলেমানুষি ব্যাপার একটা।"

"মোটেই তা নয়। ও এখন টাকা-টাকা করে পাগল হয়ে উঠেছে।"

মা বললেন, "সে কী! এই বয়সের মেয়ে এত টাকা নিয়ে কী করবে?"

"সিনেমায় নামবে।"

"সিনেমায় নামবে!"

সবাই চমকে উঠল রুবিদির কথা শুনে।

বাবলু সকৌতুকে রুবিদির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! হঠাৎ এরকম দুর্বুদ্ধি মাথায় চাপল কেন?"

ভোম্বল বলল, "সিনেমায় যদি নামে তা হলে আমরা টাকা পেলে তার থেকে কমিশন ওকে নিশ্চয়ই দেব। যা সুন্দর দেখতে ওকে, তাতে ওর সিনেমাতেই নামা উচিত।"

বিচ্ছু বলল, "তোমার মুণ্ডু।"

বাবলু বলল, "ওর ব্যাপারে সবকিছু একটু বলুন তো শুনি। মেয়েটাকে নজরে রাখতে হবে।"

পঞ্চু কী বুঝল কে জানে? ও হঠাৎই একটু উচ্চস্থান দেখে বেশ গুছিয়ে বসল।

রুবিদি বললেন, "ওর হঠাৎ মাথায় চেপেছে ও চলচ্চিত্রের একজন অভিনেত্রী হবে। টিভি, সিনেমার নায়িকাদের ছবিতে ওর অ্যালবাম ভর্তি।"

বাবলু বলল, "ও খুব সিনেমা আর টিভি দ্যাখে বুঝি?"

"আগে দেখত না। এখন দেখছে। আসলে হয়েছে কী আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ায় যাতায়াত করেন। উনিই ওর মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে ওকে একটা ছবিতে নায়িকার বোনের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ করে দিয়েছেন। ওকে নিয়ে পর-পর কয়েকদিন শুটিংও হয়েছে। কাগজে ছবিও বেরিয়েছে ওর। বন্ধুমহলে ওকে নিয়ে তাই এখন দারুণ মাতামাতি। ইতিমধ্যে ওই ছবির প্রডিউসার মারা যাওয়ায় ছবির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। আদৌ ছবিটা হবে কিনা সন্দেহ।"

বাবলু বলল, "তাই বলুন, এইরকম অবস্থায় ওর মনখারাপ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

"বর্তমানে ওই ভদ্রলোক আর-একজন পরিচালককে বলে-কয়ে ওকে আর-একটি ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের কাছ থেকে পঁচিশ হাজাব টাকা চান।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "কখনওই না। এই ভুল কখনওই করবেন না রুবিদি।"

"আরে পাগল, ভুল করা তো পরের কথা। অত টাকা পাব কোথায় আমরা?"

"জেনে রাখুন, এইভাবে টাকা নিয়ে যারা ছবি করতে আসে তারা কখনওই ছবি করতে পারে না। ওকে বারণ করুন। যেভাবেই হোক ওর মাথা থেকে এই ভূত আপনি তাড়ান।"

"এই দায়িত্বটা আমি তোমাদেরকেই দিতে চাই।"

ভোম্বল বলল, "তা এই টাকার কথাটা তো ও মি. ফার্নান্ডেজকেও বলতে পারত।"

"ওইখানেই তো অন্য মেয়েদের সঙ্গে ওর তফাত। ফার্নান্ডেজকে বললে এখনই এককথায় টাকাটা দিয়ে দেবেন। কিন্তু ও তা বলবে না। তার কারণ, ওঁদের এই পারিবারিক সংকটের মুহূর্তে মরে গেলেও নিজের স্বার্থের কথা বলতে পারবে না ও।"

"আপনার বাবা-মা এই ব্যাপারে কী বলেন?"

"কী আর বলবেন? বাবার তো ঘোব আপত্তি।"

"মা?"

"মায়ের একদম ইচ্ছেই ছিল না ওই সাইড রোলেও ওকে অভিনয় করতে দেওয়ার। শুধু আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে। আমিই চেয়েছিলাম চলচ্চিত্রের রঙিন পরদায় ওর মুখটা আসুক।"

বাচ্চু-বিচ্চু দু'জনেই লাফিয়ে উঠল, "এই না হলে দিদি। এমন দিদি যদি আমাদেরও থাকত।"

রুবিদি বললেন, "তা যাক, এখন তোমরা কী করবে বলো?"

বাবলু বলল, "আপনি কালই পাঠিয়ে দিন উত্তরাকে। তারপর যা বলবার ওকেই আমবা বলব।"

"আমি তা হলে আসি?"

"আসুন।"

ওরা সবাই ঘর থেকে বেবিয়ে এসে একটা রিকশা ডেকে চাপিয়ে দিল রুবিদিকে। রুবিদি চলে গেলে সবাই যে যার ঘরের দিকে চলে গেল।

পরদিন সকালেই শ্বেতশুভ্র এক রাজহংসীর মতো পাখা মেলেই যেন এসে হাজির হল উত্তরা। বাবলু তখনও ঘুমোচ্ছিল।

উত্তরা এসেই ঘরে ঢুকে একটানে ওর গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "এই তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু? এই বুঝি তোমাদের মর্নিংওয়াকের নমুনা? যত্তসব গুলতাপ্পি বানিয়ে বানিয়ে লিখিয়ে নাও নিজেদের সম্বন্ধে। এত বেলা অবধি ঘুমোতে লজ্জা করে না?"

বাবলু উঠে বসে উত্তরাকে দেখেই বলল, "ভারী চমৎকার একটা সিন তুমি ক্রিয়েট করলে তো? নাঃ, অভিনয় তোমার সত্যিই হবে। কিন্তু আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে এইভাবে আমার গা থেকে চাদর খুলে নেওয়ার সাহস তোমার কী করে হল?"

"সেটা আমাকে না জিজ্ঞেস করে তোমার মাকে জিজ্ঞেস করলেই পারো, যিনি আমাকে এই ঘরে ঢোকার এন্ট্রি দিয়েছিলেন। ওঁর নির্দেশেই এ-কাজ আমি করেছি।"

উত্তরার কথা শেষ হতেই মা ঘরে ঢুকলেন, "কী ঘুম ঘুমোচ্ছিলি বাবা কাল রাত থেকে, ওরা সব এসে অপেক্ষা করে করে চলে গেল।"

"আমাকে ডাকতে পারতে।"

"ইচ্ছে করেই ডাকিনি। হঠাৎ করে ঘুম ভাঙালে যদি শরীর খারাপ হয়?"

বাবলু বলল, "কাল মাঝরাতে কী একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। সেই যে ঘুম ভাঙল, আর এল না। অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা করতে লাগলাম। তারপর ভোরের দিকে কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার ঠিক নেই। এখন এই পরীটা এসে ডেকে না তুললে ঘুমই ভাঙত না।"

মা বললেন, "তবে?"

বাবলু একটা হাই তুলে উত্তরাকে বলল, "তুমি একটু বোসো। আমি বাথরুম থেকে আসি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। হুট করেই চলে যেয়ো না যেন।"

উত্তরা বলল, "যাব বলে তো আসিনি। তোমার ডাক পেয়েই এসেছি।"

"বোসো তা হলে।" বলেই চলে গেল বাবলু।

মা নিজেই তখন ওব ঘরের সব জানলা-দরজা খুলে আলো-বাতাস খেলতে দিলেন। শীতটা এ-বছর যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। বসন্তের মিষ্টি ছোঁয়ায় শীতের তীব্রতা যদিও নেই, তবুও শীত-শীত ভাবটা এখনও যেন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাথরুমের কাজ সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এল বাবলু। এসেই প্রথম প্রশ্ন মাকে, "বাবার কোনও ফোন এসেছে মা?"

মা বললেন, "না রে!"

"একটা এস টি ডি করতে পারলে হত।"

উত্তরা বলল, "তোমার বাবা তো দুর্গাপুরে থাকেন?"

"হ্যাঁ। তুমি তো সবই জানো দেখছি।"

"জানি বইকী! তোমাদের সঙ্গে কি আমার একদিনের পরিচয়? যদিও মি. ফার্নান্ডেজেব সামনে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে এলে, তবুও—।"

"ক্ষমা চাইছি। তবে এর জন্য কিন্তু তুমিও খানিকটা দায়ী।"

"আমি দায়ী কেন?"

"নিজেকে অতটা অন্ধকারের মধ্যে না রাখলেই পারতে। সত্যি পরিচয়টা দিলে কোনও ক্ষতিটা হত? তুমি কি একবারও আমাদের বলেছিলে তুমি রুবিদির বোন?"

"আসলে তোমাদেরকে আমি একটুখানি সাসপেন্স-এর মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম। রহস্য-রোমাঞ্চের যাত্রী তোমরা। তোমাদের মনের দরজায় একটু জোরে ধাক্কা দেওয়া দরকার নয় কী?"

বাবলু বলল, "ও, তাই বুঝি?" বলেই জোর গলায় ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু বোধ হয় বাইরে ছিল। এর ডাকে ছুটে এল।

"যা। ওদের ডেকে নিয়ে আয়।"

চোখের পলকে পঞ্চু উধাও।

উত্তরা তখন আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "বলো এবার কী বলবে? কীজন্য ডেকেছিলে আমাকে?"

"ধৈর্য ধরো। ওরা আসুক।"

এমন সময় সশব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাবলু ফোন ধরে হ্যালো করতেই বাবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। উল্লসিত হয়ে বাবলু বলল, "এইমাত্র মাকে জিজ্ঞেস করছিলাম তোমার কথা। আর-একটু পরেই আমি এস টি ডি করতাম। ...হ্যাঁ, ভাল আছি। ...তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?...তা হলে তো আধঘণ্টার ভেতরেই এসে পড়বে?... আচ্ছা আচ্ছা, রাখছি তা হলে?"

ফোন রেখে মাকে ডাকল বাবলু, "মা, এইমাত্র বাবা ফোন করেছিলেন হাওড়া স্টেশন থেকে। উনি এখনই এসে পড়বেন।"

"যাক বাবা, বাঁচা গেল। কী দুশ্চিন্তা যে হয়েছিল! দিনের পর দিন বাইরে পড়ে থাকে, মনটাও আমার পড়ে থাকে ওইদিকে।"

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির। উত্তরাকে দেখে দারুণ খুশি সকলে।

বিচ্ছু একটা অটোগ্রাফ-খাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, "প্লিজ, একটা অটোগ্রাফ দিন না ফিল্মস্টার দিদিমণি।"

উত্তরা বলল, "আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছ? আমি কিন্তু অত্যন্ত সিরিয়াস মেয়ে। ওইসব একদম পছন্দ করি না।"

বাবলু বলল, "আমাদের সঙ্গে মিশতে গেলে এইরকম অনেক উপদ্রব তোমাকে সহ্য করতে হবে যে ভাই?"

"ভাই!"

'ইয়েস। আমরা যখন অভিযানে মাতি তখন আমরা আর ছেলেমেয়ে থাকি না। সবাই আমরা একাকার হয়ে যাই। এমনকী পঞ্চুও এক হয়ে যায় আমাদের সঙ্গে।"

"খুব ভাল কথা। এখন কাজের কথা একটু বলো দেখি? তোমরা কি যাচ্ছ? ইয়েস ওর নট?"

"যাচ্ছি, যাব। এবং সেইজন্যই তোমাকে ডেকেছি।"

উত্তরার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "সত্যি?"

"কেন, রুবিদি বলেননি তোমাকে? আমরা তো কথা দিয়েছি।"

"কবে যাচ্ছ তোমরা?"

"তোমার সঙ্গে আলোচনা করেই দিন স্থির করব। তার আগে বলো, রুবিদির মুখে যা শুনলাম, অর্থাৎ তোমার ওই রঙ্গিলা হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখার কথাটা কি সত্যি?"

"সত্যি। আমার মন এখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে চলে গেছে।"

"এতে তোমার পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না?"

"না। বরং ভাল হচ্ছে। আসলে এই পরীক্ষা-টরিক্ষার ব্যাপারগুলো আমার কাছে কোনও আতঙ্কের বিষয় নয়। তবে এটা ঠিক, মাধ্যমিকের প্রথম দশজনের মধ্যে আমার নাম মা-সরস্বতী নিজে চেষ্টা করলেও রাখতে পারবেন না।"

উত্তরার কথায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা হো-হো করে হেসে উঠল। পঞ্চুও হাসবার চেষ্টা করল একটু। কিন্তু পারল না বলে ডেকে উঠল 'ভৌ ভৌ' করে।

মা ততক্ষণে দারুণ সব খাবার বানিয়ে ফেলেছেন সকলের জন্য। কড়াইশুঁটির কচুরি, আলু-ফুলকপি ভাজা, আলুর দম। কাল রাতে গাজরের হালুয়া করেছিলেন, ফ্রিজে রাখা ছিল। তাও গরম করে দিলেন। সেইসঙ্গে শক্তিগড়ের স্পেশ্যাল ল্যাংচা।

সকলের চোখ তো কপালে উঠে গেল।

বাবলু বলল, "এ কী, এই ল্যাংচা কোথায় পেলে?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার গলা শোনা গেল, "আমি এনেছি রে। কোম্পানির গাড়িতে আসছিলাম, শক্তিগড়ের কাছে গাড়িটা গেল খারাপ হয়ে। তাই ল্যাংচা কিনে একটা লোকাল ধরেই চলে এলাম।"

ভোম্বল বলল, "ওঃ! কতদিন যে ল্যাংচা খাইনি।"

বিলু বলল, "কতদিন আমার হাতের ঝাড়ও খাসনি।"

ভোম্বল বলল, "বড় বেশি টকেটিভ তুই। থাম তো।"

"থামলাম।"

সকলে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সবকিছু খেতে লাগল।

উত্তরা বলল, "আমি মিষ্টি খাই না। গা ঘুলোয়। এটা বরং কেউ তুলে নাও।"

ভোম্বল বলল, "মিষ্টি না খাওয়া খুব ভাল। আমার দাদামশাই তো মিষ্টির বদলে স্যাকারিন দিয়ে চা খান। যাই হোক, ওটা তা হলে আমাকেই দাও।"

বাবলু বলল, "না। এ মিষ্টি উত্তরাকেই খেতে হবে। এ বাড়িতে আজই ওর প্রথম দিন। কাজেই একটু মিষ্টিমুখ না করলে মনে আমি ব্যথা পাব।"

ভোম্বল বলল, "যাঃ বাবা।"

মা তখন আরও দুটো ল্যাংচা এনে ভোম্বলের পাতে দিয়েছেন।

পঞ্চুরও বোধহয় দরকার হয়ে পড়ল আরও দু'-একটার। তাই সে কুঁই-কুঁই করতে করতে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বাবা এবারে ঘরে এসে ওদের গোল হয়ে বসে থাকা দেখে বললেন, "তোরা কি আবার কোনও অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিস?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এবারে মালকানগিরির দিকে যেতে হবে আমাদের।"

"ওরে বাবা, সে তো অনেকদূর। একেবারে দণ্ডকারণ্যে। বিশাল এলাকা। তা কী ব্যাপার?"

বাবলু উত্তরাকে দেখিয়ে বলল, "এদেরই একটা সমস্যা। পরে সব বলব তোমাকে।"

"খুব সাবধানে কাজ করবি ওখানে। নানা ধরনের লোকের বাস তো। অন্ধ্র, ওড়িশা আর মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত। ওখানকার লোকেদের ভাষা বোঝাও দুষ্কর। কেন না পুরো আদিবাসী বেল্ট ওগুলো। তবে যেখানেই যাস সেন্টার করবি জয়পুরকে।"

বিলু বলল, "জয়পুর না জেপুর।"

"একই ব্যাপার। ওড়িশার জয়পুর। উচ্চারণভেদে জেপুর হয়ে গেছে। জয়পুরের বানানটা এই, JEYPUR যাক তোরা সব কথাবার্তা বল, আমি বাজারটা করে নিয়ে আসি।"

বাবা বাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে পাশের ঘরে গেলেন।

উত্তরা বলল, "আমাদের এইসব আলোচনাগুলো তোমাদের বাগানে গিয়ে করল হত না?"

বাবলু বলল, "মন্দ কী?"

মা তখন চা নিয়ে এসেছেন। সেই চা খেয়ে ওরা সবাই পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। যেতে যেতে উত্তরা বলল, "আমার দিদি খুব ফুল ভালবাসেন। তোমাদের বাগানে যা গাঁদাফুলের গাছ দেখলাম, অত ফুল কী করো তোমরা? ঠাকুরকে দাও না?"

"মাঝে মাঝে দিতে হয় বইকী!"

বাচ্চু-বিচ্চু দু'জনেই এতক্ষণ নীরব ছিল।

এবার বাচ্চু বলল, "তুমি কি রুবিদির সঙ্গে এলে?"

"হ্যাঁ। দিদির তো মর্নিং স্কুল। তাই একসঙ্গেই এলাম। যাবও একসঙ্গে। দিদির স্কুলের ছুটি হলে তোমাদের এখানে আসবে। দু'জনে আমবা একসঙ্গেই যাব।"

বাগানে প্রবেশ করে মনোমতো একটা জায়গা দেখে গোল হয়ে বসল ওরা। পঞ্চু বসল সবাব মাঝখানে।

বাবলু বলল, "এবার তোমার কথা বলো শুনি।"

উত্তরা বলল, "আমার কথা আর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যে মুহূর্তে আমি মনস্থির করি এই কাজটা তোমাদের দিয়ে করাব, তখনই ফার্নান্ডেজ আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলি। তাবপব দিদির মুখ থেকে তোমাদের ব্যাপারে সবরকম খোঁজখবর নিয়ে একদিন বাত্রিবেলা জ্যাকিদাকে নিয়ে এখানে এসে সব দেখেশুনে যাই। তারপর নাটকীয়ভাবে যোগাযোগ করি তোমাদের সঙ্গে।"

"এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। তুমি যেজন্য কমিশন চেয়েছিলে সেই ব্যাপারটাও বোধগম্য হয়েছে। তবে একটা কথা—।"

"এর মাঝে আর কোনও কথা নয়, ওই টাকাটা না পেলে আমার স্বপ্ন সফল হবে না বাবলু। যে-কোনও একটা ছবিতে মুখ যদি আমি দেখাতে না পরি তা হলে দারুণ আক্ষেপ থেকে যাবে আমার। বন্ধুদের কাছেও মুখ দেখাতে পারব না।"

"এই কথা? এর জন্য চিন্তা কোরো না। ছবিতে তুমি অভিনয় করবে এবং সেরকম চ্যানেলও আমাদের আছে। এরজন্য কোনও টাকা দিতে লাগবে না। এখন যে কাজের জন্য আমাদের দবকার সেই কাজের ব্যাপারেই কথা হোক।"

"বেশ, বলো তা হলে কী ঠিক হল? কবে যাচ্ছ তোমরা?"

"যেদিনের টিকিট পাব। প্রথমেই আমরা রায়গড়ায় যাব। কেন না ফার্নান্ডেজ পরিবারের মূল ঘাঁটিটা আমাদের একবার দেখা দরকার। তারপরে যাব দেবগিরি।"

"ওখানে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবে কেন?"

"বাঃ রে! ইউনিকর্নকে যখন দেবগিরির দানব বলা হয় তখন তার জন্মস্থানটা একবার দেখব না? ওর কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও যদি পরিচয় হয় আমাদের, তা হলে ওর ব্যাপারে একটু খোঁজখবরও নিতে পারব। হয়তো এমন কোনও সূত্র আমরা পেয়ে যাব যাতে—।"

"কী সূত্র পাবে? কোথায় দেবগিরি, কোথায় মালকানগিরি।"

"আমাদের তদন্তে কোনও কিছুই অবহেলার নয়। মালকানগিবির গভীর জঙ্গলে কোথায় কোনখানে যে

ইউনিকর্নের বাসা তারও খোঁজখবর হয়তো ওখান থেকেই পেয়ে যেতে পারি। এর পর কোরাপুট, জেপুর হয়ে সোজা চলে যাব মালকানাগিরি। কেন না ফার্নান্ডেজ পরিবারের ওই তিনজনের খোঁজখবর নিতে গেলে ইউনিকর্নকে আমাদের চাই-ই চাই।"

"তোমরা তা হলে যত শিগগির পারো রওনা হও।"

"কালকের টিকিট পেলে কালই যাব আমরা।"

"কাল গেলে কী করে হবে? কাল গেলে আমার যাওয়া হবে না। তা ছাড়া ফার্নান্ডেজ আঙ্কেলের কাছ থেকে গাড়িভাড়ার টাকাটা তো নিয়ে আসতে হবে।"

"না। আমরা আমাদের নিজেদের খরচাতেই যাব। পরের পয়সায় নয়।"

"প্লিজ বাবলু! কালকের দিনটা বাদ দাও। একটা দিন অন্তত সময় দাও আমাকে।"

"তা না হয় দিলাম। কিন্তু যাবে কী করে তুমি? তোমার না মাধ্যমিক পরীক্ষা?"

"সে তো সামনের বছর। তা ছাড়া পড়াশোনার কাজ যেটুকু আমি করি তার বেশি করলে কিন্তু সব আমি ভুলে যাব। আমি তো আগেই বলেছি পরীক্ষার ভয়-ভীতি আমার নেই।"

"ও তোমার ব্যাপার, তুমি বোঝো। আমরা ওর মধ্যে নেই। কিন্তু তুমি যে যাবে আমাদের সঙ্গে, এই ব্যাপারে তোমার মা-বাবা আপত্তি করবেন না?"

"আমি হ্যাঁ বললে না করার সাধ্য কারও নেই।"

এতক্ষণে বিচ্ছু মুখ খুলল। বলল, "তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও তাতে আপত্তির কিছু নেই। তবে কিনা আমাদের মতো অভিযানে অভ্যস্ত তো তুমি নও, পারবে আমাদের মতো কষ্ট সহ্য করতে? এমনকী জীবনও বিপন্ন হতে পারে।"

"পারব। নিশ্চয়ই পারব।"

বাবলু বলল, "বেশ, তা হলে তুমিও যাবে। ওই অঞ্চলের পথঘাট নিশ্চয়ই তোমারও পরিচিত?"

"আমরা তো কোরাপুটে থাকতাম। কোরাপুট, জেপুর সব আমার জানা। তবে মালকানগিরিতে যাইনি কখনও। যেমন যাইনি দেবগিরিতে। অথচ রায়গড়ায় গেছি। হাতিপাথারে নাগবতী নদীর জলপ্রপাত দেখেছি। ফার্নান্ডেজ আঙ্কেলের বাড়ি তো ওই হাতিপাথারেই।"

ওদের কথার ফাঁকেই রুবিদি এলেন। বললেন, "কী! কথাবার্তা সব ফাইনাল তো?"

"হ্যাঁ। এবার টিকিটটা পেলেই গাড়িতে উঠব।"

"টিকিট পেয়ে যাবে। ও গাড়ির ডিম্যান্ড খুব একটা নেই। যেটুকু ভিড়ভাট্টা হয় তাও ঝাড়সুগড়া আর সম্বলপুর পর্যন্ত। এখন তো ইস্পাত এক্সপ্রেস সম্বলপুর পর্যন্ত যাচ্ছে, তাই ও গাড়ির ভিড়ের চাপ অনেক কমে গেছে।"

বাবলু বলল, "আপনার বোনও তো আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে।"

"খবরদার নয়। ওকে নিয়ে গেলে তোমরাই কিন্তু বিপদে পড়বে।"

উত্তরা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, "আমি যাব।"

রুবিদি বললেন, "তোকে ছাড়লে তো যাবি?"

উত্তরা বলল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

রুবিদি ওর হাতে টান দিয়ে বললেন, "তুই আয় তো আমার সঙ্গে।" বলে বাবলুকে বললেন, "তোমরা টিকিট কেটেই কিন্তু জানিয়ো ভাই। আমাদের ফোন নাম্বারটা আছে তো তোমাদের কাছে?"

বাবলু বলল, "আছে।"

উত্তরা বলল, "অনেক আগেই আমি দিয়ে রেখেছি। তবে আঙ্কেলের নাম্বারটা দেওয়া হয়নি। আসলে নাম্বারটা আমার মনে ছিল না। সবে কিছুদিন হল ফোন পেয়েছেন উনি।"

বাবলু বলল, "যাই হোক, আমাদের হয়ে তুমিই তা হলে মি. ফার্নান্ডেজকে জানিয়ে দিয়ো খুব শিগগির আমরা রওনা হচ্ছি বলে।"

রুবিদি বললেন, "তোমরা জয়যুক্ত হও।" বলে উত্তরাকে নিয়ে চলে গেলেন।

ওরা চলে গেলে বিলু বলল, "এখন আমাদের করণীয়?"

"অবিলম্বে একবার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে টিকিট কাটতে যাবি কখন?"

"একেবারেই বেরোব। প্রথমে ব্যাঙ্কে যাব। তারপরে থানায় দেখা করে চলে যাব টিকিট কাটতে।"

ওরা আর একটুও সময় নষ্ট না করে পঞ্চুকে নিয়ে ঘরের দিকে চলল।

॥ ৪ ॥

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করে থানায় যাওয়ামাত্রই ও সি বর্মণ ওদের দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, "এসো, পঞ্চপাণ্ডবের দল। অনেকদিন পর তোমাদের সঙ্গে দেখা হল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, অনেকদিন পর। আপনি ভাল আছেন তো স্যার? মাঝে আপনি অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন বলে কী মনখারাপই না হয়ে গিয়েছিল আমাদের। কবে জয়েন করেছেন এখানে?"

"প্রায় দিন পনেরো হল। যাক, ভাল আছ তো সব?"

"আমরা ভালই আছি। তবে খুব জটিল একটা কেসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। এই ব্যাপারে আপনার পূর্ণ সহযোগিতা চাই।"

মি. বর্মণ বেশ একটু গুছিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে একটা টান দিয়ে বললেন, "বলো তো শুনি ব্যাপারটা কী?"

বাবলু ফার্নান্ডেজের ব্যাপারটা বিশদভাবে না বলে ইউনিকর্নের কথাটাই বেশি করে বলল। আর বলল মাইক, ডোনা ও বনির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা। সেইসঙ্গে সোনা নিয়ে যে রমরমা কাজ-কারবার চলছে ওখানে, তাও জানাল অকপটে।

সব শুনে গালে হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বর্মণ বললেন, "খুব গোলমেলে ব্যাপার তো! তবে আমার মনে হয় ওই স্বর্ণচক্রের মধ্যে তোমরা না গেলেই পারতে।"

বাবলু বলল, "না। ওর মধ্যে আমরা যাচ্ছিই না। তার কারণ ওই অচেনা পরিবেশে গিয়ে আমাদের সীমায়িত ক্ষমতার মধ্যে কিছুই তো করতে পারব না আমরা। আমরা শুধু ঘুরে বেড়ানোর ছলে চেষ্টা করে দেখব নিখোঁজ ওই তিনজনের একজনকেও খুঁজে বের করতে পারি কি না। আর সম্ভব হলে ইউনিকর্নকে উচিত শিক্ষা একটা দিয়ে আসব, অথবা তুলে দিয়ে আসব পুলিশ প্রশাসনের হাতে।"

"হুম। খুব ভাল কথা। এখন আমাকে তোমরা কী করতে বলো?"

"আপনি এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন যাতে প্রয়োজনে ওখানে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য পাই।"

বর্মণ আধখাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললেন, "এই তো মুশকিল করলে, এ হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য স্টেটের ব্যাপার। ওখানকার পুলিশকে কিছু বলতে গেলেই তোমরা কীজন্য যাচ্ছ তা আমাকে বলতেই হবে। ওই সোনা পাচারের কারবারটা ওদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ওই চক্রের সঙ্গে কে যে কীভাবে জড়িত তাও আমাদের জানা নেই। এখন ব্যাপারটা যদি প্রেস্টিজ ইসু হয়ে দাঁড়ায়?"

বাবলু বলল, "আমরা তা বলছি না। আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কেউ যেন কোনওভাবেই জানতে না পারে। তা হলে তো শুরুতেই বাধা দেবে ওরা। আমরা ক'জন ছেলেমেয়ে ওখানকার পাহাড়-জঙ্গলের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি, কাজেই ওখানে গিয়ে কোনওভাবে আক্রান্ত হলে আমরা যেন পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য পাই।"

"গুড আইডিয়া। এইরকমটা হতে পারে।"

"তারপর যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয় তখন দেখাই যাবে ওখানকার পুলিশ প্রশাসন কী করে!"

"বেশ। আমি সময়মতো জেপুরের পুলিশ সুপারকে সব জানিয়ে রাখব। তবে আমার বন্ধু ওইখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। নাম রাঘব পাণিগ্রাহী। উনি জেপুরের রাজবাড়ির কাছে থাকেন। ওঁকে বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, ওঁর সঙ্গে তোমরা দেখা কোরো। উনি সহায় থাকলে কারও সাধ্য নেই তোমাদের কিছু করে। ওখানকার পুলিশও ওঁর কথায় ওঠে-বসে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো এইরকমই চাইছি। প্রভাবশালী একজন কেউ আমাদের সহায় থাকুন। আপনি ওঁকেই একটা চিঠি লিখে দিন।"

ও সি বর্মণ প্যাডের ওপর কয়েক ছত্র চিঠি লিখে খামে এঁটে বাবলুকে দিলেন। তারপর বললেন, "তোমরা তা হলে ঘুরে এসো। বেস্ট অব লাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা থানা থেকে বেরিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে। বাবলু, বিলু আর ভোম্বল গেল হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটতে। নতুন একটা অভিযানের আনন্দে ওদের মন এখন ভরপুর।

দুপুরবেলা এই যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনায় মেতে উঠল ওরা। ওড়িশার পর্যটন মানচিত্রটা নিয়ে সকলে বেশ ভাল করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে লাগল সবকিছু। বাবলুর বাবাও এসে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে।

বাবা বললেন, "উত্তরা না কী যেন নাম মেয়েটির? ওর ব্যাপারে কী করলি? ও কি যাচ্ছে?"

"না, ওকে নিচ্ছি না। যেহেতু রুবিদি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত তাই ওর ব্যাপারে কোনওরকম রিস্ক নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওই সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের দেশে ওকে নিয়ে হঠাৎ যদি কোনও বিপদে পড়ি তখন ফিরে এসে মুখ দেখাতে পারব না রুবিদির কাছে।"

"যে-কোনও অভিযানে কোনও মেয়ের দায়িত্ব না নেওয়াই ভাল।"

"তা ছাড়া ফার্নান্ডেজ পরিবারের সঙ্গে ওদের হৃদ্যতার ব্যাপারটা সবাই জানে। এইরকম অবস্থায় ওকে আমাদের সঙ্গে দেখলেই দুষ্কৃতীরা পেছনে লেগে যাবে আমাদের।"

"তোরা তা হলে ওখানে গিয়ে উঠবি কোথায়?"

"যেমন আমরা স্বাধীনভাবে হোটেলে বা লজে উঠি সেইরকমই উঠব।"

"সেই ভাল। কবে রওনা হচ্ছিস তা হলে?"

"আগামীকাল।"

"সাবধানে যাবি। আমি দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে এসেছি। তাই ঘরেই থাকব আমি। রোজ একবার করে ফোনে যোগাযোগ করবি। না হলে মনটা কিন্তু আমার ওইদিকেই পড়ে থাকবে।"

বাবলু বলল, "সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব। তবু আমাদের জন্য চিন্তা কোরো না।"

"পঞ্চুটাকেও একটু সামলে রাখবি। চট করেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়, এটা কিন্তু ঠিক নয়।"

ওর প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছে বুঝতে পেরে পঞ্চু একবার "গোঁ-ও-ঔ" করে ডেকে উঠল।

এমন সময় সশব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

বাবলু গিয়ে রিসিভার তুলে হ্যালো করতেই উত্তরার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কে বাবলু? আমি উত্তরা বলছি।"

"বলো কী ব্যাপার?"

"তোমাদের টিকিট কি কাটা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। আমরা আগামীকাল যাচ্ছি।"

"এদিকে তো এক কেলেঙ্কারি হয়ে বসে আছে।"

"কীরকম?"

"কাল রাতে হাতিপাথারে ফার্নান্ডেজ হাউসে হানা দিয়ে দুর্বৃত্তরা জ্যাকিদার পরিবারের সবাইকে প্রচণ্ড মারধোর করে সমস্ত ভাঙচুর করে গেছে। ফার্নান্ডেজ আঙ্কেল আর জ্যাকিদা আজ সকালের ট্রেনেই রওনা হয়ে গেছেন।"

"সকালের ট্রেনে কীভাবে যাবেন ওঁরা?"

"ইস্পাত এক্সপ্রেসে সম্বলপুর পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে প্রাইভেট গাড়ি একটা ভাড়া করে নেবেন।"

"খেলা তা হলে ভালই জমবে। আমরা তো কাল যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি যে বাদ পড়ে গেলাম। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার।"

"টিকিট আমাদের কাটা হয়ে গেছে।"

"শুধু আমাকেই বাদ দিয়ে এই তো?" বলেই ফোন নামিয়ে রাখল উত্তরা।

বাবলুও ফোন রেখে যা যা কথা হল সব বলল সকলকে।

বিলু বলল, "দুষ্কৃতীদের এটাও কোনও চাল নয় তো?"

"আমার কিন্তু সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছে। এইভাবে প্যানিক সৃষ্টি করে ওরা আবার নিজেদের কবজায় টেনে নিল ওদের। আসলে ফার্নান্ডেজের সঞ্চিত সোনার খোঁজ না নিয়ে কি ছাড়বে ওরা?"

ভোম্বল বলল, "মি. ফার্নান্ডেজের উচিত ছিল যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা।"

বাবলু বলল, "আসলে ওইরকম একটা খবর পেয়ে মাথার ঠিক ছিল না ওদের।"

বাচ্চু বলল, "তা ছাড়া এই যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গেও তো পাকাপাকি কোনও কথা হয়নি।"

বিচ্ছু বলল, "মোট কথা, এটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে ফার্নান্ডেজ ফ্যামিলিটা শেষ হয়ে গেল। কমপ্লিটলি লস্ট।"

বিলু বলল, "পাপের পরিণাম, বুঝলি তো? ইউনিকর্নও একদিন শেষ হয়ে যাবে ঠিক এইভাবেই।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ওই জ্যাকি লোকটা কে? ফার্নান্ডেজ পরিবারের প্রতি এত আনুগত্যের কারণটা কী ওঁর?"

ভোম্বল বলল, "জ্যাকির ব্যাপারে আমার মনেও একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। ওঁকে শুধু ড্রাইভার বললে ভুল হবে। অমন সুটেডবুটেড চেহারা, ওই কি ড্রাইভারের ড্রেস? রীতিমতো রহস্যজনক। নিশ্চয়ই উনিও ওদেরই একজন বিজনেস পার্টনার। তা যদি না হতেন তা হলে ফার্নান্ডেজ কখনওই ওঁর পরিবারের লোকজনদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিন্তে কলকাতায় এসে বসে থাকতেন না।"

বাবলুর বাবা এদের কথাবার্তা একভাবে শুনে যাচ্ছিলেন এতক্ষণ। এবার বললেন, "তোদের অনুমান ঠিক। তবে কিনা এমনও হতে পারে উনি নিজগুণে ওঁর বন্ধুর মতো। মি. ফার্নান্ডেজ হয়তো জ্যাকিকে ড্রাইভারের মতো দেখেন না।"

বাবলু বলল, "হতে পারে। মি. ফার্নান্ডেজ নিজেও বলেছেন সেই কথা। জ্যাকি নাকি ওঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক।"

বিচ্ছু বলল, "হয়তো একসময় ছিলেন। পরে যে কোনও কারণেই হোক হাত মিলিয়েছেন ওদের সঙ্গে।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! তা যদি হত তা হলে উনি কখনওই মি. ফার্নান্ডেজের সঙ্গে মালকানগিরি ছেড়ে রায়গড়ায় থাকতেন না। মাইকের বিপর্যয়ের পর গাড়ি নিয়ে আসবার সময় কাটামেটার জঙ্গলে দুর্ঘটনায় পড়তেন না।"

বাবলু হঠাৎই বলল, "এগুলো তো ওদের চালও হতে পারে? ওই দুর্ঘটনা যে ইউনিকর্নের নির্দেশে জ্যাকিই ঘটায়নি তাই বা কে বলতে পারে? লোকটার চোখের চাউনি দেখেছিস? পাক্কা ক্রিমিন্যালের মতো?"

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয় জ্যাকির ব্যাপারে তোমরা সম্পূর্ণ অন্যরকম চিন্তাভাবনা করছ। ওই দুর্ঘটনায় লোকটি তাঁর বাক্‌শক্তি হারায় এটা তো ঠিক।"

বাবলু বলল, "ঠিক কিনা বলা শক্ত। এটা অভিনয়ও হতে পারে, আবার সত্যিও। ওই দুর্ঘটনায় মি. ফার্নান্ডেজ তাঁর পাদুটি হারান। অথচ ওই একই দুর্ঘটনায় জ্যাকির কিছু হল না, তার কারণটা কী? তার মানে নিশ্চয়ই উনি সতর্ক ছিলেন? আর ওই খাদে পড়া, কাঠুরিয়া মারফত উদ্ধার হয়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়া সব ধাপ্পা। অত বড় একটা দুর্ঘটনার পর তিন-তিনটে দিন একজন একটি খাদে পড়ে থাকবে অথচ কেউ তাকে দেখতে পাবে না এ কি হয়? তার চেয়েও বড় কথা, মি. ফার্নান্ডেজ যে মুহূর্তে আমাদের ডাকিয়ে এনেছেন তারপরই হাতিপাথরের বাড়িতে গুন্ডারা এসে ওঁর পরিবারের লোকদের মারধোর করল আর ওঁদের চলে যেতে হল? আমার মনে হয় ফার্নান্ডেজকে কৌশলে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চমকে উঠল এবার।

বিলু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস তো?"

বাবলু বলল, "আমার অনুমান যদি সত্য হয় তা হলে রায়গড়ায় ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদের মুখোমুখি হব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তা যদি হয় তা হলে জ্যাকির গতিবিধির ওপর নজর রাখলেই ইউনিকর্নের সাক্ষাৎ পাব আমরা।"

বাচ্চু বলল, "ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ লাগছে, তাই না?"

বিচ্ছু বলল, "সে-কথা আবার বলতে? দেবগিরি, মালকানগিরি এই নামগুলোর মধ্যেও কেমন যেন রহস্যের হাতছানি আছে।"

বাবলুর বাবা বললেন, "থাকবে নাই বা কেন? ওইসব জায়গা হচ্ছে পুরাণবিদিত জায়গা। মহাকাব্যের পটভূমি। তীর্থ মহিমায় মহিমান্বিত। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পড়েছিস তোরা?"

বাবলু বলল, "আমি পড়েছি।"

বিলু বলল, "আমিও।"

"সেই মেঘদূতেই আছে যক্ষকে এক বছরের জন্য যে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছিল তা ওই অঞ্চলেই। রামগিরি পর্বতমালার যে অঞ্চলে যক্ষকে থাকতে হয়েছিল তা বস্তারের পূর্ব এবং ওড়িশার কোরাপুটের পশ্চিম প্রান্তে। ওখানকার অরণ্যেই আছে গুপ্তকেদার বা গুপ্তেশ্বরের প্রাকৃতিক গুহা। তোরা তো সেইখানেই যাচ্ছিস। রামগিরি বা মালকানগিরি, আকর্ষণ তোদের করবে নাই বা কেন? আর দেবগিরিই বা হাতছানি দেবে না কেন তোদের? রহস্য আর রোমাঞ্চ তো উপলক্ষ। আসলে তোরা পেয়েছিস দেবতার ডাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত হয়ে গেল এই কথা শুনে।

বাবা বললেন, "শুধু মেঘদূতেই নয়, ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে আদিকবি বাল্মীকিও উপেক্ষা করতে পারেননি ওই অঞ্চলকে। ওড়িশার কোরাপুট আর মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা নিয়ে বিশাল দণ্ডকারণ্য। যার বিস্তৃত বিবরণ রামায়ণেও আছে। ওইখানেই পর্ণকুটিরে শবরী প্রতীক্ষা করেছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের। ওইখানেই—।"

বাবলু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "আর কিছু বোলো না বাবা। কী দারুণ উত্তেজনা যে এসে গেল তোমার কথা শুনে! এখন আমরাই শবরীর মতো প্রতীক্ষা করি কতক্ষণে আমাদের যাত্রার ক্ষণটি ঘনিয়ে আসে! মনকে আর স্থির রাখতে পারছি না কিছুতেই।"

"স্বাভাবিক। তোদের এবারের অভিযানে দারুণ চমক। একবারে তিন-তিনটি পাহাড়ের ডাক। দেবগিরি, মালকানগিরি, রামগিরি। এ কী কম কথা? দুদুমার মৎস্যতীর্থে যেতে না পারিস, অরণ্যদণ্ডকের গভীরে গিয়ে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা পেরিয়ে রামগিরি পাহাড়ে গুপ্তেশ্বরের স্ট্যালাকটাইট গুহাটা দেখে আসিস অন্তত। মন ভরে যাবে।"

মা তখন প্রত্যেকের জন্য পুডিং করে এনেছেন। তাই দেখে জিভে জল এলেও আনন্দে ভরে উঠল সকলে। সত্যি, কতদিন যে পুডিং খায়নি ওরা। পঞ্চু তো জিভটাকে বের করে ঠোঁটটা একবার চেটেই নিল। আর ভোম্বল? ওর যেন খুশির অন্ত নেই।

॥ ৫ ॥

আবার সেই হাওড়া স্টেশন। আবার পাণ্ডব গোয়েন্দা। রাত আটটা চল্লিশে ট্রেন। ওরা যখন বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হল তখন সবেমাত্র ট্রেন এসে থেমেছে। ওদের রিজার্ভেশন ছিল এস ওয়ান কোচে। তাই ওরা সামনের দিকেই এগিয়ে চলল।

এইসব গাড়িতে জার্নি করে আনন্দ আছে। ভিড়ভাট্টা নেই। ফাঁকা গাড়ি। ঝাড়সুগড়া বা সম্বলপুরের পর গাড়ি আরও খালি হয়ে যায়।

যেতে যেতে বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, আমরা তো রায়গড়া যাব। তা গাড়ির নাম রায়গড়া এক্সপ্রেস না হয়ে সম্বলপুর এক্সপ্রেস কেন?"

বাবলু বলল, "আসলে এই গাড়িটা আগে সম্বলপুর পর্যন্ত যেত। তাই এর নাম সম্বলপুর এক্সপ্রেস। পরে যাত্রীদের সুবিধের জন্য এটিকে তিতলাগড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তো রায়গড়া অবধি যাচ্ছে। পরে হয়তো আরও এগিয়ে কোরাপুটেও যাবে। কোরাপুট-রায়গড়া লাইনের কাজও শেষ। পরীক্ষামূলকভাবে এখন মালগাড়ি চালানো হচ্ছে। একদিন যেন কাগজে দেখছিলাম এই পথে এমন একটি সুদীর্ঘ টানেল আছে যেটি পার হতে নাকি রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হয়। তাই যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো এখনও সম্ভব হয়নি।"

ওরা কথা বলতে বলতে যখনই ওদের নির্ধারিত কোচ-এর সামনে এসেছে ঠিক তখনই ঘটে গেল এক বিপর্যয়। হঠাৎ পঞ্চুর কেঁউ কেঁউ শব্দে থমকে দাঁড়াল ওরা। ব্যাপার কী? পঞ্চু তো সহসা খেঁকিদের মতো কেঁউ কেঁউ করে না!

ফিরে তাকিয়েই ওরা দেখল, একজন মধ্যবয়সি উৎকলবাসী জিনিসপত্র ঘাড়ে নিয়ে যেতে যেতে একেবারে বোঝাসমেত হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পঞ্চুর ঘাড়ে। দু'জনেরই লেগেছে খুব। জিনিসপত্র চাপা পড়ে পঞ্চু ভয় পেয়েই বোধহয় ওইরকম আওয়াজ করছে।

আর লোকটিও বিকট চিৎকার করছে, "ওলো বাপালো. মরি গলিলো। মোতে ধরি কি উঠাও কেহি।"

ধরে তুলবে কী, দৃশ্য দেখে বিচ্ছু তো হেসেই অস্থির। বাচ্চু তাড়াতাড়ি ওকে আড়াল করে ব্যাপারটা সামলে নিল। তবে বাবলু আর বিলু ছুটে গিয়ে ধরে তুলল লোকটিকে।

বাবলু বলল, "আপনার লাগেনি তো?"

"না বাবা, লাগিছি। সেমিতি কিছি নুহেঁ।"

বাবলুরা এবার ওদের কোচে এসে নিজেদের বার্থ খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল। গোলমালের ভয়ে পঞ্চু ঢুকে রইল সিটের তলায়। পর পর তিন থাকের বার্থগুলোই পেয়েছে ওরা। যদিও অনেক বার্থ এখনও ফাঁকা।

ঠিক সময়েই ট্রেন ছাড়ল।

ওরা মনের আনন্দে নিজেদের মধ্যেই খোশগল্পে মেতে উঠল সবাই।

ওদের সঙ্গেই আপার বার্থে অন্য এক বয়স্ক ভদ্রলোকের জায়গা হয়েছিল। তিনি যাবেন সিঙ্গাপুর রোডে। সেখানে জে কে পেপার মিলের গেস্ট হাউসে থাকবেন উনি। এসেছেন কোম্পানির কাজে উপদেষ্টা হিসেবে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখে দেবগিরির নাম শুনে খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন, "দেবগিরি তোমরা অবশ্যই যেয়ো। আমি নিজে গেছি সেখানে। রায়গড়া থেকে কল্যাণসিংপুর, শর্টকাটে কে, সিংপুরের বাস পাবে। তাতেই চলে যাবে তোমরা। দশ-এগারো টাকা ভাড়া নেবে। ট্রেকারও আছে। ভাড়া নেবে তেরো টাকা। ঘন ঘন বাস।"

বাবলু বলল, "কতদূর ওখান থেকে?"

"মাত্র আটচল্লিশ কিমি। তা তোমরা ওখানে কীজন্য যাচ্ছ?"

"এমনি বেড়াতে। আমরা এই পাঁচজনে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়ি।"

"ওখান থেকে আর কোথাও যাবে না?"

"কোরাপুট হয়ে জেপুর যাব। গুপ্তেশ্বর, দুদুমা দেখে পারি তো চলে যাব মালকানগিরি।"

"মালকানগিরিতে কেন যাবে?"

"ভাবছি ওখানকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা একটু প্রত্যক্ষ করব।"

"কোনও লাভ হবে না। ভাষাই বুঝতে পারবে না ওদের। শুধু শুধু অর্থ এবং সময় নষ্ট হবে তোমাদের। তার চেয়ে তোমরা বরং আরকু হয়ে ভাইজাগ চলে যাও।"

"ওসব আমাদের ঘোরা।"

এমন সময় কোচ অ্যাটেনডেন্ড এসে টিকিট পরীক্ষা করলেন সকলের। এর পর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার পালা।

সবাই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে বার্থ রেডি করে শুয়ে পড়লে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও রাতের খাওয়া সেরে নিল। এবারে রুটি আর মাংস এনেছিল ওরা। সঙ্গে ছিল কড়াপাকের সন্দেশ আর ঘরে তৈরি গাজরের হালুয়া। পঞ্চুর খাবারটা নীচেই দিয়ে দেওয়া হল। ও আর বেরিয়ে এসে অন্যের বিরক্তির কারণ হল না।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল সবাই। ট্রেনের দুলুনিতে অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের ঘুম এসে গেল। পঞ্চুই শুধু লুকিয়ে থেকে সজাগ রইল সকলের জন্য।

শেষরাতে হঠাৎ একসময় ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল ট্রেনটা। চেন পুলিং। মনোহরপুর আর জরাইকেলার মাঝামাঝি জায়গায় চেন টানা হয়েছে। কী ব্যাপার! হল কী হঠাৎ?

চারদিকে চিৎকারে, চেঁচামেচি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সতর্ক হয়ে নেমে পড়ল বার্থ থেকে।

বাবলু গেট খুলে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাতেই কিছু যাত্রী বাধা দিল, "এই যে ভাই, দরজা খুলছ কেন? বন্ধ করো। ডাকাতি হচ্ছে দেখছ না?"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন তো সকলেরই উচিত, গিয়ে ওদের বাধা দেওয়া। না হলে তো খুনখারাপি শুরু হয়ে যাবে।"

কন্ডাক্টর গার্ড এগিয়ে এসে বললেন, "ওরা উইথ আর্মস। কে ঠেকাবে ওদের?"

"ওদের নিয়তি আমাদের সঙ্গে আছে।" বলেই ডাক দিল বাবলু, "পঞ্চু!"

পঞ্চু তখন আত্মপ্রকাশ করেই ছুটে এল গেটের কাছে।

ভোম্বলকে বাচ্চু-বিচ্ছুর কাছে রেখে বিলু আর পঞ্চুকে নিয়েই অন্ধকারে লাইনধারে লাফিয়ে পড়ল বাবলু।

দুষ্কৃতীরা তখন লেডিজ কম্পার্টমেন্ট থেকে একজনকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বাবলুর নির্দেশ পেয়েই ক্রোধান্ধ পঞ্চু অন্ধকার ভেদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

এর পরই শুরু হল প্রাণান্ত চিৎকার।

এতক্ষণে সাহস পেয়ে অন্যান্য কামরা থেকেও লোকজন নেমে এসেছে।

দুষ্কৃতীরা সবাই তখন বেগতিক দেখে পালাল।

যে মহিলাকে দুষ্কৃতীরা নিয়ে যাচ্ছিল তিনি তখন লাইনধারে বসে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন, "হায়, হায় রে! মেরা সব কুছ লে কর চলা গিয়া ও লোগ।"

বাবলু বলল, "কী নিয়েছে মাতাজি আপনার? ওরা তো কিছুই নিতে পারেনি।"

এই মহিলার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। বলল, "অনেক কিছুই নিয়ে গেছে ভাই। প্রায় দু' লাখের মতো টাকা, হিরের নেকলেস, অনেক গয়না। ওঁর মেয়ের বিয়ে তো!"

বিলু বলল, "তুমি কি ওঁর সঙ্গে ছিলে?"

"হ্যাঁ। আমি ওঁদের বাড়িতে কাজ করি।"

বাবলু বলল, "এইভাবে রাতের গাড়িতে এতসব নিয়ে কেউ যায়?"

"সবাই বারণ করেছিল ওঁকে। উনি কারও কথা শোনেননি। বললেন, 'লেডিজ কামরায় বিপদ কম। তা ছাড়া অল্পদূরের যাত্রা। আমরা চক্রধরপুরে উঠেছি, নামব রাউরকেলায়। রাতের অন্ধকারে টেরও পাবে না কেউ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কেউ পিছু নিয়েছিল আমাদের। না হলে উঠেই ওরা মা'জিকে ধরল কেন?"

এমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শোনা যেতে লাগল।

বাবলু বলল, "চলুন তো সবাই। মনে হচ্ছে আমাদের কুকুরটা সন্ধান পেয়েছে ওদের।"

ওবা সবাই তখন পঞ্চুর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুটল। গিয়ে দেখল দুষ্কৃতীদের একজন ব্রিফকেসটা বুকে নিয়ে বড় একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর পঞ্চু তাব দিকে তাকিয়ে কখনও ভৌ ভৌ করে ডাকছে, কখনও রাগে গরগর করছে।

বাবলু গিয়ে ব্রিফকেসটি কেড়ে নিয়েই বলল, "মনে হয়, এটাই সেটা।"

কাজের মেয়েটিও ছুটে এসেছিল ওদের সঙ্গে। বলল, "হ্যাঁ। এটাই তো আমাদের। মা'জি তো এতে করেই সব নিয়ে আসছিলেন।"

এর পর শুরু হল গণধোলাই। পঞ্চুর কবলমুক্ত করে সবাই মিলে লোকটিকে এমন মার মারল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল লোকটি। ওই অবস্থাতেই তাকে সেখানে ফেলে বেখে চলে এল সকলে।

হৃতসামগ্রী ফিরে পেয়ে সেই মহিলা যে আনন্দে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করলেন।

আর দেরি নয়। গার্ড ড্রাইভার সবাই যে যাঁর জায়গায় চলে গেলেন। অন্যান্য যাত্রীরাও চলে গেলেন যে যাব সিটে। বাবলু বিলু ও পঞ্চুকে কামবায় উঠতে সাহায্য করে নিজেবা যেই না উঠতে যাবে অমনই কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে নাও না বাবলু। আমি আর ওই লেডিজ কম্পার্টমেন্টে থাকতে পারব না। কী ভয়ই না করছিল আমার! ওবা বারবার আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল তাতে ভয় হচ্ছিল, যাওয়ার সময় আমাকেই না নিয়ে যায়! নেহাত ওই মহিলা চেন টানলেন, তাই। সেইজন্যই তো যত রাগ ওঁর ওপরে গিয়ে পড়ল। ওঁকেই তখন মারতে মারতে টেনে নামাচ্ছিল ওরা। ঠিক সময়টিতে তোমবা এসে না পড়লে—।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী উত্তরা! তুমি এখানে?"

"পরে সব বলব। এখন ওঠো তো দেখি।"

ওরা ওঠার পরই ট্রেন ছাড়ল।

বাবলু অ্যাটেনডেন্টকে বলেকয়ে উত্তরার জন্য একটি বার্থ করিয়ে নিল।

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "তোমরা যে কুকুর নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলে তা তো জানতাম না। এইভাবে কি কুকুর নিয়ে যাত্রী গাড়িতে যাওয়া যায়?"

"যায় না। তবে এ বড় ধার্মিক আর হিতকারী। তার নমুনাও তো দেখলেন? ওর গুণের জন্য ওকে একটু ক্ষমা করে নিন দাদা। আমরা ওকে এড়িয়ে গেলেও ও আমাদের ছাড়ে না। পাছে কেউ কিছু বলে তাই ও লুকিয়ে থাকে সিটের তলায়।"

"তাই নাকি? বাঃ বেশ ভাল কথা। আমার নিয়ে যেতে কোনও আপত্তি নেই। তবে কিনা আচমকা ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং শুরু হয়ে গেলেই যত কৈফিয়ত আমাকে দিতে হবে।"

"কিচ্ছু হবে না আপনার। গন্ধে টের পায় ও। ওই রকম অবস্থা হলে কোথায় যে কেটে পড়বে কেউ ওর নাগালও পাবে না।"

অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন।

সে-রাতের মতো শোয়া মাথায় উঠে গেল।

ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু তো উত্তরাকে দেখেই অবাক!

বিচ্ছু বলল, "সেই এলেই যখন, হাওড়া স্টেশনেই দেখা করতে পারতে আমাদের সঙ্গে! একসঙ্গে সবাই মিলে চুটিয়ে গল্প করতে করতে আসা যেত।"

উত্তরা বলল, "ইচ্ছে করেই দেখা করিনি। যদি তোমরা আমাকে সঙ্গে না নাও, যদি বাড়ি ফিরে যেতে বলো, তাই।"

বাবলু বলল, "এইভাবে একা একা তোমাকে ছাড়ল বাড়ি থেকে?"

"আমি কি বলে এসেছি নাকি? আমার কাছে সামান্য কিছু ছিল আর আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে পালিয়ে এসেছি। একটা চিঠি অবশ্য রেখে এসেছি আমার টেবিলে। যাতে বাড়ির লোকরা অন্য কিছু না ভাবে।"

বাবলু বলল, "একেই বলে ধন্যি মেয়ে।"

উত্তরা বলল, "কী বললে?"

"কিছু না। দয়া করে কাল সন্ধেবেলা রায়গড়ায় নেমেই বাড়িতে একটা এস টি ডি করে দিয়ো।"

ভোরের আলো ফুটে উঠলে ট্রেন এসে রাউরকেলায় থামল। অনেক যাত্রী নেমে গেলেন এখানে।

সবাই চোখে-মুখে জল দিয়ে চা-পর্বটা সেরে নিল এখানেই। এর পরের জংশনই ঝাড়সুগড়া। ওখান থেকেই পথটি দু'ভাগ হয়ে একটি পথ চলে গেছে মুম্বইয়ের দিকে, অপরটি সম্বলপুর, তিতলাগড় হয়ে রায়গড়া ছুঁয়ে বিশাখাপত্তনম। এ-পথের দৃশ্যাবলী বড়ই সুন্দর। রেলপথের দু'পাশেই পাহাড় আর বনভূমি। মাঝেমধ্যে ছোট-বড় অনেক নদীরও দেখা মেলে। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে, নিজেদের মধ্যে খোশগল্পে মেতে সারাটাদিন যে কীভাবে কেটে গেল ওদের, তা টেরও পেল না ওরা। প্রায় তিন ঘণ্টা লেটে ট্রেন যখন রায়গড়ায় পৌঁছল রাত্রি তখন আটটা।

অচেনা দেশ, অচেনা পরিবেশ। স্টেশনও খুব একটা জমজমাট নয়। এখানে হোটেল লজগুলোই যে ঠিক কোনখানে তাও জানে না ওরা। তা ছাড়া রহস্যের হাতছানি পেয়ে যেখানে আসা সেখানে বিপদ তো ওদের পদে পদে। এখন জ্যাকির চক্রান্তকেই ওদের ভয়। হয়তো মানুষটা অত্যন্ত সাদাসিধে, তবুও ওর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে ওকে সেই পর্যায়েও ফেলতে পারেনি ওরা। তাই বাবলু হঠাৎ করেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

বিলু বলল, "তুই হঠাৎ অমন হয়ে গেলি কেন বাবলু? কোনও কিছুর কি গন্ধ পাচ্ছিস?"

"না, তা নয়। তবে সতর্ক থাকিস একটু।"

"আজ রাতটা কোথায় কাটাবি, স্টেশনে?"

"না, না। তা কেন? কোনও হোটেলে বা লজেই থাকা যাবে।"

উত্তরা বলল, "কী দরকার? আমরা তো হার্তিপাথারে গিয়ে ফার্নান্ডেজ হাউসেই থাকতে পারি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক যেতে যেতে ঘুরে তাকাল ওদের দিকে। তারপর ওদের প্রত্যেকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "কোত্থেকে আসছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "আপনার দরকার?"

"আছে। আমি এখানকারই লোক। তোমরা ফার্নান্ডেজ হাউসের নাম করলে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। ওখানে তোমরা যেয়ো না। খুব গোলমাল চলছে ওখানে। এমনকী খুনও হয়েছে একজন।"

"সে কী!"

"তাই বলছি, ওখানে যেতে হয় কাল সকালে যেয়ো, দিনের আলোয়। রাতে কখনও নয়। তোমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকের পথ ধরে চলে যাও। বাজারের কাছে অনেক লজ দেখতে পাবে। বলরাম ভবন বা বেঙ্কটেশ লজে থাকতে পারো। খরচ খুব কম। যাও, চলে যাও।"

উত্তরার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "ডোন্ট নার্ভাস। এসো, আমাদের সঙ্গে। তোমার তো পরিচিত জায়গা। ভয় কী?"

"আমার খুব একটা পরিচিত জায়গা নয়। আমি তো কয়েক বছর আগে এখানে এসেছিলাম সকলের সঙ্গে, তাও কোরাপুট থেকে গাড়িতে। কিন্তু—।"

বাবলু বলল, "সেজন্য কিছু যায়-আসে না। মোটকথা, এখানকার খবরটা তা হলে মিথ্যে নয়। মি ফার্নান্ডেজ সঠিক খবর পেয়েই এসেছেন তা হলে। কিন্তু খুন হল কে?"

যেই খুন হোক, এই রাতদুপুরে ঠান্ডায় তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওরা তাই সোজা বড় রাস্তায় এসে

ডানদিকের পথ ধরে খানিক হেঁটেই বলরাম ভবনে উঠল। বেশ ভাল ব্যবস্থা এদের। দোতলার ওপর বেশ বড়সড় ঘরও একখানা পেয়ে গেল ওরা।

ঘরে ঢুকেই সর্বাগ্রে বাথরুমে গিয়ে এক এক করে ট্রেনজার্নির গ্লানি দূর করল সবাই। তারপর একটুও দেরি না করে চলল খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে আসতে। পঞ্চুকে এই রাতদুপুরে ইচ্ছে করেই সঙ্গে নিল না। ওর জন্য একটা পাঁউরুটি কিনে আনলেই হবে। বেচারির একটু বিশ্রাম দরকার।

বাবলুরা পঞ্চুকে ঘরে রেখেই দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এল।

তারপর পাশের গলিতে একটি ভাল হোটেলে ঢুকে ভরপেট খেয়ে নিল সকলে। খাওয়াদাওয়ার পর বাড়িতে একটা এস টি ডি করে ওদের পৌঁছনো সংবাদ দিল। সেইসঙ্গে ফোন করল রুবিদিকেও। বাবলু বলল, "ওর জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাদের সঙ্গেই আছে ও। ভালই আছে। পরে সুবিধেমতো আবার ফোন করব।"

রাত সাড়ে ন'টা। বাবলুরা পঞ্চুর জন্য কিছু বিস্কুট ও পাঁউরুটি কিনে লজে ফিরল। পঞ্চুর বোধহয় খিদে পেয়েছিল খুব। তাই চোখের নিমেষে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল সেগুলো।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখন পরিকল্পনার পালা। ওরা সবাই গোল হয়ে বসে কোন সূত্র ধরে কীভাবে ওদের তদন্তের কাজে এগোবে তাই স্থির করতে বসল। উত্তরা এর মধ্যে নেই। সে দু'-একটা হাই তুলে একপাশে শুয়ে দিব্যি ঘুমোতে লাগল বালিশে মাথা রেখে।

বাবলু ওর টাইম টেবল-এর ভেতর থেকে মাইক, ডোনা আর বনির ফোটোটা বের করে দেখতে লাগল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চুও দেখল খুঁটিয়ে। আসলে এদেরই সন্ধান নেওয়ার জন্য তো এখানে আসা। কাজেই মুখগুলো যাতে সবসময় চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে তাই দেখতে লাগল।

বিলু বলল, "কাল সকালের কর্মসূচিটা তা হলে কী হবে আমাদের? আমরা কি ফার্নান্ডেজ হাউসের দিকেই যাব?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। খুব ভোরে উঠে রওনা দেব আমরা। ঠিক যে সময় মর্নিংওয়াক করতে যাই সেই সময় যাব। কোনও পরিবহণের সাহায্য নেব না। তিন কিমি পথ। পায়ে হেঁটেই চলে যাব আমরা।"

"যদি কেউ সন্দেহ করে?"

"কে করবে? আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। যাচ্ছি জলপ্রপাত দেখতে। পাহাড়ের কোলে ওই মনোরম জায়গাটা একটি পিকনিক স্পট। কাজেই কারও মনে কোনও প্রশ্ন জাগার তো সম্ভাবনা নেই। ওইখানে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ছলে আমরা খোঁজ নেব ফার্নান্ডেজ হাউসের। তা ছাড়া পথঘাট ঠিকমতো না চিনলেও উত্তরা নিশ্চয়ই বাড়ি চিনতে পারবে।"

ভোম্বল বলল, "পারা তো উচিত।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, তোর কি মনে হয় এই খুনটা ইউনিকর্নের লোকরাই করেছে?"

"ওরা ছাড়া আর কেউ নয়। বিশেষ করে ওই ফার্নান্ডেজ হাউসই গোলমালের কেন্দ্রস্থল। তা ছাড়া ফার্নান্ডেজ নিজেই স্বীকার করেছেন ওঁর সবকিছু ওইখানেই এমন জায়গায় লুকনো আছে যার হদিস একমাত্র উনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। দুষ্কৃতীরা ফার্নান্ডেজের অবর্তমানে ওইগুলোর লোভেই এসেছিল এবং বাধা পেয়ে খুন করে পালিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "তবে বাবলুদা, যদি ইউনিকর্নের লোকেরাই এই কাজ করে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই ওরা আশপাশের মধ্যেই আছে।"

"সেটাই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় এইখানে একটু নজর রাখলে ওদের কারও না কারও নাগাল পেয়ে যাব আমরা।"

বিচ্চু বলল, "এই তদন্তের ব্যাপারে কে. সিংপুরের লোকেরাও কিন্তু আমাদের সাহায্য করতে পারে।"

"কীভাবে? তা ছাড়া কে. সিংপুর তো অনেকদূর এখান থেকে। ওরা কীভাবে সাহায্য করবে আমাদের?"

বিচ্চু হেসে বলল, "বাবলুদা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে মি. ফার্নান্ডেজের কথাগুলো? তিনি কী বলেছিলেন? দেবগিরির ওই দানব একবার কে. সিংপুরে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিশোধ নেবে বলে একই বাড়ির প্রায় সবাইকে—।"

"হত্যা করে। মনে পড়েছে। ওরা স্থানীয় লোক। ইউনিকর্ন-এর ব্যাপারে ওদের চেয়ে ভাল আর কেউ বলতে পারবে না।"

বিলু বলল, "তা হলে কাল সকালে আমরা হাতিপাথার থেকে ঘুরে এসেই কে. সিংপুরে যাই চল।"

"হ্যাঁ। কাল ভোরেই রওনা দেব আমরা।"

ওরা আর বিলম্ব না করে শুয়ে পড়ল যে যার। কাল রাতে ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি। তার ওপর সারাটা দিন বসে বসে আসা। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে তাই। উত্তরা তো অনেক আগেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেছে।

॥ ৬ ॥

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল সবাই। উত্তরাকে নিয়েও কোনও অসুবিধে হল না। সেও এক ডাকেই উঠে পড়ল এবং যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

সবাই ভালভাবে তৈরি হলে পঞ্চুকে নিয়ে নীচে এল ওরা। তারপর একটা চা দোকানে গিয়ে চা বিস্কুট খেয়ে রওনা হল হাতিপাথারের দিকে। উত্তরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ও বলল, "এখানে কোথায় কী আছে তা ঠিকমতো বলতে না পারলেও রাস্তাঘাট চিনি। ওই—ওইদিকের পথটা বাসস্ট্যান্ড হয়ে মাজিগৌরীর মন্দিরের দিকে চলে গেছে। ওই পথটা গেছে—।"

বাচ্চু বলল, "মাজিগৌরীর মন্দির কত দূরে?"

"যাবে? খুব ভাল লাগবে কিন্তু। ওখান থেকে ঘুরে এসে তারপর না হয় হাতিপাথারে যাব।"

বাবলু বলল, "না, না। অনেক হাঁটতে হবে তা হলে। এখন যে কাজের জন্য এসেছি সেই কাজেই যাওয়া যাক।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু আসবার সময় ক্যামেরা নিয়ে এসেছি একটা। এন্তার ছবি তুলে যাব। দেবগিরি রামগিরি আর মালকানগিরিরি ছবি আমার চাই।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল করেছিস রে তুই। এবার থেকে আমাদের প্রতিটি অভিযানেই ক্যামেরা সঙ্গে থাকবে। যেখানেই সন্দেহজনক কাউকে দেখব আমরা, সেখানেই নিজেরা দাঁড়িয়ে পড়ে ছবি তুলব। এতে হবে কী, ছবি তোলাও হবে, আবার দুষ্কৃতীরাও ক্যামেরাবন্দি হবে আমাদের।"

বিলু বলল, "এটা তো মন্দ বলিসনি। গুড আইডিয়া।"

ভোরের আলো অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে তখন। রাতের ঘুম ভাঙছে রায়গড়ার। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত হয়ে গেল চারদিকের প্রকৃতি দেখে। কী বড় বড় পাহাড় চারদিকে। রায়গড়া শহরটাকেই পাহাড়গুলো যেন ঘিরে রেখেছে। ওরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলল। পঞ্চুর তো কথাই নেই। সে চলল সবার আগে।

একদল নেড়ি কুকুর দূর থেকে 'ভ্যাক ভ্যাক' করে ভেংচে যেতে লাগল পঞ্চুকে। পঞ্চু ভ্রূক্ষেপও করল না তাদের। তাই দেখে রাগে একটা খেঁকি খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এল ওর দিকে। এল কিন্তু লাভ হল না। উলটে ভোম্বলের জুতোসুদ্ধ পায়ের একটা লাথি খেয়ে 'কেঁউ-উ-উ' করে সেই যে পালাল, আর এল না। আসবেও না। এদের কাজই হল নিরীহ লোককে কামড়ানো আর চোর দেখলে পালানো।

যেতে যেতে একসময় জনপদ শেষ হয়ে এল। আর তখনই ওরা শুনতে পেল ভীষণ এক জলগর্জন। তার মানেই হাতিপাথার এসে গেছে।

উত্তরা বলল, "ওই ওই যে বাড়িটা দেখছ? ভাল করে দ্যাখো, ওই হল ফার্নান্ডেজ হাউস। এখন কি যাবে ওখানে?"

বাবলু বলল, "যাব তো নিশ্চয়। তবে একটু পরে, রোদ উঠলে। সবসময় মনে করবে আমরা এখানে ভ্রমণে এসেছি। আগে বেড়ানোর জায়গায় চলো যাই। তবেই সন্দেহমুক্ত হতে পারবে।"

ওরা পাহাড়ের কোলে নদীর দিকে সামান্য এগোতেই এক জায়গায় এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা বড় বড় পাথরের কিছু চাঁই দেখতে পেল।

উত্তরা বলল, "এগুলো নাকি একদল হাতি। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এইখানে এসে নদীর ভয়াবহ রূপ দেখে আর নদী পার হতে পারেনি। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় পাথর হয়ে গেছে। সেইজন্যই এর নাম হাতিপাথার।"

বাবলু বলল, "সত্যি কিংবদন্তি কত উদ্ভটই না হয়।"

ওরা সেই রমণীয় পরিবেশে পাথরগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে জলপ্রপাতের কাছাকাছি চলে এল। কী সুন্দর দৃশ্য এখানকার।

ভোম্বল তো পঞ্চুকে দাঁড় করিয়ে একটা ফোটোও তুলে নিল।

উত্তরা বলল, "এই হল নাগবতী। কী মিষ্টি নাম না? এর আগে দু'বার আমি এখানে এসেছিলাম। সবসময় এখানে বসে বসে জলপ্রপাত দেখতাম।"

বাবলু বলল, "এমন দর্শনীয় জায়গা, অথচ কোনও ভ্রমণ গাইড-এ এর উল্লেখ নেই।"

"নাই-বা রইল! তোমাদের অভিযানে তো স্থান পাবে। তোমরাও কল্পনা নও, নাগবতী নদীও মিথ্যে নয়।"

বাবলু উত্তরাকে খুশি করার জন্য বলল, "অভিযান শেষে ফিরে গিয়ে তোমাকে যদি সিনেমায় নামাতে পারি তা হলে ওদের বলব তোমাকে নিয়ে এইখানে এসে শুটিং করে যেতে। আমরাও আসব।"

এমন সময় হঠাৎই কী যেন দেখে ভৌ ভৌ করে ছুটে গেল পঞ্চু। তারপর বেশ কিছুদূরে একজায়গায় দাঁড়িয়ে রাগে গরগর করতে লাগল।

বাবলু হেঁকে বলল, "কী হল পঞ্চু?"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ-উ-উ-উ।"

বিলু বলল, "কিছু না কিছু একটা দেখেছে ও। চল তো দেখি?"

সবাই তখন খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নেমে এল। এসেই দেখল তিনজন যুবককে পঞ্চু প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে। ওরা বৃহদাকৃতির দুটো পাথরের আড়ালে পঞ্চুর ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল।

বাবলু গিয়ে ধমক দিয়ে পঞ্চুকে ডেকে নিতেই নিজমূর্তি ধরল ওরা।

একজন একটি স্প্রিং দেওয়া ছোরা বের করে আক্রমণের ভঙ্গিতে বলল, "এত ভোবে তোমরা এখানে কী করতে এসেছ?"

বাবলু বলল, "আগে ওটা পকেটে রাখো, তারপরে কথা।"

আর একজনও একটি ক্ষুর দেখিয়ে বলল, "যাও, চলি যাও হিয়াসে, ভাগো।"

বাবলু বলল, "ভোম্বল!"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে শাটার টিপে ছবি তুলে নিল।

যেই না ছবি তোলা ওরা অমনই মারমুখী হয়ে উঠল। একজন তো ছোরা উঁচিয়ে তেড়ে গেল ওর হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নেবে বলে। আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপব। বিলুও রেডি ছিল। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে লোকটার মাথায় এক ঘা দিতেই 'উঃ' কবে বসে পড়ল লোকটি।

ওদিকে ভোম্বলকে যে তাড়া করেছিল পঞ্চু তখন কবজা কবেছে তাকে। ছুটে গিয়ে তার পা'টাকে এমনভাবে কামড়ে ধরেছে যে, আর এক পা-ও এগোতে পারছে না সে। তবুও পঞ্চুর কবলমুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে এক পায়ে লাফাতে লাগল। লোকটার অবস্থা দেখে ওকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য ভোম্বলও এক পায়ে লাফিয়ে নেচে নেচে গান ধরল, "নাচ ময়ূরী নাচ রে..।"

লোকটা রেগে বলল, "ঘোড়ার ডিম খা না তুই। ঘোড়াব ডিম খা .. আগুন খা...।"

ভোম্বল বলল, "তুমি খাও না হে! এনে দেব, খাবে? আমাদের সঙ্গে লাগতে আসার ফলটা যে কী, টের পেয়েছ তো?"

তিনজনের মধ্যে বাকি ছিল আর একজন। বেগতিক দেখে সে তখন পাথরের খাঁজের আড়াল থেকে একটা পাইপগান বের করেছে। সেটাকে পঞ্চুর দিকে তাগ কবতেই সবাই ঝাঁপিয়ে পডল তার ওপর। পঞ্চু তখন আগের লোকটিকে ছেড়ে ছুটে এল এই লোককে শিক্ষা দিতে। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। পাইপগান ছিটকে পড়ল নাগবতীর জলে। যুদ্ধ করতে করতে টাল সামলাতে না পেরে সেই লোকটিও পঞ্চুসমেত তলিয়ে গেল জলস্রোতে। প্রপাতের প্রবল বেগে কোথায় যেন হারিয়ে গেল ওরা।

সবাই হায় হায় করে উঠল।

বাবলু চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "পঞ্চু-উ-উ! পঞ্চু-উ-উ-উ।"

কিন্তু কোথায় তখন পঞ্চু?

যে লোকটির মাথায় বিলু পাথরের ঘা দিয়েছিল সে তখন উঠে বসেছে। তাবপব বক্তচক্ষুতে ওদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নদীর দিকে এগোতেই বাবলু গিয়ে ওর জামার কলার ধরল, "যাবে কোথায় বাছাধন? তোমরা কারা? এখানে কী করছিলে? কী নাম তোমাদের?"

লোকটা শয়তানের হাসি হেসে বলল, "আমার নাম কুন্না মহেশ। আর ওরা হল বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দর রেড্ডি। তবে কাজটা তোরা খুব ভাল করলি না রে ভেতো বাঙালি। আজ রাতেই তোদের চিতা আমরা জ্বালাব এখানে।"

বাবলু বলল, "আরে যা যাঃ।"

লোকটি তখন এক ঝটকায় বাবলুকে ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রপাতের জলে। অপরদিকে

পঞ্চুর কামড় খাওয়া সেই লোকটিও হাওয়া খারাপ বুঝে কেটে পড়েছে অনেক আগেই।

ততক্ষণে একজন-দু'জন করে বেশ কয়েকজন এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। তারা বলল, "কাজটা তোমরা সত্যি ভাল করলে না ভাই। এরা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস।"

বাবলু বলল, "বাঃ রে! আমরা কী করলাম? ওরাই তো আমাদের ছোরা দেখাল, তেড়ে এল, তাই আমরা বাধা দিয়েছি।"

বিলু তখন এক জায়গা থেকে একগাদা পাইপগান নিয়ে এসে বলল, "এই দেখুন এগুলো কী! এইগুলো কীসের জন্য রেখেছিল ওরা?"

"যেজন্যই রাখুক, তোমরা ওগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে চলে যাও। না হলে বিপদে পড়বে। এখনই হয়তো ঘুরে আসবে ওরা।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমাদের কুকুরটা যে হারিয়ে গেল। জলের স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেল সে।"

একজন বলল, "বেশিদূর যেতে পারবে না। খানিক গিয়েই বড় বড় পাথরে আটকে যাবে। মূল প্রপাতের মুখে পড়লে অবশ্য ভয় ছিল। তবে দূর থেকে আমরা তো সব দেখেছি। সাংঘাতিক কুকুর। ভগবান মরে যাবে, ভগবানের বাবা মরে যাবে, ওকে যারা হেনস্তা করবে তারা মরে যাবে কিন্তু ওর কিচ্ছুটি হবে না।"

"তা যেন নাই হয়, তবু আমরা দেখি ওকে একটু খুঁজেপেতে।" বলে যেই না এগোতে যাবে অমনই লোকটি আবার বলে উঠল, "ওই—ওই দ্যাখো ও আসছে।"

সবাই দেখল পঞ্চু সত্যিই আসছে। জলে ভিজে চুপসে গা-ঝাড়া দিতে দিতে আসছে ও। শীতে কাঁপছেও মাঝে মাঝে।

ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দুষ্কৃতীদের সেই অস্ত্রগুলো যথাস্থানে রেখে এসে বলল, "আপনারা এগুলো একটু নজরে রাখবেন, কেমন? আমরা এখনই পুলিশে খবর দিচ্ছি।"

"কোনও লাভ হবে না ভাই।"

বাবলু বলল, "জানি। তবু খবর তো দিই। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক, আমাদের কাজ আমরা করি।"

পঞ্চুকে নিয়ে সবাই রওনা হল ফার্নান্ডেজ হাউসের দিকে।

বাড়ি চিনতে ভুল হল না। উত্তরা সবার আগে ছুটে গিয়ে দরজায় নক করতেই দশ বারো বছরের একটি কৃষ্ণবর্ণের ছেলে এসে খুলে দিল দরজা। ছেলেটি উত্তরাকে চিনল না। তবে হাসিমুখে ওদের সকলকেই ভেতরে আসতে দিল।

স্টুডিয়োর মতো এই বাড়িতে ঢুকে পেন্টিং করা ঘরদোর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে।

ঘরের ভেতর পা পর্যন্ত চাদর-চাপা দিয়ে আগের মতোই একটি আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন মি. ফার্নান্ডেজ। ওদের দেখে একটুও বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন, "তোমরা তা হলে সত্যিই এলে।"

বাবলু বলল, "আপনাকে কথা দিয়েছিলাম।"

"তা ওই কুনা মহেশদের পাল্লায় তোমরা পড়ে গেলে কী করে?"

"আমরা তো পড়িনি। ওরাই পড়ে গেছে আমাদের পাল্লায়। এবং টেরও পেয়েছে আমরা কী জিনিস। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"দাশুর মুখে শুনলাম।"

"আপনি হঠাৎ চলে এলেন খারাপ খবর পেয়ে, শুনে আমাদেরও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কী হয়েছিল ব্যাপারটা? শুনলাম এখানে নাকি একটা খুনও হয়েছে।"

"ঠিকই শুনেছ। তবে খুনটা ঠিক এখানে হয়নি। হয়েছে সেরাপল্লীতে। সেই জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে। সিঙ্গাপুর রোডের কাছে।"

"কে খুন হল?"

"জ্যাকি।"

এই সুন্দর সকালে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই শোনাল কথাটা।

বাবলু বলল, "জ্যাকিদা খুন হল কেন?"

"জানি না। আসলে সবই বদলা নেওয়ার পালা। তবে আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল অন্য কারণে। সোনা পাওয়ার লোভে। জ্যাকির দুই ছেলে আর বউকে মারধোর করে ওরা জানতে চেয়েছিল কোথায় কী আছে। আরে আমি কি এতই বোকা যে, ওদের হাতের কাছে সব রেখে যাব?"

"এই ডাকাতির ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছিলেন?"

"পুলিশ সব জানে। থানা-পুলিশ হওয়ার পরই তো খবর পেয়ে আমরা আসছিলাম। তখনই সেরাপল্লীর কাছে গাড়ি থেকে নামিয়ে জ্যাকিকে খুন করল ওরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভেবেই পেল না ঘটনার গতি কোনদিকে মোড় নিচ্ছে।

ফার্নান্ডেজ হাঁক দিলেন, "দাশু! এ দাশু! দাশরথঅ।"

ছেলেটি ঘরে এল।

"এদের কিছু খেতে দে।"

ছেলেটি চলে গেল।

বাবলু বলল, "আমাদের সময় খুব কম। তবে একটা কথা, জ্যাকিদার বউ, ছেলে, ওরা তো এই বাড়িতে, থাকত, ওরা কোথায়?"

"ওরা চলে গেছে।"

এর পর ঘরের ভেতর সূচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি।

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এই যে কুনা মহেশের দল—।"

"আমার বাড়িতে ওরাই ডাকাতি করেছে।"

"এই ব্যাপারে থানা-পুলিশও তো হয়েছে। তারপরেও ওরা এখানে ঘোরাফেরা করে কী করে? তা ছাড়া ওরা তো আবার এখানে উপদ্রব করতে পারে। বিশেষ করে ওই বাচ্চা ছেলেটির ভরসায় আপনি একা—।"

"গড হেল্প মি। তবে আর আসবে না ওরা। কেন না ওরা বুঝেছে এখানে আরও একবার কেন, বারবার হানা দিলেও কিছু পাওয়া যাবে না।"

উত্তরা বলল, "আঙ্কল, আপনার দেখাশোনার জন্য সেরকম ভাল যদি কাউকে পাই তো আমরা কি পাঠিয়ে দেব? এই যেমন ধরুন, কোনও বয়স্কা মহিলা?"

"না, মা। এই দাশুকে তোমরা যা-তা মনে কোরো না। খুব কাজের ছেলে ও।"

সত্যিই কাজের ছেলে।

এইটুকু সময়ের মধ্যে ওদের সকলের জন্য প্লেটভর্তি জলখাবার আর চা নিয়ে এসে পরপর সাজিয়ে দিল। পঞ্চুও বাদ গেল না। অর্থাৎ কিনা মি. ফার্নান্ডেজ সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করিয়ে রেখেছিলেন।

সবাই খেতে শুরু করলে ফার্নান্ডেজ বললেন, "বলবাম ভবনে তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

বাবলু বলল, "না। তা ছাড়া আমরা যে ওখানে উঠেছি আপনি কী করে জানলেন?"

"এখানকার সব হোটেলকেই আমার জানানো ছিল, তোমাদের মতো কেউ এলে তাদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়। তারাই আমাকে জানিয়েছে।" তারপর একটু চুপ থেকে বললেন, "বাবলু, তুমি না জানতে চেয়েছিলে আমি টাকা কোথায় রাখি? তা হলে শোনো, টাকা আমি ব্যাঙ্কেও রাখি না, বাড়িতেও না। আমার টাকার সিংহভাগ ওইসব হোটেল ব্যবসায় রোল করে। তা যাক, মালকানগিরিতে তোমরা কবে যাচ্ছ?"

"কাল সকালেই যাব আমরা।"

"আজ নয় কেন?"

"আজ আমরা একবার দেবগিরিতে যাব।"

"যাও, ঘুরে এসো। কীভাবে যাবে তোমরা?"

"কেন? বাসে কিংবা ট্রেকারে।"

"পঞ্চুকে কোথায় রেখে যাবে?"

"সেও যাবে আমাদের সঙ্গে।"

"তা হলেই গেছ তোমরা! টাকার বাণ্ডিল ধরিয়ে দিলেও কুকুর নিয়ে যাবে না কেউ। ওকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় আলাদা একটা গাড়ি করা। আমার গাড়িটা তো কলকাতাতেই রয়ে গেছে। এখানে যেটা ছিল সেটা জে. কে-র এক অফিসার বন্ধুকে ব্যবহার করতে দিয়েছি।"

উত্তরা বলল, "আপনি তা হলে এলেন কীসে?"

"জ্যাকিকে নিয়ে আমি ট্রেনে সম্বলপুর পর্যন্ত এসে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে আসছিলাম। এসেই পড়েছিলাম প্রায়, এমন সময় সেরাপল্লীর কাছে ওরা পথ আটকে গাড়ি থেকে টেনে নামাল জ্যাকিকে। তারপর আমার চোখের সামনেই ওকে শেষ করে দিল।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবলুকে বললেন, "তবে জ্যাকির ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোমরা শুধু ডোনা আর বনির জন্য খোঁজখবর নাও।"

"আপনার ছেলে মাইকের কথা বললেন না তো?"

মাইকের নামে কীরকম যেন হয়ে গেলেন ফার্নান্ডেজ। বললেন, "ওর কথা বললাম না এই কারণে যে, ও হয়তো বেঁচে নেই। থাকলে যে-কোনও উপায়ে ওদের জাল কেটে বেরিয়ে আসবেই সে। কিন্তু ডোনা আর বনি তো তা পারবে না। যাই হোক, তোমরা কি এখন একবার লজে যাবে?"

"একবার যেতে হবে।"

"তা হলে দেরি কোরো না। আমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা রেডি থেকো।"

বাবলু বলল, "আমি একবার এই বাড়ির সব ঘরগুলো ঘুরে দেখব।"

"বেশ তো, দ্যাখো।" বলেই হাঁক দিলেন, "দাশু!"

দাশু এলে বললেন, "এদের একটু ঘরগুলো দেখিয়ে দাও তো।"

বাবলু বলল, "সকলের যাওয়ার দরকার নেই। আমিই একবার চোখ বুলিয়ে আসছি।" বলে দাশুর সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর করে ঘুরে দেখল। দু'একটি ঘরের জিনিসপত্তরও ভাঙচুর করা হয়েছে দেখে একবার ছাদে উঠল। তারপর নেমে এসে বলল, "দেখা হয়েছে। এবার আমরা যাই?"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "বেস্ট অব লাক। একটু পরেই আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি।"

বাবলুরা ফার্নান্ডেজ হাউস থেকে বেরিয়ে তিনটি রিকশা নিয়ে প্রথমেই গেল থানায়। তারপর ভোরের বৃত্তান্ত সব জানিয়ে চলে এল বলরাম ভবনে। এবার গাড়ি এলেই রওনা হবে দেবগিরির পথে।

ফার্নান্ডেজ কথা রেখেছিলেন। একটু পরেই গাড়ি এল। ড্রাইভার বাঙালি। সেই গাড়িতে নিশ্চিন্তে পঞ্চুকে নিয়ে বসে পড়ল ওরা।

সিঙ্গাপুর রোড হয়ে গাড়ি চলল কে. সিংপুরের দিকে। কী চমৎকার পথের সৌন্দর্য এদিককার। বিশাল পর্বতমালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পথের দু'পাশে। আর রয়েছে অগভীর বনভূমি। সবুজে সবুজ সব।

যেতে যেতে বাবলু বলল, "এখানে আসামাত্রই আমরা কিন্তু চিহ্নিত হয়ে গেলাম। আমাদের গোপনীয়তাটা আর বজায় রইল না। অথচ পরিস্থিতিটা এমনই হয়ে গেল যে, ওই দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা না করেও পারা গেল না।"

বিলু বলল, "এ হয়তো একদিকে ভালই হল! দুষ্কৃতীদের খুবই কাছাকাছি চলে এলাম আমরা। এখন আমরা ওদের যত না খুঁজব ওরা বোধহয় তার চেয়েও বেশি খুঁজবে আমাদের। তার ফলে—।"

বাবলু বলল, "থাক। এসব কথা এখানে না হওয়াই ভাল।" বলেই চোখ টিপে দিল বিলুকে।

অনেকদূর যাওয়ার পর ড্রাইভার হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলল, "তোমরা কি কে. সিংপুরেই যাবে? না দেবগিরিতে?"

"কে. সিংপুরেই চলুন।"

"ওখানে কেন অযথা সময় নষ্ট করতে যাচ্ছ তোমরা? কিচ্ছু নেই ওখানে। তার চেয়ে দেবগিরিতেই যাও, নীলকণ্ঠ স্বামীর গুহায় গিয়ে পুজো দাও, দর্শন করো। ভাল লাগবে।"

বাবলু বলল, "তবে তাই হোক।"

"এইখানেই নামো তা হলে। যদি চা-টা খেতে চাও, ওই দোকানটায় খেয়ে নাও। পাহাড়ের কাছে কিন্তু কিচ্ছু পাবে না। এখানেও এই একটিই দোকান।"

বাবলু বলল, "না। কিছুই খাবার দরকার নেই আমাদের। দু'-দু'বার চা খেয়েছি। এখন আমরা পাহাড়ে উঠে গুহা দেখব।"

"বেশ। তা হলে ঘণ্টা-দুই সময় দিলাম, ঘুরে এসো।"

উত্তরা বলল, "গাড়ি আর এগোবে না?"

"হ্যাঁ, পাহাড়ের কাছ পর্যন্ত যাবে। তবে কিনা আমাকেও একটু কিছু টিফিন করতে হবে তো? আমি টিফিন করি, তোমরা এগিয়ে যাও। দু'কিমির মতো পথ। বেড়াতে বেড়াতে চলে যাও। ভালই লাগবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করল। সুন্দর একটি আদিবাসী গ্রামের ভেতর দিয়ে খানিক যাওয়ার পরই দেখতে পেল চারদিকে পাহাড়ের শোভা। ছোট-বড় কত পাহাড় আর অসংখ্য টিলা। ওরা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে শর্টকাটে সহজ পথে এগিয়ে চলল। সেই পাহাড়মালার মাঝে প্রকৃতির বুকে সম্পূর্ণ বৃক্ষলতাগুল্মহীন একটি পাহাড় ঢিবির মতো বিরাজ করছে। পাহাড়ের এইরকম আকৃতি সচরাচর দেখা যায় না। কখনও মনে হয় একটা অতিকায় হাতি ঘাড় গুঁজে শুয়ে আছে। কখনও মনে হয় কোনও অতিকায় দানব

যেন কারও অভিশাপে হাতিপাথারের পাথরের মতো হয়ে গেছে। কী সুন্দর! ওই পাহাড়ই দেবগিরি। যার পুণ্য প্রভাবে এই দেবগিরি তীর্থমহিমায় মহিমান্বিত। সেই পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে ওপর পর্যন্ত। দলে দলে আদিবাসী যাত্রীরা ডালা নিয়ে চলেছেন সেখানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দারুণ উল্লাসে এগিয়ে চলল।

পঞ্চুর উল্লাস তো সবচেয়ে বেশি। তাই সে চলল সবার আগে। কখনও সে ছুটে অনেকদূর এগিয়ে যায়, কখনও বা লাফাতে লাফাতে চলে আসে ওদের কাছে। এইভাবে একসময় ওরা পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছল। তারপর শুরু করল এক এক করে সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে ওঠা। সিঁড়ির দু'পাশেই রেলিং দেওয়া। তাই ধরে ধরেই উঠল ওরা। না হলে পড়ে যাওয়ার ভয়। আসলে সুগোল ন্যাড়া পাহাড় তো! তবু ওরই মধ্যে কিছু আদিবাসী কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে সেই গড়ানে পাথরের ঢাল বেয়ে সরীসৃপের মতো কী করে যে ওপরে উঠছে তা ওরা ভেবেই পেল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেক কষ্ট করে পাহাড়ে উঠল। খাড়াই পাহাড়। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে হাঁফ ধরে যায়। বাচ্চু-বিচ্চু, উত্তরা তিনজনেই হাঁফিয়ে উঠল তাই।

উত্তরা বলল, "আমরা যখন কোরাপুটে থাকতাম তখনও পাহাড়ে উঠেছি। একটা টিলা পাহাড়ে প্রভু জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দিরে যেতাম পুজো দিতে। কিন্তু কোনও কষ্ট হত না। আর এটা হচ্ছে একটা বিদঘুটে ধরনের যাচ্ছেতাই পাহাড়।"

বাবলু বলল, "এবং এও এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।"

উত্তরা ঠোঁট উলটে বলল, "ছাই।"

ভোম্বল ততক্ষণে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেছে এই পাহাড়ের। একজন যাত্রী এসে ওদের গ্রুপ ছবিও তুলে দিল একটা। পঞ্চুর একক ছবিই উঠল তিন-চারটে।

বাবলু বলল, "আর তুলিস না ভোম্বল। মালকানগিরির জন্য রাখ।"

ওরা এবার দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলল গুহামন্দিরের দিকে। ওপরে উঠতেই দেখল সেখানে যেন ছোটখাটো একটা মেলা বসে গেছে। বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক কুণ্ডও আছে সেখানে।

বিচ্চু গুনে বলল, "পাঁচটি। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ভার্গবী ও ইন্দ্রদ্যুম্ন।"

কুণ্ডের অপরিষ্কার জলেই স্নান, মুখ ধোয়া ইত্যাদি চলছে। শিশুদের মস্তকমুণ্ডনও চলছে একপাশে।

ক্লান্তি দূর হওয়ায় উত্তরাকে এখন তরতাজা দেখাচ্ছে বেশ। একটু উচ্ছ্বসিতও মনে হল। বলল, "এই জায়গাটাকে এই এলাকার মনুমেন্ট বলা চলে, কী বলো বাবলু?"

"তা ঠিক। তবে এখানে এই পরিবেশে তুমি কিন্তু আমার কাছে ফুল চাইলে ফুল দিতে পারব না।"

উত্তরা হেসে বলল, "পলাশ দিতে না পারো, অন্য ফুল তো দিতে পারবে। ওই দ্যাখো, কত—কত ফুল ফুটেছে গোলঞ্চের বনে। শাখায় শাখায় ফুল। আমাকে দেবে চলো।"

ওরা দেখল, সত্যিই তো! এক জায়গায় পাহাড়টা একটু ঢালু হয়ে আবার ওপরে উঠে গেছে। সেইখানে নীলকণ্ঠ গুহার পাশে গোলঞ্চের ঘন বন। একপাশে একটি বিশাল তেঁতুলগাছও আছে। আর আছে অনেক বেলগাছ। ওরা গুহার কাছে এগিয়ে গিয়েই দেখল গুহার আকৃতিও অন্য রকম। গুহা তো নয়, মনে হয় যেন এক অতিকায় দৈত্য গিলে খাওয়ার জন্য হাঁ করে আছে। সংকীর্ণ গুহামুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। বসতে গেলেও মাথায় লাগে। তবুও ওরই মধ্যে পুজো দেওয়ার জন্য কী ভিড়! এত ভিড়ের কারণটা কী? জানা গেল, একে আজ সোমবার, তায় সামনেই শিবরাত্রি। তাই কিছুক্ষণ আগে এক ধনী শেঠ এসেছিলেন এবারের মেলার ব্যাপারে কিছু অর্থসাহায্য করতে। সেজন্য সাধারণের পুজোপাঠ বন্ধ ছিল এতক্ষণ।

যাই হোক, পঞ্চুকে বাইরে রেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দর্শন করে এল। যেমন ভিড়ের চাপ, তেমনই গরম। দম যেন বন্ধ হয়ে এল সকলের!

বিচ্চু বলল, "ওই শেঠ কি আর আসবার সময় পেলেন না? থেকে থেকে আজকের দিনটিতেই এলেন!"

এক ভদ্রলোক ওর কথা শুনতে পেয়েই বললেন, "ওঁর কৃপাতেই এখানকার অনেক উন্নতি মা। এই অঞ্চলে অনেক দানধ্যান আছে ওঁর। বছরের মধ্যে প্রায় সোমবারই আসেন উনি। নিজের মাথায় নারকেল ভেঙে পুজো দেন।"

চমকে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা, "বলেন কী!"

"তবে! যা-তা লোক নাকি উনি?"

বাবলু বলল, "হায় হায় রে, আমরাই দর্শন পেলাম না ওঁর। তা কোথায় থাকেন উনি?"

"উনি তো এখানকারই মানুষ। আগে এই দেবগিরিতেই ছিলেন। এখন চলে গেছেন মালকানগিরিতে।"

বাবলুর মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "ইউনিকর্ন।"

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ইউনিকর্ন। ওঁর ছেলেবেলার নাম হচ্ছে গন্ডার। আমরা ওঁকে শেঠ বলি। দারুণ শিবভক্ত উনি। কিন্তু তোমরা কী করে ওই নাম জানলে?"

বাবলু বলল, "পথে আসতে আসতে কার মুখে যেন ওঁর সম্বন্ধে শুনছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, এই অঞ্চলে ওই যে কুনা মহেশের দল, ওই দলের সঙ্গেও কি ওই ধর্মাবতারের কোনও সম্পর্ক আছে?"

ভদ্রলোক কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন এবার। বললেন, "তোমরা কারা? কোথা থেকে আসছ? এতসব জানলে কী করে?"

বাবলু বলল, "আমরা হাওড়ায় থাকি। বেড়াতে এসেছি এখানে। এসেই একটু আধটু গোলমালের মধ্যে পড়ে গেছি কিনা, তাই—।"

"ওদের নিয়ে কোনও আলোচনা কারও কাছে কোরো না। আমি কে সিংপুরে থাকি। বহুদিন বাংলায় ছিলাম। বাংলা বুঝি। তাই এত কথা বললাম তোমাদের। তোমরা দর্শন করেছ, এবার পাহাড়-পর্বতের সৌন্দর্য দেখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।" বলে দ্রুত অন্যদিকে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

বাবলু সকলকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক করে আরও একটু উচ্চস্থানে উঠে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে নীচে নেমে এল। অধিক লোকসমাগমে সেখানেও তখন মেলা বসে গেছে। শুধুই আদিবাসীর ভিড়। তাদের কথাবার্তাও সব তেলুগু ভাষায়।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। ওরা আবার পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সেই আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথটি ধরে চলতে শুরু করল। যেতে যেতে বিলু বলল "এই ইউনিকর্ন হচ্ছে একজন কুখ্যাত ক্রিমিনাল। অথচ এদের কাছে তার অন্য ভাবমূর্তি।"

বাবলু বলল, "হবে না ই বা কেন? নিজের এলাকার লোকজনকে যে টাকা দিয়ে হাত করে রেখেছে। কাজেই সে এলে কেউ পুলিশে খবর দেয় না, আর পুলিশের মুখোমুখি হলেও পুলিশ তাকে ধরতে যায় না। তার কারণ এইসব লোকেদের সঙ্গে পুলিশেরও বন্ধুত্ব থাকে। এই তো সেবার আমরা চম্বলে গিয়ে ডাকাত আর পুলিশের বন্ধুত্ব কীরকম তা স্বচক্ষেই দেখে এলাম।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া ইউনিকর্নও দেশ ছেড়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। কাজেই খুব একটা পুরনো লোক ছাড়া এখনকার নতুন প্রজন্মের কেউ ওকে চেনেও না। অতএব।'

হঠাৎই চোখের সামনে বিভীষিকা।

দেখল, তিনজনে তিনটি স্কুটার নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই তিনজন, কুনা মহেশ, বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দর রেড্ডি। ওদের চোখ দেখেই বোঝা গেল, ওরাই ওদের টার্গেট।

পঞ্চু একবার তাকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু চাপা গলায় বলল, 'বি রেডি।"

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু, এগোবি? না কিছু লোকজন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি?"

ভোম্বল বলল, "আমাদের ভুল হল, গাড়িটা ওইখানে রেখে আসাটা। ড্রাইভার যদি পাহাড়ের কাছ পর্যন্ত নিয়ে আসত আমাদের।"

বাবলু বলল, "তার আর দোষ কী? তাকেও তো একটু জলযোগ সারতে হবে। তা ছাড়া সে ই বা জানবে কী করে যে, এমন হবে আমাদের?"

বাচ্চু বলল, "ওদের মতলবটা কী বলো তো?"

বিচ্ছু বলল, "আমার মনে হয় ওরা এখনই কিছু করবে না আমাদের। আমরা এই পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই ওরা পেছনদিক থেকে স্কুটারসমেত ঝাপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।"

উত্তরা বলল, "আমাদের হত্যা করাই ওদের উদ্দেশ্য। সকালে কী বলেছিল মনে নেই? ওরা বলেছিল, 'আজ রাতেই তোদের চিতা আমরা জ্বালাব।' তাই এখন আমাদের মৃত্যুর জন্যই তৈরি হতে হবে।'

বাবলু বলল, "তা হলে মৃত্যুর জন্যই তৈরি হওয়া যাক।" বলেই বলল, "নির্ভয়ে এগিয়ে আয় সব।"

ওরা গেলেও পঞ্চু গেল না। পঞ্চু একটা বড় গাছের গুঁড়ির পাশে বসে রইল গ্যাট হয়ে।

উত্তরা বলল, "কী হল? পঞ্চু আসবে না?"

বাবলু হাত নেড়ে সকলকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলল, "গো অ্যাহেড।'

উত্তরা না জানলেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা জানে পঞ্চু কেন এল না। আসলে ও রয়ে গেল এই কারণে যে, দুষ্কৃতীরা স্কুটার নিয়ে তাড়া করলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর।

কিন্তু শয়তানরাও দুষ্টবুদ্ধি কম রাখে না। তারা করল কী, পঞ্চুর দিক থেকে আক্রমণের একটা আশঙ্কা অনুভব করেই ওর দিকে লক্ষ্য স্থির রাখল।

সেই কুনা মহেশ, বিলু যার মাথা ফাটিয়েছিল পাথর দিয়ে, সে তার মাথার ব্যান্ডেজে একবার হাত বুলিয়ে হঠাৎই তার গুপ্তস্থান থেকে একটা রিভলভার বের করে টার্গেট করল পঞ্চুকে।

ততক্ষণে বাবলুর পিস্তলও গর্জে উঠেছে 'ঢিসুম'।

গুলিটা কাঁধে লাগল কুনা মহেশের। সে একটা আর্তনাদ করেই চোখের পলকে স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে কেটে পড়বার ধান্দা করল। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? ততক্ষণে পঞ্চু এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে।

আর যে দু'জন ছিল, অর্থাৎ বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দর, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা হাতের কাছে যা ছিল তাই ছুড়ে মারতে লাগল ওদের। শেষরক্ষা হয় না দেখে বেগতিক বুঝে ওরাও পালাল। তবে যাওয়ার আগে নাগাসুন্দর গায়ের জোরে উঠিয়ে নিল উত্তরাকে। উত্তরা প্রচণ্ড বাধা দিল কিন্তু ওই অমানুষিক শক্তির সঙ্গে পেরে উঠল না সে। তাই চিৎকার করে বলতে লাগল, "বাবলু, আমাকে বাঁচাও। বিলু, ভোম্বল বাঁচাও আমাকে ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁচাও।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন মারমুখী হয়ে ধাওয়া করল ওদের পেছনে। কিন্তু ওইভাবে কি ওদের নাগাল পাওয়া যায়? তাই একটু ছুটেই হাঁফিয়ে পড়ল ওরা। দুষ্কৃতীরা চোখের আড়ালে চলে গেল।

এদিকে চোখের সামনে উত্তরা হরণ দেখে বাবলুও আর থাকতে পারল না। কুনা মহেশের সেই স্কুটারটি নিয়ে সেও তাড়া করল প্রবলবেগে। যেভাবেই হোক নিজের জীবন বিপন্ন করেও উদ্ধার করতে হবে মেয়েটাকে। না হলে রুবিদির কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ওরা। উত্তরা যদিও স্মার্ট, তবুও বাচ্চু বিচ্ছুর মতো চটপটে নয়। তার ওপরে অনভ্যস্ত। মিষ্টি এবং আকর্ষক চেহারা ওর। এই সমস্ত বাজে লোকের হাতে পড়লে কী যে হবে ওর তা কে জানে?

এদিকে বিলু, ভোম্বল বাচ্চু, বিচ্ছু তখন কুনা মহেশকে নিয়ে পড়ল। চিৎকার চেঁচামেচি হইহট্টগোল শুনে অনেক লোকজনও তখন ছুটে এসেছে। বাগের চোটে তারা সবাই মিলে ধরে পেটাতে লাগল কুনা মহেশকে। কিন্তু আশ্চর্য। অত মারধরের পরও কেউ ওর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারল না। অবশেষে মার খেতে খেতে একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল সে।

তেমনই নিস্তেজ হয়ে পড়ল পঞ্চু। আসলে বাবলু না থাকলে ও ওর মনোবল হারায়। কখন গেছে বাবলু, এখনও ফিরল না তো।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরও দুশ্চিন্তার শেষ নেই। অনেক অনেক বেলা হয়ে গেল তবুও ফিরল না বাবলু। না বাবলু, না উত্তরা। দু'জনের কেউই না। ওরা তখন অধৈর্য হয়ে একসময় বড় রাস্তায় এল।

গাড়ির ড্রাইভার তখন হানটান করছে। বলল, "কী ব্যাপার গো তোমাদের? এত দেরি কেন?"

বিলু বলল, "ফিরব কী করে? আমাদের খুব বিপদ হয়ে গেছে দাদা।"

"কীরকম?"

"আমরা ক'জন এসেছিলাম। ক'জন যাচ্ছি? আমাদের ভেতর থেকে দু'জন কমে গেছে।" বলে সব বলল বিলু। তারপর বলল, "এতক্ষণেও যখন ফেরেনি ওরা, তখন আর ওদের ফেরার আশা রাখি না। যদি ফিরে আসে তা হলে ওদের ব্যবস্থা ওরাই করে নেবে। অবস্থা দেখে যা মনে হচ্ছে তাতে আমরা এখানে সারারাত হা পিত্যেশ করে বসে থাকলেও ওরা আসবে না। হয়তো ওরা এখান থেকে অনেক অনেক, অনেক দূরে চলে গেছে।"

ড্রাইভার সবাইকে নিয়ে বাগডায় ফিরে চলল। বিষণ্ণ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সবার চোখেই জল। এমনকী পঞ্চুরও।

॥ ৭ ॥

প্রায় মধ্যরাতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে টলতে টলতে ফিরে এল বাবলু। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ওর ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। বিলু দরজা খুলে দিলে ও প্রথমে দেহটা এলিয়ে দিল বিছানায়। তারপর একসময় বলল, "নাঃ, পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না মেয়েটাকে রক্ষা করতে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চুপ।

পঞ্চুও অধোবদনে বসে আছে। উত্তরা নেই। তাই বাবলুর ফিরে আসাতেও ওর আনন্দ নেই।

অল্পক্ষণ শুয়ে থাকার পর একসময় উঠে বসল বাবলু।

বিলু বলল, "সারাদিনে খেয়েছিস কিছু?"

"না রে! এক কাপ চা ছাড়া কোথাও কিছু জোটেনি।"

"তোর জন্য কলা আর ডিমসেদ্ধ রেখে দিয়েছি। খাবি?"

"মন্দ কী? তাই দে।"

বিলু বাবলুকে খাবার এগিয়ে দিল।

এই প্রচণ্ড ক্ষুধার মুখে এই খাদ্যই যেন অমৃত মনে হল ওর। খাওয়া শেষ হলে বাবলু বলল, "ক'টা বাজে দ্যাখ তো?"

"সবে দেড়টা।"

"একবার বেরোতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "কখনওই না। এই তো এলি তুই। রাতটুকু বিশ্রাম নে।"

বাবলু বিরক্তির সুরে বলল, "তোরা ভুলে যাচ্ছিস কেন, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। এসেছি তদন্তের কাজে।"

"কিন্তু যে-কাজের তদন্তে এসেছি তার তো কিছুই এগোয়নি। মাঝখান থেকে দু'-একটা ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। কুনা মহেশের দলের সঙ্গে সংঘর্ষটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই উত্তরার সান্নিধ্যও অবাঞ্ছিত আমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "না। কেউই আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত নয়, কী অবস্থায় ও আমাদের কাছে এসেছিল মনে আছে?"

"যে অবস্থাতেই আসুক, আমাদের অভিযানে ও একটা বাড়তি বোঝা।"

"তবুও ওর প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে।"

"ঘোড়ার ডিম আছে। ওকে দেখতে ভাল, তাতে লাভ হবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির। অবশ্য যদি ও ফিল্মে কখনও চান্স পায়! না হলে তোর-আমার কী?"

বাবলু বলল, "এই সরল সত্যটা বুঝতে অবশ্য ভুল হয়েছিল আমার। তাই নিজের জীবন বিপন্ন করেও ওই দুষ্কৃতীদের পেছনে ধাওয়া করেছিলাম। যাই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আদর্শ যাই থাক, আমার নিজের একটা আদর্শ আছে। আমি একাই লড়ব পঞ্চুকে নিয়ে। তোরা কাল সকালের ট্রেনেই ঘরে ফিরে যা। অভিযান শেষ।"

বাবলু রেগেছে বুঝেই ভোম্বল একেবারে চুপ হয়ে গেল।

বিলু বলল, "না, শেষ নয়। তোর আদর্শই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আদর্শ। আমরা কি কেউ এই ব্যাপারে একটা কথাও বলেছি? তুই ছাড়া কি আমরা? কেন আমরা ফিরে যাব? ভোম্বলের কথায় কেউ রাগ করে?"

বাচ্চু বলল, "ভোম্বলদার কথায় রাগ করা উচিত নয়। তবুও এত অভিযানের পর এইরকম একটা কথা ভোম্বলদার মুখ থেকে বেরোনো শোভা পায় না।"

বিচ্ছু বলল, "ওকে ক্ষমা করো বাবলুদা। আসলে তুমি না থাকলে পঞ্চুর আর ওর মাথার ঠিক থাকে না। তাই যত রাগ ওর উত্তরার ওপরেই পড়েছিল। ও কি চায় না মেয়েটা ফিরে আসুক? কিন্তু তোমার কিছু হোক এটা ও কোনওমতেই চায় না।"

ভোম্বল বলল, "সেটাই ওকে বুঝিয়ে বল তো? যাক, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি ভাই। এখন বল, এই রাতদুপুরে কেন বের হওয়া দরকার?"

বাবলু বলল, "শোন তা হলে। আমি তো উত্তরার অপহরণকারী বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরের পিছু নিলাম। ওরা আমার থেকে অনেক এগিয়ে ছিল, তাই ওদের দেখা পেলেও নাগাল পেলাম না। হঠাৎ এক জায়গায় এসে স্কুটার গেল বিগড়ে। সেটা যে কোনও জায়গা তা জানি না। শুধু পাহাড় আর পাহাড় চারদিকে। জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। মাঝে একদল বুনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও আমার ভাষা তারা বুঝতে না পারায় আমার কথার কোনও উত্তরই দিল না তারা। আমি তখন পায়ে হেঁটেই পথ চলতে লাগলাম। এইভাবে যেতে যেতে এক সময় একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমি। গ্রামের নাম নওরঙ্গি। তেলুগু ও ওড়িয়া ভাষার মানুষের বাস সেই গ্রামে। ওইখানেই একটি চালাঘরের চা-দোকানে গেলাম কিছু খাবারের আশায়। ওই দোকানে ইডলি ধোসা ইত্যাদি তৈরি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, মাত্র এককাপ চা ছাড়া আমার জন্য কিছুমাত্র

বরাদ্দ ছিল না ওদের দোকানে। বাধ্য হয়ে আমি এককাপ চা-ই খেলাম। এমনকী একটা বিস্কুটও পেলাম না চায়ের সঙ্গে। ওরা আমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি আমার বিপদের কথা বললাম। সব শুনে ওরা কপাল চাপড়াতে লাগল। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরকে আমরা চিনি। কুনা মহেশের দলের লোক ওরা। একটু আগে ওরাই তো এখানে যত খাবার ছিল সব খেয়ে গেল। ওদের নিজেদের মধ্যে খুব চাপা গলায় যা আলোচনা হচ্ছিল তাতে বুঝলাম আজ মধ্যরাতে কে এক ফার্নান্ডেজ আছে তাকে খুন করে কোরাপুটের দিকে পালাবে ওরা।'"

ওদের কথা শুনে শিউরে উঠলাম আমি। বললাম, "ওই দু'জনের সঙ্গে কোনও মেয়ে ছিল না?"

ওরা বলল, "না। ওরা দু'জনেই ছিল। দু'জনের দুটো স্কুটারও রাখা ছিল একপাশে। কিন্তু কোনও মেয়ে তো ছিল না।"

আমি বললাম, "সে কী! তা হলে গেল কোথায় মেয়েটা? একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, এই গ্রামেই কারও বাড়িতে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কিনা?"

ওরা বলল, "না, না, না। আমাদের এখানে ওইরকমটি হওয়ার কোনও উপায়ই নেই। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু অনেক টাকার বিনিময়েও ওইসব বাজে কাজ আমরা করি না।"

অবশেষে অনেক খোঁজখবর নেওয়ার পর একজনের মুখ থেকে জানা গেল সে নাকি খানিক আগে খুব সুন্দরী একটি মেয়েকে রঙিলা ঝরনার ধারে মুনেশ্বর রেণুর গাড়িতে দেখেছে। মেয়েটি খুব কাঁদছিল। বাসরুদ্র আর নাগাসুন্দরও ছিল সেখানে।

আমি বললাম, "আমি তো ওই মেয়েরই খোঁজ করছি। মুনেশ্বর রেণু থাকে কোথায়?"

"ও তো এখানকার লোক নয়। ও থাকে কোরাপুটে। অত্যন্ত বদ লোক। সোনা পাচার থেকে বিদেশে ছেলেমেয়ে পাচার সবকিছুই করে ও।"

এরপর আমি ওই গ্রামে থেকে হেঁটে দশ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে আসছি। হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবু একবার গিয়ে দেখি যদি কিছু করা যায়। সময় থাকতে গিয়ে পড়লে মি. ফার্নান্ডেজের জীবনরক্ষাও হবে, আর ধরতে যদি পারি ওদের, তা হলে মারের চোটে জেনে নেব উত্তরাকে কোথায় পাচার করল ওরা।"

বিলু বলল, "তা হলে আর দেরি কেন? এখনই চল।"

চল তো চল। ওদেরও আর তর সইছিল না। সবাই তৈরি হয়েই নীচে নামল। তারপর দারোয়ানকে ডেকে গেট খুলিয়ে বাইরে এল ওরা। রাতের রায়গড়া তখন থমথম করছে।

এইবার সমস্যা দেখা দিল, এত গভীর রাতে ওরা ওই তিন কিমি পথ পাড়ি দেবে কী করে? কোথাও কোনও পরিবহণ নেই। হেঁটে গেলেও যেতে অনেক দেরি হবে। তার চেয়েও বড় কথা, এখানে নৈশ পুলিশ পাহারা খুবই জোরদার। হঠাৎ ডাক পরিষেবার একটি ভ্যান দেখতে পেয়ে বাবলু ছুটে গেল ড্রাইভারের কাছে। তারপর অনেক বুঝিয়ে-বাঝিয়ে নিজেদের একটা মনগড়া বিপদের কথা বলে পঞ্চাশটা টাকা হাতে দিতেই যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

হাতিপাথারের কাছাকাছি এসেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। তারপর ড্রাইভারকে বিদায় জানিয়ে খুব সন্তর্পণে অন্ধকারে মিশে এগিয়ে চলল ফার্নান্ডেজ হাউসের দিকে। রাত দুটো পনেরো। এই সময়টুকুর মধ্যে কী যে ঘটে গেল তা কে জানে?

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, তোর কি মনে হয় ওরা সত্যিসত্যিই খুন করবে ফার্নান্ডেজকে? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

বাবলু বলল, "ফার্নান্ডেজকে বাঁচিয়ে রাখার আর তো কোনও প্রয়োজন নেই ওদের। মাইক, ডোনা, বনির গুম হওয়ার পরও যখন ফার্নান্ডেজকে কবজা করতে পারেনি ওরা, তখন জ্যাকিদাকে মেরে ওঁর নার্ভ আরও দুর্বল করে দিল। ওঁর বাড়ি তছনছ করে কোনও কিছুই না পেয়ে হতাশ হয়ে ওরা বুঝে গেছে ফার্নান্ডেজের জমানো সোনার খোঁজ হাজার চেষ্টা করলেও পাবে না ওরা। তাই এই ডেথ ওয়ারেন্ট ঘোষিত হয়েছে ওঁর নামে।"

ফার্নান্ডেজ হাউসের খুব কাছাকাছি এসে ওরা একটু অন্ধকার জায়গা দেখে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ রাখতে লাগল বাড়িটার দিকে।

এমন সময় বিলুরই নজরে পড়ল সেটা। বলল, "বাবলু, ওই দ্যাখ।"

ওরা লক্ষ করল একটা লম্বা নাইলনের ফিতে ফার্নান্ডেজ হাউসের পাঁচিলের গা বেয়ে ঝুলছে। খুব উঁচু পাঁচিল নয়। তবু কী ভাবে কোথায় আটকে যে দড়িটা ঝুলছে তা টের পাওয়া গেল না। তবে এটা বোঝা গেল বহিরাগত কেউ একজন অনধিকার প্রবেশ করেছে ওই বাড়িতে।

ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুকে সেইখানে রেখেই বাবলু বিলুকে বলল, "চল তো, একবার পাঁচিল টপকে দেখি ভেতরে কী হচ্ছে।"

বাবলু, বিলু গেলে পঞ্চুও গেল ওদের সঙ্গে। গিয়ে পাঁচিলের গা ঘেঁষে একপাশে অন্ধকারে মিশে রইল।

বাবলু পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রথমেই খুলে দিল দরজাটা। বিলুও ঢুকে পড়ল। ভেতরে ঢুকেই ওরা দেখল ইলেকট্রিক পোস্টের একটি টানা তারের সঙ্গে ফিতেটা আটকানো আছে। অর্থাৎ এখানে যে এটা আছে, সন্ধানী তা জানে।

যাই হোক, ওরা পা টিপে টিপে ফার্নান্ডেজের ঘরের দিকে গেল। দরজাটা আবভেজানো। ভেতরে আলো জ্বলছে।

ফার্নান্ডেজের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি জানতে চাই জ্যাকিকে হঠাৎ খুন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন?"

উত্তর এল, "ইনফরমারকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ?"

"তোর এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।"

"ভুল! জ্যাকি তো বোবা। তা হলে আমি যখন ওর দিকে রিভলভার তাগ করলাম তখন ও কী করে বলে উঠল, 'আমাকে মেরো না!"

চমকে উঠলেন ফার্নান্ডেজ। বললেন, "ও কি তোকে চিনতে পেরেছিল?"

"না। তুমিও কি পেরেছিলে?"

"প্রথমে পারিনি। তুই তো মুখোশ পরে ছিলি। পরে চলে যাওয়ার সময় দূরে গিয়ে তুই যখন কাশলি তখনই বুঝলাম জ্যাকির হত্যাকারী কে।"

"আমি ইচ্ছে করেই কাশলাম তোমাকে জানান দেব বলে। যাতে তুমি আমার জন্য আর চিন্তা না করো।'

"ডোনা, রনি এদের কোনও খোঁজখবর পেলি?"

"এখনও পর্যন্ত পাইনি। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি এমন সোনার খনি ঘরের মধ্যে রেখে পরম নিশ্চিন্তে কলকাতায় গিয়ে বসে রইলে কী বলে? তার ওপরে ওই স্পাইটাকে সঙ্গে নিয়ে?

"সাধ করে কি গেছি? এক তো গেছি নিজের পায়ের জন্য, দ্বিতীয় কারণ ইউনিকর্নকে ধোঁকা দিতে। যাতে ওর ধারণা হয় আমি আমার সবকিছু নিয়েই চলে গেছি। তা ছাড়া জ্যাকিরও চিকিৎসা চলছিল ওখানে।

"সেই গেলেই যখন, তোমার উচিত ছিল ওগুলোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া।'

"অত সোনা আমি কী করে নিয়ে যাব? যেখানে প্রতি মুহূর্তে আমার জীবন বিপন্ন। তা ছাড়া আমি অসুস্থ অবস্থায় গেছি।"

"জিনিসগুলো কোথায় রেখেছ?"

"আছে, আছে, যথাস্থানেই আছে।"

"আছে তো জানি। তবে হুট করে যদি তুমি মরে যাও তা হলে আমি তো জানতেও পারব না কোথায় রেখেছ সেগুলো। আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে মুখে বলছ সোনার মোহে পড়িস না, সোনার অভিশাপ কুড়োস না, অথচ আমি যখন সোনার খনি লুট করে ঘরে আনছি তুমি তখন সেগুলো বিক্রি না করে যখের মতো আগলে রাখছ। এর কারণটা কী?"

"এর কারণও ওই একই। নেশা। মোহ। সোনার মোহ। আর সোনার অভিশাপ আছে বলেই সোনা সোনা করে আমরা পাগল হচ্ছি। ফলে আমি হারালাম আমার পাদুটো, আর আমরা দু'জনে হারালাম ডোনা ও রনিকে।"

"যাক, সময় খুব অল্প। এখন বলো দেখি ওগুলো কোথায় কীভাবে আছে?"

"কিছু সোনা লুকনো আছে আমাদের তিনতলার সিঁড়িঘরের ছাদে। ওটা ডবল ঢালাই ছাদ। একটি ছাদের ওপর কাঠের প্যাকিংয়ে জিনিসগুলো রেখে তার ওপর বালিমাটি ঢেলে আরও একটি পাতলা ঢালাই দিয়ে ঢেকে রেখেছি।"

"তার মানে রাজমিস্ত্রিরা সব জানে।"

"ওই কাজের জন্য আমি কলকাতা থেকে রাজমিস্ত্রি আনিয়েছিলাম।"

'জ্যাকি জানত?"

"তুই যেখানে জানিস না সেখানে ওর জানার প্রশ্নই ওঠে না। সেই সময় ওকে আমি দিনকতকের জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম।"

' বাকি জিনিস?"

'সেগুলো আছে পলিপ্যাকে মোড়া ছাদের জলট্যাঙ্কের ভেতরে। সেই ট্যাঙ্কও এত উঁচুতে বসানো আছে যেখানে মই ছাড়া তার নাগাল পাওয়া যাবে না।"

"ওগুলো রাখার জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা অবশ্য আর হতেই পারে না। কিন্তু তুমি মরে গেলে আমি জানতেও পারতাম না ওগুলো কীভাবে আছে।"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "সব আমি একটা কাগজে লিখে আমাদের কলকাতার ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দিয়েছি। তা থাক, এখন একটা কথা তুই আমাকে বল, তুই হঠাৎ জ্যাকিকে সন্দেহ করতে গেলি কেন?"

'তা হলে শোনো, জ্যাকি তো গাড়ির ড্রাইভার। সামান্য দু' তিন হাজার টাকার মাইনে পায়। বিজয়নগরের ওরকম জায়গায় সে অমন প্যালেস তৈরির টাকা পায় কী করে? '

'ওকে জমি কেনার টাকা আমি দিয়েছিলাম।"

'বাড়ি তৈরির?"

জানি না।"

' তা হলেই বুঝে দ্যাখো। এখন ওই জলের ট্যাঙ্কের ভেতর হাতড়ে হয়তো দেখবে এক টুকরো সোনাও আর অবশিষ্ট নেই।"

আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন ফার্নান্ডেজ, "কী বলছিস তুই?"

হতে পারে। না ও পারে। আর এও জেনে রেখো, ওই স্বর্ণ সন্ধানীদের সঙ্গে ওরও একটা গোপন আঁতাত ছিল। সেটা অনেক পরে আমি জেনেছি। '

'কিন্তু ও তো সবসময় আমার কাছেই বায়গড়ায় থাকত। '

সেটা বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। আর ওই সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়ার জন্য। তা ছাড়া সক্রিয় কোনও ভূমিকা তো ওর ছিল না। ছিল গোপন আঁতাত। আমি সেটা জানলাম তখনই, যখন উড়ো খবর পেয়ে ইউনিকর্নের খোঁজে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসি তখন। ফিরে আসার পর ডোনা ও বনিকে না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে যাই আমি। তখনই গিয়ে আমি চেপে ধরি সেই লোকটাকে যে কি না আমাকে ওই উড়ো খবরটা দিয়েছিল মায়ের চোটে তার ভুবন অন্ধকার করে দিতেই এই চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেয় সে। জ্যাকির স্বরূপ আমি তখনই চিনতে পারি। সে এও বলে, তোমাকে দুর্ঘটনায় ফেলে জখম অবস্থায় মুঠোর মধ্যে নিয়ে যাওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল ওদের। তোমার সামনে ডোনা ও বনির ওপর অত্যাচার চালিয়ে তোমার মুখ থেকে সব জেনে নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলত। তবে কিনা জ্যাকির একটু ভুলেই ওদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। দুর্ঘটনাটা ও লোকালয়ের কাছাকাছি করে ফেলায় তোমাকে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে ফেলে। জ্যাকিও তখন নিজের জীবন বিপন্ন বুঝে বোবা হওয়ার ভান করে কলকাতায় তোমার কাছে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি ফাঁকা মাঠের বেড়াল। তাই ইউনিকর্নের লোকেরা শত চেষ্টাতেও নাগাল পায় না আমার। আমি শুধু ডোনা ও বনির জন্য ওই শয়তানটাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। ওদের ফিরে পেলেই ওকে শেষ করব। কী গভীর চক্রান্ত! আমাকে মারবার জন্য ওরা জ্যাকির বউ ছেলেদের ওপর অত্যাচার করে, ঘরের মধ্যে ভাঙচুর করে। জানে এইসব করলেই তোমরা ছুটে আসবে। তখন তোমাদেরকেও কবজায় পাবে ওরা আর তুমি এলে রাতের অন্ধকারে আমি তো আসবই, সেই সুযোগে আমাকেও ওরা শেষ করবে। আমি গা-ঢাকা দেওয়ার পর থেকেই কুনা মহেশের দলকে ওরা কাজে লাগায় এই বাড়ির দিকে নজরদারি করার জন্য। কিন্তু আমার চোখকে কি ওরা ফাঁকি দেবে? আজও ওরা এসেছিল। হয় আমাকে, না হয় তোমাকে মারতে। কুনাটাকে দেখলাম না। তবে বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দরকে আমি দেখেছি। আচমকা পেছনদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে দু'জনের গলার টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছি। টুঁ শব্দটি করতে পারেনি ওরা।"

শিউরে উঠলেন ফার্নান্ডেজ, "তুই আবার খুন করেছিস?"

"হ্যাঁ। অবশ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ না রেখে। জ্যাকির পর এই দু'জন। আর-একজন হবে। সে জন হল ইউনিকর্ন। তবে সেটা ডোনা ও বনিকে উদ্ধার করার পর।"

না। আর তোকে কিছুই করতে হবে না। ইউনিকর্নের জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। যদি নিজের মঙ্গল চাস তো পালা এখান থেকে। এতে তোর ভাল হবে।"

"এত দূর এগিয়ে আর পেছনো যায় না ড্যাডি।"

"এইভাবে আমরা সবাই যদি শেষ হয়ে যাই তা হলে কী হবে এত টাকা, এত সোনায়? তুই কালই কলকাতায় চলে যা। ইউনিকর্ন ফাঁদে না পড়া পর্যন্ত কলকাতা শহর থেকে এক পা-ও নড়বি না তুই। পাঁচজন বিস্ময় কিশোর-কিশোরীকে আমি ইউনিকর্নের খোঁজে লাগিয়েছি। ডোনা ও বনিকে খুঁজে বেব কবাব জন্য, বা ইউনিকর্নকে ফাঁদে ফেলার জন্য ওদের দশ লাখ টাকাও দেব আমি। চাই কি বিশ লাখও দিতে পারি।"

"তোমার কি মাথাখারাপ হযেছে? কাজ শেষ হলে ওদের দু' গালে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় দিয়ে দূব করে দিয়ো।"

গর্জে উঠলেন ফার্নান্ডেজ, "মাইক, ভুলে যেয়ো না ওই টাকা তোমার সোনা বেচার টাকা নয়। আব তোমাব ড্যাডি অনেক, অনেক টাকা অন্যভাবে বোজগার কবলেও কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।"

"কিন্তু ড্যাড, ওই ছেলেমেয়েগুলো যদি না পারে?"

"ওরা যদি এখনও বেঁচে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই পাববে। আর মরে যদি গিযে থাকে তা হলে অন্য কথা। তুমি যে ওদের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছ, তা এই তিন মাসে তুমি কতটা এগোলে? ওদেব উদ্ধাব করা দূরের কথা, কোথায় যে আছে ওবা, তাও কি জানতে পেবেছ?"

"না, পারিনি।"

"তা হলে কাল সকালেব পব এই মুখ আব আমাকে দেখিয়ো না। আমাব কাজ আমাকে কবতে দাও। তোমার নিশ্চয়ই টাকা-পযসাব দবকাব আছে?"

"কিছু পেলে ভাল হয়।"

"এই ড্রয়ারটা খুলে দশ হাজাব টাকা নিযে যাও। কলকাতায ব্যাঙ্কে সেভিংসে বা লকাবে যা আছে তাতে আশা করি প্রয়োজনে তোমাব অসুবিধে হবে না।"

মাইক টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

ফার্নান্ডেজ ডাকলেন, "শোনো।"

ঘুরে তাকাল মাইক।

"ডেডবডি দুটো কোথায় বেখছ?"

"নাগবতীর জলে ফেলে দিযেছি।"

"ঠিক আছে। সাবধানে চলে যাও।"

"তুমিও সাবধানে থেকো।"

"আমার জন্য চিন্তা কোবো না। আমি দিনে ঘুমিয়ে রাতে জেগে থাকি। বিছানাব বালিশে চাদব চাপা দিযে দরজাটা খোলা রেখে ওত পেতে এক কোণে বসে অপেক্ষা কবি কখন ওবা আসবে। এলেই—।" বলে রিভলভাবটা তুলে দেখালেন।

মাইক চলে গেল।

রাত তিনটে।

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "এবাই হচ্ছে সত্যিকাবের ক্রিমিনাল। ইউনিকর্নের চেয়ে এবাও কম যায না। যাই হোক, আর এখানে থাকা নয়। আমাদেব এখানকার কাজ শেষ। এখনই আমবা কোবাপুটেব দিকে রওনা হব। তবে যাওয়ার আগে ওই ডেডবডি দুটো একবাব দেখে যাব। তারপর পুলিশে খবব দিয়েই চলে যাব এখান থেকে।"

"ওই দশরথ ছেলেটা কিন্তু টেবই পেল না এতক্ষণ কী হয়ে গেল এ-বাড়িব ভেতব।"

"ছেলেমানুষ তো! ওর ঘরে ও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।"

বাবলু আর বিলু চুপিসারে দবজা ফাঁক কবে বাইবে এল। আসবার সময় মাইকেব সেই নাইলনেব ফিতেটাও নিয়ে যেতে ভুলল না। কেন না এই ধবনেব জিনিস প্রায়ই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাজে লাগে।

পঞ্চু এতক্ষণ হানটান করছিল। ওদের দেখেই ছুটে এল। সেইসঙ্গে ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছু।

ভোম্বল বলল, "ওই লোকটা কে রে বাবলু? তোরা কেউ কিছু বললি না। হনহন কবে চলে গেল। তবে আড়াল থেকে আমি ওর একটা ছবি তুলে নিয়েছি। ফ্লাশ জ্বলে উঠতেই দৌড়ে পালাল ও।"

বাবলু হেসে বলল, "কী ভাগ্যিস আক্রমণ কবেনি! ও হয়তো ভেবেছিল পুলিশের কাজ এটা। ওর ব্যাপারে পরে বলব। এখন আমরা নদীর ধারে যাই চল।"

"কেন, সেখানে কী আছে?"

"আঃ। এখন কোনও কথা নয়।"

অতএব সবাই নিঃশব্দে বাবলুর কথামতো নাগবতীর ধারে এল। এই অন্ধকারে সেই বিভীষিকাময় বড় বড় পাথরের বোল্ডারগুলোর পাশ দিয়ে নদীতে এসেই ডেডবডি দুটোর সন্ধান করতে লাগল। বাসুরুদ্রর দেহটা নদীর মাঝখানে প্রবল জলস্রোতে ভেসে একটা পাথরের গায়ে আটকে আছে দেখল, আর নাগাসুন্দরকে খুঁজে বের করল পঞ্চু। নাগাসুন্দর মরেনি। তবে অবস্থা ওর কাহিল। কেমন একটা চাপা গোঙানির স্বর ভেসে আসছে ওর মুখ দিয়ে।

বাবলু গিয়ে অনেক চেষ্টার পর ওর মুখ থেকে কথা বের করল। বাবলু বলল, "আর একটু পরেই তো তুমি মরবে। এখনও বলো ইউনিকর্নের ঠেক কোথায়? ওকে আমাদের ভীষণ দরকার।"

নাগাসুন্দর বলল, "জানি না।"

"তুমি জানো। বলো ঠিক করে?"

"কা-লী-মে-লা। ডুমা—।"

"দুদুমা?"

"ডুমা — মাকডুমা—।"

"সেটা কোথায়? ডোনা, বনি ওরা কি বেঁচে আছে?"

নাগাসুন্দর আর কথা বলতে পারল না। একটা হিক্কা তুলে সত্যসত্যই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চলল বলরাম ভবনের দিকে। এখন ওদের যেভাবেই হোক পৌঁছতে হবে কোরাপুটে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই খোঁজ নিতে হবে উত্তরার। মুনেশ্বর রেণুর ঠেক, আশা করা যায় অল্প চেষ্টাতেই জেনে যাবে ওরা। মাইকের ব্যাপারটাও এস টি ডি করে জানিয়ে রাখতে হবে কলকাতা পুলিশকে। এখানকার ব্যাপারও জানিয়ে দেবে লোকাল থানায়। তারপর শুধু পাহাড়, জঙ্গল ঘুরে তোলপাড় আর তোলপাড়।

॥ ৮ ॥

অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা ওদের মালপত্তর নিয়ে বেরিয়ে এল লজ থেকে। একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে থানায় ফোন করে সর্বাগ্রে বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দরের খুন হওয়ার ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। তারপর হাঁটাপথেই বাসস্ট্যান্ডে। বাসস্ট্যান্ড ওখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, তাই হেঁটেই চলে এল ওরা। ওইসঙ্গে মর্নিংওয়াকটাও হয়ে গেল।

জেপুরের একটি বাস তখন ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা পঞ্চুকে নিয়ে সেই বাসে ওঠার চেষ্টাও করল না। রায়গড়া থেকে কোরাপুট জেপুরের অনেক জিপগাড়ি আছে। তারই একটি ভাড়া করে নিল ওরা। মোট তিনশো টাকায় রফা হয়ে যেতেই একটা দোকানে ঢুকে একটু চা-পর্ব সেরে নিয়ে রওনা হল কোরাপুটের দিকে।

ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। ভোরের আলোয় নির্জন পথ ধরে এগিয়ে চলল জিপগাড়ি। শহরের বাড়িঘর ফেলে বেরিয়ে আসতেই শুরু হল পাহাড় আর জঙ্গল। সে কী অনবদ্য প্রকৃতি! ওরা সবাই অভিভূত হয়ে গেল। কখনও গভীর খাদের পাশ দিয়ে, কখনও পাহাড়ের অনেক – অনেক উচ্চস্থান দিয়ে, কখনও বা গভীর অরণ্যের বুক চিরে ঘাটের পর ঘাট পেরিয়ে এগিয়ে চলল জিপ।

যেতে যেতে ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, সেবার আমরা রায়পুর থেকে কাঁকের হয়ে জগদলপুর যাওয়ার সময় প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য দেখতে না পেয়ে দণ্ডকারণ্যকে নির্মূলারণ্য বলেছিলাম সে-কথা মনে আছে?"

বাবলু হেসে বলল, "নিশ্চয়।"

"এখন কিন্তু ধারণা পালটে গেল। দণ্ডকারণ্যে অরণ্য দেখছি আজও আছে।"

সবাই একসঙ্গে বলল, "তা হলে আমাদের সেই মন্তব্য আমরা ফিরিয়ে নিলাম।"

জিপের চালক বললেন, "তোমরা কি বেড়াতে বেরিয়েছ? না তোমাদের কোনও আত্মীয় আছে কোরাপুটে?"

"আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে। গুপ্তেশ্বর যাব, দুদুমার ফলস দেখব, মালকানগিরি যাব।"

"মালকানগিরি কেন যাবে?"

"এমনি। জায়গাটার নাম শুনে ভাল লাগে, তাই। তা ছাড়া আমাদের ইচ্ছে আছে ওখানকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করবার।"

"তা হলে তোমরা আরও একটু এগিয়ে যাও কালীমেলার দিকে। আদিবাসী কাকে বলে সেখানে গেলেই দেখতে পাবে।"

কালীমেলা নাম শুনেই চমকে উঠল বাবলু। এই নাম তো নাগাসুন্দরের মুখেই শুনেছে সে। বলল, "ওখানে কোনও মেলা বসে বুঝি?"

"আরে না, না। এখানে কালীমেলা, বালিমেলা অনেক মেলা ই আছে। ওসব জায়গারই নাম। তবে কিনা সামনেই শিবরাত্রি। তাই গুপ্তেশ্বরে এখন জোর মেলা।"

বাস তখন গোবিন্দপালিতে এসে পৌঁছেছে। সেখানে এক প্লেট করে ইডলি আর চা খাওয়ার পর আবার রওনা হল কোরাপুটের দিকে।

যেতে যেতে বাবলু বলল, "আচ্ছা দাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে মুনেশ্বর বেণু নামে কেউ আছে? কোরাপুটে?"

"আছে। কেন বলো তো?"

"না, এমনিই। একটা ব্যাপারে ওর সঙ্গে একবার দেখা করতাম।"

"খবরদার নয়। খুব বাজে লোক। ওসব লোকের সংস্পর্শে না যাওয়াই ভাল।"

"ওঁর বাড়িটা শহর থেকে কত দূরে?"

"কোরাপুট তো শহর নয়। বরং জেপুরকে শহর বলা যেতে পারে। বাসস্ট্যান্ডের পেছনদিকেই হাওরমুখো একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়িটাই মুনেশ্বরের।"

একসময় কোরাপুট এসে গেল। ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট একটি জনপদ। এখানকার প্রকৃতি দেখে ওদের খুব ভাল লেগে গেল জায়গা। চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একপাশে পাহাড়ের ওপর শ্রীজগন্নাথদেবের বিশাল মন্দির। জিপ থেকে নেমে বাসস্ট্যান্ডের গায়েই যে লজটা আছে তারই দোতলায় একটি ঘর নিয়ে নিল ওরা।

বিলু বলল, "কী দারুণ শীত করছে না?"

বাবলু বলল, "করবেই তো। আসলে আমরা একেবারে শিবরাত্রির মুখেই এসে পড়েছি কি না।"

বিচ্ছু বলল, "অথচ উচ্চতা এমন কিছু নয়। এক জায়গায় লেখা আছে দেখলাম ২৯১০ ফুট।"

বাচ্চু বলল, "তাতে কী? পাহাড়ের শীত যাবে কোথায়?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঘরে জিনিসপত্র রেখে বাথরুমে গিয়ে স্নানপর্ব সমাপ্ত করে একেবারে সারাদিনের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। উত্তরার ব্যাপারে ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েটা এখনও কোরাপুটেই আছে। কেন না কাল রাতে ওকে এখানে নিয়ে আসার পর আশা করা যায় এত অল্প সময়ের মধ্যে ওকে পাচার করতে পারেনি ওরা। তাই এখন প্রথম কাজই হল মুনেশ্বরের ঠিকানাটা খুঁজে বের করা।

ওরা বাজারের পথ ধরে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাখতে খোঁজখবর নিয়ে এগিয়ে চলল মুনেশ্বরের ঠিকানা খুঁজে বের করতে। ছোট্ট জায়গা। তাই কোনও অসুবিধে হল না। বাসস্ট্যান্ডের পেছনদিকেই বাড়ি। একজন দূর থেকে চিনিয়ে দিল মুনেশ্বরের বাড়িটা। ওরাও বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখেই নজর রাখতে লাগল ওই বাড়ির দিকে।

এইভাবে অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর একসময় বাচ্চু বলল, "আমরা কি সারাদিনই ওই বাড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকব? ওর ভেতরে ঢোকার একটা উপায় বের করো?"

বাবলু বলল, "কীভাবে যে ওই বাড়িতে ঢুকব তাই তো ভাবছি। প্রকাশ্য দিনের বেলায় তো লুকিয়ে ঢোকা যাবে না। অথচ আমার মন বলছে উত্তরা ওখানে ছাড়া আর অন্য কোথাও নেই।"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় আর কোনওরকম চিন্তাভাবনা না করে বুক ফুলিয়ে ওই বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেই হয়। আমরা ভেতরে ঢুকে বেণুজির সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইব উত্তরাকে কোথায় রাখা হয়েছে?"

বিলু বলল, "ঠিক। এইরকম না করলে চলবে না।"

হঠাৎ বিচ্ছুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, সবচেয়ে ভাল হয় পঞ্চুকে ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। পঞ্চু গিয়ে ওখানে উপদ্রব শুরু করলেই ওরা হইচই লাগিয়ে দেবে। আর আমরাও তখন ওই বাড়ির ভেতরে ঢোকবার একটা লাইসেন্স পেয়ে যাব। অর্থাৎ আমরা আমাদের কুকুরকে ফিরিয়ে

আনবার জন্যই যে ওই বাড়িতে ঢুকেছি একটাই ধারণা হবে সকলের। পরে ওদের শান্ত করার জন্য বলব অন্য কুকুরের তাড়া খেয়েই ও বেচারি ভয়ে ঢুকেছিল বাড়িতে।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। এই সহজ বুদ্ধিটা এতক্ষণ কারও মাথায় আসছিল না আমাদের! এর চেয়ে ভাল পরিকল্পনা আর হতেই পারে না।" বলেই পঞ্চুর দিকে তাকাল বাবলু। তারপর একটা ইশারা করতেই পঞ্চু ভৌ ভৌ রবে ছুটে গেল ওর খেলা দেখাতে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পঞ্চু উল্কার বেগে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। এতক্ষণে ও মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে। ও তো চাইছিল এইরকমই কিছু একটা করতে। তাই নির্দেশ পেয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই তাণ্ডব শুরু করে দিল। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। একটু পরেই মনে হল, বাড়ির মধ্যে যেন কত্থক নাচ শুরু হয়ে গেছে। চিৎকার আর চেচামেচি শুনে আশপাশের লোকজনও তখন ছুটে এল। বাড়ির মেয়ে-বউরা তখন চেঁচাতে লাগল ছাদে উঠে। পঞ্চুকে তখন পায় কে? দারুণ মজা পেয়ে হাঁকডাকে ভুবন ভরিয়ে একবার নীচে একবার ওপরে, এই করতে লাগল। পঞ্চুর ভয়ে তখন কেউ কাঁদল, কেউ নাচল, কেউ রাগল, কেউ গান গাইল, কেউ খলখল করে হাসল, কেউ বা গালাগালি দিয়ে অভিশাপ দিল পঞ্চুকে। আর তারই মাঝখানে হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে দৌড়ে যে বেরিয়ে এল সে হল উত্তরা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো উল্লাসে নৃত্য করতে লাগল। বাচ্চু আর বিচ্ছু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল উত্তরাকে। উত্তরাও মুক্তির আনন্দে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে একসময় সে বলল, "তোমরা কী করে জানলে যে আমি এখানে আছি?"

"আগে আমাদের লজে চলো, তারপরে সব বলছি।"

বাবলু তখন হাঁক দিয়ে ডেকে নিল পঞ্চুকে।

ওদিকে মুনেশ্বর রেণুর বাড়িতে তখন ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেছে। যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে পালাচ্ছে। দাপাদাপি করছে। সে যেন এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

লজে ফিরে পঞ্চুকে তো সবাই মিলে অনেক আদর করল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা উত্তরাকে খুলে বলল সব কথা। মাইকের প্রত্যাবর্তন, বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দরের মৃত্যুর খবর সব বলল।

উত্তরাও বলল শয়তানরা কীভাবে ওকে নিয়ে এসেছে। ও বলল, "আমাকে ওরা যখন নিয়ে আসছিল তখন আমি ওদের প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছিলাম। সেইজন্য ওরা মেন রোড ছেড়ে জঙ্গলের পথে আমাকে আনছিল। ওদের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানি না। এমন সময় মুনেশ্বর রেণুর লোকেদের সঙ্গে ওদের দেখা। কিছুক্ষণ কী সব কথাবার্তা হল ওদের মধ্যে, তারপরই ওরা আমাকে জোর করে ভয় দেখিয়ে ওদের গাড়িতে ওঠাল। গাড়িটা বগুলা ঝরনার ধারে ধোয়ামোছা হচ্ছিল। ওর মধ্যে নিষিদ্ধ ড্রাগও কিছু ছিল বলে মনে হয়। তবে যখনই আমি শুনলাম আমাকে ওরা কোরাপুটে নিয়ে যাবে তখনই আমি শান্ত হলাম। ওরা ভাবল আমি বুঝি ভয় পেয়ে গেছি। আর আমি ভাবলাম বেশি গোলমাল না করে ওদের সঙ্গে একবার আমি কোরাপুটে গিয়ে পড়লে হয়। ওখানে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। অনেকেই আমাকে চেনে। গাড়ি থেকে নামবার সময়ই ছুটে গিয়ে কোনও একটা দোকানে ঢুকে পড়ব অথবা চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করব। তারপরে আমার পরিচিতদের ডেকে ওদের এমন জব্দ করব যে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধনরা। কিন্তু কপাল খারাপ। পথের মাঝখানে গাড়িটা বিগড়ে যাওয়ায় কোরাপুটে আসতে অনেক রাত হয়ে গেল আমার। ফলে কোনওরকম গোলমাল বাধাতে পারলাম না।"

বাবলু বলল, "কোরাপুটের সবাই তোমাকে চেনে। কিন্তু এই মুনেশ্বর তোমাকে চিনত না?"

"না। লোকটা নিউ কামার। আগে ও মালকানগিরিতে থাকত। সম্প্রতি কয়েক বছর হল এখানে এসেছে। লোকটার নাম আমি শুনেছি বাবার মুখে, কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, তুমি যে একটা বাইরের মেয়ে, এইভাবে রাতদুপুরে তোমাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখল, তা ওর বাড়ির লোকরা আপত্তি করল না?"

"না। মনে হয় এটা ওদের গা-সওয়া। অথবা ভুল বোঝায় বাড়ির লোকেদের। তা ছাড়া কাল রাত বারোটা নাগাদ যখন এখানে এসে পৌঁছলাম তখন কেউ জেগে ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "কাল রাত্রে তা হলে খেলে কী?"

"কিছুই না। পথেই যা এক জায়গায় একটু জলখাবার খেয়েছি। তবে আজ সকালে একজন লোকের হাত দিয়ে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল ওরা।"

বাবলু বলল, "সবই তো বুঝলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত কাণ্ড হয়ে গেল, তা ওই মুনেশ্বর রেণু কোথায়? তাঁকে তো দেখলাম না।"

"আমিও দেখিনি। শুনলাম, উনি নাকি গুপ্তেশ্বরের মেলা নিয়ে খুব ব্যস্ত।" তারপর একটু থেমে বলল, "যাই হোক, আর কেউ কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না আমার। এখন একটা কাজ করা যাক। অনেকদিন পরে তো এখানে এসেছি আমি, তা চলো না সবাই মিলে আমার পুরনো বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে মুনেশ্বর রেণুর ব্যাপারে জানিয়ে আসি সকলকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। জানানো উচিত। এইরকম একটা ফ্যামিলি যে এখানে বিল্ডিং হাঁকিয়ে বসবাস করে কী করে, তা তো ভেবে পাই না।"

উত্তরা বলল, "আমাদের এই কোরাপুটে সন্ন্যাসীদা বলে একজন যা আছে না, ওর কানে গেলে মুনেশ্বরের ওই হাঙরমুখো বাড়ি এখনই হয়তো জ্বালিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? তোমার ওই সন্ন্যাসীদার সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিতে পারো?"

"হ্যাঁ পারি। আমি গিয়ে এখনই ডেকে আনছি তাকে।" বলেই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল সে।

বাবলু বলল, "তোমার সাহস তো কম নয়! এত কাণ্ডের পরও তুমি একা বেরোতে যাচ্ছ?"

"এখানে আমি কাউকে ভয় করি না।" বলেই বলল, "আয় তো রে পঞ্চু!"

শুধু পঞ্চু নয়, ভোম্বলও ছুটল ওদের সঙ্গে।

খানিক পরেই ওরা ফিরে এল সন্ন্যাসীদাকে নিয়ে। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের এক বলবান যুবক। অনেকদিন পরে উত্তরাকে দেখে দারুণ খুশি হয়েছে সে। সন্ন্যাসীদার বোন রোমি হল রুবিদির বান্ধবী। ফলে সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর।

সন্ন্যাসীদা এলে বাবলু বারান্দায় গিয়ে হেঁকে নীচের চা-দোকানে বলে দিল সকলেব জন্য কয়েক কাপ চা আর বিস্কুট আনতে।

সন্ন্যাসীদা বলল, "শোনো, তোমাদের কথার আগে আমার কথাটা আমি বলে রাখি। আমার একান্ত অনুরোধ আজ তোমরা সবাই আমাদের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করবে। ভাগ্যিস দোকানে এসে উত্তরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার এক বন্ধুর ভাইকে পাঠিয়েছি বাড়িতে খবর দিতে। রোমি তো দারুণ খুশি হবে তোমাদের পেলে।"

বাবলু বলল, "আমরা অবশ্যই আপনাদের বাড়িতে যাব।"

একটু পরে চা এলে চা খেতে খেতে বাবলু উত্তরা-হরণের ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বলল সন্ন্যাসীদাকে।

শুনেই চোখ-মুখ লাল করে সন্ন্যাসীদা বলল, "অনেকদিন ধরেই মুনেশ্বরটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এতদিন ওকে বাগে পাচ্ছিলাম না। এইবার পেয়েছি। আজই ওর অবস্থা কী করি দ্যাখো।"

"পাড়ার লোকজনরা কিন্তু ওর বাড়ির হাল খারাপ করে দিয়েছে।"

"তবু তো ওরা আসল ব্যাপারটা কেউ জানে না। জানলে বাড়ি একেবারে জ্বালিয়ে দিত।"

বাবলু বলল, "মুনেশ্বর বাড়িতে ছিলেন না তাই রক্ষে!"

"ও কোনও সময়ই বাড়িতে থাকে না। পুরো দু' নম্বরি লোক। কয়েকটা আপদ এখানে যা জুটেছে না, এলাকাটাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। এক হচ্ছে এই মুনেশ্বর, আর একটা তো জঙ্গলেই থাকে— গন্ডার। ইদানীং শুনছি নাকি ও সিনেমা ব্যবসায় নামছে।"

বাবলু বলল, "গন্ডার মানে? ইউনিকর্ন!"

"হ্যাঁ। এক সাহেবের দেওয়া নাম। আমরা ওকে গন্ডার বলি। কিন্তু ওই নাম তুমি কী করে জানলে?"

"উনি তো দেবগিরিতে গিয়েছিলেন গতকাল। আমরাও গিয়েছিলাম। দেখা হয়নি যদিও, তবুও সেখানেই ওঁর পরিচয় পেয়েছি।"

"শুধু দেবগিরি কেন? অনেক জায়গাতেই ওঁরা যান। এ ছাড়াও রাজারাম ধুন, মাইক ফার্নান্ডেজ, জুলি টাস্ক, আরও অনেক আছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে কাজকারবার করছে ওরা, তা কেউ টের পাচ্ছে না। বিরাট মাফিয়াচক্র ওদের। যাই হোক, তোমরা এখানে নির্ভয়ে ঘোরাফেবা করো, আর কেউ কিচ্ছুটি বলবে না তোমাদের।"

"আজ বিকেলেই আমরা জেপুরে চলে যাব।"

"যেখানেই যাও, কোনও অসুবিধে হলেই জানিয়ো আমাকে।" বলে একটা ফোন নাম্বার লিখে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এইখানে আমার নাম করে ফোন করলেই আমি খবর পেয়ে যাব। তোমরা তা হলে দেরি

না করে এখনই চলে এসো আমাদের বাড়ি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তৈরিই ছিল। উত্তরাই যা একটু স্নান করে পোশাক বদলাল। ওর ব্যাগটা তো বাচ্চু-বিচ্ছুই বয়ে নিয়ে এসেছিল রায়গড়া থেকে। তাই অসুবিধে হল না।

যাই হোক, ওরা সবাই ঘরে তালা দিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে সন্ন্যাসীদার বাড়িতে এল। রোমিদি, মা ও অন্যান্যরা, এমনকী আশপাশের বাড়িরও যারা যারা উত্তরাকে চিনত সবাই ছুটে এল। সে এক মিলনমেলা বসে গেল যেন বাড়িব ভেতর।

পঞ্চুকে নিয়েও আনন্দ-উল্লাস নেহাত কম হল না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো ওকে নিয়ে রীতিমতো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল।

এর পর দুপুরের খাওয়া খেয়ে সবাই মিলে লজে ফিরে জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হল জেপুরের দিকে।

॥ ৯ ॥

জেপুর। কোবাপুট জেলার প্রাণকেন্দ্র। ওড়িশা, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশেব বিভিন্ন শহরের সঙ্গে এর দারুণ যোগাযোগ। ইন্দ্রাবতী ও মাচকুন্দ হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্টেব জন্যই এর এত রমরমা। পুরাণ-বর্ণিত সেই মৎস্যতীর্থই মৎস্যকুণ্ড, মাচ্ছিকুণ্ড থেকে আজকের মাচকুন্দ। যাব স্থানীয় নাম দুদুমা। আনকাডোলির কাছে ১৭৫ ফুট জলপ্রপাতের জন্য যা কিনা বিখ্যাত।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোরাপুট থেকে ট্রেকারে এসে বাসস্ট্যান্ডে নেমেই শহরের দিকে একটু এগিয়ে হোটেল শান্তিনিবাসে গিয়ে উঠল। খুব পরিষ্কার-পবিচ্ছন্ন লজ এটি। এর তিনতলায় বেশ বড়সড একখানি মনের মতো ঘর পেয়ে দারুণ খুশি হল ওরা।

এখন ওদের প্রধান কাজ হল বেলা থাকতে থাকতে জেপুর শহরটাকে একটু চিনে নেওয়া, আর এখান থেকে মালকানগিরি যাওয়ার পরিবহন ব্যবস্থা কী আছে তা জানা। ওবা তাই দেরি না করে ঘবে জিনিসপত্র রেখে বাইরে এল। তারপব এক জায়গায় চা-পর্ব সেরে নিয়ে এগিয়ে চলল রাজপথ ধরে। শহবটি উত্তব-দক্ষিণে দেড় কিমি লম্বা। শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে বাজবাড়ি। এখানকার রাজা মানে বড জমিদার। এখন তো বাজাও নেই জমিদারিও নেই। রাজবাড়িরও ভগ্নদশা। এখানকার বাজা ছিলেন বীববিক্রমদেও। তাঁব সময়কাল ছিল ১৮৭৪ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। জেপুরের প্রভূত উন্নতি তাঁর আমলেই হয়েছিল।

যাই হোক, সব দেখেশুনে সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বাসের খবরাখবর নিয়ে ওরা একেবারে রাতের খাওয়া সেরে লজে ফিরে মালকানগিরি যাওয়ার ব্যাপারে জোর আলোচনায় বসল।

বাবলু বলল, "জানিস তো, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমরা এখন সেই শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। যদিও আমরা এ কাজের দায়-দায়িত্ব কিছুই ঘাড়ে নিইনি, তবুও ডোনা ও বনিকে উদ্ধারের ব্যাপারটা সবার আগে এসে যায়।"

ভোম্বল বলল, "ইউনিকর্নের ব্যাপারে কী করবি কিছু তো বললি না?"

"ওর ব্যাপারেও কিছু একটা ভাবনাচিন্তা করতেই হবে। সেটা অবশ্য ওর মুখোমুখি হওয়ার পর। তা ছাড়া এখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে আমাদের শত্রুতার কোনও ব্যাপার ঘটেনি। আমাদের কোনও ক্ষতিই করেনি সে। অতএব ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে সন্ধান যদি পাই তা হলে ওর মাফিয়ারাজের অবসান আমরা ঘটাবই।"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় টক টক শব্দ।

বাবলু দরজা খুলেই অবাক! দেখল একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর, কয়েকজন কনস্টেবল ও বদখতে চেহাবাব পাঞ্জাবি ও জওহর কোট পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে।

বাবলু বলল, "কাকে চাই?"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তোমাদের প্রত্যেককে। ডাকাতির অপরাধে তোমাদের গ্রেফতার করা হবে।"

"বলেন কী! ডাকাতির অপরাধে? আমাদের? আপনারা প্রকৃতিস্থ আছেন তো সবাই?"

ইনস্পেক্টর ধমকে উঠলেন, "চোপ, বদমাশ কোথাকার!" বলেই কনস্টেবলদের বললেন, "সার্চ দ্য রুম অ্যান্ড এভরিবডি।"

কনস্টেবলরা তল্লাশির জন্য ঘরে ঢুকতেই পঞ্চু হাওয়া খারাপ বুঝে সুট করে কেটে পড়ল।

"সেই বদখতে চেহারার লোকটি এবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাকে চেনো তোমরা?"
বাবলু বলল, "না।"
"আমারই নাম মুনেশ্বরনাথ রেণু। কোরাপুটে যার বাড়িতে আজ সকালে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে ডাকাতি করেছিলে তোমরা।"
বাবলু বলল, "অ।"
ইনস্পেক্টর বললেন, "এঁর অভিযোগ কি সত্যি?"
"সত্যি। তবে কিনা আমরা চুরিই করিনি, ডাকাতিও না। করেছি শুধু চোরের ওপর বাটপাড়ি।" বলে উত্তরাকে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, "ওই দুরাত্মার লোকেরা আমাদের এই মেয়েটিকে ওঁর বাড়িতে গুম করে রেখেছিল। শুধুমাত্র এর জন্যই ওঁর বাড়িতে ঢুকেছিলাম আমরা। লুঠপাট যা করেছে তা বাইরের লোকে।"
ইনস্পেক্টর বললেন, "তাই বা ঢুকবে কেন? কোরাপুটে কি থানা-পুলিশ ছিল না?"
"ছিল। তবে মেয়েটা যে ওই বাড়িতেই ছিল এমন কোনও প্রমাণ ছিল না আমাদের হাতে। সেইজন্যই আমরা পুলিশকে জানাইনি।"
পুলিশের লোকেরা তখন গোটা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে কোনও কিছু না পেয়ে প্রত্যেকের বডি সার্চ শুরু করল। আর সেটা করতে গিয়েই ওদের হাতে যা এল তাই দেখে চমকে উঠল সকলে। না, বাবলুর পিস্তলটা নয়। সেটা পুলিশ দেখেই পঞ্চু মুখে নিয়ে কেটে পড়েছিল। এল অন্য জিনিস। পুলিশের কাছে যা দারুণ সন্দেহের।
ইনস্পেক্টর বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! এরা তো দেখছি সাংঘাতিক ছেলেমেয়ে। নিশ্চয়ই এরা কোনও স্পাই দলের হয়ে কাজ করে।"
মুনেশ্বর বললেন, "তাই হবে। আমি এখনও বাড়ি যাইনি। গুপ্তেশ্বর থেকে সবে এসেছি। এসেই ফোনে খবর পেলাম আমার বাড়িতে ডাকাতি করেছে এরা। আসলে এদের দিয়ে কাজ করিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে হাওয়া হয়েছে দলের চাঁইরা। বেশ পাকা মাথা কাজ করছে এদের পেছনে।"
পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ঘিরে তখন জমাট ভিড়। হোটেলের ম্যানেজার থেকে অন্য অতিথিরা সবাই ছুটে এসেছে। সবাই দেখতে এসেছে খুদে ডাকাতদের দলকে। মুখে মুখে বানানো গল্প তৈরি হয়েও তখন শহরময় রাষ্ট্র হতে শুরু করেছে।
ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে বললেন, "আপনার টেলিফোনটা কোথায়?"
ম্যানেজার বললেন, "নীচের ঘরে।"
"চলুন তো।"
ইনস্পেক্টর ম্যানেজারের সঙ্গে নীচে গিয়ে ফোন করেই ফিরে এলেন। তারপর নিজেও শুরু করলেন তল্লাশি। যদি সন্দেহজনক আরও কিছু পাওয়া যায়।
খানিক পরেই বাঘের মতো বিক্রমশালী এমন একজন এসে হাজির হলেন সেখানে, যাঁকে দেখেই তটস্থ হয়ে উঠল সকলে। তিনি এসেই দম্ভের সুরে বললেন, "কই, কোথায়? কোনখানে? ব্যাপারটা কী?"
ইনস্পেক্টর বললেন, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমরা দুঃখিত স্যার। এই ছেলেমেয়েগুলোই আজ সকালে কোরাপুটে মুনেশ্বর রেণুর বাড়িতে ডাকাতি করে এখানে পালিয়ে এসেছে। সঙ্গে একটা কুকুরও নিয়ে এসেছে এরা। এদের সার্চ করতে গিয়েই এটা পাই।" বলে সেটা তুলে দিলেন তাঁর হাতে।
উনি একবার সন্দেহের চোখে বাবলুদের সকলকে দেখে একটু আড়ালে চলে গেলেন। তারপর গম্ভীর মুখে ফিরে এসে মুনেশ্বরকে বললেন, "এই ছেলেমেয়েরা আপনার বাড়িতে ডাকাতি করেছে?"
"হ্যাঁ স্যার। সিন্দুক ভেঙে পনেরো লাখ টাকা আর এক দেড়শো ভরি সোনার গয়না নিয়ে পাচার করেছে। এ ছাড়া আরও যে কী কী নিয়েছে, তা জানি না।"
বিক্রমশালী মানুষটি এবার দারুণ রেগে বললেন, "অ্যারেস্ট।"
কনস্টেবলরা হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এল বাবলুর দিকে।
অমনই বাঘের গর্জন শোনা গেল, "আরে ওদের নয়, এই ক্রিমিন্যালটার হাতে হাতকড়া লাগাও।" বলে মুনেশ্বরকে দেখিয়ে দিলেন।
মুনেশ্বর বললেন, "এটা কীরকম বিচার হল ধর্মাবতার, আমার ঘরে চুরি হল আর আমাকেই অ্যারেস্ট করলেন?"

"এটাই তো নিয়ম। ওই পনেরো লাখ টাকা আর একশো ভরি সোনা কোন রাস্তা দিয়ে আপনার ঘরে ঢুকল প্রশাসনকে তা খতিয়ে দেখতে হবে না? যেহেতু এই অঞ্চলে আপনার সুনাম মোটেই নেই।"

মুনেশ্বর গ্রেফতার হলেন।

তিনি এবার ইনস্পেক্টরকে বললেন, "ওই বাজে লোকটার কথা শুনে এদের কোনও নিগৃহ হয়নি তো?"

"না স্যার।"

বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই বিশাল ব্যক্তিত্বর দিকে। উনি সকলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, "আমিই রাঘব পানিগ্রাহী। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এঁরা সবাই আমাকে মান্য করেন খুব। ও সি বর্মণের আমাকে লেখা চিঠিটা এঁদের হাতে পড়ে যাওয়ায় এঁরা অন্যরকম ভেবেছিলেন। মনে করেছিলেন, তোমরা বোধহয় বড়বড় লোকেদের কনফিডেনশিয়াল চিঠিপত্র হাপিস করে দাও। যাই হোক, চিঠি পড়ে তোমাদের ব্যাপারে সব আমি জেনেছি। ব্যাপারটা কী বলো তো?

বাবলু তখন সব বলল রাঘববাবুকে। ওরা হাওড়া থেকে রায়গড়া হয়ে মালকানগিরি যাচ্ছিল শিক্ষামূলক অভিযানে। উদ্দেশ্য, ওইখানকার আরণ্যকদের জীবনযাত্রার ব্যাপারে অবহিত হওয়া। এমন সময় মুনেশ্বরের লোকেদের উত্তরাহরণ এবং সেই কারণেই বুদ্ধি খাটিয়ে মুনেশ্বর রেণুর বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের কথাটাও বলল।

রাঘববাবু বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "শাবাশ পাণ্ডব গোয়েন্দা, এই মুনেশ্বর লোকটাকে লকআপে ঢোকানোর খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। এখন হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল।" বলে ইনস্পেক্টরকে বললেন 'এদের কথাগুলো লিখে এদের দিয়ে সই করিয়ে রাখুন। আর জেনে রাখুন, এরা কিন্তু আমার লোক। এই এলাকায় এদের যেন কোনওরকম অসুবিধে না হয়। মালকানগিরির পি এস কেও আপনারা একটু জানিয়ে রাখুন। আমিও এদের ব্যাপারে ফোনে কথা বলছি ডি এস পি সাহেবের সঙ্গে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জয়জয়কার পড়ে গেল। এই বাঙালি ছেলেমেয়েরা রাঘব পানিগ্রাহীর লোক? এ যেন ভাবাও যায় না! রাঘববাবু কি শুধুই একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি? এই এলাকার প্রাণপুরুষ তিনি। বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাও তাঁকে অত্যন্ত মান্য করেন।

সবাই বিদায় নিলে দেখা মিলল পঞ্চুর। বাবলুর পিস্তলটি মুখে নিয়ে এতক্ষণ অন্ধকারে লুকিয়ে বসে ছিল সে। এবার সেটা যথাস্থানে রেখেই খাটের নীচে শুয়ে চোখ বুজল। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও জেগে রইল না আর। কারণ কাল খুব ভোরেই ওদের উঠতে হবে।

ভোর পাঁচটায় বাস। ওরা সবাই তৈরি হয়ে যখন বাসস্ট্যান্ডে এল তখন একটি সরকারি বাস ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। লোকজন খুব একটা বেশি ছিল না। তাই কন্ডাক্টরকে বলেকয়ে পঞ্চুকেও বাসের মধ্যে উঠিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধে হল না ওদের।

জেপুর ছেড়ে আসার পরই দূরের যে পাহাড়গুলো এতক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তারা এবার অনেক কাছে চলে এল। অরণ্য আর পর্বত ছাড়া এ রাজ্যে বুঝি আর কিছুই নেই! পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন ভরে গেল তাই।

বাসে যেতে যেতে একটি সহজ সরল হাসিখুশি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ওদের। ছেলেটি নিজে থেকেই ওদের কথাবার্তা শুনে আলাপ করল ওদের সঙ্গে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ভদ্র ও মিষ্টি চেহারা দেখে সে অভিভূত। তার ওপর সে যখন জানতে পারল ওরা ওদের দেশ দেখতে এসেছে তখন সে কী আনন্দ ওর আনন্দের আতিশয্যে কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। ছেলেটি বলল, "আমার নাম গোপীনাথ ডাকুয়া। আমি মালকানগিরির কাছেই কোটামেটা গ্রামে থাকি। এখন আমি আসছি অবশ্য ভুবনেশ্বর থেকে। কেন না সেখানেই হস্টেলে থেকে আমি পড়াশোনা করি। গুপ্তেশ্বরের মেলার জন্য ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছি। তামাল কানগিরিতে গিয়ে কোথায় থাকবে তোমরা, কিছু ঠিক করেছ কি?"

"না। তুমিই বলো না কোথায় থাকা যায়?"

ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, "ওখানে থাকার জন্য বাসস্ট্যান্ডের কাছেই একটি লজ হয়েছে। তোমরা সেখানে থাকতে পারো। নয়তো আমার কোনও বন্ধুর বাড়িতেও ব্যবস্থা করে দিতে পারি তোমাদের।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। আমরা লজেই উঠব।"

"তা হলে এক কাজ করা যাক, আমি কোটামেটায় না নেমে একেবারে মালকানগিরিতে গিয়ে নামি। সেখানে তোমাদের লজে উঠিয়ে দিয়ে পরের বাসে ররং ঘরে ফিরব।"

"তোমার দেরি হয়ে যাবে না?"
"তা একটু হয় তো কী হবে?"
বাবলু বলল, "সত্যি, এই দূর দেশে তোমার মতো একজন বন্ধু পেয়ে খুব ভাল লাগল আমাদের।"
প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জার্নির পর বাস এসে মালকানগিরিতে থামল। পুরো পাহাড়ি এলাকা। আর কী ভয়ংকর নির্জন। ঘরবাড়ি, অল্পস্বল্প দোকানপাট সবই আছে, তবু কেমন যেন থমথম করছে জায়গাটা। দেখেই মনে হয় শহরের মতো হয়ে গড়ে উঠতে চাইছে, তবু শহর নয়।
গোপীনাথ ওদের লজে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।
লজও সেইরকম। অত্যন্ত নিম্নমানের। যাই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দারা লজে জিনিসপত্র রেখে ঘর বন্ধ করে চলল মালকানগিরির পথঘাট চিনে আসতে। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এখন কিছু একটু মুখে না দিলেই নয়।
ওরা পায়ে পায়ে বাজারের কাছে চলে এল। বুনো আদিবাসীদের হাট বসে গেছে সেখানে। সমস্ত পরিবেশটাই কীরকম যেন পালটে গেছে। বিচিত্র কর্ণাভরণ ও অন্যান্য অলংকারে নিজেদের চেহারাগুলোই যেন কীরকম করে রেখেছে তারা। বিশেষ করে মেয়েরা। পুরুষরা স্বাভাবিক। বাজারের মধ্যে অনেক দোকানপাট, এমনকী ছোট্ট একটি সিনেমাহলও আছে। ছোট্ট অথচ কী মিষ্টি জায়গাটা!
ওরা বাজারেই একটি দোকানে বসে যে যার রুচি অনুযায়ী কচুরি শিঙাড়া, জিলিপি ইত্যাদি খেয়ে পেট ভরাল।
পঞ্চু কচুরি ছাড়া অন্য কিছু খেল না।
এরপর ওরা বাসের রাস্তা ধরে আরও একটু এগিয়ে শহর যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেইখানে রাস্তার বাঁ দিকে মস্ত একটি ঝিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।
বিলু দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই সমস্ত পাহাড়ে জঙ্গলে কোথায় কোনখানে মাফিয়ারা ওত পেতে বসে আছে বল তো? আমি তো দিশা পাচ্ছি না কিছুরই।"
ভোম্বল বলল, "ওই ভয়াবহ দুর্গম এলাকার মধ্যে থেকে ডোনা ও বনিকে খুঁজে বের করা মরুভূমির বালিতে ছড়িয়ে পড়া পোস্তর দানা খোঁজার মতোই ব্যাপার।"
বাচ্চু বলল, "যা বলেছ, কী ভাগ্যিস ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিটা আমরা দিয়ে আসিনি। এখানে নিরাশার অন্ধকার ছাড়া তো কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না।"
বিচ্ছু বলল, "তবু হাল আমরা ছাড়ব না।"
এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ 'ভুক ভুক' করতে লাগল। .
ওরা দেখল একটি ছেলে সাইকেল নিয়ে বাঁধের ওপর দিয়েই দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি কাছে এসে ওদের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "তোমরা কি পাণ্ডব গোয়েন্দা? রাঘব পানিগ্রাহীর লোক?"
বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কেন বলো তো?"
"আমি থানা থেকে আসছি। তোমাদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় আমাদের কাছে নির্দেশ আছে সেইরকম।"
"এ তো খুবই আনন্দের কথা। যদি আমাদের অসুবিধে হয় তা হলে নিশ্চয়ই আমরা থানায় গিয়ে জানাব। তোমার নামটি কী ভাই? তুমি বেশ ভাল বাংলা বলছ তো।"
"আমি তো বাঙালিই। আমার নাম যদুগোপাল। এখানে যত ঘর-বাড়ি দোকান-পত্তর দেখছ তার সবই প্রায় বাঙালির। আমরা উদ্বাস্তু তো, বাংলাদেশ থেকে এসেছি।"
বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি।"
ছেলেটি চলে গেল।
হঠাৎই কী মনে হতে বাবলু বলল, "এই চল তো রে, একজনের সঙ্গে দেখা করে আসি।"
বিলু বলল, "এখানে কার সঙ্গে দেখা করবি তুই?"
"চল না। গেলেই বুঝতে পারবি।"
ওরা পঞ্চুকে নিয়ে পায়ে পায়ে আবার বাজারের কাছ পর্যন্ত এল। বাজারে এসেই বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে গোপী সিংঘলের দোকান কোথায়?"

গোপী সিংঘল? নাম শোনামাত্রই দোকান চিনিয়ে দিল সে। খুবই পরিচিত নাম, কাজেই অসুবিধে হল না। মালকানগিরি বাজারে পেতল-কাঁসার বড় দোকান। এ ছাড়া জগদলপুরেও দোকান আছে ওঁর।

বাবলু সকলকে নিয়ে দোকানের সামনে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনিই সিংঘলজি?"

এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বললেন, "হাঁ, হাঁ। আমিই গোপী সিংঘল। কী ব্যাপার ভাই?"

বাবলু এদিক সেদিক একবার তাকিয়ে বলল, "আমরা মি. জেড ফার্নাণ্ডেজের কাছ থেকে আসছি। উনি বলেছিলেন এখানে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

সিংঘলজি দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওদের সকলকে দোকানে বসালেন। তারপর খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী? কেমন আছেন ফার্নাণ্ডেজ সাহেব? আমার বহুত পুরানা দোস্ত উনি।"

বাবলু বলল, "ভালই আছেন। তবে পা নিয়ে এখনও ভুগছেন। ওঁর ড্রাইভার জ্যাকি খুন হয়েছেন সম্প্রতি।"

"এই খবরটা অবশ্য এখনই পেলাম। এদিকে ওঁর ছেলে, বহু, নাতি, ওদেরও তো কোনও খোঁজখবর নেই। যাকগে, তোমরা উঠেছ কোথায়?"

"বাজারের কাছেই যে লজটা আছে তাতেই উঠেছি।"

"হায় রাম! ওখানে কেউ ওঠে? এত বড় একটা মকান খালি পড়ে থাকতে তোমরা ওখানে উঠলে কী বলে?"

"উনি আমাদের এইখানে উঠতে বলেছিলেন। তবে কিনা আসবার সময় আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করে চাবিটা আনতে ভুলে গেছি।"

"ওর জন্য কুছু অসুবিধা হবে না তোমাদের। আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তোমরা এখনই গিয়ে ওই লজ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসো, যাও।"

বাবলুব নির্দেশে বিলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল জিনিসপত্র আনতে। সামান্য কয়েকটা ব্যাগ মাত্র।

ওরা এলে সিংঘলজি ওদের সকলকে নিয়ে বাজারের পেছনদিকে একটি সুন্দর দোতলা বাড়ির চাবি খুলে ঢুকিয়ে দিলেন ওদের। সিংঘলজির নির্দেশে একটি ছেলে এসে ঝাঁটপাটও দিয়ে গেল ঘরে।

সবাইকে ঘরে বসিয়ে সিংঘলজি বললেন, "তোমরা এইখানে যতদিন ইচ্ছে থাকো। এখানে অনেক হোটেল পাবে বাঙালি খানার। যা যা দরকার সবই পাবে। তা এইবারে বলো তো, তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা এখানকার আদিবাসীদের সমাজজীবন কীরকম তা প্রত্যক্ষ করবার জন্যই এসেছি। কিন্তু আসবার আগে ওঁর পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনী শুনে মন আমাদের খুবই খারাপ হযে গেছে। তাই ভাবলাম ওখানে গিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে যদি ওদের খুঁজে পাই তো মন্দ কী? আর ওই ইউনিকর্ন নামের লোকটাকেও আমাদের একবার দেখবার ইচ্ছে আছে?"

সিংঘলজি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ইউনিকর্নের দর্শনলাভ ভাগ্যের ব্যাপার। যখন যেখানে সোনার খোঁজ পায় তখন সেখানেই চলে যায়। বাঘে-মানুষে লড়াই করে সোনা খোঁজে ওরা। এই সোনা সোনা করেই তো যত বিপত্তি!"

বাবলু বলল, "এত টাকা-পয়সা উনি রাখেন কোথায়?"

"শেষ বয়সের জন্য জমিয়ে রাখতেন। শুনেছি ভিজিয়ানাগ্রামে একটি ফিল্মি স্টুডিয়ো খুলতে চলেছেন। সত্যি-মিথ্যা জানি না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, কালীমেলা-ডুমা এইসব জায়গাগুলো কী খুবই দূরে দূরে?"

"কালীমেলা জানি। বাকিগুলোর কথা বলতে পারব না। তবে একটা কথা, অরণ্যের অত গভীরে তোমরা কিছুতেই যেয়ো না। ওখানকার আদিবাসীরা এমনিতে খুব সরল প্রকৃতির হলেও মাফিয়াচক্রে জড়িয়ে আছে ওরা। ইউনিকর্নরা ওদের দিয়েই কাজ করায়। যে-কোনও মুহূর্তে তোমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। যাক, আজকের দিনটা তোমরা বিশ্রাম নাও। কাল সকালে যা করলে ভাল হয় তাই কোরো। আমি অবশ্য বিকেলে থাকব না, কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যেয়ো না কিন্তু।"

সিংঘলজি বিদায় নিলেন।

বাবলুরা স্নানাহার সেরে দুপুরবেলা ছাদে উঠে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল চারদিকের। কোনওরকমে আজকের দিনটা একবার কাটাতে পারলে হয়! তারপর কাল সকাল থেকেই শুরু হবে ওদের অরণ্য অভিযান।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত ওদের আর অপেক্ষা করতে হল না। ঠিক ভরসন্ধেবেলাতেই ঘটে গেল এক দারুণ বিপর্যয়। ওরা তো দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলবেলা মালকানগিরির পথেপথে ঘুরে বেড়াল। তারপর সন্ধের সময় মালকানগিরির জনপদ ঝিমিয়ে পড়লে যে যার বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসছিল ঘরের দিকে। ফেরার পথে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল সেই ছেলেটির সঙ্গে। গোপীনাথ ডাকুয়া। আজই সকালের বাসে আলাপ যার সঙ্গে। গোপীনাথ বলল, "আমি কখন থেকে খুঁজছি তোমাদের। লজে গিয়ে শুনলাম তোমরা নাকি অন্য কোথায় চলে গেছ। তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আসলে তোমাদের খুব ভাল লেগে গেছে আমার। তাই ভাবলাম আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরব। আমি থাকলে তোমাদের সুবিধেও হবে। কেন না আমি ওইসব আদিবাসীদের ভাষা বুঝি। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলিয়ে দিতে পারব।"

বাবলু বলল, "এ তো খুবই আনন্দের কথা। আমরা কাল সকালেই যাচ্ছি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তা আজ রাতে তুমি থাকবে কোথায়?"

"আমার এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছি আমি, সেখানেই থাকব।"

"না, না। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে। যাও তোমার জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে এসো।"

"জিনিসপত্র বলতে সামান্য একটা কিট ব্যাগ আর গায়ের চাদর।"

"তাই নিয়ে এসো, যাও।"

গোপীনাথ যাচ্ছিল।

বিলু আর ভোম্বল বলল, "চলো আমরাও তোমার সঙ্গে যাই।"

বাবলু বলল, "বেশি দেরি করিস না। যাবি আর আসবি। পঞ্চুটাকেও বরং সঙ্গে নে।"

পঞ্চু তো ঘুরতে পেলে আর কিছু চায় না। তাই দিব্যি খোশমেজাজে চলল ওদের সঙ্গে।

এদিকে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কেমন যেন একটা অন্যরকমের গন্ধ পেল বাবলু। দেখল, বেশ কয়েকজন লোক অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে সেখানে।

ওদের আসতে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলল, "এই শয়তানরা, তোরা কারা? এখানে কী করতে এসেছিস বল?"

বাবলু ওদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল "তোমরা কারা?"

"সেটা একটু পরেই জানতে পারবি। আমাদের বস মুনেশ্বর রেণু তোদের জন্যই এখন পুলিশ লকআপে। এইবার তোদের অবস্থা আমরা কী করি দ্যাখ। ওই বাঘের শয়তানের এমন সাধ্য নেই যে, আমাদের খপ্পর থেকে তোদের রক্ষা করে।"

বাবলু হেসে বলল, "যত যাই করো দাদা, খেলা তোমাদের শেষ হয়ে এসেছে। ওই মুনেশ্বরকে মোচড় দিয়েই তোমাদের সব কিছু জেনে নেবে পুলিশ।"

লোকটি তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। তারপর দু'হাতে ওর গলা টিপে বলল, "তবে রে শয়তান। এই ফার্নান্ডেজ হাউসে তোরা ঢুকলি কী করে? ওই গোপী সিংঘল কে হয় তোদের? নাগাসুন্দর আর বাসুরুদ্রকে খুন করল কারা?"

বাবলু বলল, "এইভাবে গলা টিপে থাকলে কি কথা বলা যায়?"

লোকটি গলার চাপ শিথিল করে বলল, "এইবার বল।"

বাবলু বলল, "নাগাসুন্দর আর বাসুরুদ্রকে খুন করেছে গন্ডারের পোষা গুন্ডারা। ফার্নান্ডেজ হাউস লুট করে প্রচুর সোনা ও টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল ওরা। সেই সময় গন্ডার, মানে ওই বিখ্যাত ইউনিকর্ন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই জিনিস ছিনতাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে দেবগিরিতে।"

ওই লোকটির সঙ্গে আরও যারা ছিল তারা কাছে এগিয়ে এসে বলল, "তুই মিথ্যে বলছিস না তো?"

"মিথ্যে বলে লাভ? আমরা কি তোমাদের মতো সোনা নিয়ে স্মাগলিং করি?"

আগের লোকটি বলল, "ঠিক আছে। আমাদের বস-এর নির্দেশে বধ্যভূমিতে যেতেই হবে তোদের। ওই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে গিয়ে ওঠ তোরা।"

বাবলু বলল, "তোরা মানে? গেলে আমি একাই যাব। ওরা এখানেই থাকবে।"

"কেউ থাকবে না এখানে। সবাইকে নিয়ে যাব আমরা। আমাদের অরণ্যদেবী তোদের রক্তপিপাসায় লোলুপ দৃষ্টিতে পথ চেয়ে বসে আছেন।" বলেই ওরা এগিয়ে গেল বাচ্চু, বিচ্ছু আর উত্তরার দিকে।

এইবার সাপের মতো ফোঁস করে উঠল বাবলু। বলল, "খবরদার, মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ো না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

কথা যেমন শুনল না, হাতেনাতে ফলও তেমনই পেয়ে গেল। অভ্যস্ত বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে চোখে আঙুল গুঁজে দিল ওদের। যেই না দেওয়া অমনই দু'হাতে চোখ ঢেকে 'বাবা রে, মা রে' করে উঠল ওরা।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন চিৎকার করতে লাগল, "ডাকাত, ডাকাত।"

ততক্ষণে ওরা উত্তরাকে উঠিয়ে নিয়েছে। আর উঠিয়ে নিয়েছে সেই দু'জনকে, যে দু'জন চোখে খোঁচা খেয়ে চোখ ঢেকে বসেছিল। আর ঠিক রাখা যায় না। এইবার একটু পিস্তলের খেলা না দেখালেই নয়। বাবলুর পিস্তল এবার একজনকে টার্গেট করে গর্জে উঠল, ঢিসুম।

লোকটি আর্তনাদ করে উঠল। দারুণ ভয় পেয়ে অন্য সঙ্গীরা তাকেও উঠিয়ে নিল গাড়িতে। তারপর আক্রমণের ভঙ্গিতে বাবলুর দিকে এগিয়ে আসতেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। তারপর শুধু চিৎকার আর চেঁচামেচি।

ঠিক সময়টিতেই ভাগ্যিস সে চলে এসেছিল। সঙ্গে বিলু, ভোম্বল আর সেই গোপীনাথ ডাকুয়াও ছিল। কিন্তু এলে কী হবে, ওরা তখন গাড়ি নিয়ে উধাও। যাওয়ার আগে একজন বাবলুর নাকে এমন একটা ঘুষি মেরে গেল যে, কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল সে।

ততক্ষণে আরও অনেক লোকজন ছুটে এসেছে। সবাই মিলে বাবলুর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু প্রকৃতিস্থ করল বাবলুকে। বাবলু নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত রুমালে মুছে বলল, "উত্তরা? ওকে কি নিয়ে গেল ওরা? কোনদিকে গেল?"

একজন বলল, "ডানদিকের পথ ধরে কালীমেলার দিকেই গেছে। ওই একটাই তো যাওয়ার জায়গা ওদের।"

"কালীমেলা কতদূর এখান থেকে?"

"তা দূর আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ কিমি তো বটেই।"

"পঞ্চু! পঞ্চু কোথায়?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চেঁচাতে লাগল "পঞ্চু! প ঞ্চু উ উ উ।"

কিন্তু কোথায় পঞ্চু! কোথাও থেকেই সাড়া পাওয়া গেল না ওর।

একজন আদিবাসী মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সে তার নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলতেই গোপীনাথ বলল, "তোমাদের ওই কুকুরটাকে খুঁজছ তো? সে ওদের গাড়িতেই আছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়াচ্ছে সে।"

বাবলু বলল, "ঠিকই করছে। কিন্তু ওরা প্রায় আট দশজন ছিল। তার মধ্যে জখমের সংখ্যা তিন। বাকিরা যদি ওকে মেরে ফেলে? ও তো একা। ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? আর ওই মেয়েটার তো কোনও কিছুই করবার ক্ষমতা নেই।"

জনতার ভেতর থেকে একজন বলল, "তোমাদের উচিত এখনই পুলিশে খবর দেওয়া।"

বাবলু বলল, "পুলিশকে তো জানাতেই হবে। তবে এই মুহূর্তে কেউ আমাকে একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

সবাই 'না না' করে উঠল। বলল, "এই রাতদুপুরে তুমি ওদের পিছু নেবে নাকি? ওরা অত্যন্ত বাজে লোক। ওই সমস্ত এলাকায় ভয়ংকর দাপট ওদের।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু সেই ভয়ে তো ঘরে খিল এঁটে চুপ করে বসে থাকা যায় না। আমাদের একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল যেখানে, সেখানে একটা দায়-দায়িত্ব তো আছে। তা ছাড়া আমার প্রিয় কুকুর--।"

গোলমাল শুনে সিংঘলজিও এসে পড়েছিলেন তখন। সব শুনে বললেন, "নিশ্চয়ই যাবে। আমার স্কুটারটাই নিয়ে যাও তুমি। ওদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব না হলেও কোথায় কতদূরে গেল ওরা সেই খবরটুকু তো জানা যাবে।"

স্কুটার এলে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবলু মাঙ্কি ক্যাপে মুখ ঢেকে বিলু, ভোম্বলদের সাবধানে ঘরে থাকতে বলে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল।

অনেক—অনেকদূর যাওয়ার পরও ওদের নাগাল পেল না। শুধু অন্তহীন সর্পিল পথ একটা অজগরের

মতো দূর-দুর্গমে হারিয়ে গেছে। কে বলবে ওই ঘন গিরিসংকটের মধ্যে মজুত আছে মন মন সোনা।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে পথের আর দিশা না পেয়ে স্কুটার থামাল বাবলু। দেখল দুষ্কৃতীদের সেই গাড়িটা পাহাড়ের এক বিপজ্জনক খাদের পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। এমনকী পঞ্চুও নেই সেখানে।

দৃশ্য দেখে চোখে জল এসে গেল। যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আসলে পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরেই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। কিন্তু পঞ্চু! পঞ্চু গেল কোথায়? পঞ্চুও কি পড়েছে খাদে?

বাবলু চিৎকার করে ডাকল, "প-ন-চু-উ-উ। উ-ত্ত-রা-আ-আ-।"

ওর কণ্ঠস্বর পাহাড়ে-পর্বতে ধ্বনিত হয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না ওদের।

এমন সময় মাথায় একটা জোর আঘাত পেয়ে পথেই লুটিয়ে পড়ল বাবলু।

অনেক পরে যখন ওর জ্ঞান ফিরল তখন দেখল এক বিশাল গুহার মধ্যে ভয়ংকরী এক দেবীমূর্তির সামনে শুয়ে আছে সে। হাত-পা কোনও কিছুই বাঁধা ছিল না। আর গুহার বাইবে মশাল জ্বেলে অর্ধনগ্ন কিছু নারীপুরুষ পরস্পরকে ধরাধরি করে উদ্দাম নৃত্য করছে। বিচিত্র সব অঙ্গাভরণের জন্য, গালে, মুখে, কপালে চিত্রবিচিত্র করায় কী ভয়াবহই না লাগছে ওদের! সামনে একটি হাড়িকাঠও পোঁতা আছে। সর্বনাশ! ওরা কি বলি দেবে ওকে? ভয়ে বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে জল হয়ে গেল। এই গুহার ভেতর থেকে কী কবে যে ওদের হাত থেকে মুক্তি পাবে তাই ভেবেই অস্থির হযে উঠল ও। তবু বিপদে সাহস এবং ধৈর্যহারা কখনও হয় না সে। পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখতে গিয়েই চমকে উঠল। না, সেটা তো নেই। স্কুটার থেকে নামার সময় হাতেই ছিল সেটা। মাথায় আঘাত পেতেই সম্ভবত খসে পড়েছে হাত থেকে। বাঁচার আশা যেটুকু ছিল মনের মধ্যে, তাও ক্ষীণ হয়ে গেল এবার। পঞ্চু নেই, পিস্তল নেই। এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর কিছু কি হতে পারে?

তবুও পালানোর জন্য শেষ চেষ্টা একবাব ওকে কবে দেখতেই হবে। তাই একটু একটু করে অন্ধকাবে গুহার দেওয়ালের দিকে সরে যেতে লাগল ও। বুনোরা তখন নেশার ঘোরে নেচে চলেছে। সে কী উদ্দাম নাচ! যেন শত শত নাগ-নাগিণী ফণা তুলে নাচছে। মেয়েরা হিস হিস করছে। ছেলেরা গাইছে, "এহেঃ এহেঃ এহেঃ এহেঃ, রেহেঃ রেহেঃ এহেঃ এহেঃ।" একটানা একই সুরের বন্যতা। দেখতেও ভাল লাগছে। বাবলু বুঝল, বন্যেরা সত্যই বনে সুন্দব।

এমন সময় হঠাৎই দেখতে পেল অন্ধকারে ঝোপের আড়াল থেকে একটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। বাবলু আরও তীক্ষ্ণ চোখে সেইদিকে তাকাতেই দেখল একটা মুখ। ওই—ওই তো পঞ্চু। বাবলু ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই অন্ধকার গায়ে মেখে এক-পা এক-পা কবে কাছে এল পঞ্চু। বাবলুর পিস্তলটা মুখে ছিল ওর। সেটা নামিয়ে রাখতেই বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে অন্ধকারে মিশে খুব সন্তর্পণে আরও গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সেই 'এহেঃ এহেঃ' গানের সুরও মিলিয়ে আসতে লাগল একসময়।

সেই অন্ধকারে কিছুটা পথ আসার পরই বাবলু দেখল এই পাহাড়ি পথের একটু উচ্চস্থান থেকে কে যেন একটা লণ্ঠন দুলিয়ে কীসের যেন সংকেত দিচ্ছে ওকে। বাবলু থমকে দাঁড়াল সেই আলোটা লক্ষ্য করে। কে ও? কী বলতে চায়?

এমন সময় হঠাৎ একটি কোমল কণ্ঠস্বর কানে এল ওর, "যদি বাঁচতে চাও তাড়াতাড়ি চলে এসো। না হলে ভালুকের হাতে প্রাণটা খোয়াবে।"

বাবলু সেই আলো লক্ষ্য করে ওপরে উঠেই দেখল ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং। পরিষ্কার মুখ-চোখ। স্বাস্থ্যে-সম্পদে যেন ঝলমল করছে। বাবলু বলল, "কে তুমি?"

হাসিমুখে মেয়েটি বলল, "আমার নাম মালা। বনমালা আমি। অরণ্যদুহিতা। এতক্ষণ ওদের নাচ-গান দেখছিলাম আর তোমার পরিণতি যে কী হবে তাই ভেবে দুঃখ পাচ্ছিলাম। তুমি যে কী করে ওখান থেকে বেরিয়ে এলে তা আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না। যাক, খুব বরাতজোর যে, বেঁচে গেছ!"

বাবলু বলল, "এরা কি নরখাদক?"

"আরে না, না। অত্যন্ত শান্ত, ভীরু ও নিরীহ আদিবাসী এরা। তবে কিনা এই শিবরাত্রির কোটালে মাঝেমধ্যে এদের মনে অন্ধ সংস্কার জেগে ওঠে। তখনই হঠাৎ করে এইরকম নারকীয় কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। আসলে সভ্যতার আলো আজ এতদিনেও এখানে এসে পৌঁছয়নি।

মালা সেই লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে একটি কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল ওকে। বলল, "আশা করি গরিব মানুষদের ঘরে রাত কাটাতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।"

বাবলু বলল, "কী যে বলো, এই মহারণ্যে পথঘাট চিনি না, কোথায় বলতে কোথায় চলে যেতাম। হয় বাঘে খেত, না হয় ভালুকে আঁচড়াত। তুমি যে কী উপকার করলে আমার! কিন্তু ঘরে তুমি একা কেন? আর কেউ নেই?"

"না। আমার বাবা গুপ্তেশ্বরের মেলায় গেছেন দোকান দিতে। আমি তাই একা আছি।"

"তোমার মা?"

"কিছুদিন আগে উনি গত হয়েছেন।"

এক জায়গায় বাবলুর ঘুমোবার মতো একটু ব্যবস্থা করে মালা বলল, "তোমার খুব খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়। রুটি আছে। পালম শাক ভাজা দিয়ে দু'জনে খেয়ে নিই এসো।"

বাবলু বলল, "দু'জনে নয়। আরও একজন আছে। আমার এই আদরের কুকুর পঞ্চু।"

মালা বলল, "ও হ্যাঁ, তাই তো!" বলে খাবার ভাগ করতে বসল।

বাবলু বলল, "ওরা এই রাতদুপুরে আমার খোঁজে তোমার কাছে আসবে না তো?"

"না, না। তা আসবে না।"

"আচ্ছা, ওখানে গুহার ভেতরে ওই যে দেবীমূর্তি দেখলাম, উনি কোন দেবী?"

"উনিই তো রাবণের বোন শূর্পণখা। এখানকার অরণ্যবাসীরা দারুণ মান্য করে ওঁকে। ওরা তো ওঁরই বংশধর। তাই দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া সবকিছুই বলি দেয় ওরা। তারপর মাথায় যদি কারও মানত চাপে তখনই অন্ধ সংস্কারের বশে খারাপ কিছু করে ফেলে। আজ তোমার কপালে দুঃখ ছিল, তাই—। যাক, খুব বেঁচে গেছ এ-যাত্রা।"

"আর বলতে হবে না। রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার।"

খেতে খেতেই কথা হতে লাগল। এই পাহাড়ে জঙ্গলে এইরকম একটি আরণ্যক পরিবেশে পালম শাক ভাজা দিয়ে রুটি খেতে কী ভাল যে লাগল বাবলুর, তা ও-ই জানে।

একসময় বাবলু বলল, "তোমরা এখানে কতদিন আছ?"

"আমার জন্মই তো এখানে। কালীমেলার স্কুলে আমি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছি। আমাদের বাড়ি ছিল ফরিদপুরে। আমার মা-বাবা একসময় বাস্তুহারা হয়ে সেখান থেকে এই দেশে আসেন। তারপর এখানে আশ্রয় নেন। কিন্তু তুমি কী করে এদের খপ্পরে পড়ে গেলে?"

বাবলু তখন সব বলল। সব শুনে মালা বলল, "সে কী! উত্তরাকে পেলে না তা হলে?"

বাবলু দুঃখের সঙ্গে বলল, "না।"

"কাল সকালে একবার গিয়ে দেখতে হবে তো।"

"আবার আমি ওই অরণ্যবাসীদের খপ্পরে পড়ে যাব না তো?"

"যাতে না পড়ো সেই ব্যবস্থাই করব।"

বাবলু খাওয়া শেষ করে মুখ-হাত ধুয়ে বলল, "আর-একটা কাজ তোমাকে করতে হবে যে?"

"কী কাজ বলো?"

"গন্ডারের নাম শুনেছ? ইউনিকর্ন? যাকে এখানকার 'মাফিয়া কিং' বলা হয়? ওই শয়তানটার ডেরা কোনখানে, আমাকে একবার চিনিয়ে দিতে পারো?"

মালা বলল, "অসম্ভব! সে অতি ভয়ংকর জায়গা। কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি করবেটা কী? তোমরা কি সোনার খোঁজে এখানে এসেছিলে?"

বাবলু তখন ফার্নান্ডেজ হাউসের পুরো ইতিহাস শুনিয়ে দিল মালাকে। সব শুনে মালা বলল, "যাদের খোঁজে তোমরা এখানে এসেছ তারা এখনও বেঁচে আছে। ডোনা আর বনিকে আমি দেখেছি। আমি জানি তারা কোথায়। কিন্তু যে জায়গায় তারা আছে সেখান থেকে পালিয়ে আসা তাদের পক্ষেও যেমন কঠিন, তেমনই সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনাও তোমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।"

"কিন্তু তুমি যদি আমার পাশে থাকো তা হলে সেই অসম্ভব নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।"

"হবে না। ওরা যেখানে আছে সেখানে একমাত্র রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো ছাড়া কারও প্রবেশের অধিকার নেই।"

"কোথায় সেই জায়গা?"

"এখান থেকেও দু'-তিন মাইল দূরে ডুমার উপত্যকায়।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "তুমি কি আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারো না?"

"পারি। কিন্তু ওখানে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। দু'পাশে তুঙ্গ পাহাড়। তারই মধ্যিখান দিয়ে দম-আটকানো খাড়াই বেয়ে পাহাড়ের উচ্চস্থানে উঠতে হবে। সেখানে প্রকৃতি-সৃষ্ট একটি বিশাল গুহা আছে। সেই গুহার ছাদ নেই। ঝিনুকের খোলার মতো দু'পাশে দুটি দেওয়াল আছে শুধু। সেই জায়গাটা পার হয়ে গেলে তবেই অনেক নীচে ওদের ঘাঁটি নজরে আসবে। কিন্তু পাহাড়ের ওই অংশে গেলেই চোখে পড়ে যাবে ওদের। কেন না আশপাশের পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ থেকে দেখতে পাওয়া যায় জায়গাটা। যেহেতু সোনা নিয়ে কাজকারবার, তাই সকলের কড়া নজর থাকে ওইদিকে।"

"তুমি কি ওই জায়গাটা পেরিয়ে কখনও গেছ?"

"না গেলে বলছি কী করে? আমাকে ওরা সবাই চেনে। আসলে আরণ্যকদের ওরা কিছু বলে না। আমি একবার অরণ্যবাসীদের সঙ্গে ভেড়া কিনতে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। তখনই দেখেছি ডোনা আর বনিকে। দিনতিনেক আগেও একবার ফুল তুলতে ওই পাহাড়ে গিয়েছিলাম। দূর থেকে তখনও দেখেছি।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "তুমি আমায় দূর থেকেই জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ো, তা হলেই হবে। আমি ঠিক কায়দা করে পৌঁছে যাব ওদের কাছে।"

মালা সমানে ঘাড় নেড়ে বলল, "না, না, না, না। এইভাবে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না বন্ধু। আসলে ওইখানকার প্রাকৃতিক অবস্থানটা আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। তাই তুমি এই কথা বলছ।"

বাবলু একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আরণ্যকরা ওখানে যায় না?"

"আমিও তো যাই। কিন্তু তোমার এই মিষ্টি চেহারা তুমি ঢাকবে কী করে? তুমি গেলেই যে সন্দেহ করবে ওরা! তা ছাড়া একা আমিও সাহস করে ডুমারের উপত্যকায় নামিনি কখনও। সেই যা একবার গিয়েছিলাম ভেড়া কিনতে।"

বাবলু বলল, "শোনো, আমি এই পোশাকে এইভাবে যাব না। সারা গায়ে কালিঝুলি মেখে আদিবাসী ছেলেদের মতো হয়েই যাব। বনফুলের মালা গলায় পরে লতাপাতা জড়িয়ে এমনভাবে যাব যে, আমাকেও ওরা বুনো ছাড়া অন্যকিছু ভাববে না।"

মালা হেসে বলল, "তুমি যখন একান্তই যাবে তখন আর তোমাকে ধরে রাখতে পারব না। অনেক রাত হয়েছে, এবার একটু লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে ঘুমোও। না হলে ভোরে উঠতে পারবে না কাল।"

বাবলু আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে, মালার ডাকে।

ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে মালার তৈরি ভেলিগুড়ের চা খেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল ওরা।

মালা বলল, "প্যান্ট জামা ছাড়তে হবে না। একটু গুটিয়ে নাও শুধু। আমার একটা পুরনো কালো কোট আছে সেটা গায়ে দিয়ে এই মুখোশটা পরে নাও।"

বাবলু বলল, "কীসের মুখোশ এটা?"

"আরণ্যকরা ওদের পরবের সময় পরে। মালকানগিরির হাটেও এগুলো বিক্রি হয় পরবের সময়। রাক্ষসের মুখ। আমি একটা সংগ্রহে রেখেছিলাম।"

"কী ভাল কাজ যে করেছিলে তুমি! এই মুখোশই এখন আমার রক্ষাকবচ।"

বাবলু দু'মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। তারপর হাত পায়ের নিম্নাংশে একটু করে ভুসো কালি মেখে পিস্তলটা যথাস্থানে গুঁজে পঞ্চুকে বলল, "চল।"

ভোরের আবছা অন্ধকারে মালার নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল বাবলু। এই মহারণ্যে এই সময়টাও বিপজ্জনক। তবুও ওরা একটু ঝুঁকি নিয়েই পথে বের হল। দু'পাশে প্রেতের মতো কালো কালো বিশাল পর্বত। তারই গভীর গোপনে দুর্গম গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে পথ চলতে দম যেন বন্ধ হয়ে এল। পথ এখানে নেই বললেই হয়! শুধুই খাড়াই বেয়ে এবড়োখেবড়ো পাথরে পা রেখে ওপরে ওঠা। ওদের মতো হাতে একটা বল্লমও নিয়েছে বাবলু। তাতেই ভর দিয়ে মাঝে মাঝে ওপরে উঠছে। মালার হাতে তির-ধনুক। যেন শিকারে বেরিয়েছে ওরা। সঙ্গে পঞ্চু তো আছেই।

খানিক যাওয়ার পরই একটি শীতল জলের ঝরনা পার হতে হল ওদের। তারপর আরও কষ্ট করে খানিক ওপরে ওঠার পর মনে হল যেন একটা সমতলে এসে হাজির হয়েছে ওরা। সেখানে ছাদহীন বিশাল এক গুহা। সামনে এবং পেছনে দৃশ্য। দু'পাশে আড়াল। যেন কয়েকশো ফুট উঁচু সামুদ্রিক ঝিনুক একটা জাদুর প্রভাবে ফসিল হয়ে গেছে। মাথার ওপরে সুনীল আকাশ। নীচে ঝোপঝাড়, সবুজের সমারোহ আর

নানা রঙের ফুলের বন। মালা তো ফুলে ফুলে সাজিয়ে নিল নিজেকে। লতা কাঠির বুনোনে মালা গেঁথে বাবলুকেও সাজিয়ে দিল অরণ্যচারীদের মতো। এই মুহূর্তে বাবলুর মনে হল, হায় রে! প্রকৃতির এই বিস্ময়ে ওর বন্ধুরাও যদি থাকত, তা হলে কী ভালই না হত।

তখন সোনালি রোদের ছ'টায় ঝলমল করছে চারদিক।

মালা বলল, "ওই দূরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। পাহাড়ে পাহাড়ে আদিবাসীরা কেমন জেগে উঠেছে। কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে আমাদের। শুধু তোমার এই পোশাকের জন্যই সন্দেহ করছে না কেউ।" বলে বাবলুর হাত ধরে এক জায়গায় একটু আড়াল থেকে ফাটলের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে তাকাতে বলে বলল, "ওই দ্যাখো ডিমারের উপত্যকা। কী শান্ত সুন্দর গ্রাম। কিন্তু কী বিপজ্জনক। ওই গ্রামই ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গ।"

বাবলু বলল, "সত্যই তো! অনেক নিচুতে গ্রাম। ওখানে আমরা পৌঁছব কী করে?"

"রাস্তা আছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সহজেই নামা যাবে। কিন্তু অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে ওটা দুষ্কর। একেবারে বাঁশির চড়াই যাকে বলে।"

বাবলু আক্ষেপ করে বলল, "বাইনোকুলারটা সঙ্গেই ছিল কিন্তু সেটা বন্ধুদের কাছে রয়ে গেছে। ক্যামেরাও ছিল, তাও রয়ে গেছে ওদের কাছে। সত্যি, কী আপশোশ যে হচ্ছে!"

এমন সময় হঠাৎই উল্লসিত হয়ে উঠল মালা। বলল, "ওই, ওই দ্যাখো, তোমাব শিশু বনি কেমন একটা ভেড়ার পিঠে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর তার পাশেই যে সুন্দবী মহিলাকে দেখতে পাচ্ছ তাকে আশা করি চিনতে ভুল হচ্ছে না?"

"না। উনিই ডোনা। ডোনা ফার্নান্ডেজ।"

বাবলুর মন আনন্দে ভরে উঠল। এত দূরে এই দুর্গমে নিয়ে আসার পরও ভগবান কি ওকে বিমুখ করবেন! এরপরও যদি ওদের না নিয়ে ফিরে যেতে হয় তা হলে তার চেয়ে দুঃখের আর কী-ই বা হতে পারে?

বাবলু বলল, "মালা, তুমি কি কোনওরকমে একবার ডোনার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারো না?"

"তাতে লাভ?"

"তুমি গিয়ে ওকে বলবে তার এক ভাই এসেছে তাকে আর তার ছেলেকে এই শত্রুপুরী থেকে উদ্ধাব করে নিয়ে যাবে বলে। অতএব মানসিকভাবে সে যেন প্রস্তুত থাকে। দিনের আলোয় যদি সম্ভব না হয় তা হলে রাতের অন্ধকারে ও নিয়ে যাবে। আজকের রাত যেন তার কাছে নিদ্রাবিহীন রাত হয়।"

মালা বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে কিনা রাবণের চেরির মতো ওকে ওরা যেভাবে ঘিরে আছে তাতে ওর কাছে যাওয়াই মুশকিল। তাব ওপরে কিছু বলতে গেলেই তো কানখাড়া করে ছুটে আসবে।"

"আসুক না! ক্ষতি কী? ওরা তো তোমার ভাষা বুঝবে না। তুমি পরিষ্কার বাংলায় খুব সহজভাবে কথা বলবে। ডোনা বাংলা জানে। ফার্নান্ডেজ পরিবারে থেকে বাংলাতেই কথা বলে সাধারণত। ওকে এও জানিয়ে দিয়ো মাইক এখনও জীবিত।"

মালা বলল, "বেশ, আমি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে থেকো ঝোপঝাড়ে।"

বাবলু বলল, "আমার এই পঞ্চুকে কি তোমার সঙ্গে দেব?"

"কোনও প্রয়োজন নেই।"

"আছে। ও সঙ্গে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, আর সেও চিনে আসবে ওদের মা-ছেলেকে।"

"কিন্তু তোমার কোনও বিপদ হলে?"

বাবলু তখন পিস্তলটা বের করে দেখাল ওকে।

পিস্তল দেখেই শিউরে উঠল মালা। বলল, "মাগো!" তারপর আর দেরি না করে তির-কাঁড় হাতে নিয়ে শিকারির মতো ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী বেয়ে নীচে নামতে লাগল। সঙ্গে রইল পঞ্চু। যে কিনা একেবারেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

বাবলু এবার বেশ বড়সড় একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পূর্ব আর পশ্চিমের আসা-যাওয়ার পথের দিকে নজর রাখতে লাগল। মালার সঙ্গে ও যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকটা পূর্ব। সেইদিক থেকে সূর্যের সোনালি রোদের ছ'টা ফোকাসের মতো এই গুহার ভিতর দিয়ে ডিমারের উপত্যকায় গিয়ে পড়ছে।

যেন রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে এখানে। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কথা মনে পড়ল ওর। ওরা এখন কী করছে কে জানে? নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে নেই। পুলিশে খবর দিয়ে এতক্ষণে হয়তো একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে সেই দুর্ঘটনাস্থলের কাছে এসেছে। সেখানে এসে ওই খাদের গায়ে হেলে থাকা গাড়ি আর স্কুটারটা দেখে কী ভাবছে কে জানে? আর উত্তরা? ও যদি সত্যিই খাদে পড়ে তাকে তা হলে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই নেই। ডোনা আর বনিকে উদ্ধার করলেও আর একটা আক্ষেপ থেকেই যাবে।

হঠাৎ কাদের যেন পদশব্দ শুনতে পেল বাবলু। এবারে আর বসে থাকা নয়। ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে কানদুটো খাড়া করে রইল, দেখল দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার বন্দুকধারী পুবের পথ দিয়ে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে থমকে দাঁড়াল। তারপর একটু হাঁফ ছেড়ে জায়গাটার মাঝামাঝি এসে বসে পড়ল ঘন সবুজ ঘাসের ওপর। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্যই বোধ হয় সিগারেট ধরাল তারা।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন বলল, "আজ কোনখানে পাথর কাটা হবে গন্ডার বলেছে কিছু?"

"বলেছে তো মাকড়ুমা পেরিয়ে ব্রহ্মগিরির দিকে যাবে। শবর নদীর ধার পর্যন্ত অনেক স্বর্ণশিরা নাকি চোখে পড়েছে।"

"এদিকে রেণুর খবর জানিস? অ্যারেস্ট হয়েছে লোকটা।"

"তার চেয়েও সাংঘাতিক খবর আছে আমার কাছে। ওর দলের লোকরা কাল রাতে ওই ছেলেমেয়েগুলোর ভেতর থেকে একটাকে নিয়ে পালিয়ে আসছিল। আর ওদের ওই পাজি কুকুরটা করেছে কী, গাড়িতে উঠে এমন আঁচড়কামড় লাগিয়েছে যে, কেউ চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছে, কেউ ঝুলে পড়েছে গাছের ডাল ধরে। আর বাকিরা টাল সামলাতে না পারায় গাড়িটা খাদের কাছে এসে কাত হয়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, গাড়িটা রক্ষা পেল কিন্তু জখম হল সবাই।"

"মরেছে ক'জন?"

"তা বলতে পারব না। তবে চার-পাঁচজন উঠে এসেছে কোনওরকমে। ওদেরই একজনের মুখে শুনলাম ফার্নান্ডেজ হাউসের সমস্ত সোনা বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরকে দিয়ে লুট করিয়ে ওদের মেরে সব জিনিস নাকি একা গন্ডারই পাচার করেছে দেবগিরিতে।"

"এটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করল ও।"

"এর ফল ওকে ভুগতে হবে। রেণুর লোকেরা ছাড়বে না ওকে।"

"আমরাও ছাড়ব না। জান লড়াব আমরা আর মধু খাবেন একা উনি, তাই কখনও হয়। ওর ওই একটিমাত্র চোখও যদি আমি উপড়ে না নিই তো আমার নাম বটুক নয়। সবচেয়ে বড় কথা, ডোনাকে আর ওই দুধের বাচ্চাটাকে তিনমাস ধরে এখানে আটকে রাখার কোনও মানে হয়? মতলবটা কী ওর? ডোনাকে বিয়ে করবে?"

"আরে না, না। অত কাঁচা কাজ গন্ডারের নয়। মতলব ওর দুটো। এক, ডোনাকে আটকে রেখে মাইককে জব্দ করা। দুই, ডোনা তো সার্কাস পার্টির মেয়ে, তাই ওর ছেলেটাকে আটকে রেখে ওকে বাধ্য করাবে আবার নতুন করে খেলা দেখাতে। বাইরের দেশের এক সার্কাস দলের সঙ্গে এই মর্মে কথাও নাকি হয়ে গেছে।"

"মেয়েটা এখান থেকে পালাবারও অনেক চেষ্টা করেছিল।"

"করলে কী হবে? বুনো আর বুটোর নজর এড়িয়ে যাবে কোথায়? একবার তো ধরা পড়ে কী কাণ্ড! ওর চোখের সামনেই ছেলেটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল ওরা।"

লোক দু'জন সিগারেট খাওয়া শেষ করে আর বসে না থেকে ডিমারের উপত্যকায় নেমে গেল।

বাবলু তখন আত্মপ্রকাশ করে আবার গেল সেই ফাটলটার কাছে। কিন্তু ডিমারের উপত্যকায় অরণ্যবাসীদের ভিড়ে ডোনা, বনি, পঞ্চু, মালা কাউকেই তো দেখতে পেল না। যাদের দেখতে পেল তারাও সব মানুষ না অন্য কিছু তা ভেবে পেল না। নারীপুরুষ সকলেরই বিচিত্র পোশাক আর কী গয়না পরার ধুম! কানে, মাথায়, নাকে, হাতে, এমনকী পায়েও তার ব্যতিক্রম নেই। আর সেইসঙ্গে চুরুটের মতো কীসব যেন মুখে দিয়ে টানছে। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বাবলুর বুক। তবে কি ওরা ওদের খপ্পরে পড়ে গেল? সর্বনাশ। তা যদি হয় তা হলে তো পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল এবার।

অনেক—অনেক পরেও ওরা যখন ফিরে এল না, বাবলুর মন তখন খুবই খারাপ হয়ে গেল। এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়। বাবলু আর ঠিক রাখতে পারল না নিজেকে। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে 'যা

আছে কপালে' ভেবে ডিমারের উপত্যকায় নামার জন্য এগোল। এমন সময় হঠাৎ একদল নানা বয়সের অরণ্যচারীকে গুহাপথ ধরে ডিমারের উপত্যকার দিকে যেতে দেখেই সুযোগটাকে আর হাতছাড়া করল না। ওদের দলে ভিড়ে সকলের পেছনে থেকেই যেতে লাগল ওদের সঙ্গে। ঝাঁকের কই যেমন ঝাঁকে মেশে ঠিক সেইভাবেই মিশে গেল।

উপত্যকায় পৌঁছে সোনা-কাটরাদের গ্রামে ঢুকেই মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। কী চমৎকার, শান্ত সুন্দর গ্রাম। চেহারায় বিকট হলেও দেখলেই মনে হয় খুবই নিরীহ ওরা। কয়েকজন মাফিয়া এসে এদের মিসগাইড করে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়ে কী দারুণ মুনাফাই না লুটছে! এরা যদি ঘুণাক্ষরেও এদের প্রতারণা একবার টের পেত তা হলে কবেই এদের শেষ করে দিত এরা!

যাই হোক, পল্লীর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই এক জায়গায় হাতে একটা হ্যাঁচকা টান পেয়ে দলছুট হল বাবলু। মনে হল, জোর করে কেউ যেন পেছনদিক থেকে টেনে নিল ওকে। তারপর একটা ঘরে ঢুকিয়ে ওর মুখোশ খুলে দিতেই বাবলু সবিস্ময়ে দেখল ওর দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে এক পরমাসুন্দরী।

বাবলু বলল, "সিস্টার ডোনা, আপনি?"

ডোনা হেসে বলল, "মাই সুইট ব্রাদার, একটু আগে মালার মুখে সব শুনেছি আমি। তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।"

"কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

"তোমার মুখোশ দেখে। ওই অরণ্যবাসীদের মধ্যে একমাত্র তুমিই মুখোশ পরে আছ। তা ছাড়া তোমার হাঁটাচলা, পোশাক, হাত-পায়ের কালি এসব তো অরণ্যবাসীদের মতো নয়।"

বাবলু বলল, "বনিকে আর আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাব বলেই আমরা এসেছি। বৃদ্ধ ফার্নান্ডেজ আপনাদের আশায় আজও পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনার মাইকও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনাকে।"

ডোনার ঠোঁটের কোণে এবার একটু অন্যরকমের হাসি দেখা দিল। বলল, "যে যেখানে আছে সুখে থাকুক। তবে আর আমি ওদের কারও নই। ওই মাফিয়া পরিবারের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কের শেষ।"

"সে কী! মাইক আপনার স্বামী। আপনি—।"

"আই হেট হিম। একজন ক্রিমিনাল কখনও আমার মতো মেয়ের কেউ হতে পারে না। বনির দুর্ভাগ্য এই যে, ওইরকম একজন তার বাবা। তুমি যদি এদের এই চক্র থেকে আমাকে বের করে নিয়ে যেতে পারো তা হলে তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। বনিকে আমি মুখে কাপড় বেঁধে আপেলের ঝুড়িতে বসিয়ে মালার হাত দিয়ে পাচার করেছি। আপাতত ও বাঁচুক। এখন আমি যে কীভাবে এখান থেকে বেরোব কিছুতেই তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"আপনার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মালাকে তো আমি দেখলাম না। কোথায় সে? আর আমার কুকুরটা?"

"ওরা শবর নদীর পাশ দিয়ে আরও একটু দুর্গম পথে রওনা হয়েছে আলতামিরার দিকে। সেখান থেকে খারকোণ্ডা, ব্রহ্মগিরি হয়ে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওদের গ্রামে। কুকুরটাও সঙ্গে গেছে ওর।"

"সর্বনাশ! আজ ব্রহ্মগিরিতেই সে সোনা খোঁজার কাজ ওদের। তা ছাড়া মালা কি ওই পথের সন্ধান জানে?"

"না। তবে আলতামিরায় গেলে জেনে যাবে।"

"আমি এদিকে হানটান করছি।"

"জানি। কিন্তু বনিকে পাচার করার এমন চমৎকার সুযোগ যে আর পেতাম না ভাই!"

ওদের কথার মধ্যেই দেখা গেল শিশু বনিকে বুকে নিয়ে সত্যিকারের একটা দানবই যেন ঢুকে এল ঘরের ভেতর। সেই দানবটার কী বীভৎস চেহারা! তার একটা চোখ ঠুলি দিয়ে ঢাকা আর একটা চোখে হিংসার আগুন। কোনও মানুষের নয়, যেন একটা বাঘেরই চোখ সেটা। দানবটা বলল, "মিসেস ডোনা ফার্নান্ডেজ, আর তোমার বনিকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। আজ রাতে আমি নিজের হাতে কংসের মতো নৃশংস হয়ে বধ করব তোমার এই শিশুকে।"

ডোনা সেই দানবের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল, "আর কখনও আমি এই ভুল করব না ইউনিকর্ন, আমার বনিকে তুমি ফিরিয়ে দাও। এইবারের মতো তুমি ক্ষমা করো আমাকে।"

গর্জে উঠল গভার, "না, আর তা সম্ভব নয়। তোমার চোখের সামনেই তোমার এই শিশু আজ বধ হবে।" বলেই আবার হাঁক দিল, "ব্রুনো! ব্রুটো! কাম হিয়ার।"

নেপালিদের মতো খর্বাকৃতি লালমুখো দুটো শয়তান এবার ছুটে এল ঘরের ভেতর।

ইউনিকর্ন বাবলুকে দেখিয়ে বলল, "ওই শয়তানটাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যা।"

ব্রুনো আর ব্রুটো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে এল বাবলুর দিকে। বাবলু বুঝল এখানে ওর কোনও চালাকিই খাটবে না। তাই অসহায়ভাবে ওদের হাতে নিজেকে ধরা দিতে বাধ্য হল।

ওরা ওকে টানতে টানতে নিয়ে এসে গ্রামের মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চে, বোধহয় ফাঁসির মঞ্চই হবে, সেখানে দু'হাতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। ওর পাশে ঠিক একই রকমভাবে আরও একজন ঝুলছিল। সে হল মালা।

মালার চোখে জল। বলল, "তোমাকে কত করে বারণ করেছিলাম, তুমি তো শুনলে না। এখন কী হবে বলো তো?"

বাবলু বলল, "বিপদে ধৈর্য হারিয়ো না মালা। কাল রাতের কথাটা একবার চিন্তা করো দেখি, কীভাবে ওদের খপ্পর থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম, তা ভুলে যাওনি নিশ্চয়। যাক, পঞ্চু কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?"

"তাকে একটা নাইলনের জালে জড়িয়ে রেখেছে ওরা।"

বাবলু আক্ষেপ করে বলল, "ওঃ মাই গড। পঞ্চু ওই জালকে দারুণ ভয় পায়।"

মালা বলল, "এখন আর আক্ষেপ করে লাভ কী? শুধু তোমারই জন্য আমাদের এই বিপদ।"

ব্রুনো আর ব্রুটো তখন টানতে টানতে নিয়ে আসছে ডোনাকে। তারপর ওই একই মঞ্চে একটি খুঁটির সঙ্গে বেশটি করে বেঁধে ফেলল।

শিশু বনিকে বুকে নিয়ে ইউনিকর্নও এসে হাজির হল সেখানে। এসেই ভীষণ মূর্তি ধরে বলল, "চাবুক লাও।"

ব্রুনো আর ব্রুটো চাবুক এনে দিল। সেই চাবুক হাতে নিয়ে বনিকে একজনের কোলে দিয়ে ওদের তিনজনকে সে কী মার!

চাবুকের ঘা খেয়ে ছটফট করতে লাগল সকলে।

জ্বালায় জর্জরিত বাবলুর চোখেও জল। বলল, "ইউনিকর্ন, যতই তুমি আমাদের মারো, তুমি কিন্তু পার পাচ্ছ না। রেণুর লোকেরা এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে তোমাকে। এমনকী তোমার দলের লোকরাও বিগড়েছে এখন। তোমার মরণ ওদের হাতেই।"

ইউনিকর্ন হো হো করে হেসে বলল, "ওরে বালক, মানুষ মরণশীল। কাজেই মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। তা ছাড়া আমি মানুষ নই, দেবগিরি পর্বতের দানব আমি। আমার নাম গন্ডার। গন্ডারের মতোই শক্তিশালী আমি। বিধাতার সৃষ্টিতে আমি এক বিভীষিকা। একচক্ষু ইউনিকর্ন। আমার মৃত্যুভয় নেই।" বলে এক-পা এক-পা করে বাবলুর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো, এখানে কোনও মৃত্যুভয় দেখতে পাস কি না?"

বাবলু তখন ঝুলন্ত অবস্থাতেই পাদুটো উঁচিয়ে আচমকা ওর পেটে এমন একটা লাথি মারল যে, এক ঘায়েই কাত। মুখ দিয়ে 'কোঁক' করে একটা শব্দ বের করে দু'হাতে পেট চেপে সেইখানেই বসে পড়ল সে।

ঠিক সেই সময় প্রায় আট-দশজন বন্দুকধারী এসে ঘিরে ফেলল ওকে। বলল, "প্রতারক, এতদিনে তোমার যোগ্য শাস্তি তুমি পেয়েছ। ফার্নান্ডেজ হাউস লুঠ করে অত সোনা দেবগিরিতে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তুমি?"

"কে বলেছে এইসব কথা? সব মিথ্যে, সব বানানো।"

"দেবগিরিতে তুমি যাওনি?"

"গিয়েছিলাম। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।"

"বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরের খুন হওয়ার কথাও কি তা হলে মিথ্যে? এও কি বানানো বলতে চাও?"

"না। এমন কথা আমি বলি না। ওরা মরেছে ঠিকই, তবে আমার হাতে নয়।"

"তুমি ধরা পড়ে গেছ ইউনিকর্ন। আমাদের হাত থেকে আর তোমার পরিত্রাণ নেই। আজই তোমার খেলা শেষ।"

এই নাটকীয় মুহূর্তে তখন ব্রুনো আর ব্রুটোর নির্দেশে অসংখ্য অরণ্যচারী এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের। ওরা অরণ্যচারীদের দিকে বন্দুক তাগ করে বলল, "খবরদার! এক-পা এগোবে না কেউ। এগোলেই গুলি করব।"

বন্দুকের ভয় দেখাতে দারুণ খেপে গেল অরণ্যবাসীরা। ওরা কিছু করার আগেই আশপাশ থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রত্যেকের হাত থেকে কেড়ে নিল বন্দুকগুলো। তারপর সেগুলো ফেলে রাখল একপাশে।

ইউনিকর্ন বলল, "এই বিদ্রোহীদের বেঁধে ফ্যাল।"

ব্রুনো আর ব্রুটোর চেষ্টায় বন্দুকধারী সবাই বন্দি হল।

ইউনিকর্ন নিজে এবার বন্দুক তাগ করল সকলের দিকে। সে কী ভয়ংকর দৃশ্য! ইউনিকর্ন একজনকে বলল, "এই, ভাল করে চিতা সাজা। বেশ বড় করে করবি। যাতে একসঙ্গে সব ক'টাকেই পুড়িয়ে মারা যায়।"

ব্রুনো আর ব্রুটোর চেষ্টায় কিছু সময়ের মধ্যেই বিশাল এক চিতা সাজানো হল। তারপর তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরাতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা।

ইউনিকর্ন তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। শিশু বনিকে যার কোলে দিয়েছিল তার কাছ থেকে নিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে গেল পৈশাচিক উল্লাসে।

সে-দৃশ্য দেখা যায় না। চিৎকার করে উঠল ডোনা, "বনি-ই-ই।"

ব্রুনো আর ব্রুটো গিয়ে শান্ত করল ইউনিকর্নকে। বলল, "থামুন বস। এই শিশুকে বধ করবার অনেক সময় পাবেন। কিন্তু ওই সাপের বাচ্চাটাকে আগে শেষ করুন। এই শয়তানটাই আপনার নামে মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে সকলের কাছে।"

ইউনিকর্ন বলল, "হ্যাঁ। তাই কর। এই সাপদুটোকে ফেলে দে অগ্নিকুণ্ডে।"

ব্রুনো আর ব্রুটো তখন আগুনে ফেলার জন্য বাবলু ও মালার বন্ধন মুক্ত করল। যেই না করা, বাবলু অমনই ওই দুই শয়তানের ঘাড় ধরে এমন মোচড় দিল যে, আর্তনাদ করে উঠল ওরা। তারপর জোরে একটা ধাক্কা দিতেই একেবারে অগ্নিকুণ্ডের পাশে। জ্বলন্ত চিতার সাজানো কাঠ তখন নাড়া পেয়ে ওদেরই ঘাড়ের ওপর পড়ল। সে কী চিৎকার তখন!

বাবলু ততক্ষণে ডোনার বাঁধন মুক্ত করেছে।

বিপদ বুঝে ইউনিকর্নও বনিকে নামিয়ে বন্দুক ধরেছে বাবলুর দিকে। ইউনিকর্নের চোখে হত্যার লালসা। বলল, "এইবার কোথায় যাবি বাছাধন? এইবার তোকে বাঁচাবে কে?"

বাবলু বলল, "এইবার আমিই আমাকে বাঁচাব।" বলেই মঞ্চ থেকে লাফিয়ে ওর পিস্তল টার্গেট করল ইউনিকর্নের দিকে, "ঢিসুম।"

আর্তনাদ করে উঠল ইউনিকর্ন। ওর হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল। গুলিটা ওর কাঁধেই লেগেছে বোধহয়। আর সেই মুহূর্তে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসতে দেখা গেল পঞ্চুকে। বীরবিক্রমে সে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ইউনিকর্নের ঘাড়ে। আর্তনাদ আর প্রাণান্ত চিৎকার। ইউনিকর্ন চিৎকার করে উঠল, "ওরে আমার চোখ গেল রে...। আমি অন্ধ হয়ে গে-লা-ম।"

এই চরম মুহূর্তে পঞ্চু কোথা থেকে এল? বাবলু দেখল মালাও তখন ছুটতে ছুটতে আসছে। অর্থাৎ ও-ই যে বন্ধনমুক্ত হয়ে সর্বাগ্রে জাল থেকে মুক্ত করেছে পঞ্চুকে, তা বেশ বোঝাই গেল। বাবলু তাই কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল মালার দিকে।

ডোনা তখন বনিকে বুকে নিয়ে মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিচ্ছে।

বাবলু আর সময় নষ্ট না করে সেই বিদ্রোহীদেরও বন্ধনমুক্ত করল।

মুক্তি পেয়ে ওরা যে যার বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে হাতে হাত মেলাল বাবলুর। পরক্ষণেই যেন ভূত দেখার মতো কিছু দেখে যে যেদিকে পারল পালাল।

ওরা দেখল কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ নেমে আসছে ডিমারের উপত্যকায়। বাবলুও দেখল। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "বিলু! ভোম্বল! আমি এখানে এ-এ।"

পঞ্চু তখন ইউনিকর্নের বুকে উঠে বসে আছে। সেখান থেকে সেও সাড়া দিল, "ভৌ। ভৌ-উ-উ-উ-উ-।"

দেখতে দেখতে ওরা সবাই কাছে এসে গেল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই। সেই গোপীনাথ ডাকুয়া নামের ছেলেটি, কয়েকজন আদিবাসী, এমনকী ওদের সঙ্গে উত্তরাও।

উত্তরা এখানে কীভাবে এল?

বাবলু বলল, "এ কী, তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে? তোমাকে খাদ থেকে উদ্ধার করল কে?"

উত্তরা অবাক হয়ে বলল, "খাদ? কী বলছ যা-তা? আমি আবার খাদে পড়লাম কখন? আমাকে নিয়ে পালিয়ে আসবার সময় পঞ্চু যখন ওদের সবাইকে আঁচড়ে-কামড়ে দিচ্ছিল আমি তখন চলন্ত গাড়ি থেকে পথের ধারে ঝুঁকে থাকা একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ি। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওখানে গিয়ে শুনি আমার খোঁজে তুমি গেছ।"

"সে কী! আমি যে ওদের ধাওয়া করে অতদূর গেলাম, কই, পথে তোমাকে কোথাও দেখতে পেলাম না তো?"

"আমি তোমাকে দেখেছি। কিন্তু মাঙ্কি-ক্যাপ থাকায় অন্ধকারে চিনতে পারিনি।"

বাবলু বলল, "যাক, ভালই হয়েছে। আমরা যে সবাই একসঙ্গে হতে পারলাম, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই নেই।" বলে বিলুকে বলল, "কিন্তু ডিমারের উপত্যকার পথ চিনে তোরা কী করে এলি বল?"

বিলু বলল, "তোরা দু'জনে চলে যাওয়ার পর মন তো আমাদের খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমরা থানায় খবর দিয়ে যখন তোদের জন্য হানটান করছি, তখনই উত্তরা এল। ইতিমধ্যে তোদের খোঁজে কয়েকজন পুলিশও চলে গেছে ওখানে। গিয়ে তোর ওই স্কুটার আর ওদের গাড়ির অবস্থা দেখে ব্যাপারটা দুর্ঘটনাই মনে করেছিল সকলে। ভেবেছিল সবাই তোরা শেষ হয়ে গেছিস। অতএব রাতে আর কিছু করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই সকালের জন্য অপেক্ষা করতে হল সকলকে। খুব ভোরে জেপুর থেকে আরও পুলিশ, পুলিশ অফিসাররা এলে আমরা সিংঘলজির ব্যবস্থাপনায় একটা আলাদা গাড়ি নিয়ে এখানে আসি। তারপর চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে এসে পড়ি আদিবাসীদের গ্রামে। ওরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও পুলিশকে খুব ভয় পায়। আমাদের এই পথের বন্ধু গোপীনাথ ওদের ভাষা বোঝে। ও আমাদের উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলতেই ওরা ইউনিকর্নের এই ঘাঁটিতে আসার পথ চিনিয়ে দেয় আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু তুই কী করে এখানে এলি, তা তো বললি না?"

বাবলু তখন মালাকে দেখিয়ে বলল, "এই মেয়েটার সাহায্যেই আমি এখানে আসতে পেরেছি। কাল রাতে দারুণ এক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর ও-ই আমাকে আশ্রয় দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা করে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই তখন অভিনন্দন জানাল মালাকে। তারপব বনিকে অনেক আদর করে ডোনাকে বলল, "আপনার বিপদের মেঘ এখন কেটে গেছে। এবার আপনি নির্ভয়ে ফার্নান্ডেজ হাউসে ফিরে যেতে পারেন। সেখানে আপনার জন্য—।"

বাধা দিয়ে ডোনা বলল, "ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার নেই। আমার যা বলবার তা আমি তোমাদের বাবলুকে আগেই বলেছি। এখন যত তাড়াতাড়ি পারো এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে এগিয়ে চলো।"

পুলিশের পদস্থ অফিসাররা তখন ইউনিকর্নকে অ্যারেস্ট করে জেরার পর জেরা করে চলেছেন। বাবলু বলল, "পারলে আপনারা ব্রহ্মগিরির দিকে এগিয়ে যান। ওখানে এখন সোনার খনি লুঠ হচ্ছে।"

অফিসারদের নির্দেশে একদল পুলিশ তখন আদিবাসীদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলল ব্রহ্মগিরির দিকে।

বাবলু বলল, "আপনারা কাজ করুন এবার, আমরা তা হলে আসি?"

পদস্থ অফিসাররা সবাই তখন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "বেস্ট অব লাক। সাবধানে যেয়ো তা হলে, কেমন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিজয়গর্বে এগিয়ে চলল। সবার আগে পঞ্চু। যেতে যেতে বাবলু মালাকে বলল, "ডিমারের উপত্যকার মতো তোমাকেও এবার ছেড়ে যাব আমরা। কিন্তু এত সহজে তোমাকে যে ছাড়তে মন চাইছে না আমার।"

মালা বেদনার সুরে বলল, "তা, কী আর করবে বলো?"

"করবার আছে বইকী! আজ আমরা সবাই গিয়ে মালকানগিরিতে বিশ্রাম নেব। তারপর কাল সকালে চলে যাব রামগিরি পর্বতমালার সেই স্ট্যালাকটাইট গুহায়। ওখানে শিবরাত্রির মেলা এখন জমে উঠেছে। তা ছাড়া তোমার বাবাও তো আছেন ওখানে। তোমাকে তাঁর কাছে রেখে আমরা নিশ্চিন্তে বিদায় নেব।"

বাবলুকে সমর্থন করে সবাই বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইরকমই হওয়া উচিত। মালাকে এখনই ছাড়া নয়!" বাবলু বলল, "সেইসঙ্গে সিস্টার ডোনাকেও অনুরোধ করব আমাদের সঙ্গে যেতে।"

ডোনা বলল, "আমি রাজি। তবে জানো তো, আমি একেবারেই মানিলেস। মেলা দেখার পর তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি গোয়ায় যাওয়ার একটু ব্যবস্থা করে দিয়ো। আর আমার এই গোয়ায় যাওয়ার ব্যাপারটা সকলের কাছেই গোপন রেখো তোমরা।"

বাবলু বলল, "আপনার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।"

বাবলু উত্তরার দিকে তাকাল। উত্তরা বাবলুর দিকে।

উত্তরা বলল, "এই বেশ হল, কী বলো? দরকার নেই আমার কমিশনের, দরকার নেই সিনেমায় নামার। আমার আশা তো পূর্ণ হয়েছে। কেন না এদের দু'জনের মুক্তিই আমি চেয়েছিলাম।"

ওরা তখন ডিমারের উপত্যকা পেরিয়ে সেই ছাদহীন গুহামুখে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখান থেকে শেষবারের মতো একবার উপত্যকার দিকে চোখ বুলিয়ে মালার নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল ওরা।

উত্তরা আর ওর মনের উচ্ছ্বাসকে চেপে রাখতে পাবল না। তাই আনন্দ-ঝরনার মতো কলকলিয়ে শূন্যে দু'হাত তুলে সোচ্চারে বলে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

বনি ছাড়া সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরবে।"

পঞ্চুও ওদের সুরে সুর মেলাল। অপার আনন্দে একটা ডিগবাজি খেয়েই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৩

চৌত্রিশ অভিযান

অবশেষে সর্বসম্মতভাবে ঠিক হল, পঞ্চুর জন্মদিন হবেই। সেবার হতে গিয়েও যা হতে পারল না, এবার তা না করলেই নয়! তবে কিনা দিনক্ষণ দেখেটেখে নয়, যে-কোনও একটা মনোমতো দিন নিজেরাই নির্বাচন করে বেশ ঘটা করেই হবে পঞ্চুর জন্মদিন।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মাথায় একবার কোনও একটা হুজুগ চেপে বসলে আর তাকে নামায় কে? বিশেষ করে ভোম্বলের জেদ সাংঘাতিক। সেবারেও এই প্রস্তাবটা ভোম্বলই রেখেছিল। এমনভাবে ঘটনার গতি সেবার মোড় নিল যে, ঘটনাপ্রবাহে ওরা একেবারে পৌঁছে গেল মুম্বইয়ের আরব সমুদ্রের উপকূলে। তারপর থেকে ওই চিন্তাভাবনা মাথা থেকে সরেই গিয়েছিল প্রায়। বসন্তের এই মেঘমুক্ত দুপুরে ভোম্বলের হঠাৎই মনে হল কথাটা। আর যেই না মনে হওয়া অমনই সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু, বিচ্ছু আর বিলুকে নিয়ে আচমকা বাবলুদের বাড়ি।

পঞ্চুর জন্মদিন। এতে তো না করবার কিছু নেই। বাবলুও তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেল। সে এক দারুণ হইহুল্লোড়ের ব্যাপার হল। কবে হবে, কখন হবে, কীভাবে হবে এইসবের পরিকল্পনাতেই মেতে উঠল সবাই।

বাবলুর মা ঘুমোচ্ছিলেন, শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসে বললেন, "কী ব্যাপার রে তোদের? হঠাৎ এমন দুপুরে মাতুনি শুরু করে দিলি কেন?"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর জন্মদিন।"

মা সবিস্ময়ে বললেন, "আবার!"

"আবার কী গো! সেবারে তো হতে হতেও হল না। তারপরে অনেক অভিযান করে ফেললাম আমরা। ওর ওই জন্মদিনের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

বিলু বলল, "আসলে ব্যাপার কী জানেন? একটা কিছু আর না করলেই নয়। বাবলুব জন্মদিন, আমাদের জন্মদিন, এসব তো ছোটখাটো আয়োজনের মধ্য দিয়েই হয়। কিন্তু বেশ বড় ধরনের একটা কিছু করবার ইচ্ছে আমাদের অনেকদিনের। আমরা কত লোকের বিয়েবাড়ি ইত্যাদিতে নেমন্তন্ন খেতে যাই, অথচ আমাদের কোনও দিদিটিদি নেই বলে কোনও বিয়েথা ইত্যাদি ব্যাপারস্যাপারগুলো আমাদের এখানে হয়ই না। আমাদেরও তো সাধ জাগে, এই বাড়ির সামনেই প্যান্ডেল বাঁধা হোক, লোকজন খাক।"

মা বললেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছিস?"

"না।"

"তা হলে এক কাজ কর। সামনের মাঘীপূর্ণিমাতেই পঞ্চুর জন্মদিনের আয়োজনটা কর।"

ভোম্বল বলল, "মাঘীপূর্ণিমায় কী করে হবে? এখনই তো ফাল্গুন মাস।"

মা হেসে বললেন, "তাতে কী? তিথির হেরফেরে এইরকমই হয়। বুদ্ধপূর্ণিমা হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠ মাসে, মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনে। এ-বছর ফাল্গুনেই মাঘীপূর্ণিমা। বাবলুর জন্মদিনও এই ফাল্গুনেই শুক্লা একাদশীতে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠল। বিচ্ছু বলল, "তা হলে ওইদিনই পঞ্চুর ব্যাপারটা হয়ে যাক না কেন?"

ভোম্বল বলল, "তা কী করে হয়? বাবলুর জন্মদিন তো তিথি ধরে হয় না, ২৫ ফাল্গুনই ওর ধরাবাঁধা দিন। অতএব ওইদিনের কোনও হেরফের নেই।"

বিলু বলল, "তা হলে ২৫ ফাল্গুনই হোক। ওই একই দিনে দু'জনের জন্মদিনটা হয়ে যাক তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "ওইসবের মধ্যে আমি নেই। ২৫ ফাল্গুন পঞ্চুর জন্মদিন পালন করা হলে ওকে কোনওমতেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারব না আমরা। কারণ, আদতে সেটা বাবলুর জন্মদিনই হয়ে যাবে।

পঞ্চুরটা হবে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এবং অন্যরকম। সেখানে লোকজনও যেমন খাবে তেমনই পঞ্চুর স্বজাতিরাও খাবে পাতা পেড়ে।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, পঞ্চুর জন্মদিন ওইরকমভাবেই পালন করা উচিত। দিনটা তা হলে কবে ঠিক হল?"

ভোম্বল বলল, "আপনি যে দিনের কথা বললেন। অর্থাৎ মাঘীপূর্ণিমার দিন।"

মা বললেন, "খুব ভাল হয় তা হলে। ওইদিন মধুপুরের গুরুদরবার থেকে আমার গুরুদেবেরও আসবার কথা। তাঁকে দিয়ে পঞ্চুর নামে সংকল্প করিয়ে একটু পুজোও করিয়ে নিতে পারব।"

বিলু বলল, "সেই ভাল।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এই কথাই রইল। তা বাবলু, তুই এমন চুপচাপ গুম হয়ে বসে আছিস কেন? একটু কিছু বল?"

বাবলু বলল, "আগে তোদেরটা শেষ হোক। শেষপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছস সেটা শুনি? তবে তো আমার মতামত জানাব।"

"দিন তো ঠিক হয়েই গেল। মাঘীপূর্ণিমার দিনই হবে।"

বাবলু মৃদু হেসে বলল, "দিন হিসেবে অতি উত্তম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মস্ত ঘটা করে পঞ্চুর জন্মদিন পালিত হোক, এও আমি চাই। তবে কিনা লোকজনকে নেমন্তন্ন করে ওইদিন যদি সত্যনারায়ণের শিন্নি খাইয়ে বিদায় দিতে চাস তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু মাছ-মাংসের ব্যাপার হলে অনেকেই ওইদিন খাবে না।"

সবাই আঁতকে উঠল এবার।

বাচ্চু বলল, "ঠিকই তো!"

ভোম্বল বলল, "তাই তো রে। ওই কথাটা একবারও ভেবে দেখিনি কেউ। আমার মা তো কিছুই খান না ওইদিন।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের মা উপোস না করলেও নিরামিষ ছাড়া খান না।"

বাবলুর মা বললেন, "ওমা, ওইদিন তো আমারও ওই একই অবস্থা। তার ওপর গুরুদেব যদি পায়ের ধুলো দেন তো...। না বাবা, তোরা শুক্লা একাদশীতেই দিনস্থির কর।"

বিচ্ছু বলল, "সেই ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে পাঁজি দেখে দিন ঠিক হল, ২২ ফাল্গুন শুক্লা একাদশীতেই হবে পঞ্চুকে ঘিরে পঞ্চু উৎসব।

কিন্তু কী আশ্চর্য! যাকে ঘিরে এত কাণ্ড সেই পঞ্চু কই? তার দেখা নেই কেন? গেল কোথায় সে?

বাবলু অনেক হাঁকডাক করল। ছাদে গেল। কিন্তু পঞ্চু সত্যিই বেপাত্তা।

বিলু বলল, "কোথায় গেল বল তো?"

মা বললেন, "খোঁজ, খোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন দল বেঁধে সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে। ওই একটিমাত্র জায়গা ছাড়া পঞ্চু আর কোথাও যায় না। যাবেও না। কিন্তু এই অসময়ে ও ওখানে কী করতে গেল? পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিছুতেই ভেবে পেল না, পঞ্চুর এই অন্তর্ধানের কারণটা কী?

মিত্তিরদের বাগান তোলপাড় করেও পঞ্চুর পাত্তা পেল না পাণ্ডব গোয়েন্দারা। সারাটা বিকেল গেল, সন্ধে হল, তখনও দেখা নেই পঞ্চুর। অবশেষে রাত্রি এল।

বাবলুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঠিক হল রাত দশটার মধ্যে পঞ্চু ফিরে না এলে ওরা রাত থেকেই তদন্তের কাজ শুরু করবে।

মা বললেন, "কেন যে ঠাকুর পদে-পদে এত বাধা দেন তা কে জানে? তোরা ভাল কিছু করব মনে করলেই একটা-না-একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়।"

বাবলু বলল, "তা হয়, তবে সেই বাধার প্রাচীর আমরা পারও তো হই। যিনি আমাদের বাধা দেন তিনিই আমাদের পার করিয়ে দেন।"

"ঠাকুর তোদের সহায় আছেন। তবে একটা কথা, তোরা বাপু আর যাই করিস, পঞ্চুর জন্মদিনের নাম করিস না। সেবারও ওই জন্মদিন নিয়ে এক কেলেঙ্কারি। এবারও প্রায় তাই। কত লোকের যে চোখটাটানি এই পঞ্চুকে ঘিরে। কাগজে নাম ছাপা হচ্ছে, জয়জয়কার হচ্ছে আর মরছে সব জ্বলেপুড়ে। আমার তো এক এক সময় ভয় হয়, কেউ কিছু খাইয়ে মেরে না দেয় ওকে।"

বাবলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়, যত দিন যাচ্ছে, মানুষের যা স্বরূপ দেখছি—।"

এমন সময় বাবা হঠাৎ এস টি ডি. করলেন দুর্গাপুর থেকে।
বাবলু রিসিভার উঠিয়েই সর্বাগ্রে দুঃসংবাদটা বাবাকে দিল।
বাবা বললেন, "সে কী! পঞ্চু নেই? এ কেমন কথা? কতক্ষণ নেই?"
"দুপুর থেকেই। ভাত-ডাল খেয়ে সেই যে উধাও...।"
"ওর কোনও খোঁজ রাখিসনি তোরা?"
"ও তো থেকে থেকে উধাও হয়ে যায়। তাই অতটা মনোযোগ দিইনি। কিন্তু এখনও ফেরেনি যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে। তুমি কালই একবার পারো তো চলে এসো।" বলে ফোন নামিয়ে হতাশভাবে সোফায় এলিয়ে দিল দেহটা।
মা বললেন, "মনখারাপ করে কী আর করবি বাবা? যা হোক দুটো খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।"
বাবলু বলল, "আজ আর আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না মা। তুমি বরং খেয়ে শুয়ে পড়ো।"
"দ্যাখো কাণ্ড, তুই খাবি না আর আমি খেয়ে শুয়ে পড়ব? তাই কখনও হয়?"
এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আবার এল।
বিলু বলল, "পঞ্চু ফেরেনি?"
"না।"
বিচ্ছু বলল, "তা হলে আর ঘরে বসে না থেকে চলো সবাই পঞ্চুর খোঁজে যাই।"
বাবলু সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে টর্চ নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার সময়ই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।
বাবলু 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে শোনা গেল, "ভৌ—ভৌ-ভৌ।"
চমকে উঠল বাবলু, "হ্যালো, কে বলছেন?"
"ভৌ-ভৌ, ভৌ-ভৌ।"
বিলু বলল, "কার ফোন রে?"
নির্বিকারভাবে বাবলু বলল, "পঞ্চুর।"
"পঞ্চুর! কী যা-তা বকছিস?"
"বিশ্বাস হচ্ছে না?"
"পঞ্চু কখনও ফোন করতে পারে? ওর কথা চিন্তা করতে করতে তোর মাথাটাই দেখছি খারাপ হয়ে গেছে।"
"না রে! সত্যি-সত্যিই পঞ্চুর ফোন। বিশ্বাস না হয় শোন।"
বিলু এসে হ্যালো করতেই ওই শব্দ ভেসে এল।
বিলু বলল, "নিশ্চয়ই পঞ্চুর কোনও বড় বিপদ। কেউ ওকে কিডন্যাপ করে কোথাও নিয়ে গেছে আর ওর গলার নকল করে ভেংচি কাটছে কেউ।"
বাবলু বলল, "না। এটা পঞ্চুরই গলা।"
বিলুর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বাবলু আবার বলল, "কে রে পঞ্চু! আমি বাবলু বলছি।"
এবার পঞ্চুর গলা দূর থেকে শোনা গেলেও খিকখিক করে একটা হাসির শব্দ শুনতে পেল ওরা।
বাবলু বলল, "কে আপনি?"
"আমি মনাদা বলছি রে হতভাগা। গলা শুনে বুঝতে পারছিস না?"
বাবলুকে কেউ হতভাগা বললে ও ভীষণ রেগে যায়। কিন্তু মনাদার কথায় রাগ করে না। তার কারণ, মনাদার প্রতিটি কথার মাত্রাতেই একটা করে হতভাগা থাকে। বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "এবার বুঝতে পেরেছি। তা কী ব্যাপার মনাদা? পঞ্চুর গলা শুনতে পাচ্ছি যে! ব্যাপারটা কী?"
"ব্যাপার গুরুচরণ। তোর পঞ্চু যা করেছে তাতে কাল কাগজে ওর ছবি বেরিয়ে যাবে। কাল যে-কোনও কাগজ খুললেই দেখবি পঞ্চুর ছবি।"
"তুমি কোথা থেকে ফোন করছ? আমার ফোন নম্বর পেলে কার কাছ থেকে?"
"আমি ভবানীপুর থেকে ফোন করছি। পঞ্চু আজ এখানে থাকবে। কাল সকালেই...।"
যাঃ! লাইনটা কেটে গেল। বাবলু অনেকবার "হ্যালো হ্যালো" করেও সাড়া না পেয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। এখন আর সকালের জন্য অপেক্ষা না করা ছাড়া উপায় নেই।
বিলুরা যে যার মতো চলে গেলে বাবলুও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

॥ ২ ॥

পরদিন সকালেই দেখা গেল পঞ্চু ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে তিরবেগে ছুটে এসে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। কপালে অ্যাত্ত বড় একটা লাল সিঁদুরের লম্বা দাগ নিয়ে একেবারে রান্নাঘরে মায়ের কাছে। ব্যাপারটা কী?

একটু পরেই মনাদাও এসে হাজির।

মনাদা বলল, "কোথায় গেল রে হতভাগাটা? ওঃ! গাড়ি থেকে নামতে-না-নামতেই একেবারে চোখের পলকে ধাঁ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছিল।

বাবলু বলল, "এসো, এসো, ভেতরে এসো। কী ব্যাপার বলো তো মনাদা?"

মনাদা বলল, "আরে ভাই, হয়েছে কী, কাল দুপুরে আমি গিয়েছিলাম তোদের ওই বাগানে ভ্যারেণ্ডার আঠা আনতে। সামনের দাঁতদুটো নড়ছে, তাই একটু আঠা লাগাব বলেই গিয়েছিলাম। তা এমন সময় কোথা থেকে যে এসে হাজির হল এই বীরপুঙ্গব। আমি যেখানে যাই, ও-ও সেখানে যায়। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। এই করতে করতে একেবারে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এল।

"এমন সময় হল কী, তোরা তো জানিস আমি ভগবান চাটুজ্যের গাড়ি চালাই। বাবুর একমাত্র মেয়ে খুকুদির হঠাৎ বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তা বাবু বললেন, 'খুকু ওর কয়েকজন বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করতে কলকাতায় যাবে, তুই একবার গাড়িটা বের করে ওকে ঘুরিয়ে আন। আসবার সময় হাজরার মোড়ে গয়নার দোকান থেকে ওর জন্য অর্ডারি গয়নাগুলোও নিয়ে আসবি।'

"তা মনিবের আদেশ। পালন তো করতেই হবে। এদিকে হয়েছে কী, আমি বাবুর বাড়িতে গেছি, পঞ্চুও গেছে আমার সঙ্গে। খুকুদি তো পঞ্চুকে দেখে বেজায় খুশি। বললেন, 'এ কী! এ পাণ্ডবদের পঞ্চু না? এখানে কী করে এল?'

"আমি বললাম, 'আর বলো কেন দিদিভাই। কী যে হয়েছে ওর, কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছে না।'

"খুকুদি বললেন, 'ভালই হয়েছে। দু'-তিন ঘণ্টার ব্যাপার তো, কিছু সোনার জিনিসও ঘরে আনব। ওকেও বরং নিয়ে চলো। ও সঙ্গে থাকলে বুকে বল পাব আমি। তা ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চু সঙ্গে থাকলে বন্ধুদের কাছেও দাম বেড়ে যাবে আমার।'

"আমি বললাম, 'কিন্তু পঞ্চু কি যাবে?'

"'না যাওয়ার কী আছে? গাড়িতে করে যাবে আসবে।'

"তা পঞ্চুরও বোধহয় খুব গাড়ি চাপতে শখ যাচ্ছিল। তাই নববধূর মতো লাজুক লাজুক মুখে তাকিয়ে রইল। এইবারে খুকুদি এসে ওর মুখে একটা রাজভোগ গুঁজে দিতেই ও এক লাফে গাড়িতে উঠে খুকুদির পাশে।

"প্রথমেই আমরা নেমন্তন্নর পর্বটা সেরে নিলাম। তারপর খুকুদি বললেন, 'অনেকদিন কালীঘাটে যাইনি। চলো মনাদা, মায়ের মন্দিরে একটু পুজো দিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে বাড়ি যাই।'

"আমি সেইমতো গাড়ি নিয়ে কালীঘাটে এলাম। কাল ছিল শনিবার। তাই মায়ের মন্দিরে ভিড় একটু বেশিই ছিল। খুকুদি ওদের পরিচিত একজন পাণ্ডার সাহায্য নিয়ে মন্দিরে গেলেন পুজো দিতে। সর্বঘটের কাঁঠালিটাও সঙ্গে গেল। অনেক চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারলাম না ওকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই হেসে উঠল।

মা পাশের ঘরে ছিলেন। ওদের কথাবার্তা শুনেই এ-ঘরে এসে বললেন, "কী বললে? আমার পঞ্চু কালীদর্শন করে এল?"

"হ্যাঁ, মা। শুধু দর্শন নয়, একেবারে সকলের গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে গড়াগড়িও দিয়ে এল। পাণ্ডারা প্রথমে একবার দূর দূর করলেও পাছে কামড়ে দেয় এই ভয়ে কেউ ওকে ঘাঁটাল না। এমনকী রাস্তার কুকুর মনে করে খুকুদিকেও কিছু বলল না কেউ। একজন পূজারি আদর করে ওর কপালে সিঁদুরের একটা টিপ্পা পরিয়ে দিল। তারপরে পঞ্চুচন্দ্র যা করলে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। মায়ের মন্দিরে কারও বোধহয় পাঁঠাবলির মানত ছিল। ঘাতক বলি দেওয়ার জন্য যেই না কাতান উঁচিয়েছে, ও অমনই বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল তার পিঠের ওপর। ঘাতক তো খাঁড়াসমেত ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। বলি বন্ধ হল। পুরুত ঠাকুর রেগেমেগে একটা লাঠি নিয়ে যেই না পঞ্চুকে এক ঘা দিতে যাবেন, পঞ্চু তখন এমন সটকান দিল যে, সেই লাঠির ঘা পড়ল আর একজনের ওপর। তারপর সে কী কাণ্ড। ভূতে-বানরে লড়াই লেগে গেল যেন। এই সময় কত যে ছবি উঠল পঞ্চুর তার ঠিক নেই। আমরা তো পালিয়ে বাঁচলাম।

"এর পরে আমরা এলাম হাজরার মোড়ে এক গয়নার দোকানে। প্রায় লাখ টাকার ওপর গয়নার অর্ডার দেওয়া ছিল। সেই গয়না নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাব কী, হঠাৎ একটা বোমা এসে পড়ল গাড়ির ওপর। গাড়ির কাচ সব ভেঙে একাকার। চারদিকে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি একটা দোকানে দাঁড়িয়ে তখন চা খাচ্ছিলাম বলে বেঁচে গেছি। চাকার আড়ালে থাকায় বেঁচে গেছে পঞ্চুও। দু'-একজন পথচারী অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছেন খুকুদি। তবে ওঁর ডান পায়ে এমন চোট লেগেছে যে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। আর পঞ্চু? সেই গয়নাভর্তি অ্যাটাচিটা নিয়ে যেভাবে ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল সে, তা বলবার নয়।"

ভোম্বল বলল, "এই প্রথম একটি কাঁচা কাজ করল পঞ্চু।"

বিলু বলল, "কেন?"

"ওর উচিত ছিল ওই দুষ্কৃতীদের পেছনে ধাওয়া করা।"

মনাদা বলল, "সম্ভব ছিল না রে ভাই! সন্ধের পরে হাজরার মোড়ে গেছিস কখনও? ওই ব্যস্ত জনবহুল জায়গায় কিছুই করা সম্ভব হত না। মাঝখান থেকে গয়নাগুলো চোট হয়ে যেত। তবে বাবলু একটা কথা, ওই দুষ্কৃতীদের একজনকে কিন্তু আমি চিনেছি। লোকটাকে কখনও ধাড়সা মনসাতলায়, কখনও বি আই সি কারখানার আশপাশে, কখনও-বা সার কারখানার দিকে আমি ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। ব্যাটা সন্ধান-চোর। তাই ভয় হয়, পঞ্চুর ওপর রাগ করে কোনও সময় এসে তোদের ওপর হামলা না করে!"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "লোকটাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারো মনাদা?"

"অসম্ভব! কখন কোথায় পাব তাকে, তা কে জানে?"

"যাক, তারপরে কী হল বলো?"

"গাড়ি তো গেল বিগড়ে। অত টাকার গয়না নিয়ে ট্যাক্সিতে এতদূর আসতে আর সাহস হল না আমাদের। তার ওপরে খুকুদির ওই অবস্থা। ভবানীপুরে ওর মাসির বাড়ি। আমরা ওখানেই গিয়ে উঠলাম। ওঁরাই বড় ডাক্তার ডেকে দিদিমণির পায়ের ব্যবস্থা করালেন। ওই অবস্থায় কিছুতেই ওঁরা আসতে দিলেন না আমাদের। খুকুদি একটু সুস্থ হলে ওঁর কাছ থেকে তোদের ফোন নম্বর জেনে তোকে ফোন করলাম।"

"আমাদের ফোন নম্বর খুকুদি জানলেন কী করে?"

"বলতে পারব না। তবে মনে হয় কোনও একটা পত্রিকায় তোদের ফোন নম্বরটা নাকি কিছুদিন আগে ছাপা হয়েছিল। খুকুদির মনে ছিল সেটা।"

মা ততক্ষণে ডিশ-ভর্তি জলখাবার, চা ইত্যাদি নিয়ে এসে সকলকে দিলেন।

একটু পরেই বাবাও এসে পড়লেন দুর্গাপুর থেকে। পঞ্চুকে পাওয়া গেছে শুনে তাঁর আর আনন্দের অবধি রইল না।

একটু বেলায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে হাজির হল মিত্তিরদের বাগানে। পঞ্চুও সঙ্গে এল।

কোনও শুভ কাজের আগে দেবীদর্শন নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ। পঞ্চু যে কাল কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীকে দর্শন করে এসেছে, এতেই ওরা আনন্দিত সকলে।

ভোম্বল বলল, "পঞ্চু আমাদের দীর্ঘজীবী হোক।"

বিলু বলল, "তা হোক। কিন্তু ২২ ফাল্গুন তো এসে গেল। এইবার তোড়জোড় শুরু করা যাক।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। যা করবার এখনই করতে হবে।"

"তোর বাবাও তো ঠিক সময়ই এসে গেছেন। ওঁকেও আর দুর্গাপুরে যেতে দিস না।"

"না, বাবা এখন যাবেন না। কিন্তু পঞ্চুর জন্মদিনে অতিথি আপ্যায়নের কী মেনু হবে কিছু ঠিক করেছিস কী?"

ভোম্বল বলল, "আমি করেছি। শুনে যা তোরা। পঞ্চুর জন্মদিন পালন করা হবে তোদের বাড়ির সামনের মাঠটায়।"

"ওইটুকু জায়গায় হবে?"

"রাস্তাটাও কিছু সময়ের জন্য নেওয়া হবে। তবে সবসময় তো রাস্তাটা ব্লক করে রাখলে চলবে না। যাই হোক, মণ্ডপ হবে একপাশে। ফুল দিয়ে সাজানো হবে চারদিক। একটা মঞ্চ হবে। সেখানে ভাড়া করা বরের সিংহাসনে ভেলভেটের গদিতে বসে থাকবে পঞ্চু। মাঝে মাঝে ওকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে দেওয়া হবে। প্রথমে ওর স্বজাতিদের খাইয়ে দেওয়া হবে দিনের বেলায়। তারপর রাত্রে হবে আমাদের পালা। পাড়ার সবাই যেমন আসবে, তেমনই থানার ও সি থেকে একজন সাধারণ কনস্টেবলও বাদ যাবে না।"

বিলু বলল, "ওসব কথা রাখ। খাওয়ার মেনুটা কী করেছিস শুনি?"

"সকালে ভাত, বেগুনি আর পঞ্চুর বন্ধুদের জন্য মুড়িঘণ্টর ব্যবস্থা হবে। শেষ পাতে পায়েস। আর রাতের অতিথিদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার মেনুটা হবে অন্যরকম। রাধাবল্লভি, পটলভাজা—।"

বিচ্ছু বলল, "সেরেছে! ফাল্গুন মাসে পটল তুমি কোথায় পাবে?"

ভোম্বল জিভ কেটে বলল, "তাই তো রে! এটা তো খেয়াল করিনি। ঠিক আছে, পটলভাজা না হয়, বেগুনভাজা হবে। কাশ্মীরি আলুর দম হবে। তা ছাড়া চিকেন বিরিয়ানি, মাটন চাপ, চাটনি, পাঁপড়ভাজা আর হরেক রকমের মিষ্টি।"

"মিষ্টি কীরকম হবে তবু শুনি?"

"বর্ধমান থেকে আসবে সীতাভোগ আর সন্দেশ। শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা। বাগনানের রাজভোগ আর আমাদের পাড়ার দোকানের রসমালাই।"

বাচ্চু বলল। "আইসক্রিম হবে না?"

"হতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু এত জায়গা থেকে এতসব আনবে কে?"

"ওসবের ব্যবস্থা আমি করব। লোক আছে আমার হাতে। এখন পঞ্চুর ছবি দিয়ে কিছু কার্ড ছাপিয়ে ফেললেই হয়!"

বাবলু এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই মাঝেমধ্যে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল বলে বিচ্ছু বলল, "তুমি কোনও কিছু চিন্তা করছ বাবলুদা? কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ।"

"হ্যাঁ। আমি ভাবছি অন্য কথা। মনাদা আমাদের বিপদের আশঙ্কা করলেও আমার তো মনে হচ্ছে মনাদার জীবনই না বিপন্ন হয়ে পড়ে!"

ভোম্বল বলল, "কেন? কেন? মনাদার জীবন বিপন্ন হবে কেন? হলে পঞ্চুর হবে। আমাদের হবে।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের বিপদ তো যে-কোনও সময়েই হতে পারে। কিন্তু মনাদার ব্যাপারেই যে বেশি ভয়। কেন না ওই দুষ্কৃতীকে চিনে ফেলার উনিই একমাত্র সাক্ষী কিনা!"

বিলু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস বাবলু। এই ব্যাপারে মনাদাকেও একটু সাবধান করে দেওয়া ভাল।"

পঞ্চুর জন্মদিন ঘিরে যে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ওদের মনে, এই আকস্মিক ঘটনায় তাই দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ কীভাবে যেন ঢুকে পড়ল সবকিছুকে ম্লান করে দিতে।

॥ ৩ ॥

বাবলুর আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হল। এই ঘটনার দিন-দুই পরে একদিন সন্ধেবেলা ভয়ার্ত মনাদা হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

বাবলুর ঘরে পঞ্চুকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তখন জোর আলোচনা চলছিল। এমন সময় মনাদা এসে বলল, "উঃ, অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম রে ভাই!"

বাবলু বলল, "কেন, কী হল?"

"আর বলিস না, এই একটু আগে আমার বাবুর বাড়িতে কী ভয়ানক ডাকাতিটাই না হয়ে গেল!"

শুনে শিউরে উঠল সবাই, "সে কী!"

"হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে সেই লোকও এসেছিল। বাবুকে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে পিটিয়েছে ওরা। খুকুদি আর মা পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গেছেন। আমিও ছাদে ছিলাম বলে রক্ষা পেয়ে গেছি। ছাদ থেকে চেঁচামেচি করতেই পাড়ার লোকজন হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। ততক্ষণে নগদে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সমস্ত গয়নাগাটি নিয়ে ওরা হাওয়া।"

বিচ্ছু বলল, "সে কী! বিয়ের জন্য তৈরি করানো সেই গয়নাগুলো?"

"হ্যাঁ। ওগুলো ভবানীপুরে মাসির বাড়িতেই রেখে এলে হত! বাড়ি নিয়ে এসেই কাল হল। ওইগুলোর লোভেই তো এসেছিল ওরা।"

বাবলু বলল, "থানা-পুলিশ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশও এসে গেছে বাড়িতে। তোমরা কি যাবে?"

"অবশ্যই।"

বাবলুরা আর একটুও বিলম্ব না করে মনাদার সঙ্গে ভগবানবাবুর বাড়িতে এল। বাবলুদের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা বাড়ি পরে ওঁদের বাড়ি। একই পাড়ায় বলা যায়। ওরা গিয়ে দেখল পুলিশ তখনও আসেনি। তবে পাড়ার ডাক্তারবাবু এসে বাড়ির মালিককে দেখছেন, ক্ষতস্থান স্টিচ করে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধছেন।

খুকুদি করুণ মুখে বললেন, "তোমরা এসেছ ভাই? দ্যাখো না কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল! মনাদা ছাদের ওপর থেকে চেঁচামেচি না করলে মেরেই ফেলত বাবাকে। সেদিনও তোমাদের পঞ্চু না থাকলে কী হত কে জানে?"

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে রীতিমতো সন্ধান-চোরের কাজ এটা। বাইরের লোক কে বা কারা আসা-যাওয়া করে বলুন তো এখানে?"

"অনেকেই তো আসা-যাওয়া করে। কাকে সন্দেহ করব? বাড়ির কাজের লোকজন যারা, তারাও অত্যন্ত বিশ্বাসী। তা ছাড়া এটা তো স্রেফ ডাকাতির ঘটনা।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওরা সন্ধানটা পাচ্ছে কী করে?"

এমন সময় একজন ইনস্পেক্টর কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকে চারদিক তন্নতন্ন করে দেখে তদন্তের সামান্য কাজ সেরে বললেন, "এ-বাড়িতে মনাদা নামের কে আছে?"

মনাদা বলল, "আমি।"

"তুমি এখানে কী করো?"

"বাবুর গাড়ি চালাই। এই পাড়াতেই থাকি।"

"তোমাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল মনাদার। বলল, "কেন, আমি থানায় যাব কেন? যারা চুরি-ডাকাতি করে গেরস্তের ক্ষীরটি খেয়ে পালিয়ে গেল, তারা থাকবে মুক্ত বাতাসে আর আমি থাকব থানায়? আইনটি তো করেছেন বেশ?"

"তুমি যাবে কি না?"

বাবলু বলল, "না। উনি যাবেন না।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "দ্যাখো বাবলু, এই ব্যাপারে তুমি কী চিন্তা করছ তা জানি না। তবে ডাকাতদলের দু'জন লোক ধরা পড়েছে আমাদের হাতে। এই বাড়ির ডাকাতির খবর ওয়্যারলেসে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ ওই দু'জনকে ডিউক রোডে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ওরা যখন ডিউক রোডের দ্বিতীয় হুগলি সেতুর নীচে অন্ধকারে বসে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিল ঠিক সেইসময় ওখানকার দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পচা জঞ্জালের বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের প্রভাবে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওরা। দলে ওরা মোট চারজন ছিল। দু'জন পলাতক। বাকি দু'জন ধরা পড়ে এখন থানার লকআপে। ওরাই মনাদার নাম বলেছে।"

মনাদা লাফিয়ে উঠল, "মিথ্যে, মিথ্যে। আমি ও-কাজ কখনও করতে পারি না। তা যদি হত তা হলে ওইদিন কলকাতায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পঞ্চুকে আমি কখনওই সঙ্গে নিতাম না। আজও ছাদ থেকে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতাম না।"

"ওসব তো বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য অভিনয়। ঘটনার বিবরণ যা শুনলাম তাতে জানলাম সেদিন যখন দুষ্কৃতীরা বোমা ছোড়ে, তুমি তখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলে। আজ যখন ওরা ডাকাতি করতে এল, তুমি তখন ছাদে উঠে হাওয়া খাচ্ছিলে। চতুর বেড়াল, এখন তুমি ফাঁদে। থানায় চলো। পরে তোমার ব্যবস্থা হবে।"

ভগবানবাবু হাঁ করে রইলেন। তাঁর স্ত্রী "উঃ মাগো" বলে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। আর খুকুদি যে কী করবেন, কী বলবেন, কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও নির্বাক! এইরকম বিশ্বাসী লোক শেষপর্যন্ত এই কাজ করল?

মনাদার কিন্তু কোনওরকম ভাবান্তর নেই। শুধু যাওয়ার সময় ওর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল একবার। বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনাদা বলল, "দ্যাখ বাবলু, ভাগ্যবিপর্যয় কেউ রোধ করতে পারে না। কাজেই এখন তোরা কেন, স্বয়ং ভগবানও আমাকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। কাজেই তোদের কাছেও কোনওরকম সাহায্য চাইব না আমি। শুধু জেনে রাখ, মনের জোর আমার সাংঘাতিক। ধর্মের জয় হবেই। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

মনাদার এই শেষের কথাটা ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে।
পুলিশের লোকেরা মনাদার জামার কলার ধরে গাড়িতে ওঠাল।
বাবলুরাও আর সেখানে বসে না থেকে সোজা বাড়ি চলে এল। মনাদার ব্যাপারটা রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে। কেন না ওর চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠের বলিষ্ঠতাই জানিয়ে দিল লোকটা সত্যই নিরপরাধ।

সে-রাতে অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না বাবলু। মনাদার ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে কীরকম যেন তোলপাড় করতে লাগল। অবশেষে একসময় ঠিক করল মনাদার ব্যাপারে আসল সত্য উদ্ঘাটন করে ওঁকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে। সেইসঙ্গে উদ্ধার করতে হবে খুকুদির বিয়ের ওই গয়নাগুলো।
এই ভেবে পরদিন সকালে দলবদ্ধ হয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা রওনা হল থানার দিকে। যাওয়ার পথে একবার খোঁজ করে মনাদার বাড়িতেও এল ওরা। গিয়ে দেখল মনাদার বউ, ছেলেমেয়েরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে আছে আর কান্নাকাটি করছে।
মনাদার বউকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবলু বলল, "আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমরা জানি মনাদা খারাপ লোক নন। আমরা ওঁর জামিনের ব্যবস্থা করছি।" বলে বলল, "আচ্ছা, ডাকাতদলের একজন হঠাৎ মনাদার নামটা করল কেন বলতে পারেন?"
"আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও ওইরকম লোকই নয়।"
মনাদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা বড় রাস্তার ধারে যখন এসেছে তখন রায় কেবিন থেকে অনন্তদা হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের। অনন্তদাই দোকানের মালিক। বাবলুরা কাছে গেলে অনন্তদা বলল, "তোদের চোখের সামনে থেকে একজন নিরীহ লোককে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গেল কাল, অথচ তোরা কেউ কিছুই বললি না?"
"উপায় ছিল না। ধৃতদের একজন মনাদাব নাম বলাতেই এই বিপত্তি।"
"নাম বলেছে? ডাকাতরা ওর নাম জানবে কী করে যে বলবে?" বলেই একটু গম্ভীর হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কী যেন চিন্তা করে বলল, "তবে কী—।"
বাবলু বলল, "কী তবে?"
অনন্তদা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বাবলুকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলতেই বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ব্যাপারটা তা হলে এইরকমই হয়েছে। তুমি কি একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে পারবে? দূর থেকে চিনিয়ে দিতে পারবে লোকটাকে।"
"ওরে বাবা! আমার ওসবে বড় ভয় করে। তবে ওব নাম বেচা। চুরি-ছিনতাইয়ের ব্যাপারে ওর যথেষ্ট দুর্নাম আছে।"
বাবলুরা আর একটুও দেরি না করে সোজা থানায় চলে এল। এসে ইনস্পেক্টরকে সব বলতেই উনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। একজন হল বেচা, অন্যজন কেনা। ওদের লিডারের নাম হচ্ছে মোহন। তার আর-এক শাগরেদ মদন। এই দু'জনকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মারের চোটে এই নামগুলো আমরা বের করেছি ওদের মুখ থেকে।"
"যাই হোক, আমরা ওই দু'জনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"
অনুমতি পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা বন্দিদের সঙ্গে কথা বলতে গেল। লকআপের মধ্যে বেচা, কেনা ও মনাদা তিনজনই ছিল।
বাবলু ধৃতদের দিকে তাকিয়ে ওদের মুখগুলো একবার চেনবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। আসলে নতুন আমদানি বোধহয়। বাবলু ওদের বলল, "তোমরা যে এই মনাদার নাম বলেছ, এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় কতদিনের?"
ওদের একজন ফোঁস করে উঠল, "তা জেনে তোদের কী লাভ?"
ইনস্পেক্টর ধমক দিয়ে উঠলেন, "আছে, আছে। বল শিগগির।"
বাবলু বলল, "ডুমুরজলার একটি খুনের ব্যাপারে এই মনাদা জড়িয়ে পড়েছেন। তোমরা যখন ওর দলের লোক তখন—।"
মনাদা চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যে, মিথ্যে। সব মিথ্যে। সবই সাজানো ব্যাপার।"
বাবলু মনাদাকে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "আপনি চুপ করে থাকুন। একটি কথাও বলবেন না।" বলে ইনস্পেক্টরকে বলল, "স্যার, ওই মনাদাকে আগে লকআপ থেকে বের করে আনুন। তারপর আপনার ঘরে

গিয়ে বেশটি করে মোচড় দিন, তা হলেই দেখবেন সবার নাম বেরিয়ে যাবে।"

ইনস্পেক্টর তাই করলেন। মনাদাকে ধরে টানতে টানতে ওঁর ঘরের দিকে নিয়ে যেতেই বাবলু বলল, 'মনাদা, কিছু মনে করবেন না। এ ছাড়া উপায় নেই। এসব অভিনয়। আপনি মার খাওয়ার ভঙ্গিতে বাবা রে মা রে করে চেঁচাতে থাকুন, তারপর আবার আপনাকে লকআপে ঢোকানো হলে আপনি বলবেন ওই দুই আসামি কেনা আর বেচাও জড়িত ছিল।"

অভিনয় ঠিকমতো হল। একটু পরেই মনাদাকে ধাক্কা দিয়ে লপআপে ঢুকিয়ে দিতেই মনাদা স্বীকার করল ডুমুরজলার খুনের ঘটনায় জড়িত ছিল ওরাও।

বেচা আর কেনা লাফিয়ে উঠল তখন। বলল, "স্যার, বিশ্বাস করুন, ডুমুরজলার ওই খুনের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। এমনকী এই হতচ্ছাড়া লোকটাকেও চিনি না আমরা। সেদিন দুপুরের পর আমরা যখন রায় কেবিনে চা খাচ্ছি ঠিক সেই সময় একটা কুকুরসমেত এই মনাদা নামের লোকটা দোকানে পা দিয়েই চা চা করতে লাগল। তা চা দোকানের অনন্তদা বলল, 'ব্যাপার কী রে মনা, তোর এত তাড়া কেন? ও ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই কুকুরটা তোর সঙ্গে জুটে গেল কী করে?' তা মনাদা বলল, 'আর বলো কেন দাদা, জোটাতে হয়নি। আপনিই জুটে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খাইয়ে দাও দিকিনি। একে একটা কেক দাও। খুকুদির বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়ে গেছে। আমাকে এখনই গাড়ি বের করতে হবে। খুকুদিকে নিয়ে কলকাতায় যেতে হবে একবার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। অমনই ফেরার পথে হাজরা মোড়ের জুয়েলারির দোকান থেকে গয়নাগুলোও নিয়ে আসতে হবে। প্রায় এক দেড় লাখ টাকার গয়না।' এই বলে চা খেয়ে ও চলে যেতেই এই দাঁওটা মারবার জন্য আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম। মদনদা ও মোহনদাকেও জানালাম ব্যাপারটা। যাই হোক, সেদিন ব্যর্থ হলেও কাল আমরা সাকসেসফুল হই। তবে ধরা পড়ার পরে যখন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল গয়নার খবর আমরা কীভাবে পেয়েছি তখনই নাম করেছি এই লোকের। কিন্তু কোনও সময়ই আমরা বলিনি ও আমাদের দলের লোক।"

বাবলু ইনস্পেক্টরকে বলল, 'আপনি তো নিজের কানে শুনলেন সব, এবার তা হলে নির্দোষ এই মানুষটিকে মুক্তি দিন।"

ইনস্পেক্টর সরি বলে মনাদাকে তখনই ছেড়ে দিলেন।

মুক্তি পেয়ে আনন্দে চোখে জল এসে গেল মনাদার। বলল, 'বলেছিলাম না, ধর্মের জয় হবেই।"

ধর্মের জয় সত্যিই হল। কিন্তু মদন ও মোহন নামের ওই দু'জনকে ধরতে না পারলে তো খুকুদির গয়নাগুলো উদ্ধার হয় না। পুলিশ কাল রাত থেকে অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি ওদের।

থানা থেকে বেরিয়ে ওরা যখন বাড়ির দিকে আসছে ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠল মনাদা, 'ওই, ওই তো সেই লোক। বাবলু --।'

ওরা দেখল, একজন লোক দূর থেকে একটা মোটরবাইকে বসে লক্ষ রাখছিল ওদের দিকে। মনাদা চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটি একটা বোমা ফাটিয়ে ধোঁয়ার আড়ালে হারিয়ে গেল।

কিন্তু পঞ্চু তো ছাড়বার পাত্র না। সে তীব্রবেগে ধাওয়া করল সেই লোকটাকে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পঞ্চুও হারিয়ে গেল চোখের পলকে।

এই মুহূর্তে পাণ্ডব গোয়েন্দারা কী করবে কিছু ভেবে পেল না। এখানে কোনও ট্রাফিক বা অন্য পরিবহণ নেই, যা নিয়ে ধাওয়া করবে ওদের পেছনে। বাবলুর স্কুটারও ওর বাড়িতে।

এদিকে থানা থেকে পুলিশের লোকেরাও হইহই করে বেরিয়ে পড়েছে তখন।

বাবলু মনাদাকে বলল, "আপনি পুলিশের সঙ্গে ওদের গাড়িতে আসুন। আমরা ততক্ষণ এগোতে থাকি।" বলেই ছোটা শুরু করল।

বেশিদূর যেতে হল না। একটা বাঁকের মুখেই ওরা দেখতে পেল পঞ্চুর আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে সেই দুষ্কৃতী তখন পথের ধুলোয় পড়ে আছে। আর পঞ্চু বসে আছে তার বুকের ওপর। বাবলুরা যেতেই পঞ্চুকে ধাক্কা দিয়ে উঠে বসতে গেল লোকটি।

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "অসম্ভব চেষ্টা কোরো না। কী নাম তোমার? মদন, না মোহন?"

লোকটি আরও গম্ভীর স্বরে বলল, "ওই বিশ্বাসঘাতকদুটো আমাদের নাম বলে দিয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। না হলে জানব কী করে?"

"আমার নাম মদন।"

"মোহন তা হলে কোথায়? গয়নাগুলো কার কাছে?"

"জানি না। তবে আমার কাছে নেই।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে পেটাতে শুরু করল ওকে। দু'-চার ঘা পড়তেই মদন বলল, "আসলে কী হয়েছে শোনো। পুলিশের তাড়া খেয়ে আমরা দু'জনে যখন ওগুলো নিয়ে পালাতে যাই তখনই ওই জঞ্জালের গাদায় ধসে পড়ে যাই আমরা। গয়নার অ্যাটাচিটা তখন হাত ফসকে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ওই অবস্থায় আমি আর সেদিকে নজর না দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও মোহনদার ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।"

ততক্ষণে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। গাড়িভর্তি পুলিশও এসেছে। মনাদাও এসেছে সঙ্গে।

পুলিশ এসেই অ্যারেস্ট করল মদনকে।

বাবলুর মুখে সব শুনে ইনস্পেক্টর বললেন, "কই চলো তো, আমরা সবাই গিয়ে দেখে আসি কোথায় কী করেছে ওরা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি ডিউক রোডে সেই অভিশপ্ত জায়গাটার সামনে এসে দাঁড়াল। উঃ, কী দুর্গন্ধ সেখানে!

ইনস্পেক্টর বললেন, "কেউ আর এগিয়ো না। আমি কর্পোরেশনে খবর দিই। ওরা এসে যদি কিছুটা জঞ্জাল সরিয়ে উদ্ধার করতে পারে গয়নাগুলো তো করুক।"

মদন বলল, "অসম্ভব। একেবারে চাপা পড়ে গেছে।"

পঞ্চু তখন কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই লাফিয়ে উঠে পড়ল সেই জঞ্জালের গাদায়। তারপর চারদিক তন্নতন্ন করে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ভৌ ভৌ করে চেঁচাতে শুরু করল। পরক্ষণেই গয়নাভর্তি সেই অ্যাটাচিটা টানতে টানতে নিয়ে এল মুখে করে।

ইনস্পেক্টর আবেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "শাবাশ পঞ্চু, শাবাশ।"

কিন্তু পঞ্চু কেন চেঁচাল?

কয়েকজন কনস্টেবল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে গাদায় উঠে দেখল ধসের মধ্যে প্রাণহীন একটি দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে। কোনওরকমে তার পাদুটো ধরে টানতে টানতে যখন নীচে এল তখন মদনই বলল, "এই আমাদের মোহনদা। আমরা এঁর হয়েই কাজ করতাম।"

মনাদা বলল, "লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পর পুলিশের গাড়িতে করেই ভগবানবাবুর বাড়িতে এসে খুকুদির হাতে তুলে দিল গয়নাগুলো।

খুকুদি যে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। কতরকমের ভাল ভাল খাবার যে খাওয়ালেন ওদের তার ঠিক নেই। পঞ্চুকে নিজে হাতে সাবান মাখিয়ে স্নান করালেন। কেন না জঞ্জালের দুর্গন্ধ ছিল ওর গায়ে।

মনাদাও এই পরিবারের বিশ্বাস আবার ফিরে পেল।

ওদের ওখান থেকে ফেরার পথে ভোম্বল বলল, "পঞ্চুর জন্মদিনের তা হলে কী হবে বাবলু?"

বাবলু বলল, "হবেই। তবে কিনা যতটা ঘটা করে হওয়ার কথা ছিল তা আর সম্ভব নয়। কেন না হাতে সময় নেই। শুধু ওর স্বজাতিদের ওইদিন ভরপেট খাইয়েদাইয়েই এই জন্মোৎসব পালন করা হবে।" বলে পঞ্চুকে বলল, "তুই কী বলিস, পঞ্চু?"

পঞ্চু বোধহয় উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরিই ছিল। তাই বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

॥ ৪ ॥

পঞ্চুর জন্মদিন খুব একটা ঘটা করে না হলেও ভালভাবেই পালিত হল। তারপরই এসে গেল দোল। এই একটা দিন ভোম্বলকে ধরে রাখা দায়! ওরই উৎসাহে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মেতে উঠল রঙের খেলায়। আবিরে, রঙে, রাঙা হয়ে উঠল সবাই। আর এই দোল খেলার উৎসবে পঞ্চু যে রং মেখে ভূত হয়ে কী করবে কিছু যেন ভেবে পেল না। ওর আনন্দ যেন সবার আনন্দকে ছাপিয়ে গেল।

শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়, রং পিচকারি নিয়ে যারাই ছুটোছুটি করে ও-ও ছুটে যায় তাদের পিছু। পাড়ার

অন্যান্য ছেলেরা যখন রুপোলি রং, আলকাতরা ইত্যাদি মেখে গাধার টুপি মাথায় দিয়ে ঢোল খোল নিয়ে 'হোলি হ্যায়' বলে নাচতে থাকে, পঞ্চুকে তখন পায় কে। ওদের দলে ভিড়ে ল্যাজ নেড়েচেড়ে সেও যেন তালে তালে নাচে।

বাবলু যতবার ডেকে নেয় পঞ্চুকে, ও ততবারই আবার ফিরে যায় ওদের দলে।

রাস্তায় অন্যান্য নেড়ি কুকুরগুলো যখন ছেলেদের এইসব কিম্ভূতকিমাকার চেহারাগুলো দেখে ভয়ে কেঁউ কেঁউ করে, পঞ্চু তখন 'ভাগ ভাগ' করে তেড়ে যায় তাদের। পঞ্চুর বীরত্ব তখন অনেক—অনেক বেড়ে যায়। ওর বুকে তো ভয়ডর নেই, ভয় কাকে বলে তা জানেও না ও। কাজেই ভয় ও পাবেই বা কেন? বরং এইসবের মধ্য থেকেই অনাবিল এক আনন্দ খুঁজে পায় ও। আসলে পঞ্চু তো শুধুই পঞ্চু নয়, পঞ্চুবাবু। মানুষের আদবকায়দায় গড়া। তা ছাড়া ওর জীবনে দোল-উৎসব এই প্রথম নয়। অনেকগুলো বসন্ত পার হয়ে এসেছে ও। ছেলেমেয়েগুলো আজকের এই আনন্দের দিনে রং মেখে না হয় একটু ভূতই সেজেছে, তাই বলে তো সত্যিকারের ভূত হয়ে যায়নি ওরা। অতএব ভয় পাওয়ার কী আছে?

কিন্তু একসময় ওদের সঙ্গ নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া করতে করতে হঠাৎই এক জায়গায় গিয়ে ভূতের চেয়েও ভয়ংকর কী যেন দেখে সত্যিসত্যিই ভয় পেয়ে গেল পঞ্চু। দেখল একজন লোক লোহার সাঁড়াশির মতো কী যেন একটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পঞ্চু ভয়ে শিউরে উঠে যেই না পালাতে যাবে অমনিই পেছনদিক থেকে আর-একটা সাঁড়াশি ওর কোমরটাকে এমনভাবে আটকে ধরল যে, ও আর হাজার চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না নিজেকে। চেঁচাতে গিয়েও কেমন যেন একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। আর ঠিক সেই সময়ই ও দেখতে পেল একটি দু'চাকার খাঁচাগাড়িকে দু'জন লোক টানতে টানতে নিয়ে আসছে ওর দিকে। যে পঞ্চু বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বুকে, সেই পঞ্চুর আজ কী অবস্থা! সামান্য একটা কুকুর-ধরা সাঁড়াশির আক্রমণে ও খাঁচাগাড়ি দেখে এমনই নার্ভাস হয়ে পড়ল যে, তা বলবার নয়।

একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। কপাল মন্দ হলে বুঝি এইরকমই হয়। হাতি কাদায় ফাঁসে। অতিবড় পালোয়ানও আঁতকে ওঠে আরশোলা দেখে। যাই হোক, ভয়ে পঞ্চুর দু' চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

এদিকে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তখন দোলখেলা নিয়ে এমনই মেতে ছিল যে, পঞ্চুর ব্যাপারটা টেরও পেল না কেউ।

অনেক পরে দোলখেলা শেষ করে ওরা যখন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে ঢুকল, বাবলুই তখন একটু চিন্তান্বিত হয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো? পঞ্চুটা গেল কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "যাবে আর কোথায়? ওই ভূত-সাজা ছেলেগুলোর পিছু পিছু ঘুরছে।"

বাবলু বলল, "আমি দু'-তিনবার ডাকলুম ওকে। কাছে এসেও আবার ওদের দলে ভিড়ে গেল।"

"তুই কিছু মনে করিস না বাবলু। পাড়ার ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে পঞ্চুটা কিন্তু বখাটে হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।"

বাবলু হাসল। বলল, "তা যা বলেছিস!"

"তুই দু'-তিনবার ডেকেছিস। আমিও বারণ করেছি কয়েকবার। ধমক দিয়েছি। কিন্তু ও শোনেনি। শুধু তাই নয়, করেছে কী জানিস? ছেলেগুলো ওকে খাটিয়ায় শুইয়ে হরিবোল দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে আর ও চোখ পিটপিটিয়ে দেখছে সকলকে।"

বিলু বলল, "তা দেখুক! আসলে একটু মজা উপভোগ করেছে বই তো নয়।"

ভোম্বল বলল, "করুক না! কিন্তু আমি ডাকার পরও ওর নেমে আসা উচিত ছিল কিনা? তার জায়গায় ও করল কী, ওপরদিকে চার ঠ্যাং তুলে যেন মরেই গেছে এমন ভান দেখাল।"

বাচ্চু সব শুনেও কোনও কথা বলল না।

বিচ্ছু বলল, "না বাবলুদা। ও ভারী বদ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ওকে তুমি একদিন ধরে বেশটি করে শিক্ষা দাও। এই সেদিন মনাদার সঙ্গে খুকুদির গাড়িতে চেপে উধাও হয়ে গেল। আবার আজ বেপাত্তা।"

বাচ্চু বলল, "শুধু তাই নয়। অনেক সময় কী যে খেয়ালে থাকে, ডাকলেও আসতে চায় না।"

বাবলু হেসে বলল, "আসলে ও যখন কোনও কিছুতে মজা পেয়ে যায় তোরা ঠিক সেইসময়ই ডাকিস। সেইজন্যই ও আসে না। তা ছাড়া ও জানে কোন ডাকে যেতে হয় না-হয়। কিন্তু এতক্ষণ ও তো আমাদের ছেড়ে থাকে না! ও যেমন এদিক-ওদিক যায়, তেমনই মাঝে মাঝেই একবার করে এসে মুখটা দেখিয়েও তো যায়।"

বিলু বলল, "আনন্দের আতিশয্যে বাড়ি চলে যায়নি তো? আজ তো সবার বাড়িতেই মাংস হচ্ছে। হয়তো সেখানেই কারও বাড়িতে গিয়ে জুটেছে।"

বাবলু বলল, "চল তো দেখি।"

ওরা যখন পঞ্চুর খোঁজে বাড়ির দিকে যাচ্ছে তখন দেখল একটা চাকাগাড়িতে বসে দু'পা কাটা আনোয়ার হোসেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওদের দিকে গড়গড় করে এগিয়ে আসছে।

আনোয়ার শক্তসমর্থ এক বলবান যুবক। আগে মাছের ব্যবসা ছিল। একবার ওর বাড়িতে এক ভয়ংকর ডাকাতি হয়। আনোয়ার ডাকাতদলের দু'জনকে ঘায়েল করলেও বাকি তিনজন ওকে কবজা করে ফেলে এবং যাওয়ার সময় ওর পাদুটো কেটে রেখে যায়। সেই থেকে বেচারি বড় রাস্তার ধারে পেট্রল পাম্পের কাছে বসে পান বিড়ি দেশলাই ইত্যাদি বিক্রি করে। খুব ভালমানুষ।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার আনোয়ারদা! তুমি এখানে? তুমি তো তোমার ব্যবসার সময় যাও না কোথাও?"

বিলু বলল, "আজ কি দোলের জন্য ব্যবসা বন্ধ?"

আনোয়ার উৎকণ্ঠা মেশানো গলায় বলল, "শোন, খুব একটা খারাপ খবর নিয়ে আসছি তোদের কাছে। এইমাত্র দেখে এলাম তোদের পঞ্চুকে কর্পোরেশনের লোকরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল।

এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ভাগ্যের পরিহাসে এমন অসম্ভবও কি সম্ভব হয়?

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "পঞ্চুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? ঠিক দেখেছ তো?"

"পঞ্চুকে চিনতে আমার ভুল হবে রে ভাই?"

"কিন্তু এ যে অসম্ভব ব্যাপার।"

"সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই। আমি তো অনেক করে বললাম ছেড়ে দিতে কিন্তু কোনও লাভই হল না তাতে। উলটে একজন লোক যাওয়ার সময় আমার বুকে একটা লাথি মেরে চলে গেল।"

"সে কী! এতদূর স্পর্ধা কর্পোরেশনের লোকেদের?"

বিলু বলল, "অতিরিক্ত বেড়েছে দেখছি। যাক আর দেরি নয়। এখনই আমরা পল্টুদার বাড়িতে যাচ্ছি। পল্টুদা এই অঞ্চলের কাউন্সিলার। ওকে ধরলেই কাজ হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখে জল এসে গেল পঞ্চুর এই দুর্গতির কথা শুনে।

বাবলু বলল, "আনোয়ারদা! তোমার এই ঋণ আমরা জীবনেও শোধ করতে পারব না। তুমি ধীরেসুস্থে এসো, আমরা এগোচ্ছি। পরে ঘুরে এসে তোমাকে সব জানাব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি না করে ওই অবস্থাতেই পল্টুদার বাড়ির দিকে চলল।

বাবলু স্কুটারে বাচ্চু, বিচ্ছুকে নিল। বিলু আর ভোম্বল চলল যে যার সাইকেলে।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে পল্টুদার বাড়ির সামনে এসে হাজির হল ওরা।

বিশাল ভুঁড়ি এবং প্রশস্ত টাকের পল্টুদা দারুণ মজাদার লোক। নিজের বেঢপ চেহারা নিয়ে নিজেই যা রসিকতা করেন তা আর কেউ করে কিনা সন্দেহ। অত্যন্ত পপুলার লোক তিনি। কেউ সত্যিকারের বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গিয়ে পড়লে তার জন্য সাধ্যমতো তিনি করে থাকেন।

বাবলুরা যখন গেল, পল্টুদা তখন লুঙ্গি পরে সোফায় বসে পাদুটো যতখানি সম্ভব ছড়িয়ে দিয়ে আয়েশ করে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বাবলুদের দেখেই বললেন, "কী বাবা পঞ্চপাণ্ডবরা, তোমরাও কি দোলের দিনে আবির মাখাতে এসেছ আমাকে? না কি মা দুর্গার চোরার খোঁজে এসে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছ?"

বাবলু বলল, "কী যে বলেন পল্টুদা! আমরা একটি বিশেষ দরকারে অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

"কোথাও ড্রেন উপচে পড়েছে? না তোদের বাগানে ঢুকে অবৈধ বাড়ি বানাতে এসেছে কেউ?"

বাবলু বলল, "না না। সে-সব কিছু নয়।"

পল্টুদা এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "বোস তোরা। কী ব্যাপার খুলে বল তো?"

বাবলু বলল, "আজ আপনাদের কুকুরধরা গাড়ি এসে আমাদের পঞ্চুকে ধরে নিয়ে গেছে।"

বাবলুর কথা শুনে প্রচণ্ড হাসির দমকে বিষম খেতে খেতে রয়ে গেলেন পল্টুদা। বললেন, "সাতসকালবেলায় কী খেয়ে এসেছিস সব? নিশ্চয়ই কারও বাড়িতে তোরা গেছিস আর কেউ শরবত বলে

সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছে তোদের।"

বাবলু বলল, "না না। রসিকতা নয়, সত্যি বলছি পল্টুদা, পঞ্চুকে সত্যিই ধরে নিয়ে গেছে।"

পল্টুদা ভুঁড়ি আর টাক এক করে বললেন, "চুপ কর দেখি তোরা, চুপ কর। ওইসব যা-তা কথা শুনিয়ে আমাকে হাসাস না। পেট ফেটে মরে যাব।"

"কী আশ্চর্য! আমরা পাঁচজনে আপনার কাছে ছুটে এসেছি কি অযথা আপনার সময় নষ্ট করতে?"

পল্টুদা ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, "এখনও বলছি চুপ কর। নাহলে ঘোড়ায় হাসবে। একে আজ রবিবার, কর্পোরেশন এমনিতেই বন্ধ। তার ওপরে দোল। কাজেই কোন কর্মচারী আজকের এই ছুটির দিনে এইসব করতে যাবে শুনি?"

বাবলু বলল, "তাই তো! এটা তো মনে হয়নি। কিন্তু আনোয়ারদা যে নিজের চোখে দেখেছে।"

"দেখলেই বা! দেখেছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে?"

"কিন্তু ও তো মিথ্যে কথা বলবার লোক নয় পল্টুদা।"

পল্টুদা এবার একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, "শোন তা হলে। আমাদের এখানকার কর্পোরেশনে এখন কুকুর-ধরার কোনও গাড়িই নেই। তবুও যদি কেউ তোদের কুকুরকে ধরে থাকে তা হলে জানতে হবে নিশ্চয়ই এটা কোনও দুষ্টচক্রের কাজ। তোরা তো অনেক সময় অনেক বদ লোককে ফ্যাসাদে ফেলেছিস, এ তাদেরই কারও কাজ হয়তো! তোদের ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে এই কাজ করেছে। এ ছাড়া কী-ই বা হতে পারে বল?"

বিলু বলল, "তবুও আপনি যদি ব্যাপারটা একটু দেখতেন, হাজার হলেও আপনি এখানকার—।"

"নিশ্চয়ই দেখব। তবে এও জেনে রাখ, তোরা হাওড়ার গৌরব। সবাই চেনে তোদের। কাজেই তোদের কুকুরের গায়ে আমাদের কোনও কর্মচারীই হাত দেবে না।"

বাবলু বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন পল্টুদা। আজ রবিবার ছুটির দিন। তার ওপরে দোল। কর্পোরেশনের অফিসও তো আজ বন্ধ। কাজেই কে আসবে এই কাজ করতে? নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টচক্র আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে বলে করেছে এই কাজ। এবং সেইজন্যই আনোয়ারদা ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওর বুকে লাথি মেরেছে ওরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না সেখানে। যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল ঝড়ের বেগে।

॥ ৫ ॥

দুর্ভাবনার একটা কালো মেঘ যেন নিমেষে ছেয়ে ফেলল ওদের মনের আকাশটাকে। কোনওরকমে গায়ের রং ধুয়ে মুছে স্নান করে স্নিগ্ধ হল ওরা। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই যেন মাথায় উঠে গেল ওদের।

বাবলুর মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বাবাও নির্বাক। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুদের বাড়ি থেকেও ছুটে এলেন ওদের বাবা-মায়েরা।

প্রত্যেকেরই বাড়িতে ভাল ভাল কত কী রান্না হয়েছিল। কিন্তু সেসব খাবে কে? কোনওরকমে যা হোক দু' মুঠো করে মুখে দিয়েই উঠে পড়ল সব। তারপর আবার বের হল পঞ্চুর খোঁজে।

পঞ্চুর ঘটনার কথা তখন সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

যাই হোক, ওরা প্রথমেই এল আনোয়ারদার কাছে।

বাবলু বলল, "আনোয়ারদা! ওরা পঞ্চুকে নিয়ে ঠিক কোনদিকে গেল তুমি দেখেছ কী?"

আনোয়ার বলল, "আমি কী করে দেখব ভাই? তবে নসীরামের ছেলে বলছিল একটা কুকুরকে নাকি কুকুরধরা গাড়িতে করে তেলকলঘাটের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছে।"

"তা হলে পঞ্চুকেই দেখেছে ও।"

"তোরা পল্টুদার কাছে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ। উনি বললেন, কর্পোরেশনের লোকেরা ওকে ধরেনি। প্রথমত, কর্পোরেশনের কোনও কুকুরধরা গাড়ি নেই। দ্বিতীয়ত, আজ ছুটির দিন। কর্পোরেশনের সমস্ত দপ্তর আজ বন্ধ।"

"তা হলে?"

"এ কোনও দুষ্টচক্রের কাজ।"

"তোরা তা হলে তেলকলঘাটেই গিয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে দ্যাখ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটুও দেরি না করে তেলকলঘাটের দিকে চলল। চরম উত্তেজনা আর দারুণ ক্ষোভে হায় হায় করতে লাগল সকলে।

তেলকলঘাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রেলের ইয়ার্ড, মার্টিন বার্ন-এর কারখানা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের বস্তি। সেইসঙ্গে যত সমাজবিরোধীদের আড্ডাও সেখানে।

এই অঞ্চলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আসা-যাওয়া নেই বললেই হয়। কিন্তু ওরা ভেবে পেল না থেকে-থেকে এরা হঠাৎ পঞ্চুকে গুম করতে যাবে কেন? পঞ্চুকে গুম করে এদের লাভটাই বা কী?

বাবলুরা তেলকলঘাটে এসে গঙ্গার ধার থেকে বস্তির আনাচে-কানাচে অনেক ঘোরাঘুরি করল। যদি হঠাৎ করে দেখা মেলে পঞ্চুর। কিন্তু না, কোনও লাভই হল না। ঘোরাঘুরিই সার হল। পঞ্চুর পাত্তাও পাওয়া গেল না কোথাও। দেখা পাওয়া দূরের কথা, ওকে পাওয়ার ক্ষীণ সূত্রটুকুও পাওয়া গেল না।

হতাশ পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। সন্ধে হল।

ওপারে কলকাতা মহানগরী সেজে উঠল আলোকমালায়। আর এপারে হাওড়া শহর ভরে উঠল লোডশেডিং-এর গোলকধাঁধায়।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল লাইনের ওপর দিয়ে দপাং দপাং করে পা ফেলে একজন ভয়ংকর চেহারার লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পিছু-পিছু একটু দূরত্ব বজায় রেখে আসছে আরও দু'জন।

সেই ভয়ংকর লোকটিকে কালো প্যান্ট আর ডোরাকাটা গেঞ্জি পরে থাকায় অনেকটা নিগ্রোদের মতো লাগছিল। তার ওপরে সে যেমন লম্বা তেমনই কালো। যেন আলকাতরা দিয়ে বার্নিশ করা। গলায় রুমাল বাঁধা। অর্থাৎ কিনা নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিচ্ছে যন্তরখানা কী। লোকটি এসেই বাজখাঁই গলায় ওদের বলল, "এই! তোরা এখানে কী করছিস রে?"

বাবলু বলল, "কী আবার করব? গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি।"

অন্য একজন এসে বলল, "তোদের সাহস তো কম নয়, দিনদুপুরে যম এখানে আসতে ভয় পায়, আর তোরা সন্ধের পর এখানে এসে বসে আছিস?"

সেই ভয়ংকর লোকটি বলল, "তোদের বাড়ি কোথায়?"

বাবলু বলতে যাচ্ছিল, "ক্যাওড়াতলায়।" কিন্তু এখনই এদের ঘাটিয়ে লাভ নেই। তাই বলল, "মধ্য হাওড়ায়।"

"এখানে কী করতে এসেছিস?"

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে গম্ভীর মুখে লোকটি বলল, "আনোয়ার দেখেছে কুকুরটাকে খাঁচাগাড়িতে পোরা হয়েছে?"

"হ্যাঁ দেখেছে। শুধু দেখেছে নয়, বাধা দিতে গিয়ে লাথিও খেয়েছে একটা।"

"কিন্তু কুকুরটাকে তেলকলঘাটের দিকে নিয়ে গিয়েছে এ-কথা কে বলল?"

"সে আর-একজন।"

"আনোয়ার! মানে, কয়েকবছর আগে কালীবাবুর বাজারে যে লোকটা মাছের ব্যবসা করত সে, তাই না?"

"হ্যাঁ। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আনোয়ারদাকে তা হলে চেনেন আপনি। তাই না?"

"বেনারসীলাল চেনে না এমন কেউ হাওড়া শহরে আছে? তা ও যখন দেখেছে তখন ঠিকই দেখেছে।"

বাবলু চমকে উঠে বলল, "বেনারসীলাল! মানে আপনিই সেই—?"

"কুখ্যাত সমাজবিরোধী এবং এলাকার আতঙ্ক। আমার ভয়ে এই এলাকার কোনও জীবিত মানুষ সন্ধের পর এখানে আসে না, বা রাত্রিবেলা বঙ্কিম সেতু পার হয় না। শুধু তোরাই আজ না জেনে এখানে এসে রেকর্ড করলি। যা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা।"

বাবলু এইরকম অবস্থায় কখনও বিনয়ী হয় না। তবে পঞ্চুর ব্যাপারে ও এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, নরম না হয়ে পারল না। বলল, "বেনারসীদা, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনার নামে বাঘে-গোরুতে জল খায় এখানে। আপনি বললে যে-কেউ এই কাজ করে থাকুক না কেন, আমাদের কুকুরকে ফিরিয়ে দেবে। ওই কুকুরটা আমাদের প্রাণ। ওকে পাইয়ে দিন দাদা।"

বেনারসী বলল, "এইসব দাদা-টাদা আমাকে কেন বলছিস? ওতে আমার মন ভিজবে না। ছোটবেলায় মা আমাকে মেরেছিলেন বলে ছোট ভাইটাকে আমি ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিলুম। সেই অপরাধে বাবা আমাকে

বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। এক ভদ্রলোক দয়া দেখিয়ে আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলে সুযোগ বুঝে আমি তাঁকে সর্বস্বান্ত করে তাঁর বুকে ছুরি মেরে ফেরার হই। আমার গায়ে মানুষ কেন, জানোয়ারের চামড়াও নেই। আর শরীরে আছে রক্তের বদলে—।"

"তা হলে আমরা ব্যর্থ হয়েই ফিরে যাব বেনারসীদা?"

"না। তা কেন? বেনারসীলালের কাছে এসে কেউ কখনও নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি। রাত হয়েছে, ঘরে যা। কাল সকালের মধ্যে খবর পাবি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সেখানে না থেকে আশায় বুক বেঁধে ফিরে এল। বেনারসীলালের ঔদ্ধত্য মেনে নেওয়ার পাত্র ওরা নয়, তবুও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কিছুই হজম করতে হয়।

যাই হোক, সে-রাত্রিটা আধো-ঘুমে আধো-জাগরণেই কেটে গেল ওদের।

পরদিন সকালে এক মর্মান্তিক খবর পেয়ে শিউরে উঠল ওরা। দলবেঁধে সবাই ছুটল মোড়ের মাথায়। ওরা দেখল পাড়ার তেমাথার মোড়ে সেই কুকুরধরা গাড়িটা পড়ে আছে। আর গাড়ির ভেতরে আছে অ্যাসিডে গলানো বিকৃত একটা কালো কুকুরের মরদেহ এবং সেইসঙ্গে সদ্য কাটা একটি নরমুণ্ড।

এই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে বাবলুরা স্তব্ধ হয়ে গেল। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় ভরে উঠল ওরা। এই কাটা মুণ্ড আর কারও নয়, আনোয়ারদার। কে জানত দোলের আবির ও রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে এই অসহায় মানুষটিরও রক্তের রং এক হয়ে যাবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখে জল এসে গেল। ওরা সেই কুকুরের মৃতদেহ গাড়ি থেকে নামিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল ওটা পঞ্চুরই দেহ কিনা। কুকুরের পায়ের কাছে একটু বাদামি রং দেখে ওরা নিশ্চিন্ত হল এটা আর যারই হোক, পঞ্চুর অন্তত নয়।

বেনারসীলালের নৃশংসতায় দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। পঞ্চুকে ফিরে পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও আর দেখতে পেল না ওরা।

থানায় খবর গেলে পুলিশি তদন্তের পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তিরদের বাগানে বসে আলোচনা করতে লাগল এই রোমহর্ষক ঘটনার ব্যাপার নিয়ে।

বাবলু বলল, "এখন বোঝাই যাচ্ছে পঞ্চুর ব্যাপারে বেনারসীলাল গভীরভাবে জড়িত। তাই পঞ্চুকে পাওয়ার জন্য বেনারসীলালকে ফাঁদে ফেলতেই হবে।"

বিলু বলল, "তোর কি মনে হয় পঞ্চু বেঁচে আছে?"

"নিশ্চয়ই। পঞ্চুকে মেরে ফেলবার জন্য তো অত কষ্ট করে ধরে নিয়ে যায়নি ওরা। পাণ্ডব গোয়েন্দার পঞ্চুকে বিক্রি করতে পারলে অনেক—অনেক টাকা লাভ ওদের। কিন্তু লোকটা মাথামোটা। তাই আমাদের বোকা বানানোর জন্য অন্য কুকুরের দেহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এখন করণীয় কী? পঞ্চুকে খোঁজা? না বেনারসীলালের বদলা নেওয়া?"

বাচ্চু-বিচ্ছু নির্বাক। এই ব্যাপারে ওদের কোনও মত প্রকাশের আগ্রহই যেন নেই। শুধুমাত্র বাবলুর পরিকল্পনার ওপর আস্থা রেখেই আলোচনাগুলো শুনে যেতে লাগল ওরা।

বাবলু বলল, "পরিস্থিতি এখন এমনই যে, দুটো কাজই একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। পঞ্চু কোথায় আছে তা জানতে না পারলে ওকে উদ্ধার করা অসম্ভব। কাজেই বেনারসীলালকে জাঁতাকলে ফেলতেই হবে আগে।"

বিলু বলল, "কিন্তু কোন সূত্র ধরে আমরা এগোব?"

"সূত্র একটা খুঁজে বের করতেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "যেন তেন প্রকারেণ বেনারসীলালকে ঘায়েল করতে না পারলে ওকে ফাঁদে ফেলা অসম্ভব। আর তেমনই অসম্ভব ওকে ঘায়েল করা। কেননা ওই চতুর বেড়াল কোনও সময়ই একা থাকে না। অন্তত দু'-চারজন সঙ্গে ওর থাকেই। তাও তারা সশস্ত্র। তোর ওই একটি পিস্তলের গুলিতে ওকে জব্দ করা কখনওই যাবে না।"

বাবলু বলল, "যায় কি না যায় দেখব। সামনাসামনি না পারি, পেছন থেকেও ঝাড়ব ওকে। তারপরে দ্যাখ ওর কী করি!"

বিলু বলল, "কখন কী করবি ঠিক কর তা হলে। যত দেরি হবে ততই আমাদের ক্ষতি।"

বাবলু বলল, "না। দেরি হবে না। আজ দুপুরে আমি নিজে একবার ওইখানে গিয়ে পঞ্চুর খোঁজ নেব।

সেইসঙ্গে জেনে আসব ওই কুখ্যাত এলাকায় বেনারসীর ঘাঁটিটা ঠিক কোনখানে।"

বাবলুর কথায় শিউরে উঠল সকলে।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো একস্বরে প্রতিবাদ করল।

বাচ্চু বলল, "তুমি কি সজ্ঞানে আছ বাবলুদা? ওই শত্রুপুরীতে তুমি একা যাবে কী করে?"

"ওখানে একা না যাওয়া ছাড়া যে কোনও উপায় নেই।"

বিচ্ছু বলল, "এইরকম অসার চিন্তাকে তুমি মনের কোণেও স্থান দিয়ো না।"

বিলু বলল, "ওইরকম রিস্ক কেউ কখনও নেয়? যদি পঞ্চু থাকত সঙ্গে তবুও কথা ছিল। কিন্তু যে আমাদের রক্ষাকর্তা সে-ই তো এখন ঘোর বিপদে।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া বেনারসীলাল অত্যন্ত ধূর্ত। কোনওরকমে একবার যদি ওর খপ্পরে পড়ে যাস তুই, তা হলে তোর অবস্থাও হবে আনোয়ারের মতো।"

বাবলু বলল, "জানি। তোরা যে যা বলছিস তার সবই ঠিক। তবে কিনা আমি কেন একা যেতে চাইছি জানিস? আমাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখলেই ওর লোকেরা চিনে নেবে। আর যদি নেয় তা হলে বিপদ হবে আমাদের প্রত্যেকের। তবে এটাও জেনে রাখিস, বেনারসীর খপ্পরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কম। অতএব বিপদের ভয়টা আমি করি না।"

"সম্ভাবনাটা কম কেন?"

"তার কারণ আনোয়ারদার হত্যাকাণ্ড নিয়ে চারদিকে হইচই পড়ে গেছে। কাজেই এরপরও পুলিশের হাতে ধরা দেওয়ার জন্য ও নিশ্চয়ই ওখানে বসে থাকবে না। আর পুলিশও নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওখানে গিয়ে তেলেজলে এক করে দিয়েছে। সেইজন্যই আমি সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে ছদ্মবেশে ওখানে গিয়ে সবকিছুর খোঁজখবর নেব। তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য পিস্তলটা তো থাকবেই আমার সঙ্গে।"

বিলু বলল, "তুই যা-ই বলিস না কেন ভাই, একা তোকে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারব না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এ-ব্যাপারে আমাদেরও মন সায় দিচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "আমারও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু তোরা কিছুতেই বুঝতে চাইছিস না কেন যে, ওখানে একা যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। সবাই গেলে আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তোরা জেনে রাখ বেনারসী ওখানে নেই। পুলিশও এখন তার নাগাল পাবে না। আমার ধারণা, ওই হত্যাকাণ্ডের পরই সে গা-ঢাকা দিয়েছে। তাই তেলকলঘাটে এখন কোনও বিপদ নেই।"

"তা যদি হয় তা হলে আমাদের সবার গেলে দোষ কী?"

"দোষ আছে। সে না থাকলেও তার স্পাইরা তো আছে। তাদের নজর এড়াবি কী করে?"

বিচ্ছু বলল, "এড়ানো যাবে। একদিক দিয়ে তুমি ঢুকবে, অপরদিক দিয়ে আমরা ঢুকব। তুমি তোমার কাজ করবে, আমরা আমাদের কাজ করব। অর্থাৎ কিনা আমরা লক্ষ রাখব তোমার দিকে।"

বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "বেশ, আমরা সবাই যাব। তবে রণকৌশলটা একটু পালটাতে হবে আমাদের। অর্থাৎ স্থলপথে নয়, রামকৃষ্ণপুরের ক্রেনজেটি থেকে একটা নৌকো ভাড়া করে জলপথে যাব আমরা। আমি একা ভেতরে ঢুকে সব দেখেশুনে আসব, তোরা নৌকোয় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করবি।"

বাবলুর পরিকল্পনায় সায় দিল সকলে। তারপর দারুণ এক মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে এল যে যার ঘরে।

॥ ৬ ॥

সেইরকমই পরিকল্পনামতো দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ওরা রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এল অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে। ওদের পরিচিত একজন মাঝির সঙ্গে কথা বলে নৌকো ঠিক করল ওরা। পনেরো টাকা ঘণ্টায় রফা হল নৌকোটি।

আসবার সময় কালীবাবুর বাজার থেকে একজন মেকাপম্যানকেও সঙ্গে এনেছিল ওরা। নৌকোর ছইয়ের ভেতরে বসে বাবলু পেন্ট করে ধরাচুড়ো বাঁশি নিয়ে কৃষ্ণ সাজল। আর বিলু সাজল 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর মতো একটা কয়লাখোঁচার লোহার শিক ও কাঁধে কাগজের বস্তা নিয়ে স্রেফ একটি নিম্নশ্রেণীর কাগজ-কুড়নোওয়ালা।

এরপর মেকাপম্যানকে বিদায় দিয়ে নৌকোয় চেপে ওরা এল তেলকলঘাটে।

আঘাটায় নৌকো ভিড়লে ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু রইল নৌকোর মধ্যে। বাবলু ও বিলু ঢুকল ইয়ার্ডের ভেতর।

বাবলু আপনমনে রং চং করে এগিয়ে চলল।

বিলু চলল ছেঁড়া ময়লা কাগজ কুড়িয়ে।

ওরা দু'জনেই দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। কৃষ্ণ-সাজা বাবলুকে এতই ভাল লাগছিল যে, সবাই ওর দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ চোখে। কেউ কেউ দুটি-একটি পয়সাও দিল।

বিলুও বাবলুর দিকে নজর রাখতে রাখতে এমনভাবে কাগজ কুড়িয়ে যেতে লাগল, যাতে কেউ সন্দেহও করল না ওকে। তা ছাড়া সবারই নজর তখন বাবলুর দিকে।

বস্তিবাসীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বংশীধারী বাবলুকে বাঁশি বাজাতে বললে বাবলু ওর মাউথঅর্গানটি বাজাতে লাগল। জমে উঠল মজা। একে কৃষ্ণ, তায় আবার বাঁশির বদলে মাউথঅর্গান। হইহই করে উঠল সকলে। কেউ কেউ নাচতে লাগল।

কেউ কেউ বলল, "হিন্দি গানের সুর বাজাও। হায় আপনা দিল...।"

কেউ বলল, "না না। শুধু দিল।"

বাবলু তাই বাজাল।

কিন্তু বাদ সাধল এলাকার কুকুরগুলো। তারা যে কতরকমের রাগরাগিণীতে গলা ভাঁজতে লাগল ওদের দেখে, তার আর ঠিক নেই। তারা এসে এমন ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল দু'জনকে যে, ওদের ঘুরে বেড়ানোই দায় হল।

বস্তিবাসীরা অবশ্য ঠ্যাঙা-লাঠি নিয়ে ধমক ধামক দিয়ে শান্ত করল কুকুরগুলোকে।

বাবলু বিরক্ত হয়ে বস্তিবাসী একজনকে বলল, "এত কুকুরের উপদ্রব নিয়ে আপনারা এখানে বাস করছেন কী করে? কর্পোরেশনে খবর দিলেই তো ধরে নিয়ে যায় কুকুরগুলোকে।"

যাকে বলা হল সে ব্যঙ্গোক্তি করে বলল, "কর্পোরেশনের কাজ হল কর আদায় করা আর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া 'জলাতঙ্ক হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসুন। কুকুরে কামড়ালে ইঞ্জেকশন নিন। কুকুরকে চোখে চোখে রাখুন।' কিন্তু কুকুর ধরে তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তারা কেউ নেই।"

বাবলু মেকি বিস্ময় প্রকাশ করার ভঙ্গিতে বলল, "সে কী! কালই তো আমি আপনাদের এলাকায় একটা কুকুরধরা গাড়ি দেখলাম।"

"আরে ওটা কর্পোরেশনের গাড়ি নাকি? বেনারসীলালের চাল। বেনারসীলাল এখন চোরাগোপ্তা ভাল ভাল কুকুর পেলেই ধরে নিয়ে এসে পাচার করছে। ভাল ব্যবসা শুরু করেছে। কাল তো একটা কুকুরকে নিয়ে নাস্তানাবুদ কাণ্ড।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। কুকুরটার একটা চোখ কানা ছিল। যে বেশি টাকা দিয়েছে সে ওই কানা কুকুর নেবে কেন? তা কুকুরটা যেই না দু' পায়ে খাড়া হয়ে বাবুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল অমনিই বাবু তো অভিভূত হয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। তারপর গাড়িতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।"

"বলো কী! কুকুরটা কামড়ে দিল না?"

"না না। খুব শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট কুকুর। তা ছাড়া কামড়াবার উপায়ও ছিল না ওর। মুখটা তো জাল দিয়ে বাঁধা ছিল।"

"বুঝেছি। কুকুরটাকে নিয়ে বাবু তা হলে গেলেন কোথায়?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে ওই বাবু বেনারসীলালের কাছে প্রায়ই আসেন।"

বাবলু বলল, "আমার সন্ধানে একটা ভাল কুকুর আছে। সেটাকে আমি এদের মারফত বিক্রি করতে চাই। আমাকে একটু বেনারসীলালের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো?"

লোকটি বলল, "ওকে তো এখন পাওয়াই মুশকিল। কাল একটা মার্ডার করে কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়েছে তা কে জানে? কবে যে আসবে, তারও কোনও ঠিক নেই। তবে তুমি একটা কাজ করতে পারো। এই ব্যাপারে নেউলের সঙ্গে দেখা করতে পারো।"

"নেউল কে?"

"ও বেনারসীলালেরই লোক। ওর ডানহাত বলতে পারো। একটু বোসো, ডেকে দিচ্ছি।"

বাবলু বসেই রইল। বিলুও দূর থেকে লক্ষ রাখতে লাগল ওর দিকে।

একটু পরেই হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরা দু'জন হতশ্রী চেহারার লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। খুব একটা শক্তপোক্ত লোক নয়। এসে একজন বলল, "কে কুকুর বেচতে চায়?"

বাবলু বলল, "চুপ। আস্তে করে বলো। কেউ শুনে ফেলবে। চোরাই মাল।"

"আরে, আমরা তো চোরের ভায়রা ভাই, ছ্যাঁচোড়। চুরি করাই আমাদের পেশা।"

বাবলু হেসে বলল, "গুরু! গুরু! আমিও চোর। ওই যে দেখছ ছেলেটা কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও-ও চোর। আমরা দু'জনে এইভাবে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াই আর এর-ওর কুকুর চুরি করে বেচে দিই। আমরা দু' জায়গা থেকে দুটো ভাল জাতের কুকুর চুরি করে লুকিয়ে রেখেছি। ও কুকুর বেচতে পারলে অনেক দাম। কিন্তু আমরা বেশি দামে কার কাছে বেচব ভাই? বিশ-পঁচিশ টাকার বেশি কেউ আমাদের দিতেই চায় না। তোমরা যদি শ'খানেক টাকা আমাদের দাও তা হলে কুকুর দুটো আমরা তোমাদের দিয়ে দিতে পারি। এবার তোমরা যত দামে ইচ্ছে বেচো না হয়।"

নেউল উল্লসিত হয়ে সঙ্গী লোকটিকে বলল, "শুনলি তো ক্যাবা, একেই বলে কপালের ফের। এই কুকুর বেচতে পারলে মি. নায়েকের পকেট আমবা বেশ ভালভাবেই মারতে পারব।"

ক্যাবা বলল, "একেবারে পালিশ করে দেব, কী বল? তা হলে এক কাজ করি শোন, এই ছেলেদুটোকেও আমাদের লাইনে টেনে নিই আয়।"

"ঠিক বলেছিস তুই। এদের দিয়েই আমরা কাজ করাব। রীতিমতো তৈরি ছেলে ওরা। কিন্তু বেনারসীলাল?"

"আরে রেখ্‌খে দে তোর বেনারসীলাল! এমন মওকা কখনও কেউ ছাড়ে? তুই এখনই নায়েককে আটকা। আজ রাতের সম্বলপুর এক্সপ্রেসে ওর যাওয়ার কথা। কুকুরটাকে কীভাবে নিয়ে যাচ্ছে তা জানি না। গিয়ে বল, ওই কুকুরের চেয়ে আরও অনেক দামি দুটো কুকুর পাওয়া গেছে। আজকের যাওয়া বাতিল করে যেন এই কুকুরদুটোকেও নিয়ে যায়। আর শোন, দাম বলবি আড়াই হাজার করে পাঁচ হাজার টাকা।"

বাবলু বলল, "বলো কী! দুটো কুকুরের দাম পাঁচ হাজার টাকা!"

নেউল খিকখিক করে হেসে বলল, "হুঁ হুঁ বাবা। পাঁচ হাজার। কাল বেনারসীলাল একটা কানা কুকুর বেচেছে দশ হাজারে।"

বাবলু বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"আরে ও কী যা-তা কুকুর? ও হচ্ছে গোয়েন্দা কুকুর। ওকে ধরে খাঁচায় রাখলেই শুধু ওর দর্শনী হিসেবে এক টাকা করে টিকিট করলে দশ মিনিটে দশ হাজার টাকা উঠে যাবে। কত কাগজে ওর ছবি বেরোয় জানিস? ওর নাম পঞ্চু। বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করেছে ও। শুধু হার মেনেছে আমাদের মতো ছ্যাঁচোড়ের কাছে। অনেকদিন তাগে তাগে ছিলাম। কালই মওকা মিলল। কাল যে কী করে ওকে ধরেছি তা আমরাই জানি।"

"তোমরা ধরেছ?"

"হ্যাঁ। ক্যাবা আর আমি দু'জনে মিলে ধরেছি। আমাদের দুই সঙ্গী উদো আর বুধো একটা কুকুরধরা গাড়ি নিয়ে কাছাকাছিই ছিল।"

"কীভাবে ধরলে তবু শুনি?"

"আমরা তো তক্কে-তক্কে ছিলাম। উদো-বুধো গাড়িটা পলিথিন শিট চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল একপাশে। কিন্তু চারপাশে লোকজন থাকার ফলে কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিলাম না আমরা। হঠাৎ দেখি না একটা বিড়ালকে তাড়া করে কুকুরটা এক জায়গায় এসে মাটিতে কীসের যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল। অমনিই আমরা লেগে গেলাম কাজে। ক্যাবা সাঁড়াশি নিয়ে যেই এগিয়েছে ব্যাটা অমনিই ক্যাবার দিকে লাফ মারতে যাচ্ছিল। আমিও পেছনদিক থেকে খপাত করে ধরে ফেললুম ব্যাটাকে। উঃ সে কী প্রচণ্ড শক্তি ওর। ক্যাবা আর আমি দু'জনে মিলে ওকে ধরে রাখতে পারি না। তারপর বহু কষ্টে ওকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে ঢুকিয়েই নিয়ে এলাম আমাদের আড়তে।"

বাবলু বলল, "তোমাদের আড়তটা তা হলে কোনখানে আমাদের দেখিয়ে দাও। কুকুর নিয়ে আমরা এখনই চলে আসছি।"

নেউল বলল, "আয় তবে।"

ক্যাবা বলল, "আমি তা হলে নায়েককে একটা ফোন করে দেখা করতে বলি?"

"যা। তাড়াতাড়ি যা।"

ক্যাবা চলে গেল।

বাবলু আর বিলুকে নিয়ে যেতে যেতে নেউল বলল, "শোন ভাই, তোদেরকে আমরা ঠকাব না। তবে একটা কথা বলে রাখি, বেনারসীলালকে এড়িয়ে চলবি। এই ব্যাপারে কোনও কথা যেন কখনও বলবি না বেনারসীলালকে। তোরা শুধু আমাদের দু'জনের হয়েই কাজ করবি। আমরা তোদের দুটো কুকুরের জন্য দুশো নয়, চারশো টাকা দেব, কেমন?"

বাবলু আনন্দে লাফিয়ে ওঠার ভান করল। বলল, "কী যে বলো দাদা, এইরকম যদি হয় তা হলে তো রোজ আমরা একটা-দুটো করে কুকুর ধরে আনব।"

"তোরা পারবি রে। তোরাই পারবি। আমাদের এই মৌচাকে তোরাই হচ্ছিস খাঁটি মধু। এতদিন কোথায় যে ছিলিস রে তোরা?"

নেউলের সঙ্গে রেললাইন ধরে কিছুটা পথ যাওয়ার পর একটা পরিত্যক্ত মালগাড়ির কামরার মধ্যে ঢুকল ওরা। সেখানে চার-পাঁচটি মজবুত কুকুর ধরার গাড়ি ও গোটা চারেক সাঁড়াশি ওরা দেখতে পেল।

বাবলু বলল, "এসব কোথায় পেলে গো তোমরা? কর্পোরেশনে তো নেই।"

"এখানে নেই। তবে এগুলো অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। মি. নায়েকই সাপ্লাই দিয়েছেন এগুলো। বেনারসীলালের সঙ্গে ওঁর আসল ব্যবসা হল কুকুর পাচারের। তা একদিন খবরের কাগজে ওই পঞ্চুচন্দ্রের ছবি দেখে, ওর বীরত্বের কাহিনী পড়ে বাবুর ইচ্ছে হল ওকেই কেনে। মনের বাসনাটি বলেও ফেলল বেনারসীলালকে। বেনারসী আমাদের নির্দেশ দিল। আমরাও তাগে-তাগে থেকে মওকা পেয়েই ধরে ফেললাম ব্যাটাকে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। একটা খাঁচা তা হলে আমাদেব দাও।"

"এই দিনের বেলায় কেষ্ট সেজে খাঁচা নিয়ে যাবি কোথায়?"

"আরে দাও-ই না! তারপর দ্যাখোই না কী করি?"

"খুব সাবধান। পঞ্চুর ব্যাপারে পুলিশ কিন্তু আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজেছে। ওই গাড়ি দেখলেই ধরবে তোদের।"

"ধরেও তো কোনও লাভ হবে না। আমাদের মাথায় গজাল পুঁতলেও সত্যিকথা ফাঁস করব না আমরা। বলব, আমরা রাস্তার ছেলে। রাস্তার ধারে পড়ে ছিল গাড়িটা তাই নিয়ে খেলা করছি।"

নেউল লাফিয়ে উঠে বলল, "কেয়াব্বাত। তোদের হবেই। তোদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিছুদিন আমাদেব সঙ্গে থাক, তারপর কী করে ব্যাগ ছিনতাই করতে হয়, কী করে তালা ভাঙতে হয়, কী করে পকেট মারতে হয়, সব শিখিয়ে দেব।" এই বলে দুটো কাঠের পাটাতন এনে মালগাড়ির খোলের মুখে লাগিয়ে গড়গড় করে নামিয়ে আনল গাড়িটা। তারপর চড়চড় করে মজবুত ডালাটা ওপর দিকে টেনে উঠিয়ে বলল, "এই দ্যাখ, কীভাবে এটা খুলতে হয়।"

বাবলু বলল, "এবারে সুড়সুড় করে এর ভেতর ঢুকে দেখাও দেখি কী করে এতে ঢুকতে হয়?"

"আমি কুকুর নাকি যে, এর ভেতরে ঢুকব?"

"যা বলছি তাই করো।"

"তার মানে?"

"মানেটা পরে বোঝাব। এখন ঢোকো বলছি।"

ততক্ষণে বিলু সজোরে একটা লাথি মেরেছে নেউলকে। সেই আঘাতের টাল সামলাতে না পেরে নেউলের অর্ধাংশ ঢুকে গেল খাঁচার মধ্যে। বাকিটা ওরা দু'জনে জোর করে ঢুকিয়ে বলল, "একদম চেঁচামেচি করবি না। চেঁচিয়েছিস কি মরেছিস।"

নেউল বলল, "এ কীরকম হল ভাই? এইরকম কথা তো ছিল না। এ কী রসিকতা করছ তোমরা? তোমরা কারা?"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাদের দুশমন।" বলেই রেল ওয়াগনের ভেতরে রাখা সেই পলিথিনের শিটটা নিয়ে এসে গাড়িতে চাপা দিয়ে সোজা পথে না এসে বাঁকা পথে গঙ্গার ধারে নিয়ে এল।

নৌকোটা একটু দূরে ছিল।

বিলু জোরে একটা শিস দিতেই ভোম্বল ওর সংকেত বুঝতে পেরে মাঝিকে বলে নৌকোটাকে নিয়ে এল ওদের দিকে।

নৌকো ডাঙায় এসে ভিড়তেই বাবলু গাড়িটাকে টানতে টানতে নৌকোর কাছে এনে বলল, "এই দ্যাখ, কাকে নিয়ে এসেছি।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই নৌকোর খোলের মধ্যে ছিল।

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই পঞ্চু।"

বাবলু বলল, "না, পঞ্চু নয়। তবে পঞ্চুকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তাদেরই একজনকে নিয়ে এসেছি। একে পিন মারলেই সব বেরোবে এক এক করে।"

ভোম্বল আর বিলু দুটো কাঠের পাটাতন নৌকো থেকে নামিয়ে ডাঙার সঙ্গে যুক্ত করলে বাবলু একাই গাড়িটাকে ঠেলে ওঠাল নৌকোতে।

এই না দেখেই তো মাঝির চক্ষু চড়কগাছ। বলল, "এ কী! এসব কী ব্যাপার! আমার নৌকোয় এসব আমি ওঠাব না। নামাও বলছি।"

বাবলু বলল, "নৌকো ছাড়ো। একেবারে রামকৃষ্ণপুর ঘাট।"

"অসম্ভব! ও আমার দ্বারা হবে না। জেল হয়ে যাবে আমার। এসব কাজ আমি করি না।"

"এই জিনিস হাতছাড়া করলেই বরং তোমার জেল হবে মাঝিভাই। তা ছাড়া এটা তো কোনও স্মাগলিং গুডস নয়। একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে ফাঁদে ফেলেছি। একে আমরা পুলিশে দেব।"

মাঝি তবুও আমতা আমতা করতে লাগল। বলল, "আমি সব বুঝি। কিন্তু আমি এই কাজে সাহায্য করলে বেনারসীলাল আমাকে খুন করে গঙ্গার জল লাল করে দেবে।"

"সে তো আমাদেরকেও দিতে পারে।"

"তোমাদের কথা আলাদা। কিন্তু আমার জানের মায়া আছে।"

বাবলু এবার পিস্তলটা বের করে মাঝির দিকে তাগ করে বলল, "আমার কথা না শুনলে আমিও তোমার ওই হাল করব। আর পুলিশও তোমাকে সহজে ছাড়বে না। বেনারসীলাল এখন অনেক দূরে। কিন্তু আমি তোমার সামনে।"

মাঝি আর একটি কথাও না বলে ঘাড় হেঁট করে নৌকো বাইতে লাগল।

পঞ্চুর অপহরণকারীকে যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইভাবে কবজা করতে পারবে তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি।

যাই হোক, রামকৃষ্ণপুর ঘাটে যখন নৌকো এসে ভিড়ল তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। মাঝিকে তার প্রাপ্য টাকা দিয়ে ওরা একই কায়দায় খাঁচাগাড়িটাকে ডাঙায় তুলল।

মাঝি নেউলকে বলল, "যেমন তোমার অবস্থা ভাই, তেমনই আমারও। যেন আমার ওপর রাগ করে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা কোরো না।"

ক্ষিপ্ত নেউল বলল, "ঠিক আছে। একবার ছাড়া পাই। তারপর দ্যাখ না ওদের কী করি?"

বিলু বলল, "এই ব্যাটা, আবার ফ্যাচফ্যাচ করছিস? একবার বলে দিয়েছি না, চ্যাঁচাবি না, কথা বলবি না। এবার একটা কথা বললেই কিন্তু আবার খোঁচাব।"

ভোম্বল বলল, "আর শোন, আমরা যখন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব, তুই তখন ঘেউ ঘেউ করবি।"

নেউল বলল, "আমি কুকুর নাকি যে, ঘেউ ঘেউ করব?"

"মানুষও তো নোস। না হলে এমন অমানুষিক কাণ্ড করে বেড়াস? তা ছাড়া কুকুরের খাঁচায় ঢুকে থাকলে কুকুর হতে হবে। কর ঘেউ ঘেউ।"

নেউল খাঁচার ভেতর থেকে রক্তচক্ষুতে তাকাতে লাগল ওদের দিকে।

বিলু অমনিই শিকের একটা খোঁচা দিয়ে বলল, "চোখ রাঙাচ্ছিস কাদের? আমাদের কুকুরটা তোদের কোন ক্ষতিটা করেছিল? তাকে কষ্ট দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় মনে ছিল না? ডাক শিগগির কুকুরের ডাক।"

"ডাকব না।"

বলামাত্রই শিকের বাড়ি আর এক খোঁচা।

খোঁচা খেয়েই ডেকে উঠল নেউল, "ঘেউ ঘেউ ঘেউ।"

"ঠিক আছে, আর ডাকতে হবে না। চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আধো-অন্ধকারে এ-পথ সে-পথ করে সেই খাঁচাগাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলল ওদের পাড়ার দিকে।

দু'-একজন অপরিচিত পথচারী যারা ওই অবস্থায় দেখে ফেলল নেউলকে, তারা বলল, "এ কী! এ কী!

লোকটাকে এইভাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "এর কুকুরখ্যাপাতঙ্ক রোগ হয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়াচ্ছে। তাই একে থানায় নিয়ে যাচ্ছি দারোগা ডাক্তারের কাছে।"

"অ, বুঝেছি। গোলমেলে ব্যাপার।"

বাবলুরা কোনওখানে আর এতটুকুও দেরি না করে নেউলকে নিয়ে চলে এল সোজা ওদের ঘাঁটিতে। অর্থাৎ মিত্তিরদের বাগানে।

নেউলকে সেখানে আনার পর বাবলু আর বিলু ওর পাহারায় রইল। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু গেল টর্চ, দড়ি, ছোরা-ছুরি ইত্যাদি নিয়ে আসতে।

নেউল এবার ভয় পেয়ে বলল, "তোমরা আমাকে নিয়ে কী করতে চাও শুনি?"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাকে জ্যান্ত কবর দেব। তুমি আমাদের পঞ্চুকে অপহরণ করেছ। কাজেই তোমার পরিত্রাণ নেই। তোমার ওই কৃতকর্মের প্রতিশোধ আমরা না নিয়ে ছাড়ব না।"

বিলু বলল, "শুধু তাই নয়, আনোয়ারদার মতো একজন অসহায় নিরীহ মানুষকে যেভাবে তোমরা খুন করেছ, আমাদের উপহার দেবে বলে রাস্তার একটি কুকুরকে মেরে তার গায়ে অ্যাসিড ঢেলে যেরকম নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছ তাতে পাপের ফল ভোগ তোমাকে করতেই হবে।"

নেউল বলল, "বেশ তো, সেজন্য আমি ক্ষমা চাইছি।"

বাবলু বলল, "তোমার কৃতকর্মের ক্ষমা হয় না।"

বিলু বলল, "ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না। বাবলু তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবে বললেও আমি অন্যরকম ভাবছি।"

বাবলু বলল, "তুই কী ভাবছিস শুনি?"

"ভাবছি একে কবর না দিয়ে এই খাঁচার গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারি আয়। তারপর এর ঝলসানো দেহটাকে বেনারসীলালের কাছে পাঠিয়ে দিলেই উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।"

নেউল এবার কেঁদে ফেলল। বলল, "তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি, এই কাজ তোমরা কোরো না ভাই। আমি বেনারসীলালের হয়ে কাজ করেছি বলেই তোমাদের কুকুরকে ধরেছি। না হলে ওইরকম কোনও পরিকল্পনা আমার ছিল না। আর তা ছাড়া আনোয়ারের কথা যখন বললে তখন জেনে রাখো ওকে খুন করেছে ক্যাবা। বেনারসীলাল নিজে পাশে থেকে এই খুন করিয়েছে। তবে ওই নরমুণ্ড-সহ খাঁচাগাড়িটা অবশ্য রাতের অন্ধকারে আমিই রেখে এসেছি তোমাদের পাড়ায়। তোমরা আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দাও।"

বাবলু বলল, "বেশ, এত করে যখন বলছ, তখন একটু ভেবে দেখি। তার আগে বলো দেখি পঞ্চু কোথায়?"

"ওর কথা তো আগেই বলেছি। মিঃ নায়েক বেনারসীলালের কাছ থেকে ওকে কিনে নিয়ে গেছে। আজ রাতের গাড়িতে ওদের ঝাড়সুগড়ায় যাওয়ার কথা।"

"পঞ্চুও যাবে?"

"হ্যাঁ। এখন তো ওর জন্যই যাওয়া।"

"মি. নায়েক এখানে কোথায় থাকেন?"

"শালিমারের কাছে ভড়পারে।"

"এই সমস্ত কুকুরগুলোকে কিনে নিয়ে গিয়ে উনি কী করেন?"

"তা বলতে পারব না ভাই। তবে মনে হয় আরও বেশি দামে অন্য কাউকে বিক্রি করেন। তবে তোমাদের পঞ্চুর ব্যাপারে আমি শুনেছি কুখ্যাত একটি ডাকাতের দল নাকি ওকে কিনে নেবে। কেন না ও গোয়েন্দা কুকুর তো, পুলিশের গতিবিধির দিকে ও নজর রাখবে।"

বাবলু বলল, "মাথামোটা আর কাকে বলে।"

নেউল বলল, "কী বললে?"

"কিছু না।"

ততক্ষণে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা এসে গেছে।

নেউল বলল, "আমি তো কোনও কিছুই গোপন না করে আমাদের সব কথাই বলে দিলাম। এবার আমাকে মুক্তি দাও। আমি একদম ঘাড় সোজা করতে পারছি না।"

"দেব। আমাদের শুধু আর-একটি কথা জানার বাকি আছে।"

"কী কথা বলো?"

"ওই বেনারসী শয়তানকে কোথায় পাব আমরা?"

"বলা মুশকিল। কেন না ওর হাতে এখন অনেক টাকা। তার ওপর সবে একটা মার্ডার করেছে এবং সেই নিয়ে হইচই হচ্ছে। কাজেই নির্ঘাত ও এখন ওর দেশের দিকে চলে গেছে।"

"কোথায় দেশ ওর?"

"বেনারসে।"

"বাবলু একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "ঠিক আছে। আরও কিছুক্ষণ তুমি এইভাবেই থাকো। পঞ্চুকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমরা কিন্তু তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি না। তবে তোমাকে প্রাণেও মারব না আমরা। পঞ্চুকে ফিরে পেলেই তোমাকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

"কিন্তু এইভাবে যে আমি আর থাকতে পারছি না ভাই। আমার গা বমি বমি করছে।"

"করুক। এইভাবেই পাপের ফল ভোগ করবে তুমি।"

বিলু বলল, "একে তা হলে কোথায় রাখা হবে এখন?"

"আপাতত হরিদার গ্যারাজেই খাঁচাসুদ্ধু ঢুকিয়ে রাখি। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে আসার পর ভেবে দেখা যাবে কী করা যায়।"

বিচ্ছু আসবার সময় দুটো তালাচাবিও নিয়ে এসেছিল। তারই একটি চেন দিয়ে খাঁচায় আটকে খাঁচাগাড়িটা টানতে টানতে হরিদার গ্যারাজের কাছে নিয়ে এল। এবার বন্দি নেউলকে ওই অবস্থাতেই গ্যারাজে রেখে বাইরে থেকে আবার তালা দিয়ে যে যার বাড়ি চলে এল।

এখন ঠিক হল বাচ্চু-বিচ্ছু বাড়িতে থাকবে। বাবলু আর বিলু ওদের মেকাপ ধুয়েমুছে ভোম্বলকে নিয়ে আবার বের হবে পঞ্চুর খোঁজে।

॥ ৭ ॥

আবার তেলকলঘাট।

তেলকলঘাটে আবার গেল, তার কারণ ভড়পার রোডে যাওয়ার আগে ক্যাবার সঙ্গে একবার দেখা করাটা একান্তই দরকার। কেন না যদি মি. নায়েককে ও খবর দিয়ে থাকে বা ডেকে এনে থাকে তা হলে মুখোমুখি কথাবার্তা যা হওয়ার তা হবে। তার ওপরে মি. নায়েককে কবজা করতে পারলে তো পঞ্চুও ওদের হাতের মুঠোয়। অতএব ওরা তৈরি হয়েই গেল।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ধূর্ত পদক্ষেপে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওরা চুপিচুপি এসে হাজির হল বেনারসীলালের ঘাঁটিতে। ওরা দেখল সেই রেলের ওয়াগনগুলোর পাশে অস্থিরভাবে ক্যাবা পায়চারি করছে।

বাবলু নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওর দিকে। বলল, "এই ক্যাবাদা।"

চমকে উঠল ক্যাবা, "কে! কে রে?"

"আমি গো আমি। কুকুর নেবে না?"

"কুকুর তো নেব। কিন্তু হতভাগা নেউলটা কোথায়? ওটাকে দেখছি না যে!"

"ও তো আমাদের ওখানে গিয়ে দিব্যি কচুরি খাচ্ছে।"

"কচুরি খাচ্ছে? এখন কি কচুরি খাওয়ার সময়?"

"বাঃ রে! কচুরি খাওয়ার আবার সময়-অসময় আছে নাকি? তা ছাড়া চুরির সঙ্গে কচুরির একটা নোনতা সম্পর্কও আছে তা বুঝি জানো না?"

"ওসব তামাশা রাখ। সে কী বলল তাই বল।"

"নেউলদার কুকুর পছন্দ হয়েছে। এখন মাল নিয়ে কোথায় দেখা করবে সেইটাই জানতে চাইল।"

"কোথায় আবার! মাল নিয়ে এখানেই চলে আসবে। মি. নায়েক এখান থেকেই গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাবে কুকুর দুটোকে।"

"আর কালকের কুকুরটা?"

"সব একসঙ্গেই যাবে। মোটরেই যাবে সব। কেন না ট্রেনে যাওয়াটা আর নিরাপদ নয়। ওই একটা কুকুরকে নিয়ে যা হইচই! পুলিশের লোকেরা সাদা পোশাকে ঘোরাফেরা করছে হাওড়া স্টেশনে। কুকুর নিয়ে কোনও লোককে গাড়িতে উঠতে দেখলেই ধরবে। যা, তুই এখনই ওকে কুকুর নিয়ে চলে আসতে বল।"

বাবলু বলল, "বিলু! স্টার্ট।"

বিলু অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাবার ওপর। ভোম্বলেব হাতে একটা লোহার রড ছিল। ঘাড়ের ওপর তার এক ঘা দিতেই 'ওঁক' করে বসে পড়ল ক্যাবা।

বাবলু তখন দৌড়ে গিয়ে বিলুর সাহায্যে ওয়াগনের ভেতর থেকে আর একখানি কুকুরধরা গাড়ি বের করে তাব মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ক্যাবাকে। ক্যাবা তখন সংজ্ঞাহীন।

এরপর ওরা তিনজনে অন্ধকার ঘেঁষে বসে রইল চুপচাপ।

একটু পরেই একটি মোটরের হেডলাইটের জোরালো আলো এসে পড়ল সেখানে।

গাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক নামলেন।

বাবলু আত্মপ্রকাশ করে বলল, "আপনিই মি. নায়েক?"

"হ্যাঁ। তুমি কে?"

"আমাকে বেনারসীলাল পাঠিয়েছে। নতুন দুটো কুকুর নেবেন না? ক্যাবাদা আর নেউলদা কুকুর আনতে গেছে।"

মি. নায়েক মুচকি হেসে বললেন, "আমার তো কুকুরের দরকাব নেই, আমার দরকার তোমাকে। বেনারসীলাল আমার পদ্মপুকুরের বাড়িতে ওর দুই সঙ্গীকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ক্যাবা আমাকে ফোন করতেই আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বেনারসীলাল বলল, নিশ্চয়ই গবেট দুটো ওই চতুর ছেলেমেয়েগুলোর ফাঁদে পা দিয়েছে। এখন দেখছি যা ভেবেছি ঠিক তাই। ওঠো গাড়ির ভেতর।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কোন ছেলেমেয়েগুলোর কথা বলছেন আপনি? ওই দেখুন একটা কুকুর এখানেই খাঁচার মধ্যে পোরা আছে।"

"কই?" বলে মি. নায়েক যেই না খাঁচার দিকে এগিয়েছেন অমনই বিলু আর ভোম্বলের রডের ঘা নেমে এল নায়েকের ঘাড়ে-মাথায়।

ক্যাবার মতোই অবস্থা হল নায়েকেরও।

বাবলু ছুটে গিয়ে গাড়িব ভেতর টর্চ ফেলে দেখল ভেতরে কেউ নেই।

কোথায় পঞ্চু?

ওর বুক উড়ে গেল। মোটরের পেছনেব ডালা তুলে দেখল পঞ্চু সেখানেও নেই।

নায়েক তখন রডের ঘা খেয়ে ছটফট করছেন।

বাবলু বলল, "পঞ্চু কোথায়?"

"বলব না।"

"না বললে কিন্তু শেষ করে দেব।"

অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে কে বা কারা যেন বলল, "পঞ্চু এখানে। আমাদের কাছে।"

ওরা সবিস্ময়ে দেখল বেনারসীলাল ও তার দুই সঙ্গী ওদের সামনে যমের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওদের একজনের কাঁধে নাইলনের জালে জড়ানো মুখবাঁধা পঞ্চু আছে বটে, তবে সে বড় অসহায়।

বেনারসীলাল বলল, "তোরা এক এক করে এই গাড়িতে ওঠ। তারপর আনোয়ারের মতো অবস্থা করে তোদের মুণ্ডুগুলোও যার যার বাড়ির সামনে রেখে আসি। ওঠ বলছি।"

বাবলু হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু সেই সুযোগ কি তুমি পাবে দাদা? ওই দ্যাখো, তোমাদের পেছনে পুলিশের লোকেরা কেমন এক-এক করে এসে দাঁড়িয়েছে।"

বেনারসীলাল এবং ওর সঙ্গীরা বাবলুর এই ধাপ্পায় চমকে উঠে যেই না পেছন ফিরে তাকিয়েছে বাবলু অমনই ঠিক লোককে লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগার টিপল 'ডিসুম।'

যে-লোকটা পঞ্চুকে নিয়েছিল সেই লোকটাকেই গুলি করেছিল বাবলু। গুলিটা পায়ের হাঁটুতে লাগতেই বিকট চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটি।

বেনারসীলাল আর তার অপর সঙ্গী? তারা তখন চোখের পলকে হাওয়া।

বিলু, ভোম্বল তখনই ছুটে গিয়ে পঞ্চুকে আহত লোকটির কবলমুক্ত করে বন্ধনমুক্ত করল।

পঞ্চু তখন থরথর করে কাঁপছে।

বাবলুও স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আবেগের বশে পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করল।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর পঞ্চু তখন কুঁইকুঁই করছে।

কৃতজ্ঞতায় বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি দিতে গিয়ে দু'বার উলটে পড়ল বেচারি।

বাবলু ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বলল, "ভয় নেই পঞ্চু! জীবনে জয়-পরাজয় আছেই। উত্থান-পতন, সুদিন-দুর্দিনও আছে। তবে কিনা এবার থেকে আরও বেশি সতর্ক থাকিস। আমরা ডাকলেই চলে আসিস। একদম আমাদের কাছছাড়া হোস না। আমাদের বিপদ পদে-পদে।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ হুশ করে একটি মোটরের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা।

যাঃ! মি. নায়েক ওদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

বাবলুদের আপশোশের আর সীমা রইল না। ফাঁদে ফেলেও ধরা গেল না পাখিকে। এ দুঃখ কি কম?

ওরা বেনারসীলালের সেই আহত সঙ্গীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কী নাম তোমার?"

"আমার নাম পানতুয়া।"

"বাঃ, বেশ নাম। তা দেব নাকি চেপটে সুজিগুলো বের করে?"

"যা তোমাদের ইচ্ছে।"

"তোমার ইচ্ছেটা কী তাই আগে বলো? জীবনে সৎ হয়ে বাঁচতে চাও, না মুক্তি চাও ইহজগৎ থেকে?"

"আমি বাঁচতে চাই।"

"তা হলে এই খোঁড়া পা নিয়েই বেঁচে থাকো। আমরা আসছি। টা টা।"

বাবলুরা বিদায় নিল।

তেলকলঘাট থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই ওরা ফোন করল থানায়। তারপর আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা বলে এবং পঞ্চুকে ফিরে পাওয়ার সংবাদ জানিয়ে একটা রেস্টোর‍্যান্টে গিয়ে ঢুকল।

সকলের দারুণ প্রিয় তন্দুরি রুটি আর মাটন চাপের অর্ডার দিয়ে খাবার এলে খাওয়া শুরু করল।

অভুক্ত পঞ্চুর খাওয়া তখন দেখবার। কী প্রচণ্ড খিদে যে পেয়েছিল বেচারির তা ও-ই জানে।

শয়তানরা ওকে নিস্তেজ করবে বলে অথবা ওর দিকে খেয়াল না রাখায় একবিন্দু জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি।

কী দারুণ অমানবিকতা!

এখন রুটি-মাংস পেটে পড়ায় আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল পঞ্চু। দশ-বারোটা রুটি আর দু' প্লেট মাটন চাপ একাই খেল ও।

ভোম্বল বলল, "পানতুয়া আর ক্যাবা তো এখনই পুলিশের খপ্পরে পড়বে। নেউলের গতি কী হবে?"

"ওর কথাও তো বলেছি পুলিশকে। পঞ্চুকে যখন ফিরে পেয়েছি তখন আর ওকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমাদের। তবে ভড়পার আর পদ্মপুকুরের ব্যাপারটা চেপে গেছি পুলিশের কাছে। কেন না ওখানকার তদন্তটা আমরা করব। ওদের শাস্তি আমরা দেব।"

"কিন্তু ক্যাবারা যদি বলে দেয়?"

"বলে দিলেও পুলিশ যাওয়ার আগেই আমরা পৌঁছে যাব। তা ছাড়া পঞ্চুকে যখন ফিরে পাওয়া গেছে তখন পুলিশ আর ওদের নিয়ে অত মাথা ঘামাবে না।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় পুলিশ যাওয়ার আগেই খোঁড়া পা নিয়ে পানতুয়া কেটে পড়বে। ক্যাবার যদি জ্ঞান ফেরে তা হলে সেও। বাকি রইল নেউল।"

ভোম্বল বলল, "তবে মি. নায়েক আমাদের কবল থেকে ফসকে গিয়েই খারাপ হল খুব। কেন না ও-ই আমাদের আসল শত্রু।"

বিলু বলল, "বাবলু, তুই পিস্তলটা চালালিই যখন, তখন তোর উচিত ছিল বেনারসীকে কাবু করা। তুই যে কেন পানতুয়াকে গুলি করলি আমি তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"আসলে আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তা ছাড়া ওই পরিস্থিতিতে ওদের উপস্থিতিটা অপ্রত্যাশিতই হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। শত্রুনিধনের থেকেও পঞ্চুর উদ্ধারটা আমার কাছে বড় ছিল।"

রেস্টোর‍্যান্টে খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বিল মিটিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল ওরা।

পঞ্চু তো বাড়ি ফিরেই সর্বাগ্রে বাবলুর মায়ের পায়ে গড়াগড়ি খেয়ে কুঁই-কুঁই করে কত কী বলতে লাগল।

মা ওকে বুকে নিয়ে আদর করে মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিলেন।

আদরে গলে গিয়ে পঞ্চু এবার 'গোঁ-ও-ও-ঔ' করে শব্দ করতে লাগল।

মা বললেন, "তোর জন্য আমি আদ্যাপীঠের আদ্যামাকে ডাব, চিনি মানত করেছি। একদিন তোকে নিয়েই

আমি আদ্যাপীঠ যাব। তোকে যে আবার ফিরে পাব এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সবই মায়ের ইচ্ছা।"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, পঞ্চুকে মা'র কাছে রেখে হবিদার গ্যারাজে এল। সেখানে বাচ্চু-বিচ্ছু দূর থেকে নজর রাখছিল নেউলের দিকে।

বাবলু আনন্দের উচ্ছ্বাসে প্রথমেই পঞ্চুকে ফিরে পাওয়ার সংবাদটা দিল ওদের।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো অভিভূত। বলল, "সত্যি?"

"তবে না তো কি মিথ্যে? ওই—ওই দ্যাখ পঞ্চু আসছে।"

বিলু বলল, "না। পঞ্চুর দেখছি সত্যিই লজ্জা নেই। এত কাণ্ডর পরও আবার আসছে।"

ভোম্বল ওর সামনের পাদুটো ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, "এই, তুই আবার এলি যে? তোর ভরডর নেই?"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "গোঁ-ও ঔ।"

অর্থাৎ কিনা ভয়ডর সবই আছে। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গ ছেড়ে কি থাকতে পারি?

বাবলু তখন গ্যারাজের তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছে। খাঁচার ভেতরে বন্দি নেউলের গায়ে টর্চের আলো ফেলে বাবলু বলল, "যাক, চেঁচামেচি করে গোলমাল পাকাওনি দেখছি।"

নেউল বলল, "আর কতক্ষণ এইভাবে আমাকে আটকে রাখবে ভাই? গা গতর যে ব্যথা হয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "বেশিক্ষণ নয়, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শেষ হলে গেলেই তোমাকে ছেড়ে দেব। তবে দু'একটি সুখবর তোমাকে শোনাই। এক হচ্ছে, তোমার বন্ধু ক্যারার অবস্থাও এখন তোমারই মতো। এতক্ষণে যদি পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট না করে থাকে তা হলে সেও এখন কুকুরের খাঁচায়। পানতুয়ার একটা পা আমরা এমনভাবে জখম করেছি যে, ওর পায়ের হাঁটু গুঁড়িয়ে গেছে। আমাদের পঞ্চুকে আমরা ফিরে পেয়েছি। নায়েককে ধরেও ধরতে পারলাম না আমরা। বেনারসীলাল আর ওরই আর-এক সঙ্গীও পলাতক। কী যেন নাম ওর?

"ভোজালি।"

"সে আবার কী নাম?"

"ও কথায়-কথায় ভোজালি চালিয়ে মানুষকে জখম করে বলেই ওর এই নাম।"

নেউল বলল, "যাক। তোমাদের বুদ্ধি ও সাহসের কাছে আমরা হার মানলাম। এখন আমাকে নিয়ে তোমরা কী করতে চাও বলো। আমাকে হয় পুলিশে দাও, না হলে মেরে ফেলো। এইভাবে আটকে রেখো না।"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাকে পুলিশেও দেব না, মেরেও ফেলব না, আটকেও রাখব না।"

"তা হলে কী করবে?"

"মুক্তি দেব।"

"সত্যি বলছ?"

"মিথ্যে আমরা কমই বলি।"

নেউল হাতদুটো জোড় করে বলল, "তা হলে আমাকে মুক্তি দাও।'

বাবলু বলল, "এখনই দেব।" বলেই হাঁক দিল, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

পঞ্চু গ্যারাজের বাইরে বাচ্চু বিচ্ছুর কাছে ছিল। বাবলুর ডাকে ছুটে এসে হাজির হল। একেবারে বাচ্চু-বিচ্ছুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খাঁচার দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "কী হল পঞ্চুর? অমন থরথর করে কাঁপছে কেন?"

বিলু বলল, "আসলে ওই খাঁচাগাড়িটা দেখেই ভয় পেয়ে গেছে ও।

বাবলু আদর করে ডাকল "ভয় নেই, আয় ভেতরে আয়। আমরা তো আছি। ভয় কী?"

পঞ্চু এবার ভয়ে-ভয়ে এক-পা এক-পা করে ভেতরে আসে আর পিছিয়ে যায়। একসময় হঠাৎই যেন মনোবল ফিরে পেল ও। নেউলকে দেখে ক্রোধে অন্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচাগাড়ির ওপর।

নেউলের চোখ-মুখের অবস্থাও তখন আতঙ্কে নীল।

বাবলু নেউলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এইবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও।"

"বলো কী প্রশ্ন?"

"মি নায়েক তো ঝাড়সুগডায় থাকেন। কোনখানে?"

"স্টেশন এলাকা থেকে এক কিমি দূরে।"

"ট্রেন থেকে নেমে ডানদিক না বাঁদিকে যেতে হবে?"

"ডানদিকে। জায়গাটা বনময়। লালরঙের পুরনো দোতলা বাড়ি।"

"এখানে থাকেন কোথায়?"

"আগেই বলেছি ভড়পার রোডে।"
"কিন্তু কোন জায়গায়?"
"ওখানে যে পেট্রল পাম্পটা আছে জানো?"
"জানি। অত্যন্ত পরিচিত জায়গা আমাদের।"
"ওইখানে গিয়ে শালিমারের দিকে দু'-এক পা এগোবে। তারপর ডানদিকে একটা কানাগলি পাবে। সেই গলিরই শেষ বাড়িটা।"
"বেনারসীলালকে কি ওখানে পাব?"
"বলা মুশকিল। যদি ওখানে না পাও তা হলে পদ্মপুকুরের কাছে রেললাইনের ধারেই ওর আর-একটা ঘাঁটি আছে। সেখানে পাবেই। সে-বাড়িটাও দোতলা। সেটিও লালরঙের। ওখান থেকেই ওয়াগনে করে মালপত্তর পাচার করে ওরা।"
"আর কিছু?"
"আর কী? আর তো কিছুই আমার জানা নেই।"
"এখান থেকে মুক্তি পেয়ে তুমি কি আবার ওদের দলে যোগ দেবে?"
"না। এখন ওদের মুখোমুখি হলে ওরাই আমাকে মেরে ফেলবে। তাই পালাব।"
"পালাবার আগে ওদের সতর্ক করে দেবে না তো?"
"না।"
বাবলু বিলুকে বলল, "বিলু, খাঁচার দরজাটা খুলে দে ওর।"
বিলু বলল, "তোর কি মাথাখারাপ হয়ে গেছে? এইসব লোককে কখনও মুক্তি দিতে আছে? পুলিশের হাতে তুলে দে ব্যাটাকে।"
বাবলু গম্ভীর স্বরে বলল, "আমি খুলতে বলছি, খোল।"
বাবলুর আদেশ। তাই তালা খুলে খাঁচার দরজাটা টেনে ওঠানো হল। এবার বিলু, ভোম্বল দু'জনে মিলে ধরাধরি করে বের করল নেউলকে।
অনেকক্ষণ মুড়ে-ঝুড়ে থাকার ফলে নেউলের আর সোজা হওয়ার শক্তি নেই। তবুও কোনওরকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তা হলে যাই?"
"যাও। তবে একটু সাবধানে যেয়ো। হাওড়ার রাস্তাঘাট খুব খারাপ। খানায় খন্দয় ভরা।"
নেউল চলে গেল।
ভোম্বল রেগে বলল, "কোনওরকম শাস্তি না দিয়ে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই যদি দিবি তো এতক্ষণ আটকে রাখলি কেন লোকটাকে?"
বাবলুর চোখে তখন ক্রোধের আগুন। ভোম্বলের কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে বাবলু কঠিন গলায় ডাকল, "পঞ্চু!"
পঞ্চু বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে আদেশের অপেক্ষায় রইল।
বাবলু পঞ্চুর চোখে চোখ রেখে বলল, "যে লোকটা তোকে সাঁড়াশি দিয়ে টিপে ধরেছিল, তারপর খাঁচাগাড়িতে বসিয়ে উধাও করেছিল তোকে, তার বদলাটা কি তুই থাকতে আমাদের নেওয়া উচিত?"
পঞ্চুর গলা দিয়ে একটা শব্দ বের হল, "ভু-ভু-ভুক।"
"তা হলে যা, চরম প্রতিশোধটা তুই-ই নিয়ে আয়।"
আদেশ পেয়েই পঞ্চু উধাও।
একটু পরেই মনে হল যেন সাপে-নেউলে যুদ্ধ বেধেছে।
অনেক—অনেকদূর থেকে নেউলের প্রাণান্তকর চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল।
ওরা বুঝতে পারল পঞ্চু ওর শত্রুকে উপযুক্ত শিক্ষাই দিচ্ছে।
ভোম্বল বলল, "এখন আমাদের কর্তব্য?"
"পঞ্চু ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তারপর বিশ্রাম।"
বিলু বলল, "থানায় ফোন করে জানবি ক্যাবা আর পানতুয়াটা ধরা পড়ল কিনা?"
বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। পুলিশ যেতে না যেতেই ওরা কেটে পড়বে। বরং পল্টুদাকে একবার ফোন করে জানিয়ে দিই পঞ্চুকে আমরা ফিরে পেয়েছি বলে।"
একটু পরে পঞ্চু ফিরে এলে ওরাও যে যার ঘরে ফিরে গেল।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ পরপর কয়েকটি বোমার শব্দে পাড়াটা কেঁপে উঠল।

বাবলুদের বাড়ির সামনেও বোমা পড়ল একটা। এ কীর্তি যে কার, তা বুঝতে আর অসুবিধে হল না বাবলুর।

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পিস্তলটা হাতে নিতেই পাশের ঘর থেকে বাবা-মা দু'জনেই উঠে এলেন।

পঞ্চু তো দাপাদাপি করতে লাগল ঘরের ভেতর।

বাবলুর হাতে পিস্তল দেখেই বাবা বললেন, "ব্যাপারটা কী? রাখ ওটা।"

"বাইরে কী কাণ্ডটা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না?"

"সবই শুনতে পাচ্ছি। বোমা ফাটিয়ে ওরা তোকে ডাকছে। তুই ঘর থেকে বেরোলেই টার্গেট হয়ে যাবি ওদের।"

"তাই বলে আমি চুপচাপ বসে থাকব আর ওরা এসে যা ইচ্ছে তাই করে যাবে আমার বাড়ির সামনে?"

মা বললেন, "হ্যাঁ। এখন ওরা বেজায় খেপে আছে। কাজেই গায়ের ঝালটা মেটাতে দে ওদের। তারপর কাল সকালে মাথা ঠান্ডা করে যা করবার করবি।"

বাবা বললেন, "বরং থানায় একবার জানিয়ে দে।"

বাবলু তাই করল।

থানায় ফোন করতেই দারোগাবাবু জানিয়ে দিলেন একটু আগে পানতুয়া আর ক্যাবা দু'জনকেই অ্যারেস্ট করেছেন। আর বোমাবাজির জবাব দিতে সশস্ত্র পুলিশ এখনই আসছে।

পুলিশ এল। পুলিশ এলে পাড়ার লোকজন সবাই বেরিয়ে পড়ল হইহই করে। বাবলুর বাবা অফিসারকে সব জানালেন। বাবলুও আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল পুলিশকে। শুধু বলল না ভড়পার বোড ও পদ্মপুকুরে দুষ্কৃতীদের ঘাঁটির কথা। কেন না বলেও কোনও লাভ হবে না। ওই জায়গাটা এই এলাকার বাইরে। এখানকার থানা-পুলিশের হাত ওখানে গিয়ে পৌঁছবে না। অবশ্য ধরা পড়ার পর মারের চোটে ক্যাবারা যদি বলে দেয় তো সে আলাদা কথা।

পুলিশ বিদায় নিলে আবার ঘরে এসে শয্যাগ্রহণ করল সকলে।

করলে কী হবে? বাবলুর ওই এক রোগ। একবার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে সহজে আর ঘুম আসতে চায় না। তাই প্রায় জেগে জেগেই সারাটা রাত কাটিয়ে দিল ও।

পরদিন ভোরে মর্নিংওয়াকে বেরোল না কেউ। কী করেই বা যাবে? যা টেনশনটা গেল!

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবলু যখন খবরের কাগজের পাতায় মনোনিবেশ করেছে তখনই এক এক করে সব এল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, ওদের মায়েরা।

বিলু বলল, "কাল পাড়ার মধ্যে অমন একটা সন্ত্রাসের ব্যাপার ঘটে গেল অথচ বাড়ির লোকেদের জন্য আমরা কেউই ঘর থেকে বেরোতে পারলাম না।"

বাবলু মুচকি হেসে বলল, "সবসময়ই যে ঘর থেকে আমাদেরকেই বেরোতে হবে এমন কোনও মানে আছে? এই ব্যাপারে প্রতিবেশীদেরও তো কিছু দায়দায়িত্ব থাকা দরকার?"

ভোম্বল বলল, "অবশ্যই। ধর আমরা যদি এই সময় বাইরে কোথাও থাকতাম?"

বিলু বলল, "কিন্তু আমরা তো এখানেই ছিলাম। তা ছাড়া এটা যদি কোনও ডাকাতির ঘটনা হত, তা হলে?"

বাবলু বলল, "তা হলে অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম হত। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি হত। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতাম।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু দু'জনেই মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো।

বিচ্ছু বলল, "আমার মতে প্রশাসনিক ব্যাপারস্যাপারগুলোয় আমাদের নাক না গলানোই ভাল। আমাদের কাজ হচ্ছে গোপন তদন্তের মাধ্যমে কিছু দুষ্ট লোককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। এখন আমরা চেষ্টা করে দেখি ওই বেনারসীলাল ও মি. নায়েককে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি কিনা।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক। বেনারসীলালই শত্রুতাটা করেছে আমাদের সঙ্গে। কাজেই ওর জন্য ফাঁদ একটা পাততেই হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "পানতুয়া আর ক্যাবা এখন পুলিশের হেফাজতে।"

বিলু বলল, "তা হলে ওরাই তো বেনারসীর ঘাঁটির সন্ধান দিয়ে দেবে পুলিশকে।"

"দিক না! আমাদের টার্গেট ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করানো। তা আমাদের আগে পুলিশই যদি তাদের গরজে সেই কাজটা করে ফেলে তো ক্ষতি কী? আমাদের পরিশ্রমটা বরং বেঁচে যাবে তা হলে।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, সেই নেউলের কী হল?"

বাবলু বলল, "কী জানি! পুলিশ তো ওর কথা কিছু বলল না। মনে হয় ফসকে গেছে। যাই হোক, আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা আমাদের কাজ শুরু করি আয়।"

বিলু বলল, "কীভাবে কী করবি?"

"সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। প্রথমেই আমরা ভড়পার রোডে মি. নায়েকের সন্ধানে যাব। পাব না। তারপরে যাব পদ্মপুকুরের ডেরায়। আশা করি বেনারসীলালকে ওখানে হাতেনাতেই ধরতে পারব আমরা।"

বিলু বলল, "তা এই তদন্তের কাজটা ভরদুপুরে দিনমানে না করে যদি রাতের অন্ধকারে করি?"

"না। এই কাজের জন্য দুপুরটাই ঠিক। কেন না যাদের খোঁজে আমরা যাচ্ছি তারা হল নিশাচর প্রাণী। ওরা দুপুরে ঘুমিয়ে সন্ধের পর ধান্দাবাজি শুরু করে। তাই ওদের দর্শন পেতে গেলে বা হাতেনাতে ধরতে গেলে দুপুরবেলাতেই যাওয়া উচিত।"

ভোম্বল বলল, "দিনের বেলায় হলে কিন্তু একটু বেশিরকমের রিস্ক নেওয়া হয়ে যায়!"

বাচ্চু বলল, "তা হোক। রাতদুপুরে হানা দেওয়ার মতো কোনও গুরুতর ব্যাপার এটা নয়। পঞ্চু আমাদের হাতের মুঠোয়। তবে আনোয়ারদার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেই ওদের ওখানে যাওয়া।

বিচ্ছু বলল, "শুধু কি আনোয়ারদা? পঞ্চুর কী হাল করেছিল ওরা? যাই হোক, আমার মতে বলে দুপুরে যাওয়াই ভাল।"

অবশেষে ঠিক হল দুপুরেই যাওয়ার।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুর দুটোয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাড়ি থেকে বের হল ওরা। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই চলল। সঙ্গে পঞ্চু।

ভাগ্য ভাল, ঘর থেকে বেরোতেই মনাদার সঙ্গে দেখা। মনাদা খুকুদির ব্যাপারেই গাড়ি নিয়ে এদিক-সেদিক করছিলেন। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এই বিবাহে নিমন্ত্রিত। এমনকী ওদের বাবা-মায়েরাও পর্যন্ত।

ওদিকে যখন খুকুদির বিয়ের দিন আসন্ন, এদিকে তখন পঞ্চুকে নিয়ে এইসব কাণ্ড।

বাবলু মনাদাকে বলল, "মনাদা, যদি খুব একটা অসুবিধে না হয় তা হলে আপনি একটু সময় নষ্ট করে আমাদের ভড়পার রোডে পৌঁছে দিয়ে আসবেন?"

মনাদা হাসিমুখে বললেন, "সে আর এমন কী কথা, ওঠো সবাই।"

একেই বলে কপাল! পাড়ার ভেতর দিয়ে গিয়ে শান্তা সিং-এর পেট্রল পাম্পের কাছে এসেই গাড়ি থেকে নামল ওরা। তারপর মনাদাকে বিদায় জানিয়ে একটা গলির পাশে এসে জড়ো হল ওরা।

দোল শেষ। দুপুরের রোদও তাই চড়া। তবুও ফাল্গুন মাস এখন। এ-বছর চৈত্র-বৈশাখে যে কী হবে তা কে জানে?

ওরা এই গলির ভেতরে কীভাবে ঢুকবে, কীভাবে বাড়ি চিনবে, তাই নিয়েই চাপা আলোচনা করতে লাগল।

ওদের ফিসফিসানি অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছিল একজন লোক। পাশেরই এক চা-দোকানের কর্মচারী। এবার এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা কি কাউকে খুঁজছ ভাই?"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এই গলির ভেতর মি. নায়েক নামে কেউ থাকেন?"

"হ্যাঁ। কুকুর কেনাবেচা করেন।"

"ওঁর বাড়িটা কোনখানে?"

"একেবারে শেষ মাথায় যে বাড়িটা, ওইটিই ওঁর বাড়ি।" বলে পঞ্চুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "তোমরা কুকুর বিক্রি করতে এসেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বৃথাই যাচ্ছ। এইসব দেশি কুকুরের ব্যবসা ওঁর নয়। তা যদি হত তা হলে রাস্তার সব কুকুরগুলোকে ধরে আমরাই বেচে দিতাম।"

বাবলু বলল, "তবু দেখিই না চেষ্টা করে। না হয় ফিরে যাব।"

লোকটি তার নিজের কাজে ব্যস্ত হলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঢুকে পড়ল গলির ভেতর।

কানা গলি। তাই লোকজনের যাতায়াত নেই। এই দুপুরে পাড়ার বাসিন্দারা বোধহয় ঝিমুচ্ছে।

ওরা খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

বিলু বলল, "কাজটা কি ভাল হল? একটু বেশিরকমের ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেল না কি?"

"তা অবশ্য হল। তবে আমার মনে হচ্ছে এখানে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা খুব কম। কানা গলি, আমরা বাধা দিলে ইচ্ছেমতো জায়গা দিয়ে পালাতে পারবে না। আমরা তিনজনে কৌশলে ভেতরে ঢুকব। বাচ্চু, বিচ্চু পঞ্চুকে নিয়ে বাইরে পাহারা দেবে। ওরা পালাতে গেলে পঞ্চু ওদের তাড়া করবে। আমরা বিপদ সংকেত দিলে বাচ্চু, বিচ্চু থানায় ফোন করবে। অতএব...।"

"তবুও পরিবেশটা আমাদের অনুকূলে নয়।"

"প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই তো কাজ করার আনন্দ। তাও যাঁর আশায় এখানে আসা তাঁর দেখা এখানে পাওয়া অসম্ভব! কেন না তিনি কখনওই এত কাণ্ডর পর এখানে থাকবেন না। শুধু তাঁর লোকজন যদি কেউ থাকে তা হলে তাকে মোচড় দিয়েই কিছু কথা বের করতে পারব।"

এইভাবে কথা বলতে বলতে একসময় ওরা গলির শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল।

ছোট্ট একটি পুরনো দোতলা বাড়ির গায়ে একটা নেমপ্লেট চোখে পড়ল ওদের। যাতে লেখা মি. এস নায়েক।

ছোট একটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। বাড়ির সামনে কিছু গাছপালা দেখে মনে হল একটু বাগান মতোও আছে।

বাবলু ডোর-বেল টিপতেই ওপরের বারান্দা থেকে বারো-তেরো বছরের একটি ফ্রকপরা ফুটফুটে কালো মেয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, "কে?"

"মি. নায়েক বাড়িতে আছেন?"

"না তো!"

"কে আছেন তা হলে?"

"কেউ নেই। আমি একা আছি।"

"সে কী! তোকে একা রেখে কোথায় গেছে সব?"

"তা জানি না। আমাকে একা রেখেই ওরা চলে যায়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের মধ্যেই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বাচ্চু-বিচ্চু, বাবলুর চোখের দিকে তাকালে বাবলু ইঙ্গিতে জানাল ওরা একসঙ্গেই থাকবে। অযথা গলির মোড়ে গিয়ে নজরদারি করার দরকার নেই।

বাবলু বলল, "তুই একবার নীচে এসে দরজাটা খুলে দে তো বোন। একটা খুব দরকারি কথা বলে যাব তোকে।"

মেয়েটি বলল, "যা বলবার ওইখান থেকেই বলো। বাড়িতে কেউ না থাকলে অচেনা কাউকে দরজা খোলা নিষেধ।"

"সে অন্য ধরনের লোকেদের জন্য। আমাদের জন্য নয়। তুই নির্ভয়ে এসে দরজা খুলে দে।"

"আমি পারব না।"

"দরজা না খুললে আমরা কিন্তু পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে দরজা খুলব।"

মেয়েটি তবুও একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা খুলে দেওয়ার জন্য নীচে নামল না। নামবার আগ্রহও প্রকাশ করল না।

অগত্যা লাইটপোস্ট বেয়ে পাঁচিলে উঠে ওপরের বারান্দায় পৌঁছল বাবলু।

মেয়েটি ওকে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

বাবলু আলতো করে মেয়েটির কপালে একটি টুসকি মেরে বলল, "দেখলি তো পারলুম কিনা?"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল।

"এখন বল ওরা কোথায় গেছে?"

মেয়েটি আরও ভয় পেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না।

বাবলু বলল, "তুই এ-বাড়িতে কী করিস?"
"কাজ করি।"
"মাইনে পাস?"
মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ "না।"
"কতদিন আছিস এখানে?"
"অনেকদিন।"
"তবু?"
"প্রায় এক বছর হবে।"
"তোর বাড়ি কোথায়?"
"চুঁচুড়াতে।"
"বাবা-মা আছে?"
"সবাই আছে আমার। বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, দাদু-দিদা সবাই আছে। একটা ভাইও আছে।"
"হুঁ। তুই কি জানিস না এরা খুব বদলোক।"
"জেনে কী করব?"
"কাজ ছেড়ে দিবি। এই সমস্ত লোকেদের বাড়িতে কাজ করতে কে পাঠিয়েছে তোকে?"
"কে আবার পাঠাবে? মাহেশে রথ দেখতে এসেছিলুম, সেই সময় রথের মেলা থেকে ওরা আমাকে চুরি করে এনেছে।"
বাবলু চমকে উঠল, "সে কী! চুরি করে এনেছে?"
"হ্যাঁ। না হলে নিজের ইচ্ছেয় কেউ এইসব জায়গায় আসে?"
"কী নাম তোর?"
মেয়েটি করুণভাবে বলল, "রাধারানি।"
বিস্ময়ের পর বিস্ময়!
বাবলু বলল, "আশ্চর্য। তুই তো দেখছি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা।.. রাধারানি নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই..।"
"আমার বয়স বারো পেরিয়েছে।"
"সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু ত্রয়োদশ পূর্ণ হয় নাই। যাক সে-কথা। এই বাড়িতে তুই একা থাকিস। ক ঃ সুযোগ তোর। এতদিনে পালিয়ে যাসনি কেন?"
"আমি যে আমার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা জানি না। তা ছাড়া ওরা আমাকে বলেই রেখেছে আমি পালিয়ে গেলেও আবার ধরে আনবে আমাকে। শুধু তাই নয়, আমার মা-বাবা, আমার ভাই—সবাইকে মেরে ফেলবে ওরা। তাই আমি ওদের কথার অবাধ্য হই না। ওরা যা বলে, তা সবই শুনি। ওদের ভয়েই তো আমি দরজা খুলে দিইনি তোমাকে।"
বাবলু বলল, "বুঝেছি। শয়তানরা ছেলেমেয়ে চুরির কাজও করে তা হলে। ঠিক আছে, আর তোর কোনও ভয় নেই। আমি তোর দাদা। আমি নিজে গিয়ে তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"
রাধারানি উৎসাহিত হয়ে চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "সত্যি বলছ?"
"তবে না তো কি মিথ্যে? যা, এখন এক কাজ কর, আমার আর-সব বন্ধুরা নীচে অপেক্ষা করছে। তুই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আয়।"
"আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।"
"ভয় কী। আমরা তো আছি।"
"জুডোর আসবার সময় হয়ে গেছে। ও কিন্তু এখনই এসে পড়বে।"
"জুডো কে?"
"বাবাঃ। জুডোকে চেনো না? দিল্লিতে পাঁচটা খুন করে এখানে এসে লুকিয়ে আছে। ও তো দিনরাত এই বাড়ি পাহারা দেয়। ওর নজর এড়িয়ে কোথাও পালাবার উপায় নেই।"
"ঠিক আছে। জুডোকে আমি দেখছি। ওর ওষুধ আমার কাছেই আছে।"
রাধারানি এবার সাহস পেয়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু সবাই ঢুকে পড়ল এক এক করে।

দরজা আবার বন্ধ হল।

সবাই এলে বাবলু সস্নেহে রাধারানিকে কাছে ডেকে বলল, "শোন, তুই এখন মুক্ত। আর কোনও ভয় নেই তোর। আমরা এদের সব্বাইকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। এই বাড়িটা যার, সেই মি. নায়েক আমাদের এই কুকুরটাকে চুরি করে ওড়িশায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা সেটা হতে দিইনি। যেভাবে ওকে আমরা উদ্ধার করেছি তা শুনলে অবাক হয়ে যাবি।"

রাধারানি এবার সবিস্ময়ে বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি। বাবু তা হলে জুডোকে তোমাদের কথাই বলছিল। তোমাদের একজনকে, মানে বিশেষ করে তোমাকে ধরে নিয়ে আসবার জন্যই জুডো গেছে অনেক আগে।"

"তা হলেই বুঝে দ্যাখ, আমরা কী সাংঘাতিক। জুডো গেছে আমাদের ধরতে, আমরা এসেছি জুডোকে ধরতে। তা যাক, এখনই চটপট বলে ফ্যাল দেখি তোর বাবু এখন কোথায়?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে বাবু কাল সারারাত বাড়িতে ছিল না।"

"কোথায় গিয়েছিল?"

"জানি না। ভোরবেলা একবার এসেই আবার বেরিয়েছে। বলেছে 'না-ও ফিরতে পারি।' আর জুডোকে বলেছে, যেভাবেই হোক তোমাদের একজনকেও অন্তত ধরে আনতে।"

"বাবু কি ওড়িশায় গেছে মনে হয়?"

"কী করে জানব? সেরকম কথা কিছু শুনিনি। তবে দু'জন লোককে নিয়ে বাবু চারদিকে ছুটোছুটি করছে।"

"এই দু'জনের একজনের নাম বেনারসীলাল, তাই তো?"

"হ্যাঁ। আর-একজনের নাম ভোজালি।"

"সে যাই হোক, সবার ব্যবস্থাই করব আমরা।"

এমন সময় ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

রাধারানি শিউরে উঠল, "এই যা! জুডো এসে গেছে।" বলেই ছুটে গিয়ে বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখেই বলল, "যা ভেবেছি তাই। কী হবে এখন?"

"ভয় পাবি না একদম।"

"আমার খুব ভয় করছে।"

"মনকে শক্ত কর। আমরাও তো আছি। আমাদের ভয় করছে কী?"

"তোমরা ওকে চেনো না তাই। ও খুব সাংঘাতিক।"

"আমরা আরও সাংঘাতিক। আমরা ছাদে যাচ্ছি, তুই ওকে সামাল দে। তারপর দ্যাখ না ওর কী করি!"

এবারে ডোর-বেল নয়, দরজায় টকটক করে শব্দ হল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লঘুচরণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। ছাদের এককোণে বহুদিনের পুরনো ভাঙা একটি জলের ট্যাঙ্ক পড়ে ছিল। ওরা সবাই গিয়ে লুকিয়ে পড়ল তার পেছনে।

বাবলুই শুধু পঞ্চুকে নিয়ে কানখাড়া করে লুকিয়ে রইল ওপরে ওঠার সিঁড়ির বাঁকে।

রাধারানি দরজা খুলে দিতেই ওলের মতো ন্যাড়ামাথা একটা দানব ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। তারপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে মসমস করে দোতলায় উঠল।

রাধারানিও এল ওর পিছু পিছু। এসে হেঁট হয়ে লোকটার পায়ের জুতো খুলে দিল।

সিঁড়ির বাঁক থেকে সবই দেখল বাবলু।

লোকটা অকারণেই একবার বারান্দায় পায়চারি করল। কেমন যেন অধৈর্য ও উত্তেজিত মনে হল ওকে। ভাবগতিক দেখে মনে হল কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ার ফলে চাপা একটা আক্রোশে যেন ফুঁসছে সে। একসময় হঠাৎ করে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, "কেউ এসেছিল?"

"না।"

"পুলিশ আসেনি?"

"না তো!"

"না আসাই ভাল। ওগুলো ভারী বদ। যাক, আমি এখন শোবো। পুলিশ এলে আমাকে ডেকে দিবি। অন্য কেউ এলে বলবি বাড়িতে কেউ নেই। বুঝলি?"

"হ্যাঁ।" রাধারানি বলল, "যদি বাবু আসে?"

"বাবুর কথা আলাদা। বাবু হচ্ছেন এ-বাড়ির মালিক। বাবু এলে তো দরজা খুলতেই হবে। তবে তোর বাবু এতক্ষণে বেনারসীলালকে নিয়ে ঝাড়সুগড়ার শালবনে মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছে।"

"বাবু এখানে নেই?"
"ভোরেই বিদায় নিয়েছে।"
"কবে আসবে বাবু?"
ন্যাড়ামাথা এবার বেজায় ধমক দিয়ে উঠল, "এত খোঁজে তোর দরকার কী রে? একফোঁটা মেয়ে, ঘাসের ডগায় শিশিরের মতো থাকবি। আমি এখন দু' তিন ঘণ্টা নাক ডাকিয়ে ঘুমোব, আমাকে একদম ডিসটার্ব করবি না। যা নীচে যা, ভাগ।"
রাধারানি চলে আসছিল, ন্যাড়ামাথা হাঁক দিয়ে বলল, "পদ্মপুকুরের চাবিটা যদি ভোজালি দিয়ে যায় তো রেখে দিবি। বলবি আমি বাড়িতে নেই। আমার ঘুম কিন্তু ভাঙাবি না।"
রাধারানি বলল, "আচ্ছা।" বলে আবও নতুন কোনও আদেশের জন্য বারান্দার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।
ন্যাড়ামাথা জুডো ঘরে ঢুকে ওর জামা, গেঞ্জি ছেড়ে প্যান্ট ছাড়তে গিয়ে থেমে গেল। বলল, "ছাদের ওপর কার যেন পায়ের শব্দ হল না?"
রাধারানির মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। বলল, "কই, না তো!"
"হ্যাঁ। আমার কানকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। মনে হল কেউ যেন জোরে পা চালিয়ে হেঁটে গেল।" তারপর কানখাড়া করে বলল, "ওই তো! আবার—আবার।"
সত্যিসত্যিই জুডোর কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। আসলে হয়েছে কী, জুডো শুতে যাচ্ছে ভেবে বাবলু সিঁড়ির বাঁক থেকে বেরিয়ে ছাদের কোণে জলট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সকলকে সংবাদটা দিতে গিয়েই ভুল করল। ও ভেবেছিল জুডো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেই চুপিচুপি গিয়ে ওর ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দেবে। যাই হোক, ওর ওই পদশব্দেই সজাগ হল জুডো। তাই ও একটুও দেরি না করে খালি গায়ে প্যান্ট পরা অবস্থাতেই সাহসে বুক ফুলিয়ে উঠতে গেল ছাদে। কিন্তু যেই না সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ছাদে উঠতে যাবে অমনই বিকট চিৎকার করে ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।
জুডো ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "অ্যা-ম্যা-গো! কু-কু-কু—।"
আর কিছু উচ্চারণ করার আগে পঞ্চুর ভার সহ্য কবতে না পেরে কাটা গাছের গুঁড়ির মতো ধড়াস করে পড়ে গেল সিঁড়ির ওপর। সিঁড়ির ওপর ধাপ থেকে বাঁকের মুখে। প্রচণ্ড আঘাত পেল মাথায়। একবার একটু ছটফট করল, পরক্ষণেই স্থির।
পঞ্চু ছিটকে পড়েছিল।
উঠে এসে আবার ওর বুকে চাপল।
জুডো সংজ্ঞাহীন না হলেও ওর মুখে কোনও গোঙানি নেই, নড়াচড়ার শক্তি নেই। শুধু কোলাব্যাঙের মতো পড়ে থেকে চোখ দুটো পিটপিটিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল পঞ্চুকে।
সে কী করুণ অবস্থা ওর!
বাবলুরা তখন সবাই হইহই করে ছুটে এসেছে। আনন্দে থুড়িলাফ খাচ্ছে সব।
জুডো তখনও নট নড়নচড়ন।
ওরাই তখন হাত দুটো ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বারান্দায় নামাল জুডোকে।
পঞ্চুর কী মজা! সে টানা-হেঁচড়া করতে না পারলেও দারুণ উৎসাহে মাঝেমধ্যে বুকের ওপর উঠে পড়তে লাগল।
এই না দেখে রাধারানিরও সে কী ফুর্তি। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল এই ছেলেমেয়েগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। এবং এদেরই কৃপায় সে এবার সত্যিসত্যিই মুক্তি পেতে চলেছে। তার ওপর পঞ্চুর কীর্তি দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।
বাবলু আদরের সঙ্গে বলল, "কী ব্যাপার রাধারানি! হাসি আর ধরে না যে!"
রাধারানি বলল, "হাসব না! যে কাণ্ডটা করলে তোমরা। ঠিক করেছ। শয়তানটা মহাপাজি।"
"এখন বল দেখি কোন ঘরে ঢোকাই একে!"
রাধারানি এককথায় ঘর দেখিয়ে দিল। জুডো যে ঘরে শুতে যাচ্ছিল সেই ঘরই।
ওরা টেনে-হিঁচড়ে জুডোকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। তারপর মনের আনন্দে নাচতে লাগল সকলে। বাবলু বলল, "আর কোনও ভয় নেই তোর। তুই এখন আমাদের মতোই স্বাধীন।"

রাধারানি বলল, "তোমরা তা হলে আমাকে আমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবে কবে?"

"যত শীঘ্র সম্ভব। প্রথমে তুই আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে যাবি। তারপর আমরা তোর বাবা-মায়ের খোঁজ করে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব সেখানে।"

তোমরা চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে গেছ কখনও? আমাকে ওইখানে নিয়ে গেলেই আমি আমার বাড়ি চিনে নেব। সীতানাথের মিষ্টির দোকানের কাছেই আমার বাড়ি।"

"তবে তো কথাই নেই।"

"সত্যি, এদের খপ্পর থেকে কখনও যে আমি মুক্তি পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই অসম্ভবকে তোমরা সম্ভব করে তুললে। এখন ভয় শুধু আমার বাবুকে।"

"তোর বাবুকেও আমরা ঠিক এইভাবেই কাবু করে দেব। ওর যা হাল আমরা করব তা দেখতেই পাবি। এখন তোর বাবুর ঘরটা আমাদের একবার দেখিয়ে দে তো দেখি।"

রাধারানি ছুটে গিয়ে তালাবন্ধ একটা ঘর দেখিয়ে বলল, "এই যে, এই ঘরটা।"

"এর চাবি কার কাছে?"

"চাবি তো বাবুর কাছেই থাকে। বাবু নিজে হাতে তালা দিয়ে চাবি নিয়ে চলে গেছে।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভোম্বল! তালাটা ভাঙ।"

ভোম্বল তালাটা নেড়েচেড়ে বলল, "বেশ মজবুত তালা। সহজে ভাঙা যাবে না। তবু একটা পেরেক নিয়ে আয় দেখি।"

রাধারানি নিজেই খুঁজেপেতে নিয়ে এল একটা বাঁকানো পেরেক। কিন্তু এই প্রথম হার মানল ভোম্বল। কিছুতেই কব্জা করতে পারল না তালাটাকে।

অবশেষে সিঁড়ির নীচে কতকগুলো যন্ত্রপাতির বাক্সর ভেতব থেকে একটা লোহাকাটা স্টেনসার করাত বের করে তাই দিয়ে তালাটাকে ভাঙা হল।

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল সকলে। কী অতুল ঐশ্বর্য সেখানে! একটা সুটকেসের ভেতর থেকে দশ লাখ টাকার ইন্দিরা বিকাশ পত্র বেরলো। চিনামাটির বড়-বড় জারের ভেতব থেকে বেরোতে লাগল সোনার গুলি। আর টেবিলের ওপর সাজানো ছিল বেশ কয়েকটা বিদেশি সোনাব ঘড়ি। এ ছাড়াও মি. নায়েকের ব্যবসা-সংক্রান্ত কিছু মূল্যবান কাগজপত্তরও উদ্ধার হল। এমনকী দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখা কয়েকটি লাঠির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মূল্যবান কিছু হিরে।

বাবলু রাধারানিকে বলল, "ঝাড়সুগড়ায় তোর বাবুব বাড়িতে গেছিস কখনও?"

রাধারানি বলল, "না।"

"মি. নায়েক এখানে কতদিন থাকেন?"

"কোনও ঠিক নেই। কখনও সপ্তায় দু'দিন, কখনও পাঁচদিন। কখনও-বা দশ-পনেরোদিনও থাকে।"

"তোর বাবু কীসে যান? ট্রেনে, না মোটরে?"

"বেশিরভাগ সময় ট্রেনেই যান। গাড়ি একটা আছে। সেটা অবশ্য নিজের কিনা জানি না।"

"গাড়িটার কালার কীরকম বলতে পারবি?"

"ও-গাড়ি তো আমি দেখিনি। কেন না গাড়ি বাড়ির কাছে আসে না।"

"আমি অবশ্য দেখেছি। তবে অন্ধকারে। আর মনটাও তখন গাড়ির দিকে ছিল না। গাড়ির ব্যাপার থাক, এখন জুডোর ঘর থেকে কী পাওয়া যায় দেখি আয়।"

বিলু বলল, "জুডোর ঘর সার্চ করতে হলে তো ওর ঘরের শিকল আবার খুলতে হবে। সেইসময় যদি নিজমূর্তি ধরে লোকটা?"

বাবলু বলল, "ওর যা অবস্থা তাতে আর কিছু করতে পারবে না ও। তবুও বাড়াবাড়ি যদি করে তখন পঞ্চু তো আছেই।"

অতএব ফের শিকল খুলে জুডোর ঘরে ঢোকা হল। জুডোর অবস্থা তখনও একই রকম।

ওরা সবাই মিলে তল্লাশি শুরু করল এবার।

এই ঘরে সোনাদানা কিছু মিলল না বটে, তবে স্টেনগান, রিভলভার ইত্যাদি পাওয়া গেল কয়েকটা। আর পাওয়া গেল অসংখ্য কার্তুজ। সেইসঙ্গে তাড়া তাড়া নোটের বাণ্ডিল।

বাবলু জুডোর দিকে তাকিয়ে কতকটা যেন আপনমনেই বলল, "কেউ বলবে রাজধানীর কুখ্যাত মার্ডারার এইভাবে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে হাওড়ার এক এঁদো গলিতে, একেই বলে কপাল!"

বিলু বলল, "ভাবলেও বিস্ময় লাগে। তাই না?"

ওরা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো হাতিয়ে নিয়ে বাইরে এসে আবার শিকল তুলে দিল। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে।

রাধারানি বলল, "তোমরা তো অনেক পরিশ্রম করলে। এখন কী খাবে বলো দেখি?"

বাবলু বলল, "যা খাওয়াবি তুই।"

"আমি তো তোমাদের লুচি-পরোটা করে খাওয়াতে পারব না, তবে টোস্ট, ডিমের ওমলেট এইসব করে খাওয়াতে পারি। যদি হালুয়া খেতে চাও, তাও পারি।"

বাবলু বলল, "যা তুই পারবি তাই করে খাওয়া। একটু চায়ের ব্যবস্থাও কর।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "যা, তোরাও ওর সঙ্গে হাত লাগা।"

বাচ্চু-বিচ্ছুকে অবশ্য বলতে হল না। বাবলু বলার আগে নিজের থেকেই এগিয়ে গেল ওরা।

সবাই মিলে হাতাপাতি করে যখন খাবারের আয়োজন করছে তখনই হঠাৎ ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

রাধারানি তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে দেখেই বলল, "সর্বনাশ।"

বাবলু বলল, "কী হল?"

"সেই খুনে লোকটা।"

"কে?"

"ভোজালি। চাবি দিতে এসেছে বোধহয়।"

"নিয়ে আয়। আর কী বলে শুনে আয় ভাল করে।"

"কিন্তু যদি ভেতরে ঢুকতে চায়?"

"ঢুকিয়ে নিবি। পঞ্চু আর আমি দরজার আড়ালে থাকছি। ও ঢুকতে না চাইলেও ওকে ঢুকিয়ে নিবি। তারপর খেল দেখবি কাকে বলে।"

বিলু বলল, "একটা লোহার বড় বা শক্ত লাঠি দিতে পারিস আমাকে? মাথাটা দু'-ফাঁক করে দিই ব্যাটার।"

ভোজালি তখন আবার ডোর-বেল টিপেছে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু এসে লুকলো দরজার পাশে। বাচ্চু-বিচ্ছু রইল অন্য আড়ালে।

রাধারানি দরজা খুলেই বলল, "কী বলছ?"

ভোজালি কর্কশ গলায় বলল, "জুডো শয়তানটা ফিরেছে?"

"অনেকক্ষণ।"

"ওই ছেলেমেয়েগুলোর একটাকেও ধরতে পেরেছে দেখলি?"

"কোন ছেলেমেয়েগুলোর?"

ভোজালি বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে যে কী করতে ধরে এনেছে এখানে আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। তুই এখনও দুধের শিশু। তোরই বা দোষ কী? জুডো কি একাই এসেছে না ধরে এনেছে কাউকে?"

দরজার আড়াল থেকে বাবলুই বলল এবার, "আমাকে ধরে এনেছে।"

"ঠিক আছে।" বলেই চমকে উঠল, "কে? কে বলল রে এই কথা?"

বাবলুর হয়ে বিলু বলল এবার, "ম্যায় বিল্লি হুঁ। না না, বিলু।"

ভোজালি তখন দরজা টপকে ভেতরে উঁকি মারতেই ভোম্বল সজোরে ওর নাকের ওপর একটা ঘুষি মারল। এক ঘায়েই কাত। একেবারে ছিটকে পড়ল খানিকটা তফাতে।

ব্যাপারটা যে কী হল কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হল পঞ্চুর লম্ফঝম্ফ। ভোজালি প্রাণভয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটোছুটি করতে লাগল।

বাবলু বলল, "শাবাশ পঞ্চু! ওকে যেন এখনই কামড়াস না। শুধু ছোটা। ছুটিয়ে ছুটিয়ে হয়রান করে দে ওকে।"

শুরু হল ছুটোছুটি আর লাফালাফি।

পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ভোজালি কোনওদিকে পালাবার পথ না পেয়ে একেবারে ছাদে গিয়ে উঠল।

পঞ্চুও উঠল ছাদে। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও।

ভোজালি তখন ছাদের আলসেয়।

পঞ্চু সমানে লম্ফঝম্ফ করে হাঁকডাক করছে "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ভোজালি অনেকটা ট্যুইস্ট নাচার মতো কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল, "অ্যাই! অ্যাই ছেলেমেয়েগুলো!

তোদের কুকুর সামলা। না হলে আমি কিন্তু পড়ে যাব ছাদ থেকে। আমার মাথা গুঁড়িয়ে যাবে। আমি মরে যাব।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক হবে।"

"তা হবে বইকী! তোরও যদি আমার মতো অবস্থা হয় কখনও, তখন বুঝবি।"

বাবলু বলল, "সে যখন হবে তখন হবে, এখন বলো দেখি বেনারসীলাল কোথায়?"

"ও তো নায়েকের সঙ্গে ঝাড়সুগড়ায় গেছে।"

"পদ্মপুকুরের চাবি কার কাছে?"

"আমার কাছে।"

"দিয়ে দাও।"

ভোজালি চাবিটা ছুড়ে দিল বাবলুর দিকে।

বাবলু সেটা লুফে নিয়ে বলল, "কবে আসবে ওরা?"

"তা আমি কী করে বলব? সময় হলেই আসবে।"

হঠাৎ একটা চিল কোথা থেকে উড়ে এসে ভোজালিব মুখে পাখার ঝাপটা দিতেই টাল সামলাতে না পেরে আলসের ওপর থেকে মুখ থুবড়ে নীচে পড়ল ভোজালি। তাবপর কিছুক্ষণ ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল। মরে গেল, না সংজ্ঞাহীন হল তা ঠিক বোঝা গেল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হইহই করে নেমে এল নীচে।

ততক্ষণে আশপাশ থেকেও অনেক লোক ছুটে এসেছে।

সবাই জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই? কে লোকটা?"

বাবলু বলল, "চোর! চুরি করতে এসে পালাতে গিয়ে পড়ে গেছে।"

এরপর সবাই মিলে ধরাধরি করে নীচের দালানে শুইয়ে রাখল ওকে।

ওপরের ঘরে টেলিফোন আছে। পুলিশে খবর দেওয়ার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওপরে উঠতেই দেখল একটু সুস্থ হয়ে বন্দি জুডো জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকেই রক্তচক্ষুতে শাসাতে লাগল ওদের, "ভাল চাস তো শিগগির দরজা খোল। এইভাবে আমাকে আটকে রাখতে কেউ পারেনি, তোরাও পারবি না। যদি একবার বেরোতে পারি, তোদেব শিকড় পর্যন্ত উপড়ে নেব আমি।"

বাবলু হেসে রাধারানিকে বলল, "তুই তোর কাজে লেগে যা। বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিযে আমাদের জন্য চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর। আমি ততক্ষণে থানায় ফোন করে খববটা পুলিশকে জানাই।" বলেই ফোনের জায়গায় চলে গেল বাবলু।

একটু পরে ফিরে এসে বাবলু বলল, "পুলিশ এখনই আসছে। আমাদেব এলাকার পুলিশ এখানকার থানায় যোগাযোগ করে তৈবি হয়েই আসছে।"

জুডোর দু'চোখে ভয়ের দৃষ্টি।

বাবলু জানলার কাছাকাছি গিযে বলল, "তুমি আর কিছুক্ষণ এই ঘবে বন্দি থাকো জুডোদা। অযথা দরজা ভাঙার চেষ্টা করে গা-গতরে ব্যথা কোরো না। তোমার জন্য লোহার শিকলের মালা নিয়ে থানার বাবুরা এসে পড়লেন বলে! ততক্ষণে এককাপ চা খাবে নাকি জুডোদা? গবম চা এককাপ? যাকে বলে হট-টি।"

জুডো ঘবের ভেতর থেকে এবার অকথ্য গালাগালি শুরু করল।

"শুনেছি তুমি নাকি দিল্লিতে পাঁচটা খুন করেছ। এখানকার খুনের হিসেবটা অবশ্য আমবা জানি না। তবে এখানে কিন্তু তুমি পাঁচজনের হাতেই ফাঁসলে। যাক, এ একরকম ভালই হল কী বলো? তবে দাদা, ফাঁসির দড়িটা যেদিন তোমার গলায় লটকাবে সেদিন কিন্তু আমি দেখতে যাব। তোমার ওই ঘটোৎকচের মতো দেহটা যখন ঝুলবে তখন কী মজাই না হবে!"

জুডো তখন ভীষণ রেগে বলল, "তবে রে শয়তান, মজা দেখাচ্ছি দাঁড়া।" বলেই দমাদ্দম লাথি মারতে লাগল দরজায়। জুডো যদি আঘাত পেয়ে দুর্বল না হত তা হলে হয়তো সত্যিই ভেঙে ফেলত দরজাটা।

ইতিমধ্যে এইসব হট্টগোলে বাড়ির বাইরে গলিব মুখে অনেক লোকের ভিড় জমে গেছে।

একসময় পুলিশ এল।

ও সি নিজে এসেছেন জুডোকে গ্রেফতার করতে।
বাবলু সাদর অভ্যর্থনা কবে ও সি-কে নিয়ে গেল বন্দি জুডোর কাছে। জুডোর মুখের যা অবস্থা তখন, তা দেখলে ভয়ও পাবে আবার হাসিও পাবে।
ও সি বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "সত্যি, ওই শয়তানটাকে যে কতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম! কিন্তু ও যে এইখানে এসে ঘাপটি মেরে বসে আছে তা কে জানত? তোমাদের সহযোগিতা না পেলে একে ধরা হয়তো-বা সম্ভব হত না আমাদের পক্ষে। তাই তোমাদের এই ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না।"
বাবলু বলল, "আসলে ওরও পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে এবার।"
সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে জুডো বলল, "সেইসঙ্গে তোদেরও। আমাকে আটকে রাখবে এমন জেলখানা এখনও তৈরি হয়নি। যেখানেই থাকি না কেন, জেল ভেঙে ঠিক আমি বেরিয়ে আসব। তাবপর এক এক করে গলা টিপে মেরে ফেলব তোদের। এর বদলা আমি নেবই।"
জুডোর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলার ওপর।
জুডো সভয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা।
ও সি বললেন, "জেল ভেঙে যদি বেরিয়ে আসতে পারো তা হলে যা ইচ্ছে তাই কোরো। এখন দরজা খুলে বাইরে এসে আমাদের কাছে ধরা দাও। দরজা ভেঙে যদি ঢুকতে হয়, তা হলে কিন্তু অবস্থা তোমার এমনই খারাপ করে দেব যে, সারাজীবন এই কৃতকর্মের জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে।"
অবশেষে বাধ্য হয়ে ধরা দিল জুডো।
এরপর পুলিশ গ্রেফতার করল ভোজালিকে।
সে তখনও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে ছিল।
ও সি-র নির্দেশে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে।
বাবলু ভোজালির কাছ থেকে পাওয়া পদ্মপুকুরের চাবিটা ও সি-র হাতে তুলে দিতেই ও সি-ব নির্দেশে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি শুরু করল পুলিশ।
পাণ্ডব গোয়েন্দারা দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হল।
রাধারানি তখন বাচ্চু-বিচ্ছুকে সঙ্গে নিয়ে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করে ফেলল। বাচ্চু-বিচ্ছু বাড়িতে মা'র সঙ্গে কাজে হাত লাগালেও এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেল। তাই মনের মতো কবে আলুভাজা আব লুচি তৈরি করে খেতে দিল সকলকে।
পুলিশের লোকেরা কাজের ফাঁকেই একবার এসে ওদের রান্নাঘরে উঁকি মেরে বলল, "তোমরা তো দেখছি গ্র্যান্ড পিকনিক একটা লাগিয়ে দিয়েছ এখানে।"
বিচ্ছু হেসে বলল, "গ্র্যান্ড পিকনিক নয়, গ্র্যান্ড মিনি পিকনিক। চা-পর্ব শেষ করে এখনই বিদায় নেব আমরা।"
ও সি অন্য অফিসারদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নিলেন।
একজন কনস্টেবল বলল, "তোমাদের টিফিনে আমরা ভাগ বসাব না। তবে কিনা এককাপ করে চা কিন্তু আশা করছি আমরা।"
বাচ্চু বলল, "এটা তো আমাদের বাড়ি নয়, তবু দেখছি চেষ্টা করে কতটা কী করতে পারি। কতজন আছেন আপনারা?"
"জনা পনেরো।"
রাধারানি বলল, "আমরা একটা কেটলিতে করে চা দেব আপনাদের। সেই চা আপনারা ভাগাভাগি করে নেবেন।"
"তা হলেও হবে।"
ওদের সঙ্গে ভোম্বলও গিয়ে যোগ দিল তখন।
তারপর চা চিনি দুধ মিল্ক পাউডার যা ছিল সব এক করে দিব্যি বানিয়ে ফেলল চা।
সেই চায়ের স্বাদ যেন অমৃত মনে হল। বাবলু, বিলু তো 'তোফা, তোফা' করে উঠল। সত্যিই মেজাজ এসে গেল চা খেয়ে।
এরপর বিদায় নেওয়ার পালা।
রাধারানি চটপট গুছিয়ে নিল ওর যা কিছু ছিল।

ভোম্বল ওর হাত থেকে সেগুলো নিয়ে টান মেরে ফেলে দিল রাস্তায়। বলল, "এইসব চোরাই মালে কেন হাত দিচ্ছিস? এখন থেকে আমরা যা দেব তুই তাই নিবি, কেমন?"

রাধারানি দারুণ খুশি হল ভোম্বলের কথা শুনে। পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ভিড় ঠেলে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ির দিকে রওনা হল।

॥ ৯ ॥

অভিযান-শেষে ওরা যখন বাড়ি ফিরে এল তখন ওদের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "মনে হচ্ছে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিস তোরা?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। তোমার আশীর্বাদ যাদের ওপরে, তারা কখনও হার মানে?"

তারপর ওদের সঙ্গে রাধারানিকে দেখে বললেন, "একে আবার কোত্থেকে জোটালি?"

পঞ্চু কুঁই-কুঁই করে কী যেন বলবার চেষ্টা করল।

বাবলু বলল, "আর বলো কেন? সবাই যা করে। অর্থাৎ এই মেয়েটাকে মাহেশের রথের মেলা থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল ওরা। তারপর নানারকম ফাইফরমাশ খাটাচ্ছিল ওকে দিয়ে। ভাগ্যিস ওখানে গিয়ে পড়লাম! তাই শত্রুপুরীও ধ্বংস হল, মেয়েটাও রক্ষা পেল ওদের কবল থেকে।"

"ওর বাড়ি কোথায়? ওকে তা হলে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা কর।"

"করব। আজকের দিনটা ও এখানেই থাকুক। কাল সকালে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব ওকে। এই কাছেই, চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে ওর বাড়ি।"

অভিযান থেকে ফেরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পাণ্ডব গোয়েন্দারা চোখে-মুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল এবার।

বেচারি রাধারানি তো আনন্দে উতলা। ও যে কখনও মুক্তি পাবে, বা ওর মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে পারবে, তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

মা সকলের জন্য লুচি, আলুভাজা আর চা দিলেন। তাই খেয়ে কী খুশি রাধারানি। বলল, "সত্যি, কতদিন যে এমন ভাল খাবার খাইনি।"

মা বললেন, "এবার বাড়ি গিয়ে মায়ের হাতের আরও ভাল রান্না খেয়ো।"

রাধারানি বলল, "আমি ঘরে গেলে আমার মা-বাবা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন। ভাইটাও আমার জন্য কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছে বুঝি! সেও যে আনন্দে কী করবে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

বিচ্ছু বলল, "শুধু এক রাতের তো ব্যাপার। কাল সকালেই তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এখন আজকের রাত্রিটা তুমি কোথায় থাকবে? এখানে? না আমাদের বাড়িতে?"

"তোমরা যা বলবে। যেখানে রাখবে আমাকে, সেখানেই থাকব।"

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয় আমাদের কাছেই তোমার থাকা উচিত। যে ফ্রকটা তুমি পরে আছ এটাকেও তো পালটাতে হবে। আমাদের বাড়ির সামনেই একটা দোকান আছে, সেখান থেকে নতুন একটা ফ্রকও আমরা কিনে দেব তোমাকে।"

চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "রাধারানির সমস্যা কালকের মধ্যেই মিটে যাবে। কাল সকালে ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসার পরই কিন্তু আমাদের আসল কাজে নামতে হবে।"

বিলু বলল, "ঠিক। আজ সারাটা দিন ধরে আমরা শুধু চুনোপুঁটিই মারলাম। রাঘব বোয়ালরা দূরেই রইল।"

বিচ্ছু বলল, "ও-কথা বোলো না বিলুদা। জুডোর মতো দিল্লি-পলাতক একটা খুনে কি নেহাতই চুনোপুঁটি? যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। এখন মি. নায়েক আর বেনারসীলালকে কোনওরকমে ফাঁদে ফেলতে পারলেই আমরা শত্রুমুক্ত হব।

বাচ্চু বলল, "তা হলে আজকালের মধ্যেই রওনা হতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। কেন না এ-কাজে একদম দেরি নয়। বিশেষ করে এখানকার পরিস্থিতির দিকে ওরা যদি নজর রাখে তা হলে খুবই সতর্ক হয়ে যাবে ওরা।"

বিচ্ছু বলল, "সে খবরাখবর কি ওরা রাখছে না ভেবেছ? এর ওপরে কালকের কাগজে যদি আজকের ব্যাপারে দু'-এক ছত্র বেরিয়ে যায় তো কথাই নেই।"

ভোম্বল বলল, "বেরোবেই। ওই শয়তান জুডোর জন্যই হইচই পড়ে যাবে কাগজে-কাগজে। অতগুলো খুন করে কোথায় এসে কীভাবে লুকিয়ে ছিল বল দেখি?"

বিলু বলল, "তা যদি হয়, তা হলে ঝাড়সুগড়ায় গিয়েও কিন্তু নাগাল পাব না ওদের।"

বাবলু বলল, "আগে যাই তো চল, তারপর দেখা যাবে স্রোতের জল কোনদিকে গড়ায়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বাবলু রাধারানিকে বলল, "তুই তা হলে চলে যা ওদের সঙ্গে। কাল সকাল হলেই তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

রাধারানি বাচ্চু আর বিচ্ছুর সঙ্গে বিদায় নিল। ভারী মিষ্টি মেয়ে। ওর সরলতায় ভরা ডাগর-ডাগর চোখদুটির দিকে তাকিয়ে মন ভরে উঠল বাবলুর।

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত বিলু আর ভোম্বলের সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপটা কীভাবে কী করবে তাই নিয়ে জোর আলোচনা করতে লাগল বাবলু। থানাতেও ফোন কবে দুপুরের ব্যাপারটা বিস্তারিত জানাল। ঠিক হল সকালে রাধারানিকে পৌঁছে দিয়ে কাল রাতের গাড়িতেই ওরা রওনা দেবে ঝাড়সুগড়াব পথে। এখন খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে এক ঘুমে রাতটি শুধু কাবার করে দেওয়া।

পরদিন ভোরে আর মর্নিংওয়াকে বের হল না কেউ। পঞ্চু একাই শুধু এদিক-ওদিক করল।

অনেক বেলায় মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল বাবলুর। সকাল সাতটা।

মা বললেন, "থানা থেকে লোক এসেছে। একবার ডাকছে তোকে।"

বাবলু ঘরের বাইরে আসতেই পরিচিত একজন কনস্টেবল হেসে বলল, "ওই যে মেয়েটিকে কাল তোমরা উদ্ধার করেছ ওর বাড়ির লোকরা এসেছেন মেয়েটিকে নিতে। তোমরা মেয়েটিকে নিয়ে এখনই একবার থানায় এসো।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কোথায় তাঁরা?"

"থানায়। বড়বাবুর কাছে বসে কথাবার্তা বলছেন।"

"ওঁরা খবর পেলেন কীভাবে?"

"তোমাদের কাছ থেকে মেয়েটির ব্যাপারে সবকিছু জেনে কাল রাতেই বড়বাবু ওদের ওখানকাব থানাতে খবর পাঠান। মেয়েটির বাড়ি থেকে ডায়েরি তো লেখানোই ছিল, তাই রাতেই খবব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আজ সকালে মেয়েটির বাবা-মা এখানকার থানায় এসে যোগাযোগ করেছেন।"

বাবলু বলল, "ভালই হয়েছে। আমাদের আর কষ্ট করে পৌঁছনোর দায়িত্বটা নিতে হল না।"

"তোমরা কি আসবে?"

"আমার মনে হয় মেয়ের বাবা-মা'ই এখানে আসুন। আমাদের বাড়ি থেকেই মেয়েটিকে নিয়ে যান।"

কনস্টেবল বিদায় নিল।

বাবলু চোখে-মুখে জল দেওয়ার আগেই ফোন করল বাচ্চু-বিচ্ছুকে। ফোনে সব কথা জানিয়ে রাধারানিকে নিয়ে একটুও দেরি না করে চলে আসবার নির্দেশ দিয়ে বাথরুমের কাজ সেরে ঘরে এসে বসল। কাগজওয়ালা অনেক আগেই কাগজ দিয়ে গেছে। বাবলুর অনুসন্ধিৎসু চোখ বিশেষ একটি খবরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল একসময়।

কতক্ষণ যে একভাবে স্থির এবং অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল বাবলু তা সে-ই জানে। ঘোর কাটল সকলের উপস্থিতিতে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই হাজির। ওদের সঙ্গে রাধারানিও।

বিলু ঘরে ঢুকেই বলল, "কী ব্যাপার বাবলু! এত অন্যমনস্ক কেন?"

বাবলু কাগজটা সকলের দিকে এগিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

কাগজের খবর পড়ে বিলু মুখে কিছু না বললেও ভোম্বলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "যাঃ বাব্বা!"

বাচ্চু-বিচ্ছুও পড়ে দেখল খবরটা। তারপর বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলল, "মরুকগে যাক।"

খবরটা ছিল জুডোর ব্যাপারেই। প্রতিবেদনটা এইরকম—

"গতকাল দুপুরে হাওড়ার একটি কুখ্যাত এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ তৎপরতায় রাজধানী দিল্লির সমাজবিরোধী ও পাঁচটি খুনের আসামি জুডোকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। এবং গণপ্রহারে নিহত এলাকার আর-এক সমাজবিরোধী, ভোজালি ওরফে বকু ওরফে মধুকেও উদ্ধার করতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে। এদের দলের আরও কয়েকজন পলাতকের সন্ধানে আজকালের মধ্যেই

উটির দিকে রওনা হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ একটি দল।"

রাগ করে ভোম্বল বলল, "আমরা লড়লুম জান দিয়ে, ফায়দা লুটল পুলিশ! আর কখনও কোনও ব্যাপারে পুলিশকে আমরা কোনওরকম সাহায্য করব না। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নাম নেই, পঞ্চুর নাম নেই। কাগজওয়ালারা এ-খবর পায় কোত্থেকে?"

ঠিক তখনই একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু ঘরে ঢুকলেন।

রাধারানি তো আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তার বাবা-মা'কে। এতদিন পরে হারানিধি ফিরে পেয়ে ওর মা-বাবাও যে কী করবেন কিছু যেন ভেবে পেলেন না।

রাধারানি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখিয়ে বলল, "এরা, এই এরাই আমাকে উদ্ধার করেছে। এরা না থাকলে আমি কোনওদিনই মুক্তি পেতাম না ওদের কবল থেকে।"

চায়ের জল চাপানোই ছিল। শুধু সকলের আসার প্রতীক্ষা করছিলেন বাবলুর মা। এবার বাচ্চু-বিচ্ছুকে ডেকে-চা-বিস্কুট প্রত্যেকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

রাধারানির মা-বাবা দু'জনেই এসে প্রণাম করলেন বাবলুর মাকে। তারপর পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দারোগাবাবু বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এনি প্রবলেম?"

"নো স্যার! অল ওকে।"

"ঘরে ঢোকার সময় মনে হল যেন ক্ষোভের ব্যাপার কিছু একটা ঘটেছে।"

বাবলুর হয়ে ভোম্বলই জবাব দিল, "ঘটেছেই তো। আমরা করলুম লড়াই, নেপোয় মারল দই! আমরা যদি গৃহবন্দি করে থানায় ফোন না করতাম তা হলে পুলিশের সাধ্য ছিল জুডোকে ধরার?"

"না, ছিল না।"

দারোগাবাবু তখন হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, "বুঝেছি, এই তোমাদের ক্ষোভের কারণ? কাগজের অফিসে ইচ্ছে করেই এইরকম সংবাদ পাঠানো হয়েছে। তার কারণ চারদিকে যেরকম সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়েছে তাতে তোমরা যাতে আরও বিপন্ন না হও সেই ভেবেই এসব করা।"

"সেইসঙ্গে সরকারি পয়সায় যাতে 'উটি'র মতো জায়গা থেকে ঘুরে আসা যায় তাই ওইরকম পরিকল্পনা!"

"আরে না রে না। উটিতে কেউই যাবে না। ওটাও দুষ্কৃতীদের নিশ্চিন্ত রাখার একটা টোপ। পুলিশ যথাস্থানেই যাবে। দু'-একদিনের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের লোক পৌঁছে যাবে ঠিক জায়গাতেই। এখন জেরার পর জেরা করে নাজেহাল করা হচ্ছে জুডোকে। ওর কাছ থেকে আরও অনেক গোপন কিছু বের করতে পারলেই একসময় ওকে পৌঁছে দেওয়া হবে দিল্লি পুলিশের হাতে।"

বাবলু বলল, "হলেই ভাল।"

"এবং সেইসঙ্গে তোমাদের প্রচেষ্টাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে।"

ভোম্বল বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের শুধু একটিই আবেদন, বিচারাধীন ওই বন্দিটি যেন আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে না যায়।"

দারোগাবাবু বললেন, "তা যদি হয়, তা হলে হয়তো আমাদের অনেকের চাকরিই আর থাকবে না। কেন না দিল্লি পুলিশ একটি বিশেষ বিমানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হবে এখানে।"

এবারে বিদায় নেওয়ার পালা। রাধারানি প্রত্যেককে অনুরোধ করল একবার সময়মতো ওদের বাড়িতে যেতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই যাব তোমাদের ওখানে। অমনি ব্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়াটাও দেখে আসব। তুমি এখন ঘরে গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করো। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।"

পঞ্চুও কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয়ে আস্তে করে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

মায়ের চোখে তখন ক্ষীণ একটু জলের ধারা। সে ধারা আনন্দের।

সারাটা দিন, দুপুর ধরে অনেক আলোচনার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাতের সম্বলপুর এক্সপ্রেসেই ঝাড়সুগড়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রাত আটটা চল্লিশে ট্রেন। কোনও রিজার্ভেশন নেই। রিজার্ভেশনের জন্য চেষ্টাও করল না ওরা। তার কারণ আর অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। জুডোকে মোচড় দিয়ে ওর পেট থেকে কথা বের করে গোয়েন্দা পুলিশের দল গিয়ে পৌঁছবার আগেই ওদের মৌচাকে ঢিল ছুড়তে চায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

সেইমতো ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে টিকিট কেটে পঞ্চুকে নিয়ে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘাপটি মেরে বসে রইল এক জায়গায়। তারপর ট্রেন এলে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে হুড়োযুদ্ধ করে উঠে পড়ল ট্রেনে।

বাচ্চু-বিচ্চুর এভাবে যাওয়াটা পছন্দ নয়। তার কারণ, গাড়িতে উঠলেই ঘুম পায় ওদের।

ভোম্বলেরও ওই একই অবস্থা। শোয়া, ঘুমোনো আর নাক ডাকানো ছাড়া ভ্রমণের সার্থকতা কীসের? অথচ এ-সময়ে বিনা রিজার্ভেশনে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই।

যাই হোক, ট্রেনে উঠে ভোম্বল সর্বাগ্রে একটি বাঙ্ক দখল করে নিল। আর-একটি বাঙ্ক উপহার দিল বাচ্চু-বিচ্চুকে।

বাবলু আর বিলু বসে রইল চুপচাপ। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবার ভাগ করে খেল সকলে।

একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল।

বাঙ্কের ওপর থেকে ভোম্বল বলল, "এভাবে যাওয়ার চেয়ে কাল সকালের ইস্পাত এক্সপ্রেসে গেলেই ভাল হত। ইস্পাত এক্সপ্রেস তো এখন সম্বলপুর অব্দি যাচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তাতে দেরি হয়ে যেত।"

বিলু বলল, "এই গাড়িতে গেলে আমরা সকালে ট্রেন থেকে নেমেই কাজে লেগে যেতে পারব।"

রামরাজাতলা—সাঁতরাগাছি পেরিয়ে ট্রেন তখন গতি নিয়ে ছুটে চলেছে খড়্গপুরের দিকে।

খানিক যাওয়ার পর বাবলু আর বিলু মেঝেয় পলিথিন শিট পেতে শুয়ে পড়ল একসময়।

সবাই ঘুমোলে পঞ্চু জেগে রইল। সিটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে বসার জায়গাতেই বসল সে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এইরকম অভিযানও মন্দ নয়।

মনোহরপুর, চক্রধরপুর পেরিয়ে রাউরকেলায় ভোর হল। সকাল হল ঝাড়সুগড়ায়।

ট্রেন থেকে নেমে প্রথমেই একটি লজে গিয়ে উঠল ওরা। সস্তার লজ। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নয়। তবু উঠল। তার কারণ এখানে হোটেল বা লজের আধিক্য তেমন নেই। এখন সাময়িক বিশ্রাম। জলযোগ-পর্ব সারা। তারপর—।

তারপর শুধু তোলপাড়—তোলপাড় আর তোলপাড়।

অভ্যস্ত পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পথের ক্লান্তি দূর করে তৈরি হয়ে নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

ওরা পঞ্চুকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে নামল। বেশ ফাঁকা ফাঁকা জায়গাটা। আর ভারী মনোরম। খুব বড় একটা পাহাড় আরণ্যক পরিবেশ তৈরি করে ধনুকের মতো বেঁকে একদিক থেকে আর-একদিকে চলে গেছে।

ওরা আবার স্টেশনে এসে ওভারব্রিজের ওপর থেকে চারদিকের পরিবেশটা বেশ ভাল করে দেখে নিল একবার। তারপর সংগ্রহ করা ঠিকানা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। লাইন পার হয়ে পাহাড় আর জঙ্গল যেদিকে একাকার হয়ে আছে সেইদিকে লক্ষ রেখে এগোতে লাগল দলবদ্ধ হয়ে।

এইভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর একসময় এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল একটি ন্যাড়া টিলার গায়ে সেই গাড়িটা রাখা আছে। সেই গাড়ি—। যে-গাড়িতে করে মি. নায়েক তেলকলঘাটে গিয়েছিলেন কুকুর আনতে।

ওরা দূর থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেই গাড়িটার দিকে নজর রাখতে লাগল।

অনেক পরে গাড়ি ধোয়া-মোছার জন্য একটি ছেলে আসতেই এগিয়ে গেল বাবলু। বিলু, ভোম্বলদের একটু তফাতে আড়ালে আবডালে থাকতে বলল।

ছেলেটি এই পরিবেশে বাবলুকে দেখে অবাক হয়ে গেল খুব। তাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

বাবলু ছেলেটির আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "বেশ নতুন ধরনের গাড়ি তো।"
ছেলেটি বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখল শুধু, কিন্তু কিছু বলল না।
বাবলু হঠাৎই অন্য সুরে বলল, "আচ্ছা, ওই যে দূরের পাহাড়গুলো, ওখানে যাওয়া যায়?"
ছেলেটি বলল, "কোথা থেকে আসছ তুমি?"
"কানপুর থেকে।"
'তুমি একা? না সঙ্গে আর কেউ আছে?"
"আমার বাবা-মা ভাই বোন সবাই আছে।"
"কোথায় উঠেছ তোমরা?"
"স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে।"
"এদিকে কেন এসেছ?
"এমনই ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। কী সুন্দর জায়গাটা। চারদিকে পাহাড়, বন। কত ভাল।"
ছেলেটি একটু চাপা গলায় বলল, "এখানে এইভাবে ঘোরাফেরা কোরো না। খুব খারাপ জায়গা এটা। বিশেষ করে এই এলাকাটা। এই যে গাড়িটা তুমি দেখছ, এটা হচ্ছে ছেলেধরার গাড়ি।"
বাবলু বলল, "তাই নাকি? বলো কী।"
"হ্যাঁ ভাই। ওরা এখন কেউ নেই তাই। না হলে এতক্ষণে তুমি ওদের হাতে ধরা পড়তে। তাই বলি, আর এক মুহূর্ত এখানে না থেকে এখনই কেটে পড়ো।"
বাবলু তো কেটে পড়বার জন্য আসেনি। তাই পালাবার নামগন্ধও করল না। বলল, "ওই ছেলেধরারা তোমাকেও এখানে ধরে এনেছে বুঝি?"
'তবে না তো কী? কেউ কি এখানে নিজের ইচ্ছেয় আসে?'
'তোমার বাড়ি কোথায়?"
"হাওড়ায়। শিবপুরের ছোট ভটচার্যি পাড়ায়।"
"তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না কেন?'
ছেলেটি করুণ কণ্ঠে বলল, "এখান থেকে পালাবার কি জো আছে? কোনও উপায়ই নেই। স্টেশনের কাছে দু'-তিনটি গুমটিতে ওদের লোক আছে। কে বা কারা কখন কোথায় যাচ্ছে আসছে বা ট্রেন থেকে নামাওঠা করছে, সবদিকে নজর রাখছে ওরা।'
বাবলু বলল, "রাখুক না। ট্রেনেই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে? বনপথ ধরে হেঁটেও তো পালাতে পারো।"
"তাতেও ওদের নজর এড়াতে পারব না। ধরা পড়লে যে কী কঠিন শাস্তি পেতে হয় তা ভাবতেও পারবে না। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবে ওরা। তা ছাড়া একটা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে কোথায় পালাব বলো? যেখানেই যাই না কেন পকেটে টাকা পয়সা তো থাকা চাই। বাসভাড়া, ট্রেনভাড়া দেবে কে?"
"অত ভয় করলে কি চলে রে ভাই? যাক, ওরা এখানে অনেক ছেলেকে ধরে এনে রেখেছি বুঝি?"
"ধরে এনে রাখে। পরে তাদের বিক্রি করে দেয়। ছেলেমেয়ে সবাই আছে। শুধু আমি আর দু'-একজন রয়ে গেছি ওদের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য।"
বাবলু বলল, "তোমার বাবু কি মি নায়েক?"
ছেলেটি শিউরে উঠল বাবলুর কথায়। বলল, "তুমি কী করে জানলে?"
বাবলু হেসে বলল, "ওর সঙ্গে বেনারসীলাল নামেও একজন আছে, না?"
"আছে তো। ওরা এই একটু আগেই ব্যাসমন্দিরে গেছে রাউরকেলায়।"
বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "তোমার বাবু! তিনি গেছেন মন্দিরে। এও কি বিশ্বাস করতে হবে?"
"আরে। মন্দিরে কি উনি পুজো দিতে গেছেন? উনি গেছেন ধান্দায়। বাবুর একজন বিজনেস পার্টনার আছেন ওখানে, তাঁর কাছে।"
"তাই বলো। এখন এখানে কে আছে?"
"বীরবাহাদুর।"
"আর কেউ নেই?"

"আছে দু'-একজন। তবে বীরবাহাদুর একাই একশো।"

বাবলু বলল, "আমাকে তোমাদের ডেরায় নিয়ে যাবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোমাদের ডেরাটা।"

"তোমার কি মাথাখারাপ হয়েছে? ওখানে গেলেই বীরবাহাদুর ধরে নেবে তোমাকে। তখন আর হাজার চেষ্টাতেও পালাতে পারবে না। আমারই মতো বন্দি হয়ে যাবে তুমি।"

বাবলু বলল, "ধরুক না, তুমি শুধু দেখবে ধরা পড়েও ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আমি কী করে পালাই।"

ছেলেটি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু আর একটুও দেরি না করে একটা শিস দিতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু আত্মপ্রকাশ করল।

ছেলেটি বলল, "ওরা কারা?"

"আমার বন্ধুরা। তোমার বাবু আমাদেরকেও ধরবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। উলটে ওদের খপ্পর থেকে রাধারানি নামের একটি মেয়েকেও আমরা উদ্ধার করে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।"

"সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ, আমরা তোমাকেও উদ্ধার করব, সেইসঙ্গে আরও যারা বন্দি আছে, তাদেরও। কী নাম তোমার?"

"আমার নাম কেষ্ট।"

"ঠিক আছে। কই চলো তো দেখি, কোথায় তোমাদের ঘাঁটি।"

কেষ্টর সঙ্গে সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় চোখের সামনে যাকে ওরা দেখতে পেল তার মুখের দিকে তাকাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মানুষ তো নয়, যেন মরণদূতেব অবতার।

এমন কিছু ভীষণদর্শন চেহারা নয়। বরং শান্ত সৌম্য বেঁটেখাটো একটি মানুষ। দাড়িগোঁফ ভুরুহীন মাকন্দ এক নেপালি। কিন্তু চোখের চাহনিতে মৃত্যুর হাতছানি। ওব কাঁধে একটা দোনলা বন্দুক। নেপালিটা ওদের কাছাকাছি এসে আস্তে করে বলল, "ক্যা মাংতা?"

কেষ্ট সভয়ে বলল, "কিছু না। ওরা আমাদের গার্ডেন দেখতে চায়।"

নেপালিটা এবার পাণ্ডব গোয়েন্দার সকলকেই দেখে নিল একবার। তারপর বলল, "ইযে তো বহুত খুশি কি বাত, আইয়ে।"

কেষ্ট বাবলুকে বলল, "বীরবাহাদুরের যখন হুকুম হয়েছে তখন চলো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বীরবাহাদুরের পিছু-পিছু চলল।

খানিক যাওয়ার পর একটি বড় বাড়িব গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকল ওরা। অযত্নে বর্ধিত কিছু ফুলগাছ ও জঙ্গল ছাড়া কিছুই নেই বাগানে।

বীরবাহাদুর ওদের সেই বড় বাড়িটার দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "অন্দর ঘুসো।"

"কাহে?"

"ঘুসনেই হোগা। ঔর তুম কভি হিঁয়াসে বাহার নিকালনে নহি সকোগে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? তা হলে তো ঢুকতেই হবে। তা বীরবাহাদুর ভাই, আমাদের খানাপিনার ব্যবস্থা একটু হবে তো?"

বীরবাহাদুর শয়তানের মতো হেসে বলল, "সব কিছু হোবে। পহলে অন্দর তো ঘুসো।"

বাবলু বলল, "আগে তুমি ঘুসো।"

বীরবাহাদুর বলল, "ভাগনে কা কোশিস মাত করো।"

বাবলু বলল, "ভাগব কী রে বুদ্ধু। আমরা তো নিজের থেকেই ধরা দিয়েছি। তোদের সবাইকে জেলের ঘানি না টানিয়ে কি যেতে পারি আমরা?"

বীরবাহাদুর বন্দুক উঁচিয়ে বলল, "কৌন হো তুম?"

বিলু এক ঝটকায় বীরবাহাদুরকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে দিতেই মাথায় ঠোকা খেয়ে পড়ে গেল সেইখানেই। ওর কাঁধ থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

বাবলু সর্বাগ্রে সেটা কুড়িয়ে নিল। তারপর বন্দুকের নলটা ওর পেটের ওপর চেপে ধরে বলল, "শোনো বীরবাহাদুর! যদি গোলমাল না করো তা হলে আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করব না। কেন না তুমি একজন প্রভুভক্ত সামান্য পাহারাদার মাত্র। কিন্তু ভুলেও যদি গায়ের জোর দেখাতে যাও তা হলেই মরবে। এক

তো বন্দুক এখনও আমার হাতে, তার ওপর এই যে দেখছ কুকুরটা এও কিন্তু তোমার চেয়ে কম প্রভুভক্ত নয়। এ বড় সাংঘাতিক।"

বীরবাহাদুর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল, "ভীম সিং! কাল্লু!"

অমনই দু'-দু'জন তাগড়াই চেহারার গুন্ডা নেমে এল ওপর থেকে। একজন বাচ্চুকে আর-একজন বিচ্ছুকে তুলে নিতেই ওদের ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

বাবলুও আর নিজের রাগকে সামলাতে পারল না। বীরবাহাদুরের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল অনায়াসে।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দু'চোখ কপালে উঠিয়ে মুখ বিকৃত করে ছটফট করতে লাগল বীরবাহাদুর। একটু পরেই স্থির হয়ে গেল।

বীরবাহাদুরের ওই অবস্থা দেখে শিউরে উঠল ভীম সিং আর কাল্লু। বাচ্চু-বিচ্ছুকে নামিয়ে দিয়ে পঞ্চুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণের দায়ে ছুটল ওরা। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধনরা? পঞ্চুর গ্রাস থেকে পরিত্রাণ নেই ওদের।

পঞ্চু ওদের আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে নাস্তানাবুদ করছে একভাবে।

এই বাড়ির মধ্যে অন্য যেসব ছেলেরা কাজকর্ম করছিল তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার এসেছে তখন। দু'-একজন উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, "তোমরা কারা? এখানে কীভাবে এলে?"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের মুক্তি দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।"

ততক্ষণে কেষ্ট এসে বাবলুর পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাবলু বলল, "আমাদের বাধা দেওয়ার মতো আর কেউ নেই তো এখানে?"

"না।"

"যেসব ছেলেমেয়েদেব বন্দি করে রাখা হয়েছে তাদের ঘবের তালা খুলে দাও তা হলে।"

"একটা ঘবেই আছে সব। কিন্তু সে ঘরের চাবি তো বীরবাহাদুরেব কাছে।"

"যাও, নিয়ে এসো। ও আর কিছুই বলবে না তোমাকে।"

কেষ্ট আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওব দু'-একজন সঙ্গীকে ডেকে বীরবাহাদুরেব পকেট হাতড়ে চাবি বের করল। তারপব দরজার তালা খুলে দিতেই হইহই করে বেরিয়ে পড়ল সকলে। মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হল সবাই।

কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!!

আনন্দের উল্লাসে মেতে ওরা বীরবাহাদুরের মৃতদেহটা টানতে টানতে বাগানের মাঝখানে নিয়ে এল। অনেকে মড়ার ওপরই খাঁড়ার ঘা দেওয়ার মতো কিল চড় লাথি ঘুষি সমানে বর্ষণ করতে লাগল বীরবাহাদুরের ওপব।

ভীম সিং আর কাল্লু তখন বড় একটি গাছের ডালে বসে থরথর করে কাঁপছে। আর ক্রুদ্ধ পঞ্চু সমানে গবগর করছে তাদের দিকে তাকিয়ে। ভাবখানা এই, নামো একবার, তারপর দেখাচ্ছি মজাটা।

কেষ্ট বলল, "ওপাশে ওই যে একটা ঘর রয়েছে দেখছ, ওই ঘবে কম করেও দশ-বারোটা কুকুর রয়েছে। ওগুলোর কী ব্যবস্থা করা যায়?"

বাবলু বলল, "ওদেরও মুক্তি দেওয়া হোক।"

"তাতে কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে।"

"কীরকম?"

"ধরো, মুক্তি পেয়েই ওরা যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? একমাত্র কাল্লু ও ভীম সিং ছাড়া কাউকেই চেনে না ওরা। দিনে বন্দি থেকে সারারাত এই বাড়ি ও বাগান পাহাবা দেয় ওরা। কেন না এদের যত খারাপ কাজ সবই তো রাতদুপুরে।"

"তোমার বাবুকে মানে কুকুরগুলো?"

"কাউকে না। চেনে শুধু ওই দু'জনকেই।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ওদের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন এসো আমবা সবাই মিলে একটা জোর পিকনিক লাগাই। এখানকার রান্নাবান্না করে কে?"

"আমরাই করি।"

বন্দি ছেলেমেয়েগুলোর সংখ্যাও ছিল অনেক। পনেরো-ষোলো জন। সবাই বাঙালি। কলকাতা ও আশপাশের গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের। সবাই মিলে খোলা আকাশের নীচে বাগানে বসেই শুরু করল পিকনিক।

কাল্লু আর ভীম সিং গাছের ডালে বসে দেখতে লাগল সব। পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ে ওদের দু'জনেরই অবস্থা কাহিল। পঞ্চুর আক্রমণের ভয়ে নীচেও নামতে পারছে না ওরা।

বাবলু গাছতলায় ওদের কাছাকাছি গিয়ে বলল, "তোমাদের বাবু কখন আসবেন?"

ওরা অতিকষ্টে বলল, "সন্ধেবেলা।"

"আমাদের পিকনিকে তোমরাও কি যোগ দেবে? খাবে কিছু?"

কাল্লু আর ভীম সিং যেন নিজেদের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "খাব তো। কিন্তু তোমাদের এই কুকুরটা কি আমাদের নীচে নামতে দেবে?"

"দেবে। তবে একটা কথা, তোমরা যদি আমাদের অবাধ্য না হও তা হলে কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নেই। অবাধ্য হলেই বীরবাহাদুরের মতো মরবে।"

"না খোকাবাবু, তোমরা যা বলবে আমরা তা ই শুনব।

"এখন তোমরা গাছ থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে খাওযাদাওয়া করো। বন্ধুর মতো থাকো। তারপর দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম নিয়ে ঠিক সন্ধের মুখেই কুকুরগুলোকে বাগানে ছেড়ে দেবে।"

ভীম সিং বলল, "তা না হয় দেব। কিন্তু ওই কুকুর ছাড়া আছে দেখলে বাবু তো বাগানে ঢুকবে না খোকাবাবু।"

"না ঢোকবার কী আছে? তুমি গিয়ে গেট খুলে বাবুকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেবে। কুকুরগুলো তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বে বাবুর ওপর।"

"কিন্তু বাবু গেটের কাছে এসে নক করলেই ওরা চিৎকার করে ছুটে যাবে।"

"তা হলে এক কাজ করো, বাবুকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েই কুকুরঘরের দরজা খুলে দাও।'

"ওইরকমই একটা কিছু মতলব করতে হবে।'

কাল্লু বলল, "এই বাবুর ওপর তোমাদের খুব রাগ আছে, না খোকাবাবু?"

"আছেই তো।"

"রাগ আমাদেরও আছে। কিন্তু কী করব। পেটের দায়ে নোকরি করি আমরা। বুঝতে পারছি এ বহুত বুরা কাম আছে। লেকিন সব কিছু জেনেশুনেও এই কাম করতে হচ্ছে আমাদের। তবে একবার যদি এখান থেকে বেরোতে পারি তা হলে এ কাম কখনও করব না।"

বাবলু বলল, "শোনো, তোমরা যখন এদের হয়ে কাজ করছ তখন বুঝতেই পারছ এরা কেমন লোক। অতএব সত্যিই যদি তোমরা সৎ লোক হও তা হলে নিশ্চয়ই চাইবে এরা এদের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পাক।"

"নিশ্চয়ই চাইব।"

"অথচ এখন যদি আমরা থানা-পুলিশ করি তা হলে তোমরাও রেহাই পাবে না। তাই যদি তোমরা সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করো তা হলে ওরাও শাস্তি পাবে, তোমরাও নির্ভাবনায় কেটে পড়তে পারবে এখান থেকে।"

ভীম সিং বলল, "তোমরা যা বলবে তাই শুনব আমরা দু'জনে।"

বাবলু পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু। চলে আয়।"

বাবলুর নির্দেশ পেয়ে পঞ্চু সরে এল গাছতলা থেকে। তারপর বিলু, ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুর পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল।

বাবলু বলল, "শোনো, আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর ওই বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকব। তোমরাও সেই অবসরে একটু বিশ্রাম নিয়ে পরিকল্পনামাফিক তৈরি হও।"

কাল্লু বলল, "কীভাবে কী করব বলো?"

"সন্ধের পর মি নায়েক আর বেনারসীলাল ফিরে এলে তোমরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একজন চলে যাবে গেটের কাছে, অপরজন কুকুরঘরে। একজন গেট খুলে ওদের ঢুকিয়ে নিলেই অপরজনের কাজ হবে কুকুরগুলোকে মুক্তি দেওয়া। ব্যস, তারপরই কেল্লা ফতে। ওরা যখন ওদের দু'জনকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমরা তখন কেটে পড়বে যেদিকে তোমাদের গেলে সুবিধে হয় সেদিকে। এর মধ্যে তোমরা

তোমাদেব সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নাও। তোমবা চলে গেলে আমবা থানায় গিয়ে পুলিশকে জানাব সব কথা।"

কাল্লু আব ভীম সিং দু'জনেই বাজি হল এদেব প্রস্তাবে। বলল, "এব চেয়ে ভাল পবিকল্পনা আব হয না।" বলে মেতে উঠল ওদেব সঙ্গে।

এবই মধ্যে একফাঁকে ওবা কবল কী, বীববাহাদুবেব মবদেহটি গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলল বাগানেব এককোণে।

দুপুবে খাওয়া দাওয়াব পব কাল্লু বলল, "খোকাবাবুবা, তোমবা আব কেউ বাইবে থেকো না। বলা যায না, হয়তো ওবা এখনই চলে আসবে।"

"সেবকম সম্ভাবনা আছে নাকি?"

"বলা যায না তো, দৈবাৎ এব কথা।"

বাবলু বলল, "কীসে গেছে ওবা? গাড়ি তো নিয়ে যাযনি।"

কেষ্ট বলল, "ওবা মোটববাইক নিয়ে গেছে। গাড়িটাব ব্রেকেব একটু গোলমাল আছে, তাই।"

অন্যান্য ছেলেমেয়েবা বলল, 'আমবা তা হলে কবে নাগাদ বাড়ি ফিবতে পাবব বাবলুভাই?"

"আজ আমাদেব অপাবেশন সাকসেসফুল হলে কালই যেতে পাববে। তোমাদেব যাব যাব বাড়ি পৌঁছে দেওযাব দায়িত্ব আমাদেব।'

ওদেব মধ্য থেকে শিখা নামেব একটি মেয়ে বলল, 'কিন্তু যে যাব বাড়িতে পৌঁছে গেলেও আমাদেব বন্ধুত্বেব সম্পক যেন শেষ না হয। আমি কিন্তু আমাব বাড়িতে তোমাদেব প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ জানালাম। আমবা সবাই সবাইকাব ঠিকানা বাখব। চিঠিপত্তব দেব।"

বাচ্চু বিচ্ছু দু'জনেই মুখ খুলল এতক্ষণে। বলল, 'বেশ তো, এ তো খুবই ভাল কথা।"

এবপবে সবাই বাড়িব ভেতবে ঢুকে দবজায় খিল দিয়ে দোতলায উঠে বসে বইল।

বাবলু বিলু আব ভোম্বল বইল ছাদে। পঞ্চুও বইল ওদেব সঙ্গে। বাচ্চু বিচ্ছুকে দাযিত্ব দেওযা হল অন্য ছেলেমেয়েদেব মনে সাহস জোগাবাব। ওবা তাদেব নিয়েই ব্যস্ত বইল।

ঠিক সন্ধেব মুখেই এসে হাজিব হল ওবা। মি নাযেক ও বেনাবসীলাল।

বাইবে মোটববাইকেব শব্দ শুনতে পেয়েই সতক হল বাবলু। বীববাহাদুবেব সেই বন্দুকটা হাতে নিয়েই আধো অন্ধকাবে মিশে এগিয়ে গেল ছাদেব আলসেব দিকে।

ভীম সিং আব কাল্লু দু'জনে ফিসফিস কবে কী যেন আলোচনা কবে নিল। তাবপবই কাল্লু কবল কী, নীচেব দবজায শিকল তুলে দিল।

বিলু অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপাব হল? ওবা শিকল দিল কেন? ওই দবজায শিকল দিলে আমবাই তো বন্দি হয়ে গেলাম।"

বাবলু চিন্তান্বিত স্ববে বলল, "তাই তো বে। এমন কথা তো ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "বিশ্বাসঘাতকতা কবল না তো?"

"কী জানি।"

পঞ্চু তখন কী যে কববে কিছু ভেবে না পেয়ে ছটফট কবতে লাগল। অথচ বাবলুব নিদেশ না পেলে কিছুই কববাব থাকে না তাব।

কাল্লু আব ভীম সিং দু'জনেই তখন এগিয়ে গেল গেট খুলে দিতে।

বিলু বলল, 'সর্বনাশ। ওবা বিশ্বাসঘাতকতাই কবল।'

বাবলুব চোখে তখন ক্রোধেব আগুন।

ওবা গেট খুলে দিতেই মি নাযেক ও বেনাবসীলাল ভেতবে ঢুকল।

কাল্লু আব ভীম সিং কী যেন বলল ওদেব।

মি নাযেক আব বেনাবসীলাল দু'জনেই বিভলভাব বেব কবল। কিন্তু কবলে কী হবে? ওবা কিছু বুঝে ওঠাব আগেই ট্রিগাবে চাপ দিল বাবলু। ডিসুম।

আর্তনাদ কবে উঠল কাল্লু। গুলিটা ওব মোক্ষম জাযগাতেই লেগেছে।

এবপব আবাব একবাব ট্রিগাবে চাপ। সঙ্গে সঙ্গেই 'বাপ'। গুলি নাযেকেব পাযে লেগেছে। সে কী লাফানি তখন।

বেনাবসীলাল ছাদেব আলসে লক্ষ্য কবেই গুলি কবল একটা। কিন্তু সে গুলি লাগলে তো!

বাবলু ওপর থেকেই হেঁকে বলল, "শিগগির রিভলভার ফেলে দু'হাত তুলে গৌরাঙ্গ হও। না হলে ফের গুলি চালাব কিন্তু।"

হতচকিত ভীম সিং তখন কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না।

বাবলু বলল, "যদি প্রাণের মায়া থাকে তা হলে এখনও সময় আছে। এখনও বলছি দরজা খুলে দাও।"

ভীম সিং ছুটে এসে বাড়ির দরজা খুলে দিল।

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "আরে ও-দরজা নয়। যেটা খুলে দেওয়ার কথা ছিল সেটা দাও।"

ভীম সিং কুকুরঘরের দিকে এগোতেই চিৎকার করে উঠলেন মি. নায়েক, "রুখ যাও। রুখ যাও। ওই ঘরের দরজা ভুলেও খুলো না ভীম সিং।"

বাবলু ওপর থেকেই হেঁকে বলল, "খোলো বলছি। খোলো শিগগির। না হলে আমার হাতেই মরবে।"

ভীম সিং বুঝল ওই ছেলেটার অসাধ্য কিছু নেই। তাই সে কালবিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে কুকুরঘরের দরজা খুলে দিল।

ক্রুদ্ধ ও আহত নায়েক ওই অবস্থাতেই গুলি করলেন ভীম সিংকে। ভীম সিং আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

হিংস্র কুকুরগুলো উন্মত্ত উল্লাসে মি. নায়েক ও বেনারসীলালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল ওদের। তারপর বাইরের গেট খোলা পেয়ে ভয়ংকর হাঁকডাক করে রাতের আতঙ্ক হয়ে পালিয়ে গেল বন্দিশালা ছেড়ে।

শূন্য উদ্যানে মৃত ভীম সিং ও কাল্লুর দেহটা পড়ে রইল নিথর হয়ে।

বাবলু অস্ফুটে বলল, "যাক, চরম প্রতিশোধই নেওয়া হল।"

এরপর ছাদ থেকে নেমে সবাইকে ডেকে দরজার খিল খুলে বাইরে এল ওরা।

পঞ্চু তো দারুণ রাগে গরগর করতে লাগল। মাঝে মাঝে বাবলুর দিকে তাকিয়ে 'গোঁ-ও ও-ঔ, ভু ক ভু ক্' শব্দ করতে লাগল।

বাবলু বুঝল এই শয়তানগুলোকে ও নিজে উচিত শিক্ষা দিতে না পারার জন্য অত্যন্ত ব্যথিত। তাই ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এই মৃত্যুপুরীতে আমাদের মতো তুইও যে অসহায় পঞ্চু। তাই তো তোকে আমাদের কাছেই রেখেছিলাম। না হলে অতগুলো কুকুর যদি তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তা হলে তুইও বাঁচতিস না। যাক, অনেকের অনেক বদলা তুই নিয়েছিস। এবারের ভাগটা তোর জাতভায়েদেরও একটু পেতে দে।"

পঞ্চু আর কিছু না বলে শুধুই কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

বাবলু তখন অন্যান্য ছেলেমেয়েদের বলল, "আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমরা কি আজই বাড়ি যেতে চাও, না কাল সকালের জন্য অপেক্ষা করবে?"

সবাই বলল, "না, না। আমরা তো এখন মুক্ত। তাই এই রাতদুপুরে আর কোথাও যাওয়া নয়। কাল সকালেই যাব আমরা। আজ সারারাত ধরে এই বাড়ির ভেতর আমরা উল্লাস করব।"

কেষ্ট বলল, "ঠিক কথা। এই রাতের অন্ধকারে আর কিছু নয়।"

বাবলু বলল, "আমরা স্টেশনের কাছে একটা লজে উঠেছি। আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে এসে আমরাও এখানে থেকে যাই তা হলে?"

কেষ্ট বলল, "না ভাই, আমাদের ছেড়ে তোমরা আজ আর কোথাও যাবে না। তা হলে খুবই অসহায় বোধ করব আমরা। তোমাদের মাল যেখানে আছে থাক। আমাদের এখানে কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের।"

"তা না হয় হল। দু'-দুটো ডেডবডি এখনও পড়ে আছে বাগানের ভেতর। একটা মাটিতে পোঁতা আছে। পুলিশে একটা খবর তো দিতে হবে।"

শিখা নামের সেই মেয়েটি বলল, "কোনও দরকার নেই এসবের। পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে হয়তো আমাদের বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। তার চেয়ে বলি কী, কাল সকালে কাউকে কিছু না জানিয়েই আমরা পালাই চলো।"

বাচ্চু বলল, "তা হয় না বোন। সেটা করলে খারাপই হবে।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা যদি সব কথা খুলে বলি পুলিশকে তা হলে ওঁরা কিন্তু খুশিই হবেন আমাদের ওপর। বরং আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে সাহায্যও করবেন। তা ছাড়া এতজনের গাড়িভাড়া— ।"

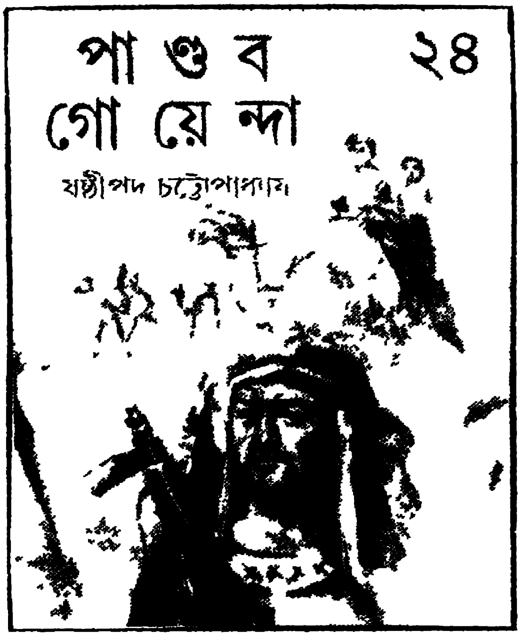
কেষ্ট বলল, "গাড়িভাড়ার ব্যাপারে তুমি চিন্তা কোরো না বাবলুভাই। বাবুর ব্যাগভর্তি টাকা কোথায় আছে আমি জানি। এখন বাধা দেওয়ার কেউ নেই, কাজেই আমাদের প্রয়োজনমতো যা নেওয়ার নেব, বাদবাকি জমা পড়ুক সরকারের ঘরে।"

বাবলু বলল, "তা হলে চলো, সবাই মিলে আমরা থানায় গিয়ে এখানকার ব্যাপারস্যাপার জানিয়ে আসি।"

কেষ্ট বলল, "কোনও দরকার নেই। ওপরের বড় ঘরে ফোন আছে, ওখান থেকে ফোনে পুলিশকে শুধু একবার একটু জানিয়ে দাও।"

কেষ্টর কথামতো ওপরের ঘরে গিয়ে ডাইরেক্টরি দেখে অনেক খুঁজে খুঁজে নম্বর বের করে থানায় ফোন করল বাবলু, "হ্যালো পুলিশ স্টেশন! হ্যালো...হ্যালো...।"

পঞ্চু তখন আনন্দে উল্লাস করে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৪

পঁয়ত্রিশ অভিযান

শেষ রাতে বাবলু একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বুকে দিশা হারিয়েছে সে। সঙ্গে কেউ নেই। সম্পূর্ণ একা। যেদিকে তাকায় শুধু বালি, বালি আর বালি। সার্কাসের তাঁবুর মতো ঢেউখেলানো বালির পাহাড়। সেখানে কোনও মরূদ্যান নেই, উটের সারি নেই, নেই কোনও যাযাবর বেদুইন। আছে শুধু বালি, নক্ষত্রখচিত আকাশ ও সে নিজে। হঠাৎ কী ভীষণ মরুঝড় উঠল। বাবলু জানে মরুভূমিতে ঝড় উঠলে বালিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। বাবলুও তাই শুয়ে পড়ল। অনেক পরে ঝড়ের দাপট কম হতেই উঠে বসল সে। একসময় ঝড় থেমেও গেল। কিন্তু এ কী! ওর সামনের সেই বালির পাহাড়টা গেল কোথায়? ও দেখল প্রবল ঝড়ে সেই পাহাড়প্রমাণ বালি অন্তর্হিত হয়ে জেগে উঠেছে গুহামুখের মতো একটি ভগ্নপ্রাসাদের একাংশ। নিশ্চয়ই এখানে কোনও রাজবাড়ি ছিল। যা কিনা ভীষণ মরুঝড়ে বছরের পর বছর বালিচাপা পড়ে আছে। আর তার আশপাশে বালি ফুঁড়ে আধোজাগা হয়ে আছে কালো হাড়ের করোটিহীন কয়েকটি নরকঙ্কাল। পাঁজরের হাড়গুলোই বেবিয়ে আছে শুধু। কয়েকশো বছরের প্রাচীন নিশ্চয়ই। না হলে সাদা হাড় এমন কালো হয় কী করে? এই ভীষণ ঝড়ের দাপটে ওই বালি সরে না গেলে এই পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রাসাদ সকলের অজ্ঞাতেই রয়ে যেত। বাবলু ধীরে ধীরে সেই ভগ্নপ্রাসাদের মুখে এসে দাঁড়াল। সামান্য একটু অংশ জেগে উঠেছে শুধু। গুহামুখের মতো হাঁ করে আছে। সেই নির্জন প্রাসাদে প্রাচীন বৈভবের অনেক কিছুই হয়তো আছে। মরুঝড়ে বালিচাপা পড়ে দম আটকে নিষ্প্রাণ হয়ে কঙ্কালদশা পেয়েছে হয়তো অনেক মানুষ। বাবলু তবুও সাহসে ভর করে এক পা এক পা করে সেই আধো জাগা প্রাসাদের অন্ধকার কক্ষের সোপান বেয়ে নামা শুরু করল ভগ্নপুরীতে। চারদিকে হিমশীতল আবহাওয়া। সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সময় পৃথিবী যেমন বিবর্ণ হয়, এর ভেতরটাও ঠিক সেইরকম। ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল শত শত প্রেতাত্মা যেন হাহাকার করে উঠল চারদিক থেকে। আর বাইরে থেকে ভেসে এল ভীষণ গর্জন। ঘন গর্জনের সিংহনাদে বোঝা গেল আবার উঠেছে ঝড়। উঃ, কী ভয়ংকর। সেই আবছা অন্ধকারে দিশা হারাল বাবলু। সে যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। সেই ঘূর্ণিঝড়ে স্বল্প জাগা পাষাণপুরীর মুখ আবার অল্প অল্প করে বালিতে ঢেকে যাচ্ছে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বাবলু আপ্রাণ চেষ্টা করল সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার। কিন্তু না, কেন কে জানে ওর দুটো পা-ই অবাধ্য হয়ে উঠেছে তখন। অনেক চেষ্টা করেও সে এক পা-ও এগোতে পারল না আর। ওর দমবন্ধ হয়ে এল। ও চিৎকার করে উঠল, "মা, মাগো!"

ততক্ষণে ঘরের কোণ থেকে পঞ্চু ছুটে এসেছে ওর বিছানার কাছে।

মা-ও ছুটে এসেছেন পাশের ঘর থেকে। এসেই আলো জ্বেলে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কী হয়েছে বাবা! কী হল তোর?"

বাবলু তখন ঘেমে স্নান করে গেছে।

কী যে হল তা কি সে-ই জানে?

টেবিলের ওপর থেকে জলের জাগটা নিয়ে এসে ওর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন মা।

অনেক পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! তুমি!"

মা স্নেহভরে বললেন, "হ্যাঁ, আমি। নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে কোনও স্বপ্ন দেখেছিস? 'মা' বলে চেঁচিয়ে উঠলি বলেই তো ছুটে এলুম।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, স্বপ্নই দেখেছি আমি।" বলে উঠে বসে একবার বাথরুমে গেল। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে, তুমি যাও। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। একটু পরেই তো মর্নিংওয়াকে বেরোব। ওরাও এসে পড়ল বলে!"

মা বললেন, "আর আমার ঘুম আসবে না। তার চেয়ে দু' কাপ চা করে দু'জনে খাই আয়।"

বাবলু মর্নিংওয়াকের জন্য তৈরি হয়ে চুপচাপ বসে বসে ভাবতে লাগল স্বপ্নের কথা। হঠাৎ করে এমন স্বপ্ন ও দেখল কেন? ওই মরুভূমি, ওই নরকঙ্কাল ও বালির স্তূপের ভেতর থেকে জেগে ওঠা ভগ্নপ্রাসাদের সংকীর্ণ মুখ, এসব কি শুধুই স্বপ্ন? এমন স্বপ্ন তো ও কখনও দেখেনি। অবশ্য স্বপ্নে দেখা যায় না এমন কিছুই নেই। চিন্তাভাবনার বাইরেও অনেক কিছুই বাস্তবের মতো দেখা যায়। কিন্তু এই বিশেষ স্বপ্নটা ওকে এমনভাবে প্রভাবিত করল যে, এই স্বপ্নকে ওর আর স্বপ্ন বলেই মনে হল না। ওর মন বারবার বলতে লাগল, ওই মরুভূমি, ওই নরকঙ্কাল, ওই মরূদ্যান, এ সবই সত্য। এ সবই আছে। কিন্তু কোথায়?

মা চা নিয়ে এলেন। শুধু চা নয়, সঙ্গে দুটো করে বিস্কুটও।

বাবলু নীরবে চা খাওয়া শেষ করে বাইরের আলো জ্বেলে বিলুরা আসার আগেই পঞ্চুকে নিয়ে রাস্তায় নামল।

আকাশ এখন ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। এখন কার্তিকের শেষ। তাই অল্প অল্প শীতও আছে। এই আধো অন্ধকারে ওদের এলাকার এই ঘরবাড়িগুলো কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হল আজ।

ও যখন অস্থিরভাবে এদিক-সেদিকে পায়চারি করছে, তখনই দেখা গেল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্চু, সবাই আসছে দল বেঁধে।

পঞ্চু ওদের দেখেই ছুটে গেল একবার। পরক্ষণেই লেজ নেড়ে ছটফট করতে করতে আবার ফিরে এল বাবলুর কাছে।

ওরা কাছে এসে বিলু বলল, "কী ব্যাপার! পঞ্চু হঠাৎ এমন অধৈর্য হয়ে উঠেছে কেন?"

বাবলু বলল, "সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কর।"

বিলু বলল, "কী হয়েছে পঞ্চু তোর?"

পঞ্চু তখন কুঁই কুঁই করে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

"নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। কী ব্যাপার রে বাবলু?"

বাবলু বলল, "বলব। আজ আর বেশিক্ষণ নয়। একপাক ঘুরেই মিত্তিরদের বাগানে যাই চল।"

বাচ্চু বলল, "এত ভোরে মিত্তিরদের বাগানে! কোনও খারাপ কিছু হয়েছে নাকি বাবলুদা?"

"না, না। সেরকম কিছু নয়। শুধু একটা ব্যাপার আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে।"

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার!"

"বাগানে চল, বলছি।"

এরপর ওরা এ-পথ সে-পথ করে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। তবে অন্যদিনের মতো আজ আর কথাবার্তায় মশগুল হল না কেউ। সবাই একজোটে নীরবতা পালন করল। তারপর পথভ্রমণ শেষ করে টর্চের আলোয় পথ দেখে একসময় এসে হাজির হল মিত্তিরদের বাগানে।

এই অসময়ে আর খোলা জায়গায় ঘাসের ওপর নয়, ওরা বাগানের পোড়ো বাড়ির ভেতর ঢুকে গোল হয়ে বসল। সবে বসেছে, এমন সময় বিকট একটা চিৎকার করে উঠল পঞ্চু।

সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলের গলা শোনা গেল, "বাবলু, সাপ।"

সভয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই।

বাচ্চু-বিচ্চু সমস্বরে বলল, "কই, কোথায়!"

বাবলুর টর্চের আলো সাপের গায়ে গিয়ে পড়ল। বহুদিনের পুরনো ভাঙা বাড়ির ফাটলের ভেতর থেকেই সম্ভবত বেরিয়ে এসেছে সাপটা। প্রায় দু' হাত লম্বা। ঘরের এক কোণে ফণা তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

বাবলুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কিং কোবরা'। অর্থাৎ রাজ গোখরো।

পঞ্চু তখনও সাপটাকে দেখে রাগে গবগর করছে।

বাবলু দু'-একবার হাতে তালি দিতেই সাপটা আবার ফাটলের মধ্যে ঢুকে গেল।

এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

বিচ্চু বলল, "সত্যি, এই পঞ্চুটা না থাকলে কী যে হত আজ!"

বাবলু বলল, "আর কখনও এমন অসময়ে এই ভাঙা বাড়ির ভেতর ঢুকছি না।"

একটু একটু করে দিনের আলো ফুটে উঠছে তখন। ওরা আর সেখানে না থেকে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। এই বিপজ্জনক মুহূর্তে আর বাবলুর মুখ থেকে কিছু শোনবার ধৈর্যও রইল না কারও।

যে-কথা বলতে চেয়েছিল বাবলু, তা বলা হল না। কিন্তু যাদের কাছে বলতে চেয়েছিল তারা তখনকার মতো বিদায় নিলেও একটু পরেই এক-এক করে সবাই এসে হাজির হল ওদের বাড়িতে।

বাবলু সোফায় বসে দেহটা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলোর ওপর নজর রাখছিল। এমন সময় এল সব।

ভোম্বল এসেই আবদার করল, "মাসিমা, গাজরের হালুয়া খাওয়াবেন?"

মা বললেন, "গাজরের হালুয়া কি সঙ্গে-সঙ্গে হয় বাবা? সময় লাগে। তা ছাড়া করব যে, গাজরই তো নেই।"

"তা হলে এমনি হালুয়াই হোক।"

মা বললেন, "বোস তোরা। আমি তোদের জন্য চিঁড়ের পোলাও তৈরি করেছি। তাই আগে খা। তারপর গাওয়া ঘি দিয়ে গরম হালুয়া করে দিচ্ছি।"

বিলু বলল, "পঞ্চু কোথায়?"

মা বললেন, "জানি না বাবা, সকাল থেকেই কেমন যেন ছটফট করছে। একবার করে ঘরে আসছে, আর একবাব করে ছুটে যাচ্ছে বাগানের দিকে।"

বিচ্ছু বলল, "জানেন তো, আজ কী হয়েছিল?"

"কী হয়েছিল?"

বাবলু চোখ টিপল বিচ্ছুকে।

বিচ্ছু যেন দেখেও দেখল না এমন ভাব দেখাল। বলল, "আজ মর্নিংওয়াকের সময় আমরা ঘুরতে ঘুরতে মিত্তিরদের বাগানে গেছি, হঠাৎ দেখি আমাদের সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর মস্ত একটা গোখরো সাপ। পঞ্চু যদি দেখতে না পেত, তা হলে...।"

মা চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন এবার, "বলিস কী রে! অথচ ওই বাড়ির ভেতরেই দিনরাত আড্ডা তোদেব। এখন থেকে খুব সাবধানে চলাফেরা করবি। তা বাবলু তো কই এ-কথা একবারও বলেনি আমাকে।"

বাবলু কাগজের পাতা থেকে চোখ না তুলেই বলল, "বলবার মতো নয়, তাই বলিনি। বনে বাঘ থাকবে, পোড়ো ভাঙা বাড়ির ভেতর সাপ থাকবে, এ আর এমন কী? তবে ও তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। বরং আমরাই ওকে দেখে ভয় পেয়েছি।"

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত এবার।

একসময় থাকতে না পেরে ভোম্বল বলল, "তুই আজ সকাল থেকেই কেমন যেন হয়ে আছিস, ব্যাপারটা কী বল তো? তখন কীসব বলবি বললি...।"

"বলব বলব। আগে চা-পর্বটা শেষ হোক, তারপর।"

"কেন এত সাসপেন্স-এর ভেতর রাখছিস সেই থেকে? যা বলবার বলেই ফ্যাল না।"

একটু পরেই মা সকলের জন্য চিঁড়ের পোলাও আর চা নিয়ে এলেন।

তাই খেতে খেতে বাবলু ওর স্বপ্নবৃত্তান্তটা সবই খুলে বলল ওদের।

সব শুনে বিলু বলল, "এবার বুঝেছি পঞ্চু অমন ছটফট করছিল কেন। আসলে তুই যে স্বপ্ন দেখে চমকে উঠেছিলি বা তারপর থেকে অন্যরকম হয়ে গেছিস, সেটাই ও বোঝাতে চাইছিল আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তা এই স্বপ্নটা তোকে এমন ভাবিয়ে তুলল কেন? আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা হাতি শুঁড়ে করে অনবরত আমার গায়ে জল দিচ্ছে। তাই বলে কী...।"

"জানি না ভাই। এই স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে এমন আনচান করছে যে, মন আমার বারেবারেই ওই মরুময় প্রান্তরে জেগে-ওঠা প্রাসাদের কাছে যেতে চাইছে। কিন্তু কোথায় সেই মরুভূমি? কোথায় সেই গুপ্ত প্রাসাদ? তার সন্ধান আমি কী করে পাব?"

"অলীক স্বপ্ন।"

"সেটা তো আমিও জানি। কিন্তু মন যে মানছে না।"

বাচ্চু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "বাবলুদা, তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান জেদি ছেলে যখন এই ব্যাপারটার ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছে তখন আমারও মনে হচ্ছে এই স্বপ্নটা অলীক হলেও একে ভুলে যাওয়ার নয়।"

বিচ্ছু এতক্ষণে মুখ খুলল, "তবুও এটা স্বপ্ন তো। তাই বারবার ওই স্বপ্নের মায়া মনের মধ্যে মায়াজাল বিস্তার করলেও ওই পাষাণপুরীর হদিস তুমি কোথায় পাবে?"

"জানি না। হয়তো কোনওদিনই হদিস পাব না ওর। তবুও আমার মন থেকে কিছুতেই ওই স্বপ্নটাকে মুছে ফেলতে পারছি না আমি। এক অদৃশ্য শক্তি যেন চুম্বকের মতো আমাকে আকর্ষণ করছে, ওই ধূসর মরু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ওই পাষাণপুরী— ওই কঙ্কালের হাড়গুলো—। উঃ। আর ভাবতে পারছি না।"

বিচ্ছু সভয়ে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বলল, "ব্যস। আর বোলো না বাবলুদা। আমার ভয় করছে খুব। হঠাৎ তোমার কী হল—?"

ভোম্বল বলল, "ওকে ভূতে ধরেছে।"

বাবলু ম্লান হেসে বলল, "হয়তো তাই। কিন্তু এই ভূত ছাড়াই কী করে বল?"

"ওই চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে দে, দেখবি ভাবনার ভূত আপনিই সরে যাবে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যা তুই দেখেছিস তা শুধুই আলেয়া। স্বপ্নে এমন কত কী দেখা যায়, তাই বলে কি আলেয়ার পেছনে ছোটে কেউ?"

ভোম্বলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গেট পার হয়ে শার্ট প্যান্ট পরা বয়কাট চুলের ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে হনহন করে ঘরের দিকে এগিয়ে এল। কী দারুণ স্মার্ট মেয়েটি। একেবারে দরজার সামনে এসেই দৃপ্তকণ্ঠে বলল, "মে আই কাম ইন ফ্রেন্ডস? আই মিন, ইউ আর পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

বাবলু বলল, "ওহ্ ইয়েস। বাট হু আর ইউ?"

মেয়েটি ঘরে ঢুকে একটি শান্তিনিকেতনি বেতের মোড়া টেনে নিয়ে তাইতে বসেই বলল, "আমার নাম আলেয়া। ইংরেজিতে যার নাম 'উইল-ও-দি উইসপ'। আমার পেছনে কে না ছুটতে চায় বলো?"

আর একটু হলেই ভোম্বলের হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে যাচ্ছিল। বলল, "আ-লে-য়া।"

"হ্যাঁ আলেয়া। অর্থাৎ কিনা রে অব ফল্স হোপ।"

"এইরকম নাম এই প্রথম শুনলাম।"

"না শোনবার কী আছে? আলো যদি নাম হতে পারে, তা হলে আলেয়া হবে না কেন?"

"না, মানে—!"

"এর মধ্যে কোনও মানে টানে নেই। আমার নাম মিস আলেয়া রায়।"

বাবলু এতক্ষণ একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার বলল, "ওয়েল। হোয়াট ক্যান উই ডু ফর ইউ?"

আলেয়া তেমনই নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু করতে পারো। আবার নাও পারো। সেটা তোমাদের ইচ্ছা।"

"তুমি কোথা থেকে আসছ?"

"আপাতত আমি আসছি রাজস্থানের থর মরুভূমির বুক থেকে। বিকানির থেকে দিল্লি। সেখান থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে হাওড়ায়। উঠেছি হাওড়া স্টেশনের পাশে রিভার গ্যাঞ্জেসে।"

ঘরের ভেতর তখন সুচ পড়লেও বুঝি শব্দ হবে।

মা ততক্ষণে আলেয়ার জন্যও চিঁড়ের পোলাও ও চা নিয়ে এসেছেন।

আলেয়া গোগ্রাসে সব কিছু খেয়ে নিয়ে বলল, "আমি শুনেছিলাম রহস্যের গন্ধ পেলে তোমরা নাকি খুশি হও। কিন্তু তোমাদের মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না। তোমরা এমন নীরব হয়ে গেলে কেন?"

বাবলু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "ও তুমি বুঝবে না। এখন বলো তুমি কীজন্য এসেছ?"

"যেভাবে তোমাদের মুখে গ্রহণ লেগেছে তাতে তো আর কিছু বলার উৎসাহই পাচ্ছি না আমি।"

"আমাদের এইরকম হয়ে যাওয়ার নেপথ্যে একটা কারণ আছে। সেটা পরে বলব। কিন্তু জেনে রেখো আমরা তোমার ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী।"

আলেয়া বলল, "থ্যাঙ্কস। তা হলে কোনওরকম ভণিতা না করেই বলি শোনো, আমরা কয়েকজন মিলে উইদাউট গাইড-এ ক্যামেল সাফারি করছিলাম। ইতিমধ্যে পথে একদল মরুদস্যুর আক্রমণে আমরা সর্বস্বান্ত হই। দলে আমরা সাতজন ছিলাম। সবাই মেয়ে। তাই দলের নামও দিয়েছিলাম 'উই আর সেভেন'। বাট নাউ উই আর ওনলি থ্রি।"

"সে কী! বাদবাকিরা?"

"তাদের কোনও সন্ধান নেই। মরুদস্যুরা তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। হয়তো বা মেরেও ফেলেছে। আমাদের দলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমানের এক দিদি ছিলেন। তিনিও নিখোঁজ। তাঁর মুখেই তোমাদের কথা শুনে অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছি।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কে তিনি?"

"তিনি এমনই একজন, যার নাম শুনলে তোমরা চমকে উঠবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বাবলু বলল, "তবু—!"

"তোমাদের মোসাবনী অভিযানের সময় ছায়ার মতো যিনি তোমাদের সঙ্গে ছিলেন সেই পায়েলদি।"

পায়েলদির নাম শোনামাত্রই উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল সকলে, "পায়েলদি!"

"হ্যাঁ পায়েলদি। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না নৃত্যশিল্পী।"

বাবলু বলল, "পায়েলদির ওই পরিচয়টা আমাদের কাছে আর না দিলেও চলবে। এই তো গতবছরই খাজুরাহো ফেস্টিভ্যালে নৃত্যকলা পবিবেশন করতে সুদূর কানাডা থেকে উড়ে এসেছিলেন তিনি। কাগজে কাগজে কত ছবি বেরিয়েছিল ওঁর।"

আলেয়া বলল, "বছরপাঁচেক আগে ঠিক এইভাবেই উনি এসেছিলেন জয়শলমিরের মরু-উৎসবে যোগ দিতে। আর সেখানেই আমার ও আমার বান্ধবীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয। আমাদের ছ'জনের একটি দল ছিল, উনি এসে যোগ দেওয়ায় আমরা হলাম সাতজন। উনি প্রবাসী। তবুও আমাদের দলের সদস্যা হয়ে আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দিলেন। উৎসাহ জোগালেন। দলের নামও দিলেন 'উই আর সেভেন'। ওঁর মুখেই তোমাদের কথা শুনেছি। তোমাদের ব্যাপারে সবকিছু জেনেছি আমরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, দিল্লিতে থাকার ফলে হিন্দি ও ইংরেজিতে অভ্যস্ত হওয়ায় বাংলা আমি বলতে পারলেও পড়তে পারি না। ফলে তোমাদের নিয়ে লেখা কোনও বই-ই পড়ে দেখিনি আমি। তবে আমার বান্ধবীরা অনেকেই তোমাদের বই পড়েছে।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা থাক। এখন বলো তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার বান্ধবীরাই বা কোথায় থাকে?"

"আমবা সবাই নতুন দিল্লির বাসিন্দা। আমার বাবা বীরেন রায় আর্মির লোক ছিলেন। উনি ক্যাপ্টেন রায় নামেই পরিচিত। পায়েলদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়ার পর নরোজি নগরে আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছেন উনি। সম্প্রতি উনি একটি ওনারশিপ ফ্ল্যাট কিনেছেন গাজিয়াবাদে। সেইসঙ্গে কানাডার পাটও চুকিয়ে দিয়েছেন।"

"ওঁদের হাওড়ার বাড়ি তো অনেকদিন আগেই প্রমোটাররা কিনে নিয়েছে। কিন্তু পটনার বাড়ি?"

"সেও গেছে। পটনার বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর উনি স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য দাদার কাছে কানাডায় চলে যান। কিন্তু ভারত ভূখণ্ডের হাতছানি উনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই আবার ফিরে এসেছেন স্বদেশে। উনি তোমাদের কথা যে কত বলেছেন তার ঠিক নেই। তবে কিনা এইসব দৌড়ঝাঁপের জন্য দীর্ঘদিন তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে উঠতে পারেননি। এবারও আমরা যখন থর মরু অভিযানে যাই তখন বারবার তোমাদের কথা বলছিলেন উনি। এও বলেছিলেন, একদিন হঠাৎ করেই তোমাদের ওখানে গিয়ে চমকে দেবেন সবাইকে। কিন্তু তা আর হল না। ওই দুস্তর মরুর বুকে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন তিনি—।"

এর পর বেশ কিছুটা নীরব মুহূর্ত। বাবলু পঞ্চুর চোখের দিকে তাকাল একবার। পঞ্চু একপাশে চুপচাপ বসে ছিল বাবলুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। বাবলু দেখল ওর চোখেও ক্রোধের আগুন। ও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে এবার। বাবলু ওর দিকে তাকিয়ে মাথাটা অল্প নেড়ে বুঝিয়ে দিল, এবার তৈরি হ। আবার অভিযান। পুনরাভিযান। থরের বুকে।

আলেয়া বলল, "এখন বলো, তোমরা কী করবে?"

"আমরা আমাদের যথাসাধ্য করব। তার আগে বলো, মরুদস্যুরা ক'জন ছিল?"

"ওরা প্রায় আট-দশজন।"

"ওদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ মাত্র তিনজন, তাই তো?"

"হ্যাঁ। আমি, কৃষ্ণা ও সুজাতা," বলেই ব্যাগের ভেতর থেকে একটি অ্যালবাম বের করে বলল, "এই আমার বান্ধবীরা। আর ইনি হলেন পায়েলদি। গতবছর জয়শলমিরের মরু-উৎসবের সময় তোলা ছবি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ঝুঁকে পড়ে ছবি দেখল। বিদেশে থাকার ফলে পায়েলদির সৌন্দর্য অনেক বেড়েছে। কী ভালই না লাগছে পায়েলদিকে। ঠিক যেন মেমদিদি। আলেয়া ও তার বান্ধবীরাও যথেষ্ট সুন্দরী। কী দারুণ স্মার্ট মেয়েগুলো।

বাবলু বলল, "আপাতত ছবির মাধ্যমেই পরিচয় করিয়ে দাও এদের সঙ্গে।"

আলেয়া বলল, "এই হল সুজাতা, কৃষ্ণা। এরা হল সেবা, শুভ্রা ও সুচেতা।"

"পায়েলদির সঙ্গে সেবা, শুভ্রা ও সুচেতাও নিখোঁজ, তাই না?"

"ঠিক তাই।"

"সুজাতা, কৃষ্ণা এখন কোথায়? ওরা কি তোমার সঙ্গেই এসেছে, না দিল্লিতেই রয়ে গেছে?"

"না না। ওরা এখানে আসবে কেন? ওরা ওদের বাড়িতেই আছে। আমিই শুধু বাড়িতে দ্যাখা করে আমাদের বিপদের কথা বাবাকে জানিয়ে তোমাদের সঙ্গ নিতে ছুটে এসেছি। এখন তোমরা যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে এগিয়ে আসো, তা হলে আমরা একজোট হয়ে ওই শয়তানদের মোকাবিলা করতে পারি।"

"এই ব্যাপারে পুলিশকে কিছু জানানো হয়েছে?"

"অবশ্যই। রাজস্থান পুলিশকে কিছু জানাবার মতো অবকাশ পাইনি যদিও, তবে দিল্লি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এমনকী বাবা সেনাবাহিনীরও নজরে এনেছেন ব্যাপারটা। ওরা যদি বেঁচে থাকে, তা হলে সেনাবাহিনীই উদ্ধার করবে ওদের। কিন্তু দস্যুদের কয়েকজনের মুখ আমি জীবনেও ভুলব না। ওরা যা দুর্ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে, তা ভোলবার নয়। আমি চাই তোমাদের সাহায্য নিয়ে ওদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে।"

বাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ, ওদের উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদেরকেই সচেষ্ট হতে হবে। সেনাবাহিনী কতটা গুরুত্ব দেবে তা তো জানি না। অতএব ওদের ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু সেই যখন এলেই তুমি, হোটেলে উঠলে কেন? আমাদের বাড়িতে কি তোমাব স্থান হত না?"

চাঁদের হাসি কেউ না দেখে থাকলেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেখল। কী মিষ্টি করে যে হাসল আলেয়া, তা বলে বোঝাবার নয়। একমুখ হেসে বলল, "বাঃ রে! হঠাৎ করে কেউ কি কোনও অচেনার বাড়িতে এসে ওঠে? ট্রেন থেকে নেমেই হাওড়া ব্রিজ ও আশপাশের চেহারা দেখে আমি দিশা হারালাম। তার ওপব সঙ্গে একটা ভারী সুটকেস আছে। তোমাদের ঠিকানা কী, কোথায় থাকো, কিছুই তো জানি না। না জেনে কী করে আসি? তা ছাড়া তোমরা যা ছেলেমেয়ে, তাতে কখন যে কোথায় থাকো, তাই বা কে জানে? এসে যদি দেখতাম তোমরা নেই, তখন কী করতাম?"

বাবলু বলল [illegible] কথা ঠিক। সেদিক থেকে তুমি ভালই করেছ। কিন্তু আমাদের ঠিকানা তুমি খুঁজে বেব করলে কী ক[illegible]

"তোমাদের [illegible] বলে তো কিছুই ছিল না আমার কাছে, তা ছাড়া হোটেলে ওঠাও একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার অল্প বয়স এবং আমাকে একা দেখে কেউই ঘর দিতে চায়নি প্রথমে। যেখানে যাই সেখানেই না করে দেয়। পরে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে তোমাদের নাম করে থানায় ফোন করতেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। থানা থেকেই ঠিকানা পেলাম তোমাদের। একটা অটো নিয়ে চলে এলাম। ভাগ্য ভাল যে, বিফল হতে হল না।"

বাবলু বলল, "এসেছ বেশ করেছ। তবে এই বুদ্ধিটা যদি আগে খাটাতে তা হলে আর দিল্লি থেকে অত কষ্ট করে এতদূর আসতে হত না। থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়িতে বসেই ফোনে কথা বলে নিতে আমাদের সঙ্গে।"

আলেয়া জিভ কেটে বলল, "আসলে ওই বুদ্ধিটা তখন আমার মাথাতেই আসেনি। তবে কিনা ফেস টু ফেস কথা বলার মধ্যে কিন্তু একটা আলাদা আকর্ষণ আছে।"

বাবলু বলল, "তা আছে। যাক, তুমি এখন ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম করো। তার আগে ওই হোটেল থেকে তোমার সুটকেসটা নিয়ে আসা দবকার। তুমি আমাদের এখানেই থাকবে। তোমার পক্ষে এইভাবে একা থাকাটা যেমন নিরাপদ নয়, তেমনই আমাদেব সঙ্গে দেখা করতে এসে তুমি আলাদা থাকবে, সেটাও মেনে নিতে পারব না আমরা।"

আলেয়া যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "তোমাকে যেতে হবে না। চাবিটা দাও, বিলু আর ভোম্বলকে পাঠাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি সঙ্গে না গেলে হোটেলের ম্যানেজার ওদের তালা খুলতে দেবে কেন?"

"দেবে না। দেওয়া উচিতও নয়। যাতে দেয় সেজন্য থানা থেকে পারমিশন করিয়ে নিচ্ছি। জাস্ট এ মিনিট।"

আলেয়া অবাক হয়ে চেয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু পাশের ঘরে গিয়ে ফোনেই ব্যবস্থাটা পাকা করল। বিলু আর ভোম্বল চাবি নিয়ে বাবলুর স্কুটারে চেপেই রওনা হল হাওড়া স্টেশনের দিকে। পেট্রল পাম্পের কাছাকাছি নবনির্মিত বিলাসবহুল রিভার গ্যাঞ্জেসে। জায়গাটার সুনাম নেই। মেয়েটার ভাগ্য ভাল যে, কারও পাল্লায় পড়ে যায়নি!

॥ ২ ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পূর্ণ বিশ্রাম। আলেয়া পাশের ঘরে মায়ের বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিকেলে মিত্তিরদের বাগানে বসে আলোচনার মাধ্যমেই ওর মুখ থেকে আরও অনেক কথা জেনে নিতে হবে। এখন নভেম্বর মাস। ওদেশে শীতের দাপট খুব বেশি। তাই সেইভাবেই তৈরি হয়ে এগোতে হবে ওদের।

শুয়ে বিশ্রাম নিলেও ঘুম কিন্তু এল না বাবলুর। কেন না দিবানিদ্রা ওর হয় না। ও শুধু স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগল। ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। তাই কি স্বপ্নের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই এই মরু অভিযানের ডাক? আলেয়ার আবির্ভাবে তাই ও অভিভূত এবং হতচকিত। ও না এলে স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই থেকে যেত। স্বপ্নের রেশও মিলিয়ে যেত একসময়। স্বপ্ন এমন বাস্তব হয়ে উঠত না।

আর পায়েলদি! সে হল সুদূরের নীহারিকা। এদেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সেই যে চলে গিয়েছিল, তারপর দীর্ঘদিন আর কোনও যোগাযোগই ছিল না ওদের সঙ্গে। সময় ও দূরত্বের ব্যবধানে সবই কেমন যেন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। সেই পায়েলদি আবার ভেসে উঠেছে ওদের মনের আয়নায়।

স্মৃতি, কত স্মৃতি জমে আছে পায়েলদিকে ঘিরে। মোসাবনীর জিলিং ডুংরি পাহাড়ের ওপারে ঘন অরণ্যে মঙ্গল সিং-এর কবল থেকে কী দুর্ধর্ষ অভিযানের মধ্য দিয়েই না উদ্ধার করা হয়েছিল পায়েলদিকে, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। সেই পায়েলদি। এতদিন পরে মরুভূমির মেহেরবানি নিতে এসে কী বিপদেই না পড়েছে বেচারি! দিবসে তপ্ত বালুর দহনজ্বালা ও নিবিড় নিশীথে হিমানি পরশে কতই না কষ্ট পাচ্ছে। শুধু পায়েলদি নয়, আরও তিন কিশোরী সেবা, শুভ্রা ও সুচেতাও দুষ্কৃতীদের হাতে পড়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে কত। পাণ্ডব গোয়েন্দারা মরুভূমির বুকে মরুঝড় হয়ে উঠতে চায় তাই। ধূসর মরুর বুকে ঝড়ের তাণ্ডব ঘটিয়ে উদ্ধার করতে চায় ওদের। অবশ্য এই ক'দিনের মধ্যে যদি ওরা প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রে পাচার না হয়ে গিয়ে থাকে।

বাবলু অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবল। সত্যিকারের মরুভূমির ডাক পেয়ে স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে ওর। রাজস্থানের মানচিত্রটা খুলে ও তাই গভীর মনোনিবেশ করল সেটার ওপর। বিকানির থেকে জয়শলমির সুদীর্ঘ পথ। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ধূসর মরুর বুকে উটের পিঠে ওদের সেই অভিযান হয়ে ওঠেনি। অথচ আলেয়ার মতো মেয়েরা সাহসে বুক বেঁধে অদম্য উৎসাহে কোনওরকম বিপদের আশঙ্কা না করেই রওনা হয়েছিল মরীচিকার দেশে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পরিকল্পিত মরু অভিযান হয়ে না উঠলেও সাম সন্দ-এর সেই স্মৃতি আজও ওদের মনে অক্ষয় হয়ে আছে। বিদেশিনী লর্নাকে ওরা আজও ভোলেনি। সেবারও কয়েকজন মরুদস্যুর মোকাবিলা করতে হয়েছিল ওদের। শুকিয়ে যাওয়া কাগার নদী, ভূগর্ভস্থ গিরিগুহা, সাম স্যান্ডিউন্স-এ সবই এখন স্মৃতি।

দরজায় টোকা পড়ল টক টক টক।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু সবাই এসে গেছে। পঞ্চুও ছটফট করছে বাইরে যাওয়ার জন্য।

বাবলু দরজা খুলে দিতেই সবাই এসে ঘরে ঢুকল।

পাশের ঘর থেকে সদ্য ঘুমভাঙা ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে উঠে এল আলেয়া।

বিলু বাবলুকে বলল, "বাগানে যাবি না?"

"অবশ্যই।"

"ম্যাপ দেখছিলি বুঝি?"

"হ্যাঁ। রাজস্থানের ডেজার্ট অঞ্চলের পটভূমি দেখছিলাম। ওশিয়াঁ, বারমের, পোখরান সবেরই দিক নির্ণয় করতে হচ্ছিল। যোধপুর—।"

"যোধপুর, জয়শলমির তো আমাদের ঘোরা।"

"ঠিকই। কিন্তু মরু সন্ত্রাস তো ওখানে নয়। ট্যুরিস্ট স্পটে হলে ধরে নিতাম স্থানীয় দুষ্কৃতীদের কাজ। কিন্তু নিবিড় মরুর বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র সন্ত্রাসবাদীদেরই থাকতে পারে।"

বিলু বলল, "তোর অনুমান মিথ্যে নয়। তবুও আমার মনে হয় সীমান্তরক্ষীর নজর এড়িয়ে বাইরের দেশ থেকে ওই অঞ্চলে কারও অনুপ্রবেশ করাটা একেবারেই অসম্ভব।"

"না হলেই ভাল। কিন্তু সুচের ছিদ্রের ভেতর দিয়েই তো সুতো গলে যায়। তাই আশঙ্কার দিকটাই আগে চিন্তা করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "ওই দস্যুরা যদি অনুপ্রবেশকারী হয় তা হলে সত্যিই ভয়ের। তা না হলে ভয়ের কোনও কারণ দেখি না। কেন না সেনাবাহিনীর দৃষ্টি যখন আকর্ষণ করা হয়েছে তখন তারা যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবেই ওদের।"

বাচ্চু বলল, "এই চিন্তাভাবনাগুলো আমার মনে হয় আলেয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরই উচিত।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক তাই। কেন না বিশদভাবে ওর মুখ থেকে এখনও পর্যন্ত কিছুই আমাদের শোনা হয়নি।"

আলেয়া ততক্ষণে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। তারপর পোশাক পরিবর্তন করে ঘরে আসতেই মা প্রত্যেকের জন্য চা বিস্কুট নিয়ে এলেন।

চা-পর্ব শেষ করে ওরা সবাই চলল বাগানের দিকে। যাওয়ার আগে বাচ্চু-বিচ্ছু জানিয়ে দিল আলেয়ার অনারে আজ রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা ওদের বাড়িতেই হবে।

মিত্তিরদের বাগানে এসে ওরা আর সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর ঢুকল না। অবশ্য বিকেলের দিকে বাগানের খোলামেলা জায়গাতেই বসে ওরা। বাবলু আগেই আসন গ্রহণ করল। ওর প্রিয় গোলঞ্চগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘাসের গালিচায় আধশোয়া হয়ে দেহটা এলিয়ে দিল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু, আলেয়াও বসল ওকে ঘিরে গোল হয়ে।

পঞ্চুর যা কাজ তাই করল। অর্থাৎ বাগানে এসেই আনাচে কানাচে ঘুরে ঝোপঝাড়গুলোয় একবার সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দিব্যি শান্তশিষ্ট হয়ে বসে পড়ল সকলের মাঝখানে।

কী সুন্দর আবহাওয়া এখন। যেমন সোনালি রোদ, তেমনই মেঘমুক্ত প্রকৃতি। নভেম্বরের এই বিকেলে অল্প অল্প শীতেরও আমেজ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রত্যেকেই হালকা ধরনের উলের সোয়েটার পরেছিল তাই। একমাত্র আলেয়াই যা পরেছিল সাধারণ একটি স্কার্ট।

বিচ্ছু আলেয়াকে বলল, "তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে এই পোশাকে। অত্যন্ত প্রাণবন্ত আব খুবই তরতাজা। তুমি শাল, সোয়েটার কিছু নিয়ে আসোনি?"

আলেয়া মিষ্টি হাসির মাধুরী ছড়িয়ে বলল, "না। দু'-একদিনের তো ব্যাপার। আমি এখানে থাকতে আসিনি। শুধু আমাদের বিপদের কথাটাই বলব বলে এসেছিলাম। ভাগ্য ভাল যে, দেখা হয়ে গেল তোমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "এবার বলো। আগাগোড়া সব কথা গুছিয়ে বলো তো দেখি? এমনভাবে বলবে যাতে আমরা উপায় একটা খুঁজে বের করতে পারি। না হলে কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের গতিপ্রকৃতি কী হবে তা আমরাই ঠিক করতে পারব না।"

আলেয়া বলল, "সেইজন্যই তো কষ্ট করে এতদূরে ছুটে আসা। এসব কথা কি ফোনে হয়?"

বাবলু হাসল। বলল, "সেদিক থেকে ভালই করেছ।"

আলেয়া বলল, "গত ৫ নভেম্বর পায়েলদিকে দলনেত্রী করে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। যাত্রার পরিকল্পনাটা পায়েলদিই করেছিলেন। লালকেল্লার ভেতরে বসে আমাদের আলোচনা হয়েছিল। তখনই পায়েলদি বারবার তোমাদের কথা বলেছিলেন। সাম স্যান্ডিউন্‌স-এর গল্প তো ওঁর মুখেই শোনা। উনি চেয়েছিলেন এই অভিযানে তোমাদেরকেও সঙ্গে নিতে। তারপর হঠাৎই মতের পরিবর্তন হয়। ঠিক হল এই দুঃসাহসিক মরু অভিযান শুধু মেয়েরাই করবে। আমাদের আর সব মেয়েরাও বলল, উই আর সেভেনে আর কারও মাথা না গলানোই ভাল। পায়েলদি তখন ঠিক করলেন অভিযান-শেষে উনি আমাদের গ্রুপকে নিয়ে হঠাৎ করেই একদিন কলকাতায় গিয়ে চমকে দেবেন তোমাদের।"

বাবলু বলল, "খুবই খুশি হতাম তা হলে। কিন্তু তার আগেই তো সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ। কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা এখনও ভেবে পাচ্ছি না। যাক, আমরা তো যাত্রা শুরু করলাম। প্রথমেই আমরা এলাম চুরু'তে।"

"সেখানে কী আছে?"

"ওইখানে শেখাওয়াত সার্কেলের কয়েকটি জায়গায় পায়েলদির কিছু কাজ ছিল। সেইসব কাজ সেরে

আমরা এলাম বিকানির।"

"তোমাদের মরু অভিযান তা হলে এইখান থেকেই শুরু?"

"হ্যাঁ। এবং উইদাউট গাইডে।"

"সত্যিই এটা অভিনব এবং দুঃসাহসিক অভিযান।"

"সঙ্গে আমাদের তাঁবু ছিল। দিন পনেরোর মতো খাবারের ব্যবস্থাও ছিল। জল ছিল। সব ব্যবস্থাই পাকা ছিল। একেবারে রাজকীয় ব্যাপার যাকে বলে।"

"গিয়ে পৌঁছবার কথা ছিল কোনখানে?"

"তারও কোনও ঠিক ছিল না।"

"সে কী!"

"আমাদের উদ্দেশ্যই ছিল লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো। মরুভূমির বালি আর আকাশ যেখানে দিগন্তে মিশে এক হয়ে গেছে, কয়েকদিনের জন্য সেখানে হাবিয়ে যাওয়াই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন কি জানতাম আমাদের মধ্য থেকে এইভাবে আমরাই হারিয়ে যাব একসময়? মরুভূমির বুকে নিজেদের ইচ্ছেমতো জায়গায় তাঁবু খাঁটিয়ে রাত্রিবাস করা, নাচগান করা, এই ছিল আমাদের বাসনা—আমাদের স্বপ্ন।"

"তোমরা সবাই নাচগান জানো বুঝি?"

"সবাই। কেউ নাচি, কেউ গাই, কেউ বাজনা বাজাই। সবাই সবকিছুই পারি। চমৎকার একটি টিম গড়ে উঠেছিল আমাদের। নাচের আসরে পায়েলদিই ছিলেন আমাদের মধ্যমণি।"

বাবলু বলল, "ফ্যান্টাস্টিক।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু একভাবে শুনে যেতে লাগল সব।

আলেয়া বলল, "বিকানির থেকেই আমরা আমাদের অভিযানের সবরকম ব্যবস্থা করেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার নেগি একজন বিশ্বস্ত মরু গাইড আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। তার নাম গুল মহম্মদ। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও সহজ সরল মানুষ। আমাদের জন্য মাঝারি সাইজের পাঁচটি উটের ব্যবস্থা সে-ই করে দিয়েছিল অনেক মেহনত করে।"

"তোমরা তো সাতজন। পাঁচটা উট কেন?"

"একটি উটে দু'জন। অতএব সকলের জন্য চারটি। একটি ওর নিজের, ও জিনিসপত্র বইবার জন্য রেখেছিল। কিন্তু আমরা আমাদের এই অভিযানে গুল মহম্মদকে নিতে রাজি হলাম না। তার কারণ ও আমাদের দলে থাকলে উই আর সেভেনের অভিযান ঠিক হত না। তা ছাড়া অন্য অসুবিধেও ছিল। যাই হোক, গুল মহম্মদ অবশ্য দুঃখ পেল না তাতে। বাড়তি একটা উট ফাউ হিসেবেই উপহার দিল আমাদের।"

"তারপরে বলো, বলতে থাকো।"

"পায়েলদির কাছে সেলুলার ফোন ছিল। গুল মহম্মদ বলেছিল কোথাও কোনওরকম অসুবিধে হলে অবস্থান নির্ণয় করে জানালে ও সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হবে। এই বলে একটি ফোন নাম্বারও দিয়েছিল ও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না উট তো কলের গাড়ি নয় যে প্রয়োজনমতো তেল টেল ভরে তাকে চালাতে থাকলেই সে চলবে। উটকে পরিচালনা করা, ওদের প্রতি যত্ন নেওয়া, খাদ্য দেওয়া, এসবের দায়িত্ব ছিল কার ওপর?"

"অলরাউন্ডার পায়েলদিই এসবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। থরের বুকে মরু অভিযান তো পায়েলদির প্রথম নয়। এর আগে দু'-তিনবার উনি ফরেনারদের সঙ্গে ক্যামেল সাফারি করেছিলেন। কাজেই আদবকায়দা সবই জানা। আমরাও পায়েলদির ভরসাতেই উইদাউট গাইডে রওনা হয়েছিলাম তাই।"

"ভুল করেছিলে।"

"কোনও ভুল করিনি। সবই ঠিকমতো হচ্ছিল। তারপরে যে ঘটনা হল সেটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। গুল মহম্মদ সঙ্গে থাকলেও ও আমাদের কিছুই করতে পারত না।'

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, উটের পিঠে ওঠানামায় অসুবিধে হত না তোমাদের?"

"না। তার কারণ ওই ব্যাপারে আমরাও অভ্যস্ত ছিলাম, তা ছাড়া রাজস্থানের ওইসব অঞ্চলের উট তো সাহারা মরুর উটের মতো বৃহদাকৃতির নয়, কাজেই অসুবিধে হত না খুব একটা।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলেও উটের উচ্চতা তো কম নয়!"

আলেয়া বলল, "ঠিকই। উট মানেই যে পর্বতপ্রমাণ হবে তার কোনও মানে নেই। দেশ কাল ভেদে, জলহাওয়ার তারতম্যে উটেরও আকৃতির হেরফের হয়। এই যেমন ধরো রেসের ঘোড়া, খেলার মাঠে

টহলদারি ঘোড়া, তাদের আকৃতির সঙ্গে টাঙ্গাওয়ালাদের বা মালবাহী পাহাড়ি ঘোড়ার আকৃতির কত তফাত। অথচ দুটোই ঘোড়া। পাটনাই ছাগল আর দেশি ছাগলে যেমন, তেমনই থর মরুর উটের সঙ্গে মরুসাহারার উটের উচ্চতাও মাপা যায় না। আবার কচ্ছের রান অঞ্চলে যদি যাও তো দেখবে ওখানকার উট একটি গাধার চেয়ে উঁচু নয়।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, থর মরুর উট তো আমরা দেখেছি। পিঠে চেপেছি। মরু অভিযানও করেছি। তেমন একটা উঁচু নয়। তা যাকগে, উটের উচ্চতার কথা থাক। এখন বলো তোমরা মরুদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে কীভাবে?"

"গুল মহম্মদ তো আমাদের মরু অভিযানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পথঘাট জানা উটই দিয়েছিল, তাই কোনও অসুবিধে হয়নি। চাঁদনি রাতে নতুন শীত গায়ে মেখে আমাদের অভিযান শুরু হল। কী বিচিত্র সেই অভিযান। একই দিনে সুদীর্ঘ পথযাত্রা করে দিনশেষে যখন আমরা তাঁবু খাঁটিয়ে পিকনিকের মেজাজে মেতে উঠলাম তখন সে কী আনন্দ আমাদের! দ্বিতীয় দিনও নিরাপদে নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা এক ঢেউখেলানো প্রান্তরে এসে তাঁবু খাটালাম আমরা। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম যেদিকে তাকাই শুধু বালি আর বালি। তারই মাঝখানে আমাদের ঘরসংসার পাতা হল। রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে আমরা যখন নাচ গান বাজনায় উদ্দাম হয়ে উঠেছি ঠিক তখনই দেখা গেল ভীষণ চেহারা নিয়ে তালিবান দস্যুদের মতো দশ-বারোজন মরুদস্যু উটবাহনে কাছে এসেই গোল হয়ে ঘিরে ধরল আমাদের। আমরা সাতজন। তাও মেয়ে। ওরা দশ-বারোজন, অতি ভীষণ। ওদের মূর্তি দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমাদের। ওরা প্রথমে আমাদের নাচগানের খুব তারিফ করল। তারপর শুরু করল বিশ্রী রকমের অসভ্যতা। আমরা নীরবে সহ্য করলাম সব। ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না। আমরা যখন ওদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নজর দিলাম না ওদের দিকে, ওরা তখন ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করল। দু'-একজন করল কী, তাঁবুর ভেতরে ঢুকে আমাদের বিছানাপত্তর বের করে নিয়ে এসে বালির ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ রান্না করা খাবারে ভাগ বসাল। তারপর আমাদের দিকে এমন চোখে তাকাতে লাগল যে, আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।"

আলেয়ার কথা শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখের মণিগুলোও প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলজ্বল করে উঠল।

পঞ্চু হয়তো কিছুই বুঝল না, তবুও আলোচনার গুরুত্ব অনুভব করে নড়েচড়ে বসল সে।

বাবলু বলল, "তারপর?"

"তারপরই ঘটে গেল চরম বিপর্যয়। পায়েলদি হঠাৎই ভয়ংকরী মূর্তিতে রুখে দাঁড়ালেন ওদের দিকে। দু'চোখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, "কী চাও তোমরা? এইসব অসভ্যতা যদি বন্ধ না করো গুলি চালাতে বাধ্য হব।"

"পায়েলদির কাছে রিভলভার ছিল আমরা জানতাম। তবু খুন খারাপিতে ছিল আমাদের দারুণ ভয়। ওইসব হওয়া মানেই থানা পুলিশ ইত্যাদি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া।

"যাই হোক, পায়েলদির মূর্তি দেখে চমকে উঠল দস্যুরা। ওরা ভাবতেও পারেনি কোনও সুন্দরী তরুণী এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে বলে। তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে থাকার পর হঠাৎই দারুণ হিংস্র হয়ে উঠল ওরা। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই ওদেরই একজন পায়েলদির পায়ের ফাঁকে পা গলিয়ে এমন একটা টান দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন পায়েলদি। সেই সুযোগে দু'জন দস্যু ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়েলদির ওপর। আমরা মেয়েরাও তখন হাতের কাছে যে যা পেলাম তাই নিয়ে আঘাত করতে লাগলাম ওদের। কিন্তু ওই অমানুষিক শক্তির সঙ্গে আমরা পেয়ে উঠব কেন? উলটে মারধোর খেয়ে আমরাই দুর্বল হয়ে পড়লাম। দস্যুরা তখন আমাদের জিনিসপত্তর তছনছ করে তাঁবু জ্বালিয়ে উল্লাস করতে লাগল। অসহায় আমরা নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলাম। ওরা গায়ের জোরে টেনে হিঁচড়ে আমাদের উটের পিঠে উঠিয়ে নিল। পায়েলদি তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন। সুজাতা, কৃষ্ণা ও আমি ওদেরই মধ্যে একটু সুস্থ ছিলাম বলে উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছোটা শুরু করলাম। দস্যুদের কয়েকজন ভীষণ তাড়া করল আমাদের। অনভ্যস্ত আমরা বালির ওপর দিয়ে বেশিক্ষণ ছুটতে পারলাম না। একসময় চার-পাঁচজন এসে ঘিরে ধরল আমাদের। আমরা তখন মরিয়া। আত্মরক্ষার আর কোনওরকম উপায় খুঁজে না পেয়ে মুঠো মুঠো বালি ছুড়ে দিলাম ওদের চোখে। ওরা দু'হাতে চোখ ঢেকে বিকট চিৎকার করতে লাগল। আমরা বিপন্মুক্ত হয়ে প্রাণের দায়ে ছুটলাম। কতক্ষণ ছুটেছি খেয়াল নেই। হঠাৎই একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালাম আমরা। তারপরই অন্ধকার দেখলাম। চাঁদনি রাতে দূরের দিগন্ত পর্যন্ত যেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, এখন তা ধূসর হয়ে উঠল। মরুভূমির সমস্ত বালি দারুণ এক ঘূর্ণিপাকে জলস্তম্ভের মতো আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল। কী ভীষণ মরুঝড়। হয়তো বা টর্নেডো। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে বালিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।"

এই পর্যন্ত শুনে বাবলু কতকটা যেন নিজের মনেই বলে উঠল, "আমার ভোরের স্বপ্ন ক্রমশ সত্যি হয়ে উঠছে দেখছি।"

আলেয়া বলল, "কীসের স্বপ্ন?"

"মরুভূমির, মরীচিকার, মরুঝড়ের, মরুপ্রাসাদের—।"

"তোমার কথার মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

বাবলু একদৃষ্টে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মরুভূমির বুকে তুমি কোনও পাষাণপুরী দেখতে পাওনি?"

"না। তবে একটা গড়ের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়েছে। শেষপর্যন্ত আমরা তো সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু এ-কথা তুমি কী করে জানলে?"

বাবলু বলল, "পরে সব বলব তোমাকে। এখন বলো তারপর কী হল?"

আলেয়া বলল, "সেই বালির ঝড়ে আমরা যে কী কষ্ট পেলাম তা বলে বোঝাবার নয়! আমাদের সারা শরীরে তখন পিন ফোটার যন্ত্রণা। বালি নয়, মনে হচ্ছে যেন কাচের গুড়ো বিঁধিয়ে দিচ্ছে কেউ। পিটপিট করে বিঁধছে। পিঠের ওপব দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে, বয়ে যাচ্ছে বালির স্রোত। দমবন্ধ হয়ে আসছে। নাকে কানে চোখে ঢুকে যাচ্ছে বালি। যেন বালির বন্যায় ভেসে যাচ্ছি আমরা। শুরু হল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই। যেই একটু করে বালি চাপা পড়ি, অমনই দেহটাকে টেনে তুলে ধরি। এবকম না করলে বালিতেই সমাধিস্থ হতে হত। হঠাৎ আকাশ কালো করে একটা মেঘ এসে শুরু করল প্রবল বর্ষণ। এতক্ষণে জব্দ হল বালিকণাগুলো। বন্ধ হল বালির ঝড়। আমরা বৃষ্টিস্নাত হয়ে ধুলোবালি মেখে পেতনির চেহারা নিলাম। সমস্ত বালি এবং ধুলো গায়ে লেপটে সে কী বীভৎস চেহারা হল আমাদের! চারদিকে কেউ কোথাও নেই। একজায়গায় বালির বুকে আধোজাগা একটি ভাঙা গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখে সে রাতের মতো সেখানে আশ্রয় নিলাম আমরা। একে নভেম্বরের ঠান্ডা, তায় বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে জামাকাপড় গায়ের সঙ্গে লেপটে রইল তাই। ততক্ষণে খিদেয় চোঁচোঁ করছে পেট। সেইসঙ্গে দারুণ মানসিক চিন্তা। কী হল ওদেব? পায়েলদি, সেবা, শুভ্রা, সুচেতা কোথায় হারিয়ে গেল? এই ভয়ংকর মরুঝড়ে ওরা কি ঠিক রইল? না আরও অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল দুষ্কৃতীদের কাছে? অত্যাচারীর হাত, অপরাধীর হাত অনেক লম্বা। কাজেই ভরসা তো করা যায় না। তাই কী হল ওদের?"

মন্ত্রমুগ্ধেব মতো সব শুনে বিচ্ছু বলল, "সত্যি, এইরকম বিপদের হাত থেকে তোমরা যে কী করে রক্ষা পেলে তা ভেবে পাচ্ছি না।"

বাচ্চু বলল, "সেই মরুদস্যুদের তা হলে কী হল? যাদের চোখে তোমরা বালি ছুড়ে দিয়েছিলে?"

"জানি না তারা কে কোথায়! সেই ভীষণ ঝড়ে কোথায় হারিয়ে গেল সব। সে রাতে না আমরা কোনও উটেব দেখা পেলাম, না দেখতে পেলাম মরুদস্যুদের। তবে ওদের মধ্য থেকে দু'-চারজন যে সেই ঝড়ের প্রকোপে মরেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেক পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদ উঠল। নীল আকাশ ভরে গেল তারার মালায়। তবে আমরা কিন্তু সেই আশ্রয়স্থানটি ত্যাগ করলাম না। সে রাতে ঘুম এল না কারও চোখে। তবে একটাই ভরসা যে, আমরা দু'ভাগে ভাগ হয়েও তিনজন একসঙ্গে ছিলাম। না হলে সবাই আলাদা হলে দুর্গতির শেষ থাকত না। যাই হোক, পরদিন সকালে রোদ উঠলে দেখলাম কয়েকজন গ্রাম্য লোক উটের পিঠে চেপে কোথায় যেন যাচ্ছে। ওরা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল। আমরা আশার আলো দেখে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম ওদের। আমাদের ডাক শুনে খানেকের তরে থমকে দাঁড়াল ওরা। তারপর নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করে আবার চলা শুরু করল।"

ভোম্বল বলল, "কেন? এরকম করল কেন?"

"জানি না। আমরা তো মরুভূমিতে দিশেহারা। তাই কোনদিক দিয়ে এসেছি, কোনদিকে যাব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। তবুও সেই আশ্রয় ছেড়ে বেরোতেই হল আমাদের। উটগুলো আরোহীদের নিয়ে যে পথে গেল সেই পথ ধরেই চলা শুরু করলাম আমরা। খানিক যাওযার পরই বুকের রক্ত যেন জমাট বেঁধে উঠল। এইভাবে আর পথচলা যায় না। একে পথশ্রম, তায় রোদের তীব্রতা। গা ঘেমে উঠল একসময়। ভিজে পোশাকগুলো অবশ্য শুকিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। পথ চলতে চলতে একসময় আমরা একটি জনপদে এসে পৌঁছলাম। সেই জায়গাটার নাম নাল। সেখানে এয়ারফোর্সের বেশ কিছু সেক্টর ছিল। সেখানে গিয়ে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওদেরই একটি জিপ বিকানিরের দিকে যাচ্ছিল। আমরা সেই জিপেই বিকানিরে এলাম। বিকানিরে পৌঁছে প্রথমেই দেখা করলাম গুল মহম্মদের সঙ্গে। ওকে আমাদের বিপদের কথা সব বলে ওই

অবস্থাতেই রওনা হলাম দিল্লির পথে।"

বাবলু বলল, "আগাগোড়া উত্তেজনায় ঠাসা বেশ কাহিনী তো শোনালে তুমি। তারপর?"

"সুজাতা ও কৃষ্ণা প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। আমিও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভীষণ টায়ার্ড হয়ে ফিরে এলাম বাড়ি। বাবা তো শুনে খুব বকাবকি করলেন আমাকে। বিকানিরে পৌঁছনোর পর থানায় ডায়েরি না করানোর জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন।"

"করবেনই তো। তোমাদেব ওইভাবে চলে আসাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।"

"আসলে আমাদের সেই সময়কার শারীরিক ও মানসিক অবস্থাটা এমনই ছিল যে, আমরা এই অসহায় মেয়ে তিনটি কী করে বাড়ি আসব সেই চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম। ওই সময় ওই অবস্থায় থানা পুলিশ করতে গেলে যদি আরও কয়েকদিন আটকে যেতাম তা হলেই হয়েছিল আর কি। তাই সর্বাগ্রে বাড়ি চলে আসাটাই আমরা উপযুক্ত মনে করলাম।"

বিচ্ছু বলল, "তবুও শেষমেশ ব্যাপারটা একটু স্বার্থপরের মতো হয়ে গেল না কি? যেহেতু তোমাদের আরও চারজন দস্যুদের কবলে—।"

"জানি। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজেদের চিন্তা ছাড়া কোনও কিছুই আমাদেব মাথায় আসেনি। তাই গুল মহম্মদকে সব কথা বলেই বিদায় নিয়েছিলাম। ওদের জন্য না হোক, উটগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য ও যে তৎপর হবে, সে তো জানাই ছিল।"

বাবলু হেসে বলল, "তারপর?"

"বাবা সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি প্রশাসনকে জানালেন ব্যাপারটা। সেনাবাহিনীরও নজরে আনলেন। নাল এয়ারফোর্স-এ খবর দিয়ে বিকানির পুলিশকেও জানালেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এত করেও কিছু হল না, কাবও কোনও খবরই পাওয়া গেল না। দু'-একদিন পরে উটগুলো অবশ্য উদ্ধার হল। কিন্তু ওদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার মন বলছে হয়তো ওরা বেঁচে নেই।"

ভোম্বল বলল, "বেঁচে না থাকলেও মৃতদেহগুলো তো পাওয়া যেত কোথাও না কোথাও?"

"কী করে পাবে? সেই মরুঝড় তো কল্পনা করতে পারবে না তোমরা। ধরো যদি আট দশ ফুট বালিব নীচে চাপা পড়ে থাকে, তা হলে?"

ভোম্বল চুপ হয়ে গেল।

আলেয়া বলল, "তাই অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি আমি। তোমরা তো অত্যন্ত বেপরোয়া, তার ওপর পায়েলদির বিপদ। একটু চেষ্টা করে দ্যাখো না, যদি কিছু করতে পারো।"

বাবলু বলল, "আমাদের কাছে কেউ সাহায্য চাইতে এসে কখনও বিমুখ হয়নি। পায়েলদি জড়িত না থাকলেও তোমার ডাকে সাড়া আমরা দিতামই। এখন শোনো, তুমি যখন সকালে আমাদের কাছে এসে তোমার বিপদের কথা বললে তখন আমাদের নীরবতা তোমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল, ভেবেছিলে এই ব্যাপারে আমাদের বোধহয় কোনও উৎসাহ নেই। কিন্তু কেন আমবা নীরব ছিলাম জানো?"

"কেন?"

বাবলু তখন ওর স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাল আলেয়াকে।

আলেয়া অবাক বিস্ময়ে বলল, "এমনও নাকি হয়?"

"হয় বলেই তো মরুযাত্রার ডাক পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই অভিযানের ব্যাপারে আমরা কতটা আগ্রহী? তুমি না এলেও শুধুমাত্র বেড়ানোর জন্য দু'-একদিনের মধ্যেই আমরা মরুপ্রদেশে রওনা হতাম। কেন না ভোরের ওই স্বপ্নটা আমাকে বড় বেশি উতলা করে তুলেছিল।"

এর পর কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

আলেয়া বলল, "তোমরা তা হলে কবে নাগাদ যেতে পারবে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "আজই রাতের গাড়িতে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল। কেন না এই ব্যাপারটা খুবই এমার্জেন্সি। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। তার কারণ এখনও আমরা ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তা ছাড়া অতদূরের অভিযানে একটু প্রস্তুতি তো চাই।"

"তা হলে কি কাল?"

"হ্যাঁ। কালই যাব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "কীভাবে যাব? প্লেনে?"

বাবলু বলল, "তা কেন? ট্রেনেই যাব আমরা। যোধপুর এক্সপ্রেসে।"

"রিজার্ভেশন?"

"উইদাউট রিজার্ভেশনে।"

লাফিয়ে উঠল ভোম্বল, "তোর কি মাথাখারাপ হয়েছে?

"জানি কষ্ট হবে খুব। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই।"

আলেয়া বলল, "আমি কিন্তু কাল সকালেই চলে যাব, পূর্বা এক্সপ্রেসে। বাড়িতে একবার দেখা না করে তো যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া আমারও একটা প্রস্তুতি আছে। তাই বলি কী, যোধপুর এক্সপ্রেসে না গিয়ে তোমরাও বরং আমার সঙ্গে ওই গাড়িতেই চলো। এক রাতের তো ব্যাপার। রিজার্ভেশন না পেলেও অসুবিধে হবে না। আমরা মেয়েরা মেয়েদের বগিতে উঠে পড়ব, তোমরা যাবে সাধারণ কামরায়।"

বাবলু বলল, "উঁহুঁ। ওটি হচ্ছে না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা দূর যাত্রায় দলছাড়া হয় না। হঠাৎ বিপদ না হলে অন্য সময়ও তাই। গেলে আমরা একসঙ্গেই যাব।"

বিলু বলল, "না, না। দলছাড়া হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমার মতে বলে, রিজার্ভেশন যখন নেই তখন এক-রাতের জার্নি পূর্বা এক্সপ্রেসেই করা ভাল। আমাদের অভিযান শুরু হোক রাজধানী দিল্লি থেকেই।"

বাবলু হেসে বলল, "কিন্তু টাকা? পাঁচজনের অভিযানে অন্তত বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সঙ্গে রাখতেই হবে আমাদের। অত টাকা এখন কোথায়? কাল সকালে ব্যাঙ্ক যখন খুলবে পূর্বা এক্সপ্রেস তখন বর্ধমান পেরিয়ে চলে যাবে।"

বিলু বলল, "টাকার জন্য চিন্তা করিস না। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে হাতড়েহুতড়ে কিছু তো বেরোবে? পরের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে।"

আলেয়া বলল, "আমার কাছেও এখন হাজার দুয়েকের মতো টাকা আছে, কোনওরকমে দিল্লি গিয়ে পৌঁছলে আমার বাবাও পারবেন তোমাদের প্রবলেমটা সল্‌ভ করে দিতে।"

বিলু বলল, "তবে তো চিন্তাভাবনার কোনও কারণই নেই। কাল সকালেই—।"

ভোম্বল শূন্যে দু'হাত ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "চলো দিল্লি।"

পঞ্চু কী বুঝল কে জানে? সেও একটা লাফ দিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "এটাই তা হলে ফাইনাল। কাল সকালেই যাত্রা হবে শুরু। এখন সর্বাগ্রে টাকা-পয়সার ব্যবস্থাটা করে নেওয়া যাক।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "আজ রাতে তোদের বাড়িতেই তো খাওয়াদাওয়া। তোরা আলেয়াকে নিয়ে তোদের বাড়িতে চলে যা। আমরা একবার থানায় গিয়ে আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা জানিয়ে আসি। ট্রেনের সময়টময়গুলোও অমনি দেখে নিই টাইম টেবল খুলে।"

কথা যখন ফাইনাল তখন আর সময় নষ্ট না করে বাগান ছেড়ে চলে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। বাবলু, বিলু, ভোম্বল গেল একদিকে, বাচ্চু আর বিচ্ছু গেল আলেয়াকে নিয়ে ওদের বাড়িতে। পঞ্চু ওদের সঙ্গেই গেল। ওর দেহ এখন আনন্দে টান টান। ও বুঝতেই পারছে দুর্ধর্ষ একটা অভিযান হতে চলেছে এবার।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পরেই ঝোপজঙ্গলের ভেতর থেকে দু'জন বিশ্রী চেহারার লোক বেরিয়ে এল।

একজন বলল, "মি. ডোগরা, দেখলেন তো এই ছেলেমেয়েগুলোর সম্বন্ধে আপনাকে আমি যা-যা বলেছিলাম তার সবই কেমন মিলে গেল।"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে এদের দিয়েই কাজ হবে।"

"হওয়াতেই হবে।"

"কাল তা হলে?"

"টু থ্রি এইট ওয়ান আপ পূর্বা এক্সপ্রেস। অ্যাট নাইন ফিফ্‌টিন এ এম।"

"আজ রাতেই দিল্লিকে জানিয়ে দিন তা হলে?"

"অফ কোর্স।"

"তবে কুকুরটা কিন্তু খুব লাকি, তাই আজ বরাতজোরে বেঁচে গেল।"

"কেন?"

"ওর কাজই হল বাগানে এসে চারদিকে একবার টহলদারি করা। ভাগ্যে ওর টহলদারির পরে আমরা এসেছিলাম, তাই আমাদের উপস্থিতি ও টের পায়নি। না হলে হাউ হাউ করে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর তা যদি করত তা হলে...। একটি গুলিতেই শেষ হয়ে যেত বাছাধন।"

শয়তানের মুখ কুটিলতায় ভরে উঠল এবার। ওরা আরও কিছুক্ষণ বাগানে থেকে একসময় মিলিয়ে গেল ছায়ান্ধকারে।

রাত্রিবেলা প্রচুর খাওয়াদাওয়া হল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে। ফ্রায়েড রাইস ও স্যালাড সহ মুরগির মাংস। সেইসঙ্গে আনারসের চাটনি ও রসমালাই। সবই ঘরে তৈরি। ওদের মা এত সুন্দর রান্না করেছিলেন যে, তা বলবার নয়।

খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে ফেরার পালা।

আলেয়া বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতেই রয়ে গেল।

বিলু, ভোম্বল চলে গেলে বাবলুও ঘরে এল পঞ্চুকে নিয়ে। এসেই দেখল অপ্রত্যাশিতভাবেই বাবা এসে হাজির হয়েছেন দুর্গাপুর থেকে।

আনন্দে ভরে উঠল বাবলুর মন। বলল, "তুমি এসেছ খুবই ভাল হয়েছে। তুমি না এলে আজ রাতেই ফোন করতাম তোমাকে।"

বাবা তখন খেয়ে উঠেছেন। বললেন, "শুনলাম তোরা নাকি আবার একটা অভিযানে যাচ্ছিস?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, মরু অভিযানে। আর এই অভিযানেব ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এবং এক আশ্চর্যরকমের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।"

"বলিস কী।"

"সব বলছি তোমাকে, শোনো।"

বাবলুর ঘরে এসে ওর বাবা সোফায় দেহটা এলিয়ে দিতেই বাবলু ওর স্বপ্নবৃত্তান্ত থেকে আলেয়াব আবির্ভাব পর্যন্ত সব কথা শোনাল বাবাকে।

সব শুনে বাবা কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন মিল সচরাচর দেখা যায় না। যাই হোক, মরুভূমি যখন তোদের হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তখন এ-ডাকে সাড়া তোদের দিতেই হবে। থরেব বুকে এমন আতঙ্ক সচরাচর হয় না। কেন না ওই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে চারদিকেই সীমান্তরক্ষীদের কড়া পাহারা। তাই আমার মনে হয় ওইসব মরুদস্যুরা বাইবের কোনও দেশের নয়, স্থানীয় কোনও দুষ্টচক্রেরই গ্যাংম্যান ওরা।"

বাবলু বলল, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওদের চেহারার যা বর্ণনা শুনেছি তা অনেকটা তালিবান দস্যুদের মতো। হয়তো কোনওভাবে অন্য কোনও গোপন পথ দিয়েই এসেছে ওরা।"

বাবা চিন্তিত হয়ে বললেন, "তাই কী?"

"নির্ঘাত।"

"তাই যদি হয়, তা হলে মরুদস্যুরা মরুভূমির বুক থেকে উধাও হল কীভাবে? এই ঘটনা জানাজানি হওয়াব পর রক্ষীবাহিনী কি চারদিকে টহল দেয়নি ভেবেছিস? নিশ্চয়ই দিয়েছে।"

"অথচ মজার ব্যাপার দ্যাখো, উটগুলোকে উদ্ধার করা গেলেও ওই দুষ্কৃতীদেব এবং মেয়েদের একজনেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।"

"উটগুলো হয়তো পথ চিনে নিজেরাই ফিরে এসেছে। কিন্তু বাদবাকিদের নিখোঁজ হওয়ার কোনও কারণ তো দেখছি না।"

"ওইজন্যই তো সন্দেহ করছি এটা কোনও বহিরাগতব কাজ বলে।"

বাবা বললেন, "সে যাই হোক, তোদের ওই পায়েলদি কিন্তু বড় খামখেয়ালি। ওইভাবে কেউ অভিযান করে? ছেলেমানুষি স্বভাবটা ওর কিছুতেই গেল না।"

"এ ঠিক ছেলেমানুষি নয় বাবা। ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই একটা চমক ছিল। কিন্তু ওইসব অঞ্চলে এই ধরনের বিপদ যে হবে বা হতে পারে তা কে-ই বা ভেবেছিল? ব্রিগেডিয়ার নেগীও না, গুল মহম্মদও না। তা হলে দারুণ একটা রিস্ক নেওয়ার জন্য অত উটকে কিছুতেই ছেড়ে দিত না ওরা।"

বাবা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কাল কি তোরা এইট্টি ওয়ান আপে যাবি?"

"হ্যাঁ। এবং বিনা রিজার্ভেশনে।"

"বিনা রিজার্ভেশনে কেন?"

"রিজার্ভেশন করাবার সময় পেলাম কখন?"

"তা অবশ্য ঠিক। তবে একটা চান্স অবশ্য নেওয়া যেতে পারে। সকাল ন'টা পনেরোয় ট্রেন তো? একটু আগে গিয়ে—। থাক, আমিই ব্যবস্থা করছি।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী ব্যবস্থা করবে বাবা?"

"ট্রেনে আজকাল বিশেষ বিশেষ কয়েকটি গাড়িতে তৎকাল সার্ভিস চালু হয়েছে জানিস কি? যাত্রার একদিন আগে সেই রিজার্ভেশন দেওয়া হয়। শুধু যা ভাড়া তার ওপরে আরও পঞ্চাশ টাকা করে বেশি দিতে হয়। আমি দেখছি সকালে গিয়ে ওই টিকিটের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কি না। তা হলে আরামে পাড়ি দিতে পারবি ওই দূরপাল্লার পথ।"

এই কথা শুনে বাবলু যে কী করবে আনন্দে তা ভেবে পেল না। বাবা শোয়ার জন্য পাশের ঘরে গেলে ও সঙ্গে সঙ্গে এই সুখবরটা ফোনে জানিয়ে দিল সকলকে। আনন্দে উত্তেজনায় ওর মন ভরে উঠল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বাবলু। পঞ্চুও ওর জায়গায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল।

কিন্তু উত্তেজনা একবার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেলে ঘুম কি সহজে আসে? বাবলু তাই বিছানায় শুয়েও বারবার এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। দূরপাল্লার গাড়িতে অল্প সময়ের মধ্যে রিজার্ভেশন পাওয়াটা কি কম ভাগ্যের কথা? ওদের ভাগ্যে কী হবে কাল, তা কে জানে? সত্যিই যদি পাওয়া যায় তো কী ভালই না হয়! ওর মনের ক্যানভাসে বারবার ভেসে উঠতে লাগল মরুভূমির মরুময় রূপ। দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বুকে ধেয়ে চলেছে সুদীর্ঘ উটের সারি। বাবলু কল্পনার রাজত্বে হারিয়ে গেল। উট। কত উট!

পরদিন সকালে মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল বাবলুর। চোখ মেলেই দেখে সকাল ছ'টা। আর মাত্র তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট টাইম। এর মধ্যেই যা-যা গোছাবার সব গুছিয়ে নিতে হবে। যদিও সবই রেডি আছে, তবু একটু-আধটু গুছিয়ে নিতেই হয়। অর্থাৎ কিনা ফিনিশিং টাচ যাকে বলে।

খাওয়াদাওয়ার পাট বাড়িতে রাখছে না। কেন না এত সকালে তা সম্ভব নয়। ওসব ব্যবস্থা গাড়িতেই হবে। গাড়ির খাওয়া যদিও উন্নত মানের নয়, তবুও উপায়ই বা কী?

বাবলু বাথরুমের কাজ সেরে এসে বসতেই মা চা জলখাবার নিয়ে এলেন। ও চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখে বিশেষ বিশেষ খবরগুলোর দিকে সবে নজর দিয়েছে এমন সময় হইহই করে এসে পড়ল সব। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু, আলেয়া সবাই।

বাবলু বলল, "এখনই?"

বিলু বলল, "তবে না তো কী? ন'টা পনেরোয় ট্রেন মানেই সাড়ে আটটার মধ্যে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়ে দেবে গাড়ি। রিজার্ভেশন যখন নেই তখন একটু আগেভাগেই যাওয়া উচিত।"

ভোম্বল বলল, "তুই রেডি তো?"

"প্রায়। চা খাওয়া হলেই বেরিয়ে পড়ব।"

"কিন্তু ওই তৎকালীন ব্যাপারটার কী হবে?"

মা বললেন, "ওর বাবা একটু আগেই স্টেশনে চলে গেছেন। তোরা গেলেই জানতে পারবি। টিকিট কাটার জন্য তোদের আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না।"

বাবলু চা-পর্ব শেষ করেই যাওয়ার জন্য তৈরি হল। শেষমুহূর্তে যা যা সঙ্গে নেওয়ার সব নিয়ে পিস্তলটাকে যথাস্থানে রেখে মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল।

পঞ্চু চলল সবার আগে। ওর পেছনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বড় রাস্তায় আসতেই একটি ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। ফলে দশ মিনিটেই হাওড়া স্টেশন। স্টেশনে এসে ওরা আর বড় ঘড়ির নীচে দাঁড়াল না। কেন না নানান ধরনের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ি এখন ঐতিহ্যহীন। তাই ওরা ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে এসে দাঁড়াল।

বাবলুর বাবা ওইখানেই অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য। ওরা আসতেই হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে এসে বললেন, "এই নে তোদের টিকিট। তিন থাকের মুখোমুখি বার্থই হয়েছে তোদের। বেস্ট অব লাক। নির্ভাবনায় রওনা দে।"

ভোম্বল গদগদ হয়ে বলল, "সত্যি, এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল আমার। কী যে করব আমি, আনন্দে তা ভেবে পাচ্ছি না। বিনা রিজার্ভেশনে কখনও দূরপাল্লার ট্রেনে ভ্রমণ করা যায়?"

বাবা বললেন, "উচিতও নয়। তবে কিনা আর কয়েকদিন আগে হলে এই টিকিটও পাওয়া যেত না। আজকাল তৎকালেরও ডিম্যান্ড খুব। এখন দুর্গাপুজো কালীপুজো সব শেষ, তাই অনেক চেষ্টায় এই টিকিটগুলো পাওয়া গেছে।"

কথা বলতে বলতেই ট্রেন এল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ট্রেনে উঠে বার্থের দখল নিল যে যার। পঞ্চুও ওর পুরাতন কায়দায় লুকিয়ে পড়ল সিটের নীচে।

ওরা গাড়িতে উঠে বেশ গুছিয়ে বসলে বাবা ওদের ওয়াটার বটলগুলোয় জল ভরে দিলেন। দু'ডজন কলা, কেজি দুই আপেলও কিনে দিলেন। বিলু, ভোম্বল বাক্সভর্তি কড়া পাকের সন্দেশ ও বিস্কুট নিয়ে এসেছিল, তাই জলযোগের ব্যাপারে কোনও দুশ্চিন্তা রইল না।

যথাসময়ে নড়ে উঠল ট্রেন।

বাবা হাত নেড়ে ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ট্রেন একটু একটু করে গতি নিতে লাগল।

আলেয়া এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার ওর সাইড ব্যাগের ভেতব থেকে কযেকটি চকোলেট বের করে প্রত্যেকের হাতে হাতে দিল।

বাবলু বলল, "বাঃ। এগুলো তুমি জোগাড় করলে কোত্থেকে?"

"আমার সঙ্গেই ছিল। দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "এগুলো এখন স্টকে থাক। আগে এক কাপ করে কফির অর্ডার দে দিকিনি।"

বাবলু বলল, "ঠিক বলেছিস। এই মুহূর্তে একটু কফি না খেলে মেজাজ আসছে না।"

কফিওয়ালা আশপাশেই ছিল।

বাবলু হাঁক দিয়ে ডাকল, "এ ভাই! এ চায়-কফি!"

কফিওয়ালা এসে প্লাস্টিক গেলাসে ওদের প্রত্যেককে কফি দিল। কফিতে চুমুক দিতেই মধুময় হল আনন্দযাত্রা।

এবার বেশ হাত-পা ছড়িয়ে ওরা শুরু করল কথালাপ।

ট্রেন তখন কর্ড লাইনে ঢুকে পড়েছে। বেলানগর ডানকুনি ছাড়িয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন।

বাবলু বলল, "এই ট্রেনে গেলে গয়ার কাছে পাহাড় জঙ্গল ও টানেলগুলো বেশ ভালভাবে দিনের আলোয় দেখে নেওয়া যায়। হাজারিবাগ কোডারমার মনোরম দৃশ্যাবলীও দেখা যায় দিবালোকেই। কিন্তু কালকা মেল, বম্বে মেল বা ডুনে এলে সবই রাতের অন্ধকারে।"

ভোম্বল বলল, "এই গাড়িটার কি বর্ধমানে স্টপেজ আছে?"

"ঠিক বলতে পারছি না। থাকলেও থাকতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "যদিও থাকে, তুমি কিন্তু ভুলেও যেন ওখানে সীতাভোগ মিহিদানা কেনবার চেষ্টা কোরো না।"

আলেয়া বলল, "কেন? বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা তো বিখ্যাত।"

"এককালে ছিল। এখনও ভাল কোয়ালিটির মাল দু'-একটা দোকানে থাকলেও স্টেশন অঞ্চলে নেই। বিশেষ করে রেলের প্ল্যাটফর্মে যেগুলো বিক্রি হয় তার অধিকাংশই স্থানীয় দোকানদারদের বিক্রি না হওয়া বাসি পচা জিনিস। ওইগুলো খেয়ে কত লোকের যে সুস্থ শরীর ব্যস্ত হয়েছে তার ঠিক নেই।"

ওদের কথাবার্তাব মধ্যেই কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে টিকিট পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "তোমাদেব সেই বিখ্যাত কুকুরটি কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"

বাবলু বলল, "ও ওর জায়গায়।" বলেই পঞ্চুর জন্য আলাদা করে কাটা একটা টিকিট বের করে দেখাল।

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "ওর টিকিট আর দেখাতে লাগবে না। ওকে সিটের তলা থেকে বেরিযে আসতে বলো। চালাকি করে লুকিয়ে থাকতে হবে না। আমি মোগলসরাই পর্যন্ত যাব। সে পর্যন্ত ও নিশ্চিন্ত।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আপনি আমাদের চিনলেন কী করে?"

"কেন, চার্ট-এ নাম দেখে। তা যাক, তোমাদেব এবারের অভিযানটা কোথায় হচ্ছে?"

ভোম্বল বলল, "এবারে কোনও অভিযান নয়। আমরা একটা বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি।"

"সে কী! বিয়েবাড়ি! কার্তিক মাসে বিয়ে?"

ভোম্বল জিভ কাটল।

বাবলু বলল, "না, মানে বিয়েটা অঘ্রানেই। আসলে আমরা দিল্লির আশপাশগুলো একটু ভালভাবে ঘুরে দেখব বলেই আগেভাগে যাচ্ছি।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। পারো তো বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরে আগ্রার তাজমহলটাও দেখে নিয়ো।

"তাজমহল আমাদের দেখা।"

"তা হলে হরিদ্বার। ঘন ঘন বাস যাচ্ছে হরিদ্বারের। সেখান থেকে দেরাদুন, মুসৌরি।"

অ্যাটেনডেন্ট চলে যেতেই বাবলুর নির্দেশে আত্মপ্রকাশ করল পঞ্চু। আর ওকে পায় কে?

রেলের কেটারার এসে খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল ওদের কাছ থেকে। ওরা ছ'জন আর শ্রীমান পঞ্চু, মোট সাতজনের।

ট্রেন এসে বর্ধমানে থামল। মাত্র তিন মিনিট স্টপেজ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার নড়ে উঠল ট্রেন।

এবার আলেয়ার দেওয়া সেই চকোলেটগুলোর সদগতি হল একটু একটু করে।

বাবলু বলল, "যাক, এবার আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে একটু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। কাল সকালেই আমরা তো নিউ দিল্লিতে নামছি—।"

আলেয়া বলল, "ঠিক আটটা পাঁচে।"

"তারপর?"

"সোজা আমাদের বাড়ি। সেখানে দু'-একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে পাড়ি দেব মরুভূমিতে।"

বিলু বলল, "কোনদিক দিয়ে ঢুকব আমরা? যোধপুর না বিকানির?"

"সেটা ওখানে বসেই ঠিক করে নেওয়া যাবে। যেদিক দিয়েই যাও না কেন, ট্রেন বাস দুই-ই আছে।"

বাবলু বলল, "যোধপুর আমাদের পরিচিত জায়গা। কিন্তু ওইখান দিয়ে মরুভূমিতে ঢোকার কোনও প্রশ্নই নেই। তার কারণ, বিকানির দিয়েই উই আর সেভেনের যাত্রা শুরু। তা ছাড়া এই বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারের শুরুতে ব্রিগেডিয়ার নেগিকে সব কথা জানিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র, মানচিত্র, এইসবের প্রয়োজন হবে। মরু অভিযান ছেলেখেলার ব্যাপার নাকি? সঙ্গে একজন সুদক্ষ গাইড চাই। রাজি হলে গুল মহম্মদকেও নিতে পারি। উট চাই। সেইসবের ব্যবস্থা করবে কে?"

মধ্যবয়সি এক সুপুরুষ ভদ্রলোক, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, পরনে ধুতি পাঞ্জাবি জওহর কোট। বোধহয় বাথরুমে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে ওদের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "তোমরা বুঝি রাজস্থানে যাচ্ছ মরুভূমি দেখতে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। সেইরকমই তো ইচ্ছে আছে।"

"তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই?"

"না। এই ক'জনই যথেষ্ট। আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমি যাব জয়পুর। শ্রীগোবিন্দজির চরণ দর্শন করতে।"

"জয়পুর যাবেন তো এই গাড়িতে এলেন কেন? যোধপুর এক্সপ্রেসে যেতে পারতেন।"

আলেয়া বলল, "হাওড়ার দিক থেকে জয়পুর গেলে আগে লোকে আগ্রা কিংবা দিল্লি হয়েই যেত। এখন তার দরকার হয় না।"

ভদ্রলোক বললেন, "জানি। তবে কিনা দিল্লিতে আমার ছেলে থাকে। বউমা, নাতি-নাতনিরা থাকে। ওদের সঙ্গে দেখা করে তারপর যাব। তা ছাড়া আমার ছেলে তো একজন প্রশিক্ষক। পাইলট ট্রেনিং দেয়। ছোট বিমান, হেলিকপ্টার সব কিছুই ওর হাতে। ফ্লাইং ক্লাবের ইনচার্জ ও। তাই বুঝতে পারছ, দিল্লি থেকে জয়পুর যাওয়াটা আমার পক্ষে খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়।"

বাবলু দারুণ উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোকের হাতদুটি ধরে ওদের পাশে বসিয়ে বলল, "কাকাবাবু! আপনার দিল্লির ঠিকানাটা আমাদের দেবেন? আমরা আপনার ছেলের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু আমার ছেলের সঙ্গে আলাপ করে কী করবে?"

"সেটা এখনই ঠিক আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

"না পারলেও বুঝি ভায়া। তোমরা নিশ্চয়ই প্লেনে কিংবা হেলিকপ্টারে চেপে মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে চাও?"

"ঠিকই ধরেছেন আপনি। মুখ ফুটে বলার আগেই আমাদের মনোবাসনা আপনি বুঝে নিয়েছেন।"

"সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তোমাদের এই ইচ্ছাপূরণ হয়তো সম্ভব হবে না। এক-আধজন হলে ম্যানেজ করা যেত, তোমাদের এতজনকে—।"

বাবলু চটপট জবাব দিল, "না, না। আর কেউ যাবে না। শুধু আমিই যাব।"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! সঙ্গী-সাথিদের ফেলে তুমি একা যাবে? ওদের মনখারাপ হবে না?"

"না। ওরা ক্যামেল সাফারি করবে। আমিও যাব ওদের সঙ্গে। তা ছাড়া প্লেনে উড়তে ওরা দারুণ ভয় পায়।

কিন্তু আমার বহুদিনের শখ প্লেনে চাপার। আকাশপথে মরুভূমি দেখে তারপরই রওনা হতে চাই।"

ভদ্রলোক বাবলুর নোটবুকে ওঁর ঠিকানা লিখে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। এটা রেখে দাও। ফোন নাম্বারও দিয়ে রাখলাম। দেখি কতদূর কী করতে পারি। আসলে অফিসিয়াল কোনও কাজকর্মের ব্যাপার না থাকলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তো ইচ্ছেমতো ওইসব যানকে ব্যবহার করা যায় না। তবুও একজনের ব্যবস্থা যাতে হয় সেই ব্যাপারে আমি চেষ্টা করব। আই মাস্ট ডু ফর ইউ।" ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "কপাল দেখেছিস? একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল। ওঁরা যদি আমাকে হেল্প করেন তা হলে মরুভূমি তোলপাড় করেও খুঁজে বের করব ওদের। তা ছাড়া আকাশপথে মরুভূমিটা দেখে নিলে চমৎকার একটা মানচিত্রজ্ঞান হয়ে যাবে। পরে ক্যামেল সাফারিতে আর কোনও অসুবিধে হবে না।"

ভোম্বল বলল, "সবই তো হল। কিন্তু আমাদের মরু অভিযানের উট জোগাড় করবি কোথা থেকে?"

"উট পাওয়া অবশ্য একটা সমস্যার ব্যাপার হবে।"

বিলু বলল, "আলেয়ারা যা করল তারপরে গুল মহম্মদ নিশ্চয়ই উট দিতে আর রাজি হবে না।"

আলেয়া বলল, "ওর কাছে গিয়ে উট চাইবার মুখও আমার নেই।"

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু এখনই ওই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। তার কারণ আলেয়ার বক্তব্যের মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা আছে। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে বিকানির শহর থেকে রেগিস্থান কত দূরে? বিকানির ছোট্ট জায়গা। ওরা তার কোন প্রান্ত দিয়ে মরুভূমিতে অভিযান করেছিল? যেমন যোধপুর জয়শলমির সবই মরুভূমির ওপরে হলেও সত্যিকারের মরুভূমি বলতে যা বোঝায় তার চেহারা কিন্তু সামসন্দ না গেলে বোঝা যায় না। সেইরকম মরুময় প্রান্তর বিকানির থেকে কত দূরে? শুধু তাই নয়, কীভাবে এবং কোন পথ দিয়ে ওরা নাল এয়ারফোর্স বেস-এ পৌঁছল সেটাও তো জানতে হবে।"

আলেয়া বলল, "উটে চেপে গেছি এই শুধু জানি। কীভাবে কোন পথ দিয়ে তা তো বলতে পারব না।"

"সেটা গুল মহম্মদই ভাল বলতে পারবে। কেন না সেই তো উটের পিঠে চাপিয়ে রেগিস্থানে পাঠিয়েছিল তোমাদের।"

এতক্ষণে বাচ্চু-বিচ্চু দু'জনেই মুখ খুলল, "আর ব্রিগেডিয়ার নেগি? তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না?"

আলেয়া বলল, "ওঁর কথাতেই তো পায়েলদির হাতে অত উটের দায়িত্ব দিয়েছিল গুল মহম্মদ।"

"সেইজন্য প্রথমেই আমরা নেগির সঙ্গে দেখা করব। আমাদের পরিচয় দেব। একজন ব্রিগেডিয়ার নিশ্চয়ই আমাদের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবেন।"

বিচ্চু বলল, "জানানো তো উচিত।"

"তারপর গুল মহম্মদের সাহায্য চাইব আমরা।"

আলেয়া বলল, "সে কখনওই আমাদের সাহায্য করবে না।"

"নেগির নির্দেশ পেলে করতে বাধ্য হবে। ওকেই আমরা আমাদের পথপ্রদর্শক করব।

ভোম্বল বলল, "অত উট ভাড়া নেওয়ার সামর্থ্য আছে আমাদের?"

"না, নেই। তবে এইসবের ব্যয়ভার বহন করতে হবে আলেয়াদের উই আর সেভেনকে। চাপটা অবশ্য পায়েলদির ওপরই বেশি পড়বে।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু ধরো, যদি পায়েলদি বা সেবা, শুভ্রা ও সুচেতার কাউকেই আমরা উদ্ধার করতে না পারি, তা হলে?"

"তখন দেখা যাবে।"

ট্রেন বর্ধমান থেকে ছেড়ে দুর্গাপুর, আসানসোলও পার হয়ে গেল একসময়। এরই মধ্যে এক ফাঁকে খাবার এলে দুপুরের খাওয়াটাও সেরে নিল ওরা। এর পর বরাকর নদী পার হওয়ার পর প্রকৃতির চেহারাও পালটাতে লাগল একটু একটু করে। কী সুন্দর শোভা চারদিকের। ধানবাদের পর গোমো, হাজারিবাগ, কোডারমার সৌন্দর্য আরও মনোরম। পাহাড় নদী বন আর একাধিক টানেল পার হয়ে ঠিক সন্ধের মুখেই গয়ায় এসে ঢুকল ট্রেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এখানেই ওদের চা-পর্বটা সেরে নিল। রাতের খাওয়ার জন্য নতুন করে আর কোনও ব্যবস্থা করল না। কেন না আপেল, কলা, সন্দেশ, বিস্কুট সবকিছুই সঙ্গে আছে ওদের। কোনওরকমে একটা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেই পৌঁছে যাবে ওরা ভারতের রাজধানীতে। প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন শহর পাণ্ডবদের স্মৃতিবিজড়িত ইন্দ্রপ্রস্থে।

নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে একটি অটো নিয়ে ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল বাড়িতে। ওর বাবা-মা দারুণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন আলেয়ার ব্যাপারে। মেয়েটা ওইরকম বিপদের মুখ থেকে ফিরে এসেই একটা চিঠি লিখে হঠাৎ করে কেন যে উধাও হয়ে গেল তা ওঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। কলকাতার পাশেই ঘিঞ্জি শহর হাওড়া। সেখানে কোথায় থাকে পাণ্ডব গোয়েন্দারা তা না জেনেই মেয়েটা উধাও হয়ে গেল। তাই দুশ্চিন্তা একটু হয়েছিল বইকী! যাই হোক, এখন মেয়ে ফিরে আসায় নিশ্চিন্ত হলেন।

ওরা গিয়ে পৌঁছতেই বাবা-মা দু'জনেরই মুখে হাসি ফুটল। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে।

আলেয়ার প্রথম প্রশ্ন, "ওদের কোনও খবর?"

বাবা-মা দু'জনেই ঘাড় নাড়লেন, "না, নেই।" তারপর সকলকে আদর করে ঘরে নিয়ে এলেন।

আলেয়া বলল, "এবাই পাণ্ডব গোয়েন্দা। পায়েলদির মুখে যাদের প্রশংসা তোমরাও শুনেছ। ভাগ্য ভাল যে, কোনও অভিযানে বেরিয়ে পড়েনি ওরা।"

আলেয়ার বাবা ক্যাপ্টেন রায় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেককে বেশ ভালভাবে একবার দেখে নিয়ে বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকের বডি ফিটনেস দেখে মনে হচ্ছে তোমরা যে-কোনও দুর্ধর্ষ অভিযানের নির্ভীক সৈনিক। কিন্তু ওই সুবিশাল ও অন্তহীন থর মরুর বিস্তার থেকে পারবে কি ওদের খুঁজে বের করে আনতে?"

বাবলু বলল, "চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? ব্যর্থ হলে মনে করব কোনও রহস্য উদ্ধারে নয়, আমরা নিছক মরু অভিযানেই এসেছিলাম।"

"তাতে লাভ? এই তো দেখলে মরু অভিযানেব ফল। সাতজনের তিনজন ফিরল, বাকি চারজনের কোনও খবরই নেই।"

"ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। বনে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা যায়, লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু মরুভূমিতে? পুলিশ প্রশাসন কি কোনও চেষ্টাই করেনি?"

"করেছে এবং করছেও। এখানকার কয়েকটি হিন্দি, ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাতেও ওদের ছবিসহ নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব ব্যাপারটা যে ধামাচাপা পড়েছে তা নয়। তা ছাড়া ব্রিগেডিয়ার নেগি, যদিও এখন তিনি রিটায়ার্ড ম্যান, তবুও উনি নিজে তৎপর হয়েছেন এই ব্যাপারে। কারণ পায়েলকে তিনি মেয়ের মতো ভালবাসেন।"

এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই আলেয়ার সঙ্গে ফুটফুটে দুটি মেয়ে এসে চা-জলখাবার দিয়ে গেল প্রত্যেককে।

আলেয়া বলল, "এদের দু'জনকে নিশ্চয়ই তোমরা চিনতে পারছ?"

সবার আগে বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। এরা হল কৃষ্ণা ও সুজাতা।"

বাচ্চু বলল, "শুনলাম তোমরা নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?"

"হ্যাঁ। মরুভূমিতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে সর্দিজ্বর হয়ে গিয়েছিল।"

বাবলু বলল, "এখন আশা করি ভাল আছ এবং মরু অভিযানের শখও মিটেছে?"

ওরা বলল, "হ্যাঁ, সে কী রোমহর্ষক ব্যাপার। কিন্তু তোমরা কি সত্যি সত্যিই যাবে ওদের সন্ধানে?"

"যাব বলেই তো অতদূর থেকে ছুটে এসেছি।"

"তা হলে আমরাও যাব।"

"সে কী! এত কাণ্ডর পরও?"

"আসলে কিছুটা চক্ষুলজ্জা ও কিছুটা কর্তব্যের খাতিরেই যেতে হচ্ছে আমাদের। সেবা, শুভ্রা ও সুচেতার বাবা-মা একবার যোধপুর একবার বিকানির এই করছেন। এমন অবস্থায় আমরা যদি ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকি, তা হলে কী ধারণা করবেন ওঁরা বলো তো? তাই বলি কী, চলো আমরা সবাই মিলেই যাই। এতে তোমাদেরও সুবিধে হবে। আমরা তোমাদের মতো গোয়েন্দাগিরি তো করতে পারব না, কিন্তু স্পটগুলো দেখিয়ে দিতে পারব।"

ভোম্বল বলল, "আমি এই ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করছি।"

বাবলু একটু চুপ থেকে বলল, "ধরো আবার যদি ওইরকম কোনও বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসে, তখন? তখন কী করবে?"

"যা তোমরা করবে। প্রয়োজনে প্রাণ দেব। তবু পিছু হটব না। কেন না এখন আমরা মরিয়া। তা ছাড়া মানসিকভাবেও তৈরি।"

সুজাতা আর কৃষ্ণার মধ্যে কৃষ্ণা বলল, "এবার আমরা ঠিক করেছি আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে একটা করে ধারালো ছোরা কিংবা গুপ্তি সঙ্গে রাখব।"

সুজাতা বলল, "এবং প্রয়োজনে সদ্ব্যবহারও করব তার।"

আলেয়া বলল, "আমি যে কী করব তা আমিই জানি। হাতের সামনে পেলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলব।"

ক্যাপ্টেন রায় হাসলেন।

আলেয়ার মা বললেন, "পাণ্ডব গোয়েন্দারা আছে তাই, না হলে আমি ছাড়তামই না তোকে। পুলিশ মিলিটারি যাদের হদিস পাচ্ছে না, সেখানে কী যে করবি তোরা আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

আলেয়া বলল, "কোনও ভয় নেই। বাবলুর হাতে পিস্তল যা একটা আছে না, সাংঘাতিক, তার চেয়েও সাংঘাতিক এই শ্রীমান। শ্রীমান পঞ্চু।"

পঞ্চুর নাম হতেই লেজ নেড়ে মুখ নেড়ে পঞ্চু কুঁই কুঁই করল একবার।

"কিন্তু যাবি কবে তোরা?"

বাবলু বলল, "আজকের দিনটা রেস্ট। কালই যাব আমরা। আজ শুধু পরিকল্পনা করব, কীভাবে এই দুর্গমপন্থায় কাজকর্ম শুরু করা যায়।"

বিলু বলল, "এবং এই পরিকল্পনাটা হবে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় বসেই।"

আলেয়ার মা বললেন, "জানি না বাবা কী হবে। মরুভূমি অতি ভয়ানক জায়গা। অতদূর থেকে ছুটে এসেছ তোমরা, কিছু যদি হয়, তখন—।"

বিচ্ছু বলল, "আমাদের ব্যাপারে আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। সবরকমের বিপদের মোকাবিলা করায় আমরা অভ্যস্ত। আমাদের বডিগার্ড হল এই শ্রীমান। পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে যদি কেউ ওকে বিপাকে না ফেলে, তা হলে বন্দুকের গুলিও ওর কাছে কিছু নয়।"

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, "তোমাদের মনোবল দেখছি অটুট। দারুণ ছেলেমেয়ে তোমরা। এই ব্যাপারে তোমাদের বাবা-মা কোনও আপত্তি করেন না?"

"তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েই তো এসেছি এখানে।"

ক্যাপ্টেন রায় স্ত্রীকে বললেন, "দেখছ তো লতা, এর পরেও কি আমাদের মেয়েকে আমরা ধরে রাখতে পারি?"

"কখনওই না।"

ক্যাপ্টেন রায় এবার বাবলুকে বললেন, "এই ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কি তোমরা কোনও সাহায্যের প্রত্যাশা করো?"

"অবশ্যই। অন্তত বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনাকে সবসময় হাতের কাছে রাখতে হবে। যাতে আমরা চাইলেই পাই।"

"আরও প্রয়োজন হলে আরও দেব আমি। স্টেট ব্যাঙ্ক ট্রাভেলার্স চেক দিয়ে দেব। ইচ্ছেমতো ভাঙিয়ে নিতে পারবে।"

বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। আপাতত হাজার দশেক টাকা আমাদের হাতে দিলেই হবে। বাকিটা বাড়িতে রাখুন। আমাদের কাছেও বেশ কিছু টাকা আছে। এখনকার মতো চলে যাবে।"

"টাকার ব্যবস্থা আমি এখনই করছি। তোমরা আর দেরি না করে কাল সকালে বিকানির এক্সপ্রেসেই রওনা হয়ে যাও। দিল্লির সরাই-রোহিলা থেকে সকাল আটটা পঁয়ত্রিশে ছাড়ে। সন্ধের আগেই বিকানিরে পৌঁছে দেয়।"

ওরা একমনে জলযোগপর্ব শেষ করে ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ব্যাগট্যাগগুলো রেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলল পুরনো দিল্লির চাঁদনি চকে। সেখান থেকে জামা মসজিদ দেখে রাজঘাট শান্তিবন হয়ে লালকেল্লায় এসে বসবে। সময় থাকলে বিকেলের দিকে চলে যাবে কুতবমিনারে। তবে তার আগে আজ দুপুরের মধ্যেই ফোনে যোগাযোগ করে দেখা করবে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে, যিনি ট্রেনের কামরায় ওদের কথা দিয়েছিলেন তাঁর পাইলট ছেলের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেবেন বলে।

রাজধানী দিল্লির বুকে ট্যাক্সি চেপে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যেতে কী ভালই না লাগল ওদের! আলেয়া, কৃষ্ণা, সুজাতা পথঘাট চিনিয়ে দিতে লাগল। কোনটা কী তা বুঝিয়ে দিতে লাগল। একসময় ঐতিহাসিক

লালকেল্লাকে বাঁয়ে রেখেই ডানদিকে মোড় নিয়ে পৌঁছে গেল চাঁদনিচকে। এখানে আশার উদ্দেশ্য, গুরু তেগবাহাদুরের স্মৃতিতে নির্মিত বিখ্যাত গুরুদ্বারটা দেখে নেওয়া। চাঁদনিচকে পুরনো দিল্লির বিখ্যাত বাজার। সেই বাজারে টুকটাক কিছু কেনাকাটার অভিপ্রায়ও ছিল ওদের।

পঞ্চুকে নিয়ে চলাফেরায় খুবই অসুবিধে। পথের সর্বত্র লোকজনের ভিড় এত বেশি যে, তা বলবার নয়। তবুও কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। হঠাৎই দুটো বলিষ্ঠ বাহু কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাবলুকে ঢুকিয়ে নিল একটি গলির ভেতর।

অপারেশনটা এমনই চতুরতার সঙ্গে হয়ে গেল যে, কেউ টেরও পেল না কীভাবে কী হল।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর বিলুই আবিষ্কার করল যে, বাবলু নেই। ও প্রত্যেককে সতর্ক করে থমকে দাঁড়াল। বাচ্চু-বিচ্ছু, আলেয়া, কৃষ্ণা ও সুজাতা পঞ্চুকে নিয়ে আগেভাগে ছিল। বিলু, ভোম্বল, বাবলু ছিল পেছনের দিকে। হঠাৎই কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেল বাবলু।

বিলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! গেল কোথায় বাবলুটা?"

ভোম্বল বলল, "এমন তো হওয়ার কথা নয়, একই সঙ্গে আসছিলাম।"

আলেয়া বলল, "রাস্তায় যা লোকজনের চলাফেরা, মনে হয় ভিড়ে কোথাও আটকে গেছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বাচ্চু বলল, "আমার কিন্তু তা বলে মনে হচ্ছে না।"

বিচ্ছু বলল, "আমারও না।"

সুজাতা, কৃষ্ণা বলল, "তা হলে?"

বিলু বলল, "তোমরা এখানেই থাকো, আমি একটু খুঁজে দেখি।"

আলেয়া বলল, "না, না। তুমি কোথায় যাবে? এখানকার পথঘাট, অলিগলি সবই আমাদের পরিচিত। আমরাই দেখছি।" বলে কৃষ্ণাকে ওদের কাছে রেখে সুজাতাকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল আলেয়া।

গলির মুখ থেকেই শুরু করল খোঁজাখুঁজি। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে হঠাৎই হদিস মিলল। একজন পানওয়ালা বলল, সে একজন বাঙালি ছোকরার জামার কলার ধরে দু'জন গুন্ডাকে মোদি ভবনের মধ্যে ঢুকতে দেখেছে। বলে বাড়িটাও দেখিয়ে দিল।

এই এলাকায় একই ধরনের এইসব বাড়ির ওপরতলায় কিছু বাসিন্দা থাকলেও নীচের দু'-তিন তলা ব্যবসায়ীদের দখলে। তারা এমনই ব্যস্ত যে, কেউ ওদের কোনও কথার উত্তরই দিল না। ওরা তাই সিঁড়ির ধাপ বেয়ে একতলা, দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে চারতলায় উঠল।

যেই না ওঠা অমনই বিপর্যয়। কোথা থেকে একটা অ্যালসেশিয়ান বিকট চিৎকার করে তেড়ে এল ওদের দিকে। সুজাতা তখন এক লাফে কয়েক ধাপ নীচে। আলেয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে দারুণ আতঙ্কে বসে পড়ল সেখানেই। ওর দেহ জুড়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরের মালিক এসে কুকুরটাকে ধরে না ফেললেই হয়েছিল আর কি।

সুজাতা তখন এক পা এক পা করে এসে আলেয়াকে ধরে দাঁড় করিয়েছে। ওর ভেতর থেকে ভয়ের ঘোরটা কাটেনি তখনও।

মালিক কুকুরটাকে শান্ত করে বললেন, "ডরো মাৎ। ও কুছ নেহি কিয়েগা।" বলে বললেন, "তুম হিঁয়া কিস লিয়ে আয়া?"

আলেয়া কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আমরা একটা ছেলের খোঁজে এখানে এসেছিলাম।"

মালিকের কপাল কুঁচকে উঠল। বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "লেড়কা! ইধার?"

"হ্যাঁ। দু'জন গুন্ডা আমাদের একটি ছেলেকে এই বাড়ির ভেতর নিয়ে এসে রেখেছে।"

"সমঝ গিয়া।" বলে শূন্যদৃষ্টিতে একটুক্ষণ কী যেন ভেবে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, "অন্দর আ যাও।"

ওরা কুকুরের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতেই চোখে অন্ধকার দেখল। নিগ্রো ছাঁদের দু'জন গুন্ডা ওদের লুফে নিল প্রায়। তারপর মালিকের নির্দেশ পেতেই আর একটি ঘরের ভেতর ওদের দু'জনকেই ঢুকিয়ে দিয়ে শিকল তুলে দিল। ব্যাপারটা এমনই আচমকা হয়ে গেল যে, কেউ কিছু বুঝে ওঠবারও সময় পেল না। খাঁচায় পোরা পাখির মতো ছটফট করতে লাগল ওরা। প্রাণপণে চিৎকার করে রুদ্ধদ্বারে বারবার আঘাত করতে লাগল, "খোলো, খোলো! দরোয়াজা খোলো! খোলো বলছি।"

কিন্তু কে খুলবে দরজা? কে-ই বা দেবে ওদের ডাকে সাড়া? অতএব ছটফটানিই সার হল।

বাবলুর পর আলেয়া ও সুজাতার অন্তর্ধানে দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। নিকটবর্তী থানায় একটা মিসিং ডায়েরি লিখিয়ে ওরা আবার ফিরে এল নরোজি নগরে। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও আতঙ্কের একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল ওদের মনের আকাশকে।

টাইগার ও হিপ্পো নামের যে দু'জন দুষ্কৃতীকে লাগানো হয়েছিল বাবলুকে অপহরণের জন্য, তারা অনায়াসেই তাদের কাজ হাসিল করে ফেলল। স্টেশন থেকেই মি. ডোগরা ও চাঙ্কির নির্দেশে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের গতিবিধিব ওপব নজর রাখতে একটি স্কুটার নিয়ে ধাওয়া করেছিল ওরা। প্রথমে নরোজি নগব, তারপর অপারেশনের ছক কষে চাঁদনি চকে। ভাগ্য ভাল যে, শিকার ওদের মুখের কাছেই এসে পড়েছিল। তাই জনবহুল এলাকার ভেতর থেকে বাবলুকে বিচ্ছিন্ন করতে একটুও অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু কেন এই অপহরণ?

সেটা জানা গেল অনেক পবে। বাবলুর আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কেটে গেল তখন দেখল একটি ঘরের মধ্যে ক্যাম্পখাটের ওপর শুয়ে আছে সে। এইবার একটু একটু করে ওর মনে পড়ল সব। দু'জন গুন্ডা ওকে ওদেব বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে ভিড়ের ভেতব থেকে টেনে নিয়েই ঘাড়ে দুটো রদ্দা মেরে টানতে টানতে ওপরে ওঠাল। তারপর এই ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে এমন একটা ইঞ্জেকশন দিল যে, রীতিমতো আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। এখন ওর হাত-পা বাঁধা নেই, তবে দবজাটা বন্ধ।

ও ধীরে ধীরে জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে রাজধানী শহরের কর্মব্যস্ততা ও লালকেল্লা দেখতে পেল। সম্ভবত বাড়িটার চারতলায় রয়েছে সে। ওকে এখানে নিয়ে আসার মধ্যে ওদের উদ্দেশ্যটা কী তা ও কিছুতেই ভেবে পেল না।

একটু পরেই ভেতরে ঢুকল সেই লোক দুটো। যারা ওকে ধরে এনেছিল। ওয়েট লিফ্‌টারদের মতো চেহাবা। অত্যন্ত বলবান। মাথার চুলগুলো নিগ্রোদের মতো করে ছাঁটা। ওরা একটা টি-টেবিলে ওর জন্য এক প্যাকেট বিরিয়ানি, এক ভাঁড় মাটন চাপ ও মিনারেল ওযাটারের একটা বোতল নামিয়ে রাখল।

বন্দির কপালে এমন রাজকীয় খানা সচরাচর জোটে না। এই একটা ব্যাপারে অন্তত এদেব সুরুচিব পবিচয় পাওয়া গেল।

বাবলু বলল, "তোমরা আমাকে এইভাবে আটকে বেখেছ কেন?"

ওরা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "খানা খা লো।"

বাবলু আর কথা না বলে খেয়ে নিল। তারপর বলল, "আমার একবাব বাথরুম যাওয়াব দরকার ছিল যে?"

ঘরের সংলগ্নই বাথরুম ছিল। ওরা সেটা দেখিয়ে দিল।

বাথরুম থেকে ফিরে এসেই বাবলু দেখল ভয়ংকবদর্শন দ্'জন লোক, তাব মধ্যে একজন বেশ রহিশ আদমি, অপরজন সাধারণ স্তরের, দুটি ফোল্ডিং চেয়াবে বসে আছে ওর ক্যাম্প খাটের সামনে।

ওদের নির্দেশে গুন্ডা দু'জন চলে গেল।

রহিশ আদমি বললেন, "আমাদের খানা তোমার পছন্দ হয়েছে তো বাবলুবাবু?

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে এখানে এইভাবে নিয়ে এসে আটকে বাখার মানে?"

"আমার একটা ছোট্ট কাজ তোমাকে করে দিতে হবে।"

"কী কাজ?"

দু'জনে তখন দু'জনের মুখের দিকে তাকালেন। রহিশ আদমি বললেন, "চাঙ্কি, তুমি বলো।"

"সমস্যাটা আপনার। আপনিই বলুন মি. ডোগবা।"

মি. ডোগরা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোমাকে একটি বিপজ্জনক কাজেব ঝুঁকি নিতে হবে। প্রয়োজনে খুনও করতে হবে হয়তো।"

শিউরে উঠল বাবলু, "খুন!"

মি. ডোগরার হয়ে এবার চাঙ্কি বলল, "হ্যাঁ খুন।"

বাবলু হেসে বলল, "রাজধানী দিল্লিতে কি ভাড়াটে খুনির এতই অভাব যে আমার মতো একজনকে নিয়ে এলেন এই কাজের জন্য?"

চাঙ্কি বলল, "শোনো ভাই, হাতি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু কেউটেব একটি ছোবলও নেহাত কম নয়। কাজেই সব কাজ কি সবাইকে দিয়ে হয়? চুরি-চামারি করতে বললে, পথেঘাটে প্যানিক সৃষ্টি কবতে বললে, অযথা খুন জখম করতে বললে, এই টাইগার ও হিপ্পোর চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই। কিন্তু এমন একজন

লোকের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে, যার ধারেকাছে যেতে গেলেই ওরা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। অতএব সেই কাজের জন্য তুমি।"

"মানলাম। কিন্তু দিল্লির মতো জায়গায় বসে আমার মতো একজনের খোঁজ আপনারা পেলেন কী করে?"

মি. ডোগরা হেসে একটা সিগারেট ধরালেন।

চাঙ্কি বলল, "আমি দিয়েছি। আমি হাওড়ার পাইকারি মাছের বাজারের কাছে থাকি। স্টেশন সংলগ্ন বড় বড় হোটেলগুলোর সঙ্গেও আমি ব্যবসাসূত্রে জড়িত। ডোগরা সাহেব তোমাদের চেনেন না। আমিই তোমাদের, বিশেষ করে তোমাকে এই কাজের উপযুক্ত মনে করে তোমার নাম প্রস্তাব করেছি। সেদিন মিত্তিরদের বাগানে বসে তোমরা যা যা আলোচনা করেছ তার সবই শুনেছি আমরা। থরের বুকে তোমাদের চারজন মেয়ে কালামোদির খপ্পরে পড়ে নিখোঁজ হয়েছে তাও জানি।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কালামোদির খপ্পরে!"

"ওই মরুদস্যুদের ওই নাম। ওরা অতি ডেঞ্জারাস। ওদের বিপক্ষ দল একটি আছে, তারা আরও ডেঞ্জারাস। এই দুই দলের সংঘর্ষের জন্য ওরা মেয়েগুলোকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে পারছে না। বারমেরের কাছে একটি গুপ্ত প্রাসাদে ওরা বন্দি অবস্থায় মৃত্যুর দিন গুনছে।"

ডোগরা সাহেব হাসলেন।

চাঙ্কি বলল, "তোমরা মরু অভিযানে আসছ ওদের খোঁজখবর নিতে সেটা জানতে পেরেই আমরা পিছু নিয়েছিলাম তোমাদেব। না হলে হাওড়াতেই গুম হতে তুমি।"

বাবলু বলল, "ধরুন আপনাদের এই প্রস্তাবে আমি যদি রাজি না হই?"

"না হওয়ার কী আছে?"

"আসলে খুনখারাপির ব্যাপারটা আদৌ আমি পছন্দ করি না।"

ডোগরা সাহেব বললেন, "আমিও পছন্দ করি না সামান্য কারণে একটি ব্রিলিয়ান্ট ও ট্যালেন্টেড ছেলেকে কষ্ট দিয়ে মেবে ফেলতে।"

বাবলু বলল, "আপনাদের পরিকল্পনাটা কী শুনি?"

"আমাব ছেলে বাজিন্দব একজন সুদক্ষ পাইলট। কিন্তু সে আন্তর্জাতিক গুপ্তচরচক্রের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, ওকে মোচড় দিলে দেশের অনেক বড় বড় লোকও ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন। ওর কাছে এমন সব কাগজপত্তর ছিল যা কোর্টে দাখিল করলে ওর বাঁচার আর কোনও উপায় থাকবে না। ওর বাড়িতে যে ছেলেটি কাজ করত সে যেভাবেই হোক ওই গোপন তথ্য জেনে ফেলে। এবং সেইসব কাগজপত্র, কিছু মূল্যবান ক্যাসেট ইত্যাদি সরকারের হাতে তুলে দেবে বলে চুরি করে পালাতে যায়। কিন্তু টাইগার ও হিপ্পোর নজব এড়িয়ে পালানো যে কত কঠিন, তা সে জানত না। ওরা ওকে তাড়া করে ধরেও ফেলে। তারপর এমন মাব মাবে যে, মরেই যায় সে। অবশ্য ওকে মেরে না ফেলা ছাড়া উপায়ও ছিল না। টাইগার ও হিপ্পোর চালে একটু ভুল হয়। ডেডবডিটা ওরা রানওয়ের মধ্যে ফেলতে গিয়েই আর এক পাইলটের নজরে পড়ে যায়। ইনি একজন প্রশিক্ষক। এবং ভেরি স্মার্ট ইয়ংম্যান। রাজধানীর রিং রোডের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। ওই পাইলটের তাড়া খেয়ে ওরা কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু খুনেব সময় ওইসব মূল্যবান কাগজপত্র উদ্ধার করার কথা ওদের মনে ছিল না। এমনকী পালাবার সময়ও নয়। কাজেই বুঝতে পারছ কীরকম মাথামোটা ওরা। অথচ ওগুলো উদ্ধার করে প্রমাণ লোপের জন্যই এই খুন।"

"রিং রোডের ওই পাইলটের কাছেই কি ডকুমেন্টসগুলো আছে?"

"না। তা হলে তোমার শরণ নেওয়ার দবকারই হত না। ওই পাইলট তার সহকর্মীকে ফাঁসাবার জন্য সব কিছু সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসারের হাতে তুলে দেয়। তাঁর কাছ থেকেই ওগুলো উদ্ধাব করে আনতে হবে তোমাকে।"

বাবলু বলল, "অসম্ভব ব্যাপার।"

"জানি কাজটা মোটেই সহজ নয়, তবু যেভাবেই হোক তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। মনে রেখো তোমারই ওপর নির্ভর করছে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ।"

"ধরুন তিনি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে না চান?"

"চাইবেন। তার কারণ মি. বারগান্ডা হলেন ব্রিগেডিয়ার নেগির অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তুমি তোমার প্রবলেমের কথা জানাতে নেগির চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি কিছুতেই তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। ওই অবসরে কৌশলে কাজটা হাসিল করে আসতে হবে তোমাকে।"

"কিন্তু এই কাজ করতে গেলে ব্রিগেডিয়ার নেগি এবং আমি দু'জনেই তো জড়িয়ে পড়ব।"

"পড়বে। তাতে তোমাদের আর যাই হোক, ফাঁসি হবে না। কিন্তু ওই ডকুমেন্টসগুলো ওঁর হাতে থাকলে আমার ছেলের ক্ষেত্রে সেটাই হবে।"

"ওই কাজ করবার সময় যদি হাতেনাতে ধরা পড়ি?"

"তখন বাধ্য হয়েই গুলি চালাবে। শোনো বাবলু, এত করেও শেষ পর্যন্ত হয়তো আমার ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারব না। নেহাত একজন পাইলট বলে এখনও সে পার পেয়ে যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে অ্যারেস্ট হয়ে যেত। ওই কাগজগুলো যদি সেনাবাহিনীর অফিসারের হাতে না পড়ত তা হলে ভয়ের কিছু ছিল না। একটা খুনের মামলা এখন ওর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু ওইসব কাগজপত্তর কোর্টে পেশ করলেই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ওর। অতএব বুঝতে পারছ একমাত্র তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়েই এ-কাজ সম্ভব নয়। ওই কাগজগুলো হাতে পেলেই আমাদের বিপদ কাটবে।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "যে কাগজগুলো হস্তগত করবার জন্য আপনি এত কিছু করছেন, ওই অফিসার যে সেগুলির একাধিক কপি জেরক্স করিয়ে রাখেননি তাই বা কে বলতে পাবে?"

ডোগরা সাহেবের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তুমি খুব বুদ্ধিমান। এই কথাটা কিন্তু আমার একবারও মনে হয়নি। যাই হোক, ওই কাগজগুলো আমার চাই। আর চাই ওই অফিসারের মৃত্যুসংবাদ পেতে। অবশ্য ওই কাজটা তুমি করতে না পারলেও লোক দিয়েও আমি করাব। মোট কথা, ওকে আমি ছাড়ব না।"

বাবলু বলল, "পরিকল্পনাটা আপনি ভালই কবেছেন। কিন্তু ধরুন, ব্রিগেডিয়ার নেগিই যদি আমাদেব প্রত্যাখ্যান করেন? ওঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনার কথা তো আপনি পরে জানলেন, তার আগে আপনি কী করে আশা করলেন আমি ওই অফিসারের কাছাকাছি যেতে পারব?"

"নেগির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও তোমার বুদ্ধি দিয়ে ও-কাজ যে তুমি করতে পারবে সে ভরসা আছে বলেই তো এত মাথা ঘামানো তোমাকে নিয়ে। তোমার টার্গেট যে অব্যর্থ, এমন খবরও পেয়েছি আমি। এখন শোনো, তোমার জীবনও বিপন্ন। এই কাজ তুমি করতে না পারলে, বা করতে না চাইলে এই বাড়ির ছাদেব ওপর থেকে তোমাকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে।"

"তা তো দেবেনই। কিন্তু ডোগরা সাহেব, এতবড় একজন প্ল্যানার হয়েও অঙ্কে আপনি খুবই কাঁচা।"

"কেন?"

"একটা কথা আপনি বুঝছেন না কেন, সেনাবাহিনীর কোনও পদস্থ অফিসাব কি যেখানে-সেখানে কোনও বাসাবাড়িতে থাকেন? রীতিমতো প্রোটেকটেড এরিয়ার মধ্যেই থাকেন ওঁরা। কাজেই ওঁর সঙ্গে যে কোনও উপায়েই হোক দেখা করতে গেলে ওঁর সিকিউরিটি গার্ডরা যখন গেট-এ ঢোকাব মুখেই আমাকে সার্চ কববে তখন আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা পড়লে কোন উত্তরটা দেব আমি?"

"সেটা আমার জানবার কথা নয়। তবে ব্রিগেডিয়ার নেগির সুপারিশে গেলে কোনও প্রবলেমই অ্যারাইজ করবে না। মনে রেখো শুধু আমার ছেলেরই জীবন নয়, অনেক বড় বড় লোকেবও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওই কাগজগুলোর ওপর।"

"ও তো আগেই শুনেছি। কিন্তু এই কাজের জন্য আমি কী পাব?"

"কম করেও এক কোটি টাকা।"

বাবলু মনে মনে হেসে মুখে বলল, "মঞ্জুর। কিন্তু এতবড় একটা ঝুঁকিব কাজ করবাব আগে টাকাটা নগদে এবং অগ্রিম হিসেবে আগেই আমি পেতে চাই।"

"না। ডকুমেন্টসগুলো হাতে না পাওয়া পর্যন্ত অত টাকা আমি তোমার হাতে কখনওই তুলে দিতে পারি না। এক হাতে নেব অন্য হাতে দেব।"

"তখন যে টাকাব বদলে আপনি একটি বুলেট আমাকে উপহার দেবেন না তাই বা কে বলতে পারে?"

"এইসব কাজে একটু বিশ্বাস করতে হয় ভাই।"

বাবলু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "একজন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর কথায় আমি বিশ্বাস করব এটা আপনি ভাবলেন কী করে? যে লোক দেশের সঙ্গে, মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, করে সে যে আমার মতো নগণ্য একজনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তার কি কোনও ঠিক আছে? অতএব আগে টাকা, পরে কাজ। গিভ অ্যান্ড টেক। আন্ডারস্ট্যান্ড?"

"তার মানে তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও?"

"আমি চাই না। কিন্তু আপনি চান।"

"বুঝেছি। সোজা আঙুলে ঘি তা হলে উঠবে না। তোমাকে আমি নৃশংসভাবে হত্যা করব।"

"আপনার মতো বাজে লোকের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যায়?"

ডোগরা সাহেবের দু'চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। ফুঁসে উঠল চাঙ্কিও।

ডোগরা সাহেব বললেন, "তুমি কি জানো, তোমার দলের দুটি মেয়েও এখন আমার হেফাজতে?"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "আমার দলের মেয়ে!"

মি. ডোগরা হাতে তালি দিতেই টাইগার ও হিপ্পো ঘরে ঢুকল।

"উন দোনোকো ইধার লাও।"

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হল। আলেয়া আর সুজাতাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ওরা।

বাবলু দেখল ভীতা হরিণীর মতো অবস্থা ওদের। চোখের কোলে জল।

বাবলু বলল, "তোমরা কী করে এদের খপ্পরে পড়ে গেলে?"

আলেয়া বলল, "তোমার খোঁজে এখানে আসতে গিয়েই এই অবস্থা হয়েছে আমাদের।"

"ওরা সব কোথায়?"

"ওরা ঠিক আছে। এতক্ষণে হয়তো বাড়ি ফিরে গেছে সবাই। ওরা জানেও না আমরা এইভাবে ফেঁসে গেছি বলে।"

"এই বাড়ির হদিস ওরা জানে?"

"না।"

এমন সময় হঠাৎ বাইরে কুকুরের হাঁকডাক শুনে ছুটে গেল টাইগার। তারপর কুকুরটাকে শান্ত করে ফিরে এসেই বলল, "মালিক! রাঙটা নে কুছ খুশ খবরি লায়া।"

"অন্দর আনে বোলো।"

একটু পরেই নৃসিংহ অবতারের মতো চেহারা নিয়ে তামাটে রঙের একটি বদ লোক টাইগারের সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

আলেয়া আর সুজাতা তাকে দেখেই শিউরে উঠল ভয়ে। ওরা একটু পিছিয়ে এসে বাবলুকে ফিসফিস করে বলল, "বাবলু, এই হচ্ছে আর এক শয়তান। ওই মরুদস্যুদের দলে এই লোকটাও ছিল।"

"ঠিক বলছ?"

"মুখ চিনতে আমরা ভুল করব?"

"তার মানে ওই কালামোদি গ্রুপের সঙ্গেও আমাদের ডোগরা সাহেবের যোগাযোগ আছে।"

রাঙটা ঘরে ঢুকেই আলেয়া ও সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুম লোগ্ হিয়া?"

ডোগরা সাহেব বললেন, "তুম ইসকো পহছান্তে হো?"

"হাঁ মালিক। এ দোনো হামারে হাত সে নিকাল গয়ি।"

ডোগরা সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "এখান থেকে আর কোথাও ওরা যেতে পারবে না। লেকিন সমাচার ক্যা?"

রাঙটা ডোগরা সাহেবের কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডোগরা সাহেব। তারপর ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কীসব বলে বিদায় দিয়েই ফিরে এলেন। ফিরে এসে চাঙ্কিকে বললেন, "ওই পাইলট এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। শুধু আর্মি-অফিসারটাকে কবজা করতে পারলেই প্রমাণ লোপ।"

বাবলু বলল, "ওই কাজটার জন্য তো আমরা আছি।"

"তা আছ, কিন্তু কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করলে ফল কিন্তু মারাত্মক হবে।"

"জানি। আপনার কাজ আমরা করে দেব। শুধু টাকার ব্যাপারটা কী করবেন আপনি ঠিক করুন।"

"টাকা পাবেই। কথার নড়চড় হবে না। টাকা তো আমি একা দেব না, সবাই মিলে দেবে। জোগাড় করতে হবে।"

"ঠিক আছে। এই কাজ আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়, এই মেয়েদুটিকেও সঙ্গে চাই। আমি যখন অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলব, এরা তখন কাজ হাসিল করবে।"

"বাঃ বাঃ। গুড আইডিয়া।"

"সেইজন্যই এখন থেকে এরা দু'জন আমার কাছে থাকবে। আর এই কাজ করতে গেলে আমাদের অনেকরকম ফন্দি-ফিকির করে ছক কষতে হবে। তাই বেশ কিছু কাগজপত্তর ও একটা পেন আমাকে দিন। আর শুনুন, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের। একটু চায়ের ব্যবস্থা করে এক প্যাকেট লজেন্স পাঠিয়ে দিন। আজকের দিনটা কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারলে কাল সকাল থেকেই ফিল্ডে নেমে পড়ব আমরা।"

চাঙ্কি বলল, "ওসবের জন্য তোমরা চিন্তা কোরো না। সব ব্যবস্থা এখনই করে দিচ্ছি।"

বাবলু ডোগরা সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "ওই পাইলট কি এখনও জীবিত?"

"ও ইয়েস। ওঁকে এখন পোখরান ও ফালৌদির মাঝামাঝি একটা জায়গায় রাখা হয়েছে। তোমাদের দিয়ে কাজ হাসিল না হলে কাগজগুলো ফেরত পাওয়ার জন্য টোপ হিসেবে ওঁকেই ব্যবহার করব। খেলা তো এইবারই জমবে।"

ডোগরা সাহেব চাঙ্কিকে নিয়ে চলে গেলেন। টাইগার আর হিপ্পো রাগুটাকে নিযে আগেই বিদেয় হয়েছিল।

বাবলু ক্যাম্পখাটে গিয়ে বসলে আলেয়া আর সুজাতাও ওর মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল।

আলেয়া বলল, "তুমি কি সত্যি-সত্যিই এই শয়তানদের হয়ে কাজ করবে?"

"খেপেছ? এত বোকা আমি? এখন চেষ্টা করছি কোনওরকমে এই বন্দিশালা থেকে পালিয়ে বাঁচতে। এখানে এসে একটা উপকার কিন্তু হয়েছে আমাদের।"

সুজাতা বলল, "কীরকম!"

"মরুদস্যুদের কবলে পড়ে পায়েলদিরা যে কোথায় এবং কীভাবে আছে সেটা কিন্তু জেনে গেছি।"

আলেয়া, সুজাতা দু'জনেরই চোখ কপালে উঠে গেল।

আলেয়া বলল, "কী করে জানলে? কোথায় ওরা?"

"ওদেরই মুখ থেকে শুনলাম, বারমেরের কাছে কোনও এক গুপ্তপ্রাসাদে বন্দিনী হয়ে আছে ওরা। ওদেব বিপক্ষ একটি দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ায় ওরা ওদের নিয়ে পালাতে পারছে না।"

"বারমের! পায়েলদির মুখে ওই জায়গার নাম আমরা শুনেছি। ক্যামেল সাফারিতে হযতো ওইদিকেও যেতাম আমরা।"

"কোথায় যেতে না-যেতে, সেটা পরের কথা। তুমি কখনও বলছ এখানে যেতাম, কখনও বলছ ওখানে যেতাম, আবার কখনও বলছ তোমরা উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলে। কাজেই অত কিছু আমাব জানবার দরকার নেই। এখন যেভাবেই হোক এদের খপ্পর থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তোমরা দু'জনে এদের পাল্লায় পড়ে গেলে কী করে, আর দলছুটই বা হলে কীভাবে?"

আলেয়া তখন সব বলল।

বাবলু বলল, "এলেই যখন, সকলের সঙ্গে একসঙ্গে আসাই উচিত ছিল।"

"কী করে জানব বলো যে, তোমার এই অবস্থা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম দলছুট হয়ে তুমিই বোধহয় আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছ।"

"যাক। তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই ফোন আছে? নম্বরটা বলো দেখি?"

আলেয়া বলল, "ফোন নম্বর জেনে কী করবে?"

"এখান থেকে পালাবার একটা উপায় বের করেছি।"

"অসম্ভব। ওই কুকুরের গ্রাস থেকে রেহাই পাওয়া অত সোজা নয়।"

এমন সময় চা, লজেন্স, দিস্তেখানেক কাগজ, কয়েকটা খাতা ও ডট পেন নিয়ে এসে রেখে গেল টাইগার। রেখে গেল, কিন্তু যাওয়ার সময় আবার দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে শিকল তুলে দিয়ে গেল।

টাইগার চলে যেতেই ওরা চা-পর্বটা সেরে নিল প্রথমে। তারপরই শুরু করল ওদের কাজ।

বাবলু বলল, "এদের সঙ্গে এখনই সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে প্রথমে একটু চালাকি করা যাক। বিলু, ভোম্বলরা নিশ্চয়ই আশপাশেই আছে। এবং আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে। থানা পুলিশও করেছে নিশ্চয়ই। তাই বলি কী, আমাদের এই ঘরে অবস্থিতির কথাটা কতকগুলো কাগজে লিখে লজেন্সে মুড়ে রাস্তায় ফেলতে থাকি এসো।"

"ওগুলো যদি হাওয়ায় উড়ে যায়?"

"যাতে না যায় সেইজন্যই তো লজেন্স দিয়ে মুড়ছি। দু'-একটা এদিক-ওদিক হলেও কিছু নিশ্চয়ই লোকের গায়ে পড়বে, আর তখনই জানাজানি হয়ে যাবে ব্যাপারটা।"

সুজাতা বলল, "নাঃ। প্ল্যানটা তুমি ভালই করেছ। আমার মনে হয় এতেই কাজ হবে।"

অতএব লেগে পড়া গেল। ওরাও বন্ধ ঘরের দরজায় ভেতর থেকে খিল দিয়ে লিখতে বসে গেল ছোট-বড় অনেক কাগজে। ওরা লিখল, "উই আর ইন ট্রাব্‌ল্‌। নিয়ার চাঁদনি চক মোদি ভবন, উই আর প্রিজনার। ইফ এনিবডি গেট্‌স দিজ চিট, প্লিজ ইনফর্ম দ্য পুলিশ অর ডায়াল ৭৫১ ...।" তারপর সেই লেখা কাগজগুলো লজেন্সে মুড়ে ছুড়তে লাগল রাস্তায়। কাগজে লিখল, ছোট খাতায় লিখল, আর ফেলল।

বাবলু বলল, "কারও না কারও নজরে আসবেই এবার। আমরাও বিপন্মুক্ত হব।"

সুজাতা বলল, "এদিকে কিন্তু বেলা গড়িয়ে আসছে।"

বাবলু বলল, "আসুক না। ভয় কী?"

আলেয়া বলল, "ধরো, চিঠি পেয়েও কেউ যদি কিছু না করে?"

"তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।" বলেই পিস্তলটা বের করে দেখাল ওদের।

বাবলুর হাতে পিস্তল দেখে বুকে যেন বল এল। সুজাতা বলল, "তোমার পিস্তলে ক'টা গুলি আছে জানি না। একটা কিন্তু ওই কুকুরটার জন্য রেখো। ওটাকে বধ করতে না পাবলে এখান থেকে পালানো অসম্ভব।"

"দেখাই যাক না কার নিয়তি কীভাবে ঘনায়।"

আলেয়া বিরক্তির সঙ্গে বলল, "যা রাগ ধরছে না আমার, কী কাজের জন্য প্রস্তুতি নিলাম আর কীভাবে কোথায় এসে ফেঁসে গেলাম।"

বাবলু বলল, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। এখানে না এলে তো জানতেই পারতাম না পায়েলদির কথা। শুধু তাই নয়, ওই বন্দি পাইলটকে কোথায় রাখা হয়েছে তা জেনেছি, সেনাবাহিনীর ওই অফিসার মি. বারগান্ডাকে হত্যার যে পরিকল্পনা ওরা করছে তাও জেনে গেলাম। এখন যদি আমরা কোনওরকমে এখান থেকে বেরোতে পারি তা হলে সবাই বিপন্মুক্ত হবে। সেইসঙ্গে আমরাও যে কাজের জন্য এতদূর এসেছি সে কাজে সফলতা লাভ করব। তার কারণ আমরা অন্যেব হয়ে এগিয়ে গেলে অন্যরাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।"

আলেয়া বলল, "আচ্ছা বাবলু, ট্রেনের ওই যে ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, ফোন নাম্বার দিলেন, ওঁর পাইলট ছেলের কথা বললেন, তিনিও তো একজন প্রশিক্ষক। ওঁব সেই ছেলেই নয় তো?

"হতে পারে। যিনিই হোন, ওঁর জীবনরক্ষার দায়িত্বও আমাদের। পাইলট হওয়া কি মুখের কথা?"

দেখতে দেখতে সন্ধে উত্তীর্ণ হল। মহানগরী সেজে উঠল আলোকমালায়। ওরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে কে আসে মুক্তির মশাল জ্বেলে ওদের বিবরমুক্ত করতে, সেই আশায়।

অনেক, অনেক পরে মসমস জুতোর শব্দের সঙ্গে দরজায় দুমদাম করাঘাত।

বাবলু দরজা খুলে দিতেই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন ডোগবা সাহেব ও চাঙ্কি। টাইগার ও হিপ্পো তখন কুকুরটাকে চেনে বেঁধে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

চাঙ্কি বলল, "চটপট তৈরি হয়ে নাও। এখনই যেতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "কোথায়?"

"যেখানে আমরা নিয়ে যাব।"

"কোথায় নিয়ে যাবে তোমরা?"

ডোগরা সাহেব বললেন, "আমাদের কাছে খবর আছে কাল বেলা বারোটা নাগাদ মি. বারগান্ডা বিকানির থেকে ছাব্বিশ কিমি দূরে দেশনোকে যাবেন করণিমাতার মন্দিরে পুজো দিতে। ওই মন্দিরকে বলা হয় চুহা মন্দির। পৃথিবীবিখ্যাত ওই মন্দিরে ফরেনাররাও আসেন। মন্দির প্রাঙ্গণে শতসহস্র ইঁদুর অবাধে ছুটোছুটি করে। মায়ের প্রসাদ খায়। ওই খেয়েই বেঁচে আছে ওরা। সবচেয়ে রহস্য এই, মন্দিরের বাইরে ভুলেও যায় না ইঁদুরগুলো। যাই হোক, প্রবাদ এই, ওই ইঁদুরের দল প্রসাদে মুখ না দিলে সেই প্রসাদ, প্রসাদ বলেই গণ্য হবে না। ইঁদুরে মুখ দেওয়া ওই প্রসাদ খেতে রুচি না হলেও লোকে ভক্তিভরে ওই প্রসাদ খেয়ে থাকে। ওইখানকার এমনই নিয়ম যে, কারও পায়ের চাপে একটি ইঁদুর মরে গেলে তাকে একটি রুপোর ইঁদুর গড়িয়ে দিতে হয়।"

"তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওখানে আমার কী কাজ?"

"তুমি ওখানে ভিখিরির ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াবে। ওইখানে ওই ইঁদুরগুলোর দৌরাত্ম্যির জন্য সবাই অসতর্ক থাকে। কেন না ওগুলো এমনভাবে পায়ের ওপর দিয়ে দৌড়য় যে, ভালভাবে বিগ্রহ দর্শনের দিকেও মন দেওয়া যায় না। করণিমাতার ওই মন্দিরেই সকলের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে বারগান্ডাকে গুলি করবে তুমি। একজন লেম ম্যান মন্দিরপ্রাঙ্গণের সামনের চাতালে সবসময় বসে থাকে। চোখেও কম দেখে, সেইখান থেকে গুলি করেই রিভলভারটা ওর পায়ের কাছে রেখে কেটে পড়বে তুমি। তোমার দলের এই মেয়েদুটো চিৎকার

চেঁচামেচি করে একটা সিন ক্রিয়েট করবে এবং ভীষণদর্শন একজন লোক যে এই কাজ করেছে তা রটাবে। ঠিক তখনই একটি টাটা-সুমো এসে তুলে নেবে তোমাদের। তারপর তোমাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে যথাস্থানে।"

"অর্থাৎ কবরে।"

"হ্যাঁ, তাই দেবে।'

"কিন্তু রিভলভার সাপ্লাই দেবে কে?"

"আমিই দেব।"

বাবলু বলল, "আপনার কথামতো কাজ না হয় করলাম, কিন্তু বারগান্ডাকে যদি মেরেই ফেলেন তা হলে আপনার কাগজপত্রগুলো উদ্ধারের কী হবে?"

"ওইগুলোর জন্য অবশ্য তখন আর আমার মাথাব্যথা থাকবে না। তার কারণ আসল লোকই যদি সরে যায়, তখন ওই কাগজ সাবমিট করবে কে? আর তোমার কথা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ ওই শয়তান যদি একাধিক কপি জেরক্স করিয়ে থাকে তা হলে তো সমূহ বিপদ। তাই বারগান্ডা খুন হলেই আমি সব দায় আমার কাঁধে নিয়ে অন্য রাষ্ট্রে পালিয়ে যাব। মাঝখান থেকে ছেলেটা পার পেয়ে যাবে। অতএব বারগান্ডাকে মারলে আমাদের রেহাই নেই।"

মি. ডোগরার কথা শেষ হতেই চেনে বাঁধা কুকুরটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল টাইগার।

হিপ্পো যমদূতের মতো দরজা আগলেই দাঁড়িয়ে রইল।

টাইগার বলল, "লেকিন ডোগরা সাহেব, হাম দোনোকা ক্যা হোগা?"

ডোগরা সাহেব রক্তচক্ষুতে ওদের দিকে রিভলভার তাগ করে শয়তানের হাসি হাসতে লাগলেন। চাঙ্কির হাতেও রিভলভার। কুটিল চাহনি তার চোখেও।

টাইগারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে একটু একটু করে পিছু হটে দেওয়ালের দিকে সরে যেতে লাগল এবার।

হিপ্পোর চোখেও তখন জ্বলে উঠল আগুন। সে পেছনদিক থেকে লাফিয়ে পড়ল ডোগরা সাহেব ও চাঙ্কির ওপর।

চাঙ্কির হাত থেকে একটা গুলি ছিটকে এসে লাগল টাইগারের বুকে। সে আর্তনাদ করে বসে পড়ল।

দরজা খোলা পেয়ে কুকুরটা ভয় পেয়েই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক 'আঁউ আঁউ' করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একবারে বাড়ির বাইরে।

আপদ গেল। এই সুযোগটা বাবলুও তার কাজে লাগাতে ছাড়ল না। আলেয়া ও সুজাতাকে ইশারা করে সেও চলে এল দরজার কাছে। তারপর দরজাটা টেনে বন্ধ করে শিকল তুলে দিল। ঘরের ভেতর তখন মল্লযুদ্ধ বেধে গেছে। একটু পরে দুটো গুলির শব্দও শোনা গেল।

ওরা আর এক মুহূর্তও রইল না সেখানে।

থাকবার দরকারটাই বা কী? একসঙ্গে তিনজনেই যে-মুক্তি পেয়েছে, এই তো যথেষ্ট। এখন মরুক ওরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে।

বিপন্মুক্ত হয়ে ওরা তরতর করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। আর তখনই দেখল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু ও কৃষ্ণা পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত ওপরের দিকে উঠে আসছে। সেইসঙ্গে পুলিশ এবং অনেক, অনেক লোক।

পঞ্চু তো বাবলুকে দেখেই ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বিলু, ভোম্বল আনন্দে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে।

বিচ্ছু বলল, "তুমি ঠিক আছো তো বাবলুদা?"

"হ্যাঁ, তোরা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছিলি আমার জন্য?"

"করছিলামই তো। তুমি যে চিরকুটগুলো রাস্তায় ফেলছিলে তা পেয়েই পর পর কয়েকজন লোক ফোনে আমাদের এখানকার কথা জানায়। থানায় খবর দেয়। সেই সূত্র ধরেই ছুটে এলাম আমরা।"

বিলু বলল, "তোরা রেহাই পেলি কী করে?"

"ভাগ্যজোরে। উলটে সবক'টাকে আমরাই বন্দি করেছি। পুলিশ যখন এসেছে তখন চলো সবাই মিলে ওদের আমরা দাঁড়িয়ে থেকে গ্রেফতার করাই।"

পুলিশের লোকেরাও ওদের কাছে জানতে চাইল শয়তানের ঘাঁটি কোনখানে।

ওরা আবার ওপরে উঠে ঘর দেখিয়ে দিতেই শিকল খুলে দেখা গেল ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু তাই নয়, সাড়াশব্দও নেই কারও। অবশেষে সকলের সমবেত চেষ্টায় দরজাটা ভেঙে ফেলা হল। কিন্তু এ কী!

গেল কোথায় সব? ঘরের মেঝেয় চাপ চাপ রক্ত। কিন্তু কেউ নেই। বাথরুমের ভেতর টাইগার ও হিপ্পোর লাশ পাওয়া গেলেও ডোগরা সাহেব ও চাঙ্কি উধাও।

হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সবাই দেখল ঘরের একাংশে দেওয়ালের গায়ে আয়নার আড়ালে মানুষ গলে যাওয়ার মতো একটি গোলাকার গোপন পথ আছে, দুষ্কৃতীরা সেখান দিয়েই পালিয়েছে। ঘুলঘুলির ওপারে আর একটি ঘরে ঢুকে নেমে গেছে ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে নিরাপদ স্থানে। অর্থাৎ কিনা এটাই ওদের এমার্জেন্সি গেট।

পঞ্চু সেইদিকে তাকিয়ে সমানে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। বাবলু অনেক কষ্টে আশ্বস্ত করল ওকে।

এর পর পুলিশ শুরু করল ওদের তদন্তের কাজ। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ফিরে এল নরোজি নগরে আলেয়াদের বাসায়।

॥ ৫ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফিরে এলে। আলেয়াদের বাড়িতে যেন উৎসব লেগে গেল তখন। বাবলুর কিন্তু সেদিকে মন নেই। অন্যেরা হইহট্টগোল করতে থাকলেও বাবলু সর্বাগ্রে টেলিফোন করল সেই ভদ্রলোককে। যাঁর ছেলে একজন পাইলট এবং সুদক্ষ ট্রেনার।

ফোন ধরেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভদ্রলোক। বললেন, "আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই। কিছু দুর্বৃত্ত আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে। হয়তো মেরেই ফেলেছে এতক্ষণে। এই নিয়ে চারদিক তোলপাড় হচ্ছে। শোনোনি কিছু?"

"শুনেছি। এবং শুনেছি বলেই আপনাকে বলছি, এতটা ভেঙে পড়বেন না। ধৈর্য ধরুন, মনকে শক্ত করুন।"

"পুরো ব্যাপারটা তুমি জানো না, তাই এই কথা বলছ। আমার ছেলেকে হত্যার উদ্দেশ্যেই নিয়ে গেছে ওরা।"

"আমি সব জানি। কে বা কারা নিয়ে গেছে আপনার ছেলেকে, তাও জানি। এমনকী আপনার ছেলে এখন কোথায় আছে, সে খবরও পেয়ে গেছি।"

"বলো, বলো কোথায় সে? ওকে ওরা মেরে ফেলেনি তো?"

"এখনও পর্যন্ত মনে হয়, না। দিল্লি থেকে অনেকদূরে থর মরুভূমির গভীর গোপনে দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে আপনার ছেলেকে।"

"আমি বুঝতে পারছি না এতসব তুমি জানলে কী করে?"

"সে কথা তো টেলিফোনে বলা যাবে না। পারলে আপনি এখনই একবার আমাদের এখানে চলে আসুন। দেরি করবেন না।" বলে ওদের ঠিকানাটা দিয়ে দিল।

কিছু সময়ের মধ্যেই ভদ্রলোক এলেন। বাবলু তাঁকে ঘরে বসিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে কেন এবং কীজন্য এখানে এসেছে, সব বলল। এও বলল, কীভাবে ওরা ওই দুষ্টচক্রের হাতে বন্দি হয়ে ছিল সারাটা দিন। কীভাবে মুক্তি পেয়েছে, সব বলল।

সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, "তা হলে বলছ আমার ছেলে এখনও জীবিত আছে?"

"আশা করা যায়। কেন না আজই তো ওঁকে কিডন্যাপ করেছে ওরা। এইবার ওঁকে আটকে রেখে মুক্তিপণ হিসেবে হয়তো ওই কাগজগুলো ফেরত পেতে চাইবে।"

"কিন্তু ওগুলো ফেরত পেয়েই বা লাভ কী? জানাজানি যখন হয়ে গেছে ব্যাপারটা, তখন সেনাবাহিনীর লোকেরা কি সহজে ছাড়বে? এখন নজরে রাখছে, পরে সুযোগ বুঝে ঠিকই ধরবে। মারের চোটে কথা আদায় করে নেবে ওরা।"

"সেইজন্যই তো ডোগরা সাহেব খুনখারাপি করে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে চাইছেন। যাতে ওঁর ছেলের ওপর থেকে সন্দেহের কাঁটাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।"

ভদ্রলোক বললেন, "এখন তা হলে কী করব? পুলিশকে জানাব এইসব ব্যাপারগুলো?"

"ভুলেও না। কারণ পাখি এখন ফুড়ুত। তা ছাড়া থর মরুভূমির ব্যাপারস্যাপারগুলো রাজস্থান পি. এস-এর আন্ডারে। এখন এ-নিয়ে হইচই করলে আপনার ছেলেকেও ওরা সরিয়ে দেবে আর আগামীকাল করণিমাতার মন্দিরে মি. বারগান্ডাকে হত্যার যে পরিকল্পনা ওরা করেছে, তার থেকেও পিছিয়ে আসবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা কি আজই যাবে বিকানিরে?"

"একটু পরেই।"

"কীভাবে যাবে তোমরা?"

"রাত ন'টা পঁচিশের বিকানির মেলে।"

"রিজার্ভেশন করা আছে?"

"এমনিই চলে যাব।"

"পারবে না। একে মিটারগেজ গাড়ি। তায় প্রচণ্ড ভিড় হয় সাধারণ বগিতে। তোমরা বরং আমার ছেলের গাড়িটা নিয়েই চলে যাও। ট্রেনের অনেক আগে পৌঁছে যাবে তোমরা। বিকানিরে গিয়ে তোমরা উঠবে কোথায়?"

"শুনেছি ওইখানে স্টেশনের কাছেই মেটা ধর্মশালা আছে। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমরা সেইখানেই ট্যুরিস্ট হিসেবে গিয়ে উঠব।"

"ভুলেও ওই কাজটি করবে না। শয়তানের চোখ চারদিকে। ঠিক চিনে ফেলবে ওরা। বিকানির শহর থেকে পাঁচ কিমি দূরে মুরলীধর ব্যাস। ওইখানেই মরুভূমির বুকে গজিয়ে-ওঠা ছোট্ট একটি কলোনিতে আর এন কুণ্ডু নামে আমার ছেলের এক বন্ধু থাকে। স্ত্রী এবং ছোট্ট একটি বাচ্চা নিয়ে সুখের সংসার ওদের। তোমরা ওখানেই উঠবে। আমার ছেলের ওই বন্ধু কুণ্ডু নাল এয়ারফোর্স বেস-এর একজন কর্মী। ওরা স্বামী-স্ত্রী, এমনকী ছেলেটাও খুব ভোরে বেরিয়ে যায়। ফেরে বিকেল অথবা সন্ধ্যায়। ছেলেটা এয়ার ফোর্সের স্কুলে পডাশোনা করে। বউমা শিক্ষকতা করেন। অতএব বুঝতে পারছ, সারাটাদিন তোমরা ওখানে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে। চিন্তাভাবনা করতে পারবে। উপরন্তু কেউ তোমাদের সন্দেহ করা দূরে থাক, গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ আপনাকে। তবে এটুকু জেনে রাখবেন, আপনার ছেলেকে ওরা যেখানেই লুকিয়ে রাখুক না কেন, ওঁকে খুঁজে বের আমরা করবই।"

"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

"আপনিও আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

"অবশ্যই।" বলে বাবলুর কাছ থেকে কাগজ পেন নিয়ে মি. কুণ্ডুকে খসখস করে একটা চিঠি লিখে দিলেন। তারপর বললেন, "আমি যে গাড়িতে এসেছি সেই গাড়িতেই তোমবা চলে যাও। ড্রাইভারকে বলি দূরপাল্লায় যাওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা করে নিতে। ততক্ষণে তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আধঘণ্টার মধ্যেই রওনা।"

"আপনি তা হলে কী করে বাড়ি যাবেন?"

"আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাচ্ছি।"

আলেয়ার বাবা ক্যাপ্টেন রায় সব শুনছিলেন এতক্ষণ। এবার কাছে এসে বললেন, "এতসব কাণ্ডের পর একা আপনি ট্যাক্সি করে যাবেন? তার চেয়ে আপনার গাড়িই আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এদের নিয়ে যাক।"

যুক্তিটা মন্দ নয়। ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ডেকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বিদায় নিলেন।

আলেয়ার মা বললেন, "আজকের রাত্রিটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে গেলে হত না? সারাটাদিন খাওয়াদাওয়া নেই, কিছু নেই।"

বাবলু বলল, "নষ্ট করবার মতো এতটুকু সময়ও আমাদের হাতে নেই। তা ছাড়া কাল সকালের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে যা-তা ব্যাপার হয়ে যাবে একটা।"

তাই আর বিলম্ব না করে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল ওরা।

আলেয়া, সুজাতা, কৃষ্ণাও ওদের সঙ্গ ছাড়ল না।

ক্যাপ্টেন রায় বাবলুর হাতে হাজারদশেক টাকা দিয়ে বললেন, "দরকার হলে জানিয়ো, কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দেব। ফোনে যোগাযোগ রেখো সবসময়, কেমন?"

বাবলু বলল, "চেষ্টা করব। তবে কিনা আমরা তো উই আর সেভেন-এর মতো ক্যামেল সাফারি করতে যাচ্ছি না, বরং মৃত্যুর মুখে নিজেদের ঠেলে দিয়ে কয়েকজন মৃত্যুপথযাত্রীকে রেসকিউ করতে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে থেকে কে যে ফিরব আর কে যে গুম হয়ে যাব, তা কে জানে?"

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, "তোমরা সকলেই ফিরে আসবে, এবং হাসিমুখে।"

আলেয়ার মা বললেন, "তোমাদের ওপর সেই ভরসা আছে বলেই তো মেয়েগুলোকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি বাবা।"

কথা বলতে বলতেই গাড়ি এসে গেল। বলা বাহুল্য, সবার আগে পঞ্চুই উঠে পড়ল গাড়িতে। তারপর এক-এক করে সকলে। দিল্লি থেকে সড়কপথে বিকানির চারশো চুরানব্বুই কিমি পথ। ঝকঝকে গাড়িটা ওদের নিয়ে রকেটের গতিতে ধেয়ে চলল।

এইরকমের নৈশ অভিযানে রীতিমতো উত্তেজনা থাকে। কত শহর জনপদ পার হতে হতে একসময় ওরা মরুভূমিতে এসে পড়ল। ছায়াকালো মৃদু আলোয় মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে কত জল্পনাকল্পনাই না করল ওরা! তারপর একসময় ভোরের বেলায় বিকানির শহরে ঢুকে পড়ল।

কে এম রোড ধরে সুনিশাল বিকানির ফোর্টের কাছে এসে একবারের জন্য গাড়িটা থামাল ড্রাইভার।

বাবলু বলল, "কী হল?"

ড্রাইভারের নাম মুকেশ ভাট। বলল, "এইখানে সন্তোষী মা'র মন্দিরের সামনে একটা চায়ের দোকান আছে, ওই দোকানের চা আমার খুব প্রিয়। চলো, সবাই এক কাপ করে চা খেয়ে নিই। চা খেতে-খেতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুর্গ দেখি। এখন তো ভেতরে ঢোকা যাবে না।"

চা খাওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হল।

পঞ্চু চা খাওয়ায় আগ্রহ প্রকাশ না করলেও গা-ঝাড়া দিয়ে নেমে এল।

সত্যিই ভাল চা। কী অপূর্ব তার স্বাদ। এত ভোরেও এখানে লোকজনের কমতি নেই। এখন নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। অথচ আশ্চর্য! এখনও শীতই পড়ল না এ-বছর।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মুকেশ বলল, "এই ফোর্টের নাম জানো?"

বাবলু বলল, "জানি। জুনাগড় ফোর্ট।"

"কী করে জানলে? তোমরা তো এর আগে আসোনি কখনও?"

"নাই বা এলাম? আমেরিকায় না গিয়েও যেভাবে জানা যায় আমেরিকা নামে একটি দেশ আছে, সেইভাবেই জেনেছি।"

মুকেশ বলল, "অর্থাৎ বই পড়ে।"

"হ্যাঁ। যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা যোধা সিংহ-এর পুত্র বিকা ছিলেন বিকানিরের প্রতিষ্ঠাতা (১৪৮৩—১৫০৫ খ্রিঃ) আর জুনাগড় দুর্গ তৈরি করিয়েছিলেন রাজা রায় সিংহ (১৫৮৮—১৫৯৩ খ্রিঃ), ঠিক তো?"

"বাঃ। তোমার তো দারুণ পড়াশোনা দেখছি। শুনে খুশি হলাম। এমন দুর্গ ভারতে খুব কমই আছে। বেলেপাথরের তৈরি চারকোনা এই দুর্গের চারপাশের সীমানা ৯৮৬ মিটার। যদি সময় পাও এই দুর্গটি দেখতে যেন ভুলো না। এই দুর্গ এখনও সরকারের হাতে যায়নি। এর দেখাশোনা করেন রাজাদের ২৩তম উত্তরপুরুষ করনি সিংহ।"

চা-পর্ব শেষ করে ওরা ফোর্ট এরিয়া ছেড়ে মুরলীধর ব্যাস কলোনিতে গিয়ে পৌঁছল দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই।

বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে ডোর-বেল টিপতেই মি. আর এন কুণ্ডু এসে দরজা খুলে দিলেন। সবে ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি এবং সপরিবারে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। দরজা খুলেই এই অসময়ে এতজনকে দেখেই অবাক! বেশি অবাক হলেন আলেয়া, কৃষ্ণা ও সুজাতাকে দেখে। বললেন, "এ কী! তোমরা!"

বিস্মিত এরাও কম হল না, "আপনি!"

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! পূর্ব পরিচয় ছিল নাকি তোমাদের?"

আলেয়া বলল, "মরুভূমিতে পথ হারিয়ে নাল এয়ারফোর্স বেস-এর কাছ থেকে এঁদের গাড়িতেই তো বিকানিরে এসেছিলাম আমরা।"

মি. কুণ্ডু বললেন, "কিন্তু মুকেশের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ হল কীভাবে?"

মুকেশ বলল, "এত অল্প সময়ের মধ্যে কিছুই বলা যাবে না। খারাপ খবরটা এতক্ষণে পেয়ে গেছ নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ। কালকের সান্ধ্য দৈনিক পড়ে জানলাম। কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।"

কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল ওরা। তারপর মুকেশ গিয়ে আলাদাভাবে মি. কুণ্ডুকে সব কিছু বুঝিয়ে

বলতেই কুণ্ডু বললেন, "বেশ তো, থাকুক না ওরা যতদিন ইচ্ছে। সারাটা দিন তো ফাঁকাই পড়ে থাকে ঘরগুলো। আমার এখানে তো ঘরের অভাব নেই। তবে আমাদেব ব্যাপার তো জানো, দু'-একদিনের জন্য যে ছুটি নিয়ে ওদের দেখাশোনা বা সহযোগিতা করব, সে উপায়ও নেই। রুটিন-বাঁধা জীবন আমাদের।"

বাবলু বলল, "আমাদের জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। ঘরেও যে আমরা থাকব কতক্ষণ তার ঠিক নেই। এমনকী এখানেও বেশিদিন থাকা যাবে না। এই বিশাল মরুভূমিকে চষে বেড়াবার জন্যই আমাদেব আসা।"

কুণ্ডুবাবুর স্ত্রী শিশুপুত্র বল্টুকে সাজগোছ করিয়ে প্রত্যেকের জন্য চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করলেন। বললেন, "আজকের দিনটা তো ভালভাবে বিশ্রাম করবে এখানে?"

"ইচ্ছে তো আছে। তবে এখনই একবাব ব্রিগেডিয়ার নেগির সঙ্গে দেখা কবতে যাব আমরা।"

কুণ্ডু বললেন, "তা হলে তো আবার কে এম রোডে যেতে হবে তোমাদের।"

"যেতেই হবে। এই মুহূর্তে ওঁব সঙ্গে দেখা না করলে কিছুই করা যাবে না।"

"কিন্তু উনি তো বিটায়ার্ড ম্যান।"

"তা হলেও উনি দারুণ প্রভাবশালী।"

মি. কুণ্ড স্কুটার বের করে চলে গেলেন। একটু পরে স্কুলের গাড়ি এলে বল্টুকে নিয়ে তাঁর স্ত্রীও ...।

সকাল ঠিক আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সদলবলে রওনা হল নেগির সঙ্গে দেখা করতে। ওই মানুষটিব সঙ্গে দেখা করে বিশদভাবে সব কিছুর আলোচনা কবতে না পারলে মি. বারগান্ডাকেও বাঁচানো যাবে না, মরুভূমিতেও দিশেহারা হবে ওরা। দুর্বৃত্তরা সত্যিই যদি আজ করনিমাতার মন্দিরে কোনও গোলমাল বাধিয়ে বসে, তা হলে যাচ্ছেতাই ব্যাপাব হয়ে যাবে একটা। এক্ষেত্রে ওরা যদি ওদের তৎপরতায় অঘটনটা কোনওরকমে রুখে দিতে পারে, তা হলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পবোক্ষভাবে দেশের জন্য কিছু কবা হবে ওদের।

বিকানিব শহবে ঢোকার পবে প্রথমেই ওরা একটা দোকানে বসে গরম গরম শিঙাড়া আর পনিরেব কোপ্তা খেয়ে নিল। কী অপূর্ব স্বাদ। তারপর এসে হাজির হল নেগিব বাড়িতে। কিন্তু বিধি বাম। মি. নেগি আজকেবই ভোরে জরুরি একটি ফোন পেয়ে চলে গেছেন পোখবানে।

বাবলু কপালে হাত দিয়ে বলল, "যাঃ। সব আশায় জল।"

বিলু বলল, "এখন উপায়?"

ভোম্বল বলল, "আমরা নিজেরাই দেখা করব মি. বারগান্ডার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "তাঁকে পাব কোথায়? সেটাই তো আমাদের জানা নেই।"

বাচ্চু বলল, "আমার মতে বলে আমাদের এখনই উচিত দেশনোকে চলে যাওয়া। সেইখানে উনি গাড়ি থেকে নামলেই আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করে সতর্ক করে দেব।"

বিচ্ছু বলল, "ওঁব ধারেকাছে যেতে পারবে কেউ?"

"কেউ না পারুক আমি পাবব।"

বাবলু বলল, "পাবতেই হবে। অতএব আর সময় নষ্ট নয়, চলো দেশনোক।"

মুকেশ ভাটের টাটা সুমো আবার ছুটে চলল দেশনোকের পথে। শহর শেষ হতেই মরুভূমিব মরুময় প্রান্তর। কোথাও ধু ধু করছে বালি। কোথাও বালির বুকে ঘন সবুজের প্রলেপ। ছোট ছাট কাঁটা ও বাবলার বন।

বেশ কিছুটা পথ এইভাবে আসার পর এক জায়গায় একটি রেল লাইন ক্রশ কবতেই ওরা দেশনোকে এসে পৌঁছল। স্টেশনের বাঁদিকেব পথ ধরে এগোলেই মন্দির মার্গ। মন্দির বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। খুব একটা বড়সড় নয়। তবুও অসংখ্য ইঁদুরের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত।

বাবলুর নির্দেশে এক জায়গায় গাড়ি থামাল ভাট।

বাবলু বলল, "মুকেশদা, আমাদের জন্য তোমার আর কষ্টের শেষ নেই। কাল থেকে একভাবে গাড়ি চালিয়ে আসছো তুমি। এইবার তোমার একটু বিশ্রামের দরকার। তুমি গাড়ি নিয়ে স্টেশনের কাছেই থাকো। পারলে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিক সেদিক করে দেখি দুষ্কৃতীদের কারও কোনও সন্ধান পাই কিনা।"

মুকেশ বলল, "সেই ভাল। তোমাদের কাজ শেষ হলে তোমরা স্টেশনে চলে এসো। যাওয়ার সময় আমি গিয়ে একবার দর্শন করে আসব মাকে।"

বাবলুর নির্দেশে সবাই তখন আলাদা আলাদাভাবে মন্দিরে এল। এক জায়গায় রাজস্থানি পোশাক পরিয়ে ছবি তোলানো হচ্ছে, ড্রেস ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। শুধু ড্রেস ভাড়া নিলে পনেরো টাকা করে। ওরা সেখানে এসে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "এই সুযোগ হাতছাড়া করা নয়! আমরাও যদি প্রত্যেকে এই পোশাক পরে নিই, তা হলে কিন্তু তদন্তের কাজে দারুণ সুবিধে হবে আমাদের। শত্রুরা আমাদের হঠাৎ করে দেখলে কিছুতেই চিনতে পারবে না।"

বলামাত্রই শুরু হল মেকাপ নেওয়া। সে যা পরে ছিল তার ওপরই ড্রেস চড়ল।

রাজস্থানি পোশাকে এমনভাবে সাজল ওরা যে, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কে কোনজন তা গুলিয়ে ফেলতে লাগল।

এই সাজপোশাকের ব্যাপারে বাদ গেল শুধু পঞ্চু। সে এক জায়গায় বসে একচোখে পিটপিট করে তাকাতে লাগল।

ভোম্বলের কাছে ক্যামেরা ছিল। সে মনের আনন্দে বিভিন্ন পোজে প্রত্যেকের ছবি তুলতে লাগল একেব পর এক। মন্দিরের ভেতরের ছবি তোলার জন্যও দশ টাকা দিয়ে একটি অনুমতি পত্র নেওয়া হল। ফলে ইচ্ছামতো যত্রতত্র ছবি তোলার ব্যাপারে কোনও বাধাই রইল না ওদের।

বাবলু এরই ফাঁকে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল আর বারবার তাকাতে লাগল ঘড়ির দিকে।

বেলা এগারোটা। কারও দেখা নেই। এমনকী, সন্দেহজনক কাউকেও দেখতে পেল না ওরা।

এরই মধ্যে ওরা মন্দিরে ঢুকে দেবীদর্শন করে নিল। ইঁদুরের ছুটোছুটির জন্য ভাল করে স্থিরভাবে দেবীদর্শন করা যায় না। অসংখ্য ইঁদুর পায়ের ওপর দিয়েই এমনভাবে দৌড়চ্ছে যে, ভয়ও করছে আবার সুড়সুড়িও লাগছে। কী জ্বালা! বিচ্ছু তো একবার এসেই দৌড়ে পালাল। বাচ্চুও তাই। আলেয়া, কৃষ্ণা, সুজাতারাও থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। ইঁদুরগুলো শুধু যে দালানে উঠোনেই দৌড়চ্ছে তা নয়। দেবীর মাথায় উঠছে। প্রসাদ খাচ্ছে। মেঠো ঘেয়ো ইঁদুর। কিন্তু তা হলে কী হয়, ঘৃণা করা যাবে না। তা হলেই দেবীর কোপ। ফরেনাররাও দলবদ্ধ হয়ে ছবি তুলছে সেই ইঁদুরের।

একটু পরেই কমলা রঙেব পোশাক পরা একদল সন্ত শ্রেণীর লোক ভিড করতেই ওরা মন্দিরের বাইরে এল। সন্ত ভক্তদের সে কী নাচ আর বিচিত্র সুরে গান। আর তেমনই ধুম পুজো দেওয়ার। চারদিক যেন গমগমিয়ে উঠল। এতক্ষণ কোথায় ছিল এরা কে জানে?

সব যখন বেশ জমে উঠেছে তেমন সময় সেনাবাহিনীর দুটি জিপ এসে থামল মন্দিরের সামনে।

প্রথম জিপ থেকে বডিগার্ডরা নামতেই দ্বিতীয় জিপের ভেতর থেকে নেমে এলেন সস্ত্রীক বারগান্ডা।

বাবলুরা যদিও চেনে না বারগান্ডাকে, তবুও অনুমান করতে ভুল হল না।

দু'জন রক্ষী আগে মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেলে বাকি রইল চারজন। তারা দু'পাশে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিতেই সস্ত্রীক বারগান্ডা পূজার ডালি নিয়ে এগিয়ে এলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েরা ঢুকেছিল একটা দোকানে কী যেন কেনাকাটা করতে। বাবলু প্রমাদ গনল। যদিও সন্দেহজনক কাউকেই ওরা দেখেনি, তবুও বলা যায় না তো। বিপদ কখন কোনদিক থেকে এসে হাজির হয় তা কে জানে? অতএব এখনও সময় আছে। বাচ্চুর বদলে ও নিজেই তখন এগিয়ে গেল কথা বলতে।

কিন্তু ওই লোকের কাছে যাওয়া কি এতই সহজ? অন্যান্য দেহরক্ষীরা তখন হাঁ হাঁ কবে ছুটে এল ওকে বাধা দিতে।

বাবলু বলল, "ডোন্ট প্রিভেন্ট মি প্লিজ। আই ওয়ান্ট টু মিট মি. বারগান্ডা।"

কিন্তু রক্ষীরা ওর কোনও কথাই না শুনে হাত ধরে টেনে আনল। তারপরে 'হটো হিয়াসে' বলে এক ধাক্কায় ফেলে দিল বালির ওপর।

মরুভূমির মাঝখানে মন্দির। বালি তাই সর্বত্র। বাবলু মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েও যা করল তা অবিশ্বাস্য। ওরই মধ্যে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই এক ফাঁকে ওর পিস্তলটা বের করে ট্রিগারটা টিপে দিয়েছে। 'টিসুম' করে একটা শব্দ এবং পরক্ষণেই চাপা একটা আর্তনাদ।

নাটমন্দিরের ছাদে অনেক আগে থেকেই একজন ওত পেতে শুয়ে ছিল। ফলে কেউ তাকে দেখতে পায়নি। এইবার এই গণ্ডগোলের মাঝে বারগান্ডাকে সামনাসামনি পেয়ে তাঁর দিকে রিভলভার তাগ করতেই বাবলুর নজরে পড়ে যায়। এইজন্যই বলে, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। দেহরক্ষীরা ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দিলে ও দেখতেই পেত না। এবং এত চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো যেত না বারগান্ডাকে। ওদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত।

বাবলু যাকে গুলি করল সে আর কেউ নয়, চাঙ্কি।

গুলিটা ওর মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছিল। তাই আর্তনাদ করেই ওপর থেকে নীচে পড়ে একবার একটু ছটফটিয়ে স্থির হয়ে গেল সে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পঞ্চু বিকট চিৎকার করে আর যাকে তাড়া করল তিনি হলেন ডোগরা সাহেব। এই ঘটনার পরও বেশ কিছুটা দূরত্বে থেকে বাবলুর দিকে রিভলভার তাগ করছিলেন তিনি। পঞ্চুর সেটা চোখ এড়াল না। তাই সে দারুণ হাঁকডাক করে তেড়ে গেল উচিত শিক্ষা দিতে।

এই ব্যাপারটা ডোগরা সাহেবের বোধহয় প্রত্যাশা ছিল না। তাই উপায়ান্তর না দেখে পঞ্চুর ভয়ে অপেক্ষমাণ মারুতিতে চেপে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেলেন। কিন্তু যাবেন কোথায় বাছাধন? বাবলুও তখন বালি ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থী একজনের কাছ থেকে একটি স্কুটার চেয়ে মরণদূতের মতো ধাওয়া করল মারুতির পেছনে।

মি. বারগান্ডা চিৎকার করে বললেন, "ফলো দেম।"

রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে জিপ নিয়ে অনুসরণ করল ওদের।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু, আলেয়া, কৃষ্ণা, সুজাতা সবাই তখন ছুটে এল চাঙ্কির কাছে। ভক্ত তীর্থযাত্রীর দলও এগিয়ে এল সবাই। এল, কিন্তু সেনাদের ধমক খেয়ে কেটে পড়তেও বাধ্য হল।

মি. বারগান্ডা বললেন, "হাউ স্ট্রেঞ্জ! হোয়াট ইজ দিস?"

মিসেস বারগান্ডা তখন অল্পের জন্য স্বামীর জীবনরক্ষা পেয়ে যাওয়ায় বারবার করণিমাতার জয় দিয়ে কপালে হাত ঠেকাতে লাগলেন।

বিলু বাবলুর মতো ইংরেজি বলতে পারে না। তবুও মি. বারগান্ডাকে ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে ওদের পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলল। এমনকী, ওরা যে ওঁকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ব্রিগেডিয়ার নেগির কাছেও গিয়েছিল, তাও জানাল।

নেগির নাম করতেই বারগান্ডা উৎফুল্ল হয়ে বিলু, ভোম্বলকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মাঝে। মিসেস বারগান্ডাও আলেয়া, কৃষ্ণা, সুজাতা ও বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে পুজো দিলেন করনিমাতার।

একটু পরেই সেনাবাহিনীর রক্ষীরা মারতে মারতে নিয়ে এল ডোগরা সাহেবকে। তারপব বালির ওপর ফেলে বেধড়ক পিটিয়ে জিপে ওঠাল। ততক্ষণে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেছে চারদিকে। অসংখ্য জনতার ভিড়কেও তার কন্ট্রোলে রাখা গেল না।

কিন্তু মুশকিল যেটা হল সেটা হচ্ছে এই ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও বাবলুর পাত্তা পাওয়া গেল না। শুধু যে বাবলু তা নয়, সেইসঙ্গে পঞ্চুও উধাও। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। ডোগরা সাহেব নিজে যেখানে সেনাবাহিনীর লোকেদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন, সেখানে ওর তো ফিরে আসারই কথা।

এবার লোকাল থানার পুলিশরা ছুটল বাবলুকে খুঁজতে। ওয়্যারলেসে চারদিকে খবর পাঠানো হল। কিন্তু না, অনেক পরে যে স্কুটারে চেপে বাবলু উধাও হয়েছিল, পথের ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেটিকে উদ্ধার করা গেলেও বাবলুর সন্ধান পেল না কেউ। না বাবলু, না পঞ্চু, কারও কোনও খবর নেই। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল সকলের বুক। ওরা ভেবেই পেল না দিগন্তবিস্তৃত এই মরুভূমির বুক থেকে কীভাবে উধাও হয়ে গেল ওরা!

ফৌজি নিয়মানুযায়ী মি. বাবগান্ডা আর বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। এক সময় যেতেই হল তাঁকে। যাওয়ার আগে স্থানীয় পুলিশ অফিসারকে বলে গেলেন, "ছেলেটিকে যেভাবেই পারুন, খুঁজে বের করুন। দরকার হলে সবরকম সহায়তা পাবেন।"

বাবলুর অন্তর্ধান একটা রহস্যময় ব্যাপার। নিশ্চয়ই কোনও দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে গেছে ও। অথবা ও নিজেই পঞ্চুকে নিয়ে ধাওয়া করেছে কারও পেছনে। কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে স্কুটারটা পথের ধারে পড়ে থাকবে কেন? দুর্ভাবনার কারণ কিন্তু সেটাই। যাই হোক, সারাটা দুপুর অপেক্ষা করে বিকেল পর্যন্ত যখন ওর কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়েই ফিরে এল ওরা।

॥ ৬ ॥

সে রাতটা যে কীভাবে কাটল ওদের তা ওরাই জানে। সারারাত কত জল্পনাকল্পনা করল ওরা। বাবলু আর পঞ্চু না থাকায় চালক ও গার্ডবিহীন রেলগাড়ির মতো অবস্থা ওদের। তবুও এই দুঃসময়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও তো যায় না। ওদের সামনে সমস্যা এখন তিনটি। এক, বাবলু ও পঞ্চুর খোঁজ পাওয়া। দুই, বন্দি পাইলটকে উদ্ধার করা, শত্রুর কবল থেকে। তিন, পায়েলদি ও সেবা, শুভ্রা, সুচেতার সন্ধানে তোলপাড় করা মরুভূমিকে। কিন্তু বাবলু আর পঞ্চু ছাড়া এতসব কবা কি সম্ভব ওদের পক্ষে? অনেক ভাবনাচিন্তা করেও কেউ কোনও সিদ্ধান্তেই আসতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

অবশেষে ভোম্বলই বলল, "আমাদের পরিকল্পনার জালগুলো যেভাবে ছিঁড়ে যাচ্ছে তাতে আর এগোতে সাহস পাচ্ছি না। তবুও কাল সকালে মি. নেগির কাছে আমাদেব যেতে হবে। যদি তিনি পোখরান থেকে ফিরে এসে থাকেন, তা হলে সব কথা তাঁকে খুলে বলব। উনি নিশ্চয়ই ওই পাইলটকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন।"

আলেয়া বলল, "এই কাজটা পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীই করতে পারে।"

বিলু বলল, "পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কোনও কৃতিত্ব থাকবে কী? মনে রেখো, ওই কাজের জন্যই মুকেশদা আমাদের গাড়িতে চাপিয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। এর প্রতিদান তো অর্থ দিয়ে নয়, কাজেব মধ্য দিয়েই দিতে হবে।"

মুকেশ বলল, "এজন্য তোমরা কিন্তু মনে কোনও দ্বিধা রেখো না। আমি নিজে তো দেখছি কী দুর্ধর্ষ কাণ্ডকারখানাই না করে বেড়াচ্ছ তোমরা। পরের উপকার করতে গিয়ে নিজেদের বিপদে ফেলছ। রাজীবদাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই খবরটাই যে তোমরা দিতে পেবেছ এও কি কম? ওই সূত্র ধরেই তো আমাদেব প্রধান শত্রু ডোগরা সাহেব ধরা পড়ল। একজন ফৌজি অফিসারেরও জীবন বাঁচল। অতএব আর কিছু কবতে না পাবলেও জয় তোমাদের হয়েই আছে।"

বিলু বলল, "আমরা এত অল্পে সন্তুষ্ট নই মুকেশদা। তা রাজীবদা কে?"

"বাঃ রে। যে পাইলটের সন্ধান নিতে তোমরা এতদূবে এসেছ তিনিই তো রাজীবদা। আমার মনিব। সন অব সুধাংশু মুখার্জি।"

"সত্যি, ওঁরা নামটাই জানা হয়নি এতক্ষণ। যাই হোক, ওঁকে কোনওরকমে উদ্ধার করতে পারলেই আপনার ছুটি। তাব কারণ আপনাকেও আপনার দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেতে হবে, এই চার চাকার গাড়িও আমাদের আর কোনও কাজেই লাগবে না। তখন উটই হবে আমাদের একমাত্র বাহন। কেন না গভীর মরুভূমিতে উট ছাড়া চলাই যাবে না।"

এইসব আলোচনা করতে করতেই ভোর হয়ে গেল। মি. কুণ্ডু তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এয়ারফোর্স-এ রওনা হলে ওরাও আর ঘরে রইল না। নিজস্ব গাড়ি থাকায় এইটাই সুবিধের। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিগেডিয়ার নেগির বাড়িতে এসে হাজির হল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চারদিকে তখন ঝলমলে রোদ উঠেছে।

নেগি তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। ওরা যেতেই ওঁর বাড়ির লোকেরা সকলে সাদব অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে বসিয়ে ডেকে তুললেন মালিককে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নেগি এসে দেখা করলেন ওদের সঙ্গে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, "তোমাদের ওই ছেলেটাকে পাওয়া গেছে?"

সবাই অবাক!

বিলু বলল, "আপনি ওর কথা জানলেন কী করে?"

"আরে কী আশ্চর্য! কাল রাতেই মি. বারগান্ডা ফোনে আমাকে সব জানিয়েছেন।"

বিলু বলল, "না, পাওয়া যায়নি। দেখুন না, আমরা কোথায় এলাম পায়েলদি সহ কয়েকজন নিখোঁজের সন্ধান নিতে, তার জায়গায় কী থেকে কী হয়ে গেল।"

নেগি বললেন, "ওরা যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তা হলে মরুভূমিতেই কোথাও না কোথাও আছে। দেশের বাইরে যেতে পারেনি ওরা। কেন না সীমান্তের প্রতিটি সেক্টরে জানানো হয়েছে ব্যাপারটা।" বলে আলেয়া, কৃষ্ণা ও সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "উই আর সেভেন-এর গ্রুপে তোমরাও ছিলে না?"

ওরা মাথা নত করল।

"নিখোঁজ তা হলে ক'জন?"

"পায়েল-দি সহ চারজন।"

নেগি বললেন, "বেশ কিছু বহিরাগত, মরুদস্যুদের দলে ভিড়ে ওদের মদত দিচ্ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে চার দিকে। মেয়েগুলোর দুর্ভাগ্য, যে একেবারে ওদেরই মুখের গ্রাসে গিয়ে পড়েছিল। অথচ ওরা যদি ছেলেমানুষি করে আমার দেওয়া গাইডকে হাতছাড়া না করত, তা হলে এইরকম বিপদে ওরা কখনওই পড়ত না। ক্যামেল সাফারি থর মরুভূমিতে নিয়মিতই হয়। এই ব্যাপারে ফরেনাররা দারুণ আগ্রহী। সঙ্গে সরকারি গাইড থাকে। তাই গোলমালও হয় না। আমার গাইড গুল মহম্মদ ছিল পাকা গাইড। হাওয়ায় ও টের পেত অনেক কিছু। যাই হোক, এখন আর আপশোশ করে লাভ নেই। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক কতদূর কী করতে পারা যায়।" বলে তাঁর একজন লোককে ডেকে বললেন, "গুল মহম্মদকো বুলাও।"

একটু পরেই চা এল ওদের জন্য। সেইসঙ্গে বিকানিরের বিখ্যাত ভুজিয়া।

নেগি বললেন, "আগে এগুলো খেয়ে নাও। তারপর শুনব মরুবিপর্যয়ের কাহিনী। এবং তারও পরে তোমাদের পরিকল্পনার কথা।"

বিচ্ছু বলল, "আপনি বেশ ভাল বাংলা বলতে পারেন তো?"

"বুঝতেও পারি। আমি চাকরি জীবনে একবার একটানা পাঁচ বছর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ছিলাম। ওই সময়ই পায়েলের বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অনেকবার ওদের বাড়িতেও গেছি, এসেছি।"

শুরু হল চা-পর্ব। বিকানিরের ভুজিয়া সত্যিই উপাদেয়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আলেয়া বলতে শুরু করল ওর কথা। ঠিক যেভাবে যা বলেছিল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের, তার সবই আদ্যন্ত বলল নেগিকে।

সব শুনে নেগি একটু গুম হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "তোমরা নাল-এ পৌঁছলে কী করে? কোলাইয়াতের পথ ধরেছিলে? কপিলমুনির আশ্রম দেখেছ?"

"না। মরুভূমি, বালি আর কাঁটাবন ছাড়া কিছুই দেখিনি।"

এমন সময় গুল মহম্মদ এসে হাজির হল। মি. নেগিকে সেলাম জানিয়ে আসন গ্রহণ করে সে বলল, "ম্যায় তো উন সবকো দেশনোক সে ছোড় দিয়া নাগুর মেরতা কি তরফ যানে কে লিয়ে। লেকিন উয়ো উধার ক্যায়সে চলি গয়ি ও তো মুঝে ভি মালুম নেহি পড়তা।"

এর পর কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

নেগি বিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার তোমাদের কথা বলো।"

বিলু তখন ওদের পরিচয় দিয়ে এখানে আসার কারণ বিশদভাবে জানিয়ে দিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পরিচয় পেয়ে এবং দিল্লির ওই ঘটনার কথা শুনে অভিভূত হলেন তিনি। বললেন, "আমার স্থির বিশ্বাস এই কাজের উপযুক্ত তোমরাই। আমার হাতে এখন সরকারি ক্ষমতা না থাকলেও আমি নানাভাবে সাহায্য করতে পারব তোমাদের। মি. বারগান্ডাও কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে। তোমরা আর দেরি না করে লেগে পড়ো। দলনেতা কালামোদী আর মরুদস্যু 'রাঙটার' নাম যখন জানা গেছে তখন দলটাকে খুঁজে বের, করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।"

বিলু বলল, "এখন আপনিই আমাদেব পরামর্শ দিন আমরা কীভাবে এগোব?"

নেগি হাসলেন। হেসে বললেন, "তোমাদের পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবুও বলি, তোমরা আজ এখনই চলে যাও ফলৌদিতে। তোমরা যখন জানতে পেরেছ পাইলট রাজীব মুখার্জিকে পোখরান আর ফলৌদির মাঝে কোথাও রাখা হয়েছে তখন ওইখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করো। তবে সাবধানে। কেন না ওই মরুদস্যুরা অতি ভয়ানক। আর একটা কথা, যা কিছু করবে তোমরা, সব দিনের বেলায়। রাতে একদম ঝুঁকি নেবে না। তা হলে হবে কী, স্থানীয় পুলিশ কিংবা বি এস এফ-এর লোকেরা তোমাদের দিকে দূর থেকে নজর রাখতে পারবে। কোনও বিপদ হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রয়োজনে যত উট লাগে তোমাদের, পাবে। বিশ্বস্ত গাইডও পাবে একজন।" বলে গুল মহম্মদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিসকো বোলা যায়?"

"উন সবকো লিয়ে জয়মল ভাটিয়াই ঠিক রহেগা।"

বিলু বলল, "ফলৌদি এখান থেকে কতদূর?"

"দূর আছে। গাড়িতেই যেতে হবে তোমাদের। ঘণ্টা তিনেকের মতো সময় নেবে। ওটা একটা গঞ্জ। নুন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।"

বিচ্ছু বলল, "মরুভূমিতে নুন।"

"হ্যাঁ, নুন। এখানকার জল খেয়ে দেখছ না কতটা সল্টেড? ওখানে বালি খুঁড়ে যে জল বের হয় তাই থেকেই নুন পাওয়া যায়।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে আমার মনে হয় কয়েক হাজার বছর আগে এখানে হয়তো একটা সমুদ্র ছিল।"

"অসম্ভব কিছু নয়। সমুদ্র শুকিয়েই হয়তো থরের জন্ম হয়েছে। তবে সরস্বতীর স্রোতোধারা যে একসময় এখান দিয়ে বইত তার কিন্তু প্রমাণ আছে।"

আলেয়া এবার অন্যরকম প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, বর্ডার এখান থেকে কতদূরে?"

নেগি বললেন, "এতক্ষণে এই একটা বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ। বর্ডার সম্বন্ধে তোমাদের একটা ধারণা থাকা ভাল। রাজস্থানের এই থর মরুভূমির পরিধি বিশাল। এখানে বসে কিছুই কিন্তু তোমরা অনুমান করতে পারবে না।"

আলেয়া বলল, "আমরা এই তিন বান্ধবীতে পারব। মরুভূমির যে ভয়ংকর রূপ আমরা দেখেছি তা কখনও ভুলব না।"

কৃষ্ণা বলল, "কী দারুণ। ভয়াবহ।"

সুজাতা বলল, "তার ওপরে সন্ত্রাস এবং বিপর্যয়।"

নেগি বললেন, "সবরকমেরই অভিজ্ঞতা থাকা ভাল। মরুভূমিতে বর্ডার এর দূরত্ব শেষ জনপদ থেকে এক এক জায়গায় এক একরকম। যেমন সামসন্দ দিয়ে যদি যাও তা হলে ধানাই বর্ডার এরিয়ার শেষ গ্রাম। বাড়মের দিয়ে গেলে রামসর হয়ে মুনাবা অথবা চোহটান হয়ে সিডরাই শেষ গ্রাম। আর বিকানির দিয়ে যদি যাও তা হলে পুঙ্গল, বেরিওয়ালা, অনুপগড়। যাই হোক, তোমাদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় আমি সেইরকম ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলেই টেলিফোন ধরলেন। তারপর অনেকক্ষণ কার সঙ্গে কীসব যেন কথাবার্তা বলে বললেন "শোনো, ফলৌদিতে উট পাওয়া যাবে না। তোমরা আরও একটু এগিয়ে রামদেওড়ায় চলে যাও। ওইখানে মি এস পি কালহার গেস্ট হাউসে তোমরা থাকবে। উটের ব্যবস্থা উনিই করে দেবেন। এক পয়সাও খরচা নেই তোমাদের। জয়মল ভাটিয়া তোমাদের গাইড। সেও নিখরচায়। মি কাল্হাই সবের দায়িত্ব নেবেন। গো অ্যাহেড।'

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে মি নেগি ও গুল মহম্মদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হল সকলে। তবে একেবারেই নয়। ব্যাসনগরে ফিরে এসে ওদের যার যা জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে সেই তালার চাবি পাশের বাড়িতে মি নায়েকের হাতে জমা দিয়ে তবেই রওনা হল।

মুরলিধর ব্যাস চৌরাহার পর দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বুকের ওপর দিয়েই রামদেওড়ার পথ। ওই পথই পোখরান হয়ে চলে গেছে জয়শলমিরের দিকে। সোনার কেল্লার দেশ। সাম স্যান্ডিউনস। নাল এয়ারফোর্স বেস পার হতেই ভয়ংকর মরুভূমির বুকে এসে পড়ল ওরা। চারদিকে কোথাও কোনও মানুষের বসতি নেই। শুধু বালি, বালি আর বালি। বালির বুকেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কোথাও বা ঘন কাঁটাঝোপ ও বাবলার বন, কোথাও শুধুই বালি। ধূসর মরুর বুকে এই সবুজের প্রলেপ হয়তো দৃষ্টিনন্দন নয়, তবু উটেরও তো বাঁচার প্রয়োজন আছে। কাঁটাগাছটি না থাকলে তারাই বা খাবে কী?

অনেক, অনেক পরে একসময় ওরা ফলৌদিতে এসে হাজির হল। এখানেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিল ওরা। এইখান থেকে একটি পথ সোজা চলে গেছে যোধপুরের দিকে। আর একটি পথ রামদেওড়া, পোখরান, খ্যাতলাই, ছায়া, লাঠি হয়ে জয়শলমির।

ওদের গন্তব্য রামদেওড়া। দুপুরের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল সেখানে। মরুভূমির মাঝখানে খুব ছোট্ট একটি গঞ্জ। মুকেশদা এক জায়গায় গাড়ি থামাতেই দেখা গেল ওদেরই বয়সি মিষ্টি চেহারার এক রাজস্থানি কিশোর এসে হাসিমুখে নমস্কার জানাল সকলকে।

বিলু বলল, "তুমি কে ভাই?"

"জয়মল ভাটিয়া। গাইড অব থর। মি কাল্হা নে ভেজা।"

বিলু আনন্দে জড়িয়ে ধরল ওকে। তারপর ওরই সঙ্গে সকলে এসে হাজির হল গেস্ট হাউসে। কী সুন্দর জায়গায় এই গেস্ট হাউসটা। জনপদের একেবারে শেষপ্রান্তে। সংলগ্ন বালিময় প্রান্তর। কোথাও শুধুই বালি, কোথাও বা বালির বুকে কাঁটাবন। সবুজ ও রুক্ষতার অপূর্ব সমন্বয়। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উট চরছে কত। কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে, তবুও চিবিয়ে খাচ্ছে কাঁটাগাছগুলো। ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল পরিবেশ দেখে।

একটু পরেই কাল্হা এলেন। এসে প্রত্যেকেব সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "গুড আফটারনুন মাই ফ্রেন্ডস। কামরা পসন্দ হ্যায়?"

সবাই একবাক্যে বলল, "দারুণ। এমনটি আমরা আশা করিনি।"

"ঠিক হ্যায়। খাও-ঘুমো সাইট সিন দেখো। কাল সুভে ক্যামেল সাফারি করকে পোখরান চলি যাও। ফেমাস অ্যাটমিক সেন্টার। লেকিন ফিন বাপসি আনা।"

ভোম্বল বলল, "আজ একটু উটে চাপা যায় না?"

"হাঁ, হাঁ। কিউ নেহি?" বলে চাপা গলায় ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, "তোমাদের কাজকাম কী আছে নেগিনে সব কুছ বতায়া। কুছু তখ্লিফ হোবে তো হামাকে জানিয়ে দিবে, কেমন?"

ভোম্বল ঘাড় নাড়ল।

একটু পরে চা বিস্কুট এলে তাই খেয়ে ওরা বেড়াতে চলল। ছায়ার মতো সঙ্গ নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল জয়মল। প্রিয়দর্শন এই কিশোরটিকে খুবই ভাল লেগে গেল সকলের। স্বল্প পরিচয়েই আলেয়া, কৃষ্ণা, সুজাতা ও বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওর।

জয়মলের উট বোধহয় রেডিই ছিল। তাই বাজারের দোকানপত্তব সব ঘুরিযে দেখানোর পর প্রত্যেককে উটে চাপিয়ে নিয়ে চলল মরুভূমিতে। যেতে যেতে কত কথাই না হল ওব সঙ্গে।

বাবলু বলল, "তুমহারা ঘর কিধার?"

"লাঠি। পোখরান কি তরফ।"

কথায় কথায় জানা গেল ওব মা আছেন, বাবা আছেন, আব আছে পরমাসুন্দরী এক বোন। ওর চেয়ে দু'বছরের ছোট। সে এখন মামাবাড়িতে আছে। ওদের নিজস্ব উট আছে পঞ্চাশটি। উট প্রতিপালন কবতে গিয়েই ওর লেখাপডা বেশিদূব এগোযনি। কিন্তু ওব বোন এখন দশম শ্রেণীতে পড়ে।

এখানে মরুভূমির দৃশ্য ঢেউখেলানো বালিযাড়িব। মাঝে মাঝে পর্বতপ্রমাণ বালিব ঢিবি। বিলু ও ভোম্বল উটের পিঠে চেপেই একটা বালির ঢিবিতে উঠল। জয়মল মেয়েদেব নিয়ে চলে গেল অনেকদূরে। সূর্য তখন দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে। হলুদ বালি লালে লাল। সে কী অপূর্ব দৃশ্য মরুভূমিতে।

বিলু, ভোম্বল ঢিবির ওপর থেকেই সূর্যাস্ত দেখল। বালিব পাহাড়ে অনেক বাবলাগাছ। উটগুলো মনেব আনন্দে সেই বাবলাগাছের কচি কচি পাতা খেতে থাকল, ওরা দেখতে লাগল প্রকৃতিব রূপ।

বিলু বলল, "কী সুন্দর, তাই না?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

বিলু হাসল। বলল, "সত্যিই তাই। বাবলু আব পঞ্চু না থাকায় সবই যেন কেমন নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে। অথচ রাজীবদার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত অন্যদিকে মনও দিতে পারছি না আমরা।"

"দিয়েই বা লাভ কী বল? এই তো দেখছিস মরুভূমির রূপ। এব মধ্যে কোথায় যে মিশে আছে ওরা, তা কে বলতে পারে? পাহাড়ে জঙ্গলে জনপদে খোঁজা যায়। কিন্তু মহাশূন্যতায়? অসম্ভব!"

"যা বলেছিস। কোথাও কোনও গ্রামের চিহ্ন নেই। নেই জনবসতি।"

"তাই আমার মনে হয় এইবকমই কোনও ছোটখাটো জায়গায় কারও বাড়িতে বা অন্য কোথাও রাখা হয়েছে ওদের। অতএব বালির বুকে সরষে দানা খোঁজার বৃথা চেষ্টা না করে এই সমস্ত লোকালিটির দিকেই নজর রাখব আমরা।"

"এটা কিন্তু মন্দ বলিসনি তুই।"

এমন সময় দেখা গেল দুটো হেলিকপ্টার ওদের মাথাব ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনও-বা অনেকটা নেমে মরুভূমির বালিব কাছাকাছি এসে আবাব ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বিলু বলল, "মনে হয় সেনাবাহিনীর ওবা টহল দিচ্ছে।"

"কিন্তু এইভাবে মরুভূমিকে চষে ফেললেও তো সন্ধান পাবে না কারও।"

"তা হয়তো পাবে না। কিন্তু মরুভূমির বাইরেও নিয়ে যেতে পারবে না ওদের। অতএব এই টহলদারির প্রয়োজন আছে।"

হেলিকপ্টারগুলো বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা ফিরে এল। সবাই তো জয়মলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুন্দর চেহারা ও কর্মদক্ষতার জন্য জয়মলের ভূমিকা এখন হিরোর মতো।

দিনের শেষ আলোটুকুও মরুভূমির বুক থেকে মুছে গেলে গেস্ট হাউসে ফিরে এল ওরা। তারপর যে যার

মনোমতো জায়গায় গুছিয়ে বসে নানারকম আলোচনা করতে লাগল। আজ আর বেশি রাত করল না কেউ। দশটার মধ্যেই আলু গোবির (ফুলকপি) তরকারি ও আলুপরোটা খেয়ে গায়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন খুব ভোরে জয়মলের ডাকে ঘুম ভাঙল ওদের। বাইরে তখন হাড়কাঁপানো শীত। এই ঠান্ডা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক উত্তাপে ফিরে আসে।

ওরা একেবারে ফ্রেশ হয়ে বাইরের দোকানে এক কাপ করে চা খেয়ে উটের পিঠে চেপে বসল। মুকেশদা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েই রইল। একটু বেলায় গাড়ি নিয়ে পোখরানে যাবে। ওরা যাবে শটকাট রাস্তায় উটবাহনে।

দিগন্তবিস্তৃত সীমাহীন বালির সমুদ্রে 'মরুভূমির জাহাজ' উটের পিঠে চেপে যাত্রা শুরু করল ওরা। উটগুলোও যেন মেতে উঠল মরু অভিযানে। নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠল মরুভূমির বুকে। ওরা হেলেদুলে টলতে টলতে একসময় এসে নামল পোখরানের মাটিতে। বেলা তখন দশটা।

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সুবাদে পোখরানের এখন পৃথিবীজোড়া নাম। চারদিকে ধু ধু করছে বালি। সার্কাসের তাঁবুর মতো ঢেউ খেলে দিগন্তে মিশেছে। তারই মাঝে ছোট্ট জনবসতি। তবু কত বিখ্যাত পোখরান। থাকার জন্য লজও আছে একটি। ওরা সেই লজেই ঢুকে পড়ল সকলে। দোতলার ওপর বেশ বড়সড় একটি ঘর নিয়ে এক রাতের মতো ব্যবস্থা করে নিল সকলের।

লজের মালিক জয়পুরিয়া। খুব ভাল ব্যবহার করলেন ওদের সঙ্গে। ভদ্রলোক বাংলাও বলতে পারেন। ভরতপুর, জয়পুরেও ওঁর হোটেল আছে। উনি বললেন, "পোখরানে বাঙালিও আছেন অনেক। আছেন অনেক গুণী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী। তবে এখানে এসে তোমরা সময় নষ্ট করলে কেন? যাই হোক, এসেছ যখন আজকের দিনটা থাকো। কাল সকালেই তোমরা চলে যাও জয়শলমির। ওখানে সোনার কেল্লা দ্যাখো, লোদুর্বায় যাও, সামসন্দ ঘুরে এসো।"

বিলু বলল, "ওসব আমাদের দেখা। শুধু পোখরানটাই যা বাকি ছিল।"

"কিন্তু যে আশায় তোমরা এখানে এসেছ তা তো সম্ভব হবে না। অর্থাৎ বিস্ফোরণের জায়গায় যেতে দেবে না তোমাদের। কাউকেই যেতে দেওয়া হয় না।"

এরা তো সবই জানে, তবু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "যাঃ। তা হলে কী হবে?"

"কী আবার হবে? এখানে মরুভূমিতে উটের পিঠে চেপে ঘোরো। দিনে রাতে কোনও ভয় নেই। মিলিটারি বেস এটা। তা ছাড়া জৈন মন্দির দ্যাখো, কেল্লা দ্যাখো।"

বিচ্ছু অবাক হয়ে বলল, "কেল্লা! এখানে?"

"হ্যাঁ, ওই দেখা যায়। ওই—ওই দ্যাখো।"

ওরা ঘরে জিনিসপত্তর রেখে দুপুরের খাবার অর্ডার দিয়ে একটা দোকানে বসে নাস্তা সেরে নিল। কচুরি শিঙাড়া জিলিপি ছাড়া আর তো কিছু পাওয়া যায় না এসব দেশে। ওরা তাই খেল।

জয়মল এবার উটগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এল মরুভূমিতে, যেখানে কাঁটাগাছ খুব বেশি সেইদিকে। তারপর একটি উট নিয়ে বিলুর কাছে এসে বলল, "ভাইসাব, কুছ সময়কে লিয়ে ছুটি মাংতা।"

"কিঁউ?"

"মেরা গাঁও তো ইধারই হ্যায়, সামকো আপস আয়েঙ্গে। যাউঁ?"

"উটগুলোর কী হবে তা হলে?"

"কুছ নেহি হোগা। উয়ো ঠিক রহেগা।"

"তো জলদি আনা।"

জয়মল চলে গেলে ওরা জৈন মন্দির দেখে কেল্লার দিকে এগোল। যেতে যেতে আলেয়া বলল, "কী ভাল না আমাদের এই জয়মল গাইড?"

সবাই একবাক্যে বলল, "সত্যি, ওর মতো ছেলে হয় না।"

আলেয়া বলল, "কোনও জন্মে ও হয়তো এই মরুরাজ্যেরই অধীশ্বর ছিল।"

"হতেও পারে।

পোখরানের কেল্লা রাজস্থানের অন্যান্য কেল্লার মতো বৈচিত্র্যময় নয়। তবু দেখতে ভাল লাগে। দু'-একজন বিদেশি ছাড়া ট্যুরিস্টেরও ভিড় নেই। শুধু ওরাই যা ঘুরে বেড়াতে লাগল এদিক-সেদিক করে। একসময় দুর্গের মাথায় উঠল ওরা। আর তখনই দেখতে পেল কয়েকজন লোক দূরের একটি বালির ঢিবিতে বসে বাইনোকুলারের সাহায্যে চারদিকে কীসব যেন দেখছে।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বল তো? ওরা কারা?"
বিলু বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না। তবে সন্দেহজনক।"
বালিয়াড়ির পেছনদিকে একটি বহুদিনের পুরনো কেল্লার ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে। কিছু উটও বাঁধা আছে সেখানে।
বাচ্চু বলল, "কী আছে ওখানে?"
এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "শম্‌শান।"
অর্থাৎ কিনা শ্মশান। যে বলল তাকে অনেকটা আফগানিদের মতো দেখতে। তবে কিনা ভীষণ রোগা ও শীর্ণ চেহারা। ছিন্ন মলিন পোশাক। কেল্লার ঝাড়ুদার অথবা দারোয়ান গোছের কেউ হবে হয়তো। ওরা আর সেখানে না থেকে নীচে নেমে এল।
দেখতে দেখতে বেলা অনেক হয়ে গেল। কিন্তু মুকেশদা এসে পৌঁছল না। ওরা স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে বিশ্রাম নিল। বিকেলবেলা পথে পথে ঘুরে বেড়াল। সন্ধে হল। সূর্য অস্ত গেল। তবুও না এল মুকেশদা, না ফিরে এল জয়মল। এবার কেমন যেন একটু অসহায় বোধ করল ওরা।
সন্ধের পর লজে ফিরে এসে বিলু বলল, "এইভাবে সবাই যদি আমরা এক এক করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তা হলে তো কাজের কাজ কিছুই হবে না। শুধু অকারণ মরুভ্রমণই সার হবে আমাদের।"
বিলুর কথার উত্তরে একটি কথাও বলল না কেউ।
একসময় বিচ্ছুই চোখ দুটো ছলছলিয়ে বলল, "কোনওরকমে একবার যদি বাবলুদা আর পঞ্চুকে ফিরে পেতাম—। আর ভাল লাগছে না।"
ভোম্বল বলল, "আমারও।"
বাচ্চু হঠাৎ বলল, "আচ্ছা বিলুদা, ওই যে লোকগুলো সকালে বাইনোকুলার নিয়ে দেখছিল, ওদের ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা করেছ?"
"না রে। তবে—।"
"ওই 'তবে'টাই তো মূল প্রশ্ন। ওই জায়গাটা যদি শ্মশানই হয় তা হলে শবদাহ করতে এসে ওরা বাইনোকুলারে চারদিকে নজরদারি করবে কেন?"
বিলু বলল, "ঠিকই বলেছিস। আজ বিকেলেই একবার আমাদের ওইখানে যাওয়া উচিত ছিল।"
বিচ্ছু বলল, "রাত কিন্তু এখনও খুব একটা বেশি হয়নি। সবে দশটা, যাবে?"
ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "সারাটা দিন হেলায় হারিয়ে এই রাত্রিবেলা শ্মশানে? তোমরা যে যাবে যাও। আমি ওর মধ্যে নেই।"
বিলু বলল, "ঠিক আছে। কাল সকালেই যাওয়া যাবে। বাবলু নেই, পঞ্চু নেই, তাই হঠাৎ করে অতখানি রিস্ক নেওয়াটাও উচিত হবে না।"
এর পর আর কথা নয়। কলা, পাউরুটি আর একটু করে মিষ্টি খেয়েই শুয়ে পড়ল ওরা।
প্রায় মধ্যরাতে কৃষ্ণার ডাকে ঘুম ভাঙল ওদের।
বিলু ধড়মড়িয়ে উঠে আলো জ্বেলেই বলল, "কী ব্যাপার?"
কৃষ্ণা এমনিতেই কম কথা বলে। বলল, "আলেয়া আর সুজাতাকে দেখছি না। পাশ ফিরে দেখি ওদের বিছানা খালি।"
"সে কী! কোথায় গেল ওরা?"
"জানি না। সেইজন্যই তো ডাকলাম তোমাদের।"
এই লজের বাথরুমটা কমন। লাগোয়া নয়। ওরা একবার বাথরুমে গেল। ছাদে উঠল। নীচে নেমে দেখল বাইরে যাওয়ার দরজাটা খোলা। তার মানে অপহরণ নয়। স্বেচ্ছায় নিজেরাই গেছে বাঘের মুখে শিকার হতে।
বিচ্ছু একটু সময় কী যেন ভেবে বলল, "ওরা দু'জনে যুক্তি করে শ্মশানের দিকে যায়নি তো?"
ভোম্বল বলল, "জাহান্নমে যাক। বলে যখন যায়নি তখন মরুক।"
বাচ্চু বলল, "না, না। ও-কথা বললে হবে না। যত কষ্টই হোক, খোঁজখবর নিতেই হবে ওদের। ওরা ঠিক ওইদিকেই গেছে।"
অতএব ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে এল ওরা। এত রাতে পোখরান এখন ঘুমিয়ে আছে। জনশূন্য মরুশহরে জেগে আছে শুধু পথের কুকুরগুলো।

বিলুরা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে চলল বালির ওপর দিয়ে পর্বতপ্রমাণ উঁচু সেই বালিয়াড়ির দিকে। রাজস্থানি ভাষায় যার নাম শম্‌শান।

নিঃশব্দে এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে যখন ওরা প্রায় বুকে হেঁটে বালির পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছল তখন সেখানে অসীম শূন্যতা। কেউ কোথাও নেই। তবে কিছু লোকের কাঠকুটো জ্বেলে রান্না করে খাওয়ার নমুনা রয়েছে। তা হলে গেল কোথায় মেয়েগুলো?

তবুও সবাই টর্চের আলো ফেলে চারদিক দেখতে লাগল ভাল করে। হঠাৎই বিচ্ছুর টর্চের আলো থমকে গেল এক জায়গায়। সে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "ওই দ্যাখো, ওখানে ওটা কী!"

সবাই দেখল বালিয়াড়ির নিম্নভূমিতে এক জায়গায় একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন ক্যারাভান কাত হয়ে পড়ে আছে। বালিতে অর্ধেক গেঁথে আছে তার।

বাচ্চু বলল, "ওটা ওখানে কেন?"

ভোম্বল বলল, "ব্যবহারের অযোগ্য, তাই।"

বিলু তখন সাহসে ভর করে কাউকে না নিয়েই এগিয়ে গেল সেইদিকে।

ওর দেখাদেখি অন্যরাও এল। কাছাকাছি আসতেই কেমন যেন একটা গোঙানির শব্দ কানে এল ওদের। থমকে দাঁড়াল সবাই।

বিলু বলল, "শুনছিস?"

ভোম্বল বলল, "শুনছি বইকী! শ্মশানে এসে এইসব শুনব না তো কি বিয়েবাড়ির সানাই শুনব?"

বিলু তখন এদিক-ওদিক দেখে ক্যারাভানের মাথায় উঠে ভেতরে আলো ফেলেই অবাক! একটু জোরেই চেঁচিয়ে বলল, "এই, তোরা আয় দেখি সব?"

ওর ডাকে সবাই ছুটে এল। এসে দেখল হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় ভেতরে আটকে আছে অর্ধমৃত জয়মল।

সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে উদ্ধার করা হল তাকে। বেচারি জয়মল! কেমন যেন হয়ে গেছে। ওর চোখের কোলে জল, অতিকষ্টে বলল, "তুম সব হিঁয়া?"

বিলু বলল, "ভগবান আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। নাহলে মারা পড়তে তুমি। আমাদের মধ্য থেকে আলেয়া আর সুজাতা হঠাৎ করে নিখোঁজ। ওদের খোঁজে এখানে এসেই তোমার আর্তনাদ শুনতে পাই। কিন্তু তোমার এমন হাল কেন?"

ওদের প্রশ্নের উত্তরে জয়মল যা বলল তা হল এই : সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও তো ওর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে আসতে রাত্রি হয়ে যায়। হঠাৎ দেখে যাযাবর শ্রেণীর চারজন লোক অন্ধকারে মরুভূমির একান্তে তাঁবু খাটিয়ে বসে বসে তাস খেলছে। ওর তখন জলতেষ্টা পেয়েছিল খুব। তাই একটু জলের আশায় ওদের কাছে এসেছিল সে। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই ভুল ভাঙল ওর। যাদের ও যাযাবর বলে ভেবেছিল তারা আসলে মরুদস্যু ছাড়া কিছুই নয়। তখন তার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ওরা খেলা বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে উটের পিঠ থেকে নামিয়ে আনল ওকে। তারপর সে কী বেদম মার! মার খেতে খেতে মরেই যেত ও। এমন সময় হঠাৎই একজন লোক এসে ওদের কানে কানে কী যেন বলতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল ওরা। পরক্ষণেই অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে ওকে এইভাবে বেঁধে রেখে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল কাল আবার এসে এইরকম মার মারবে।

তারপর একটু দম নিয়ে বলল, "ওই লোকটাকে চিনি। ওর নাম চাচিঙ্গা। রোগা শীর্ণ চেহারা। কেল্লার পেছনদিকে একটি বস্তিতে থাকে।"

বিলু বলল, "আমরাও চিনি। আজই সকালে কেল্লার ছাদে দেখেছি ওকে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, এখনই গিয়ে ওই শুকনো শকুন চাচিঙ্গার চিচিং ফাঁক করে দিই চল।"

কৃষ্ণা বলল, "কিন্তু জয়মল ভাই কি পারবে এই অবস্থায় আমাদের সঙ্গে যেতে?"

জয়মল বাচ্চু-বিচ্ছুকে ধরে বহুকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "যানা হি হোগা।"

এর পর সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে বালিয়াড়ি পার হয়ে কেল্লার পেছনে নিয়ে এল। বস্তিতে মাত্র দু'-চারটি ঘর। তাও সবগুলোয় লোকজন থাকে বলে মনে হল না। একটি ঘরের মধ্যে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল। জয়মল সেই ঘরের দিকেই ইশারা করল ওদের।

ওরা জয়মলকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে পা টিপে টিপে ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় টোকা মারতেই বেরিয়ে এল চাচিঙ্গা। তারপর ওদের দেখেই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল।

বিলু ওর পেটের কাছে ছুরি ধরে বলল, "তারপরে চাচিঙ্গা ভাই, দেব নাকি তোমার চিচিংটাকে ফাঁক করে?"

চাচিঙ্গা ভয়ে ভয়ে বলল, "ক্যা বোলা?"

"বলছি কোথায় গেল ওরা? কিধার গয়া উয়ো আদমি?"

"মুঝে মালুম নেহি।"

"ঠিক সে বতাও।"

"উয়ো লোগ চলে গয়ে।"

"অন্দরমে কৌন হ্যায়?"

"কোঈ নেহি।"

বিলু বলল, "ভোম্বল, ভেতরে ঢুকে দ্যাখ-তো মেয়েগুলোকে এখানেই লুকিয়ে রেখেছে কি না।"

ভোম্বল তখন এক ঝটকায় চাচিঙ্গাকে বালিতে ফেলে ভেতরে ঢুকল। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল, "বাবলু। কুইক!"

বাচ্চু-বিচ্ছু আর কৃষ্ণা তখন দায়িত্ব নিল চাচিঙ্গার।

বিলু দ্রুত ভেতরে ঢুকে যা দেখল তাতে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। দেখল একজন অসহায় মানুষকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে রেখেছে ওরা। গলা পর্যন্ত বালিতে পুঁতে মুখটি শুধু জাগিয়ে রেখেছে। ওরা একটুও দেরি না করে ঘরের কোণ থেকে একটি কোদাল এনে বালি সরিয়ে মুক্তি দিল তাঁকে।

অসহায় মানুষটির চোখে জল।

বিলু বলল, "আপনি কি পাইলট রাজীব মুখার্জি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা কী করে আমার নাম জানলে? তোমরা কারা? কোত্থেকে আসছ?"

"আমাদের পরিচয় পরে পাবেন। আমরা আপনাকে উদ্ধার করব বলেই এসেছি। তবে জেনে রাখুন, আপনি এখন শত্রুমুক্ত। আপনার প্রধান শত্রু মি. ডোগরা এখন সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি। আপনি আমাদের সঙ্গে লজে চলুন। সেখানে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হোন।"

রাজীববাবু বললেন, "তোমরা আমার জীবন রক্ষা করেছ ভাই। তাই তোমাদের ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। এখন এই মুহূর্তে একটু জল আর খাদ্য দিয়ে আমাকে বাঁচাতে পারো?"

খাদ্য তো এখানে নেই। তবে একপাশে একটি জলপাত্র ছিল, ভোম্বল সেটা নিয়ে এসে খেতে দিল রাজীবদাকে।

আকণ্ঠ পুরে সেই জল খেয়ে রাজীবদা বললেন, "উঃ কী অমানুষ এরা। আমার মুখের সামনে রুটি রাখত, জল রাখত, কিন্তু খেতে দিত না। বরং আমাকে দেখিয়ে নিজেরা খেত। এই ঘরে আমাকে পাহারা দিত একটা চামসে শকুন, অমন বদ আমি কোথাও দেখিনি।"

ভোম্বল বলল, "ওকে বধের ব্যবস্থা এখনই হচ্ছে।"

রাজীবদাকে নিয়ে যখন ঘরের বাইরে এল ওরা চাচিঙ্গাকে তখন রীতিমতো ঘায়েল করে ফেলেছে বাচ্চু-বিচ্ছুতে। মেরে ধুনে দিয়েছে একেবারে। এমন মেরেছে যে, ওর আর ওঠার শক্তি নেই।

এমন সময় হঠাৎ দূর থেকে আলেয়া ও সুজাতার গলা শোনা গেল, "হ্যালো ফ্রেন্ডস, শিগ্‌গির এসো, একটু হেল্প করো আমাদের।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেল বিলু, ভোম্বল। গিয়ে দেখল দু'জন মরুদস্যুকে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে ওরা।

বিলু বলল, "এরা কারা?"

আলেয়া বলল, "দু'জন সন্ত্রাসবাদী। রাঙটা আর আঙটা। আমরা এদের জীবন্ত সমাধি দিতে চাই।"

ভোম্বল বলল, "দু'জনকে নয়, ওই চিচিংটাকেও একই সঙ্গে কবরে পাঠাব আমি। বালি খুঁড়ি?"

বিলু বাধা দিয়ে বলল, "জাস্ট এ মিনিট। আগে ওদের কথা শুনি। এই দস্যু দুটোর সন্ধান ওরা পেল কী করে?"

আলেয়া বলল, "আমাদের তো শুয়ে ঘুম আসছিল না। তাই সুজাতাকে নিয়ে ছাদে গিয়েছিলাম চাঁদের আলোয় মরুভূমির রূপ দেখতে। এমন সময় হঠাৎ দেখি উটের পিঠে চেপে রাঙটা আর ওর এই সঙ্গী আঙটা চলেছে খৈনি ডলতে ডলতে। আমাদের দারুণ কৌতূহল হল। ওরা দু'জনে কোথায় যায় তাই দেখবার জন্য পথে নামলাম আমরা। তোমাদের ডেকে তোলারও সময় পেলাম না। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে পিছু

নিলাম ওদের। একসময় ওরা কেল্লার কাছে এসে থামল। উটের পিঠে পা দিয়েই নহবতখানার ওপরে উঠল ওবা। তারপর কেল্লার খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে আরও ওপরে উঠতে গিয়েই বিপদ বাধাল। হঠাৎ দেওয়ালের ফাটল থেকে চার-পাঁচটা প্যাঁচা বিকট চিৎকার করে ডানা ঝাপটে উড়ে যেতেই আচমকা ভয়ে হাত ফসকাল ওরা। দু'জনেই পড়ল একেবারে নীচের বালিতে। অত উঁচু থেকে পড়ার ফলে হাত-পা ভেঙে মাথা ফেটে অবস্থা কাহিল হয়ে গেল ওদের। আমরা তখন আত্মপ্রকাশ করে ওদের কাছে এলাম। আমাদের দেখেই তো আঁতকে উঠল ওরা। আমি রাঙটার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'মুঝে পয়ছানা?'

"রাঙটা দারুণ ভয় পেয়ে বলল, হ্যাঁ। আমি ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম তো জানি। ওর নাম কী? ও বলল, আঙটা। যার নাম আঙটা, তাকেও আমরা চিনি। ক্যামেল সাফারির সময় কী দারুণ নির্যাতন করেছিল আমাদের ওপর, তা এখনও মনে আছে। সে অতিকষ্টে একটু জল চাইতেই সুজাতা ওর মুখে খানিকটা বালি পুরে দিল। এইবার ওদের দু'জনকে মোচড় দিয়ে জানলাম পায়েলদিদের ওরা বারমেরের পথে দেবীকোটে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু সীমান্তরক্ষীদের নজর এড়িয়ে ওরা কোনওদিক দিয়েই ওদের পাচার করতে পারছে না। তার ওপরে বানজারাদের সঙ্গে ওদের ঘোর শত্রুতা। একটু আগেই খবর এসেছে বানজারারা ওদের ঘাঁটিতে জোর আক্রমণ চালিয়েছে। সেই খবর পেযেই একটু আগে দলনেতা কালামোদি রওনা হয়েছে দেবীকোটের দিকে। বাবলুর কোনও খোঁজখবর ওরা জানে না। তবে পাইলট রাজীববাবুকে আটকে রাখা হয়েছে চাচিঙ্গা নামে এই সুইপারের বাড়িতে। এইসব জেনেশুনে উটের দড়িতেই ওদের দু'জনের পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসেছি এখানে। এখন সবাই মিলে হাত লাগাও, এদের আমরা জ্যান্ত কবর দিই।"

বিলু বলল, "তার আর প্রয়োজন হবে না। ওই দ্যাখো কারা আসছে।"

সবাই তাকিয়ে দেখল একদল পুলিশ দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদেব দিকে। ওরা কাছে এসেই বলল, "ইধার ক্যা হোতা হ্যায়?"

সবার হয়ে রাজীববাবুই বললেন যা বলার।

পুলিশের লোকেরা তো শুনেই হকচকিয়ে গেল। এইরকম একটি কঠোর নিরাপত্তাব জাযগায এইসব? ধৃত দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করে রাজীববাবু সহ প্রত্যেককে গাড়ি করে লজে পৌঁছে দিল পুলিশের লোকেরা। ঘুমন্ত পোখরান যেন মুহূর্তে জেগে উঠল। কত লোক এসে ভিড় করল লজের সামনে। মেয়েরা গরম জলে সেক দিতে লাগল জয়মলকে। ডাক্তার এসে ওষুধপত্তর দিয়ে গেলেন। রাজীববাবুও গরম জলে সাবান মেখে স্নান কবে কেক বিস্কুট কফি খেয়ে সুস্থ হলেন একটু। ওই বাতেই এস টি ডি মারফত যোগাযোগ করলেন বাড়িব সঙ্গে। পুলিশও সর্বত্র জানিয়ে দিল এই শুভ সংবাদটা।

পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুকেশদা গাড়ি নিয়ে হাজির হল। গাড়িটা পথের মাঝখানে ব্রেক-ডাউন হয়ে যাওয়ায় আসতে পারেনি কাল। কিন্তু এলে কী হবে? নিরাপত্তারক্ষীবা রাজীববাবুকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে দিল্লি পর্যন্ত প্লেনেই পৌঁছে দেবেন ঠিক কবলেন। অতএব বিদায় মুকেশদা। বিলুরাও অনির্দিষ্টকালের জন্য আর মুকেশদাকে ধরে রাখতে চাইল না। শুধু মি. নেগিব কাছে একটা বার্তা পাঠিয়ে ওরা পুনবাভিযানের জন্য তৈরি হল।

॥ ৭ ॥

এবার বাবলুর প্রসঙ্গে আসা যাক। ও তো স্কুটার নিয়ে সবেগে ধাওয়া করল ডোগবা সাহেবের মারুতিকে। খানিক এসেই দেখল পারবে না জেনেও পঞ্চু সমানে ছুটে চলেছে ভৌ ভৌ করে। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একদল উট এসে হাজির হল পথের ওপর। ফলে রীতিমতো বাধা পেল বাবলু। এই মুহূর্তে জোরে ব্রেক না কষলে দারুণ বিপদ। অথচ উপায়ও নেই। বাবলু দু' চোখ বুজে ব্রেক কষতেই স্কুটার থেকে ছিটকে পড়ল। পড়ল, তাও একটা উটের ঘাড়ে। সে আর এক কেলেঙ্কারি। উটটা তো দারুণ ভয় পেয়ে ঘোড়ার মতো তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়েই মরুভূমির বালিয়াড়ির দিকে দৌড় লাগাল। বাবলুর অবস্থা তখন শোচনীয়। সে না পারে উটের পিঠে চেপে বসতে, না পারে লাফ দিতে। তার ওপরে উটটাও নেহাত ছোটখাটো নয়। অতএব অন্তহীন মরুপথে ওই অবস্থাতেই উটের গলা জড়িয়ে তাকেও মরু পরিক্রমা করতে হল। সেইসঙ্গে ভৌ ভৌ করে সমানে ছুটে চলল পঞ্চু।

উট যে এত জোরে ছোটে, বাবলুর তা জানা ছিল না। উট মানেই মন্থরগতি, এটাই ওর ধারণা ছিল। অথচ

একবার যদি কোনও কারণে থামে উটটা, বাবলু তা হলে লাফিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু উট থামে না। ছুটেই চলে, ছুটেই চলে। অনেক, অনেক পরে একসময় উঁচু একটি বালির ঢিবিতে ওঠার সময় উটের গতি মন্থর হলে লাফিয়ে পড়ল বাবলু। উটটা তখন আরও ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল। আর বাবলু? সে হুড়হুড় করে বালির ধসে গড়াতে-গড়াতে একেবারে নিম্নভূমিতে গিয়ে পড়ল। একটা বাবলা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ওর মাথাটা লাগতেই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। দু'চোখেই অন্ধকার দেখল ও।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন অসংখ্য তারার মালায় আকাশ ভরে আছে। মরুভূমির বালিতে শুয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা ভাগ্যের ব্যাপার। বাবলু দেখল। অথচ কী থেকে কী হয়ে গেল তা ভেবেও পেল না। ও এখন কোথায় কতদূরে তা কে জানে? ওকে নড়াচড়া করতে দেখেই কুঁই-কুঁই করে পঞ্চু ওর বুকে মুখ ঘষতে লাগল। সারাটা দিন ওকে আগলে বসে ছিল পঞ্চু। এখন ওর কী আনন্দ।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল বাবলু। তারপর পরমাদরে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে আদর করে বলল, "তুই যখন সঙ্গে আছিস তখন আর আমার ভয় নেই। কিন্তু পঞ্চু, আমার যে খুব খিদে পেয়েছে। জলতেষ্টাও পেয়েছে খুব।"

বাবলুর কথা শুনে পঞ্চু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুক ভুক করে শব্দ করল একটু। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিল এখানে এখন ভুখা মরা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই।

কপালটা কেমন ব্যথা ব্যথা লাগছে। বাবলু ওর কপালে একবার হাত বুলিয়ে দেখল সেখানটা বেশ ফুলে আছে। আঘাতটা জোরেই লেগেছিল তখন। যাই হোক, এইভাবে তো এখানে পড়ে থাকা যায় না। অতএব উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক একবার বেশ ভাল করে দেখে নিল। যেদিকে তাকায় সেদিকেই বালি। পথের কোনও দিশা নেই।

পূর্ণিমা বোধহয় এগিয়ে আসছে। তাই চাঁদের আলোটা আছে। সেই আলোয় সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে চলা শুরু করল। পঞ্চু চলল ওর পাশে পাশে। বালির ওপর দিয়ে পথচলা যে কী কষ্টকর এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পেল ও। হঠাৎ এক জায়গায় এসে আঁতকে উঠল বাবলু। দেখল সুবৃহৎ একটি উটের কঙ্কাল মরুভূমির বালি ফুঁড়ে যেন জেগে উঠেছে। অর্থাৎ মৃত কোনও উটকে একসময় বালিচাপা দেওয়া হয়েছিল। কালক্রমে বেরিয়ে পড়েছে সেটা। বাবলুর স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ল।

কঙ্কালটার পাশ কাটিয়ে খানিক এগোতেই পর্বতপ্রমাণ আর এক বালিয়াড়ি। সার্কাসের তাঁবুর মতো ঢেউ খেলে হারিয়ে গেছে দূরের দিগন্তে। এই বালির নীচেই হয়তো অতীতের কোনও গরিমা চাপা পড়ে আছে। ঢাকা আছে প্রাচীন সভ্যতা।

পঞ্চুকে নিয়ে আস্তে আস্তে সেই বালির উচ্চতায় উঠে এল বাবলু। আর সেখান থেকেই দেখতে পেল মরুভূমির মাঝখানে একটা ভগ্ন প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের ওপরের একটি ঘর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ভেসে আসছে।

প্রাসাদের সামনে একটি বাবলা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা আছে চারটে ঘোড়া, আর একপাশে রয়েছে একটি উটের গাড়ি। কালো পোশাক পরা চারজন লোক একটু দূরে এক জায়গায় বালির ওপর আগুন জ্বেলে কীসের যেন মাংস ঝলসাচ্ছে। দেখে দারুণ লোভ হল বাবলুর। খিদেটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল। কিন্তু ওই লোকেদের কাছে কিছু চাইতে যাওয়া মানেই নিজেকে অযথা বিপদে ফেলা।

ওরা যে মরুদস্যু তা বুঝতে অসুবিধে হল না। তাই দূরে বসেই ওদের গতিবিধির দিকে নজর রাখতে লাগল বাবলু।

মাংস ঝলসানোর কাজ শেষ হলে ওরা যখন সেটাকে পিস কেটে কেটে রাখতে লাগল একটা পাত্রের ওপর, পঞ্চুই তখন দেখিয়ে দিল ওর খেল। ও যে কখন বাবলুর পাশ থেকে সরে গিয়ে ওইখানে ওত পেতে ছিল তা ও খেয়াল করেনি। হঠাৎই পঞ্চু বড়সড় একটি পিস মুখে নিয়েই ছুটে এল বাবলুর কাছে। বাবলু বলল, 'শাবাশ পঞ্চু।' বলে ওই মাংসই গোগ্রাসে খেতে লাগল। এর পর পঞ্চুও ওদের অসতর্কতায় ভাগ বসাল আর একটি টুকরোতে। তখনই ওদের নজরে পড়ে গেল ও। যেই না পড়া অমনই একটি কাঠ নিয়ে একজন মারমুখী হয়ে তেড়ে গেল পঞ্চুর দিকে। কিন্তু ওরও নাম পঞ্চু। সে সেটা মুখে নিয়ে বিপরীত দিকে এমন দৌড় লাগাল যে, ওর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারল না সে।

ততক্ষণে বাবলু পা টিপে টিপে বালির উচ্চস্থান থেকে নেমে প্রাসাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। না আসা ছাড়া উপায় ছিল না। কেন না এই মুহূর্তে ওর একটু জল না পেলেই নয়। তাই ছায়ান্ধকারে দস্যুদের নজর এড়িয়ে প্রাসাদে ঢুকল ও। ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত এই প্রাসাদ যেন একটা প্রেতপুরী। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখেই

এক জায়গায় একটি মাটির পাত্রে জল ছিল। সেই জল আকণ্ঠ পুরে পান করে তৃপ্ত হল ও। তারপরে এক-পা এক-পা করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই দেখল ওপরের দালানমতো অংশে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র গাদা করা আছে। সম্ভবত সন্ত্রাসবাদীদের কাজের সুবিধের জন্য বাইরের দেশ থেকেই এসেছে এগুলো। একপাশে কার্তুজের গাদা। বাবলুর কাছে যদিও পিস্তল আছে তবুও ওর পছন্দমতো একটি অস্ত্র ও বেছে নিল। সেইসঙ্গে টোটাভর্তি করে নিল সেটা, আসন্ন লড়াইয়ের জন্য। এমন সময় হঠাৎই একজন বিজাতীয় ভাষায় কী যেন বলে চিৎকার করে পেছনদিক থেকে জাপটে ধরল ওকে। বাবলু তখন মহা বেকায়দায়। 'পঞ্চু' বলে একটা হাঁক দিয়েই ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

বাবলুর ডাক শুনেই ছুটে এল পঞ্চু। এসেই দারুণ একটা হাঁক দিয়ে লাফিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে। তারপর আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলল। এতক্ষণে মনের মতো একটা শিকার পেয়ে সে কী উল্লাস ওর।

বাবলু তখন লোকটার পায়ে একটা লাথি মারতেই পঞ্চুকে আলিঙ্গন করে সিঁড়ির ওপর থেকে পড়ল গিয়ে একেবারে নীচের ধাপে।

যে দস্যুগুলো বালির ওপর বসে রাতের খাওয়া খেতে যাচ্ছিল তাদেরও খাওয়া তখন মাথায় উঠল। ওরা ছিল নিরস্ত্র। বেগতিক দেখে ভীষণ রেগে ছুটে এল অস্ত্র নেবে বলে। কিন্তু এসেই দেখল সিঁড়ির মুখে যম। অন্ধকারে বাবলুকে ওরা ভালভাবে দেখতে পেল না। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রটা চোখে পড়তেই প্রাণভয়ে এক একজনে এক একটি ঘোড়ায় চেপে মরুর বুকে বালির ঝড় তুলে হাওয়া। বাবলু তবুও ছাদে উঠে ওদের দিকে লক্ষ্য করে একটা ফায়ার করল। ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে 'চি-হি-হি' শব্দে চিৎকার করে উঠল একটি ঘোড়া। কিন্তু ওই পর্যন্তই। নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল সবাই।

পালাতে পারল না শুধু সেই লোকটি। যে লোকটিকে পঞ্চু রীতিমতো ঘায়েল করেছিল। বাবলু মেরেধরে ওর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কাগজপত্তর, ম্যাপ ইত্যাদি উদ্ধার করল। তারপর নীচের ঘরেই হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল ওকে। না বাঁধলেও চলত। কেন না অবস্থা ওর এমনই খারাপ যে, পালাতে পারত না। তবুও কথায় বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই আর সাবধানের মার নেই। তবে অনেক চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে পায়েলদিদের ব্যাপারে কিছুই জানা গেল না।

বাবলু যখন এই লোকটিকে নিয়ে ব্যস্ত ঠিক তখনই পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' শুনে দ্রুত উঠে গেল ওপরে। উঠেই দেখল ঘরের এক কোণে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় ভয়ে কাঁপছে একটি মেয়ে। ওদেরই বয়সি এক রাজপুতানি কিশোরী।

বাবলু বলল, "তুম!"

মেয়েটি দু'হাতে ওর মুখ ঢাকল। প্রথম দর্শনে স্বল্পালোকে ওর মুখ একবার দেখেই বাবলু বুঝে নিয়েছিল পরমাসুন্দরী এই কিশোরীকে রাজস্থানের কোনও গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।

বাবলু বলল, "বুঝেছি। এই শয়তানরা তোমাকে উঠিয়ে এনেছে কোথাও থেকে। নাম কী তোমার?"

মেয়েটি বলল, "জুন। জুন ভাট্টি।"

বাবলু বলল, "আর তোমার ভয় নেই। তুমি এখন মুক্ত।" বলেই ওর একটা হাত ধরে নীচে নিয়ে এল ওকে। তারপর পঞ্চুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত সেই লোকটিকে দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, কী হাল করেছি ওর। বাকিরা পালিয়েছে।"

জুন ওর অপহরণকারীদের একজনের ওই অবস্থা দেখে আনন্দে কী যে করবে তা ভেবে পেল না।

বাবলু বলল, "শোনো, তোমার মতো আমিও অসহায়। দৈবের ইচ্ছায় আমরা দু'জনে যখন দু'জনের কাছাকাছি এসে গেছি তখন সারারাত ধরে আমার কথা আমি বলব, তোমার কথা তুমি বলবে। এখন এসো, তোমাকে কিছু খাওয়াতে পারি কিনা দেখি। আমারও খিদে পেয়েছে খুব। একটু আগে একটুকরো মাংস পেটে পড়েছে। তাতে কী হবে?" বলে মরুদস্যুরা যেখানে রাতের আহারের ব্যবস্থা করছিল সেইখানে এল ওরা।

এসে দেখল পিস কাটা মাংসগুলো সবই রয়েছে প্রায়। মোটা মোটা রুটিও ছিল বেশ কিছু। আর ছিল নেশা করার জিনিস। বাবলু সেগুলো লাথি মেরে ফেলে দিয়ে রুটি আর মাংস নিয়ে ওপরে চলে এল। কথায় বলে কপালে থাকলে বনে গিয়েও অন্ন জোটে, ওরাও তাই মরুভূমিতে পেল জল আর উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু মুশকিল হল, ওই মাংস কিছুতেই খাওয়ানো গেল না জুনকে। আসলে ওরা বরাবরই নিরামিষাশী। তাই শুধু রুটি খেয়েই পেট ভরাল।

খাওয়াদাওয়ার পর বাবলু বলল, "আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে আমরা এইখানেই কাটিয়ে দিই এসো। কাল ভোরে তোমাদের গ্রামের দিকে যাওয়া যাবে।"

জুন ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, "আমার কিন্তু আর একটু সময়ও এইখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

"বেশ, তা হলে একটা কাজ করা যাক।"

"কী কাজ?"

"এখন রাত্রি কত? হোয়াট এ ক্লক?"

"ওয়ান এ এম।"

"এই বিদেশি অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে আমরা এইখানেই বালির মধ্যে কোথাও পুঁতে রাখি। না হলে ওগুলো দুষ্কৃতীদের হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

কথাটা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। তাই একটা কোদাল জোগাড় করে দু'জনে বালি খুঁড়ে গর্ত করে তার ভেতরে রেখে দিল অস্ত্রগুলো। শুধু কিছু কার্তুজ বাবলু রেখে দিল নিজের কাছে।

এর পরই যাওয়ার জন্য তৈরি হল ওরা। যাওয়ার আগে মরুদস্যুদের ঝোলাঝুলি হাতড়ে বেশ কিছু কাগজপত্র, ম্যাপ ও টাকাপয়সা নিয়ে নিল সঙ্গে। বাবলুর নিজের কাছেও অনেক টাকা ছিল। সে সবের সামান্যও খরচ হয়নি। তবু এই অন্তহীন পথযাত্রায় পাথেয় হিসেবে যা থাকে তাই ভাল।

জুন এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "ওয়েস্টেজ অব টাইম মাত করো ফ্রেন্ড। প্লিজ কাম।"

জুনের কথা বলার ধরনটি খুব ভাল লাগে বাবলুর। বলল, "চলো।"

ওরা পঞ্চুকে নিয়ে নীচে নেমে দেখল আহত বন্দি তখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই ওকে আর বিরক্ত না করে ঘরের বাইরে এল ওরা। জুন বাবলুকে একটু অপেক্ষা করতে বলে গাছের ডালে বেঁধে রাখা উটের গাড়িটাকে নিয়ে এল। তারপর নিজে চালকের আসনে বসে বাবলুকে বলল, "ওঠো।"

বাবলু আর পঞ্চু উঠে বসলে চলতে লাগল গাড়ি।

মরুকন্যা জুন। এইসবের অভিজ্ঞতা তার আছে। বাবলু অবাক বিস্ময়ে ওকে দেখতে লাগল তাই। এই সুন্দর পরিবেশে এইভাবে উটের গাড়িতে চেপে ওর মতো এক কিশোরীর সাহচর্যে মরুভ্রমণ স্বপ্নের মতো বলেই মনে হল। উটের গাড়ি চলতে লাগল বালির বুকে চাকার দাগ কেটে। এমন গভীর নিশীথে আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে অন্তহীন পথে এমন এক সুন্দরী মরুকন্যার রথে চেপে এই নিরুদ্দেশ যাত্রা কল্পনারও অতীত। ওর মনে হল জুন নামের এই অচেনা কিশোরী যেন স্বর্গের অপ্সরী, অথবা এই জ্যোৎস্নালোকে কল্পলোকের পরী। গ্রিকদেবী এথেনা যেন মানবীরূপে ওর কল্পনার রথকেই চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

যেতে যেতে কলকল করে কত কথাই না বলল জুন। ও যে কী দারুণ প্রাণোচ্ছল, তা এতক্ষণে বোঝা গেল। জুন বলে চলল, সোনার কেল্লার দেশ জয়শলমিরের কাছে লাঠি গ্রামে বাড়ি ওর। ক'দিনের জন্য মামার বাড়িতে এসেছিল বেড়াতে। গতকাল ওরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি মরূদ্যানে গিয়েছিল পিকনিক করতে, এমন সময় এই মরুদস্যুরা আতঙ্ক সৃষ্টি করে ওকে তুলে নিয়ে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে উটের এই গাড়িটাকেও। এই গাড়ি ওর মামা মধু তানোয়ারের। ওরা ওকে খেড়পায় নিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেবে বলে। এমন সময়—।

বাবলু বলল, "এমন সময় আমি এসে পৃথ্বীরাজ চৌহানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদেব ওপর।"

হেসে গড়িয়ে পড়ল জুন। বলল, "ইউ আর রিয়ালি ফ্যান্টাস্টিক।" তারপর চালকের আসন থেকে সরে এসে বাবলুর পাশে বসে শুরু করল আবার কথা বলা।

পঞ্চু আরও একটু সরে এসে ওদের গা ঘেঁষে শুল। উটের গাড়ি চলতে লাগল চালকবিহীন হয়েও।

জুন বলতে লাগল—বাড়িতে ওর বাবা, মা, দাদা সবাই আছে। দশম শ্রেণীর ছাত্রী ও। দারুণ ক্রিকেট অনুরাগী। উট প্রতিপালনই ওদের জীবিকা। ওর দাদা সেইসব দেখাশোনা করে, আর মাঝে মাঝে সাহেবদের ক্যামেল সাফারিতে গাইড হয়। ওর মতো সুন্দরী মেয়ে ওদের গ্রামে বা তার আশপাশে আর কেউ নেই। তাই বাবা মা দাদা সবাই ওকে চোখে চোখে রাখে। সকলেরই ভয় ওর সুন্দর মুখশ্রীর জন্য কেউ না ওকে চুরি করে নিয়ে যায়। মরুভূমির মেয়ে বলে এবং ওর ওই অনবদ্য রূপের জন্য সবাই ওকে মেহেরউন্নিসাও বলে। আদর করে বলে, 'মেহের—মেহেরজান।' তবে ওর কিন্তু এই জুন নামটাই খুব পছন্দের।

বাবলু বলল, "যারা তোমাকে ওই নামে ডাকে তারা কিন্তু ভুল বলে না। সত্যিই তুমি ইতিহাসের নায়িকা। মরুভূমির মেহেরবানি তুমি মেহেরউন্নিসা, তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চিরদিন নিশা।"

জুন হাসল। হেসে বলল, "আমার দাদাকেও খুব সুন্দর দেখতে। ঠিক আমারই মতো। অনেকে ওকে মেয়ে বলে ভুল করে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? যদি কখনও তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয় তা হলে খুশি হব খুব।"

জুন বলল, "এতক্ষণ তো আমার কথা হল। এবার তোমার কথা বলো? তুমহারে বারেমে কুছ তো বতাও? নাউ টেল মি অ্যাবাউট।"
বাবলু তখন ওর পরিচয় দিয়ে ও এখানে কেন এবং কীজন্য এসেছে, সব বলল।
শুনেই তো অবাক হয়ে গেল জুন। বলল, "হাউ স্ট্রেঞ্জ!"
বাবলু বলল, "এখন বুঝছ তো, তোমাকে কোনও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার পরও আমার ছুটি নেই। সর্বপ্রথম আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তারপর—।"
হঠাৎই মরুর বুকে এক সুমধুর সঙ্গীতের মূর্ছনায় ভরে উঠল ওদের মনপ্রাণ।
উটের গাড়ি চলতে চলতে থেমে গেল।
ওরা দেখল এক জায়গায় ছোট ছোট বেশ কিছু তাঁবু পড়েছে। আর তারই সামনে বালির ওপর আগুনের কুণ্ড জ্বেলে নাচগানের আসর বসিয়েছে কারা যেন। কী দারুণ প্রাণবন্ত আর উদ্দাম নাচ। সেইসঙ্গে সুমধুব বাদ্যযন্ত্রের ব্যঞ্জনায় চারদিক যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।
জুন আনন্দের আতিশয্যে গাড়ি থেকে প্রায় লাফিয়েই নামল বালির ওপর। তারপর শূন্যে দু'হাত তুলে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "বা-ন-জা-রা।"
বাবলু আর পঞ্চুও নেমে পড়েছে তখন। বাবলু বলল, "বানজারা কী?"
জুন বুঝিয়ে দিল বারমের অঞ্চলে যে 'বুরা রেগিস্থান' (গভীব ও ভযাবহ মরুভূমি) আছে এরা ওই অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর সম্প্রদায়ের লোক। গানবাজনা, শিকার ও পশুপালনই এদের জীবিকা। মনে হয় ওশিয়াঁমাতার কোনও উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্যই এসেছে এরা।
সেই মুহূর্তে জুনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবান্তর লক্ষ করা গেল। সে বাবলুব হাতে টান দিয়ে বলল, "ডান্স দেখনা চাহো তো জলদি আও। কাম অন, কুইক।" বলেই অনেকটা যেন নাচের ভঙ্গিতেই সেইদিকে ছুটে গেল সে।
সুরের মূর্ছনায় আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে তখন। বাবলু আর পঞ্চুও ছুটল। কী আনন্দ। কী আনন্দ।
সারি সারি তাঁবুর পাশে প্রায় পঞ্চাশজন নারী-পুরুষের একটি দল মেতে উঠেছে নাচের উৎসবে। পুরুষরা বিভিন্ন তারের যন্ত্রে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করছে, আর মেয়েরা মরুসাজে সজ্জিতা হয়ে দু'হাতে ছুরির ফলা নিয়ে নেচে চলেছে অবিরামভাবে। আগুনের ফুলকির মতো জুনও মিশে গেল তাদের দলে। বানজারন রূপসীদের সঙ্গে সঙ্গ মিলিয়ে অনবদ্য হয়ে উঠল জুনের নাচ। কী নাচই না নাচল জুন! সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গানও গাইল, "চিসকি চিসকি মেরা পগেয়া পোগড়ি খেঁড়/নাগিন জিনিয়া মেরা নাগামা চিসকি জুমা/হ্যায় চিসকি চিসকি...।"
গানের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না বাবলু। শুধু শুনেই যেতে লাগল। আর ভাবল, মরুভূমির স্বপ্ন দেখা ওর বিফল হয়নি। আলেয়ার আহ্বানে ঘর থেকে বেরিয়ে না এলে এইরকম পরিবেশে এই নাচের আসরে ওর নাচ দেখা অদেখাই থেকে যেত। মরুভূমির বুকে মরুকন্যার নাচ, বানজারনদের বাজনায় সুব, অজানাই থেকে যেত সব। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুদের কপালে নেই। কী আর করা যাবে? হঠাৎই ওই নাচের আসরে বানজারনদের দলে এমনই একজনকে দেখল বাবলু যে, তা প্রত্যাশার বাইরে। অগ্নিকুণ্ডে পাক খেয়ে একবার করে নাচতে নাচতে আসছে আর ঘুরে যাচ্ছে। ওই মুখ তো চিনতে ভুল হওয়ার নয়, তাই আনন্দের উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল বাবলু, "পা-য়ে-ল-দি!"
মুহূর্তে যতিভঙ্গ হল। থেমে গেল নাচগান। হ্যাঁ, বানজারনদের নাচের দলে পায়েলদিও ছিল। এতক্ষণ নাচের ঘোরে থাকায় বাবলুর দিকে লক্ষ করেনি পায়েলদি। এইবার ছুটে এসে ওর হাতদুটি ধরে বলল, "এ কী! বাবলু তুমি! আর সব কই?"
অনেকদিন পরে হলেও পায়েলদিকে চিনতে ভুল হল না পঞ্চুর। সেও ছুটে এসে পায়েলদির পায়ে গা ঘষে কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়তে লাগল। পায়েলদি ওকে অনেক আদর করে বাবলুকে বলল, "আর কাউকে দেখছি না কেন?"
বাবলু বলল, "আর কেউ নেই। শুধু আমি আর পঞ্চু। আর আমার এক নতুন বান্ধবী জুন ভাটিয়া। ওই, ওই যে সে।"
জুন তখন পায়েলদির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।
পায়েলদি মিষ্টি করে হাসল ওর দিকে চেয়ে। তারপর বলল, "কিন্তু এখানে তোমরা এসে পড়লে কীভাবে?"

"অত কথা তো এইভাবে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। তবে জেনে রাখুন আপনার খোঁজেই এখানে এসেছি।"

পায়েলদির চোখদুটো ছলছল করে উঠল। বলল, "আর আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু আমার ভুলেই অত মেয়ে দস্যুর কবলে পড়ে গেল।"

"এইরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। ওরাও কচি খুকি নয়। অ্যাডভেঞ্চারে গেলে বিপদের ঝুঁকি প্রত্যেককেই নিতে হবে। তাই বলে...।"

"না, না, না। আমি তখনই ফিরব, যদি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারি। না হলে ওদের বাবা-মা'র কাছে গিয়ে আমি মুখ দেখাব কী করে? তার চেয়ে এই বেশ আছি।"

"আপনি সবাইকেই ফিরে পাবেন পায়েলদি। ধৈর্য ধরুন, ভগবানে বিশ্বাস রাখুন। আসুন আমাদের সঙ্গে।"

পায়েলদি অন্যদের নাচগান চালিয়ে যেতে বলে বাবলুকে নিয়ে একটি তাঁবুতে এল। জুনও এল সঙ্গে। এল পঞ্চুও।

পায়েলদি বলল, "কী করে যে ওদের ফিরে পাব তা জানি না। তবে আমার মনে হয় ওদের একজনও বেঁচে নেই।"

"শুনুন, আপনাদের উই আব সেভেন-এব তিনটি মেয়ে আলেয়া, কৃষ্ণা আর সুজাতা, দস্যুদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ওরাই ডাকিয়ে এনেছে আমাদের। আপনাকেও পেয়ে গেলাম। বাকি রইল সেবা, শুভ্রা ও সুচেতা। ওরা আছে বারমেরের কাছে একটি পরিত্যক্ত গুপ্ত প্রাসাদে। এখন যেভাবেই হোক নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও উদ্ধার করতে হবে ওদের। শুধু তাই নয়, একজন পাইলটের ভাগ্যও নির্ধারণ কবছে আমাদের কর্মতৎপরতার ওপর। জানি না বিলুরা তাঁকে উদ্ধার করতে পেরেছে কিনা।" বলে ওর সব কথা খুলে বলল বাবলু। দিল্লিতে ওর কিডন্যাপ হওয়া, দেশনোক থেকে উধাও হওয়া, জুনকে উদ্ধার করার কথা সবই বলল। শেষে বলল, "ডোগরা সাহেবের আর বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু কালামোদিকে ফাঁদে ফেলতে না পারলে অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে আমাদের।"

"ওইটাই তো মুশকিলের ব্যাপার। ফাঁকা মাঠের বেড়াল আর মরুদস্যু কালামোদি দু'জনেই এক। দল ওদের বড় নয়, কিন্তু কালামোদি অপরাজেয়। এই বানজারারা ওর প্রধান শত্রু। কিন্তু এরাও ওর নাগাল পায় না।"

বাবলু বলল, "একবার যদি শয়তানের চেহারাটা আমি দেখতে পেতাম...।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বন্দুকের নল এসে ঠেকল ওর বুকে। পঞ্চু বিকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দুকধারীর ওপর। তারপর সে কী প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি, কামড়াকামড়ি। চিৎকার, চেঁচামেচি। সেই পলাতক মরুদস্যুব দল সুযোগ বুঝে আবার এসেছে। ওরা চারজনেই ছিল। বাবলু লাফিয়ে পড়ে ওদের একজনকে লক্ষ্য করে গুলি করতেই আর একজনের বন্দুকের কুঁদো ওর ঘাড়ে এসে পড়ল। যে লোকটাকে গুলি করল বাবলু সে আহত হয়েই তার ঘোড়া নিয়ে ছুটল সবার আগে। বাকি তিনজনের একজন সমানে লড়ে যাচ্ছে পঞ্চুর সঙ্গে। আর দু'জন বাবলু ও জুনকে তুলে নিল অবলীলায়। সেই মুহূর্তে তাঁবু ছিঁড়ে পায়েলদি এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, এতটুকু বাধাও দিতে পারল না কাউকে।

ততক্ষণে মারমুখী হয়ে ছুটে এসেছে বানজাবার দল। নাচগান তখন মাথায় উঠে গেছে ওদের। অশ্বারোহীরাও তখন বেপাত্তা। পঞ্চু যে লোকটাকে আক্রমণ করেছিল, শুধু পালাতে পারল না সেই লোকটাই। পারল না যেমন, মারও খেল তেমনই। বানজারাদের হাতে বন্দি হল আগন্তুক।

অপ্রত্যাশিতভাবেই যা হওয়ার তা হয়ে গেল। অসহায় পঞ্চু আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে কেঁদে উঠল, "ভো-উ-উ-উ-।" তাঁবুমুক্ত হয়ে পায়েলদি ওর কাছে এসে আশ্বস্ত করল ওকে। পায়েলদির চোখে জল। ঘোড়ার খুরের শব্দ তখন মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে বহু দূরে।

এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। মরুদস্যুরা যে কখন থেকে ওত পেতে ছিল তা কে জানে? দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। পায়েলদির চোখে এখন ক্রোধের আগুন। যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে ছেলেমেয়ে দুটোকে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেকের সন্ধান পেতে হবে। তাই বানজারাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ধৃত দস্যুকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বলে, পঞ্চুকে সঙ্গে করে ওশিয়াঁর পথে এগিয়ে চলল পায়েলদি। মরুতীর্থ ওশিয়াঁ। ওই দেখা যায় মায়ের মন্দির।

মরুভূমির মাঝখানে এমন দর্শনীয় মন্দির সারা ভারতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বোধ হয় নেই। অথচ যোধপুর শহর থেকে মাত্র বাষট্টি কিমি দূরে এই ওশিয়াঁ। পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে পায়েলদি যখন মন্দিরে

এল তখন ভালভাবে সকাল হয়ে গেছে। মন্দিরসংলগ্ন একটি ধর্মশালায় ঘর নিয়ে প্রথমেই বেশটি করে স্নান করে নিল পায়েলদি। এই ক'দিন স্নানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। আর ছিল না রুচি অনুযায়ী ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া। হিন্দু ও জৈন তীর্থের এই ছোট্ট জায়গাটিতে রকমারি খাবার মেলে। পায়েলদি পঞ্চুকে নিয়ে একটি দোকানে বসে গরম-গরম কচুরি আর লাড্ডু খেয়ে নিল পেটভরে। তারপরে এক ভাঁড় চা খেতেই আবার আগের মেজাজে ফিরে এল।

চা-পর্ব শেষ হলে পায়েলদি সর্বাগ্রে ফোনে যোগাযোগ করল মি. নেগির সঙ্গে।

নেগি দারুণ চিন্তিত ছিলেন পায়েলদি ও অন্যান্য মেয়েদের ব্যাপারে। তাই টেলিফোনে পায়েলদির কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে কী যে করবেন কিছু ভেবে পেলেন না।

পায়েলদি মি. নেগিকে সেই রাতের ভয়াবহ ঘটনার কথা থেকে বাবলুর অপহরণ পর্যন্ত সব বলল। বলল বর্তমান পরিস্থিতির কথা।

সব শুনে নেগি বললেন, "তুমি একদম ভয় পাবে না। এমনকী ওশিয়াঁ ছেড়েও যাবে না কোথাও। তোমার বক্তব্য শোনবার জন্য এখনই কেউ না-কেউ তোমার কাছে যাবে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কোনও বিপদ হলে ওদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে প্রশাসন। তার কারণ দু'দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করেছে ওরা।" তারপর বিলুদের প্রসঙ্গেও বললেন। ওরা যে মরুভূমির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বারমেরের দিকে, জানিয়ে দিলেন তাও।

পায়েলদি অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে পঞ্চুকে নিয়ে আবার ফিরে এল মন্দিরে। তখন দেবীদর্শন হয়নি। এখন সুউচ্চ মন্দিরের শেষধাপে যেখানে ওশিয়াঁমাতার স্থান, সেইখানে এসে দেবীদর্শন করে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বহুদূরের মরুভূমির রূপ দেখতে লাগল। মন্দির তো নয়, যেন মনুমেন্ট। এখান থেকেই স্বল্প দূরের জৈন মন্দিরটিও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে এখন যাওয়ার সময় নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোক্যাল থানার ইনস্পেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে সেনাবাহিনীর দু'জন অফিসারকে আসতে দেখা গেল তার দিকে। তাঁরা এসে পায়েলদিকে নমস্কার জানালেন। একজন বললেন, "আপনিই কি মিস পায়েল রায়?"

"হ্যাঁ, আপনারা?"

"আমরা পোখরান থেকে আসছি। মি. নেগি আমাদের জানিয়েছেন সব। আমাদের নাম সঞ্জয় বক্সি ও গৌতম রায়। একটু সময় নিয়ে আপনার প্রবলেমগুলো খুলে বলুন দেখি আমাদের?"

পায়েলদি ওদের নিয়ে মনোমতো একটি জায়গায় বসেই বলল, "এত তাড়াতাড়ি পোখরান থেকে আপনারা এসে পৌঁছলেন কী করে?"

"আমরা হেলিকপ্টারে এসেছি।"

পায়েলদি বলল, "ও, তাই।" বলে আদ্যোপান্ত সবই জানিয়ে দিল বিশদভাবে।

সঞ্জয় বক্সি বললেন, "বাবলুকে যারা অপহরণ করেছে তারা তা হলে ঘোড়ায় চেপে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। চারজন ছিল তারা।"

"ওরা অবশ্য শিগগিরই ধরা পড়বে। দিনের আলোয় আকাশপথে টহল দিলে নজরে পড়বেই ওরা। সব থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। তবে কিনা ওই মেয়ে তিনটিকে খুঁজে বের করা সময়ের ব্যাপার।" বলে একটু সময় কী যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা যে ঘাঁটি থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে বাবলু অস্ত্রশস্ত্রগুলো বালিতে পুঁতে দিয়েছে, সেই জায়গাটা কোথায় বলতে পারেন?"

"কী করে বলব বলুন? আমি তো ওদের সঙ্গে ছিলাম না। ওইখানে শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, একজন দস্যুকেও ঘায়েল করে বন্দি করে রেখে এসেছে ওরা।"

"তা তো রেখেছে কিন্তু ওই অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে উদ্ধার করা যে খুবই দরকার। কী ধরনের অস্ত্র আমদানি হয়েছে তা জানার একান্ত প্রয়োজন।"

পায়েলদি পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "সে ব্যাপারে এই শ্রীমান কিন্তু আপনাদের যথেষ্ট হেল্প করতে পারে। এদিকে বানজারনদের হাতেও কিন্তু ধরা পড়েছে আর একজন।"

স্থানীয় পুলিশের ইনস্পেক্টর জানালেন সেই বন্দি এখন লকআপে। এমনকী উটের গাড়িটিকেও উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত লোকটিকে মোচড় দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তার মুখ থেকে এইটুকু জানা গেছে যে, ওই মেয়ে তিনটিকে দেবীকোটে ওদের গোপন ঘাঁটিতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহী বানজারা গোষ্ঠীর আক্রমণের সুযোগে ওরা নাকি পালিয়ে যায়। এর পর থেকে ওদের ব্যাপারে আর কিছুই ওর জানা নেই।

পায়েলদি বলল, "মেয়েগুলো যে ওদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে এটা অত্যন্ত সুখবর। কিন্তু এই ছেলেমেয়েগুলোকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আপনারা কী সিদ্ধান্ত নিলেন?"

"অনুসন্ধান চলছে। মরুভূমি চষে ফেলা হচ্ছে আকাশপথে। তবে কিনা দেখতে পেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলা যাবে তা তো নয়। হেলিপ্যাড ছাড়া যেখানে-সেখানে হেলিকপ্টার নামানো যাবে না। অতএব এক্ষেত্রেও সময় লাগবে। যাই হোক, আপনি যদি কিছুক্ষণের জন্য এই কুকুরটাকে আমাদের সঙ্গে দেন তো খুব ভাল হয়।"

পায়েলদি বলল, "বেশ তো, নিয়ে যান।"

কিন্তু নিয়ে যান বললেই কি নিয়ে যাওয়া যায়? একে বাবলু নেই বলে ওর মনের অবস্থা খারাপ, তার ওপরে এই অচেনা লোকজনদেব সঙ্গে একা ও। অতএব দারুণ অনিচ্ছা ওর। কুঁই কুঁই করে ও তাই পায়েলদির পায়ের ফাঁকে নিজেকে আড়াল করতে লাগল।

ওর অবস্থা দেখে পায়েলদি বলল, "আমি না গেলে ও যাবে না।"

"তা হলে আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে।"

"চলুন তবে।"

এবারে আর পঞ্চু আপত্তি করল না। মন্দির থেকে অল্প একটু দূরে প্রশস্ত জায়গায় রাজপথের ওপর হেলিকপ্টারটা ছিল। সঞ্জয় বক্সি ও গৌতম রায়ের সঙ্গে পঞ্চুকে নিয়ে পায়েলদি হেলিকপ্টারে চেপে বসতেই ফড়িং-এর মতো ডানা মেলে আকাশে উড়ল সেটা।

আকাশপথে উঁচুতে উঠে বেশ কয়েকটা পাক দিতেই হঠাৎ এক জায়গায় মরুভূমির গভীর নির্জনে একটি মৃতদেহ চোখে পড়ল। আর দেখা গেল একটি ঘোড়া পথ খুঁজে না পেয়ে এদিক-সেদিকে ছুটোছুটি করছে। জায়গাটা মথানিয়ার কাছাকাছি। সেখান থেকে আরও দূরে বালির ওপব দিয়ে ছুটে চলেছে আবোহীবিহীন আরও দুটি ঘোড়া। পায়েলদি সেদিকে তাকিয়েই বলল, "ওই তো! ওই তো সেই ঘোড়া। কিন্তু বাবলু কই? জুন কোথায়? দস্যুগুলোকেই বা দেখা যাচ্ছে না কেন?"

সঞ্জয় বক্সি বললেন, "চিন্তার ব্যাপার তো!"

গৌতম রায় বললেন, "মনে হয় এই এলাকাব মধ্যেই কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে আছে ওবা। কিন্তু দস্যুদলের এই লোকটাকে মারল কে?"

পায়েলদি বলল, "সম্ভবত আত্মরক্ষার জন্য বাবলু যে গুলিটা করেছিল ওকে, তারই পরিণতিতে এই মৃত্যু।"

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকেই ফোনে বার্তা পাঠানো হল পুলিশকে। তারপর হেলিকপ্টার অন্যদিকে ঘুরে পড়ল।

অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ভগ্ন প্রাসাদের মাথার কাছাকাছি এসে পড়ল ওরা। বার দুই ঘুরপাক খেয়ে একটি উপযুক্ত স্থান দেখে নামল হেলিকপ্টার। যেখানে নামল সেখান থেকে ওই ভগ্ন প্রাসাদ অন্তত এক কিমি দূরে। আর পঞ্চুকে পায় কে? সে হয়তো বাবলু আছে ভেবেই তিরবেগে সেই প্রাসাদের দিকে দৌড়ল। ওকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলল সবাই। কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে দেখা গেল বন্দি দস্যু উধাও। শুধু তার বন্ধনদড়িটা পড়ে আছে ঘরের বাইরে।

সঞ্জয় বক্সি ও গৌতম রায় তবুও তল্লাশি চালালেন বাড়ির ভেতরে।

হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকাব ছুটে এলেন দু'জনে। দেখলেন অদূরে একটি বালির স্তূপে পঞ্চু বালি খুঁড়ে কী যেন বের কবার চেষ্টা কবছে। কাছে গিয়ে দেখা গেল দুটি পা উঁকি দিচ্ছে বালির ভেতর থেকে। কোনওরকম দ্বিধা না করে টেনে বেব কবা হল লাশটিকে। বোঝা গেল, পঞ্চুর আক্রমণে নয়, গুলিবিদ্ধ কবেই মারা হয়েছে লোকটিকে। অর্থাৎ অশ্বাবোহীরা আবার ফিরে এসে সঙ্গীটিকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলো? সেগুলো কোথায়?

সেগুলোও উদ্ধার করা হল পঞ্চুর তৎপরতায়। প্রায় একশোটার ওপর বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ বেরিয়ে এল বালির ভেতর থেকে।

পঞ্চুর জয়জয়কার পড়ে গেল।

গৌতম রায় বললেন, "দেশি কুকুরের এমন গোয়েন্দা-প্রবণতা আমরা কখনও দেখিনি। এ তো বিস্ময়কর!"

পঞ্চুর প্রশংসায় পায়েলদির বুকও গর্বে ভরে উঠল।

এর পর হেলিকপ্টার আবার আকাশে উড়ল। তারপর নির্দেশ পেয়েই কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যান্ড করল অনেকদূরের বারমেরে।

সেখানে তখন পায়েলদির জন্য অপেক্ষা করছিলেন মি. নেগি ও বারগান্ডা সাহেব। মি. নেগি হাসিমুখে পায়েলদিকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "তোমাকে যে আবার ফিরে পাব এ আমি ভাবতেও পারিনি মা। যাই হোক, চিন্তা কোরো না। বিলম্বে হলেও ধরা পড়বে ওরা সকলেই। চারদিকেই চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এখন থেকে তুমি এইখানেই থেকে যাও। জয়মল ভাটিয়াও বিলুদের নিয়ে বারমেরেই আসছে। ওরা এলে তোমরা একসঙ্গে কাজ করবে। এখানে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা আমরা করেছি। রাঠি রণছোড় ধর্মশালায় একটা ঘর তোমাদের দেওয়া হয়েছে। তোমরা সেখানেই থাকবে। তোমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিতে বলা হয়েছে ট্রাস্টিকে। যা ইচ্ছে তাই খাবে, শুধু মাছ মাংস ছাড়া। বিল পেমেন্ট করা হবে সরকারের তরফ থেকে।

মুগ্ধ পায়েলদি বলল, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে! আপনার তুলনা নেই।"

মি. বারগান্ডা ও নেগি পায়েলদির সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন সঞ্জয় বক্সি ও গৌতম রায়ও। হেলিকপ্টার আবার আকাশে উড়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। পঞ্চু অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

ধর্মশালার ম্যানেজার সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। পায়েলদিব হাতে একটি গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে সসম্মানে নিয়ে চললেন ধর্মশালার দিকে। প্রশস্ত রাজপথের ওপব সুউন্নত এই ধর্মশালাটি যে-কোনও উচ্চমানের লজের মতো। মরুভূমির বুকে সুন্দর ও নিরাপদ একটা আশ্রয়। পায়েলদির মন আশায় ও আনন্দে ভবে উঠল।

॥ ৮ ॥

চাবজন দস্যুর মধ্যে একজন তো ধবা পড়ল বানজারাদের হাতে। আব একজন মরল বাবলুর গুলি খেয়ে। বাকি দু'জন বাবলু ও জুনকে নিযে অনেকদূর পর্যন্ত গিযে ছেড়ে দিল ঘোড়াগুলোকে। ঘোড়াগুলো মুক্ত হয়ে ভযেই হোক বা যে-কোনও কারণেই হোক ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ঘোড়া থেকে নেমেই ওরা বাবলুর হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা কেড়ে নিল। এর পর দু'জনে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস কবে কীসব কথাবার্তা বলে একজন ওদের দিকে আগ্নেয়াস্ত্রটা তাগ করে রইল। তার একজন একটু এগিয়ে একটি কাঁটাঝোপের পাশ থেকে দূরের দিকে টর্চেব আলো ফেলতেই ছোট্ট একটি ডানি (ঝোপড়ি) থেকে একজন লোক এসে দাঁড়াল ওদেব পাশে। তারপর সবাই মিলে টেনেহিঁচড়ে ওদেরও নিয়ে গেল ডানিতে।

ওদের মতলবটা যে কী, তা ওরা বুঝতে পারল না। তবে কিনা বেশিক্ষণ থাকতেও হল না সেখানে। একটু পরেই আবার ওদের চলে যেতে হল। বেশ কিছুটা দূরে পাকা সড়কের ওপর সাদা রঙের একটি মারুতি জিপসি অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ওরা সেটাতে গিয়ে চেপে বসতেই মারুতিটা এগিয়ে চলল তার গন্তব্যের দিকে।

বাবলু আর জুনকে মাঝখানে বসিয়ে দস্যু দু'জন ছিল দু'পাশে। ডানির লোকটা আসেনি। প্রচণ্ড শীতের জন্য একটা কম্বল লম্বালম্বিভাবে চাপা দেওয়া ছিল সবার গায়ে।

বাবলু আড়চোখে তাকিয়ে দেখল জুনের চোখে জল। কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে ও।

বাবলু বলল, "ডোন্ট নার্ভাস।"

জুন অস্ফুটে বলল, "হোয়াই?"

"আরে বুঝছ না কেন, আমরা এখন বধ্যভূমিতে নয়, আমাদের লক্ষ্যস্থলেই পৌঁছতে যাচ্ছি।"

দস্যুদের একজন ওদের কথা শুনে তেড়ে একটা ধমক দিল। আর একজন রক্তচক্ষুতে তাকাল ওদের দিকে।

একসময় বেশ বড় একটি শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা।

বাবলু জিজ্ঞেস করল, "এ আমরা কোথায় এলাম?'

"জাহান্নম।" বলেই ঘাড়ে একটা রদ্দা, "একদম চুপ রহো। বাত করোগে তো মার ডালুঙ্গা।"

ঘাড় যেন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল। একে তো বন্দুকের কুঁদো খেয়ে ব্যথা হয়েছিল, তার ওপরে আবার এই। কপালে দুঃখ থাকলে যা হয়। বাবলু ইচ্ছে করলে ঘোড়া থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করে দিতে পারত শয়তানদুটোকে. কিন্তু ওর উদ্দেশ্যই ছিল ওদের ঘাঁটিতে যাওয়ার। কেন না যদি সেখানে মেয়েগুলোর দেখা

পায়, তাই। অথচ কী দারুণ ঝুঁকিটাই না নিয়েছিল ও! দস্যুরা তখন যদি ওদেরই শেষ করে দিত, তা হলে কিছুই করার ছিল না ওর।

জুনও মনে মনে বাবলুর ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল তাই। কেন এমন ভুল করল বাবলু? এমন ভুল কেউ করে? তাই ও অভিমান-ভরে বাবলুর দিকে তাকালে বাবলু বলল, "কাজটা বোধহয় ঠিক করিনি। যাই হোক, এ-যাত্রা ভগবান রক্ষা করেছেন। তবে আর ভয় নেই। এই গাধাদুটো বোকার মতো পথ চিনিয়ে ওদের ঘাঁটিতেই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। আমি এখন আবার ফর্মে এসে গেছি। খেল শুরু হবে ঠিক জায়গায় গিয়ে। আমি যতক্ষণ না ইশারা করব ততক্ষণ নিজের থেকে কিছু করে বোসো না, কেমন?"

জুন ঘাড় নাড়ল, "আচ্ছা।"

দস্যুদের একজন ধমকে উঠল আবার, "ক্যা বকোয়াস কর রহে হো তুম দোনো?"

বাবলুও পালটা ধমক দিল এবার, "চোপ। আঁখ মাত দিখাও। অ্যায়সা করোগে তো বহুত চিল্লায়গা।"

"তুম মুঝে ধমকি দে রহে হো?"

"তবে রে!"

বাবলুর মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল দু'জনেই। শুধু চেঁচামেচির ভয়ে আর ওকে ঘাঁটাল না।

মারুতি জিপসিটা তখন শহর ছেড়ে আবার ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বাবলু নিদ্রিত শহরের বন্ধ দোকানগুলোর হোর্ডিং-এ চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছে জায়গাটার নাম যোধপুর। তার মানে রায়কাবাগ পার হয়ে বারমেরের দিকেই এগোচ্ছে ওরা।

যাই হোক, আরও খানিক যাওয়ার পর আকাশ একটু ফরসা হলে চারদিকের প্রকৃতি বেশ ভালভাবেই দেখা গেল। কী বিশাল মরুভূমি। আর কী ভয়ংকর তার রূপ। মরুপ্রেমিকদের কেন যে এইখানে না এনে সাম সন্দ এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তা কে জানে? যে-কোনও ট্যুরিস্টকে এখানেই নিয়ে আসা উচিত।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেল জিপসিটা।

ধমক খাওয়া দস্যুটি বলল, "জলদি উত্‌রো।"

কী সতর্ক পদক্ষেপ। ওদের নামিয়ে দিয়েই জিপসি হাওয়া।

ওরা দু'জনে তখন দু'জনকে টানতে টানতে সামনের দিকে এগোল। সামনেই একটি পর্বতপ্রমাণ বালির টিবি। কোনওরকমে একবার সেটার মাথায় উঠে পড়লেই চোখের আড়াল। পথচারী কেউই দেখতে পাবে না ওদের।

ওরা সেইদিকেই এগিয়ে চলল।

বালির পাহাড়ে উঠে একজায়গায় কতকগুলো ছোট ছোট কাঁটা ঝোপের কাছে গিয়ে থামল ওরা। এইখানেই এক জায়গায় কাঠের পাটাতন ঢাকা ম্যানহোলের মতো একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। ওরা গিয়ে সেই ঢাকা সরিয়ে নিতেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে দেখা গেল। একজন দস্যু ঝুঁকে পড়ে তার ভেতরটা যেই না দেখতে গেল, জুন অমনই লোকটার পেছনদিকে সজোরে মারল এক লাথি। সেই লাথি খেয়ে গর্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। পড়েই গোঁ গোঁ করতে লাগল।

এমনটি যে হবে, বাবলু তা নিজেও ভাবেনি। আর একটু তর সইল না মেয়েটার? অথচ এখন লড়াই ছাড়া কোনও পথই খোলা নেই। বাবলু তাই হঠাৎ ঘুরে অপরজনের পেটে কনুই দিয়ে এমন একটা গোত্তা মারল যে, তখনই পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল বাছাধন।

বাবলুর হাতে তখন আগ্নেয়াস্ত্রটা আবার ফিরে এসেছে। নিজের পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নিয়েই সেটা দিয়ে লোকটার ঘাড়ে নির্মম একটা আঘাত করল। এই লোকই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করেছিল বাবলুকে। লোকটা যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, বাবলু তখন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "বদলা নিলাম।"

তারপর দু'জনে মিলেই লোকটাকে টেনেহিঁচড়ে সুড়ঙ্গের মুখে নিয়ে এসে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

পুবের আকাশ লাল করে সূর্য উঠছে তখন। মরুর বালুতে তখন রঙের খেলা। ঠান্ডা হাওয়ায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল।

বাবলু এবার ওপর থেকেই উঁকিঝুঁকি মেরে ভেতরটা দেখে যেই নামতে গেল অমনই পেছন থেকে ওকে টেনে ধরল জুন। বলল, "আর ইউ ম্যাড? কাম অ্যাট ওয়ান্‌স।"

বাবলু বলল, "না। আমার মন বলছে অপহৃত মেয়েগুলো এখানেই আছে। এতখানি ঝুঁকি নিয়ে এইখানে এসে ওদের না নিয়ে কখনও ফিরতে পারি?"

“ওঃ। ডোন্ট বি সিলি মাই ফ্রেন্ড।”

“তার চেয়ে তুমি যাও। যেখান থেকে হোক পুলিশকে একটা ফোন করে দাও। মেইন রোডে গিয়ে দাঁড়ালে যে-কোনও ধরনের একটা পরিবহণ তুমি পাবে। যাও, দেরি কোরো না। তুমি যাও, আমি এদিকটা দেখি।”

জুন এবার কী ভেবে যেন রুখে দাঁড়িয়ে বলল, “না। তোমাকে এইভাবে একা এখানে রেখে আমিও যাব না। চলো তবে দু'জনেই যাই, তাতে যা হয় হবে।” বলেই পা থেকে চটিদুটো খুলে বালির ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, “এর ভেতরে ঢুকে যদি আমরা বেরোতে না পারি তা হলে জুতো দেখেই এই ঘাঁটির সন্ধান কেউ না কেউ পেয়ে যাবে। আর তা হলে দেরি কোরো না। গেট ডাউন।”

ওরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চার-পাঁচ ধাপ নীচে নেমে প্রথমেই কবজা করল সেই দস্যুকে। যাকে কিনা লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল জুন। সে তখন উঠে বসেছে। আর যাতে দাঁড়াতে না পারে তাই দু'জনে মিলে ওর মাথাটাকে সিঁড়ির পাথরে ঠুকে একেবারেই নিস্তেজ করে দিল। অন্য সঙ্গী তখনও সংজ্ঞাহীন। ওরা ওদের বন্দুকদুটো কেড়ে নিয়ে একপাশে রেখে ওদেরকেও সরিয়ে রাখল আর একদিকে। তারপর এক-পা এক-পা করে আরও ভেতরে এগিয়ে চলল।

জায়গাটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা। অনেক পাথরের স্তম্ভযুক্ত একটি ভগ্ন প্রাসাদ এটি। হয়তো একসময় কোনও রাজপুরী ছিল। এখন মরুভূমি গ্রাস করেছে। আরও অনেক মরুপ্রাসাদ এখানকার বালির নীচে চাপা পড়ে আছে হয়তো। কে তার খবর রাখে? যাই হোক, ওরা দু'জনে অন্ধকার হাতড়ে এ-ঘর ও-ঘর করে কারও সন্ধান না পেয়ে হতাশ হল।

এক জায়গায় দেওয়ালগিরিতে টিমটিম করে একটু আলো জ্বলছিল। সেই আলোতেই ওরা দেখতে পেল অন্ধকার একটি ঘরের ভেতর নানা ধরনের অনেক অস্ত্রশস্ত্র মজুত আছে। সেইসঙ্গে আছে প্রচুর গোলাবারুদ। সবই আছে কিন্তু কোনও প্রহরী নেই। আর নেই সেই মেয়েগুলো। যাদের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এখানে আসা।

একসময় হতাশ হয়ে বাবলু বলল, “আর এভাবে এখানে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলো ফেরা যাক।”

জুনও সমর্থন করল ওকে, “দ্যাট্স অল রাইট। চলো।” বলে সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় পেছনদিক থেকে একটি বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল, “রুখ যাও।”

ফিরে তাকিয়েই অঙ্গ জল। দেখল মূর্তিমান যম এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে। সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা এক উগ্র দানব। সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিমান দুই রক্ষী। অন্ধকার ভেদ করে কোথা থেকে যে আত্মপ্রকাশ করল ওরা, তা কে জানে? দেখামাত্রই যেন একটা হিমস্রোত বয়ে গেল দু'জনের শরীরে।

মরুদস্যু কালামোদি। যার সন্ধানে তোলপাড় মরুভূমি। যার খোঁজে এমন হন্যে হয়ে ঘোরা। অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস। বাবলু এমনই অসহায় যে, আত্মরক্ষার দু'-দুটি মোক্ষম অস্ত্র ওর কাছে থাকা সত্ত্বেও একটাকেও কাজে লাগাতে পারল না। কারণ কালামোদির দু'জন রক্ষীই ওদের দু'জনকে ধরে ফেলেছে এবং কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধেও ফেলেছে ওদের।

দস্যুসর্দারের সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখে ভয়ে চোখ বুজল জুন।

বাবলুও বুঝে গেল কোনওরকম চালাকির দ্বারাই রেহাই পাওয়া যাবে না এর হাত থেকে। কালামোদির পিশাচের চোখ বাঘের চোখের মতো জ্বলছে। হিংস্র দানব ধীরে ধীরে বাবলুর কাছে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে মুখটা ভাল করে দেখে নিল একবার। তারপর আগ্নেয়াস্ত্রটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেট হাতড়ে টাকাপয়সা কাগজপত্র ম্যাপ যেখানে যা ছিল সবই নিল। সবশেষে হাতিয়ে নিল ওর পিস্তলটাও। বাবলুর চেতনা তখন লোপ পাওয়ার জোগাড়।

রক্ষীদের একজন বাবলুর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বলল, “ইসকো জিন্দা রাখনা নেহি চাহিয়ে সর্দার। হুকুম দিজিয়ে—।”

গর্জে উঠল কালামোদি, “নেহি। অ্যায়সা মাত করনা।” বলেই ওর নিজস্ব ভাষায় যা বলল তার অর্থ হল, “ওদের আমি অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তিলতিল করে মারব। দু'জনকেই জীবন্ত সমাধি দেব আমি। এখন দিনের বেলায় তো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। যা হওয়ার তা রাতের অন্ধকারেই হবে।”

হঠাৎই কীসের যেন শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে গেল ওরা। রক্ষী দু'জন বন্দুক হাতে সরে গেল দু'পাশে। কালামোদিও যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে রুখে দাঁড়াল। বিপদের আশঙ্কায় দারুণ ভয় পেয়ে গেল ওরা। অমন রাবণের মতো ফোলা ফোলা মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

শব্দটা আসছে সিঁড়ির ওপর ধাপের সুড়ঙ্গমুখ থেকে। নিশ্চয়ই গোপন ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে আসছে কেউ। কে আসে? রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি মুহূর্ত। অবশেষে দেখা গেল সুড়ঙ্গমুখ খোলা পেয়ে একটা ভেড়া গুটগুট করে নেমে আসছে নীচের দিকে।

পোখরান থেকে বারমের সুদীর্ঘ পথ। জয়মলের নেতৃত্বে বিলুরা সেই দীর্ঘ পথ পার হল উটের পিঠে চেপেই। যাত্রাপথে প্রতিটি ডানিতে ঢুকে খোঁজ নিতে নিতে গেল। কিন্তু মেয়েগুলোর ব্যাপারে কেউ কিছুই বলতে পারল না। ওই দু'-এক ঘর বসতি ছাড়া কোথাও কোনও গ্রামেরও চিহ্নমাত্র নেই। অথচ জায়গার নাম আছে। প্রথমেই পড়ল ডাবলা। তারপরে দেবীকোট। দেবীকোটে মরুদস্যুদের ঘাঁটিতেই তো মেয়েগুলোর থাকার কথা। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনল বানজারনরা মরুদস্যুদের ঘাঁটি দখল করে নেওয়ায় কোন ফাঁকে যেন মেয়েগুলো পালিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। এর পরে ওরা বাড়িখাড়া, গুঞ্জ ও জাদোলি হয়ে মরুভূমির মাঝে পাহাড়ঘেরা এক রমণীয় স্থানে এসে পড়ল।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আলেয়া, কৃষ্ণা, সুজাতারও একই অবস্থা।

বাচ্চু বলল, "এইভাবে আর পারা যায় না! মানুষ নেই, জন নেই, কোথাও কোনও বসবাসের চিহ্ন নেই, এইভাবে কি খোঁজা যায়?"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক। এইভাবে অযথা শরীরকে নষ্ট করা ছাড়া কোনও লাভই হবে না। এখন আমরা বাবলুদার খোঁজ করি এসো। মেয়েগুলো যখন ওদের খপ্পর থেকে পালাতে পেরেছে তখন আর যাই হোক দুশ্চিন্তাব কোনও কারণ নেই।"

ভোম্বল বলল, "তা অবশ্য নেই। কিন্তু গেল কোথায় বল তো?"

জয়মল বলল, "হয়তো আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই বারমেরেই আশ্রয় নিয়েছে।"

বিলু বলল, "বারমের কতদূর?"

"ওই দেখা যায়।"

সবাই দেখল পাহাড়গুলোব ওপাবে ছোট্ট অথচ বেশ সাজানো গোছানো একটি শহর ছবিব মতো দেখা যাচ্ছে।

ভোম্বল বলল, "ওখানে আমরা থাকাব জায়গা পাব? না তাঁবুতে থাকতে হবে?"

"পহলে তো কুছ নেহি থা। লেকিন—। বারমের এখন জিলা। ধরমশালা, লজ সবকুছ মিলেগা। তিনো লজ বন গিয়া হিঁয়া পর।"

ওরা জয়মলের সঙ্গে ধীরে ধীরে শহরে পৌঁছতেই কোথা থেকে যেন মোটরবাইকে চেপে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর এগিয়ে এলেন ওদের দিকে, "কাঁহা সে আঁ বহে হো তুম? হোয়্যার গো? আই মিন, ইউ আর পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

বিলু অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমরাই।"

"তুম সব ধরমশালেমে চলা যাও। উধার তুমহারা আদমি হ্যায়।"

"ধরমশালাটা কোথায়?"

"ইসি তরফ। দো মিনিট কা রাস্তা। রাঠি রণছোড় ধরমশালা।"

জয়মল বলল, "আও মেরে সাথ।"

আরও একটু এগিয়ে জয়মল ওর উটগুলোকে পরিচিত একজনের জিম্মায় রেখে ওদের সঙ্গে নিয়ে ধরমশালার দিকে চলল। ধরমশালার গেটের কাছে আসতেই ওদের দেখতে পেয়ে ভৌ ভৌ করে ছুটে এল পঞ্চু।

পঞ্চুকে দেখে বিলুরাও যেন আকাশেব চাঁদ হাতে পেল। পঞ্চুর থাকা মানেই বাবলুর থাকা। অর্থাৎ যে-কোনও উপায়েই হোক বাবলু ওদের আগেই এসে পৌঁছেছে এখানে। তার ওপরে আরও অবাক হল পায়েলদিকে দেখে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল পায়েলদিকে।

বিচ্ছু বলল, "পায়েলদি তুমি এখানে?"

"বলব, বলব, সব বলব। আগে একটু প্রকৃতিস্থ হ।" বলে আলেয়া, কৃষ্ণা ও সুজাতাকে অনেক আদর করে বলল, "এইভাবে যে এক এক করে সবাইকে ফিরে পাব, তা আমি ভাবতেও পারিনি। সেবা, শুভ্রা, সুচেতাব কোনও খোঁজ পেলে তোমরা?"

"না।"

বিলু বলল, "দেবীকোটে মরুদস্যুদের গোপন ঘাঁটিতে যে ওরা ছিল সে খবর আমরা অনেক আগেই পেয়েছি। কিন্তু গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন তিনজনেই উধাও।"

এদিকে বাবলুরও খুব বিপদ। ওর সঙ্গে জুন ভাটিয়া নামে একটি মেয়েও ছিল। মরুদস্যুরা ওদের দু'জনকেই ধরে নিয়ে গেছে।

বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত হল। সবাই বলল, "সে কী!"

জুনের নাম শুনেই চিৎকার করে উঠল জয়মল। বলল, "জুন মেরা বহিন হ্যায়।"

পায়েলদি অবাক হয়ে বলল, "জুন তোমার বহিন? ঠিক তোমারই মতো দেখতে কিন্তু। সেই মুখ, সেই চোখ, আশ্চর্য!"

"কব হুয়া? ক্যায়সে হুয়া?"

পায়েলদি তখন নিজের কথা, বাবলুর কথা সব বলল।

সব শুনে আছাড় কাছাড় করতে লাগল জয়মল। আর বারবার বলতে লাগল, সে নাকি অনেক মানা করেছিল ওকে মামার বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু শোনেনি জুন। আসলে সে এখন বড় হয়েছে। দশ ক্লাসে পড়ছে। ইংরেজিতে কথা বলছে। কাজেই দাদার কথা শুনবে কেন?

বিলুরাও ভেঙে পড়ল খুব। দীর্ঘ মরু পরিক্রমার পর এখানে এসে যেন মরীচিকা দেখল। পঞ্চুকে দেখে বাবলুর ফিরে আসার ব্যাপারে যতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, এখন এই কথা শুনে ততটাই হতাশ হল ওরা।

পায়েলদি বলল, "শোনো, মাথা ঠান্ডা করো। এইভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। এখন আমরা একজোট হয়েছি। পঞ্চুও আছে আমাদের সঙ্গে। এসো আমরা সবাই মিলে যুক্তি করে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এখন স্নান খাওয়া করে সুস্থ হও। শরীর ঠিক না থাকলে দেহে মনে বল পাবে না। আর তা না পেলে শত চেষ্টাতেও হবে না কিছুই। বেলা অনেক হয়েছে। আর দেরি কোরো না।"

ক্লান্ত অভিযাত্রীরা আর না করল না। সবাই এক-এক করে স্নানপর্ব মিটিয়ে নিয়ে খেতে বসল। ধর্মশালার ট্রাস্টির ওপরই দায়িত্ব ছিল ওদের খাওয়াদাওয়া। তাই খুব যত্ন করেই সবাইকে খাওয়াল ওরা।

খাওয়াদাওয়ার পর পায়েলদি বলল, "চলো আমরা এই বদ্ধ ঘরে বসে না থেকে একটু খোলামেলায় যাই। কাছেই পাহাড়ের ওপর যোগমায়া গড় মন্দির। বারমেরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। তাঁর ওখানে বসেই শলাপরামর্শ করব। ভাল করে মায়ের পুজো দিয়ে আশীর্বাদও চেয়ে নেব।"

সবাই যেতে রাজি হলেও জয়মল বলল, "আপলোগ যাইয়ে। ম্যায় নেহি যাউঙ্গা।"

পায়েলদি বলল, "কেন ভাই, তুমি যাবে না কেন?"

জয়মল হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি আর ভগবানে বিশ্বাস করি না দিদি। ওসব ঠাকুর দেবতা—।"

পায়েলদি আদর করে কাছে টেনে নিল জয়মলকে, "ছিঃ ভাই। ভগবানের ওপর রাগ করতে নেই। তোমার-আমার দুঃখের কারণ তো মানুষ। ভগবানের এখানে দোষ কোথায়? চলো তাঁর কাছে গিয়ে আমরা প্রার্থনা করি। আশীর্বাদ চেয়ে নিয়ে আসি।"

এইবার কাজ হল। জয়মলও চলল সঙ্গে। ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে ডানদিকের পথ ধরে সবজিমণ্ডি পার হয়ে পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি পেল ওরা। কয়েক ধাপ ওঠার পর ওরা এল নাগনোচিয়াঁ মন্দির। গড় মন্দির আরও ওপরে। এখান থেকেই গোটা বারমের শহর ছবির মতো দেখা যেতে লাগল। অল্প দূরে আরও একটি মন্দির দেখতে পেল ওরা। কী মন্দির ওটা?

একজন যাত্রী বললেন, "বেনিয়া কা মন্দির। পরেশনাথের।"

তার মানে জৈন মন্দির। মরুতীর্থ ওশিয়াঁর মতো। হিন্দু ও জৈন মন্দির পাশাপাশি। যাই হোক, ওরা আরও ওপরে উঠে একেবারে পাহাড়ের মাথায় গড় মন্দিরে যখন পৌঁছল তখন অনেক যাত্রীর ভিড় সেখানে। স্থানীয় যাত্রী যেমন আছে তেমনই আছে সেনাবাহিনীরও অনেক লোক। কেন না বারমেরে এলে এই দেবীর পুজো না চড়িয়ে কেউ যায় না। সবাই খুব মান্য করে দেবীকে।

ওরা মন্দিরে পুজো দিয়ে অন্তরের আকুতি জানিয়ে পেছনদিকে একটু নিরিবিলিতে বসে আলোচনার জন্য গেল। এদিকে ঢেউখেলানো শুধু পাহাড়ের চূড়া।' কিন্তু গিয়েই সেখানে চক্ষুস্থির। দেখল পাহাড়ের শিখরদেশের ছোট-বড় পাথরের খাঁজের আড়ালে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে সেবা, শুভ্রা ও সুচেতারা।

হইহই করে উঠল সকলে। পায়েলদি তো উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো

ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। বলল, "এই মেয়েগুলো! তোমরা এখানে কী করছ? এদিকে আমরা তোমাদের খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে যাচ্ছি।"

ওরাও অবাক, "পায়েলদি তুমি এখানে? তুমি বেঁচে আছ? তোমরা তো সবাই আছ দেখছি। কী করে এখানে এলে তোমরা? আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো?

"না। তোমরা কখন এসেছ এখানে?"

"সবে আসছি। কীভাবে যে পালিয়ে এসেছি ওদের খপ্পর থেকে তা কী বলব! মরুভূমিতে যেন আতঙ্ক ধবে গেছে।"

"আমরা সব জানি। পরে তোমাদের মুখ থেকেও শুনব সব। এখন বলো এখানে এলে কীভাবে?"

এমন সময় বি এস এফ-এর কয়েকজন কর্মী কিছু খাবার নিয়ে মেয়েদেব হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও। এগুলো খেয়ে ফেলো চটপট কবে। ওদিককার কলে ঠান্ডা জল আছে, খেয়ে চলো, তোমাদের ধর্মশালায় পৌঁছে দিই।"

সেবা বলল, "ধন্যবাদ ভাইসব। আপনাদের উপকাব জীবনেও ভুলব না। আমরা আমাদের হারানো সঙ্গীদের সবাইকেই পেয়ে গেছি।"

ওদের মধ্যে অর্জুন সামন্ত নামে একজন ছিলেন। পায়েলদি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, "এদেব আপনারা পেলেন কোথায়?"

"আর বলবেন না। মরুদস্যুদেব খপ্পব থেকে পালিযে একেবাবে বর্ডারেব দিকে চলে গিযেছিল ওবা। আমাদের কাছে তো নির্দেশ ছিলই। তাই ওদেব পৌঁছে দিতে এলাম। অমনই দিয়ে গেলাম মাযেব পুজোটাও। আপনি নিশ্চয়ই ওদের সেই দিদি?"

"হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন আপনি।"

"আমরা তা হলে আসি?"

"অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের।"

অর্জুন সামন্ত একটা কাগজ বেব করে বললেন, "অনুগ্রহ কবে এই কাগজটাতে একটু লিখে দিন ওদেব পেয়েছেন বলে।"

পায়েলদি লিখে দিতেই বিদায় নিল ওরা।

এইবার নিভৃতে বসে সবাই সবাইযের কথা শুনল। বাবলুব প্রসঙ্গ আসতেই সুচেতা বলল, "ওরা নিশ্চযই জুন আর বাবলুকে রামগড় ঘাঁটিতে নিয়ে গিযে বেখেছে। দেবীকোটে ওদেব ডেবায থাকাব সময বামগডেব নাম শুনেছি। সেইটাই মূল ঘাঁটি ওদের।

পায়েলদি বলল, "রামগড়টা কোথায়?"

জয়মল বলল, "আমি জানি।"

শুভ্রা বলল, "শুনেছি যোধপুবেব দিকে। বাবমের থেকে চাব-পাঁচ কিমিব মতো।"

বিলু দারুণ উত্তেজিত হযে বলল, "তা হলে আব দেরি নয। এখনই যাওযা উচিত আমাদেব।"

পঞ্চু ভৌ-ভৌ করে চিৎকার শুরু করে দিল।

ভোম্বল বলল, "জয়মল ভাই যদি আমাদের রামগডে নিয়ে যেতে পাবে, তা হলে ঘাঁটি আমরা ঠিক খুঁজে বেব করব। মরুভূমিতে ভগ্ন প্রাসাদ দেখলেই ঝাঁপিযে পডব আমবা।"

জয়মল বলল, "আর আমি কী করব জানো? ওদেব দু'জনকে উদ্ধাব করাব পবই কালামোদির কাল আমি ঘনিয়ে আনব। মেরি বহিন কিতনি মাসুম থি। উয়ো শযতান কা বাচ্চা—"

আর কথা নয়, সবাই দ্রুত নেমে এল পাহাড় থেকে। সূর্য তখন অস্তাচলে। ওরা একবার ধর্মশালায় এসে নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া কবে এগিয়ে চলল বামগডের দিকে।

রামগড়ে পৌঁছে গাড়িটাকে এক জায়গায় রেখে ওরা ওদেব অনুসন্ধানের কাজ শুরু করল। এখানে চারদিকেই শুধু পর্বতপ্রমাণ বালির ঢিবি। কোথাও কোনও ভগ্নাবশেষের চিহ্নমাত্র নেই। সন্ধে উত্তীর্ণ হওয়ায় চাঁদের আলোয় সবকিছু দেখা গেলেও চারদিকে আবছা অন্ধকার। এখানে কোথায় বাবলু, কোথায় জুন?

পঞ্চু তো বালিতে গন্ধ শুঁকে যেদিকে প্রাণ চায় সেদিকেই ছুটে যায়। হঠাৎ একটি বালিয়াড়ির ওপর উঠে ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। পরক্ষণেই একপাটি চটিজুতো মুখে নিয়ে ছুটে এল বিলুব কাছে।

সেটা দেখেই লাফিয়ে উঠল জয়মল। ডুকরে কেঁদে সে বলল, "ইয়ে চপ্পল তো মেরি বহিন কা।"

পায়েলদি বলল, "তা হলে এই জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া নয়। ওরা নিশ্চযই এখানেই আশপাশে কোথাও আছে। চলো তো দেখি।"

এবার সবাই মিলে দলবেঁধেই বালির ঢিবিতে উঠল। কিন্তু সেখানেও সেই একই অবস্থা। কোথাও কিছু নেই। যা আছে তা শুধু শ্মশানের নীরবতা ও দিগন্তছোঁয়া মরুর বিস্তার। কাজেই হতাশায় ভেঙে পডল ওরা।

বাবলুও তখন জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। এই পাষাণপুবী থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও পথই খোলা নেই দেখে সেও তখন হতাশ হয়ে পড়েছে খুব। ওদের দু'জনেরই জীবন্ত সমাধি দেওয়ার আদেশ ঘোষণা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে ওদের। বেচারি জুন! কেমন যেন নীরব হয়ে গেছে। ওর মুখের দিকেও তাকানো যাচ্ছে না আর। যে দু'জন দুষ্কৃতীকে ওরা ঘায়েল করে ভেতরে ঢুকেছিল, কালামোদি তাদের সরিয়ে নিয়ে গেছে অন্যত্র। তারপর ওদেব চোখের সামনেই সেই ভেড়াটাকে মেবে রান্না করে খেযেছে। নিবীহ পশুটা দলছুট হয়ে কী বিপদেই না পডল এখানে এসে!

খাওয়াদাওয়ার পব কালামোদি রুদ্রমূর্তিতে এসে দাঁড়াল ওদেব সামনে। শয়তানের হাসি হেসে বলল, "ভুখ্ লাগ গযি? কুছ খানা খাওগে?"

জুন বলল, "থোড়া পানি।"

কালামোদি আদেশ দিল, "চেতক! পানি লাও।"

রক্ষীদেব একজনের নাম চেতক, আর একজনের নাম রুহি। চেতক জল নিয়ে এলে কালামোদি জলটা জুনের মুখেব কাছে নিয়ে গিয়েও ছুডে ফেলে দিল। বলল, "নেহি। এক বুঁদ পানি নেহি মিলেগা, খানা ভি নেহি।" তাবপর আবার বলল, "হান্টার লাও চেতক। জলদি জলদি।"

চেতক হান্টার নিযে এলে কালামোদি সেটা হাতে নিযে উন্মত্ত আক্রোশে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগল বাবলুকে। সে দৃশ্য দেখা যায় না। মার খেয়ে ছটফট করতে লাগল বাবলু। ওর সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল।

বাবলুকে ছেড়ে এবার জুনের দিকে এগোল সে। তারপব কী ভেবে যেন হান্টার ফেলে দিয়ে ঠাস করে একটা চড মারল ওব গালে।

জীবনে এই প্রথম মাব খেল জুন। ওব মাথাটা তাই বোঁ বোঁ করে ঘুবতে লাগল।

এইভাবেই পার হতে লাগল সময়। সাবাটা দিন গেল। দুপুর গেল, সন্ধে হল। কথায় আছে, বিপদ যিনি দেন, বিপদ থেকে বক্ষা পাওযাব উপায়ও তিনিই করে দেন। তা না হলে এমন কখনও হয়, না হতে পারে?

দুষ্কৃতীবা যে ভেডাটাকে কেটেছিল, তাব ছালটা ছাডিযে বেখে দিয়েছিল এক জাযগায়। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ধেড়ে ইঁদুব এসে টানাটানি করতে লাগল সেটাকে। যে ধাবালো ছোরাটা দিয়ে ছাল ছাড়ানো হয়েছিল সেটা ছালের ওপরই বাখা ছিল। ইঁদুরটা ছালটাকে টেনে টেনে বাবলুর কাছাকাছি নিয়ে আসতেই বাবলু সেটাকে পাযে কবে আরও কাছে টেনে নিল। তাবপব আঙুলেব টিপনিতে ছোরাটাকে তুলে কোনওরকমে হাতে নিযেই বন্ধনমুক্ত কবলো নিজেকে। নিজে মুক্ত হয়েই মুক্তি দিল জুনকে। এই মৃত্যুপুরীতে এতক্ষণে হাসি ফুটল দু'জনেব মুখে। আব কে ওদের পায়?

কালামোদি তখন চেতক ও রুহিকে নিয়ে পাশেরই একটি ঘরে বসে কীসব আলোচনা করছে। ওরা আর ঝুঁকি নিয়ে সেদিকে না গিয়ে পা টিপে টিপে চলে এল সিঁড়ির মুখে। এখন আত্মরক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। লড়াই তারপর। কিন্তু এ কী! সিঁড়িব ধাপে পা রেখেই বুঝল, সেদিকের পথ বন্ধ। তা হলে উপায়?

জুন তখন কেঁদে ফেলেছে।

বাবলু বলল, "ভয় নেই। এখন কোনও কান্নাকাটি নয়। মনে এখন সাহস আনতে হবে। এখান থেকে বেরোবার অন্য কোনও পথ নিশ্চয়ই আছে। না হলে এবাই বা বেবোবে কী কবে?"

জুন বলল, "কী করব বুঝতে পারছি না। মাথা যেন খারাপ হয়ে আসছে আমার।"

বাবলু বলল, "বাঁচার মুহূর্তে এত ভেঙে পড়লে চলে?" বলে ভেড়া-কাটা সেই ছোরাটা ওর হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, এটা সঙ্গে রাখো। কেউ আক্রমণ কবলেই চালিযে দেবে।"

"তুমি?"

"আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি কী নিয়েছি দ্যাখো।"

জুন দেখল, ওদের বন্ধনদড়িটাই ফাঁসের মতো করে হাতে নিযেছে বাবলু।

এইবার সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ওরা।

হঠাৎ ঠং কবে একটা শব্দ। জুনের হাত থেকে ছোরাটা পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল ওরা।

ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়েই বাবলু স্তম্ভের আড়ালে। জুন অত তাড়াতাড়ি লুকোতে পারল না, তাই ধরা পড়ে গেল। চেতক শক্ত করে ধরে রইল ওকে। আর রুহি বাবলুর খোঁজে যেই না এগোতে গেল, বাবলু অমনই আড়াল থেকে পা'টা এগিয়ে দিল ওর দিকে। যেই না দেওয়া অমনই মুখ থুবড়ে দড়াম করে পড়ল সেই পাথরের চাতালে।

আর ঠিক তখনই অস্ত্রাগারে হুড়মুড় করে শব্দ। মনে হল কোনও কিছুর ধাক্কা খেয়েই পড়ে গেল গাদা করে রাখা অস্ত্রগুলো। জুনকে ছেড়ে চেতক তখন ছুটে গেল সেইদিকে। হঠাৎই একটা প্রলয় ঘটে গেল যেন!

কালামোদি তখন দারুণ উত্তেজিত। বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে বুঝেই যেন শেষ কাজটুকু করে ফেলতে চাইল। রিভলভারটা বের করেই জুনের দিকে তাগ করল সেটা। ওর তখন জ্ঞানহারার মতো অবস্থা। তাই মুহূর্তমাত্র দেরি না করে শত্রুর শেষ না রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

গুলির গম্ভীর শব্দে কেঁপে উঠল পাষাণপুরী।

আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল জুন।

ধরাশায়ী হল কালামোদিও। কেন না রিভলভার তাগ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর গলায় দড়িব ফাঁসটা লাগিয়ে মোক্ষম একটা টান দিয়েছিল বাবলু। তারই ফলে ট্রিগারে চাপ পড়ে গুলিটা ছিটকে গেল অন্যদিকে। সেটা সরাসরি জুনের বুক ভেদ না করে দেওয়ালে লেগে বিদ্ধ হল কাঁধের একপাশে।

ওইটুকু সময়ের মধ্যেই রুহি টলতে টলতে উঠে এসে পেছনদিক থেকে বাবলুর গলা টিপে ধরতেই ওই অবস্থাতেও জুন বাবলুর হাত থেকে ছোরাটা নিয়ে আমূল বসিয়ে দিল ওর পিঠে। আর সেই মুহূর্তে অস্ত্রাগারের দিক থেকে মূর্তিমান যমের মতো পঞ্চু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল চেতকের ওপর।

পঞ্চু এখানে কোত্থেকে এল? শুধু পঞ্চু নয়, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পায়েলদি, সবাই— সবাই এসেছে।

জুনের আনন্দ তাই ধরে না। বাবলু গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থাতেই কালামোদিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল ওদের দিকে। জুনও সেই সুযোগে বাবলুর পিস্তলটি উদ্ধার করে একহাতে ওর কাঁধ চেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

জয়মল তো ছুটে এসে জাপটে ধরল জুনকে। একেবারে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে বলল, "ম্যায়নে কহা থা না মাত যাও মামাকি ঘর। ফির ভি চলি গয়ি?"

"নেহি ভাইয়া, ম্যায় তুমহারি বাত কভি অমান্যি নেহি করুঙ্গি।"

জয়মল তখন কালামোদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে শক্ত করে ওর গলা টিপে ধরেছে। ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু শুরু করেছে যথেচ্ছভাবে কিল চড় লাথি আর ঘুসি।

বাবলু বলল, "ছেড়ে দে। যেভাবে ওর গলায় আমি ফাঁসটাকে আটকে রেখেছি তার ওপরে আর কিছুই করার দরকার নেই। ওকে প্রাণে না মেরে জ্যান্ত তুলে দিতে হবে পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীব হাতে। এখন এখান থেকে বেরোবার পথ দ্যাখ।"

বিলু বলল, "যে পথে আমরা এসেছি সেই পথেই যাব। পঞ্চুই আবিষ্কার করেছে পথটা। এই পাষাণপুরীর ভগ্নমুখ। বালিয়াড়ির খাদের দিকে।"

পঞ্চু তখন চেতককে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলেছে। এরই মধ্যে একফাঁকে রুহিটা পালাতে যাচ্ছিল। পঞ্চুর সেটাও নজর এল না। সে তখন চেতককে ছেড়ে রুহির ঘাড়ে। আর্তনাদে ভরে উঠল পাষাণপুরী।

বাবলু কালামোদিকে বলল, "তোমারও খেলা শেষ। এবার হয় তুমি ফাঁসির দড়িতে ঝোলো, নয়তো চলে যাও কালাপানিতে।"

পায়েলদি, সেবা, শুভ্রা, সুচেতা সবাই অভিনন্দন জানাল বাবলুকে। আলেয়া, কৃষ্ণা, সুজাতাও জানাল শুভেচ্ছা।

বাবলু বলল, "আমরা সবাই যে একসঙ্গে হয়েছি, এটাই আমাদের আনন্দের। তবে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নয়, সর্বাগ্রে জুনের কাঁধ থেকে গুলিটা বের করতে হবে। আমি বুঝতে পারছি ওর কষ্ট হচ্ছে খুব।"

সবাই তখন এক-এক করে শত্রুপুরীর বাইরে এল।

এসেই দেখল বি এস এফ-এর লোকজন ঘিরে ফেলেছে জায়গাটাকে। ওদের সঙ্গে রয়েছে ভাড়া করা টাটা সুমোর সেই ড্রাইভার। তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন ওদের। আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, যোধপুরের দিক থেকে গাড়ি বোঝাই বি এস এফ-এর লোকেরা বর্ডারের দিকে যাচ্ছিল। ওই ড্রাইভার ভদ্রলোক সেই গাড়ি থামিয়ে সব কথা বলে নিয়ে আসেন এই দিকে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যাপারে ওদের ওপরেও নির্দেশ দেওয়া ছিল। তাই শোনামাত্রই ছুটে এল সকলে। এসেই অবাক! মরুদস্যু কালামোদি যে এইভাবে একদল

ছেলেমেয়ের হাতে নিগৃহীত হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। বি এস এফ-এর নেতৃত্বে ছিলেন শুভঙ্কর ঘোষ। তিনি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন ও আলিঙ্গন করলেন।

বাবলুও ওদের বিপদের কথা এবং কীভাবে ওদের খপ্পরে পড়ল, সব বলল। এমনকী যে পথ দিয়ে ওরা এই শত্রুপুরীতে প্রবেশ করেছে সেইদিকেও নিয়ে গেল। বালিয়াড়িব একেবারে উপরিভাগে মাথার ওপর সেই সেখানে গিয়ে দেখল পথের কোনও অস্তিত্বই নেই। কাঠের সেই পাটাতন বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে তখন। যাই হোক, বালি সবিয়ে আবার পথ করে নেওয়া হল।

দুর্ধর্ষ কালামোদিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরা আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব কবল পাণ্ডব গোয়েন্দাবা। সেইসঙ্গে ধরা পড়ল চেতক, রুহি ও অর্ধমৃত সেই দু'জন। উদ্ধার হল বিদেশ থেকে চোবাপথে নিয়ে আসা মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র। প্রচুর গোলাবারুদ ও আব ডি এক্স।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এবারের অভিযানও এইখানেই শেষ। জুনকে এখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাই বি এস এফ কর্মীদেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা গাড়িতে এসে বসল। রাতের অন্ধকারে বালিব ঝড় উড়িয়ে গাড়িটা যখন বাবমেরের পথে হারিয়ে গেল, পঞ্চু তখন আনন্দে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৫

ছত্রিশ অভিযান

এমন চৈত্রমাস কখনও আসেনি। রোদ্দুরে উত্তাপ নেই। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বিদায় নিতে গিয়েও ঋতুরাজ যেন থমকে দাঁড়ায়। কী সুন্দর এখনকার এই দিনগুলি! প্রকৃতির বুকে এখন অজস্র বংবাহার। পথের ধারে, মিত্তিরদের বাগানে, পার্কে কৃষ্ণচূড়াবা লালে লাল। এখানেই যদি এই, তো পাহাডতলিতে কী?

রোজকার অভ্যাসমতো একটু বেলার দিকে মিত্তিবদের বাগানে পায়চারি করতে করতে সেই কথাই ভাবছিল বাবলু। মনটা ওর বারেবারে হারিয়ে যাচ্ছিল কল্পনার জগতে। বাগানের এক কোণে একটি কৃষ্ণচূড়াকে লালে লাল দেখে ও ভাবছিল ফাল্গুনে আগুন লাগা টিলা পাহাড়ের দেশে যে পুষ্পিত বনভূমি, এই শেষ চৈত্রেও তা কতই না সুন্দর। সেই সুন্দবের দেশে, যেখানে আনন্দধাবা বহিছে ভুবনে, এই মুহূর্তে সেখানে চলে যেতে মন চায়। হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বুনো পাখি কলকল করে উড়ে যেতেই কেমন যেন উদাস হয়ে যায় ও। ওই মুক্ত বিহঙ্গরা কি ডাক দিয়ে গেল ওকে? আর তা হলে ঘবে থাকা নয়! এই একঘেয়েমিকে দূর কবতে কোথাও-না-কোথাও যেতেই হবে এবার।

কিন্তু কোথায় যাবে?

কোথায় যে যাবে সে-কথাই ভাবতে লাগল বাবলু। এই ব্যাপারে আলোচনা করবে যাদের সঙ্গে, তারা কেউ-ই নেই। বিলু, ভোম্বল. বাচ্চু, বিচ্ছু, কেউ না। এমনকী, পঞ্চুও নেই ধারেকাছে।

বাচ্চু-বিচ্ছুর গানের পরীক্ষা, তাই ওরা গেছে পবীক্ষা দিতে। বিলু আর ভোম্বল গেছে চ্যাটার্জিহাটে বিলুর এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু পঞ্চুটা গেল কোথায়? তার সাড়াশব্দ নেই কেন?

বাবলু যখন কোনও কিছু ভেবে না পেয়ে নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য পকেট থেকে মাউথঅর্গানটা বের করে বাজাতে যাবে, ঠিক তখনই দেখল পঞ্চু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে।

পঞ্চু কাছে এলে বাবলু একটু ধমকের সুবেই বলল, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

পঞ্চ 'গোঁ-ও-ঔ' করে একবার ধুলোয় গডাগডি খেয়েই বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। তাবপর 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল আবাব।

বাবলু বুঝল কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটেছে, না হলে পঞ্চু এইভাবে চলে যাওয়ার পাত্র নয়। তাই ও আর একটুও দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই দেখল সারা গায়ে পাঁক আর কাদামাখা অবস্থায় বিলু, ভোম্বল দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো। আর ওর সাধের স্কুটারটা, যেটা ওরাই উপহার দিয়েছিল সেটা বেশ যত্নসহকারে পরিষ্কার কবছে ঘ্যাগো। ঘ্যাগোটা এ-পাড়ায় নতুন এসেছে। কর্পোরেশনের পরিত্যক্ত একটি শেডে দু'-তিনটি ছেলেকে নিয়ে আস্তানা গেড়েছে। মাতাপিতৃহীন অনাথ সব। কিন্তু চোরচোট্টা নয়। বেশ হাসিখুশি। রাস্তার কাগজ কুড়িয়ে পেট চালায়। কেউ ডাকলে টুকিটাকি কাজকর্মও করে দেয়। এর-ওর কাছ থেকে পুরনো জামাপ্যান্ট চেয়েচিন্তে পরে।

বাবলু যেতেই পঞ্চু আনন্দে হাঁকডাক করে লাফালাফি শুরু করে দিল।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বিলু, ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী! এ কী অবস্থা তোদের?"

ভোম্বল একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভেতরে যাই।"

বাবলু কিছুই বুঝতে না পেরে ভেতরে ঢুকল। ঢুকেই দেখল প্রায় চার-পাঁচ কেজি ওজনের একটি সুবৃহৎ কাতলা মাছ উঠোনে পড়ে আছে। আর বড় একটা বঁটি নিয়ে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চা খাচ্ছে নাড়ুদা। নাড়ুদা কৈলাস বসু লেনে থাকে। মাছের ব্যবসা করে। হাওড়ার পাইকারি মাছের বাজার থেকে মাছ কিনে সেই মাছ কেটে বিক্রি করে মনসাতলা বাজারে।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "এ কী! বাড়িতে যজ্ঞি নাকি! এতবড় মাছ কী হবে?"

মা হেসে বললেন, "কী আবার হবে? সবাই মিলে আনন্দ করে খাবি।"

"সে তো খাব। কিন্তু...।"

বাবলু নাড়ুদার দিকে তাকাতেই মুচকি হাসল নাড়ুদা।

বাবলু বলল, "আজ কি বাজারে ধর্মঘট যে, এতবড় মাছটা নিয়ে এসে আমাদের ঘাড়ে চাপালে?"

নাড়ুদা বলল, "আমি চাপালাম? বাইরে গিয়ে বিলু, ভোম্বলের অবস্থাটা একবার দেখে আয়।"

বলতে বলতেই বিলু, ভোম্বল ভেতরে ঢুকল।

বাবলু কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বিলু বলল, "খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস, না? আসলে আমার স্কুলের বন্ধু জগাইকে মনে আছে তোর? চ্যাটার্জিহাটে বাড়ি। আজ সকালে ভোম্বলকে নিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ব্যাতড়ে ওদের একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছিল । এই মাছটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না কেউ। হঠাৎ মাছটা জাল থেকে লাফিয়ে ডাঙার কাছে এসে পড়তেই আমি আর ভোম্বল ঝাপটে ধরি মাছটাকে। তারপর আর কী, মাছ নিয়ে দু'জনে কাদায় পাঁকে হাবুডুবু। ভোম্বল বুদ্ধি করে ওর কানকোর মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল বলেই ওকে কবজা করা গেল। তা আমার বন্ধুর বাবা বললেন, 'যেভাবে কষ্ট করে মাছটাকে ধরলে তোমরা, তাতে ও মাছ তোমাদেরই প্রাপ্য।' এই বলে মাছটা আমাদের দিয়েই দিলেন। আমরা তখন মনের আনন্দে মাছ নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু এতবড় মাছ কাটবে কে! তাই আসবার সময় ধরে আনলাম নাড়ুদাকে।"

সব শুনে বাবলুর আনন্দ দেখে কে? বলল, "তা হলে এক কাজ কর, আজ আমাদের এখানেই সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা হোক। তোরা বাড়ি গিয়ে তোদের মাকে পাঠিয়ে দে। বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে খবর দে। গ্র্যান্ড পিকনিক একটা হয়ে যাক এখানেই।"

বিলু, ভোম্বল চলে গেলে বাবলু বাইরে এসে ঘ্যাঁগোকে বলল, "তোর দলে ছেলে ক'জন।"

"আমরা চারজন। আমাকে বাদ দিলে আরও তিনজন। ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাং।"

"সে আবার কী! এ কী নাম তোদের?"

ঘ্যাঁগো বলল, "এইরকমই আমাদের নাম। তোমাদের মতো কি আমাদের বাবা-মা আছে যে, আদর করে ভাল ভাল নাম রাখবে? আমরা হলুম রাস্তার ছেলে। নিজেরাই নিজেদের নাম দিয়েছি। ওই যে একবার টিভিতে কী একটা ভূতের বই হল, তাতে একটা ভূতের নাম হয়েছিল ঘ্যাঁগো। ওই নামটা আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। তা আমাকেও তো ভূতের মতো দেখতে, তাই ওই নামটা আমিই নিয়ে নিলাম।"

বাবলু হেসে বলল, "বেশ করেছিস।" বলে ওর হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল, "তোর কাজ শেষ হলে তোর বন্ধুদের নিয়ে চলে আয়। আজ দুপুরে আমাদের এখানে খাবি।"

"ওরা তো সেই ভোরে কাগজ কুড়োতে চলে গেছে। ফিরে আসতে অনেক বেলা হবে।"

"আমাদেরও খাওয়াদাওয়া করতে দুপুর দুটো।"

ঘ্যাঁগো উল্লসিত হয়ে বলল, "তবে তো কথাই নেই!" বলে আবার ওর কাজে মন দিল।

বাবলু ভেতরে এসে দেখল নাড়ুদা তখন চা খেয়ে মাছ কাটতে বসে গেছে।

বাবলু মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে সবে গা থেকে জামাটা খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। নিশ্চয়ই বাবার ফোন। আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে বাবা যদি হঠাৎ করে এসে পড়েন তো খুব ভাল হয়।

বাবলু টেলিফোন ধরল, "হ্যালো।"

একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, "এটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ। আমি বাবলু বলছি।"

"ওঃ। কী সৌভাগ্য আমার। শোনো ভাই, আমি খুব বিপদে পড়ে তোমাকে ফোন করছি। আমাদের পরিবারের একটি বহুমূল্য অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি গেছে. ।"

"আপদ গেছে।"

"কী যা-তা বলছ? আমি জানি এই মূর্তিচোরকে একমাত্র তোমরা ছাড়া আর কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই...।"

"আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?"

"এখন আমি হাওড়া ময়দান থেকে ফোন করছি। যদি তোমরা কেউ একবার এসে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো, অথবা কী করে তোমাদের বাড়িতে যাব বলে দাও তা হলে খুব ভাল হয়। অনেকদূর থেকে আসছি আমি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

"সাক্ষাতেই সব বলব।"

বাবলু বলল, "আমাদের কারও পক্ষেই এখন যাওয়া সম্ভব নয়। অনেকদূর থেকে আপনি যখন এতটা এসেছেন তখন আর-একটু কষ্ট করে কালীবাবুর বাজারের কাছে চলে আসুন। ওখানে এসে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।"

কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে রাখল বাবলু।

মা বললেন, "কার ফোন রে?"

"জানি না। সম্পূর্ণ অচেনা একজনের। সম্ভবত মাছের গন্ধ পেয়েই উনি আসছেন।"

মা বললেন, "কী যা-তা বলছিস? ওরকম বলতে নেই বাবা। অতিথি নারায়ণ। তিনি নিজের ইচ্ছেয় আসছেন...।"

"উনি নারায়ণী।"

"তা হলে মা লক্ষ্মী। আজ দুপুরে এখানে সেবা করবেন। এ তো পরম সৌভাগ্য আমাদের! মাছ শুভকর্মের প্রতীক। যে-কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাই মাছ ছাড়া চলে না। তোর বিয়ের সময় এইরকম একটা মাছ যদি আমি পাই তো পাঠাব গায়ে হলুদে।"

বাবলু বলল, "উঃ। তুমি থামবে? তোমার অতিথি এলে তাকে তুমি যত ইচ্ছে আদরযত্ন কোরো, মাছ খাওয়াও, আমার কী? ওইসব কথা আমাকে বোলো না।"

মা চলে গেলেন।

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, ওদের মায়েরা সবাই এলেন।

বাবলু বাচ্চু, বিচ্ছুকে জিজ্ঞেস করল, "গানের পরীক্ষা কেমন হল তোদের?"

"ভাল।"

"ওদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল।

বাবলু বলল, "একজনের আসবার কথা আছে। মনে হয় তিনিই। যা, অভ্যর্থনা করে নিয়ে আয়।"

বিচ্ছু বলল, "কে বাবলুদা?"

"জানি না। তবে সামান্য একটু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ নিয়েই উনি আসছেন।"

বাচ্চু-বিচ্ছু যাওয়ার আগে বিলু, ভোম্বলই নিয়ে এল অতিথিকে।

এক আশ্চর্য রূপবতী, স্নিগ্ধ হাসিতে ভরা মিষ্টি চেহারার তরুণী। যেমন সুন্দর তাঁর মুখশ্রী, তেমনই শ্রীমণ্ডিত। পরনে সাদা ব্লাউজের ওপর শ্বেতশুভ্র দামি চিকনের শাড়ি।

বাবলু বলল, "আপনি?"

"আমিই ফোন করেছিলুম। তুমি নিশ্চয়ই বাবলু?"

"হ্যাঁ।"

তরুণী বাবলুর মা ও অন্যান্যদের প্রণাম করল।

মা বললেন, "তুমি একা? না আর কেউ এসেছে সঙ্গে?"

"আমি একাই এসেছি।"

মা তরুণীকে আদর করে ঘরে নিয়ে বসালেন।

বাবলু মাকে বলল, "তোমরা তা হলে এদিকের কাজকর্ম দেখাশোনা করো, আমরা এঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলি।"

মা বললেন, "দাঁড়া, কতদূর থেকে এসেছে বেচারি। মুখ-হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিক, তারপর তো!"

বাবলু সকলকে নিয়ে ওর ঘরে গিয়ে বসল।

একটু পরে মা সকলের জন্য লস্যি পাঠিয়ে দিলেন।

অনেক পরে তরুণী এলে বাবলু বলল, "আপনি দিদি কোনওরকম সংকোচ করবেন না। নিজের বাড়ি মনে করে বেশ আরাম করে বসুন। তারপর বলুন, আমরা আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?"

তরুণী হাসি-হাসি মুখে বাবলুর বিছানায় আয়েস করেই বসলেন। তারপর গোটা ঘরের চারপাশ একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললেন, "সুন্দর। ঘরখানি বেশ মনের মতো করে সাজিয়েছ তো!"

বাবলু বলল, "এ আর এমন কী?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তরুণীর মুখোমুখি বসে ছিল। সোফায়, চেয়ারে বসে লস্যি খেতে খেতে ওরা একভাবে তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময় পঞ্চু হাজির। এতক্ষণ কোথায় ঘুরঘুর করছিল কে জানে। এবারে এসে নৈবেদ্যর ওপর সাজানো কলাটির মতো বসে পড়ল ঘরের মাঝখানে।

তরুণী বললেন, "শোনো ভাই, আমি তোমাদের কাছে যেজন্য এসেছি। আমাদের পরিবারের একটি বহুমূল্য অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি চুরি গেছে। এই মূর্তিটির আর্থিকমূল্য যে আজকের দিনে কত, তা টাকার অঙ্কে নির্ধারণ করা কঠিন। তার কারণ, সুপ্রাচীন এই দুর্লভ মূর্তিটি যে কোন যুগে কাদের দ্বারা নির্মিত, তা বলা মুশকিল। দুর্লভ এই মূর্তিটির বিশেষত্ব এই যে, যদিও এটি বিষ্ণুমূর্তি তবুও এর গঠনশৈলী দেখে মনে হয় ভগবান বুদ্ধই যেন বিষ্ণুনারায়ণের অবতারের প্রতীক হিসেবে এই মূর্তির মধ্যে প্রতিফলিত। এই মূর্তিটি কৈলাস ও মানসের পথে এক খাম্পা দস্যুদলের কবল থেকে উদ্ধার করা। সম্ভবত রাজা বা জমিদার শ্রেণীর কোনও ভক্ত তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে এটি অপহরণ করা হয়েছিল। আমার প্রপিতামহ ওই সময়ে অন্য এক তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ ওই লুণ্ঠনকারী দল ইংরেজ পুলিশের নজরে এসে যাওয়ায় ধরা পড়ার ভয়ে ওই মূর্তি এবং অন্যান্য লুঠের মাল ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। সেই সুযোগে আমার প্রপিতামহ ওই দুর্লভ মূর্তিটি সংগ্রহ করেন এবং সবার অলক্ষ্যে সযত্নে সেটিকে স্বদেশে নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, অভিজ্ঞ গবেষকদের দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানতে পারেন, এই মূর্তিটিতে যে সমস্ত ধাতু আছে তা সমপরিমাণ। অর্থাৎ এখানকার মতো একটি পিতলমূর্তিতে আটরকম ধাতুর ছিটেফোঁটা মিশ্রণ দেওয়া ভেজাল জিনিস নয়। যাই হোক মহাধুমধামে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর থেকে বিগ্রহের সেবাপুজো সঠিকভাবেই করে চলেছি আমরা। এখন আমার প্রপিতামহ নেই। পিতামহও নেই। বাবা আছেন। কিন্তু এই মূর্তি হারানোর শোকে তিনি এমনই ভেঙে পড়েছেন যে, আর বোধহয় বেশিদিন বাঁচবেন না তিনি।"

"স্বাভাবিক। বাবা ছাড়া আর কে আছেন আপনার?"

"মা আছেন। আর আছে এক ভাই। কিন্তু এই মূর্তিচুরির পর এমন একটি ঘটনায় সে জড়িয়ে পড়ে, যাতে বাধ্য হয় সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে।"

"কী সেই ঘটনা?"

"মূর্তিচুরির পর আমরা থানা-পুলিশ করলাম। গোনাগাঁথা করলাম। হঠাৎ কোথা থেকে একজন গনৎকার এসে বলল, মূর্তি নাকি এখানেই আছে। এই বাড়ির বাগানের ভেতর। বাগানের মধ্যে পুরনো দিনের যে কুয়োটা আছে, মূর্তিটা লুকনো আছে তারই জলের তলায়। মূর্তিচোরের দল খদ্দের ঠিক করে যে-কোনওদিন রাতের অন্ধকারে এসে পাচার করবে ওটিকে। অতএব চোরকে হাতেনাতে ধরবার জন্য ওত পেতে থাকতে হবে। এবং এই বিশেষ সময়টির জন্য পুলিশের সাহায্য নেওয়া চলবে না। তা হলে মূর্তি উদ্ধার করা গেলেও চোরকে ধরা যাবে না। পুলিশের চেয়েও অনেক বেশি সেয়ানা ওবা। আর চোর যদি ধরা না পড়ে তা হলে পরবর্তীকালে ওই মূর্তির কারণে ভয়াবহ ডাকাতি ও প্রাণহানির সম্ভাবনাও আছে। যাই হোক, গনৎকারের কথা ফলল। পরদিন রাতের অন্ধকারেই চার পাঁচজন লোক এল কুয়োর কাছে। গনৎকার আর আমার ভাই দু'জনেই ওত পেতে ছিল। ওদের দু'জনেরই হাতে ছিল বল্লম। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে চাপা একটি আর্তনাদ। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই লোকগুলো পালিয়ে গেল। আমার ভাই আর গনৎকার দু'জনেই ছুটল সেই আততায়ীকে ধরবে বলে। কিন্তু কোথায় কে? শুধু টোটাহীন একটি বন্দুক সেখানে পড়ে আছে দেখা গেল। গনৎকার বলল, 'বন্দুকটা তুমি নাও। এটা পুলিশকে জমা দিতে হবে। আমি কুয়োর কাছে গিয়ে দেখি কার কী হল।' ভাই বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল। গনৎকার একটু পরে ঘুরে এসে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাইটি। আততায়ীর গুলিতে ডাকাতদলের একজন খুন হয়েছে।' ভাই শিউরে উঠে বলল, 'সে কী! তা হলে তো এখনই পুলিশে খবর দিতে হয়।' গনৎকার বাধা দিয়ে বলল, 'খবরদার! অমন কাজটি করতে যেয়ো না। ওই কাজ করতে গেলে পুলিশ আগে তোমাকেই সন্দেহ করবে। তোমাদের কুয়োতলায় খুনের লাশ, তোমার হাতে বন্দুক, তার ওপর বন্দুকে তোমার আঙুলের ছাপ। এই অবস্থায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়া ছাড়া আর কোনও পথই খোলা থাকবে না তোমার। তাই বলি ভাই, এইভাবে অকালমৃত্যুকে বরণ করে না নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় কেটে পড়ো। তোমাব সঙ্গে থাকার জন্য আমার বিপদও কম হবে না। আমাকেও পালাতে হবে। আমি বরং এখনই লাশটাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিই। তুমি ততক্ষণে হাজারপাঁচেক টাকা আমার জন্য নিয়ে এসো। না হলে আমার কী করে চলবে বলো? আর তোমার দিদিভাইকে বলো, মূর্তি উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে প্রমাণ লোপের জন্য একটু একটু করে কুয়োটা বুজিয়ে দিতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে এই দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনে যাচ্ছিল।

তরুণী একটু মৌনী হলে বাবলু বলল, "তারপর?"

"ভাইয়ের মুখে সব কথা শুনে তাকে বাঁচানোর জন্য তখনকার মতো সেইরকমই ব্যবস্থা করা হল। হাজারপাঁচেক টাকা গনৎকারের জন্য দিয়ে ভাইয়ের হাতেও হাজারপাঁচেক টাকা দিলাম।"

"আপনার ভাইয়ের বয়স কত?"

"তোমাদেরই বয়সি। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। আমার আঠারো, ওর পনেরো।"

"তারপর?"

"তারপর যা হল, তা—।" এই পর্যন্ত বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তরুণী। আঁচলে চোখ ঢেকে লুটিয়ে পড়লেন বিছানার ওপর।

বাবলু বলল, "কী হল তারপর?"

এমন সময় মা এসে বললেন, "তারপরে যাই হোক, এবারে স্নানটান সেরে খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নে। পরে দুপুরবেলা সব শুনবি।"

বাবলু বলল, "আঃ মা, তুমি এখন যাও তো। দারুণ একটা উত্তেজনার মুহূর্তে এসে গেছি। এর পরের ঘটনা না শুনলে—।"

চোখের জল মুছে তরুণী বললেন, "মা যা বলছেন তাই করো ভাই। তা ছাড়া আমারও খিদে পেয়েছে খুব।"

অগত্যা তখনকার মতো কাহিনী শোনার ব্যাপারটা মুলতুবিই রাখতে হল।

দুপুরবেলা একজোট হয়ে খেতে বসল সবাই। সে কী আনন্দ। আর সেই আনন্দঘন মুহূর্তে হঠাৎ বাবাও এসে পড়লেন দুর্গাপুর থেকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে সেই ঘ্যাঁগো, ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাংও খেতে বসল জুত করে।

মায়েরা সবাই হাতাপাতি করে পরিবেশন করতে লাগলেন। ওঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে তরুণীও এগিয়ে এলেন।

বাবলুর মা বললেন, "তুমি বোসো। তুমি হলে আজকের অতিথি। তোমাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না।"

"তাতে কী হয়েছে মাসিমা। আমি কি আপনাদের মেয়ে নই?"

"নিশ্চয়ই। তুমিও আমাদের মেয়ে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মায়েরা বললেন, "আমরা সবাই যখন আছি তখন তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না মা। তুমি বরং ওদের সঙ্গে বসে আহ্লাদ করেই খাও।"

বাবলুর মা বললেন, "তা হ্যাঁ মা, এতক্ষণ এসেছ, তোমার নামটাই তো জানা হল না এই দস্যিগুলোর জন্য। কী নাম তোমার?"

তরুণী হেসে বললেন, "আমার নাম রেবা। রেবা মুখার্জি।"

"বাড়ি কোথায় তোমার? কোথা থেকে আসছ?"

"রাজবলহাটের নাম শুনেছেন?" সেখান থেকেই আসছি আমি।"

"ও বাবা, সে তো অনেকদূর। কীভাবে এলে?"

"ট্রেনেই এসেছি। সেই কোন ভোরে রওনা দিয়েছি বাড়ি থেকে, হাওড়ায় নেমে একটা ট্যাক্সি করে এখানে এসেছি। এদের সঙ্গে কথাবার্তার কাজ যদি মিটে যায় তা হলে আজই ফিরে যাব, না হলে কাল ভোরে।"

"কালই যাবে তুমি। আজ যেতে চাইলেও যেতে দেব না তোমাকে। এখনই অনেক বেলা হয়ে গেল। এর পর যাবে কখন?"

অতএব আর কথা নয়। বেশ তৃপ্তি করেই খাওয়ার পর্ব শুরু হল। গরম ভাত, সোনামুগের ডাল, দু'-তিন রকমের ভাজা, মাছের তেল আর কাঁটাকুটি দিয়ে পুঁইশাকের চচ্চড়ি, মাছের ঝাল, আমের চাটনি আর শেষপাতে বাবার ইচ্ছেমতো দই মিষ্টি। দারুণ খাওয়া হল সকলের।

খাওয়ার পর পূর্ণ বিশ্রাম।

বিকেলবেলা চা-পর্বের পর সবাই মিলে দল বেঁধে চলল মিত্তিরদের বাগানে। যেখানে সবুজের মেলা, রঙের বাহার, ভ্রমরের আনাগোনা আর রংবেরং প্রজাপতির স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে পাখিদের কলতান ভরে থাকে সবসময়, সেই রমণীয় উদ্যানে।

বাগানে ঢুকে বাবলু বলল, "রেবাদি, আজকের এই পরিবেশে আপনার সান্নিধ্য আমাদের কিন্তু খুব ভাল লাগছে। এখন চলুন কোথাও একটু গুছিয়ে বসে আপনার বক্তব্যের শেষটুকু শোনা যাক।"

রেবাদি বললেন, "আমিও সবকিছু বলে আমার বুকটাকে হালকা করতে চাই। আমার সব কথা শোনার পর তোমরা স্থির করো এই ব্যাপারে তোমরা এগোতে রাজি আছ কি না।"

এতক্ষণে মুখ খুলল বিচ্ছু। বলল, "এখন পর্যন্ত যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে রহস্যের পথ ঘোরালো হলেও আমাদের সাধ্যের বাইরে হবে না। বাকিটুকু শেষ করুন, তারপরে মতামত দেব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আগেভাগে পঞ্চু সবসময়ই থাকে। তাই ও জানে বাবলুদের পছন্দসই জায়গা কোনটা। এবং জানে বলেই সে গিয়ে সবার আগে সেই গোলঞ্চ গাছের নীচে ঘাসের গালিচায় গুছিয়ে বসল। হঠাৎ হল কী, দুটো কাঠবিড়ালি গাছের ডালে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে ওর গায়ের ওপর এসে পড়তেই বিকট একটা চিৎকার করে সে দুটোকে এমন তাড়া লাগাল যে, প্রাণের দায়ে দৌড়ল কাঠবিড়ালি দুটো।

রেবাদি আবার শুরু করলেন ওঁর অসমাপ্ত কাহিনী। বললেন, "হ্যাঁ, তারপরের ঘটনা শোনো। তারপর যা হল তা বড়ই মর্মান্তিক। বিগ্রহ হারানোর চেয়ে ভাইকে হারানোর শোকেই মুহ্যমান হলাম আমরা সবাই। মা তো শুনেই জ্ঞান হারালেন। বাবার অবস্থাও তথৈবচ। অথচ ওইরকম এক বিপদের সময়ে কোনও ডাক্তারের কাছেও যেতে পারিনি আমি। একে মধ্যরাত, তায় বাড়ির চৌহদ্দিতে একটা খুন। এবং খুনি আমার নিজেব ভাই। সেই অবস্থায় কী করে নিজের মাথাটাকে ঠিক রেখেছিলাম, তা এখনও ভেবে পাই না!

অনেক সেবাশুশ্রূষার পর ভোরের দিকে মায়ের জ্ঞান ফিরল। বাবা কেমন যেন হতবাক হয়ে রইলেন। এমন সময় হঠাৎ বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল পুলিশ। যা, সর্বনাশ হয়ে গেল! তবু টলতে টলতে এসে দরজা খুলে দিলাম।

পুলিশ অফিসার আমাদের বিশেষ পরিচিত। উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদেব এই বিপদেব দিনে কোনওরকম সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। তবে ছেলেটা খুব ভুল করল। পালাতে গেল কেন? ও যখন খুন করেনি তখন পালাবার আগে সাহস কবে একবাব থানায় যেতে পারত।"

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, "এসব আপনি জানলেন কীভাবে?"

"ভাই নিজেই কোথাও থেকে ফোনে আমাকে সব কথা জানিয়েছে। এমনকী এও জানিয়েছে আমবা যেন অযথা তাকে খুঁজে বেব করবাব চেষ্টা না করি। কেন না ফাঁসির দড়িতে ঝুলবাব জন্য সে আব কখনওই এদেশে ফিরবে না।"

কান্নায ভেঙে পডলাম আমি।

পুলিশ অফিসাব বললেন, "ও সেই কুড়নো বন্দুকটা নাকি তোমার কাছে রেখে গেছে? সেটা আমাকে দাও।"

আমি লুকনো জাযগা থেকে বন্দুকটা এনে অফিসারকে দিতেই চমকে উঠলেন তিনি। বললেন, "এ কী। এটা কী দিলে? কোত্থেকে পেলে এটা?"

"এটাই তো ও আমাকে দিয়ে গেছে!"

"ও মাই গড। এবার বুঝেছি, ব্যাপারটা স্রেফ ফোরটুয়েন্টি ছাড়া কিছু নয়। ওই টাকাগুলো হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই প্রতারক এই চাল চেলেছিল।"

আমি বললাম, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"শোনো মা, এই যে বন্দুকটা তুমি আমাকে দিলে এটা একটা অকেজো ছররা বন্দুক। এতে মানুষ কেন, একটা পাখিও মারা যাবে না।"

"কিন্তু আমি যে নিজের কানে গুলিব শব্দ শুনেছি।"

"ঠিক বলছ?"

"হ্যাঁ। সেই শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠেছিল তখন।"

"ঠিক আছে। এখন দেখিয়ে দাও তো তোমাদের কুয়োতলাটা কোনদিকে। সেখানে গেলেই সব রহস্যের শেষ হবে।"

আমি পুলিশের লোকেদের সঙ্গে করে বাগানের কুয়োতলায় এলাম। দড়ি ইত্যাদি নিয়ে কুয়োয় নামার লোকও পুলিশের সঙ্গে ছিল। তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই তদন্তের কাজে কোনও অসুবিধে হল না। কিন্তু না, কুয়োর আশেপাশে কোথাও কোনও রক্তের দাগ বা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না।

অফিসারের নির্দেশে কুয়োর মিস্ত্রিরা জল ছেঁচে কুয়োয় নামল। আশ্চর্য এই যে, কুয়োর সব জল ছেঁচে ফেলেও সেখানে না পাওয়া গেল সেই প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি, না মিলল কারও ডেডবডি।

অফিসার বললেন, "আসলে এখানে কোনও খুনই হয়নি। যা হয়েছে তা ওই পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করার জন্য একটি প্রতারণার নাটক। মাঝখান থেকে ভয় পেয়ে ছেলেটা নিখোঁজ হয়ে গেল।"

"এর পর পুলিশের লোকেরা এদিক-ওদিক করে এক জায়গা থেকে একটি ভাঙা হাঁড়ি ও কালীপটকার অবশেষ আবিষ্কার করল। তখনই বুঝতে পারলাম যেটাকে গুলির শব্দ বলে মনে করা হয়েছিল সেটা আসলে হাঁড়ি চাপা দেওয়া একটা পটকার শব্দ ছাড়া কিছু নয়।"

এই পর্যন্ত বলে রেবাদি সকলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাবলু বলল, "এর আগে আমরা অনেক রোমহর্ষক অভিযানে গিয়ে দারুণভাবে সাফল্যলাভ করেছি। কত খুন, গুম-এর জটিল তদন্ত করেছি। অনেক কুটিল রহস্যকে ভেদ করে সত্যের আলোয় ভরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এমন অভিনব প্রতারণার কথা কখনও শুনিনি।"

"তবু এই দুঃখের মাঝে আমাদের পরিবারের মধ্যে সান্ত্বনা এই যে, ভাইটা আমার নিরপরাধ। খুনি নয়। কখনও না কখনও সে যদি ফিরে আসে তা হলে তার জেল বা ফাঁসি হবে না।"

বাবলু বলল, "এইসব ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণ হলেও ফাঁসি হয় না। কেন না আইনের চোখে আপনার ভাই অপরাধী হিসেবে যদিও বিবেচিত হয় তবুও সে নাবালক। তা ছাড়া এক্ষেত্রে আপনার ভাই তো সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

রেবাদি বললেন, "সেই মুহূর্তে কি অত কিছু ভেবে দেখার সময় ছিল রে ভাই! যাই হোক, এর পর আমরা সব কাগজে 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র' বিভাগে ভাইকে ফিরে আসার জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভাই আমার ফিরে তো এলই না, এমনকী, কোথাও থেকে একটা চিঠিও এল না ওর। এদিকে আমার মা বাবার অবস্থা যে কী, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এক তো বিগ্রহ হারানো, তার ওপরে নিখোঁজ সন্তানের চিন্তা, দু'জনেই ভেঙে পড়েছেন একেবারে।"

বিলু বলল, "আপনার ভাইয়ের খুব উচিত ছিল মাঝেমধ্যে এক-আধটা চিঠি দিয়ে তার অবস্থানের কথাটা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া।"

ভোম্বল বলল, "পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই হয়তো চিঠি লেখেনি সে। কেন না পুলিশ ইচ্ছে করলে পোস্ট অফিসের ছাপ দেখেও অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারে।"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "সে যে চিঠি লিখছে না এমন ধারণাই বা তোদের হল কী করে? এমনও তো হতে পারে চিঠি সে নিয়মিতই লিখছে কিন্তু পথের দূরত্বের জন্য আসতে দেরি হচ্ছে অথবা পথেই কোথাও আটকে যাচ্ছে।"

বাবলুর কথায় সচকিত হল সকলেই। সবাই একমত হয়ে বলল, "এই সম্ভাবনার কথাটা অবশ্য আমরা ভেবে দেখিনি। এমন তো হতেই পারে!"

বাবলু বলল, "আচ্ছা রেবাদি, এই সমস্ত ঘটনা কতদিনের? আপনার ভাই কবে থেকে নিখোঁজ?"

"তা একমাসের ওপর হয়ে গেছে। মাঘীপূর্ণিমায় আমাদের গুরুদেব এসেছিলেন। তাঁর অন্তর্ধানের পরই বিগ্রহ চুরি যায়। তারও এক সপ্তাহ পরে ওই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে নিখোঁজ হয় ভাই।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আপনাদের গুরুদেব কি একাই এসেছিলেন, না সঙ্গে কেউ ছিল?"

"ওঁর সঙ্গে ছিল আশ্রমেরই দু'জন লোক। কান্তিভাই ও শান্তিভাই।"

"আপনাদের গুরুদেবের আশ্রম কোথায়? কী নাম গুরুদেবের?"

"আমাদের গুরুদেবের নাম চন্দ্রকান্ত গিরি। ওঁর আশ্রম বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে। কিন্তু উনি বছরের বেশিরভাগ সময় থাকেন পুরুলিয়ায়। আদ্রার কাছে জয়চণ্ডী পাহাড়ে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল।

বাবলু বলল, "চন্দ্রকান্ত গিরি কি আপনাদের কুলগুরু?"

"হ্যাঁ। ওঁর বাবা রামানন্দ গিরি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন আমার প্রপিতামহ, পিতামহ। আমার বাবা-মা দীক্ষা নিয়েছেন চন্দ্রকান্ত গিরির কাছে। আমি বা আমার ভাই এখনও দীক্ষা গ্রহণ করিনি।"

"তার মানে বোঝাই যাচ্ছে আপনাদের ওই মূর্তির পূর্ব ইতিহাস উনি জানেন। এবং আজকের দিনে ওই মূর্তিটির আর্থিক মূল্য যে কত, ওঁর অজানা নয়।"

"ঠিক তাই। তবে কিনা উনি কিন্তু এই মূর্তিটির ব্যাপারে আমার বাবা-মাকে বারবার সতর্ক করে

দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, যে হারে আজকাল দেবস্থান থেকে মূর্তি উধাও হয়ে যাচ্ছে তাতে ওই মহামূল্যবান বিগ্রহকে আর বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। ওটিকে হয় কোনও গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে অথবা সরকারি মিউজিয়ামে জমা দিয়ে আসতে বলেছিলেন।"

"ঠিকই বলেছিলেন উনি। ওঁর কথাটা শুনলেই আপনারা ভাল করতেন।"

"সেটা এখন মনে হচ্ছে। তখন কিন্তু আমরা সবাই এই ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যিনি নিজের ইচ্ছায় এসেছেন তিনি যদি নিজের ইচ্ছাতেই কখনও চলে যান তা হলে আমাদের কিছুই করবার নেই। কিন্তু প্রাণ থাকতে আমাদের গৃহদেবতাকে কোনওমতেই ঘরের বাইরে যেতে দেব না।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। এ কাজে কারও মনই সায় দেয় না।" বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "রেবাদির মুখে সব কথাই তো শুনলি, এখন তোদের কী ধারণা হল তাই বল?"

বিলু বলল, "আমার সন্দেহের তিরটা কিন্তু গুরুদেবের দিকেই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু একসঙ্গেই বলল, "আমাদেরও।"

রেবাদি সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বললেন, "না, না। ও-কথা বোলো না। উনি ওইরকম লোকই নন। তা ছাড়া ওই মূর্তিব ব্যাপারে উনি তো সতর্কও কবে দিয়েছিলেন বারবার।"

ভোম্বল বলল, "তা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এটা ওঁর ছলও হতে পারে।"

বাবলু বলল, "আসলে গুরুদেবের চলে যাওয়ার পরই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় সন্দেহটা ওঁর দিকেই মোড় নিচ্ছে। উনি বিজ্ঞ লোক। তাই উনি জানেন যে, কোনও গৃহস্থ কোনও অবস্থাতেই তাঁদের আরাধ্য দেবতাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। তাই বারবার ওই কথা বলে নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছেন। পরে অবশ্য চারদিকে পাকা ব্যবস্থা করে আটঘাট বেঁধে এসেছেন। কিন্তু এক জায়গায় হিসেবে একটু ভুল করেছেন উনি। অর্থাৎ এই কাজটা উনি চলে যাওয়ার দু'-একমাস পরে করাতে পারতেন।"

রেবাদি ম্লানমুখে বললেন, "তোমাদের কি দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ কাজ উনিই করেছেন বা করিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। তবে এ-সবই প্রমাণসাপেক্ষ। এখন ঘটনার গতি দেখে আমরা অনুমান করছি মাত্র। আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে ওই যে কান্তিভাই আর শান্তিভাই এসেছিলেন, ওঁরা কারা? এর আগেও কি এ-বাড়িতে ওঁরা পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন কখনও?"

"হ্যাঁ। বছর দুই আগে গুরুদেবের সঙ্গে একবার এসেছিলেন। তারপরে এই। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। গুরুদেবের সঙ্গেই থাকেন ওঁরা। খুব বিশ্বাসী লোক।"

"আর ওই গনৎকার?"

"ওঁকে এই এলাকায় কখনও দেখিনি। উনি আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা।"

"গনৎকারের সন্ধান আপনি পেলেন কী করে?"

"আমাদের গ্রামে জগাইদা নামে একজন আছেন, উনিই নিয়ে এসেছিলেন লোকটিকে।"

"তা হলে ওই জগাইদাকে চাপ দিলেই গনৎকারের ঠিকুজি কোষ্ঠী সবই পেয়ে যাব আমরা।"

"সে-চেষ্টা পুলিশ কি করেনি ভেবেছ?"

"তা হলেও আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"কোনও লাভ হবে না। পুলিশকে যা বলেছে তার বাইরে একটি কথাও সে বলতে পারবে না তোমাদের।"

"পুলিশকে কী বলেছে সে?"

"জগাইদা পুলিশকে বলেছে গনৎকার তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। দ্বারবাসিনীর মন্দিরের চাতালে বসে কয়েকজনের ভাগ্যগণনা করছিল, তাই ওর দৌড় পরীক্ষা করবে বলে বিশ্বাস করে ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল ও।"

"জগাইদা এমনিতে লোক কীরকম?"

"খুব ভাল। অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সব শুনে নীরব হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রত্যেকের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। একসময় অনেক ভেবেচিন্তে বাবলু বলল, "কেস খুবই জটিল। তার মানে মূর্তিচুরির সঙ্গে গনৎকারের ধাপ্পাবাজির যোগাযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। গনৎকার সব কিছু শুনেটুনে টাকার লোভেই প্রতারণার নাটক করেছে। আর মূর্তিচুরি করেছে অন্যজন। এই ব্যাপারে অবশ্য গুরুদেব ও কান্তিভাই শান্তিভাই-এর লোভের হাতও থাকতে পারে।"

বিলু বলল, "আবার এমনও হতে পারে গনৎকার ওঁদেরই প্রতিনিধি। ওই গনৎকারকে পাঠিয়ে ওঁরা হয়তো

জানতে চেয়েছিলেন ওই মূর্তি উধাও রহস্যে কেউ ওঁদের সন্দেহ করছে কি না।"

রেবাদি বললেন, "তোমরা যা মনে করবে করো। এখন ওই মূর্তি উদ্ধারের চেয়েও আমার ভাইকে উদ্ধার করা একান্তই দরকার।"

ভোম্বল বলল, "আর ওই গনৎকারটাকে খুঁজে বের করে উত্তম মধ্যম দেওয়ার দরকার নেই?"

"নিশ্চয়ই আছে।"

আবার নীরবতা।

বাবলু বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার ভাইকে আমরা খুঁজে বের করবই। আর ওই মূর্তিটা যদি কোনও বিদেশির হাতে পড়ে পাচার না হয়ে থাকে, তা হলে ওটাকেও উদ্ধার করব আমরা। কিন্তু রেবাদি, এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আপনার হঠাৎ আমাদের কথা মনে হল কেন?"

"আসলে আমাদের পাবলিক লাইব্রেরি থেকে তোমাদের নিয়ে লেখা কয়েকটা বই আমি পড়েছিলাম। তাই কেন জানি না মনে হল তোমাদের শরণ নিলে তোমরাই হয়তো পারবে এই কাজে সফল হতে।"

রেবাদির এই কথায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা খুবই গর্ববোধ করল। এইভাবে বইয়ের মাধ্যমে কারও স্নেহ ভালবাসা ও আস্থা অর্জনের চেয়ে আনন্দের আর কিছু কি আছে? রেবাদি ওদের চেয়ে বয়সে বড। দিদির মতো। কত আশা নিয়ে ওদের বই পড়ে কতদুব থেকে এসেছেন তিনি, অতএব সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে ওদের। যেভাবেই হোক, ফিরিয়ে আনতে হবে ওঁর ভাইকে। এবং সেইসঙ্গে সম্ভব হলে উদ্ধাব করতে হবে মূর্তিটাকেও। শুধু একটু যা বুদ্ধির চাল, সময় ও ধৈর্যের প্রতীক্ষা। ঘটনার যা গতি তাতে আশা করা যায়, এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই সফল হতে পাববে ওরা।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর বাগানে না থেকে চলে এল বাড়িব দিকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু প্রায় জোব করেই রেবাদিকে ধরে নিয়ে গেল ওদেব বাড়িতে। আসলে ওরা চাইছে রেবাদি আজ ওদের ওখানেই থাকুন। বাবলু সেটা বুঝতে পেরে না কবল না।

পঞ্চুও রেবাদির প্রতি আনুগত্য দেখাতে ল্যাং ল্যাং করে ওদের সঙ্গেই চলল। অবশ্য যেখানেই যাক না কেন, থাকবে না ও বেশিক্ষণ। একটু রাত হলেই সে ঠিক ফিরে আসবে বাবলুর কাছে।

॥ ২ ॥

সবে সন্ধেটি উত্তীর্ণ হয়েছে। মা ঠাকুবঘরের কাজ সেবে কথামৃতর পাতায় চোখ রেখেছেন, এমন সময় বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে বাবলু এসে হাজিব হল।

তিনজনে বেশ আয়েশ করে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বেবাদির প্রসঙ্গে আসতেই মা এসে বললেন, "রেবা কি বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে গেল?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। সেইসঙ্গে তোমার পঞ্চুও।"

মা হাসলেন, "ও বুঝি ওখানেই থাকবে আজ?"

"তেমন কিছু বলেনি। একটু পরে ফোনে জেনে নেব। তবে মনে হয় বাচ্চু-বিচ্ছু ওঁকে ছাড়বে না।"

"তোদের জন্য চা করি তা হলে?"

"শুধুই চা। আর কিছু নয়। অবেলায় খেয়ে পেট একেবারে দম হয়ে আছে।"

মা চলে গেলেন।

বিলু বলল, "রেবাদি তো কাল সকালেই যাবেন। ওঁর ব্যাপারে কীভাবে এগোবি তা হলে ঠিক কব।"

বাবলু বলল, "এখনই কিছু স্থির করা যাবে না। এই ব্যাপারে এগোতে গেলে প্রথমেই আমাদের যেতে হবে বাজবলহাটে। ওখানে রেবাদিদের বাড়ির পরিবেশ দেখে চলে যাব দ্বারবাসিনী।"

ভোম্বল বলল, "সেখানে গিয়ে আমরা কী করব?"

"ওই গনৎকারের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গেলে দ্বারবাসিনীই উপযুক্ত স্থান। কেন না গনৎকারকে ওইখান থেকেই জগাইদা আবিষ্কার করে নিয়ে এসেছিল রেবাদির বাড়িতে। অতএব ওই জায়গায় গিয়ে একটু খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেই কেউ-না-কেউ বলে দেবে উনি কোথাকার লোক।"

বিলু বলল, "খুব ভাল পরিকল্পনা।"

বাবলু বলল, "অনুসন্ধানের এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এরই মধ্যে একফাঁকে আমাদের চট করে একবার ঘুরে

আসতে হবে জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত গিরি আর কান্তিভাই, শান্তিভাই-এর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিতে চাস, এই তো?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। যেহেতু আমাদের সন্দেহটা ওঁদের তিনজনকে ঘিরেই। অতএব জয়চণ্ডী পাহাড়ে যেতেই হবে।"

বিলু বলল, "জয়চণ্ডী পাহাড়টা ঠিক কোনখানে?"

"আদ্রার কাছে। শুনেছি জয়চণ্ডী নামে একটি স্টেশনও আছে। আমার বাবা একবার গিয়েছিলেন ওখানে।"

মা তখন চা নিয়ে এসেছেন। শুধু চা নয়, সঙ্গে অল্প করে ঘি মরিচ দিয়ে চিঁড়েভাজাও।

যতই পেট ভার থাকুক না কেন, মুখরোচক খাবার সবসময়ই উপাদেয়। ওরা চিঁড়েভাজা খেয়ে চা খেল।

ভোম্বল বলল, "জয়চণ্ডীতে গেলে কবে যাবি তা হলে?"

"সেটা আমরা পাঁচজনে বসে পরামর্শ করেই ঠিক করব। তবে সর্বাগ্রে আমাদের যেতে হবে রাজবলহাটে। কারণ ওই বাড়ির অবস্থান, গ্রামের পরিবেশ, বাগান, কুয়োতলা এইসব না দেখলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা যাবে না।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। ক্ষীণ সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে এগোতে হবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তবে একটাই রক্ষে যে, আমাদের এবারের এই অভিযান কোনও টেররিস্টদের বিরুদ্ধে নয়। কিছু মতলববাজ কাঁচা চোরের অপরিপক্ক বুদ্ধির চাল এটা। অতএব বামাল সমেত না হলেও ধরা পড়বেই।"

বিলু বলল, "শুধু বেগ পেতে হবে রেবাদির ভাইয়ের ব্যাপারে। এই বিশাল দেশের কোন প্রান্তে কোথায় যে লুকিয়ে আছে সে, তা কে জানে?"

ভোম্বল বলল, "তবে যেখানেই থাকুক না কেন, পেটে টান পড়লে ফিরে আসতে বাধ্য সে। পুঁজি তো মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।"

বাবলু ওদের কথা শুনেই যাচ্ছিল একমনে, কোনও মন্তব্য করছিল না। সব শুনেটুনে এইবার বলল, "ব্যাপারটা যত হালকা করে দেখছিস তোরা, তা কিন্তু নয়। কাঁচা চোরেরা কখনও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করতে পারে না। আর অপরিণত বেহিসেবি চাল যেখানে চালা হয়, তদন্তের পথ সেখানে ঘোরালো হয়ে ওঠে। এক বস্তা তুলো খুবই হালকা। কিন্তু অসতর্কতায় জলে পড়লে তার ওজন কিন্তু মারাত্মক।"

বাবা পাশের ঘর থেকে ওদের কথা শুনছিলেন সব। এবার এ-ঘরে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বললেন, "রাজবলহাটে যদি যাস তো সময় করে আঁটপুরের মন্দিরও দেখে নিস। ওখানকার মন্দিরের টেরাকোটার কাজগুলো দেখবার মতো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। আঁটপুরের বাসও দেখেছি আমরা। ধর্মতলা থেকে ছাড়ে।"

"রাজবলহাটের বাসও তো হাওড়া থেকে ছাড়ে। তোরা কীভাবে যাবি ঠিক কর?"

"সেটা নির্ভর করছে রেবাদি কীভাবে যাবেন তার ওপর। আমরা যদি ওঁর সঙ্গে যাই তা হলে উনি যেভাবে যাবেন, সেইভাবেই যাব। তা না হলে— ।"

"তা না হলে তোরা যাবি হরিপাল দিয়ে। তারকেশ্বর লোকালে চেপে প্রথমে হরিপাল। ওখানে স্টেশনের কাছ থেকেই বাস পাবি। হুড়োহুড়ি করে অবশ্য উঠতে হবে সেই বাসে। প্রথমেই তোরা আঁটপুরে নামবি। পরে মন্দির দেখে তোদের তদন্তের কাজে চলে যাবি রাজবলহাটে। যেদিন ফিরবি সেদিন রাজবলহাট থেকেই বাস পাবি। ওই বাসে আরাম করে বসে বড়গাছিয়া হয়ে একেবারে এসে নামবি হাওড়া ময়দানে।"

বিলু বলল, "রেবাদি কি কালই যাবেন?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। ওঁর কি থাকলে চলে? বাবা-মা চিন্তা করবেন না হলে। একে তো ছেলেটা বেপাত্তা, তার ওপর মেয়েও যদি চোখের আড়ালে থাকে তা হলে ওঁদের দেখাশোনা করবে কে?"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই যে আমরা যাব, এর খরচখরচা কে দেবে?"

"রেবাদিকেই দিতে হবে। দেওয়া উচিত। তবে কিনা প্রাথমিক তদন্তের কাজে যদি আমাদের রাজবলহাটে যেতে হয় তা হলে আমাদের খরচেই যাব। কিন্তু দূরে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারস্যাপার থাকলে তখন খরচ ওঁদেরকেই জোগাতে হবে।"

"ধরো যদি ওঁরা রাজি না হন?"

"তা হলে আমরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকব। ঘরের খেয়ে তো বনের মোষ তাড়ানো যায় না। তা ছাড়া

রেবাদিদের আছে। না হলে এককথায় এক রাতে পাঁচ-দশ হাজার টাকা ওঁরা বের করেন কী করে?"

বাবা বললেন, "রাজবলহাটে তোরা যাচ্ছিস যা। কিন্তু তোদের মুখে আগাগোড়া যা শুনলাম তাতে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওই মূর্তিচুরির রহস্যটা আসলে জয়চণ্ডী পাহাড়েই থমকে আছে।"

বাবলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়। তবে বাবা, জয়চণ্ডী পাহাড়ে গেলে আমরা কিন্তু রেবাদিকে না জানিয়েই হুট করে চলে যাব একদিন। যাতে কেউ সন্দেহ না করে। উনি থাকলে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। অবশ্য যদি ওরা সত্যি-সত্যিই চুরি করে থাকে। আর তা না হলে ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে গিয়ে সবকিছু দেখেশুনে গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ করে চলে আসব।"

বিলু বলল, "এটা কিন্তু আমাদের খরচেই যাব। এতে আমাদের রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। একদিকে চলবে অনুসন্ধানের কাজ, আর একদিকে বেড়ানোর।"

ওদের কথাবার্তার মাঝখানেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ফোন ধরতেই বিচ্ছুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো বাবলুদা, শোনো। রেবাদি আজ আমাদের এখানেই থাকছেন। ঠিক হয়েছে কাল ভোরে আমরা সবাই ওঁদের দেশে যাব। বাবা একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করেছেন।"

"তা হলে তো খুব ভাল হয়। গাড়ি পেলে ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্তে যাওয়া যায়।"

"আর শোনো, তোমরা কিন্তু তিনজনেই আজ রাতে আমাদের বাড়িতে খাবে। তাই আর দেরি না করে এখনই চলে এসো। পঞ্চুকে আমরা আটকে রাখছি।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল। আমরা গেলেই কালকের ব্যাপারে আলোচনা হবে। তবে কাল ভোরে যদি যেতে হয় তা হলে টুকিটাকি দু' একটা জিনিস গুছিয়ে রাখা একান্তই দরকার।"

"যা নেবে সামান্যই নিয়ো। অযথা বোঝা বাড়িও না। থাকব তো একদিন, অথবা সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসব।"

"ও কে। রাখছি তা হলে?" বলে ফোন রেখে বলল, "আজ রাতে বাচ্চু, বিচ্ছুদের বাড়ি আমাদের নেমন্তন্ন।"

ভোম্বল বলল, "একেই বলে বোঝার ওপর শাকের আঁটি।"

বিলু বলল, "কেন?"

"কেন নয় তাই বল? সকালে অত খাওয়ার পর রাতে আবার নেমন্তন্ন!"

"সেটা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তোর কী?"

ভোম্বল হেসে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না রে, সকালে যা খেয়েছি তাতে পেটটা এখনও ভর্তি হয়ে আছে। ঠিক আছে, তোরা আয়, আমি একবার বাড়ি হয়ে যাচ্ছি।"

ভোম্বল চলে গেলে বাবলু একটা কিট ব্যাগে ওর সামান্য কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বিলুকে নিয়ে চলে এল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে। রেবাদি তখন সকলের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন।

বাবলুরা যেতেই আনন্দ চরমে উঠল। সবচেয়ে বেশি আনন্দ হল পঞ্চুর। কেন না সে সবসময় প্রত্যেককে একসঙ্গে পেতে চায়। ভালমন্দ খেতে চায়। আর চায় হইহুল্লোড়।

রেবাদি বললেন, "এ কী! তোমরা দু'জন কেন? ভোম্বল কই?"

বিলু বলল, "ও আসছে। আসলে সকালের দিকে একটু বেশি খাওয়াদাওয়াটা হয়ে গেছে তো, তাই একটু হালকা হয়েই আসছে।"

বিলুর কথার অর্থ বুঝে হেসে উঠল সকলে।

ওরা এসে ঘরে বসলে রেবাদি বললেন, "কাল সকালে তোমরা যাচ্ছ নিশ্চয়ই, গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে কিন্তু।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। কয়েকদিন আগে শুনছিলাম বটে দয়ালদা একটা গাড়ি কিনেছেন। কতয় রফা হল?"

বাচ্চু হেসে বলল, "মাত্র দুশো টাকায়।"

বাবলু বলল, "হতেই পারে না।"

"না হওয়ার কী আছে? শুধু যাওয়ার ভাড়া, আসার তো নয়।"

"এরকম ক্ষেত্রে আপ-ডাউন হিসেবেই ভাড়া নেওয়া হয়। যাই হোক, দুশো টাকায় হলে খুব কমেই হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "কাল আর মর্নিংওয়াকে যাব না আমরা। ঠিক সকাল ছ'টার সময় দয়ালদাকে আসতে বলেছি।"

বাবলু বলল, "গাড়ির ব্যবস্থা যখন হয়েছে তখন ছ'টা ছেড়ে সাতটা হলেই বা ক্ষতি কী?"

রেবাদি বললেন, "না, না। যত সকাল-সকাল যাওয়া যায় ততই ভাল। তোমরা গেলে আমার মা-বাবা যে কী খুশি হবেন তা কী বলব! তা ছাড়া তোমরা যে ধরনের ছেলেমেয়ে, তাতে আশা করি আমাদের গ্রামের পরিবেশও তোমাদের ভাল লাগবে। দু'-চারদিন থাকো, ঘোরো, বেড়াও। চারদিকে খোঁজখবর নাও।"

বিলু বলল, "আচ্ছা রেবাদি, আপনি যে বাড়ি থেকে চলে এলেন তা আপনার বাড়ি দেখাশোনা করছে কে?"

"আমি তো এসেছি একদিনের জন্য। সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেই এসেছি। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে রামের মা নামে একজন কাজের লোকও আছে। খুব বিশ্বাসী। মা-বাবার দেখাশোনা সে খুব ভালভাবেই কবতে পারবে, কাজেই সেদিক থেকে কোনও অসুবিধে হবে না।"

"না হলেই ভাল।"

এমন সময় ভোম্বল বেশ হন্তদন্ত হয়েই এসে হাজির হল সেখানে। ওর চোখে-মুখে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা।

বাবলু বলল, "কী হল ভোম্বল?"

"কী হয়নি সেটাই আগে জিজ্ঞেস কর।"

"বল না কী হয়েছে?"

"পঞ্চুটা যদি সঙ্গে থাকত না—।"

"কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলি বুঝি?"

"আর একটু হলেই আমি গাড়ির তলায় যেতাম।"

সকলে শিউরে উঠল, "সে কী!"

"হ্যাঁ। গাড়িটা যে আমাকেই টার্গেট করেছিল তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল তার মুখখানা কী বীভৎস! মুখের অর্ধেকটা জড়ুলে ভরা। লোকটা যে চোখে আমাব দিকে তাকাল, তাতে—।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ এরকম হওয়ার মানে?"

"জানি না ভাই। গাড়িটা সুড়সুড় কবে এসে আমাকে দেখেই স্পিড নিয়ে আমাব দিকে এগিযে এল। তারপর আমি সরে যেতেই ড্রাইভার একটা বাজে কথা বলে উধাও হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।"

"যাই হোক, সাবধানে চলাফেরা করবি। নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টচক্র পেছনে লেগেছে আমাদেব।"

"তাতে লাভটা কী তাদের?"

"লাভ-লোকসানের হিসেব কি এভাবে হয়? আপাতত সদাসতর্ক থাকতে হবে। একা তুই নয়, আমরাও পার পাব না ওদের হাত থেকে। বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু, বিলু, আমি, সকলকেই চাপা দেবে ওরা যে-কোনও মুহূর্তে।"

"কেন বল তো?"

"এই কেনটাই তো রহস্যময়। ওই রহস্যের জাল ছিঁড়তে হবে আমাদেরই।"

এর পরে দীর্ঘ নীরবতা। ওরা ভেবে পেল না হঠাৎ করে এমন কী হল যাতে কিনা এইরকম একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ওদেরই এলাকায় এসে ওদের ওপর আক্রমণের দুঃসাহস যারা রাখে তারা তো সাংঘাতিক।

বাবলু বলল, "খেয়েদেয়ে বাড়ি ফেরার সময় তুই কিন্তু একা যাবি। বিলু আর আমি দূর থেকে তোর দিকে নজর রাখব।"

"তোর ওটা কি সঙ্গে আছে?"

"না। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করছি বলে কাছে রাখিনি। তবে পঞ্চু তো আছে সঙ্গে।"

রেবাদি সভয়ে বললেন, "কী হবে তা হলে?"

"কিছুই হবে না। এমনিতেই আমরা খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করি। আমাদের বিপদ বিনা নোটিশে যখন-তখন ঘনিয়ে আসে বলেই সঙ্গে পিস্তল রাখার অনুমতি পেয়েছি। ওই জিনিস হাতে থাকলে আর পঞ্চু কাছে থাকলে যমকেও ভয় করি না আমরা।"

এর পর বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি ভালই খাওয়াদাওয়া হল সে রাতে। তবে আজেবাজে খাওয়া নয়। লুচি, আলুর দম, সন্দেশ আর রসোমালাই। বেশ তৃপ্তি করেই খেল সকলে।

খাওয়াদাওয়ার পরে ঘরে ফেরার পালা।

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা-মা দু'জনেই বললেন, "সাবধানে যাবি বাবা তোরা।"

বাবা বললেন, "আমি কি একটু এগিয়ে দেব?"

বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। তাতে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। আমরা নিজেরাই শিকারের টোপ হয়ে চলে যাব ওদের মুখের কাছে। তারপর তো পঞ্চু আছেই।" এই বলেই ওরা পথে নামল।

রাত দশটা। পাড়ার পথঘাট একেবারেই নির্জন।

ওরা ওদের পরিকল্পনামতোই বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ চলতে লাগল। ভোম্বল প্রকাশ্য রাস্তায় বুক ফুলিয়ে, আর বিলু একটু দূরে থেকে অন্ধকার দেওয়াল ঘেঁষে। পঞ্চুও একই ভাবে ওদের সঙ্গেই চলল। কিন্তু না, কোনওদিক থেকে কোনও বাধাই এল না আর।

অতএব বিলু, ভোম্বল যে যার বাড়ি চলে গেলে পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল বাবলু। এসেই দেখল ওদের গেটের কাছে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ঘ্যাগো।

বাবলু বলল, "কী রে! তুই এমন সময় এখানে কী করছিস?"

ঘ্যাগো বলল, "আমাদের খুব বিপদ বাবলুদা, সেইসঙ্গে তোমাদেরও।"

"কারণটা কী?"

"ট্যাংরার দল আমাদের উত্ত্যক্ত করছে। খারাপ কাজ করাতে চাইছে আমাদের দিয়ে। আমরা রাজি হইনি বলে ফ্যাচাংকে এমন মেরেছে...।"

"সে কী! এতদূর স্পর্ধা শয়তানটার?"

"শুধু তাই নয়, তোমাদের সম্বন্ধেও অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"বলেছে তোমাদের পাঁচজনকে এক-এক করে শেষ করে ওই বাগানের দখল নেবে ওরা। রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে তোমাদের ওপর হামলা চালিয়ে এমন মার মারবে যে, পুলিশের সাধ্য নেই তোমাদের বাঁচায়। আর এও বলেছে, আমরা যদি ওদের কথা না শুনি বা তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি তা হলে আমাদেরও ওই একই দশা করবে।"

"আর কী বলেছে?"

"বলেছে পুলিশের সঙ্গে যারা সামান্য একটু যোগাযোগও রাখে তারাই নাকি ওদের শত্রু। সেই হিসেবে ওদের প্রধান শত্রু হলে তোমরা।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ওরা তোদের কী কাজ করতে বলেছিল?"

"ওরা বলেছিল পঞ্চুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে।"

শুনেই রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল বাবলু। বলল, "তারপর?"

"বলেছিল মেজো দারোগার ছোট ছেলে যখন স্কুল থেকে ফিরবে তখন তাকে ভুলিয়েভালিয়ে ওদের কাছে নিয়ে যেতে।"

বাবলুর উত্তেজনা চরমে উঠল এবার।

ঘ্যাগো বলল, "আরও বলেছিল, ওদের যখন যেখানে যা কিছু পাঠাবার দরকার হবে তা তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে। কিন্তু আমরা তাতে রাজি হইনি। ফ্যাচাং বলেছিল, আমরা কখনও যদি কারও জন্য কিছু করি তো পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জন্য করব। আর তোমাদের জন্য যা করব তাতে তোমরা শিগগিরই জেলে যাবে। সেই রাগে ফ্যাচাংকে এমন মেরেছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না ও।"

বাবলু বলল, "ওকে কি ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন আছে?"

"তা অবশ্য নেই, তবে পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে বলেকয়ে কয়েকটা ওষুধ কিনে খাইয়ে দিয়েছি ওকে।"

"ভালই করেছিস। তবু যদি মনে করিস তো আমাকে বলবি, আমি ওর সব ব্যবস্থা করে দেব।" বলে কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভেবে বলল, "এইবার বুঝেছি কারা এসেছিল ভোম্বলকে গাড়িচাপা দিতে।"

ঘ্যাগো বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কী বলছ তুমি বাবলুদা!"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "শোন, এখন থেকে তোদের কাজই হবে ওদের প্রতিটি ব্যাপারে নজর রাখা।

ওরা কোথায় যায় না যায়, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, সবদিকে লক্ষ রাখবি। আর পারলে ওদের গোপন ঠেকগুলোও জেনে নিবি।"

"তা আমরা পারব।"

"পারব নয়, পারতেই হবে। ওরা আবার এলে বলবি ওদের প্রস্তাবে তোরা রাজি। তাতে আরও কাজের সুবিধে হবে।"

"ওরা আর আসবে না। তার কারণ ওরা জেনেই গেছে আমরা তোমাদের ছেড়ে ওদের দলে কখনওই যাব না।"

"যাই হোক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবি। এখন যা। রাত হয়েছে। গিয়ে শুয়ে পড়।"

ঘ্যাগো চলে গেলে পঞ্চুকে নিয়ে ঘরে ঢুকল বাবলু। রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে তখন।

উত্তেজনা ব্যাপারটা এমনই যে, একবার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেলে সহজে আর যেতে চায় না। বাবলুও তাই বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে না পেরে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। কিছুদিন ধরেই ট্যাংরার দল মঙ্গলা হাট ও মল্লিক ফটকের আশপাশে অবাধে উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে যে হঠাৎ ওদের দিকে নজর দিল কেন তা ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ওদের এখন উভয় সংকট। একে রেবাদিদের পারিবারিক ব্যাপার, তার ওপরে ট্যাংরার দল। ওরা চম্বলের দস্যু না হলেও অত্যন্ত ভয়াবহ। এই অঞ্চলের একটি ত্রাস। ওদের নিয়ে ভাবনাচিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন না ওদের মোকাবিলা সহজে করা যাবে না।

তখন মধ্যরাত্রি। বাবলু সবে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় ডোর-বেল বেজে উঠল।

সতর্ক পঞ্চু নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এল দরজার কাছে। তবে সে আগের মতো ভৌ ভৌ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিল না।

বাবলু উঠে দরজা খুলতে যাবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে বাবা এসে বললেন, "আমি দেখছি।" বলে বাইরের আলো জ্বেলে জানলা খুলেই দেখতে পেলেন ঘ্যাগোকে।

"কী ব্যাপার রে! তুই?"

"বাবলুদার কাছে এসেছি।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ডাকল ওকে, "আয়, ভেতরে আয়।" বাবাকে বলল, "ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি ওকে আসতে বলেছিলাম তাই এসেছে।"

বাবা বললেন, "কী যে করিস তোরা রাতদুপুরে!" বলে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন।

বাবলু ঘ্যাগোকে সোফায় বসিয়ে বলল, "কোনও খারাপ খবর কিছু?"

"হ্যাঁ। ফ্যাচাং-এর ওইরকম অবস্থা হওয়ার পর আমরা সতর্ক ছিলাম। পালা করে রাত জেগে ঘুমোচ্ছিলাম। এমন সময় ঘ্যাচাং আর খ্যাচাং ট্যাংরার দলকে তোমাদের বাগানের দিকে যেতে দেখেই ডেকে তোলে আমাকে।"

"তারপর?"

"তার আর পর নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওদের অনুসরণ করলাম আমি।"

"তুই একা গেলি?"

"তবে না তো কী? ভাগ্যিস গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম তা অতি মারাত্মক। হাওড়া স্টেশনের কাছে সদ্য নির্মিত একটি বহুতল বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ওরা। কেজি পাঁচেকের মতো আর ডি এক্স ও দুটো ডিটোনেটরও রয়েছে ওদের সঙ্গে।"

"বলিস কী রে!"

"শুধু তাই নয়, শনিবার রাতে ফুলেশ্বরের কাছে একটি মালগাড়িকে দুর্ঘটনায় ফেলে লুটপাট করার মতলবও করেছে ওরা।"

বাবলু বলল, "করাচ্ছি দাঁড়া।" বলে রীতিমতো তৈরি হয়েই পঞ্চুকে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে পথে নামল বাবলু। রাত তখন দেড়টা। ওরা নিঃশব্দে বেড়ালের মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে।

ঘ্যাগো বলল, "তোমার দলের আর সবাইকে একটু খবর দিলে হত না?"

"কোনও দরকার নেই। আগে আমি নিজে চোখে একবার দেখি অবস্থাটা কী, তারপর থানায় জানাব। দলটা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পুলিশ কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না ওদের।"

"সেই খবরটা তুমি আগেই দাও না?"

"বলছিস?" বলেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলা শুরু করে বলল, "আচ্ছা থাক, আগে দেখিই গিয়ে কীরকম কী ব্যাপারস্যাপার ওদের। আসলে চারদিক থেকে পুলিশের তাড়া খেয়েই ওরা এসে এইখানে জুটেছে। কিন্তু মাথামোটারা জানে না এটাই ওদের মরণফাঁদ।"

বাগানে এসে খুব সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে সেই ভাঙা বাড়ির কাছে গিয়ে ঘন অন্ধকারে আশ্রয় নিল ওরা। প্রায় জনা দশ-বারো যুবক বাতির আলোর সামনে বসে মাংস-রুটি ইত্যাদি খাচ্ছে। সকলের মাঝখানে বসে আছে ওদের লিডার কুখ্যাত ট্যাংরা। ট্যাংরার নামে যেমন আতঙ্ক, চেহারায় তেমন নয়। বয়স কত আর? খুব জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। কিন্তু এই বয়সেই ও একটা বিভীষিকা। কত যে খুন-জখম করেছে ও, তার ঠিক নেই।

খেতে খেতেই ট্যাংরা বলল, "খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নে তোরা। তারপর বানটুর ডেরায় গিয়ে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করি চল।"

কে যেন একজন বলল, "অযথা খুনখারাপির মধ্যে যেয়ো না কিন্তু। যত পারো ভয় দেখাও।"

"ওরা ভেড়া নাকি যে, ভয় দেখালে ভয় পাবে? রীতিমতো বাঘের বাচ্চা ওরা। লড়াই ছাড়া কিছুই বোঝে না।"

"গোলমালের চরম হলে শনিবারের পরিকল্পনাটা কিন্তু একেবারেই ভেস্তে যাবে।"

"জানি। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। বানটু একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে শনিবারের বখরাটা আধাআধিই হবে।"

আর একজন অমনি ফোঁস করে উঠল, "কিন্তু শনিবারের ওই পরিকল্পনার কথা বানটু জানল কী করে?"

ট্যাংরা হেসে বলল, "আমাদের ক'জনের মধ্যেই ওর দলের কেউ স্পাই হিসেবে আছে হয়তো।"

ট্যাংরার এই কথায় সবাই সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কে সেই বিশ্বাসঘাতক?

ট্যাংরা বলল, "বানটু আরও জানিয়েছে, এই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে ওর সঙ্গে একটা রফার ব্যবস্থা না করলে ও ঠিক সময়ই পুলিশকে ফোন করে সব জানিয়ে দেবে। অর্থাৎ হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে আমাদের।"

"তার মানে আমরা পরিকল্পনার ছক কষব, বিপদের ঝুঁকি নেব আর উনি স্রেফ নজরদারি করে আমাদের কাছ থেকে ফোকোটিয়া ওঁর বখরাটি মেরে নেবেন, এই তো?"

"ঠিক তাই। এখন আমাদের মধ্যে কে যে ইনফরমার তা না জানা পর্যন্ত কোনও বড় কাজের ঝুঁকি নেওয়াটাই একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বানটুটাকে আমাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে আমাদের অন্য ধান্দা দেখতে হবে।"

বিশু নামে ওদের দলে একজন ছিল। সে বলল, "সেইজন্যই কি তুমি রাস্তার ওই ছেলেগুলোকে কাজে লাগাতে চাইছ?"

"হ্যাঁ। অল্প বয়স ওদের, আর খুব একরোখা। এখন থেকে ওদের ট্রেনিং দেওয়ালে ওরা ঠিক লাইনে এসে যাবে।"

"কিন্তু ওদের কন্ট্রোল করছে তো ওই গোয়েন্দা ছেলেমেয়েগুলো।"

"আরে ও কিছু না। ওরা ওদের ভাল পরামর্শ দেবে, বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু টাকা তো দেবে না। টাকা এমনই জিনিস যে, ওই দিয়ে দুনিয়াকে কেনা যায়। যে মুহূর্তে ছেলেগুলো গোছা গোছা নোট হাতে পাবে সেই মুহূর্তে সবকিছু ভুলে যাবে ওরা। রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে পেট চালানোর চেষ্টা না করে এই লাইনই বেছে নেবে।"

"তাই যদি মনে করো তা হলে ফ্যাচাং না খ্যাচাং কী নাম যেন ছেলেটার, ওকে ওইভাবে মারধোর করাটা উচিত হয়নি।"

বিজে নামে একজন ছিল, সে বলল, "মারে ভূত ভাগে জানিস তো? এইবারই ওরা বাগে আসবে। মারের দরকার ছিল।"

ট্যাংরা বলল, "তবে কিনা ওই বদখতে কুকুরটা আর ওই ডেঞ্জারাস ছেলেমেয়েগুলোকে শেষ করতে না পারলে এই বাগানের দখল নেওয়া বা ওই ছেলেদের বশ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে না। নোটের গন্ধ পেলে ছেলেগুলো আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে ঠিকই, তবুও ওই গোয়েন্দা ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারে আশঙ্কা একটা থেকেই যায়।"

বিশু বলল, "ওদের ব্যাপারে বোঁদেকে কাজে লাগানো হয়েছিল যে, সে কী করল?"

বোঁদে তখন খাওয়া শেষ করেছে। বলল, "আজ তো একটাকে মেরেই ফেলছিলাম গাড়িচাপা দিয়ে।

কালো দস্তুর গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম ছেলেটাকে। খুব জোর ফসকে বেরিয়ে গেল।"

"তার মানেই আমাদের বিপদের ঝুঁকি আরও একটু বাড়ল। এই ঘটনার কথা পুলিশের কানে পৌঁছবেই। আর ছেলেমেয়েগুলোও আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানো শুরু করবে। অর্থাৎ কিনা মৌচাকে ঢিল।"

বিজে বলল, "কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা তো আমরা সকলে মিলেই করেছিলাম।"

"করেছিলাম। কিন্তু কীভাবে এগোনো হবে সেইরকম কোনও পরিকল্পনা হয়েছিল কী? ছেলেমেয়েগুলোকে নয়, ওদের ওই কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে কিংবা গাড়িচাপা দিয়ে মারতে হবে আগে। তারপরে এক-এক করে জখম করতে হবে ছেলেমেয়েগুলোকে। তবে আমার মনে হয়, বাবলু না কী যেন নাম, ওদের ওই লিডার ছেলেটাকে সরিয়ে দিলেই সবক'টা ঠান্ডা হয়ে যাবে। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার দরকার নেই। আর দুটো ছেলেকে ধরে একদিন বেধড়ক মার দিলেই ভয়ে টুঁ শব্দটি করবে না কেউ।"

বোঁদে বলল, "এ-কাজের দায়িত্বটা আমিই নিচ্ছি। আমার প্রথম টার্গেট হল কুকুরটা। আমি আর সরভাজা দু'জনে মিলেই খতম করব বাবলুকে।" বোঁদের কথা বলা শেষ হতেই একটা আধলা ইট অন্ধকার ফুঁড়ে উল্কাপিণ্ডর মতো গিয়ে পড়ল ওর মুখে।

সবাই হইহই করে উঠল। কে? কে কবল এই কাজ? কে এই অন্ধকারের আতঙ্ক?

ইটটা গিয়ে বোঁদের নাক আর মুখের মাঝখানে পড়েছে। ফলে যেমন নাক দিয়ে নামছে রক্তের ধারা, তেমনই দাঁত ভেঙে একাকার।

আকস্মিক এই দুর্ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতির আলো নিভিয়ে দিয়েছে ট্যাংরা।

একজন বলল, "নির্ঘাত পুলিশ।"

আর-একজন বলল, "উঁহুঁ। এ ওই ছেলেমেয়েগুলোর কাজ। পুলিশ হলে তো গুলি চালাত, ইট ছুড়বে কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'-একটা ইট। কারও ঘাড়ে, কারও মাথায় পড়ল।

ইটের প্রত্যুত্তরে ছুটল গুলি। কিন্তু সে গুলি লক্ষ্যহীন। তাই লাগল না কারও গায়ে। অন্ধকারেই ফসকে বেরিয়ে গেল।

বাবলু তখন উপায়ান্তর না দেখে এগিয়ে দিল পঞ্চুকে। কালো পঞ্চু কালো অন্ধকারে মিশে পিলে চমকানো হাঁকডাক করে আঁচড়ে কামড়ে এমনভাবে আক্রমণ করল ওদের যে, নিমেষের মধ্যে সব ফাঁকা।

ওদের তাড়িয়ে বিজয়গর্বে পঞ্চু ফিরে এলে বাবলু কতকটা নিজের মনেই বলল, "যাঃ। সব কেঁচে গেল।"

ঘ্যাগো বলল, "কেন, কী হল?"

"তুই হঠাৎ ইটটা ছুড়তে গেলি কেন?"

"কী করব বলো, ওরা যেভাবে তোমাদের হত্যার পরিকল্পনা করছিল তাতে আর রাগ সামলাতে পারলাম না। দিলাম মুখটাকে ফাটিয়ে।"

"এ কাজটা তো আমিও করতে পারতাম। একা পঞ্চুই টিট করে দিত ওদের।"

অপরাধীর মতো মুখ করে ঘ্যাগো বলল, "কিন্তু তুমি তো দিব্যি চুপচাপ ছিলে।"

"সাধে কি ছিলাম? আমি ছিলাম তালে। ওরা বানটুর মোকাবিলা করতে যাচ্ছিল। সেই জায়গাটা কোথায় তা ওদের মুখ থেকেই জানতে পারলে এখনই থানায় ফোন করে দিতাম। তা হলে হত কী, একই ঢিলে দু'পাখি মরত। অর্থাৎ কিনা ট্যাংরামাছের কাঁটায় আটকে বানটুও ধরা পড়ত পুলিশের হাতে।"

ঘ্যাগো জিভ কেটে বলল, "যাঃ। তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে, তবুও একবার থানায় ফোন করে জানিয়ে দিই ওদের পরিকল্পনার কথা।"

এমন সময় পঞ্চুর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ওরা সেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। বাবলুর হাতে টর্চ ছিল। তারই আলোয় দেখল দুষ্কৃতীদের সংগ্রহ করা আর ডি এক্স ও দুটো ডিটোনেটর আলাদা-আলাদা পলিব্যাগের মধ্যে এককোণে পড়ে আছে।

ঘ্যাগো বলল, "এইগুলোর সাহায্যেই ওই বহুতল বাড়িটাকে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল ওরা। ভাগ্য ভাল যে, পঞ্চুর আক্রমণে পালাতে গিয়ে এগুলোকে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য এই জিনিসগুলোকে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না ওরা। এগুলোর টানে আবার ওরা ফিরে আসবে। এখন এগুলোকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক।

ঘ্যাগো বলল, "আমি বরং কোনও একটা গাছে উঠে তার ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখি এগুলো।"

"এই রাতদুপুরে গাছে উঠবি, ভয় করবে না তোর?"

ঘ্যাগো হেসে বলল, "আমি রাস্তার ছেলে বাবলুদা, আমার পায়ের নীচে মাটি আর মাথার ওপব আকাশ ছাড়া সত্য আর কিছুই নেই। কাজেই ভয়ের সঙ্গে আমি খুব একটা পরিচিত নই।"

বাবলু টর্চের আলো দেখালে ঘ্যাগো একটা কাঁঠালগাছের ওপরে উঠে বেশ একটু নিরাপদ জায়গায় দু'-তিনটি মোটা ডালের খাঁজে জিনিসগুলোকে লুকিয়ে রেখে নেমে এল। আর তখনই দেখল বাবলুর বাবার সঙ্গে থানার ইনস্পেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবল দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে ইনস্পেক্টরকে বলল, "আপনারা কী করে খবর পেলেন?"

বাবা বললেন, "আমিই খবর দিয়েছি থানায়। ঘ্যাগোর সঙ্গে তুই চলে আসার পরই আমি থানায় ফোন করি। ওঁরা তৈরিই ছিলেন। তারপর বাগানের ভেতর থেকে গুলির শব্দ কানে আসতেই পুলিশকে জানাই। তুই তো আবার আসবার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে এসেছিস। আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুলিশ নিয়ে আসছি। তা, হঠাৎ গুলি চলল কেন?"

বাবলু তখন সব বলল।

ওর মুখে শুনেই তো লাফিয়ে উঠলেন ইনস্পেক্টর, "কী বললে? আর ডি এক্স! ডিটোনেটর!"

"হ্যাঁ। যা কিনা অতি মারাত্মক।"

"কই দেখি? কোথায় সেগুলো?"

ঘ্যাগো তখনই আবার গাছে উঠে পেড়ে আনল সব।

বাবলু বলল, "তবে সার, এগুলো উদ্ধারের কৃতিত্ব কিন্তু আমার নয়, এই ছেলেটার। ও জীবনেব ঝুঁকি নিয়ে ওদের পিছু না নিলে আমিও জানতে পারতাম না আমাদের বাগানে রাতের অন্ধকারে কী হচ্ছে আজকাল।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ওরা তো এইরকম ভাঙা বাড়ি, পোড়ো বাগানের আশ্রয়ই পছন্দ করে। তা যাক, তোমরা তা হলে বলছ আজ রাতেই ট্যাংরাব দলবল বানটুর ডেরায় গিয়ে হানা দেবে?"

"সেরকমই তো কথাবার্তা চলছিল। তবে কিনা এইসব গোলমালের পর আর ওরা যাবে কিনা সন্দেহ।"

"হুম। যাই হোক, ফোর্স পাঠাচ্ছি আমি ওইদিকে। এস পি সাহেবকেও জানাচ্ছি সব। বানটুর এলাকাটা তো আমাদের সীমানার মধ্যে নয়, তবুও—।"

পুলিশ মিত্তিরদের বাগানের আনাচেকানাচে আরও অনুসন্ধান চালাতে লাগল।

বাবলু ঘ্যাগোকে নিয়ে ওর বাবার সঙ্গে পঞ্চুর পাহারায় বাড়ি এলে ঘ্যাগো বিদায় নিল। রাত শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। কাল ভোরেই রওনা দিতে হবে রেবাদিকে নিয়ে রাজবলহাটের দিকে। কিন্তু ওই জটিল বহস্যের জাল ছিন্ন হওয়ার আগেই আর-এক রহস্য ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে। এই রহস্যের নায়ক কালো দত্ত। যার গাড়ি নিয়ে দুষ্কৃতী বোঁদে চাপা দিতে যাচ্ছিল ভোম্বলকে। কে এই কালো দত্ত? ইনিই কি ট্যাংরাদের গডফাদার? না হলে আর ডি এক্স ও ডিটোনেটরের মতো সম্পদ ট্যাংবার মতো নিম্নশ্রেণীব আতঙ্কবাদীরা পায় কী করে?

॥ ৩ ॥

ভোরে যাওয়ার কথা যদিও, তবুও বাবলুর ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। তার কারণ, কাল সারাটা রাত প্রায় জেগেই কেটেছে ওর। একেবারে ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা সকাল হতেই দুর্গাপুরে চলে গেছেন। যাওয়ার আগে মাকে বলে গেছেন, বাবলু নিজে থেকে না উঠলে ওকে যেন ডেকে তোলা না হয়। তবে গতরাতের ঘটনায় বাবা-মা দু'জনেই খুব আতঙ্কিত। কেন না ট্যাংরা অতি কুখ্যাত এবং নৃশংস। কখন কোন ফাঁকে এসে কী ক্ষতি করে যায় তা কে জানে?

মা ফোনে গতরাতের ঘটনার কথা সকলকে বলে দিয়েছিলেন। তাই ভোরের যাত্রা বাতিল করল ওরা।

সকাল হতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এসে হাজির হল। রেবাদিও এলেন।

বাবলু সদ্য ঘুমভাঙা চোখে উঠে বসে রেবাদিকে বলল, "শুনেছেন তো সব? রাতদুপুরে কী কাণ্ড দেখুন।"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ শুনেছি। এবার তোমার মুখেও শুনব।"

বাবলু সকলকে অপেক্ষা করতে বলে বাথরুমে গেল। একটু পরে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে গুছিয়ে বসল চায়ের আসরে। মা ইতিমধ্যেই চা-জলখাবারের ব্যবস্থাটা করে ফেলেছেন। টোস্ট আর চা। খেতে

খেতেই বাবলু গতরাতের ঘটনার কথা সবিস্তারে সব কিছু খুলে বলল সকলকে। সব শুনে শিউরে উঠল সকলে।

ভোম্বলকে গাড়ি নিয়ে আক্রমণের ঘটনা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু তার পরের ঘটনার কথা জানত না কেউ। সব শুনে রেবাদি বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকেরই জীবন তো এখন বিপন্ন দেখছি।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এখন থেকে চলাফেরায় আমাদের সাবধান হতে হবে। এমনকী ওই বাগানেও যাতায়াত করতে হবে সাবধানে। এখন কম্পিউটার ও রিমোটের যুগ। কোনও কিছু ভেবেচিন্তে দেখার আগেই হঠাৎ করে কী থেকে কী হয়ে যায় তা কে বলতে পারে?"

ভোম্বল এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করে শুনছিল সব। আর রাগে ফুলছিল। কেন না ওই তো প্রথম বলি হতে যাচ্ছিল ওদের। এইবার বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যাঁ রে বাবলা, বোঁদে যে গাড়িতে করে আমাকে চাপা দিতে যাচ্ছিল, ওই গাড়িটা কার বললি?"

"কে এক কালো দত্তের।"

"বুঝেছি। হাই রোডের ধারে একটা নতুন বিলাসবহুল বাড়ি উঠেছে দেখেছিস? ওই বাড়ির মালিকের নাম কালোবরণ দত্ত। উনি একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর। আমার মনে হয় উনিই তিনি।"

বাবলু প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, "হ্যাঁ রে, তাই তো। উনি ছাড়া আর কেউই নয়। লোকটার চেহারাও দেখেছি আমি। তেলচুকচুকে বুনো মোষের মতো। হাওড়া স্টেশনের কাছে যে বহুতল বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই ওঁরই নির্দেশে। উনি হয়তো কোনও কারণে ওই বাড়ি তৈরির দায়িত্বটা পাননি। ওঁর বদলে অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা করানো হয়েছিল তাই সেই রাগে বাড়ির মালিককে পথে বসাতে ট্যাংরাদের দিয়ে অপকর্মটা করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।"

বিলু বলল, "ঠিক। এবং এও ঠিক যে, ট্যাংরার মতো দুষ্কৃতীকে যিনি কাজে লাগাতে পারেন তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেরই গাঁটছড়া বাঁধা আছে। ট্যাংরারা লোয়ার ক্লাস, কিন্তু উনি শিক্ষিত শয়তান। এবং উচ্চশ্রেণীর ধুরন্ধর।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আর ডি এক্স, ডিটোনেটর, এসবের উনিই যে জোগানদার এতে কোনও সন্দেহ নেই।" বলে বাচ্চুকে বলল, "দিদি, তোর কী মনে হয়?"

বাচ্চু বলল, "কালো দত্ত আর কালোবরণ দত্ত এক নাও হতে পারেন। এইভাবে কাউকে সন্দেহ করা উচিত নয়। তবে কিনা যেহেতু উনি একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর এবং ট্যাংরার দল একটি বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, যেহেতু ট্যাংরাদের মুখে কালো দত্তর নাম শোনা গেছে, সেই কারণেই উনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। অতএব ওঁর গতিবিধির ওপর নজরদারি করার একান্ত দরকার।"

বিচ্ছু বলল, "এবং এই কাজের দায়িত্বটা ঘ্যাঁগো ও তার তিন সঙ্গী ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাং-এর ওপর দেওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "এই কাজের ভার ওদেরকেই দিতে হবে। তবে আমার মন বলছে ভোম্বলের অনুমানই ঠিক। ওই কালো দত্তই নেপথ্যে বসে সবকিছুর কলকাঠি নাড়ছে। ট্যাংরাকে দিয়ে বাড়ি ওড়াচ্ছে, ওয়াগন ভাঙাচ্ছে আর বান্টুকে লেলিয়ে ভাগ মারছে। বান্টু আর কেউ নয়, কালো দত্তরই পোষা গুন্ডা। যে কিনা কালো দত্তর কথাতেই উঠছে বসছে।" বলে বলল, "আচ্ছা ভোম্বল! ওই গাড়িটাকে দেখলে তুই চিনতে পারবি? নম্বর মনে আছে?"

ভোম্বল বলল, " গাড়ি দেখলে আমি ঠিকই চিনতে পারব। তবে নম্বর মনে নেই। সেই সময় নিজেকে বাঁচাতে আমি এমনই ব্যস্ত ছিলাম যে, নম্বর দেখার কথাও মনে হয়নি আমার।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। ওই সময় অবশ্য অত কিছু দেখার কথা মনে হয়ও না। এখন তা হলে একটাই কাজ করা যাক, ঘ্যাঁগোকে ডাকিয়ে এনে কালো দত্তর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলে আমরা চট করে রাজবলহাট থেকে ঘুরে আসি।"

রেবাদি বললেন, "এই এত কাণ্ডর পরও তোমরা যাবে? আমার মনে হয় এই সময় তোমাদের না যাওয়াই উচিত। বিশেষ করে মাসিমা বাড়িতে একা থাকবেন।"

বাবলু বলল, "সেজন্য খুব একটা অসুবিধে হবে না। মায়ের এসবের অভ্যাস আছে। বাবাও ফিরে আসবেন কাল সকালে। তা ছাড়া এতসব কাণ্ডর পর আমরাও তো আপনাকে একা ছাড়ব না। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে দয়ালদার ওই গাড়িতেই ফিরে আসব আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "দয়ালদার গাড়ি তো রিটার্ন জার্নিতে পাবে না। উনি আমাদের পৌঁছে দিয়েই জাঙ্গিপাড়ায় ওঁর দেশের বাড়িতে চলে যাবেন।"

"তা যান। ফেরার ব্যবস্থাটা আমরাই করে নেব। এখন গিয়ে তো পৌঁছই।"

ভোম্বল বলল, "আমি কি তা হলে ঘ্যাঁগোটাকে একটা ডাক দেব?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ যা। একদম দেরি করিস না।"

বিলুকে সঙ্গে নিয়ে ভোম্বল তখনই চলে গেল ঘ্যাঁগোকে ডেকে আনতে।

বিচ্ছু বলল, "তা হলে বাবলুদা, যাওয়া আমাদের হচ্ছে তো?"

"অবশ্যই। আর দেরি করে লাভ নেই। ঘ্যাঁগোকে নির্দেশ দিয়েই রওনা হব আমরা। তোরা চটপট তৈরি হয়ে নে।"

"আমরা তা হলে একবার বাড়ি যাই। ফেরবার সময় দয়ালদাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর গাড়িতেই আসি।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। তোরা যা। ওরা এলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু চলে যাওয়ার পরই দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে এল বিলু আর ভোম্বল।

পঞ্চুও বোধ হয় ওদের সঙ্গে গিয়েছিল, তাই ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার? তোদের এমন উত্তেজিত মনে হচ্ছে কেন?"

বিলু বলল, "খুব খারাপ খবর!"

বাবলুও উৎকণ্ঠিত হল এবার, "কীরকম তবু শুনি?"

"আমরা গিয়ে দেখি, যে ভাঙা পরিত্যক্ত শেডে ঘ্যাঁগোরা থাকত সেটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেগুলোর অস্তিত্বও নেই। ওদের জিনিসপত্তরও রাস্তায় ছড়ানো-ছিটোনো অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। চারপাশে লোকজনের ভিড়। মনে হয় কোনও ভারী ট্রাকের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শেডটাকে।"

আতঙ্কিত বাবলু বলল, "ছেলেগুলো ওর মধ্যে চাপা পড়ে নেই তো?"

"না। পুলিশের সাহায্য নিয়ে পাড়ার ছেলেরাই ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করেছে সব, কিন্তু কোনও ডেডবডির সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

ভোম্বল বলল, "পুলিশের ধারণা, এটা ঠিক নাশকতা নয়। কোনও লরি ব্রেক ফেল করে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।"

বাবলু রেগে বলল, "ওরা তো এইরকমই ধারণা করে। ওদের ধারণা ঠিক হলে লরিটা তো থাকত?"

বিলু বলল, "কোথাও কিছু নেই। পুরনো নড়বড়ে শেডের দেওয়ালটাকে ধসিয়ে দিয়েই কেটে পড়েছে।"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "তার মানে কাজ হাসিল করেই ছেলেগুলোর লাশ ওরা পাচার করেছে অথবা গুম করেছে ছেলেগুলোকে।"

"এখন তা হলে কী করবি?"

"আমি নিজে গিয়ে একবার দেখব কীভাবে কী হল। চল তো দেখি।" বলে রেবাদিকে বলল, "আপনি একটু বসুন দিদি। আমরা এখনই আসছি।"

পঞ্চুকে বাড়িতে রেখে বিলু আর ভোম্বলকে নিয়েই ঘটনাস্থলে এল বাবলু। ওদের বাড়ি থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়, তাই অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল।

বাবলুকে দেখে এলাকার ছেলেরা এগিয়ে এসে বলল, "পাড়ার মধ্যে কী কাণ্ডটা ঘটে গেল দ্যাখ একবার। শব্দ শুনেই ছুটে এসেছি আমরা। এসে দেখি এই ব্যাপার।"

বাবলু বলল, "আমাদের একবার খবর দিলি না কেউ?"

"আমরা জানি তোরা তো মর্নিংওয়াকে বেরোস। খবর ঠিক পাবিই। পুলিশ কীভাবে খবর পেল তা জানি না। আসলে আমরা এই দৃশ্য দেখে আগে জায়গাটা পরিষ্কার করতে লেগে গেছি। কেন না ওই কাগজকুড়নো ছেলেগুলো তো এখানেই শুয়ে থাকে সারারাত।"

বাবলু বলল, "সেদিক থেকে ভালই করেছিস তোরা। কিন্তু ছেলেগুলোর কোনও হদিস পেলি?"

"না।"

"গেল কোথায় বল তো ছেলেগুলো?"

বাবলু নিজে এবার চারদিক ঘুরেফিরে দেখল। কিন্তু না, সন্দেহজনক কোনও কিছুই ওর চোখে পড়ল না। এমনকী কোথাও এতটুকু রক্তের দাগও নেই। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। কী হল তা হলে ছেলেগুলোর?

বিলু বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় ঘ্যাঁগোদের ওরা কিডনাপই করেছে।"

বাবলু বলল, "আমারও সেইরকম মনে হচ্ছে। ছেলেগুলোকে ওরা গুম করে লরিতে উঠিয়েই জায়গাটা ধসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। না হলে শুধু শুধু ওরা ডেডবডিগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিটা নেবে কেন.

আর ওগুলো ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বের করবার সময়ই বা পাবে কখন?"

বিলু বলল, "আর তা হলে এখানে থেকে লাভ নেই। যা জানবার তা তো জানা হল। এখন ঘরে ফেরা যাক।"

বাবলু হঠাৎ কী দেখে যেন থমকে দাঁড়াল। বলল, "জাস্ট এ মিনিট।"

"কেন, কী ব্যাপার!"

"একটা জিনিস লক্ষ করেছিস?"

ভোম্বল বলল, "কী জিনিস?"

"চারদিকে কত বালি পড়ে আছে দেখেছিস?"

"দেখেছি। তাতে কী?"

"নিশ্চয়ই কোনও বালির লরি এসে ধাক্কা দিয়েছে শেডটাকে। এখন এই বালির চিহ্ন ধরেই ট্রাকটাকে আগে খুঁজে বের করি আয়।"

বিলু বলল, "বুদ্ধিটা খুব জোর কাজে লাগিয়েছিস তো। লরি ভর্তি বালি ছিল তাই চাপও ছিল বেশি। ঝুরো বালি পথের দু'পাশেই ঝরতে ঝরতে গেছে। ওই বালি লক্ষ্য করেই আমরা খুঁজে বের করব ট্রাকটাকে। তোব স্কুটারটা নিয়ে আসব বাবলু?"

বাবলুর কথা শুনে ওইখানকারই একটি ছেলে বলল, "আবার বাড়ি যাবি কেন? আমাব মেজদার একটা হিরো হোন্ডা আছে, সেটাই নিয়ে যা তোরা।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে।"

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গিয়ে হিরো হোন্ডাটা এনে দিলে ওরা তিনজনেই চেপে বসল তাতে। তারপব বালির রেখা দেখে এ-পথ সে-পথ করে কাসুন্দিয়ার একটি গোলাব সামনে এসে থামল। দেখল বালি ভর্তি একটি লরিকে তখনও খালাসের কাজ চলছে।

বাবলু বলল, "এই সেই লরি।" বলে হিরো হোন্ডা একপাশে রেখে লরির সামনে গিয়ে দেখল, অনুমানে এতটুকুও ভুল নেই ওদের।

লরিব সামনের বাঁদিকটা থেবড়ে গেছে। খুব একটা মারাত্মক রকমের নয় যদিও, তবুও ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে বেশ। গোলার মালিক বেচারাম মণ্ডল খুবই বকাবকি করছেন ট্রাক-ড্রাইভারকে।

বাবলুব চেনা পরিচিত গোলা। খুব ছোটবেলায় ওরা এখানে আশ্রম মাঠে সাইকেল শিখতে আসত। ভদ্রেশ্বরদার সাইকেলের দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া কবে শিখত। তখনই দেখেছে বেচারামকে। সবাই ওকে বেচাদা বলে।

বাবলু বলল, "বেচাদা, এই জিনিস আপনি কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন?"

বেচাদা একটু হাসিখুশি লোক। বললেন, "তোর মুখটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কে রে তুই?"

"ছেলেবেলায় আমি এইদিকে সাইকেল শিখতে আসতুম। তা এই লরিটা কি আপনার?"

"না, না। লরি আমাব নয় বে ভাই। সীতাপুরে যেখান থেকে আমবা বালি কিনি, এই লরি সেইখানকারই। গাড়িটার কী অবস্থা করেছে দেখেছিস? নেশাব ঘোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে একটা। তা কী ব্যাপার বল দিকিনি?"

বাবলু তখন যা হয়েছে ওদেব পাড়ায়, তা বলল।

শুনেই শিউরে উঠলেন বেচাদা। বললেন, "সর্বনাশ! এ তো তা হলে পুলিশ কেসের ব্যাপার!" বলেই লরির চালকের গালে ঠাস ঠাস করে দু'ঘা চড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তবে যে একটু আগে তুই বললি একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে।"

চালক এবাব গালে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁইকাঁই করে বলল, "তুমি খামোখা আমাকে মারধোর করছ। আগে শোনো ব্যাপারটা কী হয়েছিল।"

"এখন কেন শুনব? যখন জিজ্ঞেস করেছিলুম তখন কেন সত্যি কথা বলিসনি হতভাগা? এইবার ঠেলা সামলাবে কে? তা ছাড়া ওই পথ দিয়ে তুই আসবিই বা কেন?"

"কী করব, রাস্তা খোঁড়ার জন্য মেন রোড তো বন্ধ ছিল। আমরা ফজির বাজার দিয়ে ঢুকেছি তাই। তা ছাড়া—!"

"তা ছাড়া কী?"

"নেশা আমি মোটেই করিনি। ধাক্কাটা ইচ্ছে করেই লাগিয়েছি।"

"ইচ্ছে করে!"
বেচাদা যেমন অবাক হলেন, তেমনই অবাক হল বাবলু, বিলু, ভোম্বলও।
বেচাদা বললেন, "ইচ্ছে করে কেউ ধাক্কা লাগায়?"
"না লাগানো ছাড়া উপায় ছিল না।"
"রহস্য না করে কী বলতে চাস বল দিকিনি?"
"মেন রোড খোলা না পেয়ে আমরা যখন পাড়ার ভেতর দিয়ে আসছি ঠিক তখনই দেখা হল ট্যাংরার সঙ্গে। ওরা কয়েকজন চারু সিংহ লেনের মুখটাতে ঘুরঘুর করছিল। আমাদের গাড়ি আটকে বলল, তাড়াতাড়ি জিনিস খালাস করে নস্করপাড়ার গলির মুখে অপেক্ষা করতে। ওদের কিছু দু'নম্বরি জিনিস আছে, সেগুলো নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে পিলখানায়। তা ওদের যত বলি আমাদের গাড়ির ব্রেক কাজ করছে না, ওরা ততই শাসাতে থাকে। তা ছাড়া ওদের জিনিস নিয়ে যাওয়া মানেই থানা-পুলিশের ঝক্কি পোহানো। সেবাব কালোদা ছিল তাই রক্ষে পেয়েছি, না হলে কয়েক মাসের হাজতবাস কেউ আটকাতে পারত না।"
কথার মাঝেই কথা বলল বাবলু, "কালোদা কে?"
"তোমরা চিনবে না। কালো দত্ত। এই লাইনের যন্তর একখানি।"
"কোথায় থাকেন উনি?"
"আগে তো নস্করপাড়াতেই থাকত। এখন হাই রোডের ধাবে কোথায় যেন বাড়ি করেছে।"
"যাক, তারপর?"
"আমি তখন ইচ্ছে করেই গাড়িটাকে ড্যামেজ করব বলে ওই ভাঙা শেডটাতে ধাক্কা মারি। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, গাড়িটা দোমড়াল কিন্তু বিকল হল না।"
বেচাদা কপাল চাপড়ে বললেন, "হায় রে মাথামোটা। তোর উচিত ছিল আমার জিনিস খালাস করে ফেববার সময় ওদের যা যা নেওয়াব তুলে নিয়ে সোজা থানায় চলে যাওয়া।"
চালক বিদ্রূপ কবে বলল, "মাথামোটা যে কে, তা তো এখনই বোঝা যাচ্ছে। তোমার কথামতো ওই কাজ কবলে আমাকে আর করে খেতে হত না, মাঝখান থেকে পুলিশের পেট ভরত। কিন্তু আমার মুণ্ডুটা গড়াগড়ি যেত বঙ্কিম সেতুব ওপব।"
বাবলু বলল, "না না। ও-কাজে বিপদ ছিল। কিন্তু ওই শেডের মধ্যে কতগুলো ভবঘুরে রাত কাটায় তা জানো?"
"জানি রে ভাই। জেনেশুনেই করেছি এ-কাজ। আমার এই ক্লিনার ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম ওর ভেতরে যাবা আছে তাদের সতর্ক করে দেওযার জন্য। কিন্তু ছেলেটা টর্চেব আলো ফেলে কাউকেই দেখতে পায়নি। ও ফিরে এলে আমি নিজে গেলাম। আমিও কাউকে দেখতে পাইনি। না হলে আমি অত বোকা নাকি যে, কতকগুলো ঘুমন্ত মানুষকে মেবে নিজে যাব ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে।"
"কিন্তু ধবো, এই দুর্ঘটনাটা তো গুরুতরও হতে পারত।"
"হলে মরতাম।" বলে আব কথা না বাড়িয়ে চলে গেল চা খেতে।
বাবলুরা পবস্পরেব মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।
বেচাদা বললেন, "একেই বলে গাড়োয়ানি বুদ্ধি।"
বাবলু বলল, "আমাব মনে হয় যে-কোনও কারণেই হোক আসল ব্যাপারটা ও চেপে গেল।"
"আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।"
বাবলু তখন ড্রাইভারের সঙ্গে থাকা ছেলেটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "কী ব্যাপার সত্যি করে বল তো। না হলে কিন্তু পুলিশ কেস হলে তুইও ফেঁসে যাবি।"
ছেলেটি এবার ঘাবড়ে গেল খুব। ভয়ে ভয়ে সে সকলের দিকে তাকাল।
বেচাদা বললেন, "ভয় কী? আমি তো আছি। তোর হয়ে আমি বলব তোর মালিককে।"
ছেলেটি বলল, "আসলে পাইলটদার দোষ ছিল না। ট্যাংরার লোক ওকে দুশো টাকা দিয়ে বলেছিল ওই পুরনো শেডটাকে ধসিয়ে দিতে। ওদের কথায় প্রথমে রাজি হয়নি পাইলটদা। পরে ওরা ভয় দেখাতে তবেই রাজি হল। তবু খুনের ঝুঁকি নেব না বলেই আমরা ওদের সতর্ক করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউই তো ছিল না ভেতরে।"
বাবলু বলল, "সে কী! কেউ ছিল না?"
"না।"

বাবলুরা আর কোনও কথা না বলে আবার সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে ফিরে এল, তারপর হিরো হোন্ডা ফেরত দিয়ে রওনা হল ঘরের দিকে। ওদের তখন একটাই চিন্তা, ঘ্যাঁগোর দলটা গেল কোথায়? দুষ্কৃতীরা কি গুম করল ওদের?

বাবলুদের বাড়ি ফিরতে বেলা হয়ে গেল অনেক। ওরা যখন ফিরে এল, রেবাদি তখন অপেক্ষা করে করে চলে গেছেন। দয়ালদার গাড়িতেই গেছেন রেবাদি। বাচ্চু-বিচ্ছুও ফিরে গেছে ওদের ঘরে। রেবাদি ছোট্ট একটি চিরকুটে লিখে গেছেন, "চললাম। সময় করে এসো। তোমরাই আমাদের ভরসা।"

ওদের তিনজনকেই গম্ভীরমুখে ফিরে আসতে দেখে মা বললেন, "কী হল? খোঁজ পেলি ছেলেগুলোর?"

সবাই ঘাড় নেড়ে জানাল, "না।"

মা বললেন, "রেবা অনেকক্ষণ ধরে তোদের জন্য অপেক্ষা করে চলে গেল।"

"বেশ করেছেন। ওঁকে তো যেতেই হত! বাচ্চু-বিচ্ছু কোথায়?"

"ওরা বাড়ি গেছে। পঞ্চুও গেছে ওদের সঙ্গে।"

মা বললেন, "ছেলেগুলোর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নে তা হলে।"

"অবশ্যই। কিন্তু আমরা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না ছেলেগুলোর হঠাৎ এইভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার কারণটা কী? না কি দুষ্কৃতীরা ওদের গুম করে রাখল কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "এখন আমাদের প্রথম কাজই হল কালো দত্তকে নজরে রাখা। ওর ঘাঁটিতে হানা দিলেই অনেক রহস্যের অবসান ঘটবে। আজ দুপুরেই যাই চল হাই রোডের দিকে। ট্যাংরাকে আমরা সহজে ধরতে পারব না। কিন্তু কালো দত্তর ডেরা আছে।"

বিলু বলল, "তার আগে আমাদের উচিত একবার থানায় যাওয়া। কাল রাতের পর পুলিশ কতটা এগোল তাও তো জানা যাবে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তাই চল।"

মা বললেন, "এখনই কেন? বেলা অনেক হয়েছে। এখন থানায় গেলে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে স্নান-খাওয়া সেরে ধীরেসুস্থে মাথা ঠান্ডা করে যা করবার করবি।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। থানায় ফোন করেই বরং জেনে নিই কতদূর কী হল।" এই বলে ফোনে বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওদের ফিরে আসার খবর জানিয়ে থানায় ফোন করল।

ও সি নিজেই ধরেছিলেন ফোন। বললেন, "ট্যাংরা বা বানটু কারও খোঁজই পাওয়া যায়নি। তবে বড় ধরনের কোনও গোলমালেরও খবর নেই। তোমরা একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো।"

বাবলু বলল, "আজ সকালের ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?"

"ও কিছু না। কোনও বেহিসেবি ট্রাক চালকের অসতর্কতায় হয়ে গেছে ওটা।"

"এর ফলে কোনও জীবনহানিও তো ঘটতে পারত।"

"হলে কী আর করা যেত বলো? অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর নেই।"

বাবলু টেলিফোন নামিয়ে রেখে বলল, "এর নাম পুলিশ। সহজে কোনও কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চায় না। সব ব্যাপারটাই হালকা করে দ্যাখে।"

বিলু বলল, "কেন, কী হল?"

"শুনলি তো সব। কী আর বলব বল? সকালের ওই ঘটনাটার কোনও গুরুত্বই নেই ওদের কাছে।"

বিলু, ভোম্বলকে বিদায় দিয়ে বাবলু স্নান সেরে খেতে বসেছে, এমন সময় এসে হাজির হল পঞ্চু।

সঙ্গে বাচ্চু-বিচ্ছুও এল।

বাবলু খাওয়া শেষ করে ওর ঘরে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আলোচনার জন্য বসতেই বিলু, ভোম্বলও এল।

ওদের আলোচনার বিষয়বস্তুই হল কীভাবে কালো দত্তকে ফাঁদে ফেলা যায়।

বাবলু বলল, "ওই লোকটাই যে গড়ফাদার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু প্রমাণ একটু হাতেনাতে পেলে এমন জব্দ করব বাছাধনকে, যাতে কিনা সারাজীবন ধরে পস্তাতে হবে ওকে।"

ভোম্বল বলল, "তোর পিস্তলটা যদি আমার হাতে থাকত, তা হলে ...।"

এমন সময় বাইরে থেকে ঘ্যাঁগোর গলা শোনা গেল, "বাবলুদ'!"

বিলু, ভোম্বল এসে দরজা বন্ধ করেনি। ঘরের ভেতর থেকেই তাই বাইরেটা দেখা যাচ্ছিল।

বাবলু হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের।
ওরা দরজার কাছ পর্যন্ত এল কিন্তু ভেতরে ঢুকল না।
বাবলু বলল, "আয়, ভেতরে আয়।"
ঘ্যাগো বলল, "আমরা নোংরা ঘেঁটে কাগজ কুড়োচ্ছিলাম বাবলুদা, এই অবস্থায় ভেতরে ঢুকব না। তোমরাই বরং বাইরে এসো।"
ঘ্যাগোর গলা শুনে মা-ও এলেন। বললেন, "সারাটাদিন কোথায় ছিলি সব? বস্তাগুলো বাইরে রেখে ভেতরে আয়। পা নোংরা তো কী হয়েছে, ঘর আমি মুছে নেব।"
মা'র কথা শুনে তাই করল ওরা।
বাবলু বলল, "কী ব্যাপার রে তোদের?"
ঘ্যাগো বলল, "ব্যাপার গুরুতর। একটুর জন্য বেঁচে গেছি কাল। না হলে সবাই দেওয়াল চাপা পড়ে মরতাম।"
'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এদিকে তোদের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই আমাদের।"
"কাল তো শেষরাতে একসঙ্গেই ফিরলাম। এমন সময় ঘেঁটুর সঙ্গে দ্যাখা। ও তো রাপে খ্যাদানো ছেলে। বটতলায় বসে বিড়ি বাঁধে আর চট চাপা দিয়ে পড়ে থাকে এর ওর রকে। ও ই এসে বলল, "তোরা আর এক মুহূর্তও এখানে থাকিস না ঘ্যাগো। শিগগির দূরে কোথাও পালা। না হলে কিন্তু প্রাণে মরবি। ট্যাংরার দল তোদের প্রত্যেককে মেরে ফেলার মতলব করেছে।" ঘুমন্ত অবস্থায় কখন কী করে দেয় ওরা, তার ঠিক নেই। তাই আর ঝুঁকি না নিয়ে আমরা হাজার হাত কালীতলার দিকে পালালাম। পরে বেলায় শুনলাম আমাদের আস্তানাটাকেই গুড়িয়ে দিয়েছে ওরা।"
মা বললেন, "মুখ তো দেখছি সব তুলসীপাতা। সারাদিনে পেটে পড়েছে কিছু?"
ওরা প্রত্যেকেই লজ্জায় মুখ নামাল।
মা বললেন, "বুঝেছি। আর মুখ নামাতে হবে না। বোস একটু, আমি এখনই প্রেশার কুকারে দুটি ভাতে ভাত করে দিচ্ছি।"
মা ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন।
বাবলু বলল, "হাজার হাত কালীতলায় থাকলে আমার চোখের আড়ালে চলে যাবি কিন্তু। জায়গাটা অনেক দূরে তো।"
ঘ্যাগো বলল, 'ওখানে আমাদেরও পোষাবে না। সবাই সন্দেহ করছে। একজন তো চোখ রাঙিয়ে বলেই দিল এখানে আস্তানা করলে মেরে ফাটিয়ে দেব।"
বাবলু বলল, "আসলে দিনকাল যা পড়েছে তাতে দোষও দেওয়া যায় না কাউকে। তা যাক, হরিদার গ্যারাজটা এখন খালি পড়ে আছে। আপাতত তোরা ঢুকে পড় ওর ভেতর। আমি বলেকয়ে দিচ্ছি। পরে দেখেশুনে একটা ব্যবস্থা করে দেব তোদের।"
ঘ্যাগো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল এবার। বলল, "তা হলে কিন্তু খুব ভাল হয় বাবলুদা। অনেকদিন এ পাড়ায় আছি, ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।'
"যেতে তোদের দিচ্ছে কে?"
ঘ্যাগো বলল, "তোমাদের তো আজ যাওয়ার কথা ছিল বেবাদিদের ওখানে, গেলে না কেন?"
বিলু বলল, "তোদের জন্যই তো যাওয়া হল না। আমরা ভেবেছিলাম তোদের সবক'টাকে ওরা বোধ হয় তুলে নিয়ে গেছে। তাই আর একটু পরেই আমরা যাচ্ছিলাম কালো দত্তর ডেরায়।"
"ওখানে এখন যাওয়ার দরকার নেই তোমাদের। ও কাজের ভার তো আমরাই নিয়েছি। আজ থেকেই আমরা লেগে পড়ছি আমাদের কাজে। এখন তোমাদের এখানে দু'মুঠো খেয়ে ওই গ্যারাজঘরে শুয়ে তেড়ে একটা ঘুম দেব, তারপর রাতের অন্ধকারে শুরু করব আমাদের কাজ।"
বাবলু বলল, "আমরাও নিশ্চিন্ত হই তা হলে। ওদের গতিবিধি, কে কখন যায়-আসে, সবদিকে নজর রাখবি। তারপর একদিন আমরা গিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারব ওদের ওপর।"
ঘ্যাগো বলল, "বাবলুদা তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কী সাংঘাতিক ছেলে তা তুমি জানো না।"
"খুব জানি। কাল রাতেই তার পরিচয় পেয়েছি।"
"শুধু আমি নয়, আমরা সবাই। সাতদিনের মধ্যে পাক্কা খবর এনে দেব তোমাদের। কালো দত্ত, বান্টু সবার খবর এনে দেব। তবে ট্যাংরার মরণ কিন্তু আমাদের হাতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আশ্বস্ত হল।

বাবলু বলল, "যা করবি বুঝেশুনে করবি। অযথা মাথাগরম করে কাঁচা কাজ কিছু করে ফেলিস না।"

"না, না। যা করবার তোমবাই কববে। আমরা শুধু খোঁজখবরই দেব।"

"আমরা তা হলে কাল সকালেই রওনা দিই বাজবলহাটের দিকে?"

"সে তোমরা যাও। আমরা দু'জন-দু'জন করে বাড়ি পাহারা দেব তোমাদের।"

"তা হলে কিন্তু খুব ভাল হয়। যদিও কাল সকালেই বাবা এসে পডবেন তবুও তোরা একটু নজরে রাখিস।"

মা এবার খেতে ডাকলেন ওদেব। ঘ্যাঁগো ওব তিন সঙ্গী ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাংকে নিয়ে খেতে চলে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরিকল্পনা কবতে লাগল রাজবলহাটে যাওয়ার। কখন এবং কীভাবে যাবে সেই নিয়েই চলল ওদেব জোব আলোচনা।

॥ ৪ ॥

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বাবলুব। আসলে কোথাও যাওয়ার ব্যাপার থাকলে এমনিতেই ওব ঘুম হয না। ঘুমিযে পডলেও ঘুম তাডাতাড়ি ভেঙে যায। তবে মর্নিং ওয়াকেব ব্যাপারটা বর্তমান পরিস্থিতিতে কযেকদিনের জন্য স্থগিত বেখেছে ওবা।

সকাল ছ'টায় বাবা এলেন।

তাবপরই এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুবা।

পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে বাবলু তখন বেডি।

ওরা ঠিক কবল বাসে নয, ট্রেনেই হবিপাল পর্যন্ত গিযে তাবপব বাস অথবা ট্রেকাবে যাবে। সেইবকম প্রস্তুতি নিয়ে ওবা একটা অটোয় চেপে হাওড়া স্টেশনে এল।

বিলু বলল, "বেবাদিদেব বাড়িতে ফোন নেই যে জানিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "না জানালেই ভাল। আমরা আচমকা গিয়ে হাজিব হলে খুবই খুশি হবেন রেবাদি।"

ভোম্বল বলল, "এবং সঙ্গে-সঙ্গে মুরগির মাংস ...।"

বিচ্ছু বলল, "সে গুডে বালি।"

"কেন? বালি কেন?"

"কেন নয বলো? যে বাড়িতে অষ্টধাতুব বিষ্ণুমূর্তি পুজো হয়, সেই বাড়িতে মুবগির মাংস তুমি আশা কবো কী করে?"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, "তাই তো রে! এটা তো ভেবে দেখিনি।"

বিলু বলল, "তোর কেবল খাওয়া। দু'-একদিন নিরামিষ ভাত তরকারি খা' না। ভালই লাগবে।"

বাবলু বলল, "নিবামিষ খেতে হবে না। বেবাদিদের বাগান, পুকুব সবই তো আছে। ভাল মাছেব ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে আমাদেব জন্য।"

বাচ্চু আর থাকতে পারল না। বলল, "উঃ। কী আবস্ত কবেছ বলো তো তোমবা? আগে গিয়ে পৌঁছও, তবে না?"

সাবওয়েতে নেমে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে সকলকে দাঁড় করিয়ে বাবলু আব বিলু গেল হরিপালের টিকিট কাটতে। এমন সময ঘোষকেব কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "যাত্রীসাধাবণকে জানানো যাচ্ছে যে, ওভারহেড লাইনে বিদ্যুৎ না থাকাব জন্য পূর্ব রেলেব সমস্ত আপ এবং ডাউন ট্রেনেব চলাচলে বিলম্ব হবে। কৃপয়া শুনিয়ে ..।" কৃপা করে আর কিছুই শুনে লাভ নেই। যা শোনা হল তাতেই অঙ্গ জল হয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "যাঃ। শুরুতেই বাধা।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে উপায়?"

"উপায় একটা খুঁজে বের করতে হবে। ট্রেন যখন বন্ধ তখন বাসেই যাব আমরা।"

ওরা ম্লান মুখে ফিরে এলে ভোম্বল বলল, "ট্রেন তো বন্ধ। যাওয়ার ব্যাপারে কী হবে তা হলে?"

বাবলু বলল, "যাওয়া হবে। ট্রেনে যেতাম, না হয় বাসে যাব। এখন স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি কখন বাস আছে।"

ভোম্বল বলল, "রাজবলহাটের বাস কোনখানে থাকে তা আমি জানি।"

"তবে তো ভালই হল, চল।"

অতএব আর দেরি না করে সবাই চলল বাস ধরতে। কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। হাওড়া স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়ে সাবওয়ের ভেতর দিয়ে পথ চলে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছনো কি মুখের কথা? বিরক্তি ধরে যায়। পঞ্চুরও অসুবিধে হল খুব।

যাই হোক, তবুও ওরা ভিড় ঠেলে কোনওরকমে বাসস্ট্যান্ডে এল। এসে দেখল সেখানে সব জায়গার বাস আছে, শুধু রাজবলহাটের বাসই নেই।

মেজাজ গেল খিঁচড়ে।

বিলু বলল, "অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুখায়ে যায়।"

একে বাস নেই, তার ওপরে দীর্ঘ লাইন। এখনই হঠাৎ করে একটি বাস এসে পড়লেও তাতে বসবার জায়গা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

কী হল বাসের তা কে জানে? অথচ অন্য সব জায়গার বাস আসছে, ছাড়ছে, চলে যাচ্ছে।

ওরাও লাইনে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল রোদের তাপে।

ভোম্বলের মাথা তখন গরম হয়ে গেছে। বলল, "দ্যাখ বাবলা, রেবাদিদের এই কেসটা হাতে নেওয়ার পর থেকেই কীরকম ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে দেখেছিস? আমার মনে হয় এই বাধা ঠেলে আর এগোনো আমাদের উচিত হবে না।"

বাচ্চু-বিচ্চুও মনমরা খুব।

বাচ্চু বলল, "সত্যি, ট্রেন আর বাসের জন্য যাওয়ার সমস্ত আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।"

বিচ্চু বলল, "তুমি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করো দেখি।" বলে তাকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু বলল, "ঘাবড়াস না। যাওয়া আমাদের হবেই। বাস না এলে ট্যাক্সিই করব।"

বাবলুর কথা শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে একটা আঁটপুরের বাস এসে হাজির হল সেখানে। প্রাইভেট বাস। এই বাসে লোকজন তেমন কেউ উঠল না।

বাবলুরা যখন উঠবে কি উঠবে না ভাবছে তেমন সময় হঠাৎই এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের, যাকে ওরা সবাই চেনে। বেশ হাসিখুশি আর দিলখোলা যুবক। ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। হাটপুকুরের দিকে থাকে।

বিলু বলল, "কী গো ভানুদা, তুমি কোথায় যাবে?"

ভানুদা ওরফে সমীর চক্রবর্তী রেলে কাজ করে। শখ হল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে চিঠি লেখা আর রেলের পাস নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ানো।

বিলুর কথার উত্তরে ভানুদা বলল, "তার আগে বল, তোরা কোথায় যাবি?"

'আমরা তো রাজবলহাটে যাব।"

"রাজবল্লভেশ্বরী দেখতে?"

"বলতে পারো। ভেবেছিলাম হরিপাল দিয়ে যাব, তা গিয়ে দেখি ট্রেন বন্ধ। এদিকে এখানে এসে দেখি রাজবলহাটের বাসও নেই।"

"না থাক। এই বাসেই ওঠ তোরা। এ বাস রাজবলহাট যাবে না। তোরা আঁটপুর অব্দি যা। সেখান থেকে অন্য বাসে রাজবলহাটে চলে যাবি। বেশিক্ষণ সময়ও লাগবে না।"

বাবলুরা তাই করল। হইহই করে বাসে উঠে পছন্দসই সিট দেখে বসে পড়ল সবাই।

পঞ্চু বেচারিও ওদেরই পাশে গিয়ে জায়গা করে নিল একটু।

খেঁকুরে মার্কা কন্ডাক্টর তো পঞ্চুকে দেখেই খ্যাঁক করে উঠল। বলল. "এ কী! কুকুর নিয়ে ওঠে কারা?"

.ভোম্বল বলল, "আমরা।"

"এ-গাড়িতে কুকুর যাবে না। নামো সব।"

"কেন, যাবে না কেন? কুকুর তো কারও ক্ষতি করছে না। তা ছাড়া ও তো আমাদের কাছেই আছে।"

"সে ও যেখানেই থাক, আমার দেখবার দরকার নেই। আমার গাড়িতে আমি কুকুর নিয়ে যেতে দেব না। নামো, নামো।"

ভোম্বল এবার রেগে গেল খুব। বলল, "নামো বললেই নামব নাকি? এটা স্টেট বাস নয়, প্রাইভেট বাস। প্রয়োজনে এই বাসে কুকুর কেন, গাধার ছানা, বাছুরও যাবে।"

কন্ডাক্টরও ততোধিক রাগ দেখিয়ে বলল, "তোমার কথায় নাকি হে?"

বাবলু ভোম্বলকে বলল, "আঃ। কী হচ্ছে? চুপ কর না?"

একজন যাত্রী এবার ভোম্বলের পক্ষ নিয়ে কন্ডাক্টরকে বলল, "কেন অযথা ঝামেলা পাকাচ্ছ ভাই? বড়গেছে পেরোলেই তো ঝাঁকাভর্তি মুরগির ছানা নিয়ে বাসের মাথায় ওঠাবে, দেখি না কি? তা হলে অযথা কুকুর নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি কেন?"

কন্ডাক্টর এবার সুর বদলে বলল, "বেশ, কুকুর যাবে। তবে আমিও বলে রাখছি মওকা পেলে ছাগল, গোরুও তুলব আমি এই বাসে। আর আঁটপুর পর্যন্ত কুকুরের ভাড়া লাগবে পঁচিশ টাকা।"

ভোম্বল জোরের সঙ্গে বলল, "পঁচিশ টাকা! পঞ্চাশ টাকার এক পয়সা কম তুমি নাও তো দেখি, তারপর দ্যাখো তোমার কী করি!"

কন্ডাক্টর প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর খিকখিক করে হেসে বলল, "রসিকতা হচ্ছে আমার সঙ্গে? আমি চাইলুম পঁচিশ টাকা আর তুমি বলছ পঞ্চাশ টাকা?"

ভোম্বল বলল, "আমি যা বলি, তাই করি। এই কুকুর যাচ্ছে এবং যাবে। পঞ্চাশটা টাকাও নিতে হবে তোমাকে।"

পঞ্চু বোধ হয় বুঝতে পারল তাকে নিয়েই এত কাণ্ড হচ্ছে, তাই সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল।

ওদের এইসবের মাঝখানেই হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে যেন ড্রাইভার এসে চালকের আসনে বসেই ঘনঘন হর্ন দিতে লাগল। খালি বাস ভর্তি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পরেই ছাড়ল বাস। প্রাইভেট হোক, ছেড়েই গতি নিল। হাওড়া ময়দান হয়ে, ইছাপুর পানি ট্যাঙ্কির পাশ দিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু সংলগ্ন কোনা এক্সপ্রেসওয়ের পথে হাই রোড ধরে সলপে এসে মাকড়দহ ডোমজুড়ের ওপর দিয়ে বড়গাছিয়ায় এল। এর পর প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্যের গ্রাম জগৎবল্লভপুর পার হয়ে হাওড়া জেলা ত্যাগ করে প্রবেশ করল হুগলি জেলায়।

প্রথমেই এল প্রসাদপুরে। ছায়া সুনিবিড় চমৎকার একখানি গ্রাম।

বাবলু বলল, "একসময় এই সমস্ত গ্রামে আসা যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারত না মানুষ। অথচ আজ এই সমস্ত অঞ্চলের কত উন্নতি হয়েছে। গ্রামে গ্রামে এখন পাকা রাস্তা, মোরাম বিছানো পথ, ঘন ঘন বাস ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ। উন্নতির চরম যাকে বলে!"

এর পরে বাস এল জাঙ্গিপাড়ায়। অনেক লোকজন নামল। এই অঞ্চলের মধ্যে খুব জমজমাট জায়গা। এখানে আসার পর বাসের সব সিটই প্রায় খালি হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আমার মা তখন আমাকে নিয়ে একবার এখানে এসেছিলেন।

বিলু বলল, "কই, এর আগে কখনও বলিসনি তো?'

"কী বলব? আমারই কি কিছু মনে আছে? আমি তখন ছ'মাসের শিশু। মায়ের মুখে গল্প শুনেছি তাই বললাম। আমার মায়ের ছোটমামা তুলসী মুখুজ্যে ছিলেন সেকালের একজন নামকরা ডাক্তার। এখনও পুরনো দিনের লোকেরা তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।"

জাঙ্গিপাড়ার পর বাস আরও সুন্দর সুন্দর গ্রামের ভেতর দিয়ে একসময় আঁটপুরে এসে পৌঁছল। ফাঁকা বাস থেকে নেমেই ওরা দেখল বাসস্ট্যান্ডের পাশেই কী সুন্দর টেরাকোটার কাজ করা কতকগুলো ছোট ছোট মন্দির। সেইসব মন্দিরের কারুকার্য দেখবার মতো।

বাবলু বলল, "বাবা আমাকে বারবার বলে দিয়েছিলেন রাজবলহাটে গেলে আঁটপুরের মন্দির যেন দেখে আসতে ভুলিস না। তা ভালই হল, আগে এখানকার মন্দিরগুলো দেখি, পরে রাজবলহাটে যাব। সবে তো বেলা দশটা।"

বিলু বলল, "তার মানে হাওড়া থেকে এখানে আসতে আমাদের দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে।"

এমন সময় বাবলুর হঠাৎ খেয়াল হল, "আরে! আমরা তো নিজেদের কথায় নিজেরাই মশগুল, বাসের তো ভাড়া দেওয়া হয়নি। গেল কোথায় কন্ডাক্টর?"

বাচ্চু বলল, "ওই তো, ড্রাইভার, কন্ডাক্টর দু'জনে মিলে ওপাশের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মিলে সেদিকে এগিয়ে গেল।

বাবলু হেসে বলল, "এই যে কন্ডাক্টর দাদা, আমাদের বাসভাড়াটা কে নেবে বলুন?"

কন্ডাক্টর জিভ কেটে বলল, "ওহোঃ। ভাড়া নেওয়া হয়নি বুঝি? একদম ভুলে গেছি।"

"দিতে ভুলে গেছি আমরাও।"

"তাতে কী? তোমরা পাঁচজন তো? দশ টাকা করে দাও পঞ্চাশ টাকা।"

বাবলু একটা একশো টাকার নোট বের করে কন্ডাক্টরের হাতে দিয়ে বলল, "তা হলে আমাদের এই মাননীয় অতিথির জন্যও পঞ্চাশ টাকা নিন।"

চায়ের ভাঁড়ে যেটুকু চা ছিল সেটুকুও শেষ করে খিকখিক করে হেসে কন্ডাক্টর বলল, "ওর ভাড়া কি নিতে পারি ভাই রে? সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, তার ওপরে অতিথি। ওর ভাড়া নিলে অধম্ম হবে।"

ভোম্বল বলল, "তাই যদি তো তখন ওকে নামিয়ে দিচ্ছিলেন কেন বাস থেকে?"

কন্ডাক্টর হেসে গড়িয়ে বলল, "দ্যাখো কারবার। মনে হচ্ছে এই লাইনে তোমরা প্রথম আসছ? সেইজন্যই হিরু কন্ডাক্টরকে তোমরা চিনলে না। বলি ঢপ জানো কী?"

"তার মানে?"

"আরে ভায়া, যাত্রী বাসে কুকুর, ছাগল নিয়ে এলে অনেক লোকের অনেক আজেবাজে কথা শুনতে হয়। তাই ওদের মুখ বন্ধ করবার জন্য অমন একটা নাটক করলাম। কী বুঝলে? নাও এখন সবাই একটু করে চা বিস্কুট খাও।" বলেই হাঁক দিল, "এই আমার ভাইবোনেদের চা-বিস্কুট দে তো! দামটা আমি দেব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক!

সঙ্গে সঙ্গে চা-বিস্কুট এসে গেল ওদের জন্য। পঞ্চুর জন্যও এল অন্য জিনিস। দোকানের ছেলেটা একটা 'লেড়ো' বিস্কুট নিয়ে পঞ্চুর মুখে ধরতেই পঞ্চু সেটা কড়মড়িয়ে খেয়ে নিল। তারপর নতুন জায়গার মাটির গন্ধ শুঁকে স্থির হল।

হিরু কন্ডাক্টর বলল, "তোমরা এখানে মন্দির দেখতে এসেছ তো? এই যে দেখছ মন্দিরটা, এটা হল রাধাগোবিন্দজির মন্দির। যাও গিয়ে দেখে এসো। আর ওই দ্যাখো, ওইখানে রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজনের সঙ্গে। ওঁর কাছে যাও, উনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।"

মহারাজ বোধহয় আড়চোখে দেখে থাকবেন ওদের। তাই দূর থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

ওরা যেতেই মহারাজ বললেন, "তোমরা কি আঁটপুর বেড়াতে এসেছ?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মহারাজকে প্রণাম করে বলল, "হ্যাঁ মহারাজ।"

"খুব ভাল কথা। প্রিয় কুকুরটিকেও সঙ্গে এনেছ দেখছি। বেশ বেশ। যাই হোক, আজ দুপুরে তোমরা কিন্তু আশ্রমেই প্রসাদ পাবে। এখন চলো, আগে তোমাদের দর্শন করিয়ে আনি।"

মহারাজের ব্যবহারে দারুণ প্রীত হয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা চলল মন্দির দেখতে। কী চমৎকার টেরাকোটার কাজ করা মন্দির। দেখে মন ভরে গেল ওদের।

মহারাজ বললেন, "তোমাদের কাছে নোটবুক আছে?"

বাবলু বলল, "আছে।"

"তা হলে যা যা বলি সব লিখে নাও।" মহারাজ বললেন, "প্রথমেই বলি, এই যে আঁটপুর গ্রাম দেখছ, আগে এর নাম ছিল বিশখালি গাঁ। এখানে একসময় আঁটির খাঁ ও আনর খাঁ নামে দু'জন জায়গিরদার বাস করতেন। তা থেকেই এর নাম আঁটপুর। পাশের গ্রাম আনরবাটি। যাই হোক, এখানে তোমরা যে মন্দিরটি দেখছ এরই আকর্ষণে বহু যাত্রী আঁটপুরে আসেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাধামাধবের এই মন্দিরটি তৈরি করেন এখানকার জমিদার কৃষ্ণরাম মিত্র। এখানে আরও অনেক মন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ইত্যাদি আছে। সব তাঁরই অবদান। এখানকার মন্দিরের মতো চারচালা মণ্ডপবিশিষ্ট এমন মন্দির কিন্তু আর কোথাও নেই।"

কথাগুলো নোট করা হলে প্রধান ফটক পেরিয়ে বাইরে এল ওরা। সেখানে প্রায় পাঁচশো বছরের একটি প্রাচীন বকুলগাছ দেখে থমকে দাঁড়াল সকলে।

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য দ্যাখ, গোটা গাছটাই একটা ছালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পুরীর সেই সিদ্ধবকুলের মতো, তাই না?"

ভোম্বল বলল, "কবে গেছি, অত কি কারও মনে থাকে?"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "আমাদের কিন্তু মনে আছে।"

বিলু বলল, "তবে সেই গাছের চেয়েও এই গাছটা কিন্তু আরও বিশাল।"

মহারাজ এবার ওদের নিয়ে পাশের চণ্ডীমণ্ডপে এলেন। এই চণ্ডীমণ্ডপটি হল আর-এক বিস্ময়। কাঁঠাল কাঠের ওপর এর অনবদ্য কারুকার্যের শিল্পকলা খুঁটিয়ে দেখার মতো। প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই চণ্ডীমণ্ডপের তুলনা নেই।

চণ্ডীমণ্ডপ দেখা হলে মহারাজ বললেন, "শুধু মন্দিরের জন্য নয়, এই গ্রাম বিখ্যাত আরও অন্য কারণে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদামণি, স্বামী বিবেকানন্দ কে না এসেছেন এই গ্রামে? এখানকার বাবুরাম ঘোষের

(স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে এঁদের সকলেরই পায়ের ধুলো পড়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার মিত্তিরবাড়ির কালু ও ভুলুর সঙ্গে দেখা করতে এসে এই মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তিনবার এসেছিলেন এখানে। ঠাকুর ও সারদামণি বারবার। মা সারদা তো কামারপুকুর জয়রামবাটি যাওয়ার পথে প্রায়ই আসতেন এখানে। যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন সেটি ভেঙে গেছে। তবে স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ির দোতলায় থাকতেন সেটি এখনও অক্ষত আছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগল সব।

মহারাজ বললেন, "ইংরেজি ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলা ১২৯৩-এর ১০ পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে যে ধুনিযজ্ঞ হয়েছিল তাইতে অগ্নিস্পর্শ করে স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুরের নয়জন শিষ্য 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সংঘবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করেন।"

বিচ্ছু বলল, "ধুনিযজ্ঞটা কোথায় হয়েছিল?"

মহারাজ বললেন, "চলো তোমাদের সেইখানে নিয়ে যাই। অমনি যে বাড়ির দোতলায় স্বামীজি থাকতেন সেই বাড়িটাও দেখিয়ে দেব তোমাদেব। পেছনেই নরেন্দ্র সরোবর। স্বামীজি সেখানে স্নান করতেন। সব দেখাব। আব ওই দূরে হচ্ছে আনববাটি গ্রাম। দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল পরমেশ্বর দাস ঠাকুরেব পাট ছিল সেখানে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সেখানেও যাবে তোমরা। পরে একবাব মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসো, দু'-একদিন থেকো, আমাদের অতিথিশালা আছে, কোনও অসুবিধে হবে না। তখন আরও অনেক কাহিনী শোনাব। আঁটপুর হল হুগলি জেলাব এক মহান ঐতিহ্যময় গ্রাম।"

ওরা মহারাজের সঙ্গে ধীরে ধীবে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে মহারাজ বললেন, "ইচ্ছে করলে তোমরা আজকের দিনটা এখানে থেকেও যেতে পারো।"

বাবলু বলল, "না। আমরা আজই চলে যাব, রাজবলহাটে।"

"বাঃ বাঃ, বেশ। রীতিমতো খোঁজখবর নিয়েই এসেছ দেখছি। রাজবলহাট খুব ভাল জাযগা। ওখানে রাজবল্লভেশ্বরীর মন্দির আছে। মা'কে দর্শন করে তারপব যেয়ো।"

বাবলু বলল, "ওখানে আমরা দু-একটা দিন থাকব। আসলে একজনেব বাড়ি যাব বলেই এসেছি আমরা। এই সুযোগে আঁটপুরও ঘোরা হয়ে গেল।"

"রাজবলহাটে কাদের বাড়িতে যাবে? ওখানকাব অনেককেই আমি চিনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইবার পড়ল মহা মুশকিলে। ওরা কিছুতেই রেবাদির বাবাব নাম মনে কবতে পারল না।

মহারাজ তখন সকলকে আদর করে কাছে টেনে বললেন, "সেরেছে বে। যাদেব বাড়িতে যাবে তাদের নাম-ঠিকানা ভাল করে না জেনেই ঘর থেকে বেরিযে পড়েছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "এটা সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। আসলে পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী। তবে ওখানে গিয়ে ওই বাড়ি খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমাদের। কেন না সম্প্রতি ওই বাড়ি থেকে অষ্টধাতুর একটি দুর্লভ মূর্তি চুরি যায়। এমনকী ওই বাড়ির একটি ছেলেও নিখোঁজ আজ কয়েকদিন ধবে।"

মহারাজ বললেন, "অ, বুঝেছি। তুমি রাজমোহনবাবুদের বাড়ির কথা বলছ। ওঁর মেয়ে রেবা তো মাঝে মাঝে সময় পেলেই বান্ধবীদের নিয়ে আসে এখানে। ভোগ প্রসাদ খায়। ঠিক আছে, ওইখানে গিয়ে পড়লে কোনও অসুবিধে হবে না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইবার মহারাজের সঙ্গে চারদিক ঘুরে বেড়াল। মহারাজ এরই মধ্যে কত যে কাহিনী শোনালেন ওদের, তার কিছু মনে রইল, কিছু রইল না। তার আব-এক কারণ ওদের মনপ্রাণ এখন পড়ে আছে রাজবলহাটের দিকে। সেইখানকার রহস্য উদ্ধারের কাজেই তো এখানে আসা। সরাসরি বাস পেলে ওরা আঁটপুরে নয়, রাজবলহাটেই নামত। অবশ্য একদিক থেকে ভালই হল। কেন না এই মুহূর্তে ওখানকার রহস্যজালে জড়িয়ে পড়লে হয়তো ওদের আঁটপুরেই আসা হত না। আর এখানে না এলে হুগলি জেলার এই পবিত্র তীর্থভূমি ওদের কাছে অপরিচিতই রয়ে যেত।

ঘোরা শেষ হলে দুপুরে স্নান-খাওয়ার পাট চুকিয়ে দেখে এল আনরবাটি গ্রাম। তারপর বিকেলের বাস ধরে অল্প সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছল রাজবলহাটে। দিনের আলোর রেশ তখনও মুছে যায়নি আকাশের পট থেকে। নতুন জায়গার নতুন পরিবেশে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাস থেকে নেমে পঞ্চুকে সামনে রেখে মন্দিরের দিকে কয়েক পা এগিয়েই রহস্যের গন্ধ পেল ওরা। যেতে যেতে ভোম্বল হঠাৎ চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস কেউ?"

সকলের হয়ে বাবলু বলল, "কী?"

"একজন লোক কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখছিল আমাদের দিকে।"

সবাই থমকে দাঁড়াল এবার।

ভোম্বল বলল, "গো অ্যাহেড। থমকে দাঁড়ানো নয়, পেছন ফিরে তাকানো নয়। যেতে যেতেই শোন। আমরা যেখানে বাস থেকে নামলাম সেইখানে একটা মিষ্টির দোকানে বসে একজন লোক কিছু খাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের দেখে খাওয়া ফেলে উঠে এসে দেখে নিল একবার।"

"সে কী।"

"আমার নজর এড়ায়নি বাবলু। লোকটার চাউনিটা খুব সন্দেহজনক। রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিলু বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে অপরাধীরা ধারেকাছেই আছে। তাই মূর্তি চুরির পরও চোরেরা রেবাদিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে ভোলেনি।"

বাবলু এবার গম্ভীর হয়ে গেল।

ওরা ধীর পায়ে পথ চলে হাজির হল বাক্সবল্লভেশ্বরীর মন্দিরে। আর সেখানে এসেই যা ওরা দেখল তাতে নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। দেখল ওদের সন্দেহের কাঁটা এখন যার দিকে সেই কালো দত্তই সেখানে উপস্থিত। মায়ের মন্দিরের উঠোনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন ধুলোয় লুটিয়েই। দেখে হাড়পিত্তি যেন জ্বলে গেল ওদের। এই লোকটা এখানে কী করছে? কালো দত্তকে ঘিরে তখন স্থানীয় দু'-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে।

বাবলু চাপা গলায় সকলকে বলল, "আয়, লোকটাকে একটু চমক দেওয়া যাক।" বলে পঞ্চুকে নিয়েই একেবারে ওঁর মাথার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ কিনা প্রণাম করে উঠে দেবীদর্শনের আগেই যাতে পঞ্চপাণ্ডবের দর্শন হয়, সেইভাবে।

হলও তাই। ধুতি পাঞ্জাবি পরা কালো কুচকুচে কালো দত্ত চোখের সামনে প্রতিমার বদলে ওদের পাঁচজনকে দেখেই আঁতকে উঠলেন। কালো দত্তর আশপাশে যারা ছিলেন তাঁরাও অবাক হয়ে গেলেন। সকলেই বিস্মিত, এরা কারা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হাসি হাসি মুখে এমনভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে যার অর্থ, এইবার ঘুঘু আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছ তুমি। তোমার কলকাঠি যে আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের এইরকম রহস্যময়ভাবে দেখা দেওয়াটাই তার প্রমাণ।

কারও মুখে একটি কথাও নেই। বিস্মিত হতচকিত কালো দত্তর পাশে একটু পরেই এসে দাঁড়াল সেই লোকটি যে কিনা মিষ্টির দোকানে বসে সন্দেহের চোখে দেখছিল ওদের। লোকটি এসেই বলল, "এবার তা হলে ফেরা যাক?"

কালো দত্ত ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো।"

বাবলু সকলকে বলল, "চল, আমরাও যাই।"

কালো দত্ত যেতে গিয়েও ঘুরে দাড়ালেন। বললেন, "যাই মানে? যাই মানে কী?"

ভোম্বল বলল, "ইফ যদি ইজ হয়, বাট কিন্তু, হোয়াট মানে কী? যাই মানে গো হয়, আবার যাই মানে যাই।"

কালো দত্ত অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'হুঃ' করে এগিয়ে চললেন। সঙ্গের লোকজনরাও চলল। কালো দত্ত যেতে যেতে বললেন, "এই ছোঁড়াগুলো কারা? এদের কখনও দেখিনি তো?"

স্থানীয়রা বললেন, "আমরাও দেখিনি। কোত্থেকে এল কে জানে?"

কালো দত্তর গাড়িটা বাইরে ছিল। যে লোকটা ডাকতে এসেছিল সে হল ড্রাইভার। বাবলুর চোখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে কোনও কথা না বলে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসল।

বাবলু হেঁকে বলল, "ভোম্বল! গাড়ির নাম্বারটা নিয়ে রাখ। মনে হচ্ছে এই গাড়িই তোকে চাপা দিতে যাচ্ছিল।"

কালো দত্ত বললেন, "কীসব উলটোপালটা বলছ তোমরা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ভোম্বল বলল, "না, না, এ গাড়ি নয়। সেটা ছিল সাদা-রঙের।"

বাবলু বলল, "হতেই পারে না। কালো দত্তর সাদা গাড়ি কখনও হয়? কালো দত্তর গাড়ি কালোই হবে।"

এত পরিচিতজনের মাঝখানে বাবলুর মুখে এই কথা শুনে কালো দত্তর মুখ কালো হয়ে গেল।

একজন বয়স্ক লোক ধমক দিয়ে বললেন, "অ্যাই ছেলেমেয়েরা, কী আরম্ভ করেছ তোমরা? যাও এখান থেকে?"

এতক্ষণে বিচ্ছু ফোঁস করে উঠল, "আপনারা আমাদের মাঝখানে নাক গলাচ্ছেন কেন?"

"গলাবই তো, উনি একজন বিশিষ্ট লোক। আমাদের বন্ধু।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আপনাদের সবান্ধব একটা ছবি তুলে রাখি, কী বলুন?" বলেই ক্যামেরায় ক্লিক।

ভোম্বল যে ক্যামেরাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তা কেউ জানত না। এমনকী, ওরও মনে ছিল না বোধহয়। যে কারণে আঁটপুরে গিয়েও মন্দিরের একটা ছবিও তোলেনি।

ভোম্বল ছবি তুললে কী হবে? কালো দত্ত রেগে এবার ভোম্বলের হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন ক্যামেরাটাকে। কিন্তু বাদ সাধল পঞ্চু। এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো দত্তর ওপর। কালো দত্ত 'বাবা গো' বলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর একটুও দেরি না করে গাড়িতে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বললেন, "আমার সঙ্গে লাগতে এসো না হে বীরপুঙ্গবরা। আমি হলাম যমালয়ে জীবন্ত যম। অকালেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে তা হলে।"

বাবলু বলল, "মায়ের মন্দিরে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা আছে দেখেছেন? এবার কিন্তু পাঁঠা ছাগল নয়, ওইখানে আপনারই পালা।"

কালো দত্ত "অ্যাপ" করে জোরে একটা ধমক দিলেন।

আর পঞ্চু নিষ্ফল আক্রোশে গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'ভৌ ভৌ' ডাক ছাড়তে লাগল। ড্রাইভার স্টার্ট দিল গাড়িতে।

॥ ৫ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই রহস্যময় আবির্ভাবের ব্যাপারটা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ওই খবর শোনামাত্রই ছুটে এলেন রেবাদি। এসেই বললেন, "কী ব্যাপার! এখানকার মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই শোরগোল উঠিয়ে দিয়েছ চারদিকে?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দারুণ খুশি হল রেবাদিকে পেয়ে। বলল, "আপনি কার মুখে খবর পেলেন আমরাই এসেছি? আমরা তো কারও কাছে আমাদের পরিচয় দিইনি।"

রেবাদি বললেন, "তা দাওনি, তবে কিনা যেই শুনেছি কিছু ছেলেমেয়ে একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে কার সঙ্গে যেন গণ্ডগোল বাধিয়েছে, তখনই বুঝে নিয়েছি এ তোমরা ছাড়া আর কেউ নয়।"

স্থানীয় যে দু'-চারজন বয়স্ক লোক কালো দত্তর সঙ্গে ছিলেন তাঁরা রেবাদিকে বললেন, "এই ছেলেমেয়েগুলোকে তুই চিনিস রেবা?"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ, খুব ভালরকম চিনি। এরাই তো আমার অতিথি। আমাদের এখানে ক'দিন থাকবে।"

"তা থাকুক, কিন্তু কালোদার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করল এরা, তা কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না।"

বাবলু এবার শান্তভাবে বলল, "স্বাভাবিক। আমরাও স্বীকার করছি কালো দত্তর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হল তাতেও কি আপনারা অনুমান করতে পারেননি কিছু?" বলেই তদন্তের স্বার্থে আসল সত্য গোপন করে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই বলল, "ওই কালো দত্ত অত্যন্ত ধনী লোক। সেদিন বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে আমাদের একজনকে প্রায় মেরেই ফেলছিলেন। সেজন্য এতটুকু অনুশোচনা নেই ওঁর। তাই আজ বাগে পেয়ে ওঁকে একটু অপদস্থ করলাম। তা ছাড়া ওঁর শেষ কথাটা শুনলেন তো? 'আমি হচ্ছি যমালয়ে জীবন্ত যম', কোনও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন ভালমানুষের মুখে কখনও, এইরকম কথা শোনা যায়? তাই—"

স্থানীয়রা তখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন নিজেদের ভেতর। একজন বললেন, "এই শেষের কথাটা আমাকেও কিন্তু ভাবিয়ে তুলেছে। কথাটা বলার সময় ওঁর চোখ-মুখেরও কেমন যেন পরিবর্তন দেখলাম।"

আর একজন বললেন, "তা হলেই বোঝো, আমি তোমাদের বলিনি আস্ত ভিজে বেড়াল একটি। যেচে যেচে আলাপ করা, দু' হাতে টাকা ছড়ানো, ধুলোয় লুটিয়ে পেন্নাম করা, এ সবই ধান্দাবাজির লক্ষণ।"

"কিন্তু এখানে ধান্দাবাজি করে ওঁর লাভটা কী?"

"কার কীসে লাভ-লোকসান তা আমরা কী বুঝব? ভেতরে ভেতরে জমিজায়গার খোঁজও করছেন কারখানা করবেন বলে।"

"কারখানা করবেন না আরও কিছু। বাগানবাড়ি করবেন হয়তো। যাকগে, আজকের এই ঘটনার পর আর ওঁকে পাত্তা না দেওয়াই ভাল।"

বিলু বলল, "উনি আর এদিকে এলে তো পাত্তা দেবেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পর রেবাদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওঁদের বাড়িতে এল। তখন সন্ধের মুখ। রাজবলহাটের প্রতিটি গৃহকোণ শঙ্খরবে মুখর হয়ে উঠেছে। নতুন পরিবেশে এসে খুবই ভাল লাগল ওদের।

রাজবল্লভেশ্বরী মন্দিরের কাছ থেকে রেবাদিদের বাড়ি বেশ কিছুটা দূরে। আধা গ্রাম আধা শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে। সাবেককালের মস্ত দোতলা বাড়ি। সামনেই ঠাকুর দালান। সেখানে বিগ্রহের আসন শূন্য।

বাড়িতে এসে ওরা সকলে রেবাদির বাবা-মাকে প্রণাম করল। রেবাদির বাবা-মা দু'জনেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তবে বাবা প্রায় শয্যাশায়ী। কিছুটা বয়সের ভারে, কিছুটা দুশ্চিন্তায়। উনি সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন, "রেবার মুখে শুনেছ তো সব? দ্যাখো তোমরা একটু চেষ্টা করে ছেলেটাকে কোনওরকমে ফিরিয়ে আনতে পারো কিনা। গৃহদেবতার হয়তো আমার ঘরে একঘেয়ে লাগছিল তাই চোরের কাঁধে চেপে তিনি অন্য কোথাও বেড়াতে গেছেন। ইচ্ছে হলে ফিরবেন, না হলে কী আর করা যাবে?"

মা বললেন, "তা কেন? আমি দু'জনকেই ফিরে পেতে চাই। ওই গৃহদেবতাও কি আমার সন্তানের চেয়ে কম?"

বাবলু বলল, "সে যাই হোক, আমাদের এই আসার কারণটা কোনওরকমেই কেউ যেন জানতে না পারে। সবাই জানবে আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। না হলে সব চালই ভেস্তে যাবে। ইতিমধ্যে কালো দত্তর সঙ্গে হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে যাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। যেহেতু ওঁর একজন লোক আমাদের চিনে ফেলেছে তাই ইচ্ছে করেই আমরা ওঁর সঙ্গে পরিচয়পর্বের প্রথম পাটটা সেরে নিলাম।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের থাকার জন্য দোতলার একটি বড় ঘর নির্দিষ্ট হল। এ বাড়ির কাজের মহিলা রামের মা'র সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রেবাদিই ব্যবস্থা করে দিলেন সব। বড় ঘরের একদিকে বাবলু, বিলু, ভোম্বল; অপরদিকে বাচ্চু-বিচ্ছুর শোওয়ার ব্যবস্থা হল।

রেবাদি থাকবেন পাশের ঘরে।

পঞ্চু ছাড়াই থাকবে। টহল দেবে চারদিকে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তাই এখন আর কোথাও যাওয়া নয়। ওরা ঘরে বসেই জমিয়ে গল্প করতে লাগল। এরই মধ্যে একফাঁকে প্লেটভর্তি লুচি মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে এসে সকলকে খেতে দিলেন রেবাদির মা। খাওয়ার ব্যাপারে লাজুক পঞ্চুকে নিজে হাতে খাইয়ে দিলেন রেবাদি।

জলযোগপর্ব শেষ হলে ওরা রেবাদির সঙ্গে নীচে এল ঠাকুরঘর দেখতে।

বিগ্রহ নেই। তবু শূন্য সিংহাসনে ফুল তুলসী দেওয়া। একপাশে আর-একটি সিংহাসনে গুরুদেবের ছবি।

বাবলু বলল, "ইনিই কি আপনাদের কুলগুরু?"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ। ইনিই রামানন্দ গিরি। তবে বর্তমানে এঁর ছেলে চন্দ্রকান্ত গিরি মহারাজের কাছেই আমার বাবা-মা দীক্ষা নিয়েছেন।"

"তাঁর ছবি রাখেননি কেন?"

"আছে। মা-বাবা যে ঘরে শোন, সেই ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে।"

"ওঁর ছবিটা আমরা একবার দেখতে চাই।"

"ওঁর অজস্র ছবি আছে আমাদের কাছে। আমরা সময় পেলেই জয়চণ্ডী পাহাড়ে বেড়াতে যাই। সেখানকার ছবি আছে।"

"আশ্রমের ছবি?"

"আশ্রমের ছবিও আছে, সোনামুখীর। জয়চণ্ডীর আশ্রম অস্থায়ী। পাহাড়ের রমণীয় অংশে মনোমতো জায়গায় ছাউনি ফেলে দলবল নিয়ে থাকেন, সাধন-ভজন পুজোপাঠ করেন, এই।"

বাবলু একবার চারদিকে বেশ ভাল করে নজর বুলিয়ে বলল, "চলুন, ওপরেই যাওয়া যাক।"

সবাই ওপরে এলে রেবাদি অ্যালবাম নিয়ে এসে কত ছবি দেখালেন ওদের। সোনামুখীর আশ্রমের ছবি। জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছবি। জয়চণ্ডী পাহাড়ে একটি কঠিন শিলার ওপরে চন্দ্রকান্ত গিরি ধ্যানের ভঙ্গিমায় বসে আছেন। পাশেই বসে আছে কান্তিভাই ও শান্তিভাই।

বাবলু বলল, "এই ছবিটা আমার চাই।"

রেবাদি না করলেন না। ওঁর ভাইয়ের দু'-একটি ছবি ও চন্দ্রকান্ত গিরি মহারাজের ওই বিশেষ ছবিটা দিয়ে দিলেন বাবলুকে।

বাবলু বলল, "আপনাদের গুরুদেবের এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে উনি সত্যিই একজন মহাসাধক। এমন সৌম্যমূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। আর জয়চণ্ডী পাহাড়ের যে ছবি দেখলাম তাতেও মন ভরে গেল। কী সুন্দর পাহাড়ের দৃশ্য।"

রেবাদি বললেন, "জয়চণ্ডী পাহাড় আমার খুব ভাল লাগে। সময় পেলেই ভাইকে নিয়ে চলে যাই। কখনও বাবা-মা'ও যান।"

বিচ্ছু বলল, "ওখানে গিয়ে ওঠেন কোথায়? আপনাদের আশ্রম তো নেই।"

"আগে আমরা আসানসোলে হোটেলে উঠে সকালের ট্রেনে জয়চণ্ডী গিয়ে বিকেলে ফিরতাম। এখন ওরই কাছাকাছি রঘুনাথপুরে লজ হয়েছে। তাই সেখানেই গিয়ে উঠি। সময় পেলে তোমরাও যেতে পারো। খুব ভাল লাগবে। জয়চণ্ডী পাহাড়ের পরিবেশটা এমনই যে, ওই পাহাড়ের তুলনা হয় না।"

বাবলু বলল, "যাব। সময় পেলে একবার না একবার নিশ্চয়ই যাব। আমরা তো ঘুরতে ভালবাসি। তাই ঘোরার প্রয়োজনেই যাব।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সবাই। সে কী যেন দেখে জানলার কাছে ছুটে গেল। আর সেইসঙ্গেই ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল ওপর থেকে।

ওরা মুহূর্তমাত্র দেরি না করে নীচে এল। সবার আগে ছুটল পঞ্চু। এ বাড়ির শান্ত সুন্দর পরিবেশটা হঠাৎই কেমন থমথমিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই কারও আবির্ভাব হয়েছিল এখানে। কিন্তু কে সে?

বেশিদূর যেতে হল না, পঞ্চু খুব সহজেই ধরে ফেলল তাকে। কেন না ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ার ফলে পালানোর ক্ষমতা ছিল না আগন্তুকের।

সবাই কাছে গিয়ে তার ওপরে টর্চের আলো ফেলতেই রেবাদি চিনে ফেললেন, "এ কী ভোলা! তুই!"

ভোলা তখন থরথর করে কাঁপছে।

বাবলু বলল, "একে আপনি চেনেন?"

"হ্যাঁ। ওর বাবা সনাতন আমাদের পুকুরে জাল ফেলে। জেলেপাড়ায় বাড়ি ওদের। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না ও এখানে কী করে এল?"

বাবলু বলল, "ও এখানে এই অসময়ে কী করে এল, কেন এল, আর দোতলার জানলায় উঠে ঘরের ভেতরে কী দেখছিল তা ওর মুখ থেকেই শুনব আমরা। চলুন, ঘরে চলুন।" বলে ভোলাকে টানতে টানতে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল।

ভোলা তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। খুব সম্ভবত ডানদিকের পা-টা ভেঙেছে ওর। সেইসঙ্গে একটা হাতও।

বাবলু ভোলার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা বাবা ভোলানাথ, রাতদুপুরে দোতলার জানলায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিলে কী কারণে?"

ভোলা বাবলুর কথার উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করে কাঁদতে লাগল।

বাবলু বলল, "চুরি করবার মতলব আঁটছিলে, না অন্য কোনও ধান্দা ছিল?"

ভোলা বলল, "বিশ্বাস করো, আমি এইসবের মধ্যে নেই। সবের মূলে ওই নবাদা।"

"নবাদাটা কে?"

"যে ওই পাঁচুঠাকুরকে দিয়ে গনৎকারের কাজ করিয়েছিল। পাঁচুদা, আমি সবাই নবাদার হয়েই কাজ করি। এর জন্য সামান্য কিছু ভাগও পাই। পাঁচুদা আসলে গোনাগাঁথার 'গ'ও জানে না।"

রেবাদি বললেন, "রহস্যময় ব্যাপার। কিন্তু ওই পাঁচুঠাকুরকে তো আমরা চিনিই না। এমনকী দেখিওনি কখনও। থাকে কোথায় লোকটা?"

"ওর বাড়ি শিয়াখালার দিকে।"

"কিন্তু ওকে তো জগাইদা নিয়ে এসেছিল এখানে! তবে কি জগাইদাও—?"

"না, জগাইদার দোষ নেই। ওর পরিচয় না জেনেই ওকে বিশ্বাস করে ওর হাবভাব দেখে সত্যিকারের গনৎকার ভেবেই নিয়ে এসেছিল। আসলে এই বাড়ির মূর্তি চুরি যাওয়ার পর নবাদা ওই গনৎকারের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তোমাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা আদায় করবার মতলব করছিল। আরও বড় পরিকল্পনা ছিল। তা হঠাৎ জগাইদা ওকে ডেকে নিয়ে আসায় পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল একটু। তবুও কাজ যা হল তা আগের পরিকল্পনামতোই। শুধু টাকার অঙ্কটাই যা একটু কম হয়ে গেল।"

রেবাদি বললেন, "কত ছোটটি থেকে দেখলাম তোকে, শেষকালে তুই এই কাজ করলি?"

ভোলা যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তার ফল তো হাতেনাতেই পেলাম দিদি।"

বাবলু বলল, "তোদের ওই গনৎকার মানে পাঁচুঠাকুর এখন কোথায়?"

"সে রাতের পর তাকে আর দেখিইনি। নবাদা বারণ করেছে এই তল্লাটে ওকে আর না আসতে।"

বিলু বলল, "নবাদা কোথায় থাকে?"

"নবাদা তো এই গ্রামেরই লোক। আজ বিকেলে তোমরা যে লোকের সঙ্গে ঝামেলা করেছিলে, নবাদা ওরই বন্ধু।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বিকেলে তো সেরকম কাউকে দেখলাম না?"

"নবাদা তখন ছিল না। কোথায় যেন গিয়েছিল। এসে শুনেই আমাকে পাঠাল তোমাদের ওপর নজরদারি করতে। বলল, 'কিছু বদ ছেলেমেয়ে এসেছে এখানে তদন্ত করতে, ওরা নাকি খুবই ডেঞ্জারাস। ওরা কীসব আলোচনা করে, শুনে আয় দেখি।' আমি সেইমতোই এসেছিলাম। কিন্তু এমন যে হবে তা কে জানত?"

রেবাদি বললেন, "যা হওয়ার হয়েছে। এখন বল দেখি আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু জানিস কি না?"

"না। তবে নবাদা হয়তো জানলেও জানতে পারে। কেন না তোমার ভাইয়ের কয়েকটা চিঠি এসেছিল, ও সেগুলো পোস্টম্যানকে মারধোর করে কেড়ে নিয়েছে। এমনকী পোস্টম্যানকে এই কথা বলেও শাসিয়েছে যে, তোমাদের বাড়ির ঠিকানায় কোনও চিঠিপত্র এলে তা নবাদার হাতেই দিতে। না হলে ফল অত্যন্ত খারাপ হবে। পোস্টম্যান সেই ভয়ে ওর কথা অমান্য করেনি। তবে কিনা সেইদিনের পর আর কোনও চিঠিও দেয়নি ওর হাতে।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে এই বাড়ির মূর্তিচুরির নেপথ্যেও ওই লোকটির যথেষ্ট অবদান আছে। এমনকী এর পেছনে কালো দত্তর হাত থাকাও অসম্ভব নয়।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই সমর্থন করল বাবলুর অনুমানকে।

বিলু বলল, "এই চক্রান্ত কালো দত্তরই। ভয়ংকর প্রভাবশালী ব্যক্তি না হলে এ কাজ করতে কেউ সাহস করে না।"

ভোম্বল বলল, "এবং তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে এইসব নবাদার মতো লোকেরা।"

রেবাদি বললেন, "তবেই বুঝছ তো, তোমরা অযথা আমাদের গুরুদেবকে সন্দেহ করছিলে।"

বাবলু বলল, "সন্দেহ করলেও একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে তো আসিনি। আশঙ্কা করেছি মাত্র। কার সঙ্গে কোন সূত্রে কীভাবে যে কার যোগাযোগ থাকে তা কে বলতে পারে? আপনাদের বাড়িতে ওই প্রতারণার নাটকে এই নিরীহ ভোলাও যে জড়িয়ে ছিল তা কি একটু আগেও আপনি জানতেন? না কি ভুলেও কখনও সন্দেহ করেছিলেন পাড়ার ওই নবাদাকে?"

রেবাদি বললেন, "আমার মাথায় কিছু আসছে না ভাই। এই মুহূর্তে কী যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না। নবাদা লোকটি অত্যন্ত বদ। ও পারে না এমন কোনও কাজই নেই।"

বাবলু বলল, "খারাপ লোকেরা ওইরকমই হয়।"

ভোলা আতঙ্কিত হয়ে বলল, "আমি ওর নাম বলে দিয়েছি, এর পরে নবাদা আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। ও আমাকে নির্ঘাত খুন করবে।"

ভোম্বল বলল, "তোমার মতো ছেলেকে বাঁচিয়ে না রাখাই উচিত।"

বাবলু আর কিছু না বলে বলল, "এবার তো পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। পুলিশ এসে যা করার করুক।"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ। পুলিশে খবর দিতেই হবে। তোমরা অপেক্ষা করো, আমি এখনই আসছি।"

রেবাদিকে যেতে হল না। হইচই শুনে পাড়ার লোকরাই তখন দলে দলে এসে হাজির। তাদেরই একজন গিয়ে খবর দিয়ে এল পুলিশে। কী কাণ্ড সেই রাতদুপুরে!

একটু পরেই পুলিশ এল। লোকজনের ভিড় সরিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ভোলাকে অ্যারেস্ট করে গাড়িতে ওঠাল। তারপর সবাই গেল নবাদার বাড়িতে। কিন্তু হাওয়া খারাপ বুঝে পাখি তখন ফুড়ুত। পুলিশের লোক গোটা বাড়ি তোলপাড় করেও সন্দেহজনক কিছুই পেল না নবাদার বাড়ি থেকে।

সে-রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সুখশয্যায় শয়ন করলেও ঘুম আর এল না কারও চোখে। সারারাত ধরে তাই নানারকম আলোচনা চলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

রেবাদি বললেন, "যে ভাইটি চিঠি লিখে নিজের কুশল সংবাদ দিতে পারে সেই ভাই কি খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপনও লক্ষ করল না?"

বিলু বলল, "এই রহস্যের চক্র যা, তাতে আমার মনে হয় এই শয়তানরাই হয়তো ওকে গুম করে রেখেছে কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "ওই কালো দত্তর ডেরায় গিয়ে হানা দিলেই সব রহস্যের যবনিকা হবে।"

বাচ্চু বলল, "সব না হলেও কিছুটা হবে। তার কারণ, কালো দত্ত যদি ওই মূর্তিচুরির নেপথ্যে থাকে তা হলে সে মূর্তি এতক্ষণে ভিনদেশে পাচার হয়ে গেছে। আর রেবাদির ভাইকে যদি গুম করা হয়ে থাকে তা হলে তার হদিস পাওয়া যাবে ওইখানে হানা দিলেই।"

বিচ্ছু এতক্ষণ মন দিয়ে প্রত্যেকের কথা শুনছিল। এবার একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "তোমাদের এইসব কথাবার্তা আমাব মনের মতো হচ্ছে না। আগাগোড়া ধারণাটাই তোমাদের ভুল।"

বাচ্চু বলল, "ভুল কেন?"

"প্রথমত, রেবাদির ভাইকে গুম করে বেখে ওদের কোন উদ্দেশ্যটা সফল হবে? অতএব এই কাজের ঝুঁকি ওরা নেবে কেন? দ্বিতীয়ত, সে গুম হয়ে থাকলে পালিয়ে যাওয়ার রাতে পুলিশকে সে ফোন করল কী করে? বাইরে থেকে নিজের বাড়িতে চিঠিই বা সে লিখল কীভাবে? গুম হয়ে থাকা অবস্থায় কি চিঠি লেখা যায়?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু তিনজনেই চুপ।

বাচ্চু বলল, "তাও তো বটে!" তারপর বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, এই ব্যাপারে তোমার কী মত?"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "এই ব্যাপারে বিচ্ছুর সিদ্ধান্তই ঠিক। ওকেই আমি সমর্থন করছি। আমার মনে হয় সে বেচারি অন্য কোনও চক্রে পড়ে ফেঁসে গেছে। হাতে অত টাকা, কাজেই কারও পাল্লায় পড়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো সে এমন এক জায়গায় অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে যেখানে বাংলা খবরের কাগজই গিয়ে পৌঁছয় না। পৌঁছলেও লোকের হাতে হাতে ঘোরে না। আর তারই ফলে সেও যেমন জানতে পারছে না এখানকার পরিস্থিতির কথা, তেমনই নতুন করে আব কোনও চিঠিও লিখতে পাবছে না হয়তো। লিখলেও সে-চিঠি বিলি হচ্ছে না নবাদার চোখরাঙানিতে।"

রেবাদি বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। ওব চিঠি নিশ্চয়ই জমা হচ্ছে পোস্ট অফিসে অথবা পোস্টম্যানের কাছে। কাল সকালেই আমি খোঁজ নিচ্ছি, দাঁড়াও।"

এইভাবে কথা বলতে বলতেই রাত্রি শেষ হয়ে গেল একসময়। ভোরের পাখির ডাকে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। রেবাদি প্রত্যেকের জন্য চা করলেন। বাবা-মাকে প্রণাম করে চা খাইয়ে সবাইকে নিয়ে নীচে এলেন। বিগ্রহহীন শূন্য দেবগৃহে প্রণাম সেরে চললেন রাজবল্লভেশ্বরী মন্দিরের দিকে।

পঞ্চুকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও চলল গ্রামদর্শনে। শহরের আভিজাত্যে ভরা গ্রাম। দূরে সবুজ বনানী, খেতের ফসলভরা মাঠ, ভারী সুন্দর!

হঠাৎই খবর পাওয়া গেল উদয়নারায়ণপুরের এক গ্রাম থেকে কাল রাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে গনৎকার পাঁচুঠাকুরকে। আর তার চেয়েও মর্মান্তিক সংবাদ যেটা তা হল মোটরবাইকে চেপে পালিয়ে যাওয়ার সময় বড়গাছিয়ার কাছে একটি লরির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে নবাদা।

খবর শুনেই হায় হায় করে উঠল বাবলু। বলল, "ইস, এই লোকটাকে ধরতে পারলে ওকে মোচড় দিয়ে অনেক খবরই আদায় করা যেত। কিন্তু ব্যাড লাক—।"

রেবাদি বললেন, "আপদ গেছে। গ্রামের লোকজন ওর দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে থাকত সবসময়। হাড় জুড়িয়েছে আমাদের। বাঁচলাম আমরা।"

বাবলু মৃদু হেসে বলল, "কী চমৎকার অপারেশন। আশা করা যায় এই সূত্র ধরে ধীরে ধীরে এগোতে পারলেই মূর্তিচুরির রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।"

রেবাদি বললেন, "কীভাবে?"

"মূর্তিচোরেরাই দুর্ঘটনা সাজিয়ে খুনটা যে করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওটা অ্যাকসিডেন্ট নয় রেবাদি, দিস ইজ এ কেস অব মার্ডার।"

এর পর কিছুক্ষণ নীরবতা।

একসময় বাবলু বলল, "যাক, আপাতত এখানকার কাজ আমাদের শেষ। এর পর বাড়ি গিয়ে বাকিটা পর্যালোচনা করব।"

রেবাদি বললেন, "তোমরা কি আজই চলে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"দু' একটা দিন থাকলে পারতে।"

"কোনও উপায় নেই। আমরা তো এখানে বেড়াতে আসিনি, এসেছি কাজে। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। প্রথম কাজই হল কালো দত্তকে ফাঁদে ফেলা। না হলে এক এক করে আমরা সবাই মরব। তার ওপর আছে বান্টু ও ট্যাংরার মতো দুই দুষ্কৃতী। এরা সচল থাকলে কখন যে কী হয় তা কে জানে? চোখের সামনেই তা দেখলেন নবাদার অবস্থা।"

রেবাদির মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। বললেন, "আমি ভেবে পাচ্ছি না নবাদার খুন হওয়াটা এত তাড়াতাড়ি কী করে সম্ভব হল। ভোলার ওই অবস্থা না হলে তো নবাদা গ্রাম ছেড়ে পালাত না। কাজেই ওইটুকু সময়ের মধ্যে ওরা জানতে পারল কী করে?"

বাবলু অত্যন্ত সহজভাবে বলল, "অসম্ভব কিছুই নয়। কালো দত্ত তো তার শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়েইছে। তাই হয়তো কারও মারফত নির্দেশ পাঠিয়েছে নবাদার কাছে আমাদের পেছনে স্পাই লাগানোর জন্য। ফলে ওরই নির্দেশে ভোলা ওই কাজ করতে এসে ধরা পড়ে আমাদের হাতে। নবাদা সেটা টের পেয়েই ওদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার খবর টেলিফোন মারফত জানিয়ে গা ঢাকা দিতে যায়। ততক্ষণে সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ করার জন্য কালো দত্তর গুন্ডারা ফিল্ডে নেমে পড়ে। তারই পরিণতিতে খুন হতে হল নবাদাকে। পাপের বেতন হিসেবে গুনে দিতে হল নিজের মৃত্যুকে। তার ওপর যেহেতু আজ বিকেলের ওই ঘটনার পর কালো দত্তর এখানে আগের মতো প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত না তাই নবাদার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল ওঁর কাছে। অতএব এখানকার দাবার ছকে ওঁর কোনও ঘুঁটিকেই আর সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনই হল না। তার চেয়েও বড় কথা, মূর্তির ব্যাপারে ওঁর যদি কোনও হাত থেকেই থাকে সে কাজও তো সে হাসিল করেই ফেলেছে।"

রেবাদি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বাবলুর মুখের দিকে। বললেন, "সত্যিই তুমি গোয়েন্দা। ধন্য তুমি বাবলু। ধন্য তোমরা সকলে। ধন্য তোমাদের পঞ্চু।"

পঞ্চু নিজের প্রশংসা শুনতে পেয়ে আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে আপন খেয়ালেই 'ভোঁ ভোঁ ভোঁউ' করে উঠল।

রেবাদি বাড়ির দিকে আসতে আসতে বললেন, "বেশ, তোমরা যদি আজই চলে যেতে চাও যাও। তবে কিনা দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যেও কেমন?"

"তাতে অবশ্য আমাদের আপত্তি নেই।"

ভোম্বল বলল, "তবে রেবাদি, আমি কিন্তু বাড়ি যাওয়ার সময় কেজিখানেক মাখা সন্দেশ নিয়ে যাব এখানকার। কাল রাতে আপনি যা খাইয়েছেন তা কিন্তু ভুলব না।"

বিলু বলল, "ভোম্বলের এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরাও।"

হঠাৎই বাজারের কাছে এসে কাকে যেন দেখে ছুটে গেলেন রেবাদি, "দিনুদা! দিনুদা!"

মধ্যবয়সি একজন সহজ সরল মানুষ করুণ চোখে রেবাদির দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এলেন এবার।

রেবাদি বিনীতভাবে বললেন, "আমার ভাইয়ের কোনও চিঠিপত্র আসেনি?"

দিনুদা এখানকার পোস্টম্যান। রেবাদির কথায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "আমাকে মাফ করো দিদিভাই। তোমার ভাইয়ের দু'-একটা চিঠি গোড়ার দিকে এসেছিল। নবা সেগুলো ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। এমনকী এই ব্যাপারে কিছু বলতেও না করেছে ও। আমি অনেকবার ভেবেছি চুপিচুপি তোমাকে সব কথা জানাই। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস আমার হয়নি। পরে আরও দুটো চিঠি এসেছিল। এ দুটো খামের চিঠি। দুটো চিঠিই আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এখন নবা নেই, আর কোনও ভয়ও নেই। দুটো চিঠিই আমি দেব তোমাকে।"

রেবাদি বললেন, "আপনার ব্যাপারটা আমি ভোলার মুখে সব শুনেছি, তাই একটুও রাগ করিনি। আপনার মতো অবস্থায় পড়লে যে কেউ ওইরকম করত। তবে চিঠি দুটো যে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

দিনুদা বললেন, "তুমি বাড়ি যাও। আমি এখনই তোমার বাড়িতে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসছি।"

দিনুদা কথা রেখেছিলেন। বাড়ি ফিরে ওরা যখন সবাই আবার নতুন করে চা পর্বে মেতে উঠল ঠিক তখনই দিনুদা এসে দিয়ে গেলেন চিঠিদুটো।

চা-পর্ব শেষ করে চিঠি খুলল ওরা।

কী ভয়ানক চিঠি। আর কী দারুণ রহস্যময়।

প্রথম চিঠিটা এইরকম—

"সে রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে বড় রাস্তায় এসেই এক ট্রাক ড্রাইভারের দয়ায় তারকেশ্বর চলে আসি। পথে গজার মোড়ে নেমে থানায় ফোন করে সব কথা জানাই। এর পর আরামবাগ বর্ধমান হয়ে চলে যাই আসানসোলে। এখানে একটি সস্তার হোটেলে উঠে আমি বেশ ভয়ে ভয়েই আছি। কেন না আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাকে সন্দেহ করছে। ভাবছি কালই পালাব এখান থেকে। পুরুলিয়ায় গুরুদেবের আশ্রম কিংবা জয়চণ্ডীতে যেতে ভয় করে। পুলিশ যদি আমার খোঁজে ওখানেও যায়? সত্যি, কী যে হবে আমার! বাবা মাকে একটু দেখিস। পরে আবার চিঠি দেব।"

এর পর দ্বিতীয় চিঠি। এই চিঠিটাই রহস্যময় এবং ভাবিয়ে তুলল সকলকে।

"দিদি রে! আমি সর্বস্ব খুইয়েছি। জয়চণ্ডীতে এসেই ভুল করলাম। আমার কাছে টাকাপয়সা যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিয়েছে ওরা। আমি এখন বলতে গেলে একরকম বন্দিদশায় আছি। এই সাধু গুরু সম্প্রদায় যে কী ভয়ানক, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। গুরু হনুমানের শাগবেদবা সবসময় আমাকে নজরে রাখে যাতে আমি পালাতে না পারি। এদিকে গুরুদেবের হিংস্রতা বনের পশুকেও হার মানায়। উঃ, কী নৃশংস! আমার কাছে একটিই খাম ছিল। লুকিয়ে চিঠি লিখে এক রাখাল ছেলের হাত দিয়ে পোস্ট করতে পাঠিয়েছি। চিঠি পেলে জেনে রাখিস বেঁচে থেকেও মরে আছি আমি। সারাদিনে একবার মাত্র আধপেটা খাওয়া আর অসহ্য দৈহিক নির্যাতন। এর চেয়ে ফাঁসির দড়িই আমার ভাল ছিল।—ইতি দেবাংশু।"

চিঠি পড়া শেষ হতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন রেবাদি। তবে এই চিঠির ব্যাপারটা রেবাদির বাবা মাকে জানানো হল না।

রেবাদি বললেন, "এই ব্যাপারটা এখনই পুলিশকে জানানো উচিত কি না?"

বাবলু বলল, "না। পুলিশের সাহায্য পরে নেওয়া হবে। এখন ব্যাপারটা কী তা আগে জানতে হবে ভাল করে। আপনার মুখে গুরুদেবের প্রশংসা যা শুনেছি তাতে তাঁর এই পরিবর্তনের কারণটা কী? তা ছাড়া 'গুরু হনুমান' ব্যাপারটাও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আর এও বুঝতে পারছি না ওরা অকারণে ওর ওপর এইরকম নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে কেন?"

"আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আচ্ছা, ভাই নিখোঁজ হওয়ার পর আপনি আপনার গুরুদেবকে কোনও চিঠি দেননি? আপনার কি একবারও মনে হয়নি ওর এই বিপদের মুহূর্তে ও গুরুদেবের আশ্রমে যেতে পারে বলে?"

"হয়েছিল। কিন্তু ও পুলিশকে যেভাবে জানিয়েছিল তাতে বলেই দিয়েছিল কেউ যেন কোনওভাবে ওর খোঁজ না করে। কেন না ও অনেক— অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এখান থেকে। ওর বক্তব্যের সঙ্গে এই চিঠির কোনও মিলই খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

বাবলু চিন্তান্বিত হয়ে পঞ্চুর দিকে তাকাল একবার। তারপর আর সকলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

রেবাদি বললেন, "এখন তা হলে—।"

বাবলু বলল, "ধৈর্য ধরতে হবে। একদিকে কালো দত্তর সন্ত্রাস আর একদিকে গুরু হনুমান। জয়চণ্ডী পাহাড়। আপনার ভাই। সব গোলমাল হয়ে যাবে তা হলে। এই ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করবেন না। শুধু ভরসা রাখুন আমাদের ওপর। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যেখানেই থাকুক না কেন আপনার ভাই, ঠিক ওকে খুঁজে বের করব আমরা। মূর্তি উদ্ধারের চেষ্টাও করব। তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে তো, হয়তো সফল হব না। কিন্তু কালো দত্তর কালো হাত আমরা গুঁড়িয়ে দেব। জেলের ঘানি ওকে টানাবই।"

রেবাদি বললেন, "যাই করো না কেন, শুধু আমার ভাইটিকে তোমরা উদ্ধার করো।"

বাবলু বলল, "কথা দিলাম। নাহলে গোয়েন্দাগিরিই ছেড়ে দেব আমরা।"

রেবাদি ওদের সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে নীচে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনায় বসল।

বাবলু বলল, "ঘটনার গতি এখন এমনভাবে মোড় নিয়েছে যাতে আমাদের দ্বিমুখী তদন্ত করতে হবে। এখন হুট করেই আমাদের সকলের একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়া ঠিক হবে না। কেন না একদিক করতে গেলে আর একদিক ভেস্তে যাবে। এই তদন্তের কাজ চালাতে হবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে।"

বিলু বলল, "পরিকল্পনাটা শুনি তবু।"

"ভাবছি আর দেরি না করে কালই আমি একবার জয়চণ্ডী থেকে ঘুরে আসব। তোরা ঘ্যাঁগোদের সাহায্য নিয়ে কালো দত্তর ডেরার দিকে নজর রাখবি। আজই আমাদের লোকাল থানায় কালো দত্তর ব্যাপারে জানাব সবকিছু। পুলিশের সাহায্য ছাড়া কালো দত্তর দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। ওঁর বাড়িতে তল্লাশি চালালে মূর্তিটা হয়তো উদ্ধারও হতে পারে। অবশ্য যদি ওটা ইতিমধ্যে পাচার না হয়ে থাকে।"

বিলু বলল, "ধর পুলিশ যদি ওঁর বাড়িতে রেড করতে রাজি না হয়?"

"তখনকার ব্যবস্থাটা অন্যরকম হবে।"

"কিন্তু জয়চণ্ডীতে গেলে তুই একা কেন যাবি? আমাদের একজন কাউকে অন্তত সঙ্গে নে।"

"কেউ যেতে চাস যাবি। তবে কিনা ওখানকার চেয়ে বিপদ এইখানেই বেশি। ওখানে গেলেই যে রেবাদির ভাইয়ের দেখা পাব তার কোনও ঠিক নেই। সেও হয়তো এতক্ষণে পাচার হয়ে গেছে। আমি জাস্ট কয়েকটা ব্যাপারে অনুসন্ধান করব। কাল যাব, পরশু ফিরব।"

"তবুও একা কোথাও যাওয়াটা ঠিক নয়। বিশেষ করে আমরা একা হলেই বিপদ বাড়ে।"

"বেশ, তা হলে বরং পঞ্চু যাক আমার সঙ্গে।" বলেই পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কীরে পঞ্চু, যাবি নাকি?"

পঞ্চু একেবারে দু'পায়ে খাড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বিচ্ছু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এমন স্বার্থপরের মতো কাজ করে ফেলিস না রে তোরা। কোথাও গেলে আমাদেরও নিয়ে যাস।"

পঞ্চু কী আর বলবে? সে লেজ নেড়ে নেড়ে তার আনুগত্য দেখাতে লাগল। আর কুঁই কুঁই করে কী যেন বলবার চেষ্টা করতে লাগল বাবলুকে।

বাবলু মুখ টিপে হাসল।

বাচ্চু বলল, "দু'-একদিনের যখন ব্যাপার, তখন সবাই গেলেই বা ক্ষতি কী?"

বাবলু বলল, "কোনও ক্ষতি নেই। সব কিছুই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।"

বিলু বলল, "আগে বাড়ি যাই। গিয়ে ওখানকার হালচাল কীরকম তা বুঝি। পরে অন্য ব্যবস্থা। হুট করেই তো কিছু করা যায় না? হাওয়া যেভাবে ঘুরেছে তাতে কিন্তু দারুণ একটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেই পড়তে হবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু এখন থেকেই বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে? এই অবস্থায় একা কারও কোথাও যাওয়া উচিত নয়।"

বাবলু বলল, "আমি আমার মতের পরিবর্তন করলাম। আমরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ সেখানে সকলের আগ্রহই সমর্থনযোগ্য। অর্থাৎ গেলে আমরা সকলে যাব।"

আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল সকলে।

এর পরে আর আলোচনা নয়। দুপুরে স্নান-খাওয়া সেরে ওরা যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

রেবাদির মা-বাবা ও রেবাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা বড় রাস্তায় আসতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা। ড্রাইভারের মুখটা বড় চেনা-চেনা। কিন্তু কোথায় যে দেখেছে ওকে তা কিন্তু মনে করতে পারল না। এ ব্যাপারে ওরাও বিশেষ আগ্রহ দেখাল না অবশ্য। ট্যাক্সি ড্রাইভার দুশো টাকায় ওদের এলাকায় নিরাপদে সকলকে পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে গেল।

বিদায় রাজবলহাট, বিদায়। বিদায় রাজবল্লভেশ্বরী মাতা। বিদায় আঁটপুর। এখন ভালয়-ভালয় কাজটা মিটে গেলেই আবার নতুন করে নতুন আনন্দ নিয়ে আসা।

॥ ৬ ॥

এ-পথে যানবাহন খুব কম চলে। তাই পথের কোনও বাধা নেই। দু'পাশের প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে বিনা বাধায় এগিয়ে চলল ওরা।

যেতে যেতে বাবলু হঠাৎ ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আপনার নাম কি তারক?"

ড্রাইভার গাড়ির গতি একটু কমিয়ে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কী করে?"

"আপনি আগে বৈষ্ণবপাড়ায় থাকতেন?"

"তাও ঠিক।"

"আমরা ওরই আশপাশে থাকি। অনেকদিন আগে আপনি একবার একটা ধরা-পড়া চোরকে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন, মনে আছে?"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে।"

"সেই দৃশ্য আমি দেখেছিলাম। এতক্ষণ আপনাকে চিনেও চিনতে পারছিলাম না। এইবার পরিষ্কার হয়ে গেল। যাই হোক, আপনি আমাদের বড়গাছিয়ায় নামিয়ে দেবেন।"

কথায় কথায় বড়গাছিয়া এসেই গিয়েছিল।

ড্রাইভার বলল, "হঠাৎ বড়গাছিয়ায় কেন? তোমাদের তো হাওড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। যাব যার বাড়িতেই নামিয়ে দিতাম।"

"বাড়ি আমরা যাব, তবে যেতে একটু রাত হবে। আমাদের এক আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করে যাব।"

"আমার টাকাটা?"

"পুরোপুরিই পাবেন।"

বড়গাছিয়ায় এসে একটি সিনেমা হলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল ওরা। তারপর ড্রাইভারকে ভাড়া দিতেই গাড়ি নিয়ে দ্রুত চলে গেল সে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই দাঁড়িয়ে রইল পথের মাঝখানে।

বিলু বলল, "হঠাৎ গাড়িটা ছেড়ে দিলি যে?"

"এই ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তারক নামের এই লোকটির যে নৃশংস রূপ আমি দেখেছিলাম তাতে এর গাড়িতে যেতে আমার মনে একটুও সায় দিচ্ছিল না। এই লোকের সঙ্গেও যে কালো দত্তর কোনও যোগাযোগ নেই তাই বা কে বলতে পারে? তা ছাড়াও কারণ আছে। বড়গাছিয়া পেরনোর পর এলাকাটা কালো দত্ত আর বানটুর নাগালে এসে যায়। নবাদাকে কিন্তু ওই এলাকাতেই মেরে ফেলা হয়েছিল। অতএব দিনমানে হলেও ও-পথে আমাদের যাওয়াটা একটু বেশিরকমের ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যায়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।"

ভোম্বল বলল, "ভালই করেছিস। এখন তা হলে কীভাবে যাব আমরা?"

বাবলু বলল, "বাসে বা ট্যাক্সিতে আর নয়। একটু এদিক-সেদিক ঘুরে বড়গাছিয়া লোকালেই বাড়ি যাব।"

বাবলুর প্রস্তাবটা জুতসই হল সকলের কাছেই।

ওরা এ-পথ সে-পথ করে একটা দোকানে বসে সামান্য জলযোগ সেরে নিল। তারপর স্টেশনে এসেই দেখল ডাউন বড়গাছিয়া লোকাল ছাড়ার অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। চারটে পনেরোয় ট্রেন। এখন সাড়ে চারটে। কী ভাগ্যে সময়ে ছাড়েনি ট্রেনটা।

ওরা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে যে যার মনের মতো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল।

ট্রেন ছাড়ল একটু পরেই। প্রথমে দক্ষিণবাড়ি। তারপর ডোমজুড় রোড। ডোমজুড়, মাকড়দহ, ঝালুরবেড়, ডাঁসি, কত স্টেশন। এই লাইনে রেলপথ চালু হওয়ার আগে এইসব জায়গার সঙ্গে পরিচয়ই ছিল না অনেকের। জনহীন প্ল্যাটফর্ম। যাত্রীবিহীন ট্রেন। কারণও আছে। এ-পথে সময়ে ট্রেন চলে না। অনেক পথ ঘুরে আসার জন্য সময়ও লাগে অনেক। তা ছাড়া ভাড়াও অনেক বেশি। তাই একমাত্র অফিস টাইমে গুটিকয় ডেলি প্যাসেঞ্জার ছাড়া যাত্রী হয় না বড় একটা।

ডাঁসিতে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তিনজন উদ্ধত যুবক ছুটে এসে উঠে পড়ল বাবলুদের কামরায়। উঠেই যেন ভূত দেখল সকলে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই চক্ষুস্থির ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও অবাক হয়ে গেল খুব। এরা এখানে কীভাবে এল? ট্যাংরা, বিজে আর বোঁদে। প্রধান শত্রু ওদের।

ভোম্বল তো বোঁদেকে দেখেই লাফিয়ে উঠল। বলল, "এই শয়তানই সেদিন গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে যাচ্ছিল আমাকে। আজ একে চলন্ত ট্রেন থেকে যদি ফেলে না দিই তো আমার নামই নেই।" বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বোঁদের ওপর। তারপর ওর জামার কলার ধরে টেনে এনেই পেটে কনুই দিয়ে এমন একটা গোত্তা মারল যে, 'কোঁক' করে উঠল বোঁদে। পরক্ষণেই সেও ভোম্বলকে এক ঝটকায় ফেলে দিল। পড়ে গিয়ে ভোম্বলের তো রক্তারক্তি ব্যাপার।

ততক্ষণে বিজের হাতে একটা স্প্রিং দেওয়া ছোরা আর ট্যাংরার হাতে একটা থ্রি নট থ্রি শোভা পাচ্ছে।

বাবলুও তৈরি। ওর হাতেও পিস্তল। কিন্তু ওদের সবাইকে নিষ্ক্রিয় করে নেকড়ের মতো হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, সে হল পঞ্চু।

পঞ্চুর মেন টার্গেট হল ট্যাংরা। তাই সে ট্যাংরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই তার গলার টুঁটিটাকে কামড়ে ধরল। ততক্ষণে বিলু ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে রিভলভারটা।

বোঁদের অবস্থা তখন শোচনীয়। কারণ ভোম্বল আবার আক্রমণ করেছে বোঁদেকে। ওর মাথাটা ধরে দু'বার টিপ টিপ করে কম্পার্টমেন্টের গায়ে ঠুকে দিয়েই এক লাথিতে ফেলে দিল চলন্ত ট্রেন থেকে।

রিজেও গতিক সুবিধের নয় বুঝে পঞ্চুর কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চলন্ত ট্রেন থেকেই মারল এক লাফ।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অপারেশন সাকসেসফুল হল। কা থেকে যে কী হয়ে গেল তা ভেবেই পেল না ওরা। ওদের ব্যাগ থেকে নাইলনের ফাঁস ফিতে ইত্যাদি বের করে সকলে মিলে বেঁধে ফেলল ট্যাংরাকে।

পঞ্চু ওর অবস্থা ইতিমধ্যে এমনই কাহিল করে দিয়েছে যে, ওর আর বাধা দেওয়ার শক্তিটুকুও রইল না। পঞ্চুর সরকটা দাঁত চেপে বসেছিল ওর গলায়। তাই মরণ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ও। কাজেই অসহায়ভাবে ধরা দিতে বাধ্য হল সে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওকে বেশটি করে বেঁধে সতর্কতার জন্য ওর গলায় নাইলন ফিতের ফাঁস আটকে শক্ত করে ধরে রইল। সে কাজটা করতে হল বিলুকেই। এই কাজটা এইজন্যই করা হল যাতে ও সুযোগ পেয়ে পালাতে না পারে। পালাতে গেলেই ফাঁসের জায়গায় টান পড়বে। ফলে অবধারিত মৃত্যুকে ডেকে আনবে ও নিজেই।

ডাঁসির পর কোনা। তারপর বাকড়া নবাবাজ স্টেশন আসতেই ট্রেন থেকে নেমে পড়ল ওরা। কেন না এর পর সাঁতরাগাছিতে পৌঁছলে ট্রেনে অস্বাভাবিক রকমের ভিড় হয়ে যাবে। তখন গণধোলাইয়ে যদি মারা যায় তা দুর্ধর্ষ ট্যাংরাকে হাতেনাতে ধরার মজাটাই যাবে নষ্ট হয়ে।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পঞ্চুর পাহারায় সকলকে রেখে একজনদের বাড়িতে গিয়ে থানায় ফোন করতেই অফিসার বললেন, 'অজস্র ধন্যবাদ তোমাদের। একটু সময় ধরে রাখো শয়তানটাকে। আমরা এখনই যাচ্ছি।'

কতকগুলো ব্যাপারে পুলিশ খুবই তৎপর। তাই আধঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল পুলিশের গাড়ি।

ফাঁদে পড়া ঘুঘুর দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, 'অনেক লোকের অনেক জীবন তুমি নিয়েছ। পুলিশ প্রশাসনের রাতের ঘুম তুমি কেড়ে নিয়েছ। এখন থানায় চলো, তোমার সমস্ত অপরাধের কথা টেপ করে নেওয়ার পর আদালতে হাজির করব তোমাকে।'

বাবলু বলল, "তার আগে কুকুরে কামড়ানোর ইঞ্জেকশনও তো দিতে হবে কয়েকটা?"

পুলিশ অফিসার বললেন, 'কিচ্ছু করব না। মরুক ব্যাটা জলাতঙ্ক হয়ে। আঁউ আঁউ করে ডাকবে আর যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সেই হবে ওর উপযুক্ত শাস্তি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পর পুলিশের গাড়িতেই নিজেদের এলাকায় এল। তারপর ফিরে গেল যে যার বাড়িতে।

ট্যাংরা বিজয়ে বাবলুর মন এখন আনন্দে ভরপুর।

বাবলুর বাবা বাড়িতেই ছিলেন। ছেলে ফিরে আসায় নিশ্চিন্ত হলেন বেশ। মা'ও খুশি খুব। বললেন, "যা বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আয়। আমি ততক্ষণ চা জলখাবারটা তৈরি করে ফেলি।'

বাবলু একটুও দেরি না করে জামা প্যান্ট পালটে বাথরুমের কাজ সেরে ঘরে এসে বসল। অন্যদিনের চেয়ে আজ গরমটা একটু বেশি পড়েছে। তাই পাখার হাওয়াটা আরামদায়ক লাগল বেশ।

বাবা বললেন, "তোদের কাজের কাজ কতটা কী হল বল?"

বাবলু বলল, "তদন্তের পথ যদিও ঘোরালো তবুও এমন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি যে, সবই সহজ হয়ে আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, শুনলে তুমি অবাক হবে যে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতেনাতে ধরে ফেললাম ট্যাংরাকে।"

চমকে উঠলেন বাবা, "বলিস কী রে!"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, ওর দুই শাগরেদও ধরা পড়বে। একজনকে তো ভোম্বল রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দিয়েছে ট্রেন থেকে, আর একজন পঞ্চুর কামড় থেকে বাঁচবার জন্য নিজেই লাফিয়েছে।"

' ভোম্বল এই কাজটা তো ঠিক করল না।"

'আসলে ওই লোকটাই সেদিন গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে গিয়েছিল ওকে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তির

ফলে ভোম্বলেরও রক্তারক্তি অবস্থা। ঠোঁট কেটে নাকে লেগে বেশ রক্তক্ষরণ হয়েছে।" বলেই ভোম্বলের বাড়িতে ফোন করল বাবলু।

ওর মা ফোন ধরেছিলেন। বললেন, "আর কেন বাবা, এবার শান্ত হ তোরা। ছেলেটার কী দশা হয়েছে বল দেখি?"

বাবলু বলল, "ওরকম একটু-আধটু হয়। আমরা শুধুই মারব অথচ মার খাব না, এটা তো ঠিক নয়। যাই হোক, ও কি ডাক্তারখানায় গেছে?"

"হ্যাঁ গেছে। এলে ফোন করতে বলব।"

বাবলু ফোন রাখতেই ঘ্যাঁগো ওর দলবল নিয়ে হাজির। ঘ্যাচাং, খ্যাচাং, ফ্যাচাং তিনজনই আছে ওর সঙ্গে। ওদের দেখে বাবা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার তোদের? আর কোনও প্রবলেম নেই তো?"

ঘ্যাঁগো বলল, "নো প্রবলেম। আমরা চারজনেই কাগজ কুড়নোর অছিলায় কালো দত্তর ডেরার আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছি। আর তাতে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা কিন্তু মারাত্মক।"

বাবলুর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল এবার। বলল, "কীরকম!"

"কালো দত্তর ওই বাড়িতে নানা ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে। তাদের মধ্যে অবাঙালির সংখ্যাই বেশি।"

"যেহেতু উনি একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর, তাই ওই ধরনের লোকেদের আসা-যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর কিছু?"

"এই আর কিছুর জন্যই তো এত রাতে এখানে আসা।"

বাবলু দেখল দেওয়াল-ঘড়িতে রাত ন'টা।

"বল দেখি, শুনি ব্যাপারটা কী?"

"আজ দুপুরবেলা আমরা যখন নজর রাখছি বাড়িটার দিকে, তখন দেখি দামি একটা এয়ারকুলার লাগানো গাড়িতে করে এক উচ্চশ্রেণীর সাধুবাবা কালো দত্তর বাড়ির সামনে নামলেন। সাধুবাবার পরনে সিল্কের গেরুয়া। মাথায় সুদীর্ঘ জটা। তাতে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। গাড়ির ভেতর থেকে নামল—।"

এমন সময় মা প্রত্যেকের জন্য লুচি-আলুভাজা আর চা নিয়ে এলেন।

বাবলু বলল, "আজ রাতে আমি আর কিছু খাব না মা। এখন এই খাই। রাতের খাওয়া আর নয়।"

"ও বেলার একটু মাংস ছিল যে?"

"এদের খাইয়ে দাও।"

মা একবাটি মাংস নিয়ে এসে টেবিলে রেখে বললেন, "নে, খেয়ে নে তোরা।"

মাংস পেয়ে খুব খুশি হল ওরা।

বাবলু বলল, "এবার বল কে নামল গাড়ি থেকে?"

"পূর্ণিমার চাঁদ একটা। মনে হল যেন একটা রাজহংসী সাদা আদ্দির ফ্রক পরে নেমে এল গাড়ি থেকে।"

"কতবড় মেয়ে?"

"বড় মেয়ে। তবে খুব বড় নয়, তোমাদের বয়সি।"

"তাতে কী? ওই সাধুবাবারই মেয়ে হয়তো।"

"না। সাধুবাবার মেয়ে নয়। গাড়ির মধ্যে বানটু ছিল। ওর ধমক খেয়ে তবেই নামল। দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মেয়েটি।"

"গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।"

ঘ্যাচাং, খ্যাচাং, ফ্যাচাং বলল, "দারুণ গোলমেলে ব্যাপার। কোনও বড়লোকের মেয়েকে ওরা নির্ঘাত চুরি করে নিয়ে এসেছে।"

ঘ্যাঁগো বলল, "আমরা তো অধীর আগ্রহ নিয়ে দূর থেকে নজর রাখতে লাগলাম গাড়িটার দিকে। অনেক পরে দেখি না সাধুবাবা বেরিয়ে এলেন একটা বাদামি রঙের অ্যাটাচি হাতে নিয়ে—।"

ঘ্যাচাং বলল, "কিন্তু মেয়েটি এল না।"

খ্যাচাং বলল, "বানটুও না।"

ফ্যাচাং বলল, "কেউ না।"

"সাধুবাবা গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। আমরাও সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে এলাম।"

বাবলু বলল, "তোরা যে কী দারুণ একটা কাজ করে এলি, তা কী বলব। আজ রাতের মধ্যেই যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে না পারি তো পাচার হয়ে যাবে মেয়েটা। আর আমার মনে হয় তখনই বেরিয়ে আসবে কেঁচো খুঁড়তে সাপ।"

ঘ্যাগো বলল, "আচ্ছা, রেবাদির ভাইও কোনওপ্রকারে ওই ব্যাটা কালো দত্তর খপ্পরে পড়ে যায়নি তো?"

"গেলেও অবাক হব না। যাই হোক, এখনই আমাদের নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি নিতে হবে।"

এমন সময় হঠাৎই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার তুলে বলল, "হ্যালো গুড নাইট। পাণ্ডব গোয়েন্দা বলছি।"

ওদিক থেকে দারোগাবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

বাবলু বলল, "হ্যাঁ স্যার। না স্যার। পঞ্চুর কাজ পঞ্চু করেছে, আমাদের কাজ আমরা করেছি, এবার পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। ...এ তো আরও ভাল খবর। তবে দেখবেন, অপরাধীরা যেন শাস্তি পায় আর কোনওরকমেই পালিয়ে যেতে না পারে। আর ডি এক্স-এর মতো মারাত্মক জিনিস যাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তারা কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রিমিন্যাল। সাধারণ চোর-ডাকাতদের হাতে তো এসব থাকে না। অতএব—। তা ওই কালো দত্তর বাড়ি রেড করছেন না কেন আপনারা? .. ঠিক আছে। আমরা কিন্তু আজ একটা দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি। আপনাদের কিছু লোককে তৈরি থাকতে বলবেন। ফোনে সাহায্য চাইলে যেন সাহায্য পাই।"

বাবলু ফোন রাখলে ঘ্যাগো বলল, "কীসব কথা হল তোমাদেব, কিছুই তো বুঝলুম না।"

বাবলু তখন ট্রেনের ঘটনার কথা খুলে বলল ওদের।

শুনে তো দারুণ উল্লাসে লাফিয়ে উঠল ওবা।

ঘ্যাগো বলল, "ট্যাংরা ধরা পড়েছে? এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যি, তোমরা বলেই এটা সম্ভব হল।"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। ওরা ডাঁসি স্টেশনে হঠাৎ করে ট্রেনে না উঠলে এত সহজে নাগালই পেতাম না ওদের। যাই হোক, পুলিশ জানাল আমাদের মুখে শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে বোঁদে আর বিজেকেও অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। দু'জনেই হাত পা ভেঙে গুরুতর জখম হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ওদের। ট্যাংরাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ওর মুখ থেকে সব কিছু শুনে তবেই পুলিশ হানা দেবে কালো দত্তব ডেরায়।"

"ততক্ষণে তো ও সতর্ক হয়ে যা কিছু ওর ভাণ্ডারে মজুদ, সবই সবিয়ে ফেলবে।"

"তা যাতে না পারে সেইজন্য আজ রাতেই ওখানে হানা দেব আমরা। এখন বিলুকে একবার ব্যাপারটা জানাই।"

বাবলু, বিলুকে ফোনে সব কথা জানাতেই উত্তেজিত বিলু বলল, "পুলিশ কবে কী করবে না করবে সে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। তুই রেডি হ। দশটার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি তোর ওখানে।"

"আমরা মানে কী? এই অবস্থায় ভোম্বলকে জড়াস না। বেচারিব লেগেছে খুব।"

"ভোম্বলকে আমিই ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজেই ওব কন্ডিশন কী তা আমি ভালই জানি। বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলে দেখব। যাওয়া না যাওয়াটা ওদের ব্যাপার। তবে মনে হয় ওরা শুনবে না।"

"যা ভাল বুঝিস কর। আমি কিন্তু রীতিমতো লড়াই-এর জন্য তৈবি হচ্ছি। ঘ্যাগোও ওর সঙ্গীদের নিয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে।"

বাবলু ফোন রাখল। রেখে বেরোবার জন্য যা-যা প্রয়োজন তা নিয়ে পোশাক পরিবর্তন করল।

ঘ্যাগোদের তখন খাওয়া শেষ।

মা বললেন, "আবার এই রাতদুপুরে?"

বাবা কিছুই না বলে বাবলুর ঘর থেকে একটা বই নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

পঞ্চু এতক্ষণ একদৃষ্টে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার এক পা এক পা করে ওর দিকে এগিয়ে আসতেই অল্প করে মাথাটা নাড়ল বাবলু। পঞ্চু তাতেই বুঝে গেল যে, আবার নতুন করে যাত্রা হবে শুরু।

বিলু কথা রেখেছিল। তাই দশটার আগেই এসে হাজির হল সকলকে নিয়ে। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এল।

বাবলু বলল, "ফোনে তো সব কথা গুছিয়ে বলতে পারিনি বিলুকে। এখন অভিযানে যাওয়ার আগে পুরো ব্যাপারটা ভাল করে শুনে নে সকলে।"

সকলে গুছিয়ে বসলে বাবলু বলতে শুরু করল।

সব শুনে ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় রেবাদির ভাই দেবাংশুকে ওইখানে গেলে পাওয়া যাবে। ওই শয়তান কালো দত্তই গুম করে রেখেছে ওকে।"

বিচ্ছু বলল, "ওইসব আজেবাজে কল্পনা কোরো না। ওর চিঠিতেই প্রমাণ ও জয়চণ্ডীতে আটক আছে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু সেখানেও সাধুগুরু, এখানেও অ্যারিস্টোক্র্যাট সন্ন্যাসী। তার ওপরে কিডন্যাপিং কেস। একটা মেয়েকে যদি কোনও সন্ন্যাসী ধরে আনতে পারে তা হলে একটা ছেলেকেই বা কোনও সাধুগুরু এখানে পাচার করবে না কেন?"

বিলু বলল, "রেবাদির ভাই-এর প্রসঙ্গ এখন থাক। আগে ওই মেয়েটিকে উদ্ধার করি চল।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আর সময় নষ্ট নয়। বেরিয়ে পড়ো।"

বিলু বলল, "অতদূরের পথ কীভাবে যাব আমরা? স্কুটারগুলো নিয়ে আসব?"

বাবলু বলল, "না। আমি যা পরিকল্পনা করেছি তাতে অন্যভাবেই যেতে হবে আমাদের। পথে নেমে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

অতএব আর কোনও কথা নয়। তাই রাতের অন্ধকারে পথে নামল সকলে। বাবলুর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই মুহূর্তে ও যে কী ভাবনাচিন্তা করেছে তা ও-ই জানে। সে-কথা কেউ জানতে চাইল না বাবলুর কাছে। কেন না এটা ওর বিশেষ মুডের ব্যাপার। চরম মুহূর্তে কেউ কোনও প্রশ্ন করলে দারুণ রেগে যায় ও।

ওরা পাঁচজন, এরা চারজন। মোট ন'জন। প্লাস পঞ্চু।

বড় রাস্তায় এসে একটা টেম্পো দেখে হাত দেখিয়ে থামানো হল সেটাকে।

বাবলু বলল, "কোনদিকে যাচ্ছেন দাদা?"

"এখন তো যাচ্ছি না, ফিরছি।"

"আমাদের একটু বাঁকড়া বাজারে পৌঁছে দেবেন?"

"এতে করে গেলে তো অসুবিধে হবে তোমাদের। দ্যাখো না কোনও ট্যাক্সি পাও কি না?"

বাবলু বলল, "আপনি হাসালেন দাদা। ন'জন কখনও একটা ট্যাক্সিতে ধরে? তার ওপর এই কুকুরটা আছে।"

"অন্য কিছু নয়, টেম্পো তো লাফাবে। কষ্ট হবে না তোমাদের?"

"তা হয় একটু হবে, কী আর করা যাবে? তা ছাড়া এইরকম টেম্পোতে চেপে কোলাঘাট, ডায়মন্ডহারবার, অনেক জায়গায় অনেকে তো পিকনিক করতেও যায়।"

"যায়। কিন্তু তাতে তো জিনিসপত্র থাকে অনেক। ঠিক আছে, উঠে পড়ো তোমরা।"

"কত ভাড়া নেবেন?"

"কী বলি বলো তো তোমাদের? এই রাতদুপুরে বাড়ি ফিরছিলুম এমন সময় তোমরা এলে। ছেলেমানুষ তোমরা, সঙ্গে মেয়েটেয়ে আছে, তাই। অন্য কেউ হলে নিতাম না। যা দিলে ভাল হয় দেবে। না দাও তাতেও কোনও ক্ষতি নেই।"

ওরা সকলে টেম্পোতে উঠে পড়তেই টেম্পো গড়গড়িয়ে চলল প্রশস্ত রাজপথ ধরে। 'শ্যামাশ্রী' 'যোগমায়া'র পাশ দিয়ে 'নবরূপম' 'শ্রীরূপা' পেরিয়ে কদমতলা বাজার হয়ে দাসনগর, বালিটিকুরি, দোতলা মোড় হয়ে একেবারে বাঁকড়া বাজারে।

টেম্পো থেকে নেমে বাবলু একশোটা টাকা দিতেই দারুণ খুশি হয়ে চলে গেল টেম্পোওয়ালা।

দলের সকলে এবার বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। ও যে কেন এখানে নামল, কী যে করতে চায় ও, কী ওর মতিগতি তা কেউ বুঝতেও পারল না। এ-ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করল না ওকে। কেন না ও এখন বড়ই গম্ভীর।

বাবলু ইশারায় সকলকে ওর সঙ্গে আসতে বলে একটা গলির মধ্যে ঢুকল। জায়গাটা একটু গ্রাম গ্রাম মতো। আর মানুষের বসতি যা আছে তা অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে। খুব দরিদ্রশ্রেণীর লোকজনের বসবাস

এখানে। পায়ে পায়ে অনেকটা ভেতরে ঢুকে একটা খোলা খাপরার ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

একটি ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বাবলু ডাকল, "মানকুমারী! মানকুমারী!"

ভেতর থেকে সাড়া এল, "মু মু রুক রুক রুক।"

দরজা খুলে রোগা কালো কাঁচাপাকা চুলে ভরা না খেতে পাওয়া চেহারার একজন মধ্যবয়সি লোক হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এল, "কে? এত রাতে কে ডাকে?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই চিনল লোকটিকে।

বাবলু বলল, "কেমন আছ দ্বিজদা?"

"ভালই আছি। তা এত রাতে তুই কোত্থেকে এলি? সঙ্গে এত ছেলেমেয়ে!"

"এলাম একটা কাজে। আর এই কাজে তোমারও একটু সাহায্য চাই।"

"কী সাহায্য বল?"

"তার আগে বলো তোমার মাদারির খেলা কেমন চলছে?"

"ভাল না। এইসব একঘেয়ে খেলা কেউ দ্যাখে না। দেখেও পয়সাকড়ি দেয় না কেউ।"

বাবলু একশো টাকার একটি নোট দ্বিজদার হাতে দিয়ে বলল, "তোমার মানকুমারীকে নিয়ে একবার এসো তো আমাদের সঙ্গে।"

দ্বিজদার মুখ দেখে মনে হল একশো টাকার এই নোটটা পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে। তাই আর কোনওরকম উচ্চবাচ্য না করে খেলা দেখানোর পোশাক ও ট্রেনিং দেওয়া বানর মানকুমারীকে নিয়ে ঘরে শিকল দিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বস্তি থেকে বেরিয়ে সোজা পথ ধরে এগিয়ে চলল হাই রোডের দিকে।

কালো দত্তর বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। নবনির্মিত বিলাসবহুল দারুণ সুন্দর একটি বাড়ি। এ বাড়ির বাসিন্দা ক'জন, কারা থাকে, কিছুই জানা যায়নি। ঘ্যাগোরা রীতিমতো নজরে রেখেও পরিবারের কাউকে দেখতে পায়নি কোনওদিন।

বাড়ির সামনে দুটি অস্টিন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ভেতরেও আলো জ্বলছে বেশ কয়েকটি ঘরে।

দ্বিজদাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা গোটা বাড়ির চারদিকে পাক দিয়ে নিল একবার। পেছনদিকে দোতলার একটি ঘরে ডিমলাইট জ্বলছে একটি। বাবলু অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মনে হয় ওই ঘরেই রেখেছে মেয়েটিকে। এখন যেভাবেই হোক ওইখানে উঠে দেখতে হবে মেয়েটি ওখানে আছে কিনা।"

দ্বিজদা বলল, "এবার বুঝেছি তোরা আমাকে কেন এইখানে ডেকে আনলি। অর্থাৎ এই ব্যাপারে মানকুমারীকে একটু কাজে লাগাতে হবে এই তো?"

"ঠিক তাই।" বলে আংটা লাগানো সুদীর্ঘ একটি নাইলনের ফিতে দ্বিজদার হাতে দিল বাবলু।

দ্বিজদা সেটা নিয়ে মানকুমারীর হাতে দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিতেই সে অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে লুকিয়ে দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। গ্রীষ্মকাল। জানলাটা তাই খোলাই ছিল। কাঠের জানলা নয়, লোহার গ্রিলের জানলা। ফলে অসুবিধে হল না।

মানকুমারী লোহার গ্রিলের সঙ্গে আংটা লাগিয়ে দিতেই বাবলু দু'-একবার টেনে দেখল সেটা। তারপর যেই না উঠতে যাবে ঘ্যাগো অমনই বাধা দিল। বলল, "না, না, তুমি নয়, আগে আমি দেখি। প্রয়োজনে ছাদেও উঠে যাব। আমি সংকেত দিলে তবেই তুমি উঠবে। তোমার হাতের যন্ত্রটা রেডি রাখো। বেগতিক দেখলেই—।"

বাবলু বলল, "বেশ। তুই-ই আগে ওঠ। তার আগে আর একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।"

"কী কাজ?"

বাবলু একটা মজবুত তালা বের করে বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "এ-বাড়ির দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ আছে দেখে এসেছি। বাইরেও কেউ নেই। অতএব এই তালাটা বাইরের দরজায় লাগিয়ে দিতে কোনও অসুবিধে হবে না। ভোম্বলকে নিয়ে চটপট কাজটা সেরে আয় দেখি।"

বিলু আর ভোম্বল দ্রুত এগিয়ে গেল কাজ হাসিল করতে।

ওরা ফিরে এলে ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাংকে দায়িত্ব দেওয়া হল বাড়ির সামনের দিকে নজর রাখার। ওদের সাহায্যের জন্য পঞ্চুকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল ওদের সঙ্গে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে-কোনও ধরনের আক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে বাড়ির পেছনদিকে অন্ধকারে মিশে

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঘ্যাগো সেই ফিতে বেয়ে একটু একটু করে উঠতে লাগল ওপরে। তারপর জানলার কাছে পৌঁছে ভেতরটা দেখে নিয়েই সুড়সুড় করে আবার নেমে এল নীচে।

বাবলু বলল, "কী দেখলি?"

"তোমার অনুমানই ঠিক। তবে কিনা একটু বিপত্তি আছে।"

"কীরকম?"

"মেয়েটা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ঘরের মেঝেয় আর বানটুটা ওর পাহারায় আছে। বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বানটু।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এবার আমি একবার দেখি কিছু একটা উপায় বের করতে পারি কি না। মেয়েটি কি তোকে দেখেছে?"

"না। চোখ বুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।"

বাবলু একটুও দেরি না করে ছোট্ট ছুবিটা দাঁতে কামড়ে পেনসিল টর্চটা পকেটে নিয়ে ফিতে ধরে দেওয়াল বেয়ে জানলায় উঠল। ডিমলাইটে দেখতে পেল মেয়েটি ঘরের মেঝেয় হেঁট হয়ে কাঁদছে। সত্যিই রাজহংসীর মতো মেয়ে। নাইলনের ফিতে দিয়ে ওর হাতদুটো পিছমোড়া কবে বাঁধা। পাদুটোও বাঁধা আছে ওইভাবেই।

বাবলু টর্চটা বের কবে ওর মুখের ওপব ফেলতেই মেয়েটি চমকে তাকাল ওর দিকে।

বাবলু ইশারায় ওকে চুপ করতে বলল। তারপর হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকতেই কোনওরকমে ঘষে-ঘষে ওর দিকে এগিয়ে এল মেয়েটি। ওর নাগালের মধ্যে এলে বাবলু হাত বাড়িয়ে ছুরি দিয়ে ওর হাতের বাঁধন কেটে দিল। মেয়েটি নিজেই তখন পায়ের বাঁধন কেটে মুক্ত করল নিজেকে। তারপর ওর পুষ্পস্তবকের মতো দুটি হাত দিয়ে চেপে ধরল বাবলুর একটি হাত।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "এখন একদম সময় নষ্ট নয়। তোমাকে আমি যা যা কবতে বলব, বাধ্য মেয়ের মতো তাই তুমি করো।"

মেয়েটি করুণভাবে কৃতজ্ঞতাব সুরে বলল, "তোমাব পরিচয়?"

"এখন কোনও প্রশ্ন নয়। আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। তুমি আস্তে আস্তে দবজাব খিল খুলে বারান্দায় গিয়ে ঘরের শিকল তুলে দাও। তারপব ছাদে উঠে অপেক্ষা করো আমাব জন্য। দেরি কোরো না, যাও।" বলেই নেমে পড়ল বাবলু।

নীচে নেমে দ্বিজদাকে বলল, "তোমার মানকুমারীকে আর একবার কাজে লাগাও। ওকে বলো ফিতেটা জানলা থেকে খুলে ছাদে কোথাও আটকে দিতে।"

দ্বিজদা মানকুমারীর পিঠ চাপড়ে সেইরকম নির্দেশ দিতেই মানকুমারী ফিতে নিয়ে লাফিযে ছাদে উঠল। আর তখনই হয়ে গেল গোলমালের চরম। মেয়েটি ছাদে উঠে আলসের কাছে আসতেই হঠাৎ অন্ধকারে একটা বানরকে লাফিয়ে পড়তে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। মানকুমারীও ততোধিক ভয় পেয়ে ফিতে ফেলে 'ক্রক ক্রক' করে লুকিয়ে পড়ল আলসের আড়ালে। তারপর দু' হাত দিয়ে আলসেটাকে ধবে একবার উঁকি মেরে দেখে আর একবার লুকিয়ে পডে।

ইতিমধ্যে মেয়েটিব চিৎকার শুনে জেগে উঠল গোটা বাড়ি। সব ঘরেই জ্বলে উঠল আলো। সবাই তখন সতর্ক।

মেয়েটি ভুল করেছিল। সে বানটুর ঘরে শিকল দিয়ে এলেও ছাদের দরজায় শিকল দেয়নি। ফলে সহজেই ধরা পড়ে গেল সে। অন্যের দ্বারা মুক্ত হয়ে বানটু নিজেই এসে কবজা করল মেয়েটিকে। ঠাস-ঠাস করে দু' গালে দুটো চড় দিয়ে ওর হাত ধরে টেনে নামাল নীচে। অর্থাৎ দোতলার সেই ঘরে।

মানকুমারীও লম্ফঝম্ফ করে সিঁড়ির দরজা খোলা পেয়ে পিছু নিল ওদের। তারপর জলের কলসি উলটে, দেওয়াল ঘড়ি ফেলে, আলনার তার ধরে দোল খেয়ে লণ্ডভণ্ড করল সব।

কালো দত্ত একটি হলঘরের মতো বড় ঘরে বসে দু'জন সর্দারজির সঙ্গে কীসব যেন শলাপরামর্শ করছিলেন, মানকুমারী সোজা গিয়ে তাঁর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর বেজায় খুশিতে কালো দত্তর টাকের ওপর কয়েকবার চড়চাপড় মেরে একজন সর্দারজির পাগড়ি খুলে দিল টান মেরে। এবার মনের আনন্দে ঘরের মেঝেয় নাচতে লাগল ধেই ধেই করে। সেও বেশিক্ষণ নয়। শুরু হল অবাধে ভাঙচুর। মোট কথা, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল সে।

কালো দত্ত হাঁকডাক, চেঁচামেচি শুরু করলেন।

সর্দারজিরাও মানকুমারীর আতঙ্কে কাঁপতে লাগলেন থরথর করে।

একতলার দারোয়ানরা লাঠি হাতে মানকুমারীর দিকে এগিয়ে এলে মানকুমারীও 'ক্বক ক্বক' করে লাফিয়ে পড়ল তাদের ঘাড়ে। তারপর আঁচড়ে কামড়ে এমনভাবে অস্থির করে তুলল তাদের যে, প্রাণভয়ে পালাতে পথ পেল না তারা। এদের একজনের নাম ভিকি আর একজনের নাম রামাশিস। ওরা নীচে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "আরে বাহার সে দরোয়াজা কৌন বন্ধ কর দিয়া রে...।"

বাইরের দরজার সামনে পাহারায় ছিল ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাং। ওরা মজা পেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগল সেখানে।

ঘরের মধ্যে আর যারা ছিল তারা তখন ছাদে উঠে টর্চ ফেলে চারপাশে দেখতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারে কাউকেই দেখতে পেল না ওরা। পাবেই বা কী করে? বাবলুর নির্দেশে সবাই তখন দেওয়ালের সঙ্গে সেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকে ঘ্যাগোও ওর বন্ধুদের লুকিয়ে ফেলল অন্ধকারে। শুধু পঞ্চুই যা গোটা বাড়ির চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল আক্রমণের ভঙ্গিতে।

মানকুমারীর দাপাদাপি তখন অবাধে চলেছে বাড়ির মধ্যে। চারদিক থেকে শুধু ছুটোছুটি আর দৌড়োদৌড়ির শব্দ। মাঝে মাঝে চিৎকার, চেঁচামেচি।

বাবলু বিলুকে বলল, "হিংস্র বাঘেরা এখন খাঁচায় বন্দি। তুই এদিকটা একটু সামাল দে। আমি চট করে পেট্রল পাম্প থেকে থানায় একটা ফোন করে আসি।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বাবলুর কথা শুনে বাচ্চু বলল, "এই এত রাতে একা কোথাও যাওয়ার ঝুঁকি তুমি একদম নিয়ো না বাবলুদা। বলা যায় না কখন কী হয়!"

বিচ্ছু বলল, "তা ছাড়া এই জায়গাটাও ভাল জায়গা নয়। আর তোমার ওই পেট্রল পাম্পও অনেকদূরে।"

বাবলু বলল, "তোরা বাড়ি পাহারা দে, আমি যাব কি আসব।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে পঞ্চুকে অন্তত সঙ্গে নে।"

বিলুও বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। পঞ্চুকে নিয়েই যা তুই।"

বাবলু আর দেরি করল না। পঞ্চুকে নিয়ে পেট্রল পাম্পে গিয়ে এখানকার ব্যাপারে আদ্যোপান্ত সবকিছু ফোনে পুলিশকে জানিয়ে দ্রুত ফিরে এল। কিন্তু ফিরে এসে যা দেখল তাতে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না ওব।

বাবলু এসে দেখল কালো দত্তর বাড়ির চারপাশে তখন শ্মশানের নীরবতা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কেউ নেই। নেই দ্বিজদাও। এমনকী ঘ্যাগোর দলবলও হাওয়া।

পঞ্চু তো পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। বাড়ির চৌহদ্দিটা বাবকয়েক পাক দিয়েও কাবও কোনও পাত্তা পেল না। বাড়ির ভেতর থেকেও সাড়াশব্দ ভেসে আসছে না কারও। সব যেন কেমন প্রেতপুরীর মতো নিস্তব্ধ। এক অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল বাবলুর।

হঠাৎ কী মনে হতেই বাড়ির সামনে এসে দেখল সেই গাড়ি দুটো উধাও। ওর দেওয়া তালাটা কিন্তু যেমন লাগানো ছিল তেমনই লাগানো আছে। চাবিটা ওর কাছেই ছিল। তাই তালা খুলে সহজেই ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

প্রথমে পঞ্চু ঢুকল। তারপর নীচে-ওপরে ভালভাবে ঘুরে এসে ভৌ ভৌ করে সংকেত দিতেই বাবলু ঢুকে পড়ল ভেতরে। এতবড় সাজানোগোছানো বাড়ি, কিন্তু মানুষজনগুলো গেল কোথায়? চারদিকে দক্ষযজ্ঞের নমুনা। আলো জ্বলছে। অথচ কেউ কোথাও নেই। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে কীভাবে যে কী হল, ভেবেও পেল না ও। তবে কি এ-বাড়ির বাইরে যাওয়ার গোপন কোনও পথ আছে? নিশ্চয়ই আছে। না হলে তালাবন্ধ একটা বাড়ি থেকে অত মানুষ উধাও হয়ে যায় কীভাবে? এদিকে বিলুরাও দলে কম নয়। ওরাই বা গেল কোথায়?

বাবলুর মাথার ভেতরটা যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। তবুও সাহসে ভর করে এ-ঘর সে-ঘর দেখে ছাদে উঠল বাবলু। ছাদের সিঁড়ির দরজায় খিল দেওয়া ছিল। সেই খিল খুলে দরজাটা ফাঁক করতেই এক লাফে ভেতরে ঢুকে এল মানকুমারী। পঞ্চু একবার ভৌ ভৌ করল ওকে দেখে।

ছাদে কিন্তু কেউ নেই। আসলে মানকুমারীকে আটকে রাখার জন্যই ছাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মানকুমারী ঘরময় দাপাদাপি করে বারবার নীচে নেমে ক্বক ক্বক করতে লাগল। তাই দেখে পঞ্চুও নেমে গেল নীচে। ওদের দেখাদেখি বাবলুও নীচে নামল।

হঠাৎই ওর নজর পড়ল বাথরুমের দিকে। বাথরুমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কির

পরও সে দরজা খুলল না কেউ। তার মানে ভেতরে কেউ আছে। বাবলুর মনে হল, বাথরুম যখন, ভেন্টিলেটর তখন নিশ্চয়ই থাকবে। দরজা ভাঙা না গেলেও সেটা তো ভাঙা যাবে। তা হলেই বোঝা যাবে রহস্যটা কী।

বাবলুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই পঞ্চু ছুটল তিরবেগে। আর পঞ্চুকে ছুটতে দেখেই পাকা ঘোড়সওয়ারের মতো মানকুমারীও লাফিয়ে বসল তার পিঠে। পঞ্চু অবশ্য একটুও বিরক্ত হল না এ-সময়।

ওরা ফিরে এসে হাঁকডাক করতেই বাবলু ছুটে গেল পেছনদিকে। গিয়েই অবাক। দেখল সেদিকেও একটা দরজা আছে। অর্থাৎ এটা হল ওদের এমার্জেন্সি গেট। তবে কিনা যেটাকে ও বাথরুম ভেবেছিল সেটা তা নয়। আসলে এটা একটা গোপন প্যাসেজ। এবং এর দু'দিকে দুটো দরজা। একটিতে ভেতর থেকে খিল দেওয়া। অপরটিতে বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। বাবলু সেই বন্ধ দরজার শিকল খুলে দিল এবার। বোঝাই গেল ভেতরের লোকরা এই পথ ধরেই পালিয়েছে এবং যাওয়ার সময় ভেতরের দরজায় খিল এঁটে ধুলো দিয়েছে চোখে।

এমন সময় হঠাৎই একটা সন্দেহ উঁকি দিল বাবলুর মনে। প্যাসেজের বাইরে যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা সেফটিক ট্যাঙ্কের চেম্বার। বাবলুর মনে হল বাথরুমই যদি না থাকে তা হলে চেম্বারের প্রয়োজনটা কী? হঠাৎই ওর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। দেখল চেম্বারে যে ম্যানহোলের ঢাকনা থাকে তার পাশেই বিচ্ছুর রুমালটা পড়ে আছে। তবে কি, তবে কি ওরা ওদের খুন করে এই ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে? বাবলু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, 'পঞ্চু!'

ছুটে এল পঞ্চু। এবং মানকুমারীও।

আলগাভাবে লাগানো ম্যানহোলের ঢাকনাটা খুলে ভেতরে টর্চের আলো ফেলতেই যা দেখল তাতেই শিউরে উঠল ও। দেখল এটা একটা নীচে নামার পথ। কয়েক ধাপ সিঁড়ির নীচে মৃত অথবা অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে দ্বিজদা। বাবলু কোনওরকমে টেনেহিঁচড়ে ম্যানহোলের মুখ দিয়ে বের করল দ্বিজদাকে। না, মানুষটা জীবিত। তবে কিনা সংজ্ঞাহীন।

মানকুমারী তো লুটিয়ে পড়ল দ্বিজদার বুকে।

বাবলু আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এল। নেমেই দেখল সিঁড়ির মুখোমুখি একটি ছোট্ট দরজা। আসলে এটাই আন্ডারগ্রাউন্ড। নিচু জমির ওপর ঘর। প্রায় এক মানুষের বেশি নিচু। তাই এটাকে তৈরির সময় রাবিশ ফেলে জমি ভরাট করার ঝামেলা না করে সরাসরি গেঁথে ঢালাই দিয়ে ঘর বানানো হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে জমির সমান সমান বলে কেউ টেরও পাবে না এর নীচে কোনও ঘর আছে বলে।

যাই হোক, বাবলু ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই ভেতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ওর নাকেমুখে ঢুকল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। নিকষ অন্ধকারে ঢাকা। বাবলু টর্চ ফেলে দেখল সেই অন্ধকার মৃত্যুপুরীর মধ্যে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু থেকে সকলে অক্সিজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, ঠিক সেই সময়েই পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হল।

বাড়ির সব দরজা খোলা পেয়ে বিস্মিত পুলিশ অফিসার ছুটে এলেন লোকজন নিয়ে। পঞ্চুর হাঁকডাকে কাছে এসে এক এক করে সকলকে উদ্ধার করলেন সেই মৃত্যুপুরী থেকে। তারপর পাঁজাকোলা করে সকলকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে পাখা চালিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে এল সকলের।

দ্বিজদাকে বোধহয় একটু বেশিরকমের মারধোর করা হয়েছিল। তাই বড় বেশি ক্লান্ত ও দুর্বল মনে হল তাকে। ঘাড়ে মুখে কপালে কালশিটের দাগ। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দ্বিজদা শুধু একটা কথাই বলল, "অনেক চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারলাম না সেই মেয়েটাকে। বানটু আর কালো দত্ত নিয়েই গেল তাকে।" তারপর একটু থেমে বাবলুকে বলল, "তুই কী করে টের পেলি বাবলু, আমরা ওই পাতালঘরে আছি। আর একটু দেরি হলে দমবন্ধ হয়ে সবাই মরে যেতাম আমরা।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা পরে হবে।"

পুলিশ তখন পাতালঘরে ঢুকে প্রচুর আর ডি এক্স, বোমার মশলা, বন্দুক, রিভলভার ও অন্যান্য লুটের জিনিস উদ্ধার করল। আর সেইসঙ্গেই উদ্ধার হল রেবাদিদের সেই প্রাচীন অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বৌদ্ধ শিল্পরীতির দুর্লভ এই মূর্তির মূল্য কি কম?

বাবলু পুলিশ অফিসারকে বলল, "এই মূর্তির খোঁজেই আমরা হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম। অনুগ্রহ করে মূর্তিটা আমাদের কাছে রাখার অনুমতি দেবেন?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "তা তো হওয়ার উপায় নেই। সরকারি নিয়মে এটি থানাতেই জমা হওয়াব কথা। যাঁদের জিনিস তাঁরা প্রমাণ দিয়ে থানা থেকেই নিয়ে যাবেন।"

বাবলু বলল, "তাই বুঝি?"

"সেটাই নিয়ম। কিন্তু যেহেতু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যাপার এটা, তাই এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। নিয়ে যাও তোমরা। তবে মূর্তিটা নিয়ে যাওয়ার সময় ওঁরা যেন থানায় এসে দেখা করেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যারপরনাই খুশি হয়ে সেই বিষ্ণুমূর্তি বুকে নিয়ে পথে নামল। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে। দ্বিজদা সামান্য পথ হেঁটেই চলে গেল মানকুমারীকে নিয়ে। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা দলবলসহ এলাকায় ফিরল পুলিশ ভ্যানের সাহায্যে।

বাড়ি ফিরে আসার পর ক্লান্ত অবসন্ন পাণ্ডব গোয়েন্দারা সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করে প্রথমেই যে কাজটি করল তা হল যে যার ঘরে ঢুকে শয্যাগ্রহণ। সারারাতের ঘুম যেন দু' চোখ জুড়ে নেমে এল সকলের।

ঘ্যাগোরা একটু বিশ্রাম নিয়ে দলবল সহ চলে গেল ওদের কাজে।

বাবলু তো ঘুমিয়ে উঠল বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ।

ওকে ফিরে আসতে দেখে বাবা চলে গেছেন দুর্গাপুরে।

মা এসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে কী এমন হয়েছিল কাল যে, সবাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস?"

বাবলু বলল, "সেরকম কিছু হয়নি তো, আসলে রাত জাগার জন্যই এত ক্লান্তি। তবে মা, ওরা খুব বিপদে পড়েছিল। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে সবাই।"

"বলিস কী রে! কী করে কী হল?"

"তা আমিও ঠিক জানি না। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ডাকব সবাইকে।" বলে স্নানের পর্ব শেষ করে খাওযাদাওয়ার পাট চুকিয়ে খববেব কাগজটা নিয়ে গুছিয়ে বসল বাবলু।

খববের কাগজেব প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়েই লাফিয়ে উঠল বাবলু। চেঁচিয়ে বলল, "এই তো! এই তো সেই মেয়ে।"

মা পাশেব ঘব থেকে এসে বললেন, "কার কথা বলছিস তুই? কোন মেয়ে?"

"এই যে মেয়েটাব কথা আজ লিখেছে কাগজে। পড়োনি? কালো দত্তর ডেরা থেকে ওকে উদ্ধাব করব বলেই তো বাতেব অভিযানে গিয়েছিলাম কাল।"

"ও বুঝেছি, ওই দিওতিমা নামে যে মেয়েটার নিখোঁজ হওয়াব কথা লিখেছে কাগজে, ওর কথা বলছিস?"

"হ্যাঁ।"

"আহা রে! বাপের একমাত্র মেয়ে।"

"কাল অত কষ্ট করে, অত পরিকল্পনা করেও রক্ষা করতে পারলাম না মেয়েটাকে। শুধু ওর নিজেবই দোষে ধরা পড়ে গেল।"

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির।

বিলু বলল, "দিওতিমার নিউজটা পড়েছিস বাবলু?"

"না। এখনও পড়ে দেখিনি। সবে চোখ রেখেছি কাগজের পাতায। ওর ছবি দেখেই চমকে উঠেছিলাম। খুব বড় ঘরেব মেয়ে।"

বিচ্ছু বলল, "না হলে অত রূপ হয়! যেন রাজহংসী। মাখনের মতো মসৃণ শরীর।"

বাচ্চু হেসে বলল, "তুই ওকে দেখলি কখন?"

"বাঃ রে! জানলার কাছে যখন এল তখন এক ঝলকেই দেখে নিয়েছি। তার ওপর আজকের কাগজে এই ছবি। এতেই তো বোঝা যায়।"

বাবলু কাগজের পাতায় চোখ রেখে খুঁটিয়ে পড়ল সংবাদটা। তাতে লেখা ছিল, "দিওতিমার অন্তর্ধান। প্রখ্যাত স্বর্ণ-ব্যবসায়ী অরুণকান্তি দত্তর একমাত্র কন্যা দিওতিমা নিখোঁজ। মেয়েটির বাবা-মা এটিকে অপহরণের ঘটনা বলে মনে করলেও পুলিশের ধারণা অন্যরকম। মেয়েটিকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল নিক্কো পার্কের কাছে। এবং একজন গুরুস্থানীয় বাবাজির সঙ্গে তাকে গাড়িতে উঠতেও দেখা গেছে। গাড়িতে ওঠার সময় মেয়েটি একটি গোলাপের তোড়াও কিনেছিল। অতএব ...।" বাবলু আর পড়ল না। নীচের দুটো লাইনে একবার চোখ বুলিয়ে নিল শুধু, "মেয়েটির ব্যাপারে কেউ কোনও খোঁজখবর দিতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ফোন নং ...।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল মেয়েটির বাড়িতে। "হ্যালো, অরুণবাবু আছেন?"

"হ্যাঁ আছি। আমি অরুণবাবুর মরা বাবা বরুণবাবু বলছি। তা কী ব্যাপার বলো তো হে?"

বাবলু নিজের কানকেও বিশ্বাস কবতে পারল না। তবু বলল, "এইভাবে অভদ্রর মতো কেউ কথা বলে? আপনাদের মেয়ের ব্যাপারেই আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। ওর নিখোঁজের সংবাদ পড়ে ...।"

"আমি এখনই তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি তা জানো? মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখে এখন রসিকতা হচ্ছে? মরা কোথাকার! এক্ষুনি মেয়েটাকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবি। না হলে এমন মার দেব যে .. ।"

বাবলুর উত্তেজনা চরমে উঠল।

এমন সময় একটি মহিলার কণ্ঠস্বব শোনা গেল, "আঃ। কী হচ্ছে কী ছোটকু? তুই আবার ফোন ধরেছিস?" বলেই বললেন, "হ্যালো! আপনি কে ফোন করছেন? এতক্ষণ আমার ছেলে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। ওব মাথা খারাপ। আমি ওর মা হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। কাকে চাইছেন আপনি? কত নম্বর?"

"এটা কি ডাবল ফাইভ সিক্স ...।"

"স্যরি। রং নাম্বার।"

বাবলু ফোন রেখে বলল, "ওফ। দরকার নেই আর টেলিফোনেব। কালই যদি ওটাকে পানাপুকুবে ফেলে না দিয়ে আসি তো কী কথাই বলেছি।"

ভোম্বল বলল, "কী হলটা কী?"

"তা আর শুনে কাজ নেই। রং নাম্বাবে একটা পাগলের হাতে টেলিফোনটা গিয়ে পডেছিল। মাথা খাবাপেব মরণ, গুচ্ছের আজেবাজে কথা কিছু শুনিয়ে দিল আমাকে।"

বাবলু এবার একটু গুছিয়ে বসে বলল, "দিওতিমার প্রসঙ্গ থাক। এখন নিজেদের কথাই হোক আগে। কাল আমি পঞ্চুকে নিয়ে চলে যাওয়াব পব কী এমন কাণ্ড ঘটল যে, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই তোদের সবাইকে কযেদ করে ফেলল ওরা?"

বিলু বলল, "জানি না ভাই। তুই পঞ্চুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পরই হঠাৎ দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক এসে রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়াল আমাদের সামনে। দ্বিজদা বাধা দিতে গেল বলে তাকে এমন মাব মারল যে, মাবেব চোটে জ্ঞান হারাল বেচারি। ওরা আমাদের বাধ্য কবল আন্ডাবগ্রাউন্ডে ঢুকতে। ইতিমধ্যে আবও কযেকজন এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।"

ভোম্বল বলল, "তুই যদি ওই সময়টায় পঞ্চুকে নিয়ে চলে না যেতিস তা হলে কিছুই হত না। পঞ্চুব আক্রমণের কাছে যেমন দাঁড়াতে পারত না ওরা, তেমনই গুলি চালালে গুলির জবাব গুলির মাধ্যমেই পেত।"

"আমি তো একাই যাচ্ছিলাম। তোরাই তো জোর কবে পঞ্চুকে আমার সঙ্গে দিলি। যাক, মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কীভাবে কোনদিক দিয়ে পালাল, কিছু টেব পেলি?"

"কিছুমাত্র না।"

বাবলু দেহটাকে একটু টান করে, সোফায় দেহটা আবও এলিয়ে দিয়ে বলল, "কাল বাতে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল ওখানে, তারপরে মনে হয় কালো দত্ত ওই বাড়িতে আর দ্বিতীয়বার ঢোকবার সাহস করবে না। অমন সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়িটাই হাতছাড়া হয়ে গেল ওর।"

বিলু বলল, "আদৌ বাড়িটা কি কালো দত্তর? এই ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নে দেখি? আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।"

"তোর এইরকম সন্দেহের কারণ?"

"অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে প্রথম কারণ, বাড়িটা কালো দত্তর হলে তার পরিবার-পরিজনরা সব গেল কোথায়? দ্বিতীয় কারণ, একটি বাড়ি ছেড়ে অবলীলায় ওরা যেভাবে চলে গেল সবাই, নিজের বাড়ি হলে তা কখনওই পারত না। তৃতীয় কারণ, আর ডি এক্স। ওইরকম বিস্ফোরক পদার্থ নিজের বাড়িতে ভুলেও কখনও মজুত রাখে না কেউ।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ব্যাপারটা নিয়ে তুই খুব তলিয়ে ভেবেছিস দেখছি। তোর প্রতিটি কথার যুক্তি আছে।"

"ভাবব না? আমরা যে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলাম কাল। কাল রাত যে কী ভয়ংকর রাত গেছে আমাদের...।"

এমন সময় বাইরের গেটের কাছে পুলিশের একটা গাড়ি এসে থামল। ইনস্পেক্টর মি. মজুমদারের সঙ্গে দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার একজন সুদর্শন ভদ্রলোক নামলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে এল তাঁদের।

ইনস্পেক্টর বললেন, "বাবলু, ইনি হলেন বিখ্যাত স্বর্ণব্যবসায়ী অরুণকান্তি দত্ত। ইনি তোমাদের মুখ থেকে ওঁর মেয়ের ব্যাপারে কিছু শুনতে চান।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, কী জানতে চান বলুন?"

অরুণবাবু বললেন, "আমি দিওতিমার বাবা। তোমরা তার সম্বন্ধে কতটুকু জানো এবং কী অবস্থায় তাকে দেখেছ যদি আমাকে বলো তো আশার আলো দেখতে পাই একটু।"

বাবলু বলল, "তার আগে বলুন মেয়ে আপনার কখন থেকে নিখোঁজ?"

"স্কুলে যাওয়ার পথেই নিখোঁজ হয়েছে ও।"

"আপনার মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে? কোন ক্লাসে?"

"—বিদ্যাপীঠে। টুয়েল্‌ভ ক্লাসের ছাত্রী ও।"

"মেয়ের স্কুল বাড়ি থেকে কতদূরে?"

"অল্প দূরত্বে। হাঁটাপথে মিনিট দশেক।"

"তাই বা কম কী? কিন্তু আপনার তো গাড়ি আছে। গাড়ি করে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেন না কেন?"

"আগে ও গাড়ি করেই স্কুলে যেত। পরে ও নিজেই বলল, সব মেয়ে হেঁটে যেখানে স্কুলে যায়, ওর সেখানে গাড়ি হাঁকিয়ে না যাওয়াটাই উচিত। এতে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ওর দূরত্ব বাড়ে। সেইজন্য হেঁটেই যাচ্ছিল ও।"

"শুনে খুশি হলাম।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও স্কুলে গিয়ে পৌঁছয়নি। বাড়িও ফিরে আসেনি। সন্ধে পর্যন্ত ও ঘরে না ফেরায় আমরা চিন্তিত হই। পরে খোঁজখবর নিয়ে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি স্কুলেই যায়নি মেয়েটা।"

বাবলু বলল, "রহস্যময় ব্যাপার। প্রকাশ্য দিবালোকে মেয়েটাকে অপহরণ করলে কারও না কারও চোখে পড়ত।"

"অথচ পুলিশের স্টেটমেন্ট যা, তাতে ওদের ধারণা ওই মেয়েটিকে নিক্কো পার্কের কাছে গাড়িতে উঠতে দেখা গেছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে শুনুন, আজকের কাগজে যার ছবি বেরিয়েছে সেই মেয়ে যদি আপনারই মেয়ে হয়, তা হলে আমাদের বক্তব্যও তাই। আমরা অবশ্য তাকে নিক্কো পার্কের কাছে দেখিনি, আমরা দেখেছি অন্যভাবে।"

"কীরকম তবু শুনি?"

বাবলু তখন দুপুরের ঘটনা থেকে রাতের ঘটনা পর্যন্ত সবিস্তারে সব বলল।

শুনে অরুণকান্তিবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, "কী বলছ তোমরা! উচ্চশ্রেণীর সাধুবাবা! এয়ারকুলার লাগানো গাড়ি...!"

"হ্যাঁ। আপনার মেয়ের পরনে ছিল সাদা আদ্দির ফ্রক।"

"ও কিন্তু শাড়ি পরেই স্কুলে গিয়েছিল। সাদা আদ্দির ফ্রক ও পেল কোত্থেকে? আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"হওয়ারই কথা। ওই গাড়িতে বানটু নামে এক দুষ্কৃতীও ছিল, আর সাধুবাবা বাদামি রঙের একটা অ্যাটাচি নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মেয়েটিকে কালো দত্তর হাতে তুলে দিয়েই টাকা নিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি।"

অরুণবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "ওই সাধুবাবাকেও আমি চিনি না। কালো দত্তকেও না। তা ছাড়া মেয়েটাকে ওরা অপহরণ করবেই বা কেন? আমার দোকান বহুবাজারে। ওখানকার গুন্ডারা আমার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে তোলা পায়। অতএব তারা কেউ এ-কাজ করবে না। তা হলে? তা হলে কে-ই বা করতে পারে এই কাজ? আমার তো কোনও শত্রু নেই।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ঠিক আছে, একটু চিন্তাভাবনা করে দেখুন আপনি। এখন যেভাবেই হোক, কালো দত্তকে ধরতে না পারা পর্যন্ত এই রহস্যের সমাধান হবে না।"

বাবলু ইনস্পেক্টরকে বলল, "ট্যাংরা তো এখন আপনাদের হেফাজতে। ওকে একটু মোচড় দিয়ে দেখুন না ওই সাধুর ব্যাপারে ও যদি কিছু বলতে পারে?"

"সে চেষ্টা কি করিনি ভেবেছ? ও কিন্তু কিছুই বলছে না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলে, দেখুন আমি তো ওর দলের লোক নই। বানটুই কালো দত্তর পোষা গুন্ডা। ওর ব্যাপারস্যাপার ও-ই সব জানে। আমি শুধু ডাক পড়লে টাকার বিনিময়ে কাজ করি ওদের।"

এর পর আর কথা নয়। অরুণকান্তিবাবুকে নিয়ে পুলিশ বিদায় নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্বাক হয়ে বসে রইল পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে। পঞ্চুর বুঝি একঘেয়ে লাগল খুব। তাই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

বিকেলবেলা মিত্তিরদের বাগানে জোর মিটিং বসল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। ওদের আলোচনার মধ্যে ঘ্যাঁগোও তার দলবল নিয়ে এসে জুটল। পঞ্চু দারুণ সতর্ক হয়ে চষে ফেলতে লাগল বাগানটাকে।

বাবলু বলল, "রহস্যের পথ ক্রমশ কীরকম ঘোরাল হয়ে উঠছে দেখছিস? শুরু হল রেবাদিদের বিষ্ণুমূর্তি চুরি দিয়ে। তারপরে জানা গেল রেবাদির ভাইয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা। তারও পরে ভাইয়ের লেখা ওইসব রহস্যময় চিঠি। কালো দত্তর আবির্ভাব। তাঁরও অন্তর্ধান। সর্বশেষ দিওতিমা। তারও আবার রহস্যের মধ্য দিয়ে নিখোঁজ হওয়া। বিষ্ণুমূর্তিকে যদিও বা উদ্ধার করা গেল, এই দু'জনকে খুঁজে বের করা যায় কীভাবে?"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় কালো দত্তর এই সমস্ত ঘাঁটিতে হানা না দিয়ে ওর বসত বাড়িটাকে আগে খুঁজে বের করা যাক। সেইখানে নজরদারি করলেই হাতেনাতে ধরা যাবে ওঁকে।"

বাবলু বলল, "না। সেখানেও পাওয়া যাবে না ওঁকে। পুলিশ ওঁর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছে, বছর দুই আগে স্ত্রী মারা গেছেন ওঁর। একমাত্র ছেলে লন্ডনে আছে সিটিজেনশিপ নিয়ে। অতএব ওঁর নির্দিষ্ট কোনও ঠেকই এখন নেই। কাজেই কোথায় পাব তাঁকে?"

বিচ্ছু এতক্ষণ বাদে একটা কথা বলল, "উঃ, কী শয়তান? এর পরেও টাকার লোভে এতসব নোংরা কাজ করে বেড়াচ্ছে?"

বাচ্চু বলল, "আসলে এটা হচ্ছে ওঁর একটা নেশা।"

ভোম্বল বলল, "একবার আমার সঙ্গে মুখোমুখি হলেই নেশা ছুটিয়ে দেব জন্মের মতো।"

বাবলু বলল, "এইরকম অবস্থায় আমার মনে হয় আর একবার রাতের অন্ধকারে কালো দত্তর ওই বাড়িতে আমাদের হানা দেওয়া উচিত।"

ভোম্বল বলল, "লাভটা কী তাতে?"

"লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয়, কাল তো আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। অনুসন্ধানের কাজ কিছুই করিনি। আজ আমরা তোলপাড় করে ফেলব নীচে-ওপর। যদিও সারাদিন ধরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সবকিছুই করেছে, তবুও আমাদের ব্যাপারটা আমাদের।"

বিলু বলল, "কবে যাবি তা হলে বল?"

"আজ রাতেই হানা দেব আমরা ওখানে। তবে আজ আর বাচ্চু-বিচ্ছুর যাওয়ার দরকার নেই। পঞ্চুকে নিয়ে আমরা যাব।"

ভোম্বল বলল, "আমিও যাচ্ছি না ভাই। আজ অত বেলা অব্দি ঘুমিয়েও ঘুমের রেশটা আমার চোখ থেকে এখনও কাটেনি।"

ঘ্যাঁগো বলল, "আমরা কী করব? আমরাও কি যাব তোমাদের সঙ্গে?"

"না। তোরাও রেস্ট নিবি আজ। তবে কাল সকালে আমার একটা চিঠি নিয়ে রাজবলহাটে চলে যাবি তোরা। খুব ভোরে উঠে যাবি। ওখানে খাওয়াদাওয়া করে রেবাদিকে সঙ্গে নিয়েই চলে আসবি। রেবাদির হাতে ওই মূর্তিটাকে তুলে দিতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্তি। তোদের যাতায়াতের গাড়িভাড়া অবশ্য আমরাই দেব।"

ঘ্যাঁগো বলল, "তোমাদের দয়াতেই তো আমরা বেঁচে আছি ভাই।"

বাবলু বলল, "ও-কথা বলিস না। তোরা তোদের নিজেদের চেষ্টাতেই কঠোর পরিশ্রম করে বেঁচে আছিস। তবে এও জেনে রাখিস, বেশিদিন এ কাজ করতে হবে না তোদের। আমি সকলকে বলেকয়ে কোথাও না কোথাও পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা তোদের করে দেবই। তখন আর এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাগজ কুড়িয়ে বেড়াতে হবে না।"

বাবলুর কথা শুনে ওদের আনন্দ দেখে কে?

বিলু বলল, "আমরা গেলে কখন যাব?"

"রাতের অন্ধকারে। প্রয়োজন হলে আমাদের কাজ সেরে রাত্রিবেলা ওইখানেই থেকে যাব।"

ভোম্বল বলল, "তোর মতলবটা কী বল তো? শুধুই কি অনুসন্ধান?"

"উঁহুঁ। আমার মনে হয় আজ রাতে দুষ্কৃতীদের কেউ না কেউ ওখানে আসবে। তার কারণ কাল ওরা আত্মরক্ষার খাতিরে এবং পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মেয়েটিকে নিয়ে কেটে পড়েছে। ওদের ওই আস্তানায় ওদের পক্ষে বিপজ্জনক এমন অনেক কিছু নিশ্চয়ই আছে, যা পুলিশের হাতে পড়লে কেলেঙ্কারির চরম হবে। কাজেই সেগুলো নেওয়ার জন্য আসবেই ওরা। আর সেজন্য রাতের অন্ধকারকেই বেছে নেবে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস তুই। যত শীঘ্র সম্ভব কাজটা ওরা সেরে ফেলতে চাইবে। তাই আজই ওখানে রাতের অতিথি হবে ওরা।"

ওরা যখন বাগানে বসে এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এল পাড়ারই একটি ছেলে। চোখে মুখে তার দারুণ উৎকণ্ঠা। বলল, "বাবলা, এই বাবলা, শিগগির আয়, তোদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

এই কথা শোনামাত্রই লাফিয়ে উঠল সকলে।

পঞ্চু তো সবার আগে তিরবেগে ছুটে চলল বাড়ির দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটল দলবল নিয়ে। গিয়ে দেখল যা হওয়ার হয়ে গেছে। দুষ্কৃতীরা তাদের কাজ হাসিল করে চলে গেছে। হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় রান্নাঘরে বন্দি হয়ে আছেন মা। ওরা সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে ঠাকুরঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে অষ্টধাতুর সেই বিষ্ণুমূর্তিটি। বাবলুর চোখ ফেটে জল এল। একটু অসতর্কতার জন্য কী কেলেঙ্কারিই না ঘটে গেল আজ! থানায় কী বলে যে জবাবদিহি করবে আর রেবাদির কাছেই বা মুখ দেখাবে কী করে, তা কিছুতেই ভেবে পেল না।

সবাই মিলে মায়ের বন্ধনমোচন করে চোখেমুখে জল দিতেই মা একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, "তোরা চলে যাওয়ার পর বাইরের দরজাটা খোলাই ছিল। সেই সুযোগে কখন যে ঢুকে পড়েছিল গুন্ডাগুলো, তা টেরই পাইনি। হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মুখ হাত পা বেঁধে আমাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল। ওরা যে কে, কারা, কেন এল, কোথা থেকে এল, কিছুই বুঝতে পারলুম না।'

বাবলু বলল, "ওরা কালো দত্তর লোক। ক'জন ছিল বলতে পারো?"

'দু'-তিনজনের বেশি নয়।"

'তার মানে ওরা ধারেকাছেই আছে। বেশিদূর যেতে পারেনি।"

মা বললেন, "ভাগ্যিস তোরা বাগানে ছিলি। না হলে তোদেরই হয়তো মেরে রেখে যেত।

বাবলু বলল, "আমরা থাকলে তো পঞ্চুর ভয়ে আসতই না ওরা। সময় বুঝেই ওরা এসেছে। কেন না ওরা জানে, এই সময়টা আমরা বাড়িতে থাকি না। মিত্তিরদের বাগানে আড্ডা দিই। তাই দিনমানেই এসেছে ওরা।'

বিলু বলল, "কিন্তু আশ্চর্য! মূর্তিটা যে তোর এখানে আছে এ কথা ওরা টের পেল কী করে? আমরা তো কারও কাছে এই ব্যাপারে কোনও আলোচনা করিনি। তবে ভুল যা করেছি তা হল, এমন এক দুর্লভ এবং মহামূল্যবান মূর্তিটার ব্যাপারে আমরা এতটুকুও সাবধানতা অবলম্বন করিনি।"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় পুলিশের ভেতর থেকেই কেউ এই ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "অথবা এমনও হতে পারে, দুষ্কৃতীরা এমনিই হানা দিয়ে দেখছিল এখানে মূর্তিটা পাওয়া যায় কিনা।"

বাচ্চু বলল, "কপাল ভাল তাই পেয়েও গেল।"

ফোনে খবর পেয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে। পাড়ার লোকজনও তখন হইহই করছে। বাচ্চু-বিচ্ছুর মা, বিলু-ভোম্বলের মা-ও এসেছেন। এই বাড়িতে এমন ডাকাতির ঘটনা এই প্রথম।

ইনস্পেক্টর বললেন, "খুব একটা যা-তা ব্যাপার হয়ে গেল। ওপরওয়ালার কাছে এখন জবাবদিহি করব কী

করে? এইজন্যই এই ধরনের মূল্যবান প্রপার্টি পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেফ কাস্টডিতে রাখা উচিত।"

বাবলু বলল, "আসল দোষ তো আমার।"

"আমাদেরও উচিত ছিল এখানে একটা পুলিশ পোস্টিং করানো। আসলে পঞ্চু যে বাড়িতে আছে সে বাড়িতে কোনও পাহারাদারির প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনি। যাই হোক, মূর্তিটা ওরা কীভাবে নিয়ে গেল?"

মা বললেন, "আমি একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম। মনে হয় ওরা গাড়িতেই গেছে।"

"গাড়িতে তো যাবেই। না হলে মূর্তিটাকে ওরা নিয়ে যাবে কী করে? কিন্তু কীরকম গাড়ি, কোনদিকে গেল, তা কি বলতে পারে কেউ?"

কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে বলল, "হ্যাঁ। আমরা রাস্তার ওপাশে বল খেলছিলাম। আমবা দেখেছি। সাদা রঙের একটা গাড়ি খুব জোরে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল।"

পুলিশ এবার যা যা লেখার লিখে নিয়ে বাবলুকে দিয়ে একটা সই করিয়ে নীচে-ওপর করে তদন্তের কাজ করতে লাগল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "ওই সাদা গাড়ি আটক করবার চেষ্টা আমরা করছি। তবে তোমরা কিন্তু সাবধানে থাকবে খুব। ওরা খুবই সাংঘাতিক।"

বাবলু বলল, "কালো দত্তর ওই বাড়িতে কি এখন পুলিশ পাহারা আছে?"

"আছে বইকী: তবে এখানকার পুলিশ নয়, ওই অঞ্চলের পুলিশ। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ির মালিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে খবরের কাগজের মাধ্যমে নোটিশ জারি কবা হবে। তারপর কোর্টের অর্ডার নিয়ে বাড়িটাকে দখল করবে পুলিশ।"

বাবলু বলল, "আমরা আমাদের তদন্তের কাজে আজ রাতেই ওই বাড়িতে একবার যেতে চাই।"

"কোনও লাভ হবে না। ওই বাড়ির সবকিছুই দেখা হয়েছে আমাদের। এমনকী মেটাল ডিটেক্টর দিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে সবকিছু।"

"তা হোক। তবু আমরা একবার যেতে চাই।"

"বেশ যাবে। আমি ফোনে জানিয়ে দেব। কোনও অসুবিধে হবে না। তবে কিনা অযথা সময় নষ্ট করে ওখানে না গেলেই ভাল করতে!"

পুলিশের লোকরা বিদায় নিলে বাবলু নিজেই এবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল চারদিক। পঞ্চুও গন্ধ শুঁকে শুঁকে কী যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু না, দুষ্কৃতীরা তাদের অপরাধেব কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। আর তাতেই বড় হতাশ হল বাবলু। একসময় সকলেব সাহায্য নিয়ে এলোমেলো হয়ে যাওয়া ঘরটাকে আবার গুছিয়ে নিতে লাগল আগের মতো করে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। একটু দেবিতে হলেও মা ঠিকই শাঁখ বাজিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন অন্যদিনের মতো।

সে-রাতেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা মরিয়া হয়ে শুরু করল ওদের অভিযান। মা অনেক বারণ কবলেন। বললেন, "আর তদন্তে কাজ নেই তোদের। এবার ক্ষ্যান্ত দে। বাতে শুয়ে বিশ্রাম নে তোরা। না হলে আমার কিন্তু একা থাকতে ভয় করবে খুব।"

বাবলু বলল, "আর তোমার কোনও ভয় নেই মা। ওরা বিনা বাধায় ওদের কাজ হাসিল করে চলে গেছে। এখন আমরা যদি ওই মূর্তিটাকে পুনরুদ্ধার করতে না পারি, বানটু ও কালো দত্তর কোমরে যদি দড়ি না পরাই তবে বিপদের আর শেষ থাকবে না। তা ছাড়া ওই সাধুবাবারও মুখোমুখি হতে হবে একবার। সেইসঙ্গে উদ্ধার করতে হবে দিওতিমাকেও। খেলা তো এইবারই জমবে। এখন কখনও আমরা আরামে শুয়ে-বসে থাকতে পারি?"

মা বললেন, "যা ভাল বুঝিস কর বাবা তোরা?"

বাবলু বলল, "শুধু তাই নয়, ওই গ্যাংটাকে ধরিয়ে দিতে না পারলে আমাদেরও যে সমূহ বিপদ। এখন তো আর বন্দুক পিস্তল ছুরি গুলির ব্যাপার নেই। এখনকার ব্যাপারস্যাপার আরও ভয়ংকর। আর ডি এক্স, ডিটোনেটর, রিমোট কন্ট্রোল, এইসব। বোতাম টিপলেই হাপিস। মানুষের ধ্বংসের বীজ মানুষ যেভাবে বপন করেছে তাতে কে যে কখন কোন মুহূর্তে উবে যাবে তা কেউ বলতে পারে না।"

"ওইজন্যই তো ভয় আমার। কী দিনকাল এল!"

"কোনও ভয় নেই। পায়ে পায়ে মরণ জেনেই আমাদের একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া তোমাকে দেখাশোনার জন্য ঘ্যাঁগোকে আমি রেখে যাচ্ছি। অমন সৎ ও বিশ্বাসী ছেলে পাব কোথায়? ও ওর দলবল নিয়ে বাড়ি পাহারা দেবে।"

ঘ্যাগো কাছেই ছিল। বলল, "আপনার কোনও ভয় নেই। আমি সবাইকে নিয়ে ছাদে উঠে পাহারা দেব। কেউ কোনওরকম ধান্দাবাজি করতে এলে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব তার।"

বাবলুর বাড়িতে হামলার পর সবাই উত্তেজিত। তাই সবরকম ক্লান্তি ও অবসাদ মুছে সবাই যে যার স্কুটার নিয়ে তৈরি হল যাওয়ার জন্য। বাবলুর স্কুটারে বাবলু বসল পঞ্চুকে নিয়ে। বিলু, ভোম্বল যার যার স্কুটারে। বাচ্চু-বিচ্ছুদের একটাই স্কুটার। ওরা দু' বোনে তাই একটাতে বসল। বিচ্ছুকে পেছনের সিটে বসিয়ে বাচ্চু স্কুটারে স্টার্ট দেওয়ার আগে বাবলুর দিকে তাকাতেই হাত নেড়ে বাবলু বলল, "ফলো মি।"

কালো রাতের অন্ধকারে বেপরোয়া হয়ে ওরা ছুটে চলল কালো দত্তর বাড়ির দিকে। তবে গতরাতের অধিকৃত সেই বাড়িতে নয়, সাবেক কালের পুরনো বাড়িতে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে এক জায়গায় সবাইকে থামতে বলল বাবলু। তারপর সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে অন্ধকারে মিশে পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কালো দত্তর বাড়ির দিকে।

দরজায় কড়া নাড়তেই যমদূতের মতো একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "কাকে চাই?"

"কালোদা আছেন?"

"কালোদা! কালোদা আবার কী? দত্তবাবু বল। এতবড় ছেলে গোঁফের রেখা উঠছে, এখনও কথা বলতে শিখিসনি? দত্তবাবু এখানে থাকেন না।"

"সে কী! উনি যে আমায় এখানে আসতে বললেন। বানটুদাও তো তাই বলল।"

কালো দত্ত, বানটু দু'জনের নাম শুনেই কীরকম যেন হয়ে গেল লোকটি। বলল, "বুঝেছি। ওই মূর্তিটার ব্যাপারেই এসেছিস তুই। আমি তখনই বললাম ওদের, এ জিনিস এখানে রেখো না। হয় পুলিশ, নয় ছেলেগুলো ঠিক এসে হাজির হবে এখানে। আয়, ভেতরে আয়।"

বাবলু বলল, "মূর্তিটা এখানে নামিয়ে না দিলে যে বিপদে পড়ত ওরা। চারদিকে ওয়্যারলেস হয়ে গেছে, পুলিশ খুঁজছে গাড়িটাকে।" বলে কথা বলতে বলতেই ভেতরে ঢুকল।

পঞ্চুও ঢুকতে যাচ্ছিল, বাধা দিল লোকটি। বলল, "না না। তুই কোথায় যাবি রে বাছা। তুই গেটে থাক। কেউ এলে চেঁচাবি।"

বাবলু বলল, "ওকে আসতে দিন ভেতরে।"

"পাগল নাকি? ও একটা সর্বনাশা কুকুর। হতচ্ছাড়াকে মারব বলে কত চেষ্টা করেছি। দু'-দু'বার গুলি করেছি ওকে লক্ষ্য করে, দু'-দু'বারই ফসকে গেছে।" বলেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এতদিন শুধু ঘুঘুই দেখেছিস। এবার ঘুঘুর ফাঁদ দ্যাখ।" বলে বাবলু কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ঝটকায় ওকে একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল।

বিপদটা যে ঠিক এইভাবে আসবে, বাবলু তা বুঝতেও পারেনি। তবু এই ঘোর বিপদে ভরসা একটাই, বিলুরা সবাই মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছে আর পঞ্চু আছে দরজার কাছে পাহারায়।

পঞ্চু যে শুধু দরজার কাছে পাহারায় আছে তা নয়, বাবলুকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়ার পব চিৎকারে মাত করে দিচ্ছে চারদিক। ওর হাঁকডাকে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটে এল। আশপাশের বাড়ির লোকজনও বেরিয়ে এল অনেক। দু'-একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই তোমাদের?"

বিলু বলল, "কালো দত্তর লোকেরা আমাদের একটা ছেলেকে ঢুকিয়ে নিয়েছে এই বাড়ির ভেতরে। আপনারা একটু হেল্প করুন। ছেলেটাকে উদ্ধার করতে হবে।"

একজন বলল, "শোনো ভাই, এরা এমনই বদ লোক যে, এদের সঙ্গে লেগে আমরা পেরে উঠব না। তোমরা বরং থানায় যাও। পুলিশে খবর দাও। আমরা কিছু করতে গেলে পরে আমাদের বিপদ হবে।"

বিলু আর ভোম্বল তখন ঘন ঘন দরজায় করাঘাত করছে।

সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে একজন মধ্যবয়সি মহিলা দরজা খুলে বললেন, "কাকে চাই বাবা তোমাদের?"

পঞ্চু তখন দরজা খোলা পেয়ে সর্বাগ্রে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

বিলু বলল, "এই বাড়ির ভেতরে আমাদের একটা ছেলেকে আটকে রাখা হয়েছে।"

"না। এমন তো হওয়ার কথা নয়, ঠিক আছে তোমরা খুঁজে দ্যাখো।"

ওরা তখন হইহই করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। কিন্তু চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকেই পেল না ওরা। এইটুকু সময়ের মধ্যেই বাবলুকে ওরা কোথায় লুকিয়ে রাখল তা ভেবে পেল না।

বিলু এবার ক্রুদ্ধ চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের ছেলে কোথায়?"

"এই ব্যাপারে কোনও কিছুই জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। কেন না আমি কিছুই বলতে পারব না।"

ভোম্বল বলল, "কেন, আপনি কি এ-বাড়িতে থাকেন না?"

"আমি এই বাড়িতে পঁচিশ বছর আছি। এ-বাড়িতে অনেক কিছুই হয়, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি। আমি এদের থাকাখাওয়ার কাজের লোক। রান্না করি, বাসন মাজি, ঘরঝাঁট দিই, সব করি। এই বাড়ির রীতিনীতি আর কর্তাবাবুর মতিগতি দেখে গিন্নিমা গলায় দড়ি দিয়ে তবেই মুক্তি পেয়েছেন।"

"এখন তা হলে বাড়িতে থাকে কে?"

"আমি একাই থাকি। বঙ্কু, কাল্লু এরা থাকে। মাঝেমধ্যে বাবুর ভাই এসে থাকেন।"

"বাবুর ভাই আছেন জানতাম না তো?"

"হ্যাঁ, তিনিই তো এখন এ-বাড়ির মালিক। জেল থেকে বেরিয়ে এইখানে এসে জুটলেন আর শুরু করলেন যত রাজ্যের জোচ্চুরি, জালিয়াতি। বাবুকে নানারকমের বদবুদ্ধি দিতে লাগলেন। এমনকী উলটোপালটা বুঝিয়ে বাড়িটাও কিনে নিলেন ওঁর কাছ থেকে। বাড়ি বিক্রি করার শোকে মাথার ঠিক রাখতে পারলেন না গিন্নিমা। তা ছাড়া বাবুকে ক্রমশ অসৎপথে যেতে দেখে মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিলেন।"

"এই বাড়ি বিক্রি হওয়ার পরই বুঝি বাবু হাই রোডের ধারে নতুন বাড়ি কবেন?"

"আরে না না। ওই বাড়ি হচ্ছে মাধাই ঘোষের। উনি বিলেতে থাকেন। ওঁর টাকাতেই দালালি খেয়ে ওই বাড়ি। বাড়ি হওয়া ইস্তক দুনিয়ার ঝামেলা এসে জুটল। বাড়ির মালিককে ও বাড়ি আর ভোগ কবতে হয়নি। কী একটা খুনের মামলায় নাকি জড়িয়ে পড়ে আর এ-মুখো হননি উনি।"

"মাধাই ঘোষ কেমন লোক?"

"এদের কোনও লোকই ভাল নয় বাবা। তা আমার মনে হয় মাধাই ঘোষের কাছ থেকে সবকিছু হাতিয়ে হুতিয়ে নিয়ে তাকেও এরা শেষ করে দিয়েছে। কেন না তাঁর টাকা-পয়সাতেই তো এদের এত বাড়বাড়ন্ত।"

"আপনার বাবু এখন কোথায় থাকেন তা হলে?"

"উনি এখন কলকাতায় বাড়ি করেছেন।"

"বুঝেছি। বাবুর ভাই থাকেন কোথায়? কী নাম ওঁর?"

"নাম বললে কি চিনবে তোমরা? ওঁর নাম অধব দত্ত। থাকেন কোন চুলোয় তা জানি না। তবে কোথায় যেন একটা আশ্রম করেছেন।"

"আশ্রমটা কোথায়?"

"আমি কী করে জানব বাবা? শুনেছি বিহারে না কোথায় যেন?"

"আর বাবুর কলকাতার বাড়িটা কোথায়?"

"আমি জানি না। কলকাতার রাস্তাঘাটও চিনি না। যাইওনি কখনও। আমি বাড়ির কাজের লোক; থাকি, খাই, কাজ করি। কেউ কোথাও নেইও আমার। গিন্নিমা থাকলে তাঁকে নিয়ে এদিক-সেদিক যেতাম। এখন তো ঘর থেকেই বেরোই না। শুধু এদের কথাবার্তা কানে যা আসে তাই শুনেই বললাম তোমাদের।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, একটু আগে যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে কে?"

"আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবা, তাই দেখিনি। কাল্লু আর বঙ্কু জেগে ছিল। ওরাই কেউ খুলে দিয়েছে হয়তো।"

বিলু বলল, "শুনুন, আমাদের এক বন্ধুকে ওরা জোর করে এই বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। মাত্র দু'মিনিট আগে। আপনি দরজা খোলার পর ভেতরে এসে দেখি কেউ কোথাও নেই। ব্যাপার কী বলুন তো? এ বাড়িতে কি কোনও চোরকুঠরি আছে?"

"না, বাবা। ওসব কিছুই নেই। আর সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের বন্ধুকেও দেখিনি আমি। ওরা নিশ্চয়ই বাগানের দরজা দিয়ে নিয়ে গেছে ওকে। আমি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল, 'আমরা একটু বেরোচ্ছি মাসি। সজাগ থেকো।' তা সজাগ থেকে আর কী করব বাবা, দিনরাত কী কাণ্ডটাই যে করছে ওরা, তা কী বলব! কারও ছেলে চুরি করে আনছে, কারও মেয়ে চুরি করে আনছে। আর সবাইকে নিয়ে চলে যাচ্ছে ওদেব আশ্রমে। এই তো ভর সন্ধেবেলা কোথাকার কোন মন্দির থেকে একটা ঠাকুরকেই চুরি করে আনল। তা শেষপর্যন্ত তার স্থান হল কিনা ঘুঁটের বস্তায়। ঘোর কলিকাল বাবা। তাই ভগবানও বোধহয় মরে ভূত হয়ে গেছে। না হলে এদের হাতে কেন যে কুষ্ঠ হয় না তা কে জানে?"

মহিলার কথায় উৎসাহিত হল সকলেই।

বিলু বলল, "সেই মূর্তিটা কোথায়? ওটা আমাদেরই দেশের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে ওরা। ওই মূর্তির খোঁজে বেরিয়েই তো আমাদের এই বিপদ।"

মহিলা ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিন্তু বাবা, ওরা যদি জানতে পারে তো আমাকে শেষ করে দেবে।"

বিচ্ছু আর থাকতে না পেরে এগিয়ে এসে বলল, "এবার তা হলে আমি আপনাকে একটা কথা বলি মাসি, আপনার তো কেউ নেই। তা কীসের জন্য এই বাড়ির মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন? একটু আহার আর আশ্রয়ের জন্য তো? সেরকম হয়, আপনি আমাদের কারও বাড়িতে থাকবেন। আপনার মতো একজনকে আমাদেরও দরকার। তা ছাড়া আজ না হয় কাল জেলে এরা যাবেই। তখন আপনি কী করবেন? তাই বলি আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেব।"

মহিলা তখন ওদের নিয়ে বাড়ির পেছনে বহুদিনের পুরনো ছোট্ট একটা টালির ঘরের কাছে এলেন।

সকলের আগে পঞ্চু গেল মাটি শুঁকে শুঁকে।

ওরা সবাই ঘরের শিকল খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল ঘুঁটে কয়লায় ঘর একেবারে ভর্তি, কিন্তু মূর্তির কোনও হদিসই নেই। ওরা তন্নতন্ন করে সবকিছু খুঁজেপেতে দেখে বাগানের দরজার কাছে এল। সে দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ। বোঝাই গেল, দুষ্কৃতীরা এইদিক দিয়েই উধাও হয়েছে।

এমন সময় পঞ্চুর গরগর শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সকলে ছুটল কুয়োতলার দিকে। সেখানে তখন চাপ চাপ রক্ত।

রক্ত দেখে শিউরে উঠলেন মহিলা। বললেন, "ও মাগো! নিশ্চয়ই ছেলেটাকে খুন করেছে ওরা। তোমরা এখনই থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দাও। কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা!"

ভোম্বল বলল, "মাসি, আপনার কাছে কুয়োর দড়ি বালতি আছে? একটু জল তুলে দেখলেই বোঝা যাবে জলটা লাল কিনা।"

মহিলা বললেন, "আছে বইকী!" বলে দালান থেকে দড়ি, বালতি, পাতকুয়োর কাঁটা সব নিয়ে এলেন।

ভোম্বল জল তুলেই শিউরে উঠল। বলল, "হ্যাঁ, জলের রং লাল।"

সঙ্গে সঙ্গে দড়ি, কাঁটা নামানো হল। বেশ ভারী কিছুই একটা উঠে আসছে মনে হল একটু একটু করে।

পঞ্চু তো সমানে চিৎকার করতে লাগল ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে।

কাঁটা-দড়িতে আটকে একটা লাশ উঠে আসছে।

ওদের প্রত্যেকেরই হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় ওরা দেখল যে লাশটা উঠে আসছে সেটা বাবলুর নয়, অন্য এক যুবকের।

মহিলা চিৎকার করে উঠলেন, "এ তো বঙ্কু! বঙ্কুকে কে খুন করল? ওরে বাবা রে, নিজেদের মধ্যেই এ কী খুনোখুনি রে বাবা।"

ওই লাশকে জল থেকে টেনে তোলা ওদের সাধ্য নয়। তাই বৃথা চেষ্টা না করে আবার নামিয়ে দিল লাশটাকে।

ততক্ষণে বাচ্চুর নজর পড়েছে আর-একটা ঘরের দিকে। সেটাও বাইরের দিক থেকে শিকল দেওয়া। অর্থাৎ ওইদিক থেকে কেউ বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল দিয়ে কুয়োতলা পার হয়ে চলে গেছে বাগানের দরজা খুলে। এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাল্লু।

বিলু বলল, "ওই ঘরে কী আছে মাসি?"

"ওটা ঘর নয় বাবা। ছাদে ওঠার সিঁড়ির দরজা। একটা দালানের ভেতর দিয়ে আছে, আর-একটা এইদিক থেকে।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা নীচে-ওপর সব দেখেছি। কিন্তু ছাদে তো উঠিনি। চলো দেখি, ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।"

ওরা এক মুহূর্ত দেরি না করে শিকল খুলে ভেতরে ঢুকল। তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজা খুলেই দেখল হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় অর্ধ-অচেতন হয়ে বাবলু পড়ে আছে ছাদের ওপর।

পঞ্চু তো কুঁই কুঁই করে ওর সারা গা শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

ওরা সকলে বাবলুকে বন্ধনমুক্ত করলে বাবলু একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসে বলল, "তোরা এত দেরি করলি কেন?"

বিলু বলল, "আসলে আমরা একতলা দোতলায় তোকে বা আর কাউকে দেখতে না পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম বাগানের দরজা দিয়ে ওরা তোকে পাচার করে দিয়েছে। তার ওপরে এই মাসির কথার সূত্র ধরে ওই মূর্তিটার ব্যাপারেও একটু অনুসন্ধান করছিলাম। তাই করতে গিয়ে কুয়োতলায় দেখি রক্তারক্তি কাণ্ড।"

"তবু তো কুয়োর ভেতরটা দেখিসনি তোরা।"

"তাও দেখেছি আমরা। কুয়োর মধ্যে একটা লাশ—।"

"বাকিটা আমি বলছি শোন। আমাকে তো বাড়ির মধ্যে টেনে নিল। যে লোকটা আমাকে টেনে নিল তার নাম কাল্লু। তারপর এক ধাক্কায় একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এসে দাঁড়াল সেখানে। বলল, 'কী হয়েছে রে কাল্লু?' কাল্লু বলল, 'ওই শয়তানের বাচ্চাগুলো এসে হাজির হয়েছে। একটু পরেই হয়তো পুলিশ আসবে। বঙ্কু তুই এখনই চলে যা রায়বাহাদুর রোডে। কালোদার বাড়িতে গুরুদেব এখনও আছেন। মূর্তিটা তুই ওখানেই পৌঁছে দে।' বঙ্কু বলল, 'কিন্তু ওই ভারী জিনিসটা নিয়ে আমি যাব কী করে? গাড়ি কোথায়?' কাল্লু বলল, 'তা হলে এক কাজ কর, মূর্তিটাকে বস্তাসুদ্ধ দড়ি বেঁধে কুয়োয় নামিয়ে দে।' বঙ্কু বলল, 'না রে বাবা, না। পুলিশ এলে আগে কুয়োতেই উঁকি দেবে। ওই শয়তানগুলোকে আজও চিনলি না তুই?' কাল্লু বলল, 'এখন এই ছেলেটাকে নিয়েও হয়েছে বিপদ। কুকুরটা বাইরে কেমন চেল্লাচ্ছে দেখছিস? ছেলেগুলো এবার দলবল নিয়ে সবাই এসে পড়ল বলে।' বঙ্কু বলল, 'শোন, তুই মূর্তিটা নিয়ে ছাদে গিয়ে প্যাটন ট্যাঙ্কের ভেতর লুকিয়ে রাখ। এ ছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই। আমি এই ছেলেটাকে মেরে কুয়োয় ফেলে দিই।' কাল্লু বলল, 'এতবড় একটা ঝুঁকি নিবি? পুলিশ এসেই তো কুয়ো থেকে তুলবে ছেলেটাকে। তখন?' বঙ্কু বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখন-তখন করবার কিছুই নেই। আগে শত্রু নিপাত হোক। ওরা তো ছাদে উঠে ট্যাঙ্কেও হাত গলাবে, কাজেই বাঁচার কোনও উপায় নেই। আপাতত এই ছোট্ট দুটো কাজ করে মাসিকে জাগিয়ে পালাই চল। তাবপর কালোদাব সুখনিবাসে গিয়ে দমভব খাওয়াদাওয়া করে এক ঘুম লাগাই। ছিলেন কালোবরণ দত্ত, হয়ে গেলেন হরিবিলাস ভক্ত। কী কায়দাই না জানেন দাদা আমার।' এর পরে আর একটুও সময় নষ্ট নয়। অসাধাবণ শক্তির ধারক বঙ্কু আমার জামাব কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল কুয়োতলার দিকে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়েও কিছুই করতে পারলাম না তার। হঠাৎ কুয়োতলার কাছে একটা ভাঙা কাচ ওর পায়ে গেঁথে যেতেই সে কী কাণ্ড! সেই সুযোগে আমি পালাবার চেষ্টা না করে একটা ভাঙা পেয়ারা ডাল নিয়ে ওর মাথায় দু'ঘা দিলাম। ও-ও রুখে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে পা হড়কে নিজেই ছিটকে পড়ল কুযোর ভেতব। আমি আব একটুও দেরি না করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম ছাদের ওপর। সেই শক্ত পেয়ারা ডালটা আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু হলে কী হবে, মূর্তিটা প্যাটন ট্যাঙ্কের মধ্যে লুকিযে রেখে কাল্লুটা ওত পেতে ছিল দরজার আড়ালে, তাই আমাকে সজোরে দুমদাম পিটিয়ে হাত-পা-মুখ বেঁধে আমার গলায় চাপ দিল। তোরা বোধহয় ততক্ষণে বাড়ির কাছে এসে পাড়ার লোকজনের সাহাযা চাইছিলি? তাই ও আব অপেক্ষা না করে দরজা বন্ধ করে পালাল। না হলে হয়তো মেরেই ফেলত আমাকে।"

সব শুনে বিলু বলল, "তোর পিস্তল কোথায়? সেটা আনিসনি?"

"এনেছিলাম। কাল্লু যখন আমাকে এক ঝটকায় টেনে নিয়েছিল, মনে হয় সেটা তখনই খাপ থেকে পড়ে গেছে। আসলে ইমার্জেন্সির জন্য খাপের বোতামটা আমি আঁটিনি। তারপর যখন গৃহবন্দি হয়ে ওদেব মোকাবিলা করবার জন্য সেটা বের করতে গেলাম তখনই মাথায় হাত।"

ভোম্বল বলল, "আশ্চর্য! পড়লে তো ওটা দালানেই পডবে। আমাদের সবার নজর এড়ালেও পঞ্চুর নজর তো এড়াবার নয়!"

শোনামাত্রই পঞ্চু ছুটল নীচে।

ইতিমধ্যে পাড়ার লোকেদের কারও ফোনেই বোধহয় খবর পেয়ে পুলিশও তখন এসে হাজির।

অল্প কিছুক্ষণের পর পঞ্চু বিফল হয়ে ফিরে এল।

মাসি বললেন, "ও জিনিস তো তোমরা কেউই খুঁজে পাবে না বাবা। ওটা আমার কাছে। আমি লুকিয়ে রেখেছি। তোমরা যখন দরজায় কড়া নাড়লে তখন খিল খুলতে গিয়েই দেখি ওটা এক কোণে পড়ে আছে। তা আমি তো পুলিশ এসেছে মনে করে ওটাকে আগে লুকোই, তারপব দরজা খুলি। নীচে চলো, তোমরা ওটাকে পেয়ে যাবে।"

ততক্ষণে সদলবলে পুলিশ ওপরে উঠে এসেছে।

ইনস্পেক্টর বাবলুকে দেখেই বললেন, "এ কী বাবলু! তোমার এইরকম অবস্থা কেন? আমরা তো জানি তোমরা হাই রোডে গেছ। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেখানে না যাওয়ার ফলে খুবই চিন্তিত ছিলাম। এমন সময় এই ফোন। কে করল জানি না, শুধু জানাল ছেলেগুলো এই বাড়িতে ঢুকে বিপদে পড়েছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন আগাগোড়া সব কথা পুলিশকে বলল।

ইনস্পেক্টরের নির্দেশে কয়েকজন কনস্টেবল লাশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল। আর কয়েকজন গেল প্যাটন ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে মূর্তি উদ্ধার করতে।

সকলের আগে ছুটে গেল ভোম্বল। বলল, "এই কাজটা আমি করব।"

ট্যাঙ্কের ভেতরটা অর্ধেক জলে পূর্ণ ছিল। তাই এক ডুবেই পেয়ে গেল মূর্তিটা। ও কোনওরকমে সেটাকে তুলে ধরলে সবাই মিলে হাত লাগিয়ে নামিয়ে আনল সেটাকে।

বাবলু বলল, "যদিও এটাকে পুনরুদ্ধার করলাম আমরাই, তবুও ঠাকুর কয়েকদিন পুলিশ হেপাজতেই থাকুক।"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "অর্থাৎ শ্রীমন্দির থেকে শ্রীঘরে। ভগবানেরও কপাল!"

ভোম্বল বলল, "কালো দত্তকে গ্রেফতারের ব্যাপারে কী হবে তা হলে?"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। তবে কিনা রায়বাহাদুর রোডে গেলেও ওই ঘুঘুকে গ্রেফতার করা যাবে না। তার কারণ কাল্লু পালিয়ে গিয়ে ওদের সতর্ক করে দেবে। আর হরিবিলাস ভক্ত? সে যে-কেউ একজন সেজে বসে যাবে। ওই বাড়ি যে কালো দত্তরই, তা প্রমাণ করব কী করে? তবে কিনা পুলিশের এখন দায়িত্ব বাড়ল। শুধু কালো দত্ত নয়, সেইসঙ্গে অধর দত্তও ভাবিয়ে তুলল আমাদের। দিওতিমার অপহরণকারী ওই সাধুবাবাই বা কে? এসবের সমাধান তো রাতারাতি হওয়ার নয়!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর না থেকে নীচে এসে মাসির কাছ থেকে পিস্তলটা চেয়ে নিল। তারপর বিদায় নেওয়ার সময় বলল, "আপনার কোনও ভয় নেই মাসিমা। আমরা মাঝে মাঝে এসে আপনার খোঁজখবর নেব। কোনও অসুবিধে হলে....।"

মাসি হেসে বললেন, "তোমরা বেঁচে থাকো বাবা। আমি কালই এখান থেকে চলে যাব। কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে বসে ভিক্ষে করব এবার। অনেক হয়েছে, আর নয়!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল।

॥ ৯ ॥

হারানো মূর্তির পুনরুদ্ধারের আনন্দে পাণ্ডব গোয়েন্দারা কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। কালো দত্তর ডেরা থেকে ফিরে সারারাত ঘুমোতে পারেনি কেউ। কিছুটা আনন্দে, কিছুটা উত্তেজনায়। পরদিন সকালেই তাই ওরা চরম সিদ্ধান্তে আসার জন্য একটা বৈঠক করল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো রইলই। সেইসঙ্গে রইল ঘ্যাঁগোরা।

নির্বিকার পঞ্চু দু' চোখ বুজে আলোচনার বিষয়টা অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বাবলুর ঘরে সবাই এসে জড়ো হলে বাবলু বলল, "এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু এক ঘনীভূত রহস্যের জালে জড়িয়ে দারুণ পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি।"

সবাই চুপ করে বসে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা চা-জলখাবার দিয়ে গেলেন।

একটু একটু করে খেতে লাগল সকলে। কিন্তু কোনও হইহল্লা বা কোনও উত্তেজনা প্রকাশ পেল না ওদের মধ্যে।

বাবলু বলল, "যে মূর্তিচুরির রহস্যকে নিয়ে আমাদের এই অভিযান, সেই মূর্তিই এখন আমাদের হাতে। রেবাদির ভাই এখনও রহস্যের অন্ধকারে। দিওতিমাও তাই। তবে এরা দু'জনেই যে কালো দত্তর কালো অন্ধকারে ঢাকা, তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। কালো দত্ত হরিবিলাস ভক্ত হলেও আমাদের নজর এড়িয়ে পুলিশের জাল কেটে বেরোতে পারবে না। বানটুও নিস্তার পাবে না আমাদের হাত থেকে।"

বিলু বলল, "আর ওই অধর দত্ত?"

"শুধু অধর দত্ত নয়, ওই অভিজাত সন্ন্যাসী, জয়চণ্ডী পাহাড়, রেবাদিদের গুরুদেব, কান্তিভাই, শান্তিভাই ও গুরু হনুমানই এখন তদন্তের বিষয়। কেন না এদের সঙ্গে কালো দত্তর রহস্যের ব্যাপারটা যেমন রহস্যময় তেমনই রহস্যময় প্রতিটি চরিত্র।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম?"

"এই যেমন ধর, আপাতদৃষ্টিতে আমরা প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম চন্দ্রকান্ত গিরি ও তার দুই শিষ্য কান্তিভাই ও শান্তিভাইকে। তার কারণ ওঁদের অন্তর্ধানের পরই মূর্তি চুরি ও রেবাদির ভাই-এর অপহরণের ব্যাপারটা ঘটে। কিন্তু এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করার পরমুহূর্তেই কালো দত্তর কালো মেঘের সন্ধান পাই

আমরা। ঘর-শত্রু বিভীষণের মতো নবাদার অশুভ পদক্ষেপ আমরা টের পাই। তারই সূত্র ধরে কালো দত্তর ডেরায় হানা দিয়ে উদ্ধার করি অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি। ফলে সন্দেহেব মেঘ একেবারেই কেটে যায় চন্দ্রকান্ত গিরি ও কান্তিভাইদের ওপর থেকে। কিন্তু এই মেঘ আবার নতুন করে ঘনিয়ে আসে অপহৃত রেবাদির ভাই দেবাংশুর চিঠি থেকে। জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে লুকিয়ে পোস্ট করা সেই চিঠি দারুণ রহস্যময়। সাধু গুরু সম্প্রদায়ের ওপর তার অনাস্থার কথা সে লিখেছে, আর লিখেছে গুরু হনুমানের কথা। কে সেই গুরু হনুমান? ওই সুদর্শন সন্ন্যাসীই বা কে? দিওতিমাকে কেনই বা স্কুলে যাওয়ার পথে অপহরণ করল ওরা? আর কেনই বা বন্দি করে রাখা হয়েছে রেবাদির ভাই দেবাংশুকে? বিশেষ করে যেখানে কিডন্যাপের পর ওদের জন্য কোনও টাকা-পয়সার দাবি কিছু আসেনি।"

বাচ্চু বলল, "হয়তো পবিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ায় ওবা আর এগোতে সাহস কবেনি।"

"হতে পাবে। কিন্তু আর যখন তা সম্ভব হচ্ছে না তখন অযথা ওদেব ধরে রাখার আর তো কোনও প্রয়োজন নেই।"

বিচ্ছু বলল, "এই মুহূর্তে রহস্যের মূল কেন্দ্রে কিন্তু আমি আব একজনকে প্রত্যক্ষ করছি।"

বাচ্চু বলল, "কে সে?"

"তিনি হলেন অধর দত্ত।"

বাবলু বলল, "এখন প্রকৃত খলনায়ক কিন্তু অধর দত্তই। এই কাহিনীর সুদীর্ঘ বিস্তারে যার নাম কোনওভাবেই জড়ানো ছিল না। শুধু অধর দত্ত নয়, সেইসঙ্গে আরও একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে এখানে। সে মুখ হল মাধাই ঘোষের।"

ভোম্বল বলল, "মাধাই ঘোষটা কে?"

"এরই মধ্যে ভুলে গেলি? হাই বোডেব ধাবে কালো দত্তর নবনির্মিত বিলাসবহুল সেই বাড়ির মালিক যিনি।"

"কিন্তু মাধাই ঘোষ তো মারা গেছেন।"

"সেটা তো মাসির অনুমান। মাসি বলেছিলেন, 'আমাব মনে হয মাধাই ঘোযেব কাছ থেকে সবকিছু হাতিয়ে হুতিয়ে নিয়ে তাকেও এরা শেষ করে দিযেছে। কেন না তাঁর টাকাপয়সাতেই তো এদের এত বাড়বাড়ন্ত।' তাই এমনও তো হতে পাবে মাধাই ঘোষও এদের জালে জডিয়ে গুম হযে আছেন। কেন না টাকার খনিকে বুজিযে দেবে এত বোকা এবা নয়।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর এক মুহূর্তও দেবি না কবে শুরু হোক আমাদেব অভিযান।"

ভোম্বল বলল, "শুধু অভিযান নয়, খিচুড়ি অভিযান।"

বিলু বলল, "খিচুডি অভিযান কেন?"

"বাঃ রে! আগাগোডা সবকিছুই তো ঘোঁট বেঁধে খিচুডি পাকিয়ে গেছে।"

সবাই হাসল ভোম্বলের কথায়।

বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম কাজই হল ওই মূর্তিটার ব্যাপারে রেবাদিদেব জানিযে দেওয়া। যাতে আর একটুও বিলম্ব না কবে রেবাদি এসে ওঁদেব গৃহদেবতাকে নিয়ে যান সেই ব্যবস্থা করা।"

ঘ্যাংগো বলল, "এই কাজের দায়িত্বটা সম্ভবত আমাদেবকেই নিতে হবে?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। আমি প্রত্যেকের গাডিভাডা দিয়ে দিচ্ছি। তোরা গিয়ে রেবাদিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। প্রয়োজনে মূর্তিটা নিয়ে যাওয়ার সময়ও কাছে কাছে থাকবি তোরা। পাবলে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবি। থানার বড়বাবুকে বলে বাখব, উনি একজন গার্ডও দিয়ে দেবেন আশা কবি।"

ঘ্যাংগো বলল, "তা আমি বলি কি, বাবলুভাই, আমরা গিয়ে খবর দিয়ে রেবাদিকে নিয়ে আসি। কিন্তু ওঁকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা তোমরা নাও। তোমার হাতে পিস্তল আর সঙ্গে পঞ্চু থাকলে যতটা নিরাপদ হবে, আমরা সবাই একসঙ্গে থাকলেও তা হবে না। একে দুর্লভ মূর্তি, তাব ওপর আর্থিক মূল্যে যার হিসেব হয় না।"

বিচ্ছু বলল, "আমারও তাই ইচ্ছে।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক। কেন না, আমরাই তো থাকছি না। জয়চণ্ডীতে গিয়ে কোন পরিস্থিতির মুখে যে পড়ব আমরা তা কে জানে? ততদিন কি অপেক্ষা করবেন রেবাদি?"

বাবলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন রেবাদি। বললেন, "নিশ্চয়ই করব। অনন্তকাল

অপেক্ষা করব আমি। ওই গৃহদেবতাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারলেই গ্রহমুক্ত হব আমরা। আমার ভাইকেও আবার ফিরে পাব একদিন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল রেবাদির মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "রেবাদি আপনি! এত সকালে কী করে এলেন?"

বাবলুর মা কাছে এসে দাঁড়ালে রেবাদি মাকে প্রণাম করে বললেন, "তোমাদের এখানকার থানা থেকে ফোনে আমাদের ওখানকার থানায় জানিয়ে দেয়। সেই খবর পেয়েই ভোরে উঠে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে চলে এসেছি। মূর্তি নিয়েই ফিরে যাব।"

বাবলু বলল, "একা যাওয়ার রিস্ক নেবেন?"

"না। তোমরাও যাবে আমার সঙ্গে।"

"আমাদের কারও পক্ষে তো এখন যাওয়া সম্ভব নয় রেবাদি। আমরা আর-একটু পরেই রওনা দেব জয়চণ্ডীর পথে।"

"কীভাবে যাবে তোমরা?"

"এখান থেকে যে-কোনও ট্রেনে বর্ধমান। সেখান থেকে ট্রেনে অথবা বাসে আসানসোল। রাতে কোনও হোটেল বা লজে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে আসানসোল থেকে ট্রেনে জয়চণ্ডী।"

"তাই যদি ঠিক করে থাকো, তা হলে এক কাজ করো। তোমরা একটু কষ্ট করে আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। তারপর রাতের গাড়িতে গিয়ে ভোরে আসানসোলে নামো। নেমে সোজা চলে যেয়ো জয়চণ্ডীতে।"

ভোম্বল বলল, "রাতের কোন গাড়িতে যাব?"

"মোকামা প্যাসেঞ্জারে। আবার চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে আদ্রা দিয়েও যেতে পারো।"

বিলু বলল, "কিচ্ছু দরকার নেই। আমরা মোকামা প্যাসেঞ্জারেই যাব।"

পঞ্চু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

মা এতক্ষণ শুনেই যাচ্ছিলেন ওদের কথা। বললেন, "না। আজ আর কেউ কোথাও যাবি না। কাল সকালের গাড়িতে বরং রওনা দিস। এখন সবাই মিলে বাড়ির গৃহদেবতাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি চল। এতদিন যখন গেল তখন এক-আধ দিনে কিছুই এসে যাবে না।"

রেবাদি উল্লসিত হয়ে বললেন, "মাসিমা আপনিও যাবেন?"

"হ্যাঁ। আমার তো বেরনো হয় না। গাড়ি যখন আছে তখন এই সুযোগে রাজবল্লভেশ্বরীকেও একবার দর্শন করে আসি।"

রেবাদি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, "ওঃ। কী ভাগ্য আমাদের। কী আনন্দ যে হবে আপনি গেলে, তা কী বলব।"

এই না শুনে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও নেচে উঠল। বলল, "তাই যদি হয় তা হলে আমাদের মায়েরাই বা বাদ যান কেন?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই যাব আমরা।" বলেই বলল, "বিলু, তুই যেখান থেকেই হোক একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে সবাইকে নিয়ে চলে আয়। আমি ততক্ষণে থানা থেকে বিগ্রহ উদ্ধার করে রেবাদির হাতে তুলে দিই।"

বিলুরা চলে গেলে রেবাদিকে বলল, "আসুন আমার সঙ্গে।" তারপর ঘ্যাঁগোর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা তো সারাদিন থাকব না। তোরা একটু নজর দিস আমাদের বাড়িগুলোর দিকে।"

ঘ্যাঁগো বলল, "তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো।"

বাবলু রেবাদিকে নিয়ে থানায় গিয়েই দেখল দিওতিমার বাবা বসে আছেন। ভয়ংকর উত্তেজনায় থমথম করছে তাঁর মুখ। বাবলুকে দেখেই ইনস্পেক্টর বললেন, "ওই তো বাবলু এসে গেছে। যাক, আর ফোনে ডাকতে হল না।"

দিওতিমার বাবা অরুণবাবু বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই আমি এখানে এসেছি বাবা। তোমরা এমন একজনের নাম পুলিশকে জানিয়েছ যে, নামটা শুনেই ভয়ে বুক আমার কেঁপে উঠেছে। ওই নামের মানুষ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে আমার দিওতিমাকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নেই।"

"সে কী! কে সে? অধর দত্ত?"

"না। ও নামে কাউকেই আমি চিনি না। আমার প্রধান শত্রু যে, সে হল মাধাই ঘোষ।"

"কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন।"

"না। শয়তানের মৃত্যু হয় না। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার একজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই অবাধ গতি তার। বছর দুই আগে বাইরের দেশে এক মার্কিনি দম্পতিকে খুন করে ভারতে পালিয়ে আসে ও। পরে হয়তো নিজের মৃত্যুসংবাদ নিজেই রটিয়ে দেয়। আমার মনে হয় ওই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীই মাধাই ঘোষ।"

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতটা চমকাত না বাবলু, যতটা চমকাল অরুণবাবুর কথায়। বলল, "এবার বুঝেছি গুরু হনুমান তা হলে আর কেউ নয়, মাধাই ঘোষ নিজেই। ওর নৃশংসতাব কথা দেবাংশুব চিঠিতেই পেয়েছি আমরা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর খেলা এবার শেষ।"

অরুণবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "ওকে তোমরা যে-সে লোক ভেবো না বাবলু।"

"ওর সম্বন্ধে সবকিছু আমরা আপনার মুখ থেকে পরে শুনব। আপনি কি কাল সকালে একবার আসতে পারবেন আমাদের বাড়িতে?"

"কত সকালে বলো?"

"যত সকালে পারেন। কেন না, কালই আমরা জয়চণ্ডীর দিকে বওনা হব। আজ সময় নেই। না হলে আজই শুনতাম।"

অরুণবাবু ছলছল চোখে বললেন, "একটু আগে ইনস্পেক্টব বলছিলেন, দিওতিমাকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তা হলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাই পারবে। তাব কাবণ ভগবানের একটা আশীর্বাদ আছে ওদেব ওপর। তা সত্যিই যদি আমার মেয়েকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে আমার কাছে তোমরা ফিবিয়ে আনতে পারো, তা হলে যা চাইবে তোমরা, তাই পাবে। এত টাকা তোমাদের দেব যে, সেই টাকায় অনেকদিন তোমবা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারবে। আব দেব একটা সোনার চাঁদ। একশো গ্রাম ওজনেব একটা সোনার চাঁদ তৈরি করে উপহার দেব তোমাদের।"

বাবলু বলল, "তা হলে কিন্তু মস্ত একটা ভুল করবেন।"

"কেন? কেন? ভুল করব কেন?"

"তার কারণ ওই সোনার চাঁদের লোভে আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ুক এই সম্ভাবনাটাকে কিছুতেই মেনে নেব না বলে।"

"বেশ, তা হলে অন্য কিছু চেয়ো তোমরা।"

"চাইব। আমরা ভিখারির মতো হাত পেতে এমন কিছু চাইব আপনার কাছে যা হয়তো অনায়াসে আপনি দিতে পারবেন।"

"নিশ্চয়ই দেব। বলো কী চাও?"

"সোনা নয়, অর্থ নয়, আমাদের জন্যও কিছু নয়, আমাদেব চারজন গরিব ভাই আছে। তাদেব একটু রুজি রোজগারের ব্যবস্থা। যদি পারেন, তা হলে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আপনাব কাছে। রাস্তায় বাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় ছেলেগুলো। জন্ম থেকে বাবা-মাকে দ্যাখেনি। বড় ভাল ছেলে। চোর নয়। বখাটে নয়..।"

"ব্যস। আর কিচ্ছু বলতে হবে না তোমাকে। ওরা যদি রাজি থাকে তা হলে আজ এই মুহূর্তে এখনই ওদের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। দিওতিমাকে উদ্ধার আমরা কববই। কালো দত্ত, অধর দত্ত আর মাধাই ঘোষও ধরা পড়বে। বানটুও ছাড়া পাবে না আমাদের কবল থেকে।"

অরুণবাবু বললেন, "ওই চারজনকে আমি মুম্বইতে পাঠিয়ে দেব। সেখানে আমার এক বন্ধু শেঠের দোকানে ওরা কাজ পেয়ে যাবে। পাথর সেটিং-এর কাজ। তিন বছর মন দিয়ে কাজ শিখতে পারলেই কপাল খুলে যাবে ওদের। হাজার হাজার টাকা তখন কামাতে পারবে ওরা। কাজ শেখার সময়টা অবশ্য একটু কষ্ট হবে ওদের। থাকা-খাওয়া দোকানেই, মালিকের পয়সায়। মাসে হাতখরচা পাবে একশো টাকা করে।"

বাবলু বলল, "কথা দিলেন তো?"

"কাল সকালে ছেলেগুলোকে আসতে বোলো তোমাদের বাড়িতে। ওদের ঠিকানাপত্তর দিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেব।"

এর পর বাবলু থানা থেকে বিগ্রহ উদ্ধার করে রেবাদিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। এ-পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। সবই ভালর দিকে এগোচ্ছে। এখন পরবর্তী পদক্ষেপগুলো ঠিকমতো হলেই মুখরক্ষা হবে ওদের।

বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু, বিচ্ছুর মায়েরা তখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই বাবলুদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। বেশ বড়সড় আট-দশজনের বসার মতো একটা গাড়িরই ব্যবস্থা করেছে বিলু।

রেবাদির নিয়ে আসা গাড়িতে পঞ্চুকে নিয়ে উঠে বসল বাবলু। অন্যটিতে বাকি সবাই।

গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে বিচ্ছু হঠাৎ বলে বসল, "না না। এরকম হওয়াটা ঠিক নয়। মূর্তি নিয়ে আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা গাড়িতে বসি। পঞ্চুও থাকবে আমাদের সঙ্গে। অপর গাড়িতে মায়েরা যাক। রেবাদিও থাকুন মায়েদের সঙ্গে। আমরা আমাদের মতোই যাই।"

সবাই বলল, "ঠিক ঠিক।"

গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর ওরা লক্ষ কবল দূর থেকে একটি পুলিশের গাড়িও ওদের দিকে লক্ষ রেখে পিছু নিয়েছে ওদের।

সারাটা দিন যে কী আনন্দে কাটল তা আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না কাউকে। গৃহদেবতাকে তাঁর শ্রীমন্দিরে বসিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যলাভ করল।

রেবাদি ওঁদের কুলপুরোহিতকে ডাকিয়ে এনে সামান্য আয়োজনে ভোগ পূজা ইত্যাদি সমাপন করালেন।

মায়েরা সারাদিন থেকে রাজবল্লভেশ্বরী দর্শন করে আনন্দ পেলেন খুব। তবে সময়াভাবে আঁটপুরের দিকে যাওয়া হল না। বেলাবেলি রওনা হয়ে সন্ধের মুখেই ফিরে এলেন সকলে।

দু' রাত ঘুম ছিল না পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখে। তার ওপবে এই এতখানি জার্নি। রেবাদিদের বাড়ি অবেলায় খাওয়াদাওয়া। তাই দারুণ ক্লান্তিতে এসে শয্যাগ্রহণ করল সবাই।

সকাল-সকাল শুয়ে পড়ার ফলে ঘুমও ভাঙল সকাল-সকাল। অর্থাৎ ভোবের পাখির দল কলকল করে ডেকে উঠতেই জেগে উঠল বাবলু।

পঞ্চুকে নিয়ে একা-একাই চলল মর্নিং ওয়াকে।

আজ আর কেউ আসবে না। সেইরকমই কথা আছে। কেন না, কার কখন ঘুম ভাঙে তা কে জানে?

বাবলু সর্বাগ্রে ঘ্যাঁগোদেব ওখানে গেল। গিয়ে বলল, "আজ আর তোরা কেউ বাইরে বেরোবি না। একটু পরেই আমাদের বাড়ি চলে আসবি, বুঝলি?"

ঘ্যাঁগো সবিস্ময়ে বলল, "হঠাৎ কী ব্যাপার? আবার নতুন কিছু?"

"না না। কোনও সমস্যার ব্যাপার কিছু নয়। এবার হয়তো তোদের জীবনের দুর্যোগেব মেঘ কাটতে চলেছে। কেন না সামান্য একটু রোদের আভা দেখা দিয়েছে এবার।"

ঘ্যাঁগো বলল, "নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কোনও কিছুব একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "সেইরকমই কিছু একটা অনুমান করতে পারিস।"

আর ওদের পায় কে? ওরা সবাই তখন লাফিয়ে উঠে পায়ে-পায়ে বাবলুর সঙ্গে মিত্তিরদের বাগানে এল। যেতে যেতেই দিওতিমার বাবা অরুণবাবুর সঙ্গে বাবলুর যা-যা কথা হয়েছিল, সব বলল ওদের।

শুনে যে কী করবে ঘ্যাঁগোরা, কিছু ঠিক করতে পারল না।

ঘ্যাচাং আর খ্যাচাং তো চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বম্বে! বম্বে যাব আমরা!"

বাবলু বলল, "বম্বে নয়, মুম্বই।"

"ওই হল। ওখানে তো সমুদ্র আছে, তাই না বাবলুভাই?"

"শুধু সমুদ্র কেন, অনেক কিছুই আছে। মন দিয়ে যদি তোরা পাথর সেটিং-এর কাজ শিখিস, তো তোদের অন্ন ওখানে খায় কে? তবে নিজেরা কিন্তু সৎ থাকবি খুব। অনেকে অনেক প্রলোভন দেখাবে। কারও ফাঁদে পা দিবি না।"

ফ্যাচাং বলল, "তাই কি পারি? আমাদের ওখানে কে পৌঁছে দিয়ে আসবে?"

"সে চিন্তা তোদের কেন? কাজটাই হোক আগে। তারপর ওইসবের ব্যবস্থা।"

অনেকক্ষণ বাগানে পায়চারি করার পর পঞ্চুকে নিযে বাবলু যখন ফিরে এল তখন দেখল বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ঘ্যাঁগোরা দূর থেকে থেকেই বলল, "উনি বোধহয় এসে গেছেন?"

"হ্যাঁ। কথা রেখেছেন। সকাল-সকালই এসেছেন। তোরা একদম দেরি কবিস না। এখনই চলে আয়।"

বাবলু ঘরে এসেই দেখল সস্ত্রীক অরুণবাবু এসে বসে আছেন।

ও একটুও দেরি না করে তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে এসে বলল, "ক্ষমা করবেন। আমিই দেরি করে ফেললাম।

যাই হোক, ছেলেগুলোকে খবর দিয়েছি। ওরা এখনই আসবে। ওদের অন্ধকার জীবনে আশার আলো দেখে দারুণ খুশি ওরা।"

অরুণবাবু বললেন, "দ্যাখো বাবলু, মুম্বই শহরে কাজের অভাব নেই। তবে কিনা এইসব কাজে একবার লেগে গেলে বাড়ি আসার ছুটি পাওয়া যায় না। বিরক্তিকর, কষ্টকর কাজ। কিন্তু শিখে যেতে পারলে হাতের মুঠোয় পৃথিবী। পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে এই কাজ নিয়ে চলে যেতে পারে ওরা। সাগরপারে আরব দেশ তো আছেই।"

বাবলু বলল, "এবার বলুন তো মাধাই ঘোষের ব্যাপারে কী বলবেন?"

অরুণবাবু বললেন, "আগে ছেলেগুলোর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি, তারপর বলছি সব।"

মা ততক্ষণে চা-জলখাবার নিয়ে এসেছেন।

একটু পরেই ঘ্যাগোরাও এল।

অরুণবাবু একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখেই বললেন, "এরাই পারবে। কেন না এদের ঘরটান নেই। অল্প বয়স।" বলে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী! পারবে তো মন দিয়ে কাজ করতে?'

ঘ্যাগোরা সবাই এসে অরুণবাবু ও তাঁর স্ত্রীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "পারব না মানে? আমাদের একটু বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিন বাবু। বড় অসহায় আমরা। কেউ নেই আমাদের।"

"কে বলল তোমরা অসহায়? খোদ পাণ্ডব গোয়েন্দারাই তো তোমাদের সহায়। তোমাদের এই কাজের ব্যবস্থাটা আমার হাত দিয়ে হলেও মূলে তো পাণ্ডব গোয়েন্দারা।"

ঘ্যাগোরা বলল, "হ্যাঁ। ওদের দয়াতেই তো হিল্লে হল আমাদের।"

অরুণবাবু বললেন, "শোনো, আগামী শনিবার আমার দু'জন কর্মচারী গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে মুম্বই যাবে। তোমরাও যাবে ওদের সঙ্গে। ট্রেনের সময়টা ভাল করে জেনে হাওড়া স্টেশনে পুলিশ ক্যাম্প-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তোমরা। ইতিমধ্যে আমি তোমাদের রিজার্ভেশনের ব্যবস্থাটা করিয়ে রাখছি, কেমন? কাজ তোমাদের হয়ে গেছে। এখন এসো, আমরা অন্য আলোচনা করব।"

ঘ্যাগোরা বিদায় নিতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে হাজির। শুধু পঞ্চুই যা প্রয়োজন না থাকায় কেটে পড়ল সেখান থেকে।

ঘরের মধ্যে দারুণ এক নিস্তব্ধতা। অরুণবাবু মাধাই ঘোষ সম্বন্ধে কী বলবেন তা উনিই জানেন। সব ভালভাবে জানতে পারলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সুবিধে হয় কাজের। ওরা তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল অরুণবাবুর মুখের দিকে।

মা চা-বিস্কুট নিয়ে এলেন। তারপরই নিয়ে এলেন উপাদেয় সব জলখাবার। টানটান উত্তেজনার মধ্যে এইরকম কিছুর প্রয়োজন আছে।

খেতে খেতেই অরুণবাবু বললেন, "শোনো বাবলু, ওই মাধাই ঘোষ হল আমার জীবনের এক দুষ্টগ্রহ। আমরা একই কলেজে পড়াশোনা করতাম। ও ছিল অত্যন্ত বদ প্রকৃতির। ওর কারণে কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মেয়েদের গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত, ছেলেদের ব্লেড মারত। জ্বালিয়ে মারত একেবারে।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ। একবার হল কী, নতুন ভর্তি হওয়া একটি মেয়ের সঙ্গে অশোভন আচরণ করার প্রতিবাদে ওকে ধরে বেধড়ক পেটালাম আমি। আমার সঙ্গে আরও দু'-একজন যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ওর যত রাগ পড়েছিল আমার ওপর। তা সে যাই হোক, কলেজ জীবন শেষ হলে আমি আমার পিতৃপুরুষের ব্যবসার কাজে নিজেকে সবসময়ের জন্য নিয়োগ করলাম। মাধাইও চলে গেল লন্ডনে ওর এক বিলেতিভের কাছে। সেখানে কী একটা কাজকর্ম পেয়ে রয়ে গেল বরাবরের মতো। এখানে ওর কতকগুলো বদ সঙ্গী ছিল। তারাও ওই একই কলেজে পড়ত। পরে অবশ্য তারা তাদের সংশোধন করে নিয়েছিল। তাদেরই সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হলে মাধাই ঘোষের খবরাখবর পেতাম। এবং ক্রমশ ও যে একটা দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালে রূপান্তরিত হয়েছিল সে খবরও পেয়েছিলাম। এইভাবে বছর পনেরো কেটে যাওয়ার পর একদিন হঠাৎই গাড়ি নিয়ে আমার দোকানে এসে হাজির হল মাধাই ঘোষ। ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'কী খবর মাধাই?' ও বলল, 'বহুদিনের পুরনো বন্ধু তুমি। তাই কলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তোমার ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে বলো?' আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম, ধূর্ত শেয়াল কোনও একটা মতলব এঁটেই এসেছে এখানে। বললাম, 'বাজার খুব মন্দা ভাই। কোনওরকমে ঢিমেতালে চলছে সব। এদেশে এখন সোনার চেয়ে টাকা দামি। পাঁচ বছর, ছ' বছরে টাকা ডবল হয়ে যাচ্ছে। তাই সোনা বেচে লোকে টাকা রাখছে পোস্ট অফিসে। তা ছাড়া চুরি ডাকাতি ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় সোনার গয়না মেয়েরা আজকাল ভয়ে পরতে চায় না।' আমার মুখে সবকিছু শোনার পরও মাধাই

বলল, 'তবুও সোনা কি লোকে কিনছে না? বিয়ে শাদির ব্যাপারে না কিনলে চলবে কী করে? তা যাক, আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তুমি তো জানো, আমার মতো সৎ চরিত্রের আদর্শবান ছেলে ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই। তা আমার স্মাগলিং বিজনেসে তুমি একটু সাহায্য করো। বেশ কিছু সোনার বাঁট আছে আমার কাছে। সেগুলো তুমি কিনে নাও। আধা মূল্যে দিয়ে দেব। নকল সোনা নয় কিন্তু। ভালভাবে যাচাই করে তারপর কিনো।' আমি বললাম, 'ওইসব গোলমেলে ব্যাপারে আমি নেই। তুমি বরং অন্য কোথাও তোমার টোপ ফেলো।' মাধাই ঘোষ হেসে বলল, 'বেশি সততা আমাকে দেখিও না ভাই। গোয়ালা আর মণিকার কী জিনিস তা দুনিয়াসুদ্ধু লোক জানে। তাই বলি সুবোধ বালকের মতো লাইনে এসো।' আমি দারুণ অপমানিত হয়ে বললাম, 'কই দেখি তোমার জিনিসপত্র?' ও বলল, 'আরে জিনিসপত্র কি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি? কাল সন্ধেবেলা আমি আসব। তিন লাখ টাকা তুমি রেডি রেখো। দশ লাখ টাকার জিনিস পাবে। এক লাখ টাকার বাণ্ডিল দেবে, দশ লাখ টাকার জাল নোট পাবে। আসলে জোচ্চুরি জালিয়াতি এগুলোকে মনে করলেই মনে করা। তুমি আমি কেউই থাকব না পৃথিবীতে। শুধু দু'হাতে সবকিছু নাড়াচাড়া করে ভোগদখল করে এখান থেকে চলে যাওয়া। কিছুই তো নিয়ে যেতে পারব না এখান থেকে। এমনকী, এই দেহটাকেও নিয়ে যেতে পারব না। তা হলে ভয়ই বা কীসের? আর চুরি করাই বা হল কোথায়? যা-যা উপার্জন করব তার সবই তো রয়ে যাবে এখানে। অতএব বলি ভাই, হাতে হাত মেলাও।' আমি গায়ের রাগ গায়ে চেপে মুখে নকল হাসি এনে বললাম, 'সত্যি, তোমার মতো এত সহজভাবে আমি কিন্তু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কখনও ভাবনাচিন্তা করিনি। আমি রাজি। কাল সন্ধেবেলা তুমি তা হলে আসছো? টাকা আমি রেডি রাখব।' মাধাই ঘোষ আমার হাতে হাত মিলিয়ে চলে গেল। আর আমিও আমার দিক থেকে যা-যা করবার তা করে রাখলাম। অর্থাৎ পুলিশকে আগাগোড়া ব্যাপারটা সব জানিয়ে ওকে হাতেনাতে ধরবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রাখলাম একটা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল সব। এই পর্যন্ত শোনার পর বাবলু বলল, "তারপরে কী হল? ধরা পড়ল মাধাই ঘোষ?"

"না। পরদিন সন্ধেবেলা আমার দোকানে একটা ফোন এল। মাধাইয়েরই ফোন। ও জানাল, 'তোমার মতো বোকা আর দুটো দেখিনি ভাই। এমন অফার কেউ ছেড়ে দেয়?' শুধু শুধু পুলিশকে ফোন করতে গেলে কেন? তোমার কি ধারণা আমি এমনই বোকা যে, ওইসব জায়গায় আমার স্পাই না রেখে আমি এই কারবারে নেমেছি? আপাতত শেঠ প্রভুদয়ালের সঙ্গে যা করবার তা করে নিলাম। তবে আমাকে ঘাঁটিয়ে কিন্তু ভুল করলে। আমি হলুম একটা গোখরো সাপ। এমন ছোবল দেব যে, বিষের জ্বালায় ছটফট করবে তুমি?' "

"তারপর?"

"তারপর ওর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কতবার ধরা পড়ছে, কতবার বেরিয়ে আসছে। সারা পৃথিবী তোলপাড় করছে ও। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বদেশের মধ্যেই নাশকতার কাজ করছে। ওর মৃত্যুর সংবাদও আমার কানে এসেছে। তবে মনে হয় এ-সবই সাজানো ঘটনা। তাই তোমাদের মুখে ওই নাম শুনেই শিউরে উঠেছি আমি। এবং আমার মনে হয় ওই সাধুবাবা আর কেউ নন, শয়তান মাধাই ঘোষেরই ছদ্মরূপ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একবাক্যে বলল, "আমাদেরও তাই মনে হয়। এবং সেই কারণেই মেয়েটাকে অপহরণ করার পরও ওরা কোনও টাকাপয়সার দাবি করেনি।"

মা এতক্ষণ অদূরে থেকে ওদের কথাগুলো শুনছিলেন সব। বললেন, "ওই সাধুবাবা যদি মাধাই ঘোষই হবেন তা হলে মেয়েটাকে গাড়ি করে কালো দত্তর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবেন কেন? ওঁর কি টাকার অভাব?"

বাবলু বলল, "না। মেয়েটাকে অপহরণ করে কালো দত্তর ডেরায় পৌঁছে দেওয়া হল ওকে যথাস্থানে অর্থাৎ ওদের গোপন ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর অ্যাটাচিতে করে উনি টাকাই নিয়ে এলেন বা অন্য কোনও নিষিদ্ধ ড্রাগ কিছু, তাই বা কে জানে?"

দিওতিমার মা এবার বাবলুর হাত দুটি ধরে বললেন, "তা সে যাই হোক, আমাকে কথা দাও বাবলু, আমার মেয়েকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে?"

বাবলু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

সস্ত্রীক অরুণবাবু চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "এইবার আমরা আমাদের আসল তদন্ত শুরু করব।"

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল দশটা।

ঠিক এই মুহূর্তে বাবলু কী করে তাই দেখার জন্য বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তাকাল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু তখন ওব ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত।

বিলু বলল, "তুই কি এখনই বেরোতে চাস?"

"হ্যাঁ। তোরা যদি যেতে চাস তো রেডি হয়ে নে। আর ঘ্যাঁগোদের বল, ওদের আর রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ানোব দবকার নেই। আমরা আজকালের মধ্যেই ফিবব। ওবা যেন আমাদের বাড়িগুলোর দিকে একটু নজর দেয়। যদি আমাদের ফিরতে কোনও কারণে দেরি হয় তা হলে ওরা যেন আমাদের অপেক্ষা না করে ঠিক দিনেই পৌঁছে যায় হাওড়া স্টেশনে। অরুণবাবুর কথাব খেলাপ যেন কোনওভাবেই না হয়। এই সুযোগ একবাব চলে গেলে আর কিন্তু আসবে না।"

মা বললেন, "কোথায় যাবি তোরা?"

"জয়চণ্ডী পাহাড়ে। কেন না ওই জায়গাটাই রহস্যের মূল কেন্দ্র এখন। ওই গুরুদেবের আশ্রম, শুরু হনুমান, দেবাংশুর নজরবন্দি হয়ে থাকা, সব কিছুতেই জয়চণ্ডী পাহাড।"

"কিন্তু ওরা কি এতই বোকা যে, এত কাণ্ডের পবও ওখানে বসে থাকবে?"

"না। আমবা ওখানে যাচ্ছি অন্য কাবণে। ওইখানে গিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদেব তদন্তের কাজ শুরু করলেই আমরা জেনে যাব ওদের আসল ঘাঁটি কোনখানে।"

মা'র সঙ্গে কথা বলা শেষ কবে বাবলু থানায় একবাব ফোন করল।

অফিসার নিজেই ধরেছিলেন ফোনটা।

বাবলু বলল, "স্যার, আমরা কয়েকদিনেব জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। আমাদের বাড়ির দিকে একটু নজব দেবেন। দুষ্কৃতীদের মুখ থেকেই জেনেছি কালোবরণ দত্ত এখন হরিবিলাস ভক্ত সেজে রায়বাহাদুর বোডে সুখনিবাসে বিরাজ কবছেন। অতএব ওদিকেও নজর রাখবেন একটু।"

অফিসার বললেন, "তা হলে তোমাকে একটা সুখবর দিই, কালো দত্ত এখন পুলিশেব হেফাজতে।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "সত্যি!"

"হ্যাঁ। তবে ওইসঙ্গে একটা খারাপ খবরও দিই, উনি এখন বদ্ধ উন্মাদ।"

"এটা কী করে সম্ভব? শয়তানেব কোনও চাল নয় তো?"

"না। তারাতলা ব্রিজের ওপর থেকে উনি লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথচারীরা ওঁকে ধবে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। উনি এখন কলকাতা পুলিশের হেফাজতে।"

"কিন্তু...।"

"ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।"

"আমি কিন্তু এর মধ্যে অধর দত্ত আর মাধাই ঘোষের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।"

"তোমার অনুমান যথার্থই। কোনও খারাপ ইঞ্জেকশনের প্রভাবেই সম্ভবত ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। এবং এই কুকর্ম ওই দু'জন ছাড়া আর কেই-বা করতে পারে?"

বাবলু টেলিফোন রেখে কারও দিকে না তাকিয়ে দু'চোখ বুজে সোফায় বসে দেহটা এলিয়ে দিল। ওর কপালে মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বাবলু একটু প্রকৃতিস্থ হলে বিলু বলল, "কী হল বে বাবলু?"

"কালো দত্তর খেলা শেষ।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে? আমরা কি যাব না?"

"অবশ্যই যাব। যেতে আমাদেব হবেই। তবে কিনা খুবই ধূর্ততার সঙ্গে।" বলে পুলিশের সঙ্গে যা-যা কথা হয়েছিল সবই বলল বাবলু।

ওর কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই।

বিচ্ছু বলল, "তুমি যা শোনালে তা তো রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার। ওই ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবাংশু আর দিওতিমাকেও ওরা পাগল কবে দেবে না তো?"

"এতক্ষণে যে দেয়নি তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? শুধু তাই নয়, এই অভিযানে আমরাও যদি কেউ কোনওরকমে ধরা পড়ি ওদের হাতে, তা হলে কিন্তু আমাদেব অবস্থাও ওইবকমই করুণ হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি ভাই যাচ্ছি না, তোরা যা। আমাকে কেউ খুন করতে চাইলে আমি রাজি আছি। কিন্তু

পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব আর উলটোপালটা কথা বলে লোক হাসাব, ও আমার দ্বারা হবে না।"

বাবলু বলল, "শোন, আমাদের এবারের এই অভিযানটা কিন্তু অন্যবারের মতো নয়। ওখানে দল বেঁধে আমরা পাঁচজনে একসঙ্গে গেলেই কিন্তু ওরা চিনে ফেলবে। তাই বলি কী, বাচ্চু-বিচ্ছুরও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। বিলু আর আমি যাই। গিয়ে ওখানকার পরিবেশ দেখি, অবস্থাটা বুঝি। তারপর ফোনে খবর দিলেই পঞ্চুকে নিয়ে হাজির হবি তোরা।"

বিলু বলল, "কাজটা তাতে পাকা হবে। এটুকু জেনে রাখিস, ওরা কিন্তু আমাদের সবাইকেই গ্রাস করবার জন্য হাঁ করে বসে আছে ওখানে।"

বাবলু, বিলু দু'জনেরই কথায় এবারের অভিযানের গুরুত্বটা বুঝল সকলে।

বিচ্ছু বলল, "তোমরা তা হলে গিয়েই ফোন কোরো। আমরা রেডি থাকব।"

বাচ্চু বলল, "ঘটনার গতি যা তাতে শুধু জয়চণ্ডী নয়, মনে হচ্ছে দূরেও কোথাও যেতে হবে আমাদের। বাবলুদারা আগেভাগে গিয়ে দেখুক, তারপর—।"

বিলু বলল, "আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসি?"

বাবলু বলল, "না।"

"সে কী! যাবি না?"

"যাব। তবে এখনই নয়। বেলা অনেক হয়েছে। স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে রাতের চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে যাব। শেষরাতে নেমে পড়ব আদ্রা স্টেশনে। ওখান থেকে রঘুনাথপুরে গিয়ে কাল সকালেই জয়চণ্ডী পাহাড়।"

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর আর নড়চড় হওয়ার নয়। অতএব সবাই বিদায় নিল একে একে।

রাত্রিবেলা বাবলু আর বিলু দু'জনেই এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। সেকেন্ড ক্লাসের দুটো টিকিট কেটে ওরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকগুলো বগি নিয়ে ধীর শ্লথ গতিতে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকল ট্রেনটা। বেশ কয়েকটি থ্রি-টিয়ার স্লিপার কোচও আছে।

বিলু বলল, "এমন জানলে দুটো রিজার্ভেশনও করিয়ে নিতাম রে! দিব্যি আরামে শুয়ে শুয়ে যাওয়া যেত।"

বাবলু বলল, "একটু চেষ্টা করে দেখলে হয়। অনেক স্লিপার কোচ আছে দেখছি। এর একটাতেও কি জায়গা হবে না আমাদের?"

"হওয়া তো উচিত। এ তো আর মুম্বই চেন্নাই মেল নয়, কোথাও না কোথাও দুটো বার্থ পাওয়া যাবেই।"

অতএব ওরা সাধারণ বগিতে না উঠে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল।

অল্পবয়সি সি এ চার্ট দেখে বললেন, "এস ফোর-এ হয়ে যাবে। চব্বিশের পর থেকে যে-কোনও দুটো বার্থ তোমরা পছন্দ করে নাও। ট্রেন ছাড়লে আমি যাচ্ছি।"

বাবলু আর বিলু মনের আনন্দে একটা লোয়ার, আপার বার্থ পছন্দ করে নিল। শুধু ওরা নয়, ওদের মতো রিজার্ভ না করা অনেক যাত্রীই উঠল ওদের বগিতে। দেখতে দেখতে সবকটি বার্থই যাত্রীতে ভরে গেল।

ট্রেন ছাড়লে জানলার ধারে বসে অন্ধকারের প্রকৃতি দেখতে লাগল দু'জনে। টিকিয়াপাড়া, দাশনগর, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, একের পর এক স্টেশন পার হতে লাগল। অনেকেই বাড়ি থেকে নিয়ে আসা রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন। যাদের সঙ্গে ছোট ছেলেপুলে ছিল তারা অনবরত কলকল করতে লাগল।

বাবলু এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে এসেছিল। তাই খেয়েই শুয়ে পড়ল দু'জনে। আসবার আগে বাড়িতে লুচি আলুর দম খেয়েছিল পেটভরে, তাই আর গাড়ির খাবারের প্রয়োজন হল না।

বিলু বলল, "আমার কিন্তু সকলের জন্য মনখারাপ করছে খুব।"

"আমারও। আসলে আমরা তো এইভাবে দলছুট হয়ে রাতের গাড়িতে ট্রেনজার্নি করিনি কখনও। বিশেষ করে পঞ্চুর জন্য মনখারাপ হচ্ছে খুব। ও বেচারি ট্রেনে চাপার জন্য পাগল।"

বাবলুর কথা শেষ হতেই ওপাশের বার্থ থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমিও তোমার জন্য পাগল। স্যরি, তোমার একার জন্য নয়। তোমাদের সকলের জন্য। আমার কী সৌভাগ্য যে, পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুর সঙ্গে আমি এক কামরায় যাচ্ছি। নীচের জন নিশ্চয়ই বিলু?"

যাঃ। ধরা পড়ে গেল। তবুও বাবলু ঘুরে তাকিয়ে বলল, "তুমি!"

"আমার নাম রিমা। রিমা সেন। উত্তর কলকাতায় মেয়েদের হস্টেলে থেকে বেথুনে পড়ি। আজ আমাব আসবার কোনও ঠিকই ছিল না। হঠাৎই দুপুরবেলা বাড়ির জন্য মনটা কেমন করে উঠল, তাই বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে এসে রিজার্ভেশনও পেয়ে গেলাম একটা। না হলে অবশ্য লেডিজ কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়তাম। তবে যা আজকাল ট্রেনের অবস্থা তাতে, বিশেষ করে নাইট জার্নিতে লেডিজ কামরায় উঠতে ভয় করে।"

বাবলু বলল, "তুমি কতদূরে যাবে?"

"আদ্রা। তোমবা?"

"আমরাও তাই যাব। সেখান থেকে বঘুনাথপুর।"

"কোনও আত্মীয় আছে বুঝি?"

"না না, এমনিই। বেড়াতে যাচ্ছি।"

"বুঝেছি। তোমরা জয়চণ্ডী পাহাড়ে যাচ্ছ। কিন্তু এইভাবে তোমরা দলছুট হয়ে তো কোথাও যাও না? অন্তত তোমাদের কাহিনী পড়ে তাই মনে হয়।"

"আসলে আমরা যাচ্ছি একটা লোকেশান দেখতে।"

রিমা শুযে ছিল, এবার উঠে বসল। বলল, "তার মানে? তোমরা সিনেমা করছ নাকি?"

"আরে না না। আমরা দিনকতকের জন্য একটু শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশের বাইরে থাকতে চাই। এমন এক জায়গায়, যেখানে কেউ আমাদের চিনে ফেলবে না, বিরক্ত করবে না। তাই কে যেন একজন জয়চণ্ডী পাহাডেব নাম করল। বলল, কাছাকাছি রঘুনাথপুরে থাকারও নাকি জাযগা আছে। সেই কারণেই এসেছি। জায়গা পছন্দ হলে আমরা ফোনে খবর দেব ওদের। ওরা হইহই করে চলে আসবে।"

"ভালই হবে। অমনি আমিও ভিড়ে যাব তোমাদের সঙ্গে।"

ওদের কথোপকথনের ফাঁকেই কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে সেকেন্ড ক্লাস টিকিট স্লিপার ক্লাসে রূপান্তরিত কবে বার্থ দিয়ে দিলেন।

বাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলল।

একবার ঘুম চটকে গেলে সহসা ঘুম আসে না বাবলুব। কে জানত যে, এই রাতদুপুরে চক্রধবপুব প্যাসেঞ্জারেও একটা পেতনি ভর করবে ওদের ওপর।

ট্রেন খড়্গাপুবে এসে থামল।

বিলু উঠে বসতেই মেয়েটি নেমে এল ওর বার্থ থেকে। তারপর বিলুর মুখোমুখি বসেই বলল, "ট্রেনজার্নিতে আমার একদম ঘুম আসে না। অথচ এক-একজন লোক নাক ডাকিয়ে এমন ঘুমোয় যে, রাগ ধরে যায়।"

বিলু বলল, "আমাব কিন্তু ট্রেনেব দুলুনিতে ভালই ঘুম হয়। তবে এটা একটা প্যাসেঞ্জার গাডি তো! তেমন গতি নেই, তাই ঘুম আসতে চাইছে না।"

"তোমাদের হিরো মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর কোনও সাড়াশব্দ নেই।"

"ঘুমোক। আমি কিন্তু ঘুমোচ্ছি না। আসলে এই লাইনে আমাদের যাতায়াত নেই। অনেকদিন আগে একবার বিষ্ণুপুর যাওয়ার সময় এসেছিলাম এই পথে। তা সেবার ডাকাতের পাল্লায় পড়ে সে কী কাণ্ড!"

"এবারেও যদি ওইরকম হয়?"

"লড়ে যাবো।"

ট্রেন এবার মেদিনীপুর, শালবনি, চন্দ্রকোনা রোড, একের পর এক স্টেশনে থেমে থেমে এগোতে লাগল। চন্দ্রকোনা রোডে ট্রেন থামলে রিমা বলল, "আমাদের দেশ এখানে। কাছেই গড়বেতা। ফের কখনও সময়-সুযোগ হলে একবার গড়বেতায় নেমে গনগনির খুলাটা দেখে যেয়ো।"

বিলু বলল, "সেইরকম ইচ্ছে অবশ্য আমাদের আছে। তবে কিনা সময় ও সুযোগের অভাবে হয়ে উঠছে না।"

এইভাবেই রাত শেষ হয়ে ভোর হল। সামান্য একটু লেট করে ট্রেন যখন আদ্রা স্টেশনে এল তখন সকাল হয়ে গেছে।

ট্রেন থেকে নেমে রিমা বলল, "তোমাদের কাছে আমাব একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে।"

বাবলু বলল, "কী!"

"সারারাত একসঙ্গে ট্রেনজার্নি করে এলাম। আমি যেমন ক্লান্ত তেমনই তোমরাও। কাছেই আমাদের কোয়ার্টার। ওখানে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপরই জয়চণ্ডীর দিকে যেয়ো। তোমরা চাইলে আমিও তোমাদের সঙ্গ দিতে রাজি আছি। তোমরা তো এই প্রথম আসছ, তাই আমি সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে তোমাদের। ওখানকার সবাই প্রায় চেনে আমাকে।"

বাবলু বিলুর দিকে তাকালে বিলু ইশারায় রাজি হতে বলল বাবলুকে।

রিমা দারুণ উল্লসিত হয়ে ওদের নিয়ে গেট-এর দিকে এগোতেই একজন মধ্যবয়সি চেকার ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন রিমাকে। বললেন, "হ্যাঁ রে মা, এইভাবে হঠাৎ করে চলে এলি যে? একটা খবর দিবি তো?"

রিমা প্রণাম করে বলল, "তোমাদের জন্য খুব মনখারাপ করছিল বাবা। আসবার সময় পথে এই বন্ধুদের পেলাম। একটু পরে ওদের নিয়ে জয়চণ্ডীতে যাব।"

জয়চণ্ডীর নাম শুনেই কেমন যেন হয়ে গেলেন রিমার বাবা। বললেন, "জয়চণ্ডীতে যাবি? ওখানে এখন না যাওয়াই ভাল। খুব গোলমাল চলছে ওখানে।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কীসের গোলমাল?"

"ওসব কথা এখন থাক। এখানে ওসবের আলোচনা না হওয়াই ভাল। তোমরা ঘরে যাও।"

রিমা ওদের নিয়ে কোয়ার্টারের দিকে এগোল।

॥ ১১ ॥

আর সমস্ত রেল কোয়ার্টার যেমন হয়, রিমাদের কোয়ার্টারও তার ব্যতিক্রম নয়। চারতলায় টু-রুম-এর ফ্ল্যাট। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নয়। সে যাই হোক, বাবলুরা তো এখানে থাকতে আসেনি। চলার পথে সাময়িক বিশ্রাম।

রিমার মা মেয়েকে দেখে যেমন খুশি হলেন তেমনই আনন্দ পেলেন বাবলু ও বিলুকে পেয়ে।

একটু পরে বাবাও এলেন।

এই সকালেই বাবলু, বিলু রিমাদের বাথরুমে স্নানপর্ব সেরে নিয়ে রাতের ট্রেনজার্নির ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর করে নিল।

মা ওদের সকলের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন।

বাবা বললেন, "তোমরা কি জয়চণ্ডীতে যাবেই ঠিক করেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ওখানে যাব মন করেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছি।"

"গেলে একটু সাবধানে যেয়ো। শুনেছি ওখানকার সাধুদের নিয়ে কীসব যেন গোলমাল চলছে। পুলিশ গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে অ্যারেস্টও করেছে কয়েকজনকে।"

"কারণটা কী?"

"তা জানি না। তবে একটি কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরেই ওখানে উত্তেজনা। গ্রামবাসীরাও প্রচণ্ড খেপে আছে এই ব্যাপারে।"

বাবলুর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এই কিশোর নিশ্চয়ই রেবাদির ভাই।

বিলু চাপা গলায় বলল, "কী করবি রে বাবলু?"

"যাব। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপ হয়েছে, তবুও সবকিছু একবার যাচাই করে দেখা দরকার। কে ওই কিশোর তা সঠিকভাবে না জেনে তো কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।"

রিমার বাবা বললেন, "তোমাদের কথাবার্তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "আমরা অন্য একটা ব্যাপারে আলোচনা করছি।"

রিমা কিন্তু বুঝল সব। অকারণে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কেউ কোথাও যাবে ও তা বিশ্বাস করে না। ওরা যে এই হত্যারহস্যের কিনারা করতেই এখানে ছুটে এসেছে সে-ব্যাপারে ও দারুণভাবে নিশ্চিন্ত হল। তাই বাবাকে বলল, "যেখানে যা কিছুই হোক না কেন তাতে আমাদের কী? পুলিশ যদি যেতে না দেয় তা হলে ফিরে আসব। আর যদি দেখি কোনও ডিসটার্ব নেই তা হলে মন্দিরে পুজো দিয়ে পাহাড়ে উঠে ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

বাবা বললেন, "বেশি দেরি করিস না তা হলে। সারারাত ট্রেনজার্নি করে এসেছিস। তার ওপরে এই

চনমনে রোদ। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ছেলেদুটোরও একটু রেস্টের দরকার।"

বাবলু বলল, "তবে একটা কথা। আমাদের জন্য কোনও আয়োজন করে রাখবেন না।"

মা বললেন, "সে কী! কেন?"

"আমরা জয়চণ্ডী দেখে আর এদিকে ফিরব না। আসানসোলে আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি আছে, সেখানেই চলে যাব।"

বাবা বললেন, "অবশ্যই যাবে। তবে কিনা আজ নয়, কাল সকালে। আজ তোমরা একসঙ্গে ফিরে এসো।"

ওরা আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল।

রিমার বাবা ওদের ব্যাগগুলো সযত্নে রেখে দিলেন। বাবলু, বিলুর কোনও আপত্তিই শুনলেন না।

রিমাও বলল, "শুধু আজকের দিনটা, প্লিজ।"

স্টেশনের কাছে থেকেই বাস পেয়ে গেল ওরা। তারপব রঘুনাথপুরে এসে বাস থেকে যখন নামল তখন চারদিকের সুনসান ভাব দেখে অবাক হয়ে গেল।

দূরের একটা টিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিমা বলল, "ওই তোমাদেব জয়চণ্ডী পাহাড়।"

বাবলু বলল, "একে ঘিরেই এত রহস্য।"

রিমা বলল, "শান্ত নির্জন এই পরিবেশে কোনও রহস্যই নেই। এ হল এক পবিত্র তপোভূমি। তবু তোমরা কেন যে এখানে ছুটে এলে তা বুঝতে পারছি না।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলি শোনো, নিখোঁজ হওয়া এক কিশোরের সন্ধানে আমরা এখানে এসেছি।"

"বুঝলাম। এই ব্যাপাবে আরও একটু পবিষ্কাব করে বলায় তোমাদের কি কোনও আপত্তি আছে?"

বাবলু বলল, "না নেই। তুমি অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে। মনে হয় আমাদের কাজে তুমিও একটু-আধটু সাহায্য করতে পারবে। আমাদের উদ্দেশ্য তুমি যখন বুঝেই গেছ তখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপাবটাই খুলে বলব তোমাকে।"

রিমা বলল, "সেই ভাল। এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।"

ওরা যেখানে বাস থেকে নামল সেইখানেই একটা অস্থায়ী দোকানে বসে চা-বিস্কুট খেয়ে পাহাড়েব দিকে এগোল। একপাশে একটি বৃহৎ জলাশয়। অনেকটা দিঘির মতো। তারই পাড়ে একটি পাকুড়গাছের নীচে বসল ওরা।

বিলু বলল, "জায়গাটা খুব চেনা চেনা লাগছে।"

বাবলু বলল, "লাগবারই কথা। কেন না একটি বিখ্যাত বাংলা ছবির শুটিং হয়েছিল এখানেই।"

দিঘির ঢালে কচি কচি ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আদুবে মেয়ের মতো পা দোলাতে দোলাতে রিমা বলল, "এবার বলো তো শুনি, তোমাদের ব্যাপারটা কী? এবং কেনই বা তোমরা এসেছ এখানে?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল রিমাকে।

শুনেই চমকে উঠল রিমা। বলল, "এত কাণ্ড এই পাহাড়টাকে ঘিরে! অথচ এত কাছে থেকেও কিছুই আমরা জানতে পারিনি।"

বাবলু বলল, "কাছে কোথায়? তুমি তো থাকো কলকাতায়। এখানকার ব্যাপারস্যাপার তুমি কী করে জানবে?"

রিমা বলল, "তোমরা কি জানো, একমাস আগেও আমি আমার হস্টেলের বান্ধবীদের নিয়ে এখানে এসে পিকনিক করে গেছি? শুধু তাই নয়, যে চন্দ্রকান্ত গিবির নাম তোমরা করলে, উনি আমাদেরও গুরুদেব। তবে ওই গুরু-হনুমানের নাম আমরা শুনিনি কখনও। তিনি নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনও ব্যক্তি। ওঁর রহস্য এখনই উদ্ধার হবে।"

"কীভাবে?"

"এসো না!" বলেই বাবলুর একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকে।

বিলুও চলল সঙ্গে।

পাহাড়ের কোলে দেবীর মন্দির। কয়েকজন সেবক পূজক ও তন্ত্রাভিলাষী সাধক রয়েছেন সেখানে। এঁরা সকলেই রিমার পরিচিত।

একজন সাধুবাবা বললেন, "কী রে বেটি, এই তো ঘুরে গেলি সেদিন। আবার এলি যে?"

রিমা তখন বাবলু আর বিলুকে দেখিয়ে বলল, "আসলে এই এদের জন্যই এলাম। আমাদের খুব পরিচিত। এরা দু'জনে আসছিল জয়চণ্ডী পাহাড়ে। পথঘাট চেনে না। আমি তাই সঙ্গে এলাম।"

"এসেছিস বেশ করেছিস। নে প্রসাদ খা।" বলেই হাঁক দিলেন, "সিধু, এদের একটু প্রসাদ দিয়ে যা না রে।"

প্রসাদ এলে প্রসাদ খেতে খেতে রিমা বলল, "শুনলুম এখানে নাকি ক'দিন আগে খুব ঝামেলা হয়ে গেছে?"

"আর বলিস না। আমরা সারাজীবন এখানে তপজপ সাধন ভজন করে কাটিয়ে দিলাম, ইদানীং হয়েছি কী, যত্তসব চোর ছ্যাঁচ্চোড়ের দল ভেকধারী হয়ে ভণ্ডামি করতে আসে। যে যেখানে পারে একটা করে ছাউনি নিয়ে বসে পড়ে আর ভণ্ডামির চূড়ান্ত করে। পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রকান্তবাবা একটা বেদি করিয়েছিলেন। পুরুলিয়ার আশ্রম থেকে এসে মাঝেমধ্যে তপজপ করতেন। শুদ্ধাচারে থাকতেন। অমন মানুষ আর হয় না! কিন্তু হলে কী হবে, উনি যত ভাল, ওঁর চেলা দুটো তত বদ।"

রিমা বলল, "আপনি কাদের কথা বলছেন?"

"ওই যে কান্তিভাই আর শান্তিভাই। এই জয়চণ্ডী পাহাড়ে অশান্তির মূল কারণ ওরা দু'জনেই। ওরাই কোথা থেকে খুঁজেপেতে নিয়ে এসে এক জোচ্চোর ঠগকে বসাল এখানে। দু'হাতে নোট ছড়িয়ে শয়তানরা ভাবলে আমাদের সকলকেই কিনে নেবে। কিন্তু তাই কি হয়?"

বাবলু বলল, "ওরা আসলে চাইছিলটা কী?"

"ওরা চাইছিল এই পাহাড়ের মাথার ওপর চণ্ডীর একটা মন্দির করতে। পাহাড়ের নীচে ওই মন্দির যাত্রীদের জন্য বেশ কিছু লজ করতে।"

"তা যদি হয় তা হলে তো এটাকে আমরা কোনও অন্যায় কাজ বলে মনে করি না। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। ভ্রমণার্থীদের কাছে জায়গাটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।"

সাধুবাবা বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষ বাবা, ওদের ব্যবসায়ী চাল তোমরা কী করে বুঝবে? ওই মন্দিরকে কেন্দ্র করে ওরা ওদের ইনকামের পথ তৈরি করছে। মন্দির আর লজ হবে ওদের ব্যবসার এক-একটি অঙ্গ। তীর্থযাত্রীদের বদলে এখানে তখন শহুরে বাবুরা দলে দলে আসবেন ফূর্তি করতে। আমাদের সাধন ভজন তপজপ মাথায় উঠবে তখন। এই ব্যাপারে প্রথম আপত্তি করেছিলেন চন্দ্রকান্তবাবা। ওরা তখন গায়ের জোর দেখিয়ে ওঁকে দমিয়ে রাখে।"

রিমা বলল, "চন্দ্রকান্তবাবা এখন কোথায়? ওঁর ছাউনি দেখছি না তো?"

"জানি না কোথায়! একদিন রাতের অন্ধকারেই উনি এই জায়গা ছেড়ে চলে যান।"

বাবলু বলল, "তার মানে এই অন্তর্ধান ও রহস্যময়। তা যারা এখানে মন্দির লজ গড়তে চাইছে তারা কারা? কোন সম্প্রদায়ের লোক তারা?"

সাধুবাবা বললেন, "ওরা কোনও সম্প্রদায়েরই লোক নয়। ভেকধারী ভণ্ডের দল। ওদের প্রধান গুরু হনুমান। কোটিপতি সাধু। তবু আমরা বলেছিলাম মায়ের মন্দির যদি করতেই হয় তো এই মন্দিরকে ঘিরেই নতুন মন্দির তৈরি হোক। তাতে মন্দিরও হবে, স্থান মাহাত্ম্যও নষ্ট হবে না। আর লজের বদলে চাই সুবৃহৎ একটি ধর্মশালা। তাতে বাবুরা রাজি নন।"

বিলু বলল, "এই প্রস্তাবও মন্দ নয়।"

"এই প্রস্তাবের পরই আমাদের পেছনে লেগে গেল ওরা। ওদের পোষা গুন্ডারা আমাদের শাসাতে লাগল। বলল, 'আমাদের কাজে যারা বাধা দেবে তাদের মেরে তাড়াব।'"

বাবলু বলল, "শুনলাম ক'দিন আগে একটি কিশোরের মৃত্যুকে ঘিরে এখানে খুব গোলমাল হয়েছে?"

"ঠিকই শুনেছ। বলদেব নামে একটি রাখাল ছেলেকে দিয়ে ওরা প্রায়ই ওদের কাজকর্ম করাত। কিছুদিন আগে একটা ছেলেকে চুরি করে এনে এখানে আটকে রেখেছিল ওরা। তা ওই বলদেব তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। সেই কথা জানাজানি হতেই ওরা বলদেবকে এমন মারে যে, মার সহ্য করতে না পেরে মরেই যায় ছেলেটি। ওরা তখন মরা ছেলেটাকে ফেলে দেয় তালাওয়ের জলে।"

রিমা বলল, "উঃ। কী নৃশংস।"

"তখন আমরা থানা-পুলিশ করি। গ্রামের লোকজনও খেপে গিয়ে চড়াও হয় ওদের ওপর। কান্তিভাই আর শান্তিভাইয়ের মাথা ফাটে।"

বিলু বলল, "ওরা দু'জনে তা হলে চন্দ্রকান্ত গিরির সঙ্গে যায়নি?"

"না।"

"তার মানে বোঝাই যাচ্ছে ওরা গুরু হনুমানেরই লোক।"

"ওরাই তো আনিয়েছে ওদের।"

এই প্রসঙ্গে আর কোনও কথা নয়। ওরা তিনজনে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল পাহাড়ের ওপরে।

এক জায়গায় একটি ছোট্ট গুহার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার কাছে গেলে যেমন গন্ধ বের হয় ঠিক সেইরকমই একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছে গুহার ভেতর থেকে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে! এর ভেতরে বাঘ টাঘ নেই তো?"

বাবলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়। তবে কিনা গর্তের মতো এত ছোট গুহায় তো বড় বাঘ থাকবে না। নেকড়ে জাতীয় গো-বাঘা থাকতে পারে।"

রিমা বলল, "অথবা শেয়াল।"

সেই জায়গাটা পেরিয়ে আরও একটু ওপরে উঠতেই ওরা দেখল একটা ছাউনির ভস্মাবশেষ। অর্থাৎ ক্ষিপ্ত জনতা গুরু হনুমানের ডেরায় অভিযান চালিয়ে এই হাল করেছে।

চারদিক শুনশান। কেউ কোথাও নেই।

রিমা একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল ধপ করে। বলল, "ছোট পাহাড়। কিন্তু যা খাড়াই, উঠতেই দম বেরিয়ে গেল!"

বাবলু আর বিলু তখন সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হাতড়ে হুতড়ে ওদের কাজে লাগে এমন কিছু যদি পাওয়া যায় তারই অনুসন্ধান করতে লাগল।

এক জায়গায় আধপোড়া একটা টাকার বাণ্ডিল কুড়িয়ে পেল ওরা। আর এক জায়গায় যা পেল তাতেই ওদের পরিশ্রম সার্থক হল। দেখা গেল হিন্দি ইংরেজি ও বাংলায় লেখা একাধিক চিঠির কয়েকটা বাণ্ডিল। সেইসব চিঠি পড়ে কান মাথা যেন গরম হয়ে উঠল। বহু চিঠির মধ্যে কিছু পুড়েছে কিছু পোড়েনি। না-পোড়া অংশগুলো পুলিশের হাতে পড়লে অনেক রাঘব বোয়ালও ধরা পড়বে। খামের ওপরে লেখা ঠিকানাগুলোও খুবই স্পষ্ট।

বিলু বলল, "কী বুঝলি বাবলু?"

বাবলু বলল, "আর ওদের পালাবার পথ নেই। এখন আমাদের কাজ হবে শিকারি বেড়ালের মতো এক-পা এক-পা করে ওদের মূল ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাওয়া। গুরু হনুমানের মুখোশ এইবার আমরা খুলব।"

বিলু বলল, "ওইসব চিঠি পড়ে মনে হল, এদের দলে কাকের মাংস কাকে খায়।"

"তা তো দেখছি রে ভাই! কালো দত্ত, বানটুসহ ওদের সকলকে মারবার পরিকল্পনা করেছিল এবং নিখুঁতভাবে।"

"এবং সেই কারণেই হাই রোডের ওই বাড়িতে অত আর ডি এক্স জমিয়ে রেখেছিল ওরা।"

"কালো দত্ত এমনিতেই ভাল লোক নয়, ওরা তাকেও ব্ল্যাকমেল করছিল। শেষমেশ বুদ্ধি খাটিয়ে পাগল করে দিল লোকটাকে।"

"তা হলে এখন?"

"তদন্ত করে দেখতে হবে অধর দত্তর ফাঁদে গুরু হনুমান, না ওরই ফাঁদে অধর দত্ত?"

"তোর কী মনে হয় বাবলু?"

"আমার মনে হয় অধর দত্তকে শিখণ্ডী করে কাজটা করিয়ে নিলেন গুরু হনুমানই। দিওতিমাকেও অপহরণ করলেন অরুণবাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবেন বলে।"

"আর দেবাংশু?"

"ওর ব্যাপারটা আলাদা। ও নিজে থেকে এখানে এসে চন্দ্রকান্ত গিরির আশ্রয় না নিলে এদের খপ্পরে পড়ত না। যাই হোক, এখন ওদের ওই মূল ঘাঁটির ঠিকানা ধরে ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারলেই দিওতিমাকে উদ্ধার করা যাবে। আর তখনই আমাদের টার্গেট হবে গুরু হনুমান ও অধর দত্ত।"

"শুধু দেবাংশু যা আড়ালে রয়ে গেল, কী বল?"

"ও তো এখন পলাতক। যদি বুদ্ধি করে বাড়ি চলে গিয়ে থাকে তা হলে ওকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা নেই। এখন আমাদের মান মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে দিওতিমার ওপর।"

রিমা দূরে বসে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল এতক্ষণ। এবার কাছে এসে বলল, "আর কতক্ষণ অনুসন্ধান চালাবে তোমরা?"

"আমাদের এখানকার কাজ শেষ।"

"সত্যি!"

"হ্যাঁ। এখানে এসে আমরা এমন কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়েছি, যার ফলে আমাদের তদন্তের কাজ তরতর করে এগোবে।"

"কী পেয়েছ দেখাও।"

বাবলু সেই আধপোড়া নোট ও চিঠির বাণ্ডিলটা দেখাতেই রিমা ওগুলোকে ঠাট্টা তামাশা মনে করে বাবলুর হাতে এক ঝটকা দিল। দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে। আর সেই টাকা ও মূল্যবান চিঠিগুলো গিয়ে পড়ল পাহাড়ের পেছনদিকে ঝোপজঙ্গলের ভেতর।

বাবলু, বিলু দু'জনেই হায় হায় করে উঠল।

বাবলু বলল, "এ কী করলে তুমি! এমন ছেলেমানুষি কেউ করে?"

বিলু বলল, "আমাদের কী অপরিসীম ক্ষতি হয়ে গেল তা তুমি জানো?"

কাজটা যে খারাপ হয়েছে তা বুঝতে পেরে রিমা মাথা হেঁট করল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আমাকে ক্ষমা করো তোমরা। আমি মনে করেছিলাম তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ।"

বিলু বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন উপায়?"

"যেভাবেই হোক উদ্ধার করতেই হবে ওগুলোকে। ওই চিঠিগুলোও যেমন জরুরি, টাকাগুলোও তেমনই মূল্যবান। ওগুলো ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা অথবা জাল নোট কিনা সেটাও তো জানা দরকার।"

"কিন্তু ওগুলো যেখানে পড়েছে সেখানে তুই যাবি কী করে?"

"যেভাবেই হোক যেতেই হবে।"

রিমা বলল, "এইসব পাহাড়ে ওঠানামায় তোমরা অনভ্যস্ত। অতএব এই কাজটা আমাকেই করতে দাও।"

বাবলু বলল, "না। তুমি আর বিলু নীচে নেমে ওই বড় পুকুরের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি ওগুলোকে উদ্ধার করে পাহাড়ের পেছনদিক দিয়ে নীচে নেমে যাই।"

"কিন্তু ওদিকে তো জঙ্গল।"

"উপায় নেই। এদিক দিয়ে একবার নামা শুরু করলে আর ওঠা যাবে না। এত বড় বড় পাথর টপকে উঠব কী করে?"

বিলু বলল, "জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নামতে পারবি?"

"জঙ্গল আছে বলেই তো নামতে পারব। গাছের ডাল ধরে ধরে ঠিক নেমে যাব। তোরা আর দেরি করিস না, যা।"

রিমাকে নিয়ে বিলু চলে গেলে বাবলু পাথরের খাঁজ বেয়ে এ-পাথর থেকে ও-পাথরে লাফিয়ে অনেকটা নেমে একটা পলাশগাছের গুঁড়ির পাশে ছোট্ট একটি ঝোপের মধ্যে দুটো বাণ্ডিলই পেয়ে গেল।

টাকার বাণ্ডিলটা পকেটে নিয়ে চিঠির বাণ্ডিলে খামের ওপর লেখা ঠিকানাটায় আরও একবার বেশ ভাল করে চোখটা বুলিয়ে নিল। মার্কণ্ডেয় আশ্রম। কাকোলাত। নওয়াদা, বিহার। আর ভুল হবে না। মনের কম্পিউটারে বরাবরের জন্য পোস্টিং হয়ে রইল ঠিকানাটা। ওইখানে হানা দিয়ে দিওতিমাকে উদ্ধার করতে পারলে জয়জয়কার পড়ে যাবে ওদের।

আশায় আনন্দে বুক যেন ভরে উঠল বাবলুর। সে খামের বাণ্ডিলটা আর-এক পকেটে পুরে নামবার জন্য কয়েক পা যেই এগিয়েছে অমনই কী দেখে যেন থমকে দাঁড়াল ও।

বাবলু দেখল ওর চোখের সামনে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহাকৃতি অংশ তারের জাল দিয়ে ঘেরা। গুহার মুখটা কাঠের পাটাতন দিয়ে ঢাকা। সেটাতেও আবার তালা দেওয়া। আর গুহার গায়ে পাহাড়ের ফাটলের যে ঘুলঘুলিটা আছে সেখানে চোখ রেখে কার সঙ্গে কী যেন ফিসফিস করে কথা বলছে বছর দশেকের একটি মেয়ে।

মেয়েটি বোধহয় জঙ্গলের শুকনো কাঠ কুড়োতে এসেছিল।

বাবলুকে দেখেই কেঁদেই ফেলল ভয়ে।

বাবলু বলল, "কী রে! কাঁদছিস কেন? আমি কি কিছু বলেছি তোকে?"

মেয়েটি বলল, "না।"

"তবে? কী দেখছিস ওখানে? কার সঙ্গে কথা বলছিস?"

"হনুমানবাবার লোকেরা একটা মেয়েকে এর ভেতরে আটকে রেখেছে। ও বলছে বাইরের তালাটা ভেঙে দিতে। কিন্তু আমি কি পারি? ও বলছে কাউকে ডেকে আনতে। কিন্তু জানতে পারলে ওরা আমার মাকে, বাবাকে, আমাকে সবাইকে মেরে ফেলবে। ক'দিন আগে বলদেবকে পিটিয়ে মেরেছে ওরা।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। ওকে বল কোনও ভয় নেই। আমি ওকে উদ্ধার করছি তালা ভেঙে।"

বাবলু এবার যথাশক্তি প্রয়োগ করে তালা ভাঙার কাজে লেগে গেল। একটা ভারী পাথর দিয়ে ঠোকাঠুকি করতেই শুধু তালা নয়, কাঠের আগড়টাও ভেঙে গেল সেই আঘাতে।

বাইরের জগতের আলোয় ভরে উঠল সংকীর্ণ গুহাটা। গুহার ভেতরে যে ছিল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু। এ তো সেই মেয়ে। যার সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা।

বাবলু বলল, "দিওতিমা তুমি!"

দিওতিমা বলল, "তুমি এখানে!"

"তোমার খোঁজেই তো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা! সেদিন না তুমি বানর দেখে চেঁচিয়ে উঠবে, না আবার ওদের খপ্পরে পড়ে যাবে। যাই হোক, এখন আর তোমার কোনও ভয় নেই। আমার এক সঙ্গী বিলু, আর রিমা নামে আমাদের এক বান্ধবী পাহাড়ের নীচে অপেক্ষা করছে। শিগগির এসো আমার সঙ্গে।"

প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো দিওতিমার মুখ। রাজহংসীর মতো দুগ্ধধবল গায়ের রং। আর ভ্রমরের মতো দুটি চোখ। কিন্তু তবুও সে বড় ম্লান। ওর চোখের কোল বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। জীর্ণ মলিন সাদা আদ্দিব ফ্রকটা একটু-আধটু পিঁজেও গেছে। দিওতিমা অতিকষ্টে বলল, "আমার তো এক পাও যাওয়ার সাধ্য নেই। আজ তিনদিন আমি প্রায় না খেয়ে আছি। কিছু বিস্কুট আর পাউরুটি ছিল আমার কাছে। জল ছিল একদিনের মতো। তাই খেয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছি।"

ওর কথা শুনে বাবলুরও চোখে জল এল।

বাবলু বলল, "বুঝেছি। এই মুহূর্তে তোমার কিছু খাবারের প্রয়োজন। কিন্তু কোনওরকমে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে না এলে তোমার প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব! আর তোমাকে এখানে বসিয়ে রেখে আমি যে খাবারেব সন্ধানে যাব, এমন ভুলও আমি করব না।

সেই ছোট্ট মেয়েটি সব শুনে বলল, "তোমরা একটু বোসো। আমি এক্ষুনি খাবার নিয়ে আসছি। যাব কি আসব।"

পাহাড়ের এদিক থেকে তালাও-এর দিকটা একদমই চোখে পড়ে না। বাবলু তাই শত চেষ্টা করেও রিমা অথবা বিলু, কাউকেই দেখতে পেল না।

এখন চৈত্র মাস। তায় বেলা অনেক। রোদের তাপ আর সহ্য হচ্ছে না।

বাবলু তবুও একটি ছায়াশীতল গাছের নীচে দিওতিমাকে প্রশস্ত একটা পাথরের ওপর বসিয়ে বলল, "ওরা তোমাকে নিয়মিত খেতে দিত?"

"হ্যাঁ দিত। যেদিন এখানে নিয়ে এল সেদিন তো খুব যত্ন করে খাওয়াল। তারপর কী যে হল, আমাকে টানতে টানতে এইখানে নিয়ে এসে সেই যে 'আসছি' বলে চাবি দিয়ে চলে গেল, আর এল না। এদিকে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। এখন বুঝতে পারছি খাঁচায় পোরা পাখিগুলোর অবস্থা কীরকম হয়।"

বাবলু বলল, "ভাগ্য ভাল যে, আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম। তাই এত সহজে তুমি মুক্তি পেলে। আসলে ওরা একটা পুলিশি ঝামেলায় হঠাৎ করে জড়িয়ে পড়াতেই এই বিপত্তি ঘটেছে। গ্রামবাসীরাও খেপে গেছে ওদের ওপর। ওদের তাঁবুটাবু সব পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আটকে রেখেছে এখানে। তবে কিনা সময় করে ওরা আসবেই, এসে ওদের মূল ঘাঁটিতে তোমাকে নিয়ে যাবে।"

"সেইরকম আলোচনা ওদের মুখেও শুনেছি আমি। কী যেন নাম জায়গাটার, কাকোলাত না কী যেন। ওটা নাকি বিহারের কাশ্মির।"

"বলো কী! তুমি কী করে জানলে?"

"ওদের মুখেই শুনেছি।"

এমন সময় ছোট মেয়েটি গোটা-চারেক রুটি আর বাতাসা নিয়ে এসে খেতে দিল দিওতিমাকে। বুদ্ধি করে প্লাস্টিকের একটা বোতলে ভরে জলও এনেছিল এক বোতল।

খিদের জ্বালায় তা-ই গোগ্রাসে খেয়ে নিল দিওতিমা। তারপর জল খেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল, "আঃ।"

বাবলু ছোট্ট মেয়েটির গাল টিপে আদর করে বলল, "তোর নাম কী রে?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম তুলু।"

"তোর মা-বাবা আছে?"

"হ্যাঁ। আমার মা বলেছে তোমরা আজ আমাদের বাড়িতে খাবে।"

"বলিস কী রে!"

"সত্যি বলছি।"

"কী খাওয়াবি তোরা?"

"যা তোমরা খেতে চাইবে। কলমিশাক ভাজা, পুঁটিমাছের ঝোল, আমের চাটনি আর ভাত। যদি মাংস খেতে চাও তা হলে আমাদের হাঁস-মুরগি আছে, খাইয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "তোর কথা শুনে জিভে জল আসছে রে! চল তবে।"

এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াল দিওতিমা। তারপর বাবলুর কাঁধে ভর দিয়ে তুলুর একটা হাত ধরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলল নীচের দিকে। তুলু সঙ্গে থাকায় পথ চেনার অসুবিধে হল না।

পাহাড়ের নীচে কলাবনের ধারে ছোট্ট একটি পর্ণকুটিরে এসে আশ্রয় নিল ওরা। বেশ শান্ত নির্জন পরিবেশ এখানে। ঘনবসতি নেই। লোকজনও খুব কম।

তুলুর বাবা ঘরে ছিলেন না।

মা খুব আদর-যত্ন করে ঘরের ভেতর ডেকে এনে তক্তপোশের বিছানায় বসালেন ওদের। তারপর সব শুনে বললেন, "তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। তারপর স্নান-খাওয়া সেবে বেলাবেলি চলে যাও এখান থেকে। না হলে যদি ওরা মেয়েটার খোঁজে এখানে আসে, তা হলে আবার ওদের খপ্পরে পড়ে যাবে ও। তার চেয়েও বেশি বিপদ হবে আমাদের। মারধোর করবে, ঘরে আগুন দেবে।"

বাবলু তুলুর মাকে বলল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে একটা কাজ করুন, আমি আপনাকে একশোটা টাকা দিচ্ছি। এই টাকা নিয়ে আপনি যা হয় কিছু কিনে আনুন। আর আমাদের আরও দুই সঙ্গী আছে, তাদের জন্যও ব্যবস্থা করুন কিছু। গরম গরম ডাল, ভাত আর একটা ডিম সেদ্ধ হলেই হয়ে যাবে আমাদের।"

তুলুর মা লজ্জা পেয়ে বললেন, "ওমা! সে কী কথা? গরিবের ঘরে দুটো ডাল-ভাত খাবে তার জন্য টাকা দেওয়া কেন? ও টাকা তুমি রেখে দাও বাবা। আমার যা জোটে তাই আমি খেতে দেব তোমাদের।"

বাবলু বলল, "তবু রাখুন না আপনি।"

"টাকা নিয়ে কী করব? এখানে কিনেকেটে আনার মতো কিছুই পাব না এখন। ও তুমি রাখো, বরং ডেকে নিয়ে এসো তোমার সঙ্গীদের।"

বাবলু দিওতিমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে তুলুকে সঙ্গে নিয়ে চলল বিলুর খোঁজে। কিন্তু তালাও পেরিয়ে মন্দিরে গিয়ে যে নিদারুণ সংবাদ পেল, তাতে ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন।

আতঙ্কিত সন্ন্যাসীরা বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেল বাবা। একেবারে দিনে ডাকাতি হয়ে গেল।"

"কেন! কী হল?"

"চারজন সশস্ত্র বন্দুকধারী এসে ছেলেমেয়ে দুটোকে তুলে নিয়ে গেল। ভাগ্যে তুমি ছিলে না ওদের সঙ্গে। না হলে তোমাকেও নিয়ে যেত। কিন্তু তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"আমি একটু ভুল পথে পাহাড়ের অন্যদিকে নেমে পড়েছিলাম। এই মেয়েটি আমাকে পথ চিনিয়ে এদিকে নিয়ে এল।"

"চিনি তো মেয়েটাকে।"

"ওরা কি গাড়ি নিয়ে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। একটা পুরনো অ্যামবাসাডার।"

বাবলু আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। তুলুকে ইশারা করেই দ্রুত ছুটল ওদের বাড়ির দিকে। ঠিক সময়মতো পৌঁছতে না পারলে দিওতিমাকেও কিডন্যাপ করবে ওরা। অবশ্য যদি ওরা ওর সন্ধান ওখানেই পেয়ে থাকে।

হঠাৎই তুলুর চিৎকারে সচকিত হল বাবলু।

দেখল খোলা মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলেছে দিওতিমা। ওর পেছনে ধাওয়া করেছে দু'জন দুষ্কৃতী।

বাবলু চেঁচিয়ে ডাকল, "দি-ও-তি-মা।"

দিওতিমার ছোটার গতি স্তব্ধ হতেই একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

আর-একজন বলল, "তুই ওটাকে মেন রোডে নিয়ে যা বিশু, আমি এটাকে দেখছি।"

বাবলু বলল, "খবরদার। ওই মেয়ের গায়ে হাত দিবি না কেউ। ছাড় বলছি।"

"ছাড়ার কথা পরে। আগে তো তোর দফাটা খাই।"

বাবলু বলল, "কে কার দফা খায় এবার দ্যাখ।" বলেই ওর পিস্তলটা বের করল।

ওদিকে দিওতিমা সেই লোকটির হাতে মোক্ষম একটা কামড় দিয়েই প্রাণপণে আবার ছোটা শুরু করেছে।

বাবলুও আর কালবিলম্ব না করে তার দিকে ধেয়ে আসা আততায়ীকে টার্গেট করে পিস্তলের ট্রিগার টিপেছে, "ডিসুম।"

বিশুর ভয়ার্ত স্বর শোনা গেল তখন, "অ-ঞ্জ-ন-দা-আ-।"

অঞ্জনদা তখন কাঁধে গুলি খেয়ে ছটফট করছে।

বাবলুর হাতে পিস্তল আর অঞ্জনদার ওই অবস্থা দেখে বিশু তখন আক্রমণের চেষ্টা না করে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে গেল।

লোকটা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য তার দিকেও টার্গেট করল বাবলু।

দিওতিমা তখন হঠাৎ ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করে উঠল।

আর বাবলু? ওর চোখের সামনে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। কী যে হল কিছু বোঝার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

॥ ১২ ॥

এবারে বিলু ও রিমার কী হল দেখা যাক। ওরা তো দু'জনে পাহাড়ের বড়-বড় পাথরের চাঁইগুলো ধরে নেমে এল কিছু সময়ের মধ্যেই। তারপর সাধুবাবাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে তালাওয়ের ধারে যেই না এসেছে অমনই দেখল কোথা থেকে যেন একটা অ্যামবাসাডার ঝড়ের বেগে এসে ব্রেক কষল ওদের সামনে।

সাধুরা হইহই করে ছুটে আসতেই দু'জন লোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বন্দুক তাগ করল সাধুদের দিকে।

আর দু'জন এসে চেপে ধরল ওদের।

একজন রিমার হাত ধরে বলল, "এ মেয়ে তো সে মেয়ে নয়।"

"ঠিক বলছিস?"

"তাকে আমি নিজে হাতে বন্দি করে রেখেছি এখানে। ভ্রমরের মতো চোখ, ডালিমের মতো গাল তার। ঠিক যেন স্বপনপুরীর রাজকন্যা।"

"তা হোক। একেও নিয়ে চল। এটা হচ্ছে ওই পাঁচজনেরই দলের মেয়ে। কী নাম যেন এর? বাচ্চু না বিচ্ছু।"

রিমা ভয়ে কেঁদে ফেলেছে তখন। বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি কারও কোনও দলের মেয়ে নই। আমার নাম রিমা। আমার বাবা রেলের চেকার। আদ্রা স্টেশনে গেলে...।"

"চোপ।"

ওরা ততক্ষণে ওদের দু'জনকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে বড় রাস্তায় চলে এসেছে। গাড়িটাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একটি গাছের আড়ালে রেখে বলল, "ঠিক বলছিস, তুই ওই পাঁচজনের কেউ নয়? তোর বাড়ি কোথায়?"

"আদ্রায়। আমার বাবার নাম— ।"

"এই ছেলেটা তোর কে হয়?"

বিলু বলল, "আমি ওর মামাতো ভাই। আমার নাম দিবাকর।"

আর একজন বলল, "মনে হয় ঠিকই বলছে। আমাদেরই রং টার্গেট। তা ছাড়া ওরা হলে পাঁচজনই থাকত। সঙ্গে সেই হাড়জ্বালানো কুকুরটা। ওটাকে কোনওরকমে গুলি করে মারতে পারলে এমন চমৎকার একটা শ্রাদ্ধবাসর বসাতাম না, সেই আসরে শুধু হিন্দি গানের ফোয়ারা ছুটত।"

"ওসব বাজে কথা রাখ। এখন পেছনদিক দিয়ে পাহাড়ে উঠে নামিয়ে আন মেয়েটাকে। আজ সন্ধের মধ্যে আসানসোলের ব্লু-স্টারে না পৌঁছলে আমাদের চাকরি থাকবে না।"

"আমি বলি কী, অঞ্জন আর বিশু যাক।"

"যে যাবি যা। তাড়াতাড়ি কর।

অঞ্জন আর বিশু গাড়ি থেকে নামতেই একজন বলল, "বন্দুক রেখে যা। না হলে গ্রামের লোকে সন্দেহ করবে।"

বিশু আর অঞ্জন সাধারণভাবে চলে গেল।

রিমা কাতরভাবে দুষ্কৃতী দু'জনকে বলল, "তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা তো কোনও দোষ করিনি। তা ছাড়া যাদের কথা বলছ তোমরা, তাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমরা।"

দুষ্কৃতী দু'জন নিজেদের ভেতর চাপা গলায় ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল এবার।

তারপর একজন বলল, "যা ভাগ। আমাদের কথা কাউকে বলবি না, বুঝলি?"

"জানি। বললে তোমরা আমাদের মেরে ফেলবে। আজ না হয় কাল ঠিক বদলা নেবে তোমরা।"

"বাঃ। এই হচ্ছে সত্যিকারের বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু এই ভিজে বেড়ালটাকেও একটু সমঝে দিস। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটু অন্য গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা প্যাঁচ কষছে হতচ্ছাড়াটা।"

রিমা চোখের জল মুছে বলল, "ও কিছু না। আসলে গ্রামের ছেলে তো। তাই খুব ভয় পেয়েছে তোমাদের দেখে। কাউকে কিচ্ছুটি বলবে না ও।"

"না বললেই ভাল। অপঘাতে মরার হাত থেকে বাঁচবে।"

এমন সময় আদ্রাগামী একটি বাস এসে পড়ায় ওরা বলল, "যা। তোদেব বাস এসে গেছে। কেটে পড় শিগগির।"

রিমা হাত দেখিয়ে বাস থামিয়ে বলল, "বিলুদা চলে এসো। আর এখানে থাকা ঠিক নয়।"

বিলুও এদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য রিমার সঙ্গে বাসে উঠল।

বাস চলতে শুরু করলে দুষ্কৃতীদের একজন বলল, "বিনাদা, মনে হয় এরা তারাই। রীতিমতো নাটক করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে গেল।"

"তার মানে?"

"ছেলেটা ওর নাম কী বলেছিল?"

"দিবাকর।"

"মেয়েটা বাসে ওঠাব সময় ছেলেটাকে কী বলে ডাকল?"

"বিলুদা।" বলেই বলল, "মাই গড। একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল রে!"

"তা যাক। তবে দিওতিমা নামের ওই মেয়েটার সন্ধান যে ওরা পায়নি তাই ঢের।"

"কিন্তু ওদের কুকুরটা নেই কেন? সেটা গেল কোথায়?"

"জানি না। তবে ওদের দলে বিলু নামের একটা ছেলে যে আছে তা আমি জানি।"

"বুঝলি, এখনও চেষ্টা করলে ও দুটোকে কিন্তু ধরা যায়। গাড়ি নিয়ে তাড়া করলে অল্প সময়ের মধ্যেই ধরে ফেলব ওদের।" বলতে বলতে ওরা গাড়ির কাছ থেকে একটু তফাতে সরে এল।

"ওই গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা যদি রুখে দাঁড়ায়?"

"আমাদের দু'জনের হাতে দুটো বন্দুক দেখলে রুখে দাঁড়ানো দূরের কথা, কুকুরের মতো কুঁই কুঁই করবে।

ওরা দু'জনে যখন এইসব আলোচনা করছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা ইট এসে পড়ল গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের কাচে।

বিনাদা আর ভচা তখন 'গেল রে গেল রে' করে ছুটে গেল গাড়ির দিকে।

বিনাদা হেঁকে বলল, "কে। কে ইট ছুড়ল রে?"

উত্তর এল, "আমি বিল্লু। না না বিলু। পাণ্ডব গোয়েন্দার।"

ভচা তখন বন্দুক উঁচিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "হিম্মত থাকে তো সামনে আয়। কোথায় তুই?"

দূর থেকে রিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি এ-খা-নে-এ।"

ওরা কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুটে গেল। তারপর কাউকেই দেখতে না পেয়ে বলল, "সামনে আয় বলছি।"

বিলুর গলা শোনা গেল এবার পেছনদিক থেকে, "হাতে বন্দুক নিয়ে যারা ভয়ে থরথর করে কাঁপে, আমরা সামনে গেলে তাদের না জানি কী অবস্থা হবে!"

বিনাদা চেঁচিয়ে বলল, "তোদের মরণদশা এবার সত্যিই ঘনিয়েছে দেখছি।"

ভচা বলল, "একটি গুলিতে তোদের খুলি আমি ফুটো করে দেব।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ভচার মুখে একতাল পচা গোবর, আর বিনাদার মুখে একটা ভারী পাথর এসে পড়ল।

দু'জনেই তখন 'এ হে হে' করে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে।

বিলু আর রিমা বাসে উঠেছিল বটে, কিন্তু পরের স্টপে পৌঁছনোর আগেই বাস থেকে নেমে পড়েছিল।

রিমা দারুণ ভয় পেয়ে বলেছিল, "এ কী। তুমি নেমে পড়লে কেন?"

"বাবলুর জন্য। ওকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আমি কখনও চলে যেতে পারি? বিশেষ করে শয়তানদের দু'জন যখন পাহাড়ের পেছনদিকে গেছে তখন বাবলুকে দেখলেই ধরবে ওরা। অতএব যেভাবেই হোক রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে হবে ওদের।"

"আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

"স্বাভাবিক। অভ্যাস তো নেই। তুমি বরং পরের বাসে বাড়ি চলে যাও। গিয়ে ওখানকার থানায় খবর দাও একটা।"

রিমা হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "না। সাময়িকভাবে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে এখন আমার মধ্যে বিদ্রোহী সত্তাটা জেগে উঠেছে আবার। চলো দেখি শয়তানগুলোর কাছে। দু'জনে মিলে উচিত শিক্ষা দিই।"

এই বলে ওরা আবার প্রত্যাবর্তন করল।

রিমা বলল, "মেন রোড ধরে নয়, একটু বাঁকা পথে যেতে হবে আমাদের। এখানকার পথঘাট সব আমি চিনি। হরীতকী বাগানের ভেতর দিয়ে গিয়ে মহুয়াবনে পড়ব। ওইসব মহুয়াগাছগুলো বহু প্রাচীন। ইতিমধ্যে অনেক গাছ কাটা হয়েছে যদিও, তবুও যা আছে তার আড়াল থেকে নজর রাখব ওদের ওপর।"

"তুমি কিন্তু সবসময় দূরে দূরে থাকবে।"

"কেন, সামনে যাব না কেন?"

"ওরা সশস্ত্র। যদি গোলাগুলি চালাতে শুরু করে তো মরবে। ওদের তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।"

"এই জায়গায় গুলি চালিয়ে গ্রামের লোককে খেপিয়ে তোলার মতো ভুল কি ওরা সত্যিই করবে? তা ছাড়া ওদের গুলিতে তুমিও শেষ হয়ে যেতে পারো।"

"আমার জন্য চিন্তা কোরো না। এসবে দারুণ অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তোমার দূরে থাকা প্রয়োজন। আমার কোনও বিপদ হলে তুমি আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনতে পারবে।"

বিলুর পরিকল্পনামতো তাই হল।

মহুয়াবনে এসে একটি বিশাল মহুয়াগাছের খানিক ওপরে উঠে মোটা মোটা দুটি ডালের মাঝখানে বসে ঘন পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রিমা।

আর বিলু করল কী, ছোটখাটো ঝোপঝাড় ও বিশাল গুঁড়ির একটি প্রাচীন বটগাছের আড়াল থেকে কান পেতে ওদের কথা শুনে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য আচমকা একটা ইট ছুড়ে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের কাচটা ভাঙল। তারপর ওদের হতচকিত অবস্থা দেখে এ-গাছ সে-গাছের আড়াল থেকে পচা গোবর ও পাথর ছুড়ে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করল।

তারপর নিজে আত্মপ্রকাশ করে রিমাকে ডেকে দুষ্কৃতীদের বন্দুকগুলো কেড়ে নেওয়ার জন্য যেই না কয়েক পা এগিয়েছে অমনই ভয়ংকর হাঁকডাক করে ওর দিকে তেড়ে এল কয়েকটা শিকারি কুকুর।

কুকুরগুলো এমনই মারাত্মক যে, পেলে বুঝি ছিঁড়ে খাবে।

বিলু তখন উপায়ান্তর না দেখে ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল একটা গাছের ওপর।

কয়েকজন আদিবাসীও তির-কাঁড় নিয়ে ছুটে এল সেখানে। আসলে এরা এসেছিল জঙ্গলে পাখি শিকার করতে। ইতিমধ্যে কুকুরগুলো এইরকম পরিবেশে অন্য চেহারার বিলুকে দেখে তেড়ে আসে। তবে এইসব কুকুরের ধর্ম হল চেঁচিয়ে মাত করে দলেব লোকদের ডাকিয়ে আনা। নির্দেশ না পেলে কাউকেই কামড়ায় না ওরা।

রিমাও তখন বিলুর অবস্থা দেখে ছুটে এসেছে।

তারপর ওদের বিপদের কথা আদিবাসীদের বুঝিয়ে বলতেই সবাই হইহই করে ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

ততক্ষণে পাখি ফুড়ুত। বিনাদা, ভচা কেউ নেই। নেই সেই গাড়িটাও।

কিন্তু বাবলু ফিরে আসছে না কেন? ওর কি কোনও বিপদ হল? ওরা আবার সেই মন্দিরের কাছে গেল। ওদের শত্রুকবল-মুক্ত হতে দেখে সাধু সম্প্রদায় বিস্ময়ে হতবাক হলেন। কিন্তু বাবলুর ব্যাপারে কেউ কিছুই বলতে পারলেন না।

বিলু ও রিমা দারুণ হতাশ হয়ে বাসরাস্তায় ফিরে এল আবার। সেখানে এসে একটা চা-দোকানে খবর নিয়ে এইটুকুই শুধু জানতে পারল, মাত্র কিছুক্ষণ আগে একটি অ্যামবাসাডারকে আসানসোলের দিকে অস্বাভাবিক গতিতে ছুটে যেতে দেখেছে সকলে। কিন্তু তার ভেতরে কে বা কারা ছিল তার কিছুই বলতে পারল না কেউ।

হতাশ বিলু যে এই মুহূর্তে কী করবে বা না করবে তা ভেবে পেল না।

রিমা বলল, "এখন তা হলে করণীয়?"

পথের ধারে একটি মাইল পোস্টের ওপর বসে পড়ে বিলু বলল, "কিছু মাথায় আসছে না। কী করি বলো তো?"

"শোনো, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপাতত আমরা আদ্রাতেই ফিরে যাই চলো। ওখানে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা খুলে বলি এসো। পুলিশ নিশ্চয়ই আসানসোলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে একটা নজরদারির ব্যবস্থা করবে।"

"এ ছাড়া উপায় নেই। তবে কিনা লাভ তাতে হবে না কিছুই।"

"কেন, হবে না কেন?"

"পুলিশ কেস লিখবে। জয়চণ্ডীতে আসবে, সাধুদের মুখ থেকে সবকিছু শুনে যাচাই করবে, তবেই না! তাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক।"

"তবুও পুলিশকে একবার জানাতে হবে তো ব্যাপারটা।"

"সে তো জানাবই। কিন্তু আসানসোলের চেয়েও বিহারের ওই কাকোলাত নামে জায়গাটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ওই হচ্ছে ওদের মূলকেন্দ্র।"

"তা হলে কাকোলাতেই যাই চলো।"

"সেই জায়গাটা যে কোথায় সেটাই তো জানি না। যে চিঠিগুলোর সূত্র ধরে কাকোলাতে যাব সেই চিঠির বাণ্ডিলটাই তো বোকার মতো ফেলে দিয়েছিলে তুমি। ফলে হল কী, কাগজগুলোকে খোয়ালাম। সেইসঙ্গে হারালাম বাবলুকেও।"

রিমার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমার অপরাধের শেষ নেই। তাই বাবলুকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সবসময় আমি তোমার পাশে-পাশে থাকব। এখন আর সময় নষ্ট না করে বাড়ি ফিরে যাই চলো। তারপর থানায় খবর দিয়ে যেখানে তোমাকে নিয়ে যাব, সেখানে গেলে মনে হয় তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে।"

বিস্মিত বিলু বলল, "কোথায় সেটা?"

"পলাশদায়। জায়গাটার নাম আমি শুনেছিলাম গুরুদেবের মুখে। ওই যে কান্তিভাই আর শান্তিভাই ওরা ওইখানকারই লোক। গ্রামবাসীদের আক্রমণে ওদের মাথা যখন ফেটেছে তখন নিশ্চয়ই ওরা কিছুদিনের জন্যও অন্তত গ্রামের বাড়িতে থাকবে।"

আনন্দে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল বিলু। বলল, "এতক্ষণ এই কথাটা তুমি বলোনি আমাকে? ওখানে গেলে ওদের দেখা পেলে আর কিছু হোক না হোক কাকোলাতের রহস্যটা উদ্ধার হবেই।"

"তা হলে চলো।"

আদ্রাগামী একটা ম্যাটাডোর ভ্যানকেই দাঁড় করিয়ে তাতেই চেপে বসল ওরা।

রিমা বলল, "দুপুরের খাওয়াটা আমাদের বাড়িতে সেরে কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা। পলাশদা আমাদের ওখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। আশা করি ওদের দু'জনেরই দেখা ওখানে পাব।"

বিলু বলল, "ওই জায়গা সম্বন্ধে বেশ পাকাপাকিভাবে একটা ধারণা হলেই বাড়িতে একটা ফোন করব। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই ছুটে আসবে এখানে। তারপরে দেখাব খেল কাকে বলে!"

বিলুর কথা শুনে আনন্দে উত্তেজনায় নেচে উঠল রিমা। বলল, "এইভাবে তোমাদের কোনও অভিযানেব মধ্যে যে জড়িয়ে পড়ব আমি, তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি!'"

ম্যাটাডোর ভ্যানটা তখন শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

॥ ১৩ ॥

রিমার বাবা-মা তিনজনের বদলে দু'জনকে ফিরে আসতে দেখে দারুণ উৎকণ্ঠিত হলেন। তারপর রিমার মুখে সব শুনে বললেন, "ওদের ওইভাবে ঘাঁটিয়ে কাজটা তোরা ভাল করিসনি।"

বিলু বলল, "কী করব? না হলে কি ওদের হাত থেকে আমরা রেহাই পেতাম?"

রিমার বাবা বললেন, "ওরা যখন সন্দেহমুক্ত হয়ে তোমাদের ছেড়েই দিয়েছিল তখন আবার নতুন করে ওদের সঙ্গে হুজ্জোতি বাধাতে যাওয়ার চেষ্টা না করলেই পারতে।"

"কিন্তু বাবলুকে ওদের গ্রাসে ফেলে রেখে আসতে মন চাইল না বলেই তো আবার ফিরে গেলাম।"

মা বললেন, "আমার এই একটিই মাত্র মেয়ে বাবা।"

"তাতে কী? বাবলুও ওর বাবার একমাত্র ছেলে। আমি আর ভোম্বলও তাই। শুধু বাচ্চু-বিচ্ছুই যা দু'বোন।"

"আসলে তোমরা অন্য ধরনের ছেলেমেয়ে। ও তো এসবে অভ্যস্ত নয়।"

বিলু বলল, "তা জানি। তবে কিনা আমরা তো ওকে জড়াতে চাইনি। ও নিজের ইচ্ছেতেই আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। এমনকী আমরা এখানে থাকতেও চাইনি। আপনারাই জোর করে ধরে রাখলেন আমাদের। রিমাই উৎসাহিত হয়ে আমাদের সঙ্গে গেল। এখন আপনাদের মেয়ে ফিরে এসেছে, তাকে সাবধানে রাখুন।"

রিমা বলল, "এখন আর কোনও কথা নয়। ভীষণ ক্লান্ত আমরা। স্নান খাওয়াটা সেরে নিয়েই একবার থানায় যাব। তারপর পলাশদায়।"

রিমার মা বললেন, "পলাশদায়? সেখানে কী আছে?"

"ও তুমি বুঝবে না।" বলে নিজেই আগে বাথরুমে ঢুকে গেল।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে স্নানের পর্ব সমাধা করে বিলুকে বলল, "যাও, তুমি যাও এবার। বেশি দেরি করবে না।"

বিলুর চেয়ে তৎপর আর কে-ই বা আছে? ও তাই ঢুকল কি বেরুল।

এর পর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাও মিটিয়ে নিল খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে।

রিমার মা কত কী রান্না করেছিলেন। কিন্তু এই উত্তেজনার মুহূর্তে ওরা সেইসবের দিকে মনোযোগও দিতে পারল না ভালভাবে।

খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকাল থানায় বাবলুর ব্যাপারে একটা মিসিং ডায়রি লিখিয়ে ওরা একটা সাইকেল রিকশা ভাড়া করে সোজা চলে এল পলাশদায়।

কান্তিভাই আর শান্তিভাই দু'জনেই তখন একটা পোড়ো শিবমন্দিরের চাতালে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। এদের দেখেই কেমন যেন মিইয়ে গেল দু'জনে। বিপদের গন্ধ পেল বুঝি!

রিমা গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, "গুরুদেব কোথায়?"

কান্তিভাই বলল, "কী করে জানব?" সেদিন গ্রামের লোকেরা আমাদের ওপর চড়াও হলে আমরা কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসি। তখন গুরুদেবের খবর কে আর রেখেছে বল?"

বিলু বলল, "সে কী! গুরুর জন্য মানুষ জীবন ত্যাগ করে। আর তোমরা কিনা তাঁর কোনও খোঁজখবর না নিয়েই পালিয়ে এলে?"

শান্তিভাই বলল, "মার খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছি। দেখছ না আমাদের কী অবস্থা করেছে শয়তানগুলো?"

রিমা বলল, "আমরা আজ আশ্রমে গিয়ে শুনলাম ওই ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকেই কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না ওঁর। তা ব্যাপারটা কী?"

কান্তিভাই বলল, "সে ওঁর ব্যাপারে আমরা কী বলব?"

বিলু বলল, "তোমরাই তো বলবে। তোমরা ছিলে ওঁর প্রধান শিষ্য। গুরু নিখোঁজ হলেন অথচ তোমরা বহাল তবিয়তে রয়ে গেলে, এ কেমন কথা?"

"উনি মাঝেমধ্যে ওরকম চলে যান।"

"গেলেও তো একা যান না। তোমাদের সঙ্গে নিয়েই যান। চন্দ্রকান্ত গিরি বিশ্বাস করে তোমাদের ওপর নিজেকে নির্ভর করলেন, আর তোমরা কিনা টাকার লোভে দালালি করলে গুরু হনুমানের। পরিণামে আখের তো গোছাতেই পারলে না, এখন মারধোর খেয়ে চোরের মতো পালিয়ে এসে গ্রামে বসে বিড়ি ফুঁকছ। তোমরা মানুষ না অন্য কিছু?"

শান্তিভাই বলল, "সবই যখন জেনেছ তখন মানে মানে কেটে পড়ো এখান থেকে। আমরা ভাল লোক নই।"

রিমা বলল, "কাকে ভয় দেখাচ্ছ তুমি। থানা-পুলিশ করে তবে এখানে এসেছি। আমাদের গুরুদেবের খবর না পেলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব তোমাদের।"

বিলু বলল, "শোনো, অর্থের লোভে যে পাপাচার তোমরা করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত নেই। এখন যা যা জিজ্ঞেস করব তার সঠিক উত্তর দেবে। না হলে কিন্তু পরিণাম দারুণ খারাপ হবে তোমাদের।"

শান্তিভাই বলল, "কী করবে তোমরা আমাদের?"

"সেটা মুখে বলব না। করে দেখাব। এখন মারের ওপর মার খেলে হাল কিন্তু আরও খারাপ হবে। তা ছাড়া দু'জনের শরীরের যা অবস্থা দেখছি তাতে আমরা মারধোর শুরু করলে পালটা মার দেওয়ার ক্ষমতাও তোমাদের নেই।"

কান্তিভাই আর শান্তিভাই পরস্পরকে দেখল।

শান্তিভাই বলল, "আমাদের এখানকার ঠিকানা তোমরা কার কাছ থেকে পেলে?"

রিমা বলল "তোমরা গুরুদেবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই আছ। কাজেই তোমরা কোথায় থাকো না থাকো তা কোনও শিষ্যরই অজানা নয়। কিন্তু এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা তোমরা কেন করলে?"

ওরা দু'জনেই চুপ করে রইল এবার।

বিলু বলল, "আমরা কিছু না করলেও পুলিশ কিন্তু ছাড়বে না তোমাদের। জয়চণ্ডীর ওই খুনের মামলায় জড়িয়ে আছ তোমরাও।"

"খুন তো আমরা করিনি।"

"যেই করুক, ওদের দলে তো ছিলে।"

ওরা মাথা নত করল।

বিলু বলল, "রাজবলহাট থেকে জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যন্ত সর্বত্রই বিচরণ করেছ তোমরা। ওই মূর্তিচুরির নেপথ্যেও কি তোমাদের হাত ছিল না?"

"না। ওটা ছিল কালোবাবুর ব্যাপার। নবাদাই ওর লোক দিয়ে ওই কাজ করিয়েছিল।"

"চন্দ্রকান্ত গিরির শিষ্য হয়ে কালোবাবু, নবাদা, এদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কথা তো তোমাদের নয়! তা ছাড়া আমাদের কাছে খবর আছে জয়চণ্ডী পাহাড়ে গুরুদেবকে তোমরা প্রায় নজরবন্দি করেই রেখেছিলে। রাজবলহাটের যে বাড়ি থেকে মূর্তি চুরি যায় সেই বাড়ির ছেলে এখানে গুরুদেবের কাছে আশ্রয় নিতে এলে তোমরা তাকেও বন্দি করে রাখো।"

"মোটেই না। গুরু হনুমানের নির্দেশেই ওকে আটকে রাখা হয়।"

"বাঃ, চমৎকার! চন্দ্রকান্ত গিরির আশ্রয়ে থেকে গুরু হনুমানের হয়ে কাজ করলে!"

কান্তিভাই বলল, "হ্যাঁ করেছি। গুরু হনুমানের যা পরিকল্পনা ছিল তা বাস্তবে রূপ পেলে অনেকেই লাভবান হত। আমরা তো হতামই। গিরি মহারাজ এখানকার সাধুদের খেপিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে করে দিলেন। আর ওই যে ছেলেটি, ও এখানে এসে অনেক কিছু জেনে গিয়েছিল। মূর্তিচুরির নেপথ্যে কারা ছিল, জেনেছিল তাও। আর সেই কারণেই ওকে বন্দি করে রাখা হয়। পরে একসময় সুযোগ বুঝে ছেলেটি পালায়। যার সাহায্য নিয়ে সে পালিয়েছিল, গুরু হনুমানের গুন্ডারা তাকে খুন করে।"

বিলু বলল, "এই তো এক-এক করে অনেক কথাই বেরিয়ে গেল তোমাদের মুখ থেকে। এখন বলো দিওতিমাকে তোমরা কোথায় রেখেছ?"

"ওর কথা তোমরা জানলে কী করে?"

"আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি।"

"তার খবর আমরা জানি না। তবে কিনা তাকেও নিয়ে আসা হয়েছিল এই জয়চণ্ডী পাহাড়ে।"

"তোমাদের সেই গুরু হনুমান এখন কোথায়?"

"তাও জানি না।"

"আমরা জানি। বলো তো কাকোলাত কোথায়?"

কান্তিভাই, শান্তিভাই দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। বলল, "জানি না, জানি না। আমরা জানি না। তোমরা চলে যাও এখান থেকে।"

বিলু বলল, "আমরা চলে যাব বলে তো এখানে আসিনি। থানায় খবর দিয়েছি। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আমাদের এক বন্ধুকেও তোমাদের লোকরা অপহরণ করেছে আজ। তার সন্ধান চাই।"

শান্তিভাই এবার অন্য সুরে বলল, "সত্যিই তোমরা পুলিশে খবর দিয়েছ?"

"সেটা একটু পরেই টের পাবে।"

"আমরা কিন্তু কারও দলের নই। আর ওইসব খুনখারাপি পছন্দও করি না। তবে কিনা গুরু হনুমানের কাছ থেকে টাকা-পয়সা পেতাম বলে ওঁর হয়ে কাজ করতাম। জয়চণ্ডীতে মন্দির হলে তার দেখাশোনার ভার থাকত আমাদের ওপর। গুরুদেব আমাদের ওপর বিরক্ত হয়েই চলে গেছেন, কি গুরু হনুমান তাঁকে গুম

করেছে অথবা মেরে ফেলেছে, তার কিছুই আমরা জানি না। গুরুদেবকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথাটাও রাজবলহাটের ওই ছেলেটি জানতে পেরেছিল। যাই হোক, ওবা অতি সাংঘাতিক। কিন্তু আমরা এখন কারও দলের নই। তবু বলি, কাকোলাত অতি ভয়ংকর। গভীর জঙ্গলের মধ্যে কাকোলাতে দিনমানেও বাঘ বের হয়। ওইখানেই গুরু হনুমানের আশ্রম। সেই আশ্রম পরিচালনা করেন কালো দত্তর ভাই অধর দত্ত। মূর্তিমান যম একটা। অথবা বলতে পারো খল-প্রকৃতির গোখরো সাপ। ওই কাকোলাতে তোমরা গেছ কি মরেছ।"

"আমরা কাকোলাতেই যাব।"

"আমাদের কথা শোনো, অমন কাজটি কোরো না।"

"সে দেখা যাবে। এখন বলো দেখি জায়গাটা কোথায়?"

"তোমরা নওয়াদা জানো?"

"না। তবে নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।"

"কিউল অথবা গয়া দিয়ে জায়গাটায় যাওযা যায়। ওইখান থেকেই যেতে হয় কাকোলাতে।"

"কীভাবে যাব?"

"তা তো বলতে পারব না। আমরা যাইনি কখনও। শুনেছি ওখানেই ওদেব শক্ত ঘাঁটি।"

বিলু বলল, "জায়গাটার সন্ধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

কথা বলতে-বলতেই দেখা গেল কান্তিভাই ও শান্তিভাই দু'জনেই হাওয়া। ব্যাপার কী! কী হল!

দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর তখন কান্তিভাই ও শান্তিভাইয়ের খোঁজে এসেছেন। তাই দেখেই ভয়ে পালাল ওরা। এখন পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। রিমাকে নিয়ে বিলু ফিবে এল আদ্রাতে।

॥ ১৪ ॥

বিলু আর এক মুহূর্ত রইল না বিমাদের বাড়িতে। ওর আর বাবলুব ব্যাগদুটো নিয়ে প্রথমেই এল একটি এস টি ডি বুথে। তারপর ফোনে সবকিছু ভোম্বলকে জানিয়ে ওদের সবাইকে আসানসোলে আসতে বলে আসানসোলের বাসে চাপল।

রিমা ওকে বাসে উঠিয়ে দিতে এসেছিল। ভালমতো একটা সিটে ওকে বসিয়ে বলল, "তোমাকে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে বলতে পারি না। আসানসোল স্টেশনে নয়, বাসস্ট্যান্ডের কাছেই কোনও একটা হোটেলে উঠো। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা কাল আসছে। আমিও কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে জুটে যাব।"

বিলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি যে কান্তিভাই ও শান্তিভাই-এর সঙ্গে আমাদের দেখাটা করিয়ে দিয়েছ এই যথেষ্ট। ওদের সঙ্গে দেখা না হলে কাকোলাত যে কোথায় তা জানতে পারতাম না।"

"তবুও আমি যাব। আমার মন পড়ে আছে বাবলুর দিকে। আজই যেতাম তোমার সঙ্গে, কিন্তু বাড়িতে ছাড়বে না। কাল ভোরেই হস্টেলে ফিরে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েই রওনা দেব তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। আমার জন্য একটু অপেক্ষা কোরো কিন্তু। না হলে অত্যন্ত দুঃখ পাব।"

বাস ছাড়লে রিমা বলল, "আর শোনো, বাসস্ট্যান্ডের কাছেই হোটেল মাধুরীতে উঠো। খুব কম খরচে থাকা যায় ওখানে।"

বাস ছাড়ল। আবার সেই চেনা পথ ধরে জয়চণ্ডীকে বামে বেখে দীর্ঘ যাত্রা।

জানলার ধারে বসে দূরের জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কত কী-ই না ভাবতে লাগল বিলু। এই প্রথম ও একা হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের ছক কষছে। বড় অসহায় লাগছে নিজেকে। একটা রাত কোথায় যে কীভাবে কাটাবে তা ভেবেই ও অধীর হয়ে উঠল। ইচ্ছে করলে রিমাদের বাড়িতে থাকতে পারত ও। কিন্তু পাছে ওর বাবা-মায়ের বিরক্তির কারণ হয়, তাই পালিয়ে এল।

অনেক পরে বাস আসানসোলে এলে জমজমাট বাজারের মধ্যেই নেমে পড়ল বিলু। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। তবুও নিজেকে একটু গোপন করবার জন্য একটা টুপি কিনে মাথায় পরল।

এখন ওর প্রথম কাজই হল সস্তার কোনও একটি হোটেল বা লজ দেখে তাতে উঠে পড়া। কিন্তু তার আগে ও একবার চারদিক একটু ঘুরে দেখতে চায়। দুষ্কৃতীদের সেই অ্যামবাসাডারই ওর প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ও সর্বত্র নজরদারি করতে লাগল, কোথাও কোনওভাবে সেটাকে দেখতে পায় কিনা।

ও যখন এদিক-সেদিক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনই ওরই বয়সি একটি ছেলে এসে হাত ধরল ওর, "তুমি কি কাউকে খুঁজছ?"

বিলু হেসে বলল, "না, মানে—।"

"ঘর চাই তোমার? আমাদের হোটেল মায়াপুরীতে এসো। সিঙ্গল রুম, কমন বাথ, পঁচিশ টাকা। এর চেয়ে সস্তার লজ কোথাও পাবে না। ছারপোকার চাষ নেই।"

"তা হলে তো ভালই হয়। দেখি তোদের লজ কীরকম?"

"দেখাদেখির কিছু নেই। সিঙ্গল রুমের চাহিদা এখানে খুব। পরে মাথা খুঁড়লেও আর পাবে না। ওই দেখো মোনালিসা, ব্লু-স্টার, ওখানে একশো পঁচিশের নীচে কোনও ঘর নেই।"

বিলু বলল, "না, না। সস্তার লজ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কী নাম তোর?"

"আমার নাম চেঙ্গিস খান।"

বিলু হেসে বলল, "যাঃ। কী বলছিস যা-তা?"

"আরে, বিশ্বাস হচ্ছে না? বামুনের ছেলে। কিন্তু সবাই আমাকে ওই নামেই ডাকে। কেন যে ডাকে তা জানি না। এক ফুচকাওয়ালা আমার এই নামটা দিয়ে গেছে। এখন গোলাপ রেউরি বেচে। গোলাপ রেউরি ক্যারাক্ট্যার বোলে ...।"

চেঙ্গিস খানের সঙ্গে হোটেল মায়াপুরীতে গিয়ে ঢুকল বিলু। ছোট ছোট ঘর। আলো পাখা সবই আছে। দোতলায় একুশ নম্বর ঘরটা ওরই জন্য বরাদ্দ হল। সামনেই লম্বা বাবান্দা। সেখান থেকে বাসস্ট্যান্ডের সকলের দিকে নজরদারি করা যাবে। কত বাস আসছে যাচ্ছে, কত লোক নামা-ওঠা করছে, সব দেখা যাবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

বিলু ঘরে ব্যাগ রেখে পাশের বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এল। তারপর আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালে চেঙ্গিস খান এল। বলল, "চা লাগবে ভাই?"

"এই সময় একটু চা পেলে কিন্তু মন্দ হত না। দু'কাপ চা নিয়ে আয়, দু'জনে খাই।"

চেঙ্গিস খান চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "নিয়ে আসব মানে? এখানে নিয়ে আসাআসির কোনও ব্যাপার নেই। ওই হোটেলটা যদি ব্লু-স্টার হয় তো এই হোটেলটা হল ফাইভ স্টার। চায়ের অর্ডার দিলে চা এখানে পৌঁছে যাবে, দেখবে?" বলেই নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ফুতকুড়ি! দু'কাপ চা আর দুটো কেক নিয়ে আয়।"

বিলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চেঙ্গিস খানের দিকে।

একটু পরেই রোগা ছিপছিপে দশ-বারো বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে চা আর কেক নিয়ে হাজির হল।

চেঙ্গিস খান বলল, "এই ফুতকুড়িকে দেখলে তো? এটা একটা ভিখিরির মেয়ে। আমিও প্রায় তাই। আমার মা মরে গিয়েছে কোনকালে। বাবা দোকানে দোকানে পুজো করে বেড়াত। বাবাও মরে গেছে। ও বুধবারির দোকানে চা সাপ্লাই দেয়, আমি এই লজে কাজ করি, যাত্রী ধরি। তবে এই কাজ কিন্তু আমরা আর বেশিদিন করব না। ফুতকুড়িটা আর-একটু বড় হলে ও আর আমি দু'জনে মিলে একটা ব্যবসা করব। ও খিচুড়ি আর আলুভাজা করে দেবে, আমি টিফিন-টাইমে অফিসে অফিসে গিয়ে পাঁচ টাকা প্লেটে তা বিক্রি করব। স্বাধীন ব্যবসা যাকে বলে। তখন আর কারও গোলামি করতে হবে না।"

বিলু কেক আর চা খেতে খেতে বলল, "এ তো খুবই ভাল কথা। সেইসঙ্গে আরও একটা কাজ করবি, বড় হয়ে তোরা দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করবি।"

চেঙ্গিস খান বলল, "কী যে বলো, ওইরকম কালো পেতনির মতো মেয়েকে কে বিয়ে করবে?"

ফুতকুড়িও এবার চটপটির মতো চড়বড়িয়ে বলল, "আরে থাম। তোর মতো একটা কেলে বাঁদরকে আমি বিয়ে করতে রাজি হলে তবেই তো?"

চেঙ্গিস খান খি খি করে হাসতে লাগল।

বিলু বলল, "ওসব কথা থাক, এখন মোদ্দা কথা হল, এই ব্যবসাটা তোরা এখনই করছিস না কেন?"

"এখন অত টাকা কোথায় পাবো বলো?"

"কত টাকা লাগবে?"

"তা পাঁচ-ছ'শো টাকা তো লাগবেই। উনুন কেনো, কয়লা কেনো, হাঁড়ি প্লেট চামচ, কত কী কিনতে লাগবে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব?"

বিলু বলল, "যদি আমি দিই?"

"তুমি দেবে? সত্যি বলছ? এই হোটেল থেকে যাওয়ার সময় দুটো টাকা কেউ দিয়ে যায় না। হেঁই হেঁই করে চাইলে খুব জোর চার আনা কি আট আনা পয়সা দেয়। সেই পয়সা জমিয়ে আমরা সিনেমা দেখি। তবে কিনা বাংলা বই দেখতে ভাল লাগে না আমাদের। আমির খান কিংবা শাহরুখ খানের ছবি এলে দেখি।"

বিলু বলল, "আমি তোকে মিথ্যে বলছি না। সত্যিই দেব। আসলে তোদের দু'জনকেই আমার খুব ভাল লেগেছে।"

চেঙ্গিস খান বলল, "শোনো ভাই, তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আমি চট করে আমার হাতের কাজ কয়েকটা সেরে এখনই আসছি। রাতে কী খাবে বলো?"

"রুটি আর ডিমের কারি নিয়ে এসো।"

"ঠিক আছে। আমি যখন তোমাকে খাবার দিতে আসব তখনই কথাবার্তা বলব সব, কেমন? এখন তুমি চায়ের দামটা দিয়ে দাও।"

বিলু বলল, "কত?"

ফুতকুড়ি বলল, "পাঁচ টাকা। দুটো কেক তিন টাকা, আর দু'কাপ চা দু'টাকা।"

বিলু দশটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বলল, "এর থেকে আর ফেরত দিতে হবে না। তুই রেখে দিস।"

ওরা দারুণ খুশি হয়ে টাকা নিয়ে নেমে গেল। বিলু অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে একসময় ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। তারপর ভাবতে লাগল আকাশপাতাল।

শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল বিলুর। দরজায় টক টক শব্দ শুনেই উঠে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দিল। দেখল চেঙ্গিস খান আর ফুতকুড়ি দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওদের হাতে রাতের খাবার।

বিলু ওদের দু'জনকেই ভেতরে নিয়ে এসে বসাল।

দু'জনেই তখন আশায় আশায় তাকিয়ে আছে বিলুর মুখের দিকে। কী সুন্দর সরলতায় ভরা মুখ দুটো। খুব ভাল লাগল বিলুর। বলল, "আমাব কথার নড়চড় হবে না। যেটা তোদের দেব বলেছি সেটা নিশ্চযই দেব। তোরা কত ভাল! বাজে ছেলেমেয়ে হলে এই বয়সেই চুরি বাটপাড়ি করে বেড়াতিস।"

চেঙ্গিস খান বলল, "কারও কিছু চুরি করব এইবকম মন আমাদের নেই। তা হলে মালিকরা আমাদেব কাজে লাগাত না। একবার একজন বাবু চা খেয়ে চলে যাওয়ার সময় তার মানিব্যাগটা ফেলে যায়, ফুতকুড়ি ছুটে গিয়ে দিয়ে আসে তাকে। তা ভাই, তুমি অত টাকা কোথায় পাবে? তুমি কারও টাকা চুরি করে পালিয়ে আসোনি তো? ওইসব টাকা হলে কিন্তু আমরা নেব না।"

বিলু হেসে বলল, "আরে না, না।"

"তা হলে তুমি একা কেন?"

"এখন একা। কাল সকালেই দেখবি আমার বন্ধুবান্ধবরা সব এসে পড়বে। কত হইহল্লা হবে তখন দেখবে। একটু পরেই আমি ফোন করতে যাব তাদের।"

"তা হলে তো খুব মজা হবে। আসলে কী জানো? কয়েকদিন আগে আমাদের এই হোটেলে তোমাব মতো একজন উঠেছিল। কী ভাল ছেলে জানো? রোজ আমাদের একটা করে টাকা দিত। তা এইসব হোটেলে কেউ দু'-একদিনের বেশি থাকে না। সে কিন্তু চার-পাঁচদিন রয়ে গেল। সবসময় কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকত সে। আমরা তাকে ভালবাসতাম খুব। একদিন সে বলেই ফেলল, ভুল করে সে নাকি একটা খুন কবে ফেলেছে। পাছে পুলিশে ধরে তাই এখানে এসে লুকিয়ে আছে। আমাদেব মালিক তাকে সন্দেহ করত, সেই কথা জানতে পেরেই একদিন কোথায় যেন পালিয়ে গেল সে।"

বিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "আরে! আমি তো তারই খোঁজে এসেছি। কী নাম বল তো তার?"

"তা অবশ্য বলতে পারব না।"

বিলু তখন খাওয়া রেখে বাবলুর ব্যাগটা হাতড়ে দেবাংশুর ছবিটা বের করল। করে বলল, "একে চিনতে পারিস?"

চেঙ্গিস খান আর ফুতকুড়ি দু'জনেই লাফিয়ে উঠল, "এই তো সে। ইস, আর কয়েকদিন আগে এলে তার দেখা পেতে তুমি!"

বিলু বলল, "তোরা একটু বোস। আমি খাওয়াটা শেষ করি। পরে অনেক কথা বলব তোদের।"

ওরা দু'জনে ছবি হাতে নিয়ে বসে রইল।

বিলু খাওয়া শেষ করে চকচকে দেখে পাঁচটা একশো টাকার নোট ওদের হাতে দিল।

চেঙ্গিস খান বলল, "সত্যি, তুমি যে কে তা ঠিক চিনতে পারছি না। শুনেছি মানুষের মধ্যেই ভগবান থাকে। তুমিই আমাদের সেই ভগবান। এক মাসের মধ্যে এই পাঁচশো টাকার ব্যবসা করে পাঁচ হাজার টাকা যদি করতে না পারি তো কী কথাই বলেছি। তবে ভাই এই টাকাটা যে তুমি আমাদের দিয়েছ তা একটা কাগজে লিখে তোমার বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বরটা লিখে দাও। যাতে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে আমরা দেখাতে পারি যে, এ টাকা আমরা চুরি করিনি।"

বিলু কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে রইল চেঙ্গিস খানের মুখের দিকে। তারপর বলল, "অবশ্যই দেব।" বলে ওর ব্যাগ থেকে পেন-কাগজপত্তর বের করে যা লেখা উচিত লিখে দিল ঠিকভাবে।

ফুতকুড়ি বলল, "আজ থেকে আপনি আমাদের দাদা।"

বিলু বলল, "এত দুঃখ এত দৈন্যের মধ্যেও যারা নিজেদের ঠিক রাখে, তারা যে আমার ভাইবোন, এটা ভাবতেও আমার গর্ব হয়। তবুও বলি, তোরা কখনও কোনও বিপদে পড়লে আমাকে মনে করিস, আমি ঠিক তোদের পাশে এসে দাঁড়াব। শুধু আমি নয়, আমার বন্ধুবান্ধবরা সকলেই। আমরা মোট পাঁচজন। কাল সকালেই তাদের কয়েকজন আসবে। তারপর আমরা এখান থেকে এক জায়গায় যাব।"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"বিহারে। জায়গাটার নাম কাকোলাত। যাই হোক, তোরা দু'জনে যখন আমার ভাইবোন, তখন আমার দলের লোক। তাই আমরা বা আমাদের জন্য তোদের একটু কাজ কবতে হবে।"

ওরা দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী কাজ বলো?"

"আমাদের এখন ঘোর বিপদ। কিছু বদ লোকের পাল্লায় আমরা পড়ে গেছি। দিওতিমা নামের একটি মেয়ে ও আমাদের দলের প্রধান বাবলু সম্ভবত ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে। একটা অ্যামবাসাডরে চাপিয়ে ওদের নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। নিয়ে যখন আসা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোনও হোটেল বা লজে গুম করে রাখা হয়েছে ওদের। এই ব্যাপারে তোরা একটু খোঁজখবর নিতে পারিস?"

চেঙ্গিস খান বলল, "অবশ্যই। এখানকার সব হোটেলেই আমাদের যাতায়াত আছে। কাজেই বিনা বাধায় আমরা এই কাজটুকু করে ফেলতে পারব। তুমি চুপচাপ শুযে ঘুমোও। আমরা সময়মতো তোমাকে জানাব।"

বিলু বলল, "ঘুম কি আমার চোখে আসবে আজ? মনে কত উত্তেজনা। আমি একবার বাড়িতে একটা ফোন করে এই হোটেলের নামটা জানিয়ে আসি। যাতে আমার বন্ধুদের এখানে এসে আমাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়।"

চেঙ্গিস খান বলল, "সেই ভাল। তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করি।"

রাত খুব একটা বেশি হয়নি। বিলু নীচের এস টি ডি বুথে গিয়ে ফোন করতেই ওর মা বললেন, "সন্ধেবেলা তোব ফোন পেয়েই ওরা রওনা হয়ে গেছে। ট্রেনেই গেছে ওরা। অতএব আজ রাতের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছবে। যতক্ষণ না ওরা গিয়ে পৌঁছয় ততক্ষণ তুই কিন্তু একটু সাবধানে থাকিস।"

খবর শুনে দারুণ আনন্দ হল বিলুর। কেন না ওরা এসে পড়লে বুকে একটু বল পাবে ও। কাকোলাতের পথে রওনা দিলে একা ও কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চু যদি পাশে থাকে তা হলে যমকেও ভয় করবে না ও। কিন্তু মুশকিল হল এই, ওরা ট্রেনে এলে রাতদুপুরে স্টেশনের কাছেই কোনও হোটেলে উঠবে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে তো আসবে না।

যাই হোক, আজ রাতে না হয় কাল সকালে দেখা হবেই। আপাতত একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। এই ঠিক করে লজে ফিরে ওর ঘরের তালা খুলে যেই না ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনই অন্ধকারের আড়াল থেকে কে যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। এমনভাবে ওর মুখ চেপে ধরল যে, না পারল চেঁচাতে, না পারল বাধা দিতে। সিঁড়ির আড়ালে ঘন অন্ধকারে টেনে নিয়ে ওর গায়ে একটা সুচ ফুটিয়ে দিতেই জ্ঞান হারাল বিলু।

ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা পরে দারুণ উত্তেজনা নিয়ে চেঙ্গিস খান এসে হাজির হল বিলুর ঘরে। ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বিলু নেই। ভেতরে আলোও জ্বলছে না। ও এসে আলো জ্বেলে 'দাদাভাই, দাদাভাই' করে কত ডাকল। কিন্তু কে দেবে সাড়া? এবার কেমন যেন সন্দেহ হল ওর। তালা আর চাবিটাকে সিঁড়ির কাছে পড়ে থাকতে দেখল। ও বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে ছেলেটা। বারান্দা থেকে হেঁকে ডাকল, "ফুতকুড়ি! ফুতকুড়ি!"

ছোট্ট মেয়েটি তখন ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু ও পঞ্চুকে নিয়ে ওপরে আসছে।

চেঙ্গিস খান বলল, "তোমরা!"

ভোম্বল বলল, "আমাদের এক বন্ধু কি এই হোটেলে উঠেছে?"

"হ্যাঁ, এই ঘরেই উঠেছে। কিন্তু ওরই একটা কাজে গিয়ে ফিরে এসে আর ওকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে ওর কোনও বিপদ হয়েছে।"

"ও কি একা ছিল, না আব কেউ ছিল সঙ্গে?"

"একাই ছিল। একটু আগে তোমাদের ফোন করতে গিয়েছিল। তারপর কী হল তা আমি জানি না। তবে তোমরা যে আসবে তা কিন্তু বলেছিল আমাকে। ইতিমধ্যে আমবা খোঁজ নিয়ে জানলাম কয়েকজন দুষ্কৃতী হোটেল ব্লু-স্টারে একটা ঘর নিয়েছে। রুম নাম্বার সেভেন। বেশ বড ঘর। সেই ঘরে ওদেব সঙ্গে দারুণ সুন্দবী একটি মেয়ে ও তোমাদেব বয়সি একটি ছেলেও আছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই আশার আলো দেখে লাফিয়ে উঠল, "ওরাই তো তারা। ওদেরই প্রয়োজন আমাদেব। কিন্তু খবরটা ঠিক তো?"

"আমার কাছে পাক্কা খবর। আসলে ওই ব্লু-স্টাবেব একটু বদনাম আছে। যত্তসব বদ লোকের আনাগোনা ওখানে। তাই আমরা ওইদিকেই নজব রেখেছিলাম। বিশু নামে আমাব এক বন্ধু ওই হোটেলে কাজ কবে। তার মুখেই শুনেছি। এখন তোমরা এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। চলো সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে ঝাঁপিযে পড়ি।"

ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু আনন্দে পবস্পবের মুখের দিকে তাকাল।

ভোম্বল বলল, "কোনওরকমে ওদের অবস্থিতি টের পেয়ে বিলু ওখানেই যায়নি তো?"

চেঙ্গিস খান বলল, "না। তা হলে আমাব চোখেই আগে পডত। আব তাই যদি হবে, চাবি-তালাটা তা হলে সিঁড়িতে গড়াগড়ি যাবে কেন?"

বিচ্ছু বলল, "ও ঠিকই বলেছে। আব একটুও সময় নষ্ট নয়। সামান্য বিলম্বেও অনেক ক্ষতি হযে যেতে পারে। দিওতিমা ও বাবলুদাকে যে ওইখানেই আটক কবে রেখেছে ওবা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সম্ভবত বিলুদাকেও ওই একই জায়গায় নিয়ে যাবে ওবা।"

নির্বাক পঞ্চু এবার অস্থির হয়ে উঠল ওব ক্রোধকে প্রতিফলিত করবাব জন্য। 'ভুক ভুক' কবে একটানা ডেকে চলল সে।

বাচ্চু বলল, "না, না। সত্যিই আর দেবি কবা উচিত নয! এখনই চলো।"

চেঙ্গিস খান বলল, "তোমাদের কাছে ব্যাগ ট্যাগ যা আছে তা আপাতত এই ঘরেই থাক। পরে আমি তোমাদের বেশ বড়সড় একটা ঘরই দিয়ে দেব। ফুতকুড়ি তোমাদের জিনিসপত্রেব পাহারায় থাকবে। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।"

ওবা আর একটুও দেরি না কবে ওদের যার কাছে যা ছিল তা বিলুর ঘবে রেখে রওনা দিল চেঙ্গিস খানেব সঙ্গে। ফুতকুড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে রয়ে গেল জিনিসপত্রের পাহাবায়।

লজের বাইরে এসে সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় বিকট একটা চিৎকার করে অন্ধকাবেব দিকে ছুটে গেল পঞ্চু। ব্যাপারটা যে কী হল, তা ওরাও বুঝে উঠতে পারল না কেউ। তাই মুহূর্তে বিস্ময়েব ঘোর কাটিয়ে উঠেই পঞ্চুকে অনুসরণ কবল সকলে।

ওরা দেখল পঞ্চুর তাড়া খেয়ে প্রাণপণে ছুটছে দু'জন লোক।

পঞ্চু একজনকে ধাওয়া করলে ভোম্বল পিছু নিল আর-একজনের। ভোম্বল যার পিছু নিল সে হঠাৎ ছোটা থামিয়ে আক্রমণ করল ভোম্বলকে। ভোম্বলও ছাড়বার পাত্র নয়। শুরু হল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। কিন্তু ওই পেশাদাব গুন্ডার সঙ্গে গায়ের জোরে ভোম্বল পেরে উঠবে কেন? তাই তাকে হার মানতেই হল।

ভোম্বল চিৎকার করে নিমেষে সবগবম কবে তুলল জাযগাটাকে। ওর চেঁচানিতে অনেকেই ছুটে এল। ভোম্বল তখন মারধোর খেয়ে কোনওরকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সব কথা বলল সকলকে। কিন্তু বললে কী হবে? আক্রমণকারী তখন পলাতক।

ভোম্বল বিফল হলেও পঞ্চু কিন্তু বিফল হয়নি। সে যাকে তাড়া করেছিল তার পায়ের টেংরি কামড়ে এমনভাবে ধরে রেখেছিল যে, তার আর পালাবার উপায় ছিল না। ফলে ধরা পড়ে গেল। কথায় বলে পাবলিকের মার দারুণ মার। কী হল, কেন হল, কিছুই জানতে চাইল না কেউ। সকলে মিলে লোকটাকে ধবে মেরে রক্তাক্ত করে দিল।

অন্যেরা যখন মারপিট নিয়ে ব্যস্ত, বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন ছুটে গেল একজনের দিকে। বাসস্ট্যান্ডের পাশে

আধো অন্ধকারে ফুটপাতের ওপর কাকে যেন শুইয়ে রাখা হয়েছিল। সে যে কে তা দেখার জন্যই ছুটে গেল ওরা।

চেঙ্গিস খানও তখন ছুটে চলল ওদের সঙ্গে।

কাছে গিয়েই অবাক!

ওরা ঝুঁকে পড়ে দেখল, যাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সে আর কেউ নয়, বিলু।

চেঙ্গিস খানও চিনতে পারল বিলুকে। বলল, "এই দাদাটাই তো আমাদের হোটেলে উঠেছিল। আমি তখনই বলেছিলাম, তালাচাবি যখন সিঁড়িতে পড়ে আছে তখন নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে দাদাটার।"

ততক্ষণে ভোম্বলও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে।

চেঙ্গিস খান ওই সময়টুকুর মধ্যেই কোথা থেকে যেন এক মগ জল এনে বিলুর মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। কিন্তু দিলে কী হবে? ইঞ্জেকশনের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বিলুর জ্ঞান তখনও ফিরল না।

চেঙ্গিস খানই তখন দু'-চারজন লোকের সাহায্যে বিলুকে হোটেলের ঘরে ফুতকুড়ির তত্ত্বাবধানে রেখে এল। তারপর সবাইকে নিয়ে চলল হোটেল ব্লু-স্টারের দিকে।

ইতিমধ্যে গোলমালের খবর পেয়ে পুলিশও এসে হাজির হয়েছে সেখানে। তারা জনতার প্রহারে অর্ধমৃত লোকটিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ভোম্বলের মুখে সব শুনে দিওতিমা ও বাবলুকে উদ্ধার করতে ব্লু-স্টারের দিকে চলল।

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঘরে তল্লাশি শুরু করলেন। এক-এক ঘরে এক-একরকম দুষ্কর্ম। এবং প্রায় সব ঘব থেকেই অতিথিদের বের করে পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হল।

অবশেষে সেই সাত নম্বর ঘর।

এই হোটেলের বেযারা বিশু আর চেঙ্গিস খান পুলিশকে বলল, "এই ঘরেই ছেলেমেয়ে দুটোর সন্ধান আমরা পেয়েছি।"

ইনস্পেক্টব বললেন, "কিন্তু ঘরে তো তালা দেওয়া। গেল কোথায় ওরা?"

ম্যানেজাবেব মাথা হেঁট।

"এই তালা কি হোটেলের তালা, না ওদের?"

"ওদেবই।"

"তার মানে, ওবা এখন কোনও কাজে বাইবে গেছে। এখনই নিশ্চয়ই আসবে।"

"ওদের কাবও ব্যাপারে আমি কোনও কিছুই বলতে পারব না। তার কারণ মালিকের লোক ওরা।"

"এই হোটেলের মালিক কে?"

"অধর দত্ত।"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"কলকাতায়।"

ভোম্বল বলল, "না। কলকাতায় উনি থাকেন না। সেখানে বাড়ি একটা আছে বটে, তবে সেটা কার তা কে জানে? হয় কালো দত্তর, না হলে অধব দত্তর। আবার মাধাই ঘোষেরও হতে পারে। মাধাই ঘোষ, মানে এখন যিনি গুরু হনুমান সেজে পুলিশেব চোখে ধুলো দিচ্ছেন।"

ইনস্পেক্টর ভোম্বলেব দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা তো অনেক খববই রাখো দেখছি। কারা তোমরা?"

ভোম্বল বলল, "আমরা পঞ্চপাণ্ডবের দল। সবাই আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা বলে।"

ইনস্পেক্টব চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "ওরে বাবা, তোমরা তো খুব বিখ্যাত ছেলেমেয়ে। তোমাদের নিয়ে লেখা অনেক বইও আছে জানি বাজারে। তা আমি তো ভাবতাম ওসব বুঝি গুলতাপ্পির গপ্পো। তোমরা তা হলে সত্যিই আছ?"

"এই তো আপনার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।"

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে বললেন, "তালাটা ভাঙার ব্যবস্থা করুন। ভেতরে কী আছে বা কারা আছে তা আমি দেখব।"

তালা ভাঙার কথা বলতেই বিশুকে নিয়ে চেঙ্গিস খান দারুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই কাজে। একটা লোহার শিক নিয়ে এসে সেটাতে গায়ের জোরে চাপ দিতেই অপলকা তালা চট করে খুলে গেল।

ডিম লাইটের আলোয় দেখা গেল হাত-পা মুখ বাঁধা অবস্থায় একটি মেয়েকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে

দুষ্কৃতীরা। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল বিশু, "এ কে? এই মেয়ে তো ছিল না। এ ঘরে যে ছিল তাকে দেখতে কত ভাল। একটা ছেলেও ছিল এ ঘরে। আমি কফি দিতে এসে দেখেছিলাম। কিন্তু এই মেয়েকে দেখিনি।"

ভোম্বল বলল, "বুঝেছি। আসলে গোলমাল বুঝেই ওরা দিওতিমা ও বাবলুকে সরিয়ে দিয়েছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন ছুটে গিয়ে বন্ধনমুক্ত করেছে মেয়েটিকে।

মেয়েটি মুক্ত হয়ে প্রথমেই বলল, "আমি কোথায়?"

বিচ্ছু বলল, "যেখানেই হোক না কেন, এখন তুমি নিরাপদে।"

বাচ্চু বলল, "তোমার নাম কী? এখানে তুমি কী করে এলে?"

পঞ্চু তখন মেয়েটির সর্বাঙ্গ শুঁকে শুঁকে দেখছে।

মেয়েটি বলল, "এই বুঝি পঞ্চু? তোমরা দু'জনে বাচ্চু-বিচ্ছু। আর ও নিশ্চয়ই ভোম্বল? কিন্তু বিলু কই?"

"সে আছে। তুমিই তা হলে রিমা?"

"কী করে জানলে?"

"যেভাবে তুমি আমাদের জেনেছ।"

ভোম্বল বলল, "আজ সন্ধের সময় বিলু আমাদের সব কথা ফোনে জানিয়েছে। তাতেই জেনেছি তোমার নাম। ওর ফোন পেয়েই তো আসানসোলে এসেছি আমরা। এসেই দেখি ঘোর বিপদ। এখন বলো তোমার এই দশা কী করে হল?"

রিমা বলল, "তোমাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর বিলুকে আসানসোলের বাসে চাপিয়ে আমি বাড়ি ফিরছি, তখনই রাস্তা থেকে শয়তানরা উঠিয়ে নিয়ে আসে আমাকে।"

"তুমি আসার আগে এই ঘরে দিওতিমা ও বাবলু ছিল। তাদের দেখেছ?"

"না। তবে এটুকু বুঝেছি, কাদের যেন নিয়ে গেল। আমাকে রেখে গেল।"

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে বললেন, "এসব কী হচ্ছে আপনার হোটেলে?"

ম্যানেজার বললেন, "এসব তো নতুন কিছু নয়, বরাবরই হয়। আমি সামান্য কর্মচারী মাত্র। আমি কী করতে পারি?"

"আপনিই তো অল ইন অল। আপনি তো পুলিশকে জানাবেন। তা ছাড়া সামান্য কর্মচারী আপনি নন। এর দায়িত্ব কি আপনি এড়াতে পারেন? আমি এখন আপনাকেই অ্যারেস্ট করব।"

"আমার অপরাধ?"

"অপরাধকে এবং অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়া। টাকার লোভে আপনি খারাপ কাজগুলোকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দিয়েছেন। তার মানে এই চক্রের আপনিও একজন। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

ম্যানেজার মাথা হেঁট করলেন। তারপর বললেন, "স্যার, আপনি কি এই থানায় নতুন?"

"তা জেনে আপনার লাভ?"

ভোম্বল বলল, "ম্যানেজারবাবু, আপনি যখন এদেরই লোক, নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে বা নিয়ে যেতে পারে?"

"না, আমার জানা নেই।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আছে কি না আছে একটু পরেই দেখাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "আপনাদের কাজ তা হলে আপনারা করুন। আমরা আমাদের লজে ফিরে যাই। আমাদের এক বন্ধু সেখানে অজ্ঞান অবস্থায় আছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ঠিক আছে। তোমরা যাও। আমরা দেখছি ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে উদ্ধার করতে পারি কিনা। একটু পরেই ডাক্তার যাচ্ছে তোমাদের ওখানে। কী নাম যেন ওটার?"

ভোম্বলের হয়ে চেঙ্গিস খানই বলল এবার, "মায়াপুরী। একুশ নম্বর ঘর।"

"ঠিক আছে, যাও তোমরা।"

হোটেল ব্লু-স্টার ছেড়ে সকলে এবার চলল মায়াপুরীর দিকে। চলল বটে, কিন্তু মন পড়ে রইল বাবলুর দিকে। তাই তো, কী যে হল ছেলেটার?

আর পঞ্চু? তার মনের অবস্থা দারুণ সাংঘাতিক। সে বেচারি অনেক আশা করে ছিল এখানে এসে বাবলুকে দেখতে পাবে বলে। তার জায়গায় এসব কী কাণ্ড, তা ও ভেবেই পেল না। তাই দারুণ অস্বস্তিতে কুঁই-কুঁই করতে লাগল সর্বক্ষণ।

ওরা মায়াপুরীতে এসে দেখল সেখানকার ম্যানেজারই তখন একজন ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে এনেছেন।

তিনি সব দেখেটেখে বলে গেলেন, "কোনও ভয় নেই। এখনই জ্ঞান ফিরে আসবে। আসলে মরফিয়ার প্রভাবে এইরকম হয়ে আছে। খুব ভালই আছে পেশেন্ট।"

ভোম্বল বলল, "ভাল থাকলেই ভাল। ওদিকে পুলিশের তরফ থেকেও একজন ডাক্তারবাবু হয়তো এসে পড়বেন এখনই।"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "না। আর কেউ আসবেন না। ডাকলে ওঁরা আমাকেই ডাকবেন।"

"আপনার ফিসটা কত?"

ডাক্তারবাবু ভোম্বলের গালে একটা টুসকি দিয়ে বললেন "এইসব ক্ষেত্রে ওসব আমি নিই না। এই ইমার্জেন্সি ব্যাপারস্যাপারগুলো আমার নৈতিকতার মধ্যে পড়ে।

ডাক্তারবাবু বিদায় নিতেই চোখ মেলে তাকাল বিলু।

ফুতকুড়ি সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল, "এই তো, এই তো আমাদের দাদাভাই চোখ চেয়ে দেখছে।"

বাচ্চু বিচ্ছু ছুটে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ' কেমন আছ বিলুদা?"

"ভালই আছি। শয়তানরা সুচ ফুটিয়ে আমাকে স জ্ঞাইন করেছিল। তোরা কখন এলি?"

ভোম্বল বলল, "একটু আগেই এসেছি আমরা। এসেই দেখি এইসব কাণ্ড। তোর চেঙ্গিস খান, বাবলু আর দিওতিমার সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু তোর ব্যাপারে গোলমালে জড়িয়ে পড়ায় ওরা আর কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে সরিয়ে দিয়েছে দু'জনকেই।"

বিলুর চোখ পড়েছে তখন রিমার দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! রিমা তুমি? তুমি এখানকার খোঁজ পেলে কী করে?"

এই হোটেলের ম্যানেজার তখন এসে বললেন, "শোনো, কথায় কথায় রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক। পাশেই একটা বড় ঘর আছে, সেই ঘরে চলে এসো তোমরা। একসঙ্গে সকলেরই হয়ে যাবে তোমাদের। কিছু মুড়ি আর বোঁদের ব্যবস্থা করেছি। তাই খেয়েই শুয়ে পড়ো। চেঙ্গিসকে বলো দু'-এক জাগ জলের ব্যবস্থা করে দিতে।"

ওরা আর দেরি না করে ওদের ব্যাগগুলো নিয়ে পাশের বড় ঘরে এসে ঢুকল।

চেঙ্গিস আর ফুতকুড়ি দু'জনে দুটো জলের জাগ নিয়ে চলে গেল জল আনতে।

সকলে বাথরুমে গিয়ে এক এক করে চোখেমুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল।

বাবলুর বিপদ যে কতটা চরম, তা ওদের ধারণারও বাইরে। তাপাতত বিলুকে যে উদ্ধার করা গেছে, এতেই ওদের আনন্দ। সেইসঙ্গে অচেনা মেয়ে রিমাকেও যে এই শত্রুপুরী থেকে মুক্ত করা গেছে, এও কম কথা নয়।

চেঙ্গিস আর ফুতকুড়ি জল নিয়ে এলে ওরা সবাই মিলে খেতে বসল।

বিলু তো আগেই খেয়ে নিয়েছিল, তাই ওর আর খাওয়ার দরকার হল না।

এই খাওয়াদাওয়ার পর্বের মধ্যেই রিমার ব্যাপারটা জেনে নিল বিলু। ওর বিপর্যয়ের কথা শুনে বিলু বলল, "তা হলে তো তোমার মা বাবা এখন দারুণ চিন্তা করছেন। ওদের খবর পাঠানোর কী হবে?'

রিমা বলল, "সে কাল সকালে দেখা যাবে। এখন ঘুম পাচ্ছে আমার।"

ভোম্বল বলল, "তা বললে কি হয়? ফোন আছে তোমাদের বাড়িতে?"

"না। তবে স্টেশনে ফোন করলে বাবা খবর পেয়ে যাবেন। তা ছাড়া ওর তো এখন নাইট ডিউটি চলছেই।"

চেঙ্গিস খান বলল, 'আমাদের হোটেলের পাশেই তো এস টি ডি বুথ। চলো, ফোনটা করে আসা যাক।"

রিমাকে সঙ্গে করে চেঙ্গিস ও ভোম্বল চলল ফোন করতে। সঙ্গে পঞ্চুও চলল।

পাবলিক কল অফিসের পাশেই একজন ঝাঁকা মুটে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিল।

ফোন করার পর চেঙ্গিস গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলল, "লাদুরাম! লাদুরাম! একবার ওপরে এসো তো?"

ঘুম ভেঙে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল লাদুরাম, "কাহে?"

"তোমার বাড়ি তো বিহারে। আমার দাদাভাইরা সবাই কাল সকালে বিহারে যাবে। তাই তোমার কাছ থেকে একটু কিছু জেনে নেবে ওরা।"

লাদুরাম ওদের সঙ্গে ওপরে এল।

বিলু বলল, "খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তো।"

রিমা বলল, "এত রাতে এখানে লাইন পেতে খুব একটা দেরি হয় না। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি আমার ব্যাপারে কেউ কোনও চিন্তাভাবনা কোরো না, ঠিক সময়মতো আমি বাড়ি পৌঁছব।'

বিলু বলল, "সময়মতো নয়। কালই সকালের বাসে বাড়ি চলে যাবে তুমি।"
রিমা বলল, "তোমাদের সঙ্গ আমি ছাড়লে তো? বাবলুকে যতক্ষণ না খুঁজে পাওয়া যায় ততক্ষণ আমি বাড়ি ফিরব না। তাতে যা হয় হবে।"
চেঙ্গিস বলল, "দাদাভাই, তোমরা তো কাল বিহারে যাবে? তা এই লাদুরামের দেশ হল বিহারে। তোমবা কোথায় যাবে একে বলো, এ সব রাস্তাঘাট বাতলে দেবে তোমাদের।"
বিলু বলল, "কী নাম বললে?"
লাদুরাম বলল, "লাদু। লাদুরাম।"
"বিহারে তোমার বাড়ি কোথায়?"
"আমার বাড়ি গয়া জিলায়।"
ভোম্বলের তখন ঘুম পেয়েছে খুব। সকলকে সরিয়ে দিয়ে একপাশে শুযে পড়ে বলল, "এবার তোর যা জানবাব তা জেনে নে ওব কাছ থেকে। আমি এক ঘুম দিয়ে নিই।"
বিলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়ে পড়। অনেকটা পথ ট্রেন জার্নি করে এসেছিস, এবাবে তোর একটু বিশ্রামেব দরকার।" বলে লাদুরামকে বলল, "নওয়াদা কোথায় জানো? কাকোলাত?"
"কাকোলাত? তুম সব কাকোলাত যাওগে?"
"হ্যাঁ। কীভাবে যাব?"
"হামি সব কুছু বাতিয়ে দিব। আগে বলো হামকো চা-চু খেতে কুছু দিবে?"
বাচ্চু ওর হাতে দশটা টাকা দিতেই লাফিয়ে উঠল লাদুবাম, "আরে বাঃ, দশ রুপাইয়া! তো শুনো, নওযাদা জিলা আমার ঘর আছে। আমাব মকান গোবিন্দপুর। কাল সবেরে তুমি সব পাসিঞ্জার মেল যা পাবে তাইতে চেপে গয়া চলে যাও। ওইখান থেকে অন্য ট্রেনে চলে যাবে নওয়াদা। নওয়াদা সে তুম সবকো বাস মিলেগা গোবিন্দপুরকা। ওহি বাসমে থালি মোড় মে উতার যাও। উসকে বাদ পাঁচ কিমি পয়দাল। লেকিন তুম সবকো নাইট হল্ট করনা পড়েগা নওযাদা মে।"
বাচ্চু বলল, "কেন, আমবা যদি কাকোলাতে থাকতে চাই?"
"আরে রাম রাম। অ্যায়সা বুববাকি মাত করো। উধাব শুভে যানা, সামকো আনা। বহোত বঢ়িয়া ফাউনটেন হ্যায় উধার। গহেরা জঙ্গল। চারো তরফ পাহাড়। বিহার কা কাশ্মীর। মার্কণ্ডেয় মুনি কা আশ্রম থা। বঢ়ি তিরথ।"
বিলু বলল, "ঠিক আছে। যা জানবার জানা হয়ে গেছে আমাদের। এবাব তুমি আসতে পারো।"
লাদুরাম চলে গেলে বিলু সকলকে বলল, "শুনলি তো সব? এখন বাবলুব খোঁজে আমাদের ওই কাকোলাতে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। গভীব জঙ্গলের দেশ। অতএব বিপদেব ঝুঁকি নিয়েই যেতে হবে আমাদের।"
বিচ্ছু বলল, "এরকম অভিযান তো আমাদের নতুন নয়। কাজেই জঙ্গলেব ভয় আমবা করি না। আত্মরক্ষাব জন্য একটা করে ধারালো ছোরাও আমাদের কাছেই আছে। আব আছে পঞ্চু। অতএব নির্ভযেই যেতে পারব আমরা।"
এতক্ষণ পরে পঞ্চুর নাম হতে ও একটু নড়েচড়ে বসল।
রিমা বলল, "আমার কিন্তু কোনও ছোরাছুরি নেই।"
বিলু বলল, "সে না থাক, একটা কিনে নিলেই হবে। তবে আমাদের সঙ্গে যাওয়া কিন্তু বিপদ মুঠোয করে। কী করবে এখনও ভেবে দেখো।"
"ভেবে দেখাদেখির কিচ্ছু নেই। তবে টাকা-পয়সা আমার খুবই কম। ওইদিকটা আমি চিন্তা না করেই তোমাদের সঙ্গে যাব বলছি। আমি গেলে তোমাদের অন্য কোনও অসুবিধে হবে না তো?"
"সে যা হওয়ার তা হবে। তুমি যেতে চাইলে আমাদেব সঙ্গে যেতে পারো।"
"আমি যাব।"
"তা হলে আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। কাল সকালেই রওনা দেব আমরা।"
চেঙ্গিস খান আর ফুতকুড়ি ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। বাদবাকিরা খাটের ওপর ছড়িয়েছিটিয়ে। শোওয়ামাত্রই ঘুম নেমে এল সকলের চোখে। রাত্রির তখন শেষ যাম।

॥ ১৫ ॥

সকালে ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। তাও ভাঙত না পঞ্চু উঠে হাঁকডাক না করলে।

ওরা ঘুম থেকে উঠেই বাথরুমের কাজ সেরে নিল এক এক করে।

চেঙ্গিস আর ফুতকুড়ি চায়ের অর্ডার দিয়ে এল সকলের জন্য। সেইসঙ্গে গরম গরম শিঙাড়ার।

হোটেলের মালিকও এসে দেখা করলেন ওদের সঙ্গে। বললেন, "শোনো বাবারা, আমি হচ্ছি বাঘের বাচ্চা। কাউকে পরোয়া করি না আমি। তবে কিনা আরশোলাকে আমি দারুণ ভয় পাই। আর পুলিশ দেখলেই আমার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। যেই শুনেছি তোমরা পুলিশের সুনজরে আছো, অমনই আমারও সুনজরে পড়ে গেছ তোমরা। তা বাবারা, এই ঘরের ভাড়া আমি তোমাদের কাছ থেকে নেব না। তার কারণ তোমরা আমার গেস্ট। এখন এই সকালবেলায় তোমরা দল বেঁধে সব চললে কোথায় সেটাই আমাকে বলে যাও। না হলে পুলিশ এসে যাচ্ছেতাই করবে।"

বিলু বলল, "আপাতত আমরা গয়ায় যাচ্ছি।"

"আরে রাম, রাম। ওখানে তো লোকে পিণ্ডি দিতে যায়!"

ভোম্বল বলল, "মনে করুন না আমরাও কারও পিণ্ডি চটকাতে যাচ্ছি।" তারপর হেসে বলল, "আসলে আমরা গয়ায় যাচ্ছি বটে কিন্তু ওখানে আমরা থাকব না। আমরা যাব নওয়াদায়।"

"গয়ায় যদি যাও তা হলে তো এখনই তোমাদের তৈরি হতে হবে। পূর্বা এক্সপ্রেস পেলে ভাল। না হলে শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসেই যাও তোমরা। রাত আটটা নাগাদ গয়ায় পৌঁছবে।"

বিচ্ছু বলল, "ট্রেনটা আসানসোলে ক'টায়?"

"টাইম টেবল দেখে বলছি। তোমরা অবশ্য সময় পাবে। স্নান-খাওয়া সেরেই যেতে পারবে তোমরা।" বলেই একটা হাঁক দিলেন, "ওরে কে আছিস, রেলের টাইম টেবল-এর চার্টটা একবার নিয়ে আয় না রে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একটি ছেলে কার্ডের মতো একটি ছাপানো চার্ট এনে মালিকের হাতে দিল।

মালিক চার্টের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, "সময়টা যদিও আমার জানা, তবুও ছেলেমানুষ তোমরা, ভাল করে একটু দেখেটেখে বলাই ভাল। এই দেখো, বেলা বারোটা নাগাদ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ পূর্বা এক্সপ্রেস। ওতে অবশ্য ভাড়া একটু বেশি পড়বে। তবে কিনা বিকেল চারটে নাগাদ গিয়ে পৌঁছবে গয়ায়। আর জম্মু তাওয়াইয়ে গেলে বিকেল তিনটে বিয়াল্লিশ। কী করবে তোমরা ভেবে দেখো।"

বিলু বলল, "ভেবে দেখাদেখির কোনও ব্যাপার নেই। আমরা পূর্বাতেই যাব।"

"তা হলে সবাই তৈরি হও। সকাল এখন আটটা। এখনও চার ঘণ্টা সময়।"

মালিক চলে গেলে বিলু এই যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

ঠিক হল পূর্বা এক্সপ্রেসেই যাবে ওরা। দিনের গাড়ি। অতএব বার্থের প্রয়োজন নেই। কোনওরকমে ঠেলে গুঁজে যে-কোনও কামরায় একবার উঠে পড়তে পারলেই হল! তারপর বিকেলে গয়ায় নেমে স্টেশনের কাছেই কোনও হোটেলে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেবে। পরদিন ট্রেন বাস যা পাবে তাতে করেই নওয়াদায়।

চেঙ্গিস বলল, "তোমাদের কথা শুনে আমাদেরও মনে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে যাই।"

বিলু বলল, "না। তোরা আর অন্য কোনওরকম মন করবি না। স্বাধীনভাবে যে ব্যবসাটা করবি ঠিক করেছিস সেটাই করবি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কীসের ব্যবসা?"

বিলু তখন সব বলল ওদের। ও যে ওর হাতে এই ব্যাপারে পাঁচশো টাকা দিয়েছে তাও বলল।

ভোম্বল বলল, "খুব ভাল কথা। জীবনে কেউ দাঁড়াতে চাইলে তাকে সাহায্য করতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবসময়ই আগ্রহী। তা গয়ায় যাওয়ার আগে বাবলুর ব্যাপারে এখানকার থানায় গিয়ে একবার খোঁজখবর নিবি নাকি?"

বিলু বলল, "কোনও দরকার নেই। ওদের কোনও খবর পেলে পুলিশ নিজেদের কৃতিত্ব দেখানোর গরজে নিজেরাই এসে জানিয়ে যেত।"

বাচ্চু বলল, "তা ঠিক।"

বিচ্ছু বলল, "এই ধরনের দুষ্কৃতীরা একবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেরোতে পারলে আর তাদের ধরা মুশকিল। বাইরের গোলমালটা না থাকলে হোটেল ব্লু-স্টারেই হাতেনাতে ধরা যেত ওদের।"

বিলু বলল, "একদিকে কিন্তু ভালই হয়েছে। আমরা যেমন খোঁজখবর নিয়ে কষ্ট করে ওখানে যাচ্ছি,

বাবলুকে তা করতে হল না। দুষ্কৃতীরা নিজেরাই খাল কেটে কুমির নিয়ে গিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনল।"

বাচ্চু বলল, "সেটাও যেমন ঠিক, অন্যদিকে বিপদের সম্ভাবনাটাকেও যেন উড়িয়ে দিয়ো না। দিওতিমা সুন্দরী মেয়ে। তাকে ওরা আটকে রেখে দিতে পারে। ওর বাবার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য না মেরে ওকে জিইয়ে রেখে জীর্ণ শীর্ণ করে ওর শারীরিক দুর্দশার ছবি মাঝেমধ্যে বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে তাদের মানসিক আকুপাংচার করতে পারে। কিন্তু বাবলুদার বেলায় সেটা তো নাও হতে পারে? কাকোলাতের জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের মুখের গ্রাসে ছেড়েই যদি দেয়, তা হলে? শুধু তাই নয়, কালো দত্তর মতোই যদি অবস্থা করে ওর? তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "আর বলিস না। শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। এখন স্নানের ব্যাপারটা এক এক করে মিটিয়ে নিয়ে তৈরি হ দেখি?'

বিলু বলল, "তোমার সঙ্গে তো কোনও কিছুই নেই। একবস্ত্রে কী করে থাকবে?"

বাচ্চু বলল, "ওর জন্য তুমি চিন্তা কোরো না। আমাদের দু' বোনের থেকেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তা হলে তোরাই আগে স্নানের পর্বটা সেরে নে। কেন না একবার অভিযানে মেতে উঠলে কোনও কিছুই আর হয়ে উঠবে না। কোথায় কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে যে দিন কাটবে তা কে জানে?"

বিলুর কথামতো মেয়েরা স্নানের প্রস্তুতি নিলে বিলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে এল। কী দারুণ জমজমাট এখন জায়গাটা। কে বলবে কাল রাতে এইখানেই অতকিছু কাণ্ড হয়ে গেছে।

বাসস্ট্যান্ডে ঘোরাফেরার সময়ই ভোম্বল হঠাৎ কী যেন দেখে বলল, "চলবে নাকি?"

বিলু একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল "মন্দ কী? তবে কিনা একটু পরেই তো ভাত খাব।"

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ছোট্ট একটা দোকানের দিকে। সেখানে তখন গরম জিলিপির যেন একটা পাহাড় তৈরি হয়েছিল।

জিলিপি খাওয়ার ব্যাপারে পঞ্চুও দারুণ ওস্তাদ। অতএব তিনজনে মিলেই খেতে লাগল জিলিপি। আঃ, কী দারুণ তার স্বাদ।

বেলা দশটার মধ্যেই ওরা হোটেল ছেড়ে একটা অটো নিয়ে রওনা হল স্টেশনের দিকে। যাওয়ার আগে চেঙ্গিস খান ও ফুতকুড়িকে অনেক আদর করল ওরা।

আসানসোল হল এই লাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্টেশন। এখান থেকেই লাইনটা দু'ভাগ হয়ে মেন লাইন চলে গেছে চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, ঝাঁঝা, পটনা হয়ে মোগলসরাইয়ের দিকে। আর গ্র্যান্ড কড গেছে ধানবাদ, গোমো, হাজারিবাগ হয়ে গয়ার ওপর দিয়ে মোগলসরাই। তা ছাড়াও জয়চণ্ডী আদ্রা হয়ে টাটানগরের সঙ্গে যোগ আছে। অন্যদিকে একটা লাইন চলে গেছে অণ্ডাল সাঁইথিয়া হয়ে সিউড়ির দিকে।

বিলু আর ভোম্বল লাইন দিয়ে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে এল। দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিল রেলের ক্যান্টিনেই। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দেখা মিলল ট্রেনের। সুপার ফাস্ট ট্রেন। উঃ, সে কী ভিড়! গার্ড কামরার গায়ে একটা বগিতে কোনওরকমে উঠে পড়ল ওরা। ধস্তাধস্তি করে, ঠেলে খুঁজে। বসবার জায়গা তো নেই। দাঁড়িয়ে থাকাও দায় হল।

উঠতে না উঠতেই ছেড়ে দিল ট্রেন। এরই মধ্যে শুরু হল চিৎকার চেঁচামেচি আর ঝটাপটি। ব্যাপারটা কী? না কীভাবে যেন একটা কুকুর দেশভ্রমণের আশায় উঠে পড়েছে ভিড় গাড়িতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মুখ টিপে টিপে হাসল।

বিলু বলল, 'ওকে একটু সিটের তলায় ঢুকে যেতে দিন না কেউ।'

এক বাঙালি যাত্রী বললেন, "এখানে কি সিটের তলা বলে কিছু আছে? দুনিয়ার জিনিসপত্রে বোঝাই সব। গয়ার ব্যবসায়ীরা যাচ্ছে জিনিসপত্রের পাহাড় নিয়ে। কানপুরের এক যাত্রী তো একুশটা ট্রাঙ্ক নিয়ে উঠেছে।"

"আপনি যাবেন কোথায়?"

"আমিও গয়াতেই যাব। ওখান থেকে যাব নওয়াদায়। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পাব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু আর বিমা তখন ম্যানেজ করে কারও বস্তা, কারও ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়েছে।

বিলু বলল, "নওয়াদাটা কোথায়?"

"কিউল গয়া লাইনে খুব নামকরা জায়গা।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা ওখানে কি কাকোলাত নামে কোনও জায়গা আছে?"

"হ্যাঁ, আছেই তো। কিন্তু কাকোলাতের নাম তোমরা জানলে কী করে?"

"আসানসোলে যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম সেখানে লাদুরাম নামে একজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তার বাড়ি গোবিন্দপুরে। তারই মুখে শুনেছি কাকোলাতের গল্প।"

"আমি গেছি। বিহারের কাশ্মীর ওটা। পৃথিবীর স্বর্গ।"

"বলেন কী!"

"আমি বলছি না। বিহারের মানুষরাই বলে। পুরাকালে মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম ছিল ওখানে। এখন ওখানে গুরু হনুমান নামে এক সাধক আছেন। তা যাই হোক, গভীর জঙ্গলে ভরা জায়গাটা। কোনওরকমে একবার যদি তোমরা যেতে পারো ওখানে তো দারুণ আনন্দ পাবে। জায়গাটা খুব অখ্যাত কিন্তু দারুণ লোভনীয়। অথচ কোনও গাইড বুকেই জায়গাটার উল্লেখ নেই।"

ভোম্বল তখন একজনের বেডিং-এর ওপর একটু বসবার জায়গা করে নিয়েছে। অতিকষ্টে বিলুও ভাগ পেয়েছে একটু।

ট্রেন ঝড়ের গতি নিয়ে ছুটে চলেছে।

ভোম্বল বলল, "কাকোলাত নওযাদা থেকে কতদূর?"

"পঁয়ত্রিশ কিমি। ফতেপুর থেকে সতেরো কিমি। ওখানে যেতে গেলে ফতেপুর, আকবরপুর হয়েই যেতে হবে। তবে একটা কথা, খাবারদাবার সব আকবরপুর থেকে সঙ্গে নেবে। না হলে এককাপ চাও মিলবে না পথে। গোবিন্দপুরে থালির মোড় থেকে শুরু হবে জঙ্গলের পথ।"

"ওখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই?"

"সম্প্রতি একটা রেস্ট হাউস হয়েছে। তবে তা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অগ্রিম বুকিং ছাড়া জায়গা পাওয়া যায় না। যাই হোক, জঙ্গলের পথ ধরে তোমরা ধাপে ধাপে পাহাড়ে উঠে যাবে। একশো পঞ্চাশ ফুট চড়াই। ওপরে উঠেই কাকোলাত ফল্‌স। একশো ষোলো ফুট উঁচু থেকে জল ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিশাল জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। সেই জলাশয় আগে খুব গভীর ছিল। এখন তাকে বালি দিয়ে ভরাট করে অনেকটা বিপন্মুক্ত করা হয়েছে। এক কোমর জল। তোমরা মনের আনন্দে স্নান করবে। পাশেই বিশ্রাম নেওয়ার মতো একটা বড় ঘর আছে। জানলা-দরজা নেই। মেয়েরা স্নানের পর সেখানে জামাকাপড় ছাড়ে। ব্যবস্থা খুব ভাল। সবচেয়ে ভাল কী জানো?"

"কী?"

"কাকোলাতের জল। ওই জল অবশ্যই খাবে তোমরা।"

বিলু বলল, "পেটের গোলমাল হবে না তো?"

"না। নদীর জল, ঝরনার জল কখনও না ফুটিয়ে খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কাকোলাতের জল তার ব্যতিক্রম। যতটা পারবে খাবে, তারপরেই দেখবে ম্যাজিক। খিদেয় চনচন করবে পেট। একসময় প্রবাদ ছিল মানুষ মরে গেলেও তার মুখে ওই জল একটু দিয়ে দিলে সে নাকি বেঁচে উঠত। এখনও দুরারোগ্য পেটের অসুখে যারা ভুগছে তারা ওই জল পান করে রোগমুক্ত হতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে সরকারের উচিত ওখানে পাহাড়ের নীচে স্বাস্থ্যান্বেষীদের জন্য কিছু ঘরবাড়ি করে দেওয়া।"

"উচিত। কিন্তু আজকাল মানুষের মনমেজাজ তো অন্যরকম। ওই জায়গায় রাতদুপুরে খুনখারাপি বা গুন্ডা গর্দি হলে আটকাবে কে?"

"কথাটা ঠিক। সারা দেশের পরিস্থিতিই তো এখন ভাল নয়।"

ট্রেন তখন ধানবাদ, গোমো, হাজারিবাগ হয়ে কোডারমায় থেমেছে।

বিচ্ছু বলল, "দিদি, এই সেই কোডারমা।"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ। কী দারুণ অ্যাডভেঞ্চারই না সেবার হয়েছিল বল?"

রিমা বলল, "সত্যি, তোমরা কত সুখী। আমিও যদি তোমাদের মতো হতাম!"

ট্রেন ছাড়লে ওই ভিড়ের মধ্যেই একজন চেকার উঠলেন টিকিট চেক করতে। অবাঙালি চেকার। উঠেই তো পঞ্চুকে দেখে জ্বলে উঠলেন তেলে-বেগুনে। বললেন, "আরে ইধার কুত্তা কাঁহাসে আ গিয়া? হটা দো জলদি।"

এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী তখন পুরি তরকারি চাটনি বের করে নিজেও খাচ্ছিলেন, পঞ্চুকেও খাইয়ে দিচ্ছিলেন। এবার গম্ভীর চোখে চেকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপ দিজিয়ে না?"

"অ। সমঝ গিয়া। ইয়ে কুত্তা আপকা মেহমান হ্যায়।"

"শোচ লিজিয়ে।"

"উসিকা টিকট দেখাইয়ে।"

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখালেন।

চেকার টিকিট চেক করে বললেন, "আপকা?"

ভদ্রলোক টিকিটটা চেয়ে নিয়ে আবার সেটাই দেখিয়ে বললেন, "ইয়ে হ্যায় মেরা টিকট।"

চেকার এবার রেগে বললেন, "পানশো রুপাইয়া পেনালটি দে কর টিকট বনাইযে কুত্তেকা।"

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গবম হয়ে বললেন, "কোন হিসাবসে?"

অন্য যাত্রীরা মুখ খুললেন এবার, "আরে মশাই রাস্তার কুকুর কীভাবে কার তাড়া খেয়ে উঠে পড়েছে গাড়িতে। এটুকু বোধজ্ঞান নেই আপনাব?"

চেকার বললেন, "ওহি বাত তো পহলেই বোলনা চাহিয়ে থা।" বলে বিলুর টিকিট দেখতে চাইলেন।

বিলু পঞ্চুর টিকিটটা লুকিযে রেখে নিজেদেরটা দেখাল।

টিকিট দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল চেকাবের। বললেন, "এ ক্যা! এ তো অর্ডিনারি মেল এক্সপ্রেস কা টিকট। এ গাড়িকে লিয়ে সুপার ফার্স্ট টিকট হোনা চাহিয়ে।"

বিলু বলল, "দেখুন, আমরা তো তা জানি না। স্টেশনেব কাউন্টারে গযার টিকিট চেয়েছি, এই টিকিট দিযেছে।"

"পেনালটি দেনে পড়েগা তুমকো। পঁচাশ রুপাইয়া পেনালটি ঔর পাঁচ আদমি কা পঁচাশ রুপাইয়া সুপাব ফাস্ট চার্জ। শ' রুপাইয়া দে দিজিয়ে।"

ভিড়ের ভেতর থেকে আর একজন কে যেন হেঁকে বলল, "আরে গিরিধারিলালজি, ছেড়ে দিন ওদেব। ছেলেমানুষ, জানে না, উঠে পড়েছে। বিনা টিকিটে তো যাচ্ছে না।"

চেকার ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্রই নন।

অবশেষে ফাইন দিয়ে টিকিট করতেই হল ওদের।

গমগম শব্দে ট্রেন তখন পর পর তিনটি টানেল পার হয়ে গয়ার দিকে এগোচ্ছে।

গয়ায় বগির অর্ধেক লোক নেমে গেল। উঠলও তার দ্বিগুণ।

বিলু, ভোম্বলদের সঙ্গে সকলের পাশ কাটিয়ে পঞ্চুও নেমে এল এক সময়। তাবপর গেট পেবিয়ে যখন বাইরে এল তখনও দিনের আলো বেশ পরিষ্কার।

বিলু বলল, "কী করবি রে? আজকের রাতটা এখানেই কোথাও কাটাবি? না বওনা দিবি নওযাদাব দিকে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "না, না। এখানে একদম সময় নষ্ট নয়। যত রাতই হোক আজই আমবা নওয়াদায় যাব।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি চট করে একবাব ট্রেনের সময়টা জেনে আসি।"

রিমা বলল, "আমিও যাব তোমার সঙ্গে?"

"আসবে? এসো।"

একটু পরেই ভোম্বল আর রিমা ফিরে এল।

ভোম্বল বলল, "একেবারে টিকিটও কেটে আনলাম। ছ'টা পঁয়তাল্লিশে ট্রেন। আটটা এক-এ পৌঁছবে। অবশ্য যদি লেট না করে।"

বিলু বলল, "ভালই করেছিস। এখন সবে পাঁচটা। চল আমরা শহরের রাস্তাঘাটগুলো একটু ঘুরে বেড়িয়ে একটা দোকানে বসে গরম গবম কচুরি আর চা খেয়ে ট্রেনজার্নিব ক্লান্তি দূর করে একটু চাঙ্গা হয়ে নিই।"

চল তো চল। ওরা স্টেশন চত্বব পেরিয়ে এক জায়গায় ভাল একটা দোকানে বসে জলযোগ সেরে এগিয়ে চলল জনবহুল রাজপথ ধরে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। প্ল্যাটফর্মেই এল দেরি করে। ছ'টা পঁয়তাল্লিশের জায়গায় সাতটা বেজে গেল তবুও সিগন্যাল পেল না। একেবারে ফাঁকা গাড়ি। এক একটি বগিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আট-দশজনের বেশি লোক হল না।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর রিমা হাত-পা ছড়িয়ে বেশ আয়েশ করেই বসল।

পঞ্চুও বসল জানলার ধারে একটি ফাঁকা সিট দেখে। এখানে ওর কোনও বিপদের আশঙ্কাও নেই। ট্রেনের কামরায় ছাগলের নাদি। অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া, বানর, বাছুর সবই ওঠে এ-গাড়িতে।

সাতটা দশে নড়ে উঠল ট্রেন।

ভোম্বল বলল, "দরকার নেই আমার সুপার ফাস্টে। এই গাড়িই আমাদের পক্ষে ভাল। এককাঁড়ি টাকার টিকিট কেটে ফাইন দিয়ে লোকের বেডিংয়ে চেপে এলাম। তার আগে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল।"

বিলু বলল, "এইবার আরাম। তবে কিনা রাতের অন্ধকারে বাইরের প্রকৃতিটা ভালভাবে দেখা যাবে না।"

ট্রেন তখন ফল্গুর ব্রিজে।

ঝমর-ঝম ঝমর-ঝম শব্দ করে ব্রিজ পার হল ট্রেন। কিন্তু বাইরে ঘন অন্ধকার থাকায় কিছুই ভাল করে দেখা গেল না। এর পরই এল ছোট্ট একটি স্টেশন মানপুর। এই মানপুর থেকে সোজা লাইনটা টানকুপ্পা, বাঁশিনালা, পাহাড়পুর হয়ে হাওড়ার দিকে চলে গেল। আর এই লাইনটা বেঁকে গেল কিউলের দিকে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সব স্টেশনেই থামতে থামতে চলল। অনেক স্টেশন। পাইমার, কাইজারা, ওয়াজেরগঞ্জ, জামুয়াওয়ান, মানঝাওয়া হল্ট, তিলাইয়া, ছাতার, তারপরই নওয়াদা। আটটা এক মিনিটে পৌঁছনোর কথা ছিল। পৌঁছল রাত বারোটায়।

স্টেশনে পৌঁছতেই পূর্বা এক্সপ্রেসের সেই বাঙালি যাত্রীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। একগাল হেসে উনি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, "কী গো! তোমরা তা হলে এলে শেষপর্যন্ত? এখন এই রাতদুপুরে কোথায় যাবে? কী করবে?"

বিলু বলল, "আপনিই বলুন? আপনি তো এখানকারই লোক। থাকার মতো তেমন ভাল লজ-টজ নেই এখানে?"

"তা আবার নেই? হোটেল, লজ অনেক আছে এখানে, তবে ভয়ের ব্যাপারও আছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম ভয়ের ব্যাপার? খুনখারাপি?"

"তার চেয়েও ভয়ংকর।"

বিমা বলল, "বুঝেছি। ছেলেমেয়ে চুরি করে পাচার করে দেওয়া, এই তো?" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "এই যে দেখছেন শ্রীমানকে, এ থাকতে বনের বাঘকেও আমরা ভয় পাই না।"

"বলো কী! বাঘের প্রিয় খাদ্যই তো কুকুর।"

"তা হলেও।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "না মা, সে যে কী ভয় তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ভূতের ভয়। তবে আপনি জেনে রাখুন, ভূতকেও আমরা ভয় করি না।"

"না করাই ভাল। কিন্তু এ ভয় এমনই যে, তোমাদের এই পঞ্চু কেন, বাঘ, সিংহ এলেও কিছু করতে পারবে না ওদের। বন্দুক, পিস্তল, রিভলভারের গুলিও হার মানে ওদের কাছে। একমাত্র আগুনই ওদের আতঙ্ক। ওখানেই ওরা জব্দ। কিন্তু যে ঘরে তোমরা থাকবে সেই ঘরে যদি আগুনই লাগিয়ে দাও, তা হলে থাকবেটা কী করে? অতএব ওই ভয়কে কি দূর করা যায়?"

বাচ্চু আর বিচ্ছু বলল, "ভয়টা কীসের, আপনি যদি একটু পরিষ্কার করে বলতেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতাম আমরা।"

ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভয়টা হল ছারপোকা আর মশার। আরশোলার মতো বড় বড় ছারপোকা আর ফড়িংয়ের মতো বড় বড় মশা যখন একজোটে কামড়াতে শুরু করবে তখন পরিত্রাহি চিৎকার করবে তোমরা। এরা লজ ভাড়া দেয়, কিন্তু মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্য মশারি দেয় না। আর ভুলেও কখনও ছারপোকা মারবার ওষুধ দেয় না বিছানাপত্তরে। তাই ওভাবে কি ওসব জায়গায় থাকা যায়?"

বিলু বলল, "সত্যি, এইসব বলে আপনি যে কী উপকার করলেন আমাদের! ভালই হল, একটা রাত বরং এই স্টেশনেই গল্প করে কাটিয়ে দেব আমরা।"

ভদ্রলোক বললেন, "তা কেন? তোমরা আমার বাড়িতে এসো। কাছেই বাড়ি আমার। তবে কিনা আমি খুব গরিব লোক, আমার বিছানাপত্তর ভাল নয়। কিন্তু তাতে ছারপোকা নেই। আর তাপ্পিমারা মশারিও আছে দু'-তিনটে। কোনও অসুবিধে হবে না।"

বিলু বলল, "এই অচেনা পরিবেশে আমাদের এরকম আশ্রয়েরই প্রয়োজন। রাত অনেক হয়েছে। ঘুম পাচ্ছে আমাদের। চলুন আপনার ওখানেই যাই।"

বেশিদূর যেতে হল না। স্টেশন থেকে মিনিট দশেক হাঁটতেই বাড়ি পৌঁছনো গেল। বহুদিনের পুরনো একতলা বাড়ি।

ভদ্রলোক ঘরের তালা খুলে বললেন, "প্রায় বিশ বছর আছি আমি এই বাড়িতে। ভাড়া কত জানো? মাত্র কুড়ি টাকা।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! এত কম কেন?"

"অনেকদিনের পুরনো ভাড়াটে। তা ছাড়া বাড়ির মালিকও বাঙালি। ভাড়া দিলে নেন, না দিলে চানও না।"

বাচ্চু বলল, "আপনার ফ্যামিলি কোথায় থাকেন?"

"ফ্যামিলি মানে, আমি আর আমার বউ। তা আমার শাশুড়ির খুব অসুখ। ওঁকে তাই হাতিবাগানে ওঁর বাপের বাড়িতে রেখে আসতে গিয়েছিলাম। আমার ছেলেপুলে নেই। ঘর আমার দুটো। ওটাতে তোমরা একটু কষ্ট করে থাকো।"

ওরা সবাই মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিল।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা কাল কখন যাবে? আমি কিন্তু ভোরে উঠব। সকাল ছ'টায় দোকান খুলতে হবে আমাকে।"

বিলু বলল, "আমরা হয়তো তারও আগে উঠব। যদি ঘুমিয়ে পড়ি আপনি একটু ডেকে দেবেন।"

"ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না তোমাদের। কাল ভোরে বেরোলে দুপুরের মধ্যেই ফিরে পড়বে তোমরা। বিকেলে গয়া। এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে তবেই যেয়ো কিন্তু। বাজারের মধ্যে দোকান। নামকরা দোকান আমাদের 'অধর দত্ত অ্যান্ড কোং'। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে।

ভোম্বল তো আঁতকে উঠল নাম শুনে। চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললেন? অধর দত্ত?"

"হ্যাঁ। বিরাট ব্যবসায়ী। তোমাদের হাওড়া কলকাতারই লোক উনি। কালো দত্ত অধর দত্তর নাম শোনোনি?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি।'

"আমি ওঁরই আড়তে কাজ করি। নিজের দোকান নয় আমার। তা তোমরা কাকোলাতে গেলে গুরু হনুমানের আশ্রমে যদি যাও, অধর দত্তর নাম করলে প্রসাদ পাবে।"

ভোম্বল বলল, "ভাগ্যে দেখা হল আপনার সঙ্গে। যাক রাত হয়েছে। এখন আমরা শুয়ে পড়ি।"

ভদ্রলোক পাশের ঘরে চলে গেলে এরা এক ঘরে এসে সবাই ঢুকল।

বিলু বলল, "কীরকম কী বুঝলি রে তোরা?"

ভোম্বল বলল, "সর্বনাশং ভূতায় নমঃ।"

বিমা বলল, "এ আবার কেমন সংস্কৃত? যা হোক একটা মুখে এল আর বলে দিলে?"

বিচ্ছু বলল, "টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেতুলতলায় বাস।"

বিলু বলল, "ঘুমো, ঘুমো, ঘুমো।"

পঞ্চুকে একপাশে একটু জায়গা করে দিয়ে ওরা সবাই শুয়ে পড়ল মশারি খাটিয়ে। শোওয়ামাত্রই গভীর ঘুমে দু'চোখ বুজে এল সকলের।

॥ ১৬ ॥

মধ্যরাতে একটা চাপা গলার কথাবার্তা শুনে কানখাড়া করে রইল বিলু। মধ্যরাত তখন ঠিক বলা যায় না। প্রায় শেষরাত।

কে যেন বলল, "বলাইদা, তুমি জানো না কাদের তুমি এ ঘরে থাকতে দিয়েছ। ওরা যে কী সাংঘাতিক ধরনের ছেলেমেয়ে, তা তোমার ধারণাতেও নেই। কালোদার মতো লোককে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে ওরা। অমন যে মাধাই ঘোষ, তারও বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গিয়েছে।"

ভদ্রলোক বললেন, "তোদের দফা কিন্তু এবার হয়ে এসেছে। তবে একটা কথা বলি শোন, তোদের কাউকেই আর আমি বিশ্বাস করি না। বক্সাটাকে তুই ওইরকম নৃশংসভাবে খুন করলি কী করে?"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বলাইদা। ওকে আমি মারিনি। ওই শয়তান ছেলেগুলোর যে লিডার সেই মেরেছে ওকে।"

"এইসব আষাঢ়ে গল্প তুই আমাকে শোনাস না কাল্লু। বঙ্কাকে তুই-ই মেরেছিস।"

কাল্লু বলল, "না বলাইদা, না। আমি একটা মূর্তি ছাদের ট্যাঙ্কে রাখতে গেছি আর বঙ্কা গেছে ছেলেটাকে কুয়োয় ফেলে দিতে। তার জায়গায় ছেলেটাই বঙ্কাকে ফেলে দিল কুয়োয়। শুধু তাই নয়, মাধাই ঘোষ, মানে গুরু হনুমান বিখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী অরুণবাবুর একমাত্র মেয়েকে কিডন্যাপ করে কী কৌশলে যে নিয়ে গিয়েছিল জয়চণ্ডী পাহাড়ে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। ওরা ঠিক যেন গন্ধে টের পেয়ে একটা পরিত্যক্ত গুহার ভেতর থেকে মেয়েটাকে বের করে নিয়ে এল। অঞ্জনদা, বিনাদা, বিশু, ভজা এরাও হার মেনেছে ওদের কাছে। অঞ্জনদার কাঁধে গুলি করেছে ছেলেটা।"

"গুলি করেছে?"

"হ্যাঁ। ছেলেগুলো পুলিশের কাজকর্মের খুব সহায়ক বলে ওদের ওই লিডার ছেলেটাকে একটা পিস্তল সঙ্গে রাখারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খুব বেশি বয়স নয়, অথচ কী ফেরোসাস। শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে বদ লোকদের পিছু নেয় ওরা। আরও বলি, আসানসোলের ব্লু-স্টারেও হানা দিয়েছিল ওরা।"

"বলিস কী বে!"

"ভাগ্যে সময়মতো টের পেয়েছিলাম, তাই সরাতে পেরেছি দুটোকেই। ছেলেমেয়ে দুটোই এখন মাধাই ঘোষের হাতেব মুঠোয়। এই ছেলেমেয়েগুলো ওদের খোঁজেই এখানে এসেছে। আর এখানে যখন এসেছে তখন কাকোলাতে ওরা যাবেই। কাকোলাতের নাম শুনেই ওরা এসেছে। আসবার আগে কান্তিভাই আর শান্তিভাইকেও শাসিয়ে এসেছে ওরা।"

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, বিমা সবাই জেগে উঠে কানখাড়া করে শুনছিল সব।

বলাইদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দ্যাখ কাল্লু, আমি বলি কী, তুই এবার এইসব সঙ্গ ছেড়ে দে। ববং একটা কাজ করতে পারিস?"

"কী কাজ বলো?"

"ওই ছেলেমেয়েদুটোকেও মুক্তি দে। ওদের পালাবার ব্যবস্থা করে তুইও পালা।"

"এই অসম্ভব প্রস্তাব তুমি কোরো না বলাইদা। ওরা ছাড়া পেলে আমাদের রক্ষে রাখবে না।"

"ছাডা না পেলেও কি রক্ষে থাকবে তোদের? ওই মেয়েটার বাবা, এই ছেলেমেয়েগুলোর বাবা-মা কি ছেড়ে দেবে তোদের? হয় হাজতবাস, নয়তো অপঘাত, এই হচ্ছে তোদের নিয়তি। অথচ ওই একই লোকেদের অধীনে আমিও কাজ করি। যতই থানা পুলিশ হোক, যত যাই হোক, আমার কিন্তু কিচ্ছু হবে না। কেন বল তো? তোদের মতো কোনও নোংরা কাজ আমি করি না। এলাকার মানুষ, পুলিশ, প্রশাসন সবাই চেনে আমাকে। আমি একজন সামান্য কর্মচারী এদের।"

কাল্লু বলল, "যাক, ওসব কথা থাক এখন। কাল সকালে, মানে ভোরের দিকে খ্যাঁদানলাল একটা ট্রেকার নিয়ে আসবে। সে এসে 'কাকোলাত, কাকোলাত' করে চ্যাঁচাবে। তুমি ওদের বুঝিয়ে সেই ট্রেকারেই তুলে দেবে। তারপর মজা দেখাব বাছাধনদের।"

"কী মজা দেখাবি?"

"সবক'টাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কাকোলাতের জলে চুবিয়ে মারব। আর কুকুরটাকে এমন ফাঁদে ফেলব যে, ওর নাম ভুলে যাবে।"

বলাইদা বললেন, "বেশ, তাই করব।" তারপর বললেন, "আর সেই আগের ছেলেটার খবর কী?"

"সেটা তো পলাতক। শুধু তাই নয়, পালিয়ে গিয়েও একদিন রাত্রে চুপিচুপি এসে চন্দ্রকান্ত গিরিকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়।"

"কী করে জানলি?"

"বলদেব নামে যে রাখাল ছেলেটাকে জয়চণ্ডীতে মারা হল, মারেব চোটে সেই ফাঁস করে দিয়েছিল।"

বলাইদা বললেন, "দেখছিস তো. একটা পাপ ঢাকতে গিয়ে তোরা আর একটা পাপ করছিস। আর নিরীহ কিছু মানুষের জীবন যাচ্ছে। সেইসঙ্গে নিজেরাও পুলিশের ভয়ে কাঁপছিস। তবু তোদের শিক্ষা নেই। যা, যা, পালা এখান থেকে।"

"যাচ্ছি। তবে কাল সকালের ব্যাপারটা মনে রেখো কিন্তু।"

বলাইদা বললেন, "এই রাতদুপুরে এসে কী আরম্ভ করেছিস তুই? যাবি কি না?"

"বুঝেছি। এত ঝাঁঝ যখন, তখন নিশ্চয়ই অন্য কোনও মতলব খেলা করছে তোমার মনে। দ্যাখো বলাইদা. ওদের যদি তুমি পালানোর ব্যবস্থা করে দাও তা হলে কিন্তু তোমার ভাল হবে না। অধর দত্তকে চেনো তো?

জ্যান্ত মেরে ফেলবে তোমাকে। তবে এও জেনে রেখো, আমার নজরে যখন একবাব পড়েছে ওরা, তখন পালিয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তাই আর খোলা থাকবে না ওদের।"

বলাইদাও তখন মূর্তি ধরেছেন। বললেন, "তা হলে তুইও জেনে রাখ কাল্লু, আমার বয়সও এখন তিন কুড়ি ষাট। তোর বউদিও এখন বাপের বাড়িতে। ছেলেমেয়ে নেই। তাই তাদের মায়াও নেই। অতএব বুঝতে পারছিস তো মরতে আমি ভয় পাই না। আমি যাদের ভালবেসে ডেকে এনে আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছি তাদের আমি তোদের হাতে তুলে দেব? এটা তুই আশা করলি কী করে?"

"বলাইদা!"

"চোখ রাঙাবি না একদম। ছেলেমেয়েগুলো পাশেব ঘবে ঘুমোচ্ছে। সঙ্গে সেই কেলেমানিকও আছে। একবার যদি ডেকে তুলি তো—।"

"ভৌ। ভৌ ভৌ।"

"ওই, ঠিক শুনেছে সব তোর-আমার কথা। জেগে উঠেছে সব। এখন কী করবি কর তুই।"

কাল্লুর ভয়ার্ত স্বর শোনা গেল, "বঁ-লাঁ-ই-দাঁ—'

বলাইদা বললেন, "এতক্ষণ তো বেশ তড়পাচ্ছিলি। এখন প্রত্যেকটা কথার মাত্রায় একটা কবে চন্দ্রবিন্দু বসে যাচ্ছে কেন রে হতভাগা?"

বিলু আর ভোম্বল তখন পঞ্চুকে নিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে।

বিলু বলল, "কাল্লুভাই, তোমাদের কথাবার্তা আমরা সব শুনেছি। শুনে এই ধাবণাই হয়েছে, সৎ লোকেব ভাল পরামর্শ তোমরা নেবে না। কিন্তু বদ লোকের কু-পবামর্শটা তোমরা নেবেই।"

কাল্লু গম্ভীর গলায় বলল, "কী চাই তোদের?"

"গলা চড়িও না কাল্লুভাই। তোমার টুঁটি টিপে ধরার জন্য পঞ্চু আমাদেব সঙ্গেই আছে। এখন বলো আমাব বন্ধু বাবলু কোথায়? কোথায় সেই দিওতিমা।"

বিলুর কথা শেষ হতেই রাগে গরগর করতে লাগল পঞ্চু।

ওর মূর্তি দেখে দারুণ ভয় পেল কাল্লু। বলল, "বলছি, বলছি। তোমাদের ওই কুকুরটাকে সামলাও আগে।"

ভোম্বল বলল, "কেন? ও তোমার করেছেটো কী?"

"কিছুই করেনি। তবু ওকে আমাব ভয় করছে।"

"আমাদের সঙ্গে তুমি সহযোগিতা করো, ও তা হলে কিছুই বলবে না তোমাকে।"

কাল্লু ভয়ে ভয়ে বলল, "ওরা গয়াতেই আছে। রামশিলা পাহাড়েব গায়ে ভিকিপ্রসাদেব বাড়িতে আছে ওরা।"

ভোম্বল কপাল চাপড়ে বলল, "ও ভগবান। বেকার আমরা এত কষ্ট করে এতদূবে এলাম।"

বলাইদা বললেন, "এলে তাই জানতে পাবলে। না হলে ওই অতবড় শহবে কোথায় খুঁজতে ওদের? যাই হোক, আর তোমাদের কাকোলাতে যাওযার দরকার নেই। কাল ভোরের বাসেই গয়া চলে যাও।"

বিলু বলল, "সে কথা আবার বলতে!"

কাল্লু বলল, "তবে ভাই একটা কথা, আমাব মুখ থেকে যে শুনেছ এ-কথা, তা যেন কখনও প্রকাশ না হয। তা হলে কিন্তু আমার অবস্থা গুরুচরণ হয়ে যাবে। আরও একটা কথা বলি, ওখানে হিরো আর জিরো নামে দু'জন দুর্ধর্ষ গুন্ডা পাহারা দিচ্ছে ওদের। তাদের এড়িয়ে কিছু করতে যাওযাব আগে কিন্তু একটু সতর্ক থেকো।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই হাত মেলাল কাল্লুব সঙ্গে। বলল, "তোমাব ব্যাপাবে আমরা কারও কাছে কিছু বলব না। তবে চেষ্টা কোরো এইসব বাজে লোকেদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে।" বলে বলল, "বলাইদা! ভোরের বাস ক'টায়?"

কাল্লু বলল, "চালু হয়ে গেছে। এখনই তো চারটে। ফার্স্ট বাস চারটেতেই। আধঘন্টা অন্তর বাস এখানে। তোমরা সাড়ে চারটের বাস এখন গেলেও পেয়ে যাবে।"

ভোম্বল বলল, "এখনই তা হলে বিদায় নিচ্ছি আমরা।"

বলাইদা বললেন, "খুব সাবধানে যাও তা হলে। দ্যাখো যদি উদ্ধার করতে পারো। তবে একটা কথা, ভুলেও যেন থানা-পুলিশ করতে যেয়ো না। তা হলে সব ভেস্তে যাবে। পুলিশের সঙ্গে দারুণ আঁতাত ওদের।"

সবাই তৈরি ছিল। তাই একটুও দেরি না করে রওনা হল বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

বেশ খানিকটা আসবার পর বিলু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

ভোম্বল বলল, "কী হল, থামলি যে?"

"খুব ভুল হয়ে গেছে রে।"

"কীসের কী ভুল?"

"কাল রাত্রে শোওয়ার আগে প্রয়োজনে ব্যাগটা একবার খুলেছিলাম। তখনই কয়েকটা দরকারি জিনিস ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেগুলো ঘুমের ঝোঁকে আর ভেতরে ঢোকাইনি। তার মধ্যে আমার ছোরাটাও ছিল। সেটা তো আমার চাই।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে যাও, গিয়ে নিয়ে এসো।"

বিলু যাচ্ছিল।

বাচ্চু বলল, "না তুমি একা যেয়ো না। আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক। এই ভোরের অন্ধকারে একা কারও যাওয়া অথবা মেয়েদের আলাদা রেখে আমাদের দু'জনের যাওয়াও উচিত নয়। আমরা সবাই একসঙ্গে যাই চল।"

চল তো, চল। আবার সবাই ফিরে এল বলাইদাব বাসার দিকে।

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওরা কেমন যেন অন্যরকম গন্ধ পেল। দেখল শুধু কাল্লু নয়, আরও দু'জন এসে জুটেছে সেখানে।

এরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের।

বিলু চাপা গলায় বলল, "বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোনও ষড়যন্ত্র চলছে ওখানে।"

ভোম্বল বলল, "বলাইদাকে তো দেখছি না ওদের মধ্যে।"

বিলু বলল, "খুব সাবধান। সবাই অন্ধকাবে মিশে একটু-আধটু নিরাপদ জায়গা দেখে গা ঢাকা দে। যাতে সহসা কেউ তোদের দেখতে না পায়। আমি পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে দেখছি কোন নাটকটা হচ্ছে ওখানে। ভোম্বল তুই আমাব সঙ্গে আয়।"

ওরা পা টিপে টিপে অন্ধকার দেওয়াল ঘেঁষে খানিক এগোতেই শুনতে পেল কাল্লু বলছে, "অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছি। খ্যাঁদানলাল, তুই এখনই তোর ট্রেকার নিয়ে এগিয়ে যা বড়বাজারের মুখে। ওইখানে ঠিক মোড়েব মাথায় ট্রেকারটাকে এমনভাবে রাস্তায় রেখে খুটখাট করতে থাকবি যাতে ওদেব বাসটা আটকে যায়। সেই সুযোগে রামুয়া আর লাডলি বাসে উঠে গুলি করবি ওদের ওই কুকুরটাকে। ওই কাজটা প্রথমেই করবি কিন্তু। না হলে সব চাল ভেস্তে যাবে। কুকুরটাকে না মেরে ওদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা ভুলেও কববি না।"

খ্যাঁদানলাল বলল, "উসকে বাদ ক্যা হোগা?"

"এর পর সবার চোখের সামনে দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নামাবি সকলকে। বাধা না দিল তো ভাল। বাধা দিলে মেরে ভুবন অন্ধকার করে দিবি। তারপর পোলট্রির মুরগিগুলোকে যেভাবে ভ্যানে চাপিয়ে জবাই করতে নিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে ট্রেকারে উঠিয়ে ওদের গাদা কবে নিয়ে যাবি কাকোলাতে। আমি একটা স্কুটারে চেপে আগেই চলে যাচ্ছি। গিয়ে খবর দিচ্ছি গুরুজিকে। ওদের গলাব নলিগুলো দু'ফাঁক করে যদি কাকোলাতের জলে না চোবাতে পারি তো আমার নাম কাল্লু নয়। উঃ, কী নৃশংসভাবেই না মারল ওরা বক্কাটাকে!"

বিলু তখন রাস্তার ধার থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে সজোরে ছুড়েছে কাল্লুর নাক লক্ষ্য করে। অব্যর্থ টিপ। বেশ বড়সড় পাথর। তাই নাকে লাগতেই 'বাপ' বলে লাফিয়ে উঠল কাল্লু। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে বসে পড়ল সেখানেই। ফিনকি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্তের ধারা।

অন্যেরা তখন কী হল কী হল বলে ধরে তুলল কাল্লুকে।

কাল্লু অতিকষ্টে বলল, "মনে হচ্ছে ওরা। ওই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। তোরা পালা।"

রামুয়া বলল, "ম্যায় কিসকো নেহি ডরতা কাল্লুভাই। আনে দো সবকো। তব মিলেগা মজা।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা পাথর এসে পড়ল রামুয়ার মুখে। রামুয়া কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ করে চেঁচাতে লাগল।

লাডলির হাতে তখন উদ্যত রিভলভার।

সেদিকে তাকিয়েই বিলু নির্দেশ দিল পঞ্চুকে, "অ্যাটাক।"

পঞ্চু বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাডলির ওপর। হাত কামড়ে ঝুলে পড়ল।

লোডেড রিভলভার। হঠাৎ একটা ছিটকে লাগবি তো লাগ কাল্লুকেই।

কাল্লু চাপা একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

ভোম্বল ছুটে গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "পাপের বেতন মৃত্যু, এখন ইষ্টনাম করো।"

এদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে বাচ্চু, বিচ্ছু, রিমা সবাই তখন ছুটে এসেছে। ওরা এসেই লাডলির হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলভারটা। নিয়ে সেটা বিলুকে দিল।

বিলু আর ভোম্বল বলাইদার ঘরে ঢুকে ডাকতে লাগল 'বলাইদা বলাইদা' করে।

বলাইদা তখন মাথায় আঘাত পেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন ঘবের মেঝেয়।

ওরা সবাই গিয়ে তুলে বসিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল বলাইদার।

একটু পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলাইদা বললেন, "এ কী, তোমরা এখানে কীভাবে এলে!"

বিলু বলল, "ভগবান আমাদের আনিয়েছেন। কয়েকটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম আমবা। সেগুলো নিতে এসেই দেখি এই কাণ্ড।"

""খুব গুরু রক্ষে যে, তোমরা যাওনি গয়ার বাসে। ওরা তোমাদের ওই বাসের ওপর হামলা চালিয়ে কিডন্যাপ করত। তারপর হত্যা করত নৃশংসভাবে। পাছে আমি পুলিশে খবর দিই তাই আমাকে ঘায়েল করে এই কাজ করতে যাচ্ছিল ওরা। এখন ওদের সঙ্গে সহযোগিতা না করবাব জন্য আমাব ওপর আরও হয়তো টর্চাব করবে। তবে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। দত্তবাবুকে আমি ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে এমনভাবে তাতিয়ে দেব যে, মরবে ওরাই।"

বিলু বলল, "যান, আপনি নির্ভয়ে গিয়ে দোকান খুলুন এবার।"

বলাইদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার জন্য আমি ভয় করি না বাবা, তবে তোমরা কিন্তু ভুলেও কাকোলাতের দিকে যেয়ো না। কেন না তোমাদের গোপনীয়তা আর নেই। ওরা একেবারে হাঁ করে আছে তোমাদের গ্রাস করবার জন্য। তাই বলি তোমরা পালাও এখান থেকে। গয়ার দিকে না হয় রাঁচির দিকে চলে যাও।"

বিলু বলল, "সে যা হয় হবে। আমরাও সতর্ক। আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলায় আমরাও তৈবি। এখন কাল্লু আর লাডলিকে আপনি দেখুন। কাল্লুটা মরেছে লাডলিব গুলিতে। আব লাডলি ক্ষতবিক্ষত পঞ্চুব আক্রমণে।"

এমন সময় বিচ্ছু ছুটে এসে ঘরে ঢুকে বলল, "এদিকে যে আর এক কেলেঙ্কাবি হয়েছে বিলুদা।"

"কেন, কী হল!"

"রিমাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"সে কী? গেল কোথায়?"

বাচ্চু বলল, "আমরা যখন লাডলির দিকে নজর রাখছিলাম ঠিক তখনই উধাও ও। সেইসঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে খ্যাঁদানলাল আর রামুয়াও। মনে হয় ওরাই ওকে সরিয়েছে।"

বিলু বলাইদাকে বলল, "আপনি এদিকটা সামলান। আমরা সবাই ধাওয়া করছি ওদের।" বলে ঘরে ঢুকে ওর ছোরাটা উদ্ধার করে সবাইকে নির্দেশ দিল, "গো অ্যাহেড।"

পঞ্চুকে নিয়ে ওরা সবাই ছুটল বড় রাস্তার দিকে। অন্ধকার কেটে তখন একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠছে।

নওয়াদা দারুণ জমজমাট শহর। তাই সেখানেই দু'-চারজনের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জেনে নিল কাকোলাতের পথঘাটের ব্যাপারে। তারপর সব জেনে বুঝে দুষ্কৃতীদের নজর এড়াবার জন্যই হঠাৎ একটা ট্রাক ম্যানেজ করে ওরা এসে নামল আকবরপুরে। এখানে জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে একটু জলযোগের পর্ব সেরে নিল। তারপর থালির মোড় পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একটা ট্রেকাবের ব্যবস্থা করে বিলু সর্বাগ্রে ওদের বাড়িতে এবং ওদের এলাকার থানায় ফোন করে জানিয়ে দিল সব।

আকবরপুর থেকে গোবিন্দপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রেকার। তাইতেই গাদাগাদি করে বসল সকলে। এর পর খানাখন্দর ওপর দিয়ে কোনওরকমে দুর্ঘটনার হাত থেকে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচিয়ে অতি সুন্দরভাবে ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো ট্রেকারটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলল ড্রাইভার।

বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় ট্রেকারকে থামাতে বলল বিলু।

অন্য যাত্রীরা বলল, "থালি কা মোড় আয়া নেহি। আভি এক-দেড় কিমি যানা পড়েগা।"

বিলু বলল, "হাম সব হিয়া উতরেঙ্গে। কাম হ্যায় থোড়া।"

ওরা ট্রেকারের ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল।
ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার! এখানে নামলি কেন?"
"একটু আগে জঙ্গলের মধ্যে একটা জিপ দেখতে পেলাম। তাই কৌতূহল হল খুব। এমনও হতে পারে ওই জিপে করেই হয়তো দুষ্কৃতীরা তুলে এনেছে রিমাকে।"
বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই লাফিয়ে উঠল, "নির্ঘাত তাই।"
ভোম্বল বলল, "তবে আর দেরি কেন? এখনই চল।"
এখানে চারদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। একদিকে উন্নত পাহাড়ের সারি।
জঙ্গলের কাঠ কেটে ফিরছিল একজন। তাকে কাকোলাতের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, "হাঁ। ওহি হ্যায়ককোলত।"
এরা কাকোলাতকে ককোলত বলে। তা সে যাই বলুক, ওরা খুব সন্তর্পণে মেন রোড ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল জিপটাকে লক্ষ্য করে। সবার আগে চলল পঞ্চু। ওর চোখের চাহনি আর চলার ভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা গেল আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলায় ও ভালভাবেই তৈরি।
জিপটার খুব কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। তারপর ঘন ডালপাতা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কারও উপস্থিতি নজরে আসে কিনা সেই আশায়। কিন্তু না, অনেকটা সময় পার হলেও দেখা পাওয়া গেল না কারও।
বিলু তখন সকলকে তৈরি থাকতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল জিপের দিকে।
ভেতরে উঁকি মেরে দেখল কেউ নেই সেখানে। তাই নির্ভয়ে জিপে উঠে ইশারায় ভোম্বলকে ডেকে তল্লাশি শুরু করল ও। ভোম্বল এলে দু'জনে মিলে ড্রাইভারের সিটের তলা থেকে উদ্ধার করল কতকগুলো রিভলভার ও একগাদা দেশি কার্তুজ। ওরা আর একটুও দেরি না করে সেগুলো সব নামিয়ে আনল গাড়ির ভেতর থেকে। তারপর জঙ্গলের একটা পাহাড়ি নালার ধারে সেগুলোকে লুকিয়ে রেখে যেই না আসতে যাবে অমনই পঞ্চু ছুটে এল ওদের কাছে।
পঞ্চু ঘন ঘন লেজ নেড়ে উত্তেজনা প্রকাশ করতেই ওরা বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কেউ আসছে এদিকে।
বাচ্চু-বিচ্ছুও তখন ওদের পাশে এসে দাঁড়াল।
ওরা দেখল জিপের দিকে হনহন করে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক। একজন হল খ্যাঁদানলাল, অপরজন অপরিচিত। ওদের দেখে আশায় আনন্দে বুক যেন ভরে উঠল এদের। ওদের টার্গেট যে রং নয় তা বোঝাই গেল। এই জঙ্গলেই এবং খুব কাছাকাছি কোথাও যে রিমাকে লুকিয়ে রেখেছে ওরা, তা বোঝাই গেল।
বিলুরা তখন রীতিমতো তৈরি। প্রত্যেকের হাতে জঙ্গলের মোটা মোটা লাঠির মতো ভাঙা ডাল একখানা করে।
ওরা এসে সিটের তলা থেকে যন্তরগুলো বের করতে গিয়েই আঁতকে উঠল।
খ্যাঁদানলাল ডাকল, "আরে এ নান্দুরাম! ইধার আ যা।"
নান্দুরাম এগিয়ে গেলে খ্যাঁদানলাল বলল, "দেখো ক্যা হো গিয়া।"
নান্দুরাম দেখে বলল, "এ ক্যায়সে হুয়া?"
একটি বিশাল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিলু বলল, "অ্যায়সে হুয়া।" বলেই সেই মোটা লাঠির বাড়ি মাথার ওপর এক ঘা।
ততক্ষণে ভোম্বলও ঝাঁপিয়ে পড়েছে খ্যাঁদানলালের ওপর।
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলে এবার একসঙ্গে হয়ে বেধড়ক লাঠিপেটা করতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল ওরা।
বিলু এবার ওর ছোরাটা বের করে খ্যাঁদানলালের গলায় ঠেকিয়ে বলল, "মেয়েটাকে তুলে নিয়ে এসে কোথায় রেখেছিস বল?"
খ্যাঁদানলাল কাঁপা কাঁপা গলায় অতিকষ্টে বলল, "পুরানা হাবেলি মে।"
ভোম্বল বলল, "পুরানা হাবেলি কতদূর এখান থেকে?"
'দো মিনিট কা রাস্তা।"
"আর ওই গুরু হনুমানের আশ্রমটা কোথায়?"
"ককোলাতমে।"
"এটাও তো কাকোলাত?"

"নেহি। ও হিঁয়াসে পাঁচ কিমি যানা পড়েগি। বহৎই উঁচা। পাহাড় 'পর।"

বিলুবা আর অযথা বাক্যব্যয় না করে পুবানা হাবেলির দিকে এগিয়ে চলল।

হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল ওরা। পঞ্চুর কাজই হল যেতে যেতে একবার করে পেছন ফিবে দেখা। ভাগ্যিস দেখেছিল। তাই ফিরে তাকিয়েই দেখতে পেল নান্দুরাম খ্যাঁদানলালকে। ওরাও তখন দু'জনে দুটো শক্ত কাঠ নিয়ে ওদের মারবার জন্য ওই অবস্থাতেও এগিয়ে আসছিল চুপিসারে। পঞ্চু দারুণ চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদেব ওপর। তারপর মোক্ষম কামড় দিয়ে হাল ওদের খারাপ করে দিতেই জ্ঞান হারিযে লুটিয়ে পড়ল ওরা।

ভোম্বল খ্যাঁদানলালের পকেট হাতড়ে জিপের চাবিটা বের কবে নিজের পকেটে রাখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে চলল পুরানা হাবেলির দিকে।

খানিক যেতেই ভাঙাচোরা একটা পরিত্যক্ত প্রাসাদোপম প্রাচীন বাড়ি নজরে পড়ল ওদের।

ওরা সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে তালাবন্ধ একটি ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে চাপা একটা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওরা অনায়াসে সেই ঘরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠল। সকলে সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! রেবাদি আপনি? রিমা কই?"

রেবাদি কান্না ভুলে বললেন, "তোমরা এখানে! আমি তো ভাবতেও পাবছি না। কাল রাতে ওবা আমাকে এখানে নিয়ে এসে রেখেছে। কিন্তু রিমা কে? তাকে তো আমি চিনি না।"

বিচ্ছু বলল, "আপনার চেনবারও কথা নয়। তাকে ওরা সবেমাত্র নিযে এসে বেখেছে। বাবলু আব দিওতিমাও ওদের খপ্পরে।"

বাচ্চু বলল, "এরই মধ্যে একটাই সুখবব, গুরুদেব চন্দ্রকান্ত গিবি আব আপনার ভাই দেবাংশু ওদেব খপ্পব থেকে পালাতে পেরেছে।"

রেবাদি শুনেই কেঁদে উঠলেন তখন। বললেন, "না না না। সম্পূর্ণ ভুল ধাবণা তোমাদের। ওরা পালিযেছিল ঠিকই। কিন্তু পবে ওরা আবাব ধরা পড়েছে। গুরুদেবকে আব ভাইকে এই বাড়িরই ওপবতলাব একটা ঘবে বন্দি করে রেখেছে ওরা। খেতে দেয় না। তিনদিন অন্তর একটা কবে রুটি আব এক কাপ জল দেয়। ওদের সেই ক্ষুধার্ত রূপ চোখে দেখা যায না।"

বাচ্চু বলল, "আপনি তো কাল বাতে এখানে এসেছেন। আপনি এতসব জানলেন কী কবে?"

"ওরাই বলেছে আমাকে। বলেছে কঠিন শাস্তি। ওদের খপ্পর থেকে কেউ পালাতে গেলে তাকে নাকি ওবা ওইভাবেই জব্দ করে থাকে। পরে পাগল করে ছেড়ে দেয। কাল বাতে আমিও দেখেছি ওদেব। আমায় দেখে ভাইটার সে কী কান্না। গুরুদেব নিথব।"

"তা হলে চলুন, আগে ওদের উদ্ধাব কবি।"

দোতলার ওপর থেকে তখন পঞ্চুব ভৌ-ভৌ ডাক শোনা যাচ্ছে।

সেই ডাক শুনে ওবা ছুটে ওপরে উঠল। আবার তালা ভেঙে ঘবে ঢোকা। কী করুণ দৃশ্য সেখানে। চন্দ্রকান্ত গিরি আর দেবাংশু অর্ধমৃত হয়ে পড়ে আছে। ওরা সকলে মিলে ধরাধরি করে ঘর থেকে বের কবল ওদের। তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে পাশের ঘর থেকে কিছু বাসি ডাল রুটি এনে খেতে দিল। খাওয়াব জল দিল। পরে রেবাদিকে ওদের সাহায্যের জন্য রেখে ওরা তৎপব হল রিমার খোঁজে। কিন্তু না, গোটা বাড়ি তোলপাড় করেও কোথাও পেল না বিমাকে। মেযেটা যেন ভোজবাজিব মতো উবে গেল এখান থেকে।

॥ ১৭ ॥

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন ভোবের আলো অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। ও বেশ বুঝতে পারল একটি অন্ধকার গুহার মধ্যে রাখা হয়েছে ওকে। যথাস্থানে হাত দিয়েই বুঝল আসল জিনিসটাকেই খুইয়েছে ও। অর্থাৎ পিস্তলটিকে ওরা হস্তগত করেছে। এমনকী ওর কাছে টাকাপয়সা যেখানে যা ছিল সব নিয়েছে। নিয়েছে ওরা দিওতিমাকেও। সে এখন কোথায় কীভাবে বন্দিনী হয়ে আছে তা কে জানে?

গুহাটি অত্যন্ত অপরিসর। ও কোনওরকমে বুকে হেঁটে গুহার মুখের কাছে এল। এসে বুঝল মুখটি পব পর কয়েকটা পাথর সাজিয়ে আটকানো। ও গায়েব জোরে সেই পাথরে ঠেলা দিতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল পাথরগুলো। ধারেকাছে কোনও ভালুক টালুক ছিল বোধহয়, তাই পাথরগুলো তার গায়ে পড়তেই বিকট

চিৎকার করে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে। কিন্তু তা হলে কী হয়। চারদিকে বড় আবছায়া। দেহে-মনে ক্লান্তি। সময়ে খাওয়া না পেয়ে জঠরে ক্ষুধার জ্বালা। অনবরত ইঞ্জেকশনের প্রভাবে হাতে ব্যথা। ওরা একবার করে আসছে, দেখছে আর মরফিয়া দিচ্ছে।

যাই হোক, তবু তো মুক্ত বাতাস একটু পাওয়া গেল। ও পায়ে পায়ে গুহার বাইরে এসেই অবাক! জায়গাটা ওর খুবই পরিচিত জায়গা বলে মনে হল। নীচে একটা কুণ্ড থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে অবিরাম ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। চারদিকে কত মঠ-মন্দির। ও ধীরে ধীরে একটু উচ্চস্থানে উঠে একটা জৈন মন্দির দেখতে পেল। সেই মন্দিরে তখনও পুজো আরতির ব্যবস্থা হয়নি। মন্দিরের পাশেই একটি ঘরের ভেতর থেকে একটা বুড়ি লোটা হাতে বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। বাবলু মনে মনে স্থির করল, সেই বুড়ির কাছেই কেঁদেকেটে ভিক্ষা চাইবে সে। বুড়ি ফিরে এলে ওর বিপদের কথা সব বলে যা হয় একটা উপায় করে নেবে। এই ভেবে সে ঘরে না ঢুকে দরজার কাছেই বসে রইল চুপ করে।

হঠাৎই ঘরের ভেতর থেকে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে কানখাড়া করে রইল সে। হ্যাঁ, শব্দটা ঘরের ভেতর থেকেই আসছে। কেউ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ভেতরে। বাবলুর মনে এবার সন্দেহ দেখা দিল। সে নির্দ্বিধায় দরজার শিকল খুলেই দেখল ঘরের মেঝেয় পাতা একটি বিছানায় বসে একভাবে কেঁদেই চলেছে দিওতিমা।

বাবলুকে দেখেই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, "কাল সারারাত কোথায় ছিলে তুমি?"

"একটা গুহার ভেতর, মৃত্যুপুরীতে। ভাগ্য ভাল যে, সাপ অথবা বিছেয় কামড়ায়নি। জ্ঞান ফিরতেই ওরা এসে আবার অজ্ঞান কবে দেওয়ার আগে পালিয়ে এসেছি। তোমাব কথাও মনে হচ্ছিল খুব। কিন্তু তুমি যে কোথায় আছ তা তো জানতাম না।"

এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন একজন প্রবীণ জৈন পুরোহিত। বাবলুকে দেখেই বললেন, "তুম!"

বাবলু পুরোহিতকে প্রণাম কবে বলল, "এই মেয়েটাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। কিছু বদ লোক আমাদের দু'জনকে কিডন্যাপ করেছিল। ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে রাখছিল। তারপর কখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমরা। আমি একটা গুহায় বন্দি ছিলাম। আর এ দেখি এখানে।"

জৈন পুবোহিত বললেন, "তোমরা বাঙালি? আমি দিগম্বব জৈন সম্প্রদায়ের একজন পুবোহিত। বহুদিন কলকাতায় ছিলাম। কাল অনেক রাতে আমাদের একজন লোক তোমাদের দু'জনকে এই পাহাড়ের নীচে অপেক্ষমাণ একটি মারুতির মধ্যে দেখতে পায়। আমবা সেখান থেকে তোমাদের দু'জনকেই উদ্ধার করি। কিন্তু উপযুক্ত লোকজন না পাওয়ায় একসঙ্গে দু'জনকে আনতে পারিনি। প্রথমে মেয়েটিকে এনে পরে তোমাকে আনতে গিয়ে দেখি তুমি নেই। এদিকে সেই মারুতিটাও হাওয়া। তাই আমরা ধরেই নিয়েছিলাম ওবা তোমাকে নিয়েই চলে গেছে।"

বাবলু বলল, "অত কিছু না করে একবার যদি পুলিশে খবর দিতেন!"

"পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল বইকী! একজন লোক তোমাকে পাহারা দিচ্ছিল। আর দু'জন গিয়েছিল থানায়। তারই মধ্যে আমাদের ওই লোকটিকেও হাপিস করে দেয় ওরা। তবে বেশিদূব নিয়ে যায়নি। সোনভাণ্ডারের কাছে রাস্তার ধারে একটা খাদের মধ্যে ফেলে দেয় তাকে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না তোমাকে ওই গুহায় আটকে রাখল কারা?"

বাবলু বলল, "হয়তো এই অঞ্চলেও ওই দুষ্টচক্রের কিছু লোক সক্রিয় হয়ে আছে। তবে আমাব ভাগ্য ভাল যে, ওরা আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলেনি। আমাকে এইভাবে বাঁচিয়ে রেখে গুহাবন্দি করল ওরা কী কারণে, তা কিন্তু বুঝতে পারছি না! যাক, এবার আমরা বিদায় নিতে চাই।"

ওরা আবার প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল পাহাড় থেকে।

পুরোহিতও ওদের সঙ্গে এলেন কিছুটা পথ। এসে বললেন, "শোনো, তোমাদের হাতে তো কোনও টাকাপয়সা নেই বলেই মনে হচ্ছে। তাই তোমরা এক কাজ করো, বাজারে গিয়ে শেঠ মংঘিরামজির গদিতে চলে যাও। গিয়ে সাহায্য চাও। উনি খুব খুশি হয়ে যা লাগে তা দিয়ে দেবেন। এতক্ষণে হয়তো তোমাদের ব্যাপারটা এখানকার সবাই জেনে গেছে। উনিও জেনেছেন।"

এমন সময় শূন্য একটা ডুলি নিয়ে দু'জন কুলিকে গুহার দিক থেকে এইদিকে আসতে দেখা গেল। তাদের পেছনে যে ছিল তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল বাবলু, "শয়তান বানটু, তুমিই তা হলে ওইখানে আটকে রেখেছিলে আমাকে?"

কুলিদুটো তখন ভয়ে ডুলি ফেলে দৌড়ল। আর বানটু ওদের দিকে পিস্তল তাগ করতেই জৈন পুরোহিত এক ঝটকায় কুপোকাত করলেন তাকে।

বাবলু আর দিওতিমা দু'জনেই তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর।

বাবলু ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েই দেখল ওটা ওরই পিস্তল। সেটাকে দুষ্কৃতীর কবল থেকে মুক্ত করে ওর পকেট হাতড়ে যে ক'টা কার্তুজ ছিল সব বের করে নিল। আর দিওতিমা করল কী, ভারী একটা পাথর এনে ঠুকে ঠুকে গুঁড়িয়ে দিল ওর ডান হাতটাকে। হাড় ভাঙার যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করতে লাগল বানটু। সে কী প্রাণান্তকর আর্তনাদ!

পাহাড় তখন জেগে উঠেছে। একধার থেকে অনেক লোকজন এসে চেপে ধরল বানটুকে। তারপব ওর কলার ধরে মারতে মারতে নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

একজন দশটা টাকা দিলেন বাবলুব হাতে।

বাবলু তাই পেয়েই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিওতিমাকে সঙ্গে করে নামতে লাগল পাহাড় থেকে। খানিক নামবার পর পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের দৃশ্য দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল বাবলু, "বাঃ রে! এ তো দেখছি রাজগির। আমরা তো একবার অভিযান করে গেছি এখানে। কিন্তু কাকোলাত যেতে এখানে কেন এলাম আমরা?"

দিওতিমা বলল, "আরে, সত্যিই তো! আমরা তো রাজগিরের বৈভার পাহাড়েই আছি মনে হচ্ছে। ব্যস, আর কোনও দুর্ভাবনা নেই। আমার বাবার এক বন্ধু বিষ্ণু যাদব এখানেই থাকেন, কেশব আশ্রমেব কাছে। তাঁব পরিবারের লোকরাও আমাকে চেনেন। গত বছরই শীতের সময় দিনদুয়েকের জন্য একবাব এখানে এসেছিলাম আমরা।"

বাবলু বলল, "রাজগির থেকে নওয়াদা খুব কাছে। অর্থাৎ এখান থেকে কাকোলাত যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না আমাদের। চলো, পাহাড়ের নীচে গিয়ে আগে দু'জনে দু'কাপ চা খাই। পবে অন্য কথা।"

ওরা কথা বলতে বলতেই নীচে নামল। বাবলু বলল, "তোমার বাবার মুখে শুনলাম তুমি নাকি স্কুল যাওযাব পথে ওদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলে? কিন্তু কীভাবে? তা ছাড়া আরও একটা বিষয় জানবার কৌতূহল আছে আমার। তুমি তো শাড়ি পরে স্কুলে যাচ্ছিলে, তা কালো দত্তর ডেরায গিয়ে যখন গাড়ি থেকে নামলে তখন তোমাকে সাদা আদ্দির ফ্রক পরা অবস্থায় দেখা গেল কেন? এ তো চলচ্চিত্রের কোনও দৃশ্য নয়।"

দিওতিমা বলল, "চলচ্চিত্রের দৃশ্য না হলেও ব্যাপারটা ওইরকমই। আমি যখন স্কুলে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎই এয়ারকুলার লাগানো একটা গাড়ি এসে থামল আমার সামনে। গাড়ির ভেতর বসে ছিলেন মহন্ত মহারাজের মতো এক দিব্যকান্তি সাধুবাবা। উনি বললেন, "মামণি, তুমি স্কুলে যাচ্ছ? আমার একটা উপকাব করবে মা?"

আমি ওঁকে হাত তুলে প্রণাম করে বললাম, "কী উপকার বলুন?"

"তাতে হয়তো তোমার স্কুলটা কামাই হবে। আজ নিক্কো পার্কে ভাগবতাচার্য মহাবাজেব আসবার কথা। তাঁকে নিয়ে মহাযোগী নামে একটি ছায়াছবির শুটিং হবে। তা তোমার যা মিষ্টি চেহারা তাতে তোমার হাত দিয়ে একটি পুষ্পস্তবক তাঁকে আমি দেওয়াতে চাই। সেটা কিন্তু আমাদের মুভি ক্যামেরায় ধরা থাকবে। মাঝেমধ্যে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করব। আমাদের ওই ছবিতে মুম্বই-এর কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রতারকাও অভিনয় করছেন। তুমি ইচ্ছে করলে বা তোমার বাড়িতে রাজি হলে ওই ছবিতে তুমি অভিনয়ও করতে পারো। ওঁব কথার টোপ আমি গিলে নিলাম। সিনেমায় নামবার এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? এ আমার কতদিনের শখ। তাই গাড়িতে উঠে যেতে যেতে বললাম, 'এমন জানলে আজ আর শাড়ি পরে আসতাম না। একটা স্কার্ট বা অন্য কিছু পরতাম।' উনি হেসে বললেন, 'তাতে কী? তোমার পোশাকের ব্যবস্থা আমি এখনই করে দিচ্ছি।' বলে একটা বড় দোকানে নিয়ে গিয়ে আমার পছন্দসই পোশাক পরিবর্তন করালেন! তারপর নিক্কো পার্কে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুবে এসে উনি বললেন, 'নাঃ। মহারাজ তা হলে বাড়িতেই শুটিং করছেন। চলো বাড়িতেই যাওয়া যাক।' বলে আবার আমাকে গাড়িতে ওঠালেন। কিন্তু খানিক যাওয়ার পরই আমার ভুল আমি বুঝতে পারলাম। হঠাৎ করে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে এমন একজন লোককে উনি উঠিয়ে নিলেন গাড়িতে, যাকে দেখে আমার মোটেই ভাল লোক বলে মনে হল না। সে গাড়িতে উঠেই আমার পেটের কাছে একটা ক্ষুর ধরে বলল, 'একদম চেঁচাবি না। চেঁচালেই মেরে ফেলব।' আমার তখন ফিরে আসার কোনও পথই খোলা নেই। সেই থেকেই আমি বন্দি হয়ে গেলাম ওদের হাতে। পরে অবশ্য আমি জানতে পারলাম ওই সাধু শয়তান একজন ছদ্মবেশী। আমার বাবার চিরশত্রু মাধাই ঘোষ। আমাদের বাঁচিয়ে রেখে

এবং আমার বাবা-মাকে আমার শোকে জীবন্মৃত করে শাস্তি দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য ওঁর।"

কথা বলতে বলতেই রোদ উঠল। ওরা পাহাড়ের নীচে নেমে ওই দশ টাকার মধ্যেই একটা করে শিঙাড়া আর এক কাপ করে চা খেয়ে চাঙ্গা করল দেহটাকে।

পাহাড়ের লোকজনরা বানটুকে মারতে মারতে নিয়ে চলল থানায়। বাবলু আর দিওতিমাকেও যেতে হল সকলের সঙ্গে। মারের চোটে বানটু ওর অপরাধের কথা স্বীকার করল। বলল, কাকোলাতের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতেই ওরা ছেলেমেয়ে দুটোকে আটকে রাখবার জন্য রাজগিরে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না!

থানা থেকে বেরিয়ে বাবলু আর দিওতিমা একটা রিকশা নিয়ে চলল বিষ্ণু যাদবের বাড়ির দিকে। যেতে যেতেই দিওতিমা বলল, "বানটুর ওপর আমার যা রাগ ছিল না, আমার পেটের কাছে ক্ষুর ধরে আমাকে চোখ রাঙানোর ফল এতদিনে পেল ও। আমি নিজেই তার প্রতিশোধ নিলাম। ওই হাতে জীবনে আর কখনও ক্ষুর ধরতে হবে না ওকে।"

বিষ্ণু যাদবের বাড়িতে যেতে পরম সমাদরে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ওদের দু'জনকে গ্রহণ করলেন বাড়ির লোকেরা। তারপর পাশেই পাবলিক কল অফিস থেকে দিওতিমার বাবাকে ফোন করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, ওদের বাড়ির টেলিফোন তখন আউট অব অর্ডার।

বাবলুর পরিচয় পেয়ে এবং ওর মুখে আগাগোড়া সব কথা শুনে যারপরনাই অবাক হয়ে গেলেন বিষ্ণু যাদব। ওঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়ে দিওতিমাকে কলকাতায় ওর বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু দিওতিমা রাজি হল না। বলল, "আপাতত আপনারা আমাদের দু'জনকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। বাবলুর সঙ্গ আমি কিছুতেই ছাড়ব না। কেন না বারেবারে আমার জন্য তার জীবন যে বিপন্ন করছে, এই সঙ্গিন মুহূর্তে আমি কী করে একা তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিই? পথে ওর কিছু হয়ে গেলে আমি অন্তত ওকে দেখতে পারব। কাউকে খবর দিতে পারব। তা ছাড়া গুরু হনুমান ওরফে ওই মাধাই ঘোষের বদলা যে আমিও নিতে চাই।"

এর পরে আর কথা চলে না। ওরা খুব ভালভাবে স্নান-খাওয়া সেরে বেলাবেলিই রওনা হল কাকোলাতে যাওয়ার জন্য। বিষ্ণু যাদব ওদের পথনির্দেশিকা দিয়ে কাকোলাত পর্যন্ত একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন, "খুব সাবধানে যাবে। জঙ্গল ওখানে খুব গভীর। সন্ধের পর একদম রিস্ক নেবে না। কেন না হিংস্র জন্তুতে ভরে যায় জায়গাটা।"

একটা জিপে করেই ওরা যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, রাজগিরের সীমানা ত্যাগ করার পরই জিপটা গেল খারাপ হয়ে। অতএব ড্রাইভার লগনদেও ওদের জন্য একটা মোটরবাইকের ব্যবস্থা করে দিলেন কাছাকাছি একটি পেট্রল পাম্প থেকে। দিয়ে বললেন, "তোমরা যাও, আমি গাড়ি ঠিক করে একটু পরেই যাচ্ছি।"

বাবলুর আর তর সইছে না। একটা হিরো হোন্ডা পেয়ে তারই পেছনের সিটে দিওতিমাকে বসিয়ে নিয়ে ঝড়ের গতিতে উড়ে চলল ওরা। নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত খারাপ রাস্তা পার হয়ে ওরা একসময় যখন কাকোলাতে এসে পৌঁছল তখন মুগ্ধ হয়ে গেল সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান দেখে।

কাকোলাত প্রপাতের জল ঝরনার ধারা নিয়ে নদীর আকারে নেমে আসছে বনভূমির ভেতর দিয়ে। কী নির্জন চারদিক। বেলা অনেক হয়েছে, তাই কারও পাত্তা নেই। ওরা জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় হিরো হোন্ডাটাকে লুকিয়ে রেখে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। এক জায়গায় গিয়ে দেখল পাহাড়ের অনেক উচ্চস্থান থেকে ভীষণ গর্জনে একটি জলপ্রপাত নীচে পড়ে বিশাল একটি কুণ্ডের সৃষ্টি করেছে। কুণ্ডটি এত বিশাল যে, একসঙ্গে অনেক লোক স্নান করতে পারে সেখানে।

এত কষ্টের পরও মিষ্টি মেয়ে দিওতিমার মুখ যেন এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল প্রকৃতির সেই রূপ দেখে।

একটি পাহাড়ি মেয়ে জল ভরতে এসেছিল সেখানে।

বাবলু তাকে জিজ্ঞেস করল, "ইধার মন্দির কাঁহা?"

মেয়েটি বলল, "ম্যায় নেহি জানতা। তুম চলি যাও হিঁয়াসে।" বলে ওদের দু'জনকেই চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিল ওপরদিকে।

পাহাড়ের মাথায় লাল শালুর একটা ধ্বজা পোঁতা আছে।

বাবলু বলল, "উপর যানে কা রাস্তা কিধার?"

"ম্যায় নেহি জানতা।" বলে ইঙ্গিতে পাহাড়ের নীচে দিয়ে পেছনদিক দিয়ে যেতে বলল।

দিওতিমার একটা হাত শক্ত করে ধরে বাবলু নীচে নামবার জন্য যেই না কয়েক পা এগিয়েছে অমনই ভয়ার্ত স্বরে বিকট একটা চিৎকার করে উঠল পাহাড়ি মেয়েটি। বাবলু আর দিওতিমাও আঁতকে উঠল। পাহাড ভেঙে পড়া একটা শব্দের সঙ্গে তোলপাড় কবে উঠল কাকোলাতের জল। যেন একটা জলহস্তী খেপে গিয়ে দাপাদাপি করছে সেখানে।

ওরা ছুটে গিয়ে যা দেখল তাতে আনন্দের আর অবধি রইল না ওদের। দেখল কাকোলাত পর্বতের মাথাব ওপর থেকে কুণ্ডে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন অধর দত্ত। আর তাঁব টুঁটি কামড়ে তাঁকে নাস্তানাবুদ কবছে শ্রীমান পঞ্চু।

বাবলু উল্লসিত হয়ে ডাকল, "পঞ্চু, আমি এসে গেছি। ছেড়ে দে ওকে। ওব খেলা শেষ।"

হতভম্ব পঞ্চু জল থেকে উঠে এসে গা ঝেড়ে কুঁই কুঁই কবে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বাবলু বলল, "ওরা কই? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ওবা?

পঞ্চু এবার 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদের।

পাহাড়ি মেয়েটিও জলের জায়গা রেখে ওদের সঙ্গে চলল। প্রাণহীন অধর দত্ত জলেই পড়ে রইলেন। ওবা একবার সেইদিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে শুরু কবল অবতবণ।

জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝোপড়ির ঘবে এসে মেযেটি ডাকল, "বহিনজি, এ বহিনজি, জলদি নিকালো। দেখো, কৌন আযা।"

এই ডাক শুনে ঝোপড়ির ভেতর থেকে যে বেবিয়ে এল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু, "এ কী৷ বিমা তুমি এখানে?"

রিমা তখন ওর অপহরণের পর থেকে যা যা হয়েছিল সব বলল। এমনকী পুবানা হাবেলিতে বেবাদি, ওঁব ভাই এবং গুরুদেবের বন্দি হয়ে থাকার কথাও বলল। আর এও বলল, কীভাবে ওদের অন্যমনস্কতাব সুযোগ নিয়ে ও পালিয়ে এসেছে। সবশেষে বলল, "আমি জানতাম তোমবা কেউ না কেউ এদিকে আসবে। তাই এই অবেলাতেও ওই চুমকিকে আমি জল নিয়ে আসাব অছিলায় কুণ্ডের কাছে থাকতে বলেছিলাম। ও আব ওব মা আমাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে শত্রুদের কবল থেকে বাঁচিয়েছে।"

বাবলু বলল, "আমাব আর কোনও কথা শোনবাব মতো ধৈর্য এখন নেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ওবা কোথায়?"

"জানি না। ওদের কাউকেই দেখিনি আমি।"

পঞ্চু তখন দারুণ হাঁকডাক করে জঙ্গলেব পথ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

ওরা সকলে পঞ্চুকে অনুসরণ করল। এই অভিযানে চুমকিও পথপ্রদর্শক হল ওদেব।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর পাহাডের খাঁজ বেয়ে কষ্ট করে ওরা যখন পাহাড়ের মাথায় উঠল, তখনই দর্শন পেল গুরু হনুমান ওরফে মাধাই ঘোষের। ওঁর সঙ্গে যমদূতের মতো দু'জন দুষ্কৃতী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন মাধাই ঘোষ। বললেন, "এ কী৷ এরা কী কবে এখানে এল? আমার লোকজনরা এদের বাধা দিল না কেন?"

সঙ্গীরা বলল, "বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই বস। যারা ছিল তাবা কেউ মরেছে, কেউ ধরা পডেছে পুলিশের হাতে। এমনকী আশ্রমেবও চিহ্নমাত্র নেই।"

"না থাক। এই কুকুরটা তো অধরদাকে নিয়ে জলে পড়ল। তারপবই আবার বেঁচে উঠল কী করে?"

একজন বলল, "আপনি হুকুম করুন, ওটাকে শেষ করে দিই?"

"উঁহুঁ। বন্দুকটা আমাকে দে। আমি মারব ওকে।" বলে বন্দুক নিয়ে পঞ্চুর দিকে তাগ করতেই বাবলুব পিস্তল গর্জে উঠল, ঢিসুম।

আসন্ন সন্ধ্যায় গুলির শব্দে ও আর্তনাদে বনভূমি কেঁপে উঠল যেন। সেই শব্দ পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত হতে লাগল। পঞ্চুর টার্গেট তখন অন্যজন। আর যার হাতে বন্দুক ছিল তার হাত কামড়ে ঝুলে পড়তেই তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল দিওতিমা। তারপর সেটাকেই সে মাধাই ঘোষের দিকে তাগ করে বলল, "এইবাব। এইবার তুই যাবি কোথায় শয়তান? আমার বাবার শনি তুই। আজ তোকে মেরে আমি আমাব বাবাকে গ্রহমুক্ত করব।"

মাধাই ঘোষ তখন বলির পশুর মতো থবথর করে কাঁপছেন ভয়ে। বললেন, "তোমার দুটো পায়ে পড়ি মা। আমাকে মেরো না। আমি আমার অন্যায় স্বীকাব করছি।"

বাবলু বলল, "না। ওকে সত্যিই মেরো না। ওকে বাঁচতে দাও। ওকে মারবার হলে ওর বুকেই গুলি করতাম আমি। কিন্তু করেছি কাঁধে। আমি চাই ও সারাজীবন ধরে জেলের ঘানি টানুক।"

দিওতিমা তখন পাগলিনী। বলল, "বেশ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু আমার ইচ্ছায় সারাজীবন পঙ্গু হয়ে জেল খাটুক ও।" বলেই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে ওর দুটো পায়েরই হাড় ভেঙে দিল।

পঞ্চু তখন সেই দু'জনকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বাবলু ওদের কাছে গিয়ে বলল, "আমার বন্ধুরা কোথায়?"

ওরা আতঙ্কিত হয়ে মন্দিরের দিকে দেখিয়ে দিল। সেখানেই ছোট্ট একটা মন্দির ও ঘর ছিল একটা। নির্দেশ পেয়েই বাবলু ছুটে গেল সেইদিকে।

ওই ঘরেই পাওয়া গেল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে। ওরা সবাই মুক্ত হয়ে দিওতিমা ও বাবলুকে জড়িয়ে ধরল।

বিলু বলল, "সত্যি, পঞ্চু যে ওদের খপ্পর থেকে রেহাই পাবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি!"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কেন? কী হয়েছিল পঞ্চুর?"

"অধর দত্ত ওকে নাইলনের জালে আটকে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎই দেখি ও জাল থেকে ফসকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অধর দত্তর ওপর। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কী? এই মেয়েটাই বা কে?"

দিওতিমা বলল, "ওর নাম চুমকি। ও আর পঞ্চু আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।"

এমন সময় হঠাৎই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল রিমা, "দ্যাখো, দ্যাখো, কারা এসেছে?"

ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে কুণ্ডের দিকে তাকাতেই দেখল অনেক পুলিশ নিয়ে সেখানে হাজির বিষ্ণু যাদবের ড্রাইভার লগনদেও। আর আছেন নওয়াদার সেই বলাইদা। রেবাদি, চন্দ্রকান্ত গিরি, দেবাংশু এবং আরও একজন।

দিওতিমা সবিস্ময়ে বলে উঠল, "বাবা, তুমি?"

অরুণবাবু নীচে থেকে হাত নাড়লেন।

বিলু বলল, "আমিই ফোনে খবর দিয়েছিলাম। উনি হয়তো প্লেনে পটনা হয়ে এখানে এসেছেন।"

এমন সময় পাহাড়ের গা বেয়ে কিছু পুলিশ ওপরে উঠে এসে মাধাই ঘোষ ও তাঁর সঙ্গী দু'জনের হাতে হাতকড়া পরালেন।

ভোম্বল বলল, "বাবা নেপু, যাও এবার তিহার জেলে গিয়ে মনের আনন্দে গান গেয়ে ঘানি টানো, যাও।"

মাধাই ঘোষ রক্তচক্ষুতে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে হাড়ভাঙা পা নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে বিদায় নিলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদেরও অভিযান শেষ।

রিমা বলল, "এবার তা হলে জয়ধ্বনিটা আমিই করি?"

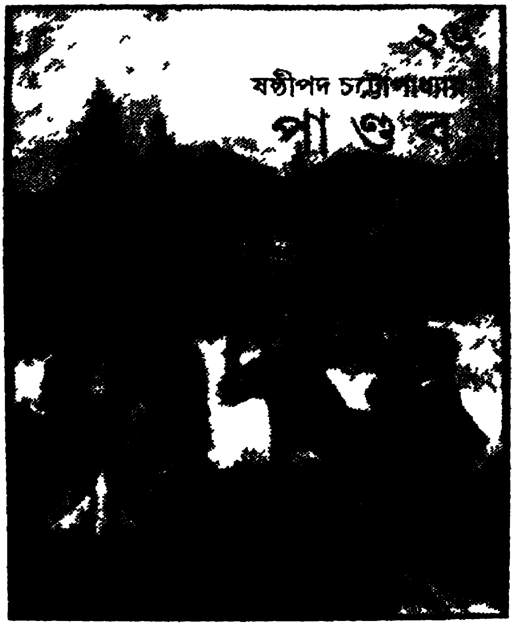
দিওতিমা বলল, "সে-কথা আবার বলতে!"

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল রিমা, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

দিওতিমা বলল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

চুমকি কিছুই বুঝল না। তাই ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

শুধু পঞ্চুই যা তালে তাল দিয়ে ওর স্বরে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৬

সাঁইত্রিশ অভিযান

মধ্যরাতে হঠাৎই টেলিফোনটা যান্ত্রিক সুরে বেজে উঠল। ঘুমটা ভেঙে গেল বাবলুর। এত রাতে কে ফোন করবে? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত একটা। ঘুমভাঙা চোখে উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরেই বলল, "হ্যালো ...।"

"তুমি কি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু?"

"হ্যাঁ, বলছি।"

"গুড নাইট।"

"শুভরাত্রি।"

"শোনো, আমি হাওড়া শিবপুর থেকে সোহম পাল বলছি। এই রাতদুপুরে তোমাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত। তুমি আমার ওপর রাগ করছ না তো?"

"যদি অপ্রয়োজনে করে থাকো তা হলে নিশ্চয়ই রাগ করব। আর যদি সত্যিই কোনও দরকার থাকে, তা হলে ।"

"এইমাত্র আমি একটা খুন করেছি। কাকে করেছি জানো? আমার আদরের বোন কুমকুমকে। এই বছরই সে এইচ এস দিত। কী সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটা। অথচ আমি তাকে খুন করলাম। যার জন্য করলাম সে কিন্তু বহাল তবিয়তেই আছে। এই মুহূর্তে আমি নিজেকেও খুন করতাম। না, না, আত্মঘাতী হতাম। কিন্তু যতক্ষণ না ওই শয়তানটাকে আমি শেষ করতে পারছি ততক্ষণ আমি এ-কাজ করব না। শত্রুর শেষ না রেখে পৃথিবী থেকে যাচ্ছি না আমি। আচ্ছা বাবলু, মৃত্যু বড় মহান। মৃত্যু খুব সুন্দর, তাই না?"

"যথার্থই। তাই বলে এইভাবে অপঘাতে মৃত্যু নয়। কিন্তু এ কাজ তুমি কেন করলে? আর এ-কথা তুমি আমাকেই বা জানাচ্ছ কেন? থানায় ফোন করে পুলিশের কাছে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করলেই পারতে।"

"কী যে বলো, কুমকুমকে তোমরা তো দেখোনি। সহজ সরল, শান্ত, সুন্দর নম্রতার প্রতিমূর্তি সে। তোমরাই ওর দেবতা। তোমাদের পাঁচজনের ছবি ওর অ্যালবামে অতি যত্নে রাখা আছে। সেই যে সেবার খবরের কাগজে তোমাদের ছবি বেরিয়েছিল, সেই ছবির কপি ও প্রেস ফোটোগ্রাফারদের কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়ে এসে নিজের অ্যালবামে গুছিয়ে রেখেছে।"

"তোমাদের মা-বাবা ...।"

"তাঁরা কোনও একটি দুর্ঘটনায় দু'জনেই গত হয়েছেন। একবছরও হয়নি। আমি আর আমার বোন থাকতাম। কিন্তু আমাদের দু'জনের মাঝখানে এমন একজন রয়ে গেছে যে, তারই কারণে প্রাণ দিতে হল কুমকুমকে।"

"কারণটা কী জানাতে আপত্তি আছে?"

"আপত্তি থাকলে এই মধ্যরাতে তোমাকে ঘুম থেকে তুলে এত কথা বলি? তোমার তো স্কুটার আছে। সাহসে ভর করে চলেই এসো না আমাদের বাড়ি। আমার বোন কুমকুমকে দেখবে। ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো মেয়েটা কেমন ঘুমিয়ে আছে, নিজের চোখেই দেখে যাও।"

"তোমাদের বাড়িটা ঠিক কোনখানে?"

"খুব ভাল জায়গায়। মন্দিরতলায় দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার মুখে—।"

"এই রাতদুপুরে আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো?"

"না। এমনকী প্রলাপও বকছি না। কেন না বোনের শোকে পাগল হয়ে গেলে টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে তোমার ফোন নম্বর খুঁজে তোমাকে ফোন করবার মানসিকতা থাকত না।"

"কিন্তু টেলিফোন তো আমার নামে নয়, আমার বাবার নামে।"

"কৃতী ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরাও সকলের পরিচিত হন, তা জানো না বুঝি? তোমার বাবার নাম জানি বলেই তো নাম্বারটা খুঁজে পেলাম। যাক, তুমি একটুও দেরি না করে এখনই চলে এসো। আর শোনো, তোমার ওই পিস্তলটাও নিয়ে এসো সঙ্গে। যে শয়তানটার জন্য আমার বোনকে আমি মেরে ফেললাম, সেই শয়তানটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আমার তো পিস্তল নেই। ওটার ব্যবহারও জানি না। জানলে আমিই শেষ করে দিতাম। ওকে মেরে আর একটি বুলেট আমার জন্য খরচ কোরো তুমি। ভয় নেই, হত্যার দায় তোমার ঘাড়ে চাপাব না। একটা চিঠিতে আমি সব কথা পরিষ্কার করে লিখে রেখে যাব, যাতে তোমার ওপর দোষ না পড়ে। এই দুঃসময়ে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও বন্ধু। এই মুহূর্তে আমার মানসিক অবস্থাটা যে কী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?"

বাবলুর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

এত রাতে টেলিফোন আসায় মায়েরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাই মা এসে দরজা আগলে বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস এই রাতদুপুরে?"

"এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে এই রাতের অন্ধকারে, যেখানে আমার না গেলেই নয়।"

"কী এমন ব্যাপার ঘটল যে, এখনই বেরোতে হবে?"

বাবলু তখন ফোনের কথা মাকে সব বুঝিয়ে বলল।

মা বললেন, "তোর কি মাথাখারাপ হয়েছে? এমন কখনও হয়? এ নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টু লোকের চক্রান্ত। এইভাবে ফল্‌স টেলিফোনে তোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন অথবা গুম করবে। তুই যাস না বাবলু, আমার কথা শোন। শয়তানেরই চাল এটা।"

"না মা। ছেলেটির কণ্ঠস্বরই বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা কোনও দুরভিসন্ধির ব্যাপার নয়। আর তাই যদি হয়, আমি যদি কারও টার্গেটই হয়ে থাকি, তা হলেও কি রেহাই পাব? আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই ওরা।"

"তা হলে বিলু আর ভোম্বলটাকে অন্তত সঙ্গে নে।"

"কী দরকার এই রাতদুপুরে ওদের ডিসটার্ব করবার?"

"দরকার আছে। গেলে সবাই যাবি, না গেলে কেউই যাবি না। তোর এই একা যাওয়ার ব্যাপারে আমার মন সায় দিচ্ছে না মোটেই।"

পঞ্চু পাশেই ছিল। মায়ের কথা শেষ হতেই দেহটা টান করে ডেকে উঠল, "ভো-উ-উ-উ।" অর্থাৎ— কথাটা ঠিকই। একা যাওয়া কখনওই উচিত নয়। তবু যদি যেতেই হয়, আমি তো আছি। ভয়টা কী?

বাবলু বলল, "এর পরেও কি বলবে মা, আমি একা?"

"না, তা বলব না। তবুও ওদের না নিয়ে তুই যাবি না। যাওয়ার আগে থানায় একটা ফোন করে সব কিন্তু জানিয়ে যাস।"

মা তখন নিজেই ফোন করলেন বিলু, ভোম্বলকে।

খবর পাওয়ামাত্রই হইহই করে ছুটে এল সবাই। আসবার সময় বাচ্চু-বিচ্ছুকেও নিয়ে আসতে ভুলল না। ওদের প্রত্যেকেরই এখন স্কুটার হয়ে গেছে। হালকা ধরনের সানি। কাজেই কোনও অসুবিধে হল না। ওদের তিনজনের তিনটি আলাদা স্কুটার। বাচ্চু-বিচ্ছুর একটাই। তা হোক, ওরা একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল মন্দিরতলার পথে। এ রাত আতঙ্কের রাত।

যথাস্থানে পৌঁছে ওরা দেখল এত রাতেও একটি বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতেই নেমপ্লেটটা চোখে পড়ল, এম সি পাল। ছেলেটি ফোনে জানিয়েছিল ওর নাম সোহম পাল। অতএব বোঝাই যাচ্ছে এই বাড়িরই ছেলে ও।

ওরা ডোর-বেল-এ চাপ দিতেই একটি ছেলে এসে দরজাটা খুলে দিল। ছেলেটি ওদেরই বয়সি। রাজপুত্রের মতো দেখতে। ছেলেটির মুখের দিকে তাকাতেই বোঝা গেল কেমন যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। মানসিক উত্তেজনার ঝড়।

বাবলু বলল, "তুমিই কি ...?"

"হ্যাঁ। আমারই নাম সোহম পাল। আমিই ফোন করেছিলাম তোমাকে। যাক, তোমরা সকলেই এসেছ দেখছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিঃশব্দে বাড়ির ভেতর ঢুকল। সুন্দর আসবাব দিয়ে সাজানো একটি ঘরের ধবধবে বিছানায় এক কিশোরী শুয়ে আছে। চাঁদের মতো ফুটফুটে। এই তা হলে কুমকুম! কিন্তু কেন এই হত্যাকাণ্ড? কী কারণ থাকতে পারে এর নেপথ্যে? যার জন্য ওর এই অন্তিম পরিণতি!

হঠাৎই পঞ্চুর বিকট চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। ভীষণ হাঁকডাক করে পঞ্চু ছুটে গেল কিচেনের দিকে। অমনই বিজাতীয় একটা কণ্ঠস্বরও কানে এল ওদের "ফ্যাঁ-অ্যাঁ-চ। ফ্যাঁ-চ—।" কেউ যেন রাগে ফুঁসছে। তারপর সে কী প্রচণ্ড হুটোপুটি, দাপাদাপি।

পঞ্চুও ছাড়বার পাত্র নয়। চিৎকারে মাত করে দিল চারদিক।

ওরা দেখল একটা কালো বেড়াল ভয়ংকর মূর্তিতে গায়ের লোম খাড়া করে পঞ্চুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি। তারপরই রণে ভঙ্গ দিয়ে একেবারে খাটের ওপর এসে উঠল বেড়ালটা। যে খাটে কুমকুম শুয়ে ছিল, সেই খাটে।

এমন ভীতিকর প্রাণী এর আগে ওরা আর কখনও দেখেনি। কী সাংঘাতিক। দেখলেই ভয় লাগে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ভয়ে চোখ বুজল। বেড়াল নয় তো, যেন অশুভ প্রেতের অবতার।

বাবলু, বিলু, ভোম্বলও স্থির।

চমকের ঘোরটা কাটিয়ে একসময় ওরা বিছানার কাছাকাছি এল। বেড়ালটা আবার ফুঁসে উঠল রণং দেহি মূর্তিতে। ভাবটা এই যে, কাছে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। সে কী ভয়ানক মূর্তি তার!

সোহম চিৎকার কবে বলল, "ফায়ার! ফায়ার! ওর শেষ বেখো না বাবলু। শুধু ওরই কারণে কুমকুমের এই অবস্থা।"

বাবলু সাহসে ভর করে আর এক পা এগোতেই বেড়ালটা লাফিয়ে একটা স্টিলের আলমারির মাথায় উঠে গেল। তারপর সেখান থেকেই কটাসে চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের। আর রাগে ফুঁসতে লাগল।

সোহম বলল, "কী হল? মারো।"

বাবলু বলল, "সম্ভব নয়। তার কারণ বদ্ধ ঘরে বেড়াল হচ্ছে বাঘের চেয়েও ভযংকর। তার চেয়ে ও যেমন আছে তেমনই থাক। ওকে বরং নিজের থেকেই চলে যেতে দাও।"

"ও যাবে না। ওই অশুভ বেডালটা আমাদেব বাড়িতে আসার পরই আমাদের মা-বাবা দু'জনেই দুর্ঘটনায় মারা যান। ওরই কারণে আমার আদরের বোন—। এখন বাকি রইলাম আমি। আমিও বাঁচব না বাবলু। তাই ওকে মেরে আমি মরতে চাই।"

বাবলু সব শুনে কোনও মন্তব্য না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কুমকুমের দিকে। ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখল। গায়ের তাপ পরীক্ষা করল।

সোহম বলল, "ডোন্ট ডিসটার্ব। ওকে বিরক্ত কোরো না। শান্তিতে ঘুমোতে দাও। দেখছ না আমার আদরের বোন পরম নিশ্চিন্তে কেমন শুয়ে আছে।"

বাবলু তখন সকলকে কাছে ডেকে সকলের সাহায্য নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করল কুমকুমকে। শরীরে তখনও উত্তাপ আছে। দেহটা একেবারেই শীতল হয়ে যায়নি। অথচ স্থির। ওরা জানত মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুক্ষণ নাকি দেহের তাপ কমে না। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে অত্যন্ত মৃদুভাবে। তার মানেই প্রাণের স্পন্দন আছে।

বাবলু সোহমের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি ধারণা কুমকুম সত্যিই মারা গেছে?"

"অফ কোর্স। কেন না আমি নিজের হাতে মেরেছি ওকে।"

"কিন্তু কোথাও তো সেরকম কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।"

"পাবে না। তার কারণ ছুরি, গুলি ইত্যাদিতে ওকে মারা হয়নি। আবার গলা টিপে শ্বাসরোধ করেও মারা হয়নি ওকে।"

"তা হলে কীভাবে মেরেছ তুমি?"

"সন্দেশের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রেখেছিলাম। তাই খেয়েই মরেছে ও।"

"কতক্ষণ আগের ঘটনা।"

"সম্ভবত রাত দশটার পর। আমি নাইট শো-তে সিনেমা দেখে রাত বারোটায় বাড়ি এসেই দেখি ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। ওর হাতে সেই অভিশপ্ত সন্দেশের বাক্স। যেটা আমি ওই ব্ল্যাকি শয়তানটার জন্যই রেখেছিলাম।"

"আশ্চর্য! কিন্তু কেন তুমি মারতে চেয়েছিলে ওকে?"

"তা হলে শোনো বাবলু, এই বেড়ালটা যে কোথা থেকে এসে জুটে গেল এখানে তা জানি না। একদিন

সন্ধেবেলা বন্ধুদের আড্ডা থেকে ফিরে এসেই দেখি কুমকুমের আদর খাচ্ছে ও। দেখেই গা নিশপিশ করে উঠল। আমি ওটাকে দূর করে দিতে বললাম, কুমকুম শুনল না। মা-বাবা বারণ করলেন। তাতেও ফল হল না। দিনে দিনে বেড়ালটা খুবই প্রিয় হয়ে উঠল কুমকুমের। ওই—ওই দেখো আলমারির মাথায় বসে বেড়ালটা কেমন কাঁদছে। ওর চোখে জল। লক্ষ করেছ? কুমকুমের শোকে কাঁদছে ও। ও কিন্তু জানে না আজই ওব শেষ রাত।"

বাবলু লক্ষ করল সোহমের মধ্যে কেমন যেন একটা উন্মাদনার ভাব ফুটে উঠছে ক্রমশ।

সোহম আবার বলল, "যাই হোক, বেড়ালটা এই বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বাবা-মা এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন থেকেই আমি হিংস্র হয়ে উঠি ওই বেড়ালটাকে মারবার জন্য। কিন্তু শত চেষ্টাতেও কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না ওর। ওর জ্বলনে বাড়িতে টেকা দায় হয়ে উঠল আমার। কোথাও কোনও খাবারদাবার রাখবার উপায় নেই। ঠিক ওর নজরে পডবে। ও খেয়ে নেবে। ওব মুখ দেখে কোথাও বেরোলে কাজে বিঘ্ন ঘটবে। আর যেখানেই যাই না কেন ওই অশুভটা কর্ম নষ্ট করবার জন্য, বিঘ্ন ঘটাবার জন্য ঠিক সময়েই এসে দেখা দেবে। তাই মনে মনে আমি স্থির করি কৌশল করেই মারতে হবে ওকে। এই ভেবে আমার বাবার এক ডাক্তার বন্ধুব ল্যাবরেটরি থেকে একটু বিষ এনে বেশি পরিমাণে সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে খোলা জায়গায় কিচেনের মধ্যে রেখে দিই। এমন জায়গায় রেখেছিলাম যেখানে ওটা ওব চোখে পড়বেই। কুমকুম তখন বাড়ি ছিল না। ও ওর বান্ধবীর বাড়িতে গিয়েছিল। বলেছিল ফিরতে রাত হবে। আমিও গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। ভেবেছিলাম বেড়ালটা এই সময়ের মধ্যে মরে পড়ে থাকবে। রাতে বাড়ি ফিবে ওকে উঠোনের মাটিতে পুঁতে দেব। তাব জায়গায়— ।"

বাবলু ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "রাত্রি এখন একটা। কুমকুম যদি রাত দশটার সময় ওই সন্দেশ খেয়ে থাকে তা হলে এখনও হয়তো সময় আছে। শিগগির ডাক্তার ডাকো। ডাক্তাবের পবামর্শ না নিয়ে ওকে কখনওই মৃত বলে মনে করা উচিত নয়। কেন না আমরা ওকে পরীক্ষা কবে অনভিজ্ঞ হয়েও ওব মধ্যে প্রাণেব স্পন্দন অনুভব করছি।"

"কিন্তু আমি বলছি বাবলু ও বেঁচে নেই। ওই বিষ খাওয়াব পর ও বেঁচে থাকতে পারে না। তোমাদেব ধারণা ভুল।"

"তাই যদি হয়, তবু একজন ডাক্তারবাবুকে নিযে আসতেই হবে। মৃতেব ডেথ সার্টিফিকেট তো চাই।"

"এই অবস্থায় কেউ ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না। সেসব হবে পোস্টমর্টেমের পর।"

"তবুও এই মুহূর্তে একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। কেন না বিষ খেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মবে যাবে তা তো নয়। সাপে কাটা রোগীও সময়মতো চিকিৎসায় জীবন ফিরে পায়। আসলে অবহেলায মানুষ মবে। তোমাদের গৃহচিকিৎসক কে? এখনই একবার খবর দাও ওঁকে।"

"আমাদের গৃহচিকিৎসক আমার বাবার বন্ধু অম্বিকা সেন।"

"ওরে বাবা। উনি তো কলকাতার ট্রপিক্যাল মেডিসিনের একজন গবেষক ডাক্তার। একমাত্র উনিই পারবেন কুমকুমকে বাঁচাতে। শিগগির খবর দাও।"

সোহম নীরবে ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল।

ওদিক থেকে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। অতিকষ্টে বলল, "আমাদের বাড়িতে এই মুহূর্তে আপনাকে একবার আসতেই হবে কাকাবাবু।"

ওদিক থেকে কী উত্তর এল বোঝা গেল না।

সোহম আবার বলল, "কুমকুম বিষ খেয়েছে। আর সেই বিষ আমিই দিয়েছি ওকে ...।" বলে ফোন রেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘরের মেঝেয় বসে পড়ল।

সেই আতঙ্কের বেড়ালটা তখন লাফিয়ে পড়ে রোঁয়া ফুলিয়ে ওর দিকে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল এক-পা এক-পা করে, "অ্যাঁ-ও-ও-ও।"

আর তখনই পঞ্চু আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর ক্ষণিকের ঝটাপটি। বেড়ালটা অল্প আহত হয়ে একলাফে উঠে গেল আলমারির মাথায়।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু এলেন। প্রবীণ ডাক্তার। এসে সব শুনে কুমকুমকে পরীক্ষা করে বললেন, "এই মেয়েটা মৃত এমন ধারণা হল কেন?"

সোহম কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আসলে খাবারের সঙ্গে বিষটা তো আমিই মিশিয়েছিলাম।"

ডাক্তারবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "পয়জনটা আমার ল্যাবরেটরির ঠিক কোনখানে ছিল বলো তো?"

সোহম বলল।

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, "বুঝেছি। বোতলের গায়ে পয়জন কথাটা লেখা থাকলেও ওটা অবশ্য খুব একটা মারাত্মক নয়। তবে কি না বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেললে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটতে পারে।"

"আমি তো বেশি পরিমাণেই মাখিয়েছিলাম ওষুধটা।"

"আসলে হাই ড্রাগের একটা ঘুমের ওষুধ রাখা ছিল ওর মধ্যে। তারই প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ও। মারাত্মক পয়জন হলে ও জিনিস আমি কখনওই হাতের কাছে রাখতাম না।"

সোহম ডাক্তারবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, "আমার কুমকুমকে আপনি বাঁচান কাকাবাবু। আপনি তো জানেন ও ছাড়া আমার কেউ নেই।"

"সন্দেশটা খাওয়ার পর একটু বমিটমি করেছিল?"

"অল্প। সেটা আমি জল দিয়ে ধুয়ে দিয়েছি।"

"তাতেই কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। যাই হোক, অনেক দেরি করে ফেলেছ। এখন দেখা যাক, কতদূর কী করতে পারি।"

ডাক্তারবাবু এবার টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে ডায়াল করলেন, "হ্যালো ...।"

টেলিফোনটা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ধরেছিলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, "এখনই একবার শৈলেন আর লীনাকে পাঠিয়ে দাও তো। খুব তাড়াতাড়ি। ই-টু এমার্জেন্সি বক্সটাও নিয়ে আসতে বলবে।" বলে ফোন রেখে ডাক্তারবাবু এসে কী একটা ইঞ্জেকশন দিলেন কুমকুমকে। তারপর প্রাথমিকভাবে যা-যা করা উচিত, করলেন।

নির্বাক পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেখতে লাগল সবকিছু।

আর বেড়ালটা একভাবে চেয়ে রইল ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে। তার চোখের দৃষ্টি তখন কত শান্ত। ক্রোধের লেশমাত্র নেই।

একটু পরেই শৈলেন আর লীনা এল। ডাক্তারবাবুর হেল্পিং হ্যান্ড। একজন কম্পাউন্ডার ও একজন সুদক্ষ নার্স। দু'জনেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে লেগে পড়ল কাজে।

ডাক্তার অম্বিকা সেনের নার্সিং হোমও আছে। তবুও কুমকুমকে এই অবস্থায় সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না। ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রেখে যা যা করবার, করে চললেন।

সারারাত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভোরের দিকে কুমকুমের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সে।

দুর্যোগের মেঘ কেটে যাওয়ার পর ভোরের সূর্যোদয়ে মানুষের মন যেমন নব আনন্দে জেগে ওঠে, কুমকুম সুস্থ হলে, অকালমৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মনও তেমনই আনন্দে পরিপূর্ণ হল।

আর সোহম? আনন্দের আতিশয্যে কী যে করবে সে তা কিছুতেই ভেবে পেল না। ওর বাবা-মায়ের ছবির কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল সে।

ডাক্তারবাবু নার্স লীনাকে কুমকুমের কাছে রেখে হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

কম্পাউন্ডার শৈলেনও বিদায় নিল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

কুমকুম এখন সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত। তবে কি না এইসব কর্মকাণ্ডের পর শরীরের দুর্বলতা একটু রয়েই গেল। ওকে দেখে মনে হল যেন খুব একটা ভারী অসুখ থেকে উঠেছে ও।

আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা? রাতজাগা ঘুম ঘুম চোখে বিদায় নিল সোহমদের বাড়ি থেকে। সব শুনে ম্লান হেসে ওদের বিদায় জানাল কুমকুম।

হাওড়া শহরের এই অঞ্চলটা তখন একটু একটু করে কর্মমুখর হয়ে উঠছে।

॥ ২ ॥

যতই রাতজাগার ক্লান্তি থাক, দিনের আলো ফুটে উঠলে কিন্তু ঘুম ঘুম ভাবটা আর থাকে না। অনেকটা কেটে যায়। শরতের সোনার রোদে মিত্তিরদের বাগানের গাছপালাগুলো যখন ঝলমল করছিল, পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন এক এক করে সবাই এসে জড়ো হল সেখানে। তারপর যে যার জায়গামতো বসে গতরাতের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

বাচ্চুই কথা বলল প্রথম, "সত্যি, ওইরকম কালো বেড়াল এর আগে আমি কখনও দেখিনি। তার ওপর অমন কুৎসিত চোখ। উঃ কী জঘন্য।"

বিচ্ছু বলল, "ওইগুলোকেই বোধহয় খটাস বলে, তাই না?"

বিলু বলল, "না। ভাম, খটাস ওগুলো সবই যদিও বেড়াল জাতীয়, তবুও ওদের মধ্যে পার্থক্য আছে।"

ভোম্বল বলল, "এই সাতসক্কালবেলা এইসব আলোচনা তোরা রাখ তো! অন্য কথা বল। এখনও পর্যন্ত ওই বিশ্রীটার কথা মনে পড়লে আমার গা যেন হিম হয়ে আসে।"

বাবলু কিন্তু একটি কথাও না বলে গোলঞ্চ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

পঞ্চুও ঘাসে মুখ গুঁজে বাবলুর গা ঘেঁষে শুয়ে রইল চুপচাপ।

বিচ্ছু বলল, "শুধু আমরা কেন, পঞ্চুও সহ্য করতে পারেনি ওকে। ওকে দেখামাত্রই কীরকম হাঁকডাক করে তেড়ে গেল, মনে আছে?"

বাবলু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ রে পঞ্চু, অমন সুন্দর কৃষ্ণ-মার্জারটাকে তোর ভাল লাগেনি?"

ভোম্বল রেগে বলল, "সুন্দর! কী যে বলিস তুই?"

পঞ্চু এবার ঘাস থেকে মুখ তুলে 'গোঁ-ও-ঔ' করে একবার ডেকে উঠে বাবলুর কোলে মুখ রাখল।

বাবলু বলল, "কেন, খারাপটা কী? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সবকিছুই সুন্দর। তুই, আমি, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু, গাছের ওই ফুলগুলো, সবই সুন্দর। শুধু অসুন্দর যা, তা হল সোহমদের জীবনযাত্রাটা। অমন চমৎকার একটি বাড়ি। সুন্দর দু'টি ভাইবোন। অথচ অভিভাবকহীন। কত অসহায় বল তো ওরা?"

বাচ্চু বলল, "তা ঠিক।"

বিচ্ছু বলল, "কুমকুম মেয়েটা কী মিষ্টি, তাই না বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "মেয়েটার কথা থাক। যদিও কুসংস্কারের কোনও স্থান নেই আমাদের কাছে, তবুও বলি, সোহমের অপরাধটা কিন্তু গুরুতর নয়। কেন না ওই কৃষ্ণ-মার্জারের অশুভ আবির্ভাবের পর থেকেই যে ওদের সংসারে বিপর্যয় ঘটেছে তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। অতএব ওটাকে সরাবার জন্য তৎপর ওকে হতেই হয়েছে। ওটার প্রকৃতি যা, তাতে মনে হল ধরাছোঁয়ার বাইরে ও। এবং সেই কারণেই ওকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিল সোহম।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মনে হয় অলক্ষণের একটি জীবন্ত প্রতীক ওটা। না হলে কুমকুমের মতো চমৎকার একটি মেয়ে ওই বেড়ালটার জন্য অত পাগল কেন? বেড়ালটা যাকে আকর্ষণ করে তাকেই সম্মোহিত করে।"

বাচ্চু বলল, "ওই বেড়ালটাকে নিয়েই এখন আমাদের গবেষণা করা উচিত। ওই বিরল প্রজাতির প্রাণীটি ওদের ওখানে কীভাবে এল, ওর উপস্থিতি কতদিনের, এসব জানতেই হবে আমাদের। কেন না ওই জাতীয় বেড়াল তো সচরাচর দেখা যায় না।"

বাবলু বলল, "হুঁ। বিষয়টা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন একটু আছেই। সব সংস্কারই সংস্কার নয়। যাই হোক, আজ বিকেলে সবাই একবার সোহমদের বাড়িতে যাই চল। ওদের মুখেই সব শুনি। কুমকুম নিশ্চয়ই এতক্ষণে আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওর সঙ্গেও আলাপ করে আসি। অমনই খোঁজখবরও নিয়ে আসি ওটার ব্যাপারে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। মেয়েটা কেমন আছে না আছে এটা তো আমাদের জানা দরকার। সেইসঙ্গে দরকার ওদের দু'ভাইবোনের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির পালা চলেছে সেটারও অবসান ঘটানোর।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে ঠিক তখনই জিন্‌স পরা লাল গোলাপি একটি মেয়ে হালকা ধরনের একটি সাইকেলে চেপে সাঁ করে ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল।

পঞ্চু একবার লাফিয়ে উঠলেও ওর কিন্তু সহবত শিক্ষা আছে। কোনও মেয়েকে দেখলে ও কখনও তেড়ে যায় না। তাই কাছে গিয়ে ওর পা শুঁকতে লাগল।

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে পঞ্চু মশাই, আমার পায়ে এভাবে সুড়সুড়ি দিয়ো না বাবা। খুব অস্বস্তি লাগছে। দারুণ আন ইজি ফিল করছি আমি।"

বাবলু হাঁক দিল, "পঞ্চু! কী হচ্ছে কী?"

পঞ্চু সরে এল।

গোলাপি মেয়েটি সাইকেলটা একপাশে ঘাসের ওপর কাত করে শুইয়ে গটগট করে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "এ কী! ডেসডিমোনা তুমি?"

ডেসডিমোনা কারও দিকে দৃষ্টিপাত না করে সরাসরি বাবলুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটটাকে কেমন যেন বাঁকাল একটু। তারপর খুব শান্তভাবে বাচ্চু-বিচ্ছুর পাশে বসে বলল, "আমাকে চিনেছ দেখছি।"

বাচ্চু বলল, "তোমাকে কি না চিনে পারি? আমাদের সঙ্গীতালয়ের বাৎসরিক উৎসব তো একা তুমিই মাতিয়ে দিয়েছিলে তোমার অনবদ্য নাচগানে।"

"সেইসঙ্গে বদনামেরও ভাগী হয়েছিলাম।"

বিচ্ছু বলল, "রাখো তো। কীসের বদনাম? এক শ্রেণীর দর্শক আছে যারা একটু এদিক-ওদিক দেখলেই হইহই করে ওঠে। আমার তো খুবই ভাল লেগেছিল তোমার নাচ।"

ডেসডিমোনা বলল, "অবশ্য ওইদিন আমারও একটু হিসেবে ভুল হয়েছিল। আমি আমন্ত্রিত হয়ে ওখানে গিয়েছিলাম কত্থক নাচতে। নেচেওছিলাম। কোনও গোলমাল হয়নি। তারপর সবার মন রেখে পপ সঙ গেয়ে অন্য ধরনের নাচতে গিয়েই বিপত্তিটা বাধালাম।"

বিচ্ছু বলল, "সে দোষ তো আমাদের। আমরা না বললে কি তুমি ওইরকম নাচতে?"

বাচ্চু বলল, "ওসব কথা থাক। তোমার নাচ আমরা দূরদর্শনের পরদাতেও দেখি। কত নামডাক তোমার।"

"সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তোমাদের নাচগান কেমন চলছে বলো?"

"ভালই। কিন্তু এইভাবে তুমি যে কখনও আমাদের এখানে এসে হাজির হবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের এখানকার সন্ধান তুমি পেলে কী করে?"

"কেন? সঙ্গীতালয়ের অনুষ্ঠানে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয়পর্বেব সময়ই জেনেছিলাম। তখনই তো বলেছিলাম হঠাৎ করেই একদিন আমি চলে যাব তোমাদের ওখানে।"

বিচ্ছু বলল, "এইবার মনে পড়েছে।"

"বলেছিলাম, কিন্তু আসা আর হয়ে ওঠেনি। আজ অবশ্য এসেছি অন্য কাবণে। আসলে কুমকুম আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল।

বাবলু বলল, "কুমকুম! মানে কুমকুম পাল?"

"হ্যাঁ। আমার প্রাণেব বান্ধবী।"

"ওব সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছে তোমার?"

"এই ধবো না কেন ঘণ্টাখানেক আগে।"

"তার মানে কালকের ব্যাপারটা তুমি জানো?"

"এইমাত্র জেনেছি। কাল অত রাতে তোমরা ওখানে গিয়ে না পড়লে শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে মরতেই হত।"

"আসলে ওর দাদাটা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তবে যাই হোক, ও যে বুদ্ধি করে আমাকে ফোন করেছিল তাই তো ঠিক সময়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম আমরা। সুপরামর্শও দিয়েছিলাম একটা।"

বিলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলেও আমাদের সঙ্গে নেই। তোমার বাড়ি কোথায় ডেসডিমোনা?"

"আমার বাড়ি হচ্ছে বাজে শিবপুরে। আমরা প্রায়ই তোমাদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কুমকুম কাল রাতেও আমাদের বাড়ি এসেছিল। তারপর বাড়ি গিয়েই ওই কাণ্ড। খুব বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। একটা বেড়ালকে মারতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না হয়ে গেল কাল!"

বাবলু বলল, "তা হলে মিস ডেসডিমোনা, কুমকুম যখন তোমার বান্ধবী তখন ওর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নিশ্চয়ই কিছু তুমি বলতে পারবে?"

"ওদের সব খবরই আমি রাখি। কী জানতে চাও বলো?"

"তার আগে বলো ওর সঙ্গে তোমার এত বন্ধুত্বের কারণটা কী? ও থাকে মন্দিরতলায়, তুমি থাকো বাজে শিবপুরে।"

"আসলে ও আর আমি দু'জনেই হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে পড়ি। আগামী বছর আমরা দু'জনেই এইচ এস দেব।"

"বাঃ। শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আরও খুশি হলাম তোমার নামের মাধুর্যে। এটা কি তোমার পেন নেম?"

"না। ডেসডিমোনা মুখার্জি আমার পিতৃদত্ত নাম। আসলে আমার বাবা ওথেলো নাটকের খুব ভক্ত ছিলেন তাই আদর করে ওই প্রিয় নামটি আমার জন্য রেখেছেন।"

"তা ওই কৃষ্ণ-মার্জারটিকে তোমার বান্ধবী জোগাড় করল কোত্থেকে?"

"সে এক রহস্য। একদিন আমরা দু'বান্ধবীতে কলেজ ছুটির পর বেলিলিয়াস পার্কে বসে গল্প করছি এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একদল কুকুরের তাড়া খেয়ে বেড়ালটা ছুটে এসে ওর কোলে উঠে পড়ল। কালো ভেলভেটের মতো ওই বেড়ালটাকে পেয়ে কী খুশি ওর চোখে-মুখে। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বেড়ালটাকে ও বাড়ি নিয়ে গেল। কিন্তু বেড়ালটা এমনই অপয়া যে, বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই ওদের বাড়ির সামনে তেমাথার মোড়ে একটা ট্রান্সফরমার বার্স্ট করে সে কী কাণ্ড! ওদের কাজের মেয়েটি তো মারাই গেল সেই দুর্ঘটনায়। ওর বাবা-মা তখনই বললেন, 'কালো বেড়াল বড় অশুভ। আগে ওটাকে বিদেয় কর তুই।' কিন্তু কুমকুম শুনল না। বলল, 'ওসব মনের ভুল। এ-বাড়িতে আমি যদি থাকি তা হলে ও-ও থাকবে।' ওর দাদা সোহমও আপত্তি করেছিল অনেক। যাই হোক, মেয়েটা দুঃখ পাবে ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর উপস্থিতি মেনে নিল সকলে। এর পরে চরম বিপর্যয় ঘটল ওদের বাবা-মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে। সোহম তখনই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মারমুখী হয়ে উঠল বেড়ালটার ওপর। ও যত হিংস্র হয়ে ওঠে, কুমকুম ততই বাধা দেয়। বলে, 'অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। দুর্ঘটনা হল পথে, বেড়াল রইল ঘরে। তাতে বেড়ালটার দোষ কোথায়?' এই নিয়ে ভাইবোনের মধ্যেও মনকষাকষি।"

"এই ব্যাপারে তুমি কিছু বোঝাওনি ওকে?"

"অনেক বুঝিয়েছি আমি। আসলে ওই বেড়ালটা হল ওর প্রাণ। ও কিছুতেই ওর সঙ্গ ছাড়তে রাজি নয়। ও আমাকে এমন কথাও বলেছে, এই বেড়ালটাকে নিয়ে ওর পক্ষে কখনও বাড়িতে থাকা সম্ভব না হলে যে-কোনও একদিন হঠাৎ করেই দূরে কোথাও চলে যাবে ও।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্তব্ধ হয়ে গেল এই কথা শুনে।

বাবলু বলল, "বলো কী?"

"তা হলেই বোঝো। তবে সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় ওই কালো বেড়ালটা শুধু ওদের কেন, কারও পক্ষেই শুভ নয়। নিশ্চয়ই কারও পোষা ছিল ওটা। কিন্তু অমঙ্গলের প্রতীক বলে দূর করে দেয় ওটাকে।"

বাবলু সব শুনে নিশ্চুপ বসে রইল কিছুক্ষণ। বিষয়টা এমনই যে, ওটার ব্যাপারে সহসা কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। একপক্ষ ধরে বিচার করলে বলা যায় কুমকুমই ঠিক। যখন যা ঘটবার তা ঘটবেই। কারও অশুভ প্রভাবে তা ঘটেছে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। মনে করা উচিতও নয়। আবার সোহমের যুক্তি মানলে বেড়ালটার আবির্ভাবের পর থেকেই যা-যা ঘটে গেল তাতে কুসংস্কারই বদ্ধমূল হয়।

সবাইকে অনেকক্ষণ নীরব থাকতে দেখে এক সময় ডেসডিমোনা বলল, "আজ সকালে সোহমের ফোন পেয়ে আমি ওদের বাড়িতে যাই। তারপরে সব শুনে অবাক!"

বাবলু বলল, "কুমকুমকে কেমন দেখলে?"

"একেবারেই স্বাভাবিক। তবে কেমন যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে আছে মেয়েটা। ওই আমাকে পাঠালো তোমাদের কাছে। বলল, 'এ যাত্রা ওদের তৎপরতাতেই আমার জীবন আমি ফিরে পেয়েছি। তাই ওদের গিয়ে বলো আমি ডেকেছি ওদের। ওরা এলে একটু কৃতজ্ঞতা জানাব। কুমকুমের অনুরোধ রাখতেই আমি ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে। এখন বলো তোমরা কী করবে?'"

বাবলু বলল, "তুমি আসার আগে ওদেরই ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম আমরা। তুমি না এলেও আজ বিকেলে আমরা নিজেরাই যেতাম।"

"জানতাম। কুমকুমও সে-কথা বলছিল। তবু আমাদের তরফ থেকে তো উচিত তোমাদের আমন্ত্রণ জানানো। তাই এলাম।"

বাবলু বলল, "থ্যাঙ্কস। তা কষ্ট করে এতদূরে যখন এলেই, তখন আর একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে চলো। ওখানে গিয়ে চা-পর্বটা সেরে নেওয়া যাক।"

ডেসডিমোনা বলল, "ওটা অন্য আর একদিনের জন্য তোলা থাক বাবলু। আজ আর দেরি করতে চাইছি না। কোন সকালে সোহমের ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। এবার আমার ঘরে ফেরা দরকার।"

বাবলু বলল, "বেশ। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর আমি করি না। এসো তা হলে।"

ডেসডিমোনা প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ওর সাইকেলটি নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে বাবলু এপাশ-ওপাশ করতে করতে ওই অশুভ বেড়ালটার কথাই চিন্তা করছিল। এমন সময় বাইরে সাইকেলের শব্দ।

বাবলু উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক, "এ কী! ডেসডিমোনা তুমি!"

ডেসডিমোনা সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকেই সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়ল। তারপর পাতলা শৌখিন একটি রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলল, "প্লিজ, গিভ মি এ গ্লাস অব ওয়াটার।"

বাবলুর কপালেও তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাখাটা আরও জোরে চালিয়ে দিয়ে বলল, "একটু বোসো। বড্ড ঘেমেছ তুমি। ঘামটা শুকোতে দাও, তারপরে জল খাবে।"

বাবলুর মা তখন পাশেব ঘর থেকে একটি ডিশে করে দুটো সন্দেশ ও এক গেলাস জল নিয়ে হাজির হয়েছেন।

ডেসডিমোনা মাকে প্রণাম করে নির্দ্বিধায় সন্দেশ ও জল খেয়ে নিল।

মা বাবলুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কে রে?"

"কাল যে মেয়েটির ব্যাপারে আমরা গিয়েছিলাম, তাবই বান্ধবী। নিশ্চয়ই কোনও খারাপ খবর নিয়ে এসেছে।"

ডেসডিমোনা এবার ছলছল চোখে বলল, "হ্যাঁ, খুবই খারাপ খবর।"

"কীরকম!"

"কুমকুম নেই।"

"সে কী!"

"হঠাৎ করেই ও বেড়ালটাকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। কোনও চিঠিপত্তব লিখে রেখে যায়নি, কিছু না। আপন খেয়ালেই চলে গেছে ও।"

"স্ট্রেঞ্জ! এইরকম কাণ্ড এর আগে আর কখনও কবেছে ও?"

"আমার তো জানা নেই।"

"ওর চলে যাওয়ার খবব তোমাকে দিল কে?"

"সোহম। আজ সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আমি সোজা বাড়ি চলে যাই। তারপব খাওয়াদাওয়ার পর এইমাত্র ওদেব বাড়িতে গিয়েই শুনি এই ব্যাপাব।"

"কখন গেছে ও?"

"জানি না। সোহমের অবস্থা দেখে কোনও কিছু জিজ্ঞেস কবতে সাহস কবিনি।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, তুমি ছাড়া ওর আর কোনও বন্ধু নেই, যার কাছে ও যেতে পাবে?"

"না। এই ব্যাপারে ও দারুণ রিজার্ভ। কারও সঙ্গে মেশে না। ওর ওই বেড়ালপ্রীতি দেখে বুঝছ না সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতিব মেয়ে ও।"

বাবলু অস্থিরভাবে ঘবময় অকারণেই একটু পায়চারি করে বলল, "আচ্ছা, ওই বেড়ালটা কোথা থেকে জুটেছিল বললে? বেলিলিয়াস পার্কে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে একবার ওইখানে নিয়ে যেতে পারো? আমি একবার খোঁজখবর নিয়ে দেখতাম বেড়ালটার মালিক কে? এবং এই ধরনের বেড়াল, যাকে কি না চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষর হাতে তুলে দেওয়া যেত তাকে এইভাবে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হল কেন? আর বেড়ালের যা স্বভাব তাতে ছাড়া পেলেও সে ঠিক নিজের ঘরটি খুঁজে চলে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং ও তোমাদেরকেই আশ্রয় করেছিল, কিন্তু কেন?"

"তার কারণও ছিল। ও পালিয়ে এসেছিল কুকুরের তাড়া খেয়ে। হয়তো ওকে আদৌ ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বেড়ালটা নিজের খেয়ালে বাইরে বেরিয়েই বিপদে পড়েছিল।"

"হতে পারে। সেই কারণেই বেড়ালটার ব্যাপারে একটু তদন্তের দরকার। ওর মালিকের সন্ধান পেলেই ওর ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যাবে। তা ছাড়া অমন একটি দুর্লভ প্রাণীকে হারানোর পর তার মালিক চুপচাপ বসে থাকবেন, এ তো হয় না।"

ডেসডিমোনা এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা হলে শোনো বাবলু, ওই বেড়ালটাব ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে আমি নিজেই একবার একটু অনুসন্ধান করেছিলাম।"

"বলো কী?"

"ওই বেড়ালের মালিক একজন আগাসাহেব। সুদূর আফগানিস্তান থেকে উনি বেড়ালটিকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।"

ডেসডিমোনার কথা শুনে স্থির হয়ে গেল বাবলু। এবার একেবারে ওর মুখোমুখি বসে বলল, "এই কথাটা তুমি সকালে একবারও বলোনি তো আমাদের।"

"এ-কথা আমি কুমকুমকেও বলিনি। ওই বেড়ালটাকে নিয়ে ওদের পরিবারের মধ্যে যখন গোলমাল চলছিল তখনই আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওকে বেলিলিয়াস পার্কে পাওয়া গিয়েছিল, তাই ওর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতেই এক পানওয়ালা ওর হদিস দেয়।"

"সেই আগাসাহেবকে তুমি দেখেছ?"

"না। কারণ কাবুলিওয়ালার ডেবায় যেতে আমার সাহস হয়নি।"

"ভালই করেছ। তবে আমাকে একবার যেতে হবে।"

"তুমি গেলে অবশ্য আমিও যেতে রাজি আছি।"

"আমি এখনই যেতে চাই।"

"চলো তবে।"

বাবলু মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ওব স্কুটারটা বের করল। তারপর পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বলল, "তুমি পেছনে বসতে পারবে তো?"

"অবশ্যই। কিন্তু আমার সাইকেলটা?"

"ওর জন্য চিন্তা কোরো না। আমরা তো এখনই ফিরে আসছি।" বলে স্কুটারে স্টার্ট দিয়েই ডাক দিল. "পঞ্চু! পঞ্চু!"

পঞ্চু কোথায় ছিল কে জানে? বাবলুর ডাক পেয়ে ছুটে এসে উঠে পড়ল সামনেব দিকে। একটু কষ্টকব যাত্রা। তা হোক, পঞ্চুকে না নিয়ে ওইসব জায়গায় কোনওমতেই যাওয়া নয়!

এ-পথ ও-পথ করে কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা যথাস্থানে এসে হাজির হল।

ডেসডিমোনা সেই পানওয়ালাকে দেখিয়ে বলল, "আমি এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম বাবলু।"

পানওয়ালা একটু অবাক হয়ে গেল এই নোংরা পরিবেশে এই দুই ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েকে দেখে। তাই কেমন যেন সন্দেহের চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলুন দাদাবাবু, কী চাই? চম্পালালেব জর্দাপান, না অন্য কুছু?"

বাবলু হেসে নমস্কার জানিয়ে বলল, "জর্দাপান তো চাই। কেউ না কেউ খাবেন। গোটাচারেক দাও।"

"খুব ভাল কথা। কুড়ি টাকা লাগবে।" বলে চটপট্ পান বানাতে লেগে গেল।

ডেসডিমোনা বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন চম্পালালজি?"

চম্পালাল এবার ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটু একটু ইয়াদ হচ্ছে।"

"আমরা আগাসাহেবের খোঁজে এসেছি।"

চম্পালাল ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কোন আগাসাহেব?"

বাবলু বলল, "যাঁর একটি কাবুলি বেড়াল ছিল।"

চম্পালাল কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। আড়চোখে একবার পঞ্চুকেও দেখল। তারপর বলল, "আগাসাহেবের খোঁজ করতে এসেছ? তোমরা কারা?"

ভীষণদর্শন একজন কাবুলিওয়ালা তখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবলু বলল, "আমাদের পরিচয় দিলেও কি আপনি চিনতে পারবেন?"

চম্পালাল বলল, "তোমরা যার খোঁজে এখানে এসেছ সেই আগাসাহেব এখন এখানে থাকেন না। তাঁর জায়গায় অন্য সাহেব এসেছেন। তোমাদের পেছনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হলেন ওঁর ভাই। যদি কিছু জানবার থাকে ওঁর কাছ থেকেই জেনে নিতে পারো।"

সেই বিশাল শরীর কাবুলিওয়ালা তখন বাবলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, "কী বন্ধু, ভাল আছ তো? হামি তোমাকে চেনে। ময়দান মার্কিটের কাছে, কালীবাবুর বাজারে হামি তোমাকে হরবখত দেখে থাকি।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। আমি তো বেশিরভাগ সময় ওইদিকেই ঘোরাফেরা করি। তা আপনার দাদা এখন কোথায়?"

"পহলে অন্দর তো চলো, সব কুছু বতায়েঙ্গে।"

ডেসডিমোনাও যাচ্ছিল।

বাধা দিল চম্পালাল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি যেয়ো না। মেয়েদের ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। তুমি বাইরে থাকো।"

বাবলু চম্পালালের ইঙ্গিতে বুঝতে পেরে ডেসডিমোনাকে বলল, "স্কুটারটা এখানেই থাক। তুমি বরং পঞ্চুকে নিয়ে পার্কে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি কথা বলে একটু পরেই যাচ্ছি। দেরি কোরো না, যাও।"

ডেসডিমোনা চলে গেলে বাবলু প্রবেশ করল কাবুলিমহলে। দুপুরবেলা বলে কাবুলিওয়ালারা তেমন কেউ নেই। সন্ধের পর হলে গমগম করত। এখন সবাই ব্যবসার তাগিদে কেউ সুদ আদায়ে, কেউ হিং বিক্রির কাজে বেরিয়েছে।

মহলের দোতলায় একটি ঘরে গদিতে বসে কথালাপ শুরু হল।

বাবলু বলল, "আপনিই তা হলে আগাসাহেবের ভাই?"

"জি হাঁ। আমার নাম সামসুদ্দিন খান। আমার দাদার নাম আসলউদ্দিন। সবাই ওঁকে আগাসাহেব বলে ডাকে। ঠিক আমারই মতো দেখতে। লেকিন আজ প্রায় ছে মাহিনা হল ওনার কোনও ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে কী!"

"আমার মনে হচ্ছে উনি নিশ্চয়ই কারও শয়তানির জালে ফেঁসে গিয়েছেন। ছে মাহিনা আগে উনি একটা ধান্দা নিয়ে শিমলা গেলেন। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। যে বেড়ালটার কথা তুমি জানতে চাইছিলে, ওই বেড়ালটা ছিল ওঁর প্রাণ। আমি তখন ক'দিনের জন্য এখানে ছিলাম ওই বেড়ালটার দেখভাল করব বলে। তা বেড়ালটা আমাকে একদম মানত না। ফ্যাঁস ফোঁস করত। তাই আমি ওটাকে খেতে দিতাম না। মারধোর করতাম। একদিন তো রাগের চোটে একটা লাথি মেরেই ফেলে দিলাম দোতলা থেকে। অমনই কয়েকটা কুকুরের তাড়া খেয়ে সেই যে ভাগল, আর এল না।"

বাবলু বলল, "আপনার দাদা শিমলায় গেলেন কীসের ধান্দায়?"

"এক বাঙালিবাবু আমার দাদাব সঙ্গে বিশ্বাসঘাত করিয়েছেন। উনি পঁচিশ লাখ টাকাতে একটা প্রপার্টি আমার দাদাকে বিক্রি করেছেন। লেকিন একটা ফল্‌স দলিল সাবমিট করেছেন দাদাকে।"

"বলেন কী!"

"নারকান্দায় একটা আপেল বাগানের শেয়ার ছিল দুই বাঙালিবাবুর। একজন পালবাবু, আর একজন কাঞ্জিলাল। তা পালবাবুর সঙ্গে কাঞ্জিলালের কখনও দোস্তি ছিল না। কেন ছিল না তা এখন বুঝতে পারছি। যাই হোক, দোস্তি না থাকার কারণে পালবাবুর সঙ্গে কাঞ্জিলাল সম্পর্ক রাখবেন না ঠিক করে ওঁর অংশটা ওই বাগানেরই কেয়ারটেকার ফাগু সিংকে বিক্রি করে দেন। ফাগু সিং আমার দাদার কাছ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা কর্জ করে ওই জমি কেনে। কাঞ্জিলাল তাতে জামিনদার হন। লেকিন ফাগু সিং ব্যবসার মন্দা দেখিয়ে সুদ ঠিকমতো দিতে না পারায় কাঞ্জিলালের সঙ্গে দাদার বচসা হয়। কাঞ্জিলাল তখন ওই জমিনটা আমার দাদাকে নিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। দাদাও রাজি হন তাতে। কিন্তু কাজ কাম মিটে যাওয়ার পর জানা গেল দলিলটাই ফল্‌স। এমনকী ফাগু সিং-এর সইটাও জাল। ততক্ষণে কাঞ্জিলালও নাগালের বাইরে। অত টাকার শোকে দাদা তো পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। আমাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রেখে সেই যে গেলেন উনি, আর কোনও খোঁজখবর নেই।"

"অর্থাৎ শিমলায় গিয়ে নির্ঘাত বিপদে পড়েছেন উনি। একদিকে ফাগু সিং অপরদিকে কাঞ্জিলাল, উভয় শত্রু ওঁর।"

"এর কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক পালবাবু পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। আমার তো মনে হচ্ছে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। ওটা ওই শয়তান কাঞ্জিলালেরই কোনও কারসাজি। ওটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটানো হয়। যে ট্রাকের ধাক্কায় ওদের ওইরকম পরিণতি, সেই ট্রাকও বেপাত্তা।"

বাবলু শিউরে উঠল বৃত্তান্ত শুনে। একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ। না এখানে আসবে, না এইসব জানা যাবে। এই পালবাবুই যে কুমকুম ও সোহমের বাবা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এই কাঞ্জিলাল?

বাবলু বলল, "কাঞ্জিলালবাবু এখন কোথায়?"

"উনি এখন মানালিতে হোটেল বিজনেস করছেন। কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে পুরোপুরি হিমাচলবাসী। বিয়েথা করেননি। ব্যাচিলার লোক। চেনেন শুধু টাকা।"

"পালবাবুর অংশটা তা হলে দেখাশোনা করে কে?"

"ফাগু সিং। সব কিছু দেখাশোনা করে, চুরিচামারি করে, নাম কা ওয়াস্তে কিছু টাকা পাঠায় ছেলেমেয়েগুলোর নামে।"

বাবলু সব শুনে বলল, "ঠিক আছে। আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আমরা

খোঁজখবর নিচ্ছি। যদি আপনার দাদা বেঁচে থাকেন, তবে তাঁর একটা খবর আপনি পাবেনই।" বলে নীচে নেমে মহলের বাইরে এল বাবলু।

তারপর চম্পালালের কাছে বিদায় নিয়ে স্কুটারে চেপে একেবারে বেলিলিয়াস পার্কে।

ডেসডিমোনা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "কী! কিছু সুবিধে হল?"

বাবলু বলল, "এখন এ-বিষয়ে কোনও কথা নয়। আগে ঘরে চলো। পরে সব বলব।"

ওরা একটুও দেরি না করে ঘরে ফিরে এল।

॥ ৩ ॥

ওরা যখন ঘরে ফিরে এল, বাবলুদেব বাড়িতে তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে জাঁকিয়ে বসেছে। সকলেরই চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

স্কুটার রেখে গম্ভীর মুখে বাবলু বলল, "তোরা কতক্ষণ?"

বিলু বলল, "অনেকক্ষণ এসেছি। কিন্তু তুই হঠাৎ ভবদুপুবে ডেসডিমোনাকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলি বল?"

"বলব বলব। সব বলব। ওই কালো বেড়ালটাকে তোরা অশুভ বলিস? ওর খোঁজে না গেলে বিবাট একটা চক্রান্তের খবর আমাদের অজানাই থেকে যেত। উঃ কী সাংঘাতিক!"

ভোম্বল বলল, "সাসপেন্সে না রেখে বলেই ফ্যাল না বাবা।"

"জাস্ট এ মিনিট।" বলে একবার বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে ডেসডিমোনাকে বলল, "কুমকুমদের বাড়িতে একবার ফোন করো তো। সোহমকে দরকার।"

ডেসডিমোনা রিসিভার তুলে ডায়াল কবে বলল, "রিং হয়ে যাচ্ছে।"

বিরক্ত বাবলু বলল, "হোপ্‌লেস।"

বাচ্চু বলল, "এবার বলো।"

ভোম্বল বলল, "তাব আগে হালুয়া আর পরোটার পর্বটা শেষ হয়ে যাক। আমি কিন্তু গন্ধে টেব পাচ্ছি।"

ভেতর থেকে মা ডাকলেন, "বাচ্চু-বিচ্ছু একবার এদিকে আয় তো মা।"

মা'র ডাক শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু ভেতরে গেল। তারপব প্লেট ভর্তি হালুয়া আর পরোটা নিয়ে এসে হাতে হাতে দিল প্রত্যেকের।

ওরা খাওয়া শুরু করলে মা চা নিয়ে এলেন।

বাবলু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "কুমকুমের ব্যাপারটা তোরা এতক্ষণে জেনেছিস নিশ্চয়।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। এখানে এসেই শুনলাম। ও নাকি কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এইরকম অসুস্থ শরীর নিয়ে হঠাৎ করে ওর চলে যাওয়ার নেপথ্যে কোন কারণ থাকতে পারে?"

বাবলু বলল, "হয়তো মানসিক অস্থিরতা। আমরা সবাই চলে আসবার পর ভাইবোনে হয়তো মন কষাকষি হয়েছিল।"

ডেসডিমোনা বলল, "সেরকম কিছু হয়েছে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না। বিশেষ করে গতকালের ব্যাপারে সোহম যেরকম অনুতপ্ত তাতে—।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই কেউ অপহরণ করেছে ওকে।"

বিচ্ছু বলল, "প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ির ভেতর থেকে অপহরণ? অসম্ভব! তা ছাড়া সেরকম ঘটনা হলে শুধু কুমকুমই উধাও হবে। বেড়ালটাও সঙ্গে যাবে কেন?"

বাবলু বলল, "এ-ব্যাপারে অবিলম্বে পুলিশকে একবার জানানো উচিত। কী যে করল সোহমটা, কিছু বুঝতে পারছি না।"

বিলু বলল, "ও নিয়ে আমাদের পরে মাথা ঘামালেও চলবে। এখন তোরা এই ভরদুপুরে কোন রহস্য উদ্ধার করে এলি আগে বল?"

বাবলু তখন সব কথা সবিস্তারে খুলে বলল ওদের। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

অনেক পরে বাবলু আবার বলল, "সোহম আর কুমকুম জানেও না তাদের বাবা-মায়ের দুর্ঘটনার নেপথ্যে

আসল কারণটা কী। ওরা হয়তো এখনও বিশ্বাস করে ফার্স্ত সিংকে। মি. কাঞ্জিলালও ওদের সন্দেহের উর্ধ্বে। কিন্তু আমরা যখন একবার জানতে পেরেছি এই নৃশংসতার কথা, তখন ওই চক্রান্তকারীদের একজনকেও আমরা রেহাই দেব না। সেইসঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা করব আগাসাহেবকে খুঁজে বের করবার। অবশ্য যদি উনি বেঁচে থাকেন।"

ডেসডিমোনা বলল, "উনি নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। কোনও কারণে খুন হলে বা মারা গেলে একটা খবর অন্তত আসত। কাগজে বেরোত। হইচই হত। আমার মনে হয় ওঁকে কোথাও গুম করে রাখা হয়েছে। যে কারণে উনি ভাইকে একটা চিঠিও লিখতে পারছেন না। তবে পাণ্ডব গোয়েন্দারা তৎপর হলে আগাসাহেব আবার বিপন্মুক্ত হবেন। শয়তানরাও জব্দ হবে।"

বাবলু বলল, "সবই তো হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু কবতে যাওয়ার আগে যাদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই তারাই তো বেপাত্তা। একজন একেবারেই উধাও, আর একজনের দর্শন যে কী করে পাব তা কে জানে?"

ডেসডিমোনা বলল, "সত্যি, কী যে করল না কুমকুমটা!"

বিলু বলল, "যাই করুক, আমাদের প্রথম কাজই হবে কুমকুমকে খুঁজে বের করা। তারপরে অন্য কাজ।"

বাচ্চু বলল, "মেয়েটা আমাদের রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল।"

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল তারস্বরে।

বাবলু ফোন ধরতেই সোহমের গলা শোনা গেল, "হ্যালো বাবলু, তুমি তোমার দলবল নিয়ে এখনই একবার আসতে পারো আমাদের বাড়িতে? খুব বিপদ। দারুণ একটা চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি আমরা।"

"কীরকম তবু শুনি?"

"কুমকুমকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে খবব আমরা পেয়েছি। ডেসডিমোনার মুখে শুনেছি সব।"

"সম্ভবত ওকেও আর পাওয়া যাবে না।"

"বলো কী!"

"কুমকুমকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমাদের বাড়িব ভেতর সিঁড়িতে কতকগুলো পায়ের ছাপ...।"

"খানিক আগে আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম। বিং হযে যাচ্ছিল। তখন কোথায় ছিলে তুমি?"

"আমি একটু বেবিয়েছিলাম। থানায় গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। অনেক আজেবাজে প্রশ্ন করছে। খারাপ ইঙ্গিত করছে।"

বাবলু বলল, "ওতে উত্তেজিত হোয়ো না। ওরা ওইভাবে চাপ দিয়ে অভিযোগকারীকে নার্ভাস করে আসল সত্যটা জেনে নেয়। যাই হোক, আমরা এখনই যাচ্ছি। তুমি ঘবে থেকো।" বলে ফোন নামিয়ে রাখল।

বাবলু ফোন রাখলে সবাই তাকাল ওর দিকে।

বাবলু ডেসডিমোনাকে বলল, "একবার সোহমদের বাড়ি যেতে হবে। ওর ধারণা কুমকুমকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে ও তোমারও বিপদের আশঙ্কা করছে। ব্যাপারটা কী? তুমি কি কোনও কিছু চেপে গেছ আমার কাছে?"

ডেসডিমোনার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "কোনও কিছু গোপন না করে সব আমাকে বলো। বুঝতেই পারছ কী চরম সন্ধিক্ষণে এসে হাজির হয়েছি আমরা। একদিকে কুমকুমের অপহরণ, অন্যদিকে ওদের মা-বাবার অস্বাভাবিক মৃত্যুব নেপথ্যে হত্যার রহস্য। তার ওপর শিমলার সন্ত্রাসে আগাসাহেব। সেইসঙ্গে তুমিও এখন সংকটজনক মুহূর্তে।"

ডেসডিমোনা সভয়ে দু' হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, "না। আমি কোনও কিছুই গোপন করব না। সব বলব তোমাদের। কুমকুমের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। এক স্কুলে পড়েছি। এক কলেজে পড়ি। দুর্ঘটনায় ওদের মা-বাবা মারা যাওয়ার পর ওরা দু' ভাইবোন যখন দিশা হারায় সেই সময় সোহম ঠিক করে নারকান্দার আপেল বাগানের মালিকানাটা আর ওদের রাখবার কোনও দরকার নেই। এতদিন ওদের বাবাই সব কিছু করতেন, হিসেবনিকেশ রাখতেন। কিন্তু এখন ওসব করবে কে? তাই ও ঠিক করল ওই বাগানটা বিক্রি করে কুলু, মানালি কিংবা মারহিতে গিয়ে হোটেল খুলে ব্যবসা করবে। তবে হাওড়ার পাট একেবারেই চুকোবে না। এ-বাড়িটা যেমন আছে তেমনই থাকবে। কিন্তু কুমকুম রাজি হয় না তাতে। ওই আপেল বাগান বিক্রিতে দারুণ আপত্তি ওর। বলল, ওই বাগানের সঙ্গে ওদের বাবা-মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অতএব ওই নাম মুখে আনা নয়। ওই বাগান থেকে কিছু আসুক না আসুক ও যেমন আছে তেমনই

থাকবে। বিশেষ করে কাঞ্জিলালবাবু তাঁর শেয়ার বিক্রি করার পরও উনি ওঁর অংশটি শত প্রলোভনেও কাউকে বেচে দেননি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা শুনে যেতে লাগল।

বাবলু বলল, "অর্থাৎ বাগানটি ছিল ওঁর প্রাণ।"

"ঠিক তাই। হবে নাই বা কেন? ওই বাগানের আপেল এমনই সুস্বাদু যে, তা না খেলে বুঝতে পারবে না। যাই হোক, ইতিমধ্যে মি জালান নামে এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সোহম। এই ব্যবসায়ী অনেকদিন ধরে বাগানটি কিনে নেওয়ার জন্য ঘুরঘুর করছিলেন সোহমের বাবার কাছে। এখন সোহম তাঁকেই বাগানটি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। মি জালান একজন ঝানু বিজনেসম্যান। কুলুর কাছে কাতরাইনে ওর নানারকম ব্যবসা আছে। কলকাতার মার্কেটে কুলুর শাল, চাদর নিয়ে এসে বিক্রি করেন উনি। অজিত সিংহ নামে এক হিমাচলী যুবকের মাধ্যমেই আনা নেওয়া হয় সব। সোহম জালানকেই জমিটা বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু কুমকুম একেবারেই না করে দিল। ইতিমধ্যে অগ্রিম হিসেবে প্রায় দশ লাখ টাকা জালানের কাছ থেকে নিয়েছিল সোহম।"

"কুমকুম এ-কথা জানত?"

"না, জানত না।"

"সেই টাকা নিয়ে ও কী করল?"

"এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে টিভি সিরিয়াল করতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়াল।"

"তারপর?"

"তারপরই হল বিপর্যয়। কুমকুম বেঁকে দাঁড়ানোয় সোহম পড়ে গেল মহা বিপদে। কেন না জালান কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয়। তার দাবি, এক মাসের মধ্যে হয় তার সব টাকা সুদসহ ফেরত দিতে হবে, নয়তো বাগানের মালিকানা পাইয়ে দিতে হবে ওকে। এই নিয়ে জালান একদিন ওর দু'জন গুন্ডাকে সঙ্গে করে সোহমদের বাড়িতে এসে খুব শাসিয়ে গেল ওদের দু' ভাইবোনকে। তখনই ফাঁস হয়ে গেল টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা। কুমকুম দারুণ রেগে দাদার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। উত্তেজিত জালানও নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগল কুমকুমকে। এমন ভাব দেখাতে লাগল, যেন পারলে ছিঁড়ে ফেলে। আর ঠিক তখনই বেড়ালটা এক কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ করে জালানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আঁচড়ে কামড়ে এমন অস্থির করে তুলল যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধন। বেড়ালের আক্রমণে জালানের একটা চোখ তো গেলই, উপরন্তু মুখের চেহারাও নখের আঁচড়ে বীভৎস হয়ে উঠল।"

বাবলু বলল, "এর পরেও সোহম ওই বেড়ালটাকে মারবার চেষ্টা করে কোন বুদ্ধিতে?"

"আসলে ওইদিনের পর থেকে বেড়ালটা সোহমের ওপরও হিংস্র হয়ে উঠেছিল।"

"যাক। তারপর কী হল?"

"তারপরের ব্যাপারটা থেমে গেল ওইখানেই। কিন্তু সোহম খুব ভয়ে ভয়েই রইল। অবশেষে আমিই ওকে যুক্তি দিলাম, জালানকে না ঘাঁটিয়ে এবং কুমকুমকেও না জানিয়ে জমিটা বেচেই দাও ওকে। কেন না একদিকে কাঞ্জিলালবাবু ওদের শত্রু। অন্যদিকে জালান। কাঞ্জিলালবাবু যদিও তাঁর অংশ বিক্রি করে দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন তবুও তাঁর মনের মধ্যে আক্রোশ একটা রয়েই গেছে। এমত অবস্থায় কলকাতায় বসে নারকান্দার আপেল বাগানের দেখাশোনা করা বা ব্যবসা করা ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তা আমার কথামতো সোহম তাই করল। আর কুমকুমের নামের সইটা আমিই করে দিলাম। ওরা টেরও পেল না। ভাবল কুমকুম ভয় পেয়েই হয়তো সইটা করে দিয়েছে। তা সইসাবুদ সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরই গোলমালটা চরমে উঠল। ওই জমির ব্যাপারে আর একটি টাকাও দিতে রাজি হল না জালান।"

"সে কী? কত টাকার রফা হয়েছিল?"

"পঁচিশ লাখ। তার মধ্যে দশ লাখ টাকা আগেই দিয়েছিল। পনেরোটা মেরে দিল।'

"এরকম করল কেন?"

"কারণ আছে। জালানের বক্তব্য, এই জমিকে কেন্দ্র করে বেড়ালের আক্রমণে যখন ওর একটা চোখকেই খোয়াতে হয়েছে তখন ওই জমির জন্য আর একটি টাকাও দেবে না ও। সোহমও তখন বেপরোয়া। বলল, 'ঠিক আছে। ওই জমি তুমি কী করে ভোগ করো আমিও দেখে নেব। প্রথমত, আমার বোনের নামে যে সইটা দলিলে আছে সেটা আমার বোনের সই-ই নয়। ওটা জাল। দ্বিতীয়ত, আমার বোন এখন নাবালিকা। প্রয়োজনে কোর্টে যাব আমি।' "

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "এই কথা ও বলে এল জালানকে?"

"হ্যাঁ। এবং তখন থেকেই ফুঁসতে লাগল জালান। উড়ো চিঠিতে আমাকে শাসাতে লাগল। কেন না সন্দেহর কাঁটাটা ঘুরে গেল আমার দিকে। তার কারণ ওরা আমাকে বিভিন্ন সময়েই কুমকুমের পাশে দেখেছে। অতএব বাবলু, কুমকুম যে নিজের ইচ্ছেয় কোথাও চলে গেছে তা বলে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না। ওরা কুমকুমকে কিডন্যাপ করেছে। সেইসঙ্গে বেড়ালটাকেও। এর পরে সোহমকেও কিডন্যাপ করবে। তারপরে আমাকেও।"

বাবলু বলল, "চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গেলে এইরকমই হয়। তা ছাড়া আগুন নিয়ে কখনও খেলা করতে নেই। ওদের ভাবগতিক দেখে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই পরিবারটাকে নিশ্চিহ্ন ওরা করবেই।"

বিলু সব শুনে বলল, "কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, জালানের মতো একজন ঝানু ব্যবসাদার সোহমের মতো একটা বাচ্চা ছেলের হাতে অত টাকা তুলেই বা দিল কোন সাহসে?"

ভোম্বল ফোঁস করে উঠল, "সোহম বাচ্চা ছেলে? চালুপুরিয়া একখানি। জালানের মতো অবাঙালি ব্যবসায়ীকে যে কি না টক্কর দিতে যায় সে কি কম? তাই মনে হয় ওর প্রকৃতি বুঝেই ওকে টাকা দিয়েছে জালান।"

বাবলু ডেসডিমোনাকে জিজ্ঞেস করল, "সোহমের বয়স কত?"

ডেসডিমোনা বলল, "তা আঠারো-কুড়ি হবে। তবে কি না ওকে যতটা ছেলেমানুষ মনে করছ তা ও নয়। ব্যবসার ব্যাপারটা ও কিন্তু ভালই বোঝে। শুধুমাত্র নারকান্দার আপেল বাগানের ব্যাপারে ওর কোনও উৎসাহ নেই। তার কারণ যৌথ সম্পত্তির অধিকারী হতে ওর মন কিছুতেই সায় দেয় না। ওই আপেল বাগানের অংশ নিয়ে কাঞ্জিলালবাবুর সঙ্গে ওঁর বাবার সবসময় একটা না একটা ঝামেলা লেগেই থাকত। তাই ও ওই টাকায় হোটেল ব্যবসা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভুল করল টিভি সিরিয়ালের ফাঁদে পড়ে।"

"ওদের ওই আপেল বাগানের বাৎসরিক আয় কত ছিল?"

"অনেক, অনেক টাকা। এখনও ওদের বাবা-মা যা রেখে গেছেন ওদের জন্য, তাতে সারাজীবন আর কোনও কিছু না করলেও ভালভাবেই চলে যাবে ওদের দিন। কাজেই সেই বাগানের লোভে দশ লাখ টাকা সোহমের হাতে তুলে দিতে একটুও হাত কাঁপেনি জালানের। তা ছাড়া ওই টাকাটাও ওর কালো টাকা।"

বাবলু বলল, "সাদা কালো যাই হোক, টাকা টাকাই। এখন চলো সোহমের সঙ্গে দেখা করে ওর মুখ থেকে কিছু শুনে আসি।"

ওরা আর দেরি না করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই রওনা হল সোহমদের বাড়ির দিকে। ডেসডিমোনা ওর সাইকেল নিয়ে আগে আগে চলল। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা চলল স্কুটার নিয়ে ওর পেছনে। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধে নেমে আসছে। খানাখন্দয় ভরা ভারতের সুইজারল্যান্ড হাওড়া শহর তখন নিষ্প্রদীপ।

সোহমদের বাড়ির সামনেটায় তখন একটু জমজমাট। মন্দিরতলার বাসস্ট্যান্ড কাছেই। তাই আলো আছে। সরকারি আলো নয়, জেনারেটরের। সোহমদের বাড়িতেও আলো জ্বলছে।

ওরা ডোর-বেলে চাপ দিল। কিন্তু লোডশেডিং-এর কারণে ডোর-বেল বাজল না।

ডেসডিমোনা বেশ জোরেই কয়েকবার ধাক্কা দিল দরজায় কিন্তু তাতেও ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

এবার পঞ্চুও অধৈর্য হয়ে ভৌ ভৌ করে ডাকতে শুরু করল।

বাবলু বলল, "তাই তো! ব্যাপার কী বল তো? ও কি বাড়িতে নেই? না হলে এত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিচ্ছে না কেন?"

ডেসডিমোনা বলল, "না থাকতেও পারে। এদের দরজাটা এমনই এক লক সিস্টেমের যে, মানুষ ভেতরে আছে কি বাইরে আছে তা বোঝা যায় না। হয়তো ও বিশেষ কোনও প্রয়োজনে বাইরেই গেছে। জেনারেটর লাইন চালু ছিল, তাই আলো জ্বলছে ভেতরে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমাদের আসতে বলে এইভাবে ওর চলে যাওয়াটা ঠিক হল কী?"

এমন সময় পাশের গলিতে ধুপ করে একটা শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বিকট একটা চিৎকার করে কার দিকে যেন তেড়ে গেল পঞ্চু।

বোঝাই গেল সোহমদের বাড়ির দোতলার কার্নিশ বেয়ে নেমেছে কেউ। নিশ্চয়ই কোনও চোর। চুরি করতে এসেছিল। চোরটা লাফিয়ে পড়েই পঞ্চুর তাড়া খেয়ে 'বাবা রে মা রে' করে ছুটতে লাগল। পথচারী কিছু লোকেও তখন ধাওয়া করল চোরটাকে। সবাই চিৎকার করতে লাগল, "চোর— চোর।"

চোরের ভাগ্য ভাল। হঠাৎ একটি সরকারি বাসের হাতল ধবে ঝুলে পড়ল সে।

সবাই চেঁচাতে লাগল, "রোখো—রোখো—রোখো।"

বাসের তখন ঝড়ের গতি।

ভোম্বল আক্ষেপ করে বলল, "যাঃ, পালিয়ে গেল লোকটা!"

বাবলু ততক্ষণে ওর স্কুটারে বিলুকে বসিয়ে নিয়েছে। বলল, "যাবে কোথায় বাছাধন। ঠিক ধরব ওকে দ্যাখ।"

পঞ্চু তখন নিষ্ফল আক্রোশে চিৎকার করছে। করবেই তো! ও যেখানে তাড়া করেছে সেখানে অনেক লোক চোরটাকে ধাওয়া করায় ওর ছোটার গতি ব্যাহত হযেছে। তবুও কামড় একটা দিয়েছে। তবে সেটা পায়ে নয়, জুতোয়। ফলে জুতোটা খুলে রয়ে গেছে পঞ্চুর মুখে। পঞ্চু সেটা আঁচড়ে কামড়ে রাগে গরগর করতে লাগল।

বাবলু তো বিলুকে নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলল বাসটিকে ধরবে বলে। কিছুক্ষণেব মধ্যেই বাসটিকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল। পদ্মপুকুরের কাছে যাত্রী নেওয়ার জন্য থেমেছিল বাসটা। কিন্তু থামলে কী হবে? যাত্রীরা বলল, চোরটা নাকি বাসে উঠেই যাত্রীদের চেঁচামেচিতে মারধোর খাওয়ার ভয়ে আবার চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যায়।

তাই ব্যর্থ হয়েই আবার ফিরে এল ওরা।

ইতিমধ্যে লোডশেডিং দূর হয়ে আবার আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে চার্বদিক।

বাবলু, বিলু ফিরে এলে ভোম্বল বলল, "কী হল? ধরতে পারলি না বাসটাকে?"

বাবলু বলল, "নাঃ। বাসের নাগাল পেলেও চোরটাকে পেলাম না। সে ঠিক তালমতো কেটে পড়েছে।"

"এখন তা হলে কী করবি? ফিরে যাবি?"

"ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।" বলে বিলুকে বলল, "তুই এক কাজ কর। পাইপ বেয়ে ওপরে ওঠ। তারপর ভেতবে ঢুকে দ্যাখ ঘরের অবস্থাটা কী। পারলে দরজাটা খুলে দে।"

ডেসডিমোনা বলল, "না। যে কেউ দরজা খুলতে পারবে না। চাবি ছাড়া ওই দবজা খোলা অসম্ভব।"

ভোম্বল বলল, "কোনও গেরস্ত বাড়িতে কখনও এইরকম দরজা কেউ করে? হঠাৎ করে কোনও বিপদ হলে, বাড়িতে আগুন লাগলে, চাবি হারালে তো বিপদের শেষ থাকবে না।"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। দেখছি আমি কতদূর কী করা যায়।" বলে ভোম্বলের সাহায্যে চটপট পাইপ বেয়ে উঠে পড়ল দোতলায়। ও একা নয়, ভোম্বলও উঠল।

একটু পরেই নীচে নেমে দরজা খুলে দিল ওরা।

ডেসডিমোনা বলল, "কী আশ্চর্য! এ-দরজা তোমরা খুললে কী করে?"

বিলু চাবিটা দেখিয়ে ওদের ভেতরে আসতে বলল। বিলু, ভোম্বল দু'জনেরই মুখ খুব গম্ভীর।

ওরা ভেতরে ঢুকেই দেখল অর্ধ অচেতন সোহম হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় সোফার ওপর পড়ে আছে। মেঝেয় পড়ে আছে একটা রুমাল।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ব্যাপারটা কী?"

বিলু বলল, "ব্যাপার অন্য কিছুই নয়। যে লোকটা এই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল সে আসলে জালানেরই লোক। মনে হয় মূল দলিলটার খোঁজেই সে এসেছিল। লুকিয়ে ঘরে ঢুকে সোহমকে একা পেয়ে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে ওকে আচ্ছন্ন করে। তারপর হাত পা মুখ বেঁধে তছনছ করে গোটা ঘর। আমরা এসে পড়ায় বেকায়দা বুঝে কেটে পড়ে।"

ভোম্বল ততক্ষণে বন্ধনমুক্ত করেছে সোহমকে।

তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে বিছানায় শুইয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে বাতাস করতেই ওর জ্ঞান ফিরে এল।

বাবলু বিলুকে বলল, "চাবিটা তোরা পেলি কোত্থেকে?"

বিলুর হয়ে ভোম্বল বলল, "টিভির মাথায় রাখা ছিল।"

ডেসডিমোনা, বাচ্চু আর বিচ্ছু তখনও সোহমের পরিচর্যা করছে।

বাবলু বলল, "এরা দেখছি খুবই বিপজ্জনক। দুপুরে এসে কুমকুমকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। এখন এসে সোহমের হাল খারাপ করল। কী ভাগ্যিস প্রাণে মারেনি ছেলেটাকে! একটা রড-ফড মাথায় মারলেই হয়েছিল আর কী।"

ডেসডিমোনা বলল, "মারেনি এই কারণে যে, মারলেই তো সব শেষ। এখন কুমকুমকে আটকে রেখে ভয় দেখাবে ওকে। ব্ল্যাকমেল করবে নানাভাবে।"

বাবলু বলল, "তোমার ধারণাই ঠিক। না হলে মেরেই ফেলত।"

সোহম তখন একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসেছে। বাবলুরাও সবাই গিয়ে বসল ওর পাশে।

ডেসডিমোনা এক গেলাস জল এনে ওকে খেতে দিল।

জল খেয়ে সোহম বলল, "আমার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি সবার জন্যই চায়ের ব্যবস্থা করো। আর শোনো, কয়েকটা গজা আর অমৃতি কিনে রেখেছি। ওগুলো সবাইকে ভাগ করে দাও।"

বাবলু বলল, "খাওয়ার ব্যাপারটা পরে। আগে আমরা তোমার কথা শুনি।"

"সব বলব। খেতে খেতেই কথা হবে। উঃ, কী ভয়ংকর দিন একটা গেল আজ!"

বাচ্চু বলল, "এখনও যায়নি। আমরা চলে যাওয়ার পর আজ সারাটা রাত যে কীভাবে কাটবে তোমার, তাই তো ভাবছি। আচ্ছা, এই আততায়ী কি জালানেরই লোক?"

সোহম ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"

এ-বাড়ির সবকিছুই ডেসডিমোনার পরিচিত। তাই সহজেই সকলের জন্য চা তৈরি করে ফেলল কয়েক কাপ। তারপর গজা ও অমৃতি পরিবেশন করে চা ঢেলে দিল প্রত্যেকের কাপে।

খেতে খেতেই সোহম বলল, "দুপুরের ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক। কুমকুমকে সুস্থ দেখে বেলা এগারোটা নাগাদ আমি গেছি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে...।"

বাবলু বলল, "আড্ডা দিতে নয়, জুয়া খেলতে।"

সোহমের মুখটা থমথমিয়ে উঠল। বলল, "কী যা-তা বলছ তুমি?"

ডেসডিমোনাও কেমন যেন শুকিয়ে গেল বাবলুর কথা শুনে।

সোহম একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ডেসডিমোনাকে। তারপর বলল, "সে যাই হোক, ফিরে এসে দেখি কুমকুম নেই। নেই সেই বেড়ালটাও। সিঁড়ির কাছে কয়েকটা পায়ের ছাপ। অল্প ধস্তাধস্তির চিহ্ন।"

ডেসডিমোনা বলল, "কই, এ কথা তুমি তখন বলোনি তো আমাকে? তুমি তো বললে সে নাকি কোথায় চলে গেছে।"

"ইচ্ছে করেই বলিনি। তার কারণ আমি তখন দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "মিথ্যে কথা। ভয় পাওয়ার ছেলেই তুমি নও।"

"এর পরে থানায় গেলাম মিসিং ডায়রি লেখাতে। তা ডায়রি তো লেখালেনই না দারোগাবাবু। উলটে অনেক খারাপ খারাপ কথা শোনালেন।"

"সেটা তোমাকে চেনেন বলেই।"

বাবলুর এই ধরনের কথাবার্তায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতচকিত হয়ে গেল। কেন যে সে এইভাবে আঘাত করছে সোহমকে, তা ওরা বুঝতেই পারল না।

সোহম কিন্তু একটুও উত্তেজিত হল না বাবলুর কথায়।

বাবলু বলল, "থানায় তুমি কখন গিয়েছিলে? ঠিক ক'টার সময়?"

"টাইমটা মনে নেই। তা ধরো না কেন বারোটার পর।"

"অথচ বিকেলে আমি যখন তোমাকে ফোন করেছিলাম তখন এখানে রিং হয়ে যাচ্ছিল। তুমি আমায় ফোন করলে আমি যখন জানতে চাইলাম রিং হয়ে যাওয়ার কারণ, তখন তুমি অনায়াসে বলে দিলে তুমি সেই সময় থানায় গিয়েছিলে। এত মিথ্যে কথা কেন যে তুমি বলছ তা আমি বুঝতে পারছি না। এখন বলো, দুষ্কৃতীরা কুমকুমকে নিয়ে গেল কোন পথ দিয়ে?"

"ওরা ওকে এই দরজা দিয়েই নিয়ে গেছে।"

"কিন্তু লক সিস্টেমের এই দরজা ওরা খুলল কী করে?"

"কুমকুমের কাছে যে চাবি ছিল সেই চাবি দিয়েই খুলেছে। বাইরের গলির মুখে গাড়ি রেখে এসেছিল, তাতে করেই নিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, এমন জমজমাট জায়গা, এত লোকজন এখানে, তবুও প্রকাশ্য দিবালোকে এখান থেকে একটা মেয়েকে দুষ্কৃতীরা উঠিয়ে নিয়ে যায় কীভাবে?"

"এইসব কাজে ওরা দারুণ অভ্যস্ত বাবলুভাই। এমনভাবে লোকের চোখে ধুলো দেয় ওরা যে, কেউ বুঝতেও পারে না কীভাবে কী হল।"

ঘরের মধ্যে তখন সুচ পড়লেও বুঝি শব্দ হবে।

বাবলু বলল, "এবারে বলো, যে লোকটা তোমার এমন অবস্থা করল তাকে তুমি চেনো?"

"চিনি। জালানের পোষা গুন্ডা। ওর নাম হ্যারি। হ্যারি আর লুইস দু'জনেই একসঙ্গে কাজ করে জালানের হয়ে। ওরাই এসে উঠিয়ে নিয়ে গেছে কুমকুমকে। এখন হ্যারি এসেছিল আমাকে ভয় দেখাতে।" বলে ডেসডিমোনার দিকে একবার তাকাল সোহম।

ডেসডিমোনা বলল, "কোনও কিছুই আমি গোপন না করে ওদের সব কথাই খুলে বলেছি।"

"ভালই করেছ। তবে আমাব ব্যাপারে বেশি কথা না বললেই পারতে।"

"তোমার ব্যাপারে আমি কোনও কথাই বলিনি ওদের।"

"ওরা তা হলে এতসব জানল কী করে?"

বাবলু বলল, "তার উত্তবটা আমি দিচ্ছি।" বলে ওর কাঁধে ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ডায়রি বের করে বলল, "এটা কী বলো তো?"

"কুমকুমের ডায়রি ওটা। ও তুমি কোথায় পেলে?"

"এখানেই। এইমাত্র তোমাদের বাড়িতে এসেই পেয়েছি। হ্যাবি এসে সবকিছু তছনছ কবে টেনেটুনে বের না করলে এটা আমার হাতে আসত না। ওরা সবাই যখন তোমাকে বন্ধনমুক্ত করতে ব্যস্ত ছিল সেই সময়ই আলমারির কাছ থেকে আমি কুড়িয়ে পাই এটা। এতে কী লেখা আছে জানি না। তবে প্রথম পাতায় চোখ রেখেই যা আমার চোখে পড়ল তা দেখেই এত কথা বললাম। এই দ্যাখো কুমকুম কী লিখেছে। ও লিখেছে, "বাবা-মা এত শাসন করেও দাদাকে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি। ও কিছুতেই বদ ছেলেগুলোর সঙ্গ ছাড়ে না। আমার প্রিয় বান্ধবী ডেসডিমোনার বাবা ওকে নাকি জুয়া খেলতেও দেখেছে। এই বয়সে রেসের মাঠেও যায় বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে। এক-একসময় ভাবি কী যে হবে ওর! অথচ ওকে নিয়ে বাবা মায়ের কত আশা ছিল। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর ও দিনকে দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দু' হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। ও এখন পাক্কা জুয়াড়ি।"

শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সোহম, "এইসব লিখেছে কুমকুম?"

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই লিখেছে। আবও অনেক কথা লিখেছে। সেসব কী, তা এখনও পড়ে দেখবার সময় পাইনি। আজ রাতে আগাগোড়া সব খুঁটিয়ে পড়ব। তা যাক, তোমার বোনেব এই অপহরণেব ব্যাপাবে যদি কিছু তোমার বলবার থাকে, আমাদের বলতে পারো।"

সোহমকে খুব অসহায় মনে হল এবার। ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ও বলল, "বাবলুভাই! তোমার কাছে কিছুই আমি লুকোব না। আমার কুমকুমকে ওদের কবল থেকে যেভাবেই হোক উদ্ধার কবো তুমি। আমার সম্বন্ধে ও আর কী লিখেছে জানি না, তবে তুমি যা যা বললে তার সবই সত্যি। ওকে হারিয়ে আমি নিজেকে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তোমাদের ডাকিয়ে এনেছি আমি। ওই রাহুব গ্রাস থেকে কুমকুমকে তোমরা ফিবিয়ে নিয়ে এসো।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "চেষ্টা করব। আমার একার শক্তিতে তো কিছু হবে না। আমাদেব সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। এমনকী এই ব্যাপারে তোমারও সহযোগিতা চাই। ডেসডিমোনা তো আমাদেব সঙ্গেই আছে। ঘটনার গতি যা, তাতে প্রয়োজনে হয়তো আমাদের শিমলাতেও যেতে হতে পারে।"

"তোমাদের যাতায়াতের সমস্ত খরচ খরচা আমি দেব।"

"ওসব পরে। আমরা আমাদের ইন্টারেস্টেই যাব। সফল হলে তখন যা পারো দিয়ো। এখন তোমার মুখ থেকে তোমাদের পরিবারের কথা শুনতে চাই। যদিও ডেসডিমোনার মুখে অনেক কিছুই শুনেছি।"

সোহম বলল, "আমার বাবা একটি বিদেশি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সংস্থার মালিক ছিলেন জনসনসাহেব। ওই একই সংস্থায় কাঞ্জিলালবাবু নামেও একজন ছিলেন। কোম্পানির কাজে এঁরা দু'জনেই হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়ই যেতেন। রামপুব, সোলান, কশৌলি, শিমলা, কুফরি, নারকান্দা, কুলু, মানালি ইত্যাদি জায়গায়। তা সে যাই হোক, জনসনসাহেব বয়সের কারণে ব্যবসার পাট চুকিয়ে এদেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় নারকান্দার ওই আপেল বাগানটি আমার বাবা ও কাঞ্জিলালবাবুকে উপহার হিসেবে দিয়ে যান। ওই বাগানের বাৎসরিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। ফার্গু সিং নামে ওইখানকারই একজন লোক বাগানটি দেখাশোনা করে। এদিকে বেশ কয়েক বছর হল বাগানের আয় আগের মতো না হওয়ায় বাবা একটু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন ওই ফার্গু সিং-এর সঙ্গে কাঞ্জিলালবাবুর অন্য একটি আঁতাত থাকার ফলে এইরকম হচ্ছে। লাভের টাকাব সিংহভাগই মেরে দিচ্ছে ওরা দু'জনে। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কাঞ্জিলালবাবুর তীব্র

মতভেদ হয়। জোচ্চুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় কাঞ্জিলালবাবু নিজমূর্তি ধরেন। কোথা থেকে যেন ওই শয়তান জালানকে ধরে নিয়ে এসে জ্বালাতন করতে থাকেন বাবাকে। বলেন, "আমাকে যদি এতই অবিশ্বাস তো এই জালানকে আপনার অংশটা বেচে দিন। ইনি আপনাকে উপযুক্ত দাম দেবেন।" বাবাও জবাব দেন, "কাঞ্জিলালবাবু, আপনার কারণে এই বাগান যদি আমাকে সত্যিই বেচে দিতে হয় তা হলে আমি তা এমন একজনকে দেব যিনি আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। আর এই ব্যাপারে কালকার শার্দূল সিংই হচ্ছেন উপযুক্ত লোক।"

একটু থেমে সোহম আবার বলল, "একেবারে জোঁকের মুখে নুন। কাঞ্জিলালবাবু, জালান, সবাই ভেগে গেলেন। এর পরই কাঞ্জিলালবাবু তাঁর অংশটা বিক্রি করে দিলেন ফার্গু সিংকে।"

বাবলু বলল, "কত টাকায় বিক্রি হল জমিটা?"

"শুনেছি পঁচিশ লাখ টাকায়।"

"অত টাকা ফার্গু সিং পেল কোত্থেকে? তোমাদের ওই বাগান দেখাশোনা করে অনেক আয় করেছে বলো?"

"তার আমি কিছুই জানি না।"

"আমি জানি। এমনকী এই ব্যাপারে আগাসাহেব নামে একজন কাবুলিওয়ালাকেও ফাঁসানো হয়েছে।"

সোহম চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "তুমি কী করে জানলে এসব?"

"আমাকে প্রশ্ন কোরো না। তারপর?"

"তারপর ফার্গু সিং-এর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় আমাদের ব্যবসা চলতে থাকল। তবে কি না আগের মতো সেইরকম রমরমা ব্যবসা আর হল না। আসলে বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে যা হয় আর কী। তার ওপরে কাঞ্জিলালবাবুর প্রভাব তো ছিলই ওখানে। বিশেষ করে উনি এখন কলকাতার পাট চুকিয়ে পুরোপুরিভাবে মানালিরই অধিবাসী।"

বাবলু বলল, "আমি তো জানি হিমাচলিরা অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসী হয়।"

"ঠিকই জানো, তবে কি না কাঞ্জিলালবাবু তো হিমাচলপ্রদেশের লোক নন। ফার্গু সিং অসৎসঙ্গে পড়ে এইরকমটা হয়েছে। তা ছাড়া আরও জেনে রাখো। পাহাড়িরা পাহাড়িই। কিন্তু ব্যবসার ধান্দা যারা করেছে তারা কিন্তু পুরোপুরি বেনিয়া, তোমার ব্যাগ থেকে দশ-বিশ হাজার টাকা পড়ে গেলে ওরা যদি কুড়িয়ে পায় তা হলে ঠিক পৌঁছে দেবে তোমার হাতে, না হলে থানায় জমা দেবে। কিন্তু কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধস নেমে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেলে যে হোটেলের দুশো টাকা ঘরভাড়া সেই হোটেলেই দু' হাজার টাকা চাইবে। কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও তখন মন ভিজবে না ওদের।"

বাবলু বলল, "তোমার তো দেখছি দারুণ অভিজ্ঞতা। অথচ তোমার মতো ছেলে অমন বদ সঙ্গ বেছে নিল কেন?"

"আমি ভাল হতে চাই বাবলুভাই। আসলে বাবা সবসময় বাইরে বাইরে থাকতেন, আর আমাদের হাতে অপর্যাপ্ত টাকা। তারই ফলে এইরকমটা হয়েছে। নিখরচায় আমোদফুর্তি করার জন্য অনেক সঙ্গীও জুটে গেল আমার। তাদের পাল্লায় পড়ে আমিও তাদের মতোই হয়ে গেলাম। অথচ আমাকে নিয়ে আমার বাবার কতই না স্বপ্ন ছিল! আমি বড় হলে আমাকে ওই বাগানের দায়িত্ব দেবেন। মানালিতে হোটেল ব্যবসা করাবেন। বিপাশা নদীর ধারে এই ব্যাপারে একটা জমিও নেওয়া আছে আমাদের। কুমকুমের ভাল ঘরে বিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর সব স্বপ্ন জল হয়ে গেল অকালমৃত্যুতে। বাবা-মা দু'জনেই চলে গেলেন।"

"তোমার কি মনে হয় ওঁদের এই মৃত্যুটা স্বাভাবিক?"

"এখন মনে হচ্ছে, না।।"

"এই ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা করেছ তুমি?"

"করেছি। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। কখনও মনে হয়েছে কাঞ্জিলালবাবু ও জালানের চক্রান্তেই বাবা-মায়ের ওইরকম পরিণতি। আবার পুলিশ রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। আর সেটা মনে হতেই আমার যত রাগ গিয়ে পড়ে ওই বেড়ালটার ওপর। কেন না ওই পাপটা ভিটেয় ঢোকার পর থেকেই আমাদের যত অশান্তি।"

"কিন্তু তোমাদের আপেল বাগানের সমস্যাটা তো তারও আগে থেকে।"

"তা অবশ্য ঠিক। যাই হোক, বাবা-মা দু'জনেই চলে যাওয়ার পর কুমকুমকে বললাম ওই আপেল বাগান নিয়েই যখন এত অশান্তি তখন এক কাজ করা যাক, জালানকেই বাগানটা বেচে দিই আয়। দিয়ে মানালিতে

গিয়ে চুটিয়ে হোটেলের ব্যবসা করি। প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা করে নিয়ে নিজেরা বসে থেকে দেখাশোনা করব। তারপর একজন কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দেব বাকিটা করে দেওয়ার জন্য। তা ও কিছুতেই রাজি নয়। বলে কি না বাবা-মায়ের এই স্মৃতিমন্দির ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আচ্ছা বাবলুভাই, তুমিই বলো তো, যে বাড়িতে বাস করলে অহরহ বাবা-মায়ের কথা মনে পড়বে, যেখানে ঢুকতে-বেরোতে কোনও সময়েই তাঁদের দু'জনকে আর বারেকের তরেও দেখতে পাব না, অযথা সেখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থেকে দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী? বিশেষ করে মানালিতেও আমাদের যখন থাকবার মতো একটু কিছুর ব্যবস্থা আছে।" বলে একটু দম নিয়ে আবার বলল, "তোমরাই বলো তো ভাই, আমার প্রস্তাবটা কি খারাপ ছিল? আমি হয়তো বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে খুব একটা বাজে ছেলে হয়ে গেছি। কিন্তু আমার ভেতরেও তো কাব্যিক মন একটা থাকতে পারে?"

বাবলু প্রসন্ন হাসি হেসে বলল, "অবশ্যই।"

সোহম প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বাবলুকে বলল, "তুমি বা তোমরা কেউ মানালিতে গেছো?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই বলল, "না।"

বাবলু বলল, "তবে এইবার যাব।"

"যদি কখনও যাও তো দেখবে কী দারুণ লোভনীয় জায়গা। মনে পড়বে সেই বিখ্যাত কবিতাটা, 'বিয়াস ওগো সুন্দরী বিপাশা, জীবনের মিটাতে পিপাসা...।' সত্যিই তাই। মানবজীবনের অনন্ত পিপাসার নিবৃত্তি যেন বিপাশাতেই। ওর সৌন্দর্যেরও যেমন শেষ নেই, প্রাকৃতিক পরিবেশেরও তেমনই তুলনা হয় না। ওই সুন্দরী বিপাশার তীরে বসে থাকলে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাবে তা টেরও পাবে না। ওখানে বসে কাছে-দূরের বরফের মুকুট পরা পাহাড়গুলোর দিকে তাকালে মনে হবে স্বর্গ বুঝি কোথাও নেই, এখানেই আছে। কত দেশ দেশান্তরের লোক হিমালয়েব ওই দিব্য মনোহর রূপ দেখবাব জন্য ছুটে যায়, অথচ কুমকুম রাজি নয়। আমার জীবনের ওটাই শ্রেষ্ঠ আক্ষেপ বাবলুভাই। অমন রমণীয় পরিবেশে থাকাব মতো নিজস্ব জায়গা যখন আছে, দু' হাতে খরচ করবার মতো অপর্যাপ্ত টাকাপয়সাও যখন আছে আমাদের, তখন আমরা কেন এই হাওড়ায় পড়ে থাকব বলো তো? তা ছাড়া হাওড়ার বাড়িটা তো আমবা বিক্রি করে দিচ্ছি না। সময় পেলেই মাঝেমধ্যে চলে আসব এখানে।"

বিলু বলল, "এই ব্যাপারে কার কী মত তা জানি না, তবে আমি কিন্তু তোমাকেই সমর্থন করি।"

সোহম আবার বলল, "এই যে দেখছ ডেসডিমোনা, ওরও ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে মানালিতে গিয়ে থাকে। এই ব্যাপারে কত বুঝিয়েছে ও কুমকুমকে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ওর ওই এক জেদ, কিছু বললেই বলে, এই বাংলায় বাঙালির সঙ্গে সুখে-দুঃখে বেশ আছি। কোনও কিছুর মোহেই আমি এখান থেকে যাব না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোনও মন্তব্য না করে চুপচাপ শুনে যেতে লাগল সব।

পঞ্চুও এতটুকু চঞ্চলতা প্রকাশ না কবে একচোখে একভাবে তাকিয়ে রইল সোহমের মুখের দিকে।

সোহম বলল, "আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমরাই বলো, আমি কি সত্যিই টাকার মোহে মানালিতে যাচ্ছি? সুন্দরের পটভূমিতে বাস করবার কোনও মোহ কি আমারও থাকতে পাবে না? অথচ বাপ-মা মরা এই অভিভাবকহীন কুমকুমই হচ্ছে আমার প্রাণ। ওকে এখানে একা রেখেও তো আমি চলে যেতে পারি না।"

বাবলু বলল, "সেটা সম্ভব নয়। ও কাজ করতেও যেও না। তোমার বক্তব্য কি এইখানেই শেষ?"

"না। আরও কিছু বলার আছে। তার আগে একটু কফির ব্যবস্থা হোক। ডেসডিমোনা—!"

ডেসডিমোনা এই বাড়ির সবকিছুর ব্যাপারে যে কতখানি অভ্যস্ত তা ওর কাজকর্ম দেখেই বোঝা গেল। এখন বাচ্চু-বিচ্ছুও কফি তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করল ওকে।

কফি খেতে খেতে সোহম আবার বলল, "এবারে আমার জীবনের চরম বিপর্যয়ের কথাগুলো বলি শোনো। আমার এক বন্ধুর বাবা টিভি সিরিয়াল তৈরির কাজে যুক্ত আছেন। তাই বন্ধু আমাকে বারবার তাতাতে লাগল, 'তুইও এইরকম সিরিয়ালের কাজ কর না। দেখবি টাকায় টাকা লাভ। দশ লাখ নিয়ে নামলে বিশ লাখ হতে বেশিক্ষণ নয়। তা ছাড়া তোর এমন সুন্দর চেহারা, ডেসডিমোনার মতো নাচিয়ে মেয়ে সঙ্গে আছে। এই কাজ করতে-করতে তুই নিজেই একদিন হিরো হয়ে যেতে পারবি। কত অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয় হবে। জীবনটাই রঙিন হয়ে উঠবে একদিন। টিভি থেকে সিনেমা। প্রথমে বাংলা ছবি, তারপরে হিন্দি...।' মন আমার নেচে উঠল ওর কথা শুনে। তখন তো বুঝতে পারিনি ওর ফাঁদে আমি পা দিয়ে ফেলেছি। ওই আমাকে যুক্তি

দিল কুমকুমকে লুকিয়ে বাগানটা বিক্রি করে দেওয়ার। আমি কুমকুমকে বললাম, ও রাজি হল না। তবুও আমি জালানের সঙ্গে দেখা করে বাগানটা ওঁকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিলাম। উনি তো এককথায় রাজি। বললেন, 'আমি কুলুর বিজনেসম্যান। কাতরাইনে আমার গদি। ওই বাগান আমার চেয়ে ভাল দেখাশোনা করতে তোমরা পারবে না। তোমার বাবাকে আমি অনেকবার বলেছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে শার্দূল সিং-এর ভয় দেখালেন। তা তুমি কী দাম চাও বলো?' আমি বললাম, 'পঁচিশ লাখ। কেন না এই দামেই ফাগু সিং জমিটা কিনেছে কাঞ্জিলালবাবুর কাছ থেকে।' উনি বললেন, 'ঠিক আছে, ওই দামই তুমি পাবে। তোমার দলিলটা আমাকে দিয়ে যাও। ওটা বিক্রয় কোবালা না করে দানপত্র করা হোক। আমার উকিল কাগজপত্র রেডি করুন।' আমি বললাম, 'কিন্তু জালানজি, অগ্রিম হিসেবে আমার যে আগেই কিছু চাই।' উনি বললেন, 'কত?' আমি বললাম, 'দশ লাখ।' উনি একবার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন। আমার বন্ধুটিকে বললেন, 'দলিলটা নিয়ে এলেই সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে।'

বাবলু বলল, "পরদিনই তুমি তা হলে দলিল নিয়ে গেলে?"

"হ্যাঁ। আসলটা নয়, ডুপ্লিকেটটা। দলিল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাকাও পেয়ে গেলাম নগদে।"

"দশ লাখই পেলে?"

"দশ লাখ। বাকিটা সইসাবুদের দিন পাব এইরকম কথা হল। সে যাই হোক, কুমকুমের ভয়ে ওই টাকাটা আমি বাড়িতে রাখিনি। বন্ধুর কাছেই ছিল। বন্ধু আমাকে দু'-চারদিন স্টুডিয়োপাড়ায় ঘুরিয়ে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর একদিন মুম্বইয়ের টিকিট কেটে সেই যে উধাও হয়ে গেল, আর ফিরল না। এদিকে হল কী, জালানের উকিলের কাগজপত্র রেডি হয়ে গেলেও কুমকুমকে কিছুতেই সেই কাগজে সই করানো গেল না। তখন আমি টাকা-পয়সা খুইয়ে জালানকে এড়িয়ে গা ঢাকা দিতে লাগলাম। তাই একদিন দু'জন গুন্ডাকে নিয়ে জালান এসে খুব শাসাতে লাগল আমাদের। কুমকুমকে যখন খুব ভয় দেখাতে লাগল তখনই ওই শয়তান বেড়ালটা এমন একটা কাণ্ড করল যে...।"

বাবলু বলল, "বাকিটা আমাদের শোনা। জালান তাঁর একটি চোখও হারালেন।"

"এরপর আমি বাঁচার তাগিদেই জালানের সঙ্গে দেখা করে কাগজে সই দিলাম। কুমকুমের হয়ে সই দিল ডেসডিমোনা।"

"ওরা চিনতে পারল না?"

"উকিলবাবু ডেসডিমোনাকে চিনতেন না।"

"সইসাবুদের পর জালানের গদিতে গিয়ে যখন বাকি টাকা চাইলাম উনি তখন হাঁকিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন, যে জমির জন্য তাঁর একটি চোখ হারাতে হয়েছে সেই জমির জন্য আর একটি টাকাও দেবেন না তিনি। আমি তখনকার মতো চলে এলেও পরদিন আমার দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে শাসিয়ে এলাম জালানকে। আর এও বলে এলাম ওঁকে, যে দলিলটা আমি দিয়েছি সেটি আসল দলিল নয়, কুমকুমের নামে যে সই আছে সেটিও অন্য মেয়ের। তা ছাড়া কুমকুম সই করতে রাজি হলেও সে সই বৈধ হত না। কারণ ও এখনও নাবালিকা। ধুরন্ধর জালান চোখের মণিতে আগুন ছুটিয়ে বললেন, 'তা হলে তুমিও জেনে রাখো হে ছোকরা, ওই যে দশ লাখ রুপাইয়া আমি তোমাকে দিয়েছি, ওর মধ্যে আসলি নোট আছে তিন লাখ টাকার। বাকি সবটাই জাল। লেকিন ওই তিন লাখ টাকার খেসারত তোমাদের তিনজনকেই দিতে হবে।"

বাবলু বলল, "এসব কতদিন আগেকার কথা?"

"এই তো কিছুদিনের ঘটনা। তারপরই এই। ফোনে আমাদের বারবার হুমকি দিলেন। ডেসডিমোনাকে শাসালেন। কত কী করলেন উনি।"

"তোমার সেই বন্ধুটির খবর কী?"

"সে এখন জেলে। জাল নোট ভাঙাতে গিয়েই জব্দ হয়েছে সে।"

সব শুনে ভোম্বল বলল, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না কুমকুমকে এইভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণটা কী?"

সোহম বলল, "আমার ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া। ওর ওপর টর্চার করে আমাকে ভয় দেখাবে। ও সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত ওকে আটকে রেখে হয়তো ওদের কাগজে সই করতে বাধ্য করাবে।"

"আবার ওই তিন লাখ টাকার উশুল করতে ওকে কোথাও বিক্রিও তো করে দিতে পারে?"

"সব পারে ওরা, সব পারে।"

বিলু বলল, "তোমার কাছে আজ ওরা কীজন্য এসেছিল?"

"মূল দলিলটা সংগ্রহ করতে। ওরা ভেবেছিল দলিলটা বোধ হয় বাড়িতেই আছে। কিন্তু ও জিনিস যে লকারে ঢোকানো, সে বুদ্ধি ওদের ছিল না। কাজেই কিছুই না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। হয়তো আমাকেই শেষ করে দিত কিন্তু তোমরা এসে পড়ায় পালাতে পথ পেল না।"

বাবলু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে বলল, "যাক, সবকিছু জেনেশুনে পরিষ্কার একটা ছবি আমরা পেয়ে গেছি। এর ফলে দুষ্কৃতীদের চক্রজাল ছিঁড়তে আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হবে না। অপরাধীরা শাস্তি পাবেই। শুধু তাই নয়, তোমাদের ব্যাপারে তো বটেই, আবার অন্য একজনের খোঁজেও শিমলায় আমাদেব যেতেই হবে। তবে এখন আমাদের প্রথম কাজই হবে কুমকুমকে উদ্ধার করা। তাই জালানের ঠিকানাটা আমাব চাই। সেইসঙ্গে চাই নারকান্দার আপেল বাগানের ওই পথনির্দেশিকা। কেন না এই ব্যাপারে ফার্গু সিংকেও আমাদের প্রয়োজন।"

সোহম সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানাপত্র সব দিয়ে দিল।

বাবলু এর পর এই বাড়ির নীচে-ওপর সব ঘুরে বেশ ভালভাবে দেখে নিল চারদিক।

পঞ্চুও বাড়ির আনাচে-কানাচে টহল দিয়ে নিল একবার।

পাশুব গোয়েন্দারা সবাই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বাবলু সোহমকে বলল, "এই বাড়িতে তুমি এখন একা। তার ওপরে শত্রু তোমার পেছনে। কাজেই সাবধানে থাকবে একটু। তারপর ডেসডিমোনাকে বলল, "তুমি কী করবে? এ যা শুনলাম তাতে তোমারও তো বিপদ। যে কোনও মুহূর্তে তোমাকেও ওরা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

ডেসডিমোনা ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

বাবলু বলল, "চলো। রাত হয়ে গেছে। আজ আমরা তোমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পঞ্চুকে নিয়ে ওরা সবাই পথে নামল।

॥ ৪ ॥

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে কুমকুমের ডায়রিটা নিয়ে পড়তে লাগল বাবলু।

পঞ্চু দরজার পাশে ওর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে রইল চুপচাপ।

ডায়রিতে কুমকুম লিখেছে, 'বেড়ালটাকে দাদা একদম সহ্য করতে পারে না। না পাবাই স্বাভাবিক। ও আসার পর থেকে এমন কয়েকটা অশুভ ব্যাপার ঘটে গেল, যাতে করে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয ওই বেড়ালটাই তার কারণ। আমি নিজেও যে মাঝে-মাঝে এ-কথা ভাবিনি তা নয়। পরে অবশ্য মনকে বুঝিয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বেডালটা আমার এমনই অনুগত যে, ওর আনুগত্যের জন্যই ওর ওপব থেকে আমাব রাগ দূর হয়ে যায়। সত্যি, এই একটা বছরের মধ্যে আমাদেব সুখের সংসারটা কীভাবেই না তছনছ হযে গেল। মা-বাবা চলে গেলেন। দাদাটা বদ সঙ্গে মিশে গোল্লায় গেল। দাদা এখন বন্ধুদের কথা শুনে ওই আপেল বাগান বিক্রি করে হোটেল ব্যবসা করবার কথা চিন্তা করছে। কিন্তু যে মানালিতে কাঞ্জিলালবাবুব মতো শয়তান হোটেল জাঁকিয়ে বসে আছে সেইখানে ব্যবসা করতে গিয়ে ও কখনও টিকতে পারে? ওই কাজ শুরু করলে ওকে যে ওরা কীভাবে নাস্তানাবুদ করবে তা কি একবারও ভেবে দেখেছে ও? আসলে সৎ লোকের সুবুদ্ধিটা দাদা কখনও নেয় না কিন্তু বদ লোকের কুবুদ্ধিটা আগেই মেনে নেয়। মানালি সত্যিই সুন্দর। বিপাশাও সুন্দরী। কিন্তু আমরা বাংলার জল-হাওয়ায় মানুষ। ওখানকার ঋতু ও পরিবেশের সঙ্গে আমরা খাপ খাইয়ে নিতে পারব কেন? প্রথম-প্রথম দু'-চারদিন বেশ ভালই লাগবে। তারপরই মনে হবে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তখন পালিয়ে আসতে পথ পাবে না। তাই স্বদেশ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যাওয়া নয়।'

আর একদিনের ডায়রিতে কুমকুম লিখেছে, 'বাবার সঞ্চিত অর্থ খরচ করতে করতে হয়তো একদিন দেউলিয়া হয়ে যাব। কলসির জলও গড়াতে গড়াতে শূন্য হয়ে যায়। মানালি দাদাকে টানছে। কিন্তু আমি সংঘর্ষের ভয়ে যেতে চাইছি না। ডেসডিমোনা আমার প্রিয় বান্ধবী। এমনই বান্ধবী যে, ঠিক আমার বোনের মতো। ও একেবারে আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিশে গেছে। ওকে ঘিরে আমার অন্য একটা স্বপ্নও আছে। কিন্তু সে-কথা ওকে বলিনি কখনও। ওরও খুব ইচ্ছে মানালিতে যাওয়ার। বলে, তোরা যদি ওখানে গিয়ে হোটেল ব্যবসা করিস তো আমাকে রিসেপশনিস্ট-এর কাজটা দিস। ওই চাকরি নিয়েই তোদের সঙ্গে থেকে যাব সারাজীবন। মাঝে-মধ্যে মন কেমন করলে বাবা-মা'কে দেখতে আসব। ওঁদেরও যেতে বলব

মাঝে-মাঝে। ডেসডিমোনাকেও কিছুতেই আমি বোঝাতে পারি না, নেহাত অপারগ না হলে মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। ওরা অন্য যুক্তি দেখায়। বলে, এইজন্যই বাঙালির কিছু হয় না। বলে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকরা যদি আমাদের দেশে এসে ব্যবসা করতে পারে, তা হলে আমরাই বা মানালিতে গিয়ে ব্যবসা করব না কেন? আসলে আমার যে ভয়টা কী, তা ওরা বুঝতেও চায় না। তাই আমার মতে মানালি বেড়াতে যাওয়ার পক্ষে ভাল, কিন্তু বসবাসের জন্য মাতৃভূমিই উপযুক্ত স্থান।'

আর এক জায়গায় লিখেছে, 'এবার বেড়ালটার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই বেড়ালটাকে আমি কেন যে এত ভালবাসি তারও একটা কারণ আছে। একমাত্র আমি ছাড়া আর সবার প্রতিই হিংস্র হয়ে ওঠে বেড়ালটা। বিশেষ করে বদ লোকেদের ও দেখেই চিনতে পারে। তাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চুর মতো ওকেই আমার রক্ষাকর্তা বলে মনে করি। আমার বাবা-মা দুর্ঘটনায় মারা গেলেও আমি মনে করি ওটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কেন না বাবা যখন কাঞ্জিলালবাবু ও জালানকে বাগান বিক্রি করতে রাজি হলেন না, বরং শার্দূল সিং এর ভয় দেখালেন, তখনই হয়ে গেল ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দাদাব অত তলিয়ে দেখার ও ভাবার সময় নেই। কিন্তু আমার আছে। আমি তাই গুম হয়ে থাকি সবসময়। একমাত্র ডেসডিমোনা ছাড়া কারও সঙ্গে মিশিও না। তবে আমার এই সন্দেহের কথাটা ওকেও বলিনি কখনও। দাদাকেও না। কেন না দাদার মনে ওই সন্দেহ একবার দানা বাঁধলে ও যা রাগি তাতে হয়তো ওর বদ সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে বসবে একদিন। ফলে হয় মরবে, না হয় জেল খাটবে। তাই এই বেড়ালটাকে কাজে লাগিয়েই আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। সেদিন আমারই নির্দেশে বেড়ালটা আক্রমণ করেছিল জালানকে। আক্রমণের ফলে মুখটা বীভৎস হয়েছে। একটা চোখ গেছে। এখন বাকি রইল দু'জন। কাঞ্জিলাল ও ফার্গু সিং। ওদেরও আমি ছাড়ব না। পারলে ওদের আমি ঠান্ডা মাথায় খুন করব। এমনভাবে যে, কেউ টেবও পাবে না।'

বাবলু ডায়রিটা মুড়ে রেখে দিল মাথাব কাছে। অস্বাভাবিক রকমের জীবনযাত্রার ফলেই এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে এমন প্রবণতা আসে। একেবারেই টিন-এজার। কাজেই দোষও দেওয়া যায় না। ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন বারোটা।

বাবলু অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল। একটি পরিবারের বিপদে এই সংকটজনক মুহূর্তে শুধুমাত্র উত্তেজনার কারণেই ঘুম এল না ওব চোখে। অপরাধীরা এখানে চিহ্নিত। তাই তাদের ফাঁদে ফেলতে খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এবারের এই অভিযানে সুদূরের ডাকও আছে। অনেকবার যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি যেখানে সেই শিমলা আর কুলু মানালিও ওদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে এবার। কাঞ্জিলাল আর ফার্গু সিং-এর মোকাবিলা ছাড়াও নিখোঁজ আগাসাহেব যদি ওই দুষ্টচক্রের কবলে পড়ে বন্দি হয়ে থাকেন কোথাও, তা হলে তাঁকেও উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কুমকুম? কুমকুমের প্রসঙ্গ এলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। জালান কি মেয়েটাকে এই শহরেই কোথাও রেখেছেন, না কি পাচার করে দিয়েছেন অন্য কোথাও? শিমলায় যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে তো রাহুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে হবে।

বাবলু যখন এইসব চিন্তা করছে ঠিক তখনই টেলিফোনটা তারস্বরে বেজে উঠল। বাবলু রিসিভার তুলে হ্যালো কবতেই ডেসডিমোনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবলু, শিগগির এসো। আমি বোধ হয় আর নিজেকে বক্ষা করতে পারলাম না। হ্যারি আর লুইস পিছু নিয়েছে আমার। শিকারি কুকুরের মতো খুঁজছে আমাকে।"

"সে কী! তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?"

"চারাবাগানের গলির মুখে যে বুথটা আছে ...।"

"হ্যালো ... হ্যালো ...।"

আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাবলু মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বিলু, ভোম্বলকে ফোনে খবর দিয়েই মাকে জানিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে পথে নামল।

বিলু আর ভোম্বল এসে হাজির হল তখনই।

ওরা দু'জনেই একটা করে চামড়ার হাতল দেওয়া লোহার রড সঙ্গে নিয়েছে। হাতলের মধ্যে হাত গলিয়ে লোহার রডটা শক্ত করে ধরে যাতে ইচ্ছেমতো পেটানো যায় তাই।

যেতে যেতে বিলু বলল, "ব্যাপারটা কী! এই রাতদুপুরে ডেসডিমোনা চারাবাগানে কী করতে গেল?"

"কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফোনে তো অত কথা হয়নি।"

"ক্রাইম কিন্তু দানা বেঁধে উঠছে। কাল সকালে সব কথা পুলিশকে জানাতেই হবে।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

ভোম্বল বলল, "কাল সকালে কেন? আজই ফেরবার পথে থানায় দেখা করে সব বলে যাব। জালানের

ঠিকানা যখন পেয়েছি তখন কুমকুম উদ্ধার হবেই। সেইসঙ্গে তদন্তও চলবে জালনোট চক্রের। কিন্তু এই রাতদুপুরে ডেসডিমোনা যে আমাদের ভাবিয়ে তুলল।"

ওরা দ্রুত স্কুটার নিয়ে চারাবাগানের মুখে এসেই থমকে দাঁড়াল। সেখানে তখন অন্ধকার। একপাশে একটি বুথ আছে বটে তবে সেটি তালাবন্ধ। পাশের বাড়ির একজনকে ডেকে জানা গেল রাত বারোটার পর এই বুথ চালু থাকে না। আজ অবশ্য একটু বেশিক্ষণ খোলা ছিল। কিন্তু এর বেশি সে কিছুই বলতে পারবে না।

বাবলুরা এর পর এক জায়গায় স্কুটার রেখে চারদিকে টহল দিয়ে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করল।

পঞ্চুও মাটি শুঁকে শুঁকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালো চারদিক।

কিন্তু না। কারও কোনও হদিসই পাওয়া গেল না সেখানে।

ওরা শেষে বাধ্য হয়েই হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলা? অপারেশন তো ওদের সাকসেসফুল। ডেসডিমোনাকে নিয়ে এতক্ষণে হয়তো দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার।"

ভোম্বল বলল, "অত সোজা নয়। একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে এত রাতে দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে পালানো মুখের কথা নাকি? পুলিশ যখন গাড়ি থামিয়ে গাড়ির ভেতরে উঁকি দেবে তখনই তো ধরা পড়ে যাবে ওরা। গেলে ওরা অন্য পথে যাবে।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। এখন তা হলে?"

বাবলু বলল, "এখন তা হলে আর বৃথা সময় নষ্ট না করে থানায় যাওয়াই ভাল। তবে যাওয়ার আগে ডেসডিমোনার বাড়িতে গিয়ে ওর ব্যাপারে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।"

ওরা পঞ্চুকে নিয়ে আবার স্কুটারে চেপে ডেসডিমোনার বাড়িতে এল। ভাগ্যে সন্ধেব সময় ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে বাড়িটা চিনে গিয়েছিল ওরা।

বাড়ির সামনে এসে ডোর-বেলে চাপ দিতেই ডেসডিমোনার বাবা-মা দু'জনেই বেরিয়ে এলেন। এত রাতে ওদের দেখেই তো অবাক।

মা বললেন, "কী ব্যাপার! তোমরা এত রাতে?"

"ডেসডিমোনা কোথায়?"

"কেন বাবা?"

"ওকে একবার ডেকে দিন।"

"ও তো বাড়িতে নেই।"

"কোথায় গেছে?"

"চারাবাগানে ওর মাসির বাড়িতে। আমার বোনঝি এসেছিল, তাকে রাখতে গেছে। কাল সকালে ফিরবে।"

বিলু বলল, "কীসে গেছে? হেঁটে, না সাইকেলে?"

"সাইকেলেই গেছে। ডবল ক্যারি করে।"

ওদের তিনজনের চোখের দিকে তাকিয়ে ডেসডিমোনার বাবা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "কোনও খারাপ খবর?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"কুমকুমের ব্যাপারে নিশ্চয়ই?"

বাবলু বলল, "ওরই ব্যাপারে।" বলে ফোনের বৃত্তান্তটা শুনিয়ে দিল। তারপর বলল, "পারলে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন। ওর মাসির মেয়ের অবস্থাটা কী? সে আদৌ বাড়ি পৌঁছতে পেরেছে কি না।"

ডেসডিমোনার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বাবা বললেন, "আমি এখনই যাচ্ছি।" বলে জুতো পরে তৈরি হতেই মা বললেন, "না। তুমি একা যাবে না। গেলে আমিও যাবো।"

"এই রাতদুপুরে বাড়ি ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? তুমি ঘরে থাকো। দু'জনেরই একসঙ্গে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।"

মা বললেন, "শোনো বাবলু, ওঁকে একা ছেড়ে দিতে কিছুতেই আমার মন চাইছে না। একটু দয়া করে তোমরা যদি ওঁকে পৌঁছে দাও।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

বাবলুর স্কুটারে পঞ্চু ছিল, বিলু তাই ওর স্কুটারে চাপিয়ে নিল বাবাকে। তারপর নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিতেই মাসির মেয়ের মুখ থেকে শোনা গেল সব। এই মেয়েটি নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছেছিল।

মেয়েটির নাম দোলা। সে যা বলল তা হল এই—

আমরা তো সাইকেলে চেপে বেশ আসছিলাম। খানিক আসবার পরই মনে হল কেউ যেন দূর থেকে অনুসরণ করছে আমাদের। যারা আসছিল তারা একটা মোপেড বাইকে চেপেই আসছিল। ডেসডিমোনা একবার ওদের দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল ভয়ে। খুব চাপা গলায় বলল, "শোন, আমার এখন ঘোর বিপদ। একটু অন্ধকার দেখে আমি গতি কমালে তুই নেমে অন্ধকারে গা ঢাকা দিবি। না হলে আমার জন্য তোকেও মরতে হবে।" বলে আমাকে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়েই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। আর সেই মোপেডের আরোহীরাও প্রবল বেগে ধাওয়া করল ওকে। তারপর যে ওর কী হল তা আমি জানি না। এ-গলি ও-গলি করে কোনওরকমে আমি বাড়ি পৌঁছতে পেরেছি। ভয়ে ওব কথা বাড়িতে কিছু বলিনি।"

দোলার মুখে সব শুনে বাবলু বলল, "কতক্ষণ আগেকার ঘটনা এটা?"

"রাত তখন দশটা, সাড়ে দশটা হবে।"

"পথে কোনও লোকজন ছিল না?"

"না থাকারই মতো?"

"ও তোমাকে ঠিক কোন জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিল?"

"ওলাবিবিতলার কাছে।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আমাকে ও ফোন করেছিল রাত বারোটার পর। তার মানে এই দেড়-দু'ঘণ্টা ওদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিল ও। তাবপরই আমাকে ও ফোন করে। সেই সময় হয় ও ধরা পড়ে যায়, নয়তো আবার পালায়।"

ডেসডিমোনার বাবা তখন আছাড়কাছাড় করছেন। আর বলছেন, "হে ভগবান! আমার মেয়েকে তুমি রক্ষা করো। নিলে তুমি আমাকে নাও, নিয়ে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।"

বাবলু দোলাকে বলল, "আমরা যাচ্ছি। তোমরা যেন এই রাতদুপুরে কোনওমতেই এঁকে বাড়ি ফিরতে দিয়ো না। কাল সকালের আগে যেন ঘর থেকেই না বেরোন উনি।" বলে বাইরে এসে বিলুকে বলল, "চল, এতদূর যখন এসেছি তখন একবার স্টেডিয়ামের দিকটা একটু দেখে যাই।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। শেষ চেষ্টা একবার করে দেখি।"

ওরা দ্বিতীয় হুগলি সেতুর পথে বেলেপোলের দিকে নতুন রাস্তার ধারে যে স্টেডিয়ামটা তৈরি হয়েছে সেইদিকেই এগিয়ে চলল। এই জায়গাটা ভয়ংকর নির্জন। যদিও সম্প্রতি এলাকার উন্নতি হওয়ায় কিছু মানুষের বসতি হয়েছে। তবুও সন্ধের পর জায়গাটায় এলে গা ছমছম করে। সমাজবিরোধীদেরও দারুণ দৌরাত্ম্য এখানে।

এখন এই মধ্যরাতে সাহসে ভর করেই স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

স্টেডিয়ামের কাছাকাছি যেই না এসেছে ওরা, অমনই এক বিপর্যয়। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গ্যাস বোমা এসে ফাটল ওদের চাকার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। আর সেইসঙ্গেই পঞ্চুর ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল, 'ভো-উ-উ-উ-উ-।"

বাবলুরা কোনওরকমে ধোঁয়ার অংশ থেকে বেরিয়ে এসে একপাশে স্কুটার রেখে তাইতে চাবি দিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকেই দেখল পঞ্চু ভীষণ আক্রোশে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দু'জন লোককে। মাঝেমধ্যে আঁচড়ে কামড়েও দিচ্ছে বোধহয়, তাই আর্ত চিৎকারও শোনা যাচ্ছে ওদের কণ্ঠ থেকে। ওরা কারা? এই অন্ধকার নির্জনে কী করছিল ওরা? হঠাৎ করে ওদের দিকে গ্যাস বোমাই বা ছুড়ল কেন?

বাবলু পিস্তল রেডি করেও গুলি করতে পারল না। কেন না এই অবস্থায় লক্ষ্য স্থির রাখাই কঠিন। ওদের মারতে গেলে হয়তো পঞ্চুর গায়েই লেগে যাবে।

তাই ওরা তিনজনেই পঞ্চুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধরে ফেলল ওদের। বিলু আর ভোম্বল তো রডের বাড়ি ঘা কতক দিতেই 'বাবা রে মা' রে' করে বসে পড়ল ওরা।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সবাই। এ কী! এ তো হ্যারি আর লুইস। একজন একটু স্বাস্থ্যবান, আর একজন ছিপছিপে রোগাটে।

বাবলু হ্যারির চুলের মুঠি ধরে বলল, "তোমরা দু'জনে এখানে কী করছ?"

হ্যারি বাবলুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, "কিছু করিনি রে ভাই। এমনিই হাওয়া খাচ্ছিলাম।"

"এই রাতদুপুরে হিমেল আবহাওয়ায় হাওয়া খাচ্ছিলে? জালানের অত খেয়েও পেটের জ্বালা মেটেনি তোমাদের?"

লুইস বলল, "সত্যি বলছি, কোনও ধান্দাবাজি করছিলাম না। একটা কাজে এসে দেরি হয়ে গেল। আমরা তো বাপের সুপুত্তুর, তাই পুলিশের জেরার ভয়ে রাত্রিবেলা মোপেড নিয়ে হুগলি সেতু পার হতে গেলাম না।"

বাবলু বলল, "মোপেডটা কোথায়? দেখছি না তো সেটাকে?"

"সেটা আছে। বাইরে অন্ধকারে রাখা আছে।"

ভোম্বল তখন ওর ঘাড়ে জোরে একটা রদ্দা দিয়ে বলল, "ওই গ্যাস বোমাটা তখন আমাদের দিকে কে ছুড়েছিল?"

কাঁদতে কাঁদতে লুইস বলল, "আ-আ-আমিই ছুড়েছিলাম।"

"কেন ছুড়েছিলি বল?"

"তোমাদের স্কুটারের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে। ভাবলাম আমাদের ধরবার জন্য পুলিশ আসছে বোধহয়।"

বাবলু এবার কঠিন গলায় বলল, "ডেসডিমোনা কোথায়?"

"কে ডেসডিমোনা?" হ্যারি বলল।

বিলুর থাপ্পড় তখন হ্যারির চোয়ালে।

"আজ একটু আগে যার পিছু নিয়েছিলি। বল সে কোথায়?"

হ্যারি তখন গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বাবলু রক্তচক্ষুতে লুইসের দিকে তাকাতেই লুইস বলল, "লিন লিজা ওকে নিয়ে গেছে। আমরা বিশ হাজার টাকায় ওকে বেচে দিয়েছি।"

বিলু আর ভোম্বল তখন মেরে ফাটিয়ে দিল দু'জনকে।

পঞ্চু রাগে গরগর করতে লাগল।

বাবলু বলল, "তা হলে বলো লিন লিজার ঠেক কোথায়?"

"বলছি বলছি। আর মেরো না। লিন লিজা— নং পার্ল স্ট্রিটে থাকে। মেয়েটাকে ওর খুব পছন্দ। ওকে নাচিয়ে অর্থ উপার্জন করতে চায়। আমরা জালানের হয়ে কাজ করবার সময় ডেসডিমোনাকে দেখেছিলাম। ওর ব্যাপারে লিন লিজাকে বলি। ও একদিন নিজে এসে দেখে যায় মেয়েটাকে। তারপরই আমাদের বলে, ওকে কিডন্যাপ করবার জন্য। আমরা তক্কে তক্কে ছিলাম। পেয়ে গেলাম আজই। ও গাড়ি নিয়ে নতুন রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। মেয়েটাকে আমরা তাড়াতুড়ি দিয়ে এইখানে নিয়ে আসতেই জোর করে উঠিয়ে নিল।"

"লিন লিজা কি জানত মেয়েটা আজ রাত্রিবেলা পথে থাকবে?"

"এই মেয়ের দিবারাত্র বলে কিছু নেই। আজ আমাদের টার্গেটই ছিল ওর ওপর। সন্ধেবেলা তোমরা থাকায় কিছু করতে পারিনি। পরে সুযোগ এসে গেল।"

"এবারে বলো কুমকুম কোথায়? তাকে কোথায় রেখেছ?"

"ওর ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। জালান ওকে সঙ্গে সঙ্গে পাচার করে দিয়েছে। ও এখানে নেই।"

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "নেই সে তো জানি। কিন্তু কোথায়?"

"লিট্‌ল লাসায়। ম্যাকলয়েডগঞ্জ জানো? ধরমশালা?"

"তোমার চেয়েও ভাল জানি।"

ততক্ষণে বেশ কয়েক জোড়া টর্চের আলো পড়েছে ওদের ওপর। কারা যেন মসমস করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' করে চিৎকার করতে লাগল।

বাবলু বলল, "চুপ কর। ওরা পুলিশ।"

পুলিশ ইনস্পেক্টর বাবলুর পরিচিত। তাই এসেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার! তোমরা এখানে?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

ইনস্পেক্টর চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "মাই গড। মেয়েটাকে তো এখনই উদ্ধার করতে হয় লিন লিজার খপ্পর থেকে। ঠিক আছে, আমি ওখানকার থানায় ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি সব।"

বাবলু বলল, "না, না। আগে থেকে না জানানোই ভাল। ওখানে যদি ওদের কোনও স্পাই-টাই থাকে তা হলে কিন্তু সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। মেয়েটাকে পাচার করে দেবে অন্য কোথাও।"

"তবে কি তোমরা যাবে? যদি কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো?"

"তখন তো আপনি আছেন।"

"যাতে ভাল হয় তাই করো। এখন শেষরাত। আর একটু অপেক্ষা করে দিনের আলোয় যাও। মেয়েটাকে পাওয়া গেলে আমাকে খবর দিয়ো।"

হ্যারি আর লুইসকে গ্রেফতার করে ইনস্পেক্টর গাড়িতে ওঠালেন। ওদের মোপেডটাও জমা পড়ল থানায়। স্টেডিয়ামের বাইরে একটা নর্দমার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল ডেসডিমোনার সাইকেলটাকে। বাবলুরা ওটারও ব্যবস্থা করে দ্রুত বাড়ি ফিরল।

সারাটা রাত তো জেগেই কাটল। তবুও দারুণ উত্তেজনায় ঘুমের লেশমাত্র রইল না কারও। সকাল হতেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জড়ো হল বাবলুদের বাড়িতে। গতরাতে যে অত কাণ্ড হয়ে গেছে, বাচ্চু তার কিছুই জানত না। এখন ওদের মুখে সব শুনেই অবাক।

বাবলুর বাবাও দুর্গাপুর থেকে এসেছেন একটু আগে। তিনিও সব শুনে তাজ্জব বনে গেলেন। বললেন, "সত্যি, যত দিন যাচ্ছে দুষ্টচক্রগুলো দেখছি ততই সক্রিয় হয়ে উঠছে। খুন অপহরণ এসব যেন ছেলেখেলা। ইচ্ছেমতোই করে দেওয়া যায়।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, ডেসডিমোনার ওই সাইকেলটার কী হল তা হলে?"

"পুলিশের লোকরাই ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "আমরা তা হলে যাব কখন?"

"এখনই।"

মা ততক্ষণে সকলের জন্য পরোটা আর আলুভাজা নিয়ে এসেছেন। সেইসঙ্গে বাবার আনা সন্দেশ। দুর্গাপুর মুচিপাড়া মোড়ের একটা দোকান থেকে ভাল পানতুয়াও এনেছেন বাবা।

পানতুয়া পেলে তো ভোম্বলের আর জ্ঞান থাকে না। দারুণ খুশি হয় সে। তাই পরোটা খাওয়ার আগেই গপাগপ দুটো পানতুয়া মুখে দিয়ে বলল, "এইরকম পানতুয়া আমি একাই একশোটা খেতে পারি।"

বিলু বলল, "অত সস্তা নয়। দু'-একটা খেলে মনে হবে সব খাই। তারপরই এলিয়ে যাবে মুখ।"

প্রত্যেককে দুটো করে পানতুয়া দেওয়া হয়েছিল। মা আরও দুটো ভোম্বলকে দিলেন। সেইসঙ্গে বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও ওদের ভাগ থেকে দিয়ে দিল একটা করে।

পঞ্চুর অত নোলা নেই। তাই একটা পানতুয়া খেয়েই কুঁই কুঁই করতে লাগল পরোটা খাওয়ার জন্য।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে ওরা যখন ঘর থেকে বেরোল তখন সকাল সাতটা। জয়হিন্দ বাজারের কাছে আসতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। সেই ট্যাক্সিতে চেপে ওরা প্রথমেই এসে হাজির হল ওদের এলাকার থানায। তারপর ও সি-র সঙ্গে দেখা করে জালানের জালনোট চক্রের বৃত্তান্ত ও কুমকুম হরণের কথাটা জানিয়ে ডেসডিমোনাব ব্যাপারটাও জানাল। তারপর একেবারেই পার্ল স্ট্রিটে।

বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বাড়ির নম্বর মিলিয়ে ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে হ্যারির কাছ থেকে বাড়ির নম্বরটা জেনে নিয়েছিল বাবলু, তাই কোনও অসুবিধে হল না।

বাবলু দরজায় নক করতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক মোটাসোটা মহিলা। গোল মুখ। বসন্তের দাগে ভর্তি। দেখলেই মনে হয় শয়তানের ধাড়ি একখানি। বললেন, "কিসকো মাংতা?"

"লিন লিজা ম্যাডাম হ্যায়?"

"ম্যায় হুঁ।"

"আপনিই লিন লিজা? ভালই হল আপনাকে পেয়ে। কাল রাতে যে মেয়েটিকে আপনি বিশ হাজার টাকায় কিনেছেন তাকে এখনই বের করে দিন।"

"ক্যা বোলা তুমনে? ইধার কোই লেড়কি উড়কি হ্যায়ই নেহি।"

"বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন লিন লিজাকে ধাক্কা দিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল।

বাবলু, বিলু, ভোম্বলও ঢুকল ভেতরে।

লিন লিজার দু' চোখের মণিতে যেন আগুন জ্বলে উঠল তখন। বললেন, "অন্দর মাত যাও। নিকাল যাও হিয়াসে।"

বিচ্ছু বলল, "অন্দরে যাব বলেই তো আমরা এসেছি। চলে যাব বলে তো আসিনি। এখনও বলছি, যদি ভাল চান তো মেয়েটাকে বের করে দিন।"

লিন লিজা এবার জোরে হাঁক দিলেন, "লুসি! জিমি!"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ওপর থেকে দুটো অ্যালসেশিয়ান 'আঁউ আঁউ' করে ছুটে এল। কী ভীষণ হিংস্র তারা!

আত্মরক্ষার তাগিদে বাবলুর পিস্তলও তখন দু'বার গর্জে উঠল, ঢিসুম, ঢিসুম।
গুলি খেয়ে কুকুরদুটো মেঝেয় লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল।
আতঙ্কিত লিন লিজা ভয়ে চেঁচাতে লাগলেন, "রডরিক! রডরিক!"
বিশাল দেহ ওলের মতো লালমুখো একটা দানব ঘরে এসে ঢুকল তখন। তার হাতে একটা সাইকেলের চেন। কিন্তু ঢুকলে কী হবে? সে কিছু করবার আগেই বাঘের হুঙ্কার দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পঞ্চু। সেই মরণকামড়ের যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল রডরিক, "হেল্প! হেল্প! হোল্ড! হেয়ার-হিয়ার কাম। হেল্প মি...।"
বাবলু তখন এতটুকুও সময় নষ্ট না করে সবার আগে দালানে পৌঁছে এ-ঘর ও-ঘর করে দোতলায়। সেখানেই একটি ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল ডেসডিমোনাকে। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া ছিল। শিকল খুলতেই ডেসডিমোনা ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, "আমায় বাঁচাও বাবলু, এদের খপ্পর থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তুমি এখানে আসবে বলে।"
"আমি তো একা আসিনি। আমরা সবাই এসেছি। তুমি বুদ্ধি করে ফোন না করলে তোমার বিপদের শেষ থাকত না।"
ততক্ষণে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে। এই লিন লিজার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ ছিল পুলিশের খাতায়। কিন্তু কোনও অভিযোগই প্রমাণ হয়নি। আর প্রমাণ না পেলে শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে তো কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না। আজ কিন্তু হাতেনাতেই ধরা পড়লেন লিন লিজা। হাওড়ার পুলিশ বাবলুর আপত্তি সত্ত্বেও ও সি ভিজিলেন্সকে জানিয়ে এ-বাড়ির আশপাশে সাদা পোশাকের পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুলিশ ভোর থেকেই ওত পেতে বসে ছিল। শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আসার অপেক্ষা। ওরা এল। ওদের কাজ করল। মুক্তি পেল ডেসডিমোনা।
এবার পুলিশ করল পুলিশের কাজ।
একজন পুলিশ এসে রডরিককে হাতকড়া পরাতেই একজন মহিলা পুলিশ হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন লিন লিজার দিকে।
লিন লিজা দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।
মহিলা পুলিশ বললেন, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট মিস লিন লিজা।"
লিন লিজা রক্তচক্ষুতে একবার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন।

॥ ৫ ॥

ডেসডিমোনাকে ওর বাবা-মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পেরে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মনোবল এতটাই বেড়ে গেল যে, এই অভিযানের ঝুঁকি নিতে ওরা কোনওরকম দ্বিধা করল না। এখন শুধু পরিকল্পনার পালা। কোন পথে যাবে, কীভাবে যাবে, এইসব। এই নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিটিং ডাকল মিত্তিরদের বাগানে।
সেই প্রিয় গোলঞ্চগাছের নীচে এসে সবাই জড়ো হলে পঞ্চু একবার পাক দিয়ে দেখে এল চারপাশ। তারপর সেও এসে ওদের পাশটিতে বসে ওদের আলোচনায় মন দিল।
ভোম্বল বলল, "এখন বল, শিমলা না ধরমশালা?"
বাবলু বলল, "সেটাই তো আলোচ্য বিষয়। ম্যাকলয়েডগঞ্জ, লিট্‌ল লাসা, না শিমলা থেকে নারকান্দা? একদিকে কুলু থেকে কাতরাইন, অন্যদিকে মানালি থেকে রোটাং। সর্বত্রই তো হাতছানি আমাদের।"
বিলু বলল, "রোটাং এখানে আসছে কেন? তা ছাড়া এই অক্টোবরের শেষে রোটাং তো বরফে ঢাকা।"
বাবলু তখন একটা চিঠি ওদের হাতে দিয়ে বলল, "এটা পড়ে দ্যাখ।"
সবাই এক এক করে চোখ বুলিয়ে নিল চিঠির বিষয়বস্তুর ওপর। চিঠিতে লেখা ছিল, "প্রিয় বন্ধুরা! তোমাদের অবগতির জন্য জানাই, কাল রাতে আমি জালানের বাড়িতে হানা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। ইচ্ছে ছিল কুমকুমকে পাই না পাই ওটাকে আমি গুলি করে মারব। কিন্তু একচোখ কানা জালান আমি যাওয়ার অনেক আগেই সরে পড়েছে। শুধু তাই নয়, খোঁজ নিয়ে জানলাম অপহরণের পরই নাকি কুমকুমকে পাচার করে দিয়েছে পাহাড়ে ঘেরা ম্যাকলয়েডগঞ্জে। ওর উদ্দেশ্য যে কী, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আজই শিমলা যাচ্ছি। প্রথমে পূর্বা এক্সপ্রেসে দিল্লি যাব, তারপর ওখান থেকে বাসে

শিমলা। কুলুর দশেরা মেলা এখনও চলছে। জালানের ব্যবসা এখন দারুণ জমে উঠেছে সেখানে। ওই ভিড়েই কাজ হাসিল করে দেব। আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। তাই মরবার আগে চরম প্রতিশোধ নিয়েই মরব। এরপর যাব মানালিতে। শয়তান কাঞ্জিলাল নাকি রোটাংপাসের কাছে মারহিতে (মারী) একটা অস্থায়ী হোটেল খুলে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। ওর ভবলীলা আমি ওখানেই সাঙ্গ করে দেব। তারপর ধরা যদি না পড়ি তো ভাল। ধরা পড়লে একটি গুলি খরচ করব আমার নিজের জন্য। কুমকুমকে তোমরা উদ্ধার কোরো। যেভাবেই হোক ওই শত্রুপুরী থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো ওকে। ডেসডিমোনাও খুব ভাল মেয়ে। ওর দিকেও নজর রেখো একটু।"

চিঠি পড়ে সবাই অবাক!

বিলু বলল, "চিঠিটা তোকে দিয়ে গেল কে?"

"সকালে আমরা চলে যাওয়ার পরই সোহম এসেছিল। দশ হাজার টাকা, এই চিঠি, আর পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি চেক দিয়ে গেছে মায়ের হাতে। আর দিয়ে গেছে ওদের ঘরের চাবি।"

ভোম্বল বলল, "সেরেছে! চাবির দায়িত্ব কে নেবে?"

বিলু বলল, "আমরাই নেব। মাঝেমধ্যে বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখব সব ঠিক আছে কি না।"

বিচ্ছু বলল, "তা জালান হঠাৎ শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল কী কারণে?"

বাবলু বলল, "পুলিশের ভয়ে। প্রথমত, কুমকুম অপহরণের দায়, তার ওপর ওই জালনোটের ব্যাপারটা ফাঁস। আমি থানায় ফোন করে জেনেছি পুলিশ ওর বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও কোনও জালনোট বা কালো টাকার সন্ধান পায়নি। তবে মারের চোটে ওর লোকজনরা স্বীকার করেছে মালিক ওই কারবারের সঙ্গে যুক্ত। পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে এক লাখ টাকার জালনোট আমদানি করে প্রতিবেশী কোনও এক রাষ্ট্র থেকে।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা তা হলে কোথায় যাব?"

ভোম্বল বলল, "আমার মুখেই শুনে নে। আগে আমরা শিমলায় যাব। তারপর কুলু মানালি ধরমশালা যেখানে হোক। আর শিমলায় গেলে আমরা কালকা মেলেই যাব। তারপর টয় ট্রেনে। এ আমার অনেকদিনের আশা। এর যেন নড়চড় না হয়।"

বাবলু হেসে বলল, "ছেলের হাতের মোয়া নাকি? এ কি মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার যে, গেলেই রিজার্ভেশন পেয়ে যাব? কালকা মেলে গেলে পাক্কা দুটি মাস অপেক্ষা করতে হবে। এখনই অক্টোবরের শেষ। তখন ডিসেম্বর শেষ হতে যাবে। ততক্ষণে কুমকুমকে আবার কোথায় পাচার করে দেবে ওরা তা কে জানে?"

বিলু বলল, "কিন্তু কালকা মেলে না গেলে যে শিমলায় যাওয়ার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "শিমলায় যে আমরা যাবই তার তো কোনও মানে নেই। প্রথমেই আমাদের যেতে হবে ধরমশালায়। সেখানে গিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করব কুমকুম উদ্ধারের। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব।"

বাচ্চু বলল, "পরে হলেও যাবে তো?"

"যেতে তো হবেই। না হলে পরে আর কখনও সময় করে যাওয়া হয়ে উঠবে কি না তা কে জানে? তা ছাড়া ফার্গু সিং, কাঞ্জিলাল, জালান, ওদের জন্যও যেতে হবে। আরও যেতে হবে আগাসাহেবের খোঁজে। ওই দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে কী যে হল তাঁর সেটাও তো জানা দরকার। এবং যদি উনি কোনও বন্দিদশা ভোগ করতে থাকেন তা হলে তাঁকেও মুক্ত করা হবে সেখান থেকে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক আছে। তোর প্রস্তাবে আমি রাজি। এখন তা হলে দিন ঠিক কর কবে যাবি, কীভাবে যাবি?"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আমার বাবার সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেওয়া একান্ত দরকার।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে যাওয়া নয়! ওইসব জায়গায় উনি নিশ্চয়ই গেছেন কখনও না কখনও।"

বাবলু বলল, "শিমলা কুলু মানালি বাবার একাধিকবার ঘোরা। তবে ধরমশালায় উনি কখনও গেছেন কি না বলতে পারব না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আর দেরি না করে তোদের বাড়িতেই চল। তোর বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে তারপরে টিকিটের ব্যবস্থা কর।"

পঞ্চু বোধ হয় বুঝতে পারল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মতলবটা। ওরা যে এবার কোথাও না কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তা বুঝতে পেরেই আনন্দের অন্ত রইল না ওর। তাই ও সবার আগে ছুটল বাড়ির দিকে।

বাচ্চু বলল, "কী অসভ্য দ্যাখ, আহ্লাদে আটখানা হলে ওর আর জ্ঞান থাকে না!"

বিচ্ছু বলল, "আসলে অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি তো, তাই বাইরে যাওয়ার জন্য ভেতরে ভেতরে ও-ও ছটফট করছে খুব। ভ্রমণের নেশা একবার যাকে পেয়ে বসে তার মন আর ঘরে বসানো দায়!"

ওরা সবাই গল্প করতে করতে বাবলুদের বাড়িতে এসে হাজির হল। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ওদের মনেই তখন দারুণ উত্তেজনা।

বাবলুর বাবা স্টিলের ইজি-চেয়ারে আধশোয়া হয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে 'দেবদাসী-তীর্থ' নামে তীর্থভ্রমণের একটি বই পড়ছিলেন। কর্ণাটকের সৌন্দত্তির বর্ণনা সহ আরও কত তীর্থের বর্ণনা আছে তাতে। উনি রামায়ণের চিত্রকূটের অংশটি পড়ছিলেন তখন।

ওরা গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে বললেন, "এই বইটা পড়েছিস? পড়ে দেখবি। দারুণ বই।"

বাবলু বলল, "কী বই ওটা?"

"দেবদাসী তীর্থ। তবে কি না প্রবন্ধের বই নয়। কর্ণাটকের দেবদাসী তীর্থ সৌন্দত্তি সহ আরও বহু জায়গার ভ্রমণকাহিনী আছে এতে। আমি পড়ছিলাম—।"

এমন সময় মা এলেন চা দিতে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "এই বয়সে তীর্থের বই পড়ে ওরা কী করবে? তার চেয়ে বরং তোমার পড়া হয়ে গেলে বইটা আমাকে দিয়ো।"

"আহা শুধু তীর্থের কাহিনী নয়, অনেক আন-কমন জায়গার বিবরণ আছে এতে।"

বাবলু বলল, "জানি। আনন্দর বই ওটা। আমি যদিও পড়ে দেখিনি তবে ও বাড়ির কাকিমা মাঝে মাঝে পড়েন বইটা। তা যাক, তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই খুব শিগগির আমরা একটা নতুন অভিযানে যাচ্ছি।"

"শুনেছি। শিমলা না কোথায় যেন যাচ্ছিস তোরা।"

"সেই ব্যাপারেই আমরা একটু পরামর্শ নিতে এসেছি। এ যাত্রায় আমাদের অনেক জায়গায় যেতে হবে। তার মধ্যে শিমলা আর ধরমশালা দুটোই আমাদের টার্গেট। তবে প্রথমেই যদি আমরা ধরমশালায় যাই, তা হলে কীভাবে যাব?"

"এই কথা?" বলে বইটা মুড়ে রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "আগে তোদের ব্যাপারটা কী শুনি বল দেখি, তারপর বলছি কোথায় কীভাবে যাবি।"

"তোমার ওই দেবদাসী-তীর্থ বইতে কি শিমলার কথা আছে?"

"না। ওতে ভারতের অন্যান্য সব তীর্থের বিবরণ। যেমন রামায়ণের চিত্রকূট, পূর্ণাগিরি, সৌন্দত্তি, সপ্তশৃঙ্গি, গিরনার এইসব। আরও আছে। বইয়ের কথা থাক। আগে তোদের কথা বল।"

ওরা সকলে তখন যে যার সুবিধেমতো জায়গায় গুছিয়ে বসে এক এক করে সব কথা খুলে বলল বাবাকে।

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে ওরা একেবারে ধরমশালায় পাঠিয়ে দিল?"

"হ্যাঁ। লিটল লাসায়।"

"ওই হল। ওটা আপার ধরমশালায়।"

ভোম্বল বলল, "এখন আপনিই বলুন, কীভাবে আমরা গিয়ে পৌঁছব ওখানে?"

"সব বলছি। তার আগে তোরাই ঠিক কর, আগে তোরা শিমলায় যাবি, না ধরমশালায়?"

বাবলু বলল, "ধরমশালায়। কেন না সর্বাগ্রে কুমকুমকে উদ্ধার করতেই হবে। আর সেজন্যই অত টাকা আমাদের দিয়ে গেছে সোহম। সদলবলে শিমলা বেড়ানোর জন্য নয়। তা ছাড়া ওদিকটা তো ও দেখছে।"

"সেইটাই তো ভয়ের। হিমাচলপ্রদেশেব আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ অন্যরকমের। ওখানে গিয়ে অযথা মাথা গরম করে খুনখারাপি করে বসলে নিজেই নিজেব বিপদ ডেকে আনবে ও।"

বিলু বলল, "সে ওর ভালমন্দ ও নিজে বুঝবে, আমাদের কী?"

"তা হলে শোন, যদি তোরা ধরমশালাতেই যেতে চাস তবে হিমগিরিতে চেপে বোস। টিকিটটা কাটবি চাক্কি ব্যাঙ্ক পর্যন্ত। ওইখানে নেমে পাঁচ টাকা শেয়ারের অটো অথবা ট্রেকারে চেপে চলে যাবি পাঠানকোট। সেখান থেকে ঘন ঘন ধরমশালার বাস পাবি। আর যদি শিমলায় যাস, তা হলে আম্বালা ক্যান্টে নেমে দু'-তিন ঘন্টার বাস জার্নিতে কালকা। সেখান থেকে টয় ট্রেনে অথবা বাসে চলে যাবি শিমলায়। একেবারে সোজা গিয়ে কালীবাড়িতে উঠবি। আলাদা ঘর না পেলেও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওদেরই ডরমিটারিতে আরামে থাকবি তোরা।"

মা তখন সবার জন্যই চা করে নিয়ে এসেছিলেন। ওদের আলোচনা শুনে বললেন, "তোরা যে ওইসব দেশে যাবি, তা পঞ্চুকে নিয়ে কী করবি?"

ভোম্বল বলল, "কেন, পঞ্চুও যাবে আমাদের সঙ্গে।"
"তোদের খেয়ালখুশিতে ওরা প্রাণটা কি খোয়াবি তোরা?"
বাচ্চু বলল, "হঠাৎ এই কথা বলছেন কেন?"
"ওইসব বরফের দেশের ঠান্ডা ও সহ্য করতে পারবে? গাল গলা ফুলে একশা হয়ে যাবে বেচারির।"
বিচ্ছু বলল, "আমি আজই ওর জন্য সোয়েটার তৈরি করছি। কিচ্ছু হবে না ওর।"
"না হলেই ভাল।"
মা'র কথা শুনে পঞ্চু কেমন একটা গলা করে ডেকে উঠল অভিমানে।
বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "যাবি যাবি। তোকে না নিয়ে কি আমরা গেছি কোথাও?"
ভোম্বল বলল, "যাবি। তবে দুঃখ এই, শিমলার পথে পাড়ি দিয়েও টয় ট্রেনে তোর চাপা হবে না।"
বাবলু বলল, "এ দুঃখ কি তোর একার? আমাদেরও।" বলে বাবাকে বলল, "আমাদের টিকিটের ব্যবস্থাটা কি তুমি করে দিতে পারবে বাবা?"
"পারব। এই ক'জনেই যাবি তো তোরা?"
"হ্যাঁ।"
ভোম্বল বলল, "একটু চেষ্টা করে দেখুন না দিল্লি-কালকায়। যদি হয়ে যায়?"
বাবা হাসলেন। হেসে বললেন, "তার মানে শিমলাই তোকে বেশি করে টানছে। তা কী আর করবি বল? এখন হাজার চেষ্টা করলেও দিল্লি-কালকার টিকিট পাওয়া যাবে না। ও গাড়ির ডিমান্ড খুব। তবু দেখছি কতদূর কী করা যায়! যদি হিমগিরিতে টিকিট পাই তা হলে চাক্কি ব্যাঙ্কের টিকিট নেব। তোরা আগে ধরমশালায় যা, গিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা কর। পরে বরং ওকে নিয়েই টয় ট্রেনে চাপবার জন্য অন্য যে-কোনও ট্রেনে আম্বালায় চলে আয়। সেখান থেকে কালকায়। তারপরে টয় ট্রেনে চেপে শিমলায় যা। আর যদি আগে শিমলায় যাস তা হলে ওখান থেকেই বাসে চলে যা ধরমশালায়। মানালি আর শিমলা থেকে ঘন ঘন বাস আছে ধরমশালার।"
পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ওরা আর একটুও দেরি না করে শুরু করল গোছগাছ। বাবলু আর বিলু একসময় গিয়ে সোহমের দেওয়া চেকটা জমা দিয়ে এল ব্যাঙ্কে। তারপর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল বাবা কখন টিকিট নিয়ে আসেন তার জন্য।

দুপুরবেলা বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনে আসতেই পঞ্চু ছুটে এসে ওদের দেখে লাফালাফি করতে লাগল। ওরা দু'বোনে একটা ফিতে এনে কী সব মাপজোক করতে লাগল ওর।
মা বললেন, "কী ব্যাপার! এসব কী?"
বিচ্ছু বলল, "বাঃ রে, ওইরকম সব ঠান্ডার দেশে যাচ্ছি। আমরা তো কোট সোয়েটার এইসব পরব। পঞ্চু কী করবে? ওর জন্যও এক-আধটা শীতের পোশাক তৈরি করে নিতে হবে না? না হলে ঠান্ডা লেগে যাবে যে!"
মা হেসে বললেন, "দ্যাখো কাণ্ড!"
কিন্তু বললে কী হয়? পঞ্চু তখন দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফিতের মাপ দিচ্ছে।
মা বললেন, "তা ছাড়া সোয়েটার ও গায়ে রাখবে কেন? খুলে ফেলবে তো। ওইসব পরে ও কখনও ছুটোছুটি করতে পারে?"
বাচ্চু বলল, "সবসময় পরে থাকবে কেন? শীত খুব বেশি হলে, বরফ টরফ পড়লে তখনই পরবে। ভোরে আর রাত্রে শোওয়ার সময়টুকু ছাড়া যেমনকার তেমনই থাকবে ও।"
মা বললেন, "পারিসও বটে বাবা তোরা!" বলে চলে গেলেন।
বাবলু তখন ওর ঘরে বসে পরিকল্পনার একটা ছক কষছিল মনে মনে। ওর যা মনে হয় তা একটা কাগজে নোট রেখে দেয়। কখন কোথায় যাবে, তদন্তের কাজ শুরু করবে কীভাবে, এইসব। সেইসঙ্গে শিমলা, কুলু, মানালি, ধরমশালা প্রভৃতি জায়গাগুলোর প্রাকৃতিক অবস্থান ও বিষয়ের ওপর ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের গাইডবুক নিয়ে পড়ছিল।
বাচ্চু-বিচ্ছুর কাণ্ড দেখতে সেও বেরিয়ে এল এবার ঘর থেকে।
বাবলুকে দেখে পঞ্চু আদরে গড়িয়ে পড়ল কুঁই কুঁই করে।
বাচ্চু বলল "পঞ্চুর গায়ের মাপ নিচ্ছিলাম বাবলুদা। জব্বর একটা উলের সোয়েটার বুনব ওর জন্য। এমন জিনিস হবে না, দেখলে তাক লেগে যাবে।"

বাবুল বলল, "তা তো বুনবি। কিন্তু সময় পাবি কি? আমরা তো আজকালের মধ্যেই চলে যাব।"
বিচ্ছু বলল, "ঠিক বুনে নেবো। টিকিট হয়ে গেছে?"
"না। বাবা এখনও এসে পৌঁছননি।"
বাচ্চু বলল, "যদি টিকিট না পাওয়া যায়?"
"তা হলে বিকল্প ব্যবস্থা একটা দেখতে হবে।"
"কীরকম শুনি?"
"যে-কোনও ট্রেনে আমরা বিনা রিজার্ভেশনেই দিল্লি চলে যাব। না হলে সেবারের মতো তৎকাল কেটে পূর্বা এক্সপ্রেসে চাপব। তারপর দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে বাসে চলে যাব কালকা, শিমলা অথবা ধরমশালায়।"
আনন্দে নেচে উঠল বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখদুটো।
বিচ্ছু বলল, "যবেই যাওয়া হোক, আমরা কিন্তু সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছি। তুমি?"
"আমিও রেডি। এখন শুধু টিকিটটা হাতে পেলেই...।"
ওদের কথার মাঝখানেই বিলু, ভোম্বল এসে হাজির হল।
বিলু বলল, "তোর বাবা এসেছেন বাবলু?"
"না রে। এখনও আসেননি। আয়, ভেতরে আয়।"
সকলে ভেতরে ঢুকলে ভোম্বল ওর পকেট থেকে একটা অ্যালবাম বের করে বলল, "শিমলার ছবি দ্যাখ। কুলু মানালি সব আছে এতে।"
বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঝুঁকে পড়ল অ্যালবামের ওপর। তারপর ছবি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল। শিমলার ম্যাল, কালীবাড়ি সব কী সুন্দরভাবে ধরা আছে ছবিতে। কুলুর দশেরা উৎসবের ছবিও আছে। এ সবই অবশ্য গত বছরের।
বাবলু বলল, "কোথায় পেলি অ্যালবামটা?"
"একজনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।"
বাচ্চু বলল, "অ্যালবামটা কি আমাদের কাছে কয়েকটা দিন রাখা যেতে পারে?"
ভোম্বল বলল, "না, না। এখনই দেখা হয়ে গেলেই ফেরত দিতে হবে। এসব হল স্মৃতিরক্ষার জিনিস। কেউ কখনও দিতে চায় কারও হাতে?"
এমন সময় বাবা এলেন।
সবাই অনেক আশা নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালে বাবা বললেন, "দু'-একদিনের মধ্যে কোনও গাড়িতেই রিজার্ভেশন নেই। কালকা মেলে ওয়েটিং লিস্টও জুটছে না। হিমগিরিরও ওই একই অবস্থা। শিয়ালদহ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসেও কোনও জায়গা নেই এক মাসের আগে।"
বাবলু বলল, "তা হলে?"
"তা হলে আর কী? যাওয়া হচ্ছেই। এবং ভোম্বলের আশাটাই পূর্ণ হতে চলেছে এ যাত্রায়। কালকা দিয়েই টয় ট্রেনে চেপে শিমলা হয়ে যেতে হবে তোদের। শিমলায় বরং একটা দিন থেকে জায়গার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারপরই ধরমশালায় যা তোরা।"
বিলু বলল, "কিন্তু টিকিট না পেলে যাব কী করে?"
বাবা হেসে বললেন, "হয়েছে, হয়েছে। কালকার টিকিট না পেলেও কালকের টিকিটই পেয়েছি। বল দেখি কোন গাড়িতে?"
বাবলু বলল, "হয় অমৃতসর মেল, না হয় অমৃতসর এক্সপ্রেসে।"
"উহুঁ। ওইসব পরিচিত গাড়ির নামের তালিকা একদম বাদ দে। কোনও গাড়িতে কোনও জায়গা নেই। আমি যে-গাড়ির রিজার্ভেশন পেয়েছি সে-গাড়ির নাম অনেকেই জানে না। অথচ হঠাৎ করে কারও যদি হরিদ্বার, শিমলা, এইসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে আর কোনও গাড়িতে রিজার্ভেশন না পায় তা হলে তার জন্য এই গাড়িই ঠিক।"
বাবলু বলল, "খুব একটা বাজে গাড়ি নিশ্চয়ই?"
"তাও ঠিক নয়। আবার সুপার এক্সপ্রেসও নয়। তবু একবার চেপে বসলে যখন হোক পৌঁছে সে দেবেই। আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা করুক না লেট। হঠাৎ তোর ওইরকম দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে হেঁটে বা সাইকেলে তো যেতে পারবি না? সেইরকম অবস্থায় ওই গাড়িটা খারাপ কী? হরিদ্বার যাবি? ওই গাড়িতে

উঠে লাক্সারে নেমে অটো ধরে চলে যা। শিমলায় যাবি? আম্বালা ক্যান্টে নাম। তোদের টিকিটও তো আমি আম্বালা ক্যান্ট পর্যন্ত করিয়েছি।"

"কোন গাড়ি বাবা?"

"তোরা যে গাড়িতে যাচ্ছিস সে গাড়ির নাম ধানবাদ লুধিয়ানা ফিরোজপুর গঙ্গা শতলুজ কিষাণ এক্সপ্রেস।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু একসঙ্গে বলে উঠল, "বাপ রে!"

পঞ্চু কিছু না বুঝেই ডেকে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বল দারুণ আবেগে পঞ্চুকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, পঞ্চু চাপ সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল। তারপর কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করে পালাল ঘর থেকে।

বাবা বললেন, "কাল সকালেই তোরা ব্ল্যাক ডায়মন্ড অথবা জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে চলে যা ধানবাদে। তারপর স্টেশনের ক্লোক-রুমে মাল জমা রেখে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে রাতের গাড়িতে চাপ। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন।"

বিলু বলল, "সে কথা আবার বলতে? তেমন বুঝলে আজ রাত্রি থেকেই আমরা পড়ে থাকব ধানবাদে। আমাদের যথাস্থানে পৌঁছনো নিয়ে কথা। সবসময়েই যে হাওড়া থেকে ট্রেনে চাপতে হবে তার কী মানে আছে?"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া অভিযানের প্রয়োজনে ধানবাদেও তো আমাদের খুচখাচ কাজ থাকতে পারত?"

"অবশ্যই পারত।"

বাবা ওদের হাতে কম্পিউটারাইজড টিকিটটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ওদের শেষ প্রস্তুতিপর্বের জোর আলোচনার জন্য মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। ভোম্বলকে এড়িয়ে পঞ্চুও চলল সকলের আগেভাগে। সকলের মনেই এখন হিমাচলের অনুভূতি। শিমলা, শিমলা, লাভ ইন শিমলা। হিমালয়ের স্বর্গরাজ্য। কিন্নরের পাদদেশ। সত্যি, কতদিনের কত আশাই না ছিল এই শিমলাকে ঘিরে!

॥ ৬ ॥

সকাল থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মধ্যে। ওদের মুখ দেখে একবারও মনে হল না ওরা কোনও রহস্য অভিযানের সকল্প নিয়ে কোথাও যাচ্ছে বলে। মনে হল মনের আনন্দে ভ্রমণের নেশায় · নতুন কোনও দেশ দেখতেই চলেছে বুঝি!

ওদের সবরকমের প্রস্তুতি শেষ। তাই দারুণ উৎফুল্ল ওরা। হাওড়া থেকে সরাসরি ধানবাদে যাওয়ার জন্য ওরা দুপুরের শিপ্রা এক্সপ্রেসকেই বেছে নিল। তিনটে পনেরোয় ট্রেন, সাড়ে আটটা নাগাদ ধানবাদে পৌঁছয়। ঘণ্টাখানেক লেট করে সাড়ে ন'টায় পৌঁছলেও ওদের অসুবিধে হবে না। কেন না ওদের ট্রেন রাত সাড়ে দশটায়। অতএব কোনও উত্তেজনা নেই। দিব্যি স্নান-খাওয়া সেরে যেতে পারবে।

সকালে ওরা যখন বাবলুর ঘরে বসে যাওয়ার ব্যাপারে নানারকম পরিকল্পনা করছে ঠিক তখনই ডেসডিমোনা এসে হাজির। সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকে বাবলুকে বলল, "এ কী! তোমাদের সব ব্যাগট্যাগ গোছানো দেখছি, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

"আপাতত শিমলায়। তোমার বান্ধবীকে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে মুক্ত করে আনতে।"

অভিমানে বুকটা যেন কেঁপে উঠল ডেসডিমোনার। বলল, "এই পরিকল্পনাটার কথা আমাকে একবার জানালেও না তোমরা?"

"কখন জানাব? কাল কীভাবে ওদের খপ্পর থেকে তোমাকে উদ্ধার করে আনলাম তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তা ছাড়া তুমি তো জানতেই আমরা যাব।"

"জানতাম। শুধু জানতাম না কবে যাবে। কেন না আমারও যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। এদিকে সোহমটা কী কাণ্ড করে বসে আছে দেখেছ?" বলে একটা চিঠি বাবলুর দিকে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, "ছেলেটা আবার পাল্লায় পড়ে গেছে।"

"তার মানে?" বাবলু চিঠি পড়েই বলল, "এই চিঠি পেয়েই তো আমরা এত তড়িঘড়ি যাচ্ছি। কিন্তু কার পাল্লায় পড়ে গেল ও?"

"খোকনদার।"

"খোকনদা কে?"

"মহা ধান্দাবাজ একজন। সোহমকে নাচিয়ে ওকে উত্তেজিত করে ওরই পয়সায় শিমলা বেড়িয়ে নেওয়ার মতলব করেছে। রাগলে তো সোহমের জ্ঞান থাকে না। হয়তো খুনখারাপি করে একটা কিছু করে বসবে। তখন ওই খোকনদাই ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ওর টাকা-পয়সা লোপাট করে পালিযে আসবে। তাই শুধু কুমকুমকে নয়, আগে ওকে সামলাও তোমবা।"

ভোম্বল বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাগ্যো আমরা ধরমশালায় না গিয়ে শিমলার দিকেই আগে যাচ্ছি।"

বিলু বলল, "ওখানে গিয়ে ওদের একজনকেও যদি কবজা করতে পারি, তা হলে তাকে মোচড় দিয়েই লিটিল লাসায় কুমকুম কোথায় আছে তা ঠিক জেনে যাব।"

বাচ্চু বলল, "ওই ফার্গু সিংকে ফাঁদে ফেললেই বেরিয়ে যাবে সব।"

বিচ্ছু বলল, "শুধু ফার্গু সিং কেন? কুলুতে গিয়ে জালানকেও জ্বালিয়ে মারব আমরা।"

ডেসডিমোনা বলল, "তোমরা কোন গাড়িতে যাচ্ছ? কালকায় নিশ্চয়ই?"

বিচ্ছু বলল, "নাঃ। কালকার টিকিট আমরা পাইনি।"

"তবে কি হিমগিরিতে?"

বাবলু বলল, "না। কালকা, হিমগিরি দুটোর কোনওটিতেই যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি ধানবাদ থেকে কিষাণ এক্সপ্রেসে। প্রথমে আম্বালা ক্যান্ট, তারপরে কালকায় গিয়ে টয় ট্রেনে শিমলা।"

"বাঃ। বেস্ট অব লাক। তোমবা ভালভাবে ঘুরে এসো তা হলে। আমি এখন বাডি যাই। সোহমের ওই চিঠিটা তোমাদের দেখাব বলেই এসেছিলাম।" বলে, যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

বাবলু বলল, "সাবধানে যেয়ো কিন্তু।"

ডেসডিমোনা বলল, "এখন আমার কোনও ভয়ই আব নেই। যাবা আমাকে বিরক্ত করবে তাদেব কেউ এখন হাজতে, কেউ শিমলায়, কেউ বা অন্য কোথাও।"

ডেসডিমোনা চলে গেলে বাবলু বলল, "এই খোকনদাকে নিযে তো দেখছি আর-এক জ্বালা হল! ও-ই যে সোহমকে মিসগাইড করে খেপিয়ে তুলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

বাচ্চু বলল, "এইভাবে যদি ঘটনাব জট পাকিয়ে যায তা হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত কুমকুমকেই আমরা উদ্ধার কবতে পারব না।"

বিচ্ছু বলল, "অযথা সময নষ্ট হলে ঘটনাব গতি কোনদিকে মোড নেবে তা কে জানে? তাই আমি বলি কী, দুষ্কৃতীদমনের পরিকল্পনাটা বরং পরেই হোক।.আগে আমবা শিমলায় গিয়ে সোহমকে খুঁজে বের কবি। পরে ওকে সংযত করে সর্বাগ্রে ধবমশালায় গিয়ে উদ্ধাব করি কুমকুমকে। ও বেচারির যে কী কষ্টে দিন কাটছে ওখানে, তা কে জানে? তারপব শুরু করব আসল কাজ।"

বিচ্ছুর কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বাবলু সব শুনে বলল, "আর দেরি নয়, স্নান-খাওয়া সেরে তৈরি হয়ে নে সব। আমি চট করে একবার থানায় গিযে ও সি-কে জানিয়ে আসি। কেন না ওই দূর দেশে গিয়ে কোনও বিপদে পড়লে উনি অন্তত চটজলদি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।"

সকলে বিদায় নিলে বাবলু পঞ্চুকে নিযে থানায় গেল। তাবপর ওদের এই অভিযানের ব্যাপারে সবকিছু পুলিশকে জানিয়ে ফিরে এল তাড়াতাড়ি।

বাবলু আর পঞ্চু যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছে ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন দুটো মোটরবাইক ছুটে এল ওদের দিকে। আরোহীদের মাথায় এমনভাবে হেলমেট পরা যে, তাদের কাউকেই চেনবার কোনও উপায় নেই। ওদের গতি দেখেই বোঝা গেল ওরা ওদেব চাপা দিতে আসছে। সেই মুহূর্তে পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু একজনদের গাড়িবারান্দায় ঢুকে না পডলে নির্ঘাত মেরে ফেলত ওরা।

হঠাৎ করে কেন যে অমন হল তা কিছুতেই ভেবে পেল না বাবলু। ওরা কারা?

এদিকে পঞ্চু তো চিৎকারে মাত করে ওদের দিকে ছুটে গেল ভৌ ভৌ করে। যাওয়ার আগে ওরা শুধু একটা কথাই বলে গেল, "দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট ওয়ার্নিং।"

যাই হোক, এই ব্যাপারটা সকলের কাছে বেমালুম চেপে গেল বাবলু। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ওরা সকলে দলবদ্ধ হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। গার্ড কামরার গায়েই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ বগি। ওরা সেই বগিতেই বসল সকলে। খুব একটা ভিড় নেই। না হওয়ারই কথা। কেন না ব্যবসায়ী

থেকে সাধারণ যাত্রীর অনেকেরই নজর এখন থ্রি-টিয়ার স্লিপার ক্লাসের দিকে। অন্যের রিজার্ভ করা বার্থে গা-জোয়ারি করে শুয়ে-বসে যাওয়ার আরামই আলাদা। তাই ভালভাবে হাত-পা ছড়িয়ে বসেই যেতে পারল ওরা।

ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে ধানবাদ পৌঁছল ঠিক সময়েই। ভাগ্য ভাল যে, পথে পঞ্চুকে নিয়ে কোনও গোলমাল হল না।

এর পর ধানবাদ থেকে রাতের গাড়ি। ওরা চার্টে নাম দেখে যে যার বার্থের দখল নিল। সকলে যে যার বাড়ি থেকে কিছু না কিছু খাবার এনেছিল। তাই ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল সবাই।

পঞ্চুও আহারপর্ব মিটিয়ে নিয়ে লোয়ার বার্থের নীচে শুয়ে ওর ডিউটি দিতে লাগল।

বাবলু উঠল আপার বার্থে।

ভোম্বলও আর একটি আপার বার্থে ছিল। তিন থাকের মুখোমুখি বার্থ। লোয়ার বার্থে একজন বৃদ্ধা ছিলেন। পরে তিনি অন্য জায়গায় সরে গেলেন। ভোম্বল বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই হঠাৎ এত অন্যমনস্ক হয়ে গেলি কেন রে বাবলু?"

বাবলু বলল, "কই, না তো?"

মিডল বার্থ থেকে বিলু বলল, "আমাদের কাছে লুকোস না। তুই কিন্তু অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে গেছিস। এমন চমৎকার জার্নি, অথচ তোর সেই প্রাণোচ্ছ্বাস কই?"

বাচ্চু-বিচ্ছুও বলল, "বলো না বাবলুদা, কী হয়েছে তোমার?"

বাবলু বলল, "শুনবি তা হলে?" বলে ওই দুঃখজনক ঘটনার কথা বলল সকলকে।

সকলে শুনে শিউরে উঠল।

বিলু বলল, "এই কথাটা তুই বলিসনি এতক্ষণ?"

"বলিনি তার কারণ, হরিষে বিষাদ এনে লাভ কী?"

ভোম্বল বলল, "ওরা কারা হতে পারে বল তো?"

"আমি কোনও কিছুই অনুমান করতে পারছি না। জালানের পোষা কোনও গুন্ডাও হতে পারে। হ্যারি আর লুইসও হতে পারে। অথবা লিন লিজার কেউ। প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।"

বিলু বলল, "তাই কী? কিন্তু ওরা তো এখন হাজতে?"

"তখন হাজতে ছিল। এখন যে বেরিয়ে আসেনি তাই বা কে বলতে পারে?"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয়, না। এরা নির্ঘাত অন্য কোনও দল। না হলে ওইভাবে ওয়ার্নিং দেবে কেন?"

বাবলু বলল, "ওইটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। পাছে তোরা বেরোবার সময় মনখারাপ করিস, তাই চেপে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। নেহাত আমরা একটা অভিযানে যাচ্ছি তাই। না হলে ওদের দফা আমি রফা করে দিতাম।"

বাচ্চু বলল, "যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন পরিকল্পনা করো শিমলায় গিয়ে আমরা কীভাবে কী করব।"

বিচ্ছু বলল, "শিমলায় আমরা কখন পৌঁছব বাবলুদা?"

"কাল রাত আড়াইটা নাগাদ আম্বালায় পৌঁছব। তারপর ভোরের বাসে কালকায়। সেখানে সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেনেই চলে যাব শিমলায়। ওখানে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে যাবে।"

আর কোনও কথা নয়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে সকলের। তাই ট্রেনের দুলুনিতে দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন সকালে ট্রেন এসে থামল বারাণসীতে। ইতিমধ্যে বেশ গুছিয়ে দুটি ঘণ্টা লেট করে নিয়েছে ট্রেন।

বিলু বলল, "ধানবাদ থেকে বারাণসী আসতে যদি দু'ঘণ্টা লেট হয় তা হলে আম্বালায় পৌঁছব আমরা ক'ঘণ্টা লেটে?"

ভোম্বল বলল, "শ্রীশ্রীভগবানকে ডাক যেন ওই লেট বেড়ে আরও দু'ঘণ্টা হয়। তা হলে রাতের অন্ধকারে নয়, সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ পৌঁছে যাব আম্বালা ক্যান্টে।"

ভোম্বলের ডাক বোধহয় শুনতে পেলেন ভগবান। তাই পরদিন ঠিক সকাল ছ'টা নাগাদ আম্বালা ক্যান্টে পৌঁছল ওরা।

স্টেশনের সামনেই বাসস্ট্যান্ড।

ওরা একটুও দেরি না করে স্টেশন থেকে বেরিয়েই কালকার বাসে উঠে বসল। সকালের বাস, তাই ফাঁকা। ভাড়া নিল সাতাশ টাকা করে। পঞ্চুর ফ্রি। কী আনন্দ ওদের!

এ-পথযাত্রায় ওরা তো নতুন নয়। সেই সেবার বরাব্বব সিং-এর মোকাবিলা করতে ওরা এ-পথে এসেছিল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার।

আম্বালা ছেড়ে প্রশস্ত রাজপথ ধরে রামগড়ের ওপর দিয়ে ওরা কালকায় এল। ঘণ্টাদুয়েকের মতো সময় লাগল ওদের।

বাবলু বলল, "চল, এই অভিযানপর্বের শুরুতেই কালিকা মাতাকে দর্শন করে ধন্য হই আমরা। মাথাটা নুইয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আসি। তারপর ওইখানে নদীর জলে মুখ হাত ধুয়ে জলযোগ সেরে টয় ট্রেনে চাপব।"

বাবলুর কথামতো এগিয়ে চলল ওরা।

এক সর্দারজি তো ওদের ধরে খুব টানাটানি করতে লাগলেন তাঁর বাসে শিমলায় যাওয়ার জন্য। বললেন, "আরে দোস্ত! রোডওয়েজ মে চলো। ঢাই ঘন্টেমে শিমলা আ যায়ে গা। টয় ট্রেন মে যানে সে পুরা দিন বরবাদ হোগা।"

কথাটা ঠিক। তবু টয় ট্রেনে চেপে শিমলা যাওয়ার যে আনন্দ তা সর্দারজি বুঝবেন কী করে? উনি শুধু ওঁর ব্যবসা আর সময় বোঝেন। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা চায় প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে। এ-পথের বর্ণনাতীত সৌন্দর্য টয় ট্রেনে না গেলে কি উপভোগ করা যায়? তার ওপর এমন সুন্দর আবহাওয়া। মিষ্টি রোদে চারদিক যেন ঝলমল করছে। এই পাহাড়ি অঞ্চলে যা নাকি সত্যিই বিরল।

পঞ্চু এখানে খুবই প্রাণবন্ত।

বাসস্ট্যান্ড থেকে মন্দির পর্যন্ত পথটুকু ওরা হেঁটেই এল তাই। তারপর নদীতে নেমে স্নান করে দেহটাকে ঝরঝরে করে নিল। এবার দর্শন সেরে একটা দোকানে ঢুকে গরম গরম কচুরি আর প্যাঁড়া খেয়ে একটা অটো নিয়ে সোজা কালকা স্টেশনে।

টয় ট্রেনের এখনও এক ঘণ্টা দেরি। ওরা প্রত্যেকের জন্য টিকিট কেটে ব্রডগেজ সংলগ্ন টয় ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকল।

অক্টোবরের শেষে ট্যুরিস্টের ভিড় একেবারে নেই। পূজার ছুটির পর সবাই এখন ঘরমুখো। কাজেই এই সময় বেড়াতে যাবে কে?

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, টিকিটের ভাড়া নিল কত ক' '? আমি আমার খাতায় নোট করে রাখি।"

বাবলু বলল, "বেশি নয়। মাত্র বত্রিশ টাকা। এক-একজনের।"

ওরা টয় ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই দেখল সুন্দর একটি ঝকঝকে টয় ট্রেন মিডল লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ধোয়ামোছা হয়ে।

বাবলু একজন কুলিকে জিজ্ঞেস করল, "ওই গাড়িই কি যাবে?"

"হাঁ। ওহি গাড়ি। আভি আ যায়ে গা এহি পিলাটফরম পর।"

ওই গাড়িতে আগাগোড়া গ্লাস দিয়ে মোড়া কতকগুলো সুদৃশ্য বগি ছিল। জানলার গ্লাসে রঙিন পরদা দেওয়া। কী সুন্দর। নিশ্চয়ই সাহেব সুবোরা যান ওতে। ওইরকম বগিতে চেপে পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জার্নি করার আনন্দই আলাদা।

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, ওই কোচগুলোর ভাড়া কীরকম বল তো?"

"কে জানে? তা ভাড়া যাই হোক, টিকিটও তো আমাদের হয়ে গেছে।"

"যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয় তা হলে তো এই টিকিটগুলো ফেরত দিয়ে ওই কোচের টিকিট নেওয়া যেতে পারে।"

বাবলুর অদম্য ইচ্ছা ছিল ওইরকম সুদৃশ্য কোচে যাওয়ার। তাই বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল টিকিট ঘরের দিকে।

ফাঁকা কাউন্টার। বাবলুরা গিয়ে ওদের মনোবাসনা ব্যক্ত করতেই কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, ওরা যে বগিতে যেতে চাইছে ওগুলো হচ্ছে আরামদায়ক চেয়ার কার। ওর ভাড়া একশো চল্লিশ টাকা। তাই আর একশো আট টাকা করে দিলেই ওই গাড়িতে জায়গা পেয়ে যাবে ওরা।

বাবলু নির্দ্বিধায় টাকা বের করতেই ভদ্রলোক বললেন, "ইধার নেহি। তুম সব হেড টিটি কা পাশ চলা যাও।"

ওদের আনন্দ তখন দেখে কে? তিনজনেই অদম্য উৎসাহে হেড টিটির ঘরে চলে এল। অল্পবয়সি একজন সুন্দরী তরুণী বসে ছিলেন সেখানে। ওদের দেখেই স্মিত হেসে বললেন, "ক্যা চাহিয়ে?"

বাবলু বলল, "হাম সবকো এ টিকট আপ চেয়ার কার মে বনা দিজিয়ে ম্যাডাম।"

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে কোচ আর সিট নম্বর দিয়ে ওদের টিকিট বানিয়ে দিলেন।

টিকিট হাতে নিয়ে ওরা প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এল প্ল্যাটফর্মে।

পঞ্চু তখন মনের আনন্দে ছুটোছুটি করছে চারদিকে। বাচ্চু-বিচ্ছু অনেক মানা করছে ওকে। ও কিন্তু শুনছে না কারও কথা। এ-সময় বাবলুদের দেখতে পেয়েই ছুটে এল।

বিচ্ছু বলল, "কী হল বাবলুদা?"

"কী আবার হবে? চেয়ার কারের টিকিটই করিয়ে নিলাম।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই আনন্দে 'হু র র র রে' করে উঠল।

টয় ট্রেন তখন মিডল লাইন থেকে সরে এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

সেই ট্রেনে ওঠার জন্য সকলের সে কী ব্যস্ততা তখন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কিন্তু তাড়া নেই। ওদের সিট তো রিজার্ভ। ওরা তাই ধীরে সুস্থে গাড়িতে উঠল। এমন লোভনীয় ট্রেনের কামরায় বিলাসবহুল যাত্রা ওদের এই প্রথম।

এখনও পনেরো মিনিট সময় আছে। তাই প্রথমেই ওরা স্টেশনের কল থেকে ওয়াটার বটলে জল ভরে নিল। তারপর রেলওয়ে ক্যান্টিনের প্যাকিং করা ভাত ডাল তরকারির প্যাকেট কিনে নিল প্রত্যেকের, দুপুরে খাওয়ার জন্য। আর নিল কলা, আপেল ইত্যাদি কিছু ফল। সে কী দারুণ আনন্দযাত্রা!

ভোম্বল বলল, "আমার জন্যই এই পথে আসা হল, এটা কিন্তু মনে রাখবি।"

বাবলু বলল, "শিমলায় আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি অন্য কাজে। এটাও যেন মনে থাকে।"

যথাসময়ে নড়ে উঠল ট্রেন। কী আনন্দ। কী আনন্দ। সামান্য পথ সমতলে চলার পরই পাহাড়ে উঠতে লাগল ট্রেন। ১৯০৪ সালে এ পথে প্রথম একটি ছোট স্টিম এঞ্জিন শিমলায় পৌঁছেছিল। যাত্রী ছিলেন লর্ড কার্জন।

একজন চেকার এসে ওদের টিকিট পরীক্ষা করলেন। পঞ্চুর জন্য একটু ভয় ছিল। কিন্তু চেকার ভ্রূক্ষেপও করল না ওকে। অবশ্য না করবার কারণও ছিল। একজন মেমসাহেব তাঁর পরমাদরের একটি মিনিয়েচারকে বুকে নিয়েই গাড়িতে উঠেছিলেন। অতএব তারই খাতিরে পঞ্চুও পার পেয়ে গেল।

এখানকার টয় ট্রেন দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনের মতো নয়। দারুণ গতি এর। তার ওপরে এক্সপ্রেস ট্রেন। চারদিক কাঁপিয়ে চলতে লাগল। সব স্টেশনে থামলও না। টাঁকশাল, গুমমান, কোটির পর খুব বড়সড় একটি টানেল পার হল। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের কৃপায় প্রকৃতির অনবদ্য রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেল ওরা। অমন যে পঞ্চু সেও ভাবে বিভোর হয়ে ঘাড় কাত করে দেখতে লাগল সব কিছু। টানেল পার হয়ে জাবাল, সোনওয়ার পর পর স্টেশন অতিক্রম করে ট্রেন এসে থামল ধরমপুর হিমাচলে। উচ্চতা ১৪৬৯ মিটার।

কী সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্টেশন। স্টেশনের চেহারা দেখে মনেই হল না ওরা ভারতে আছে বলে। মনে হল বিদেশের কোনও পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝি!

বাচ্চু বলল, "কালকার ওই সর্দারজির কথা শুনে সময় বাঁচাতে গিয়ে আমরা যদি বাসে যেতাম তা হলে এই অনাবিল আনন্দের কিছুই আমরা উপভোগ করতে পারতাম না।"

বিচ্ছু বলল, "এখন ভগবান করুন, যে কাজের জন্য আমরা এসেছি তা যেন ভালয় ভালয় সম্পন্ন করে যেতে পারি।"

আবার নড়ে উঠল ট্রেন। দেবদারু, পাইন আর ফার বনের ভেতর দিয়ে একটির পর একটি টানেল পার হতে হতে হিমাচলপ্রদেশের পর্বতমালার ওপর দিয়ে স্বপ্নের রেলগাড়ি ছুটে চলল শিমলার দিকে।

ধরমপুরের পর ট্রেন থামল কুমারহাটি দাগসাইতে। এর উচ্চতা ১৫৭৯ মিটার। অর্থাৎ সমুদ্রতল থেকে ৫১১৮ ফুট। তারপর বরোগ। বরোগের পর সোলান। ১৪৯৪ মিটার। এখানে ভাল স্ন্যাকস পাওয়া গেল। কতরকমের চপ-কাটলেটও মিলল এখানে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা মুখ ছাড়াতে সেইসব খেয়ে চা খেল এক কাপ করে। ওদের সঙ্গে তোয়াজি আহারে পঞ্চু তো আহ্লাদে আটখানা। এই স্টেশনে অনেকেই নেমে গেলেন কসৌলি যাওয়ার জন্য। কসৌলি হল ১৮৪৬ মিটার উচ্চতায় সৌন্দর্যের শৈলাবাস। পাখিদের স্বর্গরাজ্য। এখানেই সুবিখ্যাত পাস্তুর ইনস্টিটিউট। এরপর সালোগ্রা, ১৫০৯ মিটার। কান্দাঘাট, ১৪৩২ মিটার। তারা দেবী, ১৮৪৪ মিটার। সবশেষে সামার হিল হয়ে ঠিক পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিটে একটুও লেট না করে টয় ট্রেন তার যাত্রা শেষ করল শিমলাতে। মোট ১০৩টি টানেল পেরিয়ে এল এ-পথে।

স্টেশন থেকে প্রায় দেড় কিমি উচ্চতায় শিমলার বিখ্যাত কালীবাড়ি। ওরা সকলের কাছে পথনির্দেশ নিতে নিতে এগিয়ে চলল কালীবাড়ির দিকে। চড়াই পথে ওঠার অনভ্যাসের ফলে বুকে যেন হাঁফ ধরে গেল ওদের। যদিও শীতের এখানে প্রচণ্ড কামড়।

যেতে যেতেই বিলু বলল, "সোয়েটারগুলো বের করে এবার পরে নিল হত না?"

বাবলু বলল, "সেটা পরে। এখন এই পথের খাড়াই ভাঙতেই গায়ে ঘাম দেবে। সোয়েটাব কোনও কাজেই লাগবে না।"

ভোম্বল তো অনেক আগেই শীতবস্ত্র পরে নিয়েছিল। তাই ও কোনও কথা না বলে বোলতার মতো মুখ ফুলিয়েই পথ চলতে লাগল।

বাচ্চু বলল, "কিন্তু পঞ্চুর কী হবে? ওর জন্য সোয়েটার তো বোনা হয়ে উঠল না।"

বিচ্ছু বলল, "ওর ভাবনা আমি ভেবেছি। এখানকার মার্কেট থেকে উলেনের একটা র‍্যাপার কিনে ওর গায়ে জড়িয়ে বেল্ট দিয়ে বেঁধে দেব।"

বিলু বলল, "বহুত খুব।"

এইভাবে পথ চলতে চলতে একসময় ওরা কালীবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। পথশ্রমের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল ওদের। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কালীপুজো, ভাইফোঁটা ফেটে গেছে। তাই শান্ত নির্জন জায়গাটা। ট্যুরিস্টের দল একে একে সবাই বিদায় নিয়েছে প্রায়।

ওরা কালীবাড়ির অফিসঘরে গিয়ে দ্যাখা করতেই যিনি খাতা নিয়ে বসে ছিলেন তিনি একমুখ হেসে বললেন, "যাও, তোমাদের জন্য কুড়ি নম্বর ঘরটা রেখে দিয়েছি। সবাই বেশ আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবে। বালিশ বিছানা কম্বল সবই দেওয়া আছে। আরও প্রয়োজন হলে চেয়ে নেবে। ঘরে মালপত্তর রেখে ক্যান্টিনে গিয়ে রাতের খাবাবের অর্ডার দিয়ে এসো। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই ক্যান্টিন চিনিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "আমরা আসব আপনারা জানতেন?"

"না জানলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নামে ঘরটা বুক করি? এই দ্যাখো খাতার পাতায় তোমাদের নাম। পরে একসময় এসে সই করে দিয়ে যেয়ো।"

ওরা মনের আনন্দে পেছনের সরু প্যাসেজটা পার হয়ে ওপরের কুড়ি নম্বর ঘরের দিকে চলল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? কোন জাদুতে এমনটা হল?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। জাদুও কিছু নেই এতে। অভিযান পর্বের শুরুতেই থানায় একবাব দেখা করে এসেছিলাম, ওঁরাই হয়তো ফোনে যোগাযোগ করে অগ্রিম ব্যবস্থা করে বেখেছেন আমাদের জন্য। ভাগ্য ভাল যে, বাঙালির এই প্রিয় কালীবাড়িতে আমরা আশ্রয় পেলাম। না হলে এই দূর দেশে এসে চড়া রেটেব হোটেলের চক্করে পড়তে হত।"

ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এসেই দেখল সেখানে লেখা আছে 'ওয়েলকাম পাণ্ডব গোয়েন্দা'। কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকেই বন্ধ।

পঞ্চু দরজার কাছে মুখ নিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

বাবলু দরজায় নক করতেই দরজা খুলে যে ওদের অভ্যর্থনা করল তাকে দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল ওদের।

ওরা সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! ডেসডিমোনা!"

ডেসডিমোনা বলল, "আমি বেলা একটা থেকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। এসো, ভেতরে এসো। তোমাদের এত দেরি হল যে? আমি টয় ট্রেনে কত খুঁজলাম তোমাদের, কিন্তু দেখা পেলাম না। ভাবলাম তোমরা হয়তো আমার আগের ট্রেনেই চলে গেছ। কিন্তু এখানে শুনলাম তোমরা তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছওনি। তাই তোমাদের কথা বলে এই বড় ঘরটা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্য। এই সময়টুকুর মধ্যে চারদিক চষে ফেলেছি আমি। রাতের খাওয়ার জন্য কুপনও কেটে রেখেছি। এখন ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করে ধন্য করো।"

সকলে ঘরে ঢুকে যে যার ব্যাগ নামিয়ে রেখে পাশের কলঘরে গিয়ে মুখ হাত-পা ধুয়ে এল। বরফের মতো ঠান্ডা জল। তা হোক, ভাল লাগল খুব।

বাবলু অবাক চোখে ডেসডিমোনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তা কী ব্যাপার বলো তো? এমন মিরাক্‌লটা তুমি ঘটালে কীভাবে?"

"বলব, বলব, সব বলব। আগে চলো, এই ঠান্ডায় এক কাপ করে চা খাইয়ে তোমাদের ম্যাল থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। এখনকার চায়ের বিলটা কিন্তু আমিই দেব।"

আনন্দের আতিশয্যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে কে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। ওরা সঙ্গে সঙ্গে শীতের পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল। ডেসডিমোনা বলল, "এই অসময়ে প্রচণ্ড ঠান্ডায় পঞ্চুর কিন্তু কোথাও না যাওয়াই উচিত। ও বরং ঘরে থাক।"

এই কথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল পঞ্চু।

বাবলু ওকে অনেক আদর করে বলল, "তোর ভালর জন্যই বলছি রে! এই তো এলি এই শীতের দেশে। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে একটু খাপ খাইয়ে নে। কাল সকালে রোদ উঠলে যেখানে যাব, যাবি।"

বাবলুর কথায় শান্ত পঞ্চু একটা চেয়ারে উঠে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইল।

ওরা পঞ্চুকে রেখে ঘরে তালা দিয়ে প্রথমেই এল মন্দিরে। তখন আরতির ব্যবস্থা হচ্ছে। শাল সোয়েটার কোট পরা অনেক দর্শনার্থীর ভিড় তখন সেখানে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেবী কালিকাকে দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে চা খেতে এল। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত বারান্দার খোলামেলা অংশটায় দাঁড়িয়ে বানরের উপদ্রব সহ্য করতে করতে চা খেতে লাগল ওরা। কী চমৎকার চা এখানকার! পাশেই একটু নীচের অংশে চায়ের দোকান। এখান থেকে অন্ধকারে মোড়া শিমলার আলোকোজ্জ্বল অঞ্চলকে ভারী সুন্দর দেখায়। চারদিকে যেন অসংখ্য নক্ষত্রের মতো আলোর মালা।

ডেসডিমোনা বলল, "কেমন লাগছে?"

"ভালই। এখন বলো দেখি তোমার কথা?"

"হ্যাঁ। আমার কথা বলার এই হল উপযুক্ত সময়। শোনো তা হলে, আমি কীভাবে এখানে এলাম। শিমলায় বেড়াতে আসবার শখ ছিল আমার বহুদিনের। তাই তোমরা সবাই আসছ শুনে খুবই মনখারাপ হয়ে গেল আমার। বাড়ি গিয়েই স্থির করলাম আমিও যাব। এবং তোমাদের কাউকে কিছু না জানিয়েই। আমার কাছে হাজারদুয়েক টাকা ছিল। বাবা দিলেন আরও এক হাজার। বাবাকে বললাম, তোমরাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। এই বলে আমার যা যা নেওয়ার সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। তারপর শিমলা পর্যন্ত একটা টিকিট কেটে চেপে বসলাম কালকা মেলে। লেডিজ কম্পার্টমেন্টে উঠেছিলাম, তাই ভিড় ছিল না। দিব্যি একটা বাঙ্ক দখল করে দু'রাত্তির কাটানোর পর আজ খুব সকালে কালকায় এলাম। ওখান থেকে সকাল সাতটার ট্রেন ধরে বেলা সাড়ে বারোটায় শিমলায়। শিমলায় এসে তোমরা যে কালীবাড়িতেই উঠবে তা আমার জানাই ছিল। তাই এখানে এসে প্রথমেই তোমাদের খোঁজ নিলাম। তারপর আমি অনেক বলেকয়ে বড়সড় একটা ঘর নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম তোমাদের জন্য। ওঁদের আমি এও বলেছি, কোনও কারণে তোমরা যদি না আসো তা হলে কাল সকালেই ঘর ছেড়ে দেব আমি। ওঁদের কাছ থেকে যে সুন্দর ব্যবহার আমি পেয়েছি তা চিরকাল মনে থাকবে। এখন বুঝতে পারছি কেন এবং কী কারণে সবাই শিমলায় এসে কালীবাড়িতেই উঠতে চায়। দুপুরের খাওয়াও খেলাম এখানে। ঠিক যেন বাড়ির খাবার খাচ্ছি।"

ডেসডিমোনা এক নিশ্বাসে ওর সব কথা বলে গেল। তারপর চায়ের দাম দিয়ে এসে বলল, "চলো তোমাদের একটু ম্যাল থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ডেসডিমোনার সঙ্গে নির্জন পথ ধরে ম্যালের দিকে এগিয়ে চলল।

কী নির্জন পথঘাট। ঠান্ডার প্রকোপে মানুষজন ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। যারা বেরিয়েছিল তারা সবাই এখন ঘরমুখো। মাঝেমধ্যে দু'-একজন স্থানীয় লোক ছাড়া কাউকেই বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। ওরা তবুও কষ্ট করে মনের মধ্যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে ম্যালে এল। কত আলোর রোশনাই সেখানে। কিন্তু লোকজন বেশি নেই।

ডেসডিমোনা অন্ধকারে একটা পাহাড়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "এই হল জাখু হিল। শিমলার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়- চূড়া এটি। কাল সকালেই আমরা এর ওপরে উঠব। কেউ কেউ একে যক্ষ পর্বতও বলে।"

বাচ্চু বলল, "তুমি উঠেছিলে আজ?"

"সময় পেলাম কখন? দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ম্যালে বেড়াতে এসে সকলের মুখে শুনলাম।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, ম্যালের ওই পাশটায় মনে হচ্ছে যেন খুব জমজমাট। লোকজনের বেশ আনাগোনা দেখছি।"

"ওদিকে মার্কেট। যাবে?"

ভোম্বল আপত্তি করল। বলল, "তোমরা যাও। এখন এই ঠান্ডায় আমার আর ভাল লাগছে না। আমি এখন ফিরে যেতে চাই।"

বিলু বলল, "সেরেছে! এখানেই যদি তোব এই অবস্থা হয়, তা হলে কুলু-মানালিতে গিয়ে কী করবি? ওখানে তো আরও ঠান্ডা।"

"তখন সয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "আমি কোথায় ভাবলাম বাজারে গিয়ে পঞ্চুব জন্য একটা উলেনের কিছু কিনব।"

ভোম্বল বলল, "তোরা যা না! আমাকে চাবিটা দে। আমি ফিবে যাই।"

বিলু বলল, "একা যেতে ভয় কববে না তোর?"

"কীসের ভয়? এটা কি হাওড়া? এ হল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা।"

বাবলু ভোম্বলের হাতে চাবি দিয়ে সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে ওকে একটু এগিয়ে দিতে গেল। তারপব যেই না ফিরে আসতে যাবে অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন একজন তার রোমশ কঠিন বাহু দিয়ে টেনে নিল বাবলুকে। তার বজ্র আঁটুনিতে দম যেন বন্ধ হয়ে এল বাবলুর। লোকটির মুখে বিশ্রী দুর্গন্ধ। নেশাটেশা করেছে নির্ঘাত। বলল, "ওয়ার্নিং নম্বর টু। কালই এই জাযগা ছেড়ে চলে না গেলে পবশু তোদের একজনকেও আর খুঁজে পাবে না কেউ।" বলেই এক ঝটকায় বাবলুকে পথের ধাবে ফেলে দিয়ে অন্ধকাবে মিশে গেল সে।

বাবলু ভেবেও পেল না, কে? কেন? এবং কী কারণে এইভাবে ভয় দেখাচ্ছে ওকে। তবে কি সোহমের মা-বাবার হত্যার নেপথ্যে, কুমকুমের অপহরণের পেছনে জালান ছাড়া আবও কাবও কালো হাত আছে?

অতি কষ্টে ধুলো ঝেড়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে সবার কাছে এল সে।

ডেসডিমোনা ওকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে বলল, "এ কী বাবলু! এ কী অবস্থা তোমার! নাকেব পাশে এত রক্ত কেন?"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। অন্ধকাবে বুঝতে না পেরে পাথরে ধাক্কা খেয়েছি।"

বিলু বলল, "তা হলে চল আমবাও ফিবে যাই। ঘোবা বেড়ানোর পবিকল্পনা যা কিছু কববাব কাল সকালেই করব। না হলে ভোম্বলটাকে একা যেতে দিযে মনে সায় দিচ্ছে না।"

ওরা আর অন্য কোথাও না গিয়ে সবাই কালীবাড়ির পথ ধবল। বাবলুব মনেব মধ্যে তখন উত্তেজনাব ঢেউ তোলপাড় করছে।

রাত্রে দারুণ তৃপ্তি করে কালীবাড়ির ক্যান্টিনে খেল ওরা। পঞ্চুর জন্য কিছু রুটি ও আলুর দম নিয়ে এলে পঞ্চুও তাই খেয়ে নিল তৃপ্তি করে।

এরপর সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাগ্রহণ করলে বাবলু বলল, "কাল খুব সকাল সকাল উঠে শিমলাব পথঘাট চিনে নিয়ে আমরা আমাদের কাজ শুরু কবে দেব। তার আগে সবাইকে সতর্ক করে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের শত্রুরা কিন্তু এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে আমাদেব পিছু পিছু।"

বিলু বলল, "বলিস কী!"

"নাউ, উই আর ইন গ্রেট ডেঞ্জাব।"

ডেসডিমোনা বলল, "বুঝেছি। তুমি তা হলে পাথবে ধাক্কা খাওনি। নিশ্চয়ই কেউ আঘাত করেছিল তোমাকে?"

"হ্যাঁ। আমাকে আক্রমণ কবা হয়েছিল।" বলে ঘটনাটা শুনিয়ে দিল সকলকে।

বিলু বলল, "ওইরকম বিপদের মুহূর্তেও পিস্তলটাকে ব্যবহার করলি না তুই?"

"ইচ্ছে করেই করিনি। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ওইরকম কাঁচা কাজ কেউ করে? হিতে বিপরীত হয়ে যেত তা হলে। যাই হোক, এখন থেকে সবাই কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি। রাতভিত বাথরুমে যাওয়ার দরকার হলে পঞ্চুকে সঙ্গে নিবি। আমাকে ডাকবি। চলাফেরায় সতর্ক থাকবি খুব।"

ডেসডিমোনা বলল, "এই আক্রমণকারীরা দেখছি সম্পূর্ণ রহস্যময়। কেন না জালানের লোকজনরা তো এমন পরিষ্কার বাংলায় কথা বলবে না। কাঞ্জিলাল বা ফাগু সিং-এর লোকেরাও নয়। তা ছাড়া ওরা তোমাদের ব্যাপারটা জানেও না। এই চতুর্থ পক্ষটি তা হলে কারা?"

বাবলু বলল, "যারাই হোক না কেন, কালই আমবা শিমলা ত্যাগ করব।"

বিচ্ছু ক্রোধে ফুঁসে উঠল এবার, "কখনও না। ওদের ভয়ে নাকি?"

বাবলু বলল, "আরে না রে না! শিমলা ত্যাগ করব অন্য কারণে। ওদেরও মন রাখা হবে, আমাদেরও কাজের কাজ করতে যাওয়া হবে। কালই রাতের বাসে আমরা পাড়ি দেব। ধরমশালায়।"

ডেসডিমোনা বলল, "আমি বলি কী, আগে তোমরা কুলুতেই চলো। ওখানে গেলে সোহমকেও আবিষ্কার করা যাবে, আর জালানকে কবজা করেও জেনে নেওয়া যাবে কুমকুমের ব্যাপারে। খোকনদার পাল্লায় পড়ে সোহমটা যে কী করে বসবে, আমি তার কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

বাবলু বলল, "কিছুই করবে না ও। করলে এতক্ষণে করে ফেলত।"

"করেনি যে, তাই বা কে বলতে পারে?"

"আমি পারি। শিমলা থেকে কুলু যত দূরেই হোক না কেন, এই হিমাচলে তেমন কিছু ঘটলে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত কথাটা। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন বোঝাই যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারেনি সে।"

এরপরে আর কোনও কথা নয়! চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখে-মুখে জল দেবে যে কী করে কেউ তা ভেবে পেল না। ক্যান্টিনের একটি ছেলের সঙ্গে দারুণ আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল ডেসডিমোনা। সেই ওদের জন্য এক বালতি গরম জলের ব্যবস্থা করে দিল।

ওরা সেই জল ভাগাভাগি করে মুখ হাত ধুয়ে বাথরুমের কাজ সেরে চা-পর্বটা মিটিয়ে নিল কালীবাড়িতেই। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে চলল ম্যালের দিকে।

ম্যালের রিজ ময়দানে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে সোনালি রোদের ছটায় শিমলার অপরূপ রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেল ওরা। দেবদারু, পাইন আর ফারের সবুজ বনানী দিয়ে ঘেরা জাখু হিল ও তার আশপাশের সৌন্দর্য দেখে মন ভরে গেল ওদের। আলপাইনের পুষ্পসম্ভারে চারদিকের প্রকৃতি তখন ঝলমল করছে। কত যে মরশুমি ফুল ফুটে আছে চারদিকে, তার ঠিক নেই। আর আছে রিজ ময়দানের উদ্যানে স্যাক্সিফ্রাগা, কোবরা প্ল্যান্ট, অ্যাস্টার। প্রিমুলিয়া আর বুনো গোলাপের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। ম্যালে দাঁড়িয়েই বরফের মুকুট পরা দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে ওরা অনেক, অনেক ভালবেসে ফেলল শিমলাকে।

পঞ্চু মনের আনন্দে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

২২১৩ মিটার উচ্চতায় উত্তর হিমালয়ের এই শিমলা হল পাহাড়ের রানি। ব্রিটিশরা এই শহরটিকে মনের মতো করে সাজিয়ে গেছেন। এই ম্যালের ওপরেই আছে গেইটি থিয়েটার আর সুপ্রাচীন অ্যাঙ্গোলিসিয়ান ক্রাইস্ট চার্চ। এর ভেতরের মুরাল চিত্র ও কারুকার্য দেখবার। এর ডানদিকের পথটি নেমে গেছে মিড্‌ল বাজার ও লোয়ার বাজারের দিকে। রিজ ধরে পশ্চিমদিকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের ভাইসরয়ের প্রাসাদ। ঐতিহাসিক শিমলা চুক্তি এই প্রাসাদেই হয়েছিল। এমনকী ইন্দো-পাক মৈত্রী চুক্তিও এই প্রাসাদেই স্বাক্ষরিত হয়।

ওরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারদিকের প্রকৃতি উপভোগ করে ম্যালের পেছনদিকের একটি দোকানে বসে সকালের নাস্তাটা সেরে নিল। গরম গরম কচুরি আর জিলিপি খেয়ে আরও এক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিল। যদিও কালীবাড়িতে চা খেয়েছে, তবুও এই ঠান্ডায় আর একবার না খেলেই নয়!

এরপর আবার ম্যালে আসতেই কতকগুলো ঘোড়সওয়ার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে, "জাখু হিল যাবে নাকি খোকাবাবুরা? জাখু হিল? আনা যানা শ রুপাইয়া।"

বাবলু বলল, "না।" বলে পায়ে হেঁটেই উঠতে লাগল পাহাড়ে। উঃ সে কী দারুণ খাড়াই! উঠতে উঠতে হাঁফ ধরে গেল যেন। আর তেমনই বানরের উপদ্রব। এই যক্ষ পর্বতের ওপর হনুমানজির একটি মন্দির আছে। এর ওপর থেকে চারদিকের পর্বতমালাকে আরও সুন্দর দেখায়। আর শিমলাকে মনে হয় যেন পটে আঁকা একটা ছবি।

পাহাড়ের ওপর উঠে প্রকৃতির দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে গেল ওরা। এখানেই একটু নির্জনে বসে ওদের পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল সবাই।

পঞ্চুকে তার মেজাজে দৌরাত্ম্যি করতে দিয়ে বাবলু বলল, "এখনই ভেবে দেখার সময় কীভাবে কী করব আমরা। শিমলা বেড়ানো তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তোরা কী বলিস?"

বিলু বলল, "তুই যা বলবি, আমরা তাতেই রাজি।"

বাবলু বলল, "আমি বলি কী, এখানে অযথা সময় নষ্ট না করে আমরা বরং এখনই একবার নারকান্দায় গিয়ে ফাগুয়া সিং-এর সঙ্গে দেখা করি চল।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া।"
ডেসডিমোনা বলল, "সেটাই করা উচিত। কিন্তু কীভাবে যাব?"
বিচ্ছু বলল, "আমি একটা কথা বলব?"
বাবলু বলল, "অবশ্যই। সবাই সবকিছু বলবি বলেই তো আলোচনা।"
"আমাদের উচিত একটা মারুতি জিপসি অথবা টাটা সুমো ভাড়া করা। যাতে সবাই বেশ আরাম করেই যেতে পারি।"
"আমি টাটা সুমোব কথাই ভাবছিলাম।"
ভোম্বল বলল, "আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। এখনই হুট করে না বেরিয়ে দুপুরের খাওয়াটা কালীবাড়িতে সেরে তারপরই যাওয়া উচিত।"
বিলু বলল, "এই কথাটা অবশ্য মন্দ বলিসনি তুই। পথে কোথায় কী পাব না পাব তার ঠিক নেই। তার চেয়ে খাওয়াদাওয়ার পর্বটা চুকিয়েই যাওয়া ভাল।"
বাচ্চু বলল, "তা হলে আর দেবি কেন? ডেকে নাও পঞ্চুকে।"
কিন্তু পঞ্চু তখন কোথায়? তার কোনও সাড়াশব্দও নেই।
বাবলু বলল, "এই তো ছিল!"
বিলু বলল, "বানরগুলোর সঙ্গে দোস্তি করতে অন্য কোথাও চলে যায়নি তো?"
চিন্তিত বাবলু বলল, "তোরা একটু বোস। আমি দেখছি ও গেল কোথায়।" বলে খানিক এগিয়েই মুখের পাশে দুটো হাত রেখে হাঁক দিল, "প-ন-চু-উ-উ।"
কোনও উত্তরই এল না।
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন 'পঞ্চু পঞ্চু' করে খুঁজতে লাগল চারদিকে।
ডেসডিমোনা এগিয়ে গেল পাহাড়ের সিঁড়িব মুখে যে প্রশস্ত জায়গাটায় এসে ওরা মন্দিরের পথ ধরেছিল, সেইখানে। এইখান দিয়েই একটি গাড়ি চলার পথ নেমে গেছে নীচের দিকে। হঠাৎ সেখানে কাকে যেন আবিষ্কার কবে চমকে উঠল ডেসডিমোনা, "এ কী, বাদশা তুই!"
"তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম রে! সোহম তোকে ডাকছে।"
"কোথায় সে?"
"ওই ওখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে।"
ডেসডিমোনা বাদশার সঙ্গে এগিয়ে চলল সেইদিকে। গিয়ে দেখল সেখানে মারুতি জিপসি একটা আছে বটে, তবে একমাত্র নেপালি ড্রাইভার একজন ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই।
বাদশা বলল, "গাড়িতে ওঠ।"
ফুঁসে উঠল ডেসডিমোনা, "তোর কথায নাকি?"
বাদশা বলল, "খোকনদাকে চিনিস তো? চামড়া গুটিয়ে দেবে তোদের। হয় ভালয় ভালয় ওঠ, না হলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব পাহাড় থেকে।"
ডেসডিমোনা চিৎকার করে উঠল, "বা-ব-লু-উ-উ।"
ওর আর্তস্বর শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত ধেয়ে এল শব্দস্থল লক্ষ কবে।
বাবলু পথ সংক্ষিপ্ত করবার জন্য দেওদার বনের ভেতব দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এ-পাথর থেকে ও-পাথরে লাফিয়ে যখন কাছাকাছি এল ঠিক তখনই একটি গাছের আড়াল থেকে সেই রোমশ কঠিন বাহু ওকে টেনে নিল বিশেষ কায়দায়। বলল, "আর কোনও ওয়ার্নিং নয়। এবার তোদের যেতেই হবে কসাইখানায়।"
বাবলু অতিকষ্টে বলল, "আপনি কে?"
"তোদের নিয়তি। যোসেফ ভার্গিস তোকে পেলে খুবই খুশি হবেন।"
"যোসেফ ভার্গিস কে?"
"আমাদের বস। আগেই বলেছি আর একদিনও এখানে থাকলে সবাই হাপিস হয়ে যাবি। যেমন শুনলি না, এইবার মজাটা দ্যাখ। কুকুরটাকে কবজা করেছি আগেই। আমাদের একজনকে ও এমনভাবে জখম করেছে যে, আজ রাতেই ওকে যদি মাসোব্রার জঙ্গলে হিংস্র বাঘের মুখে ছেড়ে না দিই তো কী কথাই বলেছি।"
এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য বাবলু মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ও

নিজেকে রক্ষা করতে পারল না দুষ্কৃতীর কবল থেকে। বরং ওই প্রবল পরাক্রমের কাছে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতেই বাধ্য হল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু যখন সহজ পথ ধরে ছুটে এল সেখানে, অপারেশন তখন সাকসেসফুল। কে এবং কারা যে এই কাজ করল তা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারল না। এমনকী এই প্রবল প্রতিপক্ষর কাছে পঞ্চুও যে হার মেনেছে, তা বুঝতেও বাকি রইল না ওদের।

॥ ৮ ॥

যক্ষ পর্বতের চূড়ায় বসে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু দারুণ অসহায় বোধ করল নিজেদের। ওরা ভেবেও পেল না এর পর কীভাবে কী করবে ওরা। এই দূর দেশে শীতের রাজ্যে কে কোথায় হারিয়ে গেল তা কে জানে?

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখে জল।

ভোম্বল বলল, "কী করবি রে বিলু?"

"কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। তবে অযথা আর এখানে সময় নষ্ট না করে নীচেই নামি চল।"

ওরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মোটর চলার পথ ধরেই নামতে লাগল নীচে। এ-পথ ঘুরে ঘুরে নেমেছে। তবুও এই পথ ধরেই এল ওরা। কেন না এই পথ দিয়েই তো দুষ্কৃতীরা নিয়ে গেছে বাবলু আর ডেসডিমোনাকে। হয়তো বা পঞ্চুকেও। তাই আপনমনে অনেক ভাবনা ভাবতে ভাবতে একসময় নীচে নেমে এল।

পথে কোথাও কোনওরকম ভাবে এতটুকুও সময় নষ্ট না করে সোজা চলে গেল কালীবাড়িতে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি স্নানাহার পর্বটা মিটিয়ে নিয়ে ওরা কার্ট বোডে এল বাসের আশায়। আপাতত পূর্ব পরিকল্পনামতো নারকান্দা দিয়েই অভিযানটা শুরু করা যাক।

বাচ্চু বলল, "একটা মিসিং ডায়েরি অন্তত লিখিয়ে গেলে হত!"

বিলু বলল, "কোনও দরকার নেই। এইসব করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আগে নারকান্দায় গিয়ে দেখিই না কারও কোনও হদিস পাই কি না। তারপর ডায়েরি লেখাতে কতক্ষণ?"

বাসস্ট্যান্ডে এলেও ওরা বাসের জন্য অপেক্ষা করল না। একটা টাটা সুমোরই ব্যবস্থা করল। সুন্দর ছিপছিপে চেহারার অল্পবয়সি ড্রাইভার বলল, "ওনলি নারকান্দা? কুফরি, ফাগু, মাসোব্রা, নলদেহরা কুছ নেহি দেখোগে?"

বিলু বলল, "আমরা তো নতুন। কোথায় কী আছে কিছুই জানি না। যাওয়ার পথে যদি পড়ে তো দেখিয়ে দেবেন।"

ড্রাইভার সহাস্যে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে জনপ্রিয় হিন্দি গানের একটি ক্যাসেট চালিয়ে মসৃণ পার্বত্য পথ ধরে এগিয়ে চলল হিমাচলের গভীরে। ড্রাইভারের নাম তেজা সিং। কী মিষ্টি কথাবার্তা। ঠিক যেন বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগল ওদের সঙ্গে। যেতে যেতে কত জায়গাই না দেখাতে লাগল ওদের।

বিলু বলল, "আচ্ছা সিংজি, নারকান্দায় গেলে আমরা কোনও সস্তায় হোটেল বা লজ পাব?"

"উঁহুঁ। রেট জায়দা পড়েগা। আভি উধার স্নো ফলস হো রহা হ্যায়। তুম সব সরকারি রেস্ট হাউস মে চলা যাও। ডর্মিমে ফর্টি রুপিজ বেড মিলেগা।"

"ওখানে দেখার মতো কী আছে?"

"হাটু পিক। ভেরি নাইস স্পট। থোড়া নীচে আপেল বাগিচা, খুরানা খেতি মিলেগা।"

"ফার্গু সিং নামে কোনও আদমি কি ওখানে আছে?"

"হ্যায়। ও মেরা দোস্ত ভি হ্যায়।"

গাড়িটা তখন কুফরিতে এসে গেছে। শীতকালে স্কি খেলার জন্য যে জায়গা বিখ্যাত। হঠাৎই সেখানে কী দেখে যেন চিৎকার করে উঠল বিচ্ছু, "রোখো, রোখো। গাড়ি রোখো।"

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল ড্রাইভার, "ক্যা হুয়া?"

বিচ্ছু তখন গাড়ি থেকে নেমেই ছুটছে। ওর দেখাদেখি বিলু, ভোম্বল, বাচ্চুও ছুটল।

ব্যাপারটা কী! কী হল ওদের?

সেই রহস্যের তখনই উম্মোচন হল। গাড়িতে যেতে যেতে বিচ্ছু হঠাৎই দেখতে পেল প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে বেশ বড়সড় একটি পাথরের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে আছে পঞ্চু। একজন হিমাচলি ওকে খুব আদর করে কচুরি,

মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়াচ্ছেন। পঞ্চুকে ঘিরে স্থানীয় কয়েকটি ছেলেমেয়ের সে কী লাফালাফি! পঞ্চু কিন্তু নির্বিকার। কতকগুলো পাহাড়ি কুকুরও মহাক্রোধে গরগর করছে ওর দিকে তাকিয়ে।

বিচ্ছু 'পঞ্চু পঞ্চু' করে ছুটে যেতেই পঞ্চু একলাফে চলে এল ওর কাছে। তারপর বিচ্ছুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে কী কান্না!

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চুও তখন ছুটে এসেছে। ওরা সকলে অবাক! পঞ্চু এখানে কী করে এল?

পঞ্চুকে যিনি আদর করে খাইয়ে দিচ্ছিলেন তিনিই এবার হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। বললেন, "ইয়ে ধর্মাত্মা তুমহারা ক্যা?"

বিলু বলল, "জী হ্যাঁ। কিন্তু আপনি একে কোথায় পেলেন?"

উত্তরে উনি যা বললেন তা হল এই : "ঘণ্টাখানেক আগে একটা মারুতি জিপসি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ওই গাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক জালবন্দি এই কুকুরটাকে এইখানে নামিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে যায়। বলে, 'পাগলা কুকুর, সবাইকে কামড়াচ্ছে। ওইখানে পড়ে থাকলে হয় ওকে রাত্রিবেলা বাঘে খাবে, নয়তো ঠান্ডায় মরবে।' তা আমার খুব দয়া হল কুকুরটাকে দেখে। ভাবলাম, আহা রে! মরতেই যখন হবে বেচারিকে তখন জালবন্দি হয়ে কেন? এই ভেবে ওকে মুক্তি দিতেই ও আমার পায়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর বারবাব কেঁউ কেঁউ করে কী যেন বলতে চাইল আমাকে। আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই কোনও ভুল হয়েছে ওদেব। কেন না এ কুকুর কখনওই পাগল নয়। তাই ওকে ডেকে এনে খাবার খাওয়াচ্ছিলাম। ও-ও বেশ খাচ্ছিল।"

ভোম্বল বলল, "সত্যি, আপনি যে কী উপকার করলেন আমাদের! এই কুকুরটা মোটেই পাগল নয়। আমাদের শত্রুরা ওকে চুরি করে এনেছিল মেরে ফেলবে বলে। আমরা ওরই খোঁজে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, গাড়িটা কোনদিকে গেল বলতে পারেন?"

"সোজা চলে গেছে। নারকান্দার দিকে।"

"গাড়িতে আর কেউ ছিল?"

"ঘুমন্ত দুটি ছেলেমেয়েও ছিল। ওবা বলে গেল, কুকুরটা নাকি ওদের ওই ছেলেমেয়ে দুটোকেই কামড়েছে।"

ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আবার এসে গাড়িতে বসল। তারপর বলল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারকান্দায় পৌঁছে দিন আমাদের।"

ড্রাইভার তেজা সিং ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই বলল, "এনি প্রবলেম?"

বিলু তখন বাবলু আর ডেসডিমোনার ব্যাপারটা শুনিয়ে দিল সিংজিকে।

সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল সিংজি। বলল, "অ্যায়সা বুরা কাম হমারা স্টেট মে কভি নেহি হো সকতা। ও লোগ জরুর বহার কা আদমি থা।"

"হতে পারে।"

যাই হোক, গাড়ি নারকান্দার দিকে যত এগোয় শীতের দাপট ততই বাড়ে। ঝুরঝুর কবে চারদিকে তখন স্নো-ফল্‌স হচ্ছে। দেখতে দেখতে পথ-ঘাট গাছের পাতা সব ভরে গেল।

নারকান্দায় পৌঁছে তুষারপাতের জন্য কোনও সরকারি রেস্ট হাউসে যেতে পারল না ওরা। তবে অসুবিধেও হল না। তেজা সিং ওরই এক ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়িতে ব্যবস্থা করে দিল ওদের। এই বাড়িব দোতলায় একটা ঘর ওরা পেয়ে গেল। এখন দরকার শুধু পঞ্চুর একটা শীতের পোশাকের।

ব্যবসায়ী বন্ধু অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। উনি ওঁর একটি পুরনো কোট কেটে পঞ্চুর গায়ের মাপে সেলাই কবে বোতাম এঁটে দিলেন, যাতে ইচ্ছেমতো খোলা বা পবানো যায়।

সেটা পরে তো দারুণ খুশি হল পঞ্চু।

একটু পরে স্নো-ফল্‌স থামলে রোদ উঠল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হইহই করে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। বিলুরাও বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে জমা তুষারকে হাওয়াই মেঠাইয়ের মতো গোল গোল করে পাকিয়ে বলের মতো লোফালুফি করতে লাগল সবাই। পঞ্চুও যোগ দিল ওদের ওই খেলায়। খেলার ছলেই ওরা একটু একটু করে এগিয়ে গেল সেই ঢালু পথটার দিকে, যেটা ক্রমশ আপেল বাগানের দিকে নেমে গেছে। কিন্তু এগিয়ে গেলেও তুষারে মোড়া পথের বাধার কারণে এক পা-ও এগোতে সাহস করল না ওরা।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। সে কী প্রচণ্ড শীত। হাড়েব ভেতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে যাচ্ছে যেন। ওরা ঘরে এসে জড়সড় হয়ে বসে বসে কাঁপতে লাগল।

রাত্রিবেলা ডাল-রুটি এল ওদের জন্য। আর এল রাজমা। তাই খেয়েই তৃপ্ত হল ওরা।

চাঁদনি রাত। চাঁদের আলোয় তুষারাবৃত নারকান্দা হয়ে উঠল অপরূপ। সে কী সুন্দর দৃশ্য সেখানে!

ভোম্বল শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "কী করবি রে বিলু, এই রাতদুপুরে ওদের খোঁজে যাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার দেখছি।"

বিলু বলল, "অসম্ভব হলেও সম্ভব করতে হবে। না হলে তো বেঘোরে মরবে ওরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু কী বলবে কিছু ভেবে পেল না।

হঠাৎই কী দেখে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল পঞ্চু। দেহটা টান করে উঠে দাঁড়িয়েই দ্রুত নেমে গেল নীচে।

পঞ্চুকে ওইভাবে যেতে দেখেই বিলু, ভোম্বলও তৎপর হল। ওরা দেখল কালো ওভারকোট পরা দু'জন লোক একটা হোটেল থেকে বেরিয়ে আপেল বাগানের পথ ধরেছে।

বিলু বলল, "এরাই তারা। অতএব এই সুযোগ হাতছাড়া করা নয়। মরি বাঁচি যা হয় হবে। চল তো।"

ভোম্বল বলল, "পঞ্চু নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে ওদের। তাই ওইভাবে ছুটে গেল।"

বিলু ততক্ষণে ওদের ব্যাগ থেকে চামড়ার বেল্ট লাগানো এক ফুট সাইজের লোহার ডান্ডা দুটো বের করে নিয়েছে। একটা ভোম্বলের হাতে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "তোদের আসবার দরকার নেই। আজ রাতের মধ্যে আমরা না ফিরলে কাল সকালে তোরা হইচই বাধিয়ে দিস।" বলেই নীচে নেমে এল।

লোকদুটো তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

চতুর পঞ্চুও এগিয়েছে অনেকটা। ও ওদের অনুসরণ করলেও ভুল করে আক্রমণ করল না।

বিলু, ভোম্বলও দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল ওদের।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর বরফাবৃত আপেল বাগানের এক প্রান্তে একটি কাঠের বাড়ির সামনে এসে দরজায় নক করল ওরা।

ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিলে ওরা ভেতরে ঢুকল এবং দরজা আবার বন্ধ করল।

বিলু আর ভোম্বলও পঞ্চুকে নিয়ে এসে দাঁড়াল সেখানে। তারপর পঞ্চুকে সামনে রেখে দরজায় টোকা দিয়েই দু'জনে দু'পাশে সরে দাঁড়াল। কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা, "দ্যাখ তো বাদশা, এই রাতদুপুরে কে এল।"

বাদশা দরজা খুলতেই ভীষণ মূর্তিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

বাদশা চিৎকার করে উঠল, "খোকনদা বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে, খোকনদা! সেই কালান্তক যম, রবিকে যে কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। উঃ, কী সাংঘাতিক, মরে গেলাম। ওরে বাবা রে!"

খোকনদা তখন থরথর করে কাঁপছে, "মাই গড। এটা দেখছি মরেও মরে না। জাল কেটে ওই জঙ্গল থেকে ও এখানে এল কী করে?"

বিলু আর ভোম্বল তখন আত্মপ্রকাশ করে বলল, "আমরা এনেছি।"

পঞ্চু তখন বাদশাকে গুরুতর জখম করে খোকনদার টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়েছে। সে কী প্রচণ্ড দাপাদাপি। খোকনদা আর্তনাদ করতে লাগল, "অ-অ-অ-অক।" আর্তনাদ করতে করতেই মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

আর একজন তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বিলু আর ভোম্বল তার মুখোমুখি হয়ে বলল, "তুমিই কি ফার্গু সিং?"

"জি হাঁ।"

"আমাদের ছেলেমেয়ে দুটো কোথায়?"

"আ-আমি জানি না।"

"ভোম্বলের ডান্ডার ঘা তখন ফার্গু সিং-এর পায়ের হাড়ে। সে 'মর গয়ি রে বাবা রে' বলে হাড় ভাঙাব যন্ত্রণায় বসে পড়ল সেখানেই।

"এবার বলো।"

ফার্গু সিং কেঁদে বলল, "সত্যি বলছি হামি জানে না। ওই ওরা জানে। ওদের দু'জনকেই হেলাং আর দেলাং-এর হাতে তুলে দিয়েছে ওরা।"

"সে কী! আনতে না আনতেই পাচার?"

"যোসেফ ভার্গিস-এর এমনই হুকুম।"

বিলু বলল, "আজ রাতই তোমাদের তিনজনের শেষ রাত। যোসেফ ভার্গিসের সঙ্গে মোকাবিলাটা পরে

হবে।" বলে খোকনদার কাছে গিয়ে বলল, "হেলাং আর দেলাং এখন কোথায়?"

পঞ্চু তখনও ওর টুঁটি কামড়ে ছিল। খোকনদার মুখ দিয়ে তাই গোঁ গোঁ করে শব্দ বেরোতে লাগল।

বিলু এবার বাদশাকে বলল, "তোমার অবস্থাও তো বেশ শোচনীয় দেখছি। তা হঠাৎ করে তোমরা আমাদের পেছনে লাগতে গেলে কেন?"

বাদশার হয়ে ফার্গু সিং-ই বলল এবার, "বাঙালিভাই, ও কী বলবে? আমি তোমাদের সব বলছি শোনো। সোহমদাদাবাবুব বাবা পালবাবু ছিলেন দেবতার মতো মানুষ। আব তেমনই শয়তান ছিল কাঞ্জিলাল। শুধুমাত্র ওই লোকটার চক্রান্তে পড়ে আমরা বরবাদ হয়ে গেলাম। এই বাগানের আপেল বাইবের দেশে রফতানিব আসল নায়ক হলেন যোসেফ ভার্গিস। কাঞ্জিলাল ওঁরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে পালবাবু আর আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছেন দিনের পর দিন। পালবাবু তাঁর প্রাপ্য পেতেন না। এবং কাঞ্জিলালের জোচ্চুরি বুঝতে পারতেন। সেই নিয়ে সবসময় ঝগড়া হত দু'জনেব। কাঞ্জিলাল নিজে চুরি করে আমাকে চোব সাজিয়ে দিতেন। শেষমেশ পালবাবুকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য যোসেফ ভার্গিসকে বলেন ওঁব ভাগের অংশটা কিনে নিতে। কিন্তু ভার্গিস হলেন গভীর জলের মাছ। বললেন, 'পালবাবুও যদি একই সঙ্গে ওঁর অংশটা বিক্রি করতে চান তবেই উনি নিতে পারেন। নচেৎ নয়।' কাঞ্জিলাল তখন আমাকে বললেন, কিনে নিতে। কিন্তু আমি রাজি হই না। গবিব মানুষ আমি। অত টাকা কোথায় পাব? কাঞ্জিলাল ভার্গিসকে বলেন আমাকে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য কবতে, কিন্তু ভার্গিস ওকে হটিযে দেন। কাঞ্জিলাল জালানেব কাছে যান। জালানও বাজি হন না। আসলে কাঞ্জিলালের তখন প্রচুর টাকার দরকার। উনি চাইছিলেন মানালিতে একটা হোটেল বানাতে। তা শেষমেশ ফাঁসিযে দিলেন এক আগাসাহেবকে। তাঁকে এমনভাবে মিসগাইড করলেন যে, তা বলবার নয়। আমিও বোকা বনে গেলাম। ওই কাবুলিওয়ালাকে টোপ দেওয়া হয়েছিল এই ধাবটা আসলে ধারই নয়। কিছুদিন সুদ পাওযার পব সুদ দিতে না পাবলে আপেল বাগানটা কাবুলিওযালারই হযে যাবে। ওঁব কথায় ভুলে আগাসাহেব একবাব এসে বাগান দেখে লুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাবপবই লোভে পড়ে বিশাল অঙ্কেব টাকা ধাব দিযে সর্বস্বান্ত হলেন। আমিও ঠকলাম। কেন না আগাসাহেবের ডিড-এ আমার সই। টাকা পেলেন কাঞ্জিলাল। আমি একটা ফল্‌স্ দলিল পেলাম। আর আসল মালিক হলেন যোসেফ ভার্গিস। উনি প্রথমে না না কবেও পবে সামান্য টাকাব বিনিময়ে কাঞ্জিলালের অংশটা কিনে নেন। এব পবই ভার্গিস একটা নতুন চাল চাললেন। বললেন, পালবাবু যখন ওঁব অংশটা বেচবেনই না তখন যেভাবেই হোক সবিযে দাও ওঁকে। তাই জালানকে কাজে লাগিযে খুন করালেন উনি। এখন জালানের সঙ্গে জালনোটের কারবারে ওঁব একটু বিবোধ হয়ে যাওয়ায় জালান চাইল সোহম আব কুমকুম দিদিমণিকে বুঝিয়েসুজিয়ে জমিটা কিনে নিতে। উনি তখন সোহমদাদাবাবুকে বাজি কবানোব জন্য ঠিক কবে দিলেন এই খোকনবাবুকে। এদিকে এই ব্যাপাবটা টের পেযে ভার্গিসও পালটা চাল চাললেন। খোকনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকেও কিনে নিলেন উনি। খোকনবাবু একদিকে সোহমদাদাবাবুব বন্ধু। আব একদিকে এই দুই শয়তানের চব। খোকনবাবুই জালানকে উসকানি দিতে লাগলেন কুমকুমকে কিডন্যাপ কববার জন্য। করালেনও। তাবপব ওকে নিয়ে কুলুতে আসবাব নাম করে পাঠিযে দিলেন ভার্গিসের ডেবায, ধরমশালায়। অমন সুন্দরী মেয়ে, ভার্গিস ওকে সুযোগ পেলেই বিক্রি করে দেবেন। এখন ভার্গিসেব শাসনে আমাকেও উঠতে-বসতে হচ্ছে। না হলে খুন হয়ে যাব আমি। এই অঞ্চলে প্রবল প্রতাপ ওঁর। ভার্গিসেব টার্গেটই হচ্ছে ওদের দু'ভাইবোনকে এখানে নিয়ে এসে ওদের দিয়ে দলিলে সই কবিয়ে একজনকে পাচাব করা আর একজনকে শেষ করে দেওয়া। এই খোকনবাবুই সোহমকে উসকানি দিযে এখানে নিযে এসেছেন। তোমরা যে এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ তা জেনেই ওবা বাববাব ওয়ার্নিং দিয়েছে তোমাদেব। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন তোমরা এলেই, তখন তোমাদের ওপরও নজর পডল ভার্গিসের। ওঁর কাছ থেকে নির্দেশ এল তোমাদেব সবাইকে ওঁর হাতে তুলে দেওয়ার। কেন না ওঁর ব্যবসার সুবিধাব জন্য তোমাদেব মতো সাহসী ছেলেমেযেব নাকি ওঁর খুবই দরকার।"

সব শুনে স্থির হয়ে গেল বিলু আব ভোম্বল।

বিলু বলল, "যোসেফ ভার্গিস এখন কোথায়?"

"উনি মানালিতেই আছেন। ওখানে ওঁর বড হোটেল আছে। দশ-বারোটা জিপ, মারুতি আছে। টুব কবান।"

"আব সোহম! সোহম কোথায়?"

"সে এখানেই আছে। এসো আমার সঙ্গে।"

ফার্গু সিং একটা বড় মোমবাতি জ্বেলে বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডের সিঁড়ির মুখে এল।

পঞ্চু রইল খোকনদা ও বাদশার পাহারায়।

ফার্গু সিং সিঁড়ির ঘরের দরজা খুলে ভাঙা পা নিয়ে নামতে গিয়েই হঠাৎ পা হড়কে মুখ থুবড়ে ওপর থেকে সশব্দে নীচে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তে ঘটে গেল বিপর্যয়। ওর হাতের বাতিটা ছিটকে পড়ল ঘরের মেঝেয় রাখা কিছু চটের বস্তা ইত্যাদির ওপর। বদ্ধ ঘরের দাহ্য বস্তুগুলো জ্বলে উঠল আগুন পেয়ে।

বিলু, ভোম্বল চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "সোহম, সোহম, তুমি কোথায়? শিগগির বেরিয়ে এসো।"

কিন্তু অনেক ডাকাডাকিতেও কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না সোহমের দিক থেকে। তবে কি ও এখানে নেই? ওরা তবুও আগুনকে উপেক্ষা করে নীচে নেমে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। হঠাৎই বিলুর চোখে পড়ল কাঠের ঘরের একাংশের কাঠ ছাড়ানো। তার মানে বন্দি সোহম এই পথেই পলাতক। যাই হোক, ওরা আর সময় নষ্ট না করে অর্ধ অচেতন ফার্গু সিংকে টানতে টানতে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। তখনই ঘরের কোণ থেকে একটি ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ কানে এল ওদের, "মুঝে বাঁচাইয়ে। মর যাউঙ্গা ম্যায়। খোদা মেহেরবান।"

ফার্গু সিংকে ফেলে রেখে দু'জনেই ছুটে গেল সেই অসহায় মানুষটির দিকে। দেখল জরাজীর্ণ চেহারার এক কাবুলি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন সেখানে। ইনিই নিশ্চয় আগাসাহেব? ওরা তখনই গিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে মুক্তি দিল তাঁকে।

বিলু বলল, "আপনার এই অবস্থা কে করেছে আগাসাহেব?"

আগাসাহেব ফার্গু সিংকে দেখিয়ে বললেন, "কাঞ্জিলাল আর ফার্গু সিং দোনো নে মিল কর মেরা ইয়ে হাল বনাকে রাখ্‌খা। বহুত বদমাশ হ্যায় এ লোগ। হমকো খানে নেহি দেতা। যানে ভি নেহি দেতা।"

বিলু আর ভোম্বলের চোখে তখন ক্রোধের আগুন।

ঘরেব আগুনও তখন ভীষণ রূপ ধারণ করেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে ওদের। ওবা আগাসাহেবকে ধরাধবি করে ওপরে তুলল। আগুনেব আহার হোক ফার্গু সিং। ওর চেয়ে অনেক বেশি জীবনের দাম এই আগাসাহেবের।

পঞ্চু তখন অগ্নিকাণ্ডর ভয়ে ভীষণ চিৎকার কবছে।

ওরা কোনওরকমে ওপবে উঠেই পঞ্চুকে নিয়ে ঘরের বাইরে এল। কাঠের বাড়ির সবটুকুই তখন জ্বলে উঠল দাউদাউ কবে। খোকনদা ও বাদশার চিৎকার শোনা গেল ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু কে বাঁচাতে যাবে ওদের? তাব চেয়ে পাপেব বেতন মৃত্যুই হোক ওদের প্রাপ্য। ওই জতুগৃহ থেকে কাউকে রক্ষা করা কি সম্ভব?

•

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিবল তখন আবিষ্কার করল প্রচণ্ড শীতের রাজ্যে কোনও একটি ঘরে বন্দি হয়ে আছে ও। ডেসডিমোনা অসহায়ভাবে পড়ে আছে একপাশে। ঘবের মধ্যে ডিমলাইট জ্বলছে একটা। এককোণে ফায়ার প্লেসও আছে। ও ভেবেই পেল না কোথায় আছে ওরা।

গাড়িতে আসবার সময় যোসেফ ভার্গিস-এর নাম শুনেছে। আর শুনেছে দুটি নাম, হেলাং ও দেলাং। ওরা কারা? গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া দু'জন ছিল। খোকনদা ও বাদশা নামের একজন। আর ছিল ডেসডিমোনা। জালবন্দি পঞ্চুও ছিল ওদের সঙ্গে। তাকে একপাশে ফেলে রেখেছিল। ওরা ওদের গাড়িতে তুলেই মুখে রুমাল চাপা দিয়েছিল। নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম দেওয়া ছিল তাতে। বাবলু প্রথমটায় দমবন্ধ করে ছিল। কিন্তু ওরা যখন কিছুতেই রুমাল সরাচ্ছিল না, তখন বাধ্য হয়েই দম নিতে নিতে জ্ঞান হাবাল ও।

বাবলু বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করে একসময় ডাকল, "ডেসডিমোনা! তুমি জেগে আছ?"

"আমি অনেক আগেই জেগেছি। শুধু তোমারই কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। আমরা কোথায়?"

"জানি না। ওরা কীভাবে কোথা দিয়ে নিয়ে এল আমাদের, তার কিছুই টের পাইনি। খুব কড়া ধরনেব ক্লোরোফর্ম ইউজ করেছিল মনে হচ্ছে।"

"আমরা কি এদের হাত থেকে মুক্তি পাব না বাবলু?"

"মুক্তি দেওয়ার জন্য তো ওরা এত কাণ্ড করে এখানে নিয়ে আসেনি আমাদের। অতএব নিজেদের বাঁচার পথ নিজেদেরই করে নিতে হবে।"

"কিন্তু কীভাবে করব? হাত-পা ওরা এমনভাবে বেঁধে রেখেছে ...।"

"আমারও। অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারছি না।"

"কোনওরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে ওই ফায়ার প্লেসটার কাছে যেতে পারবে না একবার? তা হলে কিন্তু উপায় একটা হয়ে যায়।"

"দেখছি চেষ্টা করে।" বলে অতি কষ্টে একটু একটু করে বুকে হেঁটে ফায়ার প্লেসটার কাছে এগিয়ে গেল বাবলু।

ডেসডিমোনাও ঠিক সেইভাবেই এল।

কিন্তু মুশকিল হল ওদের বাঁধন এমনই শক্ত ও টানটান যে, আগুনেব ছোঁয়া পেলেই হাত পুড়ে যেত ওদের। হঠাৎ বাবলুই কী মনে করে ডেসডিমোনার খুব কাছে গিয়ে ওর দড়ি কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। তারপর দাঁতে কেটে টান দিতেই খুলে গেল দড়িটা।

ডেসডিমোনা মুক্তি পেয়েই মুক্ত করল বাবলুকে। দু'জনেই তখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাবলু একবাব হাত দিয়ে দেখে নিল পিস্তলটা ওর যথাস্থানে আছে কি না। দেখল ঠিকই আছে। ওটা তখনও হাতছাড়া হয়নি। অর্থাৎ ওকে সার্চ করে দেখার সময়ও পায়নি ওরা।

শীতের প্রকোপ থেকে শরীরের জড়তা কাটাবার জন্য ওরা এবার আগুনের কাছে এসে ওদেব হাতগুলো সেঁকে গা-টাকেও গরম করে নিল একটু। তারপর কাচেব জানলা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল। বাবলু বলল, "এ কোথায় এসেছি আমরা ডেসডিমোনা! দেখছ প্রকৃতি কত সুন্দর?"

"হ্যাঁ। এই সুন্দরের বাজ্যে মৃত্যুর এমন হাতছানি যে কেন তা-ই শুধু ভেবে পাচ্ছি না। আকাশে গোল চাঁদ। চারদিকে বরফেব পাহাড়। আর কত গাছপালা। মনে হচ্ছে আমরা যেন কল্পনাব স্বর্গরাজ্যে চলে এসেছি। মনে হচ্ছে এই ঘর ছেড়ে কোথাও না যাই। কিন্তু যেতে আমাদেব হবেই। কেন না এ আমাদেব মৃত্যুপুবী।"

বাবলু আস্তে আস্তে দরজাব কাছে গিয়ে দরজাটা টেনে দেখল সেটা বাইবে থেকে বন্ধ।

ডেসডিমোনা বলল, "কিছু শুনতে পাচ্ছ?"

"কী!"

"জুতোর মসমস শব্দ। কারা যেন টহল দিচ্ছে এই ঘরেব বাইবে।"

"হ্যাঁ। তাই তো!"

বাবলু বলল, "পালাবার পথ যখন নেই, বাঁচার তখন একটাই রাস্তা, ওদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই।"

"ওবা ক'জন, তা তো জানা নেই। পেরে উঠবে ওদেব সঙ্গে?"

"পারতেই হবে। প্রথমেই আমরা ঘরের কোণে যে-কোনও একটা জানলার পরদায় আগুন ধরিযে দেব। তারপর চিৎকার করব আগুন আগুন করে। তা হলেই হবে কী, ঘর বাঁচাতে বাধ্য হযে ছুটে আসবে ওরা। তারপর ওরা যখন ঘরে ঢুকে আগুন নেভাতে ব্যস্ত হবে, আমরা তখন যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাব।"

আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেসডিমোনার চোখদুটো। বলল, "সত্যি! কী বুদ্ধি তোমার। তবে কি না আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে শেষকালে নিজেরাই পুড়ে মরব না তো?"

"তাই যদি আমাদের নিয়তি হয় তা হলে বিধিলিপি খণ্ডাবে কে?" বলেই ফায়ার প্লেসেব আগুন থেকে একটুকরো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে জানলার একটি পরদায় লাগিয়ে দিল।

আগুন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

ওরা দু'জনেই তখন চিৎকার করতে লাগল, "আগুন! আগুন।"

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল খর্বাকৃতি দু'জন খাকি পোশাক পরা বন্দুকধারী নেপালি মেয়ে। এরাই নিশ্চয় হেলাং আর দেলাং। ঠিক যেন চাঁদের দেশের পরি দুটি। আগুন দেখেই ভয়ে শিউরে উঠল ওরা।

বাবলু স্থির করেছিল ঘরে কেউ ঢুকলেই তাকে গুলি করে পালাবে। কিন্তু হেলাং, দেলাংকে দেখে স্থির হয়ে গেল ও। তবে তা মুহূর্তের জন্য। ঘোর কাটতেই দু'জনকে দু'হাতের ধাক্কায় ফেলে দিয়ে ডেসডিমোনাকে নিয়ে বেরিয়ে এর ঘর থেকে। তারপর প্রাণপণে ছুটে চলল যেদিকে দু'চোখ যায় সেইদিকে।

ঘরের মধ্যে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। হেলাং আব দেলাং আগুনের তাণ্ডব দেখে পরিত্রাহি চিৎকার করছে।

বাবলু আর ডেসডিমোনাও তখন অনেক ছুটে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল এক জায়গায়। এখানে সর্বত্রই শুধু চড়াই-উতরাই আর তুষারের শুভ্রতা। মাঝে মাঝে কঠিন পাথরে পুঞ্জীভূত পাতলা বরফের আস্তরণে পা

হড়কে যায়। প্রকৃতি এখানে ভীষণ সুন্দর। সুন্দরী চাঁদের আলোয় চারদিক যেন ভরে আছে। এই বরফের দেশে এমন ফিনফিনে জ্যোৎস্না ওদের ভয়কেই জয় করিয়ে দিল।

ওরা কোথায় যাচ্ছে, সঠিক পথে যাচ্ছে কি না, কিছুই ওদের জানা নেই। শুধু শয়তানের ঘাঁটি থেকে মুক্তি নিয়ে বাঁচার জন্য পলায়ন। এখানে কোনও বসতি ওদের চোখে পড়ল না। যেন একটা তুষারের মরুভূমি পার হয়ে চলেছে ওরা।

পেছনে অনেক দূরে আগুন তখন সর্বগ্রাসী হয়ে জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে ডেসডিমোনাই বলল, "কাজটা বোধহয় আমাদের খুব একটা ভাল হল না।"

"এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না তো।"

"তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু পঞ্চু যদি ওখানেই কোথাও থেকে থাকে?"

শিউরে উঠল বাবলু। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাই তো! এই কথাটা একবারও মনে হয়নি তো! আমি যাব। একবার অন্তত গিয়ে দেখব ওকে ওখানেই কোথাও খুঁজে পাই কি না।"

"এখন আর কোনও উপায় নেই। ওই দেখো, কী উন্মত্ত, উল্লাসে আগুনের শিখাগুলো আনন্দে দু'হাত তুলে নাচছে।"

শুধু আগুন নয়, তারই আভা দিয়ে ওরা দেখতে পেল সাক্ষাৎ চিতাবাঘিনীর মতো হেলাং ও দেলাংও বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ওরা চেঁচাচ্ছে, "এ কাঞ্চি। এ কাঞ্চা! রুখ যাও। নেহি তো—।"

ডেসডিমোনা বলল, "বাবলু! আর দেরি নয়। তোমার পিস্তলটাকে কাজে লাগাও এবার। এখনই চলা থামিয়ে দাও ওদের।"

বাবলু বলল, "না। কোনও মেয়ের দিকে আমি কখনওই গুলি চালাব না। তাতে আমার প্রাণ যায় যাক।"

"তা হলে কী করবে? বাধ্য পশুর মতো ধরা দেবে? ওইসব পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে গায়ের জোরে তুমি পেরে উঠলেও আমি পেবে উঠব না। ওরা ক্যারাটের প্যাঁচে ফেলে ধরাশায়ী করবে আমাদের।"

বাবলু তখন ডেসডিমোনার একটা হাত শক্ত করে ধরে আবার ছোটা শুরু করল।

হেলাং আর দেলাং তখন আরও কাছে এসে গেছে।

এই সময় পা হড়কে বাবলু হঠাৎ পড়ে যেতেই হেলাং এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। আর ডেসডিমোনাও পড়ে গেল দেলাংয়ের খপ্পরে।

সত্যি, কী অমানুষিক শক্তি ওই মেয়েদুটোর গায়ে। বাবলু অনেক চেষ্টা করেও হেলাংয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তিতে দু'জনেই গড়িয়ে পড়ল একদিকের পাহাড়ের ঢালে। তাবপর শুভ্র সুন্দর তুষারের বুকে ধসের মতো নামতে নামতে কোন অতলে তলিয়ে গেল।

ওরা এমন এক জায়গায় এসে পড়ল, যেখানে আর কোনও ঢাল নেই। ছোট্ট একটি জনপদও আছে সেখানে। কাছে-দূরে ছোট ছোট পাহাড়ি গাঁও। কিন্তু দু'জনেই তখন অর্ধমৃতপ্রায়। বাবলু ওর পিস্তল শক্ত হাতে ধবে থাকলেও হেলাংয়ের বন্দুক কোথায় যেন ছিটকে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে ও। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। কিছুক্ষণ দু'জনে পাশাপাশি স্থির হয়ে থাকার পব একসময় বাবলুই উঠে দাঁড়িয়ে হেলাংকে টেনে তুলল।

বেশ বড়সড় একটি পাথরে ভর দিয়ে দেহটা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হেলাং। বোঝাই গেল ও তখন একেবারেই শক্তিহীন।

বাবলু বলল, "কী সুন্দব মিষ্টি মেয়ে তুমি। কী নাম তোমার?"

"হেলাং তাম্রকার। তোমার নাম?"

"আমার নাম বাবলু। আর ওই মেয়েটি?"

"ওর নাম দেলাং। আমার বোন।"

"তোমাদের বাড়ি কোথায়?"

"নেপালের পোখরায়।"

"সামান্য কিছু অর্থের লোভে এই কাজ তোমরা কেন করতে এলে? কী পেলে এর বিনিময়ে?"

হেলাং তখন পাথরটাকে ধরেই ধীরে ধীরে ঢলে পড়তে লাগল তুষারকণার বুকে। ও একেবারে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তেই বাবলু শক্ত হাতে ধরে ফেলল ওকে। হেলাংয়ের মুখ থেকে আর কোনও উত্তর বা সাড়াশব্দ পেল না ও। শান্ত সুন্দর নিশ্চল মেয়েটির চোখের দিকে কিছুক্ষণ একভাবে চেয়ে থেকেই বাবলু বুঝতে পারল নির্মম মৃত্যু এসে গ্রাস করেছে ওকে।

এমন মৃত্যুর দৃশ্য বাবলু এর আগে আর কখনও দ্যাখেনি। তাই চোখের জলেই হেলাংকে ওর মৃত্যু অভিনন্দন জানিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। এখন ওর বড় বেশি প্রয়োজন ডেসডিমোনাকে খুঁজে বের করার। কিন্তু কীভাবে কোন পথে যাবে ও সেখানে, তা কিছুতেই ভেবে পেল না। দেলাংয়ের হাতে পড়ে ওর এখন কী অবস্থা তাই বা কে জানে? কে জানে পঞ্চু এখন কোথায়? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা কি শিমলাতেই আছে? দেলাং কি কখনও জানতে পারবে ওর দিদির এই তুষার সমাধির কথা? কে জানে? বাবলুর মাথাটাও এবাব ঝিমঝিম কবতে লাগল। আর একটু নীচে নামতে পারলেই সেখানে আর কোনও ববফ নেই। কিন্তু ক্রমশ ওব চোখের সামনে যেন একটা অন্ধকার নেমে আসছ।

॥ ৯ ॥

সোহমকে উদ্ধার করতে না পারলেও আগাসাহেবের প্রাণ তো রক্ষা করা গেছে, সেই আনন্দ নিয়েই বিলু আব ভোম্বল ফিরে এল বাচ্চু-বিচ্ছুর কাছে। বাচ্চু-বিচ্ছু তো এতক্ষণ সিঁটিয়ে ছিল ভয়ে। ওদের ফিরে আসতে দেখেই বুকে যেন বল পেল ওবা। তবে কি না বাবলু ও ডেসডিমোনাকে না দেখে দুশ্চিন্তার অন্ত বইল না ওদের।

এ-বাড়িতে যিনি মালিক তিনি তো সব শুনে যারপরনাই অবাক হযে গেলেন। ওই রাতদুপুরে আগাসাহেবকে আহার, আশ্রয় ও শীতবস্ত্র দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

পঞ্চুর বীববিক্রমও তখন কোথায় চলে গেছে। প্রচণ্ড শীতে ঠকঠক কবে কাঁপছে বেচারি। গায়েব সেই কোটটা ভিজে জবজব করছে। সেটাকে পালটে অন্য একটা কিছু চাপা দেওয়া হল ওর গাযে।

দেখতে দেখতে রাত কাবাব হয়ে গেল। সকালে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চা-পর্বটা শেষ কবে বাবলু ও ডেসডিমোনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ওরা। এখন আর তুষার নেই। জমে থাকা বরফও গলে গেছে অনেক। স্থানীয় লোকরা বললেন, তিন কিমি দূবে লোয়ার কোটে যোসেফ ভার্গিসের একটা বাংলো আছে। সেই সূত্র ধরেই এগিয়ে চলল ওবা। কয়েকজন হিমাচলিও ওদের সঙ্গে এলেন। কিন্তু যথাস্থানে গিযে দেখা গেল বাংলোর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আগুনে পুড়ে সবই ছাই।

সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। পঞ্চু তো ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কারও প্রাণহানির কোনও অস্তিত্বই পাওয়া গেল না। এক জায়গায় দেখা গেল সামান্য একটু আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। সেইদিকে একভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল বিচ্ছুর। বাচ্চুও রুমালের খুঁটে চোখেব জল মুছল।

বিলু এগিয়ে এসে ওদের কাঁধে হাত রেখে বলল, "কেঁদে কী করবি? আমাব মন বলছে ওদের কিছুই হয়নি। এসব বাবলুবই কীর্তি।"

"কী করে বুঝলে?"

"ও ছাড়া এই অগ্নিকাণ্ড আর কে ঘটাতে পারে বল? আমাদের দ্বারা যেটা হয়েছে সেটা তো অ্যাক্সিডেন্ট। ফার্গু সিং-এর জন্যই হয়েছে সেটা। কিন্তু এখানে যেটা, সেটা লাগানো। এখন দেখছি আমাদের এবারের এই অভিযানে আগুনই আমাদের ভাই। আগুনই আমাদেব বন্ধু। তাই মনে হয় আগুন দিয়েই এবার বুঝি সব কিছুকে জয় করতে হবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তবুও ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর একটা নিতে হবে তো?"

"অবশ্যই। ওরা নিশ্চয়ই ধারেকাছেই কোথাও আছে। না হলে এই ঠান্ডায় রাতারাতি যাবে কোথায়?"

সঙ্গের লোকজনরা ওদের নিয়ে এদিক-সেদিক অনেক ঘুরে দেখল। কিন্তু না, ওরা যে কোন পথে কোনদিকে গেছে তা ভাবতেও পারল না কেউ। পথের ওপর থেকে জমে থাকা তুষারকণাগুলো গলে যাওয়ায় পায়ের দাগগুলো বোঝা গেল না। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে ফিরে এল সবাই।

বিলু বলল, "আর এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আবার আমরা শিমলাতেই ফিরে যাই চল। কেন না এখানে অনন্তকাল বসে থাকলেও ওদের দেখা পাব না। ওদের ব্যবস্থা ওরা ঠিকই করে নেবে। ওরা যদি পালাতে পেরে থাকে তা হলে যেভাবেই হোক শিমলায় গিয়ে প্রথমেই যাবে ধরমশালায়। তা যদি না হয়ে থাকে তবে আপাতত আমরাই রওনা দিই ধরমশালার দিকে। পরে যা হয় হবে।"

বিলুর কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। বাবলুর কাছে টাকা-পয়সা আছে। যদি ইতিমধ্যে খোয়া না গিয়ে থাকে তা

হলে পিস্তলটাও আছে সঙ্গে। আর আছে ডেসডিমোনা। ওই অগ্নিকাণ্ডে ওদের যে কোনও ক্ষতি হয়নি তা বোঝাই যাচ্ছে। শুধু ওদের কেন? কারও কোনও প্রাণহানির চিহ্নও নেই ওখানে। মানুষের দেহ তো মোমের পুতুল নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে গলে পুড়ে একশা হয়ে যাবে।

অতএব বিদায় নারকান্দা।

বিলু বলল, "ভগবানের ওপর ভরসা রাখ। পঞ্চুকে কীভাবে পেলাম স্মরণ কর। আগাসাহেবকে পেয়ে গেলাম কত অনায়াসে। তাই ওদেরও খুঁজে পাব ঠিক।"

যে-বাড়িতে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল সেই বাড়ির মালিকই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন ওদের, শিমলায় ফিরে যাওয়ার জন্য।

আগাসাহেব গৃহস্বামীর হাতদুটি ধরে বললেন, "খোদা মেহেরবান। আপনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করুন চাচাজি। যাতে আমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারি। আমার কাছে একটিও পয়সা নেই।"

গৃহস্বামী সঙ্গে সঙ্গে দু'হাজার টাকা আগাসাহেবকে দিয়ে বললেন, "আশা করি এতেই আপনার হয়ে যাবে। তবে কি না কলকাতায় যাওয়ার আগে শিমলায় গিয়ে আপনি থানায় একটা ডায়েরি লিখিয়ে যাবেন।"

আগাসাহেব বললেন, "আপ কি মেহেরবানি।"

গাড়িতে আসতে আসতে বিলু বলল, "আপনাকে একটা কথা বলব আগাসাহেব?"

"হাঁ, হাঁ। কিঁউ নেহি? বলো কী বলবে?"

"শিমলায় পৌঁছে কালকা অথবা চণ্ডীগড়ের বাস ধরে সোজা আপনি পাহাড় থেকে নীচে নেমে যান। থানা-পুলিশের ঝামেলায় একদম যাবেন না। গেলে কিন্তু বিপদ হবে। ফাগু সিং-এর ঘরে তিন-তিনটে আধপোড়া ডেডবডি এখনও পড়ে আছে। ওই বাড়ির অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশ যদি আপনাকেই সন্দেহ করে, তখন কী করবেন?"

আগাসাহেব বললেন, "ঠিকই বলেছ তোমরা। কলকাতায় গিয়ে যা করবার আমি করব। এখন আমি চলেই যাই। তবে ওই কাঞ্জিলাল মেরা সবসে বড়া দুশমন। উসকো হম ছোড়েঙ্গে নেহি।"

কথা বলতে বলতে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই শিমলায় এসে পৌঁছল ওরা। আগাসাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে বিদায় জানাল। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিগামী একটা বাস পেয়ে তাতেই বসিয়ে দিল আগাসাহেবকে। কোনওরকমে দিল্লিতে একবার পৌঁছতে পারলেই কলকাতায় যাওয়ার অনেক ট্রেন পেয়ে যাবেন উনি। আগাসাহেব তাঁর অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনেক, অনেক আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

ওরাও চলল ধরমশালাগামী কোনও বাসের খোঁজে। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে ওরা যখন পথ চলছে তখন হঠাৎই ওদের পাশ দিয়ে মারুতি জিপসি একটা বেরিয়ে গেল সাঁ করে। আর সেই গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল, "বিলু—ভোম্বল—আমি-ই-ই।"

জিপসিটা উধাও।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু সকলে হইহই করে উঠল। পঞ্চুও চিৎকার করতে লাগল তারস্বরে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা কী হল বল তো?"

বিলু বলল, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এ তো ডেসডিমোনার গলা। বাবলু তা হলে কই? তার গলা শুনতে পেলাম না কেন?"

বাচ্চু বলল, "গাড়িটাই বা থামল না কেন আমাদের দেখে?"

বিচ্ছু বলল, "তার মানে ওদের কেউই মুক্তি পায়নি শত্রুর কবল থেকে। বাবলুদাকে হয়তো অজ্ঞান করিয়ে রেখেছে গাড়ির ভেতর। নয়তো মারাত্মক জখম সে।"

বিলু বলল, "গাড়ির ভেতর আর কে-কে ছিল, কিছু লক্ষ করেছিস কেউ?"

বিচ্ছু বলল, "না। এমনকী, ডেসডিমোনাকেও দেখিনি। ওর গলা শুনে ফিরে তাকাতেই গাড়ি উধাও। তবে কি না গাড়ির নম্বরটা আমি দেখে নিয়েছি।"

"তাতেই হবে। এখন যেভাবেই হোক ফলো করতে হবে ওই গাড়িটাকে।"

ওরা আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে চলল। ভাগ্য ভাল যে, সঙ্গে সঙ্গে টাটা সুমোই পেয়ে গেল একটা। গাড়ির চালক একজন টিবেটিয়ান। নাম অমিতকুমার। পঞ্চুকে দেখে আদর করে একটা ভেংচি কাটতেই বাচ্চু-বিচ্ছু ছুটে গিয়ে হাত দুটি জড়িয়ে ধরল ওঁর। বিলু, ভোম্বলও গেল।

অমিতকুমার বললেন, "এনি প্রবলেম?"

ওরা তখন ওদের বিপদের কথা শুনিয়ে মারুতি জিপসিটার নম্বর অমিতকুমারকে দিয়ে বলল, "আপনি যেভাবেই হোক ওই গাড়িটাকে ফলো করুন। আমাদের একটা ছেলে আর মেয়েকে কিডন্যাপ করে পালাচ্ছে ওরা।"

গাড়ির নম্বর দেখেই ফোঁস করে উঠলেন অমিতকুমার। বললেন, "ইয়ে মানালি যানে কা রোড হ্যায়। আর এ গাড়িকা নাম্বার যোসেফ ভার্গিস কা। চলো তো। হাম হ্যায় তুমহারা সাথ। ও শয়তান বহতই খতরনক। লেকিন লেড়কা-লেড়কি দোনো হি মিল যায়েগা। ঘাবড়াও মাত।"

জয় ভগবান। ওরা সকলে উঠে বসল টাটা সুমোতে।

অমিতকুমার বললেন, "তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। আমি টিবেটিয়ান বুদ্ধিস্ট। একটা বিশেষ কাজে এখানে এসেছিলাম। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাব, তাই অপেক্ষা করছিলাম কোনও পার্টি যদি পাই সেই আশায়। তবে তোমাদের কাছ থেকে কোনও টাকা-পয়সা আমি নেব না। এখন এই বিপদে আমিও তোমাদেরই একজন। মানালি পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে কোনও হোটেলে ওঠবাব দরকার নেই। আমারই বাড়িতে থাকবে তোমরা। গরিবের বাড়ি। যা দু'মুঠো শাক-ভাত জোটে তাই পেটভরে খাবে। আমি মানালিতে ট্যুরিস্টদের নিয়ে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাই। তোমাদেরও দেখাব। নিয়ে যাব রোটাং পাস-এ। এই টাটা সুমোটা আমার নিজেরই। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কিনেছিলাম। টাকাও প্রায় শোধ হয়ে এসেছে।"

বিলু বলল, "সবই ভগবানের দয়ায়।"

"অবশ্যই। মানালিতে বিয়াসের তীরে আমার ঘর। শিশুরা খেলা করে। আমার গ্রামের নাম খকনাল। জিলা কুল্লু, তহশিল মানালি। পিন কোড ১৭৫১৩৬। আমার গাড়ির নম্বর—এইচ পি ০২/৫৭৭৯। আর ফোন নম্বর ৫৬০৮৫। এগুলো লিখে রেখে দাও। তোমাদের কোনও বন্ধুবান্ধবরা মানালি বেড়াতে এলে আমার ঠিকানা দিয়ে দেবে। আমি তাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। এটাই আমার ব্যবসা তো। কাজেই উপকার হবে আমার। আমি ভাল ব্যবহার করলে তারা আমার নাম করবে, কী বলো? তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি কখনও আমাকে ফোন করো বা কেউ করে তা হলে রাত ন'টার পরে করবে।"

বাচ্চু-বিচ্চু দু'জনেই আপ্লুত হয়ে বলল, "সত্যি, আপনার মতো লোক হয় না অমিতজি।"

শিমলা ছেড়ে অমিতকুমারের গাড়ি তখন মানালির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। যাত্রাপথে হিমালয়েব সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলেই। এমনকী পঞ্চুও নির্বাক হয়ে গেল সব কিছু দেখে।

বাবলু চোখ মেলে তাকাতেই দেখল আধো অন্ধকার একটি ঘরের মধ্যে কার্পেটের ওপর শুয়ে আছে সে। গায়ে একটা কম্বল চাপা দেওয়া। ওর সর্বাঙ্গে ব্যথা। তবে ওর হাত-পা বাঁধা নেই। ও কোথায় আছে, ওই তুষারক্ষেত্র থেকে মুক্তি পেয়ে কীভাবে এখানে এল, কারা নিয়ে এল ওকে, তার কিছুই জানে না ও।

একটু পরেই দেখা গেল একজন লামা একটি বাটিতে করে কী যেন নিয়ে ঘবে ঢুকল। তারপর বাটিটা একপাশে রেখে ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের ওপর।

বাবলু অস্ফুটস্বরে বলল, "আমি কোথায়?"

উত্তরে লামা কী যে বলল, তা বোঝা গেল না। শুধু শুনতে পেল, "নামগিয়ালমা।" তারপর ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিতেই দিনের আলোয় ভরে উঠল ঘর।

ঘরের দেওয়ালময় ভগবান বুদ্ধের ছবি। এক জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'ওম মণিপদ্মে হুম'।

লামা আবার কাছে এসে ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বাটিটা এগিয়ে দিল। বাবলু উঠে বসে বাটিটা হাতে নিয়ে বুঝল চায়ের পাত্র এটা। যদিও ঠান্ডা, তবু তাই খেয়ে নিল একটু একটু করে। এখন এই নিরাপদ আশ্রয়ে চা-ই জীবন।

লামা ওকে হাতের ইঙ্গিতে বসে থাকতে বলে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল ঘর থেকে।

বাবলু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবার। বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর দৃশ্য চারদিকের। শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। মনে হয় কোনও একটি মঠে আছে ও। সম্ভবত দোতলায়। পথে লোকজনের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগই টিবেটিয়ান। পাশেই একটি ধর্মীয় স্তূপকে ঘিরে লোকজনের আনাগোনা।

বাবলু কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক করে যখন বাইরে বেরোবে কি না ভাবছে সেই সময় লামার সঙ্গে একজন ডাক্তারবাবু ভেতরে এলেন। এসেই বাবলুকে দেখে বললেন, "অ। তুমি এসেছ? বলো তোমার শরীরের অবস্থা এখন কীরকম?"

বাবলু বলল, "আমি কোথায়?"
"নামগিয়াল মঠে। এখন বলো তোমার প্রবলেমটা কী?"
"নো প্রবলেম। শুধু গা-হাত-পায়ে ব্যথা।"
ডাক্তারবাবু ওকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বললেন, "না। চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ব্যথা মরার কয়েকটা ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।" বলে গোটা চারেক ট্যাবলেট ওর হাতে দিলেন। তারপর বললেন, "ভাগ্য ভাল যে, এই লামাদের হাতে তুমি পড়ে গিয়েছিলে। ওরাই তোমাকে উদ্ধার করে শেষরাতে নিয়ে এসেছে এখানে। ওদিকের একটা বৌদ্ধমঠ পরিদর্শন করে ফিরে আসবার সময় তোমাকে দেখতে পায় ওরা। তারপর এখানে নিয়ে আসে। যে জায়গায় তুমি আছ, এই জায়গাটা হল আপার ধরমশালা। এর নাম ম্যাকলয়েডগঞ্জ।"
বাবলু সোল্লাসে বলে উঠল, "লিট্ল লাসা!"
"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি একা ওইখানে ওইভাবে পড়ে ছিলে কেন? কী হয়েছিল তোমার?"
বাবলু তখন ওর পরিচয় দিয়ে সব কথাই খুলে বলল ডাক্তারবাবুকে।
ডাক্তারবাবু বললেন, "তোমার কোনও ভয় নেই। এখানে তুমি অত্যন্ত নিরাপদ। এই মঠেই তুমি থাকবে। আমি এখানকার হসপিটালের ডাক্তার। আমার বাড়ি কাংড়ায়। যোগিন্দরনগর থেকে সবে কয়েক মাস এখানে বদলি হয়ে এসেছি আমি। প্রবাসী বাঙালি। লন্ডনেও ছিলাম বহুদিন। যাই হোক, যে মেয়ের সন্ধানে তুমি এসেছ, এখানে থেকেই তার খোঁজখবর নাও। প্রয়োজনে আমিও তোমাকে সাহায্য করব। আশা করি মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।"
ডাক্তারবাবু বিদায় নিলে বাবলুও বাথরুমের কাজ সেরে পথে এসে নামল। প্রচণ্ড খিদেয় পেট যেন জ্বলে যাচ্ছে। তাই একটা দোকানে বসে ভালরকম কিছু খেয়ে নিয়ে গরম চা খেল এক কাপ। তারপর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।
কাংড়া উপত্যকার সুন্দর একটি পাহাড়ি শহর এই ধরমশালা। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ৫৫০০ ফুট। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে এই জায়গাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পুনর্গঠনের পর এখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস ও সেনানিবাস গড়ে উঠেছে। এই ধ্বংসাবশেষ এখন দু'ভাগে বিভক্ত। এর নীচের দিকটা লোয়ার ধরমশালা। ওপরে আপার ধরমশালা, ম্যাকলয়েডগঞ্জ বা ফরসিথগঞ্জ। ১৯৬০ সালে তিব্বতিরা স্বদেশ ছেড়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করে। তারাই এর নাম দেয় লিট্ল লাসা। ধৌলাধার সীমানা বরাবর যে পাহাড়গুলো উঠে গেছে তারই প্রান্তরেখায় এই শৈলশহর। মনোরম আবহাওয়ার জন্য সকলেরই প্রিয় এই জায়গাটা। তবে কি না বৃষ্টিপাত একটু বেশিই হয় এখানে। তিব্বতের দালাই লামাও এখন এখানেই থাকেন। তাই এই জায়গার গুরুত্বও বেড়ে গেছে অনেক। প্রায় ৩০০০ তিব্বতি বসবাস করেন এখানে।
বাবলু এ-পথ সে-পথ করে ঘুরেই বেড়াতে লাগল শুধু। কিন্তু এই ঘিঞ্জি ও জমজমাট এলাকায় কুমকুমকে কোথায় পাবে ও। এই সময় পঞ্চুটা যদি সঙ্গে থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত ওর। ডেসডিমোনার কথা মনে পড়ল। সে কি পেরেছে দেলাং-এর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ওরাই বা কী করছে এখন? বুদ্ধি করে একবার যদি ওরা কেউ এসে পড়ে এখানে তা হলে কী ভালই না হয়! মনে একটু বল পায় বাবলু। না হলে এইভাবে একা একা কি ভাল লাগে?
এখানে ছোট-বড় যত স্তূপ ছিল এক-এক করে সবই পরিদর্শন করল বাবলু। দালাই লামার আবাসস্থলে প্রণাম জানিয়ে বৌদ্ধ মঠে এল। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান হল এটাই। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির সামনে এসে ও যখন দাঁড়াল তখন সেখানে উপাসনা চলছে। শত শত বৌদ্ধ একজোটে উপাসনা করছেন সেখানে। বাবলুর খুব ইচ্ছে হল দাঁড়িয়ে একটু দেখবার। কিন্তু প্রধান লামা হাতের ইঙ্গিতে সরে যেতে বললেন ওকে। পরে শুনল উনিই বিখ্যাত দালাই লামা।
সারাদিন পথে পথে ঘুরে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল বাবলু। তবু অনেক চেষ্টা করেও কুমকুমের সন্ধানই পেল না। শেষমেশ ঠিক করল একান্ত খুঁজে না পেলে পুলিশকেই জানাবে ব্যাপারটা। পুলিশের সাহায্য ছাড়া সন্দেহজনক জায়গায় গিয়ে তল্লাশি চালানো ওর একার পক্ষে তো সম্ভব নয়। ওই কাজ করতে গিয়ে নিজেই হয়তো মারধোর খেয়ে মরবে।
এর পর পড়ন্ত বিকেলে একটা ঘোড়া নিয়ে ও চলল ভাগসুনাথের জলপ্রপাত দেখতে। জায়গাটা ভারী মনোরম। অনেক যাত্রীরও ভিড় সেখানে। চারদিকে পাহাড়। ছোট ছোট কয়েকটি গুহাও আছে। সেইসব গুহায় বসবাস করেন অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর দল। ও সবদিক ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে

থমকে দাঁড়াল। জঙ্গলের একটি গাছের ডাল থেকে ওর সামনে লাফিয়ে পড়ল সেই কালো বেড়ালটা। তারপর হতচকিত বাবলুর পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর শব্দ করতে লাগল, 'ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ।'

বাবলু সস্নেহে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই শান্ত হয়ে গেল বেড়ালটা। তারপর জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল ওকে। খাদের ধারে ছোট্ট একটি কাঠের দোতলার সামনে এসে বেড়ালটা অদ্ভুত কায়দায় উঠে গেল দোতলার বারান্দায়।

বাবলুর বুঝতে বাকি রইল না, যে ওই ঘরেই কুমকুম আছে। কিন্তু ওই বারান্দায় পৌঁছনো তো ওর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তবুও একটা পাইন গাছের ডাল ধরে খানিক ওপরে উঠেই ঘরের দিকে তাকাল ও। তাবপর জোবে একটা শিস দিতেই বারান্দায় এসে দাঁড়াল কুমকুম। সেই সুন্দরী প্রতিমা অবহেলায় অনাদরে কত ম্লান। বাবলুকে দেখেই ঠোঁটে তর্জনী রেখে শিস দিতে নিষেধ কবল কুমকুম। তারপর হাতের ইশারায় ওকে পালাতে বলল।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "একটা দড়ি-টড়ি কিছু বেঁধে ঝুলে পড়ো না এখানে।"

কুমকুমও চাপা গলায় বলল, "কোনও উপায় নেই। তা হলে কবেই পালাতাম।"

বাবলু তবুও বলল, "তুমি তৈরি থাকো। আমি যেভাবেই হোক ঢুকব বাড়ির ভেতব।"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে ভাগসুনাথকে। ও কোনওবকমে পথ খুঁজে বাড়ির সামনে আসতেই বাগানেব দিক থেকে ভয়ংকর হাঁকডাক করে ছুটে এল ওদেরই পোষা হিংস্র একটি পাহাড়ি কুকুব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিস্তলের সাহায্য নিতে বাধ্য হল বাবলু। সেই নির্জনে নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে শব্দ উঠল 'ঢিসুম'। গুলির শব্দ পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত হতে লাগল 'ঢিসুম, ঢিসুম, ঢিসুম।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বলিষ্ঠ চেহাবার একজন লোক। বড়সড় একটা পাথর নিয়ে লোকটার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিতেই মাটিতে লুটিয়ে পডল সে। অভ্যস্ত বাবলু তাকে ডিঙিযেই ছুটে উঠে গেল ওপবে। তাবপব দরজার শিকল খুলেই মুক্ত কবল কুমকুমকে।

আনন্দে চোখে জল এসে গেল কুমকুমেব। ও বলল, "আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। শিগগিব পালিযে চলো এখান থেকে। এখনই সবাই এসে পড়বে।"

গুলির শব্দ শুনে কয়েকজন তখন সত্যিই ছুটে এসেছে। এখন আর সিঁড়ি দিয়ে পালানো ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বাবলু ওরই মধ্যে একজায়গায় পাকিযে বাখা কয়েকটা লাইটের তাবকে বারান্দায় বেঁধে সেটা ধরেই চোখ বুজে নেমে পড়তে বলল কুমকুমকে। তারপব ওদিকেব দরজায় খিল দিযে ওই একই কায়দায় নিজেও খানিকটা ঝুলে নেমে পড়ল জঙ্গলে। বেডালটাও তখন সঙ্গ নিয়েছে ওদের। ওবা আঁকাবাঁকা পথে জঙ্গল পার হয়ে আলো দেখে বড় রাস্তায় এল। তারপর কোনওরকমে টলতে টলতে জমজমাট বাজাবে।

কুমকুম সেই যে বাবলুর হাত ধরেছিল শক্ত কবে, সে হাত আর ছাডল না। বলল, "এই নিয়ে দু'-দু'বাব তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে বাবলু। তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। আমার দাদা ভাল আছে তো?"

বাবলু হেসে বলল, "তোমারই কারণে কেউই আমরা ভাল নেই। এই দেখছ না, আমিই এখানে একা। বাকিরা সব কে যে কোথায় আছে তা কে জানে? এখন চলো, এই মুহূর্তে আমরা এই জায়গাটা ছেড়ে পালাই।"

যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে কুমকুমের ব্যাপারটা জানিয়ে এল বাবলু। তারপব লোয়ার ধবমশালায় নেমে মানালির বাসে চেপে ওই রাতেই পাড়ি দিল মানালির পথে।

॥ ১০ ॥

বাসে যেতে যেতে কুমকুম জানালো কীভাবে সেদিন ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। কীভাবে বেড়ালটা ওর সঙ্গ চাড়েনি। ওরা ওকে যেভাবে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল, বেড়ালটাও আশ্চর্য কৌশলে ঠিক সেইভাবেই সেখানে গেছে। এমনকী এখনও সঙ্গ ছাড়েনি। বলে বলল, "এই দেখো, ঠিক সিটের তলায় ঢুকে শুয়ে আছে।"

বাবলু বলল, "সত্যি, এমন একটি প্রাণীকে এই প্রথম দেখলাম আমি।"

কুমকুম বলল. "এবার তোমার কথা বলো। তুমি কীভাবে এখানে এলে?"

বাবলুও তখন এক এক করে বলতে শুরু করল ওদের সব কথা। যক্ষ পর্বতের কাহিনী। দেলাংয়ের কবলে

ডেসডিমোনার বিপদের সম্ভাবনা। সবই বলল। শেষে বলল, "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার পাশে তুমি আছ বা গত রাতের ওই ভয়াবহ ঘটনার পর এখনও আমি বেঁচে আছি বলে।"

কুমকুম করুণভাবে বলল, "সত্যি, আমার জন্য তোমাদের কী বিপদ। ডেসডিমোনার জন্যও দুঃখ হচ্ছে আমার। মেয়েটা কেন যে ওইভাবে আসতে গেল!"

বাবলু বলল, "মানালিতে গিয়ে যদি ওদের কারও দেখা না পাই তা হলে কিন্তু বাধ্য হব থানা-পুলিশ করতে। ওই জালান, কাঞ্জিলাল আর যোসেফ ভার্গিসকে কাঠগড়ায় না দাঁড় করিয়ে আমি ছাড়ব না। তবে জেনে রেখো ওই আপেল বাগানের দিকে হাত বাড়াতে ওদের আর সাহস হবে না। ওই বাগান যেমন তোমাদের আছে তেমনই তোমাদেরই থাকবে।"

কুমকুম বলল, "না বাবলু। এই বাগানের মোহ আমি একেবারেই ত্যাগ করেছি। এর চেয়ে দাদা যদি সত্যি-সত্যিই মানালিতে হোটেল ব্যবসা করতে চায় তো আর আমার আপত্তি নেই। হাওড়ার বাড়িটা আমরা ডেসডিমোনাকে দিয়ে দেব। মেয়েটা বড় ভাল। ভাড়াবাড়িতে থাকে ওরা। তবু নিজস্ব একটা ঠাঁই হবে ওদের। আমাদেরও কখনও ইচ্ছে হলে ওই বাড়িতেই উঠতে পারব। কিন্তু দাদাটার যে কী হল ...।"

এইভাবে রাত শেষ হয়ে ভোর হল একসময়।

বাস এসে থামল কুলুতে।

কুমকুম বলল, "তুমি ঠিক জানো, দাদা কুলুতেই এসেছে?"

বাবলু ওর পকেট থেকে সোহমের চিঠিটা বের করে দেখাল কুমকুমকে।

চিঠি পড়েই চোখে জল এল কুমকুমের। বলল, "সত্যি, ওকে নিয়ে আর পাবা গেল না। থেকে থেকে কী যে চাপে ওর মাথায়।" বলে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে বলল, "মানালি এখান থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। একবার নামবে এখানে? আমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে চাই ও সত্যি-সত্যিই কিছু একটা করে বসেছে কি না।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, নেমেই পড়া যাক তা হলে।"

কুলুতে তখন রীতিমতো ঠান্ডা। প্রচণ্ড শীতে হি হি করে কাঁপতে লাগল দু'জনেই। বেশি কষ্ট কুমকুমের। অপহৃতা হওয়ার পর থেকে শীতবস্ত্র বলতে কিছুই গায়ে ছিল না ওর। বাবলু তবু শিমলায় এসে সোয়েটার পরেছিল।

বাস থেকে নেমে বাবলু বলল, "এখন তো সব দোকানপত্তর বন্ধ। বেলায় বরং তোমার জন্য কিছু একটা কিনে নেওয়া যাবে।"

কুমকুম বলল, "এখনও পেলে পেতে পারি। দেখছ না চারদিকে কত আলো, লোকজন। কুলুর বিখ্যাত দশেরা মেলা এখনও চলছে এখানে। সারা দিনরাত মেলা প্রাঙ্গণে দোকানপত্তর খোলা।"

ওবা কথা বলতে বলতেই বাসস্ট্যান্ড থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠল। কী সুন্দর ফেনিল উচ্ছ্বাসে এখানে বয়ে চলেছে বিপাশা। ওরা নদীর গতি দেখল। পাহাড়ের শোভা দেখল। তারপর একটা দোকানে বসে ভোরের চা খেয়ে এগিয়ে চলল ঢোলপুর ময়দানের দিকে।

বিশাল প্রান্তরে তখন মহামেলা। সারি-সারি দোকানপত্তর, নাগরদোলা কত কী। বাবলু একটা উলেনের চাদর কিনে উপহার দিল কুমকুমকে। এতক্ষণে যেন বাঁচল মেয়েটা। সেটা গায়ে দিয়েই মেলা প্রাঙ্গণ চষে বেড়াল।

রোদ উঠল একটু পরেই। কল্লোলিনী কুলু যেন হেসে উঠল কুলকুল করে। কুমকুমের খুবই পরিচিত জায়গা। বাবা-মায়ের সঙ্গে এর আগে অনেকবার এখানে এসেছে ও। তাই সবই ওর পরিচিত। দেবভূমি কুলু। ভ্যালি অব গডস। এককালে বহু মুনিঋষির তপোভূমি ছিল এখানে। মহাভারতের বিদুর বিয়ে করেছিলেন কুলুর মেয়ে সুদঙ্গীকে। হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিলেন মধ্যম পাণ্ডব ভীম। এর মূল প্রবাহ বিপাশা হলেও শতদ্রু, সৈঞ্জ, তীর্থন, পার্বতী ও চন্দ্রভাগার মধুর সঙ্গীতে ভরা।

মেলা দেখে শর্বরী ঝরনা পার হয়ে ওরা রঘুনাথজির মন্দিরে গেল প্রণাম জানাতে। ইনিই এখানকার প্রধান দেবতা।

কুমকুম বলল, "এই রঘুনাথজির কৃপা পেলে মানুষ বিশ্বজয়ও করতে পারে। তোমার যদি কোনও প্রার্থনা থাকে করে দেখতে পারো।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই আছে। আমার প্রার্থনা একটাই, সকল মানুষের ভাল হোক। আমরা সবাই যেন জয়যুক্ত হতে পারি।"

কুমকুমও বলল, "আমার দাদাকে তুমি ফিরিয়ে দাও রঘুনাথ। দাদা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।"

ওরা যখন মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে ফিরে আসতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কে যেন ছুটে এল ওদের কাছে, "এ কী! কুমকুম দিদিমণি! তুমি এখানে কখন এলে?"

কুমকুম সবিস্ময়ে বলল, "অজিত সিং তুমি!"

"দশেরা মেলায় আমি একটা দোকান দিয়েছি।"

"আমি আজই এইমাত্র এসেছি। আমার দাদার খবর কিছু বলতে পাবো?"

"সোহম দাদাবাবু তো এসেছেন এখানে। এসেই যে কাণ্ডটা করলেন!"

শিউরে উঠল কুমকুম, "কী করেছে দাদা?"

"জালানের দফা একেবারে রফা করে দিয়েছেন।"

কুমকুম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সেখানেই। বলল, "এই ভয়টাই আমি করেছিলাম। ধরাও পড়েছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, ধরা পড়েছে। সারা জীবনের জন্য ধরা পড়েছে। জালানের মতো বদলোক আমি দুটি দেখিনি। উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে তাকে।"

কুমকুম বলল, "কী হয়েছে আমার দাদার?" তুমি একটু খুলে বলো অজিতভাই।"

"তা হলে তোমরা দু'জনেই এসো আমার সঙ্গে।"

বাবলুকে ছেড়ে এবার অজিত সিং-এর হাত ধরল কুমকুম। তারপর বিপাশার তীরে প্রাসাদোপম একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

অজিত সিং বলল, "এই বাড়িটা কার চিনতে পারছ?"

"হ্যাঁ।"

"কার বলো তো?"

"রাও বীরেন্দ্র সিং-এব।"

"ওঁর একমাত্র মেয়ে সোহিনীকে সোহম দাদাবাবু বিয়ে করেছেন। মেয়েটা বোবা, কালা। কিন্তু মেয়ের মতো মেয়ে। মণিকরণের পার্বতীমন্দিরে বিয়ে হয়েছে ওদের। পরেব অনুষ্ঠানটা হবে তোমরা সকলে এলে জাঁকজমক করে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, রাও বীরেন্দ্র সিংকে ঘাঁটিয়ে এই কুলু রাজ্যে কারও বাস করা কত কঠিন। তাই জালানের বিপদটা এবার কোনদিক থেকে আসবে বুঝতে পারছ তো? শুধু জালান নয়, কাঞ্জিলালকেও পাততাড়ি গোটাতে হবে এখান থেকে। এমনকী, নারকান্দার ওই আপেল বাগান নিয়েও আব কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না তোমাদের।"

আনন্দে আত্মহারা কুমকুম কী যে করবে তা ভেবে পেল না। হোক না বোবা, কালা, তবুও মেয়ে তো। ভাগ্যের প্রতিবন্ধকতার জন্য তার বিয়ে হবে না, এ কি হয়? সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে 'ভাবিজী ভাবিজী' করে ছুটে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর। তারপর সোহিনীকে জড়িয়ে ধরে সে কী আদর তার!

রাও বীরেন্দ্র সিং ও তাঁর স্ত্রী এসে অনেক আপ্যায়ন করলেন ওদের।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "সোহমের মতো ছেলে হয় না। আমার দুঃখের কথা শুনে ও নিজেই প্রস্তাব দিল ভাগ্যহীনা মেয়েটাকে বিয়ে করবার। এখন ওর জন্য আমারও তো কিছু করা উচিত। এই বিপদে আমিই এখন ওর সহায়।"

কুমকুম বলল, "দাদাকে দেখছি না কেন? দাদা এখন কোথায়?"

"ও আমাদের কুলগুরুকে নিয়ে জগৎসুখে গেছে। আজই বিকেলে ফিবে আসবে। তোমরা তো আছো এখন, বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

বাবলু বলল, "আমাদের আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করা চলবে না বীরেন্দ্রজী। কুমকুম থেকে গেলেও আমাকে যেতেই হবে।" বলে ওদের বিপদের কথা সবই খুলে বলল এক এক করে।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "কুমকুমের ব্যাপারটা আমি সোহমের মুখে শুনেছি। জালানকে এই দশেরার ময়দানে প্রকাশ্যে বেঁধে চাবকানোর ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে যোসেফ ভার্গিসের ব্যাপারটা তো জানতাম না। ঠিক আছে, তোমরা গিয়ে ডেসডিমোনার খোঁজ করো, পুলিশ প্রশাসন থেকে ভাড়াটে গুন্ডা সবারই সাহায্য আমার কাছ থেকে পাবে। আর দিন তিনেক বাদে মেলার ঝামেলাটা মিটে গেলেই এক এক করে সবাইকে দেখে নেবো আমি। যোসেফ ভার্গিসও পার পাবে না আমার হাত থেকে।"

রাও বীরেন্দ্র সিং-এর নির্দেশে কুমকুম ও বাবলুর জন্য সঙ্গে সঙ্গে নতুন পোশাক এল। মুখ মিঠারও ব্যবস্থা

হল ভালরকম। এমনকী মানালি যাওয়ার জন্য একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। ড্রাইভারকে বললেন, যে-কোনও একটা বাঙালির লজে ওদের পৌঁছে দিতে। এমনকী এও বলে দিলেন, ওখানের যা বিল হবে তা যেন ওঁর কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাবলু একা নয়, কুমকুমও চলল ওর সঙ্গে ডেসডিমোনার খোঁজে। কুলু থেকে সুন্দর পার্বত্য পথে এগিয়ে চলল ওরা মানালির দিকে।

মানালিতে এসে শান্তিনিকেতন লজে উঠল ওরা। বীরেন্দ্র সিং-এর গেস্ট বলে ভালই খাতির হল ওদের। স্বপন পাহাড়ি নামের একটি ওদেরই বয়সি ছেলে এসে মনোমতো একখানি ঘর খুলে দিতেই সকলের পাশ কাটিয়ে সুড়ুত করে ভেতরে ঢুকে পড়ল আদরের সেই ব্ল্যাকি বেড়ালটা।

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! এতক্ষণ কোথায় ছিল এটা? এর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।"

কুমকুম বলল, "ও ওইরকমই। আমার সঙ্গ ও কিছুতেই ছাড়ে না।"

যাই হোক, ঘরের দখল নিয়েই ওরা চলল মানালির পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। কুমকুমের পরিচিত জায়গা। তাই কোনও অসুবিধে হল না। প্রথমেই এল ওরা বিয়াসের তীরে। তিনদিক ঘেরা তুষার পর্বতের বুক চিরে দুর্বার গতিতে নেমে আসছে দুরন্ত বিপাশা। আর তারই কলধ্বনিকে ছাপিয়ে শোনা গেল পঞ্চুর কণ্ঠস্বর, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ।"

বাবলু উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "পঞ্চু! পঞ্চু কাম হিয়ার। আমরা এসে গেছি। পঞ্চু!"

শুধু পঞ্চু নয়, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন ছুটে এল হইহই করে। নদীর গর্ভে বসে ভোম্বল ছবি তুলছিল সকলের। বাবলুকে দেখেই ছবি তোলা মাথায় উঠল ওর। এসেই বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবলু তুই বেঁচে আছিস? আমরা তো ভাবলাম ওই অগ্নিকাণ্ডেই শেষ হয়ে গেছিস।"

বাবলু বলল, "আগুনের ব্যাপারটা তোরা কীভাবে জানলি?"

বিলু তখন সব বলল। তারপর বলল, "কুমকুমকে তুই কোথায় পেলি?"

বাবলুও ওর কথা বলল সব। তারপর বলল, "শুধু হারাতে হল ডেসডিমোনাকেই।"

সকলেরই মুখে এবার দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এল।

কুমকুম বলল, "তোমরা এখানে কোথায় উঠেছ?"

বিচ্ছু বলল, "এখানে আমরা এক বন্ধু পেয়েছি। খকনালে তাঁরই বাড়িতে উঠেছি আমরা। উনিই বললেন, এই বিয়াসের তীর ছেড়ে সারাদিনে কোথাও যেও না তোমরা। কেন না বাবলুভাই মানালিতে এলে এখানে একবার আসবেই। এখন দেখছি তাঁর কথাই ঠিক।"

বাবলু বলল, "আমরা যখন সবাই একসঙ্গে হয়ে গেছি তখন আর আলাদা থাকবার দরকার নেই। যা, তোদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আমাদের লজে চলে আয়।"

মহা উল্লাসে ওরা তাই করল। অমিতকুমারের পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করে চলে এল লজে।

স্বপন পাহাড়ি ওদের দলবল দেখে বেশ একটি বড়সড় স্যুইট দিয়ে দিল ওদের। তারপর হেসে বলল, "কী করেছ তোমরা? কুকুর বেড়াল সব টেনে নিয়ে এসেছ একধার থেকে? তা দেখো ঘরদোর যেন নোংরা না করে ওরা।"

বাবলু বলল, "ওই একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

"এখন বলো ক'টা মিল লাগবে তোমাদের?"

"আমরা ছ'জন। আর আমাদের এই আদরের দু'জন। কী-কী পাওয়া যাবে তোমাদের এখানে?"

"ভাত, ডাল, ভাজা, পোস্ত, ফুলকপি, পুঁইশাক, মাছ, মাংস, ডিম সবই পাবে। একেবারে পুরোপুরি বাঙালি খানা।"

বাবলু বলল, "বেশ। আমাদের জন্য সবই তা হলে রেডি রেখো। আমরা একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসি তা হলে?" বলে ঘরে মালপত্তর রেখে চাবি দিয়ে পথে নামল। তারপর সবাই এক কাপ করে চা খেয়ে বলল, "এখন তা হলে কোথায় যাওয়া যায়?"

কুমকুমের পরিচিত জায়গা। বলল, "কোথায় আবার? মানালির স্বর্গ হল হিড়িম্বা মন্দির। চলো সবাই সেখানেই যাই।"

ওরা পায়ে পায়ে বিয়াসমুখী হয়ে কিছু পথ এগোতেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে দেখা হয়ে গেল অমিতকুমারের সঙ্গে। টিবেটিয়ান যুবক। বাবলুর মুখের দিকে দীপ্ত চোখে তাকিয়েই বললেন, "এই তোমাদের বাবলুভাই?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। এই আমাদের বাবলুভাই। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এখন আপনি আমাদের হিড়িম্বা মন্দিরে নিয়ে চলুন।"

অমিতকুমার বললেন, "শুধু হিড়িম্বা মন্দির কেন? আর কিছু দেখবে না? এখানে যা যা দেখবার আছে সবই আমি দেখিয়ে দেবো। এখানের প্রধান আকর্ষণের মধ্যে হল মানালি কেলং লে হাইওয়ের ওপর বশিষ্ঠ কুণ্ড। সেখানে তুষারে মোড়া পর্বতের কোলে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। আর আছে পুরনো মানালিতে মনু টেম্পল। অমন মন্দির কোথাও দেখতে পাবে না। বাজারের মধ্যে আছে টিবেটিয়ান মনাস্ট্রি। ওটা অবশ্য তোমরা বিকেলেই দেখে নিতে পারবে। ওখানে ধর্মচক্র ঘুরিয়ে মোক্ষলাভও করতে পারো। আর আছে হিড়িম্বা মন্দির। নাও, সবাই উঠে বসো গাড়িতে।"

বাবলু বিনীতভাবে বলল, "এতসব ঘুরতে কত লাগবে অমিতজি?"

"ভাড়ার কথা তোমাদের কী বলব বলো? আমাদের অ্যাসোশিয়েশনের রেট হচ্ছে সাড়ে তিনশো টাকা। এখন যা তোমরা দেবে। কোনও দরদাম করব না আমি তোমাদের সঙ্গে।"

অমিতকুমারের গাড়িতে চেপে বিপাশা নদী পার হয়ে প্রথমেই এল ওরা বশিষ্ঠ কুণ্ডে। চারপাশেব কী মনোরম দৃশ্য সেখানকার। শুধু ওরা নয়, পঞ্চুও মোহিত হয়ে গেল সেই দৃশ্য দেখে। কৃষ্ণমার্জারও সকলের নজর এড়িয়ে কীভাবে চলে এসেছে ওদের সঙ্গে তা কে জানে? রূপালি বরফের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেও। কত লোক যে এসেছে এখানে তার ঠিক নেই। বরফের দেশে গরম জল। প্রকৃতির কী আশ্চর্য অবদান। কত লোক স্নান করছে। পিকনিক করছে। খুবই ভাল লাগল জায়গাটা। এর পর ওরা আরও দু'-একটি দর্শনীয় স্থান দেখে চলে এল হিড়িম্বা মন্দিরে।

মানালি শহব থেকে পাঁচ কিমি দূরে একটি পাহাড়ের ওপবে এই হিডিম্বা মন্দির। বেড়াতে বেড়াতে অনেকে হেঁটেও আসেন এই মন্দিরে। অত্যন্ত রমণীয় স্থান। এই জায়গার প্রাকৃতিক অবস্থানটা এমনই যে, প্রথম দর্শনেই মন ভরে যায়। মন্দিরকে কেন্দ্র কবে যেন ছোটখাটো একটা মেলা বসে গেছে এখানে। কেউ ঘোড়ায় চেপে ঘুরছে। কেউ ইয়াকেব পিঠে চাপছে। কেউ বা হিমাচলবাসিনীদের সাজপোশাক ভাড়া নিযে ছবিব পব ছবি তুলছে।

মহাভাবতেব মতে, হিড়িম্বা বাক্ষসী হলেও এখানে তিনি দেবী হাদিম্বা। মালকানগিবি অঞ্চলে যেমন দেবী হলেন শূর্পণখা। ঘন পাইনবনে ঘেরা হিড়িম্বার মন্দিরে এসে অভিভুত হল সবাই।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বলল, "জীবনে এই প্রথম আসছি এখানে। অথচ আশ্চর্য দ্যাখ, মনে হচ্ছে কতবাব এসেছি।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও বলল তাই, "খুবই চেনা চেনা লাগছে জায়গাটা। মনে হচ্ছে যেন অনেক, অনেকবার এসেছি এখানে।"

কুমকুম হেসে বলল, "মনে হওয়ার কারণও আছে। এই জায়গাটা ইদানীং বিখ্যাত হয়েছে একটা হিন্দি ছবির জন্য। ওই ছবিটা বাববার হয়েছে টিভিতে। নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ কোনও না কোনও সময়।"

এইবার সব মনে পড়ল ওদের।

মন্দির দর্শনের পর চারদিক ঘুবে বেড়িয়ে সুন্দর নির্জনে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের ওপর বসে প্রকৃতিকে অনুভব করতে লাগল বাবলু, আর ভাবতে লাগল কীভাবে ডেসডিমোনাকে খুঁজে বেব করবে। বা সে এখন কোথায়? বিলু, ভোম্বলরা গেল বাচ্চু, বিচ্ছু ও কুমকুমকে নিয়ে সাজ পরিয়ে ছবি তুলতে। সেইসঙ্গে দুষ্টুদুটোও গেল ওদের ক্যামেরাবন্দি হতে। পঞ্চুর সঙ্গে বেড়াল বন্ধুব তখন সে কী ভাব! মনের আনন্দে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল ওরা।

বাবলু যখন বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে, তেমন সময় ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভেতর থেকে কালো পোশাকে মুখ ঢেকে দু'জন লোক এসে ওর পেছনে দাঁড়াল। একজন ওর পেটের কাছে রিভলভার ধরতেই আর একজন জামার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা ঝোপের ভেতর। পেটের কাছে রিভলভারের নল থাকায় টুঁ শব্দটি করতে পারল না বাবলু। ওরা ওকে আরও উচ্চস্থানে নির্জনে নিয়ে গিয়ে দ্রুততার সঙ্গে হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে দিল। একজন তবুও শক্ত করে ধরে রইল ওকে। আর একজন রিভলভারটা ধরে রইল ওর বুকের কাছে।

সেখানেই একটি ওক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আপেল খাচ্ছিল দেলাং। এবার সে উঠে এসে হিংস্র চোখে বাবলুর মুখোমুখি হয়ে বলল, "মেরা বহিন কাঁহা হ্যায়?"

বাবলু হাতের একটা আঙুল আকাশের দিকে তুলে বলল, "উধার।"

চিৎকার করে উঠল দেলাং, "নেহি। ও কভি হো নহি সকতা।"
বাবলু বলল, "অ্যায়সা হি হুয়া।"
দেলাং আর থাকতে না পেরে সজোরে বাবলুর মুখে একটা ঘুষি মারতেই হাত বাঁধা অবস্থায় ছিটকে পড়ল বাবলু। দেলাং ওকে আবার তুলে দাঁড় করিয়ে বলল, "ঠিক সে বোলো উয়ো কাঁহা হ্যায়?"
বাবলুও এবার রহস্য করে বলল, "তার আগে বলো ডেসডিমোনা কোথায়?"
"সে আছে।"
"তা হলে সে-ও আছে।"
"আমি তাকে ফিরে পেতে চাই।"
"আমিও ফিরে পেতে চাই ডেসডিমোনাকে।"
দেলাং এবার একটু শান্ত হয়ে বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, "কাল রোহতাং মে আনা। বিয়াস কুণ্ড-কে পাস। ডেসডিমোনা মিল জায়গা।"
দেলাংয়ের নির্দেশে ওর লোকেরা এবার মুক্তি দিল বাবলুকে। পড়ে যাওয়ার ফলে ঠোঁটের একটা পাশ কেটে গিয়েছিল বাবলুর। ও সেটাকে রুমাল চেপে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে।
বাবলুর ওই অবস্থা দেখে উত্তেজিত হল সবাই। তবুও ডেসডিমোনাকে ফিরে পাওয়ার ক্ষীণ একটু আশা দেখা দেওয়ায় ওরা অধৈর্য হল না। সারাদিন ধরে পরিকল্পনা করল কীভাবে ওদের ফাঁদে ফেলে ডেসডিমোনাকে বের করে নিয়ে আসা যায় ওদের খপ্পর থেকে।
সন্ধের পর সোহমও ফোনে যোগাযোগ করল ওদের সঙ্গে। দাদার সঙ্গে কথা বলার পর কুমকুমের যেন আনন্দের আর শেষ রইল না।
পরদিন সকাল হতেই অমিতকুমারের গাড়িতে সদলে রওনা হল ওরা রোটাংয়ের দিকে। স্ক্রুর প্যাঁচের মতো পাক খেয়ে খেয়ে তুষারমালার অনেকটা ওপরে ওঠার পর এক জায়গায় ওরা বরফে হাঁটার জন্য জুতো ও গরমের পোশাক ভাড়া নিল। তারপর মারী বা মারহি নামে এক জায়গায় এসে গেট খোলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।
এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ ওরা ওদের মনোমতো নাস্তা কিছু সেরে নিল। পঞ্চু আর ওর সঙ্গী বেড়ালটা একবার নামল বটে, পরক্ষণেই আবার উঠে পড়ল গাড়িতে।
পাণ্ডব গোয়েন্দারা অমিতকুমারের সঙ্গে ছোট্ট এলাকাটা চষে ফেলল কয়েক মিনিটের মধ্যে। এরই মধ্যে একটি হোটেলের দিকে ওদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমিতকুমার বললেন, "এই হোটেলটার মালিক হলেন যোসেফ ভার্গিস। কেমন রমরমা দেখছ?"
যদিও খাওয়ার হোটেল, তবুও ট্যুরিস্টের ভিড়ে জমজমাট।
গেট খুলতেই গাড়িতে এসে বসল সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢুকে পড়ল রোটাং পাস-এ।
গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কত ট্যুরিস্টের ভিড়। মনের আনন্দে বরফের গোলা পাকিয়ে লোফালুফি করছে কতজন। অমিতকুমার বললেন, "যাঁরা বাসে আসেন তাঁদের যাত্রা এখানেই শেষ। অনেক প্রাইভেট গাড়িও এই পর্যন্ত এসে আর যেতে চায় না। আমি কিন্তু যাত্রীদের আরও ওপরে নিয়ে যাই। এর ওপরের দৃশ্য আরও মনোরম। তুষারের মরুভূমি সেখানে। গেলে মনে হবে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছে গেছ। তবে তোমাদের ভাগ্য খুব ভাল যে, আজ এখানে হাওয়া নেই। কাল পর্যন্ত নাকি যা হাওয়া ছিল তাতে বহু ট্যুরিস্ট বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারেননি।"
বাবলু বলল, "বিয়াসকুণ্ডটা তা হলে কোথায়?"
"ওই ওখানেই।"
কথা বলতে বলতেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা। অমিতকুমার গাড়ি একপাশে রেখে বললেন, "তোমরা এখানে ঘোরো, বেড়াও, স্কি করো, আর চেষ্টা করে দ্যাখো কাজের কাজ কিছু করতে পারো কি না।"
লোকজনের ভিড় এখানে তেমন একটা নেই। গাড়ি থেকে নেমে মহানন্দে ওরা সবাই বরফের ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। ভাগ্যিস জুতো, পোশাক ভাড়া নিয়েছিল, না হলে এত কষ্ট করে এখানে আসাটাই সার হত ওদের। বাচ্চু-বিচ্ছু তো একশো টাকা জমা দিয়ে স্কি করতেই লেগে গেল। কুমকুমও মেতে উঠল ওদের সঙ্গে।
বিপদ হল পঞ্চু আর বেড়ালটার। ওরা শীতে জড়সড় হয়ে এক জায়গায় বসে রইল চুপচাপ। কিছুতেই বরফে নামতে সাহস করল না। আসলে বরফের মজাটা পঞ্চু ভালই টের পেয়েছে নারকান্দাতে গিয়ে।

বাবলু আর বিলু তুষার মাড়িয়ে বিয়াসকুণ্ডে এল। কিন্তু কোথায় কে? কেউই নেই সেখানে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কারও দেখা পাওয়া গেল না, বাবলু তখন বিলুকে সকলের দিকে নজর রাখতে বলে হাইওয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলল আরও ওপরের দিকে।

খানিক এগোনোর পরই ও দেখতে পেল পরপর দুটি মিলিটারি কনভয় পার হয়ে গেল এই পথ দিয়ে। বাবলুর মনে হল, নিশ্চয়ই এদেরই ভয়ে আত্মপ্রকাশ করছে না কেউ ওরা। হয়তো তাই।

যেতে যেতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ও। দেখল একটি প্রস্তর ফলকে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'রোটাং জোট'- ১৩৪০০ ফিট। অর্থাৎ সমুদ্রতল থেকে এই জায়গাটা ৩৯৭৮ মিটার উঁচুতে। লাহুল ও স্পিতি জেলায় অবস্থিত। এখান থেকে বিয়াসকুণ্ডটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে কোনও লেক নেই। বাবলু দূর থেকে বিলুকে হাত নাড়লে বিলুও জানাল, অবস্থা আগেরই মতো।

এমন সময় লাহুল স্পিতির দিক থেকে ছবির মতো ফুটে উঠে একটি জিপ এসে থামল বাবলুর সামনে। জিপের ভেতর থেকে ডেসডিমোনাকে নিয়ে নেমে এল দেলাং। বাবলুর মতো একই কায়দায় পিছমোড়া করে বাঁধা ডেসডিমোনার হাতদুটো। দেলাং ওর রগের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল ওর দিকে। সঙ্গে এল পিস্তলধারী দু'জন বডিগার্ড। আর সবার পেছনে এলেন ভীষণদর্শন লালমুখো মি. যোসেফ ভার্গিস। বাবলু যদিও এর আগে কখনও দেখেনি ওঁকে, তবুও ওঁর চেহারাই ওঁর পরিচয়।

বাবলুর পায়ের নীচে ওখন রোটাং পাস। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে ও পশ্চিমে চিরতুষারের ক্ষেত্র। মাথার ওপব আকাশ। এবং সামনে মৃত্যুর বিভীষিকা। ধারেকাছেও কেউ নেই ওর। ও এখানে একা। সম্পূর্ণ একা।

দেলাং হিসহিস করে বলল, "হেলাং কো জলদি লাইয়ে জনাব।"

বাবলু বলল, "আগে ডেসডিমোনাকে ফিরিয়ে দাও।"

"ইউ আর এ ভেরি ক্লেভার বয়। কোনওরকম চালাকি করতে আসবে না আমার সঙ্গে। আমাব বহিনকে আগে নিয়ে এসো, তারপরে তুমি ডেসডিমোনাকে পাবে।"

বাবলু বলল, "ও গেলে তবেই আসবে হেলাং। সে না আসা পর্যন্ত আমি তো আছি এখানে।"

যোসেফ ভার্গিস এবার ইঙ্গিতে মুক্তি দিতে বললেন ডেসডিমোনাকে।

বাবলু বলল, "ওরা বিয়াসকুণ্ডের কাছে স্কি করছে। তুমি গিয়ে এখনই ওদের পাঠিয়ে দাও ডেসডিমোনা।"

ডেসডিমোনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার জন্য তুমি মরবে বাবলু। আমি মুক্তি পেলেও ওরা তোমাকে ছাড়বে না। যোসেফ ভার্গিসের বাংলোয় আগুন দেওয়ার বদলা নেবে ওরা তোমাকে অগ্নিদগ্ধ করে।"

বাবলু বলল, "সে যা হওয়ার হবে। এখন তুমি যাও।"

দেলাং তীব্র একটা ধমক দিল, "ডোন্ট ডিলে। গো অ্যাহেড। অ্যান্ড কুইক।"

ডেসডিমোনা নতমস্তকে এগিয়ে চলল হাইওয়ে ধরে।

যোসেফ ভার্গিস বললেন, "তুমি সাপের গর্তে পা দিয়েছ বেঙ্গলি বয়। এর ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।"

বাবলু বলল, "মি. ভার্গিস! আপনার গর্তে কি আমি নিজের থেকে হাত দিয়েছিলাম? না কি যক্ষ পর্বতের চুড়ো থেকে আপনার নিয়তিকে আপনি নিজেই ডাকিয়ে এনেছিলেন?"

"ইউ উইল ডাই। তুমি মরবে।"

"আপনিও বাঁচবেন না মি. ভার্গিস। আর এও জেনে রাখুন, হেলাং এখন এমনই এক জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে আর ওর ফিরে আসা সম্ভব নয়। নাউ নো ওয়ান ক্যান রিচ হার।"

দেলাং চিৎকার করে উঠল, "প্রতারক। শয়তান। আই হেট ইউ। আই কিল ইউ।" বলে রিভলভারটা ওব দিকে তাগ করতেই যেন মহাশূন্য থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বিশ্রী চেহারার কালো বেড়ালটা। তারপর আঁচড়ে ছিঁড়ে ফালাফালা করে নিদারুণ আক্রোশে ফ্যাঁসফ্যাঁস করতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে দু'হাতে বেড়ালটার গলা টিপে পাশের গ্লেসিয়ারের ঢালে লুটিয়ে পড়ল দেলাং। বেড়ালটারও তুষার সমাধি হল ওরই সঙ্গে। দেলাং-এর বডিগার্ডদের লক্ষ তখন বাবলু। কিন্তু ওরা কিছু করার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল 'ঢিসুম—ঢিসুম।'

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, কুমকুম আর ডেসডিমোনা তখন হইহই করে ছুটে এসেছে। সেইসঙ্গে এসেছে অনেক, অনেক লোক। অমিতকুমারও ছুটে এসেছেন 'মার, মার' রবে। আহত বডিগার্ড দু'জনকে ধরে ফেলল সবাই।

আর যোসেফ ভার্গিস? তাঁর জন্য তো পঞ্চু ছিলই। সে প্রচণ্ড হাঁকডাক করে এমনভাবে তেড়ে এল যে,

ভার্গিস তখন মহা আতঙ্কে কোনদিকে পালাবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। পঞ্চু তাঁকে ভীষণ তাড়া করে ছুটিয়ে নিয়ে চলল লাহুলের দিকে। সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর একটি কনভয় এসে পড়াতেই ভার্গিসের খেলা শেষ।

এদিকে একটু পরেই একগাড়ি পুলিশ নিয়ে সোহমও এসে হাজির হল সেখানে। রাও বীরেন্দ্র সিংও ছিলেন সেই গাড়িতে। পুলিশ অফিসার সবার সামনেই হাতে হাতকড়া পরালেন ভার্গিসের। সোহমের মুখ থেকেই জানা গেল, জালান ও কাঞ্জিলালকেও খুন ও জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এখন ওদের কোনও বিপদ নেই। তাই এবারে ফেরার পালা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ডেসডিমোনা বলল, "সব শেষ হলে আরও কিছু থাকে বাকি। এমন সুন্দর মুহূর্তের একটা ছবি তুলে রাখবে না তোমরা?"

ভোম্বল বলল, "ও হ্যাঁ তাই তো।" বলেই ক্যামেরায় শাটার টিপল, ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক।

রাও বীরেন্দ্র সিং বললেন, "একটা কেন, একাধিক ছবি তোলো। তবে কি না কুলুর দশেরা মেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে কেউই যেয়ো না তোমরা। আমার ওখানে তোমাদের সবারই সাদর নিমন্ত্রণ।"

ডেসডিমোনা বলল, "আপনার নিমন্ত্রণ আমরা সানন্দে গ্রহণ করলাম। সেইসঙ্গে অভিনন্দন জানাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। যাদের উৎসাহে এই রোটাং পাস-এ আমাদের আসা।" বলেই শূন্যে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছাড়া সবাই বলল, "হিপ্ হিপ্ হুরর রে।"

এমন সুন্দর পরিণতির মধ্যে বেড়ালটার জন্যই একটু দুঃখ রয়ে গেল। কুমকুমের চোখে জল। সেইসঙ্গে সোহমেরও।

ডেসডিমোনা পঞ্চুকে আদর করে বলল, "কী রে! তুই কিছু বললি না?"

শীতে কাঁপতে কাঁপতে আকাশের দিকে মুখ তুলে পঞ্চুও এবার ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৭

আটত্রিশ অভিযান

অত্যধিক শীত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বেশ কয়েকদিন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মর্নিংওয়াক বন্ধ ছিল। আকাশ আবার পরিষ্কার হতেই উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতে উঠল ওরা। ঠিক হল আবার আগের নিয়মেই সব চলবে। তাই খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই শয্যাত্যাগ করল বাবলু। এমনিতেই ভোরে ওঠা বাবলুর রোজকার অভ্যেস। আজও তাই উঠল। অন্যদিন নিজে হাতে চা করে খায়। আজও তাই করল। দেওয়ালঘড়ির কাঁটায় এখন ভোর চারটে।

পঞ্চু এতক্ষণ আরাম-কেদারায় শুয়ে কোনওরকম সাড়াশব্দ না করে একভাবে লক্ষ করছিল বাবলুর সবকিছু। এমন সময় হঠাৎ দরজায় টকটক শব্দ হতেই 'ভুক' করে একটা হাঁক দিয়ে লাফিয়ে নামল সে। তারপর দরজার কাছে গিয়ে কানখাড়া করে বোঝবার চেষ্টা করল বাইরে কে হতে পারে?

বাবলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বলল, "ও কেউ না, বিলু। শব্দ শুনে বুঝতে পারিস না?" বলে কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই খুলে দিল দরজাটা।

দরজা খোলা পেয়ে পঞ্চু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে আর কোনওদিকে না তাকিয়ে বাইরের গেট পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

বিলু দরজার কাছ থেকেই বলল, "তুই রেডি তো?"

বাবলু বলল, "ও ইয়েস। চা খাবি একটু?"

"এইসময় এক কাপ পেলে অবশ্য মন্দ হয় না।"

বাবলু হেসে বলল, "এক কাপ তো হবে না ভাই, হাফ কাপ। আমার মতোই করেছিলাম।"

বাবলুর আহ্বানে বিলু ভেতরে এসে বসল। তারপর দু'জনে পাশাপাশি বসে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

ওরা ঘর থেকে বেরোতেই পাশের ঘর থেকে মা এসে দরজায় খিল দিলেন।

পঞ্চু তখন দারুণ আনন্দে ছুটোছুটি করছে রাস্তাময়।

ওরা পথে নেমে প্রথমেই এল ভোম্বলদের বাড়ি। তারপর বাচ্চু-বিচ্চুর।

সবাই তৈরি ছিল। শুধু ডাক পাওয়ার অপেক্ষা।

ভোম্বল মাঙ্কি-ক্যাপে মুখ ঢেকে শালমুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। বাচ্চু-বিচ্চুরও শীতের পোশাক। দু'জনের গায়েই শিমলার কোট। বাবলু আর বিলু অবশ্য হাফ-হাতা সোয়েটার একটা করে পরেছিল। পঞ্চুব তো ওসব লাগে না। ওর একটুআধটু গরম লাগলেও শীতকে ও থোড়াই কেয়ার করে।

মাফলারটা গলায় জড়াতে জড়াতে খুশিতে উপচে পড়ে বাচ্চু বলল, "ওঃ। কতদিন পরে আমরা এইভাবে পথ হাঁটছি, তাই না?"

আদুরে গলায় বিচ্চু বলল, "খুব ভাল লাগছে আমার। যা দুর্যোগ গেল ক'টা দিন। কনকনে হাওয়া, মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি, কখনও বা ঘন কুয়াশা, বিরক্তিকর। কে বলবে যে এটা বসন্তকাল।"

বিলু বলল, "খারাপ আবহাওয়ায় মন-মেজাজও ভাল থাকে না। এখন দু'-একটা দিন একটু বেশ চড়া রোদ্দুর উঠলে শীতের দাপটও কমে যাবে।"

ভোম্বল এতক্ষণে কথা বলল, "আমার প্রিয় ঋতুই হল বসন্তকাল। বর্ষার ঘ্যানঘ্যানানি প্যাচপ্যাচানি আর শীতের কামড় কোনওটাই আমার পছন্দের নয়। তবু যাই হোক, ক'দিনের পর আজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মতো ঘুমকাতুরে ছেলেরও আজ ঘুম ভেঙেছে ক'টায় জানিস?"

বিচ্চু বলল, "ক'টায়?"

"ঠিক সাড়ে তিনটেয়।"

বিলু বলল, "এ-জন্য অবশ্যই তোর একটা ঘুঁটের মেডেল প্রাপ্য হয়। কাল রাত দশটার সময় যখন আমি

তোর বাড়িতে ফোন করেছিলাম তখন শুনলাম তুই নাকি ন'টার আগেই শুয়ে পড়েছিস। কাজেই ন'টার আগে শুয়ে সাড়ে তিনটেয় ওঠার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই।"

বাবলু বলল, "ন'টার মধ্যে শুযে পড়ার ঘটনা সত্যি নাকি?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, সত্যি। তিন সত্যি। এখন থেকে আমি ন'টার মধ্যেই ঘুমোতে যাব।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত?"

"শুধু সিদ্ধান্ত নয়, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত। ফার্স্ট বুক-এর সেই কথাগুলো মনে নেই? আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ মেকস এ ম্যান হেলদি, ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ...।"

ভোম্বলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু কী যেন দেখে 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে তিরের মতো ছুটল।

ছুটল পাণ্ডব গোয়েন্দারাও। দেখল মাথায় টুপি ও লং-কোটপরা তিনজন লোক পঞ্চুর তাড়া খেয়ে চৌধুরীপাড়ার গলির মুখ থেকে বড় রাস্তার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। লোকগুলো ছুটতে ছুটতে হঠাৎই ছোটা থামিয়ে ঘুরে তাকাল একবার ওদের দিকে।

বাবলু চিৎকাব করে উঠল,"পঞ্চু, হুঁশিয়ার।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়া-কাঁপানো একটি শব্দের মধ্যে ধোঁযায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে আব এগোতে না পারলেও পঞ্চু কিন্তু উধাও হয়ে গেল।

মুহূর্তে জেগে উঠল পাড়া। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। লোকজনও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ব্যাপারটা কী! এই শান্ত ভোরে হঠাৎ অমন অশান্ত বোমার শব্দ কেন?

পাড়ার গোস্বামীদা বললেন, "কী হয়েছে রে বাবলা? কারও লাশটাশ পড়ল বুঝি?"

বাবলু বলল, "না, ঠিক তা নয়, তবে—।"

"তোদের কারও কোনও চোটটোট লাগেনি তো?"

"আমরা ঠিক আছি। কিন্তু পঞ্চুটা যে উধাও হযে গেল।"

রায়বাড়ির কর্তাবাবা বললেন, "কোনও চোব-ডাকাত বুঝি?"

ভোম্বল বলল, "সেইরকমই তো মনে হল। তবে কিনা চেহারাগুলো যা দেখলাম তা কিন্তু টেররিস্টদেব মতো।"

"ওরে বাবা। তবে তো ভয়ের ব্যাপার।"

"ভাগ্য ভাল যে আমরা ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলাম। না হলে কী যে ছিল ওদের মনে তা কে জানে?"

বাবলুরা আর কালবিলম্ব না কবে ধোঁয়ায় যেখানে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়েছিল সেইদিকে ছুটল।

এদিকটা অন্ধকার। বোমার শব্দ শুনে এদিককার কেউ আর ভয়ে জানলা-দরজা খোলেনি।

বাবলু এখানে এসে জোরে একটা হাঁক দিল, "প-ন-চু-উ-উ-।"

দূব থেকে পঞ্চুর প্রত্যুত্তর শোনা গেল, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ-।"

তারপর দেখা গেল ক্লান্ত ও বিষণ্ণ পঞ্চুকে প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে।

বাবলু বলল, "কী হল? ধরতে পারলি না পাজিগুলোকে?"

পঞ্চু নিষ্ফল আক্রোশে জবাব দিল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

রাতের আকাশ তখনও কালো। সাড়ে পাঁচটার আগে আলো ফোটে না। বাবলু টর্চের আলোয় চারদিক লক্ষ করতে করতে সবাইকে নিয়ে চৌধুরীপাড়ার গলির মুখে এসে দাঁড়াল। আর তখনই দেখল, গলির শেষ প্রান্তে একটি দোতলা বাড়ির নীচে-ওপরে আলো জ্বলছে।

পঞ্চু সেই বাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শরীরটা টান করে রইল।

বাবলু বলল, "আগন্তুকদের টার্গেট ছিল মনে হয় ওইখানেই। ওই বাড়িকে ঘিরে।"

ভোম্বল বলল, "মনে হয়। কিন্তু বাড়ির আশপাশে কোনও লোকজনকেও তো দেখছি না।"

বিলু বলল, "হয়তো এই শেষ রাতের অন্ধকারে ওরা ওখানে কোনও প্যানিক সৃষ্টি করে গেছে। তাই প্রতিবেশীরা ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "ভাল রে, ভাল। ওদের বাড়ির লোকজনও তো চিৎকার-চেঁচামেচি করবে। লোকজন ডাকবে। তাও তো করছে না দেখছি।"

বাবলু এ-পর্যন্ত নীরব ছিল। এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "দেখ, হয়তো সবাইকেই শেষ করে দিয়ে গেছে।"

বাচ্চু বলল, "আমার মনও তাই বলছে।"

বিচ্ছু বলল, "তবে আর দেরি কেন? চলো না, সবাই গিয়ে দেখি।"

বাবলু ইশারায় নির্দেশ দিয়ে ধীর পায়ে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

যে বাড়িতে আলো জ্বলছিল সেই বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। এ বাড়িটা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজারাম চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু বাড়িটা একেবারেই নিস্তব্ধ। ভেতরের মানুষজনের কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বাবলু বলল, "ওরা নির্ঘাত এইবাড়িতেই হানা দিয়েছিল।"

বিলু ততক্ষণে ডোর-বেলে চাপ দিয়েছে।

কিন্তু না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও দরজা খুলে দেওয়ার জন্য কেউ এগিয়ে এল না।

ভোম্বল বলল, "হাওয়া কিন্তু ভাল বলে মনে হচ্ছে না। শয়তানরা এখানেই এসেছিল। এবং বিশ্রীরকমের কোনও খারাপ কাজ করেই চলে গেছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু নীরব। বাবলুও অসম্ভব রকমের গম্ভীর।

বিলু বলল, "তা যদি হয়েই থাকে তা হলে ওরা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করবার মতো কেউ থাকবে না। অতএব...।" বলে একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

সবার আগে পঞ্চুই ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর এদিক-ওদিক দেখে সিঁড়ির তলায় গিয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেদিকে এগিয়ে গিয়েই দেখল এক নেপালি কিশোর হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্ধনমুক্ত করা হল।

ছেলেটি তখন হাউহাউ করে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলে গেছে ওর। দুষ্কৃতীরা ওর মুখের মধ্যে গজ পুরে এমনভাবে বেঁধে রেখে গেছে, যাতে ও টুঁ শব্দটি করতে না পারে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চেনে ছেলেটিকে। খুব সহজ সরল প্রকৃতির। দুষ্টু ছেলেরা পেছনে লাগে ওর। রাগায়। ও হাসিতে মুখ ভরিয়ে এড়িয়ে যায় ওদের। নাম বীর বাহাদুর। সবাই ওকে বাহাদুর বলেই ডাকে।

বাবলু বলল, "এ কী! তোমার এই অবস্থা কে করল? এই অবস্থায় কতক্ষণ পড়ে আছ তুমি? আমরা না এলেই হয়েছিল আর কী!"

বাহাদুর নিজের অবস্থার কথা ভুলে দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "তোমরা শিগগির ওপরে যাও। ওরা বোধ হয় বাবুকে খুনই করেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা শিউরে উঠল, "সে কী!"

বাবলু বলল, "ওরা কারা?"

"জানি না। উঃ, কী কুক্ষণেই যে দরজাটা আমি খুলেছিলাম! রাত দশটা নাগাদ ওরা এল। পাড়ার লোক তখন জেগে। খেয়েদেয়ে শুতে যাচ্ছিলাম। বেল বাজাতেই দরজা খুললাম আমি। ওরা তিনজন ছিল। কী ভয়ংকর চেহারা ওদের। কালো রঙের ওভারকোট পরে এসেছিল ওরা। তিনজনে ভেতরে ঢুকেই গায়ের জোরে আমাকে এইভাবে বেঁধে দরজায় লক করে সিঁড়ির তলায় ফেলে রেখে ওপরে উঠে গেল। একটু পরেই বাবুর সঙ্গে ওদের কথা কাটাকাটি শুনতে পেলাম। তারপরই একটা চাপা আর্তনাদ। মনে হয় তখনই সব শেষ।"

ওপর থেকে পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' ডাক শোনা যাচ্ছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটুও দেরি না করে দ্রুত ওপরে উঠল। ওপরে উঠেই দেখল ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ঘরের ভেতরে যে সব জিনিসপত্র ছিল সব কেমন ছড়ানোছিটনো, তছনছ করা। কিন্তু সেখানে কারও অস্তিত্বও নেই। ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে।

এখানে পাশাপাশি দুটো ঘর। একটিতে তালা দেওয়া, অপরটি খোলা। যে ঘরটি খোলা সেই ঘরেই এমন তছনছ কাণ্ড। ঘরের মেঝেয় চাপ চাপ রক্তের দাগ। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

বাবলু বলল, "কোথায় তোমার বাবু?"

"জানি না। তবে নিশ্চয়ই বাবুর কিছু হয়েছে। না হলে এত রক্ত কেন?"

বাবলু বলল, "ওরা যাওয়ার সময় বাবুকে নিয়ে যায়নি?"

"না।"

"ওরা কি তিনজনই ছিল? না আরও দু'-একজন ছিল ওদের সঙ্গে?"

"আর কেউ ছিল না। তিনজনই ছিল ওরা। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই দরজায় খিল দিল। তারপর আমাকে বেঁধে সিঁড়ির তলায় রেখে ওপরে উঠে গেল। বাবুর সঙ্গে প্রথমে ওদের কথা কাটাকাটি হল। ধস্তাধস্তি হল।

বাবুর আর্তনাদ শুনতে পেলাম। এরপর বাকি রাতটা ওরা এখানে কাটিয়ে এই তো একটু আগে চলে গেল। তখনও তিনজন।"

পঞ্চু তৎক্ষণে বাথরুমের দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই দরজায় শেকল দেওয়া ছিল। ওরা শেকল খুলে ভেতবে ঢুকেই দেখল পাজামা আর গেঞ্জি পরা রক্তাক্ত রাজারাম চৌধুরী বন্দি অবস্থায় সেখানে পডে আছেন। কিন্তু সংজ্ঞাহীন।

ওরা একটুও দেরি না করে সবাই মিলে বন্ধনমুক্ত করার পর রাজাবাম চৌধুরীকে ধবাধরি করে বিছানায় নিয়ে এসে শোওয়াল। তারপর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞানও ফেরাল অনেক চেষ্টার পর। জ্ঞান ফিরলে বেশ কিছুক্ষণ অপ্রকৃতিস্থর মতো সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি। তারপর বললেন, "তোমরা!"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আমরা। আপনি আমাদের চিনতে পারছেন?"

"নিশ্চয়ই। তোমাদের চিনব না, এ কি হয়? কিন্তু তোমরা এখানে কীভাবে এলে? খববই বা পেলে কী করে?"

"কোনও খবর না পেয়েই আমরা এসেছি। আসলে আমরা খুব ভোরে উঠে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় সন্দেহজনক তিনজনকে এই গলির ভেতব থেকে বেরোতে দেখেই এখানে আসি আমরা। গোটা পাড়া যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেখানে এই বাডিতে আলো জ্বলতে দেখে আমাদের ধাবণা হয বিপর্যয় যদি কিছু ঘটে থাকে তা হলে এখানেই ঘটেছে। এসে দেখি আমাদের অনুমান যথার্থই। অর্থাৎ যা ভেবেছি তাই ঠিক।"

রাজারামবাবু বললেন, "আমার এই বিপদের মুহূর্তে তোমরা এসে যে কী উপকার কবলে তা কী বলব।" বলে বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে, তোকে ওরা মারধোব কবেনি তো?"

বাহাদুর বলল, "না বাবু, আমাকে ওরা হাত-পা-মুখ বেঁধে ঠিক আপনাবই মতো করে সিঁডির তলায ফেলে রেখেছিল। এই এরা এসে বাঁচাল আমাকে। কিন্তু আপনার সারা গা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ডাক্তাববাবুকে একবার খবর দেব?"

"দিবি? দে।"

বাহাদুর ফোনের কাছে এগিয়ে যেতেই রাজারামবাবু বললেন, "তুই থাম। আমি যাচ্ছি।" বলে ধীবে ধীরে উঠে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে ফোনেব রিসিভার তুলে নম্বব পুশ কবে ওদিক থেকে সাড়া পেয়েই বললেন, "হ্যালো, ডাক্তার। একবার একটু কষ্ট করে আমার এখানে আসতে হবে যে ভাই।...না না, অন্য কিছু নয়। বাথরুমের ভেতর পা-হড়কে পড়ে গিয়ে মাথাটা ফেটেছে। বক্তপাত হয়েছে প্রচুর। রাখছি তা হলে?"

রাজারামবাবু ফোন রেখে আবার এসে বসলেন। তাবপর বাহাদুরকে বললেন, "যে কাণ্ডটা করে গেল ওরা, তাতে এই ঘর গুছিয়ে তুলতে সারাটা দিন লেগে যাবে। তুই এক কাজ কব, যতটা যা পাবিস সরিয়ে রেখে ডাক্তারবাবুর আসার আগেই আমাদের সবাইকে এক কাপ করে চা খাইয়ে দে।"

বাবলু বলল, "এই মুহূর্তে আবার এসব কেন?"

রাজারামবাবু বললেন, "অসুবিধের কিছুই নেই। মনে করতে হবে রাত্রিবেলা বাড়িতে চোর এসেছিল। এবং আমি সত্যি সত্যিই পা-হড়কে পড়ে গেছি।"

ওঁর কথার উত্তরে বাচ্চু বলল, "সে না হয় মনে করা গেল, কিন্তু এই ব্যাপারে আপনি থানায় একটা ডায়েরি করবেন না?"

রাজারামবাবু হেসে বললেন, "না। তা হলে হয় আমাকে খুন হতে হবে, নয়তো অন্য ঝামেলায় পড়তে হবে। অতএব থানা-পুলিশ একদম নয়।"

বিচ্ছু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ। সেইজন্যই ডাক্তারকেও মিথ্যে কথা বললাম।"

বাবলুরা তখন এক একজনে কেউ চেয়ার নিয়ে, কেউ বা বিছানায় গুছিয়ে বসেছে।

পঞ্চু মেঝেতেই বসে এক চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাজারামবাবুর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?"

"নিশ্চয়ই করবে।"

"আততায়ীদের আপনি চিনতেন?"

"চিনতাম। পেশাদার ভাড়াটে গুন্ডা ওরা। খুন-জখমে ওদের জুড়ি নেই। খুন ওরা আমাকেও করত, তবে

কিনা দশদিন সময় দিয়ে গেছে। দশদিনের মধ্যে ওরা যা চায়, আমার কাছ থেকে তা না পেলে আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না।"

শিউরে উঠল সকলে। বলল, "কী সাংঘাতিক!"

ভোম্বল বলল, "একটা ব্যাপারে আমরা খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই যে এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল এখানে, কই, একজনও তো কেউ এগিয়ে এল না একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। আপনাদের এ পাড়ায় কি মানুষ বাস করে না?"

রাজারামবাবু হেসে বললেন, "করে। কিন্তু দোষ তাদের কারও নেই বাবা।"

"নেই কেন?"

"মুশকিলটা কোথায় হয়েছে জানো? আমার ঘরে নানান ধরনের লোকজনের আবির্ভাব প্রায়ই ঘটে। অবশ্য কাল রাতের মতো এত খারাপ লোক এর আগে কখনও আসেনি। ওরা যখন এসেছিল রাত্রি তখন দশটা। ঘরে ঘরে তখন কেবল টিভির অনুষ্ঠান চলছে। অতএব বাইরের কোলাহল বা কারও ঘরের ভেতর থেকে চাপা কোনও আর্তনাদ কারও পক্ষেই শোনা সম্ভব নয়।"

বিলু বলল, "এ-কথাটা অবশ্য ঠিক। জোরে টিভি অথবা রেডিয়ো চললে বাইরে থেকে কেউ গলা ফাটিয়ে ডাকলেও অনেক সময় তা শোনা যায় না। তার ওপরে জানলা-দরজা যদি বন্ধ থাকে। কয়েকদিনের দুর্যোগের কারণে সবারই ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ ছিল কাল।"

ভোম্বল বলল, "ওরা সেই সুযোগটাই নিয়েছে।"

"না না। ওরা তো এসেইছিল প্যানিক সৃষ্টি করতে। সবাই সজাগ থাকলেও ওরা ঠিক ওদের কাজ করে চলে যেত। বাধা পেলেই খুন করত আমাকে।"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তার মানে আপনি কোনও গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছেন।"

"তোমার অনুমানই ঠিক। তবে কিনা কোনও ষড়যন্ত্রে নয়, একটি দুষ্টচক্রের শিকার হয়েছি আমি। তাই আমার পক্ষে এখন বেঁচে থাকাও দুষ্কর।"

"বুঝেছি। নাউ ইউ আর ইন গ্রেট ডেঞ্জার। কী চায় ওরা আপনার কাছে?"

"ওরা যা চায় তা আমার পক্ষে কখনওই দেওয়া সম্ভব নয়।"

"একটু যদি খুলে বলতেন ব্যাপারটা...।"

"বলব বলব, সব বলব। তোমাদের কাছে কিচ্ছু গোপন রাখব না আমি। কিন্তু সে কথা বলার আগে বলি, লালজি ভিমানি নামে একজনের সঙ্গে দারুণ শত্রুতা চলছে আমার। তারই চক্রান্তে খুন হতে যাচ্ছি আমি। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওদের হাতেই মরতে হবে আমাকে।"

"আমরা আপনাকে মরতে দেব না। মৃত্যু যদি স্বাভাবিক নিয়মে আসে তা হলে আলাদা কথা। না হলে কারও সাধ্য নেই আপনার গায়ে হাত দেয়। অবশ্য আপনি যদি কোনও কিছু গোপন না করে আপনার কথা সব ঠিকঠাক বলেন আর আমাদের নির্দেশ মেনে চলেন।"

"তোমাদের সাহায্য পেলে সমস্ত রকমের ভয় এবং ভাবনার উর্ধ্বে থাকব আমি। তোমরা আমাকে যেভাবে চলতে বলবে, আমি ঠিক সেইভাবেই চলব।"

বাবলু আগের চেয়েও আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "আপনার ওই লালজি ভিমানি থাকেন কোথায়?"

রাজারামবাবু একটু থেমে বললেন, "শালকিয়ার নন্দীবাগানে।"

"কাল রাতে যে আততায়ীরা এসেছিল তারা তা হলে ওঁরই লোক?"

"হ্যাঁ। ওদের একজনের নাম ডোডি, একজন ডাম্পি, আর-একজন পিন্টো।"

এমন সময় বাহাদুর চা নিয়ে এল। সঙ্গে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট।

চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে উঠল সকলে। তৃপ্তিতে ভরে উঠে সবাই সবার মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "এ চা আপনি কোথায় পেলেন?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "এমন চা আমরা কখনও খাইনি।"

বিলু বলল, "আপনার বাহাদুর কিন্তু চা-টা করেওছে চমৎকার। এই চা একবার খেলে অন্য চা মুখে লাগবে না।"

রাজারামবাবু বললেন, "একসঙ্গে তোমাদের সকলেরই প্রশংসা শুনে খুব ভাল লাগল। আমার এক বন্ধুর ছেলে অসমের একটি চা-বাগানের মালিক। এই চা সে-ই পাঠিয়ে দেয় সেখান থেকে। বাজারে এই চা পাওয়া যায় না। সবই বিদেশে চলে যায়।"

ওদের চা-পান যখন অর্ধপথে, তখন পঞ্চু একটু উশখুশ করতে লাগল। তাই দেখে বিচ্ছু বলল, "এই যাঃ। তোর কথা মনেই ছিল না রে।" বলেই বাহাদুরকে বলল, "বাহাদুর! আর চা আছে তোমার?"

বাহাদুর জিভ কেটে বলল, "না দিদিমণি। আর তো নেই। ওর জন্য একটু তৈরি করে দেব?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি বরং একটা ডিশ আর দুটো বিস্কুট থাকে তো দাও।"

বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে চারটে বিস্কুট আর-একটা ডিশ এগিয়ে দিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবার ভাগ থেকে একটু করে চা ঢেলে বিস্কুটসহ খেতে দিল পঞ্চুকে।

চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "এবার বলুন আপনার কথা।"

রাজারামবাবু বললেন, "এখন থাক। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মনে হচ্ছে ডাক্তার আসছে।"

ওঁর অনুমানই ঠিক। সত্যি-সত্যিই ডাক্তারবাবু এলেন। এসেই বললেন, "ব্যাপার একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।"

রাজারামবাবু বললেন, "তুমি তো সবেতেই গোলমাল দ্যাখো ডাক্তার। এখন এই ফাটা মাথাটায় একটু যত্ন করে ব্যান্ডেজ করে দাও দেখি?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "গোলমাল দেখি কি সাধে? পাণ্ডব গোয়েন্দাদেব উপস্থিতিই যে গোলমালেব কথা মনে পড়িয়ে দেয়।" বলে ফাটা মাথার জায়গাটা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, "আঘাত তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে ছিলেন কতক্ষণ?"

"তার মানে?"

"তার মানে আপনার এই আঘাতটা পড়ে যাওয়ার কারণে নয়। কেউ কোনও ভাবী জিনিস দিয়েই আঘাত করেছিল। পিলসুজ কিংবা কোনও ফুলদানি দিয়ে।" বলে ঘবের চারপাশে একবার চোখ বুলিযে বললেন, "ঘরেব ভেতরটা বেশ ভালরকমই নাড়াঘাঁটা হয়েছে দেখছি। ফুলদানিও একটা কাত হয়ে পড়ে আছে। বেশ পাকা হাতের কাজ। যে মেবেছে সে জানে কোন জায়গায় আঘাত করলে মানুষকে বেকায়দায় ফেলা যায। আঘাত যেখানে হেনেছে সেখানে ঘা লাগলে বেশ কিছুক্ষণ জ্ঞান থাকে না।"

রাজারামবাবু বললেন, "বাপ রে। তুমি দেখছি গোয়েন্দারও গোয়েন্দা। ডাক্তাবি না করে তুমি গোয়েন্দাগিরিই কবলে পারতে।"

ডাক্তারবাবুও হেসে বললেন, "তা হলে কি এই কাজের জন্য আপনি আমাকে ডাকতেন? তখন ডাক পড়ত এই পাণ্ডব গোয়েন্দাদেবই।"

ডাক্তারবাবু কয়েকটি ব্যথা-মরার ওষুধ লিখে দিয়ে মাথায ব্যান্ডেজ করে প্রেশার চেক করলেন। তারপর বললেন, "সব ঠিক আছে। আজকের দিনটা একটু শুয়ে-বসে থাকবেন। আপনার মধ্যে একটু অ্যাসিডিটির ভাব লক্ষ করছি। তাই গ্যাস-ফর্ম যাতে না কবে সেজন্য দুধ আর মিষ্টিটা একটু কম খাবেন।"

"ও আমি এমনই খাই না।"

ডাক্তারবাবু ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আসি তা হলে?"

রাজাবামবাবু বললেন, "বেস্ট অব লাক।"

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলে বাবলু বলল, "আমরাও তা হলে এখন আসি। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। সারারাত ঘুম হয়নি আপনার। আমরা বরং বিকেলের দিকে এসে সব শুনব।"

"সেই ভাল। অনেক—অনেক কথা বলার আছে তোমাদের।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়ে যখন বাড়ির বাইরে এল তখন আলোয় ভুবন ভরে গেছে। চারদিকে লোকজনের চলাচল শুরু হযেছে। কে বলবে যে একটু আগেও রাতের অন্ধকারে এ সবই ঢাকা ছিল।

বাবলু বাড়ি এসেই শুনল দুর্গাপুর থেকে ওর বাবা এসেছেন একটু আগেই। কাল আবার কোম্পানির কাজ নিয়ে চলে যাবেন টাটানগরের সাকচিতে। বাবা এখন বাজারে গেছেন।

ওকে এত দেরি কবে ফিরতে দেখে মা বললেন, "কী ব্যাপার রে তোর? এত দেরি কেন? ক'দিন বাদে বেরিয়েছিস বলে কি এতটা সময় লাগাতে হয়? তোর বাবা আর আমি কখন থেকে হানটান করছি।"

বাবলু বলল, "আর বোলো না মা, চৌধুরীপাড়ার রাজারাম চৌধুরীর বাড়িতে আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। কোনওরকমে ভদ্রলোকের জীবন আজকের মতো রক্ষা পেলেও উনি কিন্তু বেশিদিন বাঁচবেন না।"

"সে কী! কেন?"

"কারণটা ঠিক জানা নেই। তবে আজ থেকে ঠিক দশদিন পরে উনি খুন হবেন।"

মা শিউরে উঠলেন। বললেন, "কী সর্বনাশ! বেশ ক'দিন শান্ত ছিলি তোরা। আবার তা হলে অশান্ত হয়ে উঠবি?"

"হতেই হবে মা। উনি অত্যন্ত ভালমানুষ। ওঁর জীবন তো রক্ষা করতেই হবে।"

বাবলু আর একবার চোখে-মুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে ওর ঘরে এসে খবরের কাগজ নিয়ে বসল।

মা একটু পরেই ওর জন্য চা জলখাবার নিয়ে এলেন। সঙ্গে বাবার নিয়ে আসা দুর্গাপুরের মিষ্টি। বাবলু খাবারগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়েই বলল, "পঞ্চুটা কোথায় গেল?"

"কোথায় আবার? তোর বাবা এসেছেন শুনেই বাজারের দিকে ছুটেছে।"

বাবলু হো-হো করে হেসে বলল, "তার মানে গুঁইরামের দোকানের মালপোর লোভেই ও গেছে। উঃ কী পেটুক!"

এমন সময় দরজার কাছ থেকে ভোম্বলের গলা শোনা গেল, "যত দোষ কি সবই নন্দ ঘোষের? আমি না হয় ভীষণ পেটুক, কিন্তু বাদবাকি যারা, তাদের পাতে তো ভালমন্দ কিছু পড়লে চেটেপুটে সব না খেয়ে ওঠে না।"

বাবলু হেসে বলল, "তুই যদি পঞ্চুর আসনে নিজেকে বসাতে চাস তা হলে ঠিক আছে। আমি কিন্তু তোর কথা বলিনি। পঞ্চুর কথা বলছিলাম।"

ভোম্বল জিভ কেটে বলল, "ওঃ, স্যরি। তা শোন, যে জন্য এসেছিলাম। আজ দুপুরে তুই কিন্তু আমাদের বাড়িতে খাবি। বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুকেও বলে এসেছি।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "হঠাৎ? তোর বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া তো সচরাচর হয়ে ওঠে না।"

"হুঁ হুঁ বাবা, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। আজ যা খাওয়াব না ...।"

"কী খাওয়াবি?"

"খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।"

বাবলু কাগজ রেখে বলল, "তবু শুনিই না?"

"হরিণের মাংস।"

"অসম্ভব! হরিণ পাবি কোথায়? বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে হরিণ মারা এখন নিষিদ্ধ। তুই বললেই আমি বিশ্বাস করব?"

"বড়জামদায় আমার বাবার বন্ধু আদুকাকু আছেন জানিস? উনিই নিয়ে এসেছেন। এককালে নামকরা শিকাবি ছিলেন উনি। এখন শিকার করেন না। অন্য চোরাশিকারির গুলিতে একটি হরিণ মারা পড়লে তারই অংশবিশেষ এনেছেন উনি। শুধু তাই নয়, আমাদের সবাইকে একবার ওঁর ওখানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছেন।"

বাবলু আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, "দ্য আইডিয়া। অনেকদিন আমরা কোথাও যাইনি। এই সুযোগে টুক করে ওখান থেকে একবার ঘুরে এলেই তো হয়!"

"এখনই হবে না। উনি আজই রাতের গাড়িতে দিল্লি যাচ্ছেন। সেখান থেকে কানাডায় যাবেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। তিন মাস থাকবেন ...।"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই বড়সড় একটা মালপো মুখে নিয়ে পঞ্চু এসে ঘরে ঢুকল। তারপর সেটা ওদের দেখিয়ে কী ভেবে যেন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে।

ভোম্বল জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল।

বাবলু বলল, "পাবি। সময়ে যখন এসেছিস তখন তুইও পাবি।"

"তোর বাবা এসেছেন নিশ্চয়ই?"

"এসেছেন তো!"

"তার মানে বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানাও আছে কপালে।"

বাবলু আবার কাগজের পাতায় চোখ রেখে বলল, "মনে হচ্ছে নেই। তবে দুর্গাপুরের সন্দেশ আছে। বাবা সম্ভবত ট্রেনেই এসেছেন।"

ওদের কথার মাঝখানেই বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন, "হ্যাঁ, আমি ট্রেনেই এসেছি। দুনে। তা তোদের ব্যাপার কী? এত বেলা পর্যন্ত মর্নিংওয়াক! তার ওপরে শুনলাম রাজারাম চৌধুরীর কী একটা ব্যাপারে নাকি জড়িয়ে পড়েছিস তোরা?"

"জড়িয়ে পড়িনি। তবে কিনা জড়াতে চাইছি।" বলে ভোরের ঘটনাটা শুনিয়ে দিল বাবাকে।

বাবা ওব কথা শুনে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে নীবব বইলেন। তাবপব বললেন, "ওই যে লালজি ভিমানিব কথা বললি, ও লোকটা কিন্তু মোস্ট ডেঞ্জাবাস। ওব পায়েব নখ থেকে মাথাব চুল পর্যন্ত হিংস্রতায় ভবা। ভেজাল সিমেন্টেব কাববাবে বেশ কয়েক কোটি টাকা কামিয়েছে ও। এখন প্রমোটাবেব কাজ কবছে। খুন, জখম, নৃশংসতা ওব মজ্জায় মজ্জায়। ওব ব্যাপাবে কিন্তু খুব সাবধানে পা ফেলিস। আমাব কোম্পানিকেও একবাব খুনেব হুমকি দিয়েছিল ও।"

বাবলু বলল, "তবে তো খেলা ভালই জমবে মনে হচ্ছে।" বলে উঠে গিয়ে বিলু আব বাচ্চু, বিচ্ছুকে ফোনে ডাকল।

একটু পবে ওবা সবাই এলে মা সকলেব জন্য লুচি, আলুব দম, মালপো, মিষ্টি এনে খেতে দিলেন।

বিচ্ছু বলল, "আজকেব সকালটা কী ভাল, তাই না বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ভোবে অ্যাডভেঞ্চাবেব গন্ধ, এখন মিষ্টি, মালপো।"

বিলু বলল, "দুপুবে হবিণেব মাংস।"

শুনে চমকে উঠলেন বাবা, "হবিণেব মাংস! ও মাংস তোবা কোথায় পেলি?"

ভোম্বল বলল, "আমাব বাবাব বন্ধু আদুকাকু নিয়ে এসেছেন।"

বাবা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আদুবাবু অবশ্য সবাবই বন্ধু। যদিও বয়স ওঁব ছিয়াশি। বিয়ে-থা কবেননি।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ কবে বলল, "সে কী! তবে যে শুনলাম উনি কানাডায় যাচ্ছেন ছেলেব কাছে?"

"ঠিকই শুনেছিস। ওঁব পালিত পুত্র। আদুবাবুব মতো মানুষ হয় না। সাবাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন পাহাড় বন আব জঙ্গলেব দেশে। চেহাবাও তেমনই মজবুত। এখনও নিয়মিত আসন কবেন। মুগুব ভাঁজেন। অত্যন্ত দয়াব শবীব। পাবলে বিকেলেব দিকে গিয়ে একটু দেখা কবে আসব।"

সকলেব জলযোগপর্ব শেষ হলে বিলু বলল, "আমবা কি এবাব ভোবেব ওই ভৈববদেব ব্যাপাবে নিবিবিলিতে বসে একটু চিন্তাভাবনা কবব?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। মনে হচ্ছে একটা দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষব সঙ্গেই মোকাবিলা কবতে হবে আমাদেব। এদিকে বাজাবাম চৌধুবীও বীতিমতো বহস্যময়। তবে কিনা ওঁব মুখ থেকে আসল প্রবলেমটা কী তা না শুনে কোনও সিদ্ধান্তেই আসা যাবে না।"

"তা হলে এখন?"

"বাগানেব দিকেই যাই চল।"

ওবা যখন যাওয়াব জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই টেলিফোনটা তাবস্ববে বেজে উঠল। বাবলু গিয়ে ফোন ধবে হ্যালো কবতেই যা ও শুনতে পেল তাতেই মুখটা কালো হয়ে উঠল ওব। একটু পবে ফোন বেখে যখন ও বিষণ্ণ মনে এগিয়ে এল, বাবাই তখন জিজ্ঞেস কবলেন, "কে ফোন কবেছিল বে?"

বাবলু ঠান্ডা গলায় উত্তব দিল, "লালজি ভিমানি।"

"লালজি ভিমানি! সে তোব ফোন নাম্বাব পেল কোত্থেকে?"

"জানি না।"

"কিন্তু তোকে হঠাৎ ফোন কবল কেন?"

বাবলু একটু স্বাভাবিক হয়ে হেসে বলল, "বাতাসে বারুদেব গন্ধ ওবাই আগে টেব পায়। ভোবেব ভৈবববাই গিয়ে হয়তো আমাদেব কথা বলেছে।"

বাবা-মা দু'জনেই শঙ্কিত হলেন বাবলুব কথা শুনে। পাণ্ডব গোয়েন্দাবা বওনা হল বাগানেব দিকে।

॥ ২ ॥

পবিবেশ যে মানুষেব মনকে কতখানি প্রভাবিত কবে তা মিত্তিবদেব বাগানে না এলে বোঝা যায় না। এ যেন হাওড়াব নন্দনকানন।

পায়েব তলায় ভিজে মাটি। চাবপাশে সবুজ গাছপালা। মাথাব ওপব সুনীল আকাশ। একটি পলাশ গাছ ও চাব-পাঁচটি কৃষ্ণচূড়ায় লালে-লাল চাবদিক। তা ছাড়া ঝোপেঝাড়ে লতায়গুল্মে ফুল। আব চিনা গাঁদা ও হলুদ গাঁদা ফুলে ভর্তি।

বিচ্ছু বলল, "দেখো বাবলুদা, একটা ব্যাপাবে আমবা কিন্তু খুব সুখী।"

বাবলু বলল, "কোন ব্যাপারে?"

"এত ফুল ফুটে থাকে আমাদের বাগানে, কেউ কিন্তু চুরি করতে আসে না।"

ভোম্বল বলল, "তার কারণ কী জানিস? প্রথমত আমরা মর্নিংওয়াকে আসি। আর দ্বিতীয়ত, পঞ্চু। সামান্য দুটো ফুল চুরি করতে এসে কে ওর তাড়া খেয়ে মরবে?"

এমন সময় কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল, "তবে তোরা যাই বলিস ভাই, তোদের ওই পঞ্চু কিন্তু আমায় কিছু বলে না।"

চমকে উঠল সবাই। কে? কে বলল এই কথা?

বিলু বলল, "এ তো জগা পাগলার গলা।"

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "জগা, তুই কোথায়?"

অমনি একটা ঘন পাতার গাছের ডাল থেকে উত্তর শোনা গেল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

ওর গলা শুনে পঞ্চু তখন গাছের দিকে ছুটে গেছে। গিয়ে সেও শুরু করেছে 'ভৌ ভৌ' ডাক।

বাবলু গাছতলায় দাঁড়িয়ে ধমকের সুরে বলল, "ওখানে কী করছিস? নাম শিগগির।"

"নামছি নামছি। অমন করছিস কেন? লুকিয়ে একটা বিড়ি খাচ্ছি তাও শান্তিতে খেতে দিবি না?"

"বিড়ি খাওয়ার আর জায়গা পাসনি? পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে কী হবে?"

"কী করব রে ভাই? বাবা বকবে, তাই লুকিয়ে খাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "তোর বাবা তো কবে মরে গেছে। আর তোকে বকবে কে? নেমে আয় বলছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক লাফ।

আর-একটু হলেই পঞ্চুর ঘাড়ে পড়ত। পঞ্চু তাই 'কেঁউ' করে লাফিয়ে উঠল।

জগা আবার ভ্যাংচাল ওকে, "কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ।"

বাবলু বলল, "তোর মাথাটা দেখছি আবার বিগড়েছে।"

জগা সে-কথায় কান না দিয়ে বলল, "দে, একটা ট্যাকা দে দিকিনি, জগদম্বার হোটেলে গিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে আসি।"

বাচ্চু বলল, "এক টাকায় মাংস-ভাত কে দেবে তোমাকে?"

"মা জগদম্বাই দেবে। মালকানির হাতির মতো গতর হোক, পাত কুড়নো খাবারগুলো কিন্তু চাইলেই দেয়। তার ওপরে আজ যদি একটা ট্যাকা দিই, তা হলে আজ আমার মাংস-ভাত ঠেকায় কে?"

বিলু ওকে ভাগাবার জন্য তাড়াতাড়ি ওর পকেট হাতড়ে দশ টাকার একটা নোট বের করে ওকে দিল।

টাকাটা হাতে নিয়েই তড়াক করে একবার লাফিয়ে উঠল জগা। বলল, "এত লবাবি আমার সঙ্গে দেখিয়ো না হে ছোকরা। টাকার গরম অন্য লোককে দেখাবে। এক টাকা চেয়েছি, এক টাকাই দাও। এই দশ টাকার নোটটা ওই জগদম্বার হাতে দিলে ও কি আমায় ন'টাকা ফেরত দেবে? ওসব অন্য জায়গায় দেখিয়ো।"

বাবলু এবার ধমকের সুরে বলল, "তুই যাবি এখান থেকে?"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি।" বলে আবার সেই গাছেই উঠতে গেল।

বাবলু বলল, "আবার গাছে উঠছিস কেন? যা, গেটের দিকে যা।"

জগা বলল, "তোর কথায় নাকি রে? আমি বলে গেরোন দেখব বলে কখন থেকে গাছে উঠে বসে আছি। উনি কোন মাতব্বর এসেছেন, বলে কি না চলে যা। গেরোন দেখার আমার কতদিনের শখ।"

বাবলু বলল, "আজ আবার কীসের গেরোন? যা হওয়ার তা কাল হয়ে গেছে। আজ কিছু নেই। যা, ভাগ।"

জগা তখন হি হি করে হাসছে আর তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে।

ভোম্বল বলল, "ভাল কথায় হবে না দেখছি। ঘা-কতক দিই, তবে ও যাবে।" বলে একটা পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙে এগিয়ে যেতেই "আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি যাচ্ছি। মারিস না ভাই।" বলে গেটের দিকে দৌড়ল। তারপর খানিক গিয়ে ওদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলতে লাগল, "বদমাশ ছেলেগুলো পেটমোটা, নাদাপেটা, ভুঁড়ো, নেড়ুমুণ্ডি, চুলু ...।"

জগা চলে গেলে বাবলু বলল, "উঃ। যা সিন একটা ক্রিয়েট করে গেল না, কারও হাতে মুভি ক্যামেরা থাকলে ধরে রাখা যেত।"

এর পর ওরা ওদের ভাঙা বাড়ির চাতালে এসে গোল হয়ে বসল।

বিলু বলল, "আমাদের আলোচনা-পর্বের শুরুটাই হোক রাজারাম চৌধুরীকে নিয়ে।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও বলল, "এই ব্যাপারে আমরা একমত।"

পঞ্চুও জবাব দিল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "রাজারাম চৌধুরী সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম?"

"আমি জানি উনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন রিটায়ার্ড অফিসার। অত্যন্ত সৎ এবং সজ্জন মানুষ। ওঁর কোনও দু'নম্বরি ধান্দা আছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। চেহারাটিও মিষ্টি। বাইবে বেরোলে আদ্দির পাঞ্জাবি আব ধুতি ছাড়া পরেন না। সে হেন মানুষের জীবন দুর্বৃত্তদের হাতে বিপন্ন হবে কেন? লালজি ভিমানির মতো ঘোড়েল, শয়তান, ওঁর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন?"

বিলু বলল, "ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।"

"আরও একটা প্রশ্ন আমার মনেব মধ্যে জেগে উঠছে, সেটি হল উনি একজন ফ্যামিলি ম্যান, ওঁব পরিবারের লোকজনরা কোথায়? একমাত্র বীরবাহাদুর নামে ওই নেপালি ছেলেটি ছাড়া আর কেউ নেই কেন? শেষ প্রশ্ন, পুলিশকে উনি কেনই বা এড়িয়ে যেতে চাইলেন?"

ভোম্বল বলল, "ডাক্তারবাবুকেও তো মিথ্যে কথা বললেন।"

বাবলু বলল, "যদিও সেটা ধরা পড়ে গেল, ধোপে টিকল না। তবুও কেন এই মিথ্যের অবতাবণা?"

বাচ্চু বলল, "অতএব আমাদের প্রথম তদন্ত শুরু হোক রাজারামবাবুকে দিয়েই।"

বিচ্ছু বলল, "তার ওপরে লালজি ভিমানির ওই ফোন। এত তাড়াতাড়ি আমাদের ফোন নম্বর উনিই বা পেলেন কী করে?"

বাবলু বলল, "ভোরের ভৈরবরা হয়তো আমাদের কথা কিছু বলে থাকতে পাবে। কিন্তু ফোন নম্বর..। তা ছাড়া আমরা যে ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি, এটাই বা ওরা জানল কী করে?"

বিলু বলল, "ওই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওদের কোনও ষড নেই তো?"

"মনে হয়, না।"

এমন সময় হাসি হাসি মুখ করে গেট পার হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বীর বাহাদুবকে। ওর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্মিত হল সবাই।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! বাহাদুব তুমি এখানে?"

বাহাদুর কাছে এসে ধপাস করে ওদের পাশেই বসল। তাবপব বলল, "একটা খবব দিতে এলাম তোমাদের।"

"কী খবর শুনি?"

"তোমরা চলে আসবার পরই ওই লালজি শয়তানটা ফোন করেছিল আমার বাবুকে। বাবু তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তা আমিই ধরেছিলাম ফোনটা। ওকে'যা দিয়েছি না, ওর মাথাব ঘিলু চলকে গেছে।"

বাবলু বলল, "কী বলেছিস লালজিকে?"

"বলেছি, তোমার মরণদশা এবার ঘনিয়ে এসেছে। আমাদেব পাড়ার পাণ্ডববা তোমার দফা রফা কববে। এতদিন আমার বাবুকে ভালমানুষ পেয়ে খুব ভয় দেখিয়ে এসেছ, এবার তুমিই ভয়ে ভয়ে থাকো। তোমাব হাজতবাসের ব্যবস্থা একেবারেই পাকা। আর ওদেব ওই কুকুর পঞ্চু, তার মূর্তি তোমার লোকেরা আজ সকালেই দেখেছে। এবার তুমিও দেখবে। ওর কামড় যে কী মারাত্মক তা তো জানো না। সত্যি, ও যদি তোমাকে কামড়ে ছিঁড়ে দেয় তা হলে আমার যে কী আনন্দ হবে তা কী বলব! আমি তো ওর নামই রাখব পঞ্চু ভিমানি।"

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! এ যে একেবারে মৌচাকে ঢিল। বোকার মতো এইসব কথা বলে কখনও? আমরা ভেবেছিলাম কোথায় গোপনে তদন্ত কবব, তার জায়গায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বেধে গেল। যাক, তোব কথা শুনে ভিমানি কী বলল?"

"আমাকে তো হিন্দিতে খুব গালাগালি করল। ইংরেজিতেও বলল 'স্টুপিড'। তারপর বলল, 'ওই পুলিশবালা লেড়কাদের বলে দিস আমার ব্যাপারে মাথা ঘামালে ফল ওদের ভাল হবে না। এক-এক করে ওদেরও আমি শেষ করব।' আমি বললাম, 'বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ হয় ভিমানি সাহেব। তোমারও তাই হয়েছে। তবে জেনে রেখো, যা তুমি বাবুর কাছে চাইছ তা দশদিন পরে কেন, দশ বছর পরেও পাবে না। কারণ জিনিসটা আদৌ বাবুর কাছেই নেই।' ভিমানি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তা হলে সেটা কোথায়? কার কাছে আছে?' আমি হ্যাঃ হ্যাঃ করে হেসে বললাম, 'আমি জানি কিন্তু বলব না।' বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম।"

বাবলু বলল, "তুই খুব ভুল করলি।"

বাহাদুর বলল, "না বাবলুভাই, আমি কোনও ভুল করিনি। আমার বাবু অত্যন্ত ভালমানুষ। তাঁকে যদি কেউ ভয় দেখায়, ধমকায়, তা হলে আমার মনে বড় দুঃখ হয়। আমি এই বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের লোক। কিন্তু বাবু সে-কথা আমাকে বুঝতেই দেন না। আমার দেশ নেপালে। দশ বছর বয়সে আমার বাবা-মা মারা গেলে আমি আমাদেরই গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে এখানে আসি। সেই থেকেই এ-বাড়িতে ছেলের মতো আছি। বাবু আমাকে গলায় পরবার জন্য দু'ভরির সোনার চেন গড়িয়ে দিয়েছেন একটা। হাতে দিয়েছেন দামি রিস্টওয়াচ। ব্যাঙ্কের পাসবই করে দিয়েছেন। আর এক লাখ আশি হাজার টাকা পোস্ট অফিসে দিয়ে রেখেছেন মাসে মাসে সুদ পাওয়ার জন্য। তা ছাড়াও আমার নামে কুড়ি হাজার টাকার কে ভি পি করা আছে। বলো তো পরের জন্য কেউ এত করে?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে সব শুনল।

সব শুনে একসময় বাবলু বলল, "না। সচরাচর কেউ করে না। সত্যই উনি মহানুভব। তা কী এমন জিনিস তোর বাবুর কাছে আছে, যা পাওয়ার জন্য ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে?"

"জিনিসটা যে কী, তা আমিও জানি না। কেন না, চোখেও দেখিনি সেটা। বাবু বলেছেন ও জিনিস সবাইকে নাকি দেখতে নেই। দেখলে অন্ধ হয়ে যায়। তবে জেনে রেখো, ও জিনিস বাবুর কাছে নেই।"

"সে কী! কার কাছে আছে তা হলে?"

বাহাদুর হেসে বলল, "আছে একজনের কাছে। তাই বাবুর ঘর তোলপাড় করলেও সে জিনিস বেরোবে কেন? অতএব ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হল ওদের।"

বাবলু বলল, "জিনিসটা কার কাছে আছে, বলায় কোনও আপত্তি আছে?"

বাহাদুর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ওটা আছে আমারই কাছে। আমি ওটাকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছি যে, আমি না বললে কারও সাধ্য নেই সে জিনিস উদ্ধার করে।"

বিলু বলল, "রহস্য দেখছি ক্রমেই জটিল হচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "ওইরকম একটা অমূল্য সম্পদ, যার জন্য তাঁর প্রাণ সংশয় হতে চলেছে, সেই জিনিস বাবু বিশ্বাস করে তোর কাছে দিয়ে রাখলেন?"

"হ্যাঁ। উনি জানেন, আমার প্রাণ গেলেও ও জিনিস কখনও হাতছাড়া হবে না।"

বাবলু বলল, "তার মানে বাবু তোকে অত্যন্ত ভালবাসেন। বিশ্বাসও করেন।"

"আমিও ওঁকে শুধু আমার আশ্রয়দাতা বলে নয়, পিতা বলেও জানি। তা তোমরা তো শুনেছি অনেক বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করেছ। তোমরা কি পারো না আমার বাবুকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে?"

বাবলু বলল, "পারি। নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু গলদটা ঠিক কোনখানে তা না জানলে তো কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়।"

"আজ বিকেলে তোমরা গেলেই এই ব্যাপারে বাবু সব কথা তোমাদের গুছিয়ে বলবেন।"

"তা যদি বলেন তা হলে আমরাও তৎপর হব।"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা বাহাদুরভাই, ওই বাড়িতে বাবু আর তুমি ছাড়া আর কেউ থাকে না?"

বাহাদুর ঘাড় নেড়ে বলল, "না।"

"তা হলে পাশেরই একটা ঘরে যে তালা দেওয়া দেখলাম, সে-ঘরটা কার?"

"ওটা অনুদিদিমণির ঘর।"

"অনুদিদিমণি কে?"

"বাবুর মেয়ে।"

"ওঁর স্ত্রী?"

"উনিও এখানে থাকেন না।"

"কোথায় থাকেন তা হলে?"

"ওঁরা মা-মেয়ে দু'জনেই বাবুর কাছ থেকে আলাদা থাকেন।"

"কারণ?"

"বাবুর কাজকর্ম ওঁদের পছন্দ নয়। তা ছাড়া বাবুর স্ত্রী সাহেবগঞ্জের একটি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। তাই বাধ্য হয়েই ওখানে থাকতে হয়। ওখানে গঙ্গার ধারে একটি বাড়িও কিনেছেন উনি। নাম দিয়েছেন 'নিরালাবাস'।"

"ওই বাড়িতে তুমি গেছ কখনও?"

খুশিতে মুখ ভরিয়ে বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ, গেছি। ওখানে পাহাড় আছে, ঝরনা আছে। আর আছে গঙ্গা। আমরা স্টিমারে চেপে মনিহারি গ্রামে গেছি।"

"সেখানে কী আছে?"

"বাবুর অনেক জমিজমা আছে। বাবুর পৈতৃক বাড়ি তো ওইখানেই।"

"বুঝেছি।"

এর পর কেউ আর কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল।

বাহাদুরও একটুক্ষণ বসে থেকে বলল, "আমি তা হলে আসি?"

"হ্যাঁ, এসো। বাবুকে বোলো, আমরা দুপুর অথবা বিকেলে যাব।"

বাহাদুর বিদায় নিলে বাবলু বলল, "রাজারাম চৌধুরী দেখছি আমাদের ভাবিয়ে তুললেন। কী এমন কাজ উনি করেন, যাব জন্য বউ-মেয়ে তাঁর কাছ থেকে আলাদা রইল। লালজি ভিমানির মতো বদ লোক তাঁর শত্রু হল। বাহাদুরের নামে অত টাকা-পয়সা রেখে দেওয়া মানে নিজের স্ত্রী-কন্যাকে উনি বঞ্চিত করতে চান। হয়তো শেষপর্যন্ত বাড়িটাও লিখে দেবেন ওর নামে।"

বিলু বলল, "তা দিন। তবে কিনা বাহাদুর ছেলেটার চোখে-মুখে কিন্তু সততা ও সরলতার ছাপ স্পষ্ট।"

কথায় কথায় বেলা বাড়তে লাগল।

ভোম্বল বলল, "চল। আর দেরি না করে এবার ওঠা যাক। যে-যার বাড়িতে গিয়ে স্নানটান সেরে চলে আয় আমাদের বাড়ি। খাওয়াদাওয়ার পর সময়-সুযোগ বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উঠে দাঁড়াতেই পঞ্চুও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। তারপর সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল যে যার বাড়ির দিকে।

দুপুরবেলা ভোম্বলদের বাড়িতে মাংস-ভাত খেয়ে তৃপ্তিতে ভরে উঠল সকলে।

প্রবীণ আদুবাবু ওদের সকলকে বাঘ ও হরিণ শিকারের কত রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। উনি বাইরেব দেশ থেকে ঘুরে আসার পর শীতকালে ওদের সকলকে বড়জামদায় যাওয়ার আমন্ত্রণও জানালেন। চক্রধরপুর, চাইবাসা, কিরিবুরু, মেঘাতাবুরু রঙিন স্বপ্ন দেখালেন। ছোটনাগপুরেব অবণ্যভূমেব হাতছানি পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাবাও এবাব শীতে ওইসব দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব মিটতেই দুটো-আড়াইটে বেজে গেল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে সবাই এসে হাজির হল রাজারাম চৌধুরীর বাড়ি।

ডোর-বেলে চাপ দিতেই বাহাদুর এসে দরজা খুলে দিল।

বাবলু বলল, "বাবুর শরীব কেমন?"

"ভালই। উনি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। যাও, তোমরা ওপরে যাও।"

ওরা ওপরে উঠেই দেখল রাজারামবাবু একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে 'দেবদাসী-তীর্থ' নামে একটি ভ্রমণের বই পড়ছেন। এ-বইটা ওদেরও পড়া। ভারতের নানান তীর্থের পরিচয় ও বর্ণনা আছে এই বইটাতে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার। আপনার ভ্রমণের নেশাও আছে নাকি?"

রাজারামবাবু এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, "আবে এসো এসো। আমি এতক্ষণ তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। বোসো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাবা আসন গ্রহণ করলে রাজারামবাবু বললেন, "তীর্থ ভ্রমণের নেশা না থাক, ঘুরে বেড়ানোর নেশা তো আমার মধ্যে আছেই। সারাটা জীবন গবেষণাব কাজে এ-দেশ ও-দেশ করে কেটে গেল। এখন বই পড়ে দেশভ্রমণের সাধ মেটাই।"

বাবলু বলল, "এও মন্দ নয়। এর নাম মানস ভ্রমণ। তা যাক, আপনার ব্যাপারে কিছু কিছু আমরা শুনেছি বাহাদুরের মুখে। আপনি মনিহারিতে না থেকে, সাহেবগঞ্জে না থেকে, এই হাওড়া শহরে বসবাস করছেন কেন?"

রাজারাম চৌধুরী বই মুড়ে সেটাকে বালিশের তলায় রেখে বললেন, "তা হলে শোনো, এই যে বাড়িটা তোমরা দেখছ, এটা ছিল চৌধুরীপাড়ার বিখ্যাত চৌধুরীদের এক শরিকের বাড়ি। বছর কুড়ি আগে জলের দামে এই বাড়িটা আমি কিনে নিই। অনেকটা ফ্ল্যাট সিস্টেমে তৈরি এই বাড়িটা আলোবাতাসযুক্ত এবং লোভনীয়। এর নীচে দুটো ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর। ওপরেও তাই। একপাশে সিঁড়ি। নীচের ঘরে একটিতে বাহাদুর থাকে, অপরটিতে মিউজিয়াম—।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "মিউজিয়াম!"

"হ্যাঁ। ওটার ব্যাপারে পরে আসছি। এখন শোনো, ওপরের এই ঘরে আমি থাকি। পাশের ঘরে আমার স্ত্রী ও মেয়ে থাকত। স্ত্রী অবশ্য খুব কম সময়ই থাকতেন। কেন না উনি ভাগলপুরের মেয়ে। বছরের অধিকাংশ সময় সাহেবগঞ্জেই থাকেন। সেটা অবশ্য চাকরির সুবাদে। গ্রীষ্মে আর পুজোর ছুটিতে দিনকয়েকের জন্য এখানে আসতেন। ইদানীং আমার সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় প্রায় বছর দুই হল উনি আসেননি। মেয়েটাকেও আসতে দেননি। কতকটা অভিমান-বশেই বলো, আমিও আর খোঁজখবর রাখিনি ওঁদের। তবে কিনা অনুর জন্য আমার খুব মনখারাপ হয়।"

"অনু অর্থাৎ আপনার মেয়ে?"

"হ্যাঁ, অনুরাধা। নাচ জানে, গান জানে, ভাল ছবি আঁকতে পারে। এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিক দেবে।"

"সে আপনাকে চিঠিপত্র লেখে না?"

"না। এমনকী ফোনেও খবর রাখে না। ওর মা ওকে দারুণ কড়া নজরে রাখে।"

"আপনার স্ত্রী অত্যন্ত রাগী মহিলা নিশ্চয়ই?"

"মেয়েও তাই। অসম্ভব রকমের জেদি। তবে কিনা আমার ব্যাপারে ও খুব দুর্বল, কিন্তু মাকে ও দারুণ ভয় করে। আমার মনপ্রাণ জুড়ে সবটুকু জায়গা নিয়েই ও আজও বিরাজ করছে। ওকে দেখবার জন্য...।"

শেষ কথাটা বলার সময় রাজারামবাবুর চোখদুটি জলে ভরে উঠল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেদিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল সবাই।

পঞ্চুও সবকিছু শুনছিল কানখাড়া করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনও কারণ না ঘটায় একটু ঝিমিয়েই ছিল সে।

রাজারামবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, "আসলে আমরা হলাম প্রবাসী বাঙালি। বিহারের মনিহারি গ্রামে আমাদের তিন পুরুষের বাস। এখন অবশ্য পৈতৃক বাড়িটুকু আর সামান্য দু'-চার বিঘে জমি ছাড়া কিছু নেই। পটনায় থেকে আমি পড়াশোনা করি। বিয়ের পর কলকাতায় এসে দু'দশক আগে হাওড়ার এই বাড়িটা কিনি। অনুমার শৈশব এখানেই কাটে। পরে আমার স্ত্রী ওই স্কুল-শিক্ষিকার চাকরিটা পেয়ে সাহেবগঞ্জে চলে যান। এখন উনি ওখানকার হেড মিস্ট্রেস। সাহেবগঞ্জের মনোরম পরিবেশে গঙ্গার ধারে ছোট্ট একটি বাড়িও উনি কেনেন। বাড়িটার নাম নিরালাবাস। আমার সঙ্গে আমার পরিবারের মনোমালিন্য হওয়ার একটা কারণও আছে। একসময় আমি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলাম। বছর পাঁচেক হল অবসর নিয়েছি। এই সময়কালে আমি আমার ক্ষমতাবলে কিছু ভাল কাজ যেমন করেছি, তেমনই মন্দ কাজও করেছি কিছু কিছু। এবং সেই কাজেরই ফলভোগ করছি এখন। যার জন্য আজ আমার জীবনও বিপন্ন।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"তার আগে একটু চা হোক, কী বলো?"

চায়ের নামে লাফিয়ে উঠল সবাই। বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই চা। যে চা সকালে খেয়েছিলাম।"

পঞ্চু কিন্তু এখন আর কোনও আগ্রহ প্রকাশ করল না। তার কারণ, সে জানে এবারে আর ওর ব্যাপারে কারও কোনও ভুল হবে না।

বাহাদুর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে তৈরিই ছিল। তাই প্রসঙ্গ উঠতেই তার কাজ শুরু করে দিল।

বাবলু বলল, "আপনার অকপট স্বীকৃতির জন্য ধন্যবাদ। এই ফাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাল রাতে যে তিনজন আততায়ী এখানে এসেছিল ওরা কি শুধু আপনার এই ঘরেই খানাতল্লাশি করেছে? আর কোনও ঘর দেখেনি?"

"দেখেছে বইকী। ড্রয়ার টেনে চাবি বের করে পাশের ঘরের তালা খুলে দেখেছে।"

"কী করে জানলেন? আপনি তো সারারাত বন্দি ছিলেন বাথরুমে। বাহাদুরের অবস্থাও তাই ছিল।"

"তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি সেটা বুঝতে পারি। কেন না ওই ঘরের চাবিটা আমার বিছানার একপাশে পড়ে ছিল। তখনই ঘর খুলে দেখি কী বিশ্রী কাণ্ডটাই না করে গেছে ওরা।"

বাবলু বলল, "তবু এত করেও তো কোনও লাভ হয়নি ওদের! বিফল হয়েই ফিরে যেতে হয়েছে।"

"ঠিক তাই। অবশ্য আমার বড় সাধের মিউজিয়াম আর বাহাদুরের ঘরে কেন কে জানে ওরা ঢোকেনি।"

বিলু বলল, "আপনার মিউজিয়ামটা কি একবার আমরা দেখতে পারি?"

"অবশ্যই পারো। এই মিউজিয়াম করতে গিয়েই তো স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হল আমার।"

বাবলু বলল, "কীভাবে কী হল বলুন তা হলে শুনি?"

"আগে চা খাও। তারপরে সব বলছি।"

একটু পরেই চা বিস্কুট এল। সর্বাগ্রে দেওয়া হল শ্রীমান পঞ্চুকে। তারপরে অন্যদের। কৃতজ্ঞতা জানাতে পঞ্চু বাহাদুরের হাতটাকে একটু চেটে দিল।

তৃপ্তির সঙ্গে চা খেতে খেতে রাজারামবাবু বললেন, "বৌদ্ধযুগে বৈশালী নামে একটি নগরী ছিল তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। লিচ্ছবিরা সেখানে বাস করতেন। আম্রপালির উদ্যান ছিল সেখানে। একবার প্লেগ মহামারীতে সমগ্র বৈশালী যখন শ্মশানে পরিণত হচ্ছিল তখন ভগবান বুদ্ধদেব সেখানে আসেন। তাঁর পদার্পণমাত্রেই বৈশালী আবার সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বুদ্ধের আগমন, মতান্তরে নিষ্ক্রমণের পর স্মারক হিসেবে একটি সুদৃশ্য তোরণও নির্মাণ করা হয়েছিল সেকালে। সম্প্রতি একটি খননকার্যের ফলে লুপ্ত বৈশালীকে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। জাপানিরা কোটি কোটি টাকা ঢালছেন এর পেছনে। এখানে বহু প্রাচীন মূর্তি ও কয়েকটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজিপুর থেকে বাসে করে লালগঞ্জ এসে মজঃফরপুরগামী যে-কোনও বাসে চেপে বৈশালীতে আসা যায়..।"

রাজারামবাবু কপালে হাত রেখে বললেন, "হায় ভগবান! কাদের সঙ্গে আমি কথা বলছি তা আমি নিজেই বোধহয় জানি না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সম্ভবত কিছুদিন আগেই বোধহয় তোমরা এই জায়গা থেকে ঘুরে এসেছ।"

"হ্যাঁ। দারুণ একটা অভিযানের সূত্রে বিহারের বেশ কয়েকটি অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে ওই জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আমাদের নিয়ে লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা—১৪' বইয়ে ওইসব জায়গার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।"

"শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। তা ওই বৈশালীর খননকার্যের তদারকির দায়িত্বে একসময় আমিও ছিলাম। শুধু বৈশালী নয়, এইরকম আরও একটি জায়গায় খননকার্যের সময় আমাকে দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে হয়েছিল। সেই জায়গার নাম বিক্রমশীলা।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "অতীতের সেই বিক্রমশীলা মহাবিহার!"

"হ্যাঁ।"

"ওই জায়গাটা কোথায় বলুন তো? আমাদের খুব যাওয়ার ইচ্ছে। আমরা নালন্দায় গেছি, বৈশালীতে গেছি, কিন্তু বিক্রমশীলায় যাইনি।"

"ওটাও বিহারে। সাহেবগঞ্জ আর ভাগলপুরের মাঝামাঝি জায়গায়।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি! ভাগলপুর, মুঙ্গের সব জায়গাতেই তো গেছি আমরা।"

"একটা জায়গায় কিন্তু যাওনি। সেই জায়গার নাম গৈবীনাথ।"

"সেখানেও গেছি। সুলতানগঞ্জে নেমে গঙ্গার মাঝখানে মোচাকৃতি পাহাড়ের ওপর আজগৈবীনাথের মন্দির দর্শন করেছি। মনোরম জায়গা। গঙ্গার ধারে বসে প্যাঁড়া মেখে দইচিঁড়া খেয়েছি। জামালপুরে কালীপাহাড়িতে গেছি। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে বালতিতে করে গরম জল তুলে স্নান করেছি। ভাগলপুর থেকে দুমকা দেওঘরের পথে মান্দারহিল দেখেছি। কাছিমের পিঠের মতো ন্যাড়া পাহাড়ের ওপরে কী দারুণ সৌন্দর্য। শুধু বিক্রমশীলার অবস্থানটা জানতাম না বলে যাওয়া হয়নি।"

"এবার তা হলে সময় করে একবার অবশ্যই যেয়ো।"

"যাব। তার আগে সাহেবগঞ্জের নিরালাবাসেও কিন্তু থাকব দু'-একটা দিন।"

রাজারামবাবু বললেন, "সে তো খুবই আনন্দের কথা। তবে কিনা ওদের ওখানে রিসেপশন খুব একটা ভাল পাবে বলে মনে হয় না। তাই বলি কি তোমরা হোটেলেই ওঠো।"

"সে দেখা যাবে। সেরকম বুঝলে হোটেলে তো উঠবই। আমাদের প্রধান কাজই হবে আপনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করা আর আপনার পরিবারের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা।"

"সেটা অবশ্য কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। লালজি ভিমানির হাত থেকে তোমরা আমাকে মুক্তি দিতে পারলেও আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে তোমরা ব্যর্থ হবে।"

"এমন মনে হওয়ার কারণ?"

"সব বলছি একে একে। এইবারই কিন্তু আসল কথার প্রসঙ্গে আসি। বৈশালী আর বিক্রমশীলায় খননকার্য চালাবার সময় সে যুগের এমন সব মূল্যবান নিদর্শন আমি পাই, যা কিনা দেশের পক্ষে এক অমূল্য সম্পদ।

তার সবই প্রায় আমি সরকারের হাতে তুলে দিই। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এমন এক সম্পদ আমি পেলাম যা পেলে কেউ হাতছাড়া করে না।"

"কী সে জিনিস?"

"সেটি হল আম্রপালির উদ্যানে পুঁতে রাখা দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লাফিয়ে উঠল সকলে। বলল, "কী বলছেন আপনি! এও কি বিশ্বাস করতে হবে?"

"অবিশ্বাস করারও তো কিছু নেই। তোমরাই বলো না ভারতের ইতিহাসে যুগ যুগান্তর ধরে যত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী তোমরা পড়েছ, তাদের সেই সমস্ত বৈভব, প্রাচুর্য কোথায় গেল? সবই কালক্রমে পাহাড়প্রমাণ মাটির নীচে ঢাকা পড়ে যায়নি কি? তারই ছিটেফোঁটা কখনও-সখনও হাতে এসে যায়। আমি যে স্বর্ণমুদ্রার কথা বলছি সম্ভবত তা মহারাজ প্রসেনজিতের। সেই সময় ওগুলোকে 'কার্ষাপণ' বলা হত। যাই হোক, তা থেকে আমি এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা আমার নিজস্ব সংগ্রহে রেখে বাকি সবই আমি তুলে দিয়েছিলাম সরকারের হাতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "উপযুক্ত কাজই আপনি করেছিলেন।"

"না। জীবনের চরম ভুলটাই আমি করেছিলাম সেদিন।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "এ কথা বলছেন কেন?"

"বলছি এই কারণে যে, আমি তখন চারদিকে শত্রুবেষ্টিত। আমার মূল শত্রু তখন লালজি ভিমানি। শুধু লালজি নয়, আরও অনেকেই ছিল ওই দলে। তাই ওই স্বর্ণমুদ্রা হস্তান্তরের সময়ই আমার সঙ্গে চরম শত্রুতাব সৃষ্টি হয় ওদের।"

বাবলু বলল, "লালজি ভিমানির ব্যাপারে আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন তো এবার।"

"হ্যাঁ, ওর কথা না বললে ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হবে না। লালজি ভিমানির বাড়ি ছিল লালগঞ্জে।"

"ছিল কেন, এখনও আছে। আসলে ও মহারাষ্ট্রের আকোলা অঞ্চলের লোক। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হয়ে এক লালাজির সঙ্গে এদেশে আসে। পরে তাঁর সহায়তায় বিত্তবান হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। লালগঞ্জে ওর বিশাল দালানকোঠা। হাওড়ার নন্দীবাগানে বাড়ি। প্রচুর সম্পত্তির মালিক। শোনপুরের মেলায় ঘোড়া কেনাবেচা থেকে কলকাতায় প্রোমোটারের কাজও করে। তবে কিনা ওর প্রধান ব্যবসা ছিল নতুন আবিষ্কৃত প্রাচীন মূর্তি চোরাচালানের। বৈশালীতে খননকার্যের ফলে যেসব মূর্তি আমি উদ্ধার করেছিলাম তার বেশিরভাগই ওদের চক্রের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে যায়। তার কারণ এই খননকার্য এলাকাভিত্তিক হওয়ায় আমার পক্ষে তো সবদিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া এই বিশাল কর্মকাণ্ডে একা আমি নই, আরও অনেক অফিসারই ছিলেন। ওই সময় কিছু মূর্তি আমিও সরিয়ে ফেলেছি। তবে সেগুলো বিদেশিদেব হাতে তুলে দিইনি। তাকে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছি আমার নিজস্ব সংগ্রহশালায়। এর মধ্যে কালো কষ্টিপাথরের এমন একটি মূর্তি আমার সংগ্রহে আছে যার আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা এখনও সম্ভব নয়।"

"কীসের মূর্তি সেটা?"

"অবলোকিতেশ্বরের। অসাধারণ ভাস্কর্য তার।"

বাবলু একটু গম্ভীরভাবে বলল, "বুঝেছি, ওই মূর্তির লোভেই তা হলে এত কাণ্ড।"

রাজারামবাবু বললেন, "না। ঠিক তাও নয়। যার জন্য এত কাণ্ড তার কথায় পরে আসছি।"

বিচ্ছু এতক্ষণ একটি কথাও না বলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল রাজারামবাবুর কাহিনী। সে আর থাকতে না পেরে বলল, "সত্যি, আপনি অসম্ভব রকমের সাসপেন্স রেখে বলতে পারেন তো!"

রাজারামবাবু বললেন, "এইভাবে না বললে আমার অবস্থার কথা তোমাদের বোঝাব কী করে?"

বাবলু বলল, "বলুন এবার যা বলবেন।"

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওই সমস্ত উদ্ধার হওয়া মূর্তির ব্যাপারে ওরা বারবার আমাব সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। প্রলোভনও দেখিয়েছিল অনেক। কিন্তু আমি ওদের সরাসরি না করে দিয়েছি। তাই আমার ওপর একটা চাপা আক্রোশ ছিল ওদের। আমি যখন যেখানে যা পেয়েছি তখনই তা জমা করে দিয়েছি সরকারের খাতায় এবং দু'-একদিনের মধ্যেই তা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তারই ভেতর থেকে কিছু কিছু বাছাই করা মূর্তি আমি সরিয়েও রেখেছি আমার সংগ্রহশালায়। সেটা কেউ টেরও পায়নি। সরকারি গাড়ি নিয়ে যখন কলকাতায় আসতাম তখনই একটি একটি করে রেখে যেতাম আমার এখানকার বাড়িতে। আমার ঘরে এখন কোটি-কোটি টাকার সম্পদ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিস্ময়ে হতবাক।

রাজারামবাবু আবার বললেন, "আমার স্ত্রীব কিন্তু ঘোর আপত্তি ছিল এই ব্যাপারে। তিনি প্রতিবাদ করতেন, 'এ অন্যায়। এ অপরাধ। এইভাবে অবৈধ উপায়ে এইসব জিনিস তুমি কখনওই নিজের কাছে রাখতে পারো না। এর জন্য একদিন তোমাকে জেলে যেতে হবে। আব তখন আমি কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। মেয়েটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সবাই বলবে, এর বাবা চোর। তাই বলি কী, এখনও সময় আছে, এ-সবই তুমি সরকারের ঘরে জমা করিয়ে দাও।' আমি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাতও করতাম না। বলতাম, 'ওই সংগ্রহগুলো আমার প্রাণ। ওগুলো আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারব না।' যাই হোক, এই তর্কবিতর্কের দিনগুলোর মধ্যেই হঠাৎ করে একদিন যখন ওই স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পেলাম তখন কিন্তু আমি আর ঠেকাতে পারলাম না লালজি ভিমানিকে। আমার নিজের জীবনও তখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ডোডি, ডাম্পি, পিন্টোদের ভয়ংকব চেহারা তখনই প্রথম দেখলাম। বুঝলাম ঘাতকের দল এরা। তবুও এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা নিজের সংগ্রহে রেখে বাকি মুদ্রা তুলে দিলাম সরকারের হাতে। কিন্তু দিলে কী হবে, আমাব সঙ্গী অফিসার ও লালজি ভিমানির অশুভ আঁতাতে সেই স্বর্ণমুদ্রা পথিমধ্যে লুট হয়ে গেল। এমনটি যে হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। আমার সঙ্গী অফিসারবা তাঁদের আখেব ভালভাবেই গুছিয়ে নিলেন। লালজি ভিমানিও লালে লাল হয়ে উঠল। যাই হোক, এর পব আমি বদলি হয়ে এলাম বিক্রমশীলায়। কিন্তু লালজি ভিমানির লোভের হাত যে সেখানেও পাতা ছিল তা আমাব জানা ছিল না। এখানে এসে এমন এক মূল্যবান সম্পদ আমার হাতে আসে যেটা পাওয়ার জন্যই হন্যে হযে উঠল লালজি ভিমানির চক্র।"

বাবলু বলল, "কী সে জিনিস?"

"সেই জিনিসটা হল চন্দনকাঠেব পেটিকার মধ্যে বাখা এক বিঘত পরিমাণ একটি রত্নময় সুবর্ণচক্র। যা কিনা তন্ত্র উপাসনাব কাজে লাগে। চক্রটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট। কয়েকটি ত্রিভুজকে কোনাকুনি করে রাখলে যেমন হয়, ঠিক তেমনটি। সেগুলো সহস্রটি ছোট-ছোট বজ্রমণি দ্বারা এমনভাবে সংযুক্ত যে, দেখলেই মনে হবে এটি যেন একটি রত্নময় মণিপদ্ম। আর সেই চক্রের মাঝখানে বড়সড় এমন একটি হীরকখণ্ড সযত্নে বসানো আছে, যার দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়। চক্রের পেছনদিকে তিব্বতি ভাষায় লেখা 'ওম মণিপদ্মে হুম' ও অন্য একটি মহামন্ত্র। সম্ভবত বিক্রমশীলা মহাবিহারের গৌরবময় অধ্যায়ের যুগে তিব্বত থেকেই কেউ এটিকে নিয়ে এসেছিল। হয় সেটিকে চুরি করে আনা হয়েছিল, নয়তো কোনও লামা এটির উপাসনা করতেন বলে এটিকে সঙ্গে করে বয়ে এনেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও কারণে এটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে একটি উপাসনা বেদির মধ্যে এটি পাওয়া যায়।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা আমরা যত শুনছি ততই বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছি।"

"কাজেই বুঝতে পারছ তো, এইসব জিনিস হাতে এলে কেউ কি তা সহজে হাতছাড়া করে?"

"কিন্তু এইসব জিনিস ব্যক্তিগত সংগ্রহে বাখার অধিকারও তো আপনার নেই।"

"নেই বলেই তো কাল রাতের ঘটনার কথা পুলিশকে জানালাম না। কেন না, থানা-পুলিশ করলে ঘটনার তদন্ত হলে বামাল সমেত ধরা পড়ে যেতাম। যাই হোক, ওই জিনিসটা আমার হাতে আসার পর আমি অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায় সেটিকে লুকিয়ে রেখে গোপনে কহলগাঁও-এর এক তিব্বতি-জানা বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছুকাল আগেই পরিচয় হয়েছিল। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। অত্যন্ত জ্ঞানী। নাম দীননাথ উপাধ্যায়। সেবকরাম নামে তোমাদের বয়সি এক ভক্ত তাঁর দেখাশোনা করত। একমাত্র পণ্ডিত দীননাথ ছাড়া আর কাউকেই আমি দেখাইনি জিনিসটা। এমনকী, ওই বস্তুপ্রাপ্তির কথা জানাইওনি কাউকে। দীননাথ ওই চক্র বা যন্ত্র দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, 'শোনো, এই সাধনচক্রটি তারা উপাসকদের একটি যন্ত্রবিশেষ। ওর সাহায্য ছাড়া সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ওর অনেক ক্রিয়া আছে। নেহাত মামুলি কোনও চক্র ওটি নয়। বহুকাল আগে তিব্বতের রাজধানী লাসার একটি গুম্ফা থেকে খাম্পা দস্যুরা ওটিকে চুরি করে পালিয়ে যায়। যতদূর জানি তারা কেউ ধরা পড়েনি বা ওই যন্ত্রটি উদ্ধাব হয়নি। সেই থেকে সেই পবিত্র গুম্ফাটিও চক্রের অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। কিন্তু সেই মহামূল্যবান বস্তুটি যে কীভাবে বিক্রমশীলায় এল, তা ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।' আমি বললাম, 'এটাই যে সেই চক্র, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?' উনি বললেন, 'অবশ্যই। আমি টিবেটিয়ান ভাষা জানি। গৌতম বুদ্ধের উপাসক। ওই বস্তুটির বৃত্তান্ত আমার অজানা নয়। তবুও এই চক্রের মধ্যে তিব্বতি ভাষায় যা লেখা আছে তা পড়েই আমি আরও বেশি নিশ্চিন্ত হয়েছি। তোমার উচিত এই জিনিস নিজের কাছে না রেখে অবিলম্বে যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসা।' আমি বললাম, 'আপনার আদেশই শিরে'ধার্য। সময় এবং সুযোগ পেলে অবশ্যই এই কাজ করব আমি।'"

বাবলু বলল, "কতদিন আগেকার কথা এসব?"

"তা ধরো না কেন, বছর পনেরো আগেকার কথা।"

"এর মধ্যে আপনি কি একবারও জিনিসটা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবার কথা চিন্তা করেছিলেন?"

"করেছি। কিন্তু সফল হইনি। তার কারণ তিব্বত এখন চিনের অধীনে। তীর্থযাত্রীরা মানস সরোবরে যান তাও কড়া প্রহরায়। অতএব...।"

বিলু বলল, "আপনি মানস সরোবর পর্যন্ত কিন্তু অনায়াসেই যেতে পারেন।"

"তাতে লাভটা কী?"

বাচ্চু বলল, "তাতে লাভটা এই, তিব্বতের যন্ত্র তিব্বতে পৌঁছলে আপনি ওটি মানস সরোবরেও বিসর্জন দিতে পারেন, আবার কোনও লামার হাতেও তুলে দিতে পারেন।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মতে বলে অতটা ঝুঁকি না নিয়ে এখান থেকে সময় এবং সুযোগমতো একদিন সোজা চলে যান আপনি ম্যাকলয়েডগঞ্জে। আপার ধরমশালার ওই জায়গার নাম লিট্‌ল লাসা। সেখানে গিয়ে দলাই লামার সঙ্গে দেখা করে জিনিসটা আপনি তাঁর হাতেই পৌঁছে দিয়ে আসুন। তারপরে বাকি ব্যবস্থাটা উনিই করে ফেলবেন। মাঝখান থেকে আপনারও দায়িত্ব শেষ।"

রাজারামবাবু বললেন, "বাঃ বাঃ। বেশ বলেছ তো? এই বুদ্ধিটা আমার মাথায় কিন্তু একবারও আসেনি। তা এ-কাজের দায়িত্ব যদি আমি তোমাদেরকেই দিই?"

"তা হলে দারুণ খুশি হব আমরা। কারণ এই নিয়ে আমাদের দু'বার ওই জায়গায় যাওয়া হবে। তবে তার আগে বিক্রমশীলাটা একবার ঘুরে আসব আমরা।"

"হ্যাঁ, যাও। সময় করে দু'-চারদিনের জন্য একবার ঘুরে এসো। আগে তো বিক্রমশীলা বাংলাতেই ছিল। এখন বিহারে। অঙ্গদেশে। মানে বর্তমানে ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন এর অধ্যক্ষ। সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধসাহিত্যচর্চার এবং বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র বলে পরিগণিত হত। বখ্‌তিয়ার খিলজির আক্রমণে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমশীলা মহাবিহার শ্মশানে পরিণত হয়।"

ভোম্বল ঘাড় হেঁট করে এতক্ষণ সকলের সব কথা শুনে যাচ্ছিল। এইবার বলল, "বিক্রমশীলার ইতিহাসের কথা থাক। এখন বলুন, আপনি তো দীননাথ উপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকেই ওই জিনিস দেখাননি বা ওই সম্বন্ধে কোনও গল্প করেননি। তা হলে লালজি ভিমানি ওটার ব্যাপারে জানল কী করে?"

"কীভাবে জেনেছে তা আমিও জানি না। সম্ভবত আমার কাজকর্মের ব্যাপারে তদারকির জন্য আমারই কোনও খননকারী কর্মচারীকে ও হাত করে রেখেছিল। না হলে কী করে সম্ভব!"

বাবলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়।"

"কহলগাঁও থেকে ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে ও আমাকে আক্রমণ করে ওর দলবল নিয়ে। বলে, 'কিছু একটা জিনিস তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ বাবু রাজারামজি। ওটা কী, আমি দেখতে চাই। শুধু দেখতে নয়, পেতেও চাই। যদি ভালয়-ভালয় দিয়ে দাও তা হলে ঠিক আছে। না হলে কিন্তু দারুণ বিপদে পড়বে তুমি। আমার সঙ্গে চালাকি করে পার পাবে না। আমাদের সঙ্গে হাত মেলালে অত স্বর্ণমুদ্রা হাতছাড়া হত না তোমার। আমরা কেমন ফুলেফেঁপে গেলাম, তা তুমি যেমন ছিলে তেমনই রয়ে গেলে।' "

বাবলু বলল, "এত কথা যখন বলেছে তখন জিনিসটা নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে ওর। কিন্তু কীভাবে? আপনার ওখানে তখন কে-কে থাকত?"

"কেউ না। স্ত্রী থাকতেন ভাগলপুরে বাপের বাড়িতে। অনু তখন সবে হয়েছে। আমি এখানে একাই থাকতাম। আমার রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য পুনিয়া নামে একটি মেয়ে থাকত। স্বামী বিতাড়িতা। তবে সর্বক্ষণের জন্য থাকত না। কাজ হয়ে গেলেই চলে যেত সে।"

"ওই জিনিসটা আপনি যখন নাড়াচাড়া করছিলেন, পুনিয়া তখন সেটা দেখে ফেলেনি তো?"

"অত কি আমার মনে আছে? পনেরো বছর আগেকার কথা। যাই হোক, লালজি তো আমাকে দারুণ শাসাল। আমি পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করলাম। ওরা আমাকে সার্চ করেও কিছু পেল না।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! জিনিসটা তো আপনার সঙ্গেই ছিল।"

"না। ছিল না। কেন না, আজ থেকে চোদ্দো-পনেরো বছর আগে কহলগাঁও-এর রাত যে কী ভয়ানক ছিল তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তাই আমি ওই মহামূল্যবান জিনিসটা নিয়ে পথে নামতে সাহস করিনি। ওটি আমি উপাধ্যায়ের কাছেই সে রাতের জন্য রেখে এসেছিলাম। উনিও সযত্নে সেটিকে তুলে

রেখেছিলেন নিরাপদ স্থানে। তাই সে যাত্রা আমিও বেঁচে গেলাম। জিনিসটাও হাতছাড়া হল না। কিন্তু ঘটনার গতি এমনভাবে মোড় নিল যে, তা বড়ই রহস্যময়। ওইদিনই গভীর রাতে দীননাথ এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। দুষ্কৃতীরা ওঁর ঘরে ঢুকে সবকিছু ভাঙচুর করে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল ওঁকে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সমস্বরে বলল, "তারপর?"

"তারপর আর কী? খবর শুনে দুরুদুরু বুকে উপাধ্যায়ের ওখানে গিয়ে দেখলাম জিনিসটা উধাও। সেইসঙ্গে সেবকরামও।"

বাবলু বলল, "সে কী!"

বিলু বলল, "তা হলে পুনিয়া বা আর কেউ নয়, ওই সেবকরামই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।"

রাজারামবাবু বললেন, "না। ঠিক তাও নয়। ব্যাপারটা খুব জটিল এবং অন্যরকম।"

ভোম্বল বলল, "তবে কি লোভের বশবর্তী হয়ে সেবকরাম ওটিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল?"

"তাও না। সেবকরামের কথায় পরে আসছি। এখন আমার কথা বলি। বিক্রমশীলা আমার কাজের জায়গা হলেও আমি কিন্তু কহলগাঁওয়ের কাছাকাছি থাকতাম। উপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে আমার বাড়ির ব্যবধান ছিল তিন কিমির মতো। কাজের সময় আমি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করলেও সবসময় তা করতাম না। তা ছাড়া পাঁচটার পর ড্রাইভারকে সরকারি নিয়মে ছুটি আমাকে দিতেই হত। আমার ধারণা, আমি উপাধ্যায়ের বাড়িতে এলে ওরা কোনওরকমে টের পেয়ে ওইখানেই কোথাও থেকে কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে দেখে ফেলে সবকিছু। সন্ধেরাতের অন্ধকারের জন্য আমরা কেউ তা টের পাইনি। পরে ওরা আমার পিছু নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তু না পেয়ে আমাকে তখনকার মতো ছেড়ে দিয়েই হানা দেয় উপাধ্যায়ের বাড়িতে। আমি যখন ওঁর ওখানে গিয়েছিলাম তখন সরকারি গাড়িতে। ফলে ওরা ঝামেলা করতে পারেনি। ফেরার সময় পদব্রজেই আসছিলাম। তাই ওরা সুযোগ পেল আমাকে ধরবার।"

বাবলু বলল, "তারপর কী হল?"

"আমি বুঝলাম দিনের আলো ও শয়তানের চোখ এই দুইকে আড়াল করা সত্যিই অসম্ভব। তবে সেবকরামকে আমি সন্দেহ করিনি এই কারণে যে, ও ওদের স্পাই হলে উপাধ্যায় খুন হতেন না, বা আমিও আক্রান্ত হতাম না। জিনিসটা ও কিছু টাকাপয়সার বিনিময়ে অনায়াসেই ওদের হাতে তুলে দিত।"

"তা হলে ও পালাল কেন?"

"উপাধ্যায়ের নির্দেশেই ও নিজের জীবন আর ওই অমূল্য সম্পদ নিয়ে সে রাতে গা ঢাকা দিয়েছিল। আশ্রয় নিয়েছিল কহলগাঁওয়েরই এক দুর্দান্ত প্রতিপত্তিশালী শেঠের বাড়িতে। তাঁর নাম ঠাকুর বিন্ধ্যাচল রাম। কিন্তু বাঘের গ্রাস থেকে পালিয়ে বেঁচে ওকে যে সিং-এর মুখে পড়তে হবে, তা ও ভাবতেও পারেনি। বিন্ধ্যাচল রাম ওকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েই একটি ঘরে ওকে বন্দি করে রাখে। বিপদ বুঝে সেবকরাম দরজার পাশে ওত পেতে থাকে পালাবার জন্য। ঘরে কোনও আলোর বালাই ছিল না। অনেক পরে বিন্ধ্যাচল তাঁর একজন লোককে সঙ্গে করে আলো আর খাবার নিয়ে ওকে দিতে এলে ও চোখের পলকে পাশ কাটিয়ে একেবারে হাওয়া। তারপর গঙ্গা পার হয়ে বহুকষ্টে পৌঁছে যায় ওর দেশের বাড়িতে। সেই যে গিয়েছিল আর এ-মুখো হয়নি। হয়নি তার কারণ লোকমুখে উপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ ও জেনেই গিয়েছিল। তার ওপর ভয় ছিল লালজি ভিমানি ও বিন্ধ্যাচল রামের।"

রাজারামবাবুর কথা শুনে বাবলু বলল, "এ যা শুনছি এর কাছে তো যে কোনও রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের উপন্যাসও হার মেনে যায়। কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে কহলগাঁওয়ের ওই বিন্ধ্যাচল রাম লালজি ভিমানির চেয়েও ভয়ংকর। আমার মনে হয় উনিই এই দুষ্টচক্রের গডফাদার নন তো? না হলে লালগঞ্জের লালজি ভিমানি বিক্রমশীলায় এসে পাত্তা পান কী করে? তা এর পর ঘুরেফিরে ওই জিনিসটা আবার আপনার হাতে কীভাবে এল সেই কথাই বলুন।"

"সে আর-এক ঘটনা। বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে আমার কিন্তু কখনও কোনও শত্রুতা, এমনকী আলাপ-পরিচয়ও ছিল না। তবে ভাগলপুরের কাছে নাথনগরের জৈন মন্দিরে একবার আমি তাঁকে দেখেছিলাম। দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। চোখে-মুখে কেমন যেন একটা হিংস্র ভাব। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় সোনার চেন। চলায় ফেরায় আভিজাত্য ফুটে ওঠে। ওঁর চেহারা দেখে আমার বুকও কেঁপেছিল, আবার ভালও লেগেছিল। তা সে বহুদিন আগেকার কথা। ওই ঘটনার পর থেকে কেন জানি না লালজি আমাকে আর বিরক্ত করেনি। এমনকী ওকে আর দেখাও যায়নি ওই অঞ্চলের ধারেকাছে। আমিও কিছুদিন পর কহলগাঁও থেকে আমিনগাঁও-এর দিকে বদলি হয়ে যাই। এর পর অনেক বছর বেশ নির্ভাবনায় কেটে যায়। বছর দু'-তিন আগে আমাকে একবার

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ভাগলপুরে যেতে হল আমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে এক আত্মীয়ার মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে। তা সেখানেই হঠাৎ করে বাজারের পথে দেখা হয়ে গেল সেবকরামের সঙ্গে। ও কী একটা কাজে ওর গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে ভাগলপুরে এসেছিল। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সে। বলল, 'বাবু, আমার ধর্মবাপ খুন হয়ে গেল কিন্তু আমি কিছু করতে পারলাম না। কারণ উনি তার আগেই আমাকে ওই চন্দনকাঠের পেটিকা নিয়ে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। যার মধ্যে সেই অভিশপ্ত জিনিসটা ছিল। কিন্তু ওটা নিয়ে পালাবার সময় আমি বিন্ধ্যাচলের খপ্পরে পড়ে গেলাম।' বলে সেই রাতের ঘটনার কথা শোনাল আমাকে। তারপর বলল, 'ওই জিনিসটা আজও আমি বুকে করে আঁকড়ে রেখেছি বাবু। আমার বউ-ছেলেকেও বলেছি, যদি আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাবুর সঙ্গে আর দেখা না হয় তবে আমার মৃত্যুর পর ওরা যেন ওই অভিশপ্ত আধারটি গঙ্গার গর্ভে বিসর্জন দেয়। তা আপনার জিনিস আপনিই এবার ফিরিয়ে নিন বাবু। নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন।' সেবকরামের কথা শুনে নিজের কানকেও আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার স্ত্রী বারবার বললেন, 'ওই জিনিস বাড়িতে ঢুকিয়ে আর নতুন করে নিজের বিপদ ডেকে এনো না।' মেয়েও বারবার বারণ করল। আমি কারও কথা শুনলাম না। সেই যাত্রাতেই ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওর দেশের বাড়িতে গিয়ে সেই জিনিসটা নিয়ে এসে আমার কাছে রাখি। আর তখন থেকেই আমাদের পারিবারিক বিপর্যয় শুরু হয়। আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে সাহেবগঞ্জেই থেকে যান। আমিও জেদের বশে জিনিসটা বাড়িতেই রেখে দিই। জিনিসটা এখন আছে বাহাদুরের জিম্মাদারিতে। কেন না হঠাৎ করে আমি খুন হলেও ও জিনিস ওদের হাতে কখনও যাবে না। বুদ্ধি করে দারুণ একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে ও।'"

"কিন্তু জিনিসটা যে আবার আপনার হস্তগত হয়েছে এই খবরটা ওরা পেল কী করে?"

"ঠিক যেভাবে সেবকরামের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেইভাবেই শোনপুরের মেলায় হঠাৎ করে লালজির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওর। লালজি ওর দেশের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে সেখানে গিয়ে ওর বউ-ছেলেকে ভয় দেখিয়ে ওটার ব্যাপার জেনে নেয়। আর তখন থেকেই লালজি আবার নতুন করে বিরক্ত করতে শুরু করে আমাকে। এমনকী, একবার সাহেবগঞ্জের বাড়িতে চড়াও হয়ে আমার বউ-মেয়েকেও খুব ভয় দেখায়। জিনিস না পেলে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেয়। তবে কিনা স্থানীয় লোকেরা রুখে দাঁড়ালে সেই যে পালিয়েছে তারপর থেকে আর আসেনি। যাওয়ার সময় ওদেরই একজন আমার মেয়ের গলা থেকে মূল্যবান লকেটটি নিয়ে পালিয়ে যায়। সোনা হারানোর জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু বৌদ্ধযুগের নিদর্শন সেই স্বর্ণমুদ্রার একটি দিয়ে ওই লকেট তৈরি হয়েছিল তাই আমার আপশোশ। যাওয়ার সময় ওরা বলে গেছে, 'এখন তো একটা নিয়ে গেলাম। পরের বার এসে সব নিয়ে যাব। এরকম আরও অনেক আছে তোদের কাছে।'"

বাবলু বলল, "বাকি স্বর্ণমুদ্রাগুলো?"

"ওগুলো সব আমার কাছেই আছে। ব্যাঙ্কে রাখি না, তার কারণ আমার পক্ষে ব্যাঙ্কের লকারও নিরাপদ নয়।"

"আপনার এখন যক্ষের ভূমিকা। যাই হোক, আমরা শুধু স্বর্ণমুদ্রা নয়, ওই দুর্লভ চক্র ও আপনার সংগ্রহশালাটিও দেখতে চাই।"

রাজারামবাবু বললেন, "বেশ তো, এ তো খুবই আনন্দের কথা। এসো আমার সঙ্গে। সবই দেখাব তোমাদের।" বলেই হাঁক দিলেন, "বাহাদুর! বাহাদুর!"

কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নেই।

রাজারামবাবু বললেন, "এই ভর সন্ধেবেলায় কোথায় যে গেল ছেলেটা! ওর ওই একটাই রোগ, না বলেকয়ে হুট করে বেরিয়ে যায়।"

এমন সময় হঠাৎই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গেল পঞ্চু। মনে হল কে বা কারা যেন দ্রুত ওপরে উঠে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিল। পঞ্চু নিষ্ফল আক্রোশে বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে বলল, "চেঁচিয়ে লাভ নেই পঞ্চু, নীচে আয়। ও দরজাটা ওরা আর খুলবে না।" বলেই নীচে নেমে বাইরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখল সে দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ।

ওরা যখন কী করবে না করবে ভাবছে, রাজারামবাবু তখন হঠাৎ কী যেন দেখে শিউরে উঠলেন। বললেন, "ওঃ ভগবান! আমার সব গেল। বাহাদুরের সঙ্গে সেই আসল বস্তুটিও উধাও। ওই—ওই দ্যাখো।"

ওরা দেখল, বাহাদুরের ঘরের এক কোণে ক্যাম্পখাটের নীচে দুটো মোজাইক টালি সরানো। অর্থাৎ কিনা

ওর মধ্যেই যে দুর্লভ বস্তুটি ছিল তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু চোরেরা কীভাবে টের পেল জিনিসটা ওখানে আছে বলে?

বাইরে তখন প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফাটল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে এলাকাকে। রাজারামবাবু বুকে হাত চেপে বসে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে এই মুহূর্তে কী করবে, তা ভেবে পেল না। বাইরে বেরোনোর দরজা বন্ধ। ওপরের ছাদে ওঠারও উপায় নেই। দুষ্কৃতীরা যাওয়ার সময় শিকল দিয়ে গেছে সেখানে। কিন্তু ওরা পালাল কীভাবে? ওপর থেকে দড়ির মই বেয়ে? না কি এ-ছাদ ও-ছাদ করে লাফিয়ে?

এদিকে রাজারামবাবুর তো এই অবস্থা। জিনিসটা হারানোর শোকে ভদ্রলোকের স্ট্রোক না হয়ে যায়!

বাইরে তখন অনেক লোকজনের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। দারুণ উত্তেজনা।

বাচ্চু আর বিচ্ছু দ্রুত ওপরে উঠে দোতলার জানলা থেকে চেঁচাতে লাগল, "এই যে! শুনছেন? কে আছেন? নীচের দরজাটা একটু খুলে দেবেন? আমরা বেরোতে পারছি না।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার লোকেরা খুলে দিল দরজা। দরজা খোলা পেয়েই পঞ্চু তো এক লাফে বাইরে বেরিয়ে চিৎকারে মাত করে দিল চারদিক।

ওদের মুখে সব শুনে পাড়ারই এক যুবক জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে খুলে দিল সিঁড়িঘরের দরজাটা। তখনই বোঝা গেল দুষ্কৃতীরা এ-ছাদ ও-ছাদ করে লাফঝাঁপ দিয়ে পালিয়েছে। হাওড়া শহরের এইসব এলাকার ঘরবাড়ি নিয়মবহির্ভূতভাবেই গড়ে উঠেছিল একসময়। তাই ওদের পালিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু দুষ্কৃতীরা এইভাবে পালানোর পথ আবিষ্কার করল কীভাবে? তবে কি গতরাতে সবকিছু দেখেশুনে গিয়েই এই কাণ্ডটা করল আজ? এদিকে বাহাদুরের অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যময়।

যাই হোক, পাড়ার লোকজনদের সাহায্য নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাজারামবাবুকে ধরাধরি করে ওপরে ওঠাল। তারপর বিছানায় শুইয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু সুস্থ করল।

খানিকবাদে লোকজন সব বিদায় নিলে বাবলু বলল, "আপনার সেই ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিলে হত না?"

"কোনও দরকার নেই। তোমরা বরং খোঁজখবর নিয়ে দেখো বাহাদুরটা গেল কোথায়? ছেলেটাকে ওরা মেরেই ফেলল, না গুম করে লুকিয়ে রাখল কোনওখানে?"

বাবলু বলল, "আমার কিন্তু মনেই হয় না ওরা সে সব কিছু করেছে বলে। তার কারণ জিনিসটা ওদের হস্তগত হওয়ার পর বাহাদুরকে খুন করে অথবা কিডন্যাপ করে ওদের লাভটা কোথায়? তা ছাড়া সেরকম কিছু হয়ে থাকলে ওরা ওকে নিয়ে বাইরে দিয়েই চলে যেত। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ছাদ দিয়ে পালাতে যাবে কেন?"

"তা হলে বলছ, বাহাদুরের কোনও ক্ষতি হয়নি?"

"তেমন কথাও জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে কিনা আপাতদৃষ্টিতে সেরকম সম্ভাবনা কিছু দেখছি না।" বাবলুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন রাজারামবাবু। তারপর বললেন, "আর দেরি নয়। চলো, তোমাদের সবকিছু আমি দেখিয়ে রাখি। না হলে কখন যে কী হয় তা তো বলা যায় না। প্রথমেই তোমাদের স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখাই। তারপরে মূর্তিগুলো। হঠাৎ করে আমার মৃত্যু হলে ওগুলো তোমরা সরকারের হাতে তুলে দিয়ো।"

মূর্তির চেয়েও স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখার জন্য বেশি করে যেন অধীর হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তাই রাজারামবাবুর সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে এল।

বাবলু বলল, "আপনার শরীরের অবস্থা কিন্তু ভাল নয়। ইচ্ছে করলে ওগুলো আপনি কালও দেখাতে পারেন।"

"আজ রাতের মধ্যে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তা হলে কাল তোমাদের দেখাবে কে? তোমরা কি বুঝতে পারছ না বিপদের মেঘ কী ভাবে ঘনিয়ে এসেছে আমার মাথার ওপর? বাহাদুর যে কেন এখনও ফিরছে না তাও কি বুঝতে পারছ না? অতএব আর দেরি নয়।"

এমন সময় বিচ্ছুই হঠাৎ বলল, "তাই তো, অনেকক্ষণ পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না, পঞ্চু গেল কোথায়?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কাছ থেকে উত্তর দিল পঞ্চু, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ—।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুই ওখানেই থাক। পাহারা দে চারদিকে।" বলে রাজারামবাবুর সঙ্গ নিল।

রাজারামবাবু একবার এসে থমকে দাঁড়ালেন বাহাদুরের ঘরের কাছে। তারপর ভেতরে ঢুকে সকলকে দেখালেন কীভাবে জিনিসটা লুকনো ছিল ঘরের ভেতর।

সকলে দেখল যে ঘরে বাহাদুর থাকে সেই ঘরেরই এক কোণে মেঝের দুটি মোজেইক টালি খোলা। খোলা জায়গার নীচে একটি হাতখানেক গর্ত। সেটি বেশ ভালভাবে সিমেন্ট দিয়ে মাজা। সেখানে কিছু বিদ্যুৎপ্রবাহী তার এমনভাবে এদিক-ওদিক রয়েছে, যাতে না জেনে যে-কেউ ওর ভেতরে হাত ঢোকালেই মজাটি টের পেয়ে যাবে। সেই জায়গাটার ওপর বাহাদুরের ক্যাম্পখাট থাকার ফলে কারও জানারও কথা নয় ওখানে গোপনীয় কিছু আছে বলে।

রাজারামবাবু বললেন, "অথচ এখন দ্যাখো, ক্যাম্পখাট সরানো। গর্তের মুখ খোলা। সুইচটা এমন জায়গায়, যা কারও চোখে পড়বার নয়, কিন্তু সেটিও অফ করা। এর দ্বারা কী মনে হয়?"

"মনে হয় অন্য কেউ নয়, আপনার বাহাদুরই সরিয়েছে ওটা।"

রাজারামবাবু বললেন, "ঠিক তাই। কিন্তু কেন এ কাজ করল ও? চুরির উদ্দেশ্য? তা ও কখনও করবে না। কেন না ও তো এই বাড়িরই ছেলে। কোনও অভাব তো রাখিনি ওর। এমনকী, এই বাড়িটাও ওকে আমি লিখে দেব কথা দিয়েছি।"

বাবলু বলল, "ওর প্রতি যখন আপনার এতখানি বিশ্বাস তখন আমার মনে হয় ও কোনও-না-কোনওভাবে টের পেয়েছে যে, শত্রুরা জিনিসটা না পেলে আজকালের মধ্যেই হয়তো খুন করবে আপনাদের দু'জনকে। তাই ও জিনিসটা এমন কোথাও রাখতে গেছে যেখানে আপনারা না থাকলেও শত্রুর হাতে কখনও পড়বে না ওটা।"

"তাই যদি হয় তা হলে সে-কথা আমাকে বলতে কী হয়েছিল? তোমাদেরকেও বলতে পারত। আমি নিজে হাতে জিনিসটা তুলে দিতাম তোমাদের হাতে।"

বাবলু বলল, "দেখুন, কী হয়েছে না হয়েছে ব্যাপারটা, তা খুবই রহস্যময়। এ সবই আমাদের অনুমান মাত্র। বাইরের দরজাটা যদি খোলা থাকত তা হলে কিন্তু ব্যাপারটাকে আমরা অন্যরকম বলে মনে করতাম। ধরেই নিতাম শত্রুপক্ষের লোকেরা ভয় দেখিয়ে জিনিসটা হস্তগত করে ওকে সুদ্ধু নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি।"

"ওই দুষ্কৃতীরা তা হলে ভেতরে ঢুকল কী করে?"

"দু'রকম উপায়ে। হয় আগাগোড়াই ওরা ছাদের রাস্তাটা পছন্দ করেছে অথবা আমরা এখানে আসারও অনেক আগে থেকেই ওরা কোনওরকম ভাবে দরজা খোলা পেয়ে সিঁড়ির নীচে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে বসে ছিল।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন কী যেন ভেবে এদিক-ওদিক করতে করতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপর দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বলল, "শেষেরটাই ঠিক। তার কারণ রান্নাঘরে সকলের জন্য প্লেটভর্তি খাবারদাবার রয়েছে দেখছি। অর্থাৎ বাহাদুর আমাদের চা খাইয়ে পরে কোনও একসময় কাউকে কিছু না জানিয়ে খাবার আনতে চলে গিয়েছিল। দুষ্কৃতীরা সেই ফাঁকেই ভেতরে ঢোকে। বাহাদুর সম্ভবত ফিরে এসে সেটা টের পায়। তখনই সে চুপি চুপি জিনিসটাকে গুপ্তস্থান থেকে বের করে সরিয়ে রাখতে গেছে অন্য কোথাও। যাওয়ার সময় দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে যাওয়ার ফলে ওরা আর উপায়ান্তর না দেখে বিপদ বুঝে ছাদ টপকেই পালিয়ে যায়।"

বাবলু বলল, "সব অঙ্ক সহজে মেলে না, বুঝলি? বাহাদুর কখনও শত্রুপক্ষের অবস্থিতি টের পেয়ে অমন কাঁচা কাজ করে? বাহাদুরের অন্তর্ধান এবং বন্ধ দরজার রহস্যের জট অন্যভাবে খুলতে হবে। ওর নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে। তা না হলে ও এখনও ফিরল না কেন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পরে কেউ কোনও যুক্তিই দেখাতে পারল না আর।

রাজারামবাবুও রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর কোনওরকম কথাবার্তা না বলে পাশের ঘরের তালা খুলে সকলকে নিয়ে ভেতরে আলো জ্বাললেন। এই ঘরটির মেঝে সমতলের চেয়ে একটু নিচুতে। দু'-তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে তবেই নীচে নামতে হয়। সেখানে আবার লোহার গ্রিলের গেটের বাধা। রাজারামবাবু

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর এগোতে না দিয়ে দরজার বাক্সের লাগোয়া একটি সুইচ টিপে তারপর গ্রিল দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ও সবাইকে ঢুকতে বললেন।

ভেতরে ঢুকেই অভিভূত হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। মূর্তির পর মূর্তিতে যেন একটা মূর্তি-মহল্লা। দামি কার্পেটের ওপর বহু যত্নে সাজিয়ে রাখা সেইসব মূর্তির ভাস্কর্য দেখলে সত্যিই বিস্ময় জাগে। অধিকাংশ মূর্তিই কষ্টিপাথরের। এর মধ্যে দুর্লভ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটির কোনও তুলনা নেই। কোটি টাকাতেও বোধহয় এর মূল্য নির্ধারণ হয় না। প্রায় শতাধিক দুর্লভ মূর্তি আছে এই ঘরের ভেতর।

রাজারামবাবু বললেন, "কেমন দেখলে আমার সংগ্রহশালা?"

বাবলু বলল, "চমৎকার।"

"তোমরাই বলো, এইসব জিনিস কি হাতছাড়া করা যায়?"

"না, যায় না। এবার আমরা সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো একবার চোখে দেখতে চাই।"

"দেখাব। সবই দেখাব তোমাদের।" বলে ঘরের শেষপ্রান্তেব একটি মূর্তিকে সরিয়ে তার নীচের অংশের একটি মোজেইক টালি উঠিয়ে আবার একটি সুইচ অফ করলেন। তারপর সেখান থেকে ভেলভেট কাপড়ে মোড়া মুদ্রাগুলি বের করে ওদের হাতে দিয়ে বললেন, "দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো এগুলো। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার মুদ্রা। দেবী আম্রপালির হাতে রাজারাজড়ারা তাঁদের যেসব অমূল্য ধন উজাড় করে দিতেন তার সবই তিনি তুচ্ছ জ্ঞানে পুঁতে রাখতেন মাটিতে। কিছু বিলিয়েও দিতেন গরিব-দুঃখীদের। পরে তো সবকিছুই দান করেছিলেন বৌদ্ধসংঘকে। এগুলো তারই নমুনা মাত্র।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্বর্ণমুদ্রাগুলো থেকে একদম চোখ ফেরাতে পারল না।

রাজারামবাবু বললে, "শোনো, এগুলোয় আর আমার প্রয়োজন নেই। কেন না আমি বুঝতে পারছি আমার দিন এবারে শেষ। এখন আমার কাছে মাত্র দশটি মুদ্রা আছে। এর থেকে তোমরা পাঁচজনে পাঁচটি নাও। আর বাকি পাঁচটা তোমরা কখনও সাহেবগঞ্জে গেলে পৌঁছে দিয়ো আমার মেয়ের হাতে। আমার স্মৃতিগুলো ওকে সযত্নে রেখে দিতে বোলো।"

বাবলু বলল, "আপনি কি সত্যিই এগুলো বিশ্বাস করে আমাদের হাতে তুলে দেবেন?"

"নিশ্চয়ই। না হলে তো চোরেদের হাতে পড়বে। তোমরা এগুলো নিয়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না, এগুলো তোমাদের কাছে স্মারক হিসেবেই থাকবে। অতএব এগুলো রাখার একমাত্র একমাত্র যোগ্য অধিকারী তোমরাই।"

বাবলু বলল, "আপনার এখানে এসে আজ আমরা যা পেলাম তা আমাদের জীবনে অনেক অনেক প্রাপ্তির চেয়েও বড় প্রাপ্তি। এ ধন যে আমরা রাখব কোথায় তা আমরাই ভেবে পাচ্ছি না। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা একটাই কথা বলি, এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনি যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা যথার্থই। তবে এর পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারত। কেন না যদি কোনওরকমে দুষ্কৃতীরা সন্ধান পেয়ে ওগুলো চুরি করতে আসত তখন তাদের অবস্থা কী হত তা নিশ্চয়ই জানেন? পাপের বেতন তারা হাতেনাতেই পেত এটা ঠিক। কিন্তু আপনি তখন কী করতেন? অত ডেডবডি কোথায় পাচার করতেন আপনি? যাই হোক, আমরা সব যখন দেখেশুনে বুঝে গেলাম তখন আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনাকে বিপন্মুক্ত করার। বাহাদুরের অন্তর্ধান রহস্য দিয়েই শুরু হবে আমাদের তদন্তের কাজ। পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রাও আপনার মেয়ের হাতে ঠিকই পৌঁছবে। আর—।"

বাবলুকে ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজারামবাবু বললেন, "তবে একটা কথা। আমার স্ত্রী যেন কোনওভাবেই টের না পায় ওই মুদ্রাগুলোর ব্যাপারে। কেন না ও জানতে পারলে ওগুলো ওকে নিতে তো দেবেই না, হয়তো বা ছুড়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে। আসলে একমাত্র নিজের এবং মেয়ের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনও কিছুই ওর কাছে মূল্যবান নয়।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় আপনি বোধহয় ভুল মূল্যায়ন করছেন ওঁর ব্যাপারে। আসলে উনি একজন শিক্ষয়িত্রী এবং একটি কন্যার জননী। আপনার শিল্পবোধকে উনি স্বাগত জানাতে পারেন কিন্তু অবৈধ উপায়ে এই সব সংগ্রহকে উনি সমর্থন করতে পারেন না। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন না, এখন এই সব কিছু যদি আপনি সরকারের ঘরে জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে যান তা হলে কি সরকার আপনাকে বাহবা দেবে, না পুরস্কৃত করবে? কোনওটাই করবে না। প্রথমেই আপনি অ্যারেস্ট হবেন। তারপরে জেল জরিমানা দুটোই হবে।"

রাজারামবাবু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তা হলে এখন তোমরা আমাকে কী করতে বলো?"

"সেটা অবশ্য ভেবে দেখার বিষয়। যেভাবেই হোক একটা উপায় বের করতে হবে।"

বাইরের দরজার কাছ থেকে তখন হঠাৎই পঞ্চুর একটানা 'ভৌ ভৌ' ডাক শোনা গেল।

রাজারামবাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে ওদের সকলকে নিয়ে সংগ্রহশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বাইরে দরজার কাছে গিয়েই দেখলেন পাড়ারই কয়েকজন যুবক দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বাবলু ওদেরই একজনকে বলল, "কী ব্যাপার শোঁটেদা, আপনি?"

"তোদের বাগানের কাছে এইমাত্র একটা ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। তাই খবরটা তোদের জানিয়ে দিলাম।"

রাজারামবাবু বললেন, "কোনও সন্দেহ নেই ওই ডেডবডিটা বাহাদুরের। ওকে মেরে ওরা আমাকে জানাতে চায় যে এবার আমার পালা।" বলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে বললেন, "এখন তোমরা কী করবে করো। আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।"

বাবলু বলল, "আপনি একটু সাবধানে থাকুন। আজ আর ঘর থেকে বেরোবেন না। আমরা দেখছি ব্যাপারটা কী।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত পদক্ষেপে ওদের বাগানের দিকে এগিয়ে চলল। গিয়ে দেখল বাগানের প্রবেশপথের মুখেই একজন লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মাথায় জোরালো একটা কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু লোকটি ওদের সম্পূর্ণ অচেনা। কারা কী কারণে তাকে হত্যা করল, তা বোঝা মুশকিল। তবে সুখের কথা একটাই যে, মৃতদেহটি বাহাদুরের নয়। ওরা আর একটুও বিলম্ব না করে একজনদের বাড়ি থেকে থানায় ফোন করে যে যার বাড়ি ফিরে এল। সে রাতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এতই ক্লান্ত ছিল যে, এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ আর কোনওরকমভাবেই মাথা ঘামাল না। এমনকী, পঞ্চুও কেমন যেন বোবা হয়ে রইল।

পরদিন মর্নিংওয়াকে বেরোল না কেউ। বাবলুও অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোল। নিদ্রাভঙ্গে পাছে ছেলের শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাই মা-ও ডাকলেন না ছেলেকে।

বাবলু ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ সেবে যখন খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখেছে ঠিক তখনই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে হাজির। গতকালের ঘটনার একটা সমাধানসূত্র বের কবাই যে আসল উদ্দেশ্য তা বোঝাই যাচ্ছে। সকলেরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর।

মা একবার ঘরে এসে ওদের মুখগুলো দেখলেন। তারপর কিছু সময়ের মধ্যেই জলখাবাব তৈরি করে নিয়ে এলেন সকলের জন্য। সেইসঙ্গে গরম চা।

বাবলু বলল, "পঞ্চু কোথায়?"

"জানি না। ও তো ভোরেই বেরিয়েছে।"

বলার একটু পরেই পঞ্চু ছুটে ঘরে এসে ঘন ঘন লেজ নেড়ে ওর উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগল।

বাবলু কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে রে পঞ্চু?"

পঞ্চু ভীষণ ছটফট করতে করতে সাড়া দিল, "ভু-ভু-ভুক। ভো-উ-উ-উ—।"

বিলু বলল, "গোলমেলে ব্যাপার কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। না হলে তো পঞ্চু এরকম করবে না!"

খাওয়া মাথায় উঠল সকলের। একটু কিছু মুখে দিয়ে চাযেব কাপে দু'-একটা চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল ওরা।

মা পঞ্চুর জন্য হালুয়া এনেছিলেন এক প্লেট। পঞ্চু সেটা শুঁকে দেখল একবার। তারপর নিয়মরক্ষার জন্য একটু খেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে ছুটল।

বাবলুও বিপদের সম্ভাবনা বুঝে বাইবে যাওয়ার আগে পিস্তলটাকে সঙ্গে নিতে ভুলল না।

বাগানে পৌঁছেই দেখল এক নেপালি কিশোবী মিলিটারি কায়দায় ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে পায়চারি করছে। জিনসের প্যান্ট-শার্ট আর মাথায় নেপালি টুপি পরা মেয়েটিকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই থমকে দাঁড়াল মেয়েটি।

বাবলু বলল, "তুমি?"

মেয়েটি ওর সুন্দর গোলালো মুখে একটা থমথমে ভাব রেখেই বলল, "আমি রিয়াং দাওয়া লামু। নেপালি, কিন্তু টিবেটিয়ান। আমাদের আদি বাড়ি ছিল লাসার কাছে গ্যাংচিতে। আমার জন্মস্থান লুম্বিনি। যাই হোক, তোমাদের পরিচিত বীরবাহাদুর আমার বন্ধু। আমার বাবা রঘুনাথ লামু ভারত সরকারের গোর্খা রেজিমেন্টের একজন সৈনিক। কারগিলেও তিনি যুদ্ধ করেছেন। আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কখন থেকে হানটান করছি। তোমাদের এই কুকুরটা প্রথমে আমাকে একটু ভয় দেখালেও পরে কিন্তু খুব ভাল ব্যবহার

করেছে। শুনেছি তোমরা রোজ সকালে একবার করে এখানে আসো, তা আজ এত দেরি করলে কেন?"

বাবলু বলল, "হয়ে গেল। তবে কিনা এই বাগানে সকালের দিকে সবসময় না এলেও বিকেলে আমরা নিয়মিত আসি।" বলে সবাইকে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়ির চাতালেই গোল হয়ে বসল।

গতকালের চেয়ে ঠান্ডাটা আজ কম থাকায় সবাই সাধারণ পোশাকেই ছিল। তবে কিনা বাগানের মাটিতে ভিজে ভাবটা থাকার জন্য ঘাসের গালিচার বদলে ভাঙা বাড়ির চাতালটাই উপযুক্ত মনে করল সকলে।

যে যার মতো গুছিয়ে বসলে বাবলু পঞ্চুকে বলল, "আমরা আমাদের আলোচনাটা সেরে নিই। তুই তোর কাজ কর। চারদিক ঘুরে দ্যাখ কেউ কোথাও ওত পেতে আছে কিনা।"

বাবলুর নির্দেশ পঞ্চু বুঝল। তাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে টহল দিতে লাগল বাগানময়।

বাবলু এবার সরাসরি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা লামু, এবার তোমার কথা বলো। তুমি এইভাবে সকাল থেকে বাগানে পায়চারি না করে আমার বাড়িতে তো যেতে পারতে।"

"তোমার বাড়ি আমি চিনি না। এমনকী, তোমাদের নামও জানি না কারও। দেখিওনি কোনওদিন। বাহাদুরের মুখে তোমাদের একজনের নাম শুনেছি, 'বাবলু ভাই'। সে কে? তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি। এই নামেই তুমি খোঁজ করলে পারতে।"

"উপায় ছিল না। এই বাগান ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কাল সন্ধের পর থেকে ওই গাছের ডালে বসে জেগে কাটিয়েছি সারারাত।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "ফর হোয়াই?"

রিয়াং বলল, "হোয়াই-এর আগে আবার ফর কেন? শুধু হোয়াই বললেই ল্যাঠা চুকে যেত।"

বাবলু হেসে বলল, "তা যেত। তবে কি না অত ব্যাকরণ মেনে কি সবসময় ইংরেজি বলা যায়? তা ছাড়া এমন কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যা বাংলা বলতে বলতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এখন বলো তোমার এখানে রাত্রিবাসের কারণটা কী?"

রিয়াং কিছুক্ষণ মাথা নত করে বসে রইল। তারপর বলল, "আমার বান্ধবী অনুরাধার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

বাবলু বলল, "অনুরাধা কে?"

"সে কী! অনুরাধা মানে অনু। রাজারাম চৌধুরীর মেয়ে।"

"না, নেই।"

রিয়াং এবার ওর রাতজাগা রক্তাভ চোখে বাচ্চু-বিচ্ছুর দিকে তাকালে ওরাও ঘাড় নাড়ল।

বাচ্চু বলল, "হয়তো কখনও মুখোমুখি হলে দেখলে চিনতে পারব। কিন্তু আলাপ-পরিচয় নেই। তা ছাড়া ও তো শুনেছি এখানে থাকেও না। মাত্র গতকালই বাহাদুর ও রাজারামবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এদিকে কাল সন্ধের পর থেকে বাহাদুরও...।"

"জানি। খুব একটা দুঃখজনক ঘটনা হয়ে গেছে কাল।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"লালজি ভিমানির লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে। ও আদৌ বেঁচে আছে কি না জানি না। তবে কাল রাতে ওদেরই একজনকে আমি খুন করেছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্তব্ধ হয়ে গেল রিয়াংয়ের কথা শুনে। মেয়েটা বলে কী! তাজা গন্ধরাজের মতো এমন একটি ফুটফুটে মেয়ে কখনও খুন করতে পারে? না, না, এ অসম্ভব! অথচ কথাটা ও এমনভাবে বলল, যেন খুনটা কোনও ব্যাপারই নয়। ইচ্ছে করলেই কাউকে না কাউকে খুন করা যেতেই পারে।

বিচ্ছু বলল, "তুমি খুন করেছ?"

"হ্যাঁ। না করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।"

বাবলু বলল, "রিয়াং, আমার কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষের খুন হওয়া, বাহাদুরের অপহরণ, তোমার এইভাবে বাগানে নিশিযাপন, কোনওটার সঙ্গে কোনওটাই মেলাতে পারছি না আমরা।"

রিয়াং হেসে বলল, "মিলবে না।"

বাবলু একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "কিন্তু এসব কেন হল? কীভাবে হল?"

"সেই কথাগুলো বলবার জন্যই তো আমি হ্যানটান করছি। এখন আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোনো। শালিমার এক নম্বর গেট-এর কাছে একটা নেপালি বস্তিতে আমি থাকি। বাবার কথা তো আগেই বলেছি।

আমার মা আছেন। ছোট একটা ভাই আছে। সে স্কুলে পড়ে। আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। অসুখের জন্য দু'বছর ফেল না করলে এ বছরই আমি মাধ্যমিক দিতাম। যাই হোক, চার বছর আগে একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে গিয়ে অনুরাধার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওরই সুবাদে বীরবাহাদুরের সঙ্গেও পরিচয় হয় আমার। ওর মতো ভাল ছেলে আমি দেখিনি। একবার আমার কঠিন অসুখের সময় ওর নিজের রক্ত দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেছিল ও। সেই থেকে আমি ওর সঙ্গে ভাই-বোনের একটা পবিত্র সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছি। তোমরা তো জানো, কী দারুণ একটা মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব ওর ওপর আছে। আমিও জানি। আর ওই জিনিসটির জন্যই অনুদের পরিবারের মধ্যে কী দারুণ অশান্তি। অশান্তির কারণেই অনু এবং ওর মা এখন সাহেবগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা।"

বাবলু বলল, "এ কথাটা অবশ্য রাজারামবাবু নিজেই বলেছেন আমাদের।"

রিয়াং আবার বলতে শুরু করল "সাহেবগঞ্জ জায়গাটা সত্যিই ভাল। তোমরা যদি কখনও যাও তা হলে খুবই ভাল লাগবে তোমাদের।"

"কী করে জানলে? আমাদের ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণা আছে?"

রিয়াং একটু রাগতস্বরে বলল, "না নেই। তবে কিনা স্বাভাবিক ধারণা নিয়েই বলছি, যারা অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাদের কাছে সাহেবগঞ্জের পাহাড়ি এলাকা ভাল লাগাই উচিত। তারপরে শোনো, অনুরা চলে যাওয়ার পরও ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয়নি। এখনও নিয়মিতভাবে চিঠিতে যোগাযোগ রাখি। মাঝেমধ্যে সময় পেলে চলেও যাই ওদের ওখানে। একবার তো সাহেবগঞ্জ থেকে বড় লঞ্চে চেপে মনিহারিতে ওদের গ্রামেও গেলাম।"

বিলু বলল, "সাহেবগঞ্জ! না সকরিকলিঘাট থেকে?"

"সকরিকলিঘাট বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা সাহেবগঞ্জ থেকেই গেছি। শুধু ওদের গ্রামে নয়, কাটিহার পর্যন্ত গিয়েছিলাম।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এবার এক এক করে বলল, "তবে তো আমাদেরকেও একবার ওই পথে যেতে হবে।"

"বললাম তো, যেয়ো। খুব ভাল লাগবে। তা যাক, যে কথা বলছিলাম। মাত্র দিন পনেরো আগে আমি একবার ভাগলপুর গিয়েছিলাম চম্পানগরে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ফেরবার সময় সাহেবগঞ্জে নেমে অনুর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। ওদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে অনুর সঙ্গে আমার গোপন আলোচনা ইত্যাদি হয়। আমরা দু'জনে সাইকেলে ডাবল ক্যারি করে চলে যাই করম পাহাড়ের কোলে একটি ঝরনার ধারে। সেইখানে নির্জনে বসে দুই বান্ধবীতে মনের মধ্যে জমানো অনেক কথাবার্তা বলি। আমার মুখ থেকেই অনু ওর বাবার খবরাখবর পায়। এইবার কিন্তু ওই ঝরনাধারার পাশে বসে ও আর আমি ওদের বাড়ির ব্যাপারে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিলাম।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"সম্প্রতি ভিক্ষু মণিভদ্র নামে এক বুদ্ধিস্ট লামার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ হয়। এই লামা তিব্বত থেকে এ দেশে এসেছেন বুদ্ধগয়ায় ভগবান তথাগতের সিদ্ধিলাভের সেই বোধিবৃক্ষ দর্শন করতে।"

"মণিভদ্রর দর্শন তোমার বান্ধবী পেল কী করে?"

"ওরা কয়েকজন মিলে সম্প্রতি বুদ্ধগয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানেই দর্শন পায় ওঁর।"

"কিন্তু আমরা তো জানি ওর মা ওকে খুবই কড়া নজরে রাখেন, কারও সঙ্গে মিশতে দেন না। তার পরেও এটা কীভাবে সম্ভব হল?"

"দৈবের নির্বন্ধ বলতে পারো। আসলে অন্য কিছু নয়, ওর মা সবসময় আতঙ্কে থাকেন এই বুঝি কেউ ওঁর মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। লালজি ভিমানির অশুভ প্রভাবটা ওদের পরিবারকে ভয়ে ভয়ে রেখেছে। না হলে মাসিমার মতো ভালমানুষ কিন্তু হয় না। সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ উনি। তা যাক, অনু আমাকে বলল, ওর খুব ইচ্ছে, ওই দুর্লভ জিনিসটি মণিভদ্রর হাত দিয়েই তিব্বতে পাঠিয়ে দেয়। উনি বুদ্ধপূর্ণিমা পর্যন্ত এখানে আছেন। তারপর নেপাল ঘুরে চলে যাবেন। এই ব্যাপারে মণিভদ্রর সঙ্গে কথাও হয়েছে ওর।"

"এই মণিভদ্র লালজি বা অন্য কারও সাজানো কেউ নন তো?"

"না, না, সেরকম কোনও ব্যাপার নয়। এই ব্যাপারে অনু অত্যন্ত সতর্ক মেয়ে। সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।"

"শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।"

"তা মণিভদ্র অনুর কথা শুনে প্রথমে তো চরম বিস্ময় প্রকাশ করলেন। পরে ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ওই দুর্লভ সম্পত্তি ফিরে পেলে সরকারিভাবেও প্রাপ্তিস্বীকার করে ওদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হবে। শুধু তাই নয়, ওদের আরাধ্যা তারাদেবীর আশীর্বাদও ঘরে বসেই পেয়ে যাবে ওরা।' যাই হোক, এই মর্মে ও আমার হাত দিয়ে একটা চিঠিও পাঠায় বাহাদুরকে। যদিও তার কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

"চিঠিতে কী লেখা ছিল?"

"চিঠিতে লেখা ছিল, বাহাদুর! পত্রপাঠ তুমি ওই দুর্লভ ধর্মচক্রটি রিয়াং-এর হাতে তুলে দাও। দেখো, কোনওরকমেই বাবা যেন জানতে না পারেন। লালজি রিয়াংকে সন্দেহ করবে না। তবে কিনা ও যখন ওই জিনিসটি নিয়ে এখানে আসবে তখন পারলে তুমিও ওর সঙ্গে এসো। আমি জানি বাবাকে ছেড়ে তোমার এখানে আসার অসুবিধে অনেক, তবুও রিয়াংই কৌশলে বাবার অনুমতি আদায় করে তোমাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। আমার ধারণা, এই জিনিসটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারলেই আমাদের পরিবারের শান্তি ফিরে আসবে। ভিক্ষু মণিভদ্র এখন বুদ্ধগয়ার তিব্বতি ধর্মশালায় অবস্থান করছেন। ওঁর মাধ্যমেই জিনিসটা আমি সেই পবিত্র গুম্ফায় ফেরত পাঠাতে চাই।"

বাবলু বলল, "কই, চিঠিটা দেখি?"

"ওটা তো বাহাদুরের কাছেই আছে।"

"সর্বনাশ। বাহাদুর তো এখন লালজির হেফাজতে। তার মানে চিঠির ব্যাপারটা ওদের জানাজানি হয়ে গেছে। এখন তোমার ওপর, এমনকী, ভিক্ষু মণিভদ্রর ওপরও নজর পড়ে যাবে ওদের।"

রিয়াং-এর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার। ও কোনও কথাই বলতে পারল না আর।

বাবলু বলল, "চিঠিটা ওকে কবে দিয়েছ?"

"গত সপ্তাহে। আগামীকাল আমাদের যাওয়ার দিন ছিল। সেই মর্মে জামালপুর এক্সপ্রেসে দুটো টিকিটও কাটা ছিল স্লিপার ক্লাসের।"

বিলু বলল, "ও যে তোমার সঙ্গে যাবে এটা রাজারামবাবু জানতেন?"

"জানতেন। ওঁর কাছ থেকে আমিই অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আমার এক নিকট আত্মীয়ের খুব অসুখ, তাকে দেখতে যাচ্ছি। আপনি কি বাহাদুরকে আমার সঙ্গে পাঠাবেন? মাত্র দু'-একদিনের জন্য। না হলে আমাকে একা যেতে হবে।' শুনেই এককথায় রাজি হয়ে গেলেন উনি। এমনকী, এও বললেন, পারলে সাহেবগঞ্জে নেমে ওদের একটু খোঁজখবরও নিয়ে আসতে।"

বাবলু বলল, "কাজটা তো বেশ পরিকল্পিতভাবেই এগোচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে এমন কী ঘটল যার জন্য জিনিসটা কালই সরিয়ে ফেলার দরকার হল?"

রিয়াং একটু থেমে দম নিয়ে বলল, "পরশু রাতের ওই আততায়ীরাই আমাদের সব কিছু ওলট-পালট করে দিল। কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা করার পর বাহাদুর আমার ওখানেও গিয়েছিল। ওর মুখে সব শুনে আমিই ওকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। জিনিসটা আর ওখানে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার হাতে তুলে দিতে। তার কারণ, আমি বুঝেই গিয়েছিলাম, ব্যাপারটা যখন তোমাদের নজরে এসেছে বলে শত্রুপক্ষের লোকেরা জানতে পেরেছে, তখন ওরা আর সময় দেবে না। যে কোনও মুহূর্তে অতর্কিতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাহাদুর বোকার মতো যেভাবে লালজিকে শাসিয়েছে তাতে ও-ই হবে এখন ওদের প্রধান টার্গেট। তা যাক, বাহাদুর আমার আশঙ্কার কথা ভেবে জিনিসটা আমাকে দিতে রাজি হল। এমনকী, এও বলল, ঘটনার গতি এখন যেদিকে মোড় নিয়েছে তাতে এই মুহূর্তে ওর পক্ষে এই বাড়ি ছেড়ে, বাবুকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব জিনিসটা নিয়ে আমাকেই সাহেবগঞ্জে চলে যেতে বলল। আর বিকেল থেকে সন্ধের মধ্যে আমাকে অপেক্ষা করতে বলল তোমাদের এই বাগানে।"

বিলু বলল, "এত জায়গা থাকতে আমাদের এই বাগানে তোমাকে আসতে বলল কেন?"

"ওর ধারণা ছিল অন্য যে কোনও জায়গার চেয়ে এই জায়গাটা খুবই নিরাপদ। কেন না, তোমাদের ভয়ে সচরাচর চোর-ডাকাতরা এখানে আসে না। তার ওপর জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। নির্ভয়ে অনেক গোপন পরামর্শ করা যায়। তার চেয়েও বড় কথা, ওই সময়টায় তোমরা তো প্রায়ই এই বাগানে আসো, তাই।"

"রোজই আসি প্রায়। তবে গতকাল আমরা আসতাম না। তার কারণ আমরা তো ও বাড়ির ঝামেলায় ওদের ওখানেই ছিলাম কাল।"

বাচ্চু বলল, "সবই ঠিক আছে। তবে কিনা জিনিসটা যে হস্তান্তর করা হবে এই কথাটা ও যদি বুদ্ধি করে একবারও আমাদের বলত...।"

"সময়টা পেল কখন? কাল সকালে তোমাদের ওখান থেকে আমার কাছে আসবার পরই তো ওটাকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই। তোমরা যখন বিকেলে ও বাড়িতে যাও, ওই ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবার কোনওরকম সুযোগও ছিল না তখন। জিনিসটা আমার হাতে তুলে দেওয়ার পরে তোমাদের ও নিশ্চয়ই জানাত। হয়তো বাহাদুরের অসুবিধার কারণে তোমাদেরকে যেতে অনুরোধ করত আমার সঙ্গে।"

বাবলু সব শুনে একটু চুপ করে থেকে বলল, "ঘটনার এই অংশটুকু খুব একটা পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। তার কারণ, আমরা ও বাড়িতে যাওয়ার পর ও আমাদের দরজা খুলে দেয়। হেসে কথা বলে আমরা ওপরে যাই। ও আমাদের চা করে খাওয়ায়। এমনকী, আমাদের জন্য ডিশভর্তি জলখাবারেরও ব্যবস্থা করে রাখে। তারপরই এমন কী হল যে, ও একেবারে উধাও হয়ে গেল? সেরকম কোনও বিপদের কারণ ঘটলে ও একবার চেঁচিয়ে ডাকতেও তো পারত আমাদের?"

"তা হলেই বুঝতে পারছ, ব্যাপারটা নিয়ে ও তোমাদেব সঙ্গে আলোচনা করবার কোনওরকম সুযোগই পায়নি। ইতিমধ্যে আমার একজন প্রতিনিধি গিয়ে ওখানে হাজির হতেই তোমাদের অজান্তে যা হওয়ার তা হয়ে যায়।"

"তোমার একজন প্রতিনিধি মানে? কে সে?"

"আমারই এক দূর সম্পর্কের ভাই রাজু। সমবয়সি। অসমসাহসী এই ছেলেটি ক্যারাটের প্যাঁচে অত্যন্ত বলবান লোককেও নিমেষে ধরাশায়ী করতে ওস্তাদ। শুধু তাই নয়, একটু-আধটু ঢিসুম-ঢুসুমও জানে ও। তাই আমি বাহাদুরের বদলে ওকে নিয়েই সাহেবগঞ্জে যাব ঠিক করেছিলাম। এমন একটি মূল্যবান জিনিস নিয়ে পথে বের হলে, বিশেষ করে রেলযাত্রায় একজন অন্তত বডিগার্ড থাকা উচিত। তাই ওর কথাই সর্বাগ্রে আমার মনে হয়েছিল। তা ছাড়া রাজুর একটি ভাল দিকও আছে। সেটি হল ট্রেন চলতে শুরু করলে আমি যেমন বার্থে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি, ও তা পারে না। আসলে ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমই হয় না ওর। তাই রাত জেগে আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য ওকেই আমার উপযুক্ত মনে করেছিলাম। যাই হোক, ও আমাকে এই বাগানে বসিয়ে রেখে বাহাদুরের কাছে যায় জিনিসটা নিয়ে আসবার জন্য।"

"বাহাদুর ওকে চিনত?"

"অবশ্যই। আমার আত্মীয়স্বজন, এমনকী, পরিচিতদেরও সবাইকেই ও চিনত। তা রাজুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল জিনিসটা হাতে এলে আমরা সেটাকে নিয়ে বাড়ি যাব না। এই বাগানেই কোনও একটি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে রাত জেগে পাহারা দেব, প্রয়োজনে তোমাদের সাহায্য নেব।"

ভোম্বল বলল, "হঠাৎ এইরকম সিদ্ধান্ত নিলে কেন তোমরা? রাজুর সম্বন্ধে যেরকম তুমি বললে তাতে তো মনে হচ্ছে, অতর্কিতে যে কোনও আক্রমণের মোকাবিলা করা ওর পক্ষে কঠিন কোনও ব্যাপারই নয়। তা সে ক্ষেত্রে ওটাকে বাড়ি না নিয়ে গিয়ে আমাদের বাগানে রাখবার পরিকল্পনা কেন হল?"

"তার একমাত্র কারণ, জিনিসটা যতই পবিত্র হোক, আগাগোড়াই ও কিন্তু একটা বিপদ ডেকে আনছে। তাই ওই জিনিস নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি যাওয়ার পথেই দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোনও অঘটন ঘটে তখন অনুদের কাছে আমার আর মুখ দেখানোর কোনও উপায় থাকবে না। তার চেয়েও বড় কথা, শালিমারে আমাদের বস্তির পরিবেশ মোটেই ভাল নয়।"

বাবলু বলল, "একটি পরিবারের হিতকামনায় তোমাদের এই আগ্রহ বা উৎসাহ দেখে আমরা অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। তবুও এক-আধটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।"

"কীরকম?"

"এই যে কাল রাতে তুমি বাড়ি ফিরলে না, এর জন্য তোমার মা কিছু বলবেন না তোমাকে?"

"না। তার কারণ, মা জানেন ব্যাপারটা। বাড়িতে আমি বলেই এসেছি, কোনও কারণে রাতে যদি বাড়ি ফিরতে না পারি তা হলে মা যেন চিন্তা না করেন।"

বাবলু একদৃষ্টে রিয়াং-এর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, "এইবার বলো, তারপরে কী হল? তোমার সেই দূর সম্পর্কের ভাই রাজু এখন কোথায়? ওই দুর্লভ ধর্মচক্রই বা এখন কার কাছে? আর যে লোকটি কাল খুন হল, তাকে তুমি খুনই বা করলে কীভাবে?"

রিয়াং বেশ শান্ত গলায় বলতে শুরু করল, "আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে রাজু তো বাহাদুরের ওখানে গেল। ইতিমধ্যে জিনিসটা লুকিয়ে রাখার জন্য বড় একটি গাছের কোটর আমরা ঠিক করেই রেখেছিলাম। তা

রাজু যখন বাহাদুরের ওখানে গেল তখন সন্ধে হয় হয়। তোমরা ওপরের ঘরে মেসোমশাই মানে অনুর বাবার সঙ্গে কথা বলছিলে। রাজুকে দেখেই বাহাদুর সব কাজ ফেলে ওই জিনিসটি গুপ্তস্থান থেকে বের করে আনল। তারপর ধর্মচক্রের আধার সেই পবিত্র পেটিকাটি পলিপ্যাকে মুড়ে ওর হাতে দিতেই রাজু বলল, 'আমি নয়, তুমি নিজে হাতে জিনিসটা তুলে দেবে চলো বিয়াং-এর হাতে। গোয়েন্দা বাগানেই সে এখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' বলেই চাপা গলায় বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি। কেন না আমি যেন কীরকম হঠাৎ বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমরা দু'জন ছাড়াও এখানে অন্য কেউ আছে। আমি তোমাকে গার্ড করছি। তুমি জিনিসটা নিয়ে চুপি চুপি ঘরের বাইরে যাও। তারপর...।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখল কুৎসিত চেহারার দু'জন এসে পথরোধ করে দাঁড়াল ওদের। অভ্যস্ত রাজু অদ্ভুত কায়দায় দু'জনকেই কাত করে বাহাদুরকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ডোর-বোল্টটা টেনে দিয়েই বাগানের দিকে ছুটল।"

বাবলু বলল, "এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ কেউ কিছু টেরই পেলাম না আমরা!"

ভোম্বল উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওদের উচিত ছিল বাইরে বেরিয়েই হাঁকডাক করে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া।"

রিয়াং বলল, "উঃ। তোমরা শুধু তোমাদের কথাই ভাবছ। ওদের তখনকার মনের অবস্থাটা একবারও চিন্তা করছ না। তা ছাড়া এটা তোমরা কেন বুঝতে পারছ না ওইসব যা কিছু হচ্ছিল তখন সবই তো গোপনে। বাবুকে না জানিয়েই তো বাহাদুরকে ঝুঁকি নিয়ে করতে হচ্ছিল সব। উনি জানতে পারলে ওর অবস্থাটা কী হত তা একবার ভেবে দেখেছ? মেসোমশাই কখনও ও জিনিস হাতছাড়া করতেন না। বাহাদুরের ওপরও যথেষ্ট রেগে যেতেন। তবে কিনা অনুর চিঠিটা দেখলে ওকে ভুল বুঝতেন না উনি।"

বাবলু বলল, "তারপর বলো।"

রিয়াং বলল, "তারপর আর কী?"

"তারপরই তো সব।"

"আমি তখন বাগানে টানটান উত্তেজনা নিয়ে পায়চারি করছি। এমন সময় ছুটতে ছুটতে ওরা এল। বাহাদুর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমি ওর ভয় দেখে আতঙ্কিত হলাম। বললাম, 'কী হল বাহাদুর, এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?' বাহাদুর বলল, 'সব জানাজানি হয়ে গেল। কোনওকিছুই আর গোপন রইল না। এর পরে বাবু কি আর আমাকে বিশ্বাস করবেন?' আমি বললাম, 'কেন? বলোই না কী হল?' ওর হয়ে রাজুই তখন সব কথা খুলে বলল। আমি বললাম, 'কিন্তু ওই দুষ্কৃতী দু'জন ওইসময়েই ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?' ভয়জড়ানো গলায় বাহাদুর বলল, 'মুহূর্তের ভুলে। আমি সকলের জন্য জলখাবার নিয়ে আসার পর রাজু আসবে এই আশায় দরজাটা খোলাই রেখেছিলাম। ওরা সেই সুযোগেই ঢুকে পড়েছে। তারপরে রাজু এল। জিনিসটা ওর হাতে দিলাম। আড়ালে থেকে সবই দেখেছে ওরা। পরের ব্যাপার তো শুনলে।' বাহাদুরের বক্তব্য শোনার পর ওকে অভয় দিয়ে বললাম, 'এতেই ভেঙে পোড়ো না বাহাদুর। হার্টটাকে শক্ত রাখো। এর জন্য কেন এত ভয় পাচ্ছ তুমি? ও জিনিস যে তোমার হাত দিয়েই পাচার হয়েছে তা কে বলতে পারে? লালজির পাঠানো গুন্ডারাই যে ও কাজ করেনি তারই বা প্রমাণ কী?' বাহাদুর বলল, 'সে জিনিস এমনভাবে এমন জায়গায় লুকনো ছিল যাতে না জেনে কেউ সেখানে হাত দিলেই মরতে হত তাকে। এমন কিছু বিদ্যুৎবাহী তার এলোমেলোভাবে রাখা ছিল সেখানে, যাতে...।' আমি বললাম, 'ও কিছু না। ওইসব কাজ যারা করে তারা অন্যের চেয়েও অনেক বেশি চালাক। ওরা যদি কোনওভাবে টের পেত ওখানে ও জিনিস আছে তা হলে কায়দা করে ঠিকই বের করে নিত। তা একান্তই যদি গোলমালের ব্যাপার কিছু হয় তখন বলবে ওদের বাধা দিতে না পেরে জীবন বিপন্ন করেও তুমি পালাতে বাধ্য হয়েছিলে।' বাহাদুর ভয়ে ভয়ে বলল, 'কিন্তু বাবু যখন জিজ্ঞেস করবেন ওইরকম অবস্থায় তুমি আমাদের না ডেকে পালাতে গেলে কেন, তখন কী বলব? তা ছাড়া জিনিসটাই বা কোথায়?' আমি বললাম, 'বুদ্ধি খাটিয়ে যা হয় একটা কিছু বলে দিয়ো। একান্তই যদি মাথায় কিছু না আসে তা হলে বলবে, ওটা খোয়া গেছে।' বাহাদুর তখন সেই অমূল্যনিধি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি তা হলে খুব যত্ন করে এটিকে নিয়ে যেয়ো। আমি এখন আসি, কেমন?' এই বলে যেই না ও যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে...।"

বাবলু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "অমনই কী?"

"চার-পাঁচজন ভয়ংকর চেহারার লোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ওদের দেখে আমরা দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, ওদের শক্তির কাছে আমরা কিছুই না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগল সব।

বিয়াং বলল, "ওদের একজনের হাতে ছিল বিভলভার, বাকিরা ছিল শুধু হাতেই। ওরা ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমরাও ভয়ে পিছু হটতে লাগলাম। বাহাদুর আমাকে আড়াল করে বলল, 'খুব সাবধান। এ-জিনিস কোনওরকমেই যেন ওদের হাতে না পড়ে।' আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললাম, 'আমার খুব ভয় করছে বাহাদুর।' 'তবে ওটা আমাকেই দাও।' বলেই আমার হাত থেকে জিনিসটা আবার ফিরিয়ে নিল সে।

ইতিমধ্যে রাজু হঠাৎ এক অদ্ভুত কায়দায় চোখের পলকে ধরাশায়ী করল রিভলভারধারী সেই লোকটাকে। ওর হাত থেকে রিভলভার কোথায় ছিটকে গেল। আর সেই সুযোগে বাহাদুরও একেবারেই বাগানের বাইরে।

ওরাও তখন মরিয়া হয়ে ছুটল বাহাদুরকে ধরবে বলে। শিকারি কুকুর যেভাবে শিকারকে ধাওয়া করে, ঠিক সেইভাবেই তাড়া করল ওরা বাহাদুরকে।

রাজু আর আমিও ছুটলাম ওকে সাহায্যের জন্য ওদের পিছু পিছু।

ছুটতে ছুটতেই রাজু বলল, 'এ-জিনিস প্রাণ থাকতে ওদের আমি নিতে দেব না। তবে একটা কথা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই বাগান ছেড়ে তুই কিন্তু কোথাও যাবি না।'

'তাই কি পারি?'

'যত রাতই হোক, ফিরে আমি আসবই। আমার জন্য তুই অপেক্ষা করবি, কেমন?'

'এই ভরসাটা আমার ওপর রাখতে পারিস।'

ছোটার ব্যাপারে আমরা খরগোশের মতোই দ্রুতগামী। তাই সহজেই ধরে ফেললাম ওদের।

রাজু ওর পায়ের কায়দায় একজনের পায়ে পা গলিয়ে দিতেই আছাড় খেয়ে পড়ল লোকটা। আমিও পেছন দিক থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসা ছোট্ট একটি রড দিয়ে একজনের ঘাড়ে মোক্ষম একটা ঘা দিতেই স্থির হয়ে গেল সে। তবে কিনা লোকটা যে সত্যি সত্যিই মরে যাবে, তা কিন্তু ভাবিনি।"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই এমন কোথাও লেগে গিয়েছিল যে।"

বাবলু বলল, "ইন্টারন্যাল হেমারেজ হয়ে থাকতে পারে। যাক। তারপরে কী হল?"

"বাকিরা ততক্ষণে বাহাদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জিনিসটা কেড়ে নেওয়ার জন্য।"

বিচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, "শেষ পর্যন্ত ওটা তা হলে ওদের হাতেই পড়ে গেল?"

বিয়াং বলল, "না। রাজুর ইঙ্গিতে বাহাদুর জিনিসটা ওর দিকে ছুড়ে দিতেই রাজু সেটা লুফে নিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। যাওয়ার সময় আর-একবার হেঁকে বলে গেল, 'বিয়াং! এটার সদ্গতি করেই আমি কিন্তু ফিরে আসছি। তুই সাবধানে থাকিস। যেখানে তোকে থাকতে বলেছি, ঠিক সেখানেই। না হলে আমি একা পড়ে যাব।' ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি হঠাৎ সেখানে এসে পড়ায় ওরা বাহাদুরকে মারতে মারতে তাতেই ওঠাল। আমি দেখলাম। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। কেন না নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি তখন উলটো মুখে ছুটেছি। ওরাও তখন পালাতে ব্যস্ত। তাই আমার দিকে কেউ এলই না। এমনকী রাস্তায় পড়ে থাকা ওদের সঙ্গীটিকেও তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল না কেউই।"

বাবলু বলল, "মৃত লোকটির কাছ থেকে অপহরণের জায়গার দূরত্ব কতটা ছিল?"

বিয়াং বলল, "তা বেশ খানিকটা।"

"তা হলে হয় ওরা তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছে, নয়তো মৃত ভেবে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি।"

"তা হলেও এটা কি একটা অমানবিকতা নয়?"

"ওদের মধ্যে ওই বোধ থাকলে কি ওরা ওইসব করে বেড়াত?"

বিয়াং বলল, "এদিকে আমার কী অবস্থা বলো তো? রাজুর আশায় সারারাত এই বনের মধ্যে মশার কামড় খেয়ে জেগে কাটালাম, অথচ ওর কোনও পাত্তাই নেই।"

ভোম্বল বলল, "নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে ওর।"

বিয়াং বলল, "ওর কী বিপদ হবে? কেউ তো ওর পিছু নেয়নি।"

"বিপদটা অন্য কারও দ্বারা অন্য কোনওভাবেও তো হতে পারে?"

বিয়াং একটু আতঙ্কিত হয়ে বলল, "তা পারে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয়, রাজুর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত।"

মুহূর্তের নীরবতা।

বিয়াং এর চোখদুটো জলে ভরে এল এবার। বলল "যা করলে ভাল হয় তাই করো তোমরা। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ভেবেও কূল পাচ্ছি না কোনও কিছুরই। এদিকে রাজু, ওদিকে বাহাদুর। কার ব্যাপারে

মাথা ঘামাব?" বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় বলল, "কী আছে ওদের কপালে তা কে জানে?"

বাবলু একটু সময় ভেবে নিয়ে একসময় বলল, "বাহাদুর এখন লালজির হেফাজতে। কিন্তু রাজুর ব্যাপারটা রহস্যময়। তোমাকে আমাদের বাগানে থাকতে বলেও কেন যে এল না ও, তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমরা এখনই তোমাকে নিয়ে ওর সন্ধানে যাব। তারপর থানায় গিয়ে ওদের দু'জনের ব্যাপারেই মিসিং ডায়েরি লিখিয়ে হানা দেব নন্দীবাগানে লালজির ডেরায়।"

থানার নাম শুনেই কেমন যেন হয়ে গেল রিয়াং। বলল, "তোমরা থানায় যাবে?"

"যেতে তো হবেই।"

"ওই লোকটার খুন হওয়ার ব্যাপারে পুলিশকে কী বলবে?"

"বলব খুনি আমাদের পরিচিতর মধ্যেই।"

রিয়াং ভয় পেয়ে গেল খুব। বলল, "আমি তোমাদের বিশ্বাস করে যা বলেছি তা যেন পুলিশকে বোলো না। তা হলে আমার জেল হয়ে যাবে। ফাঁসি হবে। আমি তো বলেইছি লোকটাকে খুন করবার কোনও মতলবই ছিল না আমার। শুধুমাত্র বাহাদুরকে রক্ষা করবার জন্যই ওদের একটু নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছিলাম। দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট।"

বাবলু ওকে আশ্বস্ত করে বলল, "ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমরা তোমাকে কখনওই বিপদে ফেলব না। তুমি যা করেছ তা ঠিকই করেছ। একজনের জীবনরক্ষার জন্য করেছ। ওইরকম ভয়ানক পরিস্থিতিতে যে কেউ তা করে থাকে। এখন আমরা আমাদের কাজ করব। পারলে তুমি একটু-আধটু সাহায্য কোরো আমাদের।"

"আমার পূর্ণ সহযোগিতা তোমরা পাবে।"

এমন সময় পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই দেখেছে পঞ্চু। না হলে তো এইভাবে চেঁচাবে না ও।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছুটল পঞ্চুর দিকে। রিয়াংও গেল সঙ্গে।

ওরা যেতেই পঞ্চু ঝোপের ভেতর থেকে কী যেন একটি মুখে করে নিয়ে এল।

বাবলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "এ তো রিভলভার।"

রিয়াং বলল, "বুঝেছি। কাল সন্ধ্যায় সেই দুষ্কৃতীদের একজনের হাতে এটা ছিল। রাজুর আক্রমণেই হাত থেকে ছিটকে যায় এটা।"

বাবলু রিভলভারটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একবার। তারপর বলল, "এটা এখনই জমা দিয়ে আসতে হবে থানায়। অমনই লালজি ভিমানিদের ব্যাপারটা নজরে আনতে হবে পুলিশের।"

রিয়াং বলল, "যা করবে আমাকে বাঁচিয়েই কোরো। যুদ্ধ করে মরতে আমি ভয় পাই না। তবে কিনা জেলে বন্দি হয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে আমি রাজি নই। ওই ব্যাপারে একটু ভীতি আছে আমার। যাই হোক, এখন একবার অতি অবশ্যই বাড়ি যেতে হবে আমাকে। না হলে...।"

"না হলে তোমার মা খুব ভাববেন, এই তো? সেইসঙ্গে রাজুর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিতে হবে।"

"ওর মা-বাবার ওই একটিই মাত্র ছেলে। ওর কিছু হলে কী যে করবেন ওঁরা...।"

"রাজুর বাড়ি কতদূর তোমার বাড়ি থেকে?"

"একটু দূর আছে। ওরা থাকে বি গার্ডেনে।"

"তা হলে আর দেরি নয়। আগে আমাদের বাড়িতে চলো। ওখানে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে যা হোক কিছু মুখে দাও। কাল রাত থেকে না খেয়েই আছ তুমি। তারপর আমরা সবাই মিলে তোমাকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমাদের স্কুটার আছে। কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।"

রিয়াং-এর মুখে হাসি ফুটল এবার। বলল, "চলো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রিয়াংকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে চলল বাড়ির দিকে। অসম্ভব রকমের একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এবারের অভিযান যে আজ থেকেই শুরু হবে তা ওরা সকলেই বুঝতে পারল। তাই বেশ ভালভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিতে লাগল সবাই ভেতরে ভেতরে। শুধু পঞ্চুই যা গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলল।

বাবলুর বাড়িতে এসে রিয়াং যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টানটান উত্তেজনা নিয়ে সারাটা রাত কাটাবার পর এমন একটা সুস্থ সুন্দর পরিবেশ পেলে কার না ভাল লাগে?

মা তো ওদের মুখে সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "কীসব আজকালকার ছেলেমেয়ে, অ্যাঁ!" তারপর রিয়াংকে বললেন, "তোর সাহস তো কম নয়। তুই যে সারাটা রাত ওই নির্জন বাগানে গাছের ওপরে উঠে বসে রইলি, তোর একটুও ভয় করল না? ধর ওই লোকগুলোই যদি রাতদুপুরে আবার ফিরে আসত?"

রিয়াং বলল, "এলেও আমার নাগাল পেত না।"

মা তখন প্রত্যেকের জন্য বেশ ভালরকম জলখাবার তৈরি করলেন। পঞ্চুর ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে বাবলুরাও আজ সকালে তেমন কিছু খেয়ে যায়নি। এখন লুচি আলুভাজা সন্দেশ আর ছানার পায়েস খেতে দিলেন সকলকে। সবাই খেয়ে তৃপ্ত হলে চা এল।

রিয়াং চা খায় না। তবে কিনা ছানার পায়েসটা ওর খুব ভাল লাগায় একটু বেশি পরিমাণেই খেল ও।

এইবার শুরু হল যাওয়ার প্রস্তুতি। যাওয়ার আগে বাবলু উদ্ধার হওয়া রিভলভারটা পঞ্চুকে দেখিয়ে বাগানের দিকে যাওয়ার ইশারা করতেই পঞ্চু বুঝে গেল তার কাজটা কী। কর্তব্যকর্মে ও একটুও দেরি করল না।

বিলু বলল, "ও কি যাবে না এখন আমাদের সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "না। এই মুহূর্তে ওর যাওয়ার কোনও দরকার নেই। ওই চুরি-যাওয়া রিভলভার উদ্ধারের জন্য কেউ-না-কেউ একবার আসবেই ওখানে। আর তখনই পঞ্চুর কাজ হবে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে বিবস্ত্র করে দেওয়া।"

বাবলুর কথা শুনে হাসতে লাগল সকলেই।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন যে-যার বাড়িতে দেখা করে নিজেদের মোটরবাইকগুলো নিয়ে এল।

রিয়াং তো দারুণ খুশি হল হালকা ধরনের স্কুটারগুলো দেখে। কী সুন্দর ঝকঝকে চকচকে। কোনওটি লাল, কোনওটি নীল, কোনওটি বা খয়েরি। বলল, "তোমরা রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারাস। সবাই দেখছি চালাতে পারো।"

বাবলু বলল, "এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। চেষ্টা করলে তুমিও পারবে। আমাদের চেয়েও অল্পবয়সিরা আজকাল ব্যবহার করছে এগুলো। অবশ্য তার আগে সাইকেল চালানোর অভ্যাস থাকলে ভাল হয়।"

রিয়াং বলল, "আমি সাইকেলও চালাতে পারি, স্কুটারও। তবে কিনা আমি তো তোমাদের মতো সচ্ছল পরিবারের মেয়ে নই। তাই স্কুটার দূরের কথা, একটা সাইকেলও নেই আমার। অথচ একটা সাইকেলের শখ আমার কতদিনের! ছোট ছেলেমেয়েরা যখন নানা রঙের সাইকেল চেপে ঘণ্টি বাজিয়ে স্কুলে যায়, পার্কে যায়, এদিক-সেদিকে ঘোরাফেরা করে, তখন কী ভাল যে লাগে আমার! লোভও হয়। আমাদের পাশের বাড়ির খুকুর কাছে সাইকেল চাপতে শিখেছি। রাজু আমাকে শিখিয়েছে স্কুটার চালাতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রিয়াং-এর কথা শুনে সবাই বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

একসময় বাবলু বলল, "ধরো, আমরাই যদি একটা সাইকেল তোমাকে উপহার দিই, তা হলে?"

লাল হয়ে উঠল রিয়াং-এর মুখ। বলল, "না না, তার কোনও দরকার নেই। সবে তো পরিচয় হল তোমাদের সঙ্গে। আমি কেমন মেয়ে, কীরকম প্রকৃতি আমার, কিছুই জানো না তোমরা। এখন ওসব নয়।"

বাবলু বলল, "আমরা কাউকে একবার দেখলেই বুঝতে পারি সে আমাদের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত কি না। তোমাকে ভাল না লাগলে এইভাবে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি? এত কথা বলি? অন্যের বিপদে যে বা যারা এগিয়ে যায়, তারাই আমাদের বন্ধু।"

সকলের হয়ে বিচ্ছু এবার মিষ্টি হেসে ওকে বলল, "এবার তা হলে শোনো। টিভি হওয়ার পর রেডিয়োর আকর্ষণ যেমন অনেক কমে গেছে, তেমনই এই স্কুটারগুলো আসার পর সাইকেলের কদরও আমাদের কাছে অনেক কমে গেছে। এই স্কুটার ছাড়াও দু'বোনের দুটো সাইকেল রয়েছে বাড়িতে। কেউ ব্যবহার করি না। তারই একটা বরং তুমি নাও এবং এখনই।"

রিয়াং লজ্জা পেয়ে বলল, "প্রথম পরিচয়ের দিনেই এইভাবে ঋণী হয়ে গেলাম তোমাদের কাছে?"

বাচ্চু বলল, "বন্ধুর দেওয়া উপহারকে ঋণগ্রহণ বলে মনে কোরো না। পারলে প্রীতির বন্ধনে তুমি আমাদের সবাইকে জড়িয়ে তোমার ভালবাসা উজাড় করে দিয়ো।"

বিচ্ছু তখনই বাড়ি গিয়ে ওর সাইকেলটা নিয়ে এল। তারপর রিয়াংকে সেটা উপহার দিতেই দারুণ আনন্দে রিয়াং-এর মুখখানি যেভাবে খুশিতে উপচে উঠল, তা দেখার মতো।

যাই হোক, ওরা আর দেরি না করে কিছু সময়ের মধ্যেই এসে হাজির হল শালিমার এক নম্বর গেট-এর কাছে রিয়াংদের নেপালি বস্তিতে। ওর মা তখন কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। মেয়ের সঙ্গে এইভাবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আসতে দেখেই অবাক হয়ে গেলেন।

রিয়াং সাইকেল থেকে নেমে মাকে বলল, "কাল রাতে আমার জন্য তুমি চিন্তা করোনি তো?"

মা বললেন, "তা অবশ্য করিনি। কিন্তু আজ এতখানি বেলা পর্যন্ত না আসায় ভাবছিলাম।" বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরা কারা?"

"তুমি ওদের চিনবে না। আমার নতুন বন্ধুরা। অনুদের ব্যাপারে ওরাও মাথা ঘামাচ্ছে। ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপেই ওরা আমাকে এই সাইকেলটা গিফ্‌ট দিয়েছে। দ্যাখো কী সুন্দর।"

মা যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, "তাই নাকি? এর তো অনেক দাম!"

বাচ্চু বলল, "দামে কী আসে যায়? আমাদের দু' বোনের দুটো ছিল। এখন স্কুটার এসে বাড়িতে রাখার জায়গারও অভাব। তাই ওকেই দিয়ে দিলাম ওটা। আমাদের ঘরজোড়া হয়ে থাকার চেয়ে ওর কাজে লাগুক।"

মা-ও দারুণ খুশি হয়ে বললেন, "ওর যে কতদিনের শখ ছিল! শুধু পয়সার অভাবে কিনে দিতে পারছিলাম না।" বলে ব্যাগ হাতড়ে কয়েকটা টাকা বের করে রিয়াংকে পাঠালেন মিষ্টি আনতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সমস্বরে বাধা দিল। বলল, "একদম কিছু আনতে দেবেন না মাসিমা। আমরা সবাই পেটভরে খেয়ে এসেছি। রিয়াংই বলুক সত্যি কি না?"

মা বললেন, "তা হোক, এই প্রথম এলে তোমরা। একটু মিষ্টিমুখ তো করতেই হবে।"

অতএব মিষ্টি নিয়ে এলে 'না না' করে খেতেই হল।

ছোট্ট একখানি ঘর, সরু দালান, একফালি উঠোন ও উঠোনের লাগোয়া খুপরিমতো একটি রান্নাঘর নিয়েই রিয়াংদের ছোট্ট সংসার। বাথরুমটা কমন। অন্য ভাড়াটেরাও ব্যবহার করে। তবু কী সুন্দর মেলামেশার পরিবেশ ওদের। রিয়াং-এর একটা ভাই আছে। তার নাম গোপাল। সে অবাক চোখে একবার সাইকেল ও একবার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একসময় থাকতে না পেরে বলল, "দিদি, আমাকে সাজিয়েগুছিয়ে সাইকেলে চাপিয়ে একবার গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যাবি?"

রিয়াং বলল, "শুধু গার্ডেনে কেন, যেখানে নিয়ে যেতে বলবি সেখানেই নিয়ে যাব।" তারপর মাকে বলল, "মা, আমাকে হয়তো যে-কোনওদিন এই বন্ধুদের নিয়ে একবার অনুদের ওখানে সাহেবগঞ্জে যেতে হবে। তোমার আপত্তি নেই তো?"

মা বললেন, "আপত্তি করলেও কত যে শুনবে তুমি, তা আমিই জানি। আসলে একা একা কোথাও যেতে চাইলেই ভয় করে আমার। কারও সঙ্গে গেলে তো দুশ্চিন্তার কিছু থাকে না। তা কবে যাবে শুনি?"

"তার কোনও ঠিক নেই। যে কোনওদিন যে-কোনও মুহূর্তে।"

"সে আবার কী? যাওয়ার কোনও প্রস্তুতি থাকবে না?"

"কী করে থাকবে বলো? আমরা কি বেড়াতে যাব? কী কাজের জন্য যাব সে তো জানোই তুমি।"

"তবুও যাওয়ার আগে একবার অন্তত বলে যাস।"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই বলে যাবে। ও না বললে আমরা এসে বলে যাব। হুট করে অত দূরের পথ যাওয়া যায় নাকি?"

মা রিয়াংকে বললেন, "কালকের ব্যাপারটা কী হল তা হলে?"

রিয়াং বলল, "পরে সব বলব তোমাকে। এখন একবার রাজুর ওখানে যেতে হবে আমাদের।"

"তুই তো কাল রাজুর সঙ্গেই ছিলি।"

"ছিলাম। তবু একবার ওর বাড়িটা এদের চিনিয়ে দেওয়া দরকার।" বলেই সবাইকে ইশারা করল যাওয়ার জন্য।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রিয়াং-এর সঙ্গে পথে নামল।

রিয়াংদের ওখান থেকে বি গার্ডেন খুব একটা বেশি দূরে নয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল।

ওরা সবাই ওখানে যেতেই রাজুর মা-বাবা দু'জনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। রিয়াংকে দেখেই রাজুর মা বললেন, "আমার রাজু কোথায়? কাল দুপুরে সেই যে বেরিয়েছে, রাতেও বাড়ি ফেরেনি।"

রিয়াং একবার বাবলুদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "সে কী! আমরা তো ওরই খোঁজে এলাম।"

রাজুর বাবা বললেন, "তার মানে? ওর খবর তোমরা কেউ জানো না?"
রিয়াং বলল, "না।"
"না কি জেনেও চেপে যাচ্ছ, সত্যি করে বলো ওর কী হয়েছে?"
এইবার বাবলুই কথা বলল রাজুর বাবার সঙ্গে। বলল, "ছেলেটা যে কাল সারারাত বাড়ি ফিরল না, এই ব্যাপারে আপনি পুলিশকে জানিয়েছেন কিছু? থানায় কোনও ডায়েরি লিখিয়েছেন?"
"না। তার কারণ এইরকম ও মাঝেমধ্যেই করে থাকে। তা ছাড়া রিয়াংকে নিয়ে ওর কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রিয়াংকে এখন তোমাদের সঙ্গে আসতে দেখেই বুকের ভেতরটা কীরকম যেন করে উঠল।"
বাবলু বলল, "ব্যাপারটা খুবই দুশ্চিন্তার। কেন না কাল রিয়াং-এর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল ওর। তারপর ওকে অপেক্ষা করতে বলে সেই যে গেল আর সে এল না। তাই আমরাও চিন্তিত হয়ে ওর খবর নিতে এসেছি। যদিও জানি বাড়িতে ওকে পাওয়া যাবে না। তবুও খোঁজখবর একটু নেওয়া তো দরকার।"
রাজুর বাবা বললেন, "এখন আমি তা হলে কী করব? থানায় যাব?"
বাবলু বলল, "আপনি কিছুই করবেন না। যা করার আমরাই করব। একটা থানায় নয়, প্রত্যেক থানায় খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে জেনে রাখুন প্রাণহানির মতো কোনও ঘটনা হয়তো এখনও হয়নি। নিশ্চয়ই অন্য কোনও জালে ও জড়িয়ে পড়েছে।"
"কী করে বুঝলে?"
"সেটাই হওয়া সম্ভব। তার কারণ, মূল্যবান একটি জিনিস ছিল ওর হাতে।"
রাজুর বাবা-মা দু'জনেই কান্নাধরা গলায় বললেন, "আমরা গরিব লোক বাবা। থানা-পুলিশ আমাদের পাত্তা দেবে না। আমাদের হয়ে তোমরাই কিছু করো।"
বাবলু বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন থেকে যা করবার তা আমরাই করব। আপনাদের এখানে টেলিফোন বুথ কোথায় আছে বলুন তো?"
রিয়াং বলল, "সবত্র।"
ওরা কাছের একটি বুথে এসে এই এলাকার থানাতেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে ফোন করল প্রথমে। থানা থেকে উত্তর এল, "না। কোথাও কোনও দুর্ঘটনাই ঘটেনি। এমনকী কোনও অপরাধের জন্য গ্রেফতারও করা হয়নি কাউকে। বিশেষ করে নেপালি কোনও ছেলেকে তো নয়ই।"
রিয়াং বলল, "ওর অন্তর্ধানটা দেখছি অত্যন্ত রহস্যময়।"
বাচ্চু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, ঘটনাচক্রে ও লালজি ভিমানির কোনও লোকের হাতেই পড়ে যায়নি তো?"
বাচ্চুর কথাটা লুফে নিয়েই ভোম্বল বলল, "নির্ঘাত তাই হয়েছে। কেউ ওকে কিডন্যাপই করেছে। না হলে জলজ্যান্ত ছেলেটা গেল কোথায়? আমার মতে বলে, আর একটুও দেরি না করে সোজা নন্দীবাগানে গিয়ে লালজির মোকাবিলা করি। মনে রাখতে হবে, শুধু রাজু নয়, বাহাদুরকেও উদ্ধার করতে হবে আমাদের।"
বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ঠিকই বলেছিস। এ ছাড়া আর কোনও পথই খোলা নেই আমাদের সামনে। তবে যাওয়ার আগে একবার আমাদের ওখানকার থানাতেও জানিয়ে আসতে হবে ব্যাপারটা।"
ওরা আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে রিয়াংকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যে-যার বাড়িতে ফিরে এল। ঠিক হল, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর একটুও বিশ্রাম না নিয়ে সবাই যাবে থানায়। তারপর রাজারামবাবুর খবর নিয়ে মিত্তিরদের বাগান থেকেই সোজা নন্দীবাগানে।
ক্লান্ত ও বিষণ্ণ বাবলু যখন মনের মধ্যে উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল পঞ্চু তখনও মিত্তিরদের বাগানে টহল দিয়ে দুষ্কৃতীদের কারও না কারও আগমনের প্রতীক্ষা করছে।
বাবলু তাই বাড়ি এসে পঞ্চুকে না দেখে প্রথমেই ডাকতে গেল ওকে।
বাবলুকে দেখেই ছুটে এল পঞ্চু। তারপর ওর পায়ের কাছে শুয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কুঁই-কুঁই করে জানাল, এখনও পর্যন্ত কেউই আসেনি এখানে।
বাবলু ওকে আদর করে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "মনে হয় দিনের আলোয় কেউ আসবে না। সন্ধের পর বরং দেখা যাবে। এখন ঘরে আয়। খাওয়াদাওয়া সেরে নে।"
বাবলুর কথার উত্তরে পঞ্চু শুধু বলল, "ভৌ ভৌ।"
এরপর ঘরে এসে দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা একজোটে চলল থানায় ওদের বিবৃতি দিতে।
জাঁদরেল ও সি তখন রাবণ রাজার মতো মুখ ফুলিয়ে গভীর মনোযোগে কী একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের

কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ওদের দেখেই কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, "কী ব্যাপার! এই ভরদুপুরে তোমরা কেন?"

বাবলু বলল, "আবার একটি কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। তার আগে বলি, কালকের ওই খুনের ঘটনায় কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে কি?"

"এখনও পর্যন্ত হয়নি। এমনকী, লোকটির পরিচয়ও জানা যায়নি। তাই বেওয়ারিশ হিসেবে ওর লাশ এখন মর্গে পচছে।"

বাবলু বলল, "ওর নাম না জানলেও ও যে কার দলের লোক তা কিন্তু আমরা জানি।"

"বলো কী! ও তোমাদের পরিচিত?"

"মোটেই না। লোকটি লালজি ভিমানির হয়ে কাজ করে।"

"সে কী! ওই লোক এখানে কী করতে এসেছিল?"

"শত্রুতা করতে। রাজারাম চৌধুরীর বাড়িতে এক নেপালি কিশোর থাকত। ওর নাম বাহাদুর। তাকেই অপরহরণ করতে এসেছিল সে।"

"ও, মাই গড!"

"অবশ্য একা নয়, সঙ্গে আরও লোক ছিল।"

"বলো কী! রীতিমতো আতঙ্কের ব্যাপার। কাজটা কি সাকসেসফুল হয়েছে?"

"হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজু নামের আর-একটি ছেলে বি গার্ডেনে থাকত, একই সময়ে সেও নিখোঁজ।"

"এ তো দেখছি ভয়ানক ব্যাপার। একটু পরিষ্কার করে খুলে বলো তো কী থেকে কী হল?"

বাবলু বুদ্ধি করে মূল ব্যাপারটা এড়িয়ে অন্যভাবে বলল, "আসলে গতকাল শেষ রাতে লালজির তিনজন লোক কোনও বদ মতলবেই এ-পাড়ায় হানা দিয়েছিল। বাহাদুরের চেঁচামেচিতে আমরা ছুটে যাই। পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ওরাও তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপরই গাযের জ্বালা মেটাতে সন্ধের মুখে ওরা আবার আসে বাহাদুরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে বলে। তখন ও বাধা পায়। ওই পেশাদার গুন্ডাদের সঙ্গে পেরে ওঠা তো সহজ ব্যাপার নয়। তবুও, রাজু নামে আর-এক নেপালি কিশোর মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালে তাকে মারতে গিয়ে ওরা ওদের নিজেদের লোককেই আঘাত করে বসে। তারই ফলে মারা যায় লোকটি। ওরা তখন গোলমালের আশঙ্কায় ভয়ে পালায়। যাওয়ার সময় একটা ট্যাক্সি ডেকে তুলে নিয়ে যায় বাহাদুরকে।"

"তারপর?"

"তারপর শুধু বাহাদুর নয়, ওই রাজু নামের কিশোরও নিখোঁজ হয়। কাল রাত থেকে সে আর বাড়ি ফেরেনি।"

ও সি একটু সময় চুপ করে বসে থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের বক্তব্যটা একটা কাগজে ভাল করে লিখে দাও। তারপর দেখছি কতদূর কী করতে পারি। ওই মৃত লোকটির ব্যাপারে এতক্ষণ আমরা অন্ধকারে ছিলাম। এখন আর ওর ব্যাপারে তদন্তের কোনও দরকার নেই। তবে বাহাদুরকে যাতে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনা যায় সেই চেষ্টা করছি।"

ভোম্বল উত্তেজিত হয়ে বলল, "লালজিকে অ্যারেস্ট করবেন না?"

"এখনই তা সম্ভব নয়। প্রথমত শালকিয়ার ওই জায়গাটা আমাদের থানা এলাকার অধীনেই নয়, তার ওপর খুনটা স্পটে এসে লালজি ভিমানি নিজেও করেননি। এখন ওই থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাহাদুরকে লালজির ডেরা থেকে উদ্ধার করতে পারলে তবেই গ্রেফতারের প্রশ্ন। কিন্তু সেই বা কতক্ষণের জন্য? তোমরা এতদিন পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছ। তোমরা তো জানো, এই ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতা কতটা সীমায়িত।"

"লালজি ভিমানি কি তা হলে অধরাই থেকে যাবেন?"

"অবশ্যই। ওঁরা হলেন ধরাছোঁয়ার বাইরের লোক। মানুষকে দুঃখ দেওয়ার জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য, মানুষের ওপর অত্যাচার করবার জন্য যুগে যুগে ওঁরা অবতীর্ণ হন। কাজেই পুলিশের ক্ষমতা নেই ওঁদের কিছু করে।"

ভোম্বল দারুণ রেগে বলল, "বাঃ, চমৎকার। তা হলে আর থানা-পুলিশের দরকার কী? উঠিয়ে দিন এগুলো।"

ও সি টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মেরে বললেন, "তোমার কথায় নাকি? তুমি কালিবাবুর বাজারে গিয়ে কাতলা মাছটি কিনে এনে তার মুড়োটি খাবে আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখব? আমার পেটটা চলবে কী করে শুনি? মামার বাড়ির আবদার?"

বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু, কেউ একটা কথাও বলছিল না, শুনেই যাচ্ছিল ওদের কথাবার্তা।

ও সি এবার ভোম্বলের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, "শোনো বাবলু—।"

ভোম্বল বলল, "ভুল করছেন। আমি বাবলু নই, আমার নাম ভোম্বল।"

"হ্যাঁ। মৌরলা মাছের অম্বল। একটা কথা ভাল করে জেনে রাখো, সব ওষুধে সব রোগ সারে না। যক্ষ্মা রোগীকে বাতের ওষুধ খাওয়ালে কি তার যক্ষ্মা ভাল হবে? না ম্যালেরিয়া রোগীকে হাঁপানির ওষুধ দিলে তার হাঁপানি সারবে? যে রোগের যে ওষুধ, তাই তো দিতে হবে? লালজি ভিমানির মতো সংক্রামক ব্যাধির মোক্ষম দাওয়াই হল পরমবীরপুঙ্গব তোমাদের এই শঙ্খমুখ শ্রীমান পঞ্চু। মানুষ মানুষকে মারলে তার শাস্তি হবে। খুন করলে ফাঁসি হবে। কিন্তু কুকুরের কামড়ে কারও মৃত্যু হলে কুকুরকে শাস্তি দেওয়া যায় না। তাই এক্ষেত্রে..."

ভোম্বল ফিক করে হেসে বলল, "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।"

"অ্যা-অ্যাই। মোদ্দা কথাটাই হল এই। ওদের মোকাবিলা ছুরি কিংবা গুলিতে নয়। পঞ্চুকে দিয়েই হাসিল করাতে হবে কাজটা।"

বাবলু বলল, "আমরা আজই যাচ্ছি লালজির মোকাবিলায়। এবং এখনই।"

"প্রকাশ্যে দিনের বেলায়?"

"না হলে দেরি হয়ে যাবে। বাহাদুরকে হয়তো মেরেই ফেলবে ওরা। যাওয়ার আগে আপনাদের একটু জানিয়ে গেলাম।"

"ঠিক আছে। তোমরা যাও। ওদিকের ব্যাপারটা আমি দেখছি। ওখানকার থানাকেও জানিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা।" বলে একটা সাদা কাগজ এগিয়ে দিতেই বাবলু ওদের অভিযোগটা লিখে দিল।

বাবলু এবার সযত্নে নিয়ে আসা টোটামুক্ত রিভলভারটা ও সি-র হাতে দিয়ে বলল, "আমাদের বাগান থেকে পেয়েছি। সম্ভবত ধস্তাধস্তির সময়ই শত্রুপক্ষের কারও না কারও হাত থেকে পড়ে গেছে ওটা।"

রিভলভারটা হাতে নিয়েই ও সি বললেন, "এটা তো বাইরের দেশের জিনিস। তবে কি এরা আন্তর্জাতিক কোনও চক্রের সঙ্গেও জড়িত?"

"এ-প্রশ্নের উত্তর পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এখন আমরা আসি?"

ও সি বললেন, "বেস্ট অব লাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা থানা থেকে বেরিয়ে সোজা এসে হাজির হল রাজারামবাবুর বাড়ি।

দরজায় নক করতেই রাজারামবাবু এসে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, একটা আতঙ্কের ঝড় যেন বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। দরজা খুলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "এসেছ? ওপরে চলো। সারাক্ষণ ভাবছিলাম তোমাদের কথা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই ওপরে এল। তারপর যে-যার সুবিধেমতো জায়গা করে নিয়ে বসে পড়ল স্থির হয়ে।

রাজারামবাবুও ওদের মুখোমুখি বসে বললেন, "বাহাদুরের খবর কিছু পেলে?"

বাবলু বলল, "না। তবে পুলিশকে জানিয়েছি ব্যাপারটা।"

"এদিকে আর-এক কাণ্ড হয়েছে।"

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "কী কাণ্ড?"

"কাল যে লোকটা খুন হয়েছে ওর নাম আলা, আলামোহন। ওর দাদা বীরা একজন নামকরা তোলাবাজ।"

বাবলু বলল, "জানি। আগে মঙ্গলাহাটে তোলা আদায় করত, এখন চলে গেছে হরগঞ্জ বাজারের দিকে। চোখে দেখিনি যদিও তবু নাম শুনেছি ওদের।"

"বীরার নজর এখন আমার দিকে। ওর ধারণা ওর ভাইকে আমিই পরিকল্পিতভাবে খুনটা করিয়েছি। তোমাদের সাহায্য নিয়ে বাহাদুরের হাত দিয়েই হয়েছে খুনটা। তাই ও অসম্ভব রকমের একটা টাকার দাবি করেছে আমার কাছে। ওদের সকলেরই ধারণা আমি নাকি কোটি কোটি টাকার মালিক। তিনদিনের মধ্যে এই টাকা ওর হাতে তুলে না দিলে ও আমাকেও ওর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেবে। শুধু তাই নয়, তোমাদের ক্ষতি করবার জন্যও ও এখন তৎপর হয়ে উঠেছে খুব।"

বাবলু বলল, "রীতিমতো আতঙ্কের ব্যাপার। এখন কী করবেন তা হলে?"

"আমি একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। আমি ঠিক করেছি আমার বউ-মেয়ে যেমন আলাদা আছে, থাক। বাহাদুরের ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা যখন নেই, তখন আমারও আর এই বাড়ি ও মূর্তিগুলোর মায়ায় এখানে পড়ে থাকার দরকার নেই। আমি সব কথা পুলিশকে জানিয়ে ধরা দেব অথবা চলে যাব

হিমালয়ের দিকে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ বা লছমনঝুলার মতো কোনও জায়গায় পাহাড়ের কোলে গঙ্গার তীরে বাস করে বাকি জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "না। এই ভুলটা আপনি কখনওই করবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে আপনাকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর একটা পরিকল্পনাও আমি করে ফেলেছি। এর জন্য একটু মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হবে অবশ্য। কিন্তু তার আগে বাহাদুরকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে আনাটা একান্ত দরকার।"

"তোমার পরিকল্পনাটা কী শুনি?"

"এখন সেটা বলব না।"

"তা হলে শোনো, বাহাদুর আর ফিরে আসবে না।"

রাজারামবাবুর কথা শুনে চমকে উঠল সকলে। সবাই সমস্বরে বলল, 'কেন? কেন? ফিরে আসবে না কেন?"

বাবলু বলল, "ওরা কি ওকে মেরেই ফেলেছে?"

রাজারামবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না। ওর শরীর থেকে প্রাণবায়ুটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তবে খুব শিগগির যাবে। কাল রাতে তীরা ফোন করার কিছুক্ষণ পরেই লালজিও আমাকে ফোন করেছিল।

"কী কথা হয়েছিল ওর সঙ্গে?

"সেকথা পরে বলছি। তার আগে একটা প্রশ্ন করি। আচ্ছা বাবলু কোনও অলৌকিক উপায়ে ওই ধর্মচক্রটি তোমাদের হস্তগত হয়েছে কী?

"না।"

"তোমাদের পরিচিত কারও হাতেও কি পৌঁছেছে?

"না।"

"এই ব্যাপারে বাহাদুরের সঙ্গে কি তোমাদের কোনও আলোচনা হয়েছিল?

"হয়নি। সময় পেলাম কখন?

"সেই কথাই তো ভাবছি আমি। তোমাদের তো এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বার কথা নয়। অথচ লালজির ধারণা, এই সবের মূলে তোমরাই।

"আগে বলুন লালজির সঙ্গে ফোনে কী কথা হয়েছিল আপনার?

"ফোনে লালজি আমাকে জানিয়েছে, কাল সন্ধের সময় বাহাদুর নাকি ওই দুর্লভ জিনিসটা নিয়ে তোমাদের বাগানে যায়। এর জন্য বাহাদুর নয়, লালজি দায়ী করে আমাকেই। আমিই নাকি চালাকি করে বাহাদুরের মারফত জিনিসটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই। সেখানে তোমাদের একটি ছেলে ছাড়া একটি মেয়েও ছিল।

এতক্ষণে বিচ্ছু বলল, তা কী করে হয়? কাল সন্ধের সময় আমরা তো আপনার এখানেই শিকলবন্দি হয়ে ছিলাম।"

"সে তো আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। কিন্তু সেকথা ওকে বোঝাব কী করে?"

বাবলু বলল, "তারপরে বলুন।"

"তারপরে আর কী? যেহেতু একটি ছেলে ও মেয়ে ছিল তাতেই ওর ধারণা হয়েছে তোমরা ছাড়া আর কেউ নয়। এই ব্যাপারে বাহাদুরকে মারধর করে অনেক জিজ্ঞাসাবাদেও কোনও সদুত্তর পায়নি। ওরা বারবার বাহাদুরকে প্রশ্ন করেছে, যা নিয়ে এত লুকোছাপা সেই জিনিসটা কী? বাহাদুরও বারবারই বলেছে জিনিসটা অত্যন্ত মূল্যবান একথা সেও জানে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটাকে চোখেও দেখেনি সে। এই ব্যাপারে গোয়েন্দা ছেলেমেয়েগুলোর কোনও ভূমিকাই নেই। ও নিজেই একজনের মাধ্যমে জিনিসটা পাচার করে দিয়েছে দেশের বাইরে। যার মাধ্যমে পাঠিয়েছে তার নাম জানতে চাইলেও বলেছে বলব না।"

বিলু বলল, "ভুল করল। ও বুদ্ধি করে আমাদের নামটাই বলে দিতে পারত।"

রাজারামবাবু বললেন, "তাই কি হয়? প্রয়োজনে নিজের জীবন ও দেবে কিন্তু মিথ্যে বলে কাউকে বিপদে ফেলবে না। লালজি আমাকে এও বলেছে, এই সব ঝুটঝামেলা ও বেশিক্ষণ রাখবে না। আজ সন্ধে পর্যন্ত দেখে মধ্যরাতে বাহাদুরের ডেডবডি গঙ্গায় ফেলে দেবে।"

ভোম্বল বলল, "তার আগেই আমাদের কিছু একটা করতে হবে তা হলে।"

রাজারামবাবু বললেন, "কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, তোমরা যদি না হও তা হলে ওই দু'জন ছেলেমেয়ে কে?"

বাবলু হেসে বলল, "ওদের একজনের নাম রাজু তামাং, আর-একজনের নাম রিয়াং দাওয়া লামু।"

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন রাজারামবাবু। বললেন, "রাজু। লামু। ঠিক বলছ?"

"আপনি ওদের চেনেন?"

"খুব ভালরকম চিনি। কিন্তু বাহাদুর ওই জিনিসটা হঠাৎ করে ওদের হাতে তুলে দিতে গেল কেন?"

বাবলু আসল সত্য গোপন করে বলল, "সেটা অবশ্য আমাদের জানা নেই।"

ভোম্বল বলল, "জানা একসময় নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা অন্য। যে জিনিস কখনও চোখেও দেখেননি লালজি, তার প্রতি ওঁর এত কৌতূহল কেন?"

বিচ্ছু বলল, 'চোখে না দেখলেও কহলগাঁওয়ের সেই রাতে ওঁর লোকেদের মুখে কিছুটা শুনেছেন। তারা তো লুকিয়ে দেখেছে উপাধ্যায়ের বাড়িতে ।"

রাজারামবাবু বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ মা। জিনিসটা লুকিয়ে ওরা না দেখে থাকলে পথে আমাকে আক্রমণ করত না, পণ্ডিত দীননাথ খুন হতেন না আর এতদিন ধরে কেউ এর মতো আমার পেছনে লেগে থাকত না লালজি ভিমানি। এ যাবৎ নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে এইবারই সক্রিয় হয়ে উঠেছে।"

ওদের কথাবার্তার মাঝেই টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল।

রাজারাম চৌধুরী ফোন ধরে 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

দু'-এক কথা শোনার পরই রাজারামবাবু বললেন, "তোমার যা ইচ্ছে তাই করো তুমি। এখন আর আমি প্রাণভয়ে ভীত নই। ওই ব্যাপারে যদি কিছু বলবার থাকে তা হলে তোমার ভাষায় ওই পুলিশবালা লেড়কা লেড়কিদেরই বলো। ওরা এখন আমার ঘরে আমার পাশেই বসে আছে।" বলে ফোনটা বাবলুর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

বাবলু ফোন ধরেই বলল 'হ্যালো, লালাজি।"

গাঁক করে উঠলেন লালজি, "আরে লালাজি নেহি লালজি। আমি একবার তোমাদের ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম, ইয়াদ আছে?"

'ওইরকম ওয়ার্নিং আমাদের অনেকে অনেকবার দিয়েছে। কাজেই ওইসবে আমরা কান দিই না, মনেও রাখি না ওসব।'

টেলিফোনের মধ্যেই চাপা আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন লালজি, "তোমাদের ব্যবস্থা আমি করছি। সব ক'টার মাথা যদি গুঁড়িয়ে না দিই ।"

বাবলু একটু হেসে বলল, "আপনার দাঁতগুলো কি বাঁধানো? নাকি ওগুলো আসল দাঁত?"

"ক্যা মতলব?"

"কাছাকাছি কোনও দাঁতের ডাক্তার থাকে তো তাকে আসতে বলুন। আজই গিয়ে আপনার দাঁতগুলো আমরা উপড়ে নিয়ে আসছি।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতেই লালজি বললেন, "কব আওগে তুম?"

বাবলুও গলায় জোর দিয়ে বলল, "অভি, অভি। এখনই যাচ্ছি।" বলেই বলল, "আপনার টেলিফোনের ধারেকাছে বসে কেউ যেন কাশছে বলে মনে হল? কোনও বীর হনুমান অথবা বান্দর জাতীয় কেউ আছে?"

লালজি আরও রেগে বললেন, "বদতমিজ। মুখ সামালকে বাতচিত করো। কোই নেহি ইধার।"

"আছে আছে। বীরা থাকে তো ওকেই একবার দাও।"

ফোনটা বীরার হাতেই চলে গেল। উত্তর এল, "কী করে জানলি আমি এখানে আছি?"

"এতে আর জানাজানির কী আছে? চোরের পাশে জোচ্চোর থাকবে, গাধার পাশে তা যাক, রাজারামবাবুর কাছে কত টাকা চেয়েছ?"

"খুব সামান্যই। মাত্র দশ লাখ। পরে আরও চাইব।"

"পাবে। টাকা রেডি। টাকার থলি নিয়ে বসে আছি আমরা। এখনই এসে নিয়ে যাও।'

বাবলুর কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল বীরা, তারপর বলল, "মজা করবার জায়গা পাসনি?"

"বলছি তো, যদি হিম্মত থাকে এসে নিয়ে যাও টাকাটা।"

"নিশ্চয়ই তোরা কোনও একটা চাল চেলেছিস। ওই টাকা তোরাই এখানে এসে দিয়ে যাবি।"

"তোমার কাজের লোক নাকি আমরা?"

মাত্রাছাড়া রাগে কাঁপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বীরা বলল, "মা হাজার হাত কালীর দিব্যি, আমি নিজে হাতে খুন করব তোদের।"

বাবলু বিরক্তির সুরে বলল, "ভাল রে, ভাল। সেই থেকে দু'জনে মিলে হেন করব, তেন করব না করে যা করবার তা করেই যাও না। আমরা তো ডাকছি তোমাদের। দু'জনেই এসো। তবে একান্তই যদি আমাদের ভয় পাও তা হলে বলো আমরাই যাচ্ছি।"

বীরার বীরত্ব ফুটে উঠল এবার, "ভয়! আমরা যমকেও ভয় করি না।"

"তোমরা সবাইকে ভয় করো। তাই চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াও। আমাদের ভয় পাও, তাই আমাদের সামনে আসার সাহস নেই। পুলিশকে ভয়, তাই নিজের ভাইয়ের ডেডবডি মর্গে পচলেও নিতে যাওয়ার হিম্মত নেই।"

বীরা বলল, "তবে রে শয়তান! দাঁড়া তোদের মজা দ্যাখাচ্ছি এবার।"

ওর কথার উত্তরে বাবলু সুর করে একটা শিস টানল। তারপর সশব্দে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

রাজারামবাবু অবাক চোখে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যে কামাল করে দিলে বাবলু। টেলিফোনের মধ্যেই ঝড় উঠিয়ে দিলে? ওই ধরনের দুষ্ট দুর্জনদের সঙ্গে এইভাবে কথা বললে কী করে তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না। তোমার এই দুর্জয় সাহস দেখে আমার কিন্তু ভয় ভাবটা একেবারেই কেটে গেছে।"

বাবলু বলল, "আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনার পাশে আমরা আছি। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এই যে, আপনার এতদিনের যত্নে রাখা ওই তিব্বতি ধর্মচক্রটা ওদের হাতে এখনও পৌঁছয়নি।"

রাজারামবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ওটা তা হলে কার কাছে?"

"ওটা রাজুর কাছেই আছে। রিয়াং-এর মুখ থেকে আমরা সব শুনেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। কেন না, রাজু ছেলেটা অত্যন্ত বদ।"

"বদ নয়, ডাকাবুকো। কিন্তু ছেলেটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল...।"

এমন সময় টেলিফোনটা আবার বাজতে লাগল তারস্বরে।

রাজারামবাবু টেলিফোনে হাত দিতে গেলেই বাবলু বাধা দিল। বলল, "আপনি নয়, আমি। আমিই ধরছি ফোনটা," বলে ফোনের কাছে এগিয়ে গেল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে।

ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল পঞ্চু।

ঘড়ির কাঁটায় তখন তিনটে বেজে দশ মিনিট। অর্থাৎ দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাবলু একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রিসিভার তুলে বলল, "হ্যালো!"

ওদিক থেকে লালজির গলা শোনা গেল, "আমি লালজি ভিমানি বলছি।" সুর একেবারেই অন্যরকম। "তোমরা আসছ তো?"

"কোথায়?"

"আমার এই গরিবখানায়।"

"আপনি আমন্ত্রণ জানালে আমরা নিশ্চয়ই যাব। তবে কিনা এই প্রথমবার তো?"

"কোনও কুছু ওসুবিধে হোবে না। হাওড়া মইদানের কাছে জিরো থ্রি ফোর নাইন একটা গাড়ি থাকবে, তোমরা সেই গাড়িতে চেপে আমার এখানে চলে আসবে। আমি তোমাদের মতো সাহসী ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসি। তোমাদের সঙ্গে কখনও দুশমনি করতে পারি? আর ওই বীরা বান্দরটার কথায় কুছু মনে কোরো না তোমরা। ওকে আমি সাইজ করে দেব। আমি তোমাদের সঙ্গে একটু বেওসার কথা বলতে চাই। তোমাদের সঙ্গে আমার দোস্তি হয়ে গেলে আমি খুব খুশি হব।"

"আমরাও খুশি হব আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করেন।"

"তোমরা আমার লেড়কা কি মাফিক।"

"তাই যদি হয় তো বাহাদুরও তাই। তা হলে ও বেচারিকে অযথা ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করছেন কেন?"

"তোমরা এলেই ওকে আমি তোমাদের সঙ্গে বিদায় দেব। তবে একটা কথা, আমাদের এই বন্ধুদের মাঝখানে যেন পুলিশ না আসে। জানো তো ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনও ভাল থাকে না।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা এখনই যাচ্ছি।" বলে ফোন নামিয়ে রেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে চাপা গলায় ফিসফিস করে কিছু বলতেই পঞ্চুকে নিয়ে ওরা বাড়ির দিকে ছুটল। ওদের উৎসাহ তখন দ্যাখে কে?

বাবলু রাজারামবাবুকে বলল, "আপনার বাহাদুরকে আজই ফিরে পাবেন আপনি।"

বিস্মিত রাজারামবাবু বললেন, "সাহস নয়, তোমাদের দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার শুধু একটাই ভয়, কিছু যদি হয়ে যায় তোমাদের তা হলে তোমাদের বাবা-মা কিন্তু আমাকেই দোষ দেবেন।"

"আমাদের বাবা-মা আমাদেব ব্যাপারে কারও প্রতি দোষারোপ করবেন না। তাঁরা জানেন আমরা যা করি তা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী। অতএব...।"

একটু পরেই ওরা সবাই এসে গেলে বাবলু রাজারামবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাওড়া ময়দানের দিকে এগিয়ে চলল।

॥ ৫ ॥

কথা রেখেছিলেন লালজি। তাই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ডোডি, ডাম্পি আর পিন্টো।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এক এক করে গাড়িতে উঠলে বুকে-পিঠে কাপড় বাঁধা অবস্থায় পঞ্চুও উঠল।

ডোডি বলল, "এই পাপটাকে আবার সঙ্গে নিয়ে এলে কেন?"

ভোম্বল রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বোধহয়, বিলুই ওকে থামাল।

বাবলু বলল, "পাপটাকে সঙ্গে এনেছি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে।"

ওরা সবাই গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ি স্টার্ট নিয়ে বাঙালবাবুর ব্রিজের ওপর দিয়ে শালকিয়ার দিকে চলল।

ডাম্পি বলল, "কী হয়েছে ওর? ওকে ওইভাবে কাপড় জড়িয়ে ব্যান্ডেজ করে রেখেছ কেন?"

"ও খুব অসুস্থ। সারাগায়ে ঘা।"

পিন্টো বলল, "হবে না। যে হারে এতদিন লোককে কামড়েছে তার ফল তো ভোগ করতেই হবে। আমি বলছি এইবারই ও মরবে।"

ডোডি বলল, "হঠাৎ ঘা হল কী করে?"

"গোরুতে কামড়ে দিয়েছিল।"

চমকে উঠল সবাই।

ডাম্পি বলল, "গোরুতে কামড়ে দিয়েছিল? গোরু কখনও কামড়ায়?"

"গোরু বলেই তো কামড়ায়। ওদেরও দাঁত আছে। দাঁত আছে বলেই ঘাস খায়, খড়-বিচালি খায়।"

বাবলুর কথা শুনে তিনজনেই 'হুঁ' করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। পিন্টো একবার আড়চোখে তাকাল কটমট করে।

গাড়ি যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছল নন্দীবাগানে। লালজির যে বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল সেটাকে একটা রাজপ্রাসাদ বললেও ভুল হবে না।

ওরা গাড়ি থেকে নামতেই বাড়ির ভেতর থেকে ষণ্ডামার্কা একজন লোক এসে ওদের দিকে চোখ বুলিয়েই বাড়ির ভেতরে গেল খবর দিতে।

আবহাওয়া এখানে খুবই থমথমে। পরিবেশ দেখে মনে হল বাইরের কোনও লোকের এই বাড়ির ধারে কাছে আসতে খুবই অসুবিধে। হুট করতেই কেউ যে এসে বাড়িতে ঢুকে পড়বে সে উপায়টি নেই।

ডোডি, ডাম্পি আর পিন্টোরও চোখ-মুখের ভাব তখন অন্যরকম।

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "জানতাম এইরকম হবে।"

ডোডি গম্ভীর স্বরে বলল, "যাও, ভেতরে যাও।"

ডাম্পি চাপা গলায় আস্তে করে বলল, "আজই তোদের শেষদিন।"

বাবলু হেসে সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। প্রাসাদোপম এই বাড়ির মস্ত হলঘরটি অত্যন্ত বিলাসবহুল। হলঘরের শেষ প্রান্তের দেওয়ালে বিশাল একটি অরণ্যময় গুহা-পেন্টিং করা আছে। যা দেখলেই আতঙ্ক জাগে।

ভোম্বল সেদিকে তাকিয়েই বলে উঠল, "বাবা। ওটা আবার কী?"

ডাম্পি বলল, "ওটা কী তাও বোঝো না চাঁদু? ওটা হল বাঘের গুহা।"

হঠাৎ কোত্থেকে একটা বেড়াল সেখানে এসে ম্যাও করে উঠতেই বিলু বলল, "যাক, বাঘের গুহায় যে বেড়াল থাকে এই প্রথম দেখলাম।"

মারমুখো হয়ে উঠল পিন্টো, "তবে রে।"

অমনই একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা গেল, "ওদের আসতে দাও।"

সবাই তাকিয়ে দেখল হলঘরের এক প্রান্তে ভেলভেটের গালিচায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে

মধ্যবয়সি একজন রহিস আদমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। তবে দারুণ আকর্ষক ওঁর চোখদুটি। সেদিকে তাকালেই বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। ইনিই লালজি ভিমানি। ওঁকে ঘিরে প্রায় আট-দশজন গুন্ডামতো লোক বসে আছে সেখানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতেই লালজি বললেন, "আদাব। তসরিফ রাখিয়ে।"

বাবলু বলল, "আপনি তো বাংলায় এসে বাঙালিই হয়ে গেছেন ভিমানিসাহেব। আবার ওই ভাষায় অভ্যর্থনা কেন?"

লালজি হেসে বললেন, "আরে বেঙ্গলি বয়। আমরা যে যাই হই না কেন, সবরকম লোকের সঙ্গেই তো কাজকারবার আমাদের। তাই একটুআধটু ওইরকম বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের এই কুত্তাটার বয়স কত হল?"

"তা ধরুন না কেন আমাদেরই বয়সি ও।"

"কিন্তু কুকুর তো শুনেছি দশ বছরের বেশি বাঁচে না। তা এ-ব্যাটা এখনও বেঁচে আছে কী করতে?"

বাবলু হেসে বলল, "আসলে এর কামড়ে এখনও অনেকের মরণ লেখা আছে তো, সেইজন্য। তা ছাড়া কে কখন মরবে তা কে বলতে পারে? অদ্যই যে আপনার শেষ রজনী নয় তা কি আপনিই হলফ করে বলতে পারেন?"

ডোডি গর্জে উঠল, "কিন্তু তোদের শেষদিন যে আজই তা কিন্তু আমরা হলফ করে বলতে পারি।"

ধমকে উঠলেন লালজি, "আমি যখন কারও সঙ্গে কথা বলব তখন আমি চাই না সেখানে অন্য কেউ কথা বলুক। এই ছোট্ট বন্ধুরা আমার মেহমান আছে। এদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলবে। তোমাদের শরীরে আছে ষাঁড়ের শক্তি কিন্তু এদের মাথায় আছে ব্রিটিশের বুদ্ধি।"

লালজির ধমক খেয়ে চুপ করে গেল ডোডি। অন্যেরাও কেউ কোনওরকম ফোঁসফোঁস করল না।

বাবলু ভালভাবে তাকিয়ে দেখল, এই হলঘরের ভেতরে ও বাইরে যাওয়ার মোট চারটে দরজা। কিন্তু প্রতিটি দরজার সামনে একজন করে ভীষণ-দর্শন লোক টুল নিয়ে বসে আছে। ঘরের একপ্রান্তে গুহাচিত্র, অন্য প্রান্তে স্ক্রিন। অর্থাৎ প্রোজেক্টার বসিয়ে সিনেমার ছবি দেখা হয়।

বাবলু বলল, "আপনার এখানে এসে খুব খুশি হলাম ভিমানিসাহেব। এমন সুন্দরভাবে সাজানো ঘরদোর এর আগে আমরা দেখিনি।"

লালজি বললেন, "এটা আসলে রুচির ব্যাপার। আমার গরিবখানা তোমাদের পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম।"

বাবলু বলল, "তা বলুন এবার আপনার বক্তব্য কী?"

লালজি বললেন, "রাজারামবাবুর যে জিনিসটা তোমাদের কাছে আছে ওই জিনিসটা আমি ফেরত পেতে চাই।"

বাবলু বলল, "রাজারামবাবুর কোনও কিছুই আমাদের কাছে নেই। শুধু তাই নয়, ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক বা পরিচয়ও ছিল না কোনওদিন। শুধু মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে সেদিনের ভোরে আপনার লোকদের চেহারা দেখে আমাদের পঞ্চু তাড়া করলে তারই সূত্র ধরে আমরা ওই বাড়িতে যাই, গিয়ে ওই অসহায় অবস্থা থেকে ওঁদের উদ্ধার করি।"

"এই পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক আছে। তারপরই তোমরা একটা পলিটিক্স করে বাহাদুরের কাছ থেকে ওই জিনিসটি হাতিয়ে নিলে।"

"আপনার এই ধারণা ঠিক নয়।"

লালজি এবার জোরের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, এই ধারণাই ঠিক।"

লালজির হাতের কাছে একটা শংকর মাছের চাবুক রাখা ছিল। লালজি সেটাকে নাচিয়ে বললেন, "ডোডি অত করে চাবকাল বাহাদুরকে, ও-ও আসল সত্য স্বীকার করল না।" তারপর একটু থেমে বললেন, "শুধু তাই নয়, তোমাদেরই একটি মেয়ের হাতে বীরার ভাই খুন হয়েছে।"

বাবলু উত্তেজিত না হয়ে বলল, "খুন কেন হবে? ওটা খুন নয়। অ্যাক্সিডেন্ট।"

"অ্যাক্সিডেন্ট!"

"নিশ্চয়ই। আপনার পাঠানো এই পেশাদার খুনিগুলোর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে সামান্য একটু আঘাত করেছিল। তাতেই মারা যায় আলা। এর নাম খুন? আপনি একজন পেশাদার ক্রিমিনাল হয়ে খুন কাকে বলে জানেন না?"

লালজি এবার লাল হয়ে শয়তানের হাসি হেসে বললেন, "এত যখন জানো, তখন এর পরেও তুমি কী করে বলো যে, ওই মেয়েটি তোমার দলের মেয়ে নয়?"

"আমি এখনও বলছি ওই মেয়ে আমাদের কেউ নয়। খুনের তদন্ত করতে গিয়েই সব জেনেছি।"

"সে যাই হোক, এই কাজ যে করেছে তাকে কিন্তু আমি ছাড়ব না। তার হাতদুটো আমি কেটে নেবে।" বলে একবার বাচ্চু-বিচ্চুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

সে তাকানোতে ওরা ভয় পেল বলে মনে হল না।

লালজি আবার বললেন, "এখনও বলছি, জিনিসটা ভালয়-ভালয় আমাকে দিয়ে দাও। তবে কিনা লালজি ভিমানি কারও সঙ্গে বেইমানি করে না। আমি তোমাদের পাঁচজনকে পাঁচ লাখ রুপিয়া মিঠাই খেতে দিয়ে দেব।"

বাবলু চমকে উঠে বলল, "আস্তে কন কত্তা, অত টাকার মেঠাই খেলে আমাগোর হার্ট অ্যাটাক ওইয়া যাবে।" বলে বলল, "শুনুন, আমাদের টাকা চাই না। আমরা বাহাদুরকে চাই। ভালয়-ভালয় ওকে নিয়ে আসুন। ওকে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে যাই।"

"বেশ, ঠিক আছে। বাহাদুরকে আমি এখনই ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওই জিনিসটার কী হবে?"

"জিনিসটা আদৌ আমাদের কাছেই নেই। তবে ওইটার ব্যাপারে সন্ধান চলছে। যদি পাই তখন ওটা থানাতেই জমা দেব, আপনার হাতে তুলে দেব না।"

লালজি আবার রক্তচক্ষু হলেন। বললেন, "ও চিজ তুম সবকো পাস হ্যায়।"

ভোম্বল এবার দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কচুপোড়া খাও। যত বলছি আমাদের কাছে নেই ওটা, ততই কথা বাড়াচ্ছে। জবানটা ঠিক রাখুন লালজি। বাহাদুরকে আগে নিয়ে আসুন। আগে দেখি ওর কী হাল করেছেন, তারপর আপনার সঙ্গে কথা।"

লালজি একজনকে ইশারায় বাহাদুরকে আনতে বললেন।

বাহাদুর এলে ওরা দেখল নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে বাহাদুরকে। ওর সারাশরীরে শংকরমাছের চাবুকের দাগ।

বাবলু শিউরে উঠে বলল, "কী করেছেন ছেলেটার অবস্থা? আপনি মানুষ না জানোয়ার?"

লালজি রক্তচক্ষুতেই বললেন, "এ লেড়কা। আউর আগে মাত বাড়ো। জবান সামালকে...।"

ভোম্বল মারমুখী হয়ে বলল, "চোপ।"

বাহাদুর ভয়ে ভয়ে বলল, "এদের সঙ্গে এইভাবে কথা বোলো না তোমরা। এরা অতি নৃশংস। এদের প্রাণে কোনও মায়া-দয়া নেই।"

বাবলু বলল, "ওরা যে নির্দয় তা জেনেবুঝেই আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু আমরা যে কী সেটাও তো ওদের জানা দরকার।"

বাহাদুর বলল, "কিন্তু কেন তোমরা এসেছ এখানে?"

"আমরা তোমাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি। এই বেড়ালের বাসায় মানুষ থাকতে পাবে?"

ডোডি এবার একটা ঘুষি পাকিয়ে বাবলুর দিকে এগিয়ে এল, "এটা বেড়ালের বাসা? এটা হচ্ছে বাঘের গুহা। ওকে কোথায় নিয়ে যাবি তোরা? এখান থেকে তোদের একজনও বেরোতে পারবি ভেবেছিস?"

বাবলু বলল, "আমরা বেরোবোই। সেটা যে-কোনও উপায়েই হোক। সঙ্গে করে বাহাদুরকেও নিয়ে যাব।"

লালজি হাসলেন। বললেন, "তোমাদের চারদিকে তা হলে একবার ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো।"

বাবলু মৃদু হেসে বলল, "অনেক আগেই দেখে নিয়েছি। কাঠের পুতুলের মতো কয়েকজন লোক বন্দুক হাতে স্টেনগান হাতে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ওদের সাধ্য নেই আমাদের কিছু করবার। এই মুহূর্তে আমরা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ওই বুদ্ধুরা যদি সত্যিই গুলি চালায় তা হলে সেই গুলিতে আপনাদেরও কয়েকজন মরবে।"

বাহাদুর বলল, "এই আমি শেষবারের মতো বলছি ও জিনিস ওদের কাছে নেই।"

"তা হলে কার কাছে আছে?"

"আমি বলব না।"

"বলবি না? তা হলে মর তুই।" বলে চাবুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ে চাবুকটা কেড়ে নিল লালজির হাত থেকে।

বাবলু বলল, "ছেলেটাকে এত মেরেও আশ মেটেনি আপনার?"

রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন লালজি। বললেন, "ইতনা হিম্মত তেরা। মেরে পর হাত উঠায়া?"

বাবলু বলল, "হাত ওঠাইনি তো? চাবুকটা কেড়ে নিয়েছি শুধু।" বলে সেটা বিলুর দিকে ছুড়ে দিতেই বিলু লুফে নিল।

লালজি বললেন, "চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখেছিস তো?"

"অবশ্যই।"

"আমিও সেই বাঘ।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? বাঘকে আমরা দারুণ ভয় পাই। কিন্তু বেড়াল বাঘের মতো দেখতে হলেও তাকে আমরা ভয় করি না। শুধু আমরা কেন, আমাদের চেয়ে ছোট ছেলেমেয়ে যারা, তারাও ভয় পায় না। যাই হোক, বাহাদুরকে মেরে ফেললেও একটি কথাও বের করতে পারবেন না ওর মুখ থেকে। জিনিসটা যে ও আমাদের কাউকে দেয়নি, এই কথাটা ও ঠিকই বলেছে।"

"তা হলে দিল কাকে?"

বাহাদুর বলল, "আমি বলছি। আমারই এক দেশোয়ালি ভাইকে জিনিসটা দিয়েছি আমি।"

"সে এখন কোথায়?"

বাবলু বলল, "সে যেখানেই থাক, জিনিসটা এখন আমারই হেফাজতে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এবার চমকে উঠল বাবলুর কথা শুনে।

বাহাদুর বলল, "এইভাবে নিজের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে সেধে বিপদ ডেকে এনো না বাবলুভাই। ওটা তোমার কাছে নেই। রাজুকে দিয়েছি আমি।"

বাবলু বলল, "সে যাকেই তুমি দিয়ে থাকো না কেন, পরে গভীর রাতে সে এসে জিনিসটা আমার কাছেই রেখে গেছে।"

দলের ভেতর থেকে একজন বলল, "এতক্ষণে সত্যি কথাটা মুখ দিয়ে বেরোল। রাজু নামের ওই ছেলেটা ওলমুখো। তার সঙ্গে একটা মেয়েও ছিল রিয়াং না কী যেন নাম। সেও নেপালি।"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন লালজি, "এহি বাত তু নে মুঝকো পহলে কিঁউ নেহি বতায়া? শুধু শুধু আমার মেহমানদের এতক্ষণ আমি এত কষ্ট দিলাম।" বলার পরই লালজি একটু নরম হয়ে বললেন, "বেঙ্গলি ভাই, ওই জিনিসটা আমি নিজের করে পেতে চাই। সাচমুচ বতাও ওই জিনিসটা কী আছে?"

বাবলু হেসে বলল, "আচ্ছা মাথামোটা লোক তো আপনি! জিনিসটা কী তা-ই জানেন না, অথচ সেটা পাওয়ার জন্য এমন হনুমানের মতো লাফালাফি করছেন?"

"অ্যায়সা মাত বোলো। সাচমুচ বতাও ও চিজ ক্যা হ্যায়।"

"আসলে ওটা একটা আস্ত ঘোড়ার ডিম। যা কেউ কখনও দেখেনি।"

লালজি মিনতি করে বললেন, "বহেলা মাত করো। ঠিক করে বলো ভাই ওটা কী আছে?"

বাবলু বলল, "আপনার যখন এতই আগ্রহ তখন আর না বলে পারি না। তা হলে শুনুন ভিমানিসাহেব, ওই জিনিসটা অন্য কিছুই নয়, সম্রাট অশোকের মাথার মুকুট। প্রাচীন সেই স্বর্ণমুকুটের মাথায় লম্বালম্বিভাবে পরপর এমন তিনটি হিরে বসানো আছে, যার কাছে কোহিনুরও ম্লান।"

লালজি এবার আবেগে কাঁপতে লাগলেন। তারপর হঠাৎই বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওটা আমি চাই। ওটা না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব। সম্রাট অশোকের মাথার মুকুট আমি না পেলে পাবে কে? অশোকের মুকুট না পেলে শোকে আমি চণ্ডাশোক হয়ে যাব। আমি ইতিহাস বোঝে, শিল্প-সাহিত্য বোঝে, পুরানা জিনিসেরও ভাও বোঝে, রুপিয়া বোঝে, আমি তোমাদের পাঁচ লাখ নয়, দশ লাখ রুপিয়া দিয়ে দেব।"

বাবলুও সোল্লাসে বলল, "তবে তো দশ মিনিটের মধ্যেই ওই জিনিস পেয়ে যাবেন আপনি। তারপর ওটা মাথায় দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার রাজার মতো সিংহাসনে বসবেন।"

লালজি গাঁক করে উঠলেন, "অ্যাই, ক্যা বোলা তুমনে? কিষ্কিন্ধ্যার রাজা? আমি কি বান্দর আছে?"

"আরে রামো। আপনি লালজি ভিমানিই আছেন। তবে যে স্যাম্পেলগুলোকে আপনার চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে রেখেছেন আপনি, এদের ফেসকাটিংগুলোই বালি, সুগ্রীবের আমলকে মনে করিয়ে দেয়। যাক, এখন আমাদের বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিন।"

লালজি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ডোডি বলল, "ওই জিনিস হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত একজনও কেউ বেরোবে না এখান থেকে।"

লালজি এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওই স্বর্ণমুকুট আমার হাতে এলে তবেই তোমরা মুক্তি পাবে।"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার অতিথি। আমরা বন্দি নাকি যে, মুক্তি পাব?"

"হ্যাঁ, বন্দি। তার কারণ, তোমরা বহুত খতরনক। আমি যাওয়ার সুযোগ করে না দিলে তোমরা কেউই এখান থেকে বেরোতে পারবে না। এমনকী এই কুকুরটাও নয়। তা শুনেছি এই ব্যাটা তো খুবই ডেঞ্জারাস। এর সেই বিক্রম কোথায় গেল? মুখ চুপসে বসে আছে। ভেউ-মেউ কিছুই করছে না, ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "ভেউ-মেউ তো ও করে না, ও শুধু ভেউ-ভেউ করে। ও যখন কাউকে কামড়ায় তখন ওর কামড় যারা খায় তারাই মেউ-মেউ করে। তবে ও এখন চুপ করে আছে দুটি কারণে। এক হল, ও দারুণ অসুস্থ, দ্বিতীয় কারণ, ওর আজ মৌনী একাদশী।"

লালজি বললেন "বলো কী! কুকুরের একাদশী?"

ভোম্বল আর থাকতে না পেরে বলল, "এতে অবাক হওয়ার কী আছে?"

বিলু বলল, "আমাদের এই কুকুর হল যুধিষ্ঠিরের সেই কুকুর। এ আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, বরফে গলে না, বাতাসে ওড়ে না।"

লালজি অবাক হয়ে বললেন, "অ।"

ডাম্পি ফুঁসে উঠল এবার, "তবে যে তখন বললি ওকে গোরুতে কামড়েছে।"

বিলু বলল, "কামড়েছেই তো। ওর গায়ের লোমগুলোকে ঘাস মনে করে গোরুতে চিবিয়ে দিয়েছে।"

লালজি আবার রুদ্রমূর্তি ধরলেন। বললেন, "শোনো বাছাধনরা, মজা করার একটা সীমা আছে। সেই সীমা তোমরা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গিয়েছ। এই সমস্ত ব্যাপারে কোনওরকম বেয়াদপি আমি পসন্দ্ করি না।"

বাবলু বলল, "না করলেন তো ভারী বয়েই গেল! এখন বলুন, আমাদের ব্যাপারে আপনি কী ডিসিশন নিলেন?"

"আমার যা বলবার তা আমি বলেই দিয়েছি। ওই মুকুট আমি হাতে পাব, তোমরাও তোমাদের বাড়ি যাবে।"

"বেশ, তা হলে দেখাই যাক আপনার জবানের দামটা কীরকম। কিন্তু আমরাই যদি এখানে থাকলাম তো ওই জিনিস আপনাকে দেবে কে?"

লালজি এবার রক্তচক্ষু হয়ে বললেন, "কোনওরকম বদ মতলবি আমার সঙ্গে করতে এসো না বেঙ্গলি বয়। আমি লালজি ভিমানি। এখন পর্যন্ত আমি কম করেও আশি মন ঘিউ খেয়েছি। ওই মুকুট কোথায় আছে বলো, আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। ডোডি আর বীরাকে এখনই পাঠাচ্ছি আমি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তাই হোক তবে। আমি বাড়িতে ফোন করে মাকে বলে দিচ্ছি ওরা গেলেই যেন মুকুটটা দিয়ে দেয়।"

লালজি ভিমানি ফোনটা এগিয়ে দিলেন বাবলুর দিকে।

বাবলু নম্বরগুলোতে পুশ করে লাইন পেতেই বলল, "মা, আমি বাবলু বলছি। দু'জন লোক আমার নাম করে বাড়িতে যাবে। ওদের যেন আদরযত্নের কোনও অভাব না হয়। ওরা তোমাকে দশ লাখ টাকা দেবে...।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই বীরা বলল, "না। টাকা ওখানে দেওয়া হবে না।"

ডোডি বলল, "আমরা জিনিস নিয়ে এখানে ফিরে এলে তখনই মিলবে টাকা। তার আগে নয়।"

লালজি বললেন, "এইরকমই তো হওয়া উচিত।"

বাবলু বলল, "যা আপনারা বলবেন, যেমনটি বলবেন, সেইরকমই হবে।" বলেই মাকে বলল, "ওরা এখন কোনও টাকা দেবে না। কিন্তু কিছু না দিক সম্রাট অশোকের ওই মুকুটটা ওদের হাতে তুলে দিয়ো।" বলে ফোন রেখে দিল।

লালজি তখন ডোডি আর বীরাকে আদেশ দিলেন বাবলুর বাড়িতে যাওয়ার।

ডোডি বলল, "ওর বাড়ি তো আমি ঠিক চিনি না।"

বাবলু বলল, "পাড়ার লোকেরা তো চেনে। ওখানে গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলে দেবে।"

ওরা চলে গেলে বাহাদুর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, "এ তুমি কী করলে বাবলুভাই? ওই জিনিস এই শয়তানের হাতে তুমি কেন তুলে দিচ্ছ? তুমি কি জানো না, ওই জিনিস হাতে পাওয়ার পর ওরা দশ লাখ টাকা নয়, দশটা গুলি খরচা করবে আমাদের জন্য।"

বাবলু ফ্যাকাশে হওয়ার মুখ করে বলল, "তাই তো রে! এই কথাটা তো আমি একবারও ভেবে দেখিনি।"

লালজি শয়তানের হাসি হেসে বললেন, "বহুত হুঁশিয়ার লেড়কা তুম। ইস লিয়ে, না? একটা নেপালি ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধি আছে তোমরা পুলিশবালা লেড়কা, তোমাদের সেই বুদ্ধিটুকুও নেই? ওদের শুধু একবার ফিরে আসতে দাও, তারপর দ্যাখো তোমাদের কী হাল করি।"

বাবলু কোনও কথা না বলে মুখ টিপে একটু হেসে আড়চোখে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

এই মুহূর্তে আর কতক্ষণ নীরবতা পালন করা যায় সেটা জানার জন্যে বুঝি পঞ্চু একবার তাকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু ইশারায় ওকে আরও একটু ধৈর্য ধরতে বলল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও নীরব।

শুধু একভাবে কেঁদে চলেছিল বাহাদুর।

বাবলু বলল, "শুধু শুধু কাঁদছিস কেন তুই? আর-একটু পরে ওরা মুকুট নিয়ে ফিরে এলেই তো আমরা চলে যাব।"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ চলে যাব। তবে একেবারে যমালয়ে।"

লালজি খানিক উশখুশ করে এসময় বললেন, "চায় পিয়োগে?"

বাবলু বলল, "মাথাখারাপ! শেষে চায়ের সঙ্গে কী বলতে কী খাইয়ে দেবেন তার ঠিক কী?"

"কিন্তু ওদের আসতে এখনও দেরি হচ্ছে কেন?"

"এসে পড়বে। হয়তো রাস্তা জ্যাম আছে। তা আপনার ওই লোকেরা বিশ্বাসী তো? মানে, ওই রাজমুকুট হাতে পেয়ে চম্পট দেবে না?"

"দিয়ে ওরা যাবে কোথায়? তা ছাড়া লালজি ভিমানির সঙ্গে দুশমনি করে কেউ পারে না।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তবে ওরা এলেই কিন্তু আমরা যেন ছাড়া পাই। তার আগে ওই বিশ লাখ টাকা নিয়ে আসুন। টাকাগুলো গুনে তো নিতে হবে। তা ছাড়া একসঙ্গে এত টাকা কখনও চোখে দেখিনি। দেখেও একটু আনন্দ পাই।"

লালজি হেসে বললেন, "হাঁ হাঁ। কিউ নেহি। রুপিয়া সবসময় গুনে নেওয়াই ভাল।" বলেই হাঁক দিলেন, "পিন্টো! এ পিন্টো! উয়ো দশ লাখবালা দো পাত্তি আভি লেয়াও।"

একটু পরেই দুটো বাণ্ডিল নিয়ে এসে লালজির হাতে দিল পিন্টো।

লালজি পাত্তি দুটো একবার ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "ভাল করে গুনে দ্যাখো ঠিক আছে কি না।"

বাবলু দেখল একগাদা পুরনো লটারির টিকিটের ওপর একটি করে দশ টাকার নোট সাঁটা। তারও গায়ে কালি দিয়ে কয়েকটা শূন্য বসিয়ে দশ লাখ করা। এইরকম বাণ্ডিল দুটো। এই বাণ্ডিল যে ওদের জন্যই করা তা নয়, দেখেই মনে হল লালজি যাদের সঙ্গে গোলমাল করেন তাদের জন্য করা এগুলো। বাবলু তো জানতই এইরকম ধাপ্পাবাজি একটা হবে, তাই সে আগাগোড়াই তৈরি ছিল। লালজিকে এতক্ষণ খেলতে দিয়েছিল ও। এবারে ওর খেলা শুরুর পালা। তাই হেসে বলল, "আরে আপনার মতো পবিত্র পাপীর টাকা কি গুনতে আছে? যাক, আমরা টাকা যখন পেয়ে গেছি তখন আর দেরি নয়, আপনার রক্ষীদের বলুন দরজার পাশ থেকে সরে যেতে। আমরা বিদেয় হই।"

"ক্যা মতলব? ডোডি আর বীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত যাওয়া দূরের কথা, উঠে দাঁড়াবে না পর্যন্ত ওই জায়গা থেকে।"

বাবলু বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার! ওরা ফিরে আসবে এইরকম ভুল ধারণা আপনি করলেন কী করে? এতক্ষণে হয়তো সোনার মুকুট আনতে গিয়ে সন্দেশ আর রসগোল্লায় চাপা পড়ে মরেই গেছে ওরা।"

লালজি ফুঁসে উঠলেন, "তার মানে?"

"তার মানে সবাই বোঝে। আপনার এই বিশ লাখ টাকার মতো সম্রাট অশোকের সোনার মুকুটও অলীক। সবটাই ধাপ্পা। আপনার এই বেড়ালের ঘরে আসবার আগে আমার এই বন্ধুদের বাড়ি পাঠিয়ে আমার মাকে জানিয়ে রেখেছিলাম আয়োজন রেডি রাখতে। আমাদের পাড়ায় নেলো আর কেলো নামে দু'জন ওয়েট লিফটার আছে। বয়স বেশি নয়, কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে। রোজ এক কেজি করে মাংস আর টেংরির জুস খায়। ওদের একজন সন্দেশ, আর-একজন রসগোল্লা খেতে ভালবাসে বলে ওদের নামই হয়ে গেছে সন্দেশ-রসগোল্লা। পরম করুণাময় ঈশ্বরের অসতর্কতায় ষাঁড়ের শক্তি নিয়ে জন্মেছে ওরা। ফাঁসিতলার মোড়ে

বাজি রেখে একবার দুটো লৌহমানবকে গুঁড়িয়ে দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আমরা চলে আসার পর থেকেই আমাদের বাড়িতে বসে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল ওরা। এখন সন্দেশ আব রসগোল্লার আলিঙ্গনেব চাপে হাড়গোড় ভেঙে হয়তো হাওড়া হাসপাতালে বেড নিয়ে শুয়ে আছে ডোডি, বীরা।"

লালজি বোমার মতো ফেটে পড়লেন, "তবে রে! এইবার তা হলে আমার সঙ্গে মজা করাব ফলটা দ্যাখ।"

বাবলু বলল, "দেখি কেমন ম্যাজিক।"

লালজি বললেন, "বেঙ্গলি বয়, তুমি একটু বেশি বুদ্ধি ধরো আমি তা জানি। লেকিন ইয়াদ রাখো, লালজি ভিমানিও তার খুপরিতে নেহাত কম বুদ্ধি রাখে না। তাই বলি শোনো, আমার ওই দু'জন লোক বরবাদ হয়ে গেলেও আমার কুছু ওসুবিধে হোবে না। বরং আরও নতুন দশজন দলে আসবে। কিন্তু তোমবা আমার এই ফাঁদ থেকে আর বেরোতে পারবে না। তোমরা এখনই মরবে। এই হত্যালীলা শুরু হবে তোমাদের এই কুকুরটাকে দিয়েই।"

বাবলু হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, "মরতে আমরা ভয় পাই না লালাজি। সে ভয় থাকলে কখনও এখানে আসতাম না।"

"লালাজি নেহি। লালজি বলো, লালজি।"

"ওই হল। আমাদের গায়ে হাত দিলে আপনাবও লাল-ঝোল গড়িয়ে যাবে। যাই হোক, শুধু আমরা কেন, আমাদের এই পরম বকধার্মিক পঞ্চুচন্দ্র মরতে ভয় পায় না! দেখছেন তো আমার বন্ধু বিলু, ভোম্বল কেমন চুপ করে বসে আছে। বাচ্চু-বিচ্চু তো মেয়ে। ওরাও ভয়ে কাঁদছে না। শুধু বাহাদুরটা বোকা তাই কাঁদছিল। এখন দেখছি কান্না ভুলেছে। তা যাক, যে কথা বলছিলাম। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন, কেউ কাবও হাত ধরে পৃথিবীতে আসে যায় না। মানুষ একা আসে, একা যায়। আমরা কিন্তু সেই মতে বিশ্বাসী নই। মানুষ একা আসে ঠিক কথা কিন্তু যাওয়ার সময় সবাই একা যায়, তা নয়। যেমন আজ আমরা সবাই যমের বাড়ি না যমাই কা ঘর, কী যেন একটা আছে, সেখানে একসঙ্গেই যাব। কীভাবে যাব সেটাই এবাব দেখুন।" বলে পঞ্চুব গায়ে জড়ানো কাপড়ের ঢাকাটা খুলে দিল বাবলু।

ঢাকা খুলতেই দেখা গেল পঞ্চুর বুকে-পিঠে সর্বত্র কয়েকটা প্লাস্টিক বক্স ব্যাটারি ইত্যাদি তামার সরু তার দিয়ে বাঁধা।

সেদিকে তাকিয়েই শিউরে উঠলেন লালজি। বললেন, "এসব ক্যা হ্যায়?"

বাবলুর এক হাতে তখন পিস্তল, অন্য হাতে রিমোট।

বাবলু বলল, "পঞ্চুকে দেখে এখন কী মনে হচ্ছে লালজিবাবু?"

"মেরে তো কুছ সমঝমে নেহি আতা।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানব-বোমা জানেন? যা দিয়ে মানুষ অন্যকে মেরে নিজে মরে? এ-হল তাই। আপনি আমাদের মারবেন অথচ আপনি বেঁচে থাকবেন, তা কি হয়? যে মুহূর্তে আপনি আমাদেব আক্রমণ করবেন সেই মুহূর্তে আমি রিমোটে চাপ দেব। পাছে ওগুলো খুলে যায় বা নড়াচড়া পেয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় তাই পঞ্চু এতক্ষণ অসুস্থতার ভান করে বসে ছিল। এখন ভেবে দেখুন কী করবেন? আমাদের ছাড়বেন, না মারবেন? রিমোটে চাপ দিলে একসঙ্গে কিন্তু আমরা সবাই মরব।"

শুধু লালজি নয়, ঘরে আর যারা ছিল সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে। কেন না, এতক্ষণ এদের কথাবার্তা শুনে সবাই বুঝে গেছে এই ছেলেমেয়েদের চেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী বনের বাঘও নয়।

একজন ভয়ার্তস্বরে বলল, "ওদের ঘাঁটাবেন না লালজি। ওরা যে কী ডেঞ্জারাস তা ক্রিমিনাল মাত্রেই জানে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। কী কুক্ষণে যে এরা জন্মেছিল! এমনকী এই কেলে-কুকুরটা পর্যন্ত এদেব পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গেছে। কেমন ছাগলের মতো বোকা বোকা মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখুন। অথচ ও একটা দস্যু।"

লালজি বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গেট আউট। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আউর কভি মাত আও হিয়া'পর।"

ভোম্বল রেগেমেগে বলল, "মশাই! ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমাদের কোন দায় পড়েছে এখানে আসতে যাওয়ার? আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাই তো এসেছিলাম।"

"ঠিক আছে। আর আমি এখানে আসতে বলব না তোমাদের। জলদি নিকাল যাও।"

বাবলু বলল, "এত সহজে আমরা এখান থেকে যাব নাকি? আগে আপনার লোকেদের বলুন ওদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো পঞ্চুর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখতে।"

লালজির নির্দেশে রিভলভার, স্টেনগান যার কাছে যা ছিল সবাই সব এনে নামিয়ে রাখল পঞ্চুর পায়ের কাছে।

এই সময়ে পঞ্চু ওর মুখখানাকে এমন করল, যেন মনে হল একটু হাসল ও ওদের ওই কাণ্ড দেখে।

বাবলু এবার গম্ভীর গলায় ভোম্বলকে বলল, "তুই বাহাদুরকে নিয়ে এই অস্ত্রগুলো বাইরে যেসব সাদা পোশাকের পুলিশ মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছে, তাদের হাতে দিয়ে আয়।"

ভোম্বল বলল, "যদি ওরা না থাকে?"

"তা হলে একটা ট্যাক্সি ডেকে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। আমরা নিজেরাই গিয়ে থানায় জমা দিয়ে আসব।"

লালজি ও তাঁর লোকেরা দারুণ ভয় পেয়ে তাকিয়ে রইলেন ওদের মুখের দিকে।

বাবলু এবার পঞ্চুর গা থেকে ওইসব খুলে বিলুকে বলল, "যা, এটা সসম্মানে কিষ্কিন্ধ্যার রাজার গলায় পরিয়ে দিয়ে আয়। মুকুট তো এল না, মালাটাই পরুক।"

লালজির তখনকার মূর্তি দেখলে যমের বুকও বুঝি শুকিয়ে যেত।

বিলু বাবলুর নির্দেশমতোই কাজ করল।

নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে লাগলেন লালজি। এমন অসহায় অবস্থা এর আগে আর কখনও হয়নি ওঁর। কিন্তু বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর এক হাতে রিমোট ও অন্যহাতে পিস্তল দেখে কিছুই করতে পারলেন না।

বাবলু এবার কঠিন গলায় বলল, "আমরা এখান থেকে বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত কেউ কোনওরকম ভাবে গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না কিন্তু। যদি করেন তো সকলের বিপদ আপনারাই ডেকে আনবেন।" বলে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে দরজার কাছে গিয়ে সবাইকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলে বলল, "গলার মালাটা এবার খুলে ফেলুন লালজি মহারাজ। আর এই নিন রিমোট। আপনার ওই বিশ লাখ টাকার মতো এটাও চারশো বিশ। মানব-বোমাটোমা কিছুই নেই ওতে। কয়েকটা পুরনো ব্যাটারি আর খেলনা প্লাস্টিক বক্স তার দিয়ে বাঁধা ছিল। আর এই রিমোটটাও অকেজো। আসলে আপনার সঙ্গে আমাদের এই সাক্ষাৎকারটা সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি ছাড়া আর কিছু নয়।"

দারুণ ক্রোধে দড়াম করে ফেটে পড়লেন লালজি।

বাবলু বলল, "তবে সাবধান। আমাদের এই কুকুরের দাঁতগুলো কিন্তু বাঁধানো নয়। আর আমার হাতের এই পিস্তলটাও খেলনা পিস্তল নয়।"

লালজি আর থাকতে না পেরে তারের মালাটা গলা থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর নিজের গোপন জায়গা থেকে রিভলভার বের করে রুখে দাঁড়াতেই পঞ্চু বিকট শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল লালজির বুকে।

প্রাণান্ত চিৎকার করে লালজি লম্ফঝম্ফ শুরু করলেন।

শুধু লালজিকে নয়, ঘরসুদ্ধ লোককে তাড়া করে ছোটাতে লাগল পঞ্চু।

ততক্ষণে দলে দলে পুলিশ এসে ঘরে ঢুকছে।

বাবলুর কাজ শেষ। সে এবার পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হল। ভোম্বল আর বাহাদুর ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল অধীর আগ্রহে। সবাই মিলিত হয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসতেই ট্যাক্সি রওনা দিল বাড়ির দিকে।

মুক্তির আনন্দে বাহাদুরের মুখে তখন খুশি আর ধরে না। পঞ্চুও তখন গভীর প্রশান্তিতে। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা? ওদের বুকে তখন জয়ের গৌরব।

ওরা সবাই বাড়ি ফিরেই দেখল, নেলো আর কেলো অর্থাৎ সন্দেশ-রসগোল্লা তখন বাড়ির সামনে বুক ফুলিয়ে পায়চারি করছে। আর রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর শুয়ে কাতরাচ্ছে ঢোডি, বীরা। এমনই অবস্থা ওদের যে, উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই আর।

ওরা যেতেই সন্দেশ বলল, "তোদের কথামতো এদের কী হাল করেছি একবার দেখ।"

বাবলু বলল, "দেখলাম। একেই বলে মোক্ষম দাওয়াই। আজ আমরা জেনেশুনেই এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে গেলেই আমরা ফাঁদে পড়ব। তাই হঠাৎ একটু অভিনব পরিকল্পনা করে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে বাড়ি পাঠিয়ে পঞ্চুকে একটু অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করেছি অনেক ঝুঁকি নিয়ে। তখনই ওই ঘুঘুদের ধরবার জন্য একটা ফাঁদও পেতে রাখলাম। বাচ্চু-বিচ্ছু এসে আমার মাকে বলে গেল আমাদের নাম করে কেউ এলে তাকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে।"

রসগোল্লা বলল, "বুদ্ধিটা ভালই খাটিয়েছিলি। ধর, সেই সময় আমরা যদি পাড়ায় না থাকতাম?"

"তা হলে মা ওদের ঘরে বসিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিতেন। তারপর ফোন করতেন থানায়।

"চমৎকার। কিন্তু কী এমন হল তোদের যে, এমন একটা নাটক করতে হল?"

বাবলু বাহাদুরকে দেখিয়ে বলল, "আসলে এই ছেলেটাকে ওরা কিডন্যাপ করে আটকে রেখেছিল ওদের ওখানে। ওকে শত্রুপুরী থেকে উদ্ধার করতে গিয়েই যত ঝামেলা।"

"ওখানে গিয়ে তোরা কোনও বিপদে পড়িসনি তো?"

"দারুণ বিপদে পড়েছিলাম। তবে কিনা ভগবানের দয়ায় আর মায়ের আশীর্বাদে বিপন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।"

বিলু বলল, "তা এদের এমন অবস্থা কী করে হল?"

"তোর মা সেলুনের নকুকে দিয়ে খবর পাঠাতেই এসে হাজির হলাম আমরা। তখনই বুঝলাম কোনও ঘুঘুকে তোরা ফাঁদে ফেলতে চাস। তাই তোরই ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় ওরা এল। এসে ঘরে ঢুকতেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'কী বন্ধু! কেমন আছ?' ওরা তখন উত্তর দেবে কী? আমাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে কুঁইকুঁই করতে লাগল। এমন কিছু বেশি চাপ দিইনি। তাতেই এই। তবে যা হয়েছে এর পর আর গুন্ডামি মস্তানি করবার ক্ষমতা থাকবে না ওদের। খুব ভালভাবে চিকিৎসা হলে একটু-আধটু চলেফিরে বেড়াতে পারবে হয়তো।"

ভোম্বল বলল, "এই ওদের উপযুক্ত শাস্তি। প্রাণেও মরল না, অথচ দুর্বল শরীর নিয়ে বেঁচে রইল। কারও ক্ষতি করবার কোনও ক্ষমতাই রইল না আর।"

সন্দেশ বলল, "এখন তা হলে এদের ব্যাপারে কী করবি কিছু ঠিক করলি?"

বিলু বলল "কী আবার করব! পুলিশে দেব।"

বাবলু তখন দু'জনকে সার্চ করে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র বের করেছে। বলল, "এইগুলো সহ পুলিশে দেব। তারপর পুলিশই ঠিক করবে ওদের হাজতে দেবে না হাসপাতালে ভর্তি করবে।"

ভোম্বল তো আরও এককাঠি। বলল, "আচ্ছা ওদের মুখেই শুনি ওরা কী চায়।" বলে ওদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমরা কি তোমাদের এই অবস্থায় কিছু সাহায্য করতে পারি?"

বীরা ফোঁস করে উঠল এবার। বলল, "এক চড় মারব তোর মুখে। আমরা একবার সুস্থ হয়ে উঠি, তারপর দেখ কী হাল করি তোদের। আমার ভাইয়ের বদলা তোদের সবাইকে মেরে নেব আমি।"

"সে তো পরের কথা। সেরে উঠলে। এখন কোথায় যাবে? থানায় না হসপিটালে?"

ডোডি এবার নরম সুরে বলল, "ভাইটি, আমার কথা একটু শোন রে ভাই। তোদের সঙ্গে যা কিছু খারাপ ব্যবহার আমরা করেছি তা লালজির নির্দেশে। এখন যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমরা একেবারেই শক্তিহীন। এখনই আমাদের চিকিৎসার দরকার। তাই বলি কী, দয়া করে তোরা আমাদের পুলিশের ঝামেলায় জড়াস না। একটা ট্যাক্সি ডেকে দে, পালাই।"

বাহাদুর ফোঁস করে উঠল এবার। বাবলুকে বলল, "এমন ভুলটি কোরো না বাবলুভাই। ওরা এখন নিজেরা বিপাকে পড়ে পালাতে চাইছে। অথচ আমি যখন কেঁদেকেটে ওদের অত করে বলেছিলাম আমি নির্দোষ, আমাকে ছেড়ে দাও, তখন ওরা আমার কোনও কথা শোনেনি।" তারপর ডোডির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই লোকটা, এই লোকটাই আমাকে চাবুক দিয়ে মেরেছিল বেশি। এখনও আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে বাবলুভাই। জ্বর আসছে।" বলে গায়ের জামা খুলে সকলকে দেখাল।

বাহাদুরের অবস্থা দেখে শিউরে উঠল সবাই। পাণ্ডব গোয়েন্দারা আগেও দেখেছিল। এখন ভাল করে দেখল।

বাবলু বলল, "না না। এদের ছেড়ে দেওয়ার কোনও যুক্তিই নেই।"

বিলু বলল, "বিশেষ করে লালজির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এদের একান্ত প্রয়োজন। এদের মোচড় দিলেই অনেক কথা বেরিয়ে আসবে এদের মুখ থেকে।"

ভোম্বল বলল, "আর এই বীরা গুন্ডা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। একে ধরিয়ে দিতে পারলে আমাদের সুনাম আরও বৃদ্ধি পাবে।"

পঞ্চু এতক্ষণ একভাবে এদের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়ছিল ঘন ঘন। এবার ওর আর করণীয় কিছু নেই বুঝে ঘরে গেল।

বাবলুর মা-ও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখছিলেন ওদের ব্যাপারস্যাপার।

বাচ্চু-বিচ্ছুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল বাহাদুরের পাশে।

বাবলু ঘরে এসে থানায় ফোন করতেই ওদের পরিচিত ইনস্পেক্টর ফোন ধরলেন। তারপর ওর মুখে সব শুনেই বললেন, "একটু নজরে রাখো ওদের, আমরা এখনই যাচ্ছি। ওদিকে লালজির খবরও ভাল নয়। তোমাদের মুখে খবর পেয়ে পুলিশ বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিকের মতো উধাও সব। কয়েকজনকে অবশ্য পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।"

বাবলু বলল, "আপনারা আসুন তা হলে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে।

ইনস্পেক্টর ডোডি আব বীরার অবস্থা দেখে বললেন, "হাতি একেবারে কাদায় ফেঁসেছে দেখছি। এ কী অবস্থা!"

বাবলু তখন আগ্নেয়াস্ত্রদুটো ইনস্পেক্টরের হাতে তুলে দিল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "কীভাবে কী হল তা হলে শুনি?"

সন্দেশ বলল, "বাবলুরা আজ কোনও একটা বিপজ্জনক জায়গায় গেলে বাড়িতে হামলা হওয়ার আশঙ্কায় মাসিমা আমাদের একটু নজরদারি করতে বলেছিল। এমন সময় দেখি দুই মূর্তিমান ওদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ডাকাতি অথবা মাসিমাকে ভয় দেখানো। তাই মারধোর করিনি, কোনও কিছুই করিনি। আদর করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটু চাপ দিয়েছিলাম শুধু। তাতেই এই। লোহার মানুষকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমরা মেডেল পেয়েছি। এরা তো—।"

ইনস্পেক্টর ডোডি ও বীরাকে ধমক দিয়ে বললেন, "এমন অসময়ে এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে লোকের বাড়িতে কেন এসেছিলি?"

বীবা বলল, "কেন আবার? নিজেদের মরণকে এইভাবে ডেকে আনব বলে।"

"যা, গাড়িতে উঠে বোস। হাজতে ঢুকিয়ে তোদের ব্যবস্থা আমি করছি।"

বীরা বলল, "আমাদের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকলে আমরা এইভাবে ধুলোয় পড়ে থাকতাম? আমাদের বুকের পাঁজর এমনভাবে টাটিয়ে উঠেছে যে, হাত নাড়তে পারছি না আমরা। একটু নড়াচড়া হলেই সারা শরীর ঝনঝনিয়ে উঠছে। শুধুমাত্র সেই কারণেই পকেটে ওগুলো থাকা সত্ত্বেও ওদের কিছু করতে পারিনি। হাতদুটোও যদি অকেজো না হত তা হলে অনেক আগেই শেষ করে দিতাম ওই নৃসিংহ অবতারদুটোকে। আমাদের হাজতে ঢোকালে ওদেরও ঢোকানো উচিত।"

ইনস্পেক্টর ধমক দিয়ে বললেন, "তার মানে বিচারক মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন বলে তাঁরও ফাঁসি হবে? তাই না?"

ডোডি বলল, "অত কথার দরকার নেই। আমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়ার নিয়ে চলুন। আমরা জেলঘুঘু লোক। জেল হাজতে আমরা ভয় পাই না।"

অবশেষে সবাই মিলে ধরাধরি করে ওদের ভ্যানে ওঠালে পুলিশ বিদায় নিল।

বাহাদুর বলল, "আমি তা হলে এবার যাই?"

বাবলু বলল, "কোথায় যাবি? কাল থেকে খাওয়াদাওয়া নেই, কিছু নেই। শরীরের এই অবস্থা। এই অবস্থায় কেউ যায়? আগে আমাদের বাড়িতে আয়। মুখ-হাত ধুয়ে পেটভরে কিছু খা। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করি, তবে তো যাবি।"

বাহাদুর হেসে বলল, "সে ঠিক আছে। আসলে বাবুর জন্য বড্ড মন কেমন করছে আমার।"

"স্বাভাবিক। বাবুকে আমি এখনই ফোনে সব জানিয়ে দিচ্ছি। আয়, ভেতরে আয়।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই চলে গেলে বাবলু বাহাদুরকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে এল। তারপর বাহাদুরকে বাথরুম দেখিয়ে রাজারামবাবুকে ফোন করতে গিয়েই অবাক। ও-বাড়ির ফোন শুধু বেজেই চলেছে। রাজারামবাবু ফোন ধরছেন না। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। তিনি তা হলে কোথায়?

বাবলুর মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এল।

॥ ৬ ॥

কী হল! কোথায় গেলেন রাজারামবাবু! এই একটা চিন্তাই পেয়ে বসল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। ওরা বাহাদুরকে নিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই এসে হাজির হল রাজারামবাবুর বাড়ির সামনে। এসে দেখল দরজায় তালা দেওয়া। কেউ কোথাও নেই।

বাহাদুর ছলছল চোখে বলল, "বাবুর কি তা হলে কোনও বিপদ হল?"

বিলু বলল, "কী বিপদ হবে? দরজায় তালা যখন, তখন নিশ্চয়ই কোথাও উনি গেছেন।"

এমন সময় পাশের বাড়ির এক মহিলা বাহাদুরকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, "কী ব্যাপার বাহাদুর! তোমাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না কাল থেকে। কত ভাবছিলেন উনি।"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ, একটু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। তা বাবু কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

"কী করে বলব বাবা। তোমাদের ঘরের দরজা তো সবসময়ই বন্ধ থাকে। উনি তো ঘর ছেড়ে সাধারণত কোথাও যানও না।" বলেই বললেন, "ওই তো আসছেন।"

রাজারামবাবু একগাদা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে একটি রিকশায় চড়ে হাসি হাসি মুখে এসে নামলেন ওদের সামনে।

বাহাদুর বলল, "এই সন্ধেবেলা আপনি কোথায় গিয়েছিলেন বাবু?"

রাজারামবাবু বললেন, "সন্ধে কী রে! এখন রাত আটটা।"

বাবলু বলল, "তা এই রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

"থানায়।"

চমকে উঠল সকলে।

বাবলু আবার বলল, "হঠাৎ কী এমন হল আপনার যে, থানায় যেতে হল?"

রাজারামবাবু হেসে বললেন, "বলব, বলব। সব বলব। আগে ঘরে তো চলো।"

রাজারামবাবু ঘরের তালা খুলতেই বাহাদুর মিষ্টির প্যাকেটগুলো নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও উঠতে লাগল।

রাজারামবাবু বললেন, "তোমাদের পঞ্চু কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?"

বিচ্ছু বলল, "ও ভীষণ ক্লান্ত। তাই বিশ্রাম নিচ্ছে।"

ওপরের ঘরে গিয়ে সবাই গুছিয়ে বসলে রাজারামবাবু বললেন, "ভাগ্যে গেলাম। তাই জানতে পারলাম তোমাদের খবর। বাহাদুরকে যে তোমরা ওই শয়তানের খপ্পর থেকে বের করে আনতে পেরেছ এর জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। শুধু দুঃখ এই, লালজিকে ধরেও ধরা গেল না। মনে হয় ও জলপথে পালিয়েছে। ওর বাড়ির পেছন দিকের একটা পথ চলে গেছে গঙ্গার দিকে। সেই দিকেই গেছে হয়তো।"

ভোম্বল বলল, "ওর বাড়িতে আপনি গেছেন কখনও?"

"না। তবে কিনা ও নন্দীবাগানে বাড়ি করেছে শুনে একবার দূর থেকে ওর বাড়ি আর আশপাশের এলাকাটা দেখে এসেছি।" বলে বাহাদুরকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "তোর ওপর খুব নির্যাতন হয়েছে, না রে?"

"হয়েছে। এইসব বন্ধুদের কৃপায় আমি যে আবার ফিরে আসতে পেরেছি এতেই আমি ধন্য। তবে কিনা যা শিক্ষা এরা ওদের দিয়েছে তাতে মনে হয় না আর ওরা এদিকে আসবে।"

রাজারামবাবু বললেন, "আসবে না। তার কারণ লালজি পলাতক। ওর চ্যালাচামুণ্ডারাও ছত্রভঙ্গ। অতএব এখানকার পাট ওর শেষ। প্রোমোটারির কাজটা অবশ্য ও দূরে থেকে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েও করাতে পারে।"

বিলু বলল, "মনে হয় সে কাজটাও খুব সহজ হবে না।"

রাজারামবাবু বললেন, "ওসব কথা এখন থাক। আগে সবাই মিষ্টিমুখ করো। পরে তোমাদের কথা শুনে আমার কথা বলব। তোমরা হয়তো জানো না আমার বুকের বোঝাটা কতটা হালকা হয়ে গেছে আজ।" বলে বাহাদুরকে বললেন, "নে, সবাইকে খাবার ভাগ করে দিয়ে তুই খা, আমাকে দে। অনেকদিন পর আজ আমি দারুণ তৃপ্তি করে মিষ্টি খাবো।"

বাহাদুর বলল, "আগে তা হলে বাইরের কল থেকে এক বালতি জল ভরে নিয়ে আসি।"

"জল আমি আনিয়ে রেখেছি। তুই খাবার ভাগ কর।"

বাহাদুর প্লেট এনে খাবার সাজিয়ে এগিয়ে দিল প্রত্যেককে। কত যে ভাল ভাল মিষ্টি এনেছেন রাজারামবাবু, তার ঠিক নেই। সেই সঙ্গে বড় বড় শিঙাড়া।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "এত মিষ্টি কী করে খাব?"

রাজারামবাবু বললেন, "যা পারো খাও। বাকিটা বাড়ি নিয়ে যাও। পঞ্চুর জন্যও তো লাগবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দারুণ খুশি হয়ে মিষ্টিমুখ করতে লাগল। সবচেয়ে বেশি খুশি হল ভোম্বল। তার কারণ একে ও মিষ্টি খেতে ভালবাসে, তার ওপর পরিমাণে এত বেশি যে, এরকম সচরাচর বরাতে জোটে না।

বাবলুও মিষ্টান্নভোজী। বলল, "এমন সুস্বাদু মিষ্টি অনেকদিন খাইনি। এ যা খেলাম তাতে আজ রাতের খাওয়াটা গেল।"

রাজারামবাবু বললেন, "এবার বলো তোমরা কীভাবে কী করলে? বাহাদুরকেই বা উদ্ধার করলে কীভাবে?"

বাবলু তখন আগাগোড়া যা যা হয়েছিল সব বলল।

রাজারামবাবু বললেন, "ওই মানব-বোমার পরিকল্পনাটা তোমাদের মাথায় এল কী করে?"

বাবলু বলল, "জানি না। বিপদকালে হঠাৎ করে এইরকম একটু-আধটু চিন্তাভাবনা মনের মধ্যে খেলা করে যায়। তবে এই ধরনের মিথ্যাচারের ঝুঁকিও আছে অনেক। আমরা জানতাম তেমন কোনও বিপদ হলে সঙিন মুহূর্তে পুলিশের সাহায্য আমরা পাব। তবু ভয় ছিল এই কারণে যে, ওই এলাকাটা তো আমাদের থানা এলাকার মধ্যে পড়ে না। এখানকার থানার নির্দেশ পেয়ে ওঁরা কতটা সক্রিয় হবেন তা আমাদের জানা ছিল না। তবু যাই হোক ঠিক সময়েই গিয়ে পৌঁছেছিলেন ওঁরা।"

সব শুনে অভিভূত হয়ে রাজারামবাবু বললেন, "এবার আমার কথা শোনো। তোমরা তো চলে গেলে, আমি হালভাঙা নৌকোয় বসা মাঝির মতো অথৈ জলে যেন ভাসতে লাগলাম। কত কী চিন্তা করলাম মনে মনে। বুঝলাম জীবনে এগিয়ে চলার পথে কখনও পিছু ফিরে তাকাতে নেই। কালের স্রোতকে মেনে নিতে হয়। যুগধর্মকে স্বীকার করতে হয়। ভগবানের নাট্যশালায় যে নাটকের শেষ হয়েই গেছে, ভাঙা মঞ্চে তারই স্মৃতিমন্থন করে লাভ কী। যুগের পর যুগ পার হয়ে গেছে। প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় অতীত বিলীন হয়ে নতুনের রংবাহার আসছে। আম্রপালির উদ্যানের সেই স্বর্ণমুদ্রাই বলো আর প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন এইসব মূর্তিগুলোই বলো, এদের সাধ্য নেই শতাব্দী সহস্রাব্দের পরে ঘুম থেকে উঠে এসে পুরাতন সেই যুগকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনে। মমির মতো অভিশাপকেই এরা জাগিয়ে তুলতে পারে। এদের সাধনা করলে জীবনসাধনা ব্যাহত হয়। ওই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কী কাণ্ডই না হয়ে গেল। কত রক্ত ঝরল। খুন হল। এইসব দুর্লভ মূর্তিগুলোও অভিশপ্ত কম নয়, আমার ঘরে আসার পর আমার ঘর তো ভেঙে দিতে পারল ওরা। আমার সুখ শান্তি নষ্ট হল। জীবন বিপন্ন করে তুলল। কী না হল বলো তো? তাই ভাবলাম এইসব জঞ্জাল আর আমি বাড়িতে রাখব না। এক একদিন এক একটিকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসব। অথবা জমা দেব সরকারের ঘরেই। তাতে অবশ্য আমার জেল জরিমানা দুইই হবে। কিন্তু মনের ভেতর থেকে ভয় বলে জিনিসটা চলে যাবে বরাবরের মতোই। এই ভেবে আমি থানায় গিয়ে সব কথা ওঁদের জানিয়ে এলাম।"

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "ব্লান্ডার করে এলেন। আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত একটু তর সইল না আপনার? এই ব্যাপারে আমি মনে মনে এমন একটা পরিকল্পনা করেছিলাম যাতে করে সাপও মরত অথচ লাঠিও ভাঙত না।"

রাজারামবাবু বললেন, "কী সেই পরিকল্পনা?"

"সে যাই হোক, এখন আর ওইসব ভেবে কোনও লাভ নেই। পুলিশ আপনাকে কী বলল?"

"একটু অপেক্ষা করো, ওরা এল বলে।"

এর পর বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। একসময় বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। সেই সঙ্গে ডোর-বেলের শব্দ।

রাজারামবাবু বললেন, "পুলিশ।"

বাহাদুর গিয়ে দরজা খুলে দিতেই চার পাঁচজন সম্ভ্রান্ত চেহারার সাদা পোশাকের অফিসার এবং পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পরিচিত ইনস্পেক্টর ওপরে উঠে এলেন। এর পর মূর্তিগুলোর ব্যাপারে নানা জিজ্ঞাসাবাদের পর সেগুলো দেখতে চাইলেন ওঁরা।

রাজারামবাবু নিজে গিয়ে সবকিছু দেখিয়ে আনলেন।

অফিসাররা আবার ওপরে এসে গুছিয়ে বসে বললেন, "এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ মূর্তিগুলোকে আপনি বছরের পর বছর আটকে রাখলেন কী বলে?"

রাজারামবাবু মাথা হেঁট করে বললেন, "লোভে।"

"কিন্তু এর পরিণাম কী হতে পারে জানেন?"

বাবলু আর থাকতে পারল না। বলল, "কী আবার? কিছুই না।"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "তোমার কথায় কী? কেউ যদি অফিসের ক্যাশ ভেঙে তার দশ বছর বাদে সেই টাকা অনুতপ্ত হয়ে অফিসে ফেরত দিতে যায় তখন কি তাকে কেউ কোনওভাবেই ক্ষমা করবে?"

বাবলু বলল, "ওই সমস্ত অসার যুক্তি খাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। উনি বলছেন লোভে। কিন্তু আমরা জানি মোটেও তা নয়। এগুলো লোভের সামগ্রী হলে এত যত্নে কখনওই এখানে থাকত না। এতদিনে এগুলো লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে শোভা পেত। আসলে উনি শিল্পরসিক লোক। তাই শিল্পকে যথার্থ মর্যাদা দেবেন বলে নিজস্ব সংগ্রহশালায় রেখে দিয়েছিলেন। এমন তো অনেকেই রাখে। তাতে দোষটা কোথায়?"

সাদা পোশাকের অফিসারদের একজন বললেন, "দোষ আছে বইকী। অন্যেরা যা পারে উনি তা পারেন না। কেন না উনি ওই বিভাগেরই একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন।"

"সেইজন্যই তো নিরাপত্তার কারণে জিনিসগুলো এতদিন আগলে রেখেছিলেন উনি।"

"সরকারি তত্ত্বাবধান ছাড়াও ওঁর এই ঘরখানি বেশি নিরাপদ বলে মনে করেন উনি?"

বিলু বলল এবার, "অবশ্যই। জিনিসগুলো এখানে ছিল বলেই আজও সংগ্রহে আছে। না হলে কোথায় পাচার হয়ে যেত তা কে জানে?"

বাবলু বলল, "আম্রপালির উদ্যানের দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপারটা বোধহয় জানেন না আপনারা। সেদিন তো উনি ভাল মনেই সরকারের ঘরে সবকিছু জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কি আদৌ জমা পড়েছিল? মাফিয়াচক্রে সেগুলোও তো উধাও হয়ে গিয়েছিল মাঝপথে। প্রশাসন কি পেরেছিলেন সেগুলোকে উদ্ধার করে আনতে? সেইসময় এমন একটি দুষ্টচক্রের আবর্তে উনি পড়ে গিয়েছিলেন যে, এগুলোও পাছে বেহাত হয়ে যায় সেই ভয়ে এগুলো তখন সরিয়ে রেখেছিলেন। পরে মায়ার বশবর্তী হয়ে আগলে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন।"

ভোম্বল বলল, "শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আজ যেভাবে বাহাদুরকে লালজি ভিমানির ডেরা থেকে বের করে নিয়ে এলাম তার পরিণামে কী হল? শুধুমাত্র প্রশাসনের গাফিলতির জন্য লোকটা পালিয়ে গেল চোখে ধুলো দিয়ে। অথবা বলা যেতে পারে ইচ্ছে করেই তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া হল।"

একজন বিজ্ঞ অফিসার সব শুনে বললেন, "শোনো বাবলু, আমরা প্রশাসনিক তদন্তের জন্য এতক্ষণ ধরে এত সব কথা বললাম। ওঁর শিল্পপ্রেমকে আমি অভিনন্দন জানাই। ওঁর বদলে অন্য যে কেউ হলে এইসব মূর্তি বিদেশে পাচার করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসে থাকতেন। উনি কিন্তু তা করেননি। তবে কিনা আইনের কতকগুলো ঘোরালো দিক আছে, সেইখানেই একটু গোলমাল দ্যাখা দেয়। যাই হোক, উনি ওঁর পুরনো রেফারেন্স-এর উল্লেখ করে এবং প্রতিলিপি জমা দিয়ে কাদের রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্য এগুলো সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তা উল্লেখ করে আবেদন করলে হয়তো ওঁকে আমরা রেহাই দিতে পারব।"

বাবলু বলল, "সে যা হয় করুন। তবে জেনে রাখুন ওই চুরি যাওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলোর ব্যাপারে বিহার রাজ্যের পুলিশ ভিজিলেন্স সেল বসিয়েও এতদিনে একটি মুদ্রাও উদ্ধার করতে পারেননি। অথচ সন্দেহজনক লালজি ভিমানিরাও ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বসে আছেন।"

এর পরে আর কোনও কথা নয়। বাহাদুর চা করে নিয়ে এলে সবাই চা খেয়ে রাজারামবাবুর স্টেটমেন্ট নিয়ে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ভোম্বল বলল, "স্টেটমেন্টে উনি কী কী লিখেছেন তা জানি না। তবে আপনারা একটু লিখে দেবেন যে শুধুমাত্র লালজি ভিমানির ভয়েই এতদিন উনি মূর্তিগুলো প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে পারছিলেন না। আজ লালজি পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যেতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। কেন না লালজি ওঁকে বার বার শাসিয়ে এসেছিলেন ওইসব দুর্লভ মূর্তি লালজির হাতে তুলে না দিয়ে সরকারের ঘরে জমা দিলে হত্যার সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।"

পুলিশ বিদায় নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও বিদায় নিল। যাওয়ার সময় রাজারামবাবুর ইচ্ছামতো মিষ্টির প্যাকেটও একটা নিয়ে গেল পঞ্চুর জন্য। কথা হল কাল সকালেই বাহাদুর গিয়ে দেখা করবে বাবলুর সঙ্গে। তারপর সবাই মিলে মাথা ঠান্ডা করে নতুন উদ্যমে চিন্তাভাবনা করবে রিয়াং ও রাজুর ব্যাপারে। সত্যি, রাজুটা যে কোথায় গেল।

পরদিন সকালেই বাহাদুর এসে হাজির হল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে সঙ্গে নিয়েই।

পঞ্চুর সে কী আনন্দ সকলের সঙ্গে বাহাদুরকে দেখে। আসলে ও বোধহয় বুঝতে পারছে আবার একটা কোনও বড়সড় অভিযানের প্রস্তুতি নিতে চলেছে সকলে। এবং সেটা হচ্ছে এই নেপালি কিশোরকে কেন্দ্র করেই।

বাবলুদের বাড়ি এলে যথারীতি চা-পর্বটা বেশ জুতসইভাবেই সাঙ্গ হল। মা আজ খুব যত্ন করে আলুপরোটা তৈরি করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল কড়াপাকের সন্দেশ। কখন কাকে দিয়ে যে আনিয়েছেন তা কে জানে? অথবা এমনও হতে পারে সন্দেশ রসগোল্লা ওরফে নেলো আর কেলোর জন্যই আনিয়েছিলেন কাল। উদ্বৃত্ত যেগুলো, সেগুলো রেখে দিয়েছিলেন সকলের জন্য। বাবলুর বাবা-মা'র একটা অন্যরকম সাংসারিক ধারা আছে। যা কিনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বেশি করে কিনে রাখা। সেই জন্যই হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে অতিথি আপ্যায়নের কোনও অসুবিধে হয় না ওদের।

যাই হোক, জলযোগপর্ব শেষ হলে বাবলু বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করল, "তোর শরীরের অবস্থা এখন কীরকম?"

"ব্যথা আছে। কাল রাতে বাবু ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে এনে ওষুধ মলমের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মনে হয় দু'-একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে।"

"এখন তা হলে রাজুর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতেই যাওয়া যাক।"

"যেতে তো হবেই। আমার মনটা পড়ে আছে ওইদিকে। কী যে হল ছেলেটার কিছু ভেবে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে?"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, জিনিসটা হাতে পেয়ে কোনওরকম লোভের বশবর্তী হয়ে...।"

"না, না। ও কাজ সে করবে না। আমার সঙ্গে, রিয়াং-এর সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?"

বিলু বলল, "তা হলে ও রিয়াংকে কথা দিয়েও ফিরে এল না কেন?"

বাহাদুর বলল, "সেইটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। লালজি ছাড়া আর কোনও শত্রুও এখানে নেই আমাদের। অথচ লালজির হাতেও ধরা পড়েনি ও। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার।"

বাচ্চু এবার অনেক ভেবেচিন্তে বলল, "আচ্ছা এমনও তো হতে পারে এখান থেকে গা আড়াল দেওয়ার সময় কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়ে গেছে ও?"

বিচ্ছু বলল, "হতে পারে নয়, সেইরকমই হয়েছে। না হলে ও যাবে কোথায়?"

বাবলু বলল, "দ্যাখ, এই ব্যাপারটার মীমাংসা ঠিক এইভাবে হবে না। বদ লোকের পাল্লায় পড়লে তারা ওকে মেরে-ধরে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে। ওকে সুদ্ধু গুম করবে কেন?"

বিলু বলল, "হয়তো এমনভাবে মেরে ফেলে রেখেছে কোথাও যে, ও আর উঠতে পারছে না।"

"তেমন কোনও ব্যাপার হলে থানা-পুলিশের চোখে পড়বেই।"

ভোম্বল বলল, "এখানকার সবক'টা থানায় তুই একবার ফোন করে দ্যাখ, কী বলেন ওঁরা?"

বাবলু তাই করল। সব থানায় ফোন করে একটাই উত্তর পেল। না। ওরকম কাউকেই ওঁরা পাননি।

বিলু বলল, "এখন তা হলে আর দেরি না করে রাজুর বাড়িতে যাই চল। রিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করি।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মনে হয় নিশ্চয়ই অন্য কোনও কিছুর গোলমাল একটা হয়েছে। যে রিয়াং সাইকেল পেয়ে অমন অভিভূত সেই-বা একবার দেখা করতে এল না কেন আমাদের সঙ্গে? তারও তো পাত্তা নেই।"

বাহাদুর বলল, "ওকে তোমরা সাইকেল দিয়েছ? ওর কিন্তু নিজের একটা সাইকেলের দরকার ছিল খুব। ক'দিন ধরে আমিও মনে মনে ভাবছিলাম আমার জমানো টাকা থেকেই ওকে একটা সাইকেল আমি কিনে দেবো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সময় নষ্ট না করে যে যার বাড়ি থেকে স্কুটার নিয়ে এসে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

পঞ্চুর উৎসাহ তো সবার চেয়ে বেশি। ও তাই মহানন্দে এসে জুটল বাবলুর স্কুটারে।

বাবলু ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এখন না। তুই বরং একটু বাড়িতেই পাহারা দে। আমরা যাব কি আসব।"

পঞ্চু কিছু ব্যাপার বোঝে। তাই বললে কথা শোনে। ও বোঝে এই মুহূর্তে রহস্যের কোনও গন্ধ নেই। কারও দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তাই ও আবার ঘরের কাছে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল দরজার সামনে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে টা-টা করে সোজা গিয়ে হাজির হল রিয়াংদের বাড়ি। কিন্তু গিয়ে দেখল তালা বন্ধ।

একজন প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞেস করায় বললেন, "রিয়াংকে তো কাল রাত্রি থেকেই দেখছি না। তবে ওর মা ছোট ভাইটাকে নিয়ে রাজুদের বাড়ি গেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর একটুও দেরি না করে তখনই ছুটল রাজুদের বাড়ি।

ওরা গিয়ে দেখল বাড়িটা কেমন যেন থমথম করছে।

স্কুটার থেকে নেমেই বাবলুর প্রথম প্রশ্ন, "রাজু?"

রাজুর মা বললেন, "রাজু ফিরে এসেছে।"

রিয়াং-এর মা-ও খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন ঘরের ভেতর থেকে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই সবিস্ময়ে বললেন, "এ কী তোমরা!"

"হ্যাঁ আমরা। আমরা এলাম রাজুর খবর নিতে।"

"রিয়াং তা হলে কোথায়?"

"ওর ব্যাপারে আমরা তো কিছু জানি না। আমরা ওরও খবর নিতে এলাম। কেন যে ও দেখা করল না আমাদের সঙ্গে, তাই তো আমরা ভেবে পাচ্ছি না।"

"কাল রাত্রিবেলা ও যে আমাকে বলল তোমাদের সঙ্গে ও কোথায় যেন যাচ্ছে।"

"কই, না তো! আমাদের এখন কোথাও যাবার পরিকল্পনা ছিল না। তা ছাড়া কাল আমরা বাহাদুরকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবার চেষ্টাতেই ছিলাম। অন্য কোনওদিকে নজর দিতে পারিনি আমরা।"

"ভারী আশ্চর্য তো! ও আমাকে মিথ্যে কথা কখনও বলে না। কী এমন হল ওর যে, এইভাবে চলে যেতে হল ওকে?"

বাবলু তবুও বলল, "আপনি কি একটুও অনুমান করতে পারেন, ও কোথায় গেছে বা যেতে পারে?"

"না।"

"রাজুর ফিরে আসার খবরটা কি পেয়েছে ও?"

"ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই গেছে।"

বাবলু একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আমরা একবার রাজুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওর মুখ থেকে দু'-একটা কথা শুনলেই বুঝতে পারব ও কোথায় গেছে, কেন গেছে?"

রাজুর মা বললেন, "কিন্তু বাবা, ও যে এখন কথা বলার অবস্থায় নেই।"

সবার আগে বাহাদুরই তখন ঢুকে গেল রাজুর ঘরে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকল রাজুর। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ। হাতে-পায়ে স্টিচ লাগানো।

ও সবাইকে দেখে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, "তোমরা এসেছ? আমি জানতাম, না এসে তোমরা পারবে না। মায়ের মুখে শুনলাম কাল এখানে এসে আমার খবরও নিয়ে গেছ তোমরা।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কিন্তু তোমার এমন অবস্থা হল কী করে?"

"আকস্মিক দুর্ঘটনা বলতে পারো।"

"সে তো দেখছি। কিন্তু হল কীভাবে?

"বলছি। তার আগে বলো তোমরা চা-টা খাবে কিনা?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। সবে আমরা খেয়ে আসছি। কিন্তু তোমার কথা বলার আগে একটা কথার উত্তর দাও, রিয়াং কোথায়?"

রাজু ম্লান হেসে বলল, "এখন ক'টা বাজে?"

"পৌনে ন'টা।"

"তা হলে ও এখন অনুদের বাড়ির ছাদে বসে অনুর সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করছে।"

"তার মানে ও এখন সাহেবগঞ্জে?"

"আমিই পাঠিয়েছি ওকে। না পাঠানো ছাড়া উপায় ছিল না।"

"কিন্তু যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে কি একবার দেখা করে যেতে পারত না?"

"পারত। তা হলে হয়তো কালই যাওয়া হত না ওর। কেন না ট্রেন পেত না।"

বাবলু একটু রাগতস্বরে বলল, "তা সে তোমাদের ব্যাপার, তোমরা যা করেছ ঠিকই করেছ। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাদের নাম করে গেল কেন?"

"না হলে ওর মা ওকে যেতেই দিতেন না। এখন ভাই কোনওরকম রাগ অভিমান না করে ওর মাকে বোঝাতে হবে তোমাদের যাবার কথা ছিল ঠিকই কিন্তু বাহাদুরের কারণে দেরি হয়ে যাওয়ায় তোমরা যেতে পারোনি। ও তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা না পেয়ে ভেবেছিল তোমরা চলেই গেছ, তাই ও-ও স্টেশনে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ব্যাপারটা এইরকমই হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এমন কী ব্যাপার ঘটল যে, ওকে কালই চলে যেতে হল?"

"সেই ব্যাপারেই বলব তোমাদের।"

"আর ওই জিনিসটা?"

"ওই জিনিসটা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই গেছে ও। এবার আজ রাতেব গাড়িতে তোমরা গেলে, কাল-পরশুর মধ্যেই ওটা মণিভদ্রর হাতে পৌঁছে দিলে, তবেই সকলের শাপমুক্তি। উঃ কী অভিশপ্ত জিনিস ওটা! ও জিনিস আব এক মুহূর্তও কাছে রাখা ঠিক নয় ভেবেই বিপদ-আপদের সবরকম ঝুঁকি মাথায় নিয়েই ওকে পাঠিয়েছি। কিছু যদি হয় তো ওর একার ওপর দিয়েই হোক।"

বাবলু বলল, "সে ঠিক আছে। তবে কাজটা কিন্তু ভাল করোনি। একটু ধৈর্য ধবা উচিত ছিল।"

রাজু একবার ম্লান হাসল। তারপর বলল, "ধৈর্য! ধৈর্যের বাঁধ যে একেবারেই ভেঙে গেছে বাবলুভাই। তাই আর ধৈর্য ধরতে সাহস হয় না। এখন আমার মুখে সব কথা শোনার পরও যদি বলো ধৈর্য ধরা উচিত ছিল, তা হলে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নেব আমি। তবে আমার এইরকম অবস্থা দেখার পর আশা করি তোমরা মেনে নেবে যে, আমি যা করেছি তা ভেবেচিন্তেই করেছি।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের ভুল বুঝো না ভাই। যা তুমি করেছ তা নিশ্চয়ই বুঝে-শুনেই করেছ। তবে কিনা ওইরকম একটি গোলমেলে জিনিস নিয়ে ওর একা অতদূরে যাওয়ার ব্যাপারেই একটু যা আপত্তি আমাদের। এখন বলো তোমার কী কথা। তোমার কথা না শুনে কোনও মন্তব্য করব না আমবা।"

রাজু বলল, "ওই রাতে বাহাদুর তো জিনিসটা আমাব দিকে ছুড়ে দিল। আমিও সেটা লুফে নিয়ে পালাবার জন্য দৌড় দিলাম। এমন সময় হল কী শোনো—।"

রাজু আর রিয়াং-এর মা চা আর কেক নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বাবলু রিয়াং-এর মাকে বলল, "মেয়ের জন্য একদম মনখারাপ করবেন না। আমবা আজকালের মধ্যেই যাচ্ছি। নিয়ে আসব ওকে। আসলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমরা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম কিন্তু কবে এবং কখন তা ঠিক করিনি। এদিকে ও বাড়িতে গিয়ে আমাদের না পেয়েই স্টেশনে চলে যায়, তারপর টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে বসে। কিন্তু সাহেবগঞ্জে নেমে যখন দেখতে পাবে না আমাদের, তখনই নিজের ভুলটা বুঝতে পারবে।"

"সে যাক না কেন, ও তো যায়ও। কিন্তু তোমাদের নাম করে গেল বলেই তো অবাক হয়ে গেলাম।"

"আমাদের তো যাওয়ার কথা ছিলই। সেইজন্যই ও আমাদের নাম করেছে। আসলে বাহাদুরের ঝামেলাটা না থাকলে চলে আমরা যেতামই।"

"যাক বাবা। ভালয়-ভালয় ফিরে এলেই বাঁচি।"

সবাই চা আর কেক ভাগ করে খেতে শুরু করলে মায়েরা বিদায় নিলেন।

রাজু বলতে শুরু করল, "আমি তো জিনিসটা বুকে নিয়েই প্রাণপণে দৌড় শুরু করলাম। ইচ্ছে ছিল জিনিসটা নিয়ে এসে আমাদেরই বাড়িতে লুকিয়ে রাখব। কিন্তু বিধি বাম। ওই জিনিসটা নিয়ে ছুটে পালানোর সময় হঠাৎই কিছু লোক আমাকে চোর মনে করে 'চোর চোর বলে তাড়া করল। আমি দারুণ ভয়ে কী যে করব কিছু ভেবে পেলাম না। আসলে এমন যে হবে বা হতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। আমি বুঝেই গেলাম জিনিসটা এবার আমার সত্যিই হাতছাড়া হল। তবুও আমি আমার মনোবল হারালাম না। শিবপুর শিবতলার কাছে একজনের একটা ভাঙা গাড়ি রাস্তার ধারে অনেকদিন ধরে পড়েছিল। আমি যা আছে কপালে ভেবে জিনিসটা সেই গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে আবার ছোটা শুরু করলাম। ততক্ষণে ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর। তারপর সবাই মিলে মেরেধরে হাতের সুখ করে বিদায় নিল। ওরা আমাকে এমনভাবে মারল যে, কিছুক্ষণ আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। এইসময় একটি ছেলে, নাম সর্বাশিস গুহঠাকুরতা, বাড়ি শ্রীরামপুরে, বোধ হয় ওর কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিল। আমার ওইরকম অবস্থা দেখে আমাকে ওদের সেই আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করিয়ে আমাকে বাঁচায়। আমার নির্দেশে

ও-ই গিয়ে সেই গাড়ির ভেতর থেকে জিনিসটা নিয়ে এসে আমাকে দেয়। হারানিধি ফিরে পেয়ে আমি যেন পুনর্জন্ম লাভ করি। তাই বাড়ি ফিরেই রিয়াংকে ডেকে সব কথা বলে আর দেরি না করে ওকে কালই সাহেবগঞ্জে চলে যেতে বলি। এই ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চাইনি তার কারণ—আমি চাই না ওই অশুভ জিনিসটার প্রভাবে তোমাদের কোনও ক্ষতি হোক।"

বাবলু বলল, "ও। এই ব্যাপার। তবে জিনিসটা যে ক্ষতিকর তা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি খুব চিন্তিত হচ্ছি এই ভেবে যে, আমরা তো জিনিসটার অমর্যাদা করছি না। ওটা যাতে যথাস্থানে ফেরত যায় সেই চেষ্টাই করছি, তবু কেন এইরকম হচ্ছে?"

রাজু বলল, "জানি না ভাই। কিচ্ছু জানি না।"

বাবলু বলল, "জামালপুর এক্সপ্রেস কখন ছাড়ে?"

রাজু বলল, "রাত আটটা পঁয়ত্রিশে।"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। আজই রওনা দিতে হবে আমাদের। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

রাজু বলল, "সর্বনাশ হবে কেন?"

"তার কারণ আছে। প্রথম কারণ, যে ভয়ে তুমি জিনিসটা নিয়ে সাততাড়াতাড়ি ওকে পাঠিয়ে দিলে, সেই ভয়েই। অর্থাৎ ওই অভিশপ্ত জিনিসটা পথে ওর বিপদ একটা ঘটাবেই। আর দ্বিতীয় কারণ...।"

বিলু বলল, "অতটা আশঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিছু তো নাও ঘটতে পারে।"

বাবলু বলল, "না ঘটলেই ভাল। তবে কিনা আমার ভয়টা যে অন্য জায়গায়।"

ভোম্বল বলল, "কীসের ভয় তোর?"

"আমার ভয় লালজি ভিমানি নামের ওই শয়তানকে।"

"লালজি জানবে কী করে যে, ওই গাড়িতে ও যাচ্ছে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনকেই একটু বিমর্ষ দেখাল এবার।

বিচ্ছু বলল, "আমি বুঝেছি বাবলুদা কেন এত ভয় পাচ্ছে। কাল সন্ধেবেলা আমাদের সামনেই পুলিশের তাড়া খেয়ে লালজি পলাতক। এদিকে ট্রেন রাত আটটা পঁয়ত্রিশে। অতএব লালজি যদি কাল রাতে ওই একই গাড়িতে গিয়ে থাকেন তা হলে তো স্টেশনেই ধরে ফেলবে ওকে।"

বিচ্ছুর কথা শুনে লাফিয়ে উঠল সকলে। বলল, "তাই তো! এমন তো কেউ ভেবে দেখিনি। যদি সত্যিই তাই হয়, কী হবে তা হলে?"

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "কিছুই আর করবার থাকবে না।"

ভোম্বল বলল, "আজ যে আমরা যাব, ও গাড়িতে কোনও রিজার্ভেশন পাব কি?"

রাজু বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারো। কেন না, গাড়ির তো খুব একটা ডিম্যান্ড নেই।"

বাবলু তখন পকেট হাতড়ে শ'তিনেক টাকা বের করে রাজুর হাতে দিয়ে বলল, "এটা তুমি রাখো। কোনও ওষুধপত্তরের দরকার হলে কিনে নিয়ো। আমরা তো বেশি টাকা সঙ্গে নিয়ে আসিনি। তা হলে আর-একটু বেশি দিতাম।"

কুণ্ঠিত রাজু বলল, "আবার এসব কেন ভাই? তা ছাড়া আজ তোমরা বাইরে যাবে, তোমাদেরও তো টাকা-পয়সার দরকার।"

বাবলু বলল, "টাকা-পয়সা তো সকলেরই দরকার। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। আমরা তা হলে আসি, কেমন?"

বাহাদুর হঠাৎই বলল, "অনুদিদিমণির ফোন নম্বর তো আমার কাছে আছে। ফোন করে জেনে নিলে হয় না, রিয়াং ওখানে পৌঁছেছে কি না?"

বাবলু বলল, "দ্য আইডিয়া। ফোন নম্বরটা দে দিকিনি।"

বাহাদুর ওর পকেট থেকে ছোট্ট একটি নোটবুক বের করে সেটা বাবলুকে দিল। তাতে যে কত লোকের নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা, তার ঠিক নেই।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাজুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী একটি বুথে নিয়ে এস টি ডি করল। কিন্তু না। ওখানে শুধু টেলিফোন বেজেই চলেছে, কেউই সে ফোন ধরল না। একবার-দু'বার নয়, বারবার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরল। তা ছাড়া করবেটাই বা কী? এইভাবে সময় নষ্ট তো করা যায় না।

রাজুর ওখান থেকে ফিরে এসেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা মেতে উঠল নতুন অভিযানের আনন্দে। বিলু আর ভোম্বল তখনই গেল টিকিট কাটতে। বাবলু ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিল, "ফর্ম ফিলাপ করে কাউন্টারে দিবি। বার্থ যদি পাওয়া গেল ভাল। না হলে ওয়েটিংলিস্টের ওই টিকিটেই দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে চেপে রওনা হব আমরা। এক রাতের ব্যাপার। তাই অসুবিধেও হবে না কিছু।"

এই যাত্রায় বাহাদুরকেও অবশ্য সঙ্গে পেতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজারামবাবুকে ছেড়ে ওর পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া শংকরমাছের চাবুকের ব্যথা এখনও মরেনি ওর গা থেকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সবকিছু গোছানোই থাকে। শুধুমাত্র শীতের সময় হলে উলের পোশাক একটু যা বেশি হয়, আর অন্যসময় হালকা ধরনের ব্যবহারের উপযোগী দু'-একটা নিতেই হয় সঙ্গে। এর বেশি বোঝা বাড়ায় না ওরা।

বাইরে যাওয়ার আনন্দে পঞ্চু তো একেবারেই দিশেহারা। বাচ্চু-বিচ্ছু ওকে ওদের বাড়িতেও নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল করে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে সেন্ট ছিটিয়ে দিল। পঞ্চুর তো আরও আনন্দ তাতে। এরপর শুধু ঘর আর বার। আর কখন সন্ধে হয় তারই প্রতীক্ষা।

ভাগ্য ভাল বিলু, ভোম্বল কনফার্ম টিকিটই পেয়ে গেল। তাও আবার 'এস ওয়ান' বগিতে। পর পর বার্থ। কী করে হল? কী করে হল তা অবশ্য জানবার প্রয়োজন নেই। টিকিট পেয়েছে এই যথেষ্ট। টিকিট হয়েছে আবার ভাগলপুর পর্যন্ত।

বাবলু বলল, "যাব তো আমরা সাহেবগঞ্জ। তা ভাগলপুরের টিকিট কাটতে গেলি কেন?"

বিলু বলল, "ইচ্ছে করেই কেটেছি। তার কারণ ভাগলপুরেই ট্রেনটার পৌঁছবার কথা ভোর পাঁচটা পঁচিশে। সাহেবগঞ্জ তারও অনেক আগে। অর্থাৎ তিনটে তিরিশে। ধর সেইসময় যদি আমরা ঘুমিয়েই থাকি, তা হলে? তখন ফাইন দেওয়ার চেয়ে ভাগলপুরে নেমে পিছিয়ে আসা অনেক ভাল।"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। এখন আর অন্য কোনওদিকে মন না দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তৎপর হ। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ি...।"

"আটটা পঁয়ত্রিশে।"

"ওই হল। আমরা এখান থেকে সাতটার সময় রওনা দেব। অমনই পঞ্চুর জন্যও টিকিট কেটে নেব একটা।"

ভোম্বল বলল, "ওর টিকিটও আমি আলাদা করে কেটে নিয়েছি। না হলে ট্রেনে ওঠার সময় কে লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে যাবে?"

ওরা সবাই তখনকার মতো বিদায় নিলেও খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে আবার এসে হাজির হল বাবলুর কাছে। যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেও পরিকল্পনা তো একটা করতেই হবে।

ওদের দেখে দারুণ উৎসাহ পেয়ে পঞ্চু এসে বাবলুর গা ঘেঁষে বসল।

বিলু বলল, "যাওয়া তো আমাদের হচ্ছেই। রাজারামবাবু কি জেনেছেন আমরা যাচ্ছি বলে?"

"না। বাহাদুর গিয়ে যদি বলে থাকে তা হলে আলাদা কথা। না হলে কীভাবে যে যাওয়ার কথাটা বলব তা কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না। ওঁর এতদিন ধরে সংরক্ষণ করা ওই জিনিসটা রিয়াং একা-একা নিয়ে গেছে শুনলেই হয় তো ওঁর স্ট্রোক হয়ে যাবে।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু বাহাদুর যদি সত্যি কথাটা বলে দেয়?"

"তা হলেই তো চিন্তার ব্যাপার।"

বিলু বলল, "খুব একটা চিন্তার ব্যাপার নাও হতে পারে। কেন না ওই জিনিসটা যে রাজুর জিম্মায় আছে তা তো উনি জানেন। রাজুর সন্ধান যে পাওয়া যাচ্ছে না তাও জানেন। অতএব...।"

"কিন্তু ওই জিনিসটা যে ওঁরই মেয়ের মাধ্যমে মণিভদ্রর হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছে সেটা কি উনি জানেন? তাই বলি, এই ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে দেখা করে খুঁচিয়ে ঘা না করাই ভাল। ইতিমধ্যে লালজির লোকেদের পাল্লায় পড়ে রিয়াং যদি জিনিসটা হাতছাড়া করে ফেলে থাকে তা হলে তো অনুশোচনার শেষ থাকবে না ওঁর। তাই বলি, আমরা যেমন যাচ্ছি যাই। বরং বাহাদুরের সঙ্গে একবার দেখা করে ওকেই জানিয়ে যাব আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা।"

বাবলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই বাহাদুর এসে হাজির। বলল, "বাবু জানতে চাইলেন তোমরা কি আজ সত্যি সত্যিই সাহেবগঞ্জে যাচ্ছ?"

বাবলু বলল, "যাচ্ছিই তো! তবে কিনা শেষ মুহূর্তে যদি কোনও অঘটন না ঘটে।"

"বাবু তা হলে স্টেশনে দেখা করবেন তোমাদের সঙ্গে।"

"আমরা যাব। আমাদের রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। কিন্তু বাবুকে তুমি ওই জিনিসটার ব্যাপারে কিছু বলেছ নাকি?"

"না, অন্যভাবে বলেছি। আর সেইজন্যই দেখা করতে এলাম তোমাদের সঙ্গে। রাজুর ফিরে আসার ব্যাপারটা জানাইনি বাবুকে। বাবু জানেন ও এখনও বেপাত্তা। আর তোমরা সাহেবগঞ্জে যাচ্ছ লালজির খোঁজে। বাবুর এখন ভয় লালজি খেপে গিয়ে অনুদিদিমণির ওপর কোনও হামলা না চালায়। তাই বারবার অনুরোধ করেছেন, তোমরা ওখানে গিয়ে ওদের একটু সাবধানে এবং সতর্ক থাকতে বোলো।"

"মণিভদ্রর ব্যাপারটা তা হলে উনি জানেন না?"

"একেবারেই নয়।"

ভোম্বল বলল, "না জানানোই ভাল। এখন তা হলে আমাদের নিজেদের আলোচনায় আসা যাক। সাহেবগঞ্জে গিয়ে আমরা উঠব কোথায়?"

বাহাদুর বলল, "স্টেশনের ধারেকাছেই থাকবার জায়গা দু'-একটা আছে। তবে খুব একটা উন্নতমানের নয়। ওখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে নির্মলা সিনেমার কাছে একটা ভাল লজ আছে। পারলে তোমরা সেখানেই উঠো। আর খুব যদি অসুবিধে হয় তা হলে অনুদিদিমণিদের ওখানে গেলে ওরা কিন্তু আদরযত্নের কম করবে না।"

বাবলু বলল, "সে ঠিক কথা। তবে কিনা কারও আশ্রয়ে গেলে স্বাধীনভাবে থাকা যায় না। তা ছাড়া ওখানে গিয়ে আমাদের কয়েকটা কাজ আছে। যেমন ধরো, লালজি ভিমানির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া। প্রয়োজনে আমরা কহলগাঁও, এমনকী ভাগলপুরেও যাব। আর অতীতের সেই বিক্রমশীলা মহাবিহার, সেখানে তো যাবোই। অমনি আর-একজনের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেব। সেই রহিস আদমিটির নাম হল বিন্ধ্যাচল রাম। আমার মনে হয় ওইখানে গেলেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।"

বাহাদুর বলল, "তা হলে তোমরা ফিরবে কবে?"

"অভিযান শুরু করলে তার শেষ যে কোথায় হবে তা কি বলা যায়?"

"বাবু যদি মত দেন আর আমি যদি একটু সামলে উঠি তা হলে আমিও গিয়ে জুটে যাব তোমাদের সঙ্গে।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "তবে তো দারুণ হয়।"

বাহাদুর চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা আরও কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনা করে যে যার বিদায় নিল। এই ব্যাপারে শুধু একটাই দুশ্চিন্তা রইল, সেটা রিয়াংকে নিয়ে। মেয়েটা কি আদৌ যথাস্থানে পৌঁছতে পেরেছে?

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্টেশনে এসে হাজির হল।

অনেকদিন পর বেশ পুরোপুরি একটা ভ্রমণের মেজাজ নিয়ে ওদের এবারের এই অভিযান। তার কারণ, লালজির ব্যাপারে এই শহরাঞ্চলে ওদের আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। ধরা যেতে পারে রাজারামবাবুও এখন বিপন্মুক্ত। লালজি বা তার দলবল হয়তো আবার ফিরে যাবে বিহারে, বৈশালীর উপকণ্ঠে লালগঞ্জে। আর বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে যদি ওদের এখনও কোনও খারাপ কাজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহলে তা সেখানেই। অতএব ওদের এবারের এই অভিযানের ভেতর দিয়ে দুষ্টচক্রের এই দুই নায়ককেই যে-ভাবে হোক ফাঁসাতে হবে। আর রিয়াং যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের চক্রে পড়ে থাকে তা হলে ধর্মচক্রসহ উদ্ধার করতে হবে ওকেও।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের নির্ধারিত বার্থের দখল নেওয়ার পরও দেখল বেশ কয়েকটা বার্থ খালি আছে। বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী? এ-গাড়িতে কি লোক হয় না?"

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক বসেছিলেন সাইড লোয়ারে। বাবলুর কথা শুনে বললেন, "কে বললে লোক হয় না? শনি, রবি বা ছুটির দিন হলে এই গাড়িতে তিলধারণের জায়গা থাকে না। আজ হচ্ছে গিয়ে বৃহস্পতিবার। তার ওপর এইসময় জল পার্টিদের ভিড় একটু কমই থাকে।"

ভোম্বল বলল, "জল পার্টি?"

"হ্যাঁ জল পার্টি। সময় বিশেষে এই গাড়ির নাম জামালপুর এক্সপ্রেস থাকে না। এর নাম হয়ে যায় 'বোল

ব্যোম এক্সপ্রেস'। ট্রেনে উঠলেই শুনবে, 'চলো ব্যোম, হটো ব্যোম, ইধার আও ব্যোম'। কী বুঝলে? বুঝলে না তো কিছুই?"

ভোম্বল বলল, "না।"

ওদের লাগোয়া পরের সারির বার্থগুলোয় একদল ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ থেকে কলকল করছিল। ওরা এসেছে সন্তোষপুর থেকে। যাবে জামালপুর পর্যন্ত। বারো থেকে সতেরোর মধ্যে বয়স ওদের। বাপ্টি, বুবাই, মাম, ভুনাই কী সব নাম ওদের। ওরাও হাঁ করে শুনছিল প্রবীণের কথাগুলো। ওদেরই ভেতর থেকে বুবাই নামের ছোট্ট ছেলেটি বলল, "আর একটু খুলে বলুন, তা হলে আমরাও শুনি?"

প্রবীণ বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই গাড়ি তখন বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখ থেকে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্যন্ত পুরোপুরি ওদের দখলে চলে যায়। হইহল্লা, চিৎকার চেঁচামেচি এমনকী মারামারি পর্যন্ত হয়। তিনজনের বার্থ রিজার্ভ করিয়ে দশ-বারোজনকে নিয়ে ওঠে ওরা। যায় সুলতানগঞ্জ পর্যন্ত। তারপর গঙ্গায় স্নান করে, বাঁকে করে জল নিয়ে গৈবীনাথকে দর্শন করে তিন-চারদিনের পথ পায়ে হেঁটে চলে যায় দেওঘরের বৈদ্যনাথধামে।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। ওদের ওই জলযাত্রার দৃশ্য অবশ্য আমরাও দেখেছি একবার। সেবার জামালপুরের কালীপাহাড়ে গিয়ে কী দারুণ অভিজ্ঞতাই না হয়েছিল আমাদের! উঃ, কী সাংঘাতিক।"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছুই দেখতে পেল বাহাদুরকে। ওরা ট্রেনেব জানলা থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে, "বাহাদুর! বাহাদুব! আমবা এখানে।"

সঙ্গে রাজারামবাবুও ছিলেন।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই নেমে গিয়ে ডেকে আনল ওঁদেব। পঞ্চুও জানলার ধারে সিটে বসে কুঁইকুঁই করতে লাগল। বাহাদুরকে দেখে কী আনন্দ ওর!

বাহাদুরের কাঁধে একটি কিট ব্যাগ ছিল। হাতে একটি ঝোলা।

বাবলু বলল, "আমি অনেকক্ষণ থেকেই তোমার কথা চিন্তা করছিলাম। এত দেরি কবে এলে যে?"

বাহাদুব হেসে বলল, "টিকিট কাটতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। বাবু বলেছেন আমাকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে।"

বাহাদুরের কথা শুনে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। বাচ্চু বলল, "সত্যি! সত্যি বলছ তুমিও যাবে?"

বিচ্ছু বলল, "কী দারুণ হয় তা হলে।"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ। বাবুর সেইরকমই ইচ্ছে।"

রাজারামবাবু বলেন, "তোমরা এই প্রথম যাচ্ছ, অচেনা জায়গা। সেইজন্যই পাঠালাম বাহাদুরকে। তা ছাড়া আমার মিসেস একটু গম্ভীর প্রকৃতির। অনুর খোঁজখবর নিতে গেলে উনি কীরকম ব্যবহার করবেন তোমাদের সঙ্গে তা তো জানি না। বাহাদুর থাকলে ব্যাপারটা সহজ হবে।" তারপর বললেন, "তোমরা কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো। লালজি যদি সত্যিই নন্দীবাগান থেকে পালিয়ে ওই অঞ্চলে গিয়ে থাকে তা হলে তোমাদের ওপরও চড়াও হবে কিন্তু। বাগে পেলে তোমাদের একজনকেও ও ছাড়বে না।"

বাবলু বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইতিমধ্যে যদি কোনও অঘটন না হয়ে থাকে তা হলে রিয়াং, অনু কারও গায়েই ওরা হাত দিতে পারবে না। আমাদের তো নয়ই। আমরা ওদের সর্বনাশ ঘনিয়ে তবেই ফিরে আসব।"

রাজারামবাবু তখন এই গাড়ির কোচ অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে বাহাদুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটটা স্লিপার ক্লাসে করিয়ে নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। তারপর বললেন, "ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে ফোনে একটু যোগাযোগ কোরো আমার সঙ্গে। কেমন?"

বাবলু বলল, "সে কথা কি বলে দিতে হয়?"

যাই হোক, এবারের অভিযানে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আনন্দযাত্রায় একটা নতুন মাত্রা যোগ হল, বাহাদুর।

বাহাদুর বলল, "কাল অত মার খেলাম তবু তোমাদের সঙ্গ পাওয়ার আনন্দে এখন মনে হচ্ছে আমার যেন কিছুই হয়নি। আমি যেন ঠিক আগের মতোই আছি। কোনও ব্যথা নেই, বেদনা নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ যেন আমি।"

বাবলু বলল, "এইরকম মনে হলেই ভাল। আসলে মানসিক অবস্থাটার ওপরই শরীরের সব কিছু নির্ভর করে।"

রাজারামবাবু বললেন, "সিগন্যাল হয়ে গেছে।"

ওঁর বলা শেষ হতেই নড়ে উঠল ট্রেন। তারপর আলো ঝলমল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে অন্ধকারের

যবনিকা ভেদ করে গন্তব্যের পথে এগিয়ে চলল হু হু করে। বালি পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি কর্ড লাইনে যাবে। তাই বর্ধমানের আগে আর কোথাও থামা নেই।

ওরা সবাই একজোট হয়ে মুখোমুখি বসে ওদের কাজকর্মের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল।

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, কাল ওখানে পৌঁছনোর পর আমাদের প্রথম কাজটা কী হবে?"

বাবলু বলল, "সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যেমন রিয়াং যদি জিনিসটা নিয়ে ভালভাবেই ওখানে পৌঁছতে পেরে থাকে তা হলে কাল আমরা সারাটাদিন ধরে বাহাদুরকে নিয়ে সাহেবগঞ্জ চষে বেড়াব। তারপর পরশু সকালে অথবা ওদের সুবিধেমতো যে কোনও একটা দিন রিয়াং আর অনুকে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় তিব্বতি ধর্মশালায় গিয়ে ধর্মচক্রটি তুলে দিয়ে আসব মণিভদ্রের হাতে। তারপর কহলগাঁও আর বিক্রমশীলায় অভিযান চালিয়ে খুঁজে বের করব ওই ঘোড়েল শয়তানদের।"

"মোট কথা, একটা কিছু করে তবেই আমরা আসব, এই তো?"

"অবশ্যই। না হলে বদনাম হয়ে যাবে আমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু বাবলুদা, যদি ধরো তোমার আশঙ্কাই সত্যি হয়, রিয়াং যদি সত্যি সত্যিই ওদের খপ্পরে পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে?"

ভোম্বল ফুট কাটল, "তা হলেই তো সর্বনাশ। অর্থাৎ রাতের ঘুম যাবে, মনের অশান্তি বাড়বে আর পাহাড় পর্বতে অরণ্যে গুহায় ছুটোছুটি করে তোলপাড় করতে হবে চারদিক। অর্থাৎ ভ্রমণের শুধু বারোটা নয়, সাড়ে বারোটা বেজে যাবে একেবারে।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই খুব ঘোরালো হয়ে উঠবে তা হলে। এইভাবে একা যাওয়াটা ওর খুবই অনুচিত হয়েছে। লালজিরা যদি সত্যি সত্যিই কাল রাতে ওই ট্রেনে গিয়ে থাকে তা হলে নিজেদের স্বার্থেই আত্মরক্ষার খাতিরে ওরা নজর রাখবে চারদিকে।"

বাচ্চু বলল, "তবে বাবলুদা, আমি কিন্তু অন্যভাবে একটু চিন্তাভাবনা করছি।"

"কীরকম, তবু শুনি?"

"লালজি বা তার লোকেরা কি আদৌ চিনবে রিয়াংকে? ওদের কে ওকে দেখেছে?"

"ঠিক কথা। সে রাতে যারা ওকে দেখেছে লালজির সঙ্গে যদি তাদেরই কেউ থাকে, তবেই ওকে চেনা সম্ভব। ডোডি ছাড়াও ডাম্পি বা পিন্টো তো থেকে থাকতে পারে? অন্যদের মধ্যেও থাকতে পারে কেউ। বিশেষ করে অমন এক সুদর্শনা কিশোরী নেপালি মেয়ে। ও নিজেই তো চিনিয়ে দেবে নিজেকে। একা কোনও নেপালি মেয়েকে ওইভাবে ট্রেনজার্নি করতে দেখলে সন্দেহ কি ওদের হবে না ভেবেছিস্? অতএব ভয়টা আমার ওইখানেই।"

বাহাদুর বলল, "আমিও ঠিক ওই ভয়ই করছি।"

ভোম্বল বলল, "সে যখন যা হওয়ার তখন তাই হবে। এখন থেকে আকাশপাতাল ভেবে তো কোনও কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। এখন যেটা সর্বাগ্রে ভাবা দরকার সেই ব্যাপারেই একটু ভাবনাচিন্তা করা হোক।"

বিলু বলল, "যেমন?"

"যেমন ধরো আমাদের এইসব ভাল ভাল খাবারদাবারগুলো কি জুড়িয়ে জল হয়ে যাওয়ার পর খাওয়া হবে, নাকি এখনই সদ্গতি হবে এগুলোর?"

বাবলু বলল, "বর্ধমানটা আসতে দে না।"

"তার মানেই রাত দশটা। এদিকে পঞ্চুর অবস্থাটা একবার দ্যাখ। মুখটা যেন শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে বেচারির। তাই বলি কি, বর্ধমান আসার জন্য অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিয়ে যে-যার বার্থ উঠিয়ে শুয়ে পড়ি আয়। ওদিকে আবার শেষরাতে নামা।"

বিলু বলল, "এই কথাটা অবশ্য মন্দ বলিসনি তুই। খাবার ভাগ করে খেতে খেতেই বর্ধমান এসে যাবে। শোওয়াটা তারপরে।"

অতএব খাবার ভাগাভাগিতে বসল সবাই। এবারে আর লুচি আলুর দমের ব্যাপারই নেই ওদের। মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ আর ভাল সন্দেশ ছিল সকলের জন্য। শুধু বাহাদুরের জন্যই যা ছিল না। এদিকে রাজারামবাবু বাহাদুরের হাত দিয়ে কিশমিশ কাজুবাদাম থেকে শুরু করে ক্ষীরকদম, সন্দেশ, মিহিদানার লাড্ডু আর পলিপ্যাকে মোড়া বড় বড় রাজভোগ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সকলের জন্য। এত কিছু দিয়েছিলেন যে সব কিছু খাওয়াই গেল না। বেশির ভাগই রয়ে গেল সকালের জন্য।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হতেই বর্ধমান এসে গেল। পঞ্চু খুব তৃপ্তি করেই বিরিয়ানি খেয়েছে। মাংস খেয়েছে। কিন্তু কেন কে জানে মিষ্টিতে ও মুখও দেয়নি।

যাই হোক, ওরা যে-যার বার্থ নামিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করতেই পঞ্চু ঢুকে পড়ল সিটের তলায়। ওইটাই ওর সবচেয়ে পছন্দসই জায়গা। ওইখান থেকেই ও সকলকে পাহারা দেয়।

বাবলু আর বিলু উঠল আপার বার্থে। বাচ্চু-বিচ্ছু গেল মিড্‌ল-এ। ভোম্বল আর বাহাদুর রইল লোয়ার বার্থে।

চমৎকার জার্নি। সুন্দর আবহাওয়া। বর্ধমান ছেড়ে ট্রেন ছুটে চলেছে বোলপুরের দিকে। খানা জংশন থেকে লাইন বদল করে এ-গাড়ি যাবে বোলপুর, রামপুরহাট, নলহাটি তিনপাহাড় পেরিয়ে সাহেবগঞ্জের দিকে। তারপর জামালপুরে যাত্রার বিরতি। লাইন গিয়ে মিশবে কিউল নদীর ধারে কিউলে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তার আগে, অনেক আগেই নেমে পড়বে সাহেবগঞ্জে। এখন শুধু ঘুম ঘুম আর ঘুম।

॥ ৮ ॥

সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও বাহাদুরের চোখে ঘুম ছিল না। তাই শেষরাতে ট্রেন এসে সাহেবগঞ্জে থামতেই ও ডেকে তুলল সকলকে।

ভোম্বল দারুণ বিরক্ত হয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, "ভাল লাগে না বাবা। গাড়িটা ঘণ্টা দুই লেট করলে কেমন আরামে ঘুমিয়ে সকালে নামতাম। তা নয় ঠিক সময়ে এসে ঢুকে পড়ল। কোনও মানে হয়?"

বিলু বলল, "এই রকম সময়ে অচেনা দেশের অচেনা পরিবেশে এসে পৌঁছনোর কত আনন্দ বল দেখি? ঘুম তো সব সময়ই আছে।"

"তোর মুণ্ডু।"

বাবলু বলল, "দেরি করিস না। নেমে পড়।"

পঞ্চু তো আগেই গেটের কাছে চলে গিয়েছিল। এখন সবাই আসতেই প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়ল ও।

এত অন্ধকার রাতে স্টেশন ছেড়ে কোথাও যাওয়া নয়। ওরা তাই স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই এসে হাজির হল।

বাচ্চু বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবলুদা, কী বড় পাহাড় একটা দ্যাখো। অন্ধকারে যেন প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বাহাদুর বলল, "এখানে কি ওই একটা পাহাড়? অনেক পাহাড় আছে এখানে। ঝরনা আছে। সকাল হলে দিনের আলোয় এর চারদিকের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "গঙ্গাও তো আছে।"

"আছেই তো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বড় স্টিমারে চেপে দূরের মণিহারিঘাট থেকেও ঘুরে আসতে পারো।"

বাবলু বলল, "এসেছি যখন সবকিছু না দেখে যাব না। আপাতত এখন গরমাগরম একটু চা পেলে মন্দ হত না।"

বাহাদুর বলল, "স্টেশনের বাইরে তো সারি সারি চায়ের দোকান রয়েছে। বলো তো নিয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "না, থাক। হাতে করে বয়ে নিয়ে আসার চেয়ে ওইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। আর তাতে হবে কি নিশিভোরের পাহাড়ি হাওয়ায় ঘুমের ভাবটাও কেটে যাবে, দূর হবে ট্রেনজার্নির ক্লান্তিও।"

বাবলুর কথামতো সবাই তাই চলল।

চারদিকের ঘন অন্ধকারে স্টেশন এলাকাটা থমথম করছে। ট্রেন থেকে নামা যাত্রীরা ওই রাতেও রিকশায় চেপে চলেছে যে যার ঘরের দিকে। আসলে সকলেই তো ওদের মতো নয়। স্থানীয় বাসিন্দা এরা। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা যাবে হোটেল কিংবা লজে। তাই সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ওদের।

বাহাদুর ওদের সঙ্গে করে একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে ছ'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। সেই সঙ্গে বিস্কুট। বিস্কুট একটা পঞ্চুকে দিতেই কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিল সেটা। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও গাঢ় দুধের বিহারি চা খেয়ে দারুণ তৃপ্ত হল।

চা খেয়ে আবার ওরা এসে হাজির হল ওয়েটিং রুমে। কেন না রাতের আঁধার কাটতে তখনও অনেক

দেরি। ওরা বসে বসে নিজেদের মধ্যে নানারকম অন্য আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিল। হঠাৎই ভোরের পাখির কলকলানিতে চমক ভাঙল ওদের। একটু একটু করে আলো ফুটছে তখন।

বাহাদুর বলল, "এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক?"

বাবলু বলল, "মন্দ কী? তবে কিনা সকাল ছ'টা না হলে কোনও হোটেলে ঢোকা ঠিক নয়।"

ভোম্বল বলল, "না, না, সাতটা। কেন না টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কোনও হোটেলের বা লজের নিয়ম থাকলে ছটাতেই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ঘুমটা কিন্তু ভাল হবে না তাতে।"

বাহাদুর বলল, "আচ্ছা, আমি বলি কী, আমার সঙ্গে চলোই না তোমরা অনুদিদিমণির ওখানে। কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের।"

বাবলু বলল, "না। যাদের সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয় নেই তাদের বাড়িতে হঠাৎ করে উঠতে আমাদের খুবই খারাপ লাগবে। তাই হোটেল অথবা লজেই উঠব আমরা। বিশেষ করে পঞ্চুর ব্যাপারে বিরক্তও তো হতে পারেন ওঁরা।"

অতএব আর দ্বিমত নয়। ভোরের আলোয় পথ দেখে ওরা সাহেবগঞ্জের রাজপথ ধরে এগিয়ে চলল।

বাহাদুর বলল, "ডানদিকে এই যে দেখছ সোজা রাস্তাটা, এইদিকেই গঙ্গার ঘাট। আর এই পথেই হনুমান মন্দিরের কাছে অনুদিদিমণিদের বাড়ি। আমার তো এখানে এলে যেতেই ইচ্ছে করে না।"

ওরা স্টেশনের সংলগ্ন নিম্নমানের হোটেলগুলো দেখে এগিয়ে চলল সিনেমা হলের দিকে। ওখানে সত্যিই একটি ভাল হোটেল আছে।

বিলু বলল, "থাকার জায়গাটা চমৎকার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কিনা শহর থেকে দূরে। আমার মনে হয় রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি থাকাই ভাল। বাজারের কাছে জমজমাট জায়গায় থাকা হবে তা হলে।"

বাহাদুর বলল, "কিন্তু খুবই নিম্নমানের যে ওগুলো।"

"হোক না। ক্ষতি কী? কোনও গোলমাল বাধলে হাঁকডাক করলে থানা পুলিশ লোকজন সবকিছুরই সাহায্য পাব। আমরা তো এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসিনি। এসেছি আমাদের কাজে।"

অতএব সবাই একমত হয়ে স্টেশনের কাছের হোটেলেই উঠল ওরা। ষাট টাকায় সকলের থাকার মতো ঘরও পেয়ে গেল একটা। আলো পাখা আছে। বাথরুম কমন। অনেক সস্তা। বাহাদুর ওদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে একটা রিকশা নিয়ে চলে গেল অনুদের বাড়ি। যে বাড়ির নাম নিরালাবাস।

ঘরে জিনিসপত্র রেখে প্রথমেই ওরা দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। তারপর হোটেলের ছেলেটিকে চায়ের অর্ডার দিয়ে গাড়ির পোশাক ছেড়ে বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি হল। বাচ্চু-বিচ্ছুর অবশ্য চুল আঁচড়ানো ইত্যাদির ব্যাপারস্যাপারগুলো থাকায় দেরি হতে লাগল একটু।

ওরা বেশ ভালভাবে তৈরি হয়ে নিলে চা এল। সেইসঙ্গে এখানকার বেকারিতে তৈরি একরকমের মুখরোচক বিস্কুট।

পঞ্চুকেও চা-বিস্কুট দেওয়া হল।

বাবলু হাসতে হাসতে বলল, "প্রথম দর্শনেই মোহিত হওয়া বলে একটা কথা আছে জানিস তো?"

ভোম্বল বলল, "জানি বইকী।"

"আমারও তাই হয়েছে। দারুণ ভাল লেগে গেছে জায়গাটা। কী সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ। পথে পথে ঘুরে যেটুকু যা বুঝলাম রেলকলোনিই এখানে বেশি। ফরাক্কা ব্রিজ হওয়ার আগে তো লোকে এই পথ দিয়েই সকরিকলিঘাটে স্টিমার পেরিয়ে শিলিগুড়ি যেত।"

বিলু বলল, "এখন তো শুনেছি সকরিকলিঘাট একেবারেই বন্ধ। তা সে যাই হোক, বাংলার কত কাছে এই সাহেবগঞ্জ। কী সুন্দর বনসবুজে ঘেরা এখানকার পাহাড়। আজই আমরা যে-কোনও একটা পাহাড়ে উঠব, কী বল?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বিলুকে সমর্থন করে বলল, "তবে না তো কী? এতদূরে এসে পাহাড়ে না উঠে যাব? পাহাড়ে উঠব, ঝরনা দেখব, গঙ্গার ঘাটে যাব।"

বাবলু আয়েস করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, "সবই করব। তবে কিনা রিয়াং-এর খবরাখবর পাওয়ার পর। মেয়েটা আদৌ এসে পৌঁছতে পারল কি না তা জানতে না পারা পর্যন্ত আমার মনে কিন্তু শান্তি নেই। তোদের সঙ্গে আমি কথা বলছি বটে তবে মন আমার পড়ে আছে ওর দিকে।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে তখনই বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন দেবী

দুর্গার মতো এক মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা, "কই কোথায় আমার আর সব ছেলেমেয়েরা? কই তারা?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকেই বললেন, "এরা বুঝি?"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ, এরাই।" বলে বাবলুকে বলল, "মা। তোমরা এইখানে এসে উঠেছ শুনেই ছুটে এলেন। বললেন, আমি না গেলে দেখছি ওরা কেউ আসবে না। চল তো গিয়ে ধরে নিয়ে আসি সবক'টাকে।"

মা বললেন, "এখানে আমরা মা-মেয়েতে দু'জনে থাকি। তা আমার বাড়িতে নীচে ওপরে ঘর খালি থাকতে তোমরা এসে হোটেলে উঠলে যে বড়? কাল থেকে রিয়াং-এর মুখে তোমাদের কথা শুনে অনু যে কী করছে তা কী বলব? তোমাদের বই পড়ে তোমাদের দেখবার জন্য পাগল ও। ঘরে গেলে দেখবে তোমাদের বইতে ওর আলমারি কীরকম ঠাসা।"

বাবলু বলল, "আসলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনও আলাপ পরিচয় এর আগে কখনও হয়নি তো। তাই একটু সংকোচ হচ্ছিল। তা ছাড়া আমরা এই পাঁচজন। সঙ্গে কুকুরটা—।"

"ওকে তোমরা কুকুর বোলো না। ও তো পঞ্চু। আমি নিজেও তোমাদের বই পড়েছি। আজ আমি ওকে নিজে হাতে ক্ষীর তৈরি করে খাওয়াব। এখন এসো দেখি তোমরা সবাই ভালয় ভালয় তোমাদের জিনিসপত্তর নিয়ে।" বলে বললেন, "বাহাদুর, তুই রিকশা ডাক।"

হোটেলের মালিকও তখন করজোড়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁদেরই এলাকার মিস্ট্রেসকে সম্মান জানাতে। বললেন, "ইয়ে সব আপ কি মেহমান, মুঝে তো কোঈ কুছ বতায়া নেহি।"

"আরে, আমিও কি জানি ওরা আসবে বলে? তা ছেদিলালজি, তোমার মেয়ে কিন্তু আজকাল প্রায়ই স্কুল কামাই করছে। ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো। ক্লাসটিচারের পড়া যদি ভালভাবে ফলো না করে তা হলে কিন্তু মাধ্যমিকে পাশ করতে পারবে না।"

"হাঁ, হাঁ। আমি ওর মার সঙ্গে কথা বলে ওকে একটু সমঝে দিবে।" বলে হোটেল ভাড়ার টাকাটা নিয়ে এসে ফিরিয়ে দিলেন বাবলুকে।

বাবলু তো কিছুতেই নেবে না। ছেদিলালও ছাড়বেন না। তাঁর বক্তব্য যেহেতু ওরা এইখানকারই একজন জনপ্রিয় স্কুলশিক্ষিকার গেস্ট, বিশেষ করে যে স্কুলে তাঁর নিজের মেয়েও পড়ে, তারও ওপর ওরা যখন আসামাত্রই ঘর ছেড়ে দিচ্ছে তাই এই ঘরভাড়ার টাকা নৈতিক কারণেই নিতে পারেন না তিনি।

অতএব টাকা নিতেই হল বাবলুকে।

পরে বাহাদুর রিকশা ডেকে নিয়ে এলে ওরা দু'জন দু'জন করে এক-একটি রিকশায় চেপে এসে পৌঁছল নিরালাবাসে।

রিয়াংকে নিয়ে অনু দাঁড়িয়েছিল বাইরের দরজার কাছেই। তাই দেখে পঞ্চুর সে কী আনন্দ। ও রিয়াংকে দেখেই এক লাফে ওর কাছে গিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

অনু যেন ওদের কতই পরিচিত এমনভাবে বলল, "ওঃ, মহাশয়রা আসতে পারলেন?"

বাবলু বলল, "তুমি নিশ্চয়ই অনু। অনুরাধা।"

"কেন সন্দেহ আছে?"

"তা অবশ্য নেই। তবে তোমার এই বান্ধবীটি কাউকে কিছু না জানিয়ে এমনভাবে পালিয়ে এলেন যে আমাদেরও ছুটে না আসা ছাড়া উপায় ছিল না।" তারপর রিয়াং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ কীর্তি তোমার। ওইরকম একটা মহামূল্যবান সামগ্রী নিয়ে ওইভাবে কেউ আসে?"

রিয়াং বলল, "জিনিসটা অভিশপ্ত বুঝেই রিস্ক একটু নিয়েই নিলাম। কেন না ও জিনিস হাতছাড়া হবার হলে তোমরা থাকলেও কিছু করতে পারতে না অথবা কিছু করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনতে।"

বাবলু হেসে বলল, "বিপদে পড়বার জন্যই তো আমরা। বিপদে পড়তেই যে আমরা ভালবাসি। বিপদে না পড়লে আমাদের নিয়ে অভিযানগুলো লেখা হবে কী করে?"

মা বললেন, "ছেলেমেয়েগুলো এল সব অত দূর থেকে, কোথায় ওদের ঘরে নিয়ে যাবি, বসাবি, তা নয় দুনিয়ার গল্প এখানেই শুরু করে দিলি?"

বাচ্চ-বিচ্ছুর হাত ধরে অনু ও রিয়াং ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। বাবলু, বিলু ও ভোম্বলও ওদের পিছু পিছু ওপরে উঠল বাহাদুরের সঙ্গে।

ছোট্ট বাড়ি। ওপরে পাশাপাশি দুটো ঘর দালান। একটি ঘরে অনুর লাইব্রেরি, অপরটি ফাঁকা থাকে। নীচের ঘরে অনু শোয় ওর মায়ের সঙ্গে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের লাইব্রেরির ঘরে বসিয়ে অনু বলল, "সত্যি, তোমরা হলে আমার কল্পলোকের বন্ধু। তোমরা যে কখনও আমাদের বাড়িতে আসবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আসলে আমার তো ধারণাই ছিল তোমরা গল্পের চরিত্র। সবই বোধহয় বানানো কাহিনীর গুলতাপ্পি। কিন্তু তোমরা যে বাস্তব তা কে জানত? যাই হোক, তোমরা যে আমার বাপির পাশে এসে দাঁড়িয়েছ এতে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "আসবার আগে তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টাও করেছিলাম আমরা। কিন্তু...।"

"আমাদের ফোনটা কয়েকদিন হল আউট অব অর্ডার হয়ে আছে। কমপ্লেন করেছি, কবে ঠিক করে কে জানে?"

এমন সময় মা নীচের থেকে হাঁক দিলেন, "ওরে এই মেয়েগুলো, একবার নীচে আয়।"

অনু বলল, "মেয়েগুলো যখন বলেছে তখন বাচ্চু-বিচ্ছুও আসুক আমাদের সঙ্গে।" বলে ওদেরও হাত ধরে নীচে নিয়ে গেল ওরা।

বাবলু বলল, "এমন চমৎকার ঘরোয়া পরিবেশ হলে দিনের পর দিন থাকলেও অস্বস্তি হয় না। অনুর মা কী দারুণ ভালমানুষ, তাই না? রাজারামবাবুর মুখে শুনেছিলাম উনি অত্যন্ত গম্ভীর। রাশভারি। কিন্তু কই? এ যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

বিলু বলল, "তার কারণ আছে। আসলে উনি একজন শিক্ষিকা, তাই রাজারামবাবুর ওই ব্যাপারস্যাপারগুলো ঠিক মেনে নিতে পারেননি। সে কারণে টেনশনে ভুগতেন, গম্ভীর হয়ে থাকতেন। মেজাজ দ্যাখাতেন। বিশেষ করে লালজি ভিমানিকে কেন্দ্র করে আতঙ্কেও ছিলেন তিনি। তাই ভরসা করে মেয়েকেও বাপের কাছে না রেখে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন।"

ভোম্বল বলল, "এইটাই তো স্বাভাবিক। মেয়েদের সব সময় মায়ের কাছেই থাকা উচিত। মা ছাড়া কখনও বাবারা ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারেন?"

বিলু বলল, "তার ওপর রিয়াং-এর মুখে আমাদের ব্যাপারে উনি শুনেওছেন সবকিছু। ওই ধর্মচক্রটিও এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। তাই বিপদের মেঘ ক্রমশ দূর হওয়ার সম্ভাবনায় এবং আবার ওঁদের পরিবারের অসন্তোষ দূর হওয়ার আশায় দারুণ খুশি উনি।"

বাবলু বলল, "এ ছাড়াও যেটুকু সময় ওঁকে দেখলাম তাতে বেশ বুঝতে পারছি প্রকৃতিগতভাবে উনি মোটেই জাঁদরেল মহিলা বলতে যা বোঝায় তা নন। দারুণ হাসিখুশি এবং অতিথিবৎসল।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

অনুর মা সবাইকে নিয়ে ওপরে এলেন। অনু, রিয়াং, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই একসঙ্গে ওপরে এল। প্রত্যেকের হাতে খাবারের ডিশ, খাবার।

মা বললেন, "শোনো বাবারা। আমার এই ওপরের ঘর নতুন। তা ছাড়া লোকজনেরও যাতায়াত এখানে নেই বলেই কোনও বাড়তি চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা নেই। একটা চেয়ার টেবিল যা আছে তা অনুর মতোই। এই ঘরে বসে ও পড়াশোনা করে। তোমরা বাবা মেঝেয় আসন পেতে বসে খাও।"

বাহাদুর অসম্ভব কর্মতৎপরতায় আসন, বেডশিট এইসব পেতে বসবার জায়গা করে দিল সকলের।

বাবলুরা খুশিমনে বলল, "আপনি মা। আপনি আমাদের যেখানে বসাবেন, যেভাবে খেতে দেবেন, যা দেবেন, তাই খাবো।"

"তোমাদের বই পড়ে জেনেছি তোমরা শিঙাড়া জিলিপি খেতে খুব ভালবাস, তাই আনিয়েছি। সঙ্গে প্যাঁড়া গোলাপজামুন এইসবও আছে।"

বাবলু বলল, "খেতে আমরা সব কিছুই ভালবাসি। তবে কিনা আমাদের অভিযানের ব্যাপারগুলো অধিকাংশ সময়ে হিন্দি বলয়েই হয় বলে শিঙাড়া, জিলিপিই দেখতে পাই সর্বত্র।"

"যাই হোক, তোমরা খাও। খেয়েদেয়ে সবাই মিলে আনন্দ করে চারদিক ঘুরে এসো। বাহাদুরকে যখন পেয়ে গেছি তখন আর আমার কোনও অসুবিধেই নেই। এইটুকু সময়ের মধ্যেই বাহাদুর আমাকে সব বলেছে। তোমরা আমাদের ভাঙা পরিবারকে জুড়ে দিয়েছ। মূর্তিগুলো উনি জমা দিন। আর এই পাপও আমি বিদেয় করি।"

অনু বলল, "ওই পবিত্র ধর্মচক্রকে তুমি পাপ বলছ কেন মা?"

"তুই থাম দেখি?"

বাবলু বলল, "এখানে এস টি ডি বুথ আছে ধারেকাছে?"

"না। ওই স্টেশনের দিকেই যেতে হবে তোমাদের। ফোন করবার জন্য অত ব্যস্ত হয়ে কী করবে? আগে খাওদাও। তারপরে তো?"

মা খুব যত্নের সঙ্গে খাওয়ালেন ওদের। শিঙাড়া, জিলিপির চেয়েও ওদের বেশি উপাদেয় লাগল গোলাপজামুনগুলো। ভোম্বল তো একাই খেয়ে নিল আট-দশটা।

মা বললেন, "এগুলো ভাগলপুরের। আমার এক ছাত্রীর বাবা পরশু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এক হাঁড়ি। ভাল ঘিয়ে ভাজা। তোমাদের কপালে ছিল তাই পেয়ে গেলে। না হলে এ জিনিস সাহেবগঞ্জে পাওয়া যায় না।"

জলযোগপর্ব শেষ হলে চা খাওয়ার পালা। চা-পর্ব শেষ হলে মা বললেন, "অনু আর রিয়াং-এর সঙ্গে তোমরা এবার ঘুরে এসো চারদিক। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর তোমাদের সঙ্গে আমি গুছিয়ে গল্প করব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো ঘুরতেই চাইছিল। তাই আর দেরি না করে হনুমান মন্দিরের বিশাল হনুমানজিকে দর্শন করে এগিয়ে চলল গঙ্গার দিকে।

এখানকার গঙ্গার শোভা অতুলনীয়। স্টিমারঘাট, বার্নিংঘাট, স্নানঘাট সব পাশাপাশি। স্টিমার ঘাটে অনেক লোকজন, মণিহারিঘাটের যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন স্টিমারের প্রতীক্ষায়।

ওরা পায়ে পায়ে স্নানের ঘাটে এসে বসল। এইখানে বসে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখার রমণীয় অভিজ্ঞতার কথা ওরা কখনও ভুলবে না।

বাবলু বলল, "রিয়াং, তোমার বান্ধবী অনুকে আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। মায়ের তো তুলনাই নেই। এখন বলো ওই জিনিসটা নিয়ে একা তুমি কীভাবে এলে?"

রিয়াং বলল, "আমি দারুণ একটা ঝুঁকি নিয়ে রাজুর কথামতো হাওড়া স্টেশনে এলাম। টিকিটও কাটলাম সাহেবগঞ্জের। তারপর থ্রি-টিয়ার বগিতে এসে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্টকে আমার অবস্থার কথা বলতেই উনি একটি আপার বার্থ পাইয়ে দিলেন আমাকে। কিন্তু কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। হঠাৎ দেখি নীচের লোয়ার বার্থে দু'জন লোককে নিয়ে তোমাদের ওই ভিমানিসাহেব।"

"লালজি ভিমানি! তুমি তাঁকে চিনতে?"

"না। দেখিওনি কখনও। তবে ওঁর একজন লোককে সে রাতে আমি দেখেছিলাম বলে চিনতে পারলাম। তা ছাড়া ওরা বার বার ভিমানি সাহেব ভিমানি সাহেব করছিল বলে বোঝার কোনও অসুবিধে হল না।"

"সেই লোক তোমাকে চিনতে পারেনি?"

"মনে হয়, না। কেন না আমি তো বার্থে উঠেই জিনিসটা মাথার কাছে একপাশে রেখে শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় হল কী, একদল অসভ্য লোক হইচই করে গাড়িতে উঠে অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে কিল, চড়, ঘুষি মেরে নামিয়ে দিল ওদের।"

ভোম্বল বলল, "ওদের বুঝি রিজার্ভেশন ছিল না?"

"না। তবে ওই লোকগুলোর ছিল।"

"তারপর?"

"তারপরই শাপে বর হল। ওদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুমই হল না সারারাত। শেষরাতে ট্রেন সাহেবগঞ্জে থামলে ওরা নামল। আমিও ওদের সঙ্গ নিয়েই লেডিজ ওয়েটিংরুমে রাত কাটালাম।"

"লালজি ভিমানির সঙ্গে আর দেখা হয়নি?"

"না। মনে হয় ওরা সাহেবগঞ্জে নামেনি ট্রেন থেকে।"

বাবলু বলল, "খুব জোর বেঁচে গেছ এ যাত্রা। আমার মনে হয় ওরা কহলগাঁওতেই গেছে। ওইখান থেকেই কোনও বদ বুদ্ধির ছক কষবে।"

হঠাৎই পঞ্চুর বিকট চিৎকারে চমকে উঠল সকলে। ব্যাপারটা কী হল বুঝে ওঠার আগেই ওরা দেখল দু'জন গুন্ডা গোছের লোক ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে। ওরা কারা, কেন এবং কীজন্য এসেছিল, পঞ্চুইবা কেন ওদের দেখে অমন চিৎকার করল তার কিছুই বুঝতে পারল না ওরা।

বাবলু বলল, "আর এখানে থাকা নয়। নিশ্চয়ই আমরা শত্রুপক্ষের নজরে এসে গেছি। ওরা হয়তো লক্ষ রেখেছিল ওই বাড়ির দিকে। তারপর পিছু নিয়ে এখান পর্যন্ত এসেছে। নিশ্চয়ই ওদের কোনও বদ মতলব ছিল। শুধুমাত্র পঞ্চুর জন্যই সুবিধে করতে পারেনি।"

বিলু বলল, "তোর কি মনে হয় ওরা লালজিরই কোনও লোক?"

"অবশ্যই। সে রাতে ওরা ট্রেনের কামরায় রিয়াংকে দেখতে না পেলেও ট্রেন থেকে নামার সময় হয়তো দেখেছে। লালজিকে রিয়াং সাহেবগঞ্জের স্টেশনে নামতে না দেখলেও ওরা হয়তো অন্য কোনও বগি থেকে চোখের আড়ালে নেমেছে এবং তখনই দেখেছে রিয়াংকে।"

বিচ্ছু বলল, "তার মানে বাবলুদা তুমি বলতে চাও লালজি সাহেবগঞ্জেই আছেন?"

"থাকাটাই সম্ভব। তার কারণ ওরা এখন সব সময় নজর রাখবে ওই নিরালাবাসের দিকে। কে বা কারা আসে যায় সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নেবে। আর সেই জন্যই লোক লেগেছিল আমাদের পেছনে।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে চারদিকে একটু খোলা নজর রাখলে এই সাহেবগঞ্জেই আমরা দর্শন পেয়ে যাব লালজি ভিমানির।"

বাবলু বলল, "এখানে ওদের ঠেক কোথায় তা তো জানি না। তবে মনে হয় ওইসব হোটেলগুলোর দিকে একটু নজরদারি করলেই সন্ধান পাব ওদের।"

ওরা তাই এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে যেমন হাঁটাপথে এসেছিল তেমনই ফিরে চলল বাড়ির দিকে। কিন্তু বাড়ির দিকে এগোলেও বাড়িতে ওরা ঢুকল না। এত তাড়াতাড়ি কি ঘরে ফিরতে মন চায়? ওরা তাই স্টেশন সংলগ্ন জমজমাট বাজারের কাছে এসে হাজির হল। কত কী যে বিক্রি হচ্ছে বাজারে তার ঠিক নেই। এইখানে এসে হোটেলগুলোতে ওরা খোঁজ নিল। চেহাবার বর্ণনা দিল। কিন্তু না, সেরকম কেউই ওঠেনি এখানে।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বল তো? উঠল কোথায় তা হলে?"

বাবলু বলল, "এখানে যে এসেছেই, কোনও হোটেলে যে উঠেছেই তার তো কোনও প্রমাণ নেই। এ শুধু অনুমান মাত্র।"

"তা হলে ওই লোকগুলো?"

"লালজিরই লোক ওরা। উনি হয়তো ফোনে ওদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাদের মতো কেউ ওই বাড়ির দিকে গেলে তার দিকে নজর বাখতে। ওবা সেইমতো কাজ কবতে গিয়েই পঞ্চুর তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।"

বাবলুর হঠাৎই কী মনে হতে ওরা যে লজে প্রথমে উঠিছিল সেই লজের মালিক ছেদিলালের কাছে গেল। তারপব ওঁকে লালজিব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই ছেদিলাল বললেন, "লালজি কাল আয়া থা। আজ ভি হ্যায়। ও বদমাশ হমকো রুপিয়া কি লালস দিখাতা।"

"কীবকম!"

"আমার এই গরিবখানার হোটেলটা ও বিশ লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিতে চায়। লেকিন হামি দিবো কেনো?"

ভোম্বল বলল, "আপনার এই হোটেলটাব তিন-চার লাখ টাকার বেশি দামই নয়। তা বিশ লাখ টাকা যদি পান তো দিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কী?"

ছেদিলাল বললেন, "আছে। খোকাবাবু, এই হোটেল আমার বাপ ঠাকুরদাদার আমলের। এ আমার সন্তানের মতো। এই হোটেল আব কেউ নিয়ে নিলে আমাব বুকে বাজবে না? সামান্য রুপিয়ার লালসে আমার সন্তানকে আমি বিক্রি করে দেব? তারপরেও শোনো, ওই বিশ লাখ টাকা পেলে সে টাকা আমি রাখব কোথায়? যেখানেই রাখি না কেন ওই লালজিই গুন্ডা লাগিয়ে আবার তা কেড়ে নেবে। সেইজন্যই তো অত দাম দিতে চাইছে ও।"

বাবলু বলল, "শুনেছি লালজি লোকটা খুবই খাবাপ লোক। উনি কোথায় উঠেছেন বলতে পারেন?"

"তুম সব নির্মলা সিনেমা কা পাস চলি যাও। ওঁহি পর এক লজ মিলেগা। ও যব আতে—।"

বাবলু বলল, "আর বলতে হবে না। ওই লজটা আজই ভোরে আমরা দেখে এসেছি।"

"ওই লজ আগে একজন বাঙালিবাবুর ছিল। এখন ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। এইখানকারই একজন রহিস আদমি কিনে নিয়েছেন।"

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "ভাগ্যিস ওখানে আমরা উঠিনি।"

"তা হলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার একটা হয়ে যেত।"

"ভগবান রক্ষে করেছেন। একেবারেই ওদের খপ্পরে পড়ে যেতাম। সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে যেত। জীবনও বিপন্ন হত।"

"আমরা সবাই মরতাম। নন্দীবাগানের প্রতিশোধ ওরা খুন জখম করেই নিত।"

"তবুও সবাই জেনে রাখ আমাদের কিন্তু পায়ে পায়ে মরণ।"

অনু এতক্ষণে কথা বলল, "আমার কিন্তু মৃত্যুভয় একদমই নেই। আমি সবসময়ই মনে করি 'মরণ রে! তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'।"

বাবলু বলল, "এরকম মনে করা ভাল। তবে কিনা বিপদ এসে দরজায় দাঁড়ালে কাব্য তখন দৌড়ে পালাবে।"

"আমার প্রায়ই মনে হয় তোমাদের অভিযানের জালে জড়িয়ে আমিও কাহিনীর এক বিশেষ চরিত্র হয়ে যাই। ওই যে তোমাদের দশম খণ্ডে সংযুক্তা নামের একটা মেয়ে আছে, আমার কেবলই মনে হয় ওই সংযুক্তার মতো কেউ বেশ আমাকেও চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রাখত আর তোমরা গিয়ে আমাকে উদ্ধার করে আনতে তবে কিন্তু বেশ হত।"

"আর যদি লোপাট হয়ে যেতে?"

অনুরাধা মায়াবি চাঁদের মতো হেসে বলল, "গেলে যেতাম।"

ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে কী করবি? পথে পথেই ঘুরবি, না ঘরে ফিরবি?"

রিয়াং বলল, "এখনই ঘরে ফেরা নয়। চলো সবাই করম পাহাড়ের সেই ঝরনাটার কাছে যাই।"

অনু বলল, "তাই চল। কিন্তু কীভাবে যাওয়া যায়। পথ তো অনেক দূরের।"

বাবলু বলল, "কতদূরের পথ?"

"প্রায় তিন কিলোমিটার।"

বাচ্চু-বিচ্ছু উৎসাহ নিয়ে বলল, "আমাদের কাছে ও কিছুই নয়। চলো তো হাঁটা দিই।"

হাঁটতে অবশ্য হল না ওদের।

অনুই একজন রিকশাওয়ালাকে ডাকল, "গোপালদা, এই গোপালদা।"

রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে বলল, "কী ব্যাপার! রিকশা লাগবে?"

"হ্যাঁ আমাদের এই সাতজনকে একটু ঝরনা দেখিয়ে আনবে? ঘণ্টাখানেক থাকব। আরও দু'-একটা রিকশা ডাকো না।"

"কলকাতা থেকে এসেছ বুঝি। চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। কুকুরটাও যাবে তো?"

"হ্যাঁ, সবাই যাব আমরা।"

অন্য রিকশা আর ডাকতে হল না। ওদের দেখে পর পর তিন-চারটে রিকশা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। ওরা মোট চারটে রিকশা নিয়ে বাজারের পথ ধরে এগিয়ে চলল করম পাহাড়ের দিকে।

এখানকার পথঘাট বাজার দোকান পেরিয়ে ওরা রিকশায় চেপে এগিয়ে চলল করম পাহাড়ের দিকে। সাহেবগঞ্জ সত্যিই একটি বড়সড় গঞ্জ।

খানিকটা যাওয়ার পর রেললাইন পার হতে হল। আসলে করম পাহাড়টা স্টেশনের উলটো দিকে। পাহাড় এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। কী সুন্দর সবুজে ঘেরা মস্ত পাহাড়।

ওরা যত এগোয় প্রকৃতির চেহারা ততই পালটায়। একসময় ওরা বড় একটি স্টেডিয়ামের কাছে এসে পৌঁছল।

রিকশাওলা বলল, "স্টেডিয়াম দেখবে তো দেখে নাও। যতরকমের খেলাধুলো সব এখানেই হয়।"

বাবলু আর পঞ্চু একটা রিকশায় ছিল। সর্বাগ্রে ওরা নামল। তারপরে অন্যেরা।

বাবলু বলল, "ঝরনা এখান থেকে কতদূর?"

"বেশি দূর নয়। প্রায় এসে গেছি।"

বাবলু অনুকে বলল, "একটা কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ?"

"আমরা তো এখানে অনেকক্ষণ থাকব, তার ওপর ঝরনাও বেশি দূরের পথ নয়। তাই অযথা রিকশাগুলোকে আটকে রেখে কোনও লাভ নেই। এতে ওদেরও ক্ষতি, আমাদেরও টেনশন বাড়বে। ঘুরে সুখ হবে না।"

রিকশাওলা গোপালদা বলল, "হ্যাঁ, সেই ভাল। তোমরা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে। এইটুকু পথ তোমরা হেঁটেও যেতে পারবে। আমাদের বসিয়ে রাখলে ভাড়াও দিতে হবে বেশি। তাই বলি কী, তোমরা এখানে যতক্ষণ খুশি থাকো, ঘোরো, বেড়াও, তারপর সব কিছু দেখে এসো সময়মতো।"

অতএব চারটে রিকশাকে ওদের দাবিমতো চল্লিশ টাকা দিতেই খুশি মনে বিদায় নিল ওরা।

বাবলুরা পায়ে পায়ে স্টেডিয়ামের ভেতরে এল। একেবারে করম পাহাড়ের কোলেই স্টেডিয়াম।

বিচ্ছু অভিভূত হয়ে বলল, "প্রকৃতির কী অপরূপ রূপ। আমার তো মনে হচ্ছে এখান দিয়েই পাহাড়ে উঠি।"

ভোম্বল বলল, "দেখব একবার চেষ্টা করে?"

রিয়াং বলল, "না। না। এখান দিয়ে পাহাড়ে উঠে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে চলো বরং ঝরনার

কাছে যাই। ওখানে গিয়ে ঝরনার গতিপথ ধরে ক্রমশ উঠতে থাকব ওপরে।”

পঞ্চু তখন স্টেডিয়ামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করছে। সেইসঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও দৌড়চ্ছে। বাবলু আপনমনেই কী যেন চিন্তা করতে করতে পায়চারি করতে লাগল সবুজ ঘাসের ওপর। অনু ও রিয়াং স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে বসে রইল চুপচাপ।

হঠাৎ কোথা থেকে একদল কুকুর এসে পঞ্চুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই লেগে গেল ঝটাপটি। একা পঞ্চু অত কুকুরের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মিলে তখন নুড়ি পাথর হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়েই মারতে লাগল অন্য কুকুরগুলোকে। কিন্তু কী দারুণ রাগী কুকুরগুলো। উলটে পঞ্চুকে ছেড়ে ওদের দিকেই তেড়ে এল সবাই।

অনু আর রিয়াং ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

এই মুহূর্তে পিস্তল ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই ছিল না বাবলুর। সে পিস্তল উঁচিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতেই ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাল সব। কিন্তু ফল তাতে খুব একটা ভাল হল না। হঠাৎ কোথা থেকে এক আদিবাসী যুবক কালো প্যান্ট ও ময়লা ছেঁড়া একটা কালো গেঞ্জি পরে একটি পুরনো মোটরবাইক নিয়ে স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকে রক্তচক্ষুতে ওদেব দিকে তাকিয়ে ওদের ঘিরে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়েই কেমন এক অশনি সঙ্কেত দেখতে পেল বাবলু। তবু বিপদে সাহস হারাল না। কঠিন গলায় বলল, “এই রকম সার্কাসের খেলা আমরাও দেখাতে পারি। তাই বলি বেশি কেরামতি না দেখিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যাও।”

আদিবাসী যুবক হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য একেবারে বাবলুর গা ঘেঁষে মোটরবাইকটাকে নিয়ে যেতে লাগল।

পঞ্চু তখন দারুণ চিৎকার করছে।

অন্য কুকুরগুলোও তখন দূর থেকে সমানে জবাব দিচ্ছে ওর চিৎকারের।

মোটরবাইক আবার এগিয়ে আসতেই বিলু আর ভোম্বল একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবকের ওপর। তারপর তিনজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্টেডিয়ামের মাঠে। মোটরবাইকটাও কাত হয়ে পড়ল সেখানেই।

সেই সুযোগে বাবলু সেটাকে উঠিয়ে চেপে বসল তার ওপর। তারপর একই রকম কায়দায় কসরত দেখাতে লাগল সেটাকে নিয়ে।

ধুলো ঝেড়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল আদিবাসী যুবক। তারপর হঠাৎই খেপে গিয়ে আক্রমণ করল বিলুকে।

এদিকে ভোম্বলও তখন মারমুখী। রাগে দুমদাম করে দু’-চার ঘা বসিয়ে দিতেই অবস্থা চরমে উঠল।

সেই মুহূর্তে পঞ্চু হাঁকডাক করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে অবস্থা কী হত কে জানে?

ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে স্টেডিয়ামের ভেতরে।

অনু আর রিয়াং তখন কান্না শুরু করে দিয়েছে।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “কী হল? জংলি হঠাৎ খেপে গেল কেন?”

বাচ্চু বলল, “জানি না। আমরা কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। যাচ্ছিলাম ঝরনা দেখতে। এখানে এমন সুন্দর একটা স্টেডিয়াম দেখে আমরা ভেতরে ঢুকে ঘুরছি, এমন সময় এই লোকটা উল্কার মতো এখানে এসে আমাদের টার্গেট করে মোটরবাইক ছুটিয়ে তাড়া করছে।

এক প্রবীণ ভদ্রলোক জংলিকে বিলু, ভোম্বলের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে বললেন, “তোর মতো যুবকের কি উচিত এই সমস্ত অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লড়তে আসা?”

জংলি রক্তচক্ষুতেই বলল, “এরা আমার লালুকে ভয় দেখিয়েছে।” বলে বাবলুকে দেখিয়ে বলল, “এই ছেলেটা। এ পিস্তল চালিয়েছে। যদি ওই গুলি আমার লালুকে লেগে যেত? তা ছাড়া এই বয়সের ছেলে এই জিনিস কোথায় পেল? কী মতলবে এসেছে এরা এখানে? এরা ঝরনা দেখতে আসেনি। মিথ্যে কথা বলছে।”

বাবলু মোটরবাইকটাকে গোলাকারে একপাক ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, “ভাল রে ভাল, আমাদের খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে এই মোটরবাইক চালিয়ে ওকেই তো আগে গুঁড়িয়ে দিতাম। ও আমাকে মারতে এসেছিল তাই আমরাও ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে, প্রয়োজনে আমরাও মারধোর করতে পারি।”

অপর একজন জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা হঠাৎ গুলি চালালে কেন? গুলির শব্দ পেয়েই তো আমরা ছুটে আসছি। আর শব্দ শুনেই খেপে গেল ও।”

বাবলু বলল, "গুলি তো একটাই ছিল। তাও শূন্যে ছুড়েছি। এখানকার একদল হিংস্র কুকুর আমাদের এই কুকুরটাকে বিরক্ত না করলে, আমাদের কামড়াতে না এলে, আমরা কখনওই ও কাজ করতাম না।"

জংলি দারুণ হিংস্র হয়ে বলল, "ওই জিনিস তোর হাতে কী করে এল বল?"

বাবলু বলল, "না আসার কী আছে? আমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে। আমার আত্মরক্ষার্থে এই পিস্তল সঙ্গে রাখতেই হয়। তা ছাড়া এই বনে-পাহাড়ে কত মন্দ লোক আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। চার-চারজন মেয়ে আমাদের সঙ্গে। ওদেরও কোনও ক্ষতি হতে পারে তো? কত খারাপ লোক ঘোরাফেরা করে এই অঞ্চলে। তাই নিরাপত্তার খাতিরেই ওই জিনিস সঙ্গে রাখতে হয়েছে আমাকে। এতে দোষের কী আছে?"

জংলি বলল, "তোরা মিছে কথা বলছিস?"

ভোম্বলের মাথা একটুতেই গরম হয়ে যায়। তাই রেগেমেগে বলল, "এই মাথামোটা, আমরা মিছে কথা বলছি? তুমি মোটরবাইক নিয়ে মারতে এলে আমাদের, আর আমরা প্রতিরোধ করছি বলেই যত দোষ হয়ে গেল? ঠিক আছে, সত্যি-মিথ্যার প্রমাণ এখনই হয়ে যাক। এখানকার থানা কোথায়? থানায় চলো, তা হলেই প্রমাণ হবে আমরা কে।"

থানার নাম শুনে মুখটা কেমন চুপসে গেল জংলির। বলল, "কেন? আমি থানায় যাব কেন?"

বিচ্ছু মুখ খুলল এবার, "কেন যাবে না? তুমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলেকে চাপা দিয়ে মারতে আসবে আর থানায় যাবে না? আমরাই নিয়ে যাব তোমাকে।"

জংলি বলল, "থানায় আমি কিছুতেই যাব না। তবে তোদেরও আমি ছাড়ব না। আমার লোকজন নিয়ে এখনই আসছি আমি। কী করে তোরা বাড়ি যাস আমি দেখব। শিগগির আমার মোটরবাইক আমাকে দে।"

বাবলু তখন মোটরবাইকটা নিয়ে খানিক দূরে এগিয়ে গেল। গিয়ে বলল, "তোমার মোটরবাইক তুমি এখানে এসেই নিয়ে যাও। তারপর চেয়ে চেয়ে দেখো কী করে আমরা বাড়ি যাই।"

জংলি বাবলুর দিকে এগিয়ে যেতেই বাবলু আরও একটু এগিয়ে গেল মোটরবাইক নিয়ে। বলল, "এবার একটু কষ্ট করে এখানে এসো দেখি, এসে তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও, লক্ষ্মীটি।"

জংলি আরও রেগে বলল, "তুই কি আমাকে এইভাবে মাঠময় ছোটাবি? আমি যত এগোব তুই ততই দূরে যাবি? তোর মতলবটা কী?"

"এইভাবেই তোমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।"

সেই প্রবীণ বললেন, "জংলি, এবার কিন্তু তুই মরবি। ওরা পুলিশের ছেলেমেয়ে না হলে কখনও বারবার থানায় যেতে চায়? কিন্তু থানায় গেলে তোর অবস্থাটা কী হবে তা একবার ভেবে দেখেছিস? এই তো ক'দিন আগে ছাড়া পেয়েছিস। আবার ঢুকিয়ে দেবে কিন্তু।"

"সেইজন্যই তো থানায় আমি যাব না। কিন্তু ওরা আমাকে বারবার থানায় নিয়ে যেতে চাইছে কেন?"

"তোর বেয়াদবি দেখে। নিজের দোষ তুই স্বীকার কর, তারপর তোর জিনিস নিয়ে তুই ঘরে চলে যা।"

জংলি এবার রাগে গরগর করতে করতে বাবলুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর কাছ থেকে মোটরবাইকটা ফিরিয়ে নিয়ে আবার নিজমূর্তি ধরল। বলল, "এবার? এবার কোথায় যাবি বাছাধন?"

অন্যান্য লোকও এবার প্রতিবাদ করে উঠল।

প্রবীণ বললেন, "এবার কিন্তু আমাদের হাতে মার খাবি তুই। ওরা যদি থানায় যায়, পুলিশ যদি আসে, তা হলে আমরাই কিন্তু ধরিয়ে দেব তোকে। না হলে তোর জন্য কি আমরা মার খেয়ে মরব পুলিশের হাতে?"

জংলি এতক্ষণে ভয় পেয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

প্রবীণ বললেন, "এই লোকগুলো এখন চারদিকে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। টিভিতে সিনেমাতে ভিলেনদের দেখছে আর নিজেদের মনে করছে এক একটি মহাবীর। এদের না আছে পেটে বিদ্যে, না আছে মাথায় কিছু। মারদাঙ্গা করছে। খুনখারাপি করছে। জেল খাটছে। বেরিয়ে এসে আবার যে কে তাই। তবে ওই কুকুরগুলো ওর প্রাণ। ওরই মধ্যে লালু নামের একটা কুকুর ওর দারুণ অনুগত। প্রত্যেকদিন সকালে কুকুরগুলোকে ও রুটি পাউরুটি যখন যা পায় তাই খাওয়ায়। কাজেই বুঝতে পারছ তো শূন্যে গুলি ছুড়ে ওর ওই কুকুরদের ভয় দেখানোর জন্যই অত রেগেছিল ও। এখন বোধহয় মাথাটা একটু ঠান্ডা হয়েছে। যাও, তোমরা ঝরনা না কোথায় যেন যাবে, সেখানেই যাও।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পায়ে পায়ে ঝরনা-পাহাড়ের দিকে এগোল। আরও প্রায় এক কিমি যাওয়ার পর

একসময় পৌঁছে গেল ঝরনার কাছে। ঝরনার ধারা সর্বশেষ যেখানে এসে নদীর আকার নিচ্ছে সেখান পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা।

এই জায়গাটা খুব একটা মনোরম নয়। তবে পাহাড়ের অনেক উচ্চস্থান থেকে ঝরনাটা যেখান দিয়ে নেমে আসছে সেই জায়গার সৌন্দর্য অতুলনীয়।

বিলু বলল, "কী রে! যাবি নাকি ওখানে?"

বাবলু বলল, "না। ঘোরার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেছে।"

ভোম্বল বলল, "আমার পা-টা যা কেটেছে না! জ্বালা-জ্বালা করছে।"

বিলু বলল, "আমারও চামড়া কিছুটা গুটিয়ে গেছে। রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। যা জোর পড়েছি হতচ্ছাড়াটাকে নিয়ে।"

অনু বলল, "আমি বলি কী, আজ প্রথম দিনেই এত ঝামেলার পর পাহাড়ে না উঠতে যাওয়াই ঠিক। তা ছাড়া বেলাও হয়েছে। এখন চলো ঘরেই ফেরা যাক। এমন হবে জানলে রিকশাগুলোকে কখনওই হাতছাড়া করতাম না।"

রিয়াং বলল, "সেই ভাল। আজকের দিনটা রেস্ট নিয়ে কাল একটু ভোর ভোর উঠে বরং এইদিকেই আসা যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও আর কোনওরকম দ্বিরুক্তি না করে দূর থেকেই ঝরনাবতরণ দেখে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল। পঞ্চুকে আগে রেখে সবাই নীরবে এগিয়ে চলল ঘরের দিকে। এখন অনেকটা পথ হাঁটতেই হবে ওদের।

বাড়ি এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সকলে। ঝরনা-পাহাড়ে ওঠা না হোক, ঘোরা নেহাত মন্দ হয়নি। এইটুকু সময়ের মধ্যে যা হয়েছে তাই বা মন্দ কী?

প্রথমেই বিলু আর ভোম্বলকে ফার্স্ট এড দেওয়া হল। বেশ কয়েক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে ওদের।

মা বললেন, "কোথায় গিয়ে কী কাণ্ড করে এলি বাবা?"

অনু বলল, "আমরা ঝরনা-পাহাড় গিয়েছিলাম, ওখানে পা হড়কে পড়ে গিয়েই এই অবস্থা দু'জনের।"

যাই হোক, এর পরে সকলের এক এক করে স্নান সেরে নেওয়ার পালা। অতএব সেইরকমভাবে প্রস্তুতও হল সবাই।

স্নানপর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "আমি এখনই একবার আসছি নীচে থেকে।"

অনু বলল, "নীচে আবার এখন কী কাজ পড়ল তোমার? খাওয়াদাওয়ার পাটটা আগে চুকিয়ে নাও, তারপরে যা করবার করবে।"

"আঃ আসছি।" বলে তরতর করে নীচে নেমে গেল বাবলু।

একটু পরেই হাসি হাসি মুখ করে ফিরে এসে বলল, "একটা বড় কাজ সেরে এলাম।"

অনু বলল, "কী কাজ?"

"তুমিই বলো না কী কাজ?"

"কী করে বলব? যা রহস্যময় তোমরা। কখন যে কী করো তা কে জানে? ওই আদিবাসীর সঙ্গে যেরকম করলে তোমরা, আমরা তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এইসব অঞ্চলে ওরা কিন্তু অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। কথায় কথায় খুন-জখম করে বসে।"

এমন সময় বাহাদুর হাঁক দিল, "বাবলুভাই, এবার খেতে এসো।"

দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাটা নীচেই হয়েছে। তাই বাবলু নয়, সবাই নীচে এল। এমনকী, পঞ্চুও।

রিয়াং এবার বাবলুকে বলল, "অনুর কথার উত্তরটা তুমি কিন্তু এড়িয়ে গেলে।"

বাবলু বলল, "কী কথার?"

"অনু যা জানতে চাইল।"

বাবলু মিটিমিটি হাসতে লাগল। রহস্যময় হাসি।

অনু বলল, "বলো না, তখন 'আসছি' বলে কোথায় গেলে?"

বাবলু বলল, "কথায় কথায় ভুলে গিয়ে যে কাজটা সবচেয়ে আগে করা উচিত ছিল সেই কাজটা করে আসতে।"

অনু এবার অভিমান করে বলল, "এসেছ তো? বেশ করেছ। আর আমি জানতে চাই না। তোমার

গোপনীয়তা তোমার মধ্যেই চাপা থাক। এখন খাওয়াদাওয়ার পাটটা দয়া করে সেরে নাও দেখি।"

বাবলু বলল, "নাঃ। অনুরাধা দেখছি রাধার মতোই অভিমানী। এ রাধার মানভঞ্জন কী করে করব?"

"বলেছি তো, তোমার ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। তোমার গোপনীয়তা তোমার মধ্যেই ঢেকে রাখো।"

বাবলু বলল, "তোমার বাপিকে ফোন করতে গিয়েছিলাম।"

সঙ্গে সঙ্গে খুশির আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অনুর মুখ। বলল, "সত্যি?"

"তবে কি মিথ্যে? আমাদের পৌঁছনোর সংবাদ পাওয়ার জন্য, তোমাদের কুশল জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন তিনি। ট্রেন থেকে নেমেই ফোন করবার কথা বলেছিলেন। অথচ আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই যেই না মনে হল অমনই আর একটুও দেরি না করে ফোনটা করে এলাম। এখন অবশ্য চার্জ একটু বেশি পড়ল। তা হোক।"

"কত চার্জ হয়েছে বলো, আমার কাছে টাকা আছে। আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

"সেটা কি ভাল হবে?"

"ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা পরে দেখা যাবে। বলো, কত চার্জ হয়েছে তোমার? এ টাকা নিতেই হবে তোমাকে।"

"এইটুকু সময় কথা বললাম, তাতেই একান্ন হাজার টাকা পড়ল। এই টাকাটা আমাদের কাছে অনেক। আমরা সবাই দশ হাজার টাকা করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। একটা ফোন করতে তার সবই বেরিয়ে গেল। হাতে আমাদের কিচ্ছু নেই। দাও তবে টাকাটা।"

অনু চোখ কপালে তুলে বলল, "একান্ন হাজার টাকা!"

"তোমার কোটিপতি বাপি বলে কথা। তাঁকে ফোন করতে এই টাকাটা একটিপ নস্যির মতো। কিছুই নয় এটা।"

"কিন্তু এত টাকার কথা তো ভাবাই যায় না!"

"আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম? তবে কি না আমার নাম বাবলু, আমি একটুও চমকাইনি। বিল হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে দিয়েছি। অথচ তুমি তো দেখছি চমকের ঘোরটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারোনি। তা ঠিক আছে, তোমার কাছে ও টাকা না থাকে না হয় নাই দিলে।"

অনু এবার মুখ নামিয়ে বলল, "তুমি সত্যি কথা বলছ না। আসলে আমি উচ্ছ্বাসের বশেই বলে ফেলেছিলাম টাকা দেওয়ার কথা।"

বাবলু বলল, "তবে? এই যে তোমরা আমাদের এত আদরযত্ন করছ, খেতে দিচ্ছ, এবার আমরা যদি বলি আমাদের এই খাওয়াদাওয়ার বিল একটা দিয়ে দাও আমাদের, তা হলে কেমন হয় তুমিই বলো?"

"চমৎকার হয়। দুষ্টু ছেলে কোথাকার! মারপিট করবে তাতেও মজা, টেলিফোন করবে তাতেও দুষ্টুমি। উঃ কী কুক্ষণেই আমি টাকা দেওয়ার কথা বলেছিলাম। এখন বলো, বাপি আমার কথা কী বললেন?"

"বাপি তো শুধু তোমার কথাই বললেন, তোমাকে একবার একটু দেখবার জন্য ছটফট করছেন উনি।"

"আজ রাত্রেই আমি বাপিকে ফোন করব। আর শোনো, তোমরা যখন বাড়ি যাবে আমিও তখন যাব তোমাদের সঙ্গে। তারপর বাপিকে নিয়েই ফিরে আসব। আমাদের এখানে এমন সুন্দর একটা বাড়ি থাকতে কী দরকার বলো তো হাওড়ার ওই বাড়িটার?"

বাবলু বলল, "দরকার আছে। বাংলা থেকে বাঙালির বাস কখনও তুলে নিতে নেই? ওই ভুল যেন কখনও কোরো না। পারলে বছরের পর বছর বাড়ি তালাবন্ধ রাখো, মাঝেমধ্যে একবার করে যাও। তবু বাড়ি বেচো না। তা ছাড়া ওই বাড়ি বেচে কত টাকাই বা পাবে? চার লাখ? পাঁচ লাখ? তার বেশি তো নয়। তোমাদের কি টাকার অভাব আছে?"

ওদের ওই কথাবার্তার সময়ই মা এসে বললেন, "ওঃ। এদের দেখছি বকবকানির আর শেষ হয় না। কখন খেতে দিয়েছি। আসলে আমার এই মেয়েটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কী যে করবে ও তা ভেবে পাচ্ছি না।" বলে বাবলুর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে খাওয়ার জায়গায় বসালেন।

অনেকদিন পরে নতুন হাতের নতুন রান্না খেয়ে তৃপ্তিতে ভরে উঠল সকলে। পঞ্চুও দারুণ তৃপ্তি করে চেটেপুটে সবকিছুই খেয়ে নিল। অনুকে নিয়ে রিয়াংও বসল ওদের সঙ্গে। শুধু বাহাদুরকে নিয়েই মা পরিবেশন করে খাওয়ালেন সবাইকে। কত কী-ই না খাওয়ালেন। তবে কি না ঘি গরমমশলা দিয়ে শোলমাছের ঝোল আর কালবোস মাছের কালিয়ার যেন তুলনাই নেই।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর সবাই ছাদে গিয়ে রোদে বসল। এ বাড়ির ছাদ থেকেই দূরের গঙ্গা দেখা যায়। মাঝেমধ্যে কিছু বাড়ির আড়াল পড়ে।

ছাদে শতরঞ্চি বিছিয়ে সবাই গোল হয়ে বসলে পঞ্চু অনুর গায়ে ঠেস দিয়ে রিয়াং-এর কোলে মাথা রেখে শুল। রিয়াং একট একটু করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ওর গায়ে। পঞ্চুও চোখ বুজে সমানে আদর খেতে লাগল।

বাবলু বলল, "শোনো, এবার কিন্তু আমাদের কাজের কথাটা হোক।"

সরাসরি বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে অনু বলল, "বলো।"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই জানি, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। এসেছি একটি বিশেষ কাজে। বেড়ানোও হবে। কেন না এই যাত্রায় বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রাকৃতিক অবস্থানটা না দেখে আমরা যাব না। তবে কি না সেটা হবে আসল কাজের সমাপ্তির পর।"

রিয়াং বলল, "আসল কাজ বলতে?"

"ওই ধর্মচক্রটি মণিভদ্রর হাতে পৌঁছে দেওয়া।"

অনু বলল, "হ্যাঁ। কালপরশুর মধ্যেই ওই কাজটা সেরে ফেলতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "পরশু নয়। পারলে কালই ওটা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।"

অনু বলল, "এই ব্যাপারে মণিভদ্রর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আচ্ছা, এমন করলে হয় না, আমরা যদি একটা গাড়ি করে মণিভদ্রকে এখানেই নিয়ে আসি?"

কেউ কিছু বলার আগেই বাচ্চু বলল, "কখনও নয়। অমন ভুল কেউ করে?"

বিচ্ছু বলল, "লালজির লাল চোখ এখানেও পৌঁছে গেছে। চারদিকে তার প্রখর দৃষ্টি। আমাদের পেছনেও লোক লেগেছে তার।"

রিয়াং বলল, "কী করে বুঝলে?"

"সকালে গঙ্গার ঘাটে দু'জন লোককে পঞ্চু তাড়া করেছিল মনে আছে? এমনকী, ওই জংলিও ওর দলের কেউ হতে পারে। তবে এটা ঠিক, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় পর্যন্ত জংলি জানত না আমরা কারা।"

বিলু বলল, "আবার জংলি ওদের কেউ না-ও হতে পারে।"

বাবলু বলল, "এই ছোট্ট জায়গায় ওদের লোক না হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম। তখন আমাদের পরিচয় না পেলেও এখন পাবে। ও গিয়ে যদি লালজির সঙ্গে দেখা করে সকালের ঘটনার কথা বলে তখনই জেনে যাবে আমি পুলিশ অফিসারের ছেলে নই। আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি এখানে। অতএব নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই বলি মণিভদ্রকে এখানে আনবার চেষ্টা না করাই ভাল। আমরাই বরং ভেতরে ভেতরে একটা গাড়ি ঠিক করে কাল খুব ভোরে বুদ্ধগয়ায় চলে যাই চলো। পারলে জিনিসটা মণিভদ্রর হাতে পৌঁছে দিয়ে ওই তিব্বতি ধর্মশালাতেই একরাত থেকে আসব আমরা। অমনই সবাই মিলে মনের ভার হালকা করে বেশ আনন্দের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব বুদ্ধগয়ার মন্দিরে-মন্দিরে। কী সুন্দরভাবে যে সেজে উঠেছে বুদ্ধগয়া তা না দেখলে ধারণাই করতে পারবে না কেউ।"

অনু বলল, "আমার তো দেখা। আমি তো জানি কত ভাল জায়গা ওই বুদ্ধগয়া।"

বাবলু বলল, "খুঁটিয়ে দেখা না হলেও দেখা আমাদেরও।"

রিয়াং বলল, "শুধু আমিই কখনও যাইনি।"

"তাই বলি, আর দেরি না করে কালই যাওয়ার ব্যবস্থা করো। জিনিসটা মণিভদ্রর হাতে তুলে দেওয়ার পর ওখানেই গৌতমবুদ্ধের বিশাল মূর্তির সামনে রিয়াংকে আমরা সংবর্ধনা জানাব ওর কৃতিত্বের জন্য। ও যে একা দারুণ একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ওই জিনিসটা এখান পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছে এ কি কম কথা?"

বাবলুর প্রস্তাবে সবাই রাজি হল।

একটু পরেই বাহাদুর এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলে বাবলু বলল, "এবার অনুরাধাকে অনুরোধ করছি ও যেন কোনও কিছু পাওয়ার আশায় দুটি হাত মেলে দেয় আমার সামনে।"

অনুরাধা সবিস্ময়ে বলল, "কী ব্যাপার! আমি আবার কী পাব তোমাদের কাছ থেকে? কী আমার পাওয়ার আছে?"

"আছে তো কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই। তবে তা কিন্তু সামান্য নয়।"

"বেশ তো। কী দেবে দাও। তোমাদের দান আমি দু'হাত পেতেই নেব।"

বাবলু স্মিত হেসে বলল, "না। আমাদের কোনও ভালবাসার দান এটা নয়। তোমার বাপিরই দেওয়া জিনিস। তোমাকেই দিতে বলেছেন। আর বলেছেন তুমি এটি যত্নে রেখো।"

অনুরাধাও স্মিত হেসে হাতদুটি পেতে দিলে বাবলু ওর ফিকে গোলাপি হাতের ওপর লাল রঙের একটি ভেলভেটের ছোট্ট বটুয়া তুলে দিয়ে বলল, "এই নাও।"

"কী এটা?"

"খুলেই দ্যাখো।"

বটুয়া খুলেই অবাক হয়ে গেল অনুরাধা। দারুণ আনন্দে চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "আবার সেই জিনিস?"

"আম্রপালির উদ্যানে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রা। এগারোটির মধ্যে একটি তোমার কাছে ছিল, সেটি খোয়া গেছে। বাকি দশটির পাঁচটি আছে আমাদের কাছে। তোমার বাপিই দিয়েছেন। এগুলো তোমার। যত্ন করে রেখো। এর আর্থিক মূল্যের চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।"

ছাদের খোলামেলা জায়গায় রোদের ছটায় প্রাচীন সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো ঝলমলিয়ে উঠল যেন।

অনু বলল, "এর থেকে একটা আমি লকেট করিয়ে বাকি চারটে লকারে রেখে দেব।"

বাবলু বলল, "তবে এখনই নয়। আগে লালজির পাকাপাকি ব্যবস্থা করি, তারপর। সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওইসব লকেটটকেটের চিন্তা মনেও এনো না।"

বাহাদুর বলল, "বাবলুভাই ঠিকই বলেছে। না হলে আবার হয়তো নতুন করে একটা ঝামেলা শুরু হবে। আবার খোয়া যাবে। তাই বলি সাবধানের মার নেই।"

বাবলু বলল, "যাক, অনেক বাধাবিঘ্নর পর আমরা কিন্তু সাফল্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে আসতে পেরেছি।"

বিলু বলল, "কীরকম?"

ভোম্বল বলল, "কাজের কাজ তো কিছুই হল না। তা হলে সাফল্য কোথায়?"

বাবলু হেসে বলল, "সাফল্যের কথা তো বলিনি। সাফল্যের দিকে এগিয়ে আসার কথা বলেছি। প্রথমত, লালজি ভিমানিকে নন্দীবাগান ছাড়া করানো গেছে। ওর দুই কুখ্যাত শাগরেদও এখন ইনভ্যালিড। দ্বিতীয়ত, রিয়াং দারুণ একটা ঝুঁকি নিয়ে ওই মহামূল্যবান ধর্মচক্রটি শয়তানের চোখ এড়িয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। তৃতীয়ত, এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো রাজারামবাবুর নির্দেশমতো পৌঁছে গেল তাঁর মেয়ের হাতে। এটা কি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া নয়?"

বাহাদুর বলল, "তা ছাড়া ওদের খপ্পর থেকে ওইভাবে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা? এও তো কম নয়।"

বাবলু বলল, "এখন যেটা বাকি রইল, সেটা হল ওই দুষ্প্রাপ্য ধর্মচক্রটি বুদ্ধগয়ায় পৌঁছে দেওয়া। তারপর আবার এখানে ফিরে এসে তদন্তের কাজ শুরুর আগে বিক্রমশীলা মহাবিহারের সেই পবিত্রভূমিতে গিয়ে মাথাটা নুইয়ে আসা। অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতিবিজড়িত সেই পুণ্যভূমি কী দারুণভাবে আকর্ষণ করছে আমাকে।"

এমন সময় মা এলেন। বললেন, "তোমরা কি বিক্রমশীলায় যাবেই?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমরা নালন্দায় গেছি, বৈশালীতে গেছি, সারনাথে গেছি, তাই বিক্রমশীলাটাই বা বাকি থাকে কেন?"

"না, না। এতদূর এসেছ যখন, তখন যাবেই। কবে যাচ্ছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "কাল ভোরে যদি আমরা বুদ্ধগয়ায় যাই, পরশু একটু রেস্ট নেব। তারপরই চলে যাব বিক্রমশীলায়।"

"কাল ভোরে বুদ্ধগয়ায় যাবে?"

"হ্যাঁ, ওই জিনিসটা যত শিগগির সম্ভব মণিভদ্রর হাতে তুলে দিয়ে আসাই ভাল।"

"তবে তো একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে হয়। না হলে যাবে কী করে?" বলে বাহাদুরকে বলল, "তুই একবার প্রভুজিকে ডেকে আনতে পারিস? ওর গাড়িতেই পাঠাব তা হলে।"

বাহাদুর তখনই চলে গেল।

মা বললেন, "বিক্রমশীলায় যাওয়ার দুটো পথ আছে। এক হল এখান থেকে ভাগলপুরগামী যে কোনও

প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেপে বিক্রমশীলা হল্টে নেমে টাঙ্গায় যাওয়া অথবা কহলগাঁও পৌঁছে সেখান থেকেই কোনও ব্যবস্থা করা। তবে কিনা কহলগাঁও গেলে আবার একটু পিছিয়ে আসতে হয়।"

"তা হোক। আমরা কহলগাঁও দিয়েই যাব। তার কারণ আমার মন বরাবরই বলছে ওই কহলগাঁওই আমাদের রহস্য অভিযানের মূল কেন্দ্র।"

"ওখানে আর কীসের অভিযান করবে তোমরা ?"

"অভিযান অন্য কিছুর নয়। উপাধ্যায়ের হত্যাকারীরা যদি বেঁচে থাকে তা হলে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া, লালজি ভিমানির গতিবিধির ওপর নজর রেখে তাকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া, আর বিন্ধ্যাচল রামের একটু মোকাবিলা করা। আমাদের মনে হচ্ছে ওই লোকটিই আসল খলনায়ক।"

"বেশ। বিক্রমশীলায় তোমরা তা হলে বেড়ানোর মন নিয়েই যাচ্ছ। এখন বলো, অতীশ দীপঙ্কর না ওখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান, কীসের আকর্ষণে যাচ্ছ তোমরা?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "দুয়েরই আকর্ষণে।"

পঞ্চু এতক্ষণ চোখটি বুজে ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। সেও হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

অনু পঞ্চুর মুখটা নেড়ে দিয়ে বলল, "তুই কী বুঝিস যে 'ভৌ ভৌ' করছিস? তুই চুপ কর।"

পঞ্চু একবার 'গোঁ-ও-ও-ঔ' করে চুপ করল।

মা বললেন, "দুয়ের আকর্ষণেই যখন যাচ্ছ তখন প্রথমেই বলি, অতীশ দীপঙ্কর সম্বন্ধে তোমরা কে কী জানো একটু তোমাদের মুখ থেকেই শুনতে চাই।"

বিলু বলল, "আমরা কেউ কিছুই জানি না। শুধু নামের সঙ্গেই যা পরিচিত।"

মা বাবলুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি?"

"আমারও ওই একই উত্তর। শুধু এইটুকু জানি যে, উনি একজন তিব্বতি ভাষা জানা ভারতীয় পণ্ডিত ছিলেন।"

বাচ্চু বলল, "এই ব্যাপারে আপনি যদি একটু আলোকপাত করতেন...।"

বিচ্ছু কথাটা শেষ করল, "খুব ভাল হয় তা হলে। যাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যাব তাঁর সম্বন্ধে কিছুমাত্র যদি জানা না থাকে তা হলে কেমন যেন হয়ে যায় ব্যাপারটা।"

ভোম্বল বলল, "অতীশ দীপঙ্কর, এই নামটার মধ্যে আমার যেন কীরকম রোমাঞ্চ লাগছে। আপনি বেশ ভাল করে একটু বুঝিয়ে বলুন তো শুনি? তার আগে বলুন, অতীশ দীপঙ্কর কি একই ব্যক্তি না দু'জন?"

ভোম্বলের কথা শুনে অনু বলল, "সেরেছে। তোমরা দেখছি এখানে ইতিহাসের ক্লাস না বসিয়ে ছাড়বে না। তোমরা কি জানো, মা একবার বলতে শুরু করলে থামতে পারেন না? মায়ের ক্লাসে ছাত্রীরা তাই অধৈর্য হয়ে ওঠে?"

বাবলু বলল, "আমরা তো এমন একজনের মুখ থেকেই সব কিছু শুনতে বা জানতে চাই।" বলে বলল, "আপনি বলুন।"

মা হেসে বললেন, "যাদের আগ্রহ আছে তাদের কাছে বলতেও ভাল লাগে। ভোম্বলের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই শুরু করি, যেমন ও জানতে চেয়েছে অতীশ দীপঙ্কর একই ব্যক্তি কি না। ওর প্রশ্নের উত্তর এই যে, দীপঙ্করই অতীশ। তিব্বতে দীপঙ্কর, অতীশ নামেই পরিচিত ছিলেন। ফ্রাঙ্ক সাহেব যখন তিব্বতে গিয়েছিলেন তখন অতীশের নামাঙ্কিত শিলালিপিও আবিষ্কার করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানলাভ করে দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এইসব গ্রন্থের কিছু কিছু এখনও তিব্বতে পাওয়া যায়। ফরাসি পণ্ডিত পি কর্ডেয়ার যে ক্যাটালগ বের করেছিলেন তার পাতায় পাতায় দীপঙ্করের পুঁথির নাম আছে।"

বিচ্ছু বলল, "এসবের কিছুই আমরা জানতাম না।"

বাবলু বলল, "আপনার এখানে এসে সত্যিকারের জ্ঞানার্জন করতে পারলাম আমরা। এখন বলুন উনি কোন সময়ের লোক?"

মা বললেন, "তুমি খুব ভাল একটা প্রশ্ন করেছ বাবলু। অতীশ দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন।"

বিলু বলল, "ওঁর বাবা মায়ের নাম জানা যায়?"

"অবশ্যই। ওঁর বাবার নাম ছিল কল্যাণশ্রী আর মায়ের নাম প্রভাবতী। দীপঙ্করের প্রথম নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। শৈশবে ইনি জেতারি নামে একজন অবধূতের কাছে অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে জেতারির অগাধ পাণ্ডিত্য

ছিল। তাই অল্পবয়সেই চন্দ্রগর্ভ বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন। জেত্যারির কাছে বেশ কিছুকাল শিক্ষাগ্রহণের পর তাঁরই নির্দেশে তিনি চলে যান কৃষ্ণগিরিবিহারে। সেখানে সুপণ্ডিত রাহুল গুপ্তর কাছে অধ্যয়ন শুরু করেন। তারও পরে মাত্র উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরীবিহারের মহাসাঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অ্যাখ্যা পান।"

ভাবাপ্লুত বাবলু বলল, "অপূর্ব। এই বিষয়ে কোনওরকম পড়াশোনা আমাদের কারও ছিল না। তারপরে বলুন।"

"ওঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার এমনই ছিল যে, তার কোনও সীমা বা পরিসীমা ছিল না। মগধের বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের সংস্পর্শে গিয়ে উনি বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে অনেক মূল্যবান উপদেশও লাভ করেছিলেন। এর পর তিনি রওনা হন সুদূর ব্রহ্মদেশের দিকে। সেখানে গিয়ে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত সুবর্ণদ্বীপে মহাপণ্ডিত আচার্য চন্দ্রকীর্তির ছাত্র হন। চন্দ্রকীর্তির কাছে একটানা বারো বছর জ্ঞানলাভের পর আবার তিনি মগধে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় মগধে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত আর কেউ-ই ছিল না। তখন মগধাধিপতি ছিলেন পালবংশীয় নয়নপালদেব। তাঁরই অনুরোধে দীপঙ্কর বিক্রমশীলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এইসময় চেদীরাজ কর্ণদেবের সঙ্গে নয়নপালের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দীপঙ্করই তখন মধ্যস্থ হয়ে সেই যুদ্ধ স্থগিত করে উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করেন। আগেই বলেছি, দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে অতীশ হন। সেইসময় হ্লা নামে এক রাজা তিব্বতের থোলিন নগরে রাজত্ব করতেন। লাসার কাছে নেথান নগরে ইনি দেহত্যাগ করেন।"

বাবলু বলল, "এবার বিক্রমশীলার ব্যাপারে কিছু বলুন।"

অনু বলল, "এক মিনিট। এক গেলাস জল খেয়ে আসি আগে।"

মা বললেন, "যাচ্ছিস যখন, তখন একটা জাগে করে সকলেব জন্যই জল নিয়ে আয়।"

অনু জল আনতে চলে গেল।

ওরা সবাই চুপচাপ বসে থেকে কল্পচক্ষে অনুভব কবতে লাগল অতীশ দীপঙ্করেব স্মৃতিকে। যে যার কল্পনায় অতীশ দীপঙ্করের একটা কল্পিত চেহারা এঁকে নিতে লাগল নিজেদেব মনেব মধ্যে।

হঠাৎই অনুর চিৎকারে কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল সকলের।

পঞ্চু তো সবার আগে বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গেল।

অনুর মা দারুণ ভয়ে পেয়ে ছুটলেন, "কী হল অনু!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটল। গিয়ে নীচে নেমে দেখল সিঁড়ির একেবাবে শেষ ধাপে হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বাহাদুব। ঘরের দরজা দু'হাট করে খোলা।

মা বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। এত কাণ্ড করেও ধবে রাখতে পারলাম না জিনিসটাকে।" বলে ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে দেখলেন সত্যি সত্যিই জিনিসটি উধাও। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পডলেন।

বাবলুরা ততক্ষণে বাঁধনমুক্ত করেছে বাহাদুরকে।

বাহাদুরের চোখে জল।

বাবলু বলল, "তোমার এমন অবস্থা কে করল বাহাদুর?"

বাহাদুর বলল, "কিছুই বুঝতে পারিনি। যখনই আমি ছাদ থেকে নেমে এসে গাড়ির ব্যবস্থা করব বলে প্রভুজির ওখানে যাওয়ার জন্য দরজার ছিটকিনি খুলেছি তখনই আচমকা এই বিপর্যয়। কোনও কিছু দেখে বা বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, ওরা চুরির জন্যই এখানে এসেছিল।"

এরপর বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। কারও মুখে একটিও কথা নেই। কী কথাই বা বলবে? একেই বলে তীরে এসে তরী ডুবে যাওয়া।

অনেক পরে বাবলুই বলল, "আমরা নিজেদের খুব চালাক মনে করি। কিন্তু আমাদের চেয়েও ঢের বেশি বুদ্ধিমান লালজি ভিমানি। কেমন নিঃশব্দে কাজটি সেরে গেলেন কেউ আমরা টেরও পেলাম না। অর্থাৎ ওঁর লোকজন দিয়ে আমাদের গতিবিধির উপর ভালভাবে নজর রেখেই সময় এবং সুযোগ বুঝে কাজটি হাসিল করে গেলেন উনি।"

অনু বলল, "এই ব্যাপারে আমরা কি সবাই গিয়ে থানায় একটা ডায়েরি লেখাব?"

"লাভটা কী? পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। বরং ওইরকম একটি দুর্লভ সামগ্রী নিজেদের কাছে রাখার অপরাধে হাজার রকমের কৈফিয়ত দিতে হবে।"

"তা হলে।"

"আমাদের নিজেদেরই এগিয়ে যেতে হবে এই কাজে। এবং আমি ঠিক করেছি লোকটার মুখোমুখি একবার হতে পারলেই ওর দফাটি আমরা খেয়ে দেব।"

মা বললেন, "ও লোক কিন্তু ভয়ানক।"

বাবলু বলল, "আমরা, আমাদের এই পঞ্চু, আরও বেশি ভয়ানক। 'সাপের লেখা আর বাঘের দেখা' বলে একটা কথা আছে জানেন তো? লালজির সঙ্গে এইবার আমাদের দেখা হলে ঠিক তাই হবে।"

"ওর নাগাল কি আর পাবে তোমরা?"

"পেতেই হবে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় জিনিসটা নিয়ে ওরা খুব একটা বেশিদূর যেতে পারেনি।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই। ওবা ওটা প্রথমেই লালজির হাতে তুলে দেবে। তারপর লালজি স্থির করবেন জিনিসটা নিয়ে তিনি যাবেন কোথায়? তাই বলি কী, এখনও সময় আছে। এখনও গিয়ে লালজির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে জিনিসটা আবার হস্তগত হতে পাবে।"

বাবলু বলল, "অতএব আব দেরি নয়। তৈরি হযে নে সব। এখনই বেরোতে হবে।"

মা বললেন, "কোথায় যাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "লালজির ডেরায়। উনি এখানে কোথায উঠেছেন তা আমরা জানি। তাই খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

রিয়াং বলল, "আমরাও যাব তোমাদের সঙ্গে।"

"আমরাও মানে?"

"অনু আর আমি দু'জনেই।"

শুনেই বাচ্চু-বিচ্ছু বাধা দিল।

বাচ্চু বলল, "খবরদার নয। এই ধরনের দুষ্ট দুর্জনদের মোকাবিলায় আমরা যতটা অভ্যস্ত, তোমরা তা নও। তাই তোমাদের যাওযা কোনওমতেই চলতে পাবে না।"

বিয়াং বলল, "এ-কথাটা কি আমাব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?"

"তোমাদের দু'জনের ক্ষেত্রেই।"

বিচ্ছু বলল, "জংলি যখন স্টেডিয়ামে বাবলুদার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তখন কিন্তু তোমবা দু'জনেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।"

অনু বলল, "তা পেয়েছিলাম। তবে এখন কিন্তু সাহস অনেক বেড়ে গেছে।"

রিযাং বলল, "গুলিব সামনে আমি অসহায়। তবে কিনা ক্যারাটের প্যাঁচে ওদের দশজনের শক্তি একা আমিই বাখি।"

বাবলু বলল, "সে ঠিক আছে। কিন্তু অনু তো তা নয়। ওব কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে।"

অনু বলল, "তবুও আমি যাব। দূর থেকে নজব বাখব তোমাদের দিকে। বিয়াং আমার সঙ্গে থাকবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ততক্ষণে রীতিমতো যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছে। পঞ্চুও দারুণ উৎসাহে লেজ নাড়ছে ঘন ঘন।

রিয়াং ও অনুও যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

বাবলু মাকে বলল, "ওদের আপনি আটকান। নয়তো বিপদ হতে পারে।"

রিয়াং বলল, "তোমরা এগোও। আমরা ধরে ফেলব তোমাদের। নির্মলার কাছাকাছি থাকব আমরা। ওখানে তো ওই একটিই মাত্র হোটেল।"

বাবলু বলল, "এখনও ভেবে দ্যাখো।"

অনু বলল, "ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা নির্মলায় সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। যেতেই পারি। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযান হবে বলে সিনেমা হল তো বন্ধ থাকবে না।"

বাবলু বলল, "যা ভাল বোঝো তাই করো।" বলে পথে নামল।

বাড়ির বাইরে আসতেই দুটি রিকশা পেয়ে গেল ওরা। তাতেই গাদাগাদি করে চেপে বসল সবাই। তারপর এগিয়ে চলল ওদের গন্তব্যের দিকে।

সিনেমা হলের সামনে রিকশা থেকে নেমে প্রথমেই ওরা টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর

টিকিটের রেট, কখন শো আরম্ভ, এইসব জেনে একটু সময় কাটাল। ভাবটা এই, যে কেউ ওদের দেখলেই মনে করবে ওরা সিনেমা দেখতে এসেছে।

একটু পরেই রিয়াং ও অনুও এসে গেল।

মেয়েদের এক জায়গায় রেখে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই আবার সেই হোটেলে গেল বাবলু, বিলু, ভোম্বল। পঞ্চুও যাচ্ছিল। বাবলুই ওকে থাকতে বলল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রিয়াং ও অনুর কাছে।

হোটেলের লোকটি বলল, "তুম সব সবেরে আয়া থা না? ঘর নেহি মিলা তুমকো?"

এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার! ঘর চাই তোমাদের?"

"আপনিই ম্যানেজার?"

"না। আমি এখানকার স্থানীয় অন্য লোক। ম্যানেজার আমার বন্ধু হন। আর হোটেলটা একসময় বাঙালির ছিল বটে, তবে এখন এটা বিক্রি হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? এর মালিক কে?"

"মালিক যেই হোক, তোমাদের কী দরকার সেটা আগে বলো।"

"লালজি ভিমানি এই হোটেলের কোন ঘরে আছেন?"

"আছেন নয়, ছিলেন। এই তো একটু আগে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন উনি।"

"কোথায় গেলেন?"

"তা তো বলতে পারব না ভাই। তবে মনে হয় উনি কহলগাঁওতেই গেছেন। রাঙাবাবার আশ্রমে তো উনি প্রায়ই যান।"

"সেই আশ্রমটা কোথায় বলতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, কহলগাঁওয়ের গঙ্গার মাঝখানে ছোট ছোট দ্বীপের মতো কয়েকটি পাহাড় আছে। তারই একটিতে রাঙাবাবার আশ্রম। ভারী মনোরম জায়গাটা।"

"এখানে ফিরে আসার কথা বলে গেছেন কিছু?"

"না ভাই। সেসব কিছুই বলেননি উনি।"

বাবলু বলল, "উনি কি প্রায়ই আসেন এখানে?"

"আগে আসতেন। ইদানীং অনেকদিন হল আসা বন্ধ করেছিলেন। তারপর হঠাৎ এই আবির্ভাব। কিন্তু তোমরা এতসব কেন জিজ্ঞেস করছ বলো তো ওঁর ব্যাপারে?"

বাবলু বলল, "আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। পরে সব বলব আপনাকে। আচ্ছা বলুন তো, উনি কি একা? না কি আর কেউ গেছেন ওঁর সঙ্গে?"

"উনি তো একা ছিলেন না, সঙ্গে আরও একজন ছিল। পরে আবও দু'জন এসে জুটলে একটু আগেই লজ ছেড়ে চলে যান তিনি।"

বাবলু বলল, "ওঁরা একটি বহুমূল্য চোরাই জিনিস পাচাব করতে গেছেন। আমরা খবর পেয়েই ছুটে এসেছি।"

বাবলুর মুখে এই কথা শুনেই ভদ্রলোক হোটেলের অন্য লোকটিকে বললেন, "কেশবলাল, শুনছ তো ব্যাপারস্যাপার? আমার কিন্তু আগাগোড়াই সন্দেহ হচ্ছিল।"

"তা ভালই হয়েছে পাপ বিদায় হয়েছে।"

"ভাল তো হয়েইছে। কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এখানে কোনও গাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না? প্রাইভেট গাড়ি?"

"কী করবে?"

"আমরা তা হলে ওঁর পিছু নিতাম।"

"মাই গড। সাহস আছে তোমাদের! ওরা কিন্তু অত্যন্ত বদ লোক। যদি বুঝতে পারে তোমরা ওর পিছু নিয়েছ তা হলে কিন্তু দেখলেই গুলি চালাবে।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে ওর পিস্তলটা বের করে বলল, "জবাবে তা হলে আমরাও বাধ্য হব পালটা জবাব দিতে।"

এমন সময় ম্যানেজার এলেন। এসে সব শুনে বললেন, "গাড়ির দরকার হলে গাড়ির ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। কিন্তু এখন রওনা হলে কি নাগাল পাবে ওঁর। উনি এখন অনেকদূরে।"

বাবলু বলল, "দেখিই না চেষ্টা করে!"

"গাড়ির ভাড়া কে দেবে?"

"আমরাই দেব।"
"তোমাদের তো চিনলাম না।"
বাবলু তখন নিজের পরিচয় দিয়ে অনুর মায়েব কথাও বলল।
হোটেলের ম্যানেজার একজন লোককে বললেন, "জংলিকে একবার ডাকো তো।"
জংলির নাম শুনেই পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। সর্বনাশ! আবার জংলি! সেই জংলি নয় তো?
একটু পরেই জংলি এল। সেই লোক। বাবলুদের দেখেই দাঁত বের করে হাসল এবার। দেখে মনে হল সকালের সেই রাগের লেশমাত্র নেই ওর।
ম্যানেজার বললেন, "জংলি! সাহুজিকা ওই প্রাইভেট মিলেগা?"
জংলি ঘাড় নেড়ে বলল, "নেহি। ও গাড়ি তো লালজি ভিমানি লে কর চলা গিয়া।"
"কাঁহা গয়া ও লোগ?"
"কহলগাঁও।"
ম্যানেজার বাবলুকে বললেন, "আজ এই অবেলায় আর গিয়ে কাজ নেই। ওই গাড়ি আজ রাতে ফিরে এলে ওর ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে লালজিকে কোথায় রেখে এল ও। কাল ভোরে ওই গাড়িই আমি ব্যবস্থা করে দেব তোমাদের। অথবা তোমরা ট্রেনেও যেতে পারো।"
বাবলু বলল, "সেই ভাল। অযথা হাঁকপাঁক কবে লাভ নেই। কাল ভোবে আমরা কি আপনার সঙ্গে দেখা করব?"
"তোমাদের আসতে হবে না। আমি নিজেই যাব। অনুদের বাড়ি আমি জানি। আমার মেয়েও ওর মায়ের একজন ছাত্রী। ওদেব ওই পরিবাবের ওপব লালজি যেন শনির দৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন অনেকদিন ধরে।" বলে জংলিকে বললেন, "শুধু গুন্ডামি আব সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করলে হবে? ওই ছেলেগুলোকে চিনে রাখ। এরা হল পুলিশবালা লেড়কা। একটু নজর রাখবি এদের দিকে।"

জংলি সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধবল বাবলু, বিলু আর ভোম্বলকে। তারপর বলল, "ম্যায় নে বহুত বুঢাহি কিয়া থা তুম সবকো সাথ। ওই টাইমমে ম্যায নেশে মে থা। মুঝে মাফ কবনা ভাই।"
বাবলু বলল, "ও কিছু না। যার সঙ্গে গভীব বন্ধুত্ব হয়, তার সঙ্গে পহেলা মুলাকাত ওইভাবেই হয়।"
ম্যানেজার বললেন, "এর আগে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর?"
বাবলু তখন সকালের কথাটা সব বলল।
ম্যানেজার বললেন, "জংলিটা আসলে মাথামোটা আর খুব বদমেজাজি। কিন্তু ওর চেয়ে ভালমানুষ আর হয় না। খারাপ-ভাল দু'রকম কাজই করে। তা যাক, এখন থেকে ওর সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কই হোক। পারলে ও জীবনও দিয়ে দেবে তোমাদের জন্য।"
বাবলু এবার ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জংলিকে সঙ্গে করেই নীচে এল। বিলু, ভোম্বলও এল ওইসঙ্গে।
বাচ্চু, বিচ্ছু, অনু, রিয়াং সবাই তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল ওদের জন্য। পঞ্চুও ছটফট করছিল। তাই ওদের ফিরে আসতে দেখে দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগল।
বাচ্চু বলল "কী হল বাবলুদা?"
বাবলু ঘাড় নেড়ে বলল, "আমরা আসবার আগেই পাখি ফুড়ুত।"
"সে কী। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ কী করে সম্ভব?"
"অসম্ভবের কিছুই নেই। অপারেশনের ছক কষে ওবা গাড়ি নিয়ে তৈরি ছিল। জিনিসটা হাতে আসতেই উধাও।"
জংলি বলল, "কোন সা চিজ কে লিয়ে ইতনা তকলিফ উঠাতা তুম?"
বাবলু তখন আকারে-ইঙ্গিতে একটু আভাস ছিল।
জংলি বলল, "সমঝ গিয়া। ও চিজ রামু ঔর রঘুনে চুরায়া। ও ভি সাথ গয়া লালজিকা।"
"রামু আর রঘু কে?"
জংলি বলল, "ও মেরা জান পয়ছান আদমি আছে। ঠিক হ্যায়, আভি তুম ঘর চলা যাও। কাল শুভে দিখা যায়েগা। হাম যবতক জিন্দা হ্যায় তবতক কিসিসে ডরনা মাত।"
পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি না করে অনুদের বাড়ির দিকেই রওনা হল। এমন সময় হঠাৎই কোথা থেকে

যেন একটা ইট এসে পড়ল পঞ্চুর গায়ে। পঞ্চু ইটের ঘায়ে অস্থির হয়ে 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে একজনের দিকে তেড়ে যেতেই আর দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল অনুর ওপর। অনু চিৎকার করে উঠল।

ওর চিৎকারে ছুটে এল জংলি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটে গেল অনুকে বাঁচাতে। কিন্তু ততক্ষণে ওরা অনুকে নিয়ে একটা গাড়িতে করে উধাও।

কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা ভেবেও পেল না কেউ।

॥ ১০ ॥

এমন একটা ঘটনায় দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিল চারদিকে। বিকেলে গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এসেছে তখন। সাহেবগঞ্জের শান্ত সুন্দর পরিবেশে এ কী বিপর্যয়।

পঞ্চু তখন ফিবে এসে চিৎকারে মাত করে দিয়েছে।

জংলিও খেপেছে দারুণ। রীতিমতো ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে সে স্থানীয় এক যুবকেব কাছ থেকে তার স্কুটারটা প্রায় ছিনিয়েই নিয়ে এল। নিয়ে এসে বাবলুকে বলল, "ওঠো।"

বাবলু সকলকে সতর্ক থাকতে বলে জংলির স্কুটারে চেপে বসল।

তারপর সেই গাড়ির গতিপথ ধরে রওনা হল দু'জনে।

শহর ছাড়িয়ে একসময় জঙ্গলের পথ ধরল ওরা।

বাবলু বলল, "আমরা ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি তো?"

জংলি বলল, "একই রাস্তা ইধার।"

অনেকটা যাওয়ার পর দেখা গেল অনুকে নিয়ে গাড়িটা বোধহয় বাতাসেরও আগে উড়ে চলেছে।

জংলি বলল, "আগে দেখো।"

"দেখছি তো। আর-একটু জোরে চালালেই ধরে ফেলব আমবা।"

এমন সময় হঠাৎই অঘটন। জংলি সেই অন্ধকারে ভুল করে বাঁকের মুখে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মারল। তারই ফলে পথের দু'দিকে ছিটকে পড়ল ওরা। স্কুটারটাও টাল খেয়ে পড়ে রইল রাস্তার মাঝখানে।

জংলির মাথার সামনের দিকে চোট লেগেছে বেশি। সেখান থেকে ঝবঝর করে রক্ত ঝরছে।

আর বাবলুরও সর্বাঙ্গ কেটে-ছেড়ে একশা। ওর মাথার পেছন দিকে চোট লেগেছে। প্রথমটায় ও অনেক চেষ্টা করেও মাথা তুলতে পারল না। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তখনও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

এদিকে জংলি একেবারেই সংজ্ঞাহীন।

অন্ধকারে বোঝা না গেলেও বাবলু বুঝতে পারল এই মুহূর্তে ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু এখানে কোথায় ডাক্তারখানা, কোথায় কী? আর নিয়েই বা যাবে কী করে? সহায়-সম্বলহীন এই বনে-পাহাড়ে সে তো একা।

একদিকে অনুর অপহরণ, অন্যদিকে জংলির এই অবস্থা। কাজেই উভয় সংকটে পড়ে বাবলুর দুশ্চিন্তার শেষ থাকল না।

জংলিকে দেখতে গেলে অনুরাধা লোপাট হয়ে যায়। আর অনুর খোঁজে রওনা হলে জংলির জীবন বিপন্ন হয়। ফলে যত দেরি হবে অনু ওই দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে ততই দূরে চলে যাবে।

বাবলু তাই এইসব চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠল। মনে-মনে রাগও হতে লাগল খুব। রিয়াং আর অনুকে বারবার বারণ করেছিল ওদের সঙ্গ না নিতে। ওরা বেশি পাকামি করে ঘর থেকে না বেরোলে এই কাণ্ডটা হতই না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দূর থেকে আসা একটা গাড়ির জোরালো আলো ওর চোখে পড়ল। নিশ্চয়ই কোনও বাস অথবা ট্রাক বা বড় ধরনের কোনও কিছু এদিকে আসছে।

সেটা কাছাকাছি এসে থেমে গেল। কেন না থামা ছাড়া উপায় ছিল না। জংলির স্কুটারটা পথের মাঝখানে এমনভাবে পড়ে ছিল যে, সেটাকে না সরিয়ে যাওয়ার অসুবিধে অনেক।

একটি মাল বোঝাই ভারী ট্রাক ভাগলপুর থেকে আসছিল দুমকা যাওয়ার জন্য। পথের মাঝখানে এমন দুর্ঘটনা

দেখে ট্রাক থামিয়ে নেমে এলেন এক সর্দারজি। তারপর জংলির কাছে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আরে বন্ধু! আরে দোস্ত! তুমনে ইয়ে বড়ি কিঁউ জমিন পর রাখ্‌খা? উঠো, দেখো, দুনিয়া কি হালত।"

বাবলু এবার এগিয়ে গিয়ে বলল, "ওর কি ওঠার শক্তি আছে? দেখছেন তো কী অবস্থা ওর। এখনই কোনও ডাক্তারখানায় অথবা হাসপাতালে নিয়ে না গেলেই নয়।"

সর্দারজির সঙ্গে যে ক্লিনার ছিল সে বিহারের লোক। গাড়ি থেকে নেমে এসে ওকে দেখেই বলল, "আরে জংলি না? আমি জানতুম একদিন ও এই কাণ্ডই করবে। দারুণ বেপরোয়া স্কুটার চালায়। মাঝে মাঝে আবার সার্কাসের খেলা দেখানোর মতোও করে।" বলে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা এদিকে যাচ্ছিলে কোথায়?"

বাবলু তখন সব বলল। শুনেই লাফিয়ে উঠল ওরা।

লোকটি বলল, "এঃ হে। আর-একটু গেলেই তোমরা ওদের ধরে ফেলতে পারতে। একটা প্রাইভেট মির্জা চৌকি আর আম্মাপালির মাঝখানে ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই ওই গাড়ি। দু'জন লোক খুব চেষ্টা করছে গাড়িটাকে সারিয়ে তোলবার।"

বাবলু বলল, "এখন তা হলে কী করা যায়?" তারপর বলল, "আচ্ছা, ওই গাড়িতে কোনও মেয়েকে দেখেছ তোমরা?"

লোকটি বলল, "আমরা খেয়াল করিনি। স্পিডে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। এখন সাহেবগঞ্জের একটা ধাবায় গাড়ি রেখে খাওয়াদাওয়া সেরে রাতে গাড়ি নিয়ে আবার রওনা দেব।"

সর্দারজি তখন স্কুটারকে রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে একটু-আধটু ঠুকে চালাবার উপযুক্ত করে তুললেন।

বিহারি লোকটি বলল, "এমন জায়গায় ফেঁসেছ তোমরা যে, ধারেকাছে কোথাও একটু জলটল নেই, এনে ওর মুখে দেব।"

তবু ওরা জংলিকে পথের ধার থেকে সরিয়ে এনে একটু খোলা জায়গায় রাখতে একসময় ধীরে ধীরে চোখ মেলল জংলি। তারপর একবার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল।

এমন সময় হঠাৎই দুরন্ত গতিতে একটি স্কুটার নিয়ে ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল রিয়াং। তারপর স্কুটার থেকে নেমেই বলল, "এ কী অবস্থা তোমাদের? এমন কী করে হল?"

বাবলু বলল, "অন্ধকারে একটু অসতর্কতার জন্য।"

"অনুকে নিয়ে ওরা কোনদিকে গেছে? ওদের খবর জানো?"

"এইদিকেই গেছে।" বলে বিহারির কথা বলতেই ও এক লাফে আবার স্কুটারে বসেই দ্রুত এগিয়ে চলল নির্দেশিত পথের দিকে।

বাবলু বিহারিকে বলল, "ভাইসাব, তুমি একটু কষ্ট করে জংলিকে সাহেবগঞ্জে পৌঁছে দেবে? না হলে আমি একা। আমি তা হলে ওই মেয়েটার খোঁজে একটু ওদিকে যাই।"

জংলি তখন আবার সচেতন হয়ে নিজেই উঠে বসেছে। কিন্তু দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়েই পড়ে যায় ও। ভাল করে কথা বলার শক্তিও ও তখন হারিয়ে ফেলেছে।

সর্দারজি ও বিহারি ওকে অনেক কষ্টে কোনওরকমে ধরাধরি করে ট্রাকে ওঠাল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে গেলে বাবলুও স্কুটারে বসে অন্ধকার বনপথে রওনা হল গন্তব্যের দিকে।

এদিকে বড়-বড় পাহাড় ও জঙ্গলের জন্য জায়গাটা একটু বেশিরকমের অন্ধকার ও ভয়াবহ বলে মনে হয়। বাবলু ভয়ের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নয়। তার ওপরে এই পথেই দুর্জয় সাহসে দুরন্ত গতিতে একা রিয়াং রণং দেহি মূর্তিতে এগিয়ে গেছে ভেবেই ওর মনের জোর আরও বেড়ে গেল যেন।

এইভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে থামতেই হল ওকে। কেন না, স্কুটারে তেল যতটুকু ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। অথচ এই পর্যন্ত আসার পথে কোনও বিকল গাড়ি বা অন্য কোনও কিছুই ওর নজরে পড়ল না। এমনকী রিয়াংও বেপাত্তা।

কেন এমন হল?

তবে কি রিয়াং এদের পেছনে ধাওয়া করার আগেই ওরা ওদের গাড়ি ঠিক করে অনুকে নিয়ে পালাল? তা যদি হয় তা হলে ওরা তো এখন নাগালের বাইরে চলে গেছে। এই মুহূর্তে কী যে করবে বাবলু তা কিছুতেই ভেবে পেল না। ওদিকে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু যে এখন কী করছে তাই বা কে জানে? রিয়াং একা দুঃসাহসে ভর করে অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল তাই বা বলতে পারে কে? প্রবল মানসিক উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল বাবলু।

অনেকক্ষণ চুপচাপ এক জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ও স্কুটারটা একপাশে রেখে সামনের পথ ধরেই এগিয়ে চলল। যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। ওকে এই মুহূর্তে হয় এগোতে, না হয় পেছোতে হবে। কোথায় কতদূরে গিয়ে যে লোকালয় পাবে তা ও জানে না। তবু রাতের আশ্রয় কোথাও না কোথাও পাবেই, এই ভরসাতেই এগিয়ে চলল।

যদিও নির্ভয়, তবুও এই মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে দুটো সংশয় দেখা দিল। এক, ওর কাছে অনেক টাকা। আর-এক, বন্য জন্তুর ভয়। সেইসঙ্গে আরও সংশয় দেখা দিল মনে। এই পথ যদি কহলগাঁও ভাগলপুরের পথ হয় তা হলে পথ এত নির্জন কেন? তবে কি অন্ধকারে পথ ভুল করে ও অন্য কোনও পথে স্কুটার চালিয়ে নিয়ে এসেছে? তাই বা কী করে হয়?

এইসব ভাবতে-ভাবতেই এগিয়ে চলল বাবলু। হঠাৎ কিছুদূরে যাওয়ার পর কী যেন দেখে থমকে দাঁড়াল ও। একটু আশার আলোও ফুটে উঠল ওর চোখে-মুখে। ও দেখল অনুকে নিয়ে যে গাড়িটা উধাও হয়ে গিয়েছিল সেই গাড়িটাই কাত হয়ে পড়ে আছে পথের ধারে। আর একজন লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ধুলোয় উপুড় হয়ে। গাড়ির মধ্যে আর কেউ নেই। নেই অনুও। রিয়াংও নেই ধারেকাছে।

বাবলু চিন্তা করে দেখল অনুকে যখন অপহরণ করা হয় তখন তিনজন ছিল। তাদের একজনকে তাড়া করে পঞ্চু। কিন্তু সেই লোকটা ভাগ্যক্রমে পঞ্চুর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচে। বাকি দু'জনই কিডন্যাপ করে অনুকে। এই লোকটি তাদেরই একজন। বাকি একজন তা হলে কোথায়? অনুই বা কোথায় গেল? যদি ধরা যায়, রিয়াং স্কুটার নিয়ে এসে এই লোকটিকে আক্রমণ করে অনুকে নিয়ে পালিয়েছে তবুও একটা প্রশ্ন জাগে, সে অনুকে নিয়ে বাবলুর কাছে না গিয়ে অন্যদিকে উধাও হয়ে গেল কেন? আর বাকি লোকটিই বা কোথায়? এই দুর্ঘটনাই বা হল কখন? ওই সর্দারজি বা বিহারি কিন্তু গাড়ি দুর্ঘটনার কথা বলেনি। ওরা বলেছিল একটা গাড়িকে ওরা ব্রেকডাউন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে। কিন্তু এটা তো একটা দুর্ঘটনাই। কীভাবে হল এমন বিপর্যয়? এর উত্তর দেবে কে?

বাবলু তখন সেই যন্ত্রণাকাতর লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "এই যে ভাই, তোমার এমন অবস্থা কী করে হল? কী নাম তোমার?"

লোকটি অতিকষ্টে বলল, "মেরা নাম হীরা।"

"তোমার ওই সঙ্গীটির নাম?"

"ও পান্না হ্যায়।"

"তোমাদের এই গাড়িটা ওলটাল কী করে?"

"উলট দিয়া গয়া।"

"সে কী! উলটে দিয়েছে? কিন্তু তোমার এমন হাল কী করে হল? তোমার সঙ্গী কোথায়? আর সেই মেয়েটি?"

"বতাতা হুঁ। পহলে হামকো থোড়া পানি পিলাও।"

"এই তো মুশকিলে ফেললে, এই বনে-পাহাড়ে জল আমি কোথায় পাব? এক হতে পারে তুমি যদি আমার সঙ্গে কিছুটা পথ কষ্ট করে যেতে পারো।"

হীরা খুব কষ্টে বাবলুর একটা হাত ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল একবার। তারপর একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে বলল, "ম্যায় যা নেহি সকতা। ও লোগ বহুত মারা হমকো।"

"কারা? কারা মেরেছে তোমাকে?"

"টেররিস্ট পার্টি।"

"সে কী! এ তো দেখছি চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়ে গেল। তোমরাই তো টেররিস্ট। লোকের বাড়ি থেকে দিনদুপুরে মূল্যবান জিনিস চুরি করছ, ছেলেমেয়ে নিয়ে পালাচ্ছ, তোমরা আবার অন্যকে টেররিস্ট বলো কী করে?"

হীরা আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। তারপর আবার কাতরাতে লাগল যন্ত্রণায়।

বাবলু বলল, "শোনো, যে মেয়েটিকে তোমরা আজ আমাদের চোখের সামনে থেকে কিডন্যাপ করলে সেই মেয়েটি আমাদেরই দলের মেয়ে। আমি ওরই খোঁজে এসেছি। এবার হয়তো পুলিশ আসবে। এখন বলো, সেই মেয়েটি কোথায়?"

"মুঝে মালুম নেহি।"

বাবলু তখনই ওর পিস্তল বের করল। বলল, "সত্যি করে বলো। না হলে কিন্তু মারের ওপর মার দেব।

তাতেও যদি মুখ না খোলো তা হলে...। দেখছ তো কী আছে আমার হাতে? এক গুলিতে শেষ করে দেব। যদি সত্যি কথা বলো, তা হলে আমি তোমার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করব। আর যদি মিথ্যে বলো তবে কিন্তু আজই তোমার শেষ রাত।"

বাবলুর কথার উত্তরে হীরা যা বলল তা হল এই— রামু, রঘু, হীরা আর পান্না এই অঞ্চলের সমস্তরকমের অসামাজিক কাজকর্মের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। টাকার জন্য ওরা পারে না এমন কোনও কাজই নেই। তা আজ সকালে লালজি ভিমানির একজন লোক ওদের সঙ্গে দেখা করে দারুণ একটি লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি হল এখানকার মিস্ট্রেসের বাড়িতে ঢুকে যেভাবেই হোক একটি মূল্যবান জিনিস চুরি করে আনতে হবে। একটু ভারি, কোনও কিছুতে মোড়া এবং সম্ভবত সেটা আলমারিতেই থাকবে। ওই জিনিস চুরি করতে গিয়ে হয়তো নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে, নয়তো অন্যের জীবনহানি ঘটাতে হবে। কাজ হাসিল হলেই নগদে বিশ হাজার টাকা। টাকার কথা শুনেই রামু আর রঘু লাফিয়ে উঠল দু'জনেই। সারাটা দিন তক্কে-তক্কে থাকার পর সুযোগ মিলল দুপুরেই। ওরা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহাদুরকে কবজা করে আলমারির চাবি খুলে হাতের কাছেই পেয়ে গেল জিনিসটা। ভেলভেটে মোড়া বেশ যত্ন করে রাখা একটা ধাতব কিছু। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাই রামু বাহাদুরকে কব্জা করতেই রঘু ঘরে ঢুকে আলমারিতে হাত দিল। স্টিল আলমারি। চাবিটাও লাগানো ছিল। অনেক গৃহস্থই এই ভুলটা করে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ফলে বিনা রক্তপাতে অপারেশন সাকসেসফুল। ওরা জিনিসটা লালজির হাতে দিতেই লালজি ওদের বললেন, তাঁর কাছে তো এখন অত টাকা নেই। তবে কিনা ওঁর সঙ্গে কহলগাঁওতে গেলেই টাকা নগদে পেয়ে যাবে ওরা। এই সমস্ত কাজ কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "এই পর্যন্ত ঘটনাটা আমাদের জানার মধ্যে। এবং তুমি যা-যা বলেছ ঠিকই বলেছ। কিন্তু এর পরের ব্যাপারটাই আমি জানতে উৎসুক।"

"কী জানতে চাও বলো? হম সচ বতায়েঙ্গে।"

"এই চুরির পরেও হঠাৎ করে মেয়েটাকে কিডন্যাপ করবার কোন দরকারটা পড়ল? আর তোমরাই বা এ কাজ করতে এলে কেন?"

হীরা বলল, "ভিমানিসাহেব যাওয়ার আগে আমাদের বললেন, 'মিস্ট্রেসের ওই মেয়েটাকে তোরা উঠিয়ে নিতে পারবি? যদি পারিস ওকেও তোরা কহলগাঁওতে নিয়ে আয়। ওদেব কাছে অনেক, অনেক সোনা আছে। ওকে আটকে রাখতে পারলে ওর বাবা-মাকে মোচড় দিয়ে সব আমি একটু একটু করে কবজা করে নিতে পারব। সেইসঙ্গে প্রতিশোধ নেব আমার সঙ্গে দুশমনি করার।' আমরা বললাম, 'এর জন্য আমরা কত পাব?' উনি বললেন, 'ওই বিশ হাজার টাকাই।' আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিচিত এক শেঠজির কাছ থেকে এই গাড়ি চেয়ে নিয়ে এসে অপহরণের ছক কষতে থাকি।"

বাবলু বলল, "তোমরা তো তিনজন ছিলে। আর-একজন?"

"ওর নাম [redacted]। ও এই গাড়ির ড্রাইভার। ও একটা কুকুরের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। আমরাই তখন মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে আসি। পান্না গাড়ি চালানোর দায়িত্ব নেয়। আমি মেয়েটার পেটের কাছে ক্ষুর ধরে বসে থাকি। ওকে বলি আমাদের অবাধ্য হলেই ক্ষুর চালিয়ে দেব। এইভাবে ক্ষুর দেখিয়ে অনেক লোককেই ঘায়েল করেছি আমরা।"

"তার ফলটা এখন আরামেই ভোগ করছ নিশ্চয়ই। যাক, তারপর?"

"তারপর দারুণ স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আমরা কহলগাঁও-এর দিকে রওনা হই।"

"কহলগাঁওতে ভিমানির ডেরা কোথায়, তোমরা জানতে?"

"না। ভিমানিসাহেবের সঙ্গেও আমাদের খুব যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা কিন্তু নয়। অনেকদিন পরে পরে আসতেন উনি। ওঁদের নানারকম ধান্দাবাজির কাজকর্ম করতেন, চলে যেতেন।"

"তা হলে মেয়েটিকে তোমরা কোথায় নিয়ে যেতে?"

"রাঙাবাবা কি পাস। ওইখানে নিয়ে গেলেই রাঙাবাবা খবর দিতেন ভিমানিসাহেবকে। আমরা আমাদের রুপিয়া নিয়ে চলে আসতাম।"

"কিন্তু ধরো, উনি যদি টাকা দিতে অস্বীকার করতেন, বা পরে দেব বলতেন?"

"তা হলে আমরাও আবার অন্যরকম হয়ে যেতাম। তবে কিনা এই লাইনে রুপিয়া নিয়ে বেইমানি হয় না।"

"বেশ, এবারে বলো তারপরে কী হল?"

"উসকে বাদ?"

"এতক্ষণ তো বেশ গড় গড় করে বাংলা বলছিলে, আবার 'উসকে বাদ' কেন?"

"আরে ভাই আমি কি বাঙ্গালি? আমি তো বিহারি। মাঝে মাঝে আমার মাতৃভাষা বেরিয়ে আসবে না? বাংলা তো আমি জানে। তাই বাংলা বলছিলাম।"

"তোমার এই দেশ তো আগে বাংলাতেই ছিল। এখন বিহারে। আজকালের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড হল বলে!"

"ওইজন্যই তো এত গুন্ডাগর্দি এখন লেগে গিয়েছে।"

বাবলু বলল, "তারপর বলো।"

"আমরা তো যাচ্ছি। এইসব অঞ্চলের রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখছ তো? খুবই খারাপ। তাই স্পিড কন্ট্রোল করেই গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। হঠাৎই গাড়িটা ব্রেকডাউন হয়ে গেল। পান্না একা সামলাতে পারছিল না। তাই মেয়েটাকে ভয় দেখিয়ে আমিও ওর সাহায্যে নামলাম। পরে বহুকষ্টে ওটাকে সারিয়ে তুলে আবার যখন যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম তখনই দেখি মেয়েটা নেই। তাই দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমাদের। কেন না ওই মেয়েটা আমাদের দু'জনকেই চিনত। সাহেবগঞ্জ ছোট্ট জায়গা, আমরাও কুখ্যাত লোক। এখন ও যদি ছাড়া পেয়ে আমাদের নাম বলে দেয় তবে দু'জনেই বিপদে পড়ব আমরা। ওই মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার ফলে সবাই পিটিয়ে মারবে আমাদের। আমরা তাই ওর খোঁজে যখন চারদিক তোলপাড় করছি তখনই কোথা থেকে একটা টেররিস্ট মেয়ে জোরে মোটরসাইকেল চালিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি তো ছিটকে পড়লাম এইখানে। আমার তলপেটে যা লেগেছে তাতে মনে হচ্ছে আমার পেটের ভেতরটা থেঁতলে গেছে একেবারে। পান্না তখন সেই মেয়েটাকে কবজা করতে গেল। কিন্তু কী টেরিফিক মেয়ে। শূন্যে লাফিয়ে ওর জোড়া পায়ে পান্নার মুখে এমন লাথি মারল যে, ওর একটা দাঁতও আর অবশিষ্ট আছে বলে আমার মনে হয় না। এমন সময় বিশ-পঁচিশজনের একটা দল হঠাৎ করে এসে পড়ল সেখানে। এরা বিদ্রোহী জঙ্গী। ওই মেয়েটি তাদের কী যেন বলতেই ওরা পান্নার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল তাকে। তারপর পাশের একটা খাদে ওর দেহটা ফেলে দিয়ে আমাকে এসে ধরল। কয়েকটা লোক গাড়িটাকে উলটে দিয়ে বেদম মারতে লাগল আমাকে। দু'-একজন করল কী, মেয়েটার দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে ওর দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি হঠাৎ 'পুলিশ! পুলিশ এসে গেছে। সাবধান। হুঁশিয়ার হো যাও ভাই' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই গুন্ডারা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আর সেই সুযোগে মেয়েটা পালিয়ে বাঁচল ওর মোটরবাইক নিয়ে।"

বাবলু বলল, "ওই মেয়েটাও আমাদেরই মেয়ে। তবে কিনা তোমার মুখে শুনে ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু আর-একজন যে কোথায় গেল কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না। এই পাহাড়ে-জঙ্গলে গেল কোথায়? এত রাতে মানুষের কবল থেকে মুক্তি পেলেও বন্যজন্তুর গ্রাস থেকে যে রক্ষা পাবে তার তো কোনও মানে নেই।"

হীরা বলল, "কিন্তু আমি যে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না ভাই। এক এক সময় আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।"

বাবলু বলল, "শোনো, তুমি বা তোমরা আমাদের সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছ। তবে কিনা এখন তুমি শত্রু নয়। এই মুহূর্তে তোমার জীবন রক্ষা করা আমার পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু আমি বাংলার বাঙালি ছেলে, এই অরণ্যে কত অসহায় তা তুমিও জানো। আমি যতক্ষণ না কাছাকাছি কোনও শহরে পৌঁছতে পারছি ততক্ষণ তোমার কোনও ব্যবস্থাই করতে পারব না। শহরে গিয়ে আমি ফোনে আমার বন্ধুদের জানাতে পারব। থানায়, হাসপাতালে ফোন করতে পারব। কিন্তু তার আগে তো কিছুই করতে পারব না। তুমি তখন আমার কাছে জল চাইলে, কিন্তু এখানকার জলের সন্ধানও আমার জানা নেই। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েই আমি বিদায় নিচ্ছি। অতএব দীর্ঘ সময় তোমাকে প্রতীক্ষা করে থাকতেই হবে।"

হীরা বলল, "আমি আমার পাপের ফল ভোগ করছি। ভগবান তোমার ভাল করুন। যাও, আগে বাঢ়ো। উধার পীরপৈঁতি মিলেগা।"

পীরপৈঁতি এই অঞ্চলের মধ্যে খুবই নামকরা জায়গা। বাবলু তা জানে। কিন্তু পথের দূরত্ব যে কতখানি তাই শুধু জানে না সে। তবুও সে কঠিন মনোবলে এগিয়ে চলল। আর বারবার ভাবতে লাগল অনুর কথা। পথের দু'পাশে প্রেতের মতো পাহাড়ের সারি আর গভীর জঙ্গল। এই অরণ্যে একা অনু কোথায় কতদূরে যেতে পারে? বেশ কিছুটা পথ এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ও মুখের দু'পাশে হাত রেখে হাঁক দিল, "অনু! অ-নু-রা-ধা।"

ওর কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ধাক্কা খেয়ে। কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তরই শোনা গেল না কোথাও থেকে।

আরও খানিকটা যাওয়ার পর পাহাড়ের একটা ঢালু অংশের নীচে একটি জলাশয় দেখতে পেল ও।

তখনই মনে পড়ল তৃষ্ণার্ত হীরার কথা। ও ধীরে ধীরে সেই পথ বেয়ে নীচে নেমে জলাশয়ের কাছে গেল। কিন্তু এই জল ও নিয়ে যাবে কী করে? অবশেষে অনেক খুঁজে এক জায়গায় একটা ভাঙা বোতল আবিষ্কার করল। সেই বোতলটাই জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতেই জল ভরে নিয়ে চলল তৃষ্ণার্তের জন্য।

যতটা পথ ও এগিয়ে এসেছিল ঠিক ততটা পথই আবার পিছিয়ে যেতে হল ওকে।

কিন্তু এ কী! হীরা কই? কোথায় গেল সে? তার তো উঠে কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তা হলে? কেউ কি নিয়ে গেল ওকে? তা কী করে সম্ভব? বাবলু একবার চেঁচিয়ে ডাকল, "হীরাভাই! আমি তোমার জন্য জল নিয়ে এসেছি। তুমি কোথায়?"

কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারটা বাবলুর কাছে রহস্যময় মনে হল। এই অরণ্যে সত্যই কি কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে? না হলে এই রাতে এ পথে কোনও লোকজন নেই কেন? রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে, না কি জঙ্গি আক্রমণের ভয়ে পরিবহণও অচল এ পথে রাতের অন্ধকারে?

বাবলু হাতের জলটা সেই উলটে যাওয়া গাড়ির কাছে একপাশে নামিয়ে রেখে যখন আবার চলা শুরু করেছে তখন হঠাৎ শুনতে পেল পাহাড়ের বাঁকের মুখে অগভীর একটি খাদের ভেতর থেকে কার যেন চাপা একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। চলা থামিয়ে থমকে দাঁড়াল বাবলু। একটু আগেও এই পথে ও এসেছে এবং জল নিয়ে ফিরে গেছে। তখনও কিন্তু এই শব্দ ওর কানে আসেনি। কণ্ঠস্বরটা নারীর। তবে কিনা স্পষ্ট নয়। বাবলুর আশঙ্কা হল। ওর মনে হল, রিয়াং নয় তো? ওই দলের বদ লোকেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য স্কুটার নিয়ে দ্রুত পালাতে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনায় পড়েনি? নির্ঘাত তাই।

বনের অন্ধকারে চাঁদের আলোর এখন অল্প আভাস। পূর্ণিমার দেরি আছে। তাই চাঁদ এখন বেশি রাতে আলো দেয়। সেই আলোয় আধো অন্ধকারে ও খাদের কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে নীচেটা দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু না, ভেতরটা এমনই অন্ধকার যে, কিছুই দেখা গেল না ওপর থেকে।

বাবলু তখন খাদের ধারে গজিয়ে থাকা ছোট ছোট গাছের ডাল বড় গাছের শেকড় ধরে নীচে নামবার চেষ্টা করতেই পা হড়কে খাদের মধ্যে পড়ে গেল। খাদটা অগভীর। তাও কম করে দশ ফুটের মতো। তবে পাথুরে জায়গা তো! তাই ওর পায়ের হাঁটুতে খুব জোরে লাগল পড়ে গিয়ে। গোঙানির শব্দটা তখন আর্তনাদের মতো মনে হল। বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? তুমি কি রিয়াং?"

"আমি অনু। অনুরাধা।"

"অনুরাধা! তুমি এখানে কী করে এলে?"

"আমি পালাতে গিয়ে পড়ে গেছি। খুব লেগেছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার।"

বাবলু তখন অতিকষ্টে হাতড়ে হুতড়ে আবিষ্কার করল ওকে। কিন্তু করলে কী হবে, ওর যে কোথায় লেগেছে, কী অবস্থায় আছে তার কিছুই বুঝতে পারল না এই অন্ধকারে।

খাদের এই অংশটা যেন একটা গর্তের মতো। নেহাত ডালপালা ইত্যাদি ধরে হড়কে পড়েছিল তাই রক্ষে, না হলে একেবারে সরাসরি মুখ থুবড়ে পড়লেই হয়েছিল আর কী। এতেই সারা শরীরে যা কষ্ট তাতে উঠে দাঁড়াবার শক্তিও আর নেই। বাবলুর সারা শরীর যেন লঙ্কাবাটার মতো জ্বলছে।

বাবলু অনুরাধাকে বলল, "আমার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। তোমার?"

"বললাম তো লেগেছে খুব। এখানে যে খাদ ছিল অন্ধকাবে তা বুঝতে পারিনি। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। পড়বার মুখে একটা গাছের ডালকে শক্ত করে ধরে ফেলি। কিন্তু কোনও কাজের নয়। আমার ভার রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ল। আমিও পড়ে গেলাম। কী জোর লাগল। এখানে তো সবই পাথর। হাত-পা ভেঙে যায়নি তাই রক্ষে।"

"তুমি একটু উঠে বসবার চেষ্টা করো।"

"আমি নিজের থেকে পারছি না। তুমি কি এই ব্যাপারে একটু হেল্প করবে আমাকে?"

"আমার অবস্থা ঠিক তোমারই মতো।"

"তা হলে যেমন আছ তেমনই থাকো। ভাগ্য বিপর্যয়কে সৌভাগ্যের সূচক বলে মেনে নাও।"

বাবলু এবার কোনওরকমে দেহটাকে টেনে তুলে হামাগুড়ি দিয়ে অনুর আরও কাছাকাছি চলে এল। এসে বলল, "আজকের এই বিপর্যয়ের জন্য তোমরা দু'জনেই দায়ী। আমি বারবার তোমাদের দু'জনকে বাইরে বেরোতে মানা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা কেউই শুনলে না আমার কথা। এখন তার ফল ভোগ করো।"

অনুরাধা বলল, "বিপর্যয়ের কথা যদি বলো, তা হলে বলি, আমরা দু'জনে ঘরে থাকলেও কি ভেবেছ কিছু ঘটত না?"

"সম্ভাবনাটা কম থাকত।"

"তাই নাকি? তা হলে যে বাড়ির ছাদে পাণ্ডব গোয়েন্দারা বসে, বীরপুঙ্গব পঞ্চু যে বাড়ির ছাদে বিরাজমান সেই বাড়ির মধ্যে অমন মসৃণভাবে দিনে ডাকাতি হয়ে গেল কী করে?"

বাবলু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

অনু আবার বলল, "মুখ বন্ধ না করে থেকে উত্তর দাও। বলো কী করে অমনটা হল?"

"অমনটা হল বলেই তো সাবধান হওয়ার দরকার ছিল। তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে জংলিটা ওর নিজের বিপদ ডেকে আনল। আমি—।"

"কী হল জংলির?"

"অন্ধকারে জোরে স্কুটার চালালে যা হয়। দুর্ঘটনায় পড়ল। স্কুটারের ক্ষতি না হলেও ওর অবস্থা কিন্তু গুরুতর।"

"সে কী! কোথায় সে?"

বাবলু তখন সব বলল। তারপর রিয়াং-এর কথাও বলল ও। ওর সঙ্গে কীভাবে দেখা হল। রিয়াং কীভাবে কৌশলে টেররিস্টদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, তাও বলল।

অনু বলল, "ওর উচিত ছিল পালিয়ে গিয়েও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তোমার কাছে ফিরে আসা। ও তো জানতই কী অবস্থায় তুমি বনের মধ্যে একা আছ।"

বাবলু বলল, "আসলে টেররিস্টদের জন্যই আবার ও ফিরে আসতে ভয় পেয়েছিল। এবং সেটাই স্বাভাবিক।"

"হুঁ। অস্বাভাবিক শুধু আমরাই। এখন একটু বুদ্ধি খাটাও এই মরণকূপ থেকে আমরা উদ্ধার পাব কী করে।"

বাবলু বলল, "আমি তো এখনই এখান থেকে উদ্ধার পেতে চাইছি না।"

ফুঁসে উঠল অনুরাধা, "তার মানে?"

"বেশ তো আছি এখানে।"

"কী ভয়ংকর কথা। এই মৃত্যুপুরীতে তুমি নাকি বেশ আছ?"

"হ্যাঁ। তার কারণ এই অরণ্যে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। এর বাইরে থাকলে হয় আমাদের বাঘে খেত, নয়তো আমাকে মেরে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত টেররিস্টরা।"

অনুরাধা বলল, "তোমার এই যুক্তিটা অবশ্য ঠিক। এটা একদিকে আমাদের দু'জনেরই পক্ষে একটা নিরাপদ দুর্গ।"

"তাই আজ রাতটুকু ধৈর্য ধরে এবং একটু কষ্ট করে এখানেই কাটানো যাক। তারপর কাল সকালে রোদ উঠলে এখান থেকে বেরনোর চেষ্টা করা যাবে।"

চাঁদ তখন মধ্যাকাশে। তারই আলো এবার সরাসরি এসে পড়ল ওদের মুখের ওপর। চাঁদের আলোয় দু'জনেই দু'জনকে স্পষ্ট করে দেখতে পেল এবার।

অনু একটা ঝোপের কাছে মেথি ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আর বাবলু ধসের ধুলোবালির মধ্যেই বসে ছিল সোজা হয়ে। এবার সে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে অনুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল একটা।

অনু বলল, "কী হল? কোথায় যাব? বেশ তো ছিলাম এখানে।"

"তা তো ছিলে। কিন্তু খুব একটা নিরাপদ জায়গায় তুমি আমি কেউই নেই। ভাগ্য ভাল যে এতক্ষণ সাপে. কাটেনি। ওইখানে ওই বড় পাথরটার ওপরে গিয়ে বসি চলো।"

সাপের নাম শুনেই শিউরে উঠল অনু। বলল, "এতক্ষণ তা হলে ভগবান রক্ষে করেছেন।"

"সে-কথা তুমি এত দেরিতে বুঝলে?"

বাবলুর হাত ধরে অনু এবার আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর ওকে অবলম্বন করেই ওর কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে চলে এল বিশাল একটি শিলাখণ্ডের কাছে। জায়গাটা এমনই প্রশস্ত যে, ইচ্ছে করলে শুয়ে একটু ঘুমিয়েও নেওয়া যাবে।

অনেকক্ষণ একভাবে একটি পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকার পর অনু বলল, "সকাল হতে কত দেরি? খিদেয় পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে। জলতেষ্টাও পাচ্ছে খুব।"

বাবলু বলল, "আমারও। কিন্তু কীই-বা করি বলো? এই বিবর থেকে মুক্ত হলেও ওইসবের কোনও ব্যবস্থাই এখানে কোথাও নেই। শুনেছি এই পাহাড় জঙ্গলের দেশ পেরোলে প্রথম যেখানে দিয়ে পৌঁছব সেই জায়গাটার নাম পীরপৈঁতি। কিন্তু সেও তো সকালের আগে নয়।"

অনু বলল, "ততক্ষণে হয়তো মরেই যাব আমরা।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।" বলে বলল, "তুমি একটু বোসো। আমি একবার দেখি এইখান থেকে বাইরে বেরোনোর কোনও সহজ উপায় আছে কি না।"

"তোমার কি মাথাখারাপ? এই অন্ধকারে কোথায় হাতড়াবে তুমি?"

"হোক না অন্ধকার। তবু এরই মধ্যে চাঁদের আলো যতটা আছে তাতেই আমার কাজ হয়ে যাবে।"

বাবলু এদিক-সেদিক করে ঘুরে হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। দেখল সেখানে পাথরের খাঁজে খাঁজে কয়েক ধাপ উঠলেই অন্য একটি গাছের শক্ত ডাল ধরে ওপরে ওঠা যাবে। কিন্তু সেটা ওর পক্ষে সহজসাধ্য হলেও অনুর পক্ষে কষ্টকর।

বাবলু বলল, "পেয়েছি। ভোরের আলো ফুটে উঠলেই গর্তের বাইরে যেতে পারব আমরা।"

অনু বলল, "সত্যি বলছ? কই কোনখানে?"

"এই তো এখানে।"

অনু জায়গা ছেড়ে উঠে এসে বাবলুর পাশে দাঁড়াল। তারপর দারুণ উল্লসিত হয়ে বলল, "শোনো, পথের সন্ধান যখন পেয়েইছি তখন কিছুতেই আর এই গর্তেব মধ্যে পড়ে থাকা নয়। আমি এখনই এখান থেকে মুক্তি পেতে চাই।"

"অর্থাৎ আবার নতুন করে বিপদকে ডেকে আনতে চাও?"

অনু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুর মুখ থেকে আমি এই কথা শুনতে রাজি নই। ধরো, এই গর্তে যদি না পড়তাম তা হলে কী করতে? তখন যা করতাম এখনও তাই করব।"

বাবলু বলল, "বেশ। ওঠো তা হলে।"

অনু দু'-একবার ওঠবার চেষ্টা করেও যখন বিফল হল তখন বাবলুই উঠে পড়ল ওপরে। তারপর অনুকে সাহায্য করবার জন্য কোনও শক্ত লতাটতার সন্ধানে যখন এদিক-ওদিক খুঁজছে ঠিক তখনই কারা যেন অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। সেই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বাবলু নিজেকে মুক্ত করবার কোনও চেষ্টাই করতে পারল না। ওরা এমনভাবে ওকে চেপে ধরল যে, সামান্য আর্তনাদও ফুটে বেরোল না ওর মুখ দিয়ে।

॥ ১১ ॥

রিয়াং যখনই বুঝতে পারল টেররিস্টরা যে চোখে তাকিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তাতে ওর পক্ষে আর বিপদ এড়ানো সম্ভব নয়। তখনই ও সতর্ক হয়ে গেল। ও বুঝতে পারল ওরা ঠিক ওর কাছ থেকে স্কুটারটা কেড়ে নেবে। হয়তো বা ওকেও ধরে নিয়ে যাবে ওদের সঙ্গে। তাই ও হঠাৎই পুলিশের ভাঁওতা দিয়ে ওদের মধ্যে একটু ভীতির সঞ্চার করল। তারপর খসে পড়া উল্কার গতিতে ছুটে চলল পাহাড়ি পথ ধরে।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর ও আম্মাপালি নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছল। সেখানে লোকজনের বসতি অনেক। এত রাতে এমন এক নেপালি কিশোরীকে এইভাবে আসতে দেখে অনেকেই ছুটে এল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে।

রিয়াং তখন যেমন পরিশ্রান্ত তেমনই উত্তেজিত।

প্রভুদয়াল নামে একজন ভাগলপুরী তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন রিয়াংকে। সঙ্গে আরও অনেকেই এল। সবাই জানতে চাইল ওর পরিচয়। ও কেন এই রাতে ওই জঙ্গলের পথ পার হয়ে এখানে এল, তাও জানতে চাইল সকলে।

রিয়াং একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সকলকে খুলে বলল সব কথা।

ওদের দলে একজন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি পোস্টমাস্টারও ছিলেন। বললেন, "তোমরা তো গোড়াতেই গলদ করে ফেলেছ মা। পুলিশের কাজ আগ বাড়িয়ে নিজেরা করতে গেলে কেন? সেইজন্যই তো এমন বিপদে পড়লে সবাই।"

রিয়াং বলল, "সেই মুহূর্তে ওদের পিছু নেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই ছিল না। তখন থানা পুলিশ করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যেত।"

"কিন্তু ধরো ওই টেররিস্টরা যদি কোনও ক্ষতি করত তোমার?"

"তা হলে আমি তো মরতামই, ওদেরও দু'-একজন মরত আমার হাতে।"

প্রভুদয়াল বললেন, "ঠিক আছে। তোমার নসিব তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তুমি আমার এই মকানে খানাপিনা করো, নাইট হল্ট করো। আপনা ঘর সমঝো। কাল শুভে দিখা যায়েগা।"

রিয়াং বলল, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এখন আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু ফোন করবার সুযোগ দেবেন?"

"কিঁউ নেহি? জরুর দেঙ্গে।" বলে ওকে আদর করে পাশের ঘরে ফোনের জায়গায় নিয়ে এলেন।

রিয়াং রিসিভার তুলে নাম্বারগুলোয় পুশ করে ফোন করল অনুদের বাড়ি।

অনুর মা ধরেছিলেন ফোন। বললেন, "কী খবর রিয়াং? মেয়েটার কোনও খবর পেলি?"

"না। তবে মনে হয় অনু ওদের খপ্পর থেকে কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছে। কেন না ওকে নিয়ে যারা পালাচ্ছিল তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। ওদের গাড়িটা ব্রেকডাউন হয়ে পথের ধারে পড়ে ছিল কিন্তু সেখানে অনু ছিল না। আর ওই দু'জনের অবস্থাও কাহিল করে দিয়ে এসেছি আমি। এখন একবার বিলু, ভোম্বল বা ওদের কাউকে দিন।"

মা বললেন, "হায় ভগবান! কী থেকে কী হল! ওই জঙ্গলে হয় ভালুকে ছিঁড়বে নয়তো বাঘে খাবে মেয়েটাকে।" বলে রিসিভারটা বিলুকে দিলেন।

বিলু ফোন ধরেই বলল, "অনুর ব্যাপারে কতদূর এগোলে তুমি? বাবলুর খবর কী?"

রিয়াং এক এক করে সব বলল।

বিলু বলল, "শোনো, আমরা একটা মিসিং ডায়েরি লিখিয়েছি। তবে কিনা এই মুহূর্তে পলিটিক্যাল ডিস্টার্বেন্স এখানে এত বেশি যে, পুলিশ এখন কোনওদিকই সামলাতে পারছে না। তাই যা করবার আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। আমরা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। ওই গাড়িতে এখনই রওনা হচ্ছি আমরা। শুধু তোমার ফোনের জন্য অথবা ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জংলির ব্যাপারটাও আমরা জানতে পেরেছি। ও এখানকার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখন বলো, তুমি কোথা থেকে ফোন করছ আমাদের?"

"আমি এখন ওই জায়গা থেকে অনেকদূরে আম্মাপালিতে আছি, প্রভুদয়ালজির বাড়িতে। আমি নিজেও পড়ে গিয়েছিলাম টেররিস্টদের হাতে। খুব জোর বেঁচে গিয়েছি এ-যাত্রা। তবে তোমরা এলে খুব সাবধানে আসবে কিন্তু। পথেই অবশ্য তোমরা উলটে থাকা গাড়িটাকে দেখতে পাবে।"

বিলু বলল, "তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।"

"আর হ্যাঁ, আরও একটা কথা। এই জঙ্গলে দুষ্ট মানুষ শুধু নয়, অনেক হিংস্র জন্তু জানোয়ারও আছে। ওইদিকটাও মনে রেখো।"

"আমরা কি তা হলে আম্মাপালিতেই যাব?"

"অবশ্যই। তোমরা না এলে এই মুহূর্তে আমি আর একা বনে যেতে সাহস পাচ্ছি না।"

"দরকার নেই। তবু যে তুমি জেদের বশে একা অতদূরে গেছ সেজন্যই তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি তৈরি থাকো, আমরা যাচ্ছি।"

"এসো তা হলে। আম্মাপালি, শেঠ প্রভুদয়ালের বাড়ি।"

বিলু রিসিভার নামিয়ে রেখে সবাইকে তৈরি হতে বলল। প্রাইভেট গাড়ি একটা রেডিই ছিল ওদের জন্য। ওরা ওদের যার যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সব নিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে করে নেমে এল নীচে। তারপর মাকে সতর্ক থাকতে বলে গাড়িতে এসে বসল।

ড্রাইভার বলল, "কোনদিকে যাব বলো?"

"সোজা আম্মাপালি।"

ড্রাইভার অল্পবয়সি এবং বাঙালি। গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে বলল, "নেহাত দিদিমণির মেয়ের ব্যাপার তাই। না হলে আমি আসতাম না। তার কারণ বর্তমানের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যত সন্ত্রাসবাদী সব ওই জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু খুনখারাপি নয়, গাড়িও ছিনতাই করছে আজকাল। তাই সন্ধের পর এ পথ নিঝুম হয়ে গেছে এখন।"

বিলু বলল, "তুমিই বলো ভাই, এমন একটা বিপদে আমরাই কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? পুলিশের যা বক্তব্য তাতে এ-রাতে এই জঙ্গলে তারা আসবে না।"

"কী করে আসবে? এলেই তো মরবে। কে কোথায় বোমা নিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে বসে আছে তা কে জানে? পুলিশের গাড়ি দেখলেই উড়িয়ে দেবে। ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে। পুলিশের কাজ দুষ্কৃতী দমন করা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে তার উলটো। অর্থাৎ দুষ্কৃতীরাই পুলিশকে দমন করছে।"

সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়ে ক্রমশ ওরা কার্মাটোলা হয়ে মির্জা চৌকির কাছাকাছি এসে পৌঁছল।

এখানেই এক জায়গায় ওরা দেখতে পেল উলটে থাকা সেই গাড়িটাকে। কিন্তু আর কাউকেই দেখতে পেল না ওরা। জংলির স্কুটারটাও একটু আগে পড়ে থাকতে দেখে এসেছে রাস্তার ধারে। বাবলুই বা তা হলে গেল কোথায়? ওরা গাড়ি থেকে নেমে টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্ছু এতক্ষণ কোনও কথা বলছিল না। এইবারই মুখ খুলল।

বাচ্চু বলল, "এই জঙ্গলে নিশ্চয়ই ওরা বাঘ-ভালুকের শিকার হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "ডাকাতের হাতেও পড়ে থাকতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে ওই স্কুটার আর মোটরগাড়িটা ওইভাবে পড়ে থাকত না পথের ধারে। ডাকাতরা ওগুলোও নিয়ে যেত।"

বিলু হঠাৎই এক জায়গায় চাপ চাপ কিছু রক্তের দাগ দেখে শিউরে উঠল। বলল, "দেখে যা।"

ওরাও দেখল।

ড্রাইভার বলল, "শোনো, তোমরা এইভাবে এখানে দেরি কোরো না। এখনও বলছি এই জায়গা কিন্তু অত্যন্ত খারাপ।"

ভোম্বল বলল, "আপনার যদি ভয় করে আপনি তা হলে বিদায় নিতে পারেন। আমাদের ভয় নেই, আমরা থাকব।"

ড্রাইভার বলল, "আরে আমি কি সেই কথাই বলছি? একটু আগে যে কাণ্ড হয়ে গেল তারপরেও তোমাদের সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে দু'-দুটো মেয়ে রয়েছে।"

"সে ভয় কি আমরাও করছি না? তবুও যে দু'জন বনের মধ্যে রয়ে গেল তাদের খোঁজখবরও তো নেওয়া দরকার? না হলে বেঘোরে মরবে যে।"

ওরা ওইখানে দাঁড়িয়েই জোর গলায় চেঁচিয়ে ডাকল ওদের নাম ধরে। বলা যায় না যদি ওরা কোথাও কোনও গাছের ডালে লুকিয়ে বসে থাকে!

বাচ্চু বলল, "শোনো, এইভাবে এখানে ওদের জন্য সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। ওরা লুকিয়ে থাকলেও এই জায়গার কাছাকাছি কখনও থাকবে না। আমরা বরং ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাই। তারপর রিয়াংকে নিয়ে আবার আসি। পারলে আম্মাপালি থেকেও লোকজন কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

ওদের গাড়ি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল আবার। মাঝে মাঝেই বিলু আর ভোম্বল নাম ধরে ডাকতেও লাগল। কিন্তু না, কোনওদিক থেকেই কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

হঠাৎই এক জায়গায় এসে পঞ্চুর চিৎকারে ব্রেক কষল ড্রাইভাব।

সকলে তাকিয়ে দেখল একটু দূরে ছোটখাটো একটি খাদের ধারে কয়েকটা ভালুক উন্মত্ত আক্রোশে চাপা গর্জন করে ঘোরাঘুরি করছে। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনও কারণেই হোক খাদের মধ্যে নামতে না পারার জন্যই এত রাগ ওদের।

বিলু বলল, "কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে ওখানে।"

পঞ্চু তখনও সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। পঞ্চুর চিৎকারে বিরক্ত হয়েই একবার থমকে দাঁড়াল ওরা।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর টর্চের আলো এবার ওদের গায়ে পড়ল।

ড্রাইভারও গাড়িটাকে একটু পিছিয়ে এনে হেডলাইটের জোরালো আলো ফেলল ওদের গায়ে, আর সেইসঙ্গে ঘন ঘন হর্ন দিতে লাগল।

দু'-এক মিনিটের ব্যাপার! ভালুকরা গর্জন করতে করতে চলে গেল খাদের ওপাশে ঢালু জমির শেষে যে বন, সেই বনের দিকে।

ওরা চলে যেতেই পঞ্চু লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। তারপর খাদের কাছে ছুটে গিয়েই সে কী চিৎকার।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটে গেল। গিয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেলেই দেখল খাদের মধ্যে বড় একটি পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার বৃথা চেষ্টা করে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে অনু।

বাচ্চু ঝুঁকে পড়ে বলল, "অনু বেরিয়ে এসো। কোনও ভয় নেই তোমার। আমরা এসে গেছি।"

অনুর ভয় তখনও কাটেনি। তবুও কোনওরকমে বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

বিচ্ছু বলল, "তুমি ওখানে কী করছিলে?"

"কিছু করছিলাম না। খাদের মধ্যে পড়ে গেছি।"

বিলু বলল, "বাবলু কোথায়?"

"জানি না। একটু আগেও তো ছিল এখানে। তারপর খাদের ওপরে ওঠার পরই মিলিয়ে গেল।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ভালুকগুলোর তাড়া খেয়ে কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে।"

অনু বলল, "আমি কিন্তু কতকগুলো লোকের গলার স্বর শুনতে পেলাম। মনে হয় ও কোনও বদলোকের পাল্লায় পড়ে গেছে। অনেক পরে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতেই দেখি কতকগুলো ভালুক। উঃ কী সাংঘাতিক।"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা যখন এসে গেছি তখন আর ভয় নেই। এবার নির্ভয়ে উঠে এসো দেখি ওপরে।"

অনু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আমি যে অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারছি না। অথচ বাবলু কত সহজে উঠে গেল।"

ভোম্বল বলল, "তোমার উঠে আসার ব্যবস্থা করছি আমরা। একটু অপেক্ষা করো।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই তখন তৎপর হয়ে একটি গাছের সঙ্গে নাইলনের লম্বা ফিতে একটা ভাল করে বেঁধে খাদের মধ্যে ঝুলিয়ে দিল। আর তখনই সেই ফিতেটা ধরে অনায়াসে উঠে এল অনু। এসেই আবেগে জড়িয়ে ধরল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

বাচ্চু বলল, "কী ভাগ্যিস খাদে পড়ে হাত-পা ভাঙেনি তোমার!"

"তবে কেটেছড়ে গেছে অনেক জায়গায়। গা, হাত পায়ে ব্যথাও হয়েছে খুব। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না বাবলুর কী হল।"

"তোমাদের দু'জনের খোঁজেই এসেছিলাম আমরা। ওই দুর্ঘটনাই বলো আর যাই বলো, ঘটনাস্থল থেকেই চারদিকে নজর রাখতে রাখতে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎই খাদের পাশে ভালুকগুলোকে দেখে সন্দেহ হল আমাদের। তাই আলো ফেলে ভয় দেখিয়ে ওদের ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে এখানে এলাম। ওগুলো ওখানে না থাকলে পাশ দিয়েই বেরিয়ে যেতাম আমরা। এখন চলো আম্মাপালিতে গিয়ে রিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করি। ও বেচারি এতক্ষণ হানটান করছে আমাদের জন্য।"

"আম্মাপালিতে! রিয়াং?"

"হ্যাঁ। ওর ফোন পেয়েই তো আমরা আসছি।"

হঠাৎ কী যেন একটা আবিষ্কার করতে পেরে চিৎকারে মাত করে দিল পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই ছুটে গেল সেদিকে। গিয়ে দেখল বাবলুর পিস্তলটা এক জায়গায় পড়ে আছে পাথরের খাঁজে।

ভোম্বল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "কিডন্যাপ্‌ড।"

বিলু বলল, "মনে হচ্ছে অতর্কিতেই আক্রমণ করেছে কেউ ওকে।"

"এবং এমনভাবে যে, ওদের বাধা দেওয়ারও সময় পায়নি। বেচারি!"

"কিন্তু কেন?"

বিলু বলল, "একটাই সন্দেহ এবার আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম?"

"আমার মনে হচ্ছে এই খাদের মধ্যেই জঙ্গিদের কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা ওই ধরনের কিছু লুকনো আছে। ওরা রাতের অন্ধকারে সেগুলো নিতে এসেই বাবলুকে ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। আর তখনই ধস্তাধস্তিতেই হোক বা বাবলুই ইচ্ছে করে অনুর অবস্থানটা বোঝাবার জন্যই হোক পিস্তলটা ফেলে দেয় ওদের নজর এড়িয়ে।"

বিচ্ছু বলল, "ইচ্ছে করে বিপদের মুহূর্তে ওই পিস্তল কখনওই হাতছাড়া করবে না বাবলুদা। ওটা পড়েই গেছে।"

"সে যা হোক একটা কিছু হয়েছেই। এখন তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি চট করে ভেতরটা একটু দেখে আসি।" বলেই বিলু হাত ধরে টান দিল ভোম্বলের। বলল, "তুইও আয় আমার সঙ্গে।"

সেই ফিতে ধরে বিলু, ভোম্বল দু'জনেই নামল খাদের ভেতরে। তারপর টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎই কী যেন দেখে চিৎকার করে উঠল ভোম্বল।

চাপা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল বিলুর কণ্ঠ থেকেও। ওরা দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

কী এমন দেখল ওরা যে, এতই ভয় পেয়ে গেল?

বাচ্চু, বিচ্ছু, অনুও তখন ছুটে এল খাদের দিকে। পঞ্চু তারস্বরেই চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ ভৌ ভৌ ভৌ।"

ওরা দেখতে পেল পাথরের খাঁজের আড়ালে আধো অন্ধকারে বেশ বড়সড় একটি সাপ ওদের লক্ষ করে ফণা দোলাচ্ছে। আর-একটু হলেই সাপের গায়ে পা দিত ওরা। সাপটা অসম্ভব রকমের তেজি। মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে এমন শব্দ করছে যে, ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে ওদের।

ওরা তাই নড়াচড়া করতেও ভুলে গেল।

এমন সময় বাচ্চু আর বিচ্ছুর জোরালো টর্চের আলো সাপের ফণার ওপর পড়তেই সাপটা ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিল নিজেকে। তারপর একটু একটু করে নিজেব গর্তে ঢুকে গেল।

একটা হিম স্রোত বয়ে গেল বিলু আর ভোম্বলের শিরদাঁড়া বেয়ে। এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা।

অনু ওপর থেকে হেঁকে বলল, "আর তোমাদের নীচে থাকতে হবে না। শিগগির ওপরে উঠে এসো।"

বাচ্চু-বিচ্ছুও তাই বলল।

বিলু বলল, "জাস্ট এ মিনিট।" বলে ভোম্বলকে নিয়ে চারদিকে আলো ফেলতে ফেলতেই এক জায়গায় দেখতে পেল অনেক আগ্নেয়াস্ত্র একটি ঝোপের মধ্যে লুকনো আছে। আর আছে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা।

ভোম্বল বলল, "ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর ভেতর থেকে কয়েকটা সরিয়ে নিলে হয় না?"

বিলু বলল, "লাভটা কী? আমাদের তো কোনও কাজে লাগবে না। তার চেয়ে চল আমরা আম্মাপালিতে গিয়ে রিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করি। পরে সবাই মিলে থানায় গিয়ে বাবলুর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা জানিয়ে ওই অস্ত্রগুলোর কথা বলে আসব।"

"সেই ভাল।" বলে ওরা সেই ঝোলানো ফিতের সাহায্যে ছোট-বড় পাথরের খাঁজে পা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপরে উঠে পড়ল।

অনু বলল, "ভগবান রক্ষা করেছেন তোমাদের। না হলে আর একটু হলেই...।"

বিচ্ছু বলল, "শুধু কি ওদের? তোমরাও তো অনেকক্ষণ ছিলে ওই গর্তের ভেতর। সাপটা যদি তখনই আক্রমণ করত তোমাদের? তাই ভগবান শুধু ওদের নয়, তোমাদেরও দু'জনকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এর পর বাবলুদার যে কী হল তা কে বলতে পারে? যদি বাবলুদা ওই হিংস্র ভালুকগুলোর নজর এড়িয়ে নিজে কোথাও আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে থাকে তা হলে সে ঠিক এই জায়গাতেই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ সত্যি সত্যিই যদি সে কোনও দুষ্টচক্রের কবলে পড়ে থাকে তা হলে কী যে হবে ওর, কে জানে?"

অনু বলল, "টেররিস্টদের হাতে পড়লে ওর আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না ওর হাতে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও.. ।"

বাচ্চু বলল, "পিস্তল বা রিভলভার হাতে থাকলেই কি সবসময় জয়লাভ করা যায়? সেটা যথাস্থান থেকে বের করবার সময় পেলে তবে তো?"

বিলু বলল, "এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওদিকে রিয়াং-এর কাছে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওর মন স্থির হবে না। অতএব এগোনো যাক।"

ওরা আর কালবিলম্ব না করে গাড়িতে এসে বসল।

অনু ড্রাইভারের অত্যন্ত পরিচিত। অনুকে দেখেই ড্রাইভারের চোখ কপালে উঠে গেল। বলল, "তোমারই খোঁজে এই রাতদুপুরে আমাদের আসা-এই পথে। তোমাকে যে এভাবে এখানে পাওয়া যাবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি।"

ওরা সবাই গাড়িতে বসলে গাড়ি অন্ধকারে গতি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল।

অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল আম্মাপালি।

এ-পথের অভিজ্ঞ ড্রাইভার আম্মাপালির পুলিশ ফাঁড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালে সবাই গিয়ে সেই মজুত অস্ত্র ও বাবলুর ব্যাপারে পুলিশকে জানাল।

এখানকার পুলিশ এক মুহূর্তও দেরি না করে বেশ কয়েকজনকে নিয়ে দ্রুত রওনা হল সেই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য। বাবলুর ব্যাপারটা শুনেও বোধহয় শুনতে পেল না। তাই ওর ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য না করে অস্ত্রগুলোর জন্যই মাথা ঘামাতে লাগল বেশি।

বিলুরা তখন ঠিকানা খুঁজে প্রভুদয়ালের বাড়িতে এসে রিয়াং-এর সঙ্গে মিলিত হল।

এত রাতেও রিয়াং-এর চোখে ঘুম ছিল না। ও ছুটে এসে অনুকে জড়িয়ে ধরে ওর সব কষ্ট ভুলে গেল যেন। বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দারা সত্যিই 'লাকি' রে অনু। না হলে ওই পথ দিয়েই তো আমিও এলাম। কই আমার নজরে তো পড়লি না তুই!"

অনু বলল, "তবুও এখন আমাদের আনন্দ করবার সময় নয় রে।"

"কেন নয়? তোকে ফিরে পেলাম এ কি কম কথা?"

"কিন্তু আমাদের মধ্যে যে আর-একজন নেই সেটা কি লক্ষ করেছিস?"

"হ্যাঁ, সত্যিই তো! আসল লোককেই তো দেখছি না। তাকে কোথায় রেখে এলি?"

"সম্ভবত টেররিস্টদের হাতেই পড়ে গেছে। ওর পিস্তলটাকে উদ্ধার করেছে পঞ্চু। কিন্তু বাবলুর কোনও সন্ধান নেই।"

"ও মাই গড। তা হলে কী হবে?"

"এই রাতের অন্ধকারে তো কিছু করা সম্ভব নয়। কাল সকাল থেকেই খোঁজখবর নেওয়া শুরু হবে ওর। এখন কোনওরকমে মাকে যদি একটা ফোন করা যেত!"

রিয়াং বলল, "সে-কথা আবার বলতে? পাশের ঘরেই ফোন আছে, চল।"

ওরা পাশের ঘরে গিয়ে ফোনে যোগাযোগ করল মা'র সঙ্গে।

মেয়ে যে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এই আনন্দেই অধীর হলেন মা। তবে বাবলুর সংবাদে খুবই উৎকণ্ঠিত হলেন।

অনু বলল, "মা, আমার জন্য একটুও চিন্তা কোরো না। আমি এখন কয়েকটা দিন এদের সঙ্গেই থাকব। রোজই ফোনে যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।"

মা বললেন, "সাবধানে থাকিস তা হলে।" বলে ফোন রাখলেন।

ওরা সবাই বাকি রাতটুকু গল্প করেই কাটিয়ে দিল প্রভুদয়ালজির বাড়িতে। ওঁদেরই সহযোগিতায় একটু ফার্স্ট-এড দেওয়া হল অনুকে। ব্যথা কমাবার ওষুধও পাওয়া গেল ইমার্জেন্সি বক্স থেকে। কী সুন্দর আতিথেয়তা এঁদের।

ভোরে গরম চা আর বিস্কুট এল সকলের জন্য।

প্রভুদয়ালজি অনেক ভাঙা বিস্কুট খেতে দিলেন পঞ্চুকে।

চা-পর্ব শেষ হলে বিলুরা বিদায় নিতে চাইল।

প্রভুদয়ালজি বললেন, "আভি তুমসব কিধার যানে কো বিচার কিয়া?"

বিলু বলল, "আমরা এখান থেকে কহলগাঁও যাব। কেন না আমাদের ওই নিখোঁজ ছেলেটি যদি কোনওরকমে ওদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে থাকে তা হলে সে কহলগাঁওতেই অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।"

"উধার জান পয়ছান কোই হ্যায় তুমহারা?"

"না। আমরা কোনও হোটেল বা লজে উঠব।"

"একই লজ হ্যায় হুঁয়া পর, স্টেশন কি বগলমে।"

"ওইখানেই তা হলে উঠব আমরা।"

"ও লজ হ্যায় মেরা দোস্ত কা। মেরা নাম বতাওগে তো কনসেশন ভি মিল যায়েগা। উনকো কহিয়েগা কি তুম সব পুরবুদয়ালকা (প্রভুদয়াল) জান পয়ছান পারসন। তো ও বহুত খুশ হো যায়েগা।"

ড্রাইভার গাড়িতেই ছিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সে। ওদের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠেই বলল, "এবার কোথায়?"

বাবলু বলল, "কহলগাঁও। ওইখানে স্টেশনের কাছে যে লজটা আছে ওই লজে আমাদের পৌঁছে দিলেই আপনার ছুটি। আপনি আপনার টাকা নিয়ে ফিরে যাবেন।"

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি এগিয়ে চলল কহলগাঁওয়ের দিকে।

কহলগাঁও-এর পথ বড়ই রমণীয়। কখনও পাহাড়, কখনও জঙ্গল, কখনও গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে

পথচলা। গঙ্গার মাঝখানে ছোট ছোট পাহাড়। সেইসব পাহাড়ে ছোট ছোট মন্দির, কী সুন্দর!

অবশেষে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ওরা কহলগাঁওতে পৌঁছল। স্টেশন এলাকাতেই বড় রাস্তার ধারে একটিই মাত্র লজ। ড্রাইভারের পরিচিত জায়গা। তাই কাউকে জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন হল না। ড্রাইভার লজের সামনে নামিয়ে দিল ওদের। মেন রোড থেকে ছোট্ট একটি গলির ভেতর দিয়ে প্রবেশপথ।

ওরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে দোতলায় অফিসঘরে গেল।

ম্যানেজার একবার পঞ্চুকে দেখে কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বিলু প্রভুদয়ালজির নাম করল।

ম্যানেজার একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর তিনতলার বড় ঘর একটি দিয়ে দিলেন ওদের।

ওরা সেই ঘরে জিনিসপত্র রেখে ড্রাইভারের হাতে গাড়িভাড়ার টাকা যা হয় তা দিয়ে বিদায় দিল।

অনু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "এ তো অনেক টাকা! এত টাকা তোমরাই বা দেবে কেন? এ টাকা আমাদেরই দেওয়া উচিত। আমার মা দেবেন।"

বিলু বলল, "ওইসব হিসেবনিকেশ পরে হবে। অভিযানে বেরিয়ে আমরা এসবের চিন্তা করি না। এখন আমাদের চিন্তার বিষয়ই হল বাবলু।"

কথাটা ঠিক। কেন না এই মুহূর্তে বাবলুই তো একমাত্র চিন্তার বিষয়। বাবলু কী এমন অবস্থায় পড়ল যে, অমন দুর্দান্ত একটি ছেলে হয়েও পিস্তলটাকে ও ব্যবহার করতে পারল না? যারা ওকে অপহরণ করল তারাই বা কারা? তারা কি সত্যিই টেররিস্ট, না ওদেরই শত্রুপক্ষের কেউ? বাবলুর কী হল? ওরা তাকে কেনই বা উঠিয়ে নিয়ে গেল? নিয়ে যাওয়ার পর আদৌ ওকে মেরে ফেলল কি না এসব তো খতিয়ে দেখতে হবে? তাই বাবলুকে উদ্ধার করাই ওদের এখন একমাত্র লক্ষ্য। বাবলু সঙ্গে না থাকলে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাও অসম্ভব। তা সে ধর্মচক্র উদ্ধারই হোক, বা লালজি ভিমানির মোকাবিলা করার ব্যাপারই হোক, বাবলুর বুদ্ধি এবং যুক্তিকে বাদ দিয়ে কিছুই করা যাবে না।

ভোম্বল বলল, "ঘর তো পাওয়া গেল। এখন আমাদের কাজকর্ম কীভাবে এগোবে সেই নিয়েই একটু আলোচনায় বসা যাক।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "হ্যাঁ, পরিকল্পনা যা কিছু করবার তা এখনই করে নেওয়া ভাল।"

বিলু বলল, "তার আগে রাতের অভিযানের ক্লান্তি একটু দূর করে নিই আয়। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে সব।"

ওরা সবাই ফ্রেশ হয়ে নিল এক-এক করে। তারপর বেল বাজিয়ে লজের ছেলেটিকে ডেকে সকলের জন্য টোস্ট আর চায়ের অর্ডার দিল।

ছেলেটি চলে গেলে ওরা ঘরের ভেতর থেকেই বাইরের পরিবেশ দেখতে লাগল সকলে।

ঘরটি বেশ বড়সড়। ঘরের জানলা দিয়ে কাছের দূরের পাহাড়ের শোভা, স্টেশনের ট্রেন চলাচল সবকিছুই ভালভাবে দেখা যায়।

বিলু বলল, "কী সুন্দর।"

বিচ্ছু বলল, "এইসব জায়গায় এসে বেশ কিছুদিন থাকলে শরীর-স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে, কী বলো?"

ভোম্বল বলল, "মোটেই না। শরীর বরং আরও খারাপ হয়ে যাবে।"

বাচ্চু বলল, "কেন, এ-কথা বলছ কেন?"

"এই ঘরের ভাড়া কত?"

"জানি না।"

"না জানলে শরীর ভাল থাকবে। জানতে পারলে দেহমন খারাপ হয়ে যাবে দুটোই।"

রিয়াং বলল, "এ তো ভারী অদ্ভুত কথা!"

ভোম্বল বলল, "মোটেই অদ্ভুত কথা নয়। এই লজের সিঙ্গল রুমের চার্জ সত্তর টাকা। আমরা ছ'জন আছি, তাই এর চার্জ তিনশো টাকা। প্রভুদয়ালজির নাম করায় পঞ্চাশ টাকা কম। না হলে সাড়ে তিনশো টাকা দিতে হত। এত টাকা দিয়ে ঘর নিয়ে কি স্বাস্থ্যোদ্ধার করা যায়? টাকার কথা মনে হলেই মুখ শুকিয়ে যেত। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জায়গায় স্বাস্থ্য খারাপ করেই ফিরে যেতে হত একসময়।"

ভোম্বলের কথার অর্থ বুঝে হাসল সবাই।

বিচ্ছু বলল, "এদিক থেকে ভোম্বলদা কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে। অনুদের যেমন সাহেবগঞ্জে বাড়ি, সেরকম

বাড়ি এখানেও একটা যদি থাকত তা হলে আমরা মাঝে মাঝেই আসতাম এখানে।"

অনু বলল, "মোটেই আসতে না তোমরা। তোমাদের যা ব্যাপার-স্যাপার দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউও যেমন থামে না, তোমাদের অভিযানেরও তেমনই শেষ হয় না। তোমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হল সময়ের।"

বাচ্চু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তবুও তোমাদের সাহেবগঞ্জ যেমন সুন্দর, কহলগাঁও-ও তেমনই। এর প্রকৃতি যেন আরও সুন্দর। একেবারে পাহাড়ের কোলে।"

এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই ভোম্বল হঠাৎ কী ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "তোরা বোস, আমি একটু আসছি।" বলে পায়ে চটিটা গলিয়ে হনহন করে নীচে নেমে গেল।

পঞ্চু এতক্ষণ মনমরা হয়ে ঝিম মেরে বসে থাকলেও ভোম্বলকে ওইভাবে নেমে যেতে দেখে সেও পিছু নিল ওর।

একটু পরেই চা-টোস্ট নিয়ে হাজির হল লজের ছেলেটি। তারপরই ভোম্বল এল ঠোঙাভর্তি গরম শিঙাড়া নিয়ে। কী বড় বড় শিঙাড়া এখানকার। দেখলে লোভ হয়। মনে হয় ও নিশ্চয়ই নীচের দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেছিল। তাবপরই প্রয়োজন বুঝে নিয়ে এল সব।

একমাত্র রিয়াং ছাড়া কাল রাত থেকে সকলেই তো অভুক্তপ্রায়। অনুদের বাড়িতে বিলুরা সন্ধের দিকে কিছু অবশ্য খেয়েছিল। কিন্তু তাকে কি খাওয়া বলে? যে বাড়ির একমাত্র মেয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে, সে বাড়িতে খাওয়ার বিলাসিতা কীভাবে সম্ভব?

যাই হোক, ওরা সবাই যে-যার সুবিধেমতো জায়গায় বসে জলযোগের পর্ব শেষ করল।

পঞ্চুও অনেকবার শুঁকে ওর খাদ্য গ্রহণ করল অল্প কিছু। তারপর নীরবে একভাবে চেয়ে রইল সকলের মুখের দিকে। কতক্ষণে ওরা বাবলুর খোঁজে বের হয়, সেই আশায়।

বিলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "এবার কিন্তু কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল লালজি ভিমানির কবল থেকে ওই দুর্লভ ধর্মচক্রটি উদ্ধার কবা। লালজির আস্তানা যে এখানে কোথায় তা আমরা সাহেবগঞ্জেই হোটেলের সেই ভদ্রলোকের মুখ থেকে শুনেছি। গঙ্গার মাঝখানে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি নাকি পাহাড় আছে এখানে। তারই একটিতে যেখানে রাঙাবাবার আশ্রম, সেই আশ্রমেই উনি আছেন।"

রিয়াং বলল, "তার মানে উনি আমাদের হাতের মুঠোয়। কোনওরকমেই আমাদের নজর এড়িয়ে ওই জায়গা থেকে উনি পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না।"

বিলু বলল, "এখানেই একটু কিন্তু আছে।"

অনু বলল, "কীরকম।"

"উনি ওই জায়গা থেকে পালিযে বাঁচবার অনেক অবকাশ পাবেন। তার কারণ আমরা যে এখানে এসে হাজিব হয়েছি এ খবর কি এতক্ষণে উনি পাননি ভেবেছ? নিশ্চয়ই পেয়েছেন।"

ভোম্বল বলল, "নাও পেতে পারেন। কেন না, আমরা তো খুব সকালেই এসেছি।"

"তাতে কী? মনে রাখবি এই জায়গায় কিন্তু এই একটিই মাত্র লজ। তাই ওঁর পেটোয়া কোনও লোক সবসময়ই নজর রাখবে এই লজের দিকে। অতএব খবর ওঁর কাছে পৌঁছে যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। তাই ধরে রাখতে হবে, এতক্ষণে উনি সতর্ক হয়ে গেছেন অথবা ওঁর খোঁজে আমরা যাওয়ার আগেই সরে পড়বেন উনি।"

বিচ্ছু বলল, "এরকমই হওয়া সম্ভব। তাই এখন কী করবে বলো?"

"একে একে সব বলছি। লালজির ব্যাপারে যখন আমরা আবার নতুন করে মাথা ঘামাতে গেলাম তখন কী হল? না অনুকে কিডন্যাপ কবল ওরা। ফলে ওই ধর্মচক্র উদ্ধারের বদলে অনুকে উদ্ধার করতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে অনেক উৎকণ্ঠার পর অনু যখন উদ্ধার হল তখন আমরা কী দেখলাম? দেখলাম বাবলুই নিখোঁজ। অর্থাৎ আমরা আশাহত হলাম। এমনকী আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই এই মুহূর্তে এখন আমরা কী করব বল? বাবলুর খোঁজে যাব, না আলেয়ার পেছনে ছুটব বোকার মতো?"

বিচ্ছু বলল, "আগে বাবলুদার খোঁজ। তারপরে অন্য কথা।"

সবাই একবাক্যে বলল, "এরকমই হওয়া উচিত।"

"তা হলেই একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক যে, বাবলু এখন কোথায়? বাবলু নিখোঁজ হয়েছে মির্জাচৌকির অরণ্যে একটি খাদের ওপর থেকে। বন্যজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে নিজেও পালিয়ে থাকতে পারে, আবার টেররিস্টদের হাতেও পড়ে থাকতে পারে। এই ব্যাপারে প্রথম

আশঙ্কাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেন না বাবলুর মতো ছেলে একটি অসহায় মেয়েকে গর্তের মধ্যে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য গা-ঢাকা দেবে, এ অসম্ভব। তবে দ্বিতীয় আশঙ্কাকেই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে, তার কারণ ও যে কোনও একটি দলের হাতে ধরা পড়েছে তা অনুর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়।"

ভোম্বল বলল, "সেরকমই তো হয়েছে। আর সে কারণেই সমস্যাটা এখন আরও জটিল। আমরা তো দিব্যি একটা ভাল আশ্রয়ের মধ্যে আছি। ওর খোঁজ কোথায় পাব?"

অনু বলল, "আমার মনে হয় এখানে আমাদের ডেরাটা ঠিক রেখে আবার ওই জঙ্গলেই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। তার কারণ টেররিস্টরা নিশ্চয়ই শহরের দিকে আসবে না। ওরা আশপাশের গ্রামগুলোকেই বেছে নেবে। সেক্ষেত্রে দলবদ্ধ হয়ে আমরা যদি পঞ্চুকে নিয়ে গ্রামে-গ্রামে অনুসন্ধান চালাই তা হলে নিশ্চয়ই আমরা ওর সন্ধান পাব।"

বিলু হেসে বলল, "তার আগেই আমরা বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাব। কেন না ব্যাপারটা এত সোজা নয়।"

রিয়াং বলল, "তবে কি বাবলুকে উদ্ধার করা যাবে না?"

বিলু দু'হাতে কপালটাকে চেপে ধরে বলল, "আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ব্রেনটাও আর কাজ করছে না। কী যে করি! ওই জায়গাটাও এখান থেকে অনেক দূর। এত দূর থেকে ওই জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা খুবই কঠিন।"

এমন সময় রিয়াং-এর কী যেন মনে হতেই চোখ কপালে তুলে বলল, "এই যাঃ। মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।"

বিচ্ছু বলল, "কী হল তোমার?"

"প্রভুদয়ালজির বাড়িতে স্কুটারটাই যে রযে গেছে আমার। পরের জিনিস। কী ভাববে বলো তো?"

ভোম্বল বলল, "আমাদের তা হলে বাবলুর খোঁজে আবার ওখানেই যেতে হচ্ছে। না হলে স্কুটারটাকে উদ্ধার করা যাবে না।"

রিয়াং বলল, "শোনো, এখন আমরা সর্বাগ্রে স্টেশনে যাই চলো। যদি কোনও ট্রেন থাকে তা হলে ওই ট্রেনেই আমরা আম্মাপালিতে গিয়ে স্কুটারটাকে উদ্ধার করে বাবলুর অনুসন্ধানে লেগে পড়ি। আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

অনু বলল, "ধরো যদি ট্রেন এখন না থাকে তা হলে কী কববে?"

বিলু বলল, "তা হলে গাড়ির ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।"

ওরা সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে বেরোবার যখন উপক্রম করছে ঠিক তখনই দরজায় টক-টক শব্দ।

বিলু ভেতর থেকে সাড়া নিল, "কে?"

"দরোয়াজা তো খোলিয়ে।"

ভোম্বল দরজা খুলতেই হোটেলের ছেলেটি বলল, "ভাইসাব! ম্যানেজার তুম সবকো বুলাতা হৈ।"

"ম্যানেজার ডাকছে? কেন? কী কারণে?"

"ও তো মুঝে মালুম নেহি।"

ওরা তো যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই ছিল, তাই দরজায় তালা লাগিয়ে হইহই করে হাজির হল দোতলায় ম্যানেজারের ঘরে। এসেই দেখল আম্মাপালির এক যুবক, যাকে ওরা প্রভুদযালজির বাড়িতে দেখেছিল, এসে বসে আছে সেখানে।

ওদের দেখেই যুবক হেসে বলল, "এই তো, এরাই।" বলে রিয়াংকে বলল, "তুম স্কুটার ছোড়কে আয়া না? দয়ালজিনে বতায়া হামকো। হাম লে কর আয়া।"

রিয়াং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে। ওই স্কুটারের জন্যই আমরা আবার যাচ্ছিলাম ওখানে। তা ছাড়া আমাদের এক বন্ধু উধাও হয়েছে মির্জাচৌকির জঙ্গলে। ওর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার ছিল।"

যুবক হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, "আভি উধার মাত যাও তুম সব। কিঁউ কি তুমাহারা এনার্জি পুরা লস হো যায়েগা।" বলে যা বলল তার মর্মার্থ এই—ওদের অভিযোগমতো কয়েক ব্যাটেলিয়ান পুলিশ ওই জঙ্গল তোলপাড় করতে শুরু করেছে। আশপাশের গ্রামে গিয়ে উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে। সেই খাদের

ভেতর থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। দয়ালজি ওঁর মোবাইল ফোনে খবর নিয়েই সব জেনেছেন। তাই এখন আর নতুন করে ওখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই। টেররিস্টরা ধরা পড়লেই জীবিত অথবা মৃত বাবলু উদ্ধার হবেই। ওই অঞ্চলের কোনও গ্রামের কোনও বাড়িতে বাবলুকে যদি লুকিয়ে রেখে থাকে তারা, তা হলেও পুলিশই খুঁজে বের করবে তাকে।"

যুবকের কথা শুনে আশ্বস্ত হল সকলে।

বিলু বলল, "তা হলে আমাদের এখন অপেক্ষা করাই ভাল।"

ভোম্বল বলল, "বাবলুকে যদি পাওয়া যায় তা হলে পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে সাহেবগঞ্জেই পাঠিয়ে দেবে?"

যুবক বলল, "তা কেন? সে এখানেই আসবে।"

অনু বলল, "এখানকার খোঁজ পাবে কী করে সে?"

"ওর ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে কোনওরকম দুর্ভাবনা রেখো না। আমাদের আম্মাপালির লোকেরা, বিশেষ করে দয়ালজি দারুণ চাপ দিয়েছেন পুলিশকে। তোমাদের বন্ধুর খোঁজ পাওয়া গেলে তাকে এখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে তোমরা মাঝে-মাঝে ফোনে যোগাযোগ করবে দয়ালজির সঙ্গে। ওঁর ফোন নম্বরটা তোমরা রেখে দাও।"

বিলু সঙ্গে সঙ্গে নম্বরটা টুকে রাখল ওর নোটবুকে। তারপর বলল, "যাক, একটু নিশ্চিন্ত হলাম।"

যুবক বলল, "এখানকার ফোন নম্বরও আমি নোট করে নিয়েছি। পুলিশ রিপোর্ট পেলে নিজেই আমি জানাব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে।"

রিয়াং বলল, "স্কুটার তা হলে রেখেছেন কোথায়?"

"নীচে আছে। তবে কি না চাবি তো নেই। তাই একজনকে নজর রাখতে বলেছি।"

"চাবি আমার কাছে। আমি এখনই গিয়ে চাবি দিয়ে আসছি। চলুন যাই।"

অনু বলল, "তারপর কোথাও গিয়ে বেশ ভাল করে একটু চা টা খেয়ে নেওয়া যাক। এতটা পথ স্কুটার চালিয়ে এসেছেন আপনি। পথশ্রমে নিশ্চয়ই ক্লান্ত?"

যুবক বলল, "স্কুটার চালিয়ে তো আসিনি আমি। ওটা নিয়ে আমি ট্রেনেই এসেছি। এখন যাবও আমি ট্রেনে।"

বিলু বলল, "তবু চা জলযোগ একটু করতেই তো হবে। না হলে আমাদের মনে যে খেদ রয়ে যাবে একটা।"

যুবক ওদের সঙ্গে নীচে নেমে স্কুটার যেখানে রাখা ছিল সেখানে নিয়ে গেল। রিয়াং স্কুটারে চাবি দিয়ে চাবিটা অনুকে দিতেই অনু একটা বুথে গিয়ে টেলিফোন করল কাকে যেন।

ওদিক থেকে উত্তর আসতেই দু' চার কথা বলার পর বলল, "জংলির স্কুটারটা তেলহীন অবস্থায় জঙ্গলেই পড়ে আছে সমরদা। ওটা নিশ্চয়ই থানায় জমা পড়বে। তুমি তোমারটা একটু কষ্ট করে কহলগাঁওতে এসে নিয়ে যাও। আমাদের বিপদ যে কতটা তা তুমি জানোই। আমাদের পক্ষে এখন কোনওভাবেই ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। স্কুটারটা এখানে পড়ে থাকলে তোমারই অসুবিধে। ওর চাবি ম্যানেজারের কাছে দেওয়া থাকবে। আমরা ঘরে না থাকলেও তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার স্কুটার তোমার সময়মতো যখন হোক এসে তুমি নিয়ে যেয়ো। ওই দারুণ বিপদের মুহূর্তে স্কুটারটি দিয়ে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

ফোনে কথা বলার পর অনুই গিয়ে চাবিটা অফিসঘরে ম্যানেজারের কাছে জমা দিয়ে এল। এর পর একটা দোকানে বসে যুবককে সঙ্গে নিয়েই আবার নতুন করে চা-পর্ব শুরু করল ওরা।

যুবক বিদায় নিলে ওরা আবার গেল টেলিফোন বুথে। তার কারণ অনেকক্ষণ তো হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাবলুর ব্যাপারে কোনও-না-কোনও একটা খবর পাওয়া যাবে। এই ভেবেই ফোন করল দয়ালজিকে।

ফোনটা প্রভুদয়ালজি নিজেই ধরেছিলেন। বিলুর ফোনের উত্তরে যা তিনি বললেন তা যেমন আশাপ্রদ তেমনই দুর্ভাবনার। ফোন রেখে বিরস বদনে ও যখন বেরিয়ে এল তখন সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকাল ওর মুখের দিকে।

ভোম্বল বলল, "কী হল। কী বললেন দয়ালজি?"

"উনি বললেন, বাবলু সে রাতে কোনও টেররিস্টের হাতে পড়েনি। নিকটবর্তী একটি গ্রামের লোকেরা চোরের সন্ধানে বেরিয়ে হঠাৎ করে ওই খাদের ভেতর থেকে বাবলুকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওকেই চোর মনে করে ঝাপটে ধরে। তারপর মারতে মারতে গ্রামে নিয়ে আসে। ও কিছু যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু

সেইসময় একদল ডাকাতের মুখোমুখি হওয়ায় ওরা কোনওরকমে ওকে নিয়ে এসে একটা ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে রাখে। গ্রামের লোকগুলো একেবারেই বুনো দেহাতি। তাই বাবলুর একটা কথাও বুঝতে পারেনি ওরা। পরে সকালে দরজা খুলে দেখে রাতের অন্ধকারেই তালাবন্ধ ঘর থেকে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে বাবলু। এই ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত করছে।"

বিচ্ছুর মুখে হাসি ফুটল এতক্ষণে। বলল, "যাক বাবা। বাবলুদা যে টেররিস্টদের হাতে পড়েনি এই রক্ষে।"

অনু বলল, "মোটেই তা নয়। তালাবন্ধ ঘর থেকে পালানো একটা অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া ওখান থেকে পালিয়ে সে গেলই বা কোথায়? রাতের অন্ধকারে ওই সমস্ত অঞ্চল অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার ওপরে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র সে। বিশেষ করে ও আমাকে বলেছিল ওর কাছে নাকি অনেক টাকা-পয়সাও আছে। তাই যতক্ষণ না ওর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায় ততক্ষণ কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তোমরা তো দেখেই এসেছ রাতের অন্ধকারে এই সমস্ত পথ কীরকম ভয়াবহ।"

বিয়াং বলল, "অনুর কথাটা অবশ্যই ভেবে দেখবার মতো। বাবলু যদি সত্যি সত্যিই বিপন্মুক্ত হয়ে থাকে তা হলে অবশ্যই সে অনুদের বাড়িতে একবার ফোন করে ওর নিজের কথা জানাবে। তা না হলেই কিন্তু ধরে নিতে হবে বিপদের পর বিপদ এসে আবার ঘিরে ফেলেছে ওকে।"

বিয়াং-এর কথা শেষ হতেই অনু বুঝে গিয়ে ফোন করল ওর মাকে।

মা ফোনেই উত্তর দিলেন, "কই, না তো! বাবলুর কোনও ফোন আসেনি।"

অনু তখন এখানকার ফোন নম্বর মাকে দিয়ে বলল, "ওর কোনও খবরাখবর পেলেই তুমি কিন্তু জানাবে। আমাদের না পেলেও ফোন যে ধরবে, তাকেই বলে দেবে। আমরা ঠিক খবর পেয়ে যাব।"

দুর্ভাবনার একটা কালো মেঘ এসে আচ্ছন্ন করল ওদের সবাইকে। গ্রহণের প্রকৃতির যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনই হয়ে গেল সকলের মুখ। পঞ্চুর অবস্থাও তখন এমনই করুণ যে, ওর দিকে তাকালেও যেন চোখে জল আসে।

এমন সময় হোটেলের সেই ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, "এই, শুনো! তুমহারা এক জরুরি ফোন আয়া।"

বিলু আর ভোম্বল তো সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল। সেইসঙ্গে পঞ্চুও।

ম্যানেজার বললেন, "তোমাদের ফোন। খুব একটা খারাপ খবর আছে।

বিলু ফোন ধরতেই শুনতে পেল, "পার্বতীপুর পি এস থেকে বলছি। কাল শেষরাতে স্থানীয় গাঁও দেহাতের লোকেরা চোর সন্দেহে একটি ছেলেকে পিটিয়ে মেরে জঙ্গলে মাটিচাপা দিয়েছে। তার ডেডবডি আমরা উদ্ধার করেছি। তোমাদের কেউ কি একবার আসতে পারবে এখানে?"

বিলুর হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ল। কী যে বলবে ও কিছুই ভেবে পেল না।

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটা উঠিয়ে নিল, "কী হল বিলু! হল কী তোর? তুই এমন হয়ে গেলি কেন?" বলেই ফোনে জিজ্ঞেস করল, "হ্যালো! হ্যালো! কে বলছেন?"

কিন্তু টেলিফোনও তখন নীরব।

॥ ১২ ॥

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বুঝি একেই বলে। বিলু একটু প্রকৃতিস্থ হলে ওর মুখে সব শুনে শিউরে উঠল ভোম্বল। তারপর বিলুর হাত ধরে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত নেমে আসতে গিয়েই বিয়াং-এর মুখোমুখি হল ওরা।

বিয়াং চিৎকার করে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

উত্তেজিত বিলু বলল, "কেন? কী হল আবার?"

"ওরা ওদের উঠিয়ে নিয়ে গেল।"

ভোম্বল বলল, "কারা কাদের নিয়ে গেল?"

"চার-পাঁচজন গুন্ডা এসে রিভলভার দেখিয়ে তুলে নিল অনুকে আর একজন বাচ্চু-বিচ্ছুকে। আমি ক্যারাটের প্যাঁচে একজনকে ধরাশায়ী করে কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি। এখন আমরা কী করব? কোনদিকে যাব কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।"

বিপদের এমন সর্বনাশা রূপ এর আগে আর কখনও দেখেনি ওরা।

বিলু এক হাতে ভোম্বল, আর এক হাতে রিয়াংকে ধরে কাঁপতে লাগল থরথর করে। ওর মুখ দিয়ে একটি কথাও সরল না আর।

পঞ্চু তখন রাস্তায়।

একটু পরে বিস্ময়ের ঘোরটা সামলে নিয়ে খুবই শান্ত চরণে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল ওরা।

চারদিকে তখন লোকে লোকারণ্য। প্রকাশ্য দিবালোকে এসব কী?

সবাই একবাক্যে বলল, "জলদি কোতোয়ালিমে যাও। কেস লিখাও।"

এই অবস্থায় কী করতে হবে বা করা উচিত তা ওরা জানে। তবু মুহূর্তের জন্য দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ল ওরা।

ভোম্বল রিয়াংকে বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওরা কোনদিকে নিয়ে গেছে বলতে পারো?"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী এগিয়ে এসে বলল, "গঙ্গাজি কি তরফ।"

"আর-একজনকে?"

"ও তো নেহি মালুম। লেকিন অলগ রাস্তে পর।"

বিলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। এদিকে বাবলুর খবর জানো?"

"কী করে জানব বলো? তোমরা ফোন পেয়ে দৌড়তেই তো বিপর্যয়টা বেধে গেল। সেই সময় পঞ্চুটা যদি কাছে থাকত তা হলে এই অঘটনটা ঘটত না।"

"ওর তো ওই এক দোষ, সব ব্যাপারেই আগেভাগে ছুটে যায়। অবশ্য দোষও দেওয়া যায় না ওকে। ওর মনের ব্যাপারটাও তো চিন্তা করে দেখতে হবে।"

রিয়াং বলল, "আগে বলো, বাবলুর খবর কী? কোথা থেকে কার ফোন এল তখন?"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর ব্যাপারে দারুণ একটা খারাপ খবর আছে।"

"কীরকম তবু শুনি?"

বিলু বলল, "হি ইজ ডেড।"

রিয়াং বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

"তোমার বিশ্বাস করায় বা না করায় তো কিছু এসে যায় না। টেলিফোনটা পীরপৈঁতি পি এস-এর।"

"ওটা তো ফল্‌সও হতে পারে?"

ভোম্বল বলল, "থানা থেকে ফল্‌স টেলিফোন?"

"আঃ! টেলিফোনটা যে থানা থেকেই এসেছে তারই বা প্রমাণ কী? একটু আগেই না আমরা ফোন করলাম দয়ালজিকে? তখন উনি কী বললেন?

"এটা তো তার পরের নিউজ।"

"আমি এখনও বলছি টেলিফোনটা ফল্‌স। আমাদের শত্রুপক্ষরা ওই টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের কহলগাঁওয়ের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। ইতিমধ্যে তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় আর পঞ্চু না থাকায় ওরা আকাশের চাঁদ হাতে পায়। যারা আমাদের পিছু নিত, নিয়ে আক্রমণ করত, তারাই অনু আর বিচ্ছুকে উঠিয়ে নেয়। এখন চলো, আমরা গঙ্গার দিকে যাই। এই সোজা রাস্তাটাই চলে গেছে গঙ্গার দিকে।"

বিলু বলল, "কী করে জানলে তুমি?"

"গঙ্গা তো এই বরাবরই বয়ে চলেছে কি না, তাই।" বলে বলল, "তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি স্কুটার নিয়ে এখনই আসছি।"

বিলু বলল, "না। এখন স্কুটার নেওয়ায় অসুবিধে আছে।"

"কীসের অসুবিধে?"

"আমরা তিনজন, তায় পঞ্চু আছে সঙ্গে। কুলোবে কেন? তা ছাড়া গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্কুটার তুমি রাখবে কোথায়? ওটা ইমার্জেন্সির জন্যই থাক। রাতভিতে প্রয়োজন হতে পারে। এখন কোনও অটো পাই কি দেখা যাক।"

কহলগাঁওতে রিকশা-অটো সবকিছুই আছে।

ওরা একটা অটোকে থামিয়ে বলল, "গঙ্গাজি যানা?"

"কিঁউ নেহি। দশ রুপিয়া লাগে গা।"

"জলদি লে চলো।"

অটো ওদের তিনজনকে নিয়ে জনবহুল পথ বেয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল।
পঞ্চুকে নিয়ে বিলু আর রিয়াং পেছনের সিটে বসল। ভোম্বল বসল সামনের সিটে।
খুব একটা জমজমাট ব্যস্ত শহর যে কহলগাঁও তা কিন্তু নয়। তবে কি না বহু প্রাচীন। কিন্তু নতুন শহর যেটা গড়ে উঠেছে তা অতি মনোরম। এ অবশ্য লোকের মুখে শোনা কথা। ওদের তো এখন এসব ঘুরে দেখার সময় নেই। মনের মধ্যে এখন আতঙ্কের ঘূর্ণিঝড়। কার কপালে যে কী আছে এই অভিযানে, তা কে জানে? তবে কি না দলে ছত্রভঙ্গ হলেও রিয়াং-এর ওপর ভরসা রাখা যায়। মেয়েটি শুধু যে বেপরোয়া তাই নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এ পর্যন্ত ওর কলাকৌশল যা ও দেখিয়েছে তাতে শুধু একটা সাইকেল নয়, আরও ভাল কিছু উপহার দেওয়া উচিত ওকে।
যেতে যেতেই বিলু বলল, "রিয়াং, আমার মনে হয় তোমাব ধারণাটাই ঠিক।"
ভোম্বল বলল, "আমারও কিন্তু তা বলেই মনে হচ্ছে। কেন না দয়ালজি আমাদের একরকম বললেন। পরমুহূর্তেই পীরপৈঁতি পি এস থেকে ওই ফোন। ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে।"
বিলু বলল, "এটা শয়তানেরই চাতুরি। তা ছাড়া একটা কথা ভেবে দেখার আছে। আম্মাপালিতে আমরা ডায়েরি লিখিয়েছিলাম। সেখানে পীরপৈঁতির পি এস আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে কেন? যদিও ধরা যায়, সব জায়গার পুলিশই এই ব্যাপারে তদন্তে নেমেছে, সবাই জেনেছে ব্যাপারটা, তবুও নিয়ারেস্ট হিসেবে পীরপৈঁতির ওপরই দায়িত্বটা পড়বে কেন না ওখানেই থানা আছে। পুলিশও বেশি। আম্মাপালির ফাঁড়ির চেয়ে ওটাই বেশি নির্ভরযোগ্য, তা হলেও ওখানকার পুলিশের পক্ষে তো আমাদের এখানকার হোটেলের ফোন নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। ওঁরা জানবেনই বা কী করে যে, আমবা এখানে আছি? জানেন দয়ালজি। তা ছাড়াও পীরপৈঁতির পি এস থেকে কহলগাঁও পি এসেই খবব আসবে। আমাদের কাছে আসবে কেন? ওই উড়ো ফোনে একেবারেই বোকা বনে গেলাম আমরা।"
রিয়াং বলল, "তবেই বোঝো।"
অবশেষে একসময় ওরা এসে গঙ্গার ধাবে পৌঁছল। বেশ নিবিবিলি জায়গাটা। এখানে কোনও বাঁধানো ঘাট নেই। উঁচু ডাঙা থেকে ভাঙন বেয়ে গঙ্গায় নেমে তবেই স্নান কবতে হয। বিশাল একটি বটগাছ তার ছায়াঘন ডালপালা মেলে গঙ্গার গর্ভে ঝুঁকে আছে। কত পাখি কলকল কবছে সেখানে। কেমন যেন গা-ছমছমে ভাব জায়গাটার।
ওরা এখানে এসে মনমবা হযে দাঁড়িযে বইল। জায়গাটা একটু ব্যস্ত। কেন না বড় বড় নৌকো থেকে ইট বালি ইত্যাদি এই পথে ডাঙায় উঠছে। গঙ্গার মাঝখানে দ্বীপের মতো কয়েকটা পাহাড়ও চোখে পড়ল ওদের। সেইসব পাহাড়ে কত ঘরবাড়ি। কারা যে কেন ওখানে ঘর করে বসবাস করছে তা কে জানে?
বিলু বলল, "এই কহলগাঁওয়ের গঙ্গা! এখানে তো মন ভরে না। এব চেয়ে সাহেবগঞ্জের গঙ্গা অনেক ভাল।"
এমন সময় কে যেন একজন বলল, "তোমবা এদিকে কী করছ? এখান দিযে নামে না কেউ। আরও আগে যাও। ওইদিকে স্নানের ঘাট।"
রিয়াং বলল, "আপনি বাঙালি?"
"আগে ছিলাম। এখন বিহারি। এবার ঝাড়খণ্ডি হয়ে যাব। তুমি কিন্তু নেপালি।"
"আগে ছিলাম। এখন বাঙালি। বাঙালি হয়েই থাকব। তা একটা ব্যাপারে আপনি আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন?"
যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সে একজন যুবক। বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই কারও খোঁজে এসেছ, তাই না?"
বিলু, ভোম্বল, রিয়াং, তিনজনেই উৎসাহিত হয়ে বলল, "ঠিক তাই। আমাদের দুটি মেয়েকে চুরি করে নিয়ে এসেছে কারা যেন। এদিকেই এসেছে।"
"দেখলাম। নক্কু আর ছক্কু একটা গাড়ি থেকে ওদের নামিয়ে ঘাটের দিকে নিয়ে গেল।"
"ওরা কারা?"
"ওদের পবিচয় ওদের কাজে। কিছু খারাপ লোকের মদত পাচ্ছে আব গুন্ডামি করে যাচ্ছে। ওদের বিরুদ্ধে যারা যাবে, খুন হতে হবে তাদের।"
বিলু বলল, "ওরা কি ওদের নৌকোয় উঠিয়েছে?"
"হয়তো। না হলে এ-পথে ওদের নিয়ে আসবে কেন?"
যুবকের কথা শুনে বিলু একবার শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপব বলল, "গাড়িটা কিন্তু এখনও

ফেরেনি। তার মানে ওরা এখানেই আছে।" বলেই যুবককে ধন্যবাদ জানিয়ে ছুটল সবাই ঘাটের দিকে।

যুবকও কী যেন ভেবে ঘটনার গতি কোনদিকে যায় তা দেখবার জন্যই বোধ হয় ওদের পিছু নিল।

গঙ্গার ঘাটের পরিবেশ একেবারে খোলামেলা। কী দারুণ সুন্দর ও রমণীয় তা বলে বোঝাবার নয়। এখানে বাঁধানো কোনও ঘাট নেই। কিন্তু স্নানেরও কোনও বিরাম নেই। শ্রাদ্ধাদি, মুণ্ডন ও অন্য শুভকর্ম সবই হচ্ছে এখানে। দ্বীপের মতো পাহাড়গুলোকে আরও ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। মোচাকৃতি সেইসব পাহাড়ে ঘরবাড়ির সঙ্গে ছোট ছোট মন্দির ও মন্দিরকে ঘিরে আশ্রমও দেখা যাচ্ছে। দু'-একটি লাল শালুর ধ্বজা উড়ছে পতপত করে। কিন্তু এখানে গঙ্গার ঘাটে বাচ্চু-বিচ্চু কেন, সন্দেহজনক সেরকম কারও তো পাত্তা নেই। তবে কিনা সেই গাড়িটা পড়ে রয়েছে একপাশে।

ওরা ঘাটে এসে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে ওই পাহাড়গুলোর মধ্যে কোনটিতে যে রাঙাবাবার আশ্রম তা কে জানে?

এখানে ঘাটের ধারে অনেক মাঝি তাদের নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

ওদের দেখেই একজন মাঝি বলল, "নাও মে যানা ভাইসাব? দো দো রুপিয়া লাগেগা। ঘণ্টাভর ঘুমনা তো পঁচাশ রুপিয়া।"

যুবক এসে এবার বিলুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "শোনো, এইসব মাঝিমাল্লাব সঙ্গেও কিন্তু ওদেব যোগসাজস আছে। এরা ওদেরই লোক। ওই দ্বীপে একবার গিয়ে পৌঁছলে আর কিন্তু ফিরে আসবে না। গলা কেটে বুকে বালির বস্তা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দেবে। আর এই গঙ্গাকেও যা-তা মনে কোবো না। এমন সুন্দর নীলাভ হলে কী হবে, এখানে কিন্তু অথই জল।"

"কিন্তু আমাদের এই বিপর্যয়ের পর আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পাবি না।"

একজন মাঝি বলল, "কাঁহা যাওগে তুম? শান্তিবাবা কা আশ্রম?"

রিয়াং বলল, "নেহি। রাঙাবাবা কা আশ্রম।"

মাঝিরা পরস্পরের মুখ চাওযাচাওয়ি করল এবার। একজন মাঝি বলল, "উধাব কে লিযে নাও নেহি মিলেগা।"

বিয়াং বলল, "কিঁউ নেহি?"

মাঝিরা ওদের সঙ্গে আর কথা না বলে অন্য যাত্রীদেব দিকে তাকিযে হাঁকতে লাগল, "নাও মে যানা হ্যায কোঈ? বাবা কা আশ্রম।"

ভোম্বল একজন মাঝির হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলল, "একটু দয়া কবো মাঝিভাই। ওই দ্বীপে আমাদেব যেতেই হবে। কেন না আমাদের দুটি মেয়েকে চুরি করে একটু আগেই ওখানে নিয়ে গেছে নক্কু আর ছক্কু।"

মাঝি বলল, "জানি। কিন্তু তবুও ওইখানে যাওয়ার আমাদের কোনও উপায় নেই। মোহনলাল ওই দ্বীপের সবকিছু কন্ট্রোল করে। তার নিষেধ আছে, অনুমতি ছাড়া কাউকে ওই দ্বীপে নিযে যাওযা যাবে না।"

"তবে কি আমবা যেতে পারব না?"

মাঝিরা বলল, "না।"

যুবক এবার ইশারায় ডেকে একটু তফাতে নিয়ে গেল ওদেব। তারপব বলল, "ওই দ্বীপে গিয়ে তোমরা কী করবে? ওরা কী ভীষণ তা কি জানো?"

বিলু বলল, "জানি। তবুও ওদের এখানে ফেলে বেখে আমরা তো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যেতে পারি না। আর পুলিশ প্রশাসনের কাছে গিয়েও যে কোনও লাভ হবে না, সেটা আপনিও জানেন, আমরাও জানি। তবু আমরা যাচ্ছি এর ভরসায়।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে দিল বিলু। বলল, "এ আমাদের দারুণ অনুগত। একবার ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ওদের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে ও। এমনকী মেয়েদুটোকে কোথায় ওরা লুকিয়ে রেখেছে তাও খুঁজে বের করবে।"

যুবক বলল, "তা হলে একটাই উপায় হতে পারে।"

"কী উপায় বলুন?"

"তোমরা সাঁতার জানো?"

বিলু, ভোম্বল, রিয়াং, তিনজনেই বলে উঠল, "জানি।"

পঞ্চু শুধু শুনেই যেতে লাগল। সে এদের সায়ে সায় দিয়ে একবারও 'ভৌ ভৌ' করে উঠল না।

রিয়াং বলল, "এই পাহাড়ি গাঙে সাঁতার কাটা কি সম্ভব? দেখতে এমন শান্ত ধীর হলে কী হবে, এব অন্তঃস্রোতে তো ব্লেডের ধার।"

ভোম্বল বলল, "ওতে আমি ভয় পাই না। আমি একাই যাব।"

রিয়াং বলল, "তাতে লাভটা কী? ওদের ওই বাঘের মুখে তুমি একটি হরিণশিশু ছাড়া কিছুই নও। তা ছাড়া তুমি গেলেও আমি পারব না। বিলুর ব্যাপারটা বিলুই জানে। কিন্তু পঞ্চু যাবে কী করে? জলের কারেন্ট আর ঠান্ডা স্রোতে অবশ হয়ে পড়বে ও। তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের পোশাক, টাকা-পয়সা এসব জমা রাখবে কোথায়?"

যুবক বলল, "শোনো, আমি যে কারণে তোমাদের সাঁতারের কথা বললাম, তা একটু মন দিয়ে শোনো। জলে তোমাদের কাউকেই নামতে হবে না। সাঁতারও কাটতে হবে না। তবে আকস্মিক কোনও বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেই এ-কথা বললাম। আমি তোমাদের অন্যত্র একটা নৌকোর ব্যবস্থা করে দেব। সেখান থেকে ওই দ্বীপের দূরত্ব অতি সামান্যই। তবে ভুলেও কিন্তু ওই নৌকোর মাঝিকে 'রাঙাবাবার' আশ্রমে যাব বলবে না। তা হলে কিছুতেই যেতে রাজি হবে না সে। তোমরা শান্তিবাবার আশ্রমেই যেতে চাইবে।"

ভোম্বল বলল, "তাতে লাভ?"

"লাভ-লোকসানের হিসেবটা পরে করবে। আগে যা বলি তা মন দিয়ে শোনো।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ বলুন তো, আপনার এই যুক্তি সত্যিই গ্রহণযোগ্য।"

"ওই দ্বীপে পৌঁছে তোমরা আশ্রম দেখার ছলে ওর ঠিক পেছনেই দ্বীপের মতো যে ছোট পাহাড়টা আছে সেই পাহাড়কে লক্ষ করবে। ওই পাহাড়ের একটি গুহাকে কেন্দ্র করে রাঙাবাবার আশ্রম। রাঙাবাবার নাগাল সাধারণে পায় না। কিছু কুখ্যাত দাগি লোকের গডফাদার উনি। কয়েক বছর আগে বিন্ধ্যাচল রাম নামে এক মাফিয়া ওঁকে এখানে নিয়ে এসে বসিয়েছেন। কাগজে-কাগজে ছবি ছাপিয়ে, বড় বড় হোর্ডিং, ওয়াল পোস্টারে ওঁর বাণী প্রচার করে দুষ্কৃতীরা আকাশে তুলেছেন ওঁকে। যাই হোক, ওই পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের দূরত্ব বিশ ফুটের বেশি নয়।"

বিলু বলল, "তা হলে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে সাঁতার কেটে পৌঁছে যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না আমাদের।"

যুবক হেসে বলল, "এত সোজা নয় রে ভাই! দুই পাহাড়ের মাঝে গঙ্গার যে স্রোত, তা অতিক্রম করা অনভ্যস্ত কারও পক্ষে অসম্ভব।"

ভোম্বল বলল, "শুনুন, ব্যাপারটা যে সহজবোধ্য নয় তা বুঝতেই পারছি। সেজন্য আমার একটা পরিকল্পনা আছে।"

"কীরকম শুনি?"

"আমাদের এই দুই বন্ধুর কাছেই প্রায় একশো ফুটের মতো লম্বা নাইলনের ফিতে আছে। আমি সেই ফিতে এপারের কোনও গাছের সঙ্গে বেঁধে জলের স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে যেভাবেই হোক ওপারে পৌঁছব। তারপর ওই ফিতে ওপারে কিছুর সঙ্গে বেঁধে দিলে ওরা ওই ফিতে ধরেই সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে পৌঁছবে।"

"কিন্তু এই কুকুরটাকে নিয়ে কী করবে?"

"ওকেও অন্য একটা ফিতের সঙ্গে বেঁধে টেনে নেব।"

যুবক হেসে বলল, "তা হলে অবশ্য উপায় একটা হতে পারে। কিন্তু এই কুকুর ওপারে গিয়ে পৌঁছনোর আগেই তুমি যদি ওদের দ্বারা আক্রান্ত হও?"

"তা হলে যা হওয়ার তাই হবে। তবুও এই বিপদে ঝুঁকি তো একটু নিতেই হবে আমাদের।"

"তার আগে আরও একটা প্রস্তাব তোমাদের কাছে দিয়ে রাখি শোনো, এই প্রস্তাবটা কার্যকর হলে কিছুই করতে হবে না তোমাদের।"

বিলু আশান্বিত হয়ে বলল, "বলুন তা হলে।"

"এখন তোমরা নৌকোয় করে যে পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবে, সেই পাহাড়ে আশ্রমের কাছে যশপাল নামে একজন পুজাসামগ্রী বিক্রি করে। তার দোকানে গুল্লু নামে একটি ছেলে আছে। বয়সে তোমাদের চেয়েও ছোট। সবসময় খালি গা আর হাফপ্যান্ট পরে থাকে। ওকে এখানকার জলের পোকা বলা হয়। অভিজ্ঞ ডুবুরির চেয়েও মারাত্মক ওই ছেলেটি পারে না এমন কোনও কাজ নেই। যাত্রীরা পুণ্যকামনায় গঙ্গায় পয়সা ফেললে ও ভোঁদড়ের মতো ডুব দিয়ে গঙ্গার একদম তলদেশ পর্যন্ত গিয়ে সেই পয়সা ঠিক তুলে নিয়ে আসবে। সামান্য ক'টা পয়সার জন্য ও জীবন দিতেও পারে, নিতেও পারে। ওকে যদি কিছু পয়সা দিয়ে হাত করতে পারো তা হলে ও কিন্তু কেনা গোলাম হয়ে যাবে তোমাদের। ওই দ্বীপে পৌঁছনোর নৌকোর ব্যবস্থা ও-ই করে দেবে।"

বিলু বলল, "আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এখন তা হলে শান্তিবাবার আশ্রমে যাওয়ার ব্যবস্থাটা আপনি করে দিন।"

যুবক বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

ওরা অদম্য উৎসাহে যুবকের পিছু পিছু সেই জায়গায় এল, যেখানে ওরা প্রথমেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

যুবক একজন মাঝিকে ডেকে ওদের দ্বীপে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলতেই মাঝি বলল, "আনা যানা?"

"নেহি। এক দফে যানে কা।"

"পাঁচ রুপিয়া লাগে গা।"

বিলু, ভোম্বল, রিয়াং এককথায় রাজি হয়ে যুবককে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে নৌকোয় উঠল।

মাঝি দাঁড় টেনে নৌকো বাওয়া শুরু করতেই ওরা বুঝতে পারল জলের স্রোত সামান্য নয়। আসলে জলের মাঝখানে পাহাড় থাকার ফলেই এর গতি এত বেগবান। ফলে এই জলে সাঁতার কাটা খুবই বিপজ্জনক।

অনেকক্ষণ ধরে স্রোতের সঙ্গে লড়াই করার পর একসময় ওরা দ্বীপে পৌঁছল। ঘন গাছপালায় ভরা প্রকৃতির সুরম্য স্থানে মোচাকৃতি পাহাড়। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। মাঝিকে টাকা দিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে ওরা আশ্রমে গিয়ে পৌঁছল।

দারুণ পরিবেশ এখানকার।

একজন আশ্রমিক ওদের হাতে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি এখানেই থাকো, না বেড়াতে এসেছ?"

রিয়াং বলল, "আমার বাবা এন টি পি সি-র সিকিউরিটিতে আছেন। আমরা সেখানেই এসেছি। কলকাতা থেকে আমার এই বন্ধুরাও এসেছে। আমরা গঙ্গার ধারে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি।"

"বেশ, বেশ। ঘুরে দ্যাখো চারদিক। তবে কিনা জলে নামতে যেও না যেন। পাহাড়ি জায়গা তো। গাড্ডা আছে এখানে। শ্যাওলা আছে। পা পিছলে ডুবে যাবে।"

ওরা সতর্ক হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিক।

যশপালের দোকান বন্ধ। তাই গুল্লুর খবরও দিতে পারল না কেউ।

ওরা তখন এই দ্বীপের পেছন দিকে এল।

রাঙাবাবার আশ্রম বেশ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। মন্দিরে আরতি হচ্ছে বোধহয়, তাই কাঁসর ঘণ্টা বাজছে।

ভোম্বল বলল, "এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়ের দূরত্ব বিশ ফুট তো নয়, কিছু না হলেও সত্তর ফুট হবে। তা হোক, ওপারে যাওয়ার জন্য তৈরি হও সবাই। ফিতে বেঁধেই সাঁতরে ওপারে যাই। তোরা জামাপ্যান্টগুলো পুঁটুলি বেঁধে কোথাও থেকে পলিপ্যাক জোগাড় করে তাতে ভরে নে।"

রিয়াং বলল, "আমার পক্ষে অসুবিধে আছে। তুমি ফিতে বেঁধে দিলে আমি এই পোশাকেই যেতে পারব।"

বিলু বলল, "তার কোনও দরকার নেই। তুমি বরং এখানেই থাকো। ফিতে বাঁধার কাজ শেষ হলে পঞ্চুকে নিয়ে আমি যাই ওপারে। পঞ্চু সঙ্গে থাকলে আমরা দু'জনেই দুশো। ওখানে গিয়ে আমরা বিপদে পড়লে তুমি বরং চেষ্টা কোরো আমাদের ভালর জন্য কিছু করার।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করে জলে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে তখনই দেখা গেল মূর্তিমান এক কেলেমানিককে।

রিয়াং তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, "এই শোনো, তোমার নাম গুল্লু?"

কেলেমানিক গম্ভীর গলায় বলল, "গুল্লু নেহি। গুল্লু ওস্তাদ।"

"তো ঠিক হ্যায়। হম সব উস পাহাড় পর যানে মাংতা। কুছ মদত করোগে তুম? নাও মিলেগা?"

"নেহি। ম্যায় নাওয়ালে নেহি হুঁ।"

ভোম্বল তখন ওর প্যান্ট-জামা ছেড়ে একটা গাছের সঙ্গে ফিতেটা বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে।

গুল্লু চিৎকার করে উঠল, "এই! এই! ইয়ে ক্যা কর রহে হো তুম?"

ভোম্বলকে তখন পায় কে? স্রোতের গতিতে গা ভাসিয়ে একটু বেঁকে সে ঠিক ওপারে গিয়ে পৌঁছল। ওপারে গিয়ে ফিতের অপর প্রান্তটা কোনও কিছুর সঙ্গে বেঁধে দিতেই বিলু এবার যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

রিয়াং-এর হঠাৎই কী মনে হতে সে একটা দশ টাকার নোট গুল্লুকে দেখাতেই লাফিয়ে উঠল সে। বলল, "দশ রুপিয়া।"

রিয়াং বলল, "হ্যাঁ, দশ টাকা। কোনওরকমে আমাদের ওই দ্বীপে পৌঁছে দিতে পারলে দশ টাকা কেন, কুড়ি টাকা পাবে তুমি।"

"তব তো নাও অভি মিল যায়েগা। কামাইকে লিয়ে হুম সব কুছ কর সকেঙ্গে। দো মিনিট বৈঠো তুম।" বলেই ভোঁদড়ের মতো লাফিয়ে পড়ল জলে। তারপব কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট নৌকো নিয়ে এল কোত্থেকে। সেই নৌকোয় ওদের দু'জন ও পঞ্চুকে বসিয়ে তিরতির করে বইয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। ভোম্বলের ফিতেটা থাকায় সুবিধে হল খুব। বিলু আর রিয়াং সেই ফিতে ধরেও নৌকোয় গতি আনতে সাহায্য করল।

ওপারে পৌঁছে গুল্লুকে কুড়ি টাকা নয়, পঞ্চাশটা টাকা দিতেই গুল্লু তো উন্মাদ। রিয়াং-এর হাত থেকে টাকা নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে ওর মুখের দিকে।

রিয়াং বুঝল টোপ গিলেছে গুল্লু। টাকাব বিনিময়ে একে দিয়ে যে অসাধ্যসাধন করা যায় তা বোঝাই যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানকার কাঁটা তুলতে গেলে গুল্লু-কাঁটাই যথেষ্ট।

বিয়াং বলল, "তুম হাম সবকো লিয়ে এক কাম করোগে?"

"এক নেহি। সারে কাম কর দেঙ্গে। বঙ্গালি দিদি, আমি গুল্লু আছি গুল্লু। গুল্লু ওস্তাদ।"

রিয়াং বলল, "আমি বাঙালি দিদি নই। আমি তো নেপালি। তবে বাংলা জানি।"

"বাংলা আমিও জানি। আংরেজি ভি জানে। হোয়াট ডু ইউ মিন? আউট অ্যান্ড ইন। হাঃ হাঃ।"

"বাঃ বাঃ, বেশ।"

বিলু, ভোম্বল আর রিয়াং তখন ওদের বিপদের কথা সবই খুলে বলল গুল্লুকে। বলে ওর সাহায্য চাইল।

গুল্লু বলল, "এই কথা? তোমরা একটুও ভেবো না ওদের জন্য। আমি এখানকার সবকিছুই চিনি। ওরা কোথায় কীভাবে আছে আগে দেখে আসি, তারপর খেল কাকে বলে দেখাব ওদের। ওই নক্কু আর ছক্কু আমার দুশমন আছে। ওরা একবার খুব মেবেছিল আমাকে। আমি ওদের নাও নিয়ে ভেগেছিলাম সেই বাগে। পবে আমিও ওদের বদলা নিয়েছি। একবার একটা পাথর ছুড়ে নক্কুর মাথা ফাটিয়েছিলাম। সেই থেকে ওরাও আমাকে ভয় পায়। আমি ওদের আবার মারব বলেছি। ওদেব নাওতে আগ লাগিয়ে দিব।"

বিলু বলল, "শোনো, পরে তুমি যা কববাব কোরো। এখন যেভাবেই হোক, ওই মেয়েদুটোকে ওদের খপ্পর থেকে বের করে নিয়ে এসো দেখি। তোমাকে আমরা অনেক রুপিয়া দেব।"

"শ রুপিয়া দেওগে?"

রিয়াং বলল, "উস্‌সে ভি জায়দা।"

"আজ তবে ওই নক্কু-ছক্কুর লাশ দরিয়ায় ভাসবে। আও মেরে সাথ। এক হো কর চলো।"

ওরা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়েই গুল্লুর সঙ্গে চলল। বেশিদূর অবশ্য যেতে হল না। খানিক যাওয়ার পরই গুল্লুর সঙ্গে ওরা একটি আশ্রমের কাছাকাছি এসে পড়ল। সেইখানে অনেক বড় বড় পাথরের খাঁজ ছিল। তারই আড়ালে একটু উচ্চস্থান থেকে ওরা লক্ষ করল আশ্রমের গুহার সামনে ধুনি জ্বেলে বসে আছেন এক সাধুবাবা। ইনিই রাঙাবাবা। তাঁর এক হাতে রিস্টওয়াচ। অন্য হাতে ট্রানজিস্টার। সামনে আবাম-কেদারায় পায়ের ওপর পা তুলে যিনি বসে আছেন তাঁর মুখ দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে ইনিই পঞ্চুর আসল শিকার। নক্কু আর ছক্কু রাঙাবাবার সামনে বসে আছে রক্তিম চোখে। বাচ্চু আর বিচ্ছু রাঙাবাবার দু'পাশে বসে কেঁদে চলেছে সমানে।

বিলু বলল, "এতক্ষণে ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছি।"

গুল্লু বলল, "আজ আর ওদের কারও রেহাই নেই।" বলেই একটা তেকোনা পাথরের টুকরো নিয়ে ছুড়ে মারল ছক্কুকে। কী অব্যর্থ টিপ। পাথরের টুকরোটা কপালে লাগতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল।

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল তখন। আর তখনই নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে সেই উচ্চস্থান থেকে শিকার লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

লালজি ভিমানির প্রাণান্তকর চিৎকারে পর্বতেও ভূমিকম্প হল বুঝি! নিমেষে ছুটোছুটি আর দৌড়োদৌড়ি।

বিলু, ভোম্বল, রিয়াং আর গুল্লুও ছুটে এসেছে তখন।

ওদের দেখে বাচ্চু-বিচ্ছুও কান্না ভুলে ছুটে এল। তারপর সবাই মিলে আক্রমণ।

পঞ্চুর কামড়ে ব্যতিব্যস্ত লালজি তখন জলের দিকে ছুটেছেন।

ভোম্বল আর গুল্লু তখন হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে তাই দিয়ে পেটাচ্ছে নক্কু, ছক্কুকে। নক্কু ছক্কুও মার খেতে খেতেই ছুটেছে জলের দিকে।

এদিকে রাঙাবাবাও নিজমূর্তি ধরেছেন। ওঁর হাতে তখন একটি দোনলা বন্দুক। উনি সমানে চিৎকার করছেন, "হল্ট। হল্ট।"

বন্দুক দেখেই পঞ্চু লালজিকে ছেড়ে রাঙাবাবার ঘাড়ে। পঞ্চুর কামড় যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক তা রাঙাবাবার গোঙানির মতো আর্তনাদ শুনেই বোঝা গেল।

রাঙাবাবার হাতের বন্দুক তখন বিলুর হাতে। সেই বন্দুক ওঁর দিকে তাক করতেই পঞ্চু আবার ছুটল লালজির দিকে। দীর্ঘক্ষণের চাপা রাগে ভীষণ খেপেছে পঞ্চু। কিন্তু পঞ্চু ছুটে যাওয়ার আগেই নক্কু আর ছক্কুর তৎপরতায় লালজি নাগালের বাইরে। ছোট একটি নৌকোয় চেপে গঙ্গাব মাঝখানে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ওরা।

এইবার শুরু হল গুল্লুর খেলা। ও তো এখানকার সবকিছুই জানে। ও তাই পাহাড়ের গায়ে বেঁধে রাখা একটি ভুটভুটি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

রক্তাক্ত লালজিব কথা বলার ক্ষমতা নেই।

নক্কু আর ছক্কু দাঁড় বাইতে বাইতেই দারুণ শাসাতে লাগল গুল্লুকে।

গুল্লুও সমানে গালমন্দ করতে করতে এগিয়ে চলল ওদের দিকে।

'গেল গেল' রব উঠল নৌকো থেকে।

গুল্লুর ভুটভুটি সজোরে ধাক্কা মারল দাঁড়টানা নৌকোয়। ছোট্ট নৌকো। এক ধাক্কায় কাত হয়ে উলটে গেল।

লালজি সাঁতার জানতেন না। তাই ওইখানেই সলিল সমাধি হল ওঁর। নক্কু-ছক্কুও প্যান্ট শার্ট পরে থাকায় বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। জলেব মধ্যে সাঁতার কাটবার বৃথা চেষ্টা করে হাবুড়বু খেতে লাগল।

দারুণ উল্লাসে গুল্লু আবার ভুটভুটিটাকে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে ওপরে উঠে এল। সবাই সব দেখল দাঁড়িয়ে।

পঞ্চু তখন লালজিকে না পেয়ে আবার ফিরে এসে রাঙাবাবাব গলাব টুঁটি কামড়ে ধবেছে।

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর রিয়াং গুল্লুর পিছু নিয়ে ছুটে গেলেও বিলু বন্দুক তাক করেই বসে ছিল। তারই মধ্যে পঞ্চু এসে সহায় হল ওর।

সবাই ফিরে আসতেই বিলু পঞ্চুকে বলল, "এইবার ছেড়ে দে পঞ্চু। যে জায়গায় কামড়েছিস তুই, তাতে হাজার ইঞ্জেকশান নিলেও আর ওর রক্ষে নেই।"

গুল্লু এসে হাসতে হাসতে বলল, "তা বাবাজি। এত মেহমান তোমাব আশ্রমে এল। থোড়া পবসাদ তো মিলনা চাহিয়ে।"

বাবাজির তখন কথা বলার ক্ষমতা নেই। দুর্বাশার ক্রোধ নিয়ে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে 'হোয়াক থুঃ' করে খানিকটা থুথু ফেললেন।

রিয়াং বলল, "আর কেন, এবারে ফেরা যাক।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন গুহার ভেতর থেকে লাল ভেলভেটে মোড়া কী একটা নিয়ে এসে বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও। এই সেই জিনিস। যার জন্য এত কাণ্ড।"

রিয়াং তো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটাব ওপর। তারপর সেটাকে বুকে জড়িয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলল, "হারানিধি যে সত্যি সত্যিই ফিরে পাওয়া যায় তা এটাকে না পেলে বিশ্বাসই করতাম না।"

বিলু বলল, "ওটা যে ওখানে ছিল তোরা জানলি কী করে?"

বিচ্ছু বলল, "ওই লোকদুটো যখন আমাদের এখানে নিয়ে এল তখন লালজি আর রাঙাবাবা এর ভেতরের জিনিসটা দেখছিলেন। আমরা আসতেই রেখে এলেন গুহার মধ্যে। এখানে ওদের অনেক কিছুই আছে মনে হয়। যা সব কথাবার্তা শুনছিলাম ওদের, তাতে বোঝা গেল রীতিমতো একটি ডাকাতের দলও আছে এদের। মোহনলাল নামে একজন দলটা পরিচালনা করে।"

বিলু বলল, "করুক। আমাদের প্রধান শত্রুর শেষ তো হয়েছে। রাঙাবাবারও এখন অন্তিম দশা। আমাদের কাজ শেষ।"

রিয়াং বলল, "এই ব্যাপারে গুল্লুর কেরামতি কিন্তু দেখবার মতো। লালজিকে ও যেভাবে নিপাত করল তা চিরকাল মনে থাকবে আমাদের।"

গুল্লু বলল, "চলো তোমাদের ডাঙায় পৌঁছে দিয়ে আসি। ওই ভুটভুটিতেই তোমাদের নিয়ে যাব আমি।"

রিয়াং বলল, "কিন্তু আমাদের ফিতেটা যে এদিকে বাঁধা রইল।"

ভোম্বল বলল, "থাকুক। ওরকম ফিতে আমাদের অনেক আছে।"

ওরা আশ্রম ছেড়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ভুটভুটিতে এল। তারপর মাঝিমাল্লাদের সেই জমজমাট ব্যস্ত ঘাটে এসে ভাঙনের গায়ে নামল ওরা।

বিলু গুনে-গুনে এক হাজার টাকা গুল্লুকে দিতেই সে কী আনন্দ ওর! অন্য মাঝিমাল্লাদের চোখ তখন কপালে উঠে গেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে ওরা যখন লজে ফিরল বেলা তখন অনেক। প্রায় দেড়টার কাছাকাছি। কৌতূহলী জনতার মধ্যে তখনও গুঞ্জন চলছে সেখানে।

ওদের দেখে আশ্বস্ত হল সবাই।

ওরা কারও সঙ্গে বেশি কথা না বলে সোজা অফিসঘরে চলে এল।

ম্যানেজার ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিল গয়ি?"

রিয়াং বলল, "জি হাঁ। লেকিন সবকো নেহি।"

একজন ক্যান্টিন বয় এসে বলল, "খানা লাগবে তোমাদের?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। মাংস ভাত, রেডি করো। আমরা স্নান-টান করে আসি।" বলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার ফোন করল দয়ালজিকে।

দয়ালজি ছিলেন না। তাই ওঁর স্ত্রী ফোন ধরলেন।

বিলু বলল, "আমাদের ওই ছেলেটির ব্যাপারে কোনও খবর আছে নাকি মা জি?"

উত্তর এল, "নেহি। উয়ো আপনি মর্জি সে নিকাল গয়া হুঁযা সে।"

বিলু বলল, "ওর জন্য আমরা খুব চিন্তায় আছি মা। মাঝখানে এমন একটা ফোন এল এখানে! আমরা তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। শুনলাম ছেলেটাকে নাকি মেরেই ফেলেছে ওরা।"

"আরে না না। অ্যায়সা তো কুছ নেহি হুয়া।"

ফোনে কথা বলতে বলতেই দয়ালজি এসে পড়লেন। উনি ফোন ধরে বললেন, "বতাও ক্যা সমাচার।"

বিলু তখন পীরপৈঁতি পি এস থেকে পাওয়া ফোনের বৃত্তান্তসহ ওদের বিপদের কথা, এমনকী অনুর কথাও বলল দয়ালজিকে।

দয়ালজি বললেন, "তোমাদের নসিব কিন্তু খুবই খারাপ। ওই ছেলেটির ব্যাপারেও আর কোনও খবর নেই। আমি তো এইমাত্র পীরপৈঁতি থেকেই আসছি। পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। গ্রামবাসীদেরও কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করেছে। ছেলেটির ব্যাপারে এখনও অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। আমাদের এখানকার পুলিশ কিন্তু বসে নেই। বিশেষ করে আমি যেখানে আছি সেখানে কোনও ভয় নেই তোমাদের। তদন্ত হবেই। তবুও তোমরা সাবধানে থেকো।"

বাবলুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা যখন ওদের ঘরের দিকে যাচ্ছে ম্যানেজার তখন আবার বললেন, "তোমাদের কথামতো ওই স্কুটারটা তার মালিকের হাতেই দিয়ে দিয়েছি।"

রিয়াং বলল, "থ্যাঙ্কস।"

ঘড়ির কাঁটা যেন ঘোড়ার মতো ছুটছে তখন।

ওরা আর কালবিলম্ব না করে সর্বাগ্রে স্নানপর্বটা মিটিয়ে দেহের ক্লান্তি দূর করল। তারপর নীচে নেমে লজেরই সংলগ্ন হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেহটা এলিয়ে দিল বিছানায়।

দারুণ ক্লান্তিতে চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছে। তবুও ঘুমোবার সময় তো এখন নয়।

চিন্তাও এখন একজনের নয়, দু'জনের। শুধু চিন্তা নয়, দুশ্চিন্তা। সত্যি, কোথায় যে গেল ওরা! বাবলু নিজেও যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে ফোনে ওর কথা জানাচ্ছে না কেন? অনুদের বাড়ি ফোন করলেই তো মা ওকে জানিয়ে দিতেন ওদের ব্যাপারে। এমনকী এখানকার ফোন নম্বর দিয়ে দিতেন। তা যখন হয়নি তখন মনে হচ্ছে বাবলু এখনও অনুসন্ধানের বাইরেই আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে ভোম্বল বলল, "অনুদের বাড়ি একবার ফোন করে দেখব?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার খবর নে দেখি।"

"কিন্তু অনুর ব্যাপারে কিছু যদি উনি জানতে চান?"

"এড়িয়ে যাবি। ওর মিসিং হওয়ার ব্যাপারে একদম কিছু বলবি না কিন্তু।"

"ঠিক আছে।" বলে ভোম্বল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পঞ্চু কিন্তু ওর কর্তব্য ভুলল না। বাচ্চু-বিচ্ছুর গা ঘেঁষে শুয়ে থাকলেও সে ঠিক পিছু নিল ভোম্বলের।

একটু পরেই ভোম্বল ফিরে এসে বলল, "নাঃ। কোনও খবর নেই। তবে অন্য একটা খবর আছে।"

বিলু বলল, "কী খবর?"

"রাজারামবাবু এসেছেন সাহেবগঞ্জের বাড়িতে। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের ব্যাপারটা মনে হয় মিটেছে। আজ সন্ধের সময় অনুকে একবার ফোন করতে বললেন।"

রিয়াং বলল, "সর্বনাশ।" তারপর বলল, "এখন আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপটা কী হবে সেই ব্যাপারে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।"

বিলু বলল, "অবশ্যই।"

ওরা আর বিশ্রাম না নিয়ে গোল হয়ে বসল সকলে।

বিলু বলল, "প্রথমেই বাবলুর প্রসঙ্গে আসা যাক। ওই রাতে গ্রামের লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে যায় এবং একটি তালাবন্ধ ঘরে রাখে। পরদিন সকালে দেখে সে-ঘরে বাবলু নেই। এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই এগোতে হবে আমাদের। বাবলু তো ম্যাজিক জানে না, তাই এটা কী করে সম্ভব?"

বিচ্ছু বলল, "অসম্ভবও কিছু নয়। তার কারণ গ্রামের বাড়ি যখন, তখন নিশ্চয়ই সেটা কোঠাবাড়ি নয়। এই অঞ্চলের সব গ্রামের বাড়িই তো খড় কিংবা টালির ছাউনি দেওয়া। ও নিশ্চয়ই চালা ভেদ করে পালিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "অথবা এমনও হতে পারে দয়াপরবশ হয়ে কেউ ওকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

রিয়াং বলল, "আবার ওই উড়ো ফোনটাও তো সত্যি হতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ ওর জীবনহানিরও একটা আশঙ্কা করছ, তাই না?"

"তোমরাই বলো না, ওর ব্যাপারে এখনও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? কাল সারাটা রাত, আজ সাবাটা দিন কীভাবে কেটে গেল অথচ ওর কোনও খবরই দিতে পারল না কেউ। গ্রামবাসীরা ওকে সত্যি সত্যিই মেরে কোথাও পুঁতে যে দেয়নি তারই বা প্রমাণ কী? না হলে পীরপৈঁতি পি এস-এর নামে ওই উড়ো ফোনটা আসে কী করে?"

বিলু বলল, "আচ্ছা, দয়ালজি আমাদের কাছে চেপে যাচ্ছেন না তো ব্যাপারটা?"

"তা কিন্তু মনে হয় না। সেরকম হলে উনি নিজে আসতেন আমাদের কাছে। বোঝাতেন। বাড়ি ফিরে যেতে বলতেন।"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যেই থেকে যাচ্ছে। তার কারণ আমাদের মূল শত্রু লালজি। তার সঙ্গে আমাদের অন্যরকম দৌড়ঝাঁপের পালা চলছিল। কিন্তু বাবলুর ব্যাপারে ওকে তো আমরা সন্দেহ করি না। তা ছাড়া ওর ব্যাপারটা ওরা জানবেই বা কী করে?"

রিয়াং বলল, "না-জানবেই বা কেন? মনে রেখো ঘটনা বা দুর্ঘটনাস্থলের কাছে লালজির ছায়াপাত কিন্তু যথেষ্ট ছিল। কেন না, যে-গাড়িতে করে অনুকে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল সে তো ওদেরই ভাড়া-করা গাড়ি। ওই লোক দু'জন তো ওদের। হীরা আর পান্না কী যেন নাম। ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েই হয়তো বাবলুর ব্যাপারে জেনেছে ওরা। এমনও হতে পারে, গ্রামবাসীদের ঘর থেকে ওরাই ওকে গোপনে মুক্ত করে মেরে পুঁতেছে। তারপর কাজ হাসিল করে উড়ো ফোনে জানিয়েছে আমাদের।"

বিলু বলল, "ওর ব্যাপারে আর একটি কথাও কেউ বোলো না আমাকে। আমার গা-মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে।"

বিচ্ছু বলল, "ভগবানের ওপর ভরসা রাখো বিলুদা। ওঁর কৃপাতেই এত বাড়বাড়ন্ত আমাদের। আমরা তো ওঁরই খেলার পুতুল। আমাদের অভিযানের মধ্য দিয়েই তো কিশোর মনের উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তোলেন উনি। তাই এমন কিছু উনি করবেন না, যাতে বাবলুদার ক্ষতি হয়। আমরা ব্যর্থ হই। বাবলুদাকে উনি ঠিকই রক্ষা করবেন। মনে হয় বাবলুদা পালাতে গিয়ে অন্য কোনও দুষ্কৃতীর পাল্লায় পড়ে গেছে। হয়তো বা কোনও টেররিস্ট দলের হাতেই।"

বিলু বলল, "তাই যেন হয়। ও যেন আবার আমাদের মধ্যেই ফিরে আসে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। না হলে আমাদের মনোবল দারুণভাবে ভেঙে যাবে।"

রিয়াং বলল, "বাবলুর ব্যাপারে কোনও কূলকিনারাই তো পেলাম না আমরা। এখন অনুর ব্যাপারে কী করবে বলো?"

বিলু বলল, "ওর ব্যাপারেই এখন সবচেয়ে বেশি করে মাথা ঘামাতে হবে। তাই বলি কী, আর আমাদের

বিশ্রামের দরকার নেই। ওকে ওরা সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। লালজিচক্রই কাজ করেছে যদিও, তবুও মনে হয় ওই রাঙাবাবার নামে এখানেই আরও কোথাও কোনও আশ্রম বা অন্য কিছু আছে। তা না হলে কহলগাঁওয়ের ওই গঙ্গাদ্বীপেই দেখা পেতাম ওর।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, নীচে গিয়ে খোঁজখবর নিই চল।"

রিয়াং বলল, "সেইসঙ্গে নিয়মরক্ষার্থে থানাতেও একবার যাওয়া যাক।"

ওরা ঘরে তালা দিয়ে রীতিমতো তৈরি হয়ে যখন নীচে নামছে ঠিক তখনই ওদের ফোন এল ম্যানেজারের ঘরে।

বিলু ফোন ধরতেই রাজারামবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। রাজারামবাবু বললেন, "তোমরা শিগগির একবার অনু মাকে দাও। ওর গলা না শুনলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।"

বিলুর মুখটা কালো হয়ে গেল। তবু বলল, "ও এখন ঘুমোচ্ছে। আসলে আজ সারাটাদিন আমাদের খুব ধকল গেছে তো। আপনি যদি আজ রাতেই অথবা কাল সকালে একবার আসতে পারেন তো খুব ভাল হয়। কেন না, বহু কষ্টে আপনার ওই ধর্মচক্রটিকে আমরা উদ্ধার করেছি।"

"ওতে আর আমার কোনও মোহ নেই বাবা। এখন আমি আমার মেয়েকে ফেরত পেতে চাই। অনুকে দাও।"

"মেয়েকে ফেরত পেতে চান মানে?"

"ওর মা এখনও জানে না। এইমাত্র ম্যানেজারের মুখ থেকে আমি সব শুনলাম। ওর ব্যাপারটা চেপে যেয়ো না আমার কাছে।"

বিলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি কি একবার আসতে পারবেন এখানে? ওই অভিশপ্ত জিনিসটা আমরা আর আমাদের কাছে রাখতে চাইছি না।"

"হ্যাঁ, আমি এখনই রওনা হচ্ছি। এবং কালকের মধ্যেই ওটা আমি তুলে দেব ভিক্ষু মণিভদ্রের হাতে।"

বিলু ফোন রেখে সবাইকে নিয়ে নীচে নেমে এল।

॥ ১৩ ॥

অনু ভাবতেও পারেনি একবার ওইরকম চরম বিপর্যয় হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে আরও একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে বলে। জীবনটা আর যাই হোক, গল্প যে নয়, জীবনই, তা ও বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারল। শুধু বুঝতে পারল না কারা, কেন এবং কী কারণে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে এইভাবে কিডন্যাপ করল। কী অমানুষিক শক্তি ওদের গায়ে। অনু চেষ্টা করেও বাধা দিতে পারল না ওদের।

ওরা ওকে গাড়িতে তুলেই একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে উপস্থিত লোকজন যে যেখানে ছিল ভয়ে পালাল। গাড়িতে ওরা দু'জন ছিল। একজন ওর পেটের কাছে রিভলভারের নলটা ঠেকিয়ে রাখল শুধু। আর একজন খুব জোরে গাড়ি চালাতে লাগল।

অনুর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে তখন। তবু ও কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

যে লোকটা রিভলভারের নল ঠেকিয়েছিল ওর গায়ে, সে বলল, "জাহান্নমে।"

অনু বলল, "আমি তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করিনি।"

লোকটি হাসল। বলল, "আমরাও তোমার ক্ষতি করিনি। শুধু আদর করে গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের ডেরায় নিয়ে যাচ্ছি। কোনওরকম গোলমাল না করে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো চুপচাপ বসে থাকলেই ভাল করবে।"

"তোমরা কি আমাকে কোনও কিছুর বিনিময়ে মুক্তি দিতে পারো না?"

"তোমাকে মুক্তি দেওয়ার মালিক আমরা নই। আর বেশি কথা বলাও আমরা পছন্দ করি না।"

অনু বলল, "ঠিক আছে। রিভলভারের নলটা আমার পেটের ওপর থেকে সরাও। খোঁচাটা একটু জোরেই লাগছে।"

"তুমি হলে একটি ডেঞ্জারাস গ্যাঙের মেয়ে। এটা সরালেই তুমি পালাবার মতলব করবে।"

অনু বলল, "ভাল কথার যুগ নেই দেখছি। এবার কিন্তু আমি চেঁচিয়ে লোকজন ডাকব।"

লোকটি হেসে বলল, "এখানে লোক কোথায় যে ডাকবে? যদিও কেউ আসে, আমার একটি গুলিই তাকে শেষ করে দেবে।"

অনু হতাশ হয়ে পড়ল। সত্যই তো, ওর ডাকে কে-ই বা আসবে? গাড়ি তখন কহলগাঁও ছেড়ে ক্রমশ পাহাড় ও বনভূমির ভেতর দিয়ে ছুটেছে। এখানে চেঁচানো মানেই অরণ্যে রোদন করা।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর অনু বুঝতে পারল দুষ্কৃতীরা ওকে ওর পরিচিত জায়গার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এই পথই সোজা চলে গেছে পাহাড় ও জঙ্গল ভেদ করে পাঁচ প্রহরার জঙ্গল পার হয়ে সাহেবগঞ্জের করম পাহাড়ের দিকে।

অনেকদিন আগে একবার ও স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে এসেছিল এখানকার বিখ্যাত বটেশ্বরনাথের পুজো দিতে। বটেশ্বরের জঙ্গল ও পাহাড়ের যে আকর্ষণ, তা ভোলবার নয়। কহলগাঁও থেকে ট্রেকারেই এসেছিল। মাথা পিছু ছ'টাকা করে ভাড়া। অথচ কত দূরের পথ। কী আনন্দেই না এসেছিল সেবার।

সেই পথ ধরেই ওরা ওকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় যেন। পথের একদিকে জঙ্গল ও পাহাড়ের সারি। আর একদিকে জঙ্গল ও গঙ্গার অববাহিকা। জঙ্গল এখানে খুব যে গভীর তা নয়। ঘন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ি গাঁওয়ে মানুষের বসতিও আছে। এক জায়গায় দেখা গেল পাহাড় ও জঙ্গল এক হয়ে গঙ্গার মাঝখান পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আর সেই পাহাড়ের গায়ে যে মন্দিরগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো অনুর খুবই পরিচিত। ওখানে আছেন জাগ্রত বটেশ্বরনাথ। প্রতিদিন দলে দলে নরনারী আসেন ওখানে পুজো দিতে। ওরা যদি সত্য-সত্যই ওকে নিয়ে যায় ওখানে তা হলে যেভাবেই হোক, ওখান থেকে পালাবার একটা উপায় বের করবেই ও।

অনেকটা পথ আসার পর গাড়ি যখন বটেশ্বরনাথের কাছাকাছি অরিয়পে এসে পৌঁছল অনু হঠাৎই নিজমূর্তি ধরল তখন। লোকটির রিভলভার ধরা হাত চেপে নলের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই ট্রিগারে চাপ পেয়ে শব্দ হল ঢিসুম।

প্রাণান্তকর একটা চিৎকার করে উঠল লোকটি। গুলিটা তার পাঁজরে লেগেছে। শুধু চিৎকার নয়, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সে।

অনুর হাতে তখন দুষ্কৃতীর রিভলভার। সেই রিভলভারের নলটা চালকের ঘাড়ে ঠেকিয়ে বলল, "যদি বাঁচতে চাও তা হলে গাড়ি থামাও। না হলে মাথার খুলি ফুটো করে দেব কিন্তু।"

অগত্যা বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল সে।

অনু গাড়ি থেকে নেমেই বলল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?"

লোকটি রক্তচক্ষুতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "যেখানে নিয়ে গেলে তোমার বাবাকে মোচড় দিয়ে অনেক ফায়দা লোটা যেত সেখানে।" বলেই দ্রুত গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এত সহজে মুক্তির স্বাদ পাবে তা কল্পনাও করেনি অনু। এই মুহূর্তে ও কী যে করবে কিছুই ভেবে পেল না। এই অরিয়প থেকে এক-দেড় কিমি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটলেই বটেশ্বরনাথে পৌঁছে যাবে ও। আর এদিকে তিন কিমি দূরে বিক্রমশীলা খাদান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে কোথাও কোনও খবরাখবর পাঠাবার কোনওরকম ব্যবস্থাই নেই। তার চেয়েও বড় কথা টাকা-পয়সাও তেমন কিছু নেই ওর হাতে। সাকুল্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশি হবেই না।

দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ ও একই জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও পাচ্ছে খুব। এখন এই সামান্য পথটুকু হেঁটে বটেশ্বরে পৌঁছনোই যুক্তিসঙ্গত মনে করল।

অন্যসময় এ-পথে ট্রেকারের দেখা মেলে। আজ একেবারেই সুনসান। রিভলভারের মধ্যে আর কোনও টোটা আছে কিনা তাও বুঝতে পারল না ও। তবু ও জিনিস নিজের কাছে রাখা ঠিক নয় এবং ওতে ওর কোনও প্রয়োজনও নেই ভেবে পথের ধারে একটি আমগাছের কোটরে সেটাকে লুকিয়ে রেখে মন্দিরমুখো হল।

যেতে যেতে কত কথাই না ভাবতে লাগল ও। বিপদ যে শুধু ওর একার হয়েছে তা তো নয়, বাচ্চু-বিচ্ছুকেও উঠিয়ে নিয়েছে ওরা। এদিকে বাবলুর অন্তর্ধানও রহস্যময়। কোথায় যে গেল ছেলেটা। শুধু ওরই জন্য ওর এই বিপদ। ও-ই বারবার জেদ করতে লাগল গর্ত থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য। না হলে বাবলুর ইচ্ছে ছিল সকাল হলে তবেই বেরোবে। বাইরে বেরিয়েই বিপদে পড়ল ও।

ক্লান্ত, অবসন্ন এবং মনের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তা নিয়েই পথ চলতে লাগল অনু। কিছু পথ যাওয়ার পরই এক যাত্রীদলের সাক্ষাৎ মিলল। আশপাশের পাহাড় থেকেও কত লোকজন নেমে আসছে। কেউ কাঠের

বোঝা মাথায় নিয়ে, কেউ জল ভরতে শূন্যকুম্ভে। জল বলতে এখানে গঙ্গারই জল। এই জলেই ওদের সব কিছু। স্নান খাওয়া মুখ হাত ধোওয়া—সব। অনুর খুব ভাল লাগে জায়গাটা। পাহাড়ের ওপরে যেসব ছোট ছোট ঘর আছে সেই ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে। সত্যি, কী সুখের জীবন ওদের। হয়তো আর্থিক স্বচ্ছলতা বলতে যা বোঝায় তা এদের কারও নেই, তবুও গঙ্গার তীরে, পাহাড়ের ওপরে এমন সুন্দর প্রকৃতির মাঝে আরণ্যক পরিবেশে থাকতে পাওয়াটা কি কম ভাগ্যের কথা?

এখানকার এই পাহাড় পর্বতের আরও এক রোমাঞ্চকর আকর্ষণ আছে। পাহাড়ের নিম্নদেশে খাদের মতো যে অংশটা আছে সেখানে আছে ছোট ছোট অংসখ্য গুহা। তবে কিনা প্রতিটি গুহাই পরিত্যক্ত। তার কারণ, অবস্থান দেখে বোঝাই যাচ্ছে জোয়ারের গঙ্গার জল এসে জায়গাটাকে সময়ে সময়ে ভরিয়ে দেয়। তা না হলে সাধুসন্ন্যাসী ও ভিখিরিদের একটা স্থায়ী আস্তানা হয়ে যেত ওই গুহাগুলো।

গুহাগুলোর পাশ কাটিয়ে এসে গঙ্গার ধারে ছায়াশীতল একটু নির্জনে কিছুক্ষণ বসে রইল অনু। তারপর জলে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে পথের ক্লান্তি দূর করল। কিন্তু সঙ্গে কোনও গামছা বা তোয়ালে না থাকায় নিজের জামাতেই মুছতে হল সব কিছু।

এর পর মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে একটি ঝোপড়ির হোটেলে বসে খাওয়াটা সেরে নিল দুপুরের। নিরামিষ ভাত, ডাল, তরকারি মাত্র দশ টাকায়। কিন্তু খাওয়ার পর জল খেতে গিয়েই হল বিপত্তি। এখানে তো কল নেই। তাই গঙ্গার জল। এই ঘোলা জলে মুখ ধোওয়া কুলকুচি করা চলে। কিন্তু না ফুটিয়ে খাওয়া? অসম্ভব। ফলে তৃষ্ণা বুকে নিয়েই আবার পথে নামল অনু। আর এখানে নয়। আবার অরিয়পে ফিরে গিয়ে যে কোনও উপায়েই হোক সন্ধের আগে পৌঁছতে হবে কহলগাঁওতে। বাচ্চু-বিচ্ছুর খবব কী তা ও জানে না। তবে এটুকু জানে ওর জন্যে ওদের দুশ্চিন্তাও নেহাত কম নয়।

ও যখন প্রায় অর্ধপথে তখন দেখতে পেল ঝড়ের গতি নিয়ে সেই গাড়িটা জঙ্গলের বুক চিরে আবার এদিকেই এগিয়ে আসছে।

দেখেই বুক শুকিয়ে গেল ওর।

ও তাড়াতাড়ি বড় একটি আমগাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। গাড়িটা সাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ব্রেক কষল খানিক এগিয়েই। দলে ওরা এখন চারজন। অবশ্য গাড়ির সেই চালককে নিয়েই।

অনু বুঝল আর রক্ষা নেই ওর। এবারে আর কোনও রকম চালাকিই খাটবে না ওদের কাছে। আবার ও নজরে পড়ে গেছে ওদের।

সত্যিই তাই।

চালকের আসনে বসে থাকা লোকটি গাড়ি থামিয়েই চিৎকার করতে লাগল, "ওই, ওই তো সেই মেয়েটা। উয়ো হ্যায় ওহি লেড়কি। মিল গয়ি।"

অনু তখন প্রাণের দায়ে ছুটেছে। তবে সোজা রাস্তায় না গিয়ে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে গাছের ডালপালা ধরে ক্রমশ উঠতে শুরু করেছে ওপরের দিকে।

দুষ্কৃতীরাও শিকারি কুকুরের মতো অনুসরণ করেছে ওকে।

অনু চিৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

ওরাও সমানে চেঁচাচ্ছে, "রুখ্ যাও—রুখ্ যাও।"

ততক্ষণে সমস্ত পার্বত্য এলাকাটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনেক লোকজন ছুটে এসেছে চারদিক থেকে। মার মার রব সবার মুখে। প্রকাশ্য দিবালোকে দিনদুপুরে এ কী!

একটি ঘর থেকে দু'জন মহিলা বেরিয়ে এসে জাপটে ধরলেন অনুকে।

অনু তখন বাজপাখির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া কপোতীর মতো থর থর করে কাঁপছে।

দুষ্কৃতীরাও সবাই জনতার হাতে ধরা পড়েছে।

ধৃতদের একজন সকলকে শান্ত করে যা বলল, তা হল আসলে ওরা চোর জোচ্চোর নয়, গুন্ডামি করতেও আসেনি। সাদা পোশাকের পুলিশের লোক ওরা। অনুর অপহরণের খবরটা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে শুনেছে। তাই পাহাড় জঙ্গলের দিকে একটু ওরা নজরদারি করছিল। এমন সময় এই গাড়ির চালককে ঝড়ের বেগে একজন আহত লোককে নিয়ে কহলগাঁওয়ের দিকে যেতে দেখেই ওরা জোর করে গাড়ি থামায়। তারপর জেরার পর জেরা করে আসল সত্য জেনে আহত সেই লোককে পুলিশের গাড়িতে হসপিটালে পাঠিয়ে

চালককে ধরে ওই মেয়ের খোঁজে এখানে এসেছে। এদিকে মেয়েটি ওদের সঙ্গে চালককে দেখে ওদেরও দুষ্কৃতী ভেবে ভয়ে পালাচ্ছে। এখন মেয়েটিকে উদ্ধার করে ওরা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে চায়।

ওদের মুখে সব শুনে ভুল ভাঙল সকলের।

অনুও চোখের জল মুছে সেই মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীচে নামল।

সাদা পোশাকের পুলিশের একজন লোক চালকের জামার কলার ধরে তাকে আসনে বসিয়ে নিজেও বসল তার পাশে। বাকি তিনজনের সঙ্গে অনু বসল পেছনের সিটে।

গাড়ি অরিয়পের দিকে এগিয়ে চলল।

মোড়ের মাথায় তখন দু'-একটি ট্রেকার, এদেশে বলে অটো ট্যাক্সি, কহলগাঁওয়ের যাত্রীর আশায় অপেক্ষা করছিল।

ওদের গাড়ি সেই জায়গাটা এড়িয়ে এক জায়গায় এসে হঠাৎই থেমে গেল। গাড়ি থামিয়েই চালক সিট থেকে নেমে এসে রক্তচক্ষুতে অনুর দিকে তাকিয়ে বলল, "শয়তান মেয়ে, এই জঙ্গলেই তোকে আজ জ্যান্ত পুঁতব আমরা। তুই কি ভেবেছিস এরা সত্যি সত্যিই সাদা পোশাকের পুলিশের লোক? এরা সকলে আমাদের দলের কর্মী। ওই জায়গায় ওইরকম মিথ্যে বলা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। এখন বল ওই রিভলভারটা তুই কোথায় রেখেছিস?"

অনু এত ভয় পেল যে এমন ভয় ও কখনও পায়নি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "এইখানেই একটা গাছের কোটরে।"

"সেই গাছ কোথায়?"

"ওই ওদিকে।"

"দেখাবি চল। একটা রিভলভারের দাম সম্বন্ধে ধারণা আছে তোর? ওই রিভলভার না পেলে তোর গায়ে কেরোসিন তেল দিয়ে পুড়িয়ে মারব তোকে। আমার বন্ধু রুস্তম তোরই জন্যে গুলি খেয়ে ছটফট করছে। বুলানারার বাড়িতে কী কষ্ট পাচ্ছে বেচারি। ওকে তো হাসপাতালে দেওয়া যাবে না। হাতুড়ে দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে তাই। অথচ গোলমাল না করলে বটেশ্বরে গঙ্গার ধারে মোহনলালের প্রাসাদে আরামে থাকতিস। রাঙাবাবার গদিতে সাধুসঙ্গ হত। পরে তোর বাবার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ছেড়ে দিতাম তোকে। কিন্তু এখন আর তুই বাঁচবি না।"

অনু কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "আমি আর বাঁচতে চাইও না। তোমরা আমাকে এখনই মেরে ফ্যালো।"

"তোকে মারবই। সময় হলে। তবে কিনা সুখের মৃত্যু হবে না তোর। খুব কষ্ট দিয়েই মারব তোকে। হয় জ্যান্ত পুঁতব, নয় তো পুড়িয়ে মারব। মোহনলাল যেমনটি বলবেন তেমনটি হবে। তার আগে সেই গাছটা আমাকে চিনিয়ে দে।"

এত লোকের সঙ্গে কি পেরে ওঠে অনু? তাই বাধ্য হয়েই সেই গাছটি দেখিয়ে দিল ওকে।

চালক রিভলভারের জন্য গাছের কোটরে হাত ঢুকিয়েই আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল। তারপর অন্য হাতে সেই হাত চেপে ধরে মাটিতে শুয়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় সে কী আছাড়কাছাড়।

বাকি তিনজন তখন ছুটে এসেছে ওর কাছে, "ক্যা হুয়ারে বলী! ক্যা হুয়া তেরে কো।"

এতক্ষণে জানা গেল চালকের নাম।

বলীর মুখ দিয়ে তখন গ্যাঁজলা উঠছে। সর্বাঙ্গ কেমন যেন নীলাভ হয়ে আসছে ওর। দারুণ বিষাক্ত সাপ নিশ্চয়ই।

সত্যিই তাই। ওই কোটরে ছিল বিষাক্ত এক সাপের বাসা। অথবা গর্ত থেকে বেরিয়ে কোনও পাখির ডিম কিংবা শাবককে খেতে ঢুকেছিল সে। অনু রিভলভারটা কোটরে ঢুকিয়ে দেওয়ার সময় সেটা তার গায়ে পড়ার জন্য দারুণ রেগে ছিল। হয়তো বা ফোঁস ফোঁস করছিল। এখন বলী রিভলভার নেওয়ার জন্য হাত ঢোকাতেই গায়ের ঝাল মেটাতে মোক্ষম ছোবল দিয়েছে ও।

এই মুহূর্তে ওকে নিয়ে যে বাকিরা কী করবে তা ভেবে পেল না। তার কারণ ওদের তিনজনের একজনও গাড়ি চালাতে পারে না। বলীর মতো বলীয়ানের এখন শেষ দশা। কিন্তু তাকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবারও কোনও উপায় নেই।

বনাঞ্চল হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়ে গেল। ওর অবস্থা দেখে অধীর হল সকলেই। অথচ এই মুহূর্তে ওকে নিয়ে কী যে করা যায় তা ভেবে পেল না কেউই। তার কারণ সর্পাহতর অবস্থা এতই করুণ যে ধীরে ধীরে সকলের সব কিছুর আয়ত্তের বাইরেই চলে যাচ্ছে ও। এখানের ডাক্তার বদ্যি

সব কিছুই কহলগাঁও অথবা ভাগলপুরে। তাই একসময় বিষে জর্জরিত হতে হতে দারুণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে স্থির হয়ে গেল বন্দী।

এদিকে ওই ডামাডোলের মধ্য দিয়ে অনুও যে কখন উধাও হয়ে গেল তা টেরও পেল না কেউ। ওকেও আর ধারেকাছে দেখা গেল না কোথাও। তিন দুষ্কৃতীও তখন বিপদ বুঝে গাড়ি ফেলে রেখেই ধরা পড়বার ভয়ে নিমেষে গা ঢাকা দিল। কথায় আছে আপনি বাঁচলে পরের নাম।

অনু তা হলে কোথায় গেল? দিশ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে তখন জঙ্গলের পথ ধরেই ছুটছে। তবে কিনা বটেশ্বরের জঙ্গলে নয়, তার বিপরীতে কালো মেঘের মূর্তি নিয়ে যে ভীষণ দর্শন পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। সেদিকে জঙ্গল আরও ঘন, আরও গভীর।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে আসতে লাগল। ও এখন আত্মরক্ষার তাগিদে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, আকস্মিকভাবে কোনও বন্যজন্তুর মুখোমুখি হওয়ার ভয়টাও আর রইল না ওর। শুধু এই নরদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার তাগিদেই এক সময় গভীর জঙ্গলে একটি পাহাড়ি গাঁওতে এসে হাজির হল।

মাত্র তিন-চার ঘর কাঠুরিয়ার বাস এখানে।

ও হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই সবাই বিস্ময় নিয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে।

এই কাঠুরিয়ারা দুমকা জেলার লোক। এবং আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত।

ওকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখেই ওদের একজনের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল 'দেলাইয়া বাঙ।' কথাটার মানে কী অনু তা বুঝল না।

মাথায় ফেট্টি বাঁধা এক যুবক ওর দিকে এগিয়ে এসে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই কে বটে?"

অনু বলল, "আমি তোমার বহিন। ডাকু লোগ হমকো উঠাকে লে গয়ি। ভাগকে আয়া।"

"বাঙালি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার নাম লখিন্দর। এই যে তির-কাঁড় দেখছিস আমার হাতে এটা থাকলে যমকেও আমি ডরাই না।"

"আমার বড় তিয়াস লেগেছে দাদা।"

"জল তিষ্টা পেইয়েঁছে বল।"

"হ্যাঁ তাই। আমাকে একটু জল দাও।"

"একটু কেন, প্রাণ ভরে, পেট ভরে খা। ওই দূষিত গঙ্গার জল আমরা খাই না। রহড়ু ঝরনার জল খাই। মিঠা জল। দারুণ হজমি। এক গিলাস জল খেলেই সব কিছু হজম হয়্যেঁ যাবে।"

অনু ওদের উঠোনে পাতা একটা চাটাইয়ের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, "ওরা যদি আমার খোঁজে এখানে কেউ আসে তুমি তা হলে বাধা দিয়ো ওদের।"

লখিন্দর হেসে বলল, "বাধা তো দিব নাই রে। একেবারে খতম করয়্যেঁ দিব। উদের মরণের সময় ঘনিয়ে এলে তবেই উরা আসবে ইখানে।"

কমলি আর বুধি নামে দুটি মেয়ে ঝরনার সুমিষ্ট জল এনে খেতে দিল ওকে। সেইসঙ্গে কয়েকটা বাতাসা।

অনু সারাদিনের তৃষ্ণা চেপে রেখেছিল বুকে। এবার একটা দুটো বাতাসা মুখে দিয়েই আলগোছে ঘটির জল খেতে লাগল ঢক ঢক করে।

জল যে জীবন তা যেন এই প্রথম অনুভব করল অনু।

দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমে এল। একজন একটি হ্যারিকেন জ্বেলে চাটাইয়ের মাঝখানে রাখল ওর পাশে।

একজন প্রবীণ বললেন, "তুই বল এবার, তুই কে? কুথা হত্যে এলি? এমন সুন্দরীপানা চেহারা তুর, কাদের ভয়ে তুই ইখানে এলি?"

অনু আরও একটু জল চেয়ে খেল। তারপর এক এক করে বলতে লাগল সব। ওর কথা শেষপর্যন্ত শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

প্রবীণ বললেন, "আমরা বুনো, আমরা পাহাড়ি। মানুষ আমরা। তাই মানুষের ক্ষতি করি না। কিন্তু সভ্যরা মানুষ নয়। ওরা গেরস্তের ঘরের ক্ষতি করে। ছেলেটেলে তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। টাকাপয়সার দারুণ লালস উদের। আমরা তা নই। গরিবগুর্বো লোক আমরা। খেয়ে-পরে শুধু বাঁচতে চাই। দালানকোঠা

আমাদের কোন কাজে লাগবে? এই বন-পাহাড়, এই চাঁদের আলোই আমাদের ভাল।"

লখিন্দর বলল, "সেইজন্যই তো আমাদের অধিকার অর্জন করে নেবার জন্য আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইছি।"

অনু বলল, "তোমরা জয়যুক্ত হও। তবে কিনা আজকের রাতটুকুর মতো আমাকে এখানে আশ্রয় দাও তোমরা। কাল সকালেই আমি চলে যাব।"

"কুথায় যাবি? সাহেবগঞ্জ না কহলগাঁও?"

"কহলগাঁওতেই যাব। ওখানেই তো আমার বন্ধুরা সবাই আছে।"

"ঠিক আছে। তুই থাক ইখানে। কাল ভোরেই আমি নিজে সঙ্গে করে পঁউছে দিয়েঁ আসব তোকে।"

অনু স্বপ্নেও ভাবেনি এই বনপ্রদেশে এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় ও সত্যিই পাবে বলে। কী দারুণ সুন্দর ওরা। সত্যই বন্যেরা বনে সুন্দর।

ওকে ঘিরে একদল মেয়ে এসে বসল তখন। কেউ ওর বয়সি। কেউ ওর চেয়ে একটু বড়। কেউ আরও ছোট।

একজন বাটিতে করে তেলমাখা মুড়ি পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে গেল। আর একজন দিয়ে গেল এক কাপ চা। কী দারুণ আন্তরিকতা।

সকলে ওকে খুব আদরযত্ন করতে লাগল। অভয় দিতে লাগল। অনুও নিশ্চিন্ত হল।

সবে দু'-এক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছে অনু এমন সময় দূর থেকে একটা কোলাহলের শব্দ ওর কানে এল। মনে হল দলবদ্ধভাবে কারা যেন এদিকেই আসছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল অনুর।

পল্লীর কুকুরগুলো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেদিকে ছুটল। লখিন্দরও অন্য এক যুবককে ইশারা করে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রায় তৈরি হয়েই এগিয়ে গেল সেদিকে।

মেয়েরা বলল, "তুর কুন্যো ভয় নাই রে। তেমন বুঁইলে আমরা তুকে অন্য কোথাও সরিয়েঁ দুব্বো।"

কিন্তু না। অন্য কোথাও যেতে হল না। একটু পরেই দেখা গেল ওবা সবাই নিরস্ত হয়েই ফিরে আসছে।

ব্যাপারটা যে কী হল জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হল সকলেই। ওরা ফিরে এল বটে কিন্তু ওদের চোখে-মুখে কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।

ওরা এসে ওদের মেয়েদের একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই সবাই আড়চোখে একবার দেখল অনুকে। তারপর ঘাড় নেড়ে হাত নেড়ে ওরাও কী যেন বলল। মনে হল সায়ে সায় দিল।

লখিন্দর আর ওর সঙ্গের যুবক আরও কয়েকজনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবার।

মেয়েদের ভেতর থেকে একর্জন একটি টর্চ নিয়ে অনুর কাছে এসে ওর হাত ধরল। তারপর একটু চাপা গলায় ওকে বলল, "আয় তুই আমার সঙ্গে।"

অনু ভয়ে ভয়ে বলল, "কোথায়?"

"আয় না। তুর ভালর জন্যই বুলছি রে। কে কীভাবে নিব্যে তা কে জানে?"

বাধ্য হয়েই অনু অনুসরণ করল মেয়েটিকে। মেয়েটির নাম কমলি। ওর হাতে একটা টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় পথ দেখে জঙ্গলের ঝোপঝাড় এড়িয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। খানিক যাওয়ার পর একটি ঝরনার কাছে এসে পৌঁছল ওরা। বেশ বড়সড় ঝরনা। অনেক উঁচু থেকে জলপ্রপাত হচ্ছে। সেই জল পাথরের খাঁজ কেটে পাহাড়ের ঢালু পথে নেমে যাচ্ছে নিম্নভূমিতে।

ওকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার কিছুই বুঝল না অনু। একসময় একটি ছোট্ট কাঠের ঘরের দরজা খুলে কমলি বলল, "তু ইখানেই থিক্যে যা রাতটুকু। লখিন্দর কাল তুকে নিয়েঁ যাবে।"

অনু বলল, "এই জঙ্গলে এই ঘরে আমি একা থাকব?"

"কী করব বল? আমাদের উখানে তুকে রাখ্‌খা যাবেক না। আজ রাতে একটু খুন খারাপি হবে, তাই। চল্লিশ পঞ্চাশজন আসছে আজ। আমাদের গেরামে মিটিন হবেক।"

"কারা মিটিং করবে?"

"মুক্তি মোর্চার ওরা। তুকে উরা ভালভাবে লিবেক নাই। তাই ইখানেই থাকবি তুই। ভাল থাকবি। একটু বেশি রাতে আমি আসব।"

অনুর হাত-পা যেন কাঁপতে লাগল থরথর করে।

কমলি ওকে সেই কাঠের ঘরে ঢুকিয়ে ছোট্ট একটি চিমনি লণ্ঠন জ্বেলে বিদায় দিল। যাওয়ার আগে ওকে

বারবার নিষেধ করে গেল, কোনও অবস্থাতেই ও যেন এই ঘরের বাইরে পা না দেয়। তার কারণ, এই ঘন জঙ্গলে পূর্ণ পাহাড়ের চারদিকেই আছে অসংখ্য গুহা। সেইসব গুহায় আছে ক্ষতিকারক হিংস্র জন্তুদের বাস। তা ছাড়াও কত যে দুষ্কৃতী তাদের বদ মতলব নিয়ে আশপাশে ঘাপটি মেরে আছে তা কে জানে?

এই বনবাসে একা অনুর বুক ভয়ে কাঁপতে থাকলেও ও যে অন্য দুষ্কৃতীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে এই আনন্দেই তৃপ্ত ও।

ওকে ওরা এখানে নিয়ে এসে ভালই করেছে। তার কারণ, ওইসব উগ্রপন্থীরা আদিবাসী। এই মুহূর্তে রাজনীতির আবর্তে দারুণভাবে খেপে আছে ওরা। এই রাতেই ওরা কোনও রোমহর্ষক কাণ্ড কিছু করবার মতলব নিয়েই এখানে এসেছে। ওদের মাঝে ওকে দেখে কেউ যদি অন্যরকম কিছু মনে করে তবেই মুশকিল। সে কারণে ওর নিরাপত্তাকে জোরদার করবার জন্যই ওর এই নিঃসঙ্গ বাস।

অনুর মধ্যে ভয়ের ভাবটা একটু বেশিই। সে ভয় অন্য কিছুর নয়, ভূতের। কিন্তু পরিস্থিতির জন্যই বুঝি এখন ওর নিজেকে দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারাস বলে মনে হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এখনও পর্যন্ত যা ও করেছে তা বড় কম নয়। অবশ্য ভাগ্য ওর সহায় হয়েছে খুবই। ভাগ্যই তো ভগবান। তাই আর কোনও কিছুতেই ভয় পাওয়া উচিত নয় ওর।

এই বনে পাহাড়ে কাঠের ঘরটি কেন এবং কীজন্য কবা হয়েছিল তা কে জানে?

ঘরের মধ্যে বাঁশ-বাখারি ও জঙ্গলের কাঠ দিয়ে ক্যাম্পখাটের মতো ছোট্ট একটি মাচা করা। তাতেই পুরু করে খড় বিছানো আছে। আর আছে দুর্গন্ধযুক্ত একটি কম্বল ও চাদর। অনুর গা গুলিয়ে উঠল। তবু কী আর করে? এমন অরণ্যবাস তো গৃহবাসের মতো হয় না। জীবনের এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

ও সেই শয্যাতেই দেহটা এলিয়ে দিয়ে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগল।

বাবলুর কথা বারবার মনে পড়তে লাগল ওর। ছেলেটা যে কোথায় গেল! ও কি বেঁচে আছে? কোনও বন্যজন্তুর কবলেই কি পড়ে গেল ও? না কি কোনও উগ্রপন্থী দলের হাতে পড়ে গেল? ওরা তো সবাই এখন হিংস্র। কাল সকালে এই দলের সাহায্য নিয়ে যতক্ষণ না ও কহলগাঁওয়ে যেতে পাবছে ততক্ষণ কোনও কিছুই জানতে বা বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া শুধু বাবলু তো নয়, বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওর চোখের সামনেই অপহরণ করা হয়েছে। এই বিপদের মাঝখানে ওরাই বা কোথায়? ওদের খবরও যদি ভাল না হয়? কহলগাঁওয়ে পৌঁছে যদি ওদের ব্যাপারেও কোনও খারাপ কিছু শোনে? তখন কিন্তু নিজেকেই ওর সবচেয়ে বড অপরাধী বলে মনে হবে। কেন না, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই চরম বিপর্যয় তো ওকে কেন্দ্র করেই।

ভাবতে ভাবতে ঘুমের বদলে চোখে জল এল অনুর।

বাবলু অনেক করে বারণ করেছিল সেদিন ওদের ঘর থেকে না বেরোতে, কিন্তু ওরা শোনেনি। রিয়াংকে সঙ্গে নিয়ে অসার একটা যুক্তি খাড়া করে কতকটা জেদের বশেই ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছিল বিপজ্জনক জায়গার কাছাকাছিই। পরিণামে যা হওয়ার তাই হল। অর্থাৎ কিনা হাতেনাতে ফল। তারই পরিণতিতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই আজ বিপন্ন।

ঘরের মধ্যে এইভাবে বসে থাকতে থাকতে একসময় প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেল অনুর। কিন্তু আশ্চর্য! ঘরের মধ্যে কোথাও এতটুকুও জলের ব্যবস্থা নেই। এক জায়গায় একটি প্লাস্টিকের বোতল পড়ে আছে। তাও সেটা খালি। ও অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে পিপাসা চেপে রেখেও যখন আর থাকতে পারল না, তখন বোতলটা হাতে নিয়ে জলের আশায় দরজার কাছটিতে এসে দাঁড়াল।

এখানে আসবার সময় যে ঝরনার পাশ দিয়ে ও এসেছিল সেখানেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। ঝরনার কলকল শব্দ এখানেও কানে আসছে ওর। কিন্তু ঘরের বাইরে যাওয়ার আগে আবার মনে পড়ল সেই নিষেধাজ্ঞার কথা। কমলি বারবার বলে গেছে, সাবধান করে গেছে, কোনও অবস্থাতেই ও যেন ঘরের বাইরে পা না দেয়। একবার ভুল করে যখন এই বিপর্যয় তখন আবার ভুল করে না জানি কী হবে।

এদিকে তৃষ্ণাও আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। জিভটা যেন টেনে ধরছে ভেতর থেকে। আবার ভয়ও হচ্ছে। জঙ্গল তো শুধুই জঙ্গল নয়, ভীষণ জঙ্গল। এই জঙ্গলে বিপদও যেমন হাত বাড়িয়ে আছে, মরণের ফাঁদও তেমনই পাতা আছে সর্বত্র। তবু ও কাঠের ছোট্ট জানলা দিয়ে বাইরের পরিস্থিতিটা দেখে নিল একবার।

আকাশের ভরন্ত চাঁদ থেকে জ্যোৎস্না যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে এই বনভূমে। দিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি স্পষ্ট প্রতীয়মান। ছায়া-ছায়া কালো-কালো জঙ্গলের মধ্যে কোনও আতঙ্কই নেই। চারদিকে যেন স্বর্গের সুষমা। জঙ্গলের কিরকিরে পোকাদের কর্কশ ডাক একটানা কানে আসছে ওর। বেশ খানিকক্ষণ

সেদিকে তাকিয়ে থাকবার পর একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করে নিল। মনে করল এখানে এসে ওই আদিবাসীদের সাহচর্য যদি না-ই পেত? তা হলে? তা হলে একার সিদ্ধান্তেই যা করবার তাই করতে হত ওকে। এই ভেবে পা টিপেটিপে দরজা খুলে ঘরের বাইরে পা দিল ও।

ঝরনা তো এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তার পাশ দিয়েই এসেছে ও। তাই বনজ্যোৎস্নার আলোয় অন্ধকারে এক পা এক পা করে অতি সন্তর্পণে ঝরনার দিকে এগিয়ে চলল ও।

একসময় এসে পৌঁছলও ঝরনার কাছে। তারপর আকণ্ঠ জলপান করে প্রথমেই তৃষ্ণা নিবারণ করল। পরে বোতল ডুবিয়ে জল-ভর্তি করে ঝরনার কাছ থেকে সরে এসে ভাবল এইভাবে একাকী নির্জনে তিলতিল করে সময়ের অপচয় করবার কোনও প্রয়োজনই নেই। তার চেয়ে ও বরং ওই আদিবাসী পল্লীতেই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকুক। ওদের মিটিং কতক্ষণ হবে না হবে তা তো জানা নেই। তবে কিনা তার পরের অবস্থাটা যে কী হবে তা ও জানে। নেশায় উন্মত্ত হয়ে যা ইচ্ছে তাই করবে ওরা। অনুকে যে ওই ঘরের মধ্যে রেখে গেছে সে-কথা মনেও থাকবে না ওদের। কেন না, এদের প্রকৃতি ও জানে। অনু তাই এক পা এক পা করে এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু পাথরে পা দিয়ে ক্রমশ নামতে লাগল নীচের দিকে।

নামছে তো নামছেই। নামার আর শেষ হয় না। একসময় ও আরও ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। এর পরে আর পথ নেই। একপাশে অগভীর খাদ। নিশ্চয়ই ভুল পথে এসে পড়েছে ও। সেখান থেকেই কার যেন একটা চাপা আর্তস্বর কানে এল ওর। উঃ উঃ করে একটানা এবং একভাবে।

ভয়ের পরিবর্তে অনুর সাহস এল এবার। ও সেই খাদের দিকে অল্প একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "কে? কে এখানে?"

উত্তর এল, "জল। একটু জল।"

অনু দেখল একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ, দেখে মনে হল কোনও চার্চের ফাদার বা ওইরকমই কেউ 'জল জল' করছেন।

কিন্তু উনি এখানে কেন? কীভাবে এলেন?

অনু কণ্ঠে সমবেদনা এনে বলল, "আমার কাছে জল আছে। আপনি কি আমার হাতের জল খাবেন?"

"আমি যিশুর আজ্ঞাবহ। আমার কাছে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। মরণাপন্ন রোগীর জীবনরক্ষার সময় রক্তের প্রয়োজনে যেমন জাতিবিচার করা হয় না, তেমনই জলগ্রহণেও কারও কোনও দ্বিধা করা উচিত নয়। এই মুহূর্তে তুমি আমাকে জল দান করে আমার তৃষ্ণার অবসান ঘটাও। এই জলে এখন আমার জীবনরক্ষা হবে না। তবুও আমি তৃপ্ত হব। এই জল আমি পান করব প্রভু যিশুর অমৃতবারি মনে করে। প্রভু সকল জীবের প্রতিই করুণাময়। তাই এই বনের মধ্যেও আমার আসন্ন মৃত্যুর প্রাক্কালে তোমার হাত দিয়ে এই অমৃতসুধা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অগভীর খাদ। অনু তাই লাফিয়ে নামল খাদের ভেতর। তারপর সেই প্লাস্টিক বোতলের জল ফাদারের মুখের কাছে ধরতেই ঢকঢক করে সেই জল তিনি পান করে নিলেন। তারপর 'আঃ' করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে অনুকে কাছে টেনে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "পরম করুণাময় তোমার মঙ্গল করুন। জলের খোঁজে অন্ধকার জঙ্গলে এসে আমি হঠাৎ মাথা ঘুরে এই খাদের মধ্যে পড়ে গেছি। আমার আয়ু ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর বড়জোর দু'-দশ মিনিটের মধ্যেই আমার দেহান্ত হবে। তোমার এই বোতলে অবশিষ্ট যে জলটুকু আছে তা আর-এক তৃষ্ণার্তর জন্য নিয়ে যাও মা।"

"কোথায় নিয়ে যাব আমি?"

"এই খাদের পেছন দিকে ছোট্ট এক সর্পিল পথ একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবে। ওই পথে খানিক গেলেই বহুদিনের পুরনো একটি ভাঙা বাড়ি তোমার নজরে আসবে। ওখানেই আমি এই অরণ্যবাসীদের মধ্যে প্রভু যিশুর বাণী প্রচার করবার ব্রত নিয়ে আছি। বাড়ির সামনে একটি যিশু ক্রশ আছে। তুমি সেখানেই যাবে। তুমি কে তা জানি না। মাতা মেরি তোমার ভাল করুন। প্রভু যিশু তোমার মঙ্গল করুন। আর—।"

আর কী তা বলতে পারলেন না। হঠাৎই স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

অনু বুঝতে পারল, ফাদারের দেহান্ত হল।

সে তাঁরই নির্দেশিত পথে বাকি জলটুকু নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেই ভাঙা বাড়ির দিকে। সত্যি, ভগবান যে কখন কাকে দিয়ে কী করান তা তিনিই জানেন। কিছুটা পথ যাওয়ার পরই বহুদিনের পুরনো একটি বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ও। বাড়িটা সত্যিই ভেঙে-পড়া বাড়ি। কোন আমলে কাদের দ্বারা যে তৈরি তা কে জানে। এর একটি-দুটি ঘরই যা অক্ষত আছে। এরই মধ্যে তৃষ্ণার্ত কে যে অপেক্ষা করছে তা কে জানে?

অনু ধীর পায়ে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। কেন না, এই ঘরেরই ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অনু এসে সেই ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দিতেই যে এসে দরজা খুলে দিল তাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল অনু। এ কাকে দেখছে ও? এও কী সম্ভব! দূরে বহু দূরে কোথা থেকে যেন একটা নিশাচর ডেকে উঠল তার কর্কশ স্বরে। কী একটা পাখিও যেন ডানা ঝাপটাল পাশেরই একটি গাছের ডালে। অনুর চোখে আর পলক পড়ে না। ও সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! বাবলু তুমি!"

বাবলুও যারপরনাই অবাক হয়ে বলল, "তুমি এখানে! ওরা কোথায়?"

ওরা যে কোথায় অনুই কি তা জানে? ও জলের বোতলটা বাবলুর হাতে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "সব দোষ আমার। আমার জন্যই সবকিছু। আমার জন্যই সকলের এই পরিণতি। আমায় তুমি ক্ষমা করো বাবলু।"

বাবলু বোতলের সবটুকু জল নিঃশেষ করে মৃদু হেসে বলল, "ভাগ্যচক্র মানো? ভবিতব্য?"

"না মেনে কি উপায় আছে?"

"তা হলে? কারও জন্যই কিছু হয় না। যা হয় তা অবধারিত বলেই। আমাদের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে গীতা নামে একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। তোমার মায়ের কাছেও আছে নিশ্চয়ই। সময় করে একটু পড়ে নিয়ো। গীতা পড়ার কোনও বয়ঃসীমা নেই। গীতার বাণী পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গীতার বাণী ইংরেজরা কীভাবে প্রচার করেছেন জানো? হাউ টু লার্ন ইংলিশ নামে বইয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইংরেজি শেখানোর মাধ্যমে গীতার বাণীই মরমে পশিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাই বলি, কোনওরকম ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য কাউকেই দায়ী কোরো না। লালজি ভিমানির লোকরা ওইদিন তোমার বাবার ওখানে ঝামেলা করতে না গেলে তো এই অভিযান কেন, তোমার সঙ্গে আমার বা আমাদের কারও পরিচয়টুকুও হত না। তুমি আমাকে মির্জাচৌকি, না কী যেন নাম, সেখানকার সেই খাদের ভেতর থেকে সকাল হওয়ার আগেই উঠতে না বললে তো আমিও দুষ্টচক্রে পড়ে যেতাম না। আবার এখানে এই বনের মধ্যে হঠাৎ করে তোমার আমার এই দেখা হয়ে যাওয়াটাও একটা দৈবঘটিত নয় কী? একদিকে তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, অপরদিকে তোমার হাতেই তৃষ্ণার জল। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ কখন কীভাবে হয় কেউ কি তা বলতে পারে? কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি এখানে কীভাবে এলে?"

মৃদু হেসে অনু বলল, "তা হলে তোমার ভাষাতেই বলি, ঈশ্বরের ইচ্ছায়।"

বাবলু বলল, "এসো, ভেতরে এসে বোসো।"

ঘরের মধ্যে একটি তক্তাপোশের বিছানায় বসল অনু।

বাবলু বলল, "আমাব জন্য তৃষ্ণার জল আনতে অসুস্থ ফাদার গিয়েছিলেন এখানে কোথায় যেন একটা ঝরনা আছে সেইদিকে। তুমি কি তাঁর দেখা পেয়েছ? তিনি কোথায়?"

অনু নতবদন হয়ে বলল, "তিনি নেই।"

"নেই মানে?"

"তাঁর দেহান্ত হয়েছে।"

"কী বলছ তুমি!"

"সম্ভবত মাথা ঘুরেই অগভীর একটি খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। পথহারা আমি তাঁর দর্শন পাই। তাঁকেও আমি তাঁর অন্তিম সময়ে জলদান করি। দেহান্তের আগে তিনিই আমাকে এখানে আসবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এক তৃষ্ণার্ত জলের আশায় অপেক্ষা করছে এখানে। তার জন্য তুমি জল নিয়ে যাও।"

বাবলুর দু' চোখ বেয়ে তখন জলের ধারা নেমেছে।

অনু বলল, "তখন কি জানতাম তুমিই সেই তৃষ্ণার্ত।" বলে রুমালের খুঁট দিয়ে বাবলুর চোখের জল মুছিয়ে দিল অনু।

বাবলু বলল, "পরহিতে নিজের জীবনকে যাঁরা দান করেন তাঁদের কী বলে জানো?"

"মহাপুরুষ। মহান আত্মা তাঁদের। মনীষী তাঁরা। এবং নরশ্রেষ্ঠ।"

বাবলু বলল, "ফাদার যেখানে অন্তিম শয়নে শায়িত আছেন তুমি আমাকে একবার সেখানে নিয়ে যেতে পারো অনু।"

"হ্যাঁ পারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে এখন তুমি কী করবে?"

"ওঁর দেহটাকে সমাধিস্থ করব।"

"কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে!"

"কোথায় অন্ধকার? দেখছ না, চারদিকে কত আলো।"

"বেশ, তবে চলো। কিন্তু তুমি এখানে কীভাবে এলে তা তো জানা হল না।"

"জানাবার অবকাশটা পেলাম কোথায় বলো?"

অনু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। যাই হোক, এখন জানাজানির ব্যাপারটা থাক। আগে ফাদারের শেষকৃত্যটা করে আসি চলো।"

ওরা ঘরের কোণ থেকে একটা কোদাল ও শাবল নিয়ে সেই খাদের কাছে এল। তারপর ওখানেই, যেখানে একটু মাটির ভাগ বেশি, সেখানে একটি গর্ত করে সযত্নে সমাধিস্থ করল ফাদারকে। তারপর একটি যিশু ক্রশ এঁকে ফিরে এল ঘরে।

বাড়ির পেছন দিকে একটি কুয়ো আছে। সেই জল ঠিক ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। ওরা দড়ি-বালতি নিয়ে সেই জল তুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল।

বাবলু বলল, "এবার বিশ্রাম। কিন্তু এই মুহূর্তে খিদেয় আমার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে যে।"

"আমারও। কিন্তু উপায় কী বলো?"

"উপায় একটা আছে। সেই উপায়কে কার্যকর করতে গেলে আবার আমাদের জলের সন্ধানে বেরোতে হবে।"

"জল বুঝি একটুও নেই?"

"এক ফোঁটাও না। অথচ ফাদারের এখানে সবকিছুই আছে। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা, আলু, কপি, সব। এমনকী স্টোভ ও জ্বালানি কাঠও আছে। নেই শুধু জল।"

"তা হলে উনি কীভাবে কী করেন?"

"ওই ঝরনার জলেই সবকিছু হয়।"

অনু পাকা রাঁধুনির মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আগে তা হলে জলের ব্যবস্থাটাই করা যাক। তারপরে রান্নাবান্না। কেন না, সারারাত না খেয়ে তো থাকা যায় না।"

বাবলু বলল, "ঝরনার পথ তুমি চিনতে পারবে?"

"খুব পারব। ওই খাদের গা বেয়ে যে পথটা ক্রমশ ওপরদিকে উঠে গেছে, ওইদিকেই ঝরনাটা। তা ছাড়া জলের শব্দেই তো টের পাওয়া যাবে।"

বাবলু বেশ বড়সড় দেখে জল আনার একটি পাত্র নিয়ে বলল, "তুমি তা হলে এদিকের ব্যাপারটা দ্যাখো। আমি জল নিয়ে এখনই আসছি।"

অনু বলল, "ওটি হচ্ছে না। আর আমি ছাড়ছি না তোমাকে। জল আনতে গিয়ে আবার কার পাল্লায় পড়ে যাও তা কে বলতে পারে? গেলে দু'জনেই যাব। যা হওয়ার একসঙ্গে দু'জনেরই হবে।"

কথাটা মন্দ বলেনি অনু। আর কোনওরকমভাবেই দু'জনের ছাড়াছাড়ি হওয়াটা ঠিক নয়। বলা যায় না কখন কী হয়।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়েই দেখল মাটিতে পোঁতা সেই ক্রশটার কাছে সারা গায়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজনে ফাদারের কাছে এসেছে ও।

বাবলু লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

লোকটিকে দেখে মনে হল খুব গরিব এবং দেহাতি। ও ওর ভাষায় দুঃখের কথা কত কী যেন বলে গেল। ওর একটি কথারও মর্মোদ্ধার হল না।

বাবলু বলল, "তুমি কি ফাদারের কাছে এসেছ?"

এইবার একটু হাসি ফুটল লোকটির মুখে। দারুণ উল্লসিত হয়ে ঘাড় নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

বাবলু ম্লানমুখে বলল, "তিনি তো নেই।"

লোকটি ইঙ্গিতে জানতে চাইল, কোথায় তিনি?

অনুও তখন এগিয়ে এসেছে ওদের কাছে। এসে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝাল, ওঁর দেহান্তের ব্যাপারটা।

লোকটি স্তব্ধ হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

অনু বলল, "শোনো।"

ঘুরে তাকাল লোকটি।

"ফাদারের কাছে তুমি কেন এসেছিলে?"

লোকটি করুণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে মুখের কাছে হাত এনে বোঝাল, একটু কিছু খেতে পাওয়ার আশায়।

বাবলু দু'হাত নেড়ে লোকটিকে আশ্বস্ত করে বলল, ফাদার না থাকলেও ফাদারের ছেলেমেয়েরা আছে। অতএব খাদ্য পেতে কোনও অসুবিধে হবে না ওর। এখানে সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে। শুধুমাত্র ঝরনাটা কাছাকাছি থাকায় নেই শুধু জলের ব্যবস্থাটা। এখন ওরা গিয়ে জল নিয়ে এলেই রান্নার ব্যবস্থা হবে। আর রান্না হয়ে গেলে খাবার পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।

বাবলুর বক্তব্যটা বোধগম্য হতেই লোকটি কম্বল ফেলে টান হয়ে দাঁড়াল। তারপর দারুণ উৎসাহে ওর হাত থেকে জলের জায়গাটা নিয়ে ওদের ঘরে থাকতে বলে নিজেই গেল জল আনতে।

এই বন-জঙ্গলের দেশে ঝরনাতলা রাতের অন্ধকারে কখনওই নিরাপদ নয়। তার ওপর অনেকটা খাড়াই বেয়ে ওপরে ওঠার ব্যাপার আছে। অতএব দারুণ নিশ্চিন্ত হল ওরা।

বাবলু আর অনু একটুও সময় নষ্ট না করে খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে রান্নার আয়োজন করে ফেলল। এখন শুধু জল আসার অপেক্ষা। রান্নার আয়োজন মানে তেমন কিছুই নয়। এই রাতে এমন ক্ষুধার মুহূর্তে, এত উত্তেজনা নিয়ে কী-ই বা করা যায়? একটু শুধু চালেডালে ফুটিয়ে নেওয়া ছাড়া?

ফাদারের ঘরে চায়েরও সরঞ্জাম ছিল।

অনু বলল, "জল এলে আগে একটু চা খেতে হবে।"

বাবলু বলল, "এমন অজানা অচেনা জায়গা, অথচ ঈশ্বরের কী করুণা দ্যাখো। আহার, আশ্রয় সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে এখানে। এমনকী জলটুকু পর্যন্ত আনতে যেতে হল না আমাদের।"

অনু বলল, "সত্যি, এবার বুঝেছি বিপদে কখনও ভেঙে পড়তে নেই। বিপদ যিনি দেন, বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পথও তিনিই করে দেন। দুঃখ দেন বলেই তো দুঃখজয়ীর জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে দেন তিনি।"

কিছু সময়ের মধ্যে লোকটি জল নিয়ে এলে তাকে দাওয়ায় একটা চাটাই পেতে বসতে দিয়ে ওরা ওদের কাজে লেগে পড়ল। আগে এক কাপ করে চা খেয়ে গরম গরম খিচুড়ি একটু উদরস্থ করতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

লোকটি বাইরের ক্রশের কাছে ওর কম্বলটা ফেলে রেখেই চলে গিয়েছিল। এখন সেটা নিয়ে এসে সারাগায়ে মুড়ি দিয়ে চাটাইতে বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কী একটা গানের সুর ধরল।

ওদিকে ঘরের ভেতরেও চলল জোর তৎপরতা।

অনু যে কী সাংঘাতিক চটপটে মেয়ে তা এভাবে এই পরিবেশের মধ্যে ওকে না দেখলে বোঝা যেত না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিন কাপ চা তৈরি করে ফেলল অনু।

বাবলু একটা কাপ বাইরের অতিথিকে দিয়ে এসে নিজের কাপে চুমুক দিল।

অনু তখন চালে-ডালে-আলু-কপিতে এক করে চাপিয়ে দিয়েছে স্টোভে।

রাত নিঝুম। কিন্তু আতঙ্কিত নয়। ঘরের মধ্যে দু'জন। বাইরেও একজন অতিথি। তাই ভয়ডরেরও কোনও ব্যাপার নেই।

চা খেতে খেতেই বাবলু বলল, "এবার বলো তোমার কথা। কীভাবে তুমি এখানে এলে? ফাদারের সঙ্গেই বা তোমার যোগাযোগটা হল কীভাবে? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর খবর কী? রিয়াং কোথায়? পঞ্চু ওর অবর্তমানে ঠিক আছে কিনা, সব বলো।"

সেই মাচার বিছানায় মুখোমুখি বসে অনু বলল, "সবার সব খবরই ভাল। কিন্তু তবুও আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছি বাবলু। আমি কোনওরকমে ভাগ্যের জোরে পালিয়ে বাঁচলেও বাচ্চু-বিচ্ছুর কপালে কী যে হয়েছে তা কে জানে?"

আতঙ্কিত বাবলু বলল, "কী হয়েছে বাচ্চু-বিচ্ছুর? কোনওরকম সাসপেন্স না রেখে সব আমাকে খুলো বলো। আমার মনপ্রাণ, আমার আত্মা, সব যে পড়ে আছে ওদের দিকে।"

অনু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা এক এক করে সবই খুলে বলল বাবলুকে। ওদের অপহৃতা হওয়ার সময় থেকে ও কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে জঙ্গলে এল, সব বলল।

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল বাবলু।

বাবলুকে অনেকক্ষণ চুপ করে একভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে একসময় অনু বলল, "কী হল তোমার বাবলু? হিমালয়ের মতো অমন ধ্যানস্থ হয়ে গেলে কেন?"

বাবলু বলল, "হব না, ওদের এই চরম বিপদের মুহূর্তে আমিই রইলাম দলছুট হয়ে। বিলু, ভোম্বল কি পারবে ওই অপহরণকারীদের মোকাবিলা করতে?"

অনু বলল, "আমিও তাই ভাবছি। ওরা নিশ্চয়ই শুধু বাচ্চু-বিচ্চুর জন্য সচেষ্ট হবে না। আমার ব্যাপারেও মাথা ঘামাবে। কিন্তু আমি যে মুক্ত বিহঙ্গী তা তো ওরা জানবে না। শুধু শুধু সময় এবং উদ্যম নষ্ট করবে ওরা।"

"আমরা যেখানে আছি এই জায়গা থেকে কহলগাঁও কতদূরে বলতে পারো?"

"পারি। খুব একটা বেশিদূরে আমরা নেই। অরিয়পের জঙ্গলে আছি আমরা। এই পাহাড়ের বিপরীত দিকে যে পাহাড় সেখানে আছে বটেশ্বরনাথের মন্দির। মা গঙ্গা বয়ে চলেছেন ওইখানকার পাহাড়ের কোল বেয়ে।"

"আচ্ছা, আজ রাতে কি কোনওভাবেই কহলগাঁওতে পৌঁছনো যায় না?"

"অসম্ভব। এই জঙ্গলে দিনমানেই পরিবহণের অভাব হয়ে যায়। রাতে কোথায় কী পাবে? তা ছাড়া বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় আছে। লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে।"

বাবলু দু' হাতে কপালটাকে টিপে ধরে বলল, "কিন্তু আমি যে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না।"

"তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার অধিনায়ক। তুমি এত ঘাবড়ে গেলে কী করে হবে? একটু আগেই তুমি না আমাকে গীতার বাণী শোনাচ্ছিলে? এখন তুমিই ভেঙে পড়ছ? তুমি স্থির হও। মনকে শক্ত করো। ভোর হলেই রওনা হব আমরা।"

বাবলু বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ অনু। শত্রুর মোকাবিলায় ভেঙে পড়া মানেই পরাজয়কে বরণ করে নেওয়া।"

"তবে? নাই বা রইলে তুমি। বিলু, ভোম্বল, পঞ্চু এরা কি কম? আর আছে রিয়াং-এর মতো একটি দুঃসাহসী মেয়ে। বাচ্চু-বিচ্চুকে ওরা শত্রুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনবেই।"

"হ্যাঁ। ওদের প্রতি এই বিশ্বাসটুকু আমার আছে।"

"এখন বলো তোমার কথা। তুমি কীভাবে এখানে এলে? ফাদারের সঙ্গেই বা তোমার পরিচয় হল কীভাবে?"

বাবলু বলল, "আমার কথা বলতে শুরু করলে সময় লেগে যাবে অনেক। এতক্ষণে মনে হয় খিচুড়িটা তৈরি হয়ে গেছে। আগে খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিই এসো। তারপর ধীরেসুস্থে বলা যাবে সবকিছু।"

খিদে অনুরও কম পায়নি। তাই বাবলুর কথামতো খিচুড়িটা একটু নেড়েচেড়েই নামিয়ে নিল।

বাইরে একজন ক্ষুধার্ত অতিথি শুয়ে আছে। তাকেও ডেকে এনে খেতে বসাল। তিনজনে এক হয়ে এই বনস্থলীতে নৈশভোজন শেষ করল এক সময়।

আহারান্তে অতিথি আবার সেই দ্বারপ্রান্তে আশ্রয় নিল।

বাবলু সেই মাচানের গদিতে এলিয়ে দিল দেহটা।

অনু একটা চাটাইয়ের ওপরে কম্বল বিছিয়ে গুছিয়ে বসে বলল, "এইবার বলো তোমার কথা। শরীর যদিও খুব ক্লান্ত তবু আজ রাতে আর ঘুম নয়। কাল সকাল হলেই পালাব আমরা এখান থেকে। প্রয়োজনে আদিবাসীদের সাহায্য নেব।"

বাবলু বলল, "শোনো তবে—।" বলে ওর বক্তব্য শুরু করল।

মন্ত্রমুগ্ধর মতো ওর কথা শুনে যেতে লাগল অনু। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে কী অপূর্ব লাগছিল তখন ওর মুখখানি। অনু তো নয়, অনুরাধা।

॥ ১৪ ॥

রাত যত নিঝুম হচ্ছে, চারদিকের নিশাচর পশুপক্ষীরা ততই সরব হয়ে উঠছে। বাইরে যে মানুষটি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে তার বুকেও মনে হচ্ছে ভয়ডর নেই। অথচ এই জঙ্গলে বাঘ ভালুক বা তেমন কোনও হিংস্র জন্তু নেই এ-কথা কি হলফ করে বলা যায়? বিশেষ করে কাছেই ঝরনা রয়েছে সেখানে। তবুও এখানকার জঙ্গলের ব্যাপারস্যাপার ওদের চেয়ে ও-ই বেশি জানবে। সে যাক। বাবলু ওর কাহিনী যা বলল তা এইরকম—

বাবলু তো কোনওরকমে গাছের ডালপালা আঁকড়ে শক্ত শিকড় ধরে খাদের ভেতর থেকে ওপরে উঠল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ওরা চারজন ছিল। বাবলু একা। চারজনই বয়সে যুবক। এমন কিছু ভয়ংকর চেহারা নয়। মাঝারি ধরনের ছিপছিপে চেহারার চারজন। কিন্তু কী ভীষণ

শক্তিশালী তারা। বাহুর বেষ্টনী যেন লোহার মতো। ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কোনও লাভ হবে না জেনেই অযথা শক্তিক্ষয় করল না বাবলু। তবু যেটুকু বাধাদানের চেষ্টা করেছিল তাতেই সাধের পিস্তলটা হারাল ও।

ওরা ওকে টানতে টানতে এক জায়গায় নিয়ে গেলে একজন একটু কর্কশ গলায় বলল, "বঙ্গালি বাচ্চা মালুম হোতা।"

আর একজন বলল, "বাচ্চা? কৌন বাচ্চা? আভি পয়দা হুয়া ক্যা? কমসে কম চৌদ্দ পন্দরো সাল উমর হোগা।"

আর দু'জন যারা ছিল তারা দু'জনই বাঙালি। এবং বিহারের বাসিন্দা।

ওদের একজনের নাম তোলা, আর একজনের নাম ভোলা।

তোলা ওর চুলের মুঠি ধরে বলল, "এই রাতদুপুরে ওই খাদের ভেতরে ঢুকে কী করছিলি?"

বাবলু বলল, "কিচ্ছু না। আমাকে একজনরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের খপ্পর থেকে পালাতে গিয়ে ওই খাদের ভেতরে পড়ে যাই।"

"মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পাসনি। অত উঁচু থেকে খাদের ভেতরে পড়লে তোর হাড়গোড় আস্ত থাকত?"

বাবলু বলল, "সত্যিই আস্ত থাকত না। ভাগ্য ভাল যে পড়ে যাওয়ার সময় কতকগুলো গাছগাছালি ধরে ফেলি তাই রক্ষে। ওগুলো সুদ্ধু হড়কাতে হড়কাতে আমি পড়েছি।" বলে বলল, "এই দ্যাখো না, আমার হাত পা সব কেমন ছড়ে গেছে।"

ভোলা নামের যুবক বলল, "হ্যাঁ, দেখলাম। তোর কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু খাদের ভেতরে পড়ে যাওয়ার পর তুই কী দেখলি?"

"চোখে সরষেফুল। অনেকক্ষণ তো আমার জ্ঞানই ছিল না।"

"এইটা মিথ্যে কথা বললি। কোথাও থেকে পড়ে গেলেই কেউ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়? তা ছাড়া জ্ঞান হারানোর মতো কেউ পড়লে তার এইভাবে পালাবার ক্ষমতা থাকে? তুই তো দেখছি দিব্যি চনমনে আছিস। ওই খাদের ভেতরে আর কে আছে?"

বাবলু দেখল মহা বিপদ। খাদের মধ্যে অনু আছে। কিন্তু সে-কথা তো বলা যাবে না। এই রাতদুপুরে অনুকে সাহায্য করবার কেউ নেই। অনু যদি কোনওরকমে এদের খপ্পরে পড়ে যায় তো ওর অবস্থা যে কী হবে তা কে জানে? বলল, "কে আবার থাকবে ওর ভেতর? কেউ নেই। কেউ থাকলে কি আমি একা আসতাম?"

অন্য দু'জন এবার ওদের কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

ওরা ওদের কথা শুনে বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার।

তোলা বলল, "তুই সত্যি বলছিস কি মিথ্যে বলছিস তা খতিয়ে দেখবার সময় নেই আমাদের। তুই এখন আমাদের হিট লিস্টে পড়ে গেছিস। অতএব তোকে মরতেই হবে।"

বাবলু বলল, "মরতে তো একদিন সবাইকেই হবে। কিন্তু আমার অপরাধ?"

"আমাদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান তুই জেনে গেছিস।"

"তোমরা চোর না ডাকাত?"

"আমরা যে কী তা আমরাই জানি না। বোমা ছুড়তে, গুলি চালাতে, মানুষ খুন করতে আমাদের খুব ভাল লাগে। তোকে দেখে বেশ ভাল ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। তোকে যদি ছেড়ে দিই তুই তা হলে কাল সকালে লোকালয়ে গিয়ে আমাদের কথা সবাইকে বলে দিবি আর আমাদের ঘাঁটির সন্ধান পুলিশ পেয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে শোনো, পুলিশের ভয়েই আমি এখানে এসে লুকিয়েছিলাম। আমাকে কেউ চুরি করেও আনেনি কিচ্ছু নয়। এতক্ষণ সব মিথ্যে কথা বলেছি আমি।"

ভোলা বলল, "পুলিশের ভয়ে?"

"হ্যাঁ। আমি একজন কনস্টেবলকে খুন করেছি। খুন করে পুলিশের তাড়া খেয়েই এখানে এসে লুকিয়েছি। আসলে আমি ভাল ঘরের ছেলে হলে কী হবে, সঙ্গদোষে শুধু বারোটা নয়, পৌনে একটা বেজে গেছে আমার। তাই বলি কি ভাই, আমাকে তোমরা পুলিশের হাত থেকে বাঁচাও। আমাকেও দলে নাও তোমাদের। পিস্তল রিভলভার থেকে পাইপগান, সবই চালাতে পারি আমি।"

ভোলা বলল, "জেনে সুখী হলাম। তবে ভাইটি, আমরা অপরিচিত কাউকে দলে নিই না। আমরা মুক্তি মোর্চার সৈনিক। বহিরাগতর সাহায্য আমরা নেবই বা কেন? তা ছাড়া তুমি একটি ঘোড়েল বয়। তোমার এই

ধাপ্পায় আমরা বিভ্রান্ত হব এমন ধারণাও মনের কোণে স্থান দিয়ো না। তুমি একটা মিথ্যে যখন বলেছ তখন একাধিক মিথ্যে বলবে। অতএব চলো, তোমাকে মেরে ওই খাদের মধ্যে ফেলে দিই। তুমি যখ হয়ে আমাদের সবকিছু পাহারা দাও।"

তোলা বলল, "আমরা মোর্চার কাজও করি, ভেতরে ভেতরে অন্য কাজও। আমরা আসলে সংগ্রামী নই। সংগ্রাম করলে জীবন দিতে হয়। আমাদের কাজ জীবন নেওয়া। আমরা অস্ত্র জোগান দিই। তুই যখন জেনেই ফেলেছিস তখন শোন, ঘড়া ঘড়া—।"

ওর কথা শেষ করার আগেই ওর মুখ চেপে ধরল অন্যেরা। তোলার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, "পোঁতা আছে। তুই সেগুলো পাহারা দিবি।"

আর কোনও কথা নয়, ওরা ওকে টানতে টানতে আবার খাদের কাছে নিয়ে এল।

তোলা বলল, "তুই ভগবানে বিশ্বাস করিস?"

"করি বইকী! না হলে গর্তে পড়েও বাঁচলাম কী করে?"

"এখন আর তুই বাঁচবি না। আমরা যার মৃত্যুদণ্ড দিই, ভগবানের সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করে। ভগবান আমাদেরকেও ভয় করে। আর সেজন্যই তোর বাঁচার কোনও উপায় নেই।"

ভোলা তখন বাবলুকে মারবে বলে সস্তার একটা পাইপগান তুলে ধরেছে। কিন্তু ধরলে কী হবে? একসময় দ্যাখা গেল পাইপগান সুদ্ধু সে-ই শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

ঘন কালো কম্বলে মুড়ি দিয়ে কে যেন এসে পেছনদিক থেকে তোলাকেও আলিঙ্গন করল।

তারপরই ধুন্ধুমার কাণ্ড। 'বাবা রে-মা রে' বলে বাকি দু'জন দৌড়ে পালাল। তোলা আর ভোলা তখন রীতিমতো লড়ে যাচ্ছে। প্রায় দশ-বারোটা ভালুকের মোকাবিলা করা কি দু'জনের পক্ষে সম্ভব! পলাতক দু'জনেরও একজন আবার পড়ে গেল ভালুকের খপ্পরে।

বাবলু তখন প্রাণের দায়ে ছুটল জঙ্গলের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে গ্রামের দিকে। কিন্তু গ্রামে ঢুকেও বিপদ। গ্রামের যত কুকুর ওইভাবে ওকে আসতে দেখে চিৎকারে মাত করে দিল। সে এমনই অবস্থা যে, আর একটু হলেই কামড়ে দেয় আর কী!

এদিকে কুকুরগুলোর চিৎকারে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামও তখন জেগে উঠেছে। সবারই হাতে লাঠি বল্লম, ধারালো অস্ত্র। সবার মুখেই "চোর-চোর-ডাকু-পাকড়ো—।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ঘরের ভেতর থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে ওর হাত ধরে ওকে টেনে নিল ঘরের ভেতর। নিয়েই দরজায় খিল দিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "চু-উ-উ-প।"

হতভম্ব বাবলু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে তখন।

রেড়ির তেলের প্রদীপের স্বল্পালোকে বাবলু দেখল এই কুঁড়েঘর আলো করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমনই এক কিশোরী, যে কিনা ওর চোখে পরম বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই নয়।

মেয়েটির যেমন ফরসা গায়ের রং, তেমনই মিষ্টি তার মুখ। অথচ দারুণ গাম্ভীর্য তার। ওই মিষ্টি মুখের মাধুরীতেও এতটুকু হাসি নেই। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "কৌন হো তুম?"

বাবলু ভয়ে কথা বলারও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তখন। একটু আগেই যে অবস্থায় ও পড়ে গিয়েছিল তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অত কুকুর যেভাবে তেড়ে এসেছিল তাতে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত ওকে। তার ওপর ওই সশস্ত্র গ্রামবাসীর দল। উঃ কী ভয়ানক!

মেয়েটি আবার বলল, "চুপ কিঁউ রহে। নাম তো বতাও।"

"আমার নাম বাবলু।"

"বাঙ্গালি?"

"জি হ্যাঁ।"

"ইধার ক্যায়সে আ গয়ে তুম?"

দরজায় তখন ঘন ঘন করাঘাত হচ্ছে, "গান্ধারী! এ গান্ধারী!"

মেয়েটির নাম গান্ধারী। ও বাবলুকে ওর তক্তাপোশের নীচে ঢুকে যেতে বলে বিছানার বেডশিটটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিল। দিয়ে দারুণ অভিনয় করে যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙে উঠছে এমন ভান দেখিয়ে দরজার খিল খুলে বলল, "কিঁউ বাবুজি!" বলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইতনি শোর কিঁউ হো রহে? আপসব কিঁউ জাগ উঠা?"

"চোর আয়া, চোর!"

"ইস্ গাঁওমে চোর! গোহরা (ঘুঁটে) লেনে কে লিয়ে?"

"নেহি। চোর নেহি তো টেররিস্ট তো হো সকতা।"

"শো যাও বাবুজি, শো যাও। হামকে পরিশান মাৎ করো। নিদ আ রহা হ্যায় মুঝকো।"

"ঠিক হ্যায়। তুম শো যাও। ইধার কোঈ আয়া নেহি তো?"

"নেহি।" বলে দরজা বন্ধ করে আবার খিল দিল।

বাবলুর ভয় তখনও কাটেনি। এখনকার মতো রেহাই পেলেও এর পর এখান থেকে বেরোবে কী করে? কথায় বলে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। ওদিকে চার-চারজন দুষ্কৃতী ও একপাল ভালুক। এদিকে হিংস্র কুকুর ও ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। এমন বিপদে বাবলু কখনও পড়েনি। মৃত্যুর মুখ থেকে বারেবারে ফিরে এলেও এবারে ও বড়ই অসহায়।

বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বেডশিট গুটিয়ে গান্ধারী ইশারায় ডাকল ওকে।

বাবলু তক্তাপোশের তলা থেকে বেরিয়ে বিছানায় বসবার উপক্রম করতেই গান্ধারীর চোখদুটো শাণিত হয়ে উঠল। চাপা অথচ গম্ভীর গলায় বলল, "উধার নেহি। ইধার।" বলে পাশেই রাখা একটা বেতের মোড়া দেখিয়ে দিল ওকে।

লজ্জিত বাবলু মোড়াতেই বসল। বসে ভয়ে ভয়ে তাকাল গান্ধারীর দিকে। গান্ধারীকে দেখে ওর দারুণ ভাল লেগে গেছে, কিন্তু ওর ওই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত হয়ে আসছে ওর। এমন তেজস্বিনী মেয়ে ও কখনও দ্যাখেনি।

গান্ধারী বলল, "এবার বলো তুমি কে? কোন মতলব নিয়ে রাতের অন্ধকাবে এই গ্রামে ঢুকেছ তুমি?"

বাবলু বলল, "কোনও মতলব নিয়েই আমি এখানে আসিনি। ভালুকের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতেই এখানে এসে পড়েছি।"

"এত রাতে ভালুক তোমাকে কোথায় তাড়া করল?"

"ওই ওদিকের জঙ্গলে।"

"ওদিকের জঙ্গলে এই রাতদুপুবে তোমার কোন কাজকারবারটা ছিল?"

বাবলু বলল, "আমাকে আগে একটু জল দাও। তারপর সব বলছি তোমাকে।"

গান্ধারী জলের জাগ থেকে জল নিয়ে ওকে খেতে দিল। তারপর বলল, "যা বলবে সত্যি বলবে। মিথ্যে বললেই আমি ধরে ফেলব। বাঙালি ছেলেরা বড় বেশি পলিটিকস করে। ওরা পরিণাম চিন্তা কবে না। তাই ওদের বিশ্বাস করি না আমি।"

বাবলু বলল, "আমার সঙ্গে পলিটিকসের কোনও সম্বন্ধই নেই।"

"না থাকলেই ভাল।"

বাবলু তখন ওর পরিচয় দিয়ে আগাগোড়া সমস্ত কথা খুলে বলল গান্ধারীকে।

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল গান্ধারী। বলল, "তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি খুব ভাল ঘরের ছেলে। কিন্তু আমার বাড়ির লোকজন, গ্রামবাসীরা তা বুঝবে না। তাই আমি তোমাকে আমার ঘরে ডেকে নিয়েছিলাম। আমি ছেলেদের সঙ্গে মিশি না। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও বজায় রাখি না। প্রয়োজনে দু'-একজনের সঙ্গে কথা বললেও আমল দিই না কাউকে। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির মেয়ে আমি। আশা করি তুমিও তাই। আমি ভাগলপুরে থেকে পড়াশোনা করি। ক'দিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম, তাই তোমার জীবনরক্ষা হল। না হলে এরা কোনও কিছু না দেখে না বুঝেই হয়তো মেরে দিত তোমাকে।"

"তুমি ভাগলপুরে কোথায় থাকো?"

"ভাগলপুর তোমার পরিচিত জায়গা?"

"একবারই গেছি ভাগলপুরে।"

"তা হলে আমি যে জায়গায় থাকি সেই জায়গার নাম বললেও তুমি বুঝবে না। তবে এর পরে ফের যদি কখনও যাও তা হলে শহর থেকে দূরে গঙ্গার তীরে মহর্ষি মেহীর আশ্রমে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তুমি আমাকে পাবে। ওই জায়গাটা আমার খুব প্রিয় জায়গা। ওখানে বসে আমি গঙ্গার শোভা সৌন্দর্য দেখি।"

"মহর্ষি মেহীর আশ্রমে অবশ্য যাইনি আমরা।"

"তা যাবে কেন? তুমি ভাগলপুরে গিয়েছিলে শহর দেখতে, নাথনগরের জৈন মন্দির দেখতে, মান্দার হিলে পর্বত দেখতে। তাই না?"

বাবলু বলল, "মোটেই তা নয়। এই যে ভালুকের তাড়া খেয়ে এই গ্রামে এসে ঢুকেছি, সে কি গ্রাম দেখতে? না কি তোমার ঘরে ঢুকে বসে আছি তোমার মুখ দেখব বলে?"

ফোঁস করে উঠল গান্ধারী। বলল, "বাজে কথা একদম বলবে না। আমি যদি একবার চেঁচিয়ে উঠি তা হলে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার গ্রামের লোকেরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমাকে।"

বাবলু বলল, "বাঃ, চমৎকার। চমৎকার তোমাদের গ্রামবাসীরা। বিপন্ন একজন মানুষ তোমাদের গ্রামে আশ্রয় নিলে তাকে তোমরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দাও। আর সেই গ্রামের মেয়ে হয়ে তুমি এমন ভাব দ্যাখাচ্ছ যেন তুমিই যত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির ধারক। মহর্ষি মেহীর আশ্রমে বসে গঙ্গার শোভা দেখে তোমার রুচি কত পবিত্র তাও বোঝাতে চাইছ। ছিঃ! ডাকো তোমার গ্রামের লোককে। তারা আমার কী করে দেখি। মরতে আমি ভয় পাই না।" বলেই টান হয়ে উঠে দাঁড়াল বাবলু।

গান্ধারী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "কই ডাকো, চুপ করে আছ কেন? না পারলে বলো আমিই ডাকি।"

গান্ধারী শিউরে উঠল বাবলুর কথায়। বলল, "চুপ। অ্যায়সা মাৎ করো। এতে তোমার আমার দু'জনেরই বিপদ।"

বাবলু চুপ করল।

গান্ধারী বলল, "গ্রামের মানুষরা খারাপ নয়। আসলে এরা লেখাপড়া শেখেনি তো, তাই এদের বোধশক্তি খুব কম। রাতের অন্ধকারে তোমার মতো কাউকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখলে চোর ওরা ভাববেই। আর সেরকম ধারণা ওদের মাথায় একবার চেপে বসলে কেলেঙ্কারির চরম করে দেবে ওরা। না হলে ওদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোনও ভয় নেই। কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে তুমি এসে পড়েছ তাতে করে এই মুহূর্তে ওদের ভুল কিন্তু ভাঙানো যাবে না।"

"বেশ। এবার তা হলে আমাকে বিদায় দাও। মনে হচ্ছে ওরা এবার হাল ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়েছে।"

"এখনই নয়। সময় হলেই তোমাকে আমি যেতে বলব। তবে একটা কথা বলে রাখি, তুমি যা যা বলেছ, তোমার সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি। আর সেজন্যই তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "আমাকে তোমার বিশেষ প্রয়োজন?"

"হ্যাঁ। তার কারণ, আমার একটি কাজের জন্য আমি তোমাকে পেতে চাই। মনে হয় সে কাজটা তুমিই করে দিতে পারবে।"

"কী কাজ?"

"তার আগে এই প্রদীপের আলোয় আমার মুখখানা তুমি খুব ভাল করে একবার তাকিয়ে দ্যাখো।"

"অনেক আগেই দেখেছি তোমাকে। তোমার মতো মেয়ের মুখ দেখতে আলোর দরকার হয় না।"

"এবার তা হলে ওই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো।"

বাবলু এতক্ষণ লক্ষ করেনি ছবিটাকে। এবার ছবির খুব কাছে গিয়ে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, "চমৎকার।"

"বলতে পারো ছবিটা কার?"

"মনে হচ্ছে চিতোরের রানি পদ্মিনীর।"

"আবার দ্যাখো। ভাল করে দেখে বলো।"

"এ তো তোমারই ছবি। কী সুন্দর!"

"এই আমি, আর ওই ছবির আমি, দু'য়ের মধ্যে কোনটা বেশি সুন্দর?"

"আমার চোখে দুই-ই সমান।"

"তা কী করে হবে? দুই কখনও এক হয়? ওই ছবির মধ্যে যে আমাকে দেখছ, তিনি আমার মা।"

"ওঁর মধ্যে আমি তো তোমাকেই দেখছি।"

"আসলে মায়ের মুখের আদলটা আমিই পেয়েছি।"

"তোমার মা কোথায়?"

গান্ধারীর চোখদুটি এবার জলে ভরে এল। বলল, "আমার মা বেঁচে নেই।"

বাবলু স্নেহভরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে এলে গান্ধারী পিছিয়ে গেল। তেমনই গম্ভীরভাবে বলল, "কোনওরকম অছিলা নিয়েই আমাকে ছুঁয়ে দ্যাখবার চেষ্টা তুমি করবে না। প্রয়োজনে আমি তোমার পায়ে পড়ব। কিন্তু তুমি অটল থাকবে। তবেই তো পৌরুষ জাগ্রত হবে তোমার। সব ছেলেরই এমন আদর্শ হওয়া উচিত।"

বাবলু বলল, "আয়্যাম স্যরি।"

"থ্যাঙ্কস।" বলে নিজেই নিজের চোখের জল মুছে বলল, "মা'ই আমার জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমাকে বজ্রের মতো কঠিন হতে শিখিয়েছেন। মা বেঁচে থাকলে আমি হয়তো অন্যসব মেয়েদের মতোই হতাম।"

বাবলু বলল, "তোমার মায়ের কোনও অসুখ করেছিল?"

"না। শিবরাত্রির দিন গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে বটেশ্বরের পুজো দিতে দিয়েছিলেন মা। সেই যে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। কয়েকদিন পরে বিক্রমশীলার খাদানের কাছে এক জায়গায় মায়ের মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দ্যাখা গিয়েছিল।"

শিউরে উঠল বাবলু, "সে কী!"

"এই ব্যাপারে আমি একজনের বদলা নিতে চাই। আমার একার পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করলেই সেটা সম্ভব হতে পারে।"

"আই মাস্ট ডু ফর ইউ। কিন্তু কার ব্যাপারে বদলা নিতে চাও সেটা তো আমার জানা দরকার।"

"অবশ্যই। সে শুধু আমার নয়, তোমাদেরও শত্রু। একটু আগেই তার নাম তোমার মুখে শুনলাম।"

"কে তিনি? লালজি ভিমানি?"

"না। তার নাম বিন্ধ্যাচল রাম।"

বাবলু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গান্ধারীর মুখের দিকে চেয়ে।

গান্ধারী না হেসে তেমনই গম্ভীর মুখে বলল, "কী দেখছ অমন করে?"

বাবলু বলল, "তোমার ভেতরের আগুনটাকে। তোমরা মেয়েরা আমার চোখে এক পরম বিস্ময়। আমরা তোমাদের বাইরের রূপটাকেই দেখি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে মহাশক্তি লুকিয়ে থাকে তার সন্ধান আমরা কেউই রাখি না।"

"শোনো বাবলু, ওইসব তত্ত্বকথা শোনবার সময় আব ধৈর্য আমার কোনওটাই নেই। আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়া। তুমি বা তোমার দলের ছেলেমেয়েরা যা, তাতে তোমরাই পারবে এই কাজে আমার সহায়তা করতে। ওই যে তোলা ভোলা ইত্যাদি যাদেব নাম তুমি কবলে, ওরাও ওই বিন্ধ্যাচলেরই লোক। তোমরা হিমালয় টলাতে পারো, বিন্ধ্যাচল ওপড়াতে পারবে না!"

বাবলু বলল, "আমার কথাগুলো যদি মন দিয়ে তুমি শুনে থাকো তা হলে নিশ্চয়ই জেনেছ শুধু লালজি ভিমানি নয়, বিন্ধ্যাচল রামও আমাদের টার্গেট। অতএব ওই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

গান্ধারী বলল, "এখন রাত তিনটে। তাব ওপরে নিশুতি রাত। গ্রামের সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এই রাতেই আমি তোমাকে গোপনে নিয়ে যাব বিন্ধ্যাচলের ডেরায়।"

"সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূরে?"

"দূর আছে। জঙ্গলের পথ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে ডাকুয়ার মোড়ে রামবিলাসের আড্ডা। আড্ডা কথাটার মানে এখানে ঠেক। রামবিলাস অনেক ট্রান্সপোর্টের মালিক। ওইখান থেকে দিকে দিকে ট্রাক যায় ব্যাপারিদের জিনিস আনতে। ওই ট্রাকেরই একটাকে ম্যানেজ করে আমাদের যেতে হবে আন্তিচক গ্রামে। বিন্ধ্যাচল রাম ওখানেই আছেন। উনিই ওখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

বাবলু বলল, "তবে যে শুনেছিলাম উনি কহলগাঁওতে থাকেন।"

"ঠিকই শুনেছিলে। কহলগাঁওতে ওঁর বিশাল প্রাসাদ। গঙ্গার খুব কাছেই। তবে কিনা আন্তিচকেই উনি থাকেন ইদানীং। জমিদার লোক। চাষবাসের দ্যাখাশোনা করেন। সেইসঙ্গে চুরি ডাকাতি থেকে নানারকম অসামাজিক কাজ।"

"কিন্তু এইভাবে আমাকে নিয়ে যে তুমি চলে যাবে, কাল সকালে এই ঘরের মধ্যে যখন তোমাকে দ্যাখা যাবে না, তখন তোমার বাবা বা অন্যেরা চিন্তা করবেন না?"

"আমার ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। তোমাকে যেতে বলছি তুমি চলো। তা ছাড়া কাল সকাল হওয়ার আগে তোমাকে তো এখান থেকে এমনিই যেতে হবে।"

"আমিও যাওয়ার জন্য তৈরি। শুধু যাওয়ার আগে অনুর খোঁজে আর একবার ওই খাদের কাছে যেতে চাই। যদি ও ওই দুর্বৃত্তদের কবলে না পড়ে থাকে তা হলে ওকে তো উদ্ধার করতেই হবে। বেচারি এতক্ষণে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে হয়তো। আমার পিস্তলটাও আমি খুইয়েছি ওখানেই, তাই—।"

গান্ধারী বলল, "তোমার পিস্তলের জন্য আমি চিন্তা করছি না, তবে অনুরাধার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে

খুব। আগে চলো ওকেই উদ্ধার করি ওই খাদের ভেতর থেকে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে আসবে কিন্তু। জ্যোৎস্নার রাত। পথেও কোনও অসুবিধে হবে না।"

ওরা দু'জনে ঘরে তালা লাগিয়ে পথে বের হল। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল খাদের দিকে।

গান্ধারী সঙ্গে থাকায় কুকুরগুলো আর অযথা চেঁচামেচি করল না। বরং কিছুটা পথ ওদের সঙ্গেও এল।

খানিক আসবার পর একটি ছোটখাটো মেটে ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। বাবলুকে একটু আড়ালে সরে যেতে বলে গান্ধারী সেই ঘরের দরজায় টকটক করে শব্দ করল।

ঘরের ভেতর থেকে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে বেরিয়ে এলে তার হাতে চাবি দিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলে বাবলুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "চলো।" যেতে যেতে বলল, "ওর নাম গোপলা। আমার অনেক কাজ করে দেয় ও। চাবিটা ওর হাতে দিয়ে বললাম ওটা বাবুজিকে দিয়ে দিতে, আর আমার জন্য চিন্তা না করতে। আমাকে বিশেষ প্রয়োজনে একবার ভাগলপুরে যেতেই হচ্ছে।"

"সে কী! তোমার বাবা জানতে চাইবেন না কেন এবং কী প্রয়োজনে তুমি গেলে?"

"না। তার কারণ মন গেলে আমি কখনও সখনও হঠাৎই চলে যাই।"

"এত ভোরে গেছ কখনও?"

"দু'-একবার গেছি। তার বেশি নয়।" বলে মৃদু হেসে বলল, "আসলে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ওপর গ্রাম্যরা কোনও ভরসা রাখে না। কেন না ছেলেমেয়েরা স্কুল অথবা কলেজে পড়লে বিশেষ করে যদি বাইরে থেকে পড়ে তবে ওদের গর্বের শেষ থাকে না। কাজেই ওরা ছেলেমেয়েদের সিদ্ধান্তকেই খুব বড় বলে মনে করে।"

বাবলু বলল, "বাঃ, এ তো খুব ভাল নিয়ম। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা একটা দেওয়াই থাকে।"

"তবে মেয়েদের ছেলে-বন্ধুকে ওরা খুব একটা ভাল চোখে দ্যাখে না। ইদানীং তাও মেনে নিচ্ছে।"

ওরা নিশ্চিন্ত মনে একটু দ্রুত পা চালিয়ে একসময় সেই খাদের কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

গান্ধারী একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল। ভালুক বা অন্য কোনও হিংস্র জন্তুর অবস্থিতি কাছাকাছি কোথাও আছে কি না তা ও বাতাসে টের পায়। কিন্তু সেরকম কোনও সম্ভাবনা কোথাও নেই দেখে ওরা খাদের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা খুব ভালভাবে দেখল একবার।

বাবলু ডাকল, "অনু!"

গান্ধারী ডাকল, "অনুরাধা!"

কোনও সাড়া এল না ভেতর থেকে।

বাবলু বলল, "মেয়েটাকে ওরা তা হলে নিয়েই গেছে।"

গান্ধারী বলল, "ও যদি ওদের হাতেই পড়ে থাকে ওরা তা হলে ওকে নিয়ে রামনিবাসেই রাখবে।"

বাবলু বলল, "রামনিবাসটা কোথায়?"

"রামনিবাস আস্তিচকেও আছে, কহলগাঁওতেও। তবে কি না আস্তিচকেই নিয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। ছোট্ট পাহাড়িয়া গাঁও। কারও নজরে পড়বার কোনও সম্ভাবনাই নেই।"

"আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।"

"কী কথা?"

"আমাদের শত্রুতা লালজি ভিমানির সঙ্গে। তাই বিন্ধ্যাচল রাম অনুর ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন?"

"মাথা তো উনি ঘামাচ্ছেন না। তোমাদের অনুকে কিডন্যাপ করাও ওঁর উদ্দেশ্য নয়। তেমন কোনও টার্গেটও ওঁর ছিল বলে মনে হয় না। লালজির নির্দেশেই যখন অনুকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন এইসব ব্যাপারে সবকিছুই ওঁরও নখদর্পণে। বিন্ধ্যাচল রামই বলো আর লালজি ভিমানিই বলো ওঁরা একই দলের লোক। একই পেশা এবং একই ধান্দা ওদের। তা ছাড়া অনুকে যারা নিয়ে গেছে তারা আমার পরিচিত। ওরা ওকে নিয়ে গেলে বিন্ধ্যাচলের ওখানেই রাখবে।"

বাবলু একটু কী যেন ভেবে বলল, "বিন্ধ্যাচলকে নিয়ে অনেক অঙ্ক তো আমরা কষে ফেললাম। কিন্তু ধরো ওরা যদি ওকে সত্যি সত্যিই না নিয়ে গিয়ে থাকে? কেন না ভালুকের আক্রমণে ওরা এমনই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল যে, প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া আর কোনও উপায়ও তখন ছিল না ওদের। ওই অবস্থায় ওদের পক্ষে কি অপহরণ করা সম্ভব?"

গান্ধারী একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, "তা যদি হয়ে থাকে তা হলে ওর পক্ষেই মঙ্গল। ও নিজেই

নিজেকে রক্ষা করে পালিয়েছে হয়তো। এমনও হতে পারে, তোমার দলের ছেলেরাই উদ্ধার করেছে ওকে।"

"তেমন সম্ভাবনা তো দেখছি না আমি। কেন না মাঠের মাঝখানে ওই খাদের সন্ধান তারা পাবেই বা কী করে? তা ছাড়া এটা তো একটা বড় ধরনের গর্ত।"

"তা হলে যা হয় একটা কিছু হয়েইছে। ও যখন এখানে নেই তখন অযথা আর ওর চিন্তায় সময় নষ্ট করে লাভও নেই। এখন আমার সঙ্গে গিয়ে আস্তিচকে বিন্ধ্যাচল রামের ওই অপবিত্র রামনিবাসটাকে চিনে আসবে চলো। তবে এখনই আক্রমণাত্মক কিছু একটা করতে যেয়ো না। ওখান থেকে কহলগাঁও গিয়ে সাহেবগঞ্জের বাড়িতে ফোনে যোগাযোগ করে জেনে নাও তোমার দলের ওরা কোথায় আছে, সেইমতো ব্যবস্থা নাও। পারলে আমাকেও দলে নিয়ো।"

"কিন্তু তোমাকে আমি পাব কোথায়?"

"একটা ফোন নম্বর তোমাকে আমি দিয়ে দেব। সেখানে ফোন করলেই আমার কাছে খবর পৌঁছে যাবে। তা সে গ্রামেই থাকি আর ভাগলপুরেই থাকি, যেখানেই থাকি না কেন।"

বাবলু বলল, "বেশ, এখন তা হলে ডাকুয়ার মোড়ে না কোথায় যেন যাবে বললে, সেখানেই চলো।"

"আমি তোমাকে বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে আবার আমাব গ্রামে ফিরে আসব। তুমিও তোমার সঙ্গীদের খোঁজে যেখানে মন চায় সেখানে যেয়ো। পরে সিদ্ধান্ত পাকা করে জানিও আমাকে।"

গান্ধারীর সঙ্গে বাবলু চলল ও যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকে। অনুর জন্য সংশয় একটা রয়েই গেল।

যাই হোক, ওরা যখন ডাকুয়াব মোড়ে বামবিলাসেব আড্ডায় এল, তখনই যাওয়ার ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "এই রামবিলাস বিন্ধ্যাচলের কেউ নন তো?"

গান্ধারী বলল, "না, না। বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই ওঁর। আরে আমি কি এতই বোকা যে, জেনেশুনে ওদের খপ্পরে পড়ে যাব? সাপের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে সাপ আছে কি না বোঝার চেষ্টা আমি অন্তত করি না।"

বাবলু বলল, "আসলে তুমি গ্রামের মেয়ে হলেও অত্যন্ত স্মার্ট। তবে কি না প্রকৃতিগতভাবে তুমি খুব গম্ভীর।"

"সেটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। তুমি সম্পূর্ণ অজানা অচেনা, তাই।"

"এখন কিন্তু আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছ।"

এতক্ষণে একচিলতে হাসি দেখা গেল গান্ধাবীর মুখে। বলল, "অস্বাভাবিক হতেও আমার কিন্তু খুব একটা সময় লাগে না।"

রামবিলাসের ওখানে যাওয়ামাত্রই ব্যবস্থাটা হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। আস্তিচক থেকেই আলুর বস্তা নিয়ে এসেছিল ছোট্ট একটি লরি। ওরা ড্রাইভারকে গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে সেটি ম্যানেজ করল। ওরা লরির খোলে উঠে বসলে রাত্রিশেষের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় লরি এগিয়ে চলল আস্তিচকের দিকে।

খালি বস্তাগুলো বিছিয়ে তারই দু'পাশে শুয়ে রইল দু'জনে আকাশের দিকে মুখ করে। আকাশে চাঁদ ও তারা। দু'পাশে অরণ্য ও পর্বতের সারি। সারারাত ঘুম নেই। তাই দু'জনের চোখেই ঘুম নেমে এল। আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

সেই ঘুম ভাঙল মুখের ওপর চড়া রোদ পড়ায়।

গান্ধারীই উঠে বসল প্রথমে। তারপর বাবলুকে ঠেলে তুলল।

বাবলু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল, "আমরা কোথায়?"

ভয়ার্ত গান্ধারী বলল, "আস্তিচকের শত্রুপুরীতে।"

"তার মানে?"

"আমরা এখন বিন্ধ্যাচলের খামারবাড়িতে।"

"সর্বনাশ! কী হবে তা হলে?"

"মনে করো দু'জনেই আমরা বন্দি। প্রকাশ্য দিবালোকে এখান থেকে বাইরে বেরোবার চেষ্টা করলেই বিপদ।"

"তা হলে কি রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে?"

"সেটা কি একটা কথার মতো কথা হল? এখন কীভাবে এখান থেকে বেরোনো যায় সেই মতলব আঁটো।"

ওরা লরি থেকে নেমে দেখল চারদিকে কাদামাটি ইটের গাঁথনি দেওয়া একটা পাঁচিলের মধ্যে পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন একটি জায়গায় গাড়িটা রাখা আছে। একপাশে লোহার গেট। সেটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া। অদূরে সুবৃহৎ একটি সাবেককালের দোতলা বাড়ি। এই বাড়িই বিন্ধ্যাচল রামের রামনিবাস।

বাবলু বলল, "যে-কোনও উপায়েই হোক পাঁচিলটাকে টপকাতে হবে। খুব একটা উঁচু পাঁচিল নয়, একটু চেষ্টা করলেই উঠে পড়া যাবে। এখন দরকার আশপাশ থেকে ভাঙাচোরা কতকগুলো ইট নিয়ে এসে থাকে থাকে সাজিয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠার নাগাল পাওয়া।"

গান্ধারী বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, এখনই লেগে পড়া যাক।"

চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকখানা ইট পড়ে ছিল। ওরা সেগুলো কুড়িয়ে এনে জড়ো করতেই সমস্যার সমাধান হল। কোনওরকমে একবার পাঁচিলে উঠে পড়তে পারলে ওদিকে লাফিয়ে নামা যাবে।

প্রথমে গান্ধারীকে উঠতে সাহায্য করে পরে বাবলু উঠে নামল। নেমে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে ওর কাঁধে পা দিয়ে পাঁচিল ধরে ধীরে ধীরে নামল গান্ধারী।

বাড়ির পেছন দিক এটা। চারদিকে বনজঙ্গল, ঘন ঝোপঝাড় ও আগাছা। দূরে পাহাড়ের সারি। ওরা সেইসব পার হয়ে এক জায়গায় প্রশস্ত পথ পেয়ে সেখানেই উঠে এল। পাশেই একটি জলাশয়ে নেমে চোখেমুখে জল দিয়ে রাতের ক্লান্তি দূর করল ওরা। কী নির্জন স্থান! এখানে কয়েকটি কুঁড়েঘর ছাড়া কোথাও কোনও ঘন বসতির চিহ্ন নেই। একটিমাত্র ঝোপড়ির দোকান আছে। সেখানে চা-বিস্কুট ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। দেহাতিদের দোকান। দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পাতার জ্বাল দিয়ে চা তৈরি করছিল। ওরা তাকেই বলল দু'কাপ চা করে দিতে।

ওরা চা-পর্বটা সেখানেই সেরে নিয়ে ছোট ছোট টিলাকৃতি কয়েকটি পাহাড়কে ডিঙিয়ে এক জায়গায় এসে বেশ ভালভাবে লক্ষ করতে লাগল বিন্ধ্যাচলের রামনিবাসকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় দেখা গেল বাড়ির মালিককে। কী একটা প্রয়োজনে বোধহয় ছাদে উঠেছিলেন। বাবলু বেশ ভালভাবে লক্ষ করল মানুষটিকে। দীর্ঘ, উন্নত, বলিষ্ঠ চেহারা। কোঁচানো ধুতির ওপরে নেটের গেঞ্জি। গলায় সোনার চেন।

গান্ধারী বলল, "ওর গলায় সোনার চেনের বদলে তোমার পঞ্চুর বকলসটা লাগানো আছে, আমি দেখতে চাই।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের পঞ্চু মুক্তপুরুষ। ওর কোনও বন্ধন নেই। ও সবসময়ই ছাড়া থাকে।"

"মুক্তপুরুষ! তোমাদের পঞ্চু মানুষ নাকি?"

"মানুষ না হলেও প্রকৃতিতে ও মানুষের মতোই। শুধু দেহটাই যা ওর সারমেয়র। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলা আমরা করবই।"

"কিন্তু কীভাবে? ওই দ্যাখো ওর পাশে কারা এসে জড়ো হয়েছে।"

ওরা দেখল ষণ্ডাগুন্ডা চার-পাঁচজন লোক এসে দারুণ উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলল ওঁকে। বিন্ধ্যাচল ওদের কথা শুনেই ছাদের পেছনদিকে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তারপরই সবাইকে নিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন নীচে।

গান্ধারী বলল, "ব্যাপারটা ঠিক কী হল কিছু বুঝতে পারলাম না।"

বাবলু বলল, "বোঝাবুঝির কিচ্ছু নেই এতে। দ্যাখোই না মজাটা! আমরা যে পাঁচিলের গায়ে ইট সাজিয়ে পালিয়ে এসেছি সেটা ওদের কারও না কারও নজরে পড়েছে।"

"আশ্চর্য! আমাদের ব্যাপারটা ওরা জানবে কী করে?"

"জানাজানির ব্যাপার এটা নয়। আমরাই যে ও কাজ করে এসেছি তাও ওরা জানে না। কেউ না কেউ যে ভেতরে ঢুকে ওই কায়দায় পালিয়েছে সেটা তো বোধগম্য হয়েছে ওদের। কিন্তু যেই ঢুকুক, সে কে? নিশ্চয়ই চোর-ছ্যাঁচোড়। তা এতবড় একটা ডাকাতের বাড়িতে চোর ঢুকবে, তাও ছিঁচকে চোর। এও তো বিস্ময়ের ব্যাপার।"

ওদের ধারণাই ঠিক। বিন্ধ্যাচল তার লোকেদের নিয়ে সেই জায়গাটায় গিয়ে ইটগুলো আগে সরাল। তারপর নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করতে করতে ঢুকে গেল ঘরের ভেতরে।

বাবলু বলল, "এই গ্রামের মধ্যে এই বাড়ি চিনে নিতে আমার একটুও ভুল হবে না। তবে কিনা দিনমানে কিছুই করা যাবে না এখন। যা করবার তা রাতেই করতে হবে। তাতেও অবশ্য ঝুঁকি থেকে যাবে অনেক। তার কারণ, আজকের এই ব্যাপারের পর বেশ কড়া প্রহরা থাকবেই এখানে।"

"সে-কথা যদি বলো তা হলে বলব কড়া প্রহরা এখানে বরাবরই। কেন না বিপুল সম্পত্তির অধিকারী এরা।"

"যতই কড়া হোক, কড়াকে খুন্তি কী করে করতে হয় তা আমি জানি। তবে কি না হুট করে কোনওকিছুই করা যাবে না এখানে। আমাদের বিপদ আপদেও কেউ ছুটে আসবে না। একে আমি নিরস্ত্র তায় পঞ্চু নেই কাছে। অতএব প্রতিটি পদক্ষেপ খুব বুঝেশুনে ফেলতে হবে।"

"এখন তা হলে কী করতে চাও?"

"এখন দূর থেকে বাড়িটার দিকে নজর রেখে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে চাই কোথাও।"

"কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে?"

"যতক্ষণ না জানতে পারি অনু আদৌ ওই বাড়ির মধ্যে আছে কি না! আর এই সময়টুকুর মধ্যে তুমি যেভাবেই হোক কোথাও থেকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো।"

"অসম্ভব! এখানে কোথাও কিচ্ছু নেই। তবে উপায় একটা হতে পারে।"

"কীরকম!"

"খাদানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেয়ারটেকারের যে ঘর আছে সেখানে গাইড ও অন্যান্যদের জন্য রান্নাবান্না তো নিশ্চয়ই হয়। সেখানেই বরং আমাদেব দু'জনের জন্য একটু কিছুব ব্যবস্থা করে আসি।"

"খাদান মানে?"

"খোদাইস্থল। বিক্রমশীলা মহাবিহারকে খননকার্যের দ্বাবা উদ্ধাব করা হয়েছিল বলেই এইরকম নাম। এখানকার লোকেরা বিক্রমশীলা বললে বোঝে না। খাদান বললেই বুঝে যায়। বলতে হবে বিক্রমশীলা খোদাই।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বিক্রমশীলা এখানে!"

"হ্যাঁ। এই আন্তিচক গ্রামেই তো বিক্রমশীলা। ওই— ওই দেখা যায় বিক্রমশীলার সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মহাবিহার।"

বাবলু এতক্ষণ খেয়াল করেনি। তার কারণ মনটা ছিল রামনিবাসে। এবার বিপরীত দিকের ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেল। যেভাবে খননকার্যের মাধ্যমে বিক্রমশীলাকে আবিষ্কার করা হয়েছে তা এক অনন্য ইতিহাস। তারও পরবর্তীকালে এই খোদাইস্থলে এসে রাজারামবাবু যেভাবে বিপদে পড়েন, দীননাথ উপাধ্যায় কীভাবে খুন হন তার সবই তো ওর জানা। বাবলু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বলল, "ওই জায়গায় গিয়ে পৌঁছনোর পথ একটা নিশ্চয়ই আছে?"

"আছে তো।"

"তা হলে চলো, ইতিহাসের সেই পবিত্রভূমিতে বসেই আমরা সময়টা কাটিয়ে দিই। পরে রাতের অন্ধকারে কিছু যদি করতে পারি তো করব।"

"ওই খাদানে যাওয়ার দুটো পথ আছে। এক হল, এই গ্রামের ভেতর দিয়ে আর-এক প্রধান সড়ক ধরে।"

"আমার মনে হয়, সড়কপথেই যাওয়া ভাল। তাতে কেউ কোনওভাবেই আমাদেব সন্দেহ করবে না। ভাববে আমরা অন্যান্য ট্যুরিস্টদের মতোই খাদান দেখতে এসেছি। আমরাও ওখানকার সরকারি লোকেদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যাব যে, কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।"

"যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কোথা থেকে আসছি, তা হলে কী বলবে?"

"সত্যি কথাই বলব। কলকাতা থেকে আসছি। তবে তুমি কিন্তু চুপ করে থাকবে।"

ওরা আর বসে না থেকে ধীরে ধীরে টিলার ওপর থেকে নেমে এল। তারপর একসময় গ্রাম্যপথ পার হয়ে প্রধান সড়কে এসে উঠল দু'জনে।

বাবলু বলল, "বিহারের এই অনুন্নত এলাকায় প্রত্যন্ত গ্রামে ইতিহাস এমনভাবে বিলীন হয়ে আছে তার খোঁজ তো কেউই রাখে না। অথচ কী সুন্দর রমণীয় পরিবেশ এখানকার। এই মাটিতে পা দিলেই অতীতের বিস্মৃতপ্রায় যুগের অধ্যায়ে মন যেন হারিয়ে যায়। ভ্রমণপিপাসু মানুষদের কাছে এ তো স্বর্গ। কিন্তু এর তেমন ব্যাপক পরিচিতি নেই বলেই কেউ এখানে আসে না।"

গান্ধারী বলল, "সত্যিই আসে না কেউ। এই দ্যাখো না এই নিরালা প্রান্তরে আমরা দু'জন ছাড়া আর কে আছে? কেউ আসে না বলেই এখানে কোনও দোকানপাট নেই, কিচ্ছু নেই।"

"অথচ বাংলার কত কাছে। আমরা সবাই এক হই। আমাদের অভিযান সফল হোক। তারপর আমাদের পরিচিত যে যেখানে আছে সবাইকে অনুরোধ করব একবার অন্তত এখানে আসবার জন্য। এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। শনি রবির সঙ্গে দু'-তিনদিনের ছুটি নিয়ে দিব্যি এখানে আসা যায়।"

"এ তো তোমার যুক্তি। বাঙালিরা কিন্তু পুরী, বারাণসী, রাজগির, দেওঘর দেখতেই ভালবাসে।"

"তোমার এ-ধারণা ঠিক নয় গান্ধারী। আমিও তো বাঙালি। আমার রুচিতে কি তাই বলে? বাঙালি নালন্দায় যায় না? সারনাথে যায় না? যায় না শুধু বৈশালী আর আসে না এই বিক্রমশীলায়। তার কারণ এই দুই জায়গার নামের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে তারা পরিচিত কিন্তু সরকারিভাবে কোনও প্রচার না থাকায় এবং ঠিকমতো পথনির্দেশিকা জানা না থাকায় আসে না কেউ। আমাদের অভিযানের মাধ্যমেই এর প্রচার হবে। তারপর দ্যাখো একবার অবস্থাটা কী হয়। একবার জেনে গেলে ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে আটকানোর সাধ্য কারও নেই।"

গান্ধারীর চোখ-মুখ এক অপূর্ব দ্যুতিতে ভরে উঠল। বলল, "সত্যিই যদি মানুষের চরণচিহ্নে এই জায়গাটাকে তোমরা ভরিয়ে তুলতে পারো, তা হলে জেনো ইতিহাসও ধন্য হবে। আন্তিচকের মানুষও স্বাগত জানাবে তোমাদের। হারানো অতীত আবার নতুন করে ফিরে পাবে তার প্রাচীন মর্যাদা।"

বাবলু বলল, "আসবে, আসবে। নতুন যুগের মানুষ পুরাতনকে খুঁজে পেতে নিশ্চয়ই আসবে। এখানে আসার অসুবিধে তো কিছু নেই। হাওড়া থেকে দূরত্ব ৩৭৭ কিমি। জামালপুর এক্সপ্রেসে অথবা শিয়ালদহ থেকে মোগলসরাই এক্সপ্রেসে ভাগলপুরের একটা টিকিট কেটে সাহেবগঞ্জ অথবা কহলগাঁওতে নেমে পড়া। তারপর ওখান থেকেই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বিক্রমশীলা হল্ট। হল্ট থেকে খাদানে যাওয়ার জন্য ৫০ টাকার টাঙ্গা তো আছেই।"

"ইচ্ছে করলে ভাগলপুরে কোনও হোটেলে উঠেও ওই প্যাসেঞ্জার ধরে আসা যায়। তবে কি না কহলগাঁও থেকেই বেশি সুবিধের। কহলগাঁও স্টেশনের পাশেই বড় একটি লজ আছে। ওই লজে উঠে অটো, রিকশা, প্রাইভেট যাতে হোক করে অনায়াসে আসা যায়। তা ছাড়া কহলগাঁও থেকে অরিয়প পর্যন্ত শেয়ারে ট্রেকারও পাওয়া যায় অনবরত। তাইতে এসে বাবা বটেশ্বরনাথের মাথায় জল দিয়ে মাত্র তিন কিমি পথ হেঁটে এলেই বিক্রমশীলার খাদান। অতএব এখানে আসার তো কোনও অসুবিধেই নেই। বরং এই পাহাড়-পর্বতের দেশে নির্জন পথে পরিক্রমা করতে ভালই লাগবে খুব।"

বাবলু বলল, "আমি তো এর পর থেকে প্রায়ই আসব এখানে। বারবার আসব।"

"তুমি একা আসবে?"

"উঁহুঁ। তুমিও আসবে। আসবে আর সবাই। তুমি আমন্ত্রণ জানালে তোমাদের গ্রামে গিয়ে তোমাদের বাড়িতেও থেকে আসব আমরা। আসলে তোমাদের এই জায়গাটা আমাদের একটা উপনিবেশ হয়ে যাবে।"

গান্ধারী দারুণ উল্লসিত হয়ে বলল, "খুব ভাল হবে তা হলে।"

কথা বলতে বলতেই ওরা বিক্রমশীলা মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছে গেল। কী দারুণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গাটা। এখানে পদার্পণমাত্র নিজেকেই যেন গৌরবান্বিত মনে হয়।

বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মচারী দূর থেকেই লক্ষ করছিলেন ওঁদের। এঁরা মহাবিহারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। এঁদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষই বেশি। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সঙ্গে পদস্থ অফিসাররাও আছেন কয়েকজন।

এক ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "তুম দোনো কাঁহাসে আয়া?"

বাবলু বলল, "বঙ্গাল সে।"

"কলকাতা?"

"জি হাঁ। কলকাতা।"

ভদ্রলোক গান্ধারীর দিকে একবার নজর বুলিয়েই বললেন, "লেকিন ইয়ে লেড়কি তো ইধার কা।"

গান্ধারী মৃদু হেসে ওদের দেশোয়ালি ভাষায় ওঁকে বুঝিয়ে যা বলল তা হল, ও এখানকারই এক গ্রামের মেয়ে। ভাগলপুরে থেকে পড়াশুনো করে। ওখানকার এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব থাকায় তাদেরই আত্মীয়র সদ্য কলকাতা থেকে আসা উৎসাহী এই ছেলেটিকে ও বিক্রমশীলা দেখাতে নিয়ে এসেছে।

ভদ্রলোক বললেন, "থ্যাঙ্কস। মে আই হেল্প ইউ? আমি এখানকার গাইড।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। আপনার নাম?"

"আর কে ত্রিবেদী।"

গান্ধারী বলল, "আপনি আমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলে কত নেবেন?"

"যো তুমহারা মরজি।"

"তা হলেও একটা রেট তো আপনার আছে?"

"ওনলি টৌয়েন্টি ফাইভ।"

বাবলু বলল, "আমরা রাজি। তা আপনাকে একটা অনুরোধ করব ত্রিবেদীজি?"
"হোয়াই নট?"
"আমরা বিক্রমশীলা মহাবিহার দেখবার জন্য অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছি। আমার ধারণা ছিল সারনাথ বা নালন্দার মতোই হবে হয়তো জায়গাটা। কিন্তু এখানে এসে দেখছি একটা কোনও পরিবহন তো দূরের কথা, এখানে থাকা-খাওয়ার মতো কোনও একটা হোটেল পর্যন্ত নেই।"
ত্রিবেদী বললেন, "কুছ ভি নেহি হিঁয়াপর। কিঁউ কি ইধার ট্যুরিস্ট তো আনা-যানা হ্যায়ই নেহি। লেকিন শোচিয়ে মাত। তুমহারে লিয়ে পুরা বন্দোবস্ত হো যায়েগা।" বলে অফিসঘরে ঢুকে একজন লোককে কী যেন বলতে লোকটি একবার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল দু'জনকে। তারপর ওদের কাছে এসে বলল, "খানা মিল যায়েগা। দো খানা, পঁচাশ রুপিয়া। ভাত, ডাল, ভাজি, সবজি, আন্ডাকারি প্রেম সে মিলেগা।"
বাবলুর মুখে হাসি ফুটল এবার।
গান্ধারী আদুরে মেয়ের মতো আবদার করে বলল, "বহুত ভুখ লাগ গয়ী। কুছ নাস্তা মিলেগা?"
"মিলেগা। আলুকা পরোটা আর স্পেশ্যাল চায়। পন্দরো রুপাইয়া।"
"ও ভি মঞ্জুর।"
গাইড বললেন, "পানি পিয়োগে?"
বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই। পেট বেশিক্ষণ খালি রাখা ঠিক নয়। আগে একটু জলই খাই।"
কাছেই ভাল জলের কল ছিল। অফিসঘর থেকে ওরা একটা গেলাস নিয়ে এসে সেই জলই আকণ্ঠ পান করে নিল।
গাইড ওদের দু'জনের বসবার জন্য ছুটে চেয়ার এনে দিলেন। ওরা সেই চেয়ারে আরাম করে বসে দৃষ্টি মেলে দিল দূর দিগন্তের দিকে। ওদের চোখের সামনেই বিক্রমশীলা মহাবিহার। সেদিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেল ওরা।
একটু পরে চা আর খাবার এলে দু'জনে বেশ তৃপ্তি করে তাই খেতে লাগল।
গাইড বললেন, "এখানে এসবের কোনও ব্যবস্থা নেই। নেহাত দু'জনে তোমরা এসে পড়েছ তাই একটা কিছু যা হোক করে হল। আমাদের বরাদ্দ থেকেই করে দেওয়া হল স্টাফেদের মরজিতে। কাজেই বাজার দামের সঙ্গে এখানকার রেট কিন্তু মিলবে না। অবশ্য রেট বলে তো এখানে কিছু নেই। মাঝেমধ্যে যেসব ট্যুরিস্ট এখানে আসেন তাঁরা গাড়ি নিয়ে টিফিন নিয়ে আসেন। এক-দেড় ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়ে আবার চলে যান।"
বাবলু বলল, "দামটা বড় কথা নয়। আপনার কথা রেখে এই ব্যবস্থাটা যে ওঁরা করে দিলেন এর জন্যই ওঁদের ধন্যবাদ।"
চা-পর্ব শেষ হলে গাইড ওদের মহাবিহারের পবিত্রভূমিতে নিয়ে এলেন।
বাবলু আবেগের উচ্ছ্বাসে এখানকার মাটি একটু কপালে মাথায় ছুঁইয়ে নিল।
গাইড বললেন, "তুমি দেখছি সত্যিই বিক্রমশীলাকে ভালবেসেছ।"
"এখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে, এখানকার মাটিতে পদার্পণ করে আমি ধন্য হয়েছি।"
"আমিও গর্বিত তোমার মতো, স্যরি, তোমাদের মতো দু'জন ট্যুরিস্টকে পেয়ে।" বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কার স্বপ্নে এই মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল জানো?"
"না।"
"মহারাজ ধর্মপালের। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের আদর্শে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত এবং বৌদ্ধধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও উন্নতমানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্যই তিনি কাসেরি পাহাড়ের কোলে এই মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।"
বাবলু বলল, "কাসেরি পাহাড়! কোনটা? এখানে তো অনেক পাহাড় দেখছি। ছোট-বড় টিলাও রয়েছে কত।"
"ওই যে পাহাড়টা দেখছ লম্বালম্বিভাবে চলে গেছে, ওই পাহাড়ই কাসেরি পাহাড়।"
গান্ধারী বলল, "আচ্ছা, বৌদ্ধরা কি খুব পর্বতপ্রেমিক ছিলেন? না হলে বৌদ্ধযুগে যেখানে যত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সবই পাহাড়কে কেন্দ্র করে।"
গাইড বললেন, "তা বলতে পারো। আসলে ওঁরা অত্যন্ত প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। কেন না পাহাড়কে ঘিরেই অরণ্যের বিস্তৃতি। তাই নির্জনতাও ছিল প্রচুর। আজ এতদিন বাদে, এত শতাব্দীর পরেও যদি এমন অসীম

নির্জনতা এখানে বিরাজ করে তখন না জানি কী ছিল এখানকার অবস্থা। যাই হোক, ধর্মপালের প্রচেষ্টাতেই এই সুগভীর নির্জনে এই মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। শুধু গড়ে ওঠা নয়, তাঁর সময়কালে সারা ভারতের সমস্ত বৌদ্ধবিহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এখানে যেমন তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন তেমনই সোমপুরা পর্বতে শ্রীধর্মপাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বলুন তো। নালন্দা গ্রামের নামে হয়েছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আন্তিচক গ্রামের এই বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রমশীলা কেন?"

গাইড মি. ত্রিবেদী বললেন, "এই একটি দারুণ প্রশ্ন করেছ তুমি। অনেক আগেই অবশ্য এই ব্যাপারে বলা উচিত ছিল আমার। আসলে ধর্মপাল তাঁর বীরত্ব ও বিক্রমের জন্য বিক্রমশালী নামে পরিচিত ছিলেন। সেই বিক্রমশালী থেকেই বিক্রমশীল বা বিক্রমশীলা। এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময়ে অনেক দূরদূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসত। সেই সময় পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়।"

গান্ধারী বলল, "এখানে আনুমানিক ছাত্রসংখ্যা কীরকম ছিল?"

"তা মোট আট হাজার।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ওরে বাবা! সে তো বিশাল ব্যাপার।"

"হ্যাঁ। ওই ওখানে ছিল মূল প্রবেশদ্বার। তবে একটা কথা, যে কেউ কিন্তু ইচ্ছে করলেই এখানে প্রবেশাধিকার পেত না।"

"কেন?"

"তার কারণ এখানে মোট ছ'জন দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধ। এখানকার নিয়ম ছিল এই যে ওই দ্বারপণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে না পারলে কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবেন না।"

"বলেন কী!"

"দারুণ ব্যবস্থা ছিল এখানকার। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক। এর দুটি বিভাগ ছিল। এমনকী আহার ও বাসস্থানের জন্যও কোনও মূল্য দিতে হত না এখানে।"

বাবলু বলল, "চমৎকার ব্যবস্থা। এখানে অতীশ দীপঙ্কর ছাড়া আর কারা অধ্যাপনা করতেন?"

গাইড বললেন, "আরও অনেকে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছাড়াও রাহুল ভদ্র, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ। এই অধ্যাপকদের বলা হত ব্রজাচার্য। আর দ্বারপণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন প্রভাকর গুপ্ত, রত্নাকর শান্তি প্রমুখ।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা শুনতে-শুনতে আমি যেন বহুযুগের ওপারে পৌঁছে গেছি।"

"এর পর ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ের পাতা কীভাবে যে উলটে গেল তার ঠিক নেই। বহিরাগতর আক্রমণে ধ্বংস হল বিক্রমশীলা। তারও বহু বছর পরে ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতে জেগে উঠল সে।"

"কিন্তু কীভাবে?"

"এই যে দেখছ আন্তিচক গ্রাম। এই গ্রামেরই ডাক্তার লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র এখানে এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে পর্বতপ্রমাণ একটা ঢিবি দেখে বিস্মিত হন। তখনই তাঁর মনের কোণে নানারকম সন্দেহ উঁকি দিতে থাকে। তাই সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এবং কৌতূহলবশে শুরু করেন খোঁড়াখুঁড়ি। সন্দেহ একসময় সত্যে পরিণত হয়। মাটি খুঁড়ে এমন কিছু প্রাচীন নিদর্শন তিনি পান যাতে আশার আলো দেখতে পান তিনি। খবর পাঠান পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে। নমুনা হিসেবে কয়েকখানি ইটও পাঠিয়ে দেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযত্নে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা তৎপর হয়ে নেমে পড়েন খননকার্যে। কিন্তু অদক্ষ হাতের খোঁড়াখুঁড়িতে উল্লেখযোগ্য সেরকম কিছু না পাওয়ায় হতাশ হয়েই ফিরে যান তাঁরা। এরপর আরও দীর্ঘসময় পার হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. ডি সি ভার্মার নেতৃত্বে শুরু হয় আবার খননকার্যের পালা। ২৫০ একর জমির ওপর এই খোঁড়াখুঁড়ি চলে প্রায় বছর কুড়ি ধরে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "১৯৬২ থেকে ২০ বছর অর্থাৎ কিনা মাত্র ১৯৮২ সাল থেকেই বিক্রমশীলা মহাবিহার আকাশের মুখ দেখেছে? সেজন্যই এর ব্যাপক পরিচিতি এখনও সর্বসাধারণের কাছে তেমন হয়ে ওঠেনি।"

গাইড ওদের মহাবিহারের সর্বত্র ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

এখানকার মূল স্তূপটির দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাবলু। এর উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট। চারটি স্তর পার হয়ে একসময় স্তূপের ওপরে উঠল ওরা। এর চারটি স্তরই অক্ষত এবং অবিকৃত (শুধু কারুকার্যগুলো ছাড়া)। তাই চারটি স্তরকেই ভালভাবে প্রদক্ষিণ করা যায়। এই চারটি স্তরের চারদিকে নানান ভঙ্গিমায়

বিশালকায় একটি করে বুদ্ধমূর্তি ছিল। সেই মূর্তিগুলো এখন উধাও। তবে চারদিকে গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত নিয়ে টেরাকোটায় যেসব মূর্তি ছিল তার সামান্য নিদর্শন বিকৃত অবস্থায় এখনও আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য স্তূপের মধ্যে পানীয় জল সংরক্ষণের যে চমৎকার ব্যবস্থা ছিল তা আজও অবিকৃত আছে। বড় বড় কলসি এমনভাবে স্তরগুলির মধ্যে গাঁথা আছে তা আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কী দারুণ ব্যবস্থা। স্তূপের চারদিকে বিশাল প্রান্তর। তারই দক্ষিণদিকে ছিল পাঠাগার। তার সামনে প্রায় ১৫০ ফুট একটি পুষ্করিণী। এই জলাশয়টি তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজ করত। দক্ষিণের বাতাস এসে পাঠাগারের ভেতরে প্রবেশ করত। পাঠাগারের সামনের দেওয়ালে ছিল কয়েকটি ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস এসে ভেতরে ঢুকত। এখানে বিদেশি অতিথিদের থাকবার জন্য ধর্মশালাও ছিল একটি। তাঁদের ঘুমোবার জন্য ছিল পাথরের পাটাতন। বিশাল বিশাল ঘর ছিল এখানে। ২৫০ একর জমিতে ঘর ছিল মোট ২০৮টি। খননকার্যের পরে এইসব ঘরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এক-একদিকে ঘর ছিল ৫২টি করে। মাটির নীচেও দুটি ঘর ছিল। মহাবিহারের মধ্যে ছিল আধুনিক পয়ঃপ্রণালী। এখন কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ দেখে কল্পনাতেও আনতে পারবে না সেসব।

গাইড মি. ত্রিবেদী সবকিছু বুঝিয়ে বিদায় নিলে বাবলু গান্ধারীকে নিয়ে স্তূপের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সুবৃহৎ জলপাত্রগুলি বারবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে দূরের কাসেরি পাহাড়ের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। চারদিকের গাছপালায় কত পাখিব কলকাকলি। দূরের বনভূমিতে সবুজের শোভা আর এখানে এই নীল আকাশের নীচে বিক্রমশীলা মহাবিহাব ওর মনকে কেমন উদাস করে দিল।

একসময় গান্ধারী বলল, "কী উদ্দেশ্য নিয়ে এলাম আমরা আর কী দেখে মজে গেলাম। এখানে আমি এর আগেও এসেছি। কিন্তু এমনভাবে কেউ কিছু বুঝিয়ে দেয়নি আমাদের। অবশ্য বিনা গাইডে ঘুরেছি তখন।"

বাবলু বলল, "ও হ্যাঁ, সত্যিই তো! কী জন্য আমবা এখানে এলাম বলো তো?"

"ওমা! সে কী! অনুর খোঁজে এখানে এসেছিলাম। আর এসেছিলাম বিন্ধ্যাচল রামের মোকাবিলা করতে। ওর বাড়ি তো চিনিয়ে দিলাম। এবার ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে বাস্তবের মুখোমুখি হও।"

বাবলু বলল, "মনটা একেবারেই অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। আগে স্নানখাওয়াটা সেরে নিই, তারপর দিনেব আলোয না হোক, বাতেব অন্ধকারেই হানা দেব ওই শত্রুপুরীতে।"

গান্ধারী বলল, "আহারের ব্যবস্থাটা তো হয়েইছে। কিন্তু স্নান? স্নান করে গা মুছবে কীসে?"

"ওদেরই কাছ থেকে একটা তোয়ালে-টোয়ালে যা হয় কিছু চেয়ে নেব। নোট ফেললে সবেরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখানে।"

"ওকথা বোলো না। টাকা ফেললে সব জায়গায় সবকিছু পাওয়া যায় না। এই মি. ত্রিবেদী আমাদের ভালবেসে ফেলেছেন, তাই ওদের লোককে দিয়েই আমাদের আহারের ব্যবস্থাটা করে দিলেন। কিন্তু অন্য ব্যবস্থা তো হওয়া অসম্ভব।"

বাবলু বলল, "এসো, দেখি কী করা যায়।" বলে দু'জনেই নেমে এল স্তূপের ওপর থেকে।

ওরা যখন প্রায় অফিসঘরের কাছাকাছি এসেছে তখনই দেখতে পেল গাইড মি. ত্রিবেদী অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ওদের দিকে আসছেন।

এই লোককে দেখেই চিনতে পারল ওরা।

বাবলু আর গান্ধারী পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

গাইড তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে এসে বাবলুকে বলল, "ইয়ে হ্যায় মেরা দোস্ত শর্মাজি। ঠিক সে ইয়াদ করো তো ইনকো কভি দেখা কি নেহি।"

বাবলু একটুও নার্ভাস না হয়ে বলল, "জরুর দেখা।"

"তুম দোনো কো বারে মে কুছ জাননা চাতে হেঁ হামলোগ।"

বাবলু বলল, "বেশ তো কী জানতে চান বলুন?"

"তুম দোনো কাঁহাসে আয়ে কিস লিয়ে আয়ে ঠিক সে বতাও।"

বাবলু হেসে বলল, "আপনারা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবছেন তা জানি না। আমরা বিক্রমশীলা দেখতেই এসেছি। আমাদের টার্গেট ছিল ভোর-ভোর এসে ঘুরে বেড়িয়ে কহলগাঁও অথবা ভাগলপুরে চলে যাব। তাই আমরা ডাকুয়ার মোড়ে রামবিলাসজির আড্ডায় এসে আপনার বন্ধু শর্মাজির ছোট লরিতে একটু জায়গা করে নিই। শর্মাজিকে তো আমরা চিনতাম না, রামবিলাসজিই ব্যবস্থা করে দেন। রামবিলাসজি আমার পরিচিত নন তবে ওই অঞ্চলেরই বাসিন্দা গান্ধারীকে উনি ভালই চেনেন। তা পথে আসতে আসতে গাড়ির দুলুনিতে

দু'জনেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম যখন ভাঙে তখন দেখি আমরা একটা পাঁচিলঘেরা ছাদহীন গ্যারাজে বন্দি। মনে হয় শর্মাজির আমাদের ব্যাপারে খেয়াল না থাকায় এরকমটা হয়েছে। আমরাও তখন কী করব ভেবে না পেয়ে কতকগুলো ইট সাজিয়ে পাঁচিল টপকে পালাই। চেঁচিয়ে লোক ডেকে জড়ো করিনি এই কারণে যে শর্মাজির অবর্তমানে কেউ যদি আমাদের চোর বা অন্য কিছু মনে করে, তাই।"

ত্রিবেদী কপাল চাপড়ে বললেন, "মাই গড।" তারপর শর্মাজিকে বললেন, "নেশে কি চক্করমে ক্যা কর দিয়া তুমনে ইন দোনো কো?"

ড্রাইভার শর্মাজি বাবলুর হাত দুটি ধরে বললেন, "মুঝে মাফ কর দো ভাই। ম্যায় তো ভুলই গয়েথে।"

ত্রিবেদী বললেন, "আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী তোমাদের কথাটা শর্মাজির মনেই ছিল না। এদিকে তোমরা ওইভাবে ইট সাজিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসায় ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হয়েছে সকলের কাছে। তার কারণ এই গ্রামে চোরের উপদ্রব নেই। বিশেষ করে ওই বাড়ির মালিক হলেন দানশীল বিন্ধ্যাচল রাম। ওঁর বাড়িতে কেউ চুরি করতে ঢুকবে এ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাই দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এখানে।"

বাবলু বলল, "এবার আপনাদের মনের সন্দেহ দূর হয়েছে তো? আর কোনও গলদখামি নেই? এখন আমাদের একটু স্নানের ব্যবস্থা করে দিলে খুবই ভাল হয়। একটা-দুটো তোয়ালে বা গামছা পেলে উপকৃত হই।"

ড্রাইভার শর্মাজি বিদায় নিলেন।

ত্রিবেদীর চেষ্টায় স্নানের পর্বটাও ভালভাবেই সমাধা হল। এরপর ওরা যখন খেতে বসেছে তখন শর্মাজি আবার এসে হাজির হলেন। বললেন, "রামজি নে তুম দোনোকো বুলায়া।"

রামজি মানে বিন্ধ্যাচল রাম।

বাবলু তো এইরকমই চাইছিল। যে বাড়িতে রাতের অন্ধকারে অনেক ঝুঁকি নিয়ে লুকিয়ে প্রবেশ করতে হত সেই বাড়ির মালিকের আমন্ত্রণে যদি প্রকাশ্য দিবালোকেই সেখানে প্রবেশ করা যায় তা হলে তাব চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল গান্ধারী। চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "যেতে হয় তুমি যাও। আমি কিন্তু যাব না ওখানে।"

বাবলু বলল, "জেদ কোরো না। ওই বাড়িতে প্রবেশ করবার এমন সুযোগ আর হবে?"

গান্ধারী বলল, "তা হবে না। কিন্তু বাবলু, এখন ওই বাড়িতে গেলেও আমাদেব উদ্দেশ্যর কণামাত্রও কি সিদ্ধ হবে?"

"হবে। বাড়ির ভেতরের রূপটার সঙ্গে পরিচিত হতে পারব আমরা।"

"ওই বাড়ির ভেতরে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

"কেন? কী কারণে?"

"আমি ওখানে গেলেই উনি আমাকে চিনে ফেলবেন।"

"এর আগে উনি কি তোমাকে দেখেছেন? তা যদি হয় তা হলে আমরা যে সত্যি সত্যিই এখানে বেড়াতে এসেছি এর মধ্যে আর কোনও লুকোছাপা থাকবে না।"

গান্ধারী বলল, "বাবলু, আমার মায়ের ছবি তো তুমি দেখেছ। যাঁর ছবি দেখে তুমি আমারই ছবি মনে করে ভুল করেছিলে। সেই মায়ের মেয়ে আমি। বিন্ধ্যাচলের ওই দুষ্কৃতীরাই লোকেরাই আমার সালঙ্কারা মাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল বটেশ্বরনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। আমার মায়ের গা-ভর্তি গয়না নিয়েও মন ভরেনি ওদের। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এখানকার খাদানের নির্জনে ফেলে রেখেছিল। কাজেই আমার মুখের দিকে তাকালে উনি বুঝেই নেবেন উদ্দেশ্য আমাদের সাধু নয়।"

বাবলু একবার আড়চোখে শর্মাজির দিকে তাকিয়ে বলল, "জাস্ট এ মিনিট।" বলে গান্ধারীকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে শর্মাজির সঙ্গে চলল।

শর্মাজি বললেন, "তুম দোনো মিলকর আও।"

"নেহি, উয়ো লেড়কিকো তবিয়ত ঠিক নেহি। চক্কর আ যাতি হ্যায়। উয়ো নেহি যায়েগি।"

বাবলু একাই চলল বিন্ধ্যাচলের বাড়ির দিকে। একটু যে ভয়-ভয় করল না ওর তা নয়। তার কারণ প্রথমত ও নিরস্ত্র। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ একা।

শর্মাজির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বিক্রমশীলার খাদান থেকে বেরিয়ে আন্তিচকের রামনিবাসে এল ওরা।

দানশীল বিন্ধ্যাচল রাম হলঘরের মতো একটি বড় ঘরে তাঁর লোকজনদের নিয়ে বসেছিলেন। শর্মাজির

সঙ্গে বাবলু গিয়ে হাজির হতেই ইশারায় ওকে বসতে বলে চাপা গলায় ওঁর লোকেদের সঙ্গে কীসব যেন আলোচনা করে কয়েকটি কাগজপত্রে সই করলেন। এর ফাঁকে একবার তাকিয়েও দেখলেন না বাবলুকে।

বাবলু বসে বসে অধৈর্য হয়ে উঠল। একসময় নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রামজি! আমার একটু তাড়া আছে।"

"আমারও একটু কাজকাম আছে। এগুলো না মিটলে আমি তোমার সঙ্গে বাতচিত করতে পারছি না।"

"প্রয়োজনটা যদি আপনার থাকে তা হলে নিজের কাজ ফেলে রেখেই আমার সঙ্গে আগে কথা বলুন।"

"ও লেড়কি কাঁহা?"

"সে যেখানেই থাকুক, আপনার কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন।"

রামজি হেঁকে একজন লোককে বললেন, "উয়ো লেড়কিকো জবরদস্তি ইধার লে আও।"

বাবলুও ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "মি. রামজি। আপনার পাপের ভারা এবার কিন্তু পূর্ণ হয়ে এসেছে।"

রামজি হেসে বললেন, "রাম নামে পাপ দূর হয়ে যায় রে বাঙালি। আমি তোকে পয়ছান নিয়েছি।"

বাবলুও হো হো করে হেসে বলল, "আজ পর্যন্ত আমি নিজেই যেখানে চিনতে পারলাম না নিজেকে, সেখানে আপনি একবার দেখেই কী করে আমাকে চিনে নিলেন?"

"তুম মামুলি লেড়কা নেহি। কলকাত্তাকা পুলিশবালা লেড়কা।"

বাবলু বলল, "ইউ আর রাইট। তবে আপনি আমাকে অর্ধেক চিনেছেন। কিন্তু আমি পুলিশবালা লেড়কা হলেও আমার আরও একটা পরিচয় আছে। আমার বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের একজন পদস্থ অফিসাব। কলকাতা পুলিশের সাধ্য নেই যে আপনার মস্তকমুণ্ডন করিয়ে দেয়। কিন্তু আমার বাবা পারেন আপনার বেআইনি বিষয়সম্পত্তির হিসেবনিকেশ খতিয়ে দেখে আপনাকে জাহান্নমে পাঠাতে।"

অমন যে দুর্ধর্ষ বিন্ধ্যাচল রাম, ইনকাম ট্যাক্সের নাম শোনামাত্রই জোঁকেব মুখে নুন পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনই হয়ে গেলেন। অমন রাবণের মতো ফোলা মুখ চুপসে এতটুকু হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "কী হল আপনার? গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে? জল খাবেন? রাম নামে ভূত পালায় কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের নামে যমের বুকও কেঁপে ওঠে। আপনার এই আস্তিচকের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব আমি।"

রামজির লোকরা ততক্ষণে জবরদস্তি উঠিয়ে নিয়ে এসেছে গান্ধাবীকে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন বিন্ধ্যাচল।

বাবলু বলল, "হঠাৎ এমন আঁতকে উঠলেন যে? মুখটা কি খুব চেনা-চেনা লাগছে?"

বিন্ধ্যাচল বললেন, "ইয়ে লেড়কি কৌন?"

বাবলু বলল, "ইনকাম ট্যাক্স। আমরা দু'জনে মিলেই আপনার মাথা নত করাব।"

বিন্ধ্যাচল চিৎকার করে উঠলেন, "মার ডালো দোনোকো।"

বাবলু বলল, "তাতেও আপনি বাঁচবেন না রামজি। আপনার মতো লোকেদের মরণকালে ইনকাম ট্যাক্সের লোকরাই যমদূতের ভূমিকা নিয়ে আসে। এবার আপনার খেলা শেষ।"

রামজির লোকরা তখন বাবলুর কলার ধরে গান্ধারীর পাশে দাঁড় করিয়েছে। গান্ধারীব চোখে জল। কিন্তু বাবলুর চোখে ক্রোধের আগুন।

বিন্ধ্যাচলের নির্দেশে ওর লোকেরা তখন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে দু'জনকে।

গান্ধারী বাবলুর দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, "এবাব কেমন হল? আমি বারবার বলেছিলাম এখানে না আসতে। এদের প্রকৃতি আমি জানি। এখন অনুর খোঁজ পাওয়া দূরের কথা আমাদের খোঁজই পাবে না কেউ।"

বাবলু বলল, "আমরা শুধু অনুর খোঁজেই যে এসেছি তা তো নয়। তোমার মাকে যারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল তাদের বদলা নিতেও এসেছি। তবে আমার মনে হয় আমাদের কাজের পক্ষে এটা ভালই হল। কেন না ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে এমন এক জায়গায় রাখবে যেখানে অনুকেও রেখেছে ওরা।"

"তোমার কি ধারণা অনু সত্যি সত্যিই এদের এখানে আছে?"

"যদি না থাকে তা হলে ভালই। থাকলে দেখা হবে।"

বিন্ধ্যাচল এবার বন্দি দু'জনের দিকে তাকিয়ে তাঁর একজন লোককে কী যেন বলতেই আপত্তি জানালেন শর্মাজি। বললেন, "অ্যায়সা মাত করিয়ে রামজি। কিঁউ কি ইয়ে দোনো অনজানে নেহি। কোতোয়ালিমে রিপোর্ট লিখায়গা কোঈ তো মুশকিল হো যায়েগা।"

বিন্ধ্যাচল হেসে বললেন, "লাখো রুপিয়া বাট দেঙ্গে। কুছ নেহি হোগা।"

শর্মাজি বললেন, "এই মুহূর্তে আপনি মাথাটা ঠান্ডা রেখে একটু বুঝবার চেষ্টা করুন। এই লেড়কার পিতাজি যদি সত্যি সত্যিই ইনকাম ট্যাক্সের কোনও অফিসার হন তা হলে আপনার আর বাঁচবার কোনও আশা নেই। ওদিকে লালজি ভিমানিও যেমন ফেঁসে যাবেন, এদিকে আপনার অবস্থাও তেমনই হয়ে যাবে। এত সম্পত্তি, এত ডাকাতির সোনা, এসব আপনি দেখাবেন কী করে? কোতোয়ালির ও সি-কে আপনি কিনে নিতে পারবেন। ইনকাম ট্যাক্সের অফিসারদের কী করবেন?"

"ওদেরকেও কিনে নিব।"

"তা হলে ছেলেটিকে ছেড়ে দিন। ওর বাবার সঙ্গে দোস্তি করুন। এতে আপনার ভাল হবে। সব লোকের সঙ্গে দুশমনি করা চলে না। বদলাও নেওয়া যায় না। তা ছাড়া আপনি যা চাইছেন, অর্থাৎ এদের গায়ে পেট্রোল ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে তাতে আমরাও জড়িয়ে পড়ব। ডাকুয়ার মোড়ে রামবিলাসের আড্ডায় যেখানে এরা দু'জনে আমার ট্রাকে উঠেছে সেখানে সবাই তা দেখেছে। রামবিলাস নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলে ওদের গাড়িতে ওঠার ব্যবস্থা করে দেয়। আমিও কুড়িটা টাকা চা খাওয়ার জন্য ওদের কাছ থেকে নিয়েছি। এই অবস্থায় ওদের কিছু হলে আমি জড়িয়ে পড়ব। শুধু তাই নয়, ওরা প্রায় তিন-চার ঘণ্টা খাদানে ছিল। মি. ত্রিবেদী ওদের দু'জনকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। খাদানের কর্মচারীরা ওদের দেখেছে। সকলের চোখের সামনেই ওদের দু'জনকে আমি আপনার নাম করে ডেকে এনেছি। এই অবস্থায় ওদের ওইভাবে হত্যা করলে তার ফল কিন্তু মারাত্মক হবে। তার ওপর তোলা ও ভোলারও কোনও পাত্তা নেই। ওদের এখনকার আচরণবিধিও খুব সন্দেহজনক।"

"ইয়ে নেহি-হো সকতা।"

শর্মাজি হেসে বললেন, "আমি বিহার শরিফ-এর লোক আছি। শরিফ আদমি। সীতামারী আমার জনমস্থান। আর দ্বারভাঙ্গায় আমার পড়ালিখা। এখন কাজ-কামের ধান্দায় এসে বিহার শরিফে পারমানেন্ট হয়ে গেছি। আপনার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ভাল। এই লাইনের সবরকম লোকের সঙ্গেই জান পয়ছান আছে আমার। তাই বলছি রামজি, জমানা এখন বদলে যাচ্ছে। আপনি যাদের নিয়ে কাজ কাম করবেন তারাই একদিন আপনার বুকে ছুরি বসাবে। ওরা একটা আলাদা ঘাঁটি করেছে। টেররিস্টদের অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে। একদিন ওরাই দেখবেন ডাকাতি করবে আপনার বাড়িতে।"

বিন্ধ্যাচল নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বললেন, "তো ঠিক হ্যায়। তোলা ভোলাকো হম দেখ লেঙ্গে।"

"সেটাও কিন্তু খুব বুঝেশুনে। ওরা কিন্তু এখন রীতিমতো পলিটিক্যাল দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।"

বিন্ধ্যাচল একটু সময় কী যেন চিন্তা করে, শর্মাজিসহ তাঁর দু'-একজন লোকের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব কথাবার্তা বলে, বেশ প্রসন্নমনেই একজনকে বললেন, "ছোড় দো আইট্যাক্স দিখানেবালে কো। মি. অ্যান্ড মিস ইনকাম ট্যাক্স। হাঃ হাঃ হাঃ।"

গান্ধারী বলল, "থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর হাইনেস।"

বিন্ধ্যাচল বললেন, "আংরেজি মাত বালো। বিলাইতি হমে নেহি আতা।"

রামনিবাস থেকে মুক্তি পেয়ে ওরা আরও একবার খাদানে এল। তারপর মি. ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করে ওখানকার টাকা-পয়সা মিটিয়ে বিদায় নিল এই দিনের মতো।

চড়া রোদ্দুরে কিছুটা পথ আসার পরই বাবলু গান্ধারীকে বলল, "একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত যে, অনু এদের খপ্পরে পড়ে যায়নি। ও নিশ্চয়ই যে-কোনও উপায়েই হোক আত্মরক্ষা করে পালিয়েছে।"

"আর ইউ সিওর?"

"ও ইয়েস। এখন কিন্তু আমি আমাদের ব্যাপারেই চিন্তাভাবনা করছি।"

"আমরাও যে বিন্ধ্যাচলের খপ্পর থেকে এত সহজে এইভাবে মুক্তি পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"আমি ওই ব্যাপারেই আতঙ্কবোধ করছি বেশি। তার কারণ আমরা কিন্তু আদৌ মুক্তি পাইনি। ধীরে ধীরে আমরা বধ্যভূমির দিকেই এগিয়ে চলেছি।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

বাবলু যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "শোনো, এই বাঁদিকের পাহাড়টায় জঙ্গল খুব ঘন। আপাতত এখানেই কোথাও লুকিয়ে থেকে আমরা আমাদের আততায়ীদের দিকে নজর রাখি।"

"তোমার কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না।"

"একটু পরেই বুঝে যাবে সব।" বলে গান্ধারীর একটা হাত ধরে টান দিয়ে পাশের ধানমাঠে নামাল ওকে।

তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ছোট একটি পাহাড়ের গা বেয়ে একটু উচ্চস্থানে উঠে বড় একটি পাথরের আড়ালে বসে রইল।

গান্ধারী বলল, "তুমি খুব দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ। তোমার এরকম সন্দেহের কারণ কী? আমার কিন্তু ভয় করছে খুব। সত্যই কি আমাদের জীবন বিপন্ন?"

"আমার আশঙ্কা সবসময় একশোভাগই সত্যি হয়। যে বিন্ধ্যাচল একটু আগেই আমাদের জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে মারতে চাইছিলেন তিনিই হঠাৎ আলোচনার পর আমাদের একেবারেই মুক্তি দিলেন এটাই তো সন্দেহজনক। অর্থাৎ শর্মাজির কথার গুরুত্ব বুঝেই ঝক্কিটা আর নিলেন না। আমাদের মুক্তি দিলেন। সবাই দেখল। আমরা বিদায় নিলাম। তারও সাক্ষ্যপ্রমাণ রইল। কিন্তু এরপরে যেটা হবে সেটা তো অ্যাক্সিডেন্ট।"

"মাই গড! এটা তো আমি চিন্তা করিনি।"

"ওই—ওই দ্যাখো, আমাদের ঘাতকরা কেমন দ্রুত এগিয়ে আসছে।"

গান্ধারী অবাক বিস্ময়ে বলল, "তাই তো!"

ওরা দেখল ষণ্ডামার্কা দু'জন লোক হেভি ওয়েটের দুটো মোটরবাইকে চেপে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে এ-পথে।

বাবলু গান্ধারীকে বলল, "ওদের দেখে তুমি কি একটু কিছু অনুমান করতে পারছ?"

গান্ধারী বলল, "হ্যাঁ বাবলু, তুমিই ঠিক। ওরা আমাদেরই মরণদূত। ওরা ওই মোটরবাইকসুদ্ধ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা দু'জনেই মরে পড়ে থাকব রাস্তার ধারে। ওরা উধাও হয়ে যাবে। সবাই জানবে নিছকই দুর্ঘটনা এটা। ফলে বিন্ধ্যাচল রাম দুর্ভাবনা মুক্ত হবেন, শর্মাজির ঘাড়েও কোনও দোষ পড়বে না। মাঝখান থেকে আমরাই মুছে যাব।"

"তা হলেই বোঝো।"

বোঝাবুঝির আর কিছুই নেই। ওরা চলে যাওয়ার একটু পরেই দেখা গেল শর্মাজিও গাড়ি নিয়ে এদিকেই আসছেন।

গান্ধারী বলল, "খুব বাঁচাটা বেঁচে গেছি এ-যাত্রা। কিন্তু বাবলু, তোমাদের অনু তো এখানে নেই। তাই বলে আমার কথাটা ভুলে যাবে না তো?"

"কখনওই না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বেইমানি করে না। ওর ব্যবস্থা আমরা করবই। এখন ওরা নিজেদের মধ্যেই বখরা নিয়ে ভাগাভাগি কাড়াকাড়ি করে মরবে। বিন্ধ্যাচল রামের স্বনামে বেনামে সম্পত্তি প্রচুর। চুরি-ডাকাতির সঞ্চয়ও যে নেহাত কম নয়, তাও ওদের কথাতেই স্পষ্ট হল। আমার কিন্তু ওসবেও কোনও আকর্ষণ নেই। আমি শুধু জানতে চাই আম্রপালির উদ্যান থেকে পাওয়া ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো এরা কোথায় এবং কীভাবে পাচার করল।"

একটু পরেই দেখা গেল মোটরবাইকে যাওয়া সেই আততায়ীরা চারদিকে নজর রাখতে রাখতে আবার ফিরে আসছে। সেইসঙ্গে মোটর নিয়ে শর্মাজিও।

গান্ধারী বলল, "ওরা ফিরে এল কেন?"

"ওরা বুঝেই গেছে এই অল্পসময়ের মধ্যে আমদের বিনা পরিবহনে বেশিদূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা যে আশপাশেই কোথাও কোনও গ্রামে আত্মগোপন করে আছি এটা বুঝতে পেরেই ফিরে এসেছে ওরা। এখন এই পথে ওরা বারেবারে টহল দেবে।"

"তা হলে আমরা যাব কী করে?"

"এখানকার এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে বিকল্প কোনও পথ জানা আছে তোমার?"

"না নেই। কেন না, খুব একটা বেশি যাতায়াত তো ছিল না এদিকে। তোমার মতো অমন ইতিহাস-পাগলও নই আমি। তাই এসেছি, দেখতে হয় দেখেছি, এই পর্যন্তই। তবে কিনা মূল সড়কের দিকে লক্ষ রেখে বন-পাহাড় ডিঙিয়ে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারব।"

"তবে তাই চলো। কেন না দুপুর গড়িয়ে এখন কিন্তু বিকেল।"

ওরা টিলা-পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এল। এখানে এক জায়গায় পাহাড়ের ফাটল বেয়ে ক্ষীণ ধারায় একটি ঝরনা নামছিল। সেই জলই আকণ্ঠ পান করল ওরা। তারপর নিজেদের বাঁচিয়ে ছায়ায় ছায়ায় দূরের দিকে নজর রেখেই এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর আবার ওরা মোটরবাইকের শব্দ শুনে সতর্ক হল। দু'জনে দুটি বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ রাখতে লাগল ওদের দিকে।

ওরা এল। জঙ্গলের এক প্রান্তে মোটরবাইকদুটো রেখে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করে জঙ্গলে ঢুকল। তারপর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল চারদিক।

বাবলু চাপা গলায় গান্ধারীকে বলল, "মনে হয় ওরা এদিকেই আসছে।"

"পায়ের শব্দ তো তাই বলছে।"

"তুমি মোটরবাইক চালাতে পারো?"

"না।"

"তবে তো মুশকিল। না হলে বলতাম আমি যেভাবেই হোক কৌশলে এদের আটকাই। তুমি একটা অন্তত নিয়ে কেটে পড়ো।"

"তাই কি পারি? এতক্ষণ একসঙ্গে এত কিছুর ঝুঁকি নিয়ে থাকার পর এরকম হওয়াটা তো উচিত নয়। যা করবার দু'জনেই একসঙ্গে কবব। হয় লড়ব, না হয় মরব।"

"বেশ, তা হলে ওদের নজর এড়িয়ে সাবধানে এগোনো যাক। এতে অবশ্য বিপদের ঝুঁকি একটু রয়েই গেল। তার কারণ আমরা একটা নিয়ে পালালে ওরা অপরটি নিয়ে ধাওয়া করবে আমাদের পেছনে। আর যদি পিস্তল বা রিভলভার জাতীয় কিছু থাকে ওদের সঙ্গে তা হলে এক লহমায় আমরা দু'জনেই শেষ। এখানকার এ যা জঙ্গল তাতে ডেডবিডিও খুঁজে পাবে না কেউ।"

ওরা দু'জনেই তখন খুব সন্তর্পণে কতকটা হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মোটরবাইক দুটোর কাছে এল। আর ঠিক তখনই ওদের চোখে পড়ে গেল ওরা।

ওরা ভীষণ বেগে তাড়া করল ওদের।

বাবলু উপায়ান্তর না দেখে একটা পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারল একজনের মুখে। লোকটি আর্তনাদ করে বসে পড়তেই অপরজন প্রায় লাফিয়ে কবজা কবল গান্ধারীকে।

গান্ধারী ভয়ে চিৎকাব করে উঠল।

এই অবস্থায় কী করতে হবে বাবলু তা জানে। বলল, "যদি বাঁচতে চাও তো ছেড়ে দাও ওকে। ছাড়ো বলছি।"

লোকটি হেসে বলল, "জিন্দা ইয়া মুর্দা?"

বাবলু বলল, "তার উত্তর পরে দেব। এখন পাপের প্রায়শ্চিত্তটা আগে কর।" বলে পাশেরই একটি গাছের ডাল ভেঙে লোকটিকে কোনও কিছু ভেবে ওঠার সময় না দিয়েই ওর চোখের মধ্যে গুঁজে দিল সেটি।

একটি চোখে খোঁচা। তাতেই সে কী লম্ফঝম্ফ। বিকট চিৎকার করে গান্ধারীকে ছেড়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল লোকটি।

সেই অবসরে বাবলু একটা মোটরবাইক নিয়ে তার পেছনে গান্ধারীকে বসিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। গেলে কী হবে পথের অবস্থা খুবই খারাপ। নামেই পথ। চারদিক খানাখন্দে ভরা। তবুও অনেকটা পথ যাওয়ার পর এক জায়গায় একটি গর্তে পড়ে একেবারেই বিকল হয়ে গেল মোটরবাইকটা।

বাবলু বলল, "সময় খারাপ হলে কপালও বুঝি এমনই করে ফাঁসে।"

গান্ধারী বলল, "তবে কিনা এখন আমরা অনেকটা নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছি। সামনেই একটা গ্রাম দেখতে পাচ্ছ। ওই গ্রামে গিয়ে পৌঁছলে বাঁদিকের পথ ধরে যাওয়া যাবে কহলগাঁওতে, আর ডানদিকে গেলে যে পথে আমরা এসেছি সেই পথে। অর্থাৎ কিনা আমাদের গ্রামের দিকে। এখন কী করবে? আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে? না কি কহলগাঁও?"

"আমি কহলগাঁওই যাব। কেন না আমার মনপ্রাণ, আমার আত্মা এখন ছটফট করছে আমার সঙ্গীদের জন্যে। ওরা যে কে কী অবস্থায় আছে তা জানি না। কোনওরকমে একবার কহলগাঁওতে পৌঁছতে পারলে ফোনে যোগাযোগ করে অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারব।"

গান্ধারী বলল, "তবে তাই যাও। ওই গ্রামে গেলে কোনও-না-কোনও একটা পরিবহন আমরা দু'দিকের জন্যই পাব। পরে তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।"

"সেই ভাল, এখন গ্রামের দিকেই যাওয়া যাক।"

সামান্য পথ আসার পরই গ্রামে ঢোকার আগে হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল গান্ধারীর। বলল, "আমি আর পারছি না। আমার গা-মাথা ঘুরে কেমন যেন করছে।"

"সে কী?"

"হ্যাঁ। এতক্ষণ রোদে ঘুরে, দৌড়ঝাঁপ করে চক্কর লেগে গেছে আমার। আমি আর চলতে পারছি না। তুমি

আমাকে কোনওরকমে ওই গ্রামের কারও বাড়িতে পৌঁছে দাও।"

একেবারে শেষ মুহূর্তে কী বিপদ। এদিকে বাবলুও এমনই ক্লান্ত যে তা বলবার নয়।

গান্ধারী প্রায় ওর গায়ের ওপর লুটিয়ে ওর কাঁধে ঝুঁকে পড়ে পথ চলতে লাগল।

এমন সময় আবার কানে এল মোটরবাইকের শব্দ।

ওরা একটু আড়ালে সরে গিয়ে লক্ষ করল পাথরের ঘায়ে আহত সেই লোকটি দ্রুত ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

গান্ধারী তখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে পথের ধারে। বলল, "বাবলু, আমি যেভাবেই হোক নিজেকে রক্ষা করব। কিন্তু তুমি পালিয়ে বাঁচো। সোজা রাস্তায় গেলেই ধরা পড়বে তুমি। তাই ওই পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে লুকোও। রাত্রিটাও তুমি ওখানেই কাটাও। কেন না গ্রামে কখন কোন পরিবহন পাবে না পাবে তার তো ঠিক নেই। তা ছাড়া গ্রামের লোকেদের মধ্যেও ওদের কোনও চর থাকতে পারে। আমার অবস্থা এখন এতই খারাপ যে আমি সঙ্গে থেকে তোমার বিপদ বাড়াব না।"

"এ হয় না গান্ধারী। এখন আমরা দু'জনেই এক। তুমিই না তখন বলেছিলে, হয় লড়ব না হয় দু'জনেই মরব।"

"সেটা তখনকার পরিস্থিতিতে। এখন আমরা অনেক নিরাপদ। আমি সুস্থ নই। এই অবস্থায় আমাকে নিয়ে পালানোও ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি পালাতে পারলে নিজে বাঁচবে, অন্যেরা বাঁচবে, আমিও দুর্ভাগ্যক্রমে এদের পাল্লায় পড়ে গেলে তুমি এসে বাঁচাতে পারবে। তুমি আগে গিয়ে তোমার সঙ্গীদের খুঁজে বের করে পুলিশে খবর দাও।"

"মোটরবাইকের শব্দটা কিন্তু আর শোনা যাচ্ছে না।"

"এখনই যাবে। বিকল হওয়া বাইকটার কাছে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছে ওটা। এই এল বলে। যাও তুমি, দেরি কোরো না।"

"কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাকে এইভাবে এখানে ফেলে রেখে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।"

"তা হলে এক কাজ করো, বোকার মতো ধরা না দিয়ে গ্রামের কাউকে আমাব সাহায্যের জন্য আসতে বলে বুদ্ধিমানের মতো কেটে পড়ো।"

বাবলু তাই করল। গ্রামে খবর দিয়ে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে সে যখন আবার সেই জায়গার কাছে ফিরে এল তখন দেখল গান্ধারীর কোনও চিহ্নও নেই সেখানে।

বাবলু চিৎকার করে ডাকল, "গান্ধারী! গান্ধারী...।"

অনেক দূর থেকে গান্ধারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বা-ব-লু-উ-উ-।"

সবাই দেখল দানবাকৃতি একজন লোক গান্ধারীকে কাঁধে নিয়ে পাহাড় জঙ্গলের দিকে ছুটেছে। তাই দেখে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা সকলেই ধাওয়া করল লোকটিকে।

সেই একই লোক। অন্য কেউ নয়। মোটরবাইকটা একটি ঝোপের আড়ালে রেখে গ্রামবাসীদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে পালাচ্ছিল গান্ধারীকে নিয়ে। ইচ্ছেটা এই জঙ্গলের গভীরে মেয়েটাকে খুন করে রাতের অন্ধকারে পালাবে। কিন্তু এখন লোকজনের নজরে আসায় গান্ধারীকে ফেলে রেখেই ছোটা শুরু করল সে।

বাবলু সবাইকে বলল, "আপলোগ লেড়কি সামালিয়ে। ম্যায় দেখতা হুঁ বদমাশকো।" বলে ভীষণ তাড়া করল লোকটিকে।

কিন্তু পাহাড়-জঙ্গলের এই দেশে অনভ্যস্ত বাবলু পেরে উঠবে কেন? তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই দিশা হারল। লোকটি কোথায় কোনখানে মিশে গেল তার কিছুই টের পেল না সে। হঠাৎই এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে জ্ঞান হারাল বাবলু। জ্ঞান যখন ফিরল তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করল ফাদারের আশ্রমে। কয়েকজন বুনো লোক নাকি তাকে উদ্ধার করে রেখে গেছে এখানে। অসুস্থ ফাদার ওর চোখে-মুখে জল দিয়ে ওকে সুস্থ করলেন। তারপর...।

তারপরের ঘটনা তো সবই জানা। অনু বিস্ময়াবিষ্টের মতো এতক্ষণ ধরে একভাবে বাবলুর কাহিনী শুনে যাচ্ছিল। কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল কাহিনী নয়, ও যেন চোখের সামনে ছায়াছবির কোনও রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখছে। তাই একবারও 'তারপর কী হল? তারপর?' এইসব বলে বিব্রত করেনি বাবলুকে। এতক্ষণে প্রথম কথা বলল, "তোমার সেই গান্ধারীর তা হলে কী হল?"

বাবলু হেসে বলল, "গান্ধারীও আমার নয়, আমার সামনে এই ঘরের মধ্যে বসে থাকা অনুরাধাও আমার

নয়। আমরা সবাই এক। এক পরিচ্ছন্ন মানসিকতার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই আমাদের। জোটসঙ্গী আমরা। এককভাবে কেউ নই। তবে আমার মনে হয় গান্ধারী গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে তার নিজের গ্রামে ফিরে যেতে পেরেছে। অবশ্য একটিই দুশ্চিন্তা ওর জন্যে রয়ে গেছে আমার। সেটি হল ওর শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারটা নিয়ে। তা ছাড়া...।"

"তা ছাড়া কী? তুমি কি এর পরেও ওর কোনও বিপদাশঙ্কা করছ?"

"হ্যাঁ। বিন্ধ্যাচলের গুপ্তঘাতকরা ওকে না লোপাট করে দেয়। দীননাথ উপাধ্যায়ের মতো একজন মানুষকে যারা কিনা ঠান্ডা মাথায় খুন করিয়ে দিতে পারে, গান্ধারীকে, আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করে মারবার পরিকল্পনা যে লোক করতে পারে, তাকে তো বিশ্বাস নেই। অথচ নিরস্ত্র থাকায় সামনে পেয়েও ওর কিছুমাত্র করতে পারলাম না আমি। এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই।"

"এখন তা হলে তুমি কী করবে?"

"আগে আমাদের জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এক হব। এই মহারণ্যে তোমাকে পাওয়াও একটা বড় প্রাপ্তি। তোমাকে সর্বাগ্রে তোমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে তারপর বিষদাঁত ওপড়াব ওই বিন্ধ্যাচলের। ওকে আমরা সর্বস্বান্ত করব।"

"তোমাদের ওই অভিযানে কি আমার কোনও ভূমিকা থাকবে না?"

"এখনও এত বিপর্যয়ের পরও তোমার শখ মেটেনি?"

"যখন একা ছিলাম তখন অসহায় বোধ করছিলাম। এখন তোমাকে পেয়ে বুকে বল পেয়েছি। গান্ধারীর কাহিনী শুনে আমিও ওর মতো তোমার ছায়াসঙ্গী হতে চাই। ওই মেয়েটা তো জানে না নিজের অজ্ঞাতসারে কার সঙ্গে অভিযান করল ও।"

বাবলু একটু চুপ করে থেকে একসময় বলল, "সব রাতেরই শেষ হয়। এই কালো রাতেরও শেষ হবে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমার সেই পিস্তলটা যদি আমার কাছে থাকত তা হলে আবার ফিরে যেতাম আস্তিচকে। গিয়ে ওই রামনিবাসে একটা ধ্বনি ওঠাতাম।"

"কী ধ্বনি ওঠাতে?"

"রাম নাম সত্যা হ্যায়।"

অনু হাসল। হেসে বলল, "জল খাবে একটু?"

বাবলু বলল, "আমার মনের কথা তুমি কী করে জানতে পারলে বলো তো? আমি তোমাকে এখনই জল চাইতাম। সত্যিই জলতেষ্টা পেয়েছে খুব।"

অনু বলল, "তোমার মুখ দেখেই তা মনে হয়েছিল। সারাটাদিন রোদে-রোদে ঘুরেছ, টেনশনে ভুগেছ। আমার জন্যও টেনশন বড় কম ছিল না তোমার মনে। অতএব পিপাসা তো পাবেই।"

অনু জল দিলে বাবলু পরপর দু' গেলাস জল খেল। তারপরই হঠাৎ দূরাগত একটু কলধ্বনি শুনে চমকে উঠল বাবলু।

অনুও কান খাড়া করে শুনল।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বলো তো?"

"মনে হচ্ছে কোনও বিদ্রোহী জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।"

"তবে তো সমূহ বিপদ।"

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

সেই ক্ষুধার্ত অতিথি, যে কিনা ফাদারের এখানে পেট ভরে দুটি খাবার জন্য এসেছিল, বাবলু আর অনু যাকে বিফল করেনি। সেই অতিথিই আতঙ্কিত মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে ওর দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলল ওদের।

লোকটির কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না ওরা।

লোকটি এবার হাত নেড়ে ইশারায় ওদের পালিয়ে যেতে বলল।

শঙ্কিত বাবলু দূরের দিকে তাকিয়ে দেখল বনভূমি লালে লাল। সেই ঝরনাধারার পথ বেয়ে মশাল জ্বেলে চিৎকার করতে করতে কারা যেন আসছে এদিকে।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! ওরা কারা?"

অনু বলল, "নিশ্চয়ই সেই টেররিস্টের দল। যে গ্রামে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই গ্রামে ওদের মিটিং ছিল আজ। পাছে ওদের নজরে পড়ে যাই সেই ভয়েই কমলি আমাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে রেখেছিল। এখন

দেখছি এই আশ্রয় ছেড়ে আমাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। ভোর হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা যাবে না।"

আগন্তুক অতিথি ওদের ইশারায় ভয় পেতে বারণ করে ঘরে ঢুকে একটা বল্লম নিয়ে হাতছানি দিয়ে ওর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল দু'জনকে।

বাবলু একটুও বিলম্ব না করে অনুর হাত ধরে পিছু নিল লোকটির। তারপর সম্পূর্ণ অন্যপথে জঙ্গলের পথ ধরে বড় একটি খাড়াই পাহাড়কে ডিঙিয়ে একেবারেই ওদের নাগালের বাইরে চলে গেল। একসময় ওরা যেখানে এসে পৌঁছল সেখানে এক জায়গায় পরপর বেশ কয়েকটি ট্রাক জিনিস বোঝাই করে একটি পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়েছিল।

অনু এখানে এসেই উল্লসিত হয়ে বলল, "আরে এ তো সেই জায়গা। আমার পরিচিত।"

"তোমার পরিচিত? কোথায় এসেছি আমরা?"

"অরিয়প।"

"তার মানে কহলগাঁও এখান থেকে বেশি দূরে নয়?"

"না।"

আগন্তুক অতিথিকে বিদায় দিয়ে সকলের পেছনে যে ট্রাকটি ছিল দড়ি ধরে তারই মাথায় উঠে নিঃশব্দে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল দু'জনে।

একটু পরে চা-পর্ব শেষ করে এসে ড্রাইভাররা একে একে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট করতেই চলা শুরু হল।

দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

তারপর দিনের আলো স্পষ্ট হতেই ওরা যেখানে পৌঁছে গেল সেই জায়গাই কহলগাঁও।

ট্রাক থামলে দু'জনেই নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

অনুর আনন্দ আর ধরে না। ও বাবলুকে নিয়ে দ্রুত হাজির হল সেই লজে। অনুকে দেখেই তো ম্যানেজারের চক্ষুস্থির। শুধু ম্যানেজার কেন সকলেরই। মেয়েটা যে সত্যিই এইভাবে ফিরে আসবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

বাবলুও যেন এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

॥ ১৫ ॥

শুধুমাত্র রাজারামবাবুর কারণেই বিলুরা কহলগাঁও ছেড়ে যায়নি কোথাও। তাই সাতসকালে লজের ছেলেটি এসে দরজায় ধাক্কা দিতেই ঘুম ভেঙে উঠে বসল সবাই।

পঞ্চু ওর অভ্যাসবশে ভৌ-ভৌ করে ডেকে উঠল একবার।

বিলু দরজা খুলতেই ছেলেটি বলল, "তুমহারে লিয়ে এক খুশ খবরি হ্যায়।"

বিলু চোখ কচলে বলল, "কীরকম খুশ খবর ভাই?"

"উয়ো দোনো আ গয়ী। তুমহারা দোস্ত বাবলু ঔর অনু নামকি উয়ো বহিনজি।"

বিলু যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। আনন্দের আতিশয্যে ছেলেটিকেই বুকে জড়িয়ে বলল, "সত্যি বলছ?"

"হাঁ। ইয়ে সচ্‌ হ্যায়। অভি আয়া।"

পঞ্চুর আহ্লাদ তখন দ্যাখে কে? সবার আগে 'ভুক-ভুক' ডাক ছেড়ে সে-ই ছুটল অফিসঘরের দিকে।

ভোম্বলের তখনও নাক ডাকছিল। বাচ্চু, বিচ্চু, রিয়াং ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল তাকে। বাবলুর ফিরে আসার কথা শুনে ভোম্বলও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল যেন ওদের মধ্যে।

বিলু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে এবার বিপদের মেঘ কাটল।"

বলতে বলতেই অনুকে নিয়ে এসে গেল বাবলু।

ওদের দু'জনকেই ঘর চিনিয়ে নিয়ে এল পঞ্চু।

হোটেলের ছেলেটি বলল, "চায় টোস্ট লাউঁ?"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই। তুরন্ত লে আও।" বলে একশো টাকার একটি নোট ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, "এই সুন্দর সকালে এমন একটি খুশির খবর দেওয়ার জন্য এটা তোমার বকশিশ।"

ছেলেটি দারুণ খুশি হয়ে চলে গেল।
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলে তখন আবেগে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে।
আর রিয়াং? অনুকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না ওর!
এসবের মাঝে পঞ্চু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। সে শুধু বাবলুর আদর খাবে বলেই কুঁই-কুঁই করতে লাগল।
বাবলুও ওর মনোভাব বুঝতে পেরে সবাইকে ছেড়ে ওকে বুকে নিয়ে সে কী দারুণ আদরটাই না করল!
পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঘটনাপ্রবাহে দীর্ঘসময় বিচ্ছিন্ন থাকার পর আবার একজোট হওয়ার আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাথরুমের কাজ সেরে বেশ ঝরঝরে, তরতরে হয়ে একত্রে গুছিয়ে বসল সকলে। এরই ফাঁকে ভোম্বল ঠোঙাভর্তি করে শিঙাড়া আর জিলিপি এনে হাজির করেছে। এদিকে হোটেলের ছেলেটিও ওর এক সঙ্গীসহ চা-টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকল।
কী আনন্দ! কী আনন্দ!
ভোম্বল নিজে হাতে কতকগুলো শিঙাড়া, জিলিপি খেতে দিল ছেলেদুটিকে।
এইবার চা-পর্বের মধ্যেই বসে গেল ওদের অন্তরঙ্গ সভা।
বাবলু শিঙাড়া আর জিলিপি খেতে খেতে বলল, "ওঃ, ক'দিন পরে এইসব খেয়ে মুখটা যেন ছাড়ল। একে তো উত্তেজনা, তার ওপরে প্রাণের ভয়, তারও ওপরে অর্ধাহার ও অনাহার। কিন্তু তোরা যে বাচ্চু-বিচ্ছুকে কীভাবে উদ্ধার করলি তা তো আমি ভেবে পাচ্ছি না।"
ভোম্বল বলল, "তার আগে বল তুই কী করে অনুকে উদ্ধার করলি?"
বাবলু হেসে বলল, "অনুকে আমি বা আমাকে অনু কেউ কাউকেই উদ্ধার করিনি। পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে দু'জনেই দু'জনকে আবিষ্কার করেছি হঠাৎ করেই।"
বিলু বলল, "আচ্ছা, গ্রামবাসীরা যে তোকে সে-রাতে মারতে মারতে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিল, সেখান থেকে তুই পালালি কী করে? এমনকী তোর ব্যাপারে আমরা এরকমও শুনলাম যে, তোকে নাকি মেরে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। আমরা তো একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম ওই খবরে।"
বাবলু বলল, "এইসব গুজব কোথা থেকে শুনেছিস তোরা?"
"অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই খবরটা পেয়েছি। এমনকী তোর ডেডবডিও নাকি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ফলে গ্রামবাসীদের অনেকেই এখন পুলিশি হেফাজতে।"
বাবলু বলল, "খবরটা তা হলে মিথ্যে নয়।"
রিয়াং চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "তা হলে তুমি বলতে চাইছ তুমি মরে ভূত হয়েই এখানে এসেছ?"
ভোম্বল বলল, "হেঁয়ালি না করে বল দেখি সে-রাতে কী হয়েছিল?"
বাবলু সে-রাতের সব কথা ওদের সকলকে শুনিয়ে বলল, "ওই ভয়ানক রাতে গান্ধারী আমাকে আশ্রয় না দিলে পুলিশ একটা নয়, দুটো ডেডবডি উদ্ধার করত।"
"তা হলে ওই ডেডবডিটা কার?"
"খবরটা তা হলে এইরকম। আমি তো কোনওরকমে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। ওরা পড়ে গেল ভালুকের খপ্পরে। ওদের চারজনের একজন হয়তো কোনওক্রমে ঢুকে পড়েছিল গ্রামের ভেতর। আমার আগমনে ক্রুদ্ধ কুকুরের চিৎকারে গ্রামবাসীরা যখন জেগে উঠে চোর ধরার জন্য চারদিকে ছুটোছুটি করছে ঠিক তখনই হয়তো ওদেরই কেউ ঢুকে পড়ে গ্রামে। গান্ধারীর সৌজন্যে আমার প্রাণ বাঁচে আর সে বেচারি ধরা পড়ে প্রাণ হারায়। গ্রামের লোকের রাগ, ভয়ানক রাগ। মারতে শুরু করলে ওদের জ্ঞান থাকে না। ফলে মার খেয়ে মরে যায় বেচারি। আর তখনই সহজ পন্থা হিসেবে গ্রামের প্রান্তে কোথাও মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেয় ওকে। এদিকে আমার ব্যাপারে তোরা থানা-পুলিশ করায়, অনুর মুখে সব শুনে পুলিশ ওই খাদে তল্লাশি চালিয়ে দুষ্কৃতীদের অস্ত্র পাচারের জন্য মজুদ অস্ত্র উদ্ধার করেই অনুসন্ধানের জন্য গ্রামে গিয়ে খুনের বৃত্তান্ত জানতে পারে।"
এতক্ষণে বিচ্ছু কথা বলল, "কিন্তু গ্রামবাসীরা তো অপরাধ স্বীকার করছে না। পুলিশকে বলেছে, ওই রাতে অল্পবয়সি একজন চোরকে ধরে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে ওরা। পরে পুলিশকে ঘর খুলে দ্যাখাতে গিয়ে দ্যাখে ছেলেটি নেই। পুলিশ তখনই অনুসন্ধান চালিয়ে মাটি চাপা অবস্থা থেকে ডেডবডি উদ্ধার করে এবং গ্রেফতার করে গ্রামবাসীদের কয়েকজনকে।"
"তা হলে এমনও হতে পারে ওরা সত্যি সত্যি মারধোর করেনি তাকে। দু'-চার ঘা দেওয়ার পরেই ঘরের

মধ্যে বন্দি করে রাখে। পরে সে বেচারি চালা ভেদ করে পালাতে গিয়ে মার খায় ওদেরই কোনও শত্রুপক্ষের হাতে।"

বাচ্চু বলল, "তা সে যাই হোক না কেন, ও নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা করে লাভ কী? তুমি যে ফিরে এসেছ, অনুকে যে আমরা ফিরে পেয়েছি, এই যথেষ্ট। তা বাবলুদা, গান্ধারীর ব্যাপারে এবার তো একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত আমাদের।"

"অবশ্যই। তবে দুঃখ এই, আমার এতদিনের পিস্তলটাকে আমি হারালাম।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই 'ভৌ ভৌ' করে উঠল পঞ্চু।

বিলু তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে একটি পিস্তল বের করে মৃদু হেসে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "দ্যাখ তো এটা তোরই কিনা?"

পিস্তলটা হাতে নিয়েই লাফিয়ে উঠল বাবলু। বলল, "আরে, এটা তো আমারই?"

"ওটাকে ওই খাদের কাছ থেকে সে-রাতে কে উদ্ধার করেছে জানিস?"

কে যে করেছে বা করতে পারে তা অনুমান করা বাবলুর পক্ষে অসম্ভব নয়। ও তাই সরাসরি পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চুর সে কী লজ্জা। লজ্জায় মুখ লুকিয়ে 'কুঁই-কুঁই' করতে লাগল সে।

বাবলু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এবারে তোদের কথা বল। কীভাবে কী করলি তোরা তা শোনবার জন্য আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

বিলু তখন বাচ্চু, বিচ্ছু আর অনুর অন্তর্ধানের পর থেকে ওদের সব কথা বলল।

সব শুনে সবিস্ময়ে বাবলু বলল, "করেছিস কি তোরা? আমার তো এখনই মনে হচ্ছে তোদের প্রত্যেকের গলায় একটা করে সোনার লকেট ঝুলিয়ে দিই। তোরা বাচ্চু-বিচ্ছুকে উদ্ধার করেছিস, সেই খোয়া যাওয়া দুর্লভ ধর্মচক্রকে উদ্ধার করেছিস, সেইসঙ্গে সলিল সমাধি ঘটিয়েছিস লালজি ভিমানির। এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কিছু হতে পারে? ভগবান তোদের সহায় হয়েছিলেন।"

অনু বলল, "ধর্মের জয় চিরকালই হয়। আমার বাবার মতের পরিবর্তন হল। বাবা-মায়ের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচল। ধর্মচক্র ফিরে পেলাম। আমরাও শত্রুর কবলমুক্ত হলাম অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। সবই তাঁরই ইচ্ছায়।"

"এখন বাকি রইল বিন্ধ্যাচল রাম।"

ভোম্বল বলল, "আর রাম-রাবণের যুদ্ধে কাজ নেই। আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালেই এখান থেকে কেটে পড়ি চল। রাজারামবাবুকে ফোনে জানানো হয়েছে। উনি এখনই এলেন বলে!"

অনু আতঙ্কিত হয়ে বলল, "আমার কিডন্যাপ হওয়ার কথাটা তোমরা বাড়িতে জানিয়েছ নাকি?"

বিলু বলল, "আমরা জানাইনি। হোটেলের ম্যানেজারই ভুলে বলে ফেলেছেন।"

"তবে তো এখনই বাড়িতে একটা ফোন করতে হয়!" বলেই উঠতে যাচ্ছিল অনু।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল, "এখনও শিক্ষা হয়নি তোমার?"

অনু বলল, "কেন? কী হল?"

"ফের তুমি একা যাচ্ছ?"

"একা যাচ্ছি না তো? সঙ্গে আমার ভাই যাচ্ছে। ওই—ওই দ্যাখো।"

সত্যিই তো! ভাই যাওয়ার জন্যই রেডি। অনু ঘরের বাইরে যেতেই দিব্যি ল্যাং-ল্যাং করে চলল ওর পিছু নিয়ে।

বাবলু বলল, "পঞ্চুর কারবারটা দেখলি?"

বিলু বলল, "দেখলাম। ভাই হো তো অ্যায়সা।"

একটু পরেই অবশ্য বিরস বদনে ফিরে এল অনু।

বাবলু বলল, "কী হল?"

"অনবরত রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।"

"তা হলে নিশ্চয়ই ফোন খারাপ। নয়তো দু'জনেই আসছেন এখানে।"

বিলু বলল, "ওঁরা না আসা পর্যন্ত আমাদের কোথাও যাওয়া নয়! কারণ এই দুর্লভ চক্রটি হাতছাড়া হলে আবার আমরা মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ব। আমরা সবসময় এটিকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখছি। নিশ্চিন্ত মনে ঘোরা, বেড়ানোও বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। তোর খোঁজেও যেতে পারছিলাম না আমরা। এখন এটা রাজারামবাবুর হাতে তুলে দিলে তবেই দায়মুক্ত হব।"

বাবলু বলল, "শুধু ওই জিনিসটা নয়, অনুকেও তুলে দেব ওর বাবা-মায়ের হাতে। সেইসঙ্গে রিয়াংকেও।"

অনু বলল, "কেন, আমরা কি তোমাদের কাছে এতই বোঝা হয়ে উঠেছি?"

"মোটেই না। তবে কিনা কাজ আমাদের শেষ। এবার আমরাও তো একটু হালকা হতে চাইব।"

অনু আদুরে মেয়ের মতো বাবলুর প্রায় গা ঘেঁষে বসে বলল, "কে বলল, কাজ তোমাদের শেষ? বিন্ধ্যাচল কি বরাবরই এখানে রামরাজত্ব করবে?"

"তা কেন? তবে কিনা আমাদেরও তো উচিত আর তোমাদের বিপদ না বাড়িয়ে তোমাদের দু'জনকেই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া?"

"তেমনই আমাদেরও উচিত কহলগাঁওয়ের গঙ্গার ধার থেকে এখানকার পাহাড়পর্বত বন-জঙ্গলের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বটেশ্বরনাথের সেই রমণীয় পরিবেশে, অতীতের বিক্রমশীলায় সবাইকে নিয়ে যাওয়া। ঠিক কিনা বলো?"

"বুঝলাম। কিন্তু....।"

"কোনও কিন্তু নয়। তা ছাড়া তোমার ওই প্রিয়দর্শিনী গান্ধারীকে দু' চোখ ভরে না দেখে আমি কিন্তু যাচ্ছি না। ওর কথা শোনার পর থেকেই ও আমার মনকে দারুণভাবে দোলা দিয়েছে।"

এমন সময় দরজার কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "অনুরাধা, তুমিও কিন্তু আমার মনকে সমানভাবে দোলা দিয়েছ। এসো আমরা দু'জনে বন্ধুত্ব করি।"

সবাই সবিস্ময়ে দেখল গান্ধারী নতুন একটা চুড়িদার পরে অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

অনু ছুটে গিয়ে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে।

গান্ধারী ওকে একটা হালকা পুতুলের মতো একপাক ঘুরিয়ে নামিয়ে দিল।

বাচ্চু, বিচ্ছু, রিয়াং খুশিতে উপচে পড়ে গান্ধারীকে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে বসাল।

পঞ্চুও অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একবার শুধু ডেকে উঠল "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "এটা কী করে সম্ভব হল?"

"তার আগে আমাকে এক গেলাস জল দাও। আর সম্ভব হলে এক কাপ চা কিংবা কফির ব্যবস্থা করো।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। শুধু তোমার জন্য কেন, আমাদের সকলের জন্যই কফির ব্যবস্থা হবে।"

"বেশ। তবে তাই হোক। তার আগে আমি সকলের সঙ্গে আমার পরিচয়-পর্বটা সেরে নিই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের পরিচয় নিজেরা দেয় কী করে? তাই সে পবিচয়টা অনু আর রিয়াং-ই করিয়ে দিল।

একটু পরে কফি এলে কফিতে চুমুক দিয়ে গান্ধারী বলল, "তুমি তো ওই লোকটার পিছু নিয়ে উধাও হয়ে গেলে। আমি গ্রামবাসীদের সহায়তায় ওই গ্রামেই একজনদের বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। ওদের সেবাযত্নে আমার গা-মাথা ঘোরার ভাবটা কাটল। কিন্তু একটু সুস্থ স্বাভাবিক হয়েই আমি ভাবতে লাগলাম তোমার কথা। কী যে হল তোমার, নতুন করে কোনও বিপদে পড়লে কি না, তা জানবার জন্যই মনটা ব্যাকুল হয়ে রইল। গ্রামের লোকদের আমি আমার বিপদের কথা সব বললাম। শুনে ওরা বলল, বিন্ধ্যাচল এই অঞ্চলের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোক। ওর পোষা গুন্ডারা অতি ভয়ানক। অতএব ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ওদের কারও নেই। তাই গান্ধারীর উচিত হবে সকালের প্রথম ট্রেকারে অথবা অন্য যে-কোনও পরিবহনে কহলগাঁও পৌঁছে ভাগলপুরে চলে যাওয়া। ওদের এই কথার যুক্তি আছে ভেবে আমি কোনওরকমে রাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোরে রওনা হয়ে এখানে এসেছি। আসবার সময় গ্রামেরই একটি মেয়ের কাছ থেকে এই পোশাকটা চেয়ে পরে এসেছি। আমারটার যা অবস্থা হয়েছিল তা পরে আর বাইরে বেরোনো যেত না। তা এখানে এসে প্রথমেই মনে হল একবার তোমার ব্যাপারে এই লজে খোঁজ নিই। কেন না এখানে এই একটিই মাত্র লজ। তাই যদি তুমি কোনওরকমে এখানে এসে পৌঁছে থাকো তা হলে বাধ্য হবে এখানে উঠতে। এখন তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়ে গিয়ে খুব ভাল লাগল। মনেও অনেকটা জোর পেলাম। তাই বলি কী, আর একটুও দেরি নয়, এসো আমরা সবাই মিলে বিন্ধ্যাচলের সর্বনাশটা করে দিয়ে আসি।"

বাবলু এতক্ষণ কানখাড়া করে মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিল গান্ধারীর কথাগুলো। এবার দু'-একটা ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট চিবিয়ে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, "না। আর দেরি করাটা উচিত হবে না। আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়েই বিধ্বস্ত করব ওকে।"

"কিন্তু কখন?"

"পারলে এখনই করতাম। তবে কিনা বিশেষ একটি কারণের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। অনুর বাবা-মায়ের আসবার কথা আছে। তাঁরা না আসা পর্যন্ত আমাদের একটি যখের ধনকে আগলে বসে থাকতে হবে।"

গান্ধারী চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "যখের ধন?"

"প্রায় তাই। আমাদের সব কথা তো বলেছি তোমাকে। তবু আবার বলি, যে তিব্বতি ধর্মচক্রকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেটি হস্তগত হয়েছে আমাদের। ওটির একটি ভালরকম ব্যবস্থা করে তবেই অভিযানে নামব আমরা।"

"তাতে দেরি হয়ে যাবে না?"

"হয়তো একটু দেরি হবে। ওই সময়ের মধ্যে আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে নিতে পারব। কেন না এসব ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক কাজ না করলে শত্রুর মোকাবিলা করায় অসুবিধা আছে।"

গান্ধারী বলল, "ঠিক আছে। আমি কিন্তু কার্যোদ্ধাব না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে যাচ্ছি না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একমত হয়ে বলল, "যেতে তোমাকে দেবও না।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি বাবলুদার প্রাণরক্ষা করেছ। তাই তোমার শত্রুর মোকাবিলায় আমাদেরও কিছু করণীয় আছে বইকী।"

বাচ্চু বলল, "তা ছাড়াও ওরা ওদের দু'জনকেই তো হত্যা করতে চেয়েছিল।"

গান্ধারী বলল, "পারলে এখনও করবে। কেন না এই কহলগাঁওতেই ওদের শক্ত ঘাঁটি। আস্তিচক বলতে পারো ওদের স্টোর রুম।"

ভোম্বল বলল, "কালকের ব্যাপারে আমরা সব কথা পুলিশকে জানিয়ে তারপরে ওদের পেছনে লাগব।"

অনু বলল, "এখানকার পুলিশ কিছুই করবে না ওদেব। ওরা ওদের কেনা গোলাম।"

অনুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চুর বিকট চিৎকারে চমকে উঠল সবার পিলে। কী যে হল, কেন যে হল, কেন যে অমন চিৎকার করল পঞ্চু, তা কেউ ভেবেও পেল না। পঞ্চুকে সমানে জানলার ওপর লাফিয়ে পড়তে দেখে ছুটে গেল সকলে।

নীচের রাজপথে তখন লোকে লোকারণ্য। সবাই ওদেব ঘরের দিকে তাকিযে দেখছে, আঙুল দিয়ে দ্যাখাচ্ছে।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা বেশ বহস্যময মনে হচ্ছে।" বলে পিস্তলটা যথাস্থানে নিযে সকলকে ধর্মচক্রেব পাহারায় রেখে বিলুকে ইশাবায় ডেকে দ্রুত নীচে নামল বাবলু।

কিন্তু নীচে নেমে যা দেখল তা অতি মর্মান্তিক। দেখল বছর তিবিশের এক যুবক খুব উঁচু থেকে কীভাবে যেন পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছে। এটা যে আত্মহত্যার কোনও ঘটনা নয়, তা বোঝা গেল ওর হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভার দেখে।

বাবলু গম্ভীরস্বরে বিলুকে বলল, "কিছু বুঝলি?"

"বুঝলাম, অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে আমাদের কাউকে না কাউকে প্রাণ হারাতেই হবে এবার।"

"এ-লোকটা বিন্ধ্যাচলের ভাড়াটে গুণ্ডা। সোজা পথে এলে বাধা পাবে বলে কৌশলে সম্ভবত জলের পাইপ বেয়ে উঠেছিল আমাদের খতম করবে বলে। কিন্তু পঞ্চু যে ওর নিয়তি হবে তা বোধহয় ও ভাবতে পারেনি। ও ওইভাবে আচমকা চিৎকার করে জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পডাতেই ভয়ে হাত ফসকে পড়ে যায়।"

বিলু বলল, "কী দুঃসাহস!"

"তার মানে ও কিন্তু একা নেই। এই ভিড়ের মধ্যেই ওদের আবও লোক আছে। এবং তারা সমানে নজর রাখছে আমাদের ওপর।"

"তারা কারা? এখানে কিছুক্ষণ থেকে তাদের শনাক্ত করা যায় কী?"

"আপাতত দু'জনকে আমি চিনেছি। ওই—ওই দ্যাখ, ভিড়ের মধ্যে থেকেও কীভাবে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এখানে এত লোক থাকতে এভাবে আমাদের দিকে তাকানোর কারণটা কী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস?"

বিলু বলল, "আর তা হলে আমাদের এখানে থেকে লাভ নেই। ডেডবডি সরানো পুলিশের কাজ। আমরা আমাদের মধ্যেই ফিরে যাই।"

বাবলু আর বিলু ফিরে এসেই দেখল রাজারামবাবু সস্ত্রীক এসে হাজির হয়েছেন।

দীর্ঘদিন বাদে মেয়েকে দেখে সে কী আনন্দ রাজারামবাবুর!

অনুর মা বললেন, "তোমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা দীর্ঘজীবী হও। তোমাদের জন্যই আজ আমার ভাঙা ঘর জুড়ে গেল। মেয়ে উদ্ধার হল।"

রাজারামবাবু বললেন, "শুধু তাই নয়। এতদিনের অভিশাপ কাটল আমার। হাওড়ার বাড়িতে আমার সংগ্রহ করা যত মূর্তি ছিল তার সবই সরকারের ঘরে জমা পড়েছে। তবে সেই সুদুর্লভ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটা ওদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল আমার। এখন আমি মুক্তপুরুষ। আমার প্রধান শত্রু লালজি ভিমানির সলিল সমাধির সংবাদে এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলি, আর দেরি নয়। আপনি আজই ওই দুর্লভ ধর্মচক্রটি নিয়ে সাহেবগঞ্জের বাড়িতে ফিরে যান। সম্ভব হলে কালই বুদ্ধগয়ার তিব্বতি ধর্মশালায় গিয়ে ভিক্ষু মণিভদ্রের হাতে ওটা সমর্পণ করুন।"

রাজারামবাবু বললেন, "আমরা দু'জনে যাব কেন বাবা? তোমরাও সবাই চলো আমাদের সঙ্গে। পথে যদি হঠাৎ করে আবার নতুন কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি তখন তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। তোমাদের পঞ্চু, তুমি, তোমরা সবাই।"

অনু বলল, "আমার বাপি কিন্তু ঠিকই বলেছেন বাবলু। এত কষ্ট করে এত বিপর্যয়ের পথ পার হয়ে ওই জিনিস আর ওইভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তোমরাও চলো না কেন সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ও জিনিস ওইভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তবে কিনা আমরা এখনও সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নই। তা ছাড়া পণ্ডিত দীননাথের হত্যাকারীকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে, যার কারণে গান্ধারী ওর মাকে হারিয়েছে তার বদলা না নিয়ে, এখান থেকে কোথাও যাব না আমরা।"

অনু বলল, "বেশ তো, তার পরেই না হয় যাওয়া হবে। তবে গেলে আমরা সবাই একসঙ্গেই যাব।"

এমন সময় দরজায় টক-টক শব্দ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একবার পরস্পরের মুখ চেয়ে দবজা খুলেই অবাক! বাবলু না চিনলেও সবাই তো চেনে তাঁকে। বলল, "এ কী! দয়ালজি!"

দয়ালজি বললেন, "আমি একটা কাজে-কামে ভাগলপুরে আসিয়েছিলাম। এখানে এলাম তোমাদের খোঁজখবর নিতে। আমার বন্ধুর লজে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমাদের?"

বিলু বলল, "কী যে বলেন! এ আমাদের বাড়ির চেয়েও নিরাপদ। আপনার ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না দয়ালজি। তা আপনি কি আজই আম্মাপালিতে ফিরে যাবেন?"

"হ্যাঁ। আমি তো গাড়ি লিয়ে আসিয়েছি। আভি গঙ্গাজিমে যায়েঙ্গে। উসকে বাদ খানাপিনা করকে একদম আপনা গাঁও।"

"তা হলে দয়ালজি, আপনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের একটা উপকার করবেন?"

"হাঁ, হাঁ। কিঁউ নেহি?"

বিলু বলল, "আমাদের সঙ্গে আর যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন রাজাবাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী। অনুরাধা ওঁদেরই একমাত্র মেয়ে। ওঁরা মেয়ের খোঁজে এখানে এসেছেন। এত কাণ্ডের পর ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন ওঁরা। যদি আপনার গাড়িতে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন ওঁদের...।"

দয়ালজি সত্যিই দয়ার অবতার। বললেন, "আমার গাড়িতে কেউ গেলে যমেও তার পিছু লিবে না বিল্লুভাই। ওঁরা আমার গাড়িতেই যাবেন। আমি নেমে গেলে আমার ড্রাইভার ওঁদের সাহেবগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। দো বাজে কি বাদ হম সব এক সাথ যায়েঙ্গে।"

দয়ালজি চলে গেলেন। অভিভূত পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দয়ালজির চলে যাওয়া পথের দিকে।

রাজারাম চৌধুরী নিজের সুবিধের জন্যই পাশেই একটি ঘর নিয়ে নিলেন কয়েক ঘণ্টার জন্য। না নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ এক ঘরে এতজন, একটিমাত্র বাথরুমে হয় কখনও! তা ছাড়া হাত পা ছড়িয়ে শোওয়াবসারও ব্যাপার আছে।

যাই হোক, ঘর নিয়ে বিলুদের মুখে ওদের এই অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন উনি। বললেন, "নেহাত আমার মেয়ে এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল তাই। না হলে, অন্য কারও ব্যাপার হলে বিশ্বাসই করতাম না। ভাবতাম বানিয়ে বলছে বুঝি।" তারপর আক্ষেপ করে বললেন, "আজ কতদিন পরে, কত বছর বাদে কহলগাঁওতে এসে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। এই যে কহলগাঁও, একে আমি চিনি না। আমি যখন বিক্রমশীলায় ছিলাম, আমি যখন কহলগাঁওতে যাতায়াত করতাম, এই জায়গায় তখন ছিল ঘন অরণ্য। এই যে দেখছ রেল স্টেশন, এর দু'পাশেই ছিল শাল মহুয়ার বন। এই লজ, এতসব ঘরবাড়ি, উন্নতমানের কোনও কিছুই ছিল না। এতসব দোকানপত্তরও ছিল না। ছিল না এত দেশলাই বাক্স।"

বাবলু বলল, "দেশলাই বাক্স? মানে ওই গুমটির দোকানগুলো?"
"ঠিক তাই। এখন তো শুনছি গঙ্গার ধারও নাকি ভরে গেছে।"
বিলু বলল, "বাবলু তো এখানকার গঙ্গা দ্যাখেনি। তাই কল্পনাও করতে পারবে না।"
বাবলু বলল, "শুধু গঙ্গা কেন, কিছুই তো দেখিনি। এখানকার রাস্তাঘাটের কোনও মানচিত্রজ্ঞানই আমার নেই। তা এক কাজ করা যাক, এই সকালে শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে কী করব? চল সবাই বেশ ভাল করে চারদিক একবার ঘুরে বেড়িয়ে নিই। গঙ্গার ধারটা কেমন, জলের মাঝখানে যে দ্বীপ, মানে ছোট ছোট পাহাড়গুলো, সেগুলোই বা কেমন, তাও দেখে নিই। আর ওইসব করতে গিয়ে যদি বিন্ধ্যাচল পর্বত আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে তো মেঘ না চাইতেই জল।"
বিলু বলল, "দারুণ একটা ব্যাপার হয়ে যায় কিন্তু তা হলে। আর যেজন্য আমাদের ঘর আগলে বসে থাকা, সেই ধর্মচক্রের মালিক এখানে বর্তমান। অতএব ওই জিনিস আগলে বসে থাকবার আর কোনও প্রয়োজনও নেই আমাদের।"
অনু বলল, "আমারও খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। চলো তো যাই। তা ছাড়া এখন আমরা দলেও ভারী। তোমরা পাঁচ, আমরা তিন। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ যে আমাদের কাউকে উঠিয়ে নেবে, ওটি হচ্ছে না। আর পঞ্চুও যা রেগে আছে, তাতে ওইসব করতে গেলেই মরবে ওরা।'
বাবলু সব শুনে একটু হেসে বলল, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ধরো ওরা যদি ষোলো কিংবা বিশজন থাকে? ওদের হাতে স্টেনগান থাকে? ধরো কারও ছাদ থেকে বা কোনও গোপন জায়গা থেকে ওরা যদি বোমা ছুড়ে মারে? তখন? তখন কীভাবে সামলাবে, সেটা আগে ঠিক করে নাও।"
বাবলুর এই কথায় সবাই চুপ।
গান্ধারী বোধ হয় কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারল। তাই একটু চুপ করে থেকে বলল, "আক্রমণটা সত্যিই এভাবে আসতে পারে। তাই চোখকান খোলা রেখেই চলতে হবে সবসময়।"
ভোম্বল বলল, "তা হলেও কি বিপদ আমাদের কম হবে ভেবেছ? যে কোনও মুহূর্তেই বিপদ একটা ঘটে যেতে পারে। একটু আগে কী হল মনে নেই? একজন লোক প্রকাশ্য দিবালোকে তিনতলায় উঠে দেখতে গেছে ঘরের ভেতর আমরা কী করছি। শুধুমাত্র পঞ্চুর আচমকা পিলেকাপানো চিৎকারে ভয় পেয়েই হাত ফসকে পড়ে মরল বেচারি।
বাচ্চু বলল, "মাথামোটা আর কাকে বলে।"
বিচ্ছু বলল, "এর থেকেই বোঝা যায় এদের দলে ব্রেন খাটিয়ে কাজ করবে এমন লোকের খুবই অভাব।"
বিয়াং বলল, "যেতেই যদি হয় তা হলে আর অযথা দেরি করে লাভ কী?"
সবাই তৎপর হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর যে যার মতো তৈরি হয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
রাজারামবাবু তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করে নিজের জিম্মায় রেখে পাশের ঘরে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য যে ঘরটা তিনি নিয়েছেন, সেখানে চলে গেলেন।
যাওয়ার সময় বাবলু বলল, "একটু সাবধানে থাকবেন কিন্তু।'
রাজারামবাবু হেসে বললেন, "সে-কথা আবার বলতে।"
ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে নীচে নেমে বাঁদিকের পথ ধরে এগোল খানিকটা। এদিকটা খুবই জমজমাট। অনেক উন্নতমানের ঘরবাড়ি। দোকান পসার কত কী।
অনু বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল "আমরা অরিয়প থেকে এই পথেই এসেছি। বিক্রমশীলা গেলে এদিক দিয়েই যেতে হবে। পাহাড় জঙ্গলের যে রূপ এদিকে দেখতে পাবে তা কল্পনাও করতে পারবে না। রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমি।"
ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু আর তর সইছে না। মনে হচ্ছে এখনই চলে যাই।"
বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, একটা কাজ করলে হয় না, আমরা তো আটজন আছি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বটেশ্বরের পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে বিক্রমশীলার খাদানে গিয়ে যদি রাতটা কাটাই, কেমন হয় তা হলে? অমনি রাত নিশুতি হলে বিন্ধ্যাচলের বাড়িতেও ঢুকে ঝামেলা করব।"
বাবলু বলল, "এতদিন এত অভিযান করে হঠাৎ এমন বোকার মতো কথা বললি যে তোর কথার উত্তরই দেওয়া উচিত নয়।"
"কেন, কী বললাম?"
"আরে বোকা, ওই নিরান্ধাপুরে গাড়ি নিয়ে ঢুকলে বিপদের কি শেষ থাকবে? ওরা তো জেনেই যাবে

আমরা কারা। তখন ওদের গণ্ডির মধ্যে দলবল নিয়ে এমনভাবে আমাদের ওপর হামলা চালাবে যে, বিপদের শেষ থাকবে না তখন।"

গান্ধারী বলল, "তবে একটা কাজ কিন্তু করা যায়। বিক্রমশীলার দিকে এখনই আর না গিয়ে বরং একটা গাড়ি নিয়ে বটেশ্বরের মন্দিরে যাওয়া যায়। ওই জায়গাটা ঘুরতে ঘুরতেই তো সন্ধে হয়ে যাবে। তারপর কাল সকালে ওই পথে না গিয়ে ট্রেনে বিক্রমশীলা হল্টে গিয়ে পাহাড় জঙ্গল ঘুরেও যাওয়া যায় খাদানে। অবশ্য তাতেও জানাজানিটা হয়ে যাবে। আর তখনই শুরু হবে প্রতিশোধ নেওয়ার পালা।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব কথা বলছে তখনই একজন ট্যাক্সিওয়ালা এগিয়ে এল ওদের দিকে। ড্রাইভার অবাঙালি। কিন্তু বাংলা জানে। বলল, "এন টি পি সি?"

বাবলু বলল, "না। বটেশ্বর।"

"আইয়ে। আনা যানা দোশো রুপাইয়া।"

বিলু বলল, "আভি নেহি। দো বাজে কা বাদ।"

"তো ঠিক হ্যায়। দো বাজে কা বাদই আ যাইয়ে।"

বাবলুরা চলে আসছিল।

ড্রাইভাব বলল, "টাউন ঘুমা দুঁ? গঙ্গাজি?"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য গেলে মন্দ হয় না। গঙ্গার ধারে তো আমরা যাবই। কত নেবে?"

"যানা আনা?"

"নেহি। এক দফে যানে কা।"

"ফিফটি রুপিজ দে দিজিয়ে।"

ওরা এককথায় রাজি হয়ে গেল। দলে ওরা আটজন। তার ওপরে পঞ্চু। এব চেয়ে কমে কি ভাবা যায়? এতেই ঠাসাঠাসি হয়ে গেল খুব।

ড্রাইভার এবার বাংলায় বলল, "তোমরা বাঙালি? কলকাতা থেকে এসেছ? নিশ্চয়ই স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে তোমরা। তা তোমবা ফালতু সময় নষ্ট না করে বিক্রমশীলায় চলো। হিস্টোবিক্যাল প্লেস। আমাকে মোট পানশো রুপিয়া দেবে। এখন গঙ্গাজি চলো। দুপহর দো বাজে কি বাদ পহলে চলো বিক্রমশীলা। আনে কা টাইম বটেশ্বর ঘুমকে চলি আও।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বিক্রমশীলায় থাকা যায় না।"

"উঁহুঁ। কোঈ তো ঠাহরতা নেহি উঁহাপর। সবাই যায়। ঘুরে দেখেই চলে আসে। লেকিন বটেশ্বরনাথ কি তরফ সব কুছ মিলে গা। ধরমশালা হ্যাঁয়। গেস্ট হাউস হ্যায়। খানেপিনেকে লিয়ে দুকান ভি হ্যায়।"

বাবলু বলল, "তা হলে আমরা বটেশ্বরেই থাকব।"

"লাভলি প্লেস। মন একদম ভরে যাবে। বটেশ্বর হল বিহারের কৈলাস।"

দেখতে-দেখতে ওরা জমজমাট শহরের পথ ধরে একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছল। জায়গাটা ইদানীং নতুন চেহারা নিয়ে গড়ে উঠলেও প্রাচীনত্বের ছাপ এর সর্বাঙ্গে। সাবেককালের পুরনো সব দালানকোঠা। দেখলেই বোঝা যায় বেশ বিত্তবান লোকেরাই বসবাস করেন এখানে।

গাড়ি থেকে নেমে বাবলু চোখের সামনে গঙ্গার বিস্তৃতি ও জলের মাঝে ছোট-বড় পাহাড় দেখে অবাক হয়ে গেল। ড্রাইভারের হাতে সে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলল, "দুপুর দুটোর সময় আমবা ঠিক ওই জায়গাতেই দ্যাখা করব আপনার সঙ্গে। আপনারই গাড়িতে যাব আমরা।"

ড্রাইভার খুশি হয়ে চলে গেল।

এদিকে গঙ্গার ঘাটে ওদের দ্যাখামাত্রই হইহই করে উঠল সবাই। মাঝিমাল্লারা তো সবাই সবাইকে ডেকে ডুকে দ্যাখাতে লাগল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল সকলকে।

বাবলু দারুণ মুগ্ধ হয়ে বলল, "কহলগাঁও যে এমন রমণীয় তা তো জানতাম না। জলের মাঝখানে পাহাড়। সেই পাহাড়ে এত ঘরবাড়ি। আমার তো মনে হচ্ছে এই পাহাড়েই কোনও একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকে যাই।"

অনু বলল, "তবু তো তুমি বটেশ্বরে যাওনি। সেখানে গেলে কী যে করবে তুমি তা ভেবে পাচ্ছি না।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়েই আপনমনে এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল এবার। ওর খুব ইচ্ছে করল পাহাড়ের দ্বীপে যেতে।

গঙ্গার ঘাটেই দ্যাখা হয়ে গেল দয়ালজির সঙ্গে। দয়ালজি বলল, "এতসব কাণ্ডের পর আবার তোমরা এদিকে এসেছ? এসব জায়গা একদম ভাল নয়।"

বাবলু বলল, "এখানে আসবার আগেও তো বিপদ কম হয়নি দয়ালজি। তা এতদূরে এসে আপনি যেমন গঙ্গাস্নানের লোভ সামলাতে পারলেন না, আমরাও তেমনই কহলগাঁওয়ের গঙ্গার সৌন্দর্য না দেখে থাকতে পারলাম না। আমরা মানে আমি। অনু এবারে না হলেও আগে দেখেছে।"

হঠাৎই পঞ্চু কাকে দেখে যেন ভৌ-ভৌ করে ছুটল।

বাবলুও ছুটল ওর পিছু পিছু। বিলু, ভোম্বলরা যখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা, বাবলু আর পঞ্চু তখন অনেক দূরে। তবুও মেয়েদের সবাইকে ঘাটে অপেক্ষা করতে বলে ওরা বাবলুকে অনুসরণ করল।

একটু পরেই দেখল, বাবলু একজনের জামার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

এ সেই লোক। একটু আগে লজের কাছে যে কিনা ভিড়ের ভেতর থেকে ওদের দিকে নজর রাখছিল। অর্থাৎ এদেরই দলের একজন পঞ্চুর চিৎকারে হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল। লোকটির হাতে একটি পিস্তল। কী ভাগ্যিস ওটা ও টিপে দেয়নি!

লোকটি এমনই বেকায়দায় পড়ল যে, কোনওরকমেই পালানোর রাস্তা পেল না। কেন না পঞ্চু যেভাবে রাগে গরগর কবছে, এখন পালাতে গেলেই বিপদ।

বাবলু ওর পিস্তলটি কেড়ে নিয়ে ওকে যখন টানতে টানতে ঘাটের কাছে নিয়ে এল তখন সেখানে আর তিলধারণের জায়গা নেই। তবুও ওরই মধ্যে লোকটিকে টেনে নামাল ঘাটের পাশে গঙ্গার ভাঙনের পাড়ে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ঘিরে ধরল লোকটিকে। অনু, রিয়াং, গান্ধারীও এগিয়ে এল মারমুখী হয়ে।

বাবলু বলল, "তোমার নাম কী ভাই?"

"আমার নাম জেনে তোমাদের কোনও লাভ আছে?"

"আছে বইকী! আমাদের সঙ্গে দোস্তি করতে আসছ। তা বন্ধু বন্ধুর নাম জানবে না এ কি হয়?"

"আমার নাম আছে গোপীচাঁদ।"

"বাঃ, বাঃ। তা বাবা শ্যাওড়াগাছের কেলেমানিক, দিব্যি তো চাঁদের জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছ। তা—।"

"ক্যা বোলা?"

"যা বললাম, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। না হলে এমন খ্যাঁক করে উঠতে না। তা বলছিলাম কী যে, চাঁদের শোভা তো রাতের অন্ধকারে। এমন দিনের বেলায় পিস্তল নিয়ে উদয় হলে কেন?"

"আমরা খুব বুরা ধান্দার লোক আছি রে ভাই। আমরা যখন ঘুরে বেড়াই তখনই এটা সঙ্গে থাকে। এখন ভালয় ভালয় আমাকে যেতে দাও। না হলে জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না এখান থেকে।"

বিলু তখন এক ঘুষি মেরে দিয়েছে লোকটির মুখে।

ভোম্বল বলল, "কোনওরকম বাজে কথা বললে বা ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে তোমার ওই গোপীচাঁদ নাম পালটে বাঁকাচাঁদ করে দেব।"

বাবলু বলল, "এখন বলো, ওই লজের তিনতলায় উঠে আমাদের ঘরে নজরদারি করতে গিয়েছিল কেন? তোমাদের যে লোকটি ওপর থেকে পড়ে মারা গেল তার নাম কী?"

"ওর নাম আছে ভাকু।"

"আছে নয়, ছিল। তা যাক, কে পাঠিয়েছিল তোমাদের?"

"রামুদাদা ভেজা থা।"

"কিন্তু কেন? আমাদের মারবে বলে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের তো কোনও দুশমনি নেই!"

"হ্যাঁ, আছে। সেইজন্য তো ওই কুত্তাটাকে শেষ করে দিতে এসেছিলাম। কিন্তু ও দেখে ফেলেই গোলমাল হল।"

"তোমাদের রামুদাদা কার হয়ে কাজ করে? লালজি ভিমানি? না কি বিন্ধ্যাচল রাম? কার লোক?"

গোপীচাঁদ হেসে বলল, "সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী? দুনো জনেরই লোক আছি আমরা।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই দ্যাখা গেল ডাকাতের মতো চেহারার দু'-তিনজন লোক এগিয়ে এল ভিড় হটিয়ে। প্রত্যেকের হাতে লোহার রড ইত্যাদি। তাদের দেখেই ঘাট একদম ফাঁকা।

একমাত্র দয়ালজি ছাড়া সেখানে আর কেউই রইল না।

ওদেরই একজন রক্তচক্ষুতে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বঙ্গাল সে হিঁয়া কিউ আয়া তুম সব? গুন্ডাগর্দি করনে কে লিয়ে?"

বাবলু বলল, "গুন্ডাগর্দি কি আমরা করছি না আমাদেরই ওপর হচ্ছে? আমরা এখানে এসেছি বিন্ধ্যাচল রামের রামনাম সত্যা হ্যায় করতে। দুধ ঘি আর ছানা মাখন খেয়ে দিব্যি তো গতরগুলো তৈরি করেছ। এখন ভালয় ভালয় কেটে পড়ো, না হলে কিন্তু...।"

বাবলুকে আর কথা বলার কোনও সুযোগই দিল না লোকটি। হঠাৎই এমন জোরে একটা ধাক্কা দিল যে, ও এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ল গঙ্গার জলে।

বিলু আর ভোম্বল সেই মুহূর্তে জলে লাফিয়ে বাবলুর হাত না ধরলে কোথায় তলিয়ে যেত সে।

দয়ালজি হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

ততক্ষণে পঞ্চুও প্রতিশোধ নিয়েছে তার। একেবারে লোকটির টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়েছে।

আর সেই অবসরে বাচ্চু, বিচ্ছু, রিয়াং এক এক করে এমন লাথি মেরেছে তাকে যে, বাবলুর মতো দশা তারও হল। একেবারে জলে পড়ে হাঁকপাঁক করতে লাগল সে।

গোপীচাঁদ ততক্ষণে উধাও।

অনু আর গান্ধারীকে ওদের দু'জন দু'দিক থেকে চেপে ধরতেই বাবলু পিস্তল তাক করল ওদের দিকে।

পঞ্চু তখন সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে এসেছে।

পঞ্চুর কামড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সেই লোকটি সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাল একটা নৌকোয় উঠে। বাদবাকিরা পঞ্চুর তাড়া খেয়ে যে যেদিকে পারল পালাল।

দয়ালজি বললেন, "তোমরা আর থেকো না এখানে। এরা দেখছি খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে। এখন আমি থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাচ্ছি। তারপর আমার কিছু লোককে ফিট করে দিচ্ছি এদের পেছনে। আমার এক দোস্ত আছে মহাবীর নাথ। ওর সঙ্গে একটু মুলাকাত করে তারপর যাচ্ছি আমি। এদের দিন এবারে শেষ হবেই। এখানকার পুলিশ প্রশাসন ঠিকমতো কাজকাম না করলে আমি পটনায় চলে যাব। ওখানকার আই জি পুলিশ আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু।"

বাবলু গোপীচাঁদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সেই পিস্তলটা দয়ালজির হাতে দিয়ে বলল, "প্রমাণ হিসেবে এটাও তা হলে আপনি জমা দিয়ে দেবেন পুলিশের হাতে।"

দয়ালজি কী ভেবে যেন বললেন, "তুম ভি চলো মেরে সাথ। সব মিলকর।"

দয়ালজির স্নান সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ওরা সবাই ওঁর সঙ্গ নিয়ে প্রথমে এল মহাবীর নাথের বাড়িতে। তারপর ওদের সব কথা খুলে বলতেই মহাবীর নাথ দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কারণও ছিল। কেন না ইতিমধ্যেই লালজি ভিমানির ওই ব্যাপারটায় দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল ওখানে। তখনই তিনি শুনেছিলেন ওদের কথা। এখন বন্ধু দয়ালজির সঙ্গে আসায় ওদের দেখে আনন্দের আর অবধি রইল না ওঁর।

সব শোনার পর মহাবীরজি বললেন, "আমি এইখানে আসার পর বিন্ধ্যাচলের কাজকারবার একটু মন্দা করে দিয়েছি। ও এখন বেশিরভাগ সময়টাই থাকে আস্তিচকে। তা যাই হোক, আমার লোকদের আমি এখনই বলে দিচ্ছি ওরা সবসময় নজর রাখবে ওদের দিকে। স্টেশনবাজারে আমার এখন চার-পাঁচটা দোকান। আমার ছেলেরা জানতে পারলে বিন্ধ্যাচলের দফারফা করে দেবে। এখনই আমার লোক গিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে বিন্ধ্যাচলের লোকেদের। ওরা আর ভুলেও ওদের দিকে তাকাবে না কেউ।" বলে দয়ালজির হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে একজনকে ডাকিয়ে বললেন, "যা। রামনিবাসে গিয়ে এটা পৌঁছে দিয়ে আয়। আর ওদের বলবি যেন সময়মতো আমার সঙ্গে দ্যাখা করে।"

দয়ালজি বললেন, "এটা কী করলেন মহাবীরভাই?"

মহাবীরজি হেসে বললেন, "দুশমনদের সঙ্গে একটু দোস্তি করে নিলাম। এটা থানায় জমা পড়লে পুলিশই আবার এটা ওদের হাতে তুলে দিত। তার চেয়ে আমিই দিলাম। আর এর ফলে হল কী, ওরাও বুঝে গেল। এদের গায়ে হাত পড়া মানেই...।"

একটু পরেই প্লেটভর্তি নামকিন, মেঠাই আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকল মহাবীরজির বউ ও মেয়ে।

মেয়ে তো অনুকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, "অনুরাধা, তুম!"

অনুরও চোখ কপালে উঠে গেল, "আরে বাসন্তী!"

চোখ কপালে উঠল মহাবীরজিরও। বললেন, "কী ব্যাপার। পহলে সে জান পয়ছান ছিল নাকি তোমাদের?"

বাসন্তী আর অনুরাধা দু'জনেই দু'জনকে তখন জড়িয়ে ধরেছে।

বাসন্তী সাহেবগঞ্জে মেয়েদের যে স্কুলে পড়ে, অনুরাধার মা তো সেই স্কুলেরই হেডমিস্ট্রেস। তাই ওর আনন্দ দ্যাখে কে! স্বাভাবিকভাবেই ওদের খাতিরযত্ন আরও বেড়ে গেল।

এর পর দয়ালজি যখন রাজারাম চৌধুরীদের যাওয়ার কথা বললেন, বাসন্তীও তখন লাফিয়ে উঠল।

বাসন্তী বলল, "আমি তো কাল সকালে যেতাম। আজই না হয় চলে যাই। তা হলে আমার গাড়িতেই যেতে পারবেন ওঁরা। দুপুর দুটোয় গাড়ি নিয়ে লজের সামনে হাজির হয়ে যাব আমি।"

দয়ালজি বললেন, " একসঙ্গেই যাওয়া যাবে তা হলে।"

মহাবীরজি বললেন, "সঙ্গে ভীরু আর ভার্মাকে দিয়ে দেব। ওরা সঙ্গে থাকলে যতবড় টেররিস্টই আসুক না কেন, কেউ এগোবে না ভয়ে।"

মহাবীরজির বাড়িতে ভালরকম নাস্তা সারবার পর সবাই ফিরে এল লজে। দয়ালজির একটা গাড়ি তো ছিলই, মহাবীরজিও একটা গাড়ি দিলেন। তাই কোনও অসুবিধে হল না ওদের।

লজে ফিরে রাজারামবাবুকে সুসংবাদটা দিতেই অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি।

অনুরাধাও ওর মাকে জানাল বাসন্তীর কথা।

যাই হোক, এবার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জয়ের পালা। বেলাও পড়ছে। তাই খাওয়াটা সেরে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।

বাবলু তো গঙ্গায় পড়ে গিয়ে ভিজে জামাকাপড়ে ছিল। তাই সর্বাগ্রে ও-ই স্নানপর্বটা মিটিয়ে নিল। তারপর একে-একে সবাই। মেয়েদের স্বাভাবিকভাবেই একটু দেরি হয়। অনেক পরে সবাই বেশ ঝরঝরে তরতরে হয়ে নিলে খেতে গেল সকলে। সস্ত্রীক রাজারামবাবু আগে গেলেন। তারপরে ওরা।

মহাবীরনাথের ওখানে যা ওরা খেয়েছিল তারপরে আর ওদের খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবুও দুপুরের খাওয়া তো! খেতেই হল। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম।

পঞ্চু বাবলুর গা ঘেঁষে শুয়ে আদর খেতে লাগল।

ঠিক দুটোতেই এসে গেলেন দয়ালজি। সেইসঙ্গে বাসন্তীও।

অনুর মা খুব খুশি হলেন বাসন্তীকে দেখে। বাসন্তী অনেক অনুরোধ করল অনুকেও ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য। কিন্তু অনু কিছুতেই রাজি হল না। ওর ভয়ানক জেদ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গ ও এখনই ছাড়বে না। রিয়াং-এরও একই মত।

রাজারামবাবু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সেই দুর্লভ ধর্মচক্রকে বুকে করে গাড়িতে উঠলেন। অনুর মা, বাসন্তী ও রাজারামবাবু বসলেন পেছনের সিটে। আর ড্রাইভারের পাশে বসল ভীরু ও ভার্মা। যেমন বলবান চেহারা ওদের, তেমনই চোখের চাহনি।

গাড়ি ছাড়ার আগে অনুর মা বললেন, "তোমরা কিন্তু বেশিদিন এখানে থেকো না। যখন-তখনই ফোনে যোগাযোগ কোরো।"

সবাই হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল ওঁদের।

দয়ালজির গাড়ি এবং ওদের গাড়ি, দুটো গাড়িই একসঙ্গে চলতে শুরু করল।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই পঞ্চু ওর অভ্যাসবশে ডেকে উঠল একবার, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

ওরা লজের সিঁড়ি বেয়ে ওদের ঘরে গেল। জিনিসটাকে যে ভালয়-ভালয় পাঠিয়ে দেওয়া গেল, এতেই ওরা নিশ্চিন্ত। আর যাই হোক, ধর্মচক্রটা বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।

॥ ১৬ ॥

কী অনাবিল শান্তি এখন মনের মধ্যে। এবারে যা কিছুই পরিকল্পনা হোক না কেন তার মধ্যে একটা উদ্যম থাকবে। দৃঢ় সংকল্প থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, আর যেটা থাকবে সেটা হল বল এবং ভরসা। দলেও ওরা এখন রীতিমতো ভারী। এবং সংঘর্ষের লক্ষ্যও বিন্ধ্যাচল রাম।

ওরা সবাই ঘন হয়ে বসে এখনকার করণীয় কী তাই নিয়ে আলোচনায় বসল।

বিলু বলল, "বাবলু, তুই-ই বল, আমরা এবার কীভাবে এগোব?"

বাবলু বলল, "বিন্ধ্যাচল রাম আসলে একটি রাঘববোয়াল। ওকে ফাঁদে ফেলতে বেগ একটু পেতেই হবে।"

গান্ধারী বলল, "কোনও ফাঁদ-টাঁদ নয়। ওকে একেবারে শেষ করে দেওয়াই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।"

বাবলু বলল, "ওকে যদি একেবারেই শেষ করে দেওয়া হয় তা হলে ওকে মোচড় দিয়ে আম্রপালির উদ্যান থেকে পাওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলোর খোঁজ পাব কী করে?"

গান্ধারী ঠোঁট উলটে বলল, "তোমরাও যেমন! ওগুলো ওর সঞ্চয়ে এখনও আছে নাকি? থাকলে এত বিত্তবান হত কী করে? ও সব মোটা টাকার বিনিময়ে বিদেশে পাচার করেছে। লালজি ভিমানি আর বিন্ধ্যাচল রাম দু'জনেই ভাগাভাগি করেছে ওগুলো। কাজেই ওর আশা ছেড়েই দাও তোমরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "আমাদেরও কিন্তু তাই বলেই মনে হয়। এত বছর বাদে ও জিনিস আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়।"

বিলু বলল, "তবে কিনা তাঁকে যেভাবেই হোক একটু বেকায়দায় ফেলতে পারলে অনেক খবরই জানা যাবে ওঁর মুখ থেকে।"

ভোম্বল বলল, "বেড়ালের গলায় ঘণ্টা তা হলে বাঁধবে কে?"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই।"

অনু বলল, "লালজি ভিমানি নিপাত গেছেন কিন্তু বিন্ধ্যাচলের দিন ঘনিয়ে আনতেই হবে।"

গান্ধারী বলল, "ওসব কথা থাক। আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করো এবার। কাজের কাজ করো। কখন যাবে? কীভাবে যাবে? এইসব কথা বলো।"

রিয়াং বলল, "আমি বলি কী, আজ আর এখান থেকে যাওয়ার কোনও মতলব কোরো না। আজকের দিনটা সবাই একসঙ্গে কাটাই এসো। তারপর কাল সকালে যা করার করবে।"

বাবলু বলল, "যদিও সময় এবং সুযোগ কখনওই নষ্ট করা উচিত নয় তবুও অনিদ্রার কারণে শরীর যেন আর বইছে না। তা ছাড়া বিন্ধ্যাচলের ব্যাপারে খুব সতর্কভাবেই এগোতে হবে আমাদের। কেন না, ওই ধুরন্ধর শয়তানের ছলের অভাব নেই। মহাবীর প্রসাদের লোকরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের ব্যাপারে ওঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। তাই উনি নিজে কিছু না করলেও অন্য একটা চাল চালতে পারেন।"

বিলু বলল, "আবার এমনও হতে পারে, মহাবীরজির ভয়ে উনি আর আমাদের ঘাঁটাবার কোনওরকম চেষ্টাই করবেন না।"

"সে যা হয় হবে। মোট কথা, প্রয়োজনে ছলনাও করতে হবে আমাদের।"

গান্ধারী একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "যা কিছু করবার কাল সকাল থেকেই করবে তা হলে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমি বড় ক্লান্ত।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পঞ্চু তোর কী মত?"

পঞ্চু একবার ডেকে উঠল, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ।"

গান্ধারী বলল, "অভিযানটা কীভাবে শুরু করবে শুনি?"

বাবলু বলল, "প্রথমে একটা গাড়ি নিয়ে বটেশ্বরে যাব। ওখান থেকে বিক্রমশীলা যখন খুব কাছে তখন বটেশ্বরেই কোথাও কোনও থাকবার ঠেক খুঁজে নিয়ে শুরু করব আমাদের কাজ।"

"কীভাবে?"

"সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। তবে গান্ধারী, লোকটাকে একেবারে বধ করার চেয়ে ওকে আইনের জালে জড়িয়ে তিলতিল করে নিঃশেষ করাই আমার মনে হয় ভাল।"

গান্ধারী রাগতস্বরে বলল, "কী বুদ্ধি। যারা আমাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, আমার মাকে মেরে ফেলেছে তারা নাকি থানা-পুলিশের ভয় করে। আইনের জাল কখনও ছুঁতে পারে ওদের? যা করবার আমরাই করব।"

বাবলু বলল, "তোমার ক্ষোভের কারণটা আমি জানি। অন্য যে কেউ হলে তোমার ইচ্ছেমতোই কাজ হত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন না করলে পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।"

"পরিকল্পনাটা কী? সেটাই তো এখনও ঠিক হল না। সেই থেকে তোমরা এটা করব, ওটা করব, এই করছ।"

বাবলু বলল, "পরিকল্পনাটা আক্রমণাত্মক। তবে সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। এই ব্যাপারটা এমনই যে, চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাই আজকের রাতটুকু বিশ্রামের মধ্যেই আমি আমার চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেব। একটু পরে বরং চা-টা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে কাল সকালের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে আসি চলো।"

ভোম্বল বলল, "টাটা সুমো হওয়া চাই কিন্তু।"

অনু বলল, "আমরা আর এখানে ফিরে আসবার মতলব যদি না করি তা হলে টাটা সুমো আমাদের কোন কাজে লাগবে? যাত্রিবাহী ট্রেকারেই যাব আমরা। অনেক কমে হবে।"

রিয়াং বলল, "উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ তো?"
বিলু বলল, "অবশ্যই।"
পরিকল্পনা স্থির হওয়ার পর সবাই যে-যার ব্যাগ গুছিয়ে নিল। সামান্যই জিনিসপত্র থাকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে। শুধুমাত্র গান্ধারী, রিয়াং ও অনুরই যা একদম কিছু ছিল না।
বাবলু বলল, "এদের তিনজনের জন্য তিনটে রুকস্যাক অথবা বহনযোগ্য ছোট্ট ব্যাগ ও এক সেট করে চুড়িদার কিনে নিলেই হবে। বিকেলে স্টেশন বাজারেই পাওয়া যাবে সব কিছু।"
ভোম্বল বলল, "বিকেল তো হয়েই এল। তা হলে আর দেরি না করে চা-পর্বটা মিটিয়ে নিই আয়।"
বিলু বলল, "হ্যাঁ, এবার একটু চা হলে কিন্তু মন্দ হত না।"
ভোম্বলই গেল চায়ের অর্ডার দিতে। কিন্তু দরজা খুলেই দেখল গালপোড়া কালো মতো একজন লোক সরে গেল সেখান থেকে। এই লোককে এই লজে ও তো এর আগে একবারও দেখেনি। লোকটা কে? নিশ্চয়ই ও দরজার কাছে আড়ি পাতছিল। আড়ি পেতে শুনছিল ওদের কথা। লোকটা কি তবে বিন্ধ্যাচলের স্পাই?
ভোম্বলও ছাড়বার পাত্র নয়। ছুটে গিয়ে ধরল লোকটাকে। বলল, "আমাদের ঘরের সামনে কী করছিলে?"
লোকটি দেঁতো হেসে বলল, "কুছ নেহি।"
"কিছু না হলেই ভাল। তুমি যদি বিন্ধ্যাচলের লোক হও তাকে বলে দিয়ো এইসব আড়িটাড়ি পেতে কোনও লাভ হবে না।"
লোকটি ঘাড় নেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ভোম্বল কিন্তু সহজে ছাড়ল না তাকে। টানতে-টানতে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে এল। ম্যানেজার ছিলেন না। কিন্তু অন্য কর্মচারীরা দু'-এক কথার পর লোকটিকে ধমকধামক দিয়ে ভাগিয়ে দিল সেখান থেকে।
ভোম্বল চায়ের অর্ডার দিয়ে ঘরে এল।
একটু পরেই চা এলে চা খেতে খেতে ভোম্বল লোকটির ব্যাপারে সকলকে শুনিয়ে দিল ঘটনাটা।
বিচ্ছু বলল, "এত কাণ্ডের পরও বিন্ধ্যাচল আমাদের পেছনে ওর স্পাই লাগাতে ছাড়েনি! কী দুঃসাহস।"
বাচ্চু বলল, "এই অল্প সময়ের মধ্যে মহাবীরজির নির্দেশ নিশ্চয়ই পৌঁছয়নি বিন্ধ্যাচলের কাছে।"
বাবলু একটু গম্ভীরভাবে বলল, "কারও কোনও নির্দেশে এখানে কিছু হওয়ার নয়। শুধু একটা কথা মনে রাখবি, আমরা কিন্তু মৌচাকে ঢিল ছুড়েছি।"
চা-পর্ব শেষ করে ওরা বাইরে বেরিয়ে ওদের প্রয়োজনীয় যা কিছু তা কেনাকাটা করল। তারপর সন্ধে পর্যন্ত স্টেশনে কাটিয়ে যখন ফিরে আসছে তখনই দেখা হল একজনের সঙ্গে। এর একটি মারুতি ভ্যান আছে। ওদের দেখেই এগিয়ে এসে বলল, "কী রে ভাই, তোমাদের জবানের কি কোনও দাম নেই?"
বাবলু চমকে উঠে বলল, "কেন?"
"তোমরা যে বদ্রীদাসকে বললে দুটোর সময় আসছি, তা এলে না কেন? সে বেচারি তোমাদের জন্য ইন্তেজার করে করে এই একটু আগে ভাগলপুরে চলে গেল।"
বাবলু বলল, "আমরা তো যাব। তবে কিনা হঠাৎ করে আমাদের বাড়ির লোকজন এসে পড়ায় আমরা রয়ে গেলাম। আর এমন সময় তো যাওয়া যায় না। তাই ভাবছি কাল খুব ভোরে যাব।"
"বিক্রমশীলা?"
"অরিয়প। বটেশ্বরনাথকে লিয়ে। লেকিন এক দফে যানে কা।"
"অ্যায়সা তো নেহি হোগা।"
ভোম্বল বলল, "কেন হবে না শুনি? আপ-ডাউন দুয়েরই ফেয়ার নিয়ে নেবেন আপনি।"
"টু হান্ড্রেড রুপিজ লাগ যায়ে গা।"
"দেব। আমরা আটজন, সঙ্গে এই কুকুরটা।"
"তো আভি চলিয়ে।"
বাবলু বলল, "না, এখন নয়। আর্লি ইন দ্য মর্নিং। কাল খুব ভোরেই যাব আমরা।"
"শুভে পাঁচ বাজে?"
"একদম পাক্কা। ফাইনাল। আপনি সময়মতো চলে আসবেন।"
লোকটি হাসিমুখে বিদায় নিলে ওরা ওদের কেনাকাটা শেষ করে লজে ফিরল। লজে ফিরেই অনু ফোন করল বাড়িতে। বাবা-মা খুব ভালভাবেই পৌঁছে গেছেন। কোনওরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি ওঁদের। যে জিনিসকে কেন্দ্র করে এমন মহাভারত, তা যে এবার বিপন্মুক্ত তা ভেবেই আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

রাত্রিবেলা রুটি মাংস আর কহলগাঁওয়ের বিখ্যাত প্যাঁড়া খেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। কাল খুব ভোরে উঠেই রওয়ানা। অভিযান কে অভিযান, সেইসঙ্গে দেশ দেখার আনন্দ। রীতিমতো লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েই এগোবে ওরা। নতুন জায়গা দেখার ভূমিকাটা হবে ওদের ছল। গান্ধারী প্রতিশোধ নেবে ওর মাতৃহন্তার। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বদলা নেবে পণ্ডিত দীননাথ উপাধ্যায়ের হত্যাকারীর। কোনও ছাড়নছোড়ন নেই। অনুর বুকেও তো চাপা আগুন। ওর বাবার জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল এই দুই দুষ্কৃতী। লালজি ও বিন্ধ্যাচল। অতএব সবারই অন্তরে প্রতিশোধের স্পৃহা। শুধু তাই নয়, গান্ধারী ও বাবলুর জীবনেও তো মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছিল। একটু চালাকি না করলে দু'জনেই শেষ হয়ে যেত কাল।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল ওদের। ম্যানেজারকে বলা ছিল। তাই কর্মচারীরা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন। ওঁরা এসে ডাকলেন ওদের। শুধু তাই নয়, এত ভোরেও কেক আর চায়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ন শুনে নীচে নেমে এল ওরা। ভোরের ট্রেনের যাত্রীতে এলাকাটা তখন জমজমাট। আপ জামালপুর এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে এসেছে। তারই প্যাসেঞ্জার।

গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার। মারুতি নয়, একটা অ্যামবাসাডারই নিয়ে এসেছিল। ওরা তাতেই ঠাসাঠাসি করে বসল সকলে।

ভোম্বল বিরক্ত হয়ে বলল, "এত কষ্ট করে যাওয়া যায়? এর চেয়ে ট্রেকারে কিংবা জিপে যাওয়া ভাল ছিল।"

ড্রাইভার বলল, "তা হলে তোমাদের এখন যাওয়া হত না। সকাল আটটা-ন'টার আগে ট্রেকার পেতে না তোমরা।"

বাবলু বলল, "সক্কালবেলায় আর গোলমাল করিস না, এখন ভালয়-ভালয় যেখানে যাচ্ছি সেখানে চল।"

"বাধ্য। তাও এমন সময় যাচ্ছি যে, চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। প্রকৃতির দৃশ্য কিছুই দেখতে পাব না।"

এমন সময় হঠাৎ বদ্রীদাসের সেই টাটা সুমোটাকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠল ভোম্বল। বলল, "ওই—ওই তো সেই গাড়ি। ওতেই যাব আমরা। এ-গাড়িতে কখনও নয়।"

ভোম্বলের কথায় সায় দিল সকলেই।

বাবলু পঞ্চাশটা টাকা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে তাকে খুশি করে বদ্রীদাসের গাড়িতেই এল। বড় গাড়ি। হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল সকলে।

গাড়ি এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় পাহাড়ের কোলে গাড়ি রেখে ড্রাইভার বললেন, "এখানে একটু চা-টা খাও তো খেয়ে নিতে পারো। খুব ভাল চা হয় এখানে। খাঁটি দুধের মশলা দেওয়া চা।"

এত ভোরে একাধিকবার চা খেতেও আপত্তি নেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। যদিও লজেই এক রাউন্ড হয়ে গেছে ওদের। তবুও ভোরের আবছায়ায় পাহাড়-জঙ্গলের দেশে উন্মুক্ত পরিবেশে এইভাবে চা খাওয়ার আলাদা একটা ইমেজ আছে।

পঞ্চু বেচারি চুপচাপ ছিল এতক্ষণ। এবার সেও নেমে এসে দেহটাকে একবার টান করে মর্নিং দৌড় করে নিল কিছুক্ষণ।

চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা পঞ্চুর জন্যও করে নেওয়া হল।

সত্যই কী অপূর্ব স্বাদ এই চায়ের। চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হল যেন চা নয় গরম ক্ষীর খাচ্ছে ওরা। অথচ চায়ের স্বাদ।

সবে দু'-এক চুমুক দিয়েছে সবাই, এমন সময় হঠাৎ কে যেন এসে জড়িয়ে ধরল অনুকে। বলল, "তুই ইখানে? কাল রাতে আমরা তুকে কত খুঁজলাম। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম...।"

অনু বলল, "তুমি তো কমলি। তুমি এখানে কী করে এলে?"

"আমাদের এক কুটুমবাড়ি এসেছি। এখন অরিয়প যাব।"

"এত ভোরে কীভাবে যাবে?"

"যেভাবেই হোক চলে যাব। না হলে হাঁট্টা দিব।"

বোঝো কারবার। পরিবহনের ব্যবস্থা না হলে হাঁটবে। উদ্দেশ্য একটাই। পয়সা বাঁচানো।

বাবলু বলল, "এই তা হলে কমলি!"

অনু বলল, "যার কথা তোমাকে বলেছিলাম। ওদের গ্রামে গিয়ে পড়লে ওরা আমাকে খুব আদরযত্ন

করেছিল। পরে টেররিস্টদের মিটিং-এর ব্যাপারটা এসে যাওয়ায় গোলমালের ভয়ে আমাকে ঝরনার কাছে একটা কুঁড়েঘরে রেখে আসে। তারপরই তো পথ হারিয়ে তোমার দেখা পাই।"

কমলি অনুকে বলল, "তুই ওইভাবে পালিয়ে এলি কেন?"

অনু বলল, "পালিয়ে ঠিক যাইনি। তবে কিনা ঝরনার জল খেতে গিয়েই পথ হারিয়ে ফেলি।"

কমলি এর পর যা বলল তা হল এই—অনেক রাতে ওদের মিটিং শেষ হলে অনুর জন্য খাবার নিয়ে কমলি আসছিল অনুর কাছে শুতে। কিন্তু এসে ওকে না দেখেই ভয় পেয়ে গেল ও। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে এসে লোকজন ডেকে মশাল জ্বেলে চারদিক তোলপাড় করল ওরা। কিন্তু সারারাত খুঁজেও ওর সন্ধান না পেয়ে ফিরে এল ওদের গ্রামে। তারপর একটু বেলায় এখানে এই কুটুমবাড়িতে এসেছিল ও। এখন ঘরে ফিরছে।

বাবলু বুঝল ফাদারের ওখানে থাকার সময় এদেরই হইহট্টগোলে ওরা টেররিস্ট ভেবে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সন্দেহের অবসান হল।

যাই হোক, কমলিকে ওদেরই গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে অরিয়পের দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ঘন বন ও পাহাড়-নদী পরিবেষ্টিত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে টাটা সুমো। পথের ডান দিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যেন পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জায়গাটাকে। মনে হচ্ছে যেন একটা ভূখণ্ডকে ভাগ করা হয়েছে পার্বত্যরেখা টেনে। আর একদিকে নদী। নদী এখানে গঙ্গা। আর তার সর্বত্র জলের মাঝে মাঝে দ্বীপেব মতো পাহাড়।

বাবলুর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। শুধু বিস্ময় নয়, বিমুগ্ধবিস্ময়। ওব মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "কী সুন্দর!"

শুধু বাবলু নয়, পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত।

বিলু বলল, "আমরা এতদিন এত অভিযান করলাম কিন্তু ঘবেব কাছেই এমন রমণীয় পরিবেশ এর আগে আর কখনও পাইনি।"

রিয়াং বলল, "আমার তো ঘর থেকে বেরোনোই হয় না। শুধু অনুদের ওখানেই কয়েকবার যা এসেছি গেছি।"

বাবলু বলল, "আমরা ভাগলপুর, মান্দারহিল, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর, মুঙ্গের—কত জায়গাতেই না গেছি। এই বেল্টে এসেও মাঝের এই ভূখণ্ডের কোনও মানচিত্রজ্ঞানই ছিল না আমাদের। তা যদি থাকত তা হলে অভিযানের জন্য নয়, সময় পেলেই দু'-চারদিনের জন্য চলে আসতাম এখানে।"

ভোম্বল বলল, "আগে যা হয়নি তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই। এখন যখন জেনে গেছি তখন এই বনাঞ্চলই হবে আমাদের আশ্রয়।

বিচ্ছু বেশ আবেগ নিয়েই বলল, "মাঝেমধ্যে এমন সব পরিবেশে এসে থাকারও প্রয়োজন আছে। এই যেমন ধরো, এখনও থাকব। কিন্তু সেটা অভিযানের তাগিদে। ভ্রমণের মেজাজে নয়। এখন আমাদের মনপ্রাণ সমস্ত অন্তরাত্মাটা পড়ে থাকবে শত্রুর ক্ষতিসাধনের দিকে লক্ষ রেখে। তাতে ভয় থাকবে, আশঙ্কা থাকবে, সতর্কতা থাকবে। কিন্তু আমরা এমনভাবে থাকতে চাই যাতে ওইসবের কোনও বালাই থাকবে না। শুধুই নির্মল আনন্দে থাকব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একবাক্যে বলল, "আমরা এই ব্যাপারে একমত।"

বিচ্ছু বলল, "এবং থাকাটা হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেমন ধরো, ঘন অরণ্যের মধ্যে পাহাড়ের একটু উচ্চস্থানে কোনও ঝরনার ধারে লোকালয় থেকে দূরে আমাদের তাঁবু পড়বে। আমরা পিকনিকের মেজাজে নিজেরা রান্না করে খাব। সবরকমের আয়োজনই বহন করে নিয়ে আসব আমরা। শুধুমাত্র প্রকৃতিকেই উপভোগ করব। এবং সেখানে আমরা পাঁচজনই থাকব। ছ'জন নয়।"

অনু বলল, "সে কী? আমি থাকব না? আমাকে তোমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে?"

বাচ্চু বলল, "তোমার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে তোমাকে অবশ্য নিতে পারি।"

গান্ধারী বলল, "আমি তা হলে বানের জলে ভেসে গেলাম। তা না হয় যাব। তোমাদের স্বজাতি তো নই।"

বাবলু বলল, "অবজেকশন। এই একই কথা রিয়াংও তা হলে বলতে পারে। আসলে ব্যাপার হল কী, আমাদের হঠাৎ করে মন হলে হঠাৎ করেই আমরা চলে আসব। সেই সময় তোমাদের আমরা পাব কোথায়? আর, সবাইকে নিয়ে যোগাযোগ করে আসতে গেলে শেষপর্যন্ত হয়তো আমাদেরই আসা হবে না। তবে একটা

ব্যাপার হতে পারে, পরিকল্পনার পরই আমরা ফোনে তোমাদের জানিয়ে দিতে পারি। সেক্ষেত্রে এই অরণ্যে আমরা কোথায় আছি না আছি তা কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে তোমাদেরই। কেন না, এই অরণ্যে আমাদের নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানাই থাকবে না। বলো রাজি আছ এতে?"

গান্ধারী বলল, "পরের কথা পরে। আমরা কিন্তু অরিয়পের কাছাকাছি এসে গেছি।"

সত্যিই তাই। এখানে গঙ্গার দিকে একটি পাহাড়ে সুদৃশ্য মন্দির ও কিছু ঘরবাড়ি দেখা গেল। পাহাড়টা ডলফিন নোজের মতো গঙ্গার প্রায় মাঝ বরাবর এগিয়ে গেছে।

অনু বলল, "ওইখানেই বটেশ্বর। আমাকে ওরা মিথ্যে বলে যেখানে কিডন্যাপ করেছিল।"

বিশেষ একটি জায়গার কাছে এসে পৌঁছতেই কমলি বলল, "গাড়ি থামা। আমি নামব ইখানে। তুদের কোনও অসুবিধা হলে আমাদের গিরামে আসবি। আমরা তির-কাঁড় লিয়ে ছুটে আসব। আমাদের গিরামের নাম জিলিমিলি।"

কমলিকে নামিয়ে দিয়ে একটা বাঁক পেরোতেই অরিয়পে পৌঁছে গেল ওরা।

অনুর নির্দেশে গাড়ি থামল।

ড্রাইভার বললেন, "বটেশ্বর নেহি যাওগি?"

অনু বাবলুকে বলল, "বটেশ্বর এখান থেকে এক কিমির পথ। এই পথটুকুর সৌন্দর্য এমনই রমণীয় যে, এই পথ পায়ে হেঁটে পরিক্রমার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই। তাই বলি...।"

বাবলু বলল, "বলার দরকার নেই। হেঁটেই যাব আমরা।"

ড্রাইভারের হাতে দুশো টাকা দিয়ে ওরা বিদায় জানাল তাকে।

ওরা এর পর দারুণ উল্লাসে শুরু করল পথ পরিক্রমা। সত্যিই অনবদ্য প্রকৃতি। পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ব্যস্ততম পথ। শুধু ওরা নয়, দলে দলে পুণ্যকামী নরনারী চলেছেন বটেশ্বরের পুজো দিতে। ওরাও চলেছে।

সবার আগে চলেছে পঞ্চু। হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সবাই। দেখল, কোথা থেকে একটা বানর এসে একলাফে পঞ্চুর পিঠে উঠে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে। আর তাই দেখে গাছের ডালে ডালে অজস্র হনুমানের সে কী লাফালাফি।

এমন সময় ঝড়ের বেগে ওদের পাশ কাটিয়ে একটা অ্যামবাসাডার সাঁ করে বেরিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। গাড়ির ভেতর থেকে দুটো মুখ উঁকি দিয়ে দেখল ওদের। একটি মুখ সম্পূর্ণ অচেনা। কিন্তু ভয়ংকর। হিন্দি ছবির সেই ভিলেনদের মতো। আর-একটি মুখ ভোম্বলের পরিচিত। সে মুখ গতকাল দুপুরে স্পাইগিরি করতে আসা সেই গালপোড়া লোকটার। আবার সেই গা জ্বালানো দেঁতো হাসি। আবার এক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আমন্ত্রণ।

বিলু বলল, "এখানে থাকাও দেখছি নিরাপদ নয়। এর চেয়ে কমলিদের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেই বোধ হয় ঠিক হত।"

বাবলু বলল, "আমাদের থাকার পক্ষে এটাই উপযুক্ত স্থান। ওই গালপোড়ার মোকাবিলা পঞ্চুই করে নেবে। কিন্তু সঙ্গের একজনই আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ।"

ওই গাড়িটা এসে পড়বার পরই বানরটা পঞ্চুকে ছেড়ে পালিয়েছে।

ওরাও তখন পায়ে পায়ে মন্দির প্রাঙ্গণে। একদিকে বড় নৌকোয় জিনিসপত্র ওঠা-নামা হচ্ছে। একদিকে গুমটির দোকান, হোটেল। আর একদিকে ছোট ছোট অসংখ্য গুহায় ভরা পাহাড়। তারই প্রান্তে গঙ্গার তীরে বটেশ্বরনাথের মন্দির।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তখন মন্দির দর্শন করবার সময় নয়। যেভাবেই হোক এই রমণীয় পরিবেশের তীর্থভূমিতে ওদের থাকবার মতো একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

চমৎকার একটি গেস্ট হাউস ছিল এখানে। কিন্তু বিধি বাম। তাই পাওয়া গেল না সেটা। ভাগলপুরের এক ব্যবসায়ী কয়েকদিনের জন্য নিয়ে রেখেছেন সেটা।

তবুও ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল। এবং সেই ব্যবস্থাটা এমনই যা কিনা ওদের সকলেরই বেশ মনোমতো। আসলে অনুকে নিয়ে এখানে যে হইচইটা হয়ে গিয়েছিল তাতে অনেকেই চিনে গিয়েছিল তাকে। তাই পাহাড়ের একটু উচ্চস্থানে একজন তাদের নবনির্মিত একটি ঘর ওদের ভাড়া দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। ঘরে আলো-পাখা কিছু নেই। তবে লণ্ঠনের ব্যবস্থা আছে। পরিবেশটা এমনই সুন্দর যে, মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে।

পাহাড়ের উচ্চস্থানে হওয়ায় এখান থেকে চারদিকেই বেশ ভালভাবে নজর দেওয়া যাবে। পাহাড়, বনভূমি

এবং গঙ্গার দিগন্তজোড়া বিস্তৃতি এত ভাল দেখা যায় এখান থেকে যে, মন যেন ভরে যায়।

ঘর পেয়ে তো দারুণ খুশি হল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। এ ঘরে বিছানাপত্তর কিছু নেই। তবে তারও অসুবিধে হল না। বাড়ির মালিক একজন দোকানদার। তিনি মোটা কার্পেটদুটো আনিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে বড় মশারিদুটো। গদি তাকিয়াটারই যা অভাব হল। তাতে ওদের অসুবিধে হল না কিছু। কিন্তু অভাব হল জলের। এখানে কোথাও কোনও কলের ব্যবস্থা নেই। রান্নাখাওয়া সবকিছুই এখানে গঙ্গাজলে।

বাবলু বলল, "কেলেঙ্কারির চরম দেখছি। জলের ধারে বাস করে জলাভাবে পালাতে হবে এখান থেকে?"

বিলু বলল, "আমাদের অবস্থা এখন মাঝ সমুদ্রের নাবিকদের মতো। জল ফুরিয়ে গেলে জলের জন্য তাদের যে অবস্থা হয় আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা।"

ওরা যখন জলের চিন্তায় বিভোর তখনই হঠাৎ এক পাহাড়িয়া ওদের সমস্যার সমাধান করে দিল। তার নাম বুরারু। বলল, "তোমাদের পানিকা জরুরত হোবে তো হাফ কিলোমিটার ওপরে উঠে যাও। ওইখানে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে। তার মিঠা পানি তোমরা খেতে পারো। খুব হজমি জল আছে। গাঁওবালেরা কেউ কেউ নিয়ে আসে।"

বাবলু বলল, "ওই জলও যে কতখানি উপাদেয় তাই বা কে জানে? তবু গঙ্গার জল খাওয়ার চেয়ে তো ভাল।"

বিলু বলল, "এ এমনই জায়গা যে, কোনও মেডিসিনের দোকানও নেই। থাকলে না হয় জিওলিন বা ওইজাতীয় কিছু কিনে নেওয়া যেত।"

বাচ্চু বলল, "তা না থাক। ওই ঝরনার জলই বরং ফুটিয়ে খাব আমরা। নীচের দোকান থেকে কোনও হাঁড়ি বা গামলা কিনে কাঠের জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"

অনু বলল, "কীরকম!"

"আমি বলি কী, নীচে যেসব হোটেল আছে ওদের কাছ থেকেই বরং গরম জল কিনে নিয়ে এসে সেই জলই আমরা খাই।"

বাবলু বলল, "এটা তুমি মন্দ বলোনি! সে জল গঙ্গারই হোক আর যেখানকারই হোক, ফুটনো জল স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায়।"

রিয়াং বলল, "আর তা হলে জলের সমস্যাটা রইল না। এখন চলো, আমরা এখানকার ঝরনাটা একবার দেখে আসি।"

গান্ধারী বলল, "কেন যে তোমাদের জলে এত ভয় তা জানি না। আমরা তো ঝরনার জল হাতের কাছে পেলেই খাই। কিছু তো হয় না।"

বাবলু বলল, "আসলে তোমরা এই দেশের জলহাওয়ায় মানুষ। তোমাদের ধাতে সয়ে আছে এখানকার সবকিছু। কিন্তু আমাদের তো তা নয়, যে-কোনও মুহূর্তে পেটের গোলমাল হতে পারে। আর তা যদি হয়, এই বনে-পাহাড়ে কী অবস্থা হবে আমাদের বলো তো? যে কাজের জন্য এখানে এতদূরে আসা সেই কাজ ফেলে রেখেই চলে যেতে হবে তখন।"

গান্ধারী বলল, "নদী বা ঝরনার জল না ফুটিয়ে খাওয়া ঠিক নয়। তবে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের জলে যেমন হিল ডায়ারিয়া ধরবার আশঙ্কা থাকে, বিহার প্রদেশের ঝরনার জলে কিন্তু সে ভয়টা থাকে না। এখানকার ঝরনার জল তোমরা নির্ভয়ে খেতে পারো।"

বাবলু বলল, "তা হলে একটা কাজ করা যাক। ঝরনা দেখতে যখন যাচ্ছিই আমরা, তখন একটা জলের জায়গাও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।"

বিলু বলল, "তা হলে একটু তোরা অপেক্ষা কর। আমি ভোম্বলকে নিয়ে চট করে পাঁচ লিটারের জলের জায়গা একটা কিনে নিয়ে আসছি।"

বিলু আর ভোম্বল যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই পঞ্চুও সঙ্গ নিল ওদের।

ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

একটু পরেই যখন ফিরে এল তখন ওদের হাতে শুধু জলের জায়গা নয়, সঙ্গে ঠোঙা-ভর্তি খাবারও আছে। গরম-গরম কচুরি, লাড্ডু আর প্যাঁড়া। ভোরে ঘর ছেড়ে বেরোনোর পর থেকে একমাত্র চা-বিস্কুট ছাড়া ভালরকম কিছু পেটে পড়েনি। এখন ঝরনার ধারে বসেই এগুলোর সদগতি করা যাবে।

ওরা ঘর বন্ধ করে বুরারুর নির্দেশিত পথ ধরে ঝরনার দিকে এগোল। পথ এখানে নেই বললেই চলে।

ছোট ছোট ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের আধিক্য বেশি। লাল নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে পথ চলতে বারেবারে পা হড়কে যায়। পাহাড়ও এখানে খুব যে একটা উঁচু তা নয়। তবে কিনা এই পাহাড়ের নীচে-ওপরে গুহার আধিক্য বেশি। বিশেষ করে নীচের অংশে তো শতাধিক গুহা। কিন্তু সেগুলোর অবস্থান এমনই জায়গায়, যেখানে গঙ্গার জোয়ার এলে সবই জলে ভরে যায়। তা যদি না হত তা হলে ওইসব গুহা কবেই সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়া হয়ে যেত।

যেতে যেতে ওরা অনেকদূর চলে এল। কিন্তু এলে কী হবে, এখানে কোথাও কোনও ঝরনার দেখাই পেল না।

বাবলু বলল, "তাই তো রে, লোকটা আমাদের মিথ্যে কথা বলল না তো?"

বিলু বলল, "বলে লাভ?"

ভোম্বল বলল, "আর জলে কাজ নেই। এখানেই বসে বরং খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিয়ে নীচে নেমে যাই চল।"

ওরা যখন থমকে দাঁড়িয়ে এইসব কথাবার্তা বলছে, তখনই দেখা গেল পাহাড়ের একটু উচ্চস্থান থেকে একটি অল্পবয়সি মেয়ে ছাগল ভেড়া ইত্যাদির পাল নিয়ে এদিকে আসছে।

বাবলু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই! ঝরনা কিধার?"

মেয়েটি বাবলুর কথার উত্তর না দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের মুখের দিকে।

অবশেষে গান্ধারী এগিয়ে গিয়ে ওকে ওদের দেশোয়ালি ভাষায় জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি যা বলল তাতে বোঝা গেল ওরা ভুল পথেই এসেছে। গান্ধারী ওকে খাবার দেওয়ার কথা বলতে সে খুব খুশি হয়ে ওরা যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই বেশ খানিকটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গার বিপরীত দিকের ঢাল বেয়ে খানিক নামতেই ছোট্ট একটি ঝরনার দেখা মিলল। জায়গাটা দারুণ নির্জন। পাহাড়ের একটি ফাটল বেয়ে কুলকুল করে একটি ধারা আপন গতিতে বেরিয়ে আসছে। কী সুন্দর পরিবেশ। এদিকে গঙ্গা নেই। আছে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। পাহাড় ও জঙ্গলের এখানে এক ভয়াবহ রূপ।

মেয়েটি বলল, "উ দেখো কালিঝুরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আনন্দ দেখে কে! আনন্দ অন্যদেরও বড় কম নয়।

অনু বলল, "ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে ভিড়েছিলাম। না হলে এমন সুন্দর সব প্রকৃতির দৃশ্য দেখা থেকে বাদ পড়ে যেতাম।"

রিয়াং বলল, "প্রকৃতি কত সুন্দর। অথচ মানুষ তার মর্যাদা দেয় না। লোভের হাত বাড়িয়ে দিয়ে জঙ্গল কেটে সাফ করে।"

ভোম্বল বলল, "স্পিকটি নট। আর কোনও কথা নয়! এখন এসো, সবাই জলযোগ-পর্বটা মিটিয়ে নিই।"

মেয়েরা খাবার ভাগ করতে বসল।

যে মেয়েটি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, তাকে বলতেই সে কয়েকটি কাঁচা শালপাতা জোগাড় করে ফেলল নিমেষের মধ্যে।

পঞ্চু একটি উঁচু পাথরের ওপর বসে রইল গ্যাঁট হয়ে।

খাবার ভাগ হলে ওরা ঝরনার জলে মুখ-হাত ধুয়ে জলের জায়গায় জল ভরে খেতে বসে গেল যে-যার সুবিধেমতো জায়গায়। ভোম্বলের একটা গুণ আছে। ও সবসময়ই গোনাগুনতিতে কিছু কেনে না। সবই কেনে কেজি হিসেবে। এক কিলো লাড্ডু আর এক কিলো প্যাঁড়া ও কিনেছিল। আর কচুরি নিয়েছিল খান চল্লিশেক। কাজেই খাবার ভাগাভাগিতে কোনও অসুবিধে হল না।

বাচ্চা মেয়েটিও খুব খুশি হল খাবার পেয়ে। ওর খাওয়া দেখে মনে হল এমন খাবার ও অনেকদিন খায়নি। বাচ্চু-বিচ্ছু নিজেদের ভাগ থেকেও কিছু দিয়ে খুব যত্ন করে খাওয়াল ওকে। শুধু তাই নয়, দুটো কচুরি, একটা প্যাঁড়া ও লাড্ডু ও শালপাতায় মুড়ে নিজের কাছে রেখে দিল।

বিচ্ছু বলল, "কী হল! ওগুলো খেলি না যে?"

মেয়েটি বিচ্ছুর বাংলা কথা বুঝল না। তবে কিনা অনুমান করেই উত্তর দিল, "ভাইয়া কো খিলায়গা।"

ভাইয়ের প্রতি বোনের এই দরদ, এই পাহাড়ি গাঁওয়ে ছোট্ট একটি বালিকার বুকে ভালবাসার এমন ফল্গুধারা দেখে অভিভূত হল সকলে।

ওরা সবাই আকণ্ঠ সেই ঝরনার জল খেয়ে কী দারুণ তৃপ্তি যে পেল তা বলবার নয়। মিষ্টি জলের স্বাদে প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

বাবলু বলল, "কমলিদের গ্রামের কাছে ফাদারের ঘরে যখন ছিলাম তখনও ঝরনার জল খেয়েছিলাম। তার চেয়েও এর স্বাদ যেন আরও বেশি।"

অনু বলল, "এখন তা হলে কী করবে? এখানে বসে প্রকৃতির রূপ দেখবে, না ঘরে ফিরবে?"

বিচ্ছু বলল, "ঘরে ফেরার এখন কোনও দরকার আছে বলে মনে করি না। প্রয়োজনে আমরা জঙ্গলের আরও গভীরে যাব। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে চলে যাব বিক্রমশীলায়। মহাবিদ্যালয়ের সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ তো দেখবই আর দেখব বিন্ধ্যাচলের রামনিবাস।"

বাচ্চু এতক্ষণ পরে কথা বলল, "শুধু দেখা তো নয়, দেখামাত্রই যা হবে বা হতে পারে তার জন্যও প্রস্তুত হয়েই যাব।"

ভোম্বল বলল, "আমরা গেলেই যে ওর লোকজনরা আমাদের ওপর চড়াও হবে এ কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি।"

রিয়াং বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা আমাদের দিক থেকে আক্রমণটা অতর্কিতে করতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু তা তো হওয়ার উপায় নেই। জানাজানি হয়ে গেছে সব।"

পঞ্চুর হঠাৎ কী হল কে জানে? সে দূরের দিকে তাকিয়ে দেহটা টান করে কী যেন দেখতে লাগল।

বাবলু বলল, "কী হল পঞ্চু! কী দেখছিস অমন করে?"

পঞ্চু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে এক লাফে বড় একটি পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আরও ভাল করে দূরের দিকটা দেখে নিয়ে নেমে এল সেখান থেকে। তারপর দ্রুত ধেয়ে আসতে লাগল বাবলুর দিকে। ওর চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। কিন্তু কেন?

উৎকণ্ঠা দেখা দিল বাবলুরও চোখে-মুখে। কেন না, পঞ্চু সহজে বিচলিত হয় না। সে যখন এতটাই অস্থির তখন ধারণাই করা যায় বিপজ্জনক কিছু সে নিশ্চয়ই দেখেছে। বাবলু ইশারায় সবাইকে চুপচাপ বসে থাকতে বলে পঞ্চুকে অনুসরণ করল। তারপর সেই বড় পাথরটার কাছে গিয়ে দূরের দিকে তাকাতেই দেখল পাহাড়ের বেশ খানিকটা নীচে বড়সড় একটি গুহামুখের সামনে বন্দুকধারী কয়েকজন লোক কেউ বসে আছে, কেউ ঘোরাফেবা করছে। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই যে এরা এখানে জমায়েত হয়েছে অথবা এটাই যে এদের গোপন ঘাঁটি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এক জায়গায় ধোঁয়া উড়ছে। তার মানে কাঠের জ্বাল দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেছে কেউ।

বিলু, ভোম্বল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাবলুর দিকে।

বাবলু ওদের ইশারায় ডাকতেই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল ওরা। ওদের সঙ্গ নিয়ে মেয়েরাও এল।

বাবলু গুহার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত কবতেই সবাই তাকাল সেদিকে।

বিচ্ছু বলল, "এ যে দেখছি আলিবাবা চল্লিশ চোরের সেই গুহা।"

বাচ্চু বলল, "এই পাহাড়ে এতবড় গুহা ভাবা যায়?"

গান্ধারী বলল, "এই পাহাড়ের সর্বত্রই তো গুহা। যদিও সেগুলো আকারে ছোট, তবুও সেগুলো কত বলো তো। তা হলে তারই মধ্যে এক-আধটা এরকম থাকবে নাই বা কেন?

অনু বলল, "তার ওপর মানুষ সেগুলোকে কেটেকুটে আরও একটু বড় কবে নিজেদের বসবাসযোগ্য করে নিয়েছে হয়তো।"

বিলু বলল, "না। আমার মনে হয় কাউকে কিছুই করতে হয়নি। প্রকৃতিগতভাবেই এই গুহার আকৃতি এরকম।"

ভোম্বল বলল, "গুলি মারো। ওদের নিয়ে আমাদের এখন মাথা না ঘামালেও চলবে। ভাল কাজ যখন করে না তখন এই সমস্ত জায়গায় থাকবে না তো যাবে কোথায় এরা।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা ওদের দেখে আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।"

"কীরকম!"

"আমার কিন্তু মনে পড়ছে গান্ধারীর মায়ের ব্যাপারটা।" বলেই গান্ধারীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মা এখানেই পুজো দিতে এসে ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলেন না?"

গান্ধারী চমকে উঠল। বলল, "হ্যাঁ, তাই তো।"

"তাঁর ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল কোথায়?"

"বিক্রমশীলার খাদানে। আন্তিচকে।"

"তার মানে বিন্ধ্যাচল রামের রামনিবাসের কাছাকাছি।"

গান্ধারী মাথা নত করে নীরবে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে বলল, "হ্যাঁ।"

"তা যদি হয়, তা হলে আমি যদি অনুমান করি এই ডাকাতদলের সঙ্গে বিন্ধ্যাচল রামের ঘনিষ্ঠ একটা যোগসাজস আছে, অথবা এরাই বিন্ধ্যাচলের মদতপুষ্ট, তবে খুব একটা ভুল করব কি?"

গান্ধারী দু' হাতে মুখ ঢেকে বাবলুর পায়ের কাছে বসে বলল, "আমি আর ভাবতে পারছি না বাবলু। তোমার অনুমানে কোনও ভুল নেই।"

অনু বলল, "লোকচক্ষুর অন্তরালে এই গিরিগুহাই হয়তো ওর আসল কোষাগার।"

বাচ্চু বলল, "ওদের অসৎ উপায়ে অর্জিত সবকিছুই হয়তো এই গুহার ভেতর লুকোনো আছে।"

বিচ্ছু বলল, "এমনও হতে পারে, আম্রপালির উদ্যান থেকে পাওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলোও সঞ্চিত আছে এর ভেতর।"

ভোম্বল বলল, "তারই মধ্যে হয়তো লুকোনো আছে গান্ধারীর মায়ের গহনাগুলোও।"

বিলু বলল, "তা হলে কি আমাদের ওই গুহার মধ্যে অভিযান করতে হবে?"

গান্ধারী বলল, "অসম্ভব। ওই শত্রুব্যূহ ভেদ করতে যাওয়া মানেই অকালে মৃত্যুকে ডেকে আনা। সংখ্যায় ওরা প্রায় দশ-বারোজন।"

বিচ্ছু বলল, "আমরাও আট।"

"কিন্তু আমরা নিরস্ত্র। ওরা সবাই সশস্ত্র। ওদের বন্দুকের গুলির কাছে আমাদের কোনও জারিজুরিই খাটবে না।"

বাচ্চু বলল, "এখন বাবলুদার মতামতটাই শোনা যাক।"

বাবলু একটু গম্ভীর থেকে বলল, "যেভাবেই হোক, ওই গুহার জঠরে আমাদের ঢুকতেই হবে।"

বিলু বলল, "ব্যাপারটা কিন্তু খুব·একটা সহজ হবে না।"

"তা জানি। খুব মাথা ঠান্ডা রেখে কৌশলে পৌঁছতে হবে ওখানে। তাও দিনমানে নয়, রাতের অন্ধকারে। অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। এখন তা হলে ফেরা যাক।"

বাবলু বলল, "দুপুরে খাওয়ার পর আমরা একটু ঘুমিয়ে নেব। তারপর রাতেব অন্ধকারে শুরু হবে অভিযান। এখন ফেরা যাক।"

ওরা জলের জায়গায় ঝরনার জল ভরে পায়ে-পায়ে নীরবে ওদের বাসায় ফিরে এল। মন্দির প্রাঙ্গণে তখন যাত্রীদের মেলা।

॥ ১৭ ॥

এখন আর অন্য কোনও ভাবনাচিন্তা নয়। স্নানাহারের পর অভিযানের চরম মুহূর্তের মোকাবিলা করা। ওই ডাকাতদলের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলের সম্পর্কটা যে ঠিক কীরকম, এই নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দারা এখন যে-যার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লাগল।

ঘরে এসে স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে সবাই চলল গঙ্গার ঘাটে। দলে দলে নারী-পুরুষ স্নান করছে এখানে। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এক-এক করে স্নান করে নিল। তারপর সবাই গিয়ে জড়ো হল হোগলার ছাউনি দেওয়া সস্তার একটি হোটেল। এখানে উন্নতমানের কোনও হোটেল তো নেই। সবই এইরকম। তবে কিনা রমরমা খুব।

খেতে খেতে, বাবলুর হঠাৎ চোখ পড়ল একজনের দিকে। পাশেরই আর-একটি হোটেলে বসে গোগ্রাসে খাচ্ছিল লোকটি।

বাবলু গান্ধারীর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই ইশারা করল ওকে।

গান্ধারী বুঝতে পারল না কিছুই। বলল, "কী!"

"ওদিকে তাকিয়ে দ্যাখো।"

গান্ধারী তাকিয়ে দেখল। তবু কিছু বুঝতে না পেরে বাবলুর দিকে ইশারায় জানাল ও ঠিক বুঝতে পারছে না।

বাবলু এবার চাপা গলায় বলল, "ওই লোকটিকে দেখে কি একটুও চেনা চেনা লাগছে তোমার?"

এইবার চিনতে পারল গান্ধারী। বলল, "এ তো সেই।"

"হ্যাঁ তিনিই। যিনি আমাদের ডাকুয়ার মোড় থেকে আম্তিচক পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই শর্মাজি।"

"কিন্তু এ-লোক এখানে কেন?"

"আসতেই পারেন। এমন এক মহান তীর্থের পটভূমিতে কে না আসে?"

"এদের আবার তীর্থ! যত্তসব চোর-ডাকাত বদমাশগুলো। নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব বা ধান্দা আছে ওদের।"

বাবলু হেসে বলল, "এমনও হতে পারে আমাদের খোঁজেই এসেছে। এমনও হতে পারে স্বয়ং বিন্ধ্যাচল রামও এখানে এসেছেন। পাহাড়ের গুহার সামনে যাদের আমরা দেখেছি তারা যদি সত্যিসত্যিই বিন্ধ্যাচলবাহিনী হয়, তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়তো উনি এসেছেন।"

গান্ধারী বলল, "তা যদি হয় তা হলে ওঁর খেলা কিন্তু এখানেই শেষ।"

বাবলু বলল, "ওঁর খেলা এখানেই শেষ হবে কিনা জানি না, তবে আমাদের দৌরাত্ম্য এখান থেকেই শুরু হবে।"

বাবলু আর গান্ধারীর মুখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবই তো শুনেছিল। তাই ওদের কথোপকথন শুনে বুঝে নিল ব্যাপারটা।

বিলু বলল, "আমার মনে হয় বিন্ধ্যাচল নির্ঘাত এসেছেন এখানে।"

ভোম্বল বলল, "এবং, এসে যদি থাকেন তা হলে উনি নির্ঘাত ওই গুহার দিকে যাবেন। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এখনও একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। বিন্ধ্যাচলের নির্দেশেই হয়তো ওই গালপোড়া লোকটা আগেভাগে এসে জুটেছে। শুধু ও নয়, সঙ্গের ওই বদখত লোকটিও।"

বিলু বলল, "বাবলু, তুই বরং মেয়েদের নিয়ে ঘরে যা। ভোম্বল আর আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখি ব্যাপারটা আসলে কী। শর্মাজিকে চিনলাম। গালপোড়াটাকেও চিনেছি। এর পরে বিন্ধ্যাচল রামকে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।"

বাবলু বলল, "না হওয়ারই কথা। তবে কিনা বিন্ধ্যাচল পর্বতের মতো কোনও রহিস আদমিকে দেখতে পেলেই জানবি সে-ই বিন্ধ্যাচল রাম।"

রিয়াং অনেকক্ষণ থেকেই এদের কথাবার্তা একভাবে শুনে যাচ্ছিল। এইবারে মুখ খুলল সে। বলল, "একটা কথা বলব? বিন্ধ্যাচলকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা তোমরা আমাকেই দাও। এই ছোট্ট জায়গায় কোনও অসুবিধে হবে না আমার।"

গান্ধারী বলল, "তুমি একা?"

"তাতে কী? তোমরা অনেকেই চিহ্নিত হয়ে গেছ। আমি একটা নেপালি মেয়ে। তাই আমার দিকে ওরা নজরও দেবে না কেউ। আমাকে সন্দেহও করবে না।"

ভোম্বল বলল, "না না। একা তোমাকে এরকম একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়ার ঝুঁকি নেব না।"

রিয়াং হেসে বলল, "ভুলে যেয়ো না আমার বাবা একজন আর্মির লোক। কার্গিলে যুদ্ধ করেছেন। তা ছাড়া তোমাদের দলের সঙ্গে মিশে এই ক'দিনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আমি তাতে হয়তো আমি আর স্বাভাবিক জীবনকে মেনে নেব না। আমার লাইফটাকেও আমি অ্যাডভেঞ্চারাস করে তুলব। আমারও খুব ইচ্ছে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। প্রয়োজনে মানববোমা বুকে বেঁধে ঢুকে যাব শত্রুপুরীর ভেতর। তারপর নিজে মরে ছারখার করে দেব সবকিছু।"

বিলু বলল, "বাপ রে। তুমি নিজেই তো দেখছি একটি অ্যাটম বোম। কী সাংঘাতিক।"

রিয়াং হেসে বলল, "আমার অনেকদিনের স্বপ্ন গোর্খা রেজিমেন্টে যোগ দেওয়ার। কিন্তু মনে আমার ভয় ছিল। তোমাদের সঙ্গে মিশে সেই ভয়টা এখন কেটে গেছে।"

বিচ্ছু ওর হাতে হাত মিলিয়ে বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর কিছু করতে পারুক না পারুক, একজন নির্ভীক সৈনিককে তৈরি করতে পেরেছে। তুমি তোমার সংকল্প থেকে কখনও সরে এসো না রিয়াং। তোমার জয় হবেই।"

বাবলু সব শুনে একটু কী যেন চিন্তা করে বলল, "আমি এই কাজের দায়িত্বটা রিয়াংকেই দিলাম।"

রিয়াং খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আর তা হলে দেরি করা ঠিক হবে না। আমি যাই।"

বাবলু বলল, "এসো।" তারপর বলল, "তুমি কীভাবে তোমার কাজ শুরু করবে তা নিয়ে ভেবেছ কিছু?"

রিয়াং বলল, "হ্যাঁ। আমি শর্মাজিকে দূর থেকে অনুসরণ করেই আবিষ্কার করব বিন্ধ্যাচলকে।"

বাবলু বলল, "অত্যন্ত সহজ পন্থা। তুমি এগোও। আমরা নজর রাখব তোমার দিকে। কোনওরকম অসুবিধেয় পড়লেই আত্মপ্রকাশ করে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা।"

রিয়াং সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামতেই পঞ্চু এক লাফে চলে গেল ওর কাছে।

অনু বলল, "এ কীরকম হল?"

বাবলু বলল, "এমনই তো হওয়া উচিত। বুদ্ধিমান পঞ্চু জানে কোন অবস্থায় কী করতে হয়। আমাদের হয়ে রিয়াং-এর বডিগার্ডের কাজটা ও-ই করবে।"

গান্ধারী বলল, "এমন কুকুর আমি কখনও দেখিনি।"

বাবলু বলল, "ও আমার প্রাণ। আমাদের সকলেরই। আমাদের জয়ের গৌরব তো শুধুমাত্র ওরই কারণে। শিশুকাল থেকে আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের মন মেজাজের সঙ্গে ও এমনভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যে, উপস্থিত বুদ্ধিতে আমাদেরও ওপরে যায় কখনও সখনও। পরিস্থিতির মোকাবিলায় ওর জুড়ি নেই।"

রিয়াং পঞ্চুকে নিয়ে পাহাড়ের ঢালে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে চুপচাপ বসে রইলে বাবলুরা ওর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে একটি আশ্রমের নাট মন্দিরে বসে গঙ্গার শোভা, সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

একটু পরেই দেখা গেল শর্মাজিকে হনহন করে ওদের দিকে আসতে।

গান্ধারী বলল, "সেরেছে। কী হবে বাবলু?"

বাবলু বলল, "কী আবার হবে?"

"কিন্তু আমাদের দেখলেই তো চিনে ফেলবে ও।"

"বয়েই গেল। বেশি বাড়াবাড়ি করলে নাকে একটা ঘুষি মারব। মেরে বলব, 'আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এলে এরকমই অবস্থা হবে। আমাদের ওপর নজরদারি করলে খোয়াতে হবে চোখ-দুটো।"

বাবলুকে অবশ্য সেসবের কিছুই করতে হল না। কেন না, শর্মাজি এদিকে মুখ করে এগিয়ে এলেও হঠাৎই ঘুরে গেলেন অন্যদিকে। গঙ্গার ধার ধরে পাহাড়ের কোল বেয়ে জঙ্গলের দিকেই এগিয়ে চললেন। সেই সঙ্গে ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল রিয়াংও।

পঞ্চুর ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেন সত্যিকারের একটা রাস্তার কুকুর, এমনই ভূমিকা ওর। সত্যি, অভিনয়ও জানে!

রিয়াং শর্মাজির দিকে নজর রাখল। পঞ্চু দু'জনের দিকেই। দেখতে দেখতেই একসময় চোখের আড়াল হয়ে গেল ওরা।

বিলু বাবলুকে বলল, "কী করবি রে এবার? এগিয়ে দেখবি একটু?"

বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই।"

"হঠাৎ করে যদি কোনও বিপদে পড়ে ও?"

"তার মোকাবিলার জন্য পঞ্চু তো আছেই। তা ছাড়া রিয়াং নিশ্চয়ই কোনওরকম কাঁচা কাজ করে নিজেকে বিপদে ফেলবে না। অসম্ভব রকমের বুদ্ধিমতী মেয়ে ও।"

গান্ধারী বলল, "আচ্ছা বাবলু, মনে করো শর্মাজির পিছু নিয়ে রিয়াং আবিষ্কার করল বিন্ধ্যাচলকে। তারপরে ওর মোকাবিলাটা কীভাবে করবে তোমরা?"

"যদিও সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে, তবুও আমাদের দিক থেকে কাজের সুবিধে হবে অনেক। যেমন ধরো, এই মুহূর্তে আর আমাদের আস্তিচকের দিকে মন না দিলেও চলবে। অবশ্য আমাদের অনুমান যদি সত্যি হয় অর্থাৎ ওই গুহাই যদি বিন্ধ্যাচলের কোষাগার হয়, তা হলে আস্তিচকে ওর ওই প্রাসাদে হানা দিলে কিছুমাত্র মিলবে না। সে কারণে এখানেই এই অরণ্যের পরিবেশে আমাদের কাজের সুবিধে হবে খুব। একই সঙ্গে বিন্ধ্যাচল ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের পেয়ে যাব। সেইসঙ্গে মুঠোয় আসবে ওদের ওই গোপন ঘাঁটিও। এখানে কাজ করবার আর একটা সুবিধে এই যে, হাঁকডাক করলে কিছু লোকের সাহায্যও আমরা পাব। যা কিনা আস্তিচকে পাব না। তাই ঝামেলা পাকানোর জন্য এই জায়গাই ঠিক। কিন্তু বিক্রমশীলার জন্য আস্তিচকই।"

বিলু বলল, "বিক্রমশীলা এখন মাথায় থাক। আগে বিন্ধ্যাচল পর্বতকে মাথা থেকে নামাই, তারপরে অন্য চিন্তা। দু'-দুটো শয়তানে আমাদের যেন নাস্তানাবুদ করে দিলে। একটা মরে রেহাই পেয়েছে। তবে এটাকে আমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব।"

বিচ্ছু বলল, "ইনিই কিন্তু আসল ভিলেন। লালজির সঙ্গে এঁর সম্পর্ক কতটা কী ছিল তা জানি না, তবে এটুকু বোঝা গেছে, লালজির চেয়েও ইনি অনেক বেশি প্রভাবশালী। হয়তো বা লালজি ভিমানি ওঁর হয়েই কাজ করতেন।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করছে ঠিক তখনই দেখা গেল সেই গালপোড়া লোকটা আর ওর সেই ভয়ংকর সঙ্গী দূর থেকে একবার বাবলুদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কীসব যেন বলাবলি করে জঙ্গলের পথ ধরল।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, এবার কিন্তু আমাদের একটা কিছু করা উচিত। আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা চলে না।"

বাচ্চু বলল, "রিয়াংকে এবারে সপ্তরথীতে ঘিরে ধরবে। ও শর্মাজির পিছু নিয়ে যেদিকে গেছে এরা দু'জনেও সেইদিকেই গেল। বিপদের শেষ থাকবে না কিন্তু ওর।"

বাবলুরও চোখের দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা। ও-ও সবাইকে ওর সঙ্গে আসতে বলে জঙ্গলের পথ ধরল। তবে কিনা সহজ-সরল পথে নয়, পাহাড়ের একটু উচ্চস্থান দিয়ে সেনাবাহিনীর কায়দায় চারদিকে নজর রাখতে রাখতে। হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল একজন লোক মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে। সর্বাঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার। মনে হচ্ছে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। কে করল? কে করতে পারে এই কাজ?

এদিকে রিয়াং বা পঞ্চু কারও কোনও পাত্তা নেই। নেই সেই গালপোড়া লোকটা ও তার সেই নৃসিংহ অবতারের মতো সঙ্গীটির।

লোকটির অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল সকলে। তারপর বাবলুর নির্দেশে সবাই নেমে এল ধীরে ধীরে। কিন্তু নেমে এসেই যাকে দেখল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু। গান্ধারীও চমকে উঠল তাকে দেখে। এ সেই লোক, যে কিনা গান্ধারীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। বাবলুও পিছু নিয়েছিল যার। কে করল? কে করতে পারে এই কাজ? এ তো দুঃসাহসিক। এমন এক ভয়ংকরের মুখোমুখি যে হতে পারে সে না জানি কী দারুণ শক্তিমান।

ওরা লোকটির কাছে গিয়ে তাকে ধরাধরি করে তুলে বসাল। বড় একটি পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থরথর করে কাঁপতে লাগল লোকটি।

বাবলু বলল, "আপকা অ্যায়সা হাল ক্যায়সে হো গিয়া?"

লোকটি একবার তাকিয়ে দেখল ওদের সকলকে। তারপর বিড়বিড় করে কী যে বলল, কিছু বুঝতে পারল না কেউ।

বিলু বলল, "আপনাব মাথা ফাটাল কে?"

লোকটি দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "উয়ো .. উয়ো ..।" আর কিছু বলতে পারল না লোকটি। সাময়িকভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

হঠাৎই দেখা গেল জঙ্গলের ভেতর থেকে শ্রীমান পঞ্চুকে তিরবেগে ছুটে আসতে। শুধুই পঞ্চু। রিয়াং নেই।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল পঞ্চুকে দেখে। পঞ্চু ওদের কাছে এসে একবার মাত্র দেখা দিয়েই যেদিকে এসেছিল সেদিকেই ছুটল।

বাবলুর নিদেশে সবাই তখন পঞ্চুর পিছু নিল। নুড়িপাথরের উঁচু-নিচু পথ পার হতে খুবই কষ্ট হল ওদের। তার ওপর পথ বলেও কিছু নেই কয়েকটা জায়গায়। তবুও খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়েই থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল, ভীষণ মূর্তি ধারণ করে কে যেন একজন শর্মাজির গলার টুঁটি দু'হাতে টিপে একটি গাছের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে তাকে আর ভয়ংকরী রিয়াং একটা তীক্ষ্ণ ছোরা ঠেকিয়ে রেখেছে ওঁর পেটের ওপব।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক! রিয়াং না হয় শর্মাজিব পিছু নিয়ে এতদূর এসেছে। কিন্তু রাজু! রাজু এখানে কী করে এল?

পঞ্চু তখন শর্মাজির কাছে গিয়ে গরগর করে গর্জাচ্ছে।

বাবলু ছুটে গিয়ে ধরল রাজুকে। বলল, "এ কী রাজু তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে?"

রাজু বলল, "ভগবান আমাকে নিয়ে এসেছেন। ভাগ্যে ঠিক সময়টিতেই এসে পড়েছিলাম। তাই, অল্পের জন্য বেঁচে গেল রিয়াংটা।"

বাবলু বলল, "ভগবান ঠিক লোককেই ঠিক সময় ঠিক জায়গায় নিয়ে আসেন। তা রিয়াং-এর কি কোনও বিপদ হতে যাচ্ছিল?"

"হ্যাঁ। শত্রুপক্ষের একজন ওকে গুলি করতে যাচ্ছিল। আমি না এসে পড়লেই শেষ হয়ে যেত মেয়েটা। হাতের কাছে একটা বড় পাথর ছিল, তাই দিয়েই গুঁড়িয়ে দিয়েছি ওর মাথাটা।"

গান্ধারী বলল, "একটু আগে যাকে দেখে এলাম সেই কি তবে...?"

"হ্যাঁ, সেই।"

বাবলুর নির্দেশে শর্মাজির ওপর থেকে আক্রমণের চাপটা শিথিল করা হল।

রিয়াং বলল, "আমি শর্মাজির পিছু নিয়ে আসছি। হঠাৎই পেছনে একটা চাপা আর্তনাদ। তারপরই দেখি রাজু এসে লাফিয়ে পড়ল আমার সামনে। ও যে কোথা থেকে কীভাবে এল, তা ভেবে পেলাম না। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করারও সময় পাইনি। তার কারণ ও তখন পলায়মান শর্মাজির দিকে ধাওয়া করেছে। আমি তোমাদের আগেই বলেছি, শিকারি বাঘের মতো আমরা যাকে টার্গেট করি, আমাদের নজর এড়িয়ে তার পক্ষে পালিয়ে বাঁচা অসম্ভব। শর্মাজি তাই ধরা পড়ে গেলেন রাজুর হাতে।"

বাবলু রাজুব পিঠ চাপড়ে বলল, "শাবাশ রাজু। তোমার কথা পরে শুনব। আশা করি তুমি সেরে উঠেছ। না হলে এতদূবে এসে এইভাবে আমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়ে যেতে পারতে না। তুমি ভাল থাকো ভাই। আমরা এখন শর্মাজির সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি।" বলে শর্মাজিকে বলল, "তা শর্মাজি। আপনি হঠাৎ আন্তিচকের গ্রাম ছেড়ে এই বটেশ্বরের জঙ্গলে এলেন কেন?"

শর্মাজি দারুণ ভয় পেয়ে গেছেন বলে মনে হল। বললেন, "এটাই তো আমার কাজ। যাঁব গোলামি করি তাঁর নির্দেশেই আমাকে পাহাড়ে সমুদ্রে অরণ্যে নগরে সর্বত্রই যেতে হয়। তা আমার ওপর এভাবে চড়াও হওয়ার মানে?"

বাবলু বলল, "সবকিছুরই যখন মানে হয়, তখন এরও মানে আছে নিশ্চয়ই। আপনি যে দলের হয়ে কাজ করেন, তাতে আপনাকে মোচড় দিলেই যে তাদের ব্যাপারে সবকিছুই আমরা জানতে পারব দাদা।"

"ধরো যদি আমি একটি কথাও না বলি?"

"তা হলে অতি মর্মান্তিক পরিণতির জন্য আপনি তৈরি থাকুন।"

শর্মাজি বললেন, "শোনো, আমাদের এই দলের কাছে তোমাদের এই ছোট্ট কয়েকজনের দল বাঘের মুখে হরিণশিশুর মতোই ক্ষীণ এবং সামান্য। তাই বলি, অকালে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে অযথা মৃত্যুকে ডাকিয়ে এনো না।"

বাবলু বলল, "শুনুন, আপনার লেকচার শোনবার বা আপনাব কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করবার মতো সময় এবং ধৈর্য কোনওটাই আমাদের নেই।"

রিয়াং বলল, "চোখের সামনেই তো দেখলেন আপনাদের অমন এক দুর্দান্ত সঙ্গীর কী দারুণ দুর্দশাটাই না হল! আমরা মারব বলে এবং মরব বলেই এসেছি। বিন্ধ্যাচল রাম নামের ওই বিষবৃক্ষর শিকড় থেকে শাখাপ্রশাখা পর্যন্ত ভস্মীভূত করে তবেই আমরা যাব।"

"তোমরা লালজি ভিমানিকে যত সহজে বধ করতে পেরেছ, বিন্ধ্যাচল রামকে কিন্তু তা পারবে না।"

"সেটা আমাদের ব্যাপার। তা ছাড়া লালজি ভিমানিকে আমরা বধ করব কেন? আমরা খুনে গুন্ডা নাকি? উনি নিজেই নিজেকে বধ করেছেন।"

"না। তা উনি করেননি। তোমরাই ওঁর নিয়তি।"

"এ-কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওঁর তো সলিলসমাধি হয়েছে।"

"তার জন্য দায়ী তোমরা।"

"না। তার জন্য দায়ি উনি নিজে। ওঁর কর্মফল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন উনি। ঠিক যেমন আর-একজন ওধারে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। রিয়াংকে গুলি করতে না গেলে ওর কিন্তু এই অবস্থা হত না।"

শর্মাজি চুপ করলেন।

রাজু শর্মাজিকে একটা রিভলভার দেখিয়ে বলল, "এই দেখুন, এটা ওরই হাত থেকে নেওয়া।"

রিয়াং বলল, "এটা যত্ন করে রেখে দে রাজু, পরে পুলিশকে জমা দেব। এখন যে-কোনও মুহূর্তে এটা আমাদের কাজে লেগে যেতে পারে।"

বাবলু শর্মাজিকে বলল, "আপনি যে আপনার গডফাদারের শক্তির বড়াই করছেন, তা আমাদের নমুনাও তো স্বচক্ষে দেখেছেন। তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরাও নেহাত দুর্বল নই।"

বিলু বলল, "শর্মাজি! একটা কথা জেনে রাখুন, কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক তারও বিদ্ধ করবার ক্ষমতা থাকে।"

ভোম্বল বলল, "এখন বলুন, আপনার সেই গডফাদারটি কোথায়? আপনি আমাদের টার্গেট নন। আপনাকে মেরে অযথা হাতগন্ধও আমরা করতে চাই না। কিন্তু আপনাকে মোচড় দিয়েই আমরা ওঁর কাছে পৌঁছতে চাই। উনি এখন কোথায়?"

শর্মাজি মৃদু একটু হেসে বললেন, "উনি এখন এখানেই আছেন। কিন্তু যেখানে আছেন সেখানে তোমরা কোনওরকমেই পৌঁছতে পারবে না।"

গান্ধারী এবার কঠিন গলায় বলল, "কেউ না পারুক আমি পারব। আমি ওঁকে নৃশংসভাবে খুন করে বদলা নিতে চাই।"

শর্মাজি বললেন, "আমি তোমাকে চিনি। তোমার ক্ষোভের কারণ আছে। কিন্তু তবুও বলছি, এইরকম জেদ মনের মধ্যে না রেখে ঘরে ফিরে যাও। এখানে শুধু বিন্ধ্যাচল নয়, হিমালয় পর্বতও আছে। প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তিও জড়িয়ে আছেন ওঁর সঙ্গে। তাই বলি, কোনওদিক থেকেই ওঁকে তোমরা কবজা করতে পারবে না।"

বাবলু তখন শর্মাজির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল এক জায়গায়। তারপর বড়সড় একটি পাথরের ওপর ওঁকে বসতে বলে বলল, "শুনুন, শুধু বিন্ধ্যাচল নয়, প্রয়োজনে হিমালয়ও আমরা টপকাব। এখন কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনি আমাদের দিন।"

"কীরকম!"

"দীননাথ উপাধ্যায়ের কথা আপনার মনে আছে?"

"আছে বইকী।"

"ওঁর মৃত্যুটা কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনকভাবেই হয়েছিল।"

"জানি। খুন করা হয়েছিল ওঁকে।"

"কে করেছিল এই কাজ?"

"যমরাজন।"

"যমরাজন কে?"

"অন্ধ্রের লোক।"

"সে এখন কোথায়?"

"যমের দরবারে। কয়েক বছর আগে একটি পেট্রল পাম্পে আগুন দিতে গিয়ে নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।"

"যমেরও মৃত্যু হয়?"

"হয়।"

বিলু বলল, "এই ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় লোকটা তার পাপের উপযুক্ত বেতন পেয়েছে?"

"অবশ্যই। দীননাথ উপাধ্যায়ের মতো সৎ ও ধার্মিক লোক তখনকার দিনে এই অঞ্চলে কেউ ছিল না বললেই চলে। ওঁর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু যমরাজন ওঁকে মারতে গেল কেন?"

"গডফাদারের নির্দেশে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গডফাদার এমন একটা নির্দেশ কেন দিয়েছিলেন?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। কেন না সে অনেকদিনের ব্যাপার। তখন আমি সবে এদের দলে এসেছি। তবে শুনেছি কোনও একটা দুষ্প্রাপ্য কিছু ওঁর কাছে ছিল এবং সেটি ভয় দেখিয়ে আদায় করতে না পেরে।"

"ওঁকে খুন করার পর কি সে জিনিস ওঁর কাছ থেকে আদায় করা গিয়েছিল?"

"না। উনি বিপদের গন্ধ টের পেয়ে আগেভাগেই পাচার করে দিয়েছিলেন সেটা।"

বাবলু বলল, "এ পর্যন্ত আপনার বক্তব্য তো বেশ পরিষ্কার। এখন বলুন লালজি ভিমানির সঙ্গে বিন্ধ্যাচল রামের সম্পর্কটা ঠিক কীরকম ছিল।"

"লালজি ভিমানি ছিলেন বিন্ধ্যাচলের ডান হাত। এই অঞ্চলের মধ্যে বিন্ধ্যাচল রামের প্রভাব-প্রতিপত্তি আকাশছোঁয়া হলেও এলাকার বাইরে কিন্তু ওর খুব একটা দাপট নেই। উনি সম্পত্তি সংগ্রহে ব্যস্ত। বড় বড় ডাকাতি গুন্ডাগর্দি সবকিছুতেই সিদ্ধহস্ত উনি। প্রশাসনের তাবড়-তাবড় লোকেদের বলতে গেলে কিনেই রেখেছেন। এই তো কিছুদিন আগে রাজঘেরিয়া সাহেবের মেয়ের বিয়ে গেল, উনি পঞ্চাশ লাখ টাকা নগদ আর একশো ভরি সোনা পাঠিয়ে দিলেন। তার মানে ওঁকেও উনি কিনে নিলেন। কিন্তু লালজি ভিমানি এই পথে না গিয়ে নানারকম ধান্দাবাজির ব্যবসা করে ফুলে লাল হয়ে গেলেন। বিহারের লালগঞ্জ থেকে হাওড়া কলকাতা সর্বত্র ব্যবসার ঘাঁটি ওঁর। বড় বড় শহরে বেশ কয়েকটি সিনেমা হলও আছে। ভাগলপুর, মুঙ্গের, এমনকী কহলগাঁওতেও ওঁর বেশ শক্ত ঘাঁটি। তবে কিনা ইদানীং মহাবীর নাথ নামে এক দুর্দান্ত ব্যবসায়ী

এখানকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তিদের দিকে নজর দিয়ে ওঁদের দৌরাত্ম্য কমাতে পেরেছেন। এই মহাবীর নাথ এখন কহলগাঁও শের। ওঁর দাপটে এবং ভয়ে লালজি তো ইদানীং এই তল্লাটে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেষ এসেছিলেন সম্ভবত তোমাদের হাতে মরবার জন্য। ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে রামজি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তোমাদের ভাগ্য ভাল যে, সেদিন যখন তোমরা ওঁর মুখোমুখি হয়েছিলে তখনও উনি জানতেনই না লালজির ব্যাপারে। যদি জানতেন, তা হলে তোমাদের দু'জনকেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতেন উনি। যাদের ওপর উনি হিংস্র হয়ে ওঠেন তাদের গায়ে উনি কেরোসিন অথবা পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারেন। মৃত্যুর যন্ত্রণায় তারা যখন ছটফট করে, আর্তনাদ করে, উনি তখন উল্লসিত হন।"

ভোম্বল আর থাকতে না পেরে বলল, "আর তুমি তখন কী করো চাঁদু, পটলচেরা চোখ মেলে সেই দৃশ্য দ্যাখো?"

শর্মাজি বললেন, "আমার আর কাজ কী বলো? দলে যখন আছি তখন দলের নির্দেশ মানতেই হয়। দেখতেও হয় সবকিছু।"

বিচ্ছু এতক্ষণে কথা বলল, "তা এমন একটি দলের হয়ে কাজকর্ম না করলেই কি চলত না? আপনার চেহারায় কিন্তু অপরাধ জগতের ছাপ নেই।"

শর্মাজি বললেন, "প্রথম প্রথম তো বুঝতে পারিনি। গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে আমার যা পাওয়ার তার থেকে অনেক—অনেক বেশি পেতে পেতে রামজিকেই দেবতা মনে করি। ভাবতাম ইনিই বোধহয় সাক্ষাৎ রাম অবতার।"

বিলু বলল, "অনেক পরে বুঝলেন উনি একটি— হা- রাম অবতার। এই তো?"

"ঠিক তাই। তখন আর পালাবার পথ নেই।"

গান্ধারী উত্তেজিত হয়ে বলল, "পালাবার পথ কি এখনও আছে? এবার আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"কী জানতে চাও, বলো?"

"আমি জানতে চাই কয়েকজন পুণ্যার্থীর সঙ্গে আমার মা যেবার এইখানকার মন্দিরে এসেছিলেন পূজা দিতে, তখন কার নির্দেশে এবং কেনই বা তাঁকে অপরহণ করা হয়েছিল?"

শর্মাজি বললেন, "কঠিন প্রশ্ন। যখনকার কথা, তখন এই এলাকা ছিল আরও বনময়। এত জনসমাগমও ছিল না তখন এখানে। সেই সময় প্রায় বিশ-পঁচিশজনের একদল পুণ্যকামী রমণী এখানে এসেছিলেন বাবা বটেশ্বরনাথের পুজো দিতে। সকলেই ছিলেন সালঙ্কারা। তখন এখানকার এক প্রাগৈতিহাসিক গুহার অভ্যন্তরে দুষ্কৃতীদের একটি পাকাপোক্ত ঘাঁটি তৈরি হয়ে গেছে। তাদেরই লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ে যান ওই রমণীরা। মন্দিরের দেবতা মন্দিরেই থাকেন। কিন্তু দানবরা সক্রিয় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর। চলতে থাকে অবাধে লুঠতরাজ। ওই সময় ঘটনাচক্রে রামজিকে নিয়ে আমি এখানে এসে পড়ি। তোমার মা এবং আরও কয়েকজন রামজির কাছে আসেন সাহায্য ভিক্ষায়। উনি ওঁদের কয়েকজনকে ওঁর গাড়িতে বসতে বলে দুষ্কৃতীচক্রের দিকে এগিয়ে যান। ওঁর মেকি ধমকের সুরে দুষ্কৃতীরা তখনকার মতো পালিয়ে যায় সেখান থেকে। অন্যান্য রমণীরাও যে যেদিকে পারেন পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে গাড়িতে বসা রমণীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের এই রক্ষাকর্তার সঙ্গেই ডাকাতদলের ভাল যোগাযোগ আছে। তাই তারা আত্মরক্ষার তাগিদে পালাবার জন্য গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। ইতিমধ্যে ফিরে আসেন বিন্ধ্যাচল রাম। তোমার মা তখন ভয়ংকরী মূর্তিতে আক্রমণ করেন তাঁকে। পা থেকে জুতো খুলে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতেই রামজির ক্রোধ বেড়ে যায়। অপমানিত রামজি তখন বদলা নিতে জোর করে টেনে নিয়ে আসেন তোমার মাকে। তারপর গাড়ির মধ্যেই ওঁর গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। মৃতদেহটা আস্তিচকে তাঁর দলের লোকেদের হাতে তুলে দিলে তারা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে দেয় খাদানের পাশে একটা ঝোপের ধারে। পরে থানা পুলিশ ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়। কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় কারও বিরুদ্ধেই কোনও চার্জ গঠন করা যায়নি।"

গান্ধারী বলল, "সেদিন ওই গাড়ির চালক কি আপনি ছিলেন?"

"সেদিনও ছিলাম। এখনও আছি।"

"অর্থাৎ কি না এত পাপ দ্যাখার পরও আপনি এই পাপীদের সঙ্গ ছাড়তে পারেননি। এর ফল কিন্তু আপনাকে এখনই পেতে হবে। আপনার শাস্তি প্রাণদণ্ড নয়, অন্ধত্ব।" বলেই বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল শর্মাজির ওপর।

সাপের ছোবল খেলে মানুষ যেভাবে চিৎকার করে ওঠে, ঠিক সেইভাবেই আর্তনাদ করে উঠলেন শর্মাজি। ওঁর দু'চোখের কোল বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল রক্তের ধারা।

হঠাৎই বাবলুর চোখ পড়ল পাহাড় জঙ্গলের একটু ঢালু অংশে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির দিকে। ওরা দেখল সেই বাড়ির ছাদ থেকে ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নজরদারি করছে সেই গালপোড়া লোকটা ও তার সঙ্গী দানব।

বাবলু সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে ধীরে ধীরে ওই দু'জনের মোকাবিলায় এগিয়ে চলল।

সকলের আগে পঞ্চু। তার পেছনে অন্য সকলে।

রাজু আর রিয়াং পেছনের দিকটায় নজর রাখতে লাগল। বাকিরা আশপাশে। একসময় ওরা সবাই এসে পৌঁছল সেই বাড়ির কাছে। বাড়িটা নবনির্মিত এবং অতি সুন্দর। বড়লোকের নিজস্ব রেস্ট হাউসের মতো বাড়ি। একপাশে লোহার রেলিং-ঘেরা বাগান। সেই বাগানে হরেকরকমের ফুল। একেবারে গঙ্গার ধারেই বাড়িটা। একটি ভটভটি লঞ্চও বাঁধা আছে সেখানে।

বাবলু বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিন্ধ্যাচল রাম এখানেই আছেন। রাজু আর রিয়াং বাইরে থেকে আমাদের দিকে নজর রাখুক। অনু আর গান্ধারী বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকুক কাছাকাছিই কোনও গোপন স্থানে। বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে আমি ওর মোকাবিলা করি।"

বাবলুর কথায় ফোঁস করে উঠল গান্ধারী। বলল, "না, তা তুমি পারো না। বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলার জন্যই আমি। একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ যেন ওঁর গায়ে হাত না দেয়। এতদিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।"

গান্ধারীর চোখের দিকে তাকিয়ে সকলেই হতবাক!

বাবলুও চমকে উঠল সেদিকে তাকিয়ে। গান্ধারীর দুটো চোখই যেন প্রতিশোধের হিংসায় ছুরির ফলার মতো চকচক করছে।

বাবলু বলল, "বেশ। তোমার আবেদন মঞ্জুর। তবুও এই মুহূর্তে তুমি আমাদের সঙ্গে ভেতরে যাবে না।"

গান্ধারী বলল, "কেন আমি কি আনফিট?"

এবার বিলু বলল, "কোনও ফিটনেসের ব্যাপার এখানে নেই। আমাদের দলের আর কোনও মেয়েও যাচ্ছে না। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে থাকলে বাবলুর কথা সব সময়ই মেনে চলতে হবে।"

গান্ধারী এবার কঠিন গলায় বলল, "আমার পক্ষে সবসময় তা মানা সম্ভব নয়। গুড বাই পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের কোনও সাহায্যেরই আর দরকার হবে না আমার।"

বলেই কারও দিকে না তাকিয়ে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল সে।

অনু, রিয়াং, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটল ওর দিকে। বলল, "গান্ধারী! শোনো, যেও না। এইভাবে নিজের বিপদ্ ডেকে এনো না, গান্ধারী!"

বাবলুও কঠিন গলায় বলল, "ওকে যেতে দাও। ও হয় মারবে, না হয় মরবে। ওর জন্য আমরা আমাদের কাজের অসুবিধে করব না।"

বাবলুর কথা অমান্য করতে সাহস পেল না কেউ। পঞ্চু বাবলুর চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে এগোতে গিয়েও এগোতে পারল না। সেও বোবা দৃষ্টি মেলে দূরের দিকে তাকিয়ে বাবলুকেই অনুসরণ করল।

এই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে গেলে শক্ত মোটা লোহার একটা গেট পেরিয়ে প্রথমেই বাগানে ঢুকতে হবে। তারপরে বাড়ির দরজায়। অর্থাৎ কিনা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

বিলু বাবলুর দিকে একবার তাকাল। মৃদু হেসে বাবলু বলল, "দ্যাখাদেখির কিছু নেই। আমরা যে এখানে আসব বা এসেছি তা ওরা জানে। কেন না, ওরা এ-বাড়ির ছাদ থেকে অনেক আগেই লক্ষ করেছে আমাদের। আমরা এদিকে এসেছি তাও দেখেছে। এখন শুধু ওদের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষা।

বাবলু আর বিলু কোনওদিকে না তাকিয়ে গেটটা টপকাল। তারপর বাগানে নেমে গেট খুলে দিতেই ছুটে ঢুকে এল পঞ্চু।

ওরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গালপোড়া লোকটি ও তার সঙ্গী বেরিয়ে এল ঘরের দরজা খুলে তারপর বিস্মিত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোনও কথা না বলে।

বাবলু ধীরে ধীরে গালপোড়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "মালিক আছেন?"

সঙ্গী লোকটি একবার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, "অন্দর আইয়ে।"

বাবলু, বিলু দু'জনেই নির্ভয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। ওদের সঙ্গে পঞ্চুও ঢুকল। কেউ ওদের প্রবেশাধিকারে কোনও বাধা সৃষ্টি করল না।

ছোট্ট একটি সাজানোগোছানো ঘরের মধ্যে সোফায় গিয়ে বসল ওরা।

গালপোড়াটা এগিয়ে এসে ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "এনি কোল্ড ড্রিংকস?"

বাবলু বলল, "নো থ্যাঙ্কস।" তারপর বলল, "আমরা একটু মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

অপরজন বলল, "কিনোনে ভেজা?"

বাবলু বলল, "কে আবার পাঠাবে? আমরা নিজেরাই এসেছি।"

লোকটি ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই ওর সঙ্গে যিনি এলেন তাঁকে দেখে শুধু বিস্মিত নয়, হতাশও হল ওরা।

ভয়ংকর চেহারার একজন দুর্ধর্ষ লোক। সাপের চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বতাইয়ে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "আপ। মানে আপনি...?"

"হ্যাঁ আমিই। এই গেস্ট হাউসে আমি থাকব না তো কি তোমরা থাকবে? এমন দিনদুপুরে কেন তোমরা আমাকে ডিসটার্ব করতে এসেছ?"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, "তার কারণ আছে বলে তাই। এখন আমরা আপনার পরিচয় পেলেই খুশি হয়ে চলে যাবে।"

"আমার নাম এইচ এল সিক্কা। সবাই আমাকে সিক্কা বলেই জানে। আমি একজন বিজনেসম্যান। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও বিজনেসের ব্যাপার থাকতে পারে না।"

বাবলু বলল, "কে বলে পারে না? আপনার বিজনেসের ধরনটা আমাদের মনের মতো হলে নিশ্চয়ই পারে। আমরা আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব বলেই তো নিজের থেকে এখানে এসেছি।"

সিক্কা হো হো করে হেসে বললেন, "হাউ ফানি। আউর কুছ?"

"হ্যাঁ, আরও কিছু আছে বইকী। আপনার লোকেরা আমাদের দিকে একটু বেশি নজর দিচ্ছে। তাই সে ব্যাপারেও আপনাকে আমরা সাবধান করে দিতে এসেছি।'

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সিক্কা, "আমাকে তোমরা সাবধান করতে এসেছ? ওয়ার্নিং! আমি কে তা জানো? যদি জানতে তা হলে এই কথা বলার মতো দুঃসাহস তোমাদের হত না।"

বাবলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "কে আপনি! আর পাঁচজন মামুলি আদমির মতোই আপনিও একজন। তবে কিনা অন্যদের চেহারা মানুষের মতো। আপনি...।"

"আমি! আমি কী?" বলেই সিক্কা ওঁর ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটি রিভলভার বের করে বললেন, "এই জিনিসটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে?"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে গোপন স্থান থেকে ওর পিস্তলটিও বের করে বলল, "এই জিনিস যখন আমিও সবসময় বয়ে বেড়াই তখন নিশ্চয়ই ওটার ব্যাপারেও কিছু একটা ধারণা আছে আমাদের।"

বাবলুর হাতে পিস্তল দেখে চোখ কপালে উঠে গেল সিক্কার। বলল, "স্ট্রেঞ্জ! ইউ আর মোস্ট ডেঞ্জারাস বয়।"

বাবলু বলল, "এবার বলুন আমরা আপনার বিজনেসে পার্টনার হতে পারি কিনা?"

"নো। নেভার। তার কারণ আমার কিছু সিক্রেসি আছে। আমি কিন্তু যা-তা লোক নই। ইন্টারন্যাশনাল গ্যাং-এর আমি হচ্ছি ম্যান অব দ্য গ্যাং। আমার এই রিভলভারের নলে আমি দিল্লি মুম্বই প্রভৃতি বড় বড় শহরের অনেক কোটিপতি শিল্পপতিদের জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে পুলিশ। যেসব পুলিশ অফিসার আমার বাধ্য হয়নি তাদের আমি এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করেছি যে, তারা হয় আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করেছে নয়তো মিথ্যে মামলায় ফেঁসে গিয়ে চাকরি খুইয়ে হাজতবাস করছে।"

বাবলু বলল, "বলেন কী!"

"আমি এক-একজন কোটিপতি শিল্পপতির কাছে এমন এক বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করি যে, তারা বাধ্য হয় পুলিশের সাহায্য নিতে। যেসব পুলিশ অফিসার আমার রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আমি সেইসব পুলিশ অফিসারের বুলেট চুরি করে ওই ধনীদের প্রাণহানি ঘটাই। পোস্টমর্টেমের সময় গোয়েন্দা তদন্তে যখন প্রমাণ হয় ওই প্রাণঘাতী বুলেট পুলিশেরই, তখন অবস্থাটা কী এবং কেমন হয় একবার ভেবে দ্যাখো। নিরপরাধ সরকারি কর্মচারী চাকরি খুইয়ে জেলের ঘানি টানে আর আমি ফাইভ স্টার হোটেলে বসে মজা করি। আমার কাজই হল মানুষ খুন করা আর পুলিশকে ব্ল্যাকমেল করা। আমার মতো ক্রিমিনাল আর কয়েকজন যদি এদেশে জন্মাত তা হলে সব পুলিশকে জেলে ঢুকিয়ে আমরাই চারদিকে দাপিয়ে বেড়াতাম।"

বাবলু বলল, "থ্যাঙ্ক গড। থ্যাঙ্কস মি. সিক্কা। যাই হোক, এইবারই আপনি আপনার উচিত শিক্ষা পাবেন।"

"ক্যা বোলা?"

"বলছি দিল্লি মুম্বইয়ের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আপনি এখানে কীভাবে এলেন?"

"কেন? দিল্লি থেকে প্লেনে পটনায় এসেছি। পটনা থেকে এসেছি এখানে। আমি রাজঘেরিয়া সাহেবের গেস্ট আছি। এইখানকার এই গেস্ট হাউস শুধুমাত্র আমারই জন্যে তৈরি হয়েছে।"

"তার মানে আপনি বিন্ধ্যাচল রামেরও গেস্ট।" সিক্কা চোখ বড় বড় করে বললেন, "তুমহে ক্যায়সে মালুম?"

বাবলু হেসে বলল, "আমরা ওই শয়তানটারই খোঁজে এসেছিলাম। মাঝখান থেকে আর-এক শয়তানকে পেয়ে গেলাম।"

সিক্কা চিৎকার করে উঠলেন, "আমি শয়তান?"

বিলু আর থাকতে না পেরে বলল, "না। তুমি ভগবানের কল্কি অবতার।"

"হোয়াট?" বলেই রিভলবার উদ্যত করে বললেন, "আই হেট ইউ। ইউ উইল ডাই।"

ততক্ষণে বিলুর একটি ঘুষি সিক্কার নাকের ওপর পড়তে যাচ্ছিল। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল ওকে। বলল, "এ কী! মি. সিক্কা আমাদের বিজনেস পার্টনার। এইসব কথাবার্তা বলার সময় উত্তেজনা একটু হয়েই থাকে। তাই বলে কি এমন ব্যবহার করতে হয়? আর সত্যিই যদি সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় তা হলে গুলির জবাব গুলিতেই হবে। এভাবে নয়।" বলে সিক্কাকে বলল, "মি. সিক্কা, সিট ডাউন প্লিজ।"

সিক্কা আশ্বস্ত হয়ে বসলে বাবলু মৃদু হেসে বলল, "মি. সিক্কা, আপনি হয়তো জানেন না আপনি এখন ঘুঘুর ফাঁদে পড়ে গেছেন। নাউ ইউ আর ইন গ্রেট ডেঞ্জার।"

চমকে উঠলেন সিক্কা, বললেন, "নো নো। ইউ আর রং।"

"উই আর রাইট। আপনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছেন সেই কাজ সেবে আপনি কখনওই এখান থেকে ফিরে যেতে পারবেন না।"

"কিন্তু এর আগে আমি যতবার এসেছি ততবারই ফিরে গেছি।"

"এবারে আর পারবেন না। তার কারণ এদের খেলা এখন শেষ পর্যায়ে। একটু আগে এদেরই দলের একজনকে এরা গুপ্তঘাতক দিয়ে মেরেছে। মাথাটা এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যে, তাকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না। বিন্ধ্যাচল রাম ওঁর গোপন ঘাঁটি জেনে ফেলার অপরাধে ওঁরই এতদিনের বিশ্বস্ত ড্রাইভার শর্মাজির চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্বাস না হলে আমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। অথবা আপনার সঙ্গী দু'জনের কাউকে পাঠাতে পারেন। এখন ওই রাজঘেরিয়াই বলুন আর বিন্ধ্যাচল রামই বলুন, দু'জনেই আপনার শত্রু। অথবা বিন্ধ্যাচল রাম আপনাদের দু'জনকেই ফাঁসাতে চান।"

সিক্কা এবার শিরদাঁড়া টান করে বসলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু এতসব কথা তোমরা জানতে পারলে কী করে?"

"তা হলে শুনুন, আমরা মোটেই ভাল ছেলে নই। আমাদের দলে ছেলে ছাড়াও মেয়ে আছে কয়েকজন। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে এদের দলে আমরা ইনফরমারের কাজ করি। এই করতে গিয়ে এদের গোপন ঘাঁটির ব্যাপারে আমরা জেনে গেছি অনেক কিছু। বৈশালী আর বিক্রমশীলা থেকে পাওয়া দুষ্প্রাপ্য মূর্তিসহ প্রায় দশ সহস্র বৌদ্ধযুগের স্বর্ণমুদ্রা এরা স্টোর করে রেখেছে। তার কিছু বিদেশে পাচার করেছে, কিছু এখনও একটি গুহার মধ্যে মজুত। যাই হোক, আমরা ওদের ঘাঁটি জেনে ফেলায় ওরা এখন আমাদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করেছে। আর সেটা জানতে পেরেই আমরাও বিন্ধ্যাচল বধের পরিকল্পনা করি। আপনার ব্যাপারে অবশ্য আমরা জেনেছি শর্মাজির মুখে। আপনি তো আমাদের শত্রু নন, তাই আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও দুশমনি নেই। এখন আসুন আপনার সঙ্গে একজোট হয়ে আমরা আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করি।"

সিক্কা এবার হিংস্র বাঘের মতো ঘরের মধ্যে দু'-একবার পায়চারি করে বললেন, "তা হলে তোমরাও জেনে রাখো, আমার এখানে বিন্ধ্যাচলের যে দু'জনকে তোমরা দেখেছ এরা কিন্তু আমারই স্পাই। বিন্ধ্যাচল যে ওর জাল গুটিয়ে নিতে চলেছে সে-খবর ওরা আগেই আমাকে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা আমাকে যা বললে সে-ব্যাপারে ওরা কিন্তু কিছুই বলেনি।"

"তা হলেই বুঝুন কী রকম স্পাই ওরা।"

সিক্কা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওদের ওই স্টোররুমটা তোমরা আমাকে চিনিয়ে দিতে পারো?

আমি আর ডি এক্স দিয়ে রিমোটের সাহায্যে উড়িয়ে দেব সবকিছু। অবশ্যই ওইখানকার স্বর্ণমুদ্রাগুলো হস্তগত করে।"

বাবলু বলল, "এইরকম কাজই আমরা পছন্দ করি। তবে একটা কথা, এই লোকরা আবার আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?"

"না। তা করবে না। কেন না, রাজঘেরিয়া সাহেব একজন দারুণ প্রভাবশালী মানুষ। এখানকার প্রশাসনের মাথা। ওরা তাঁকে খুব ভয় পায়।"

বাবলু বলল, "তবু সতর্ক থাকবেন। তা আমি বলি কী, আর ডি এক্স-এর ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আমরা আপনাকে ওই রত্নগুহার পথ চিনিয়ে দেব। আপনি আমাদের হাতে রিমোটটা তুলে দিয়ে বিস্ফোরক নিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে যাবেন। তারপর এই দু'জনের সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে আসল জায়গাটা চিনে বেরিয়ে এলেই রিমোটে চাপ দেব আমরা।"

সিক্কা ধুরন্ধরের হাসি হেসে বললেন, "আমি কি একটা ব্লাডি ফুল আছি? আমি আমার সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে গুহার ভেতরে ঢোকার পরই তোমরা যে রিমোটে চাপ দেবে না তা কে বলতে পারে?"

বাবলু বলল, "এইরকম ধারণা অবশ্যই আপনি করতে পারেন। কিন্তু সিক্কা সাহেব, তা যদি করি, তা হলে ওই রত্নভাণ্ডার ওই গুহার ধ্বংসস্তূপে কোথায় কোনখানে কীভাবে আছে তা কি আমরা জানতে পারব?"

সিক্কা একবার বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক। কিন্তু ওই রত্নগুহার ভেতরে আমি ঢুকব কী করে?"

"রত্নগুহার পথ আমরা আপনাকে চিনিয়ে দেব। আপনি বিন্ধ্যাচলের এই লোকদের নিয়ে কৌশলে ভেতরে ঢুকবেন। ব্যাপারটা সহজসাধ্য নয়। অথবা আপনি বাইরে পাহারা দেবেন, আমরা ভেতরে ঢুকব।"

"না। ভেতরে ঢুকব আমি। আর ডি এক্স থাকবে আমার দুই সঙ্গীর কাছে। রিমোট কন্ট্রোল করব আমি। তোমরা বরং বাইরে থেকে আমাদের দিকে নজর রাখবে।"

সিক্কা এবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "মঞ্জু!"

গালপোড়া লোকটি ভেতরে এল।

"রেনোকে ডাকো একবার।"

গালপোড়া সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটোৎকচের মতো লোকটিকে ভেতরে নিয়ে এল।

সিক্কা বললেন, "বিন্ধ্যাচলের স্ট্রং-রুমে কত জিনিস জমানো আছে?"

"তা পাহাড়প্রমাণ। রেলে ডাকাতি, ব্যাঙ্ক ডাকাতির বিপুল সম্পদ।"

"আমি এবারে কিছু জিনিস কেনাকাটা করলে ওই স্ট্রং-রুমে ঢুকে দেখেশুনেই কিনতে চাই।"

ওরা দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে তাকাল।

মি. সিক্কা বললেন, "তার মানে ওই আসল জায়গাটা তোমরাও আমাকে চেনাতে চাও না।"

গালপোড়া লোকটির নাম মঞ্জু। বলল, "আমরা বিন্ধ্যাচলের লোক হলেও ওই গুহায় ঢোকবার অধিকার আমাদেরও নেই। একমাত্র রাজঘেরিয়া সাহেব ছাড়া কোনও গেস্টই ওর ভেতরে ঢোকবার প্রবেশাধিকার পায় না!"

"কিন্তু আমি ঢুকব। আমার কাছে খবর আছে বিন্ধ্যাচল আমাকে খুনের পরিকল্পনা করেছে।"

"এমন খবর আমাদের কাছে নেই। তবে সত্যিও হতে পারে।" বলে বাবলু বিলুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "আপনি কি এদের মুখ থেকে খবর পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে পাকা খবর। এরা অনেক খবরই রাখে।"

"বিন্ধ্যাচল এদেরকে মারবার চেষ্টা করছে।"

"জানি।"

"বিন্ধ্যাচল একটু আগে ওর দলের দু'জনকে নাকি মেরেছে।"

"পাকা খবর। একজনের মাথায় ভারী পাথর ঠুকে। আর-একজনের চোখের অবস্থা খারাপ করে। তবে শেষের জন মরেনি।"

সিক্কা বললেন, "আজই ওদের খেলা শেষ করছি। আমার মনে হয় রাজঘেরিয়াও ওর সঙ্গে এই খুনের খেলায় যুক্ত। ওদের দু'জনকেই ব্ল্যাকমেল করব আমি। রিমোটটাকে কন্ট্রোলে আনো। তারপর আমার কাজ আমাকে করতে দাও। বিনা রক্তপাতে ওদের সব ক'টাকে কীভাবে ঘায়েল করি তাই শুধু দ্যাখো।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে বাবলুদের একটু অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আর ঠিক তখনই কী যেন একটা দেখে উশখুশ করতে লাগল পঞ্চু।

বাবলু বিলুরও নজরে পড়ল সেটা। দেখল রেকর্ড করার একটা মিনি যন্ত্র অত্যন্ত সুকৌশলে ফিট করা আছে একটি ফুলদানির মধ্যে।

বিলু বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাবলু ইশারায় চুপ করতে বলল ওকে। চাপা গলায় বলল, "কোনও কথা নয়, তা হলে আমাদের কথাগুলোও রেকর্ড হয়ে যাবে।"

বিলুও চাপা গলায় বলল, "আমরা তো এতসব মিথ্যে করে বানিয়ে বললাম কিন্তু এখানে এই টেপ রাখার মানে নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা ধরে রাখার জন্য নয়। ভেতরে-ভেতবে এরা বোধহয় সত্যিসত্যিই মি. সিক্কাকে কোনও না কোনওভাবে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে।"

"অর্থাৎ এই মঞ্জু আর রেনোও স্পাই সেজে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বোঝাই যাচ্ছে এরা আসলে বিন্ধ্যাচলের হয়েই কাজ করছে এখনও। তার চেয়েও বড় কথা, এদের আচরণও রহস্যময়। না হলে বিনা বাধায় আমাদের এখানে ঢুকতেই বা দিল কেন?"

"আরও আশ্চর্য! ওই ঘটোৎকচের মৃত্যুর ব্যাপারটা ওরা জানে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তাও জানে। এমনকী, শর্মাজির অন্ধ হওয়ার ব্যাপারটাও অজানা নয় ওদের। তার মানে এসব যে আমাদের দ্বারা হয়েছে তাও তো জানে ওরা।"

ওদের কথা শেষ হতেই সিক্কা এসে ঘরে ঢুকলেন।

মঞ্জু আর রেনো খুব ব্যস্ততার সঙ্গে কোথায় যেন চলে গেল।

সিক্কা বললেন, "তোমরা আমাকে কখন ওই গুহার কাছে নিয়ে যাবে?"

বাবলু বলল, "দিনের আলোয় নিশ্চয়ই নয়। রাতের অন্ধকারেই যাব আমরা।" বলেই বলল, "আমি একবার একটু আপনার বাথরুমে যেতে চাই।"

"বেশ তো যাও না।"

বাবলুর ছল বিলু বোঝে। তাই নানা কথার অবতারণা করল সিক্কার সঙ্গে। আর সেই সুযোগে উঠে গেল বাবলু। অবশ্যই পঞ্চুও গেল সঙ্গে।

দরজার পাশেই ছোট বক্স রেডিয়োর মতো যন্ত্রটা দেওয়ালের হুকে লাগানো ছিল। বাবলু সেটাকে সংযোগমুক্ত করে পঞ্চুকে দিতেই পঞ্চু চোখের পলকে হাওয়া।

এবার বাবলু এলে সিক্কা বললেন, "ওই কথাই রইল তা হলে। একটু পবেই রাজঘেরিয়া সাহেব আসবেন এখানে। তার আগেই তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমরাও যাওয়ার জন্যই তৈরি। এখন তা হলে আসি? আবার আসব রাত দশটায়।" -

বাবলু বিলু বাইরে আসতেই পঞ্চু জিনিসটা মুখে নিয়ে ছুটে এল ওদের কাছে।

বাবলু সেটা হাতে নিতেই বিলু বলল, "কী করে ম্যানেজ করলি রে ওটা?"

"দরজার পাশেই দেওয়ালের গায়ে কায়দা করে আটকানো ছিল ওটা। দেখেই পঞ্চুকে দিয়েছি।"

"ওটা তোর পকেটে নেওয়া উচিত ছিল।"

"ইচ্ছে করেই নিইনি। পঞ্চুর কাছে থাকলে এটা যতটা নিরাপদে থাকবে আমাদের কাছে কিন্তু থাকবে না। ধর, এই মুহূর্তেই যদি আমরা আক্রান্ত হই?" বাবলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখল গালপোড়া মঞ্জু দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। বাবলু একটুও দেরি না করে ওটা পঞ্চুকে দিতেই পঞ্চু চোখের পলকে হাওয়া।

মঞ্জু ওদের একেবারে খুব কাছে এসে বলল, "ওটা কেন নিয়ে এলে? ওটা তোমাদের কোনও কাজে লাগবে না। দাও, ফিরিয়ে দাও ওটা।"

বাবলু বলল, "যদি না দিই?"

"তা হলে পরে কিন্তু অনুশোচনা করতে হবে। আশা করি আমরা যেমন অবাধে তোমাদের ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলাম তোমরাও তেমনই বিনা চালাকিতে ওটা আমাদের ফিরিয়ে দেবে।"

বাবলু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মঞ্জুর চোখের দিকে। রেনোকেও দেখল। দু'জনেরই চোখের গভীরে মনে হল অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। তবে আশ্চর্য এই, ওরা শুধু মুখের কথাই বলল। কোনওরকম ভীতি প্রদর্শন করল না, বা আক্রমণের হুমকি দিল না।

রেনো বলল, "সিক্কার সঙ্গে তোমাদের যা কথাবার্তা হয়েছে তার সবই আমরা রেকর্ড করে নিয়েছি। তোমরা একটির-পর-একটি গুলতাপ্পি মেরেছ আর উনিও তোমাদের অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে ওঁর গোপনীয়তা

লিক করে ফেলেছেন। এতে আমাদের দারুণ উপকার হয়েছে। ওঁর ওই স্বীকারোক্তির জন্যই ওই টেপটা আমাদের প্রয়োজন।"

বাবলু বুঝতে পারল জল এখানে রীতিমতো ঘোলাটে। তবু ওদের সন্তুষ্ট করতেই পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু!"

বাবলুর ডাকে ছুটে এল পঞ্চু। তারপর বাবলুর হাতে জিনিসটা দিতেই ও সেটা ফিরিয়ে দিল ওদের হাতে।

মঞ্জুই হাত পেতে নিল সেটা। তারপর বলল, "তোমরা এগোতে থাকো। আমরা তোমাদের পেছনে আছি।"

বাবলু বলল, "তার মানে?"

"বিন্ধ্যাচলের ওই ঘটোৎকচকে তোমাদেরই একজন শেষ করেছে জেনেও আমরা নীরব ছিলাম।"

"আপনারা জানতেন?"

"শর্মাজির চোখের ক্ষতি করেছে তোমাদেরই দলের একটি মেয়ে, ঠিক কিনা?"

"এও তো জানেন দেখছি।"

"প্রথম আক্রমণের সময় আমরা ঘটনাস্থলের কাছাকাছিই ছিলাম। আর দ্বিতীয় ঘটনা যা হল তা আমরা ছাদ থেকেই দেখেছি। শুধু দেখা নয়, তোমরা যাতে আমাদের দেখতে পাও তাই তোমাদের নজরে আসার জন্য আমরা ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে ছিলাম ছাদে।"

বাবলু বলল, "আপনারা কারা?"

"আমরা আমরাই।"

"আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা আপনাদের যা ভেবেছিলাম তা নয়। অর্থাৎ আপনারা আমাদের বন্ধুলোক।"

মঞ্জু আর রেনো দু'জনেই হাত মেলাল বাবলুর সঙ্গে।

মঞ্জু বলল, "তা হলে শোনো, বিন্ধ্যাচলের চ্যাপ্টার এখন ক্লোজড হওয়ার মুখে। একটু একটু করে জাল আমরা অনেকটাই গুটিয়ে এনেছি।"

"কিন্তু আপনারা তো বিন্ধ্যাচলেরই লোক?"

"তাতে কী? আমরা সিক্কার হয়েও কাজ করি। সকলের হয়ে কাজ করাই তো আমাদের কাজ। তবে একজনকেই আমরা গুরু বলে মানি। তাঁর সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি না।"

"কে তিনি?"

"মহাবীর নাথ। ওঁরই নির্দেশে তোমাদের দিকে নজরদারি করতে গিয়ে তোমাদেরই এক বন্ধুর চোখে পড়ে যাই আমরা। লজের লোকজন আমাদের চিনত। তবু না চেনার ভান করে তাড়িয়ে দেয় আমাদের। আমাদের মানে শুধু আমাকে। রেনোটা অবশ্য ছিল না তখন সঙ্গে। তা সে যাই হোক, তোমরা সুকৌশলে তোমাদের কাজ করে যাও। আমরাও আমাদের কাজ করি।"

"আপনাদের কাজটা কী?"

"মহাবীর নাথের নির্দেশেই কাজ করছি আমরা। আমাদের কাজ হল এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে ওদের ফাঁসানো।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, একটু আগে আমরা দূর থেকে একটা গুহা দেখতে পাই। সেখানে কিছু সশস্ত্র ডাকাতও চোখে পড়ে। ওরা কি...?"

"ওরা ওই লায়ন্‌স কেভের রক্ষী। মোট বারোজন আছে ওখানে।"

"লায়ন্‌স কেভ! সিংহ থাকত নাকি ওখানে?"

"শোনা যায়।"

"বিহারের পার্বত্যগুহায় সিংহ! অসম্ভব ব্যাপার!"

মঞ্জু হেসে বলল, "এখন বিহার। কিন্তু যে সময়ের প্রবাদ, তখন তো এ-দেশ বাংলাতেই ছিল। শুধু এখানে নয়, শুনলে অবাক হবে তোমাদের সুন্দরবনেও সিংহ ছিল একদিন। তা সে যাই হোক, ওই গুহার ধারেকাছেও কি যেতে পেরেছিলে তোমরা?"

"না। চেষ্টা করিনি। তবে কিনা রাতের অন্ধকারে ওখানে আমরা হানা দেব।"

"দিয়ে তোমাদের লাভ?"

"লাভ-লোকসানের হিসেবটা এখনও পর্যন্ত করিনি। তবে কিনা বিন্ধ্যাচলকে হত্যা অথবা বন্দি করাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

"হত্যা করলে ঝামেলাই চুকে যায়। কিন্তু বন্দি করলে রাখবে কোথায় ওকে?"

"ওঁর ব্যবস্থা করবেন মহাবীর নাথ। সর্বাগ্রে তাঁকে খবর পাঠাব আমরা।"

মঞ্জু বলল, "শোনো তা হলে, বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলা করা অতটা সোজা নয়। ওই যে গুহাটা দেখছ ওই গুহার ভেতরের পথঘাট এমনই সর্পিল ও সংকীর্ণ যে, সেখানে পৌঁছনো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। সবচেয়ে বড় কথা, যে অংশে ডাকাতির ধনরত্ন গচ্ছিত আছে সেখানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার এমনভাবে ফিট করা আছে যে, না জেনে হাত দিলেই যাচ্ছেতাই ব্যাপার একটা ঘটে যাবে।"

বাবলু বলল, "বলেন কী! তা হলে?"

"তা হলেই বোঝো!"

"বিন্ধ্যাচল এখন কোথায়?"

"ওই গুহার মধ্যেই আছেন। রাজঘেরিয়াসাহেবেব সঙ্গে ওঁর একটা বোঝাপড়া চলছে এখন।"

"কীসের বোঝাপড়া?"

"ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে। রাজঘেরিয়াসাহেব এখন হয়তো ওই জিনিসের দরদাম করতে সিক্কার কাছে এসে গেছেন। আদানপ্রদান যা হওয়ার তা হবে মোটা টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে।"

বাবলু বলল, "অশেষ ধন্যবাদ।"

মঞ্জু বলল, "শুধু ধন্যবাদে হবে না। আমাদের সঙ্গেও হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ বলুন?"

"কাজটা হল, যেভাবেই হোক রক্ষীদের নজর এড়িয়ে ওই গুহার ভেতরে তোমাদেব যে-কোনও একজনকে ঢুকতে হবে।"

"তারপর?"

"তারপবের কাজটা আমরা কবব।"

"বুঝেছি রিমোটের ব্যাপারটা।"

"ঠিক তাই। বিস্ফোবক তোমাদেরই কেউ গিয়ে ভেতবে ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এই চিন্তাভাবনাটা একটু অন্যভাবে কবলে হয় না? অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে যদি আমরা গুহাটার দখল নিতে পারি?"

"পারব না। কারণ মি. রাজঘেরিয়া এখানকার প্রশাসনের একজন পদস্থ মানুষ। পুরোটাই তখন ওঁরই কবজায় চলে যাবে। এখনও উনি বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে দোস্তি রেখেছেন এই কারণে যে, ওকে ভাঙিয়ে উনি বিত্তবান হচ্ছেন বলে। বিন্ধ্যাচলের ওই বিশাল রত্নভাণ্ডার সম্বন্ধে এখনও কিন্তু ওঁর তেমন কোনও ধারণাই নেই। থাকলে কবেই ওঁকে শেষ করে দিতেন।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আজ দুপুবের মধ্যেই আমবা একটা সিদ্ধান্তে আসছি। ওদিকে সিক্কার ব্যাপারে আপনারা কী ব্যবস্থা নেবেন?"

"উনি এখান থেকে আর ফিরে যেতে পারবেন না। ওঁকে ফাঁদে ফেলে পুলিশের হাতেই তুলে দেব। এ-কাজটা মহাবীরজিই করে দেবেন। আমরা নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখছি ওঁর সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা তা হলে এখন বিদায় নিই। সন্ধের পর আমরা আবার যোগাযোগ করব আপনাদের সঙ্গে।" তারপর কী ভেবে যেন বলল, "আচ্ছা, আমাদের জরুরি কোনও প্রয়োজনে একটা মোটরবাইকের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি?"

মঞ্জু বলল, "কখন চাই?"

"ধরুন এক-দেড় ঘণ্টা পরে।"

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বলল, "এখানে আসার সময় গঙ্গার ধারে যে আশ্রমটা দেখলে ওই আশ্রমে ভগীরথ নামে একজন আছে। তোমরা গিয়ে আমার নাম করলেই দিয়ে দেবে ও। আমাদের বলা থাকবে।"

মঞ্জু আর রেনো আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলে ওরা এসে ওদের দলের সঙ্গে মিশল। একমাত্র গান্ধারী ছাড়া সবাই আছে সেখানে।

বাবলু বলল, "গান্ধারীর কোনও খবর নেই?"

বাচ্চু বলল, "না।"

বিচ্ছু বলল, "ওকে ওইভাবে না যেতে দিলেই হত। আসলে মেয়েটা বড় সেন্টিমেন্টাল।"

অনু বলল, "যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন এক কাজ করো, মেয়েটার ব্যাপারে দু'-একজন একটু এদিক-ওদিক করি এসো।"

রিয়াং বলল, "খোঁজখবর একটু নিতেই হবে। না হলে ওইসব ডাকাতদের খপ্পরে যদি পড়ে যায় ও, তো কী যে হবে ওর তা কে জানে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ওর ব্যাপারেও দায়িত্ব একটু এসে গেল। তবে এখন কিন্তু আমাদের অনেকেরই অনেক কাজ। আগে আমরা ঘরে যাই চলো। তারপর আলোচনার মাধ্যমে যা করবার তা করব।"

রাজু বলল, "আমি কি ওর খোঁজে যাব একবার?"

"এখনই নয়। আগে ঘরে চলো।"

ওরা বনপথ ধরে পাহাড়ের উচ্চস্থানে ওদের সেই ঘরে এসে জুটল। তখন ভরা দুপুর। সারাদিনের পরিশ্রমে সবাই তখন ক্লান্ত।

॥ ১৮ ॥

অনেকক্ষণ ওরা স্থির হয়ে বসে রইল ঘরের মধ্যে। একদিকে মেয়েরা। অন্যদিকে ছেলেরা। সকলের মাঝে পঞ্চু। সেও কি এই অভিযানের ব্যাপারে আর সকলের মতো ভাবছে? কে জানে?

বাবলু একবার সকলের মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে লাগল। এখন এই মুহূর্তে বিন্ধ্যাচলই ওদের প্রথম বাধা নয়। কোনওরকমে বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলা করলেও দুর্দান্ত সিক্কা ওদের আর এক সমস্যা। তার চেয়েও জটিল হলেন রাজঘেরিয়াসাহেব। কেন না এখানকার প্রশাসন তাঁর হাতেই। শুধু তাই নয়, বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক যদি জোটের মধ্যেই থাকে তা হলে বিন্ধ্যাচলের গায়ে হাত পড়া মানেই কেলেঙ্কারির একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া।

বিলু বলল, "এমন চুপচাপ হয়ে গেলি কেন বাবলু, কিছু একটা বল?"

বাবলু হঠাৎই জেগে উঠল যেন। বলল, "একটাই ফাঁদ পাতা যেতে পারে ওদের জন্য।"

"কীরকম শুনি?"

বাবলু কী যেন বলল ফিসফিস করে। শুনেই লাফিয়ে উঠল বিলু। বলল, "বিনা যুদ্ধে কাজ হাসিল করবার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। তবে কিনা একটু ঝুঁকির ব্যাপার আছে।"

"তা তো থাকবেই। ওই গুহার ভেতরে ঢুকতে গেলে ওই হবে মোক্ষম দাওয়াই।"

"কিন্তু সেটা তো সময়সাপেক্ষ।"

"এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না। শুধু রাজঘেরিয়াসাহেবই এখন আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিক্কার সঙ্গে ওঁর একটু বেশ ঢিসুম ঢুসুম হয় তবেই আমরা বাঁচি।"

"তবে মঞ্জু আর রেনো যদি ঠিকমতো কাজ করতে পারে অর্থাৎ সিক্কার সঙ্গে যেসব গোপন কথাবার্তা হবে সেগুলো কোনওরকমে রেকর্ড করে নিতে পারে তা হলে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ফেঁসে যাবেন উনি। কেন না এসবই মহাবীর নাথের চাল। উনি বুঝে-শুনেই পাঠিয়েছেন ওদের দু'জনকে। অতএব এখানে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেলেও নাথজির সাহায্য আমরা পাবই।"

বিলু বলল, "আমি কি তা হলে ভোম্বলকে নিয়ে চলে যাব?"

"হ্যাঁ। এখনই যা। ভগীরথের কাছ থেকে মোটরবাইকটা নিয়ে যত জোরে পারবি যাবি। সন্ধের আগেই ফিরে আসা চাই কিন্তু। এক দোকান থেকে বেশি নিবি না। বিভিন্ন দোকান থেকে নিবি। না হলে সন্দেহ করবে। দিতে চাইবে না।"

বিলু, ভোম্বল একটুও দেরি না করে তখনই রওনা হয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে বিচ্ছু বলল, "ওদের কোথায় পাঠালে বাবলুদা?"

"কহলগাঁও।"

চমকে উঠল সকলে। চমকে ওঠারই তো কথা। কী এমন দরকার হল যে, লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই আবার অতদূরে যেতে হল ওদের।

বাবলু বলল, "খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস, না?"

বাচ্চু বলল, "সে তো হবই। সেই কহলগাঁও, তাও মাত্র ওরা দু'জন।"

রাজু আর রিয়াং পাশাপাশি বসে ওদের নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করছিল। বাবলু রাজুকে বলল, "তা রাজুভাই, তুমি হঠাৎ এখানে এসে পড়লে কীভাবে?"

রাজু বলল, "আমার এখানে আসাটা সত্যিই অপরিকল্পিত। আমি ওষুধের জোরে একটু সুস্থ হতেই চলে এলাম সাহেবগঞ্জে। ওখানে এসে শুনি তোমরা কহলগাঁওতে এসেছ। কিন্তু কহলগাঁওতেও এসে শুনলাম তোমরা নাকি বটেশ্বর হয়ে বিক্রমশীলার দিকে চলে গেছ। তাই একটুও দেরি না করে চলে এলাম এখানে।"

"বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। এখন শোনো, আমাদের এবারের এই অভিযানে শুধু বুদ্ধির খেলা নয়, বাহুবলও লাগবে। তিনটি ঘোড়েল শয়তান ভাগ্যচক্রে এক হয়েছে এখানে। তিনজনকেই যদি আমরা কোনওরকমে ফাঁদে ফেলে কবজা করতে পারি তা হলে কিন্তু এক চালেই বাজিমাত হয়ে যাবে।"

রাজু বলল, "বিলু, ভোম্বলের ফিরতে অনেক দেরি হবে। কম-সে-কম দু'তিন ঘণ্টা সময় তো লাগবেই?"

"তা তো লাগবে।"

"এই সময়টা আমরা কী করব? ঘরে বসে থাকব?"

বাবলু বলল, "মোটেই না। আগে একটু চা-পর্ব সেরে নেব। তারপর গান্ধারীর ব্যাপারে মাথা ঘামাব একটু।"

অনু বলল, "তা হলে তাড়াতাড়ি করো।"

বাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি কি কাজ হয়? ও যদি বিপদে পড়ে থাকে তা হলে বিন্ধ্যাচলের লোকেদের দ্বারাই বিপদ হবে ওর। যতক্ষণ না আমরা ওই গুহার দখল নিতে পারছি, ততক্ষণ ওকে পাওয়ার কোনও আশাই নেই। তবে আমার মনে হয়, কোনও বিপদই হয়নি ওর। কেন না আমি ওকে যতটুকু চিনেছি তাতে বুঝেছি ও একটা সাংঘাতিক মেয়ে।"

অনু বলল, "তা ঠিক। তবে সেটা আগে ছিল না। তোমার পাল্লায় পড়েই হয়েছে।"

অনুর কথায় হেসে উঠল সকলে।

রাজু বলল, "বাবলুভাই, এবার তা হলে চা-পর্বটা সেরে আসা যাক।"

ওরা আর দেরি না করে সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

আর ঠিক তখনই পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনে ঘরের বাইরে এসে দেখল কেটলি-ভর্তি চা ও মাটির ভাঁড় নিয়ে একটি ছেলে হাসি হাসি মুখ করে ওদের ঘরের দিকে আসছে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার!"

"গরম চা। তুমহারে লিয়ে।"

"আমাদের জন্য! কে পাঠাল?"

"পারো দিদিমণি।"

এরা সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ছেলেটি বলল, "পারো দিদিমণি যো চায় বানাবে ওইরকম চায় এই পাহাড়গাঁওতে আর কেউ বানাতে পারবে না।"

"কিন্তু আমরা তো চায়ের অর্ডার দিইনি।"

"তুমি লোগ্‌কে লিয়েই ভেজা। রাত কো খানা ভি মিলেগা।" বলে প্রত্যেকের হাতে ভাঁড় দিয়ে চা ঢালতে লাগল কেটলি থেকে। বেশ গরম চা। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে বিস্কুটও মিলল। এমনকী পঞ্চুও ভাগীদার হল ওদের।

সকলে চায়ে চুমুক দিয়ে অবাক হয়ে গেল। দুধের পরিমাণ বেশি। তার ওপর মসালা চা। কী চমৎকার!

চা খাওয়া হলে বাবলু বলল, "তোমার পারো দিদিমণিকে বোলো দারুণ চা বানিয়েছে কিন্তু।"

ছেলেটি হেসে বলল, "অ্যায়সা চায় কহি ভি নেহি মিলেগা। আভি পয়সা নিকালো। দো দো রুপাইয়া সবকো।"

বাবলু ওদের ছ'জন আর পঞ্চুকে নিয়ে মোট সাতজনের চা-বিস্কুটের দাম দিল। চা-বিস্কুট মিলিয়ে যদি দু'টাকা হয় চায়ের দাম কি তা হলে এক টাকা? ভাবা যায় না।

ছেলেটি কিন্তু চোদ্দ টাকা নিল না। বলল, "আমরা আদমির জন্য চা বানাই। জানোয়ারের জন্য নয়। জানোয়ারে চা খেলে পয়সা নিই না আমরা। ছে আদমিকা বারো রুপিয়া।"

পঞ্চুকে বারবার জানোয়ার বলায় ও রেগে গিয়ে ওর ভাষায় বলে উঠল, "ভাগ।"

ছেলেটি একছুটে হাওয়া।

বাচ্চু বলল, "ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক।"

বাবলু বলল, "কেন?"

"কোথাকার কে এক পারো, সে আমাদের প্রতি এমন দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে চা পাঠাতে যাবে কেন?"

বিচ্ছু বলল, "দয়াদাক্ষিণ্যের কী আছে? এমনিতে তো খাওয়ায়নি। দাম নিয়ে গেছে।"

রিয়াং বলল, "আসলে আমরা এখানে এসেছি, সারাদিন আছি, সে-খবর এখানকার কারও অজানা নয়। তাই ব্যবসা করে গেল।"

বাবলুকে কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকতে দেখে অনু বলল, "তোমার কী মনে হয় বাবলু?"

"রিয়াং-এর অনুমানই ঠিক। তবুও ব্যাপারটাকে খুব একটা লঘু করে দেখানো ঠিক নয়। এখন আমাদের পারোর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে।"

রাজু বলল, "এখন তা হলে আমরা কী করব?"

"বিলু আর ভোম্বলের আসতে দেরি হবে। এই সময়ের মধ্যে ওই পারো দিদিমণিটি কে তাও যেমন জানতে হবে তেমনই যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে গান্ধারীকে।"

অনু বলল, "পারো আমাদের কারও নয়, কিন্তু গান্ধারী আমাদেরই। উত্তেজনার মাথায় সে যদি একটু সেন্টিমেন্টাল হয়েই থাকে, তাই বলে...।"

ওকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে বাবলু সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, "আর তা হলে দেরি নয়। সন্ধের আগেই ওর ব্যাপারে একটা ধারণা করে নিতে হবে। মেয়েটা সত্যিই বিপদে পড়ল, না আমাদের ওপর অভিমান করে লুকিয়ে আছে কোথাও, সর্বাগ্রে তা জানতে হবে।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে ঘর বন্ধ করে নেমে এল সকলে।

পাহাড় থেকে নেমে আবার সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল ওরা।

বটেশ্বরের জমজমাট জায়গাটা পার হয়ে জঙ্গলের পথ ধরতেই একটি মেয়ে গলায় কে যেন চেঁচাতে লাগল, "আরে এ ভাইজি, বহিনজি! তুম সব কাঁহা যা রহে? ইধার তো আও। পারো কা চায় ক্যায়সা লাগা বতাকে তো যাও। এক-এক রুপাইয়া চায়, গর্মা গরম। আউর এক দফে পি কে তো যাও।"

এই তা হলে পারো?

ওরা মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রেখে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল ওর খুব কাছে। ওদেরই বয়সি মেয়ে। তামাটে রঙের ঝাঁকড়া চুলের এক কিশোরী। পাহাড়ের একাংশে একটি পর্ণকুটিরের সামনে চায়ের দোকান খুলে বসেছে। দোকানটা এমন জায়গায় যে, সচরাচর কারও নজরে পড়বার নয়। তাই সকালেও ওদের নজর পড়েনি দোকানটির দিকে।

বাবলু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিই পারো?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, আমিই পারি। ভাত, ডাল, রোটি, আন্ডাকারি, মটন, চিকেন সবই বানাতে পারি। লেকিন অর্ডার মিলনে কা বাদ। রাত কো ক্যা খানা পসন্দ তুমহারা?"

বাবলু বলল, "আমাদের সবকিছুই পছন্দ। এমনকী তোমাকেও। তার আগে বলো তোমারই নাম পারো কিনা?"

"হাঁ হাঁ। এহি নামকা লেড়কি এই পাহাড়ি গাঁওতে আর দুসরা নেহি। আমার নাম পার্বতী। সবাই আদর করে ডাকে পারু—পারো।"

"তোমার চা আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। কাল ভোরেও তুমি আমাদের জন্য চা পাঠিয়ে দিয়ো। আর রাতের খানা যা হয় কোরো তুমি।"

পারো বলল, "দিনের খানা রাতের খানা কেউ অর্ডার দিলে তবেই করি। কেন না আমার এটা তো হোটেল নয়। স্রেফ চায় কি দুকান। তোমরা বাঙালি। আমাদের এখানকার ঝোপড়ির হোটেলের খানা ভাল লাগবে না তোমাদের। লেকিন আমি তোমাদের বাংলা কি মাফিক খানা বানিয়ে দেব।" বলে ওদের সকলকে বসতে বলে বলল, "খানা কখন পাঠাব?"

বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "সে-কথা এখনই তো বলা মুশকিল।"

বাচ্চু বলল, "খানা তোমাকে পাঠাতে হবে না, যা পারো তৈরি করে রেখো। আট-দশ প্লেট। আমরা সময়মতো এসে খেয়ে যাব। আমাদের আসতে অনেক রাতও হতে পারে। তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো তোমাকে আমরা ডেকে তুলব। কেমন?"

"যদি তোমরা না আসো?"

বাবলু একশো টাকার একটি নোট ওর হাতে দিয়ে বলল, "অ্যাডভান্স দিলাম। এটা তুমি রেখে দাও।"

পারো দারুণ খুশি হয়ে টাকাটা রেখে হাঁক দিল, "বুলবুল, আরে এ বুলবুল?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের পেছনদিক থেকে সেই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এল। শুধু বেরিয়ে আসা নয়, তিড়িং-তিড়িং করে লাফানি আর ওদের দেখে সে কী হাসি।

পারো বলল, "চুপচাপ বৈঠা রহো হিঁয়াপর। হমকো মার্কিট মে যানা পড়েগা।"

সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কেটলি বসিয়ে আবার চা তৈরি করে ফেলেছিল পারো। সেই চা সকলকে দিয়ে বলল, "পিয়ো।"

পারোর চায়ে না করল না ওরা। চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে মুখে দিতেই মেজাজ এসে গেল ওদের।

পারো বলল, "এই অবেলায় তোমরা ওই জঙ্গলের দিকে কোথায় যাচ্ছ?"

বাবলু বলল, "এমনি ঘুরে বেড়াতে।"

"মাত যাও। জান কা খতরা হো যায়ে গা। এক দো খুন ভি হো গিয়া আজ। বহুৎ বুরা আদমি কা আনা যানা হোতা হ্যায় উধার। মার ডালেগা।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বলো কী।"

"আজ সবেরে এক লেড়কিকো উঠাকে লে গয়ী ও লোগ।"

পারোর কথায় চমকে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "তারপর?"

"একদম মার ডালা উসকো। মুখ মে অ্যাসিড ডাল কর ফিক দিয়া পানি মে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই দু'হাতে মুখ ঢাকল।

রিয়াং বলল, "এতসব তুমি কী করে জানলে?"

পারো বিজয়িনীর হাসি হেসে বলল, "তুম সব ক্যা সমঝা হমকো? ওইসব চোর ডাকাত লুটেরাদের সঙ্গেও আমার দোস্তি আছে। পারোর চা না খেলে ওরা বন্দুক ধরতে পারে না। এই বুলবুল আর আমি ছাড়া কেউ যেতে পারে না ওদের কাছে। আমার চোখের সামনেই তো মেয়েটাকে মারল ওরা। সত্যি, কী ভালই না দেখতে ছিল মেয়েটাকে। ওকে দেখে আমার খুব হিংসে হচ্ছিল। ভগবান আমাকে কেন ওর মতো দেখতে করলেন না তাই। কী যেন নাম মেয়েটার। গান্ধারী না কী।"

আর বলার দরকার নেই। এতেই যথেষ্ট। চা খাওয়া মাথায় উঠে গেল সকলের। ওরা কোনওরকমে পারোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আর জঙ্গলের গভীরে না গিয়ে সেই উচ্চস্থানে ঝরনার ধারে অতি নির্জনে শোকস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বাবলু বলল, "এবারের অভিযানে আমাদের এতবড় একটা বিপর্যয় হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কত বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করলাম আমরা, অথচ একটি মেয়ের জীবন রক্ষা করতে পারলাম না।".

বিচ্ছু বলল, "তুমি তো কখনও কারও প্রতি এমন নির্দয় হওনি বাবলুদা। অথচ গান্ধারীর বেলায় অমন কঠিন হয়ে উঠলে কেন, তা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না।"

বাচ্চু বলল, "ওকে ফিরিয়ে আনতে বললাম, তুমি রাজি হলে না। কাউকে যেতে তো দিলেই না, এমনকী পঞ্চুকেও আটকালে।"

"আসলে আমি ভেবেছিলাম ও নিজেই একসময় অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু ওর মতো মেয়ে এমন কাঁচা কাজ করবে, এ যেন ভাবাই যায় না।"

অনু বলল, "আসলে আমার মনে হয় বেশিদূর যেতেই পারেনি ও। পথেই দুষ্কৃতীচক্রে পড়ে গেছে। যেহেতু ওদের একজন লোককে মেরেছি আমরা, তাই আমাদেরও একজনকে মেরে ওরা বদলা নিল।"

রিয়াং বলল, "না, না। কোনও বদলাটদলা নেওয়ার ব্যাপার বলে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না। এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।"

অনু বলল, "বদলা নয় কেন?"

"তা হলে গান্ধারীকে মেরে ওর লাশ ওরা গঙ্গায় ফেলে দিত না। আমাদের ঘরের সামনেই শুইয়ে রেখে যেত।"

রাজু বলল, "শোনো ভাই, একটা কথা আমি বেশ ঠান্ডা মাথায় বলি। শত্রুর শেষ আর কিন্তু তোমরা রাখতে যেয়ো না। লালজি নিপাত গেছে, এখন বিন্ধ্যাচলকে শেষ করো। এরা এককথায় ম্যান ইটার। বাঘ সিংহরা খাদ্যের প্রয়োজনে হিংসা করে। সেটা তাদের ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি। তাতে কোনও পাপ নেই। কিন্তু বিন্ধ্যাচল রামেরা অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য, নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য, আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য নরহত্যা করে। অতএব এদের দ্যাখো আর মারো।"

বাবলু বলল, "সত্যি, এ ছাড়া এখন আর আমাদের সামনে কোনও পথই খোলা নেই। ফুলের মতো শুভ্রসুন্দর একটি মেয়েকে অমন নৃশংসভাবে যারা খুন করতে পারে তাদের হিংস্রতার শেষ রাত্রিশেষ হওয়ার আগেই হওয়া উচিত।"

অনু বলল, "ওদের নাগাল পেলে তো?"

"পাবই। আজ রাতে আমাদের অভিযান হবে ওদের ধ্বংসলীলার জন্য। দুর্জন সিঙ্কা, রাজঘেরিয়া, বিন্ধ্যাচল তিনজনেরই ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আনব আজ।"

অনু বলল, "আমার কিন্তু ভয় করছে। অযথা খুনখারাপির মধ্যে গিয়ে...।"

রাজু বলল, "এ ছাড়া উপায় নেই। থানা-পুলিশ দিয়ে ওদের টিট করা যাবে না। তাই সম্পূর্ণ ঝুঁকিটা আমিই নেব। কালান্তক যমের ভূমিকাটা পালন করব আমিই।"

বিচ্ছু বলল, 'না, না। খুনখারাপির পথে একদমই নয়। তার কারণ রাজঘেরিয়া এখানকার প্রশাসনের একজন মাথাওয়ালা লোক। ওঁর গায়ে হাত পড়লে জল কোনদিকে গড়াবে বুঝতে পারছ? অতএব যা করবে বুঝেশুনে।"

রিয়াং বলল, "বিচ্ছু ঠিকই বলেছে। খুনের পরিকল্পনাটা তোমরা মাথা থেকে সরাও।"

রাজু বলল, "খুন যে করবই এমন তো নয়। ঘটনাচক্রে যা হওয়ার তা হবে। আর খুনখারাপি যদি কিছু হয়ও তা হলে রাজঘেরিয়ার ব্যাপারেও প্রশাসনের চোখ কিন্তু খুলে যাবে। সর্ষের মধ্যে ভূত যখন দেখতে পাবে ওরা তখন নিজেরাই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে সবকিছু।"

বাবলু বলল, "পরিস্থিতিই সবকিছুর ফয়সালা করবে। একেবারে প্রাণে না মেরেও যে ওদের সর্বনাশ কীভাবে ঘনাতে হয় তা আমি জানি। বিলু আর ভোম্বলকে একবার শুধু ফিরে আসতে দাও।"

কথা শেষ করে বাবলু বারবার ঝরনার জলে চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। গান্ধারীর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকেই বাবলু যেন একটু বেশিরকম.উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওর মধ্যে দারুণ এক অস্থিরতা লক্ষ করল সকলেই।

বাবলু বেশ গম্ভীর এবং থমথমে মুখে সবাইকে ইশারায় আসতে বলল ওর সঙ্গে।

কেউ কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে ওকেই অনুসরণ করল। পঞ্চুও একবার করে বাবলুর দিকে তাকায় আর ছুটে ছুটে এগোয়।

একসময় ওরা আবার সেই জায়গায় এল। সেখান থেকে গুহাটা খুব ভালভাবেই দেখা যায়। আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে জায়গাটা যেন প্রেতপুরীর মতো আতঙ্কময়। সশস্ত্র বন্দুকধারীরা যেভাবে জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে তাতে ওদের নজর এড়িয়ে ওই গুহায় প্রবেশ করা সত্যই অসম্ভব। আর সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে অনেক অনেক রক্ত ওখানে ঝরবেই। শুধুমাত্র একটি পিস্তল ও পঞ্চুকে নিয়ে সে কাজ কি কখনও সম্ভব?

বিচ্ছু বাবলুর খুব কাছে এসে বলল, "ওদিকে তাকিয়ে কী দেখছ বাবলুদা?"

"দেখছি এই পথ ধরে কোনওরকমে ওখানে পৌঁছনো যায় কি না।"

"যাওয়া যাবে। তবে কিনা অন্য উপায়ে। ওই জায়গাটা বেশ কিছুটা নীচের দিকে। তাই এই পথে ওই পর্যন্ত যাওয়ার পর কোনও গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে এক-একজন করে নামতে হবে ওখানে। আমার মনে হয় সেটাই হবে ভাল উপায়।"

বাবলু বলল, "আর একটু পরে সেইভাবেই তৈরি হয়ে আসব আমরা। বিলু, ভোম্বল এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে গেছে। ওরা কতটা সফল হল সেটা জানি আগে, তারপর...।"

ওরা আর সময় নষ্ট না করে ঘরে ফিরে এল। এসে দেখল বিলু, ভোম্বল অধীর আগ্রহে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বাবলু বলল, "কাজের কাজ কিছু হল?"

বিলু ঘাড় নেড়ে জানাল, হয়েছে।

সকলে ঘরে এসে বাতি জ্বেলে গোল হয়ে বসলে পঞ্চু বাইরে পাহারা দিতে লাগল।

বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। কারও মুখে কোনও কথা নেই। বাবলুর যে কী পরিকল্পনা, বিলু ভোম্বল যে কহলগাঁওতে কেন গিয়েছিল তা কেউ টেরও পেল না।

বাবলু বলল, "নাথজির সঙ্গে দেখা করেছিলি?"

"করেছিলাম। বলেওছি সব। উনি বললেন ওঁর কিছু লোক আজ রাতের মধ্যেই আস্তিচকের বাড়িতে চড়াও হয়ে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে আসবে। আর এখানে আসবে ওরই মোকাবিলায়। মোটকথা এই এলাকা থেকে বিন্ধ্যাচল কোনওমতেই পালাতে পারবে না আজ।"

"সেটা তো আমরাও চাই। কিন্তু তার আগে আমরাই মোকাবিলা করতে চাই বিন্ধ্যাচলের। ওইসঙ্গে বাজঘেরিয়া ও সিক্কাকেও এমন শিক্ষা দেব যে, নাম ভুলিয়ে দেব ওদের।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের কাজ কখন শুরু হবে?"

"এখনই। বিস্তারিত আলোচনার পর। এদিকে একটা খারাপ খবরও আছে।"

"কীরকম!"

"গান্ধারী দুষ্কৃতীদের হাতে পড়ে শেষ হয়ে গেছে।"

বিলু বলল, "তার মানে?"

"ওরা ওর মুখে অ্যাসিড ঢেলে নৃশংসভাবে খুন করেছে ওকে।"

ভোম্বল দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "এর জন্য দায়ী কিন্তু তুই। মেয়েটা আমাদের ওপর অভিমান করে চলে গেল, অথচ তুই একটুও বাধা দিলি না। পঞ্চুটা যাচ্ছিল, তাকেও যেতে দিলি না। অমন সুন্দর একটি মেয়ে...।"

বাবলু বিষণ্ণভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ওর বাইরের রূপ তো দেখিনি রে! দেখেছিলাম ওর ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা তেজস্বী রূপকেই। আমার ধারণা ছিল, এই ধরনের মেয়েরা এক-একটি স্ফুলিঙ্গ। এরা দাবানল জ্বালাতে পারে। কিন্তু গান্ধারীর ব্যাপারে এমন ভুল যে করব তা আমি ভাবতেও পারিনি। এতদিন ধরে এত অভিযান করে এই বয়সের এত মেয়ের সঙ্গে মিশে শেষ পর্যন্ত ওকে চিনতে এমন ভুল করলাম?"

বিলু বলল, "কী আর করা যাবে। এই বোধ হয় ওর নিয়তি ছিল।"

ভোম্বল বলল, "কেউ যদি নিজে হাতে বিষপান করে তাকেও নিয়তি বলে চালাবার চেষ্টা করে, তা হলে অবশ্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু আমি এখনও বলব, ওকে আমরা জেনেশুনেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি।"

বাবলু ম্লান মুখে বলল, "আমার দোষ আমি স্বীকার করছি।" বলে বাতির অগ্নিশিখার ওপরে হাত রেখে বলল, "এই আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, বিন্ধ্যাচলকে শেষ না করে আমি এখান থেকে যাব না।"

বাবলুর দেখাদেখি সকলেই এই ঘরের মধ্যে একই শপথ নিল। বলল, "আমরাও।"

বাবলু সকলকে শুনিয়ে এবার বলল, "তোমরা আশা করি আজকের নৈশ অভিযানের জন্য সকলেই প্রস্তুত? এখন শোনো, আমাদের শত্রুপক্ষকে কীভাবে জব্দ করতে হবে। বিলু আর ভোম্বলকে আমি কহলগাঁওয়ে পাঠিয়েছিলাম কিছু ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসতে। ওরা প্রয়োজনের অতিরিক্তই তা সংগ্রহ করেছে। সেইসঙ্গে নিয়ে এসেছে কয়েক শিশি ভর্তি চাকভাঙা মধু। এই শিশি ভর্তি মধু নিয়ে আমাদের যেতে হবে ওই লায়ন্স কেভ-এর শত্রুপুরীতে। মউলি সেজে মধু বিক্রেতার ছলে। এই কাজের দায়িত্ব দেব আমি রাজু আর রিয়াং-এর ওপর।"

বাচ্চু বলল, "ওই মধুর মধ্যে কি ঘুমের ওষুধ দেওয়া থাকবে?"

"হ্যাঁ। ওই মধু পান করলে এমন ঘুম আসবে যে, এক ঘুমেই রাত কাবার। অথচ শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না। ওরা যখন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকবে ঠিক তখনই আমরা গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ব। বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হবে তারপর।"

বিচ্ছু বলল, "অযথা মারদাঙ্গার চেয়ে এটা কিন্তু সবচেয়ে ভাল উপায়। এখন কথা হল, ওই মধু ওদের পান করানো যাবে কীভাবে? ওখানে ওদের ধারেকাছে কেউ গেলেই তো ছুটে আসবে ওরা।"

"এর দুটো উপায় আমি ভেবে রেখেছি। এক, পারোকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে কাজে লাগাতে হবে, অথবা পঞ্চুকে।"

"পঞ্চুকে কীভাবে কাজে লাগাবে?"

"ওরা নেপালি ছেলেমেয়ে। কাঁধে ঝোলা নিয়ে পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ওরা ছুটবে। ফলে হবে কী, ওরা ওদের সন্দেহ করবে না। তারপর যখন ওরা ওদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন মধুবিক্রেতা বলে ওরা পরিচয় দেবে ওদের। এবং মধু টেস্ট করার জন্য একটা করে স্যাম্পেল শিশিও ফ্রি দেবে ওদের। মাথামোটাগুলো এমনিতে মধু পেলে খাবেই খাবে। তারপরেই জমে উঠবে খেলা।"

এমন সময় হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সকলে।

বাবলু সবাইকে বসতে বলে পিস্তলটা ঠিক জায়গামতো আছে কিনা দেখে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এসেই দেখল গালপোড়া মঞ্জু আর রেনো অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

বাবলু বলল, "বলুন কী ব্যাপার।"
"তোমাদের কেউ নাথজির ওখানে গিয়েছিল?"
"হ্যাঁ। আমার দু' বন্ধুকে পাঠিয়েছিলাম। উনি যা বলবার বলে দিয়েছেন।"
"একটু আগে আমাদেরও খবর দিয়েছেন উনি। তোমরা সিক্কাসাহেবের ওখানে কখন আসছ?"
"সবাই তো নয়, আমি একাই যাব একটু পরেই।"
"খুব সাবধান। ওই লোকটি কিন্তু অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। ইতিমধ্যে কিছু বিস্ফোরক উনি কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওই গুহার মধ্যে।"
চমকে উঠল বাবলু, "এ কী করে সম্ভব!"
"এই সব লোকের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। তখন তোমরা চলে আসবার পর রাজঘেরিয়াসাহেব এসেছিলেন। বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উনি কিনে নিয়ে গেলেন। তারই মধ্য দিয়ে কিছু বিস্ফোরক ওঁর অজান্তেই কায়দা করে পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি। এবার তোমার সঙ্গ নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওই গুহায় গিয়ে কী যে করবেন উনি তা কে জানে? তবে কিনা বিপদ বুঝলেই রিমোটে চাপ দেবেন। তাই বলি তোমরা ওঁকে গুহাটা দেখিয়ে দিয়েই পালিয়ে আসবে। ধারেকাছে থাকবে না। ইতিমধ্যে আমাদের লোকজনকে আমরা পথ চিনিয়ে নিয়ে আসব।"
বাবলু বলল, "সিক্কার ওই রিমোটটাকে আপনারা কি কোনওভাবেই অকেজো করে দিতে পারেন না?"
"অসম্ভব ব্যাপার। ওঁকে আমরা মেরেই শেষ করে দিতাম। কিন্তু নাথজির আদেশে তা পারছি না। কেন না যেভাবেই হোক লোকটাকে বাঁচিয়ে রেখে কাজ করতে হবে। ওঁর কথাবার্তা তো টেপ করা হয়েই গেছে। শুধুমাত্র রাজঘেরিয়ার জন্য অ্যারেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন ওদের তিনজনকেই যাতে হাতেনাতে ধরা যায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সিক্কা গ্রেফতার হলেই সারা ভারতে ওদের দলের যেখানে যত বড় বড় চাঁই আছে সব ধরা পড়বে।"
বাবলু বলল, "আপনারা যান। সিক্কাকে উচিত শিক্ষাটা আমিই দিয়ে আসছি।"
ওদের বিদায় দিয়ে বাবলু আবার ঘরে এল।
বিলু বলল, "ব্যাপার কী বাবলু? ওরা আবার কী করতে এসেছিল?"
বাবলু বলল, "ব্যাপার বেশ চরমে। শয়তান সিক্কাটা কিছু বিস্ফোরক কায়দা কবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওই গুহার মধ্যে। এখন কোনওরকম বেকায়দায় পড়ে যদি উনি সত্যি সত্যিই উড়িয়ে দেন গুহাটাকে তা হলে পুরাতত্ত্বের কিছুই আর উদ্ধার হবে না। উদ্ধার হবে না ডাকাতির মালপত্রগুলোও। বিন্ধ্যাচল আর রাজঘেরিয়ারও জীবনান্ত হবে। এদিকে মধু নিয়ে ওই গুহায় গেলে রাজু আর রিয়াংও বিপন্ন হবে ওই বিস্ফোরণে।"
ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে কী করবি বল?"
"আপ্রাণ চেষ্টা কবব সিক্কার কবল থেকে ওই রিমোটটাকে কন্ট্রোল করবার।"
"এ তো অসম্ভব ব্যাপার।"
"ওই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে এবং এ কাজটা আমিই করতে পারব।" বলে বিলুকে বলল, "আমাকে একটু ঘুমের ওষুধ দে। তোরাও মধুগুলোতে ওই ওষুধ দিয়ে দে প্রয়োজনমতো। আর একটুও দেরি নয়।"
নিমেষের মধ্যে কাজ হাসিল হয়ে গেল।
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর অনু, বাবলুর নির্দেশে টর্চ দড়ি ইত্যাদি নিয়ে ঝরনাধারার পথে এগিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বাবলু বলল, "যা করবি খুব সাবধানে করবি কিন্তু। আমার জন্য চিন্তা করিস না।"
বিলু বলল, "চিন্তাটা আমরা তোর জন্যই বেশি করব। কেন না তুই একা। আমরা থাকব অন্ধকারে পাহাড়ের উচ্চস্থানে। নীচে গুহামুখে মশালের আলো জ্বললে ওরা হাজার চেষ্টা করেও আমাদের দেখতে পাবে না। তার ওপর কহলগাঁও থেকে আসবার সময় কয়েকটা শব্দবাজি যা জোগাড় করে এনেছি তাতেই পিলে চমকে দেব ওদের।"
বাবলু তো আনন্দের উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠল, "বলিস কী রে!"
"এতক্ষণ বলবার সময় পাইনি। রাজু আর রিয়াং ওখানে গিয়ে কোনও বিপদে পড়লে আমরাও সকলে ইট পাথর ছুড়ে বাজি ফাটিয়ে দফা খেয়ে দেব ওদের।"
বাবলু বলল, "গো অ্যাহেড।" বলে রাজু, রিয়াং আর পঞ্চুকে নিয়ে নীচে নামল।
চারদিক তখন অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

॥ ১৯ ॥

বাবলুর ইচ্ছে ছিল এই কাজটা ও পারোকে দিয়েই হাসিল করাবে। অর্থাৎ পারোর উপাদেয় চায়ের মতো নেপালের দুষ্প্রাপ্য পদ্মমধু ডাকাতদলের লোকেদের বিতরণ করে যাতে কিছু মধু বিক্রি হয় সেই ব্যবস্থা করবে। অথবা কেন এবং কী কারণে ওরা ওখানে যেতে চায় তা ওকে বুঝিয়ে বলে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ওকেও টেনে নেবে ওদেরই দলে। কিন্তু না। তা আর হল না। কেন না পারোর সেই ঝোপড়ির দোকানে এসে দেখল সেটি ঝাঁপবন্ধ। এমনকী ওর সেই ছেলেটাও সেখানে নেই।

বিস্মিত বাবলু বলল, "ব্যাপার কী! গেল কোথায় ওরা?"

রাজু বলল, "কারও সাহায্যের দরকার নেই বাবলুভাই। এই কাজটা আমরাই পারব। এই তুচ্ছ কাজে রিয়াং আর আমি দু'জনেই যথেষ্ট তার ওপর পঞ্চু আছে সঙ্গে। তুমি ওদিকটা সামলাও, আমরা এদিক দেখছি।"

বাবলু পিঠ চাপড়ে পঞ্চুকে নির্দেশ দিল যা ওকে করতে হবে। বাবলুর নির্দেশমতো জঙ্গলের পথ ধরে ছুটতে লাগল রাজু ও রিয়াং, আর পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে তাড়া করল ওদের।

ওরা সম্পূর্ণভাবে চোখের আড়ালে চলে গেলে বাবলু ধীরে ধীরে সেই বাড়ির দিকে এগোল, যেখানে অধীর আগ্রহে সিক্কা অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্য।

বাবলু যেতেই সিক্কা বললেন, "মঞ্জু আর রেনো গিয়েছিল তোমার ওখানে?"

"হ্যাঁ, কথা হয়েছে। কিন্তু ওরা কই?"

"ওই আপদদুটোকে আমি অন্য ধান্দায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি একা কেন?"

"আমার বন্ধুকে আর সঙ্গে নিলাম না। ওইসব কাজে বেশি সঙ্গীসাথি নেওয়া ঠিক নয়।"

"ভেরি গুড। ভেরি গুড।"

বাবলু বলল, "তা সিক্কাসাহেব, আমরা কিন্তু এখনই যাব না। তার কারণ সবে তো সন্ধেরাত। আর একটু রাত হলে ওরা যখন নেশার ঘোরে থাকবে ঠিক তখনই যাব আমরা।"

"গুড আইডিয়া। এদিকে আমি রিমোটের কাজ পাকা করে রেখেছি। আমার কাজ হাসিল হয়ে গেলেই বোতাম আমি টিপে দেব। একসঙ্গে দশ-বিশটা জিনিস ফেটে পড়বে রিমোটের চাপ পেলে। একেবারে ফরেন জিনিস। একদিকে রাজঘেরিয়া সাহেব, অন্যদিকে বিন্ধ্যাচল রাম দু'জনেই রাম রাম করবে।"

বাবলু বলল, "গুহাটাই যদি উড়ে যায় তা হলে রামনাম করবার সময় পাবে কি ওরা?"

সিক্কা হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ হাঃ।

বাবলু বলল, "গুহাই যদি উড়িয়ে দেন তো আসল জিনিসপত্র আপনি পাবেন কী করে?"

সিক্কা বললেন, "ঘাবড়াও মাত। আমার টার্গেট ভুল হবে না। কিছু ভাগ তুমিও পাবে। আগে আমাকে জায়গাটা চিনিয়ে দাও। তারপর তুমি দূরে থাকবে। পরের ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব। যদি ওরা আমাকে ওই গুহায় ঢুকতে না দেয় তখনই নিজমূর্তি ধরব আমি। তার আগে নয়।"

বাবলু বলল, "সে আপনি যাই করুন না কেন, আমার শত্রুর নিপাত হোক এটাই আমি চাই।"

"আমি তোমাকে কথা দিলাম। তোমার আশা পূর্ণ হবে।"

বাবলু এবার এ কথা সে কথার পর একসঙ্গে বলল, "ওঃ হো। একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি। আপনার জন্য একটু চাকভাঙা মধু এনেছি। আমার এক নেপালি বন্ধু দিয়েছে আমাকে। একটু টেস্ট করে দেখুন। আশা করি ভালই লাগবে।" বলে সঙ্গে নিয়ে আসা একটি মধুর শিশি বের কবে সিক্কাকে দিল।

সিক্কা মধু পেয়ে দারুণ উল্লসিত হলেন। বললেন, "মধু! হনি! আমি অত্যন্ত ফেভার করি।" বলে বাবলুর হাত থেকে মধুর শিশিটা নিয়ে বললেন, "তবে কিনা তুমি যেরকম জুয়েল বয় তাতে তোমার হাত থেকে এই জিনিস নিয়ে খেতে আমার ভয় করছে। নিশ্চয়ই তুমি এর মধ্যে কোনও পয়জন ভরে নিয়ে এসেছ। তাই বলি আগে তুমি এর অর্ধেকটা খাও, তারপরে আমি খাব।"

বাবলু বলল, "শুনুন সিক্কাসাহেব, আপনি যদি ওই ভয় করেন তা হলে আপনি খাবেন না। আমার জিনিস আমারই থাক। আপনি আপনার বিশ্বস্ত লোকদের সঙ্গেই গুহায় যান। আমি বিদায় নিচ্ছি।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ছাদের ওপর একটা ভারী কিছু পড়ার শব্দ শোনা গেল।

সিক্কা সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে ছাদের দিকে ছুটলেন। আর সেই সুযোগে বাবলু জলের জাগে, কলসিতে বেশ কিছুটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

একটু পরেই সিক্কা বিরক্ত হয়ে নেমে এলেন।

বাবলু বলল, "কী হল?"
"কুছ নেহি। কিসি নে পাত্থর ফিকা।"
বাবলু তখন সিঙ্কার সামনেই মধুর শিশির ছিপি খুলে একটু ওর মুখে দিয়ে বলল, "এই দেখুন, এতে কীরকম পয়জন আছে। আমি এক্ষুনি মরে যাব।"
সিঙ্কার চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, "ডোন্ট মাইন্ড। আসলে আমি ক্রিমিন্যাল দেখতে দেখতে সবাইকে তাই ভাবছিলাম।"
বাবলু বলল, "তবুও কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হয় সিঙ্কাজি। তা ছাড়া আমিও খুব একটা ভাল ছেলে নই। একজনের মৃত্যুকামনা নিয়েই তো আপনার সঙ্গে দোস্তি করতে এসেছি।"
সিঙ্কা বাবলুকে জড়িয়ে ধরলেন, "হাঁ হাঁ। দোস্তি দোস্তি।" তারপর ওর হাত থেকে মধুর শিশিটা নিয়ে সবটুকুই ঢেলে দিলেন গলায়। এর পর জাগের জল কিছুটা খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন।
বাবলু বলল, "আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন, আমি অপেক্ষা করছি। রাত ঠিক ন'টা বাজলেই রওনা দেব আমরা।"
সিঙ্কাসাহেব সময় কাটাবার জন্য একটি ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রাখলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? কিছু সময়ের মধ্যেই ঢুলতে ঢুলতে ঘুমে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।
ওষুধের প্রভাবে একসময় যখন একেবারে অবশ হয়ে পড়লেন, বাবলু তখনই ওঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নিল রিমোটটা। সেইসঙ্গে রিভলভারটাও পকেটস্থ করল। এর পর অন্য ঘরে গিয়ে দুটো তালা জোগাড় করে একটি তালা ভেতরদিক থেকে লাগিয়ে অন্যটি বাড়ির বাইরে গিয়ে লাগাল।
আর ঠিক তখনই সেই অন্ধকারে কে বা কারা যেন লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর।
বাবলু বাধা দেওয়ার একটুও সময় পেল না। ওরা ওর চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ওর পেটের কাছে ছুরি ধরে বলল, "একদম চেঁচাবে না। চেঁচালেই...।"
বাবলুর মনে হল সে কোনও প্রমীলা বাহিনীর হাতে পড়েছে। কেন না ওদের স্পর্শ এবং কণ্ঠস্বরেই তা মালুম।
বাবলু বলল, "তোমরা কারা?"
কঠিন গলায় উত্তর এল এবার, "মারের চোটে যখন ভুবন অন্ধকার করে দেব তখন বুঝবে আমরা কারা। এখন যেখানে আমরা নিয়ে যাব সেখানেই চলো।"
অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর।
বাবলু বলল, "আমি যখন তোমাদের হাতে বন্দি তখন তোমাদের মর্জিমতোই চলতে হবে আমাকে। তার আগে বলো তুমি কি পারো?"
"আমি কী পারি, কী না পারি সেটা পরে বুঝবে। এখন কোনও কথা নয়। জলদি চলো।"
ওরা চলা শুরু করল।
যেতে যেতেই বাবলু বলল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"
"বধ্যভূমিতে।"
"আমার অপরাধ?"
"সেটা পরে জানতে পারবে। এখন যেভাবে যেতে বলছি সেইভাবে চলো।"
অগত্যা কোনও কথা না বলেই নীরবে পথ চলতে হল ওই বাহিনীর সঙ্গে।
বেশ খানিকটা যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে থামল ওরা। বাবলুর চোখ বাঁধা। তাই ও বুঝতেই পারল না জায়গাটা কোথায়।
পারোর কণ্ঠস্বর আবারও শোনা গেল, "বুলবুল, তুই দেবীজিকে খবর দে আমরা এসে গেছি।"
বুলবুল বলল, "আমি এখনই আপনার হুকুম তামিল করছি পারো দিদিমণি।"
এদের দলে আরও অনেক মেয়ে ছিল। তাদেরই একজন বলল, "এখন আমাদের কী কাজকাম আছে পারো বহিন?"
"তোমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। আজই আমরা আমাদের দুর্গের দখল নেব। আজ রাতে অনেক রক্ত ঝরবে এখানে। তারপর থেকে আর কোনও রক্তপাতের ব্যাপারই ঘটবে না। এখানে একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলব আমরা। আমাদের দেবীদর্শন হয়েছে। দেবীর কৃপা লাভ করেছি আমরা। বাহুবলে আমরা আমাদের অধিকার কেড়ে নেব। আমাদের মতো অনাথ ও নির্বান্ধবদের মুক্তাঞ্চল হবে এই বনভূমি। এত দিন আমাদের

চোখ ছিল কিন্তু চোখের দৃষ্টি ছিল না। আজ আমাদের চোখ খুলে গেছে। এখন আমরা স্বাধীন। এবং সামনে আমাদের সুদিন।"

পারোর কথা শেষ হতেই বাবলু কী যেন বলতে যাচ্ছিল। পারো অমনই ওর মুখ চেপে ধরল, "চু-উ-প।"

একটু পরেই বুলবুল এল। বলল, "থোড়া ইন্তেজার করো। দেবী আ যায়েগি।"

পারো তখন বাবলুর হাত ধরে টানতে টানতে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। তারপর ওর চোখের ঢাকা সরিয়ে বলল, "এইবার দ্যাখো আমরা কারা।"

বাবলু দেখল পাহাড়ের কোলে একটি ভগ্নপ্রাসাদের একটি ঘরে ও পৌঁছে গেছে। ঘরের মধ্যে মশালের আলো জ্বলছে। আর সেই আলোয় ও দেখল বেশ কয়েকজন কিশোরী ও বালিকা একেবারে বন্য সাজে সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। প্রত্যেকেব হাতে তির কাঁড়। ওরা সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাবলুর দিকে। শুধু ওরা নয়, পারোরও এখন রণরঙ্গিণী মূর্তি।

পারো বলল, "আমার দলে এরা প্রায় পঞ্চাশজন।"

বাবলু বলল, "পঞ্চাশজনই হও আর একশোজনই হও, তোমাদের এই বাহিনীর মধ্যে তোমরা আমাকে টেনে আনলে কেন?"

"দেবীর ইচ্ছায়।"

"কে তোমাদের দেবী?"

"সেই তিনি। যিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন, বাঁচার জন্য লড়াই করতে শিখিয়েছেন, অরণ্যের অধিকার নিতে সাহস জুগিয়েছেন। এই বনে এখন থেকে হবে শুধুমাত্র আমাদের রাজত্ব। এখানে গবাদি পশু চরবে। হরিণেরা নির্ভয়ে ছুটোছুটি করবে। কাল সকালের মধ্যে পাঁচ-ছ'টি হরিণশিশুকে এদিক ওদিক থেকে নিয়ে আসব আমরা। বানর হনুমানরা হবে আমাদের প্রহরী। আর এই তির-কাঁড় হবে আমাদেব আত্মরক্ষার হাতিয়ার। তবে কিনা আজ রাতের মধ্যেই যা হওয়ার তা হবে। কাল থেকে আমরা শত্রুমুক্ত হব। আমাদের দলে সবাই যে মেয়ে তা নয়, ছেলেও আছে কয়েকজন। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমরা বড়ই অসহায়। আমাদের অনেকেরই বাবা-মা নেই। অনেকের থেকেও নেই। আমি চা দোকান করি। অনেকে কিছুই কবে না। কেউ ভিক্ষে করে, কেউ এর-ওর বাড়িতে কাজ করে, কেউ গোরু ছাগল চরায়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই মাথা গোঁজবার মতো একটু ঠাঁইও নেই। পাঁচ বছর বয়সে আমার মা-বাবা মারা গেলে এক বিহারি দম্পতি আমাকে বর্ধমানের গ্রাম থেকে এখানে নিয়ে আসেন। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁরাও মারা যান। আমি এর-ওর বাড়ি কাজ করে ভিক্ষে দুঃখ করে কোনওরকমে এখন একটু দাঁড়িয়ে গেছি। যাই হোক, এখন বিদ্রোহের পথ ধরেই আমি শুধু আমার নয় আমাদের সকলেরই সোনালি আলোর দিন ফিরিয়ে আনব। দেবীর কৃপায় এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, জীবনসংগ্রামে যদি জয়ী হতে পারো তবে এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! কিন্তু তোমরা আমাকে এইভাবে এখানে এনে আমার এবং আরও অনেকের কী ক্ষতি যে করলে তা ভাবতেও পারবে না। বরং আমার সঙ্গে হাত মেলালে আমিও আমার দলবল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়ে যেতে পারতাম।"

"পারতে না বন্ধু, পারতে না। ছলে বলে কৌশলে সিঙ্কাসাহেবকে ওই ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে কোন পৌরুষটা দেখালে তুমি? প্রশাসনের হাতে তুলে দেবে ওকে? ওই লোককে আটকে রাখার জন্য কোনও জেলখানা যে আজও তৈরি হয়নি তা নিশ্চয়ই জানা নেই তোমার? দাও চাবিটা দাও ওটাকে শেষ করে দিয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "আমার পিস্তল ও সিঙ্কার রিভলভার দুটোই এখন আমার কাছে। মারলে আমিই মারতে পারতাম। কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে না রাখলে ওকে ঘিরে আরও যারা, তাদের নাগাল কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। তা একটা কথা আমাকে খুলে বলবে? তোমাদের লড়াইটা ঠিক কাদের সঙ্গে? আমরা যাদের শেষ করতে এসেছি তাদের সঙ্গেই কী?"

পারো হেসে বলল, "তোমরা কাউকেই শেষ করতে আসোনি। নিজেরাই শেষ হতে এসেছ। শত্রুর শেষ কী করে করতে হয় আজ তোমাকে দেখাব। তাই দেবীর নির্দেশে তোমাকে এখানে ধরে এনেছি। তুমি শুধু দেখবে আর আমরা উল্লাসে নৃত্য করব।"

বাবলু বলল, "একদম ছেলেমানুষি কোরো না। তোমরা যাদের মারতে যাচ্ছ তাদের মধ্যে প্রশাসনের তাবড়-তাবড় লোকও জড়িত। একজন তো এখনও ওর ভেতরে।"

পারো বলল, "ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তুমি যেরকম আগ্রহী তাতে মনে হচ্ছে ওদের হাতে তুমিও হাত মিলিয়েছ? তা তোমার আর সব সঙ্গীরা কোথায়?"

"তারা আছে। তারাও ওদের মোকাবিলার জন্য ওত পেতে আছে। তবে অন্য উপায়ে। অযথা রক্ত ঝরিয়ে নয়।"

পারো ফোঁস করে উঠল, "আশ্চর্য তোমরা। তোমাদের দলের একটি মেয়েকে কী নৃশংসভাবেই না হত্যা করল ওরা, তারপরেও তোমরা এই কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। তার হত্যার বদলা নেব বলেই আমরা তিনভাগে ভাগ হয়ে ত্রিমুখী আক্রমণ চালাচ্ছি। কিন্তু দোহাই তোমাদের, অযথা গণহত্যার পথে যেয়ো না। যে দুর্গের দখল তোমরা নিতে যাচ্ছ তার দখল কিন্তু কাল সকালে পুলিশে নেবে। আর তোমরা যাবে সদলবলে জেলের ঘানি টানতে। তা যদি হয় তখন আমি কী করব বলো তো? মি. সিক্কা ওই লায়ন্‌স কেভ উড়িয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছেন তার রিমোট এখন আমার কাছে। একটি শুধু বোতাম টিপব, নিমেষে সব উড়ে যাবে। আমি ধ্বংস চাই না। চাই অপরাধী তার উপযুক্ত শাস্তি পাক। হৃতসর্বস্ব মানুষরাও তাদের অনেক কিছুই ফিরে পাক, অবশ্য অবশিষ্ট কিছু যদি এখনও থাকে।"

পারো বলল, "তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকো, আমরা দেবীর ইচ্ছানুযায়ী চলব।" বলে বাবলুকে ডেকে নিয়ে এল জানলার কাছে।

তারপর জলের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপের মতো পাহাড়ে দুধসাদা একটা বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল, "ওটা কী বলো তো?"

"একটা প্রাসাদ।"

"হ্যাঁ। আমাদের দেবী-নিবাস। আজ রাতে দুর্গের দখল নিয়েই ওই প্রাসাদেরও দখল নেব আমরা। ওই রামনিবাসের কাল থেকে নাম হবে দেবী-নিবাস। দেবী ওখান থেকেই আমাদেব নির্দেশ দেবেন।"

এমন সময় বুলবুল এসে জানাল, দেবী আসছেন।

পারো মেয়েদের বলল, "দেবী এলেই দেবীকে হাত তুলে নমস্কার করবি। বলবি, 'জয় দেবীরানির জয়'।"

বিস্মিত বাবলু দরজার দিকে তাকিয়ে রইল দেবীর আগমন প্রতীক্ষায়।

কোন সে দেবী? কেমন দেবী? কী তাঁর ক্ষমতা। কোন জাদুকাঠির পরশে এত মেয়েকে তিনি বশে আনতে পেরেছেন তা কে জানে? কিন্তু এতই যদি তাঁর প্রভাব তা হলে এতদিন তিনি নীরব ছিলেন কেন? কেন তিনি ভয়ংকরী মূর্তিতে এতদিন জেগে ওঠেননি? তা হলে তো এইভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এত কলাকৌশল করে এই অভিযানের প্রয়োজন হত না ওদের। বাবলু তাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

একসময় দেবী এলেন। দেবীদর্শন করেই চোখ কপালে উঠে গেল বাবলুর। সেইসঙ্গে বুকের বোঝাটাও হালকা হয়ে গেল অনেক। বলল, "এ কী। এ আমি কী দেখছি?"

"খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?"

"আমি ভাবতেও পারিনি।"

বাবলুর অবস্থা দেখে অন্য মেয়েরা হেসে উঠল হোহো করে। পারো তো গড়িয়েই পড়ল হেসে।

বাবলু নির্বাক হয়ে গেল। এও কী সম্ভব?

পরিকল্পনা-মতোই রাজু আর রিয়াং চলল গুহার দিকে মধু বিক্রি করতে। দুটো ব্যাগ কিনে মধু নিয়ে অন্ধকার বনপথে পঞ্চুর সাহচর্যে এগিয়ে চলল ওরা।

বিবর্ণ মলিন পোশাক দু'জনেরই। চেহারাও হতশ্রী। নেপালি ছেলেমেয়ে। তাই অবিশ্বাসও হয় না। দারুণ মানিয়েছে দু'জনকে। মনে হচ্ছে সত্যিই মউলি বোধহয়।

ওরা সন্তর্পণে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর হঠাৎই উসকে দিল পঞ্চুকে। দিয়েই ছোটা শুরু করল। পঞ্চুও ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে তাড়া করল ওদের। জমে উঠল নাটক।

রাজু আর রিয়াং প্রাণের দায়ে একেবারে গুহামুখে। আর পঞ্চু বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে পিলে চমকানো চেঁচানি শুরু করল একভাবে-একটানা, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

দু'-একজন প্রহরী পঞ্চুকে লক্ষ করে ইট-পাথর ছুড়ল কিন্তু পঞ্চু জানে কী করে গা আড়াল দিতে হয়। তাই কিছুই হল না ওর। প্রতিটি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ও অন্ধকারের আড়ালে পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়তে লাগল।

রাজু আর রিয়াং কাঁপতে লাগল থরথর করে।

একজন প্রহরী কঠিন গলায় বলল, "ইধার তুম দোনো কিস লিয়ে আয়া?"
রাজু বলল, "আমরা নেপাল দেশের ছেলেমেয়ে। সীতামারীর দিক থেকে আসছি মধু নিয়ে। আমরা নাইট হল্টের জায়গা খুঁজছিলাম, এমন সময় এই কুকুরটা কী ভীষণ তাড়া করল আমাদের।"
আর একজন প্রহরী বলল, "নাইট হল্ট কে লিয়ে ইধার কিঁউ আয়া?"
রিয়াং বলল, "আমরা ওদিকে কোথাও থাকার মতো কোনও জায়গা পাইনি। তাই পাহাড়ি গাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। এইসময় কয়েকটি বাঙালি ছেলেমেয়ে ওই কুকুরটাকে আমাদের দিকে এগিয়ে দেয়।"
"সমঝ গিয়া। কাঁহা হ্যায় ও বাঙালি?"
"ওই ওদিকে। গঙ্গার ধারে আশ্রমের কাছে।"
"ঠিক হ্যায়। যাও, উধারই যাও। ইধার নাইট হল্ট নেহি হোগা।"
রিয়াং বলল, "ওদিকে গেলে ওই কুকুরটা আমাদের আবার তাড়া করবে। আজকের রাতটুকুর মতো আমাদের এখানেই কোথাও থাকতে দিন। কাল ভোরেই চলে যাব আমরা।" বলে কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে বলল, "আমরা দু'-ভাইবোনে অনেক আশা নিয়ে অনেকদূর থেকে এসেছি মধু নিয়ে। আমাদের মধু একটু খেয়ে দেখুন না? ভাল মধু। ছোট শিশির মধুর স্যাম্পেল ফ্রি। আর বড় শিশির মধু পঁচিশ রুপিয়া। একদম খাঁটি মধু।"
স্যাম্পেল ফ্রি শুনেই জিভে জল এসে গেল অনেকের। ওই মধু নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। সংখ্যায় ওরা মোট দশজন ছিল। এক-একজনে দু'-তিন শিশি মধু খেয়েও বড় বোতল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল।
একজন প্রহরী একটি বড় বোতল নিয়ে ঢুকে গেল গুহার ভেতর। পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে আরও একটা বোতল নিয়ে ওদের হাতে একশো টাকার একটা নোট দিয়ে ঢুকে গেল গুহার মধ্যে।
রাজু হেঁকে বলল, "ভাইসাব, শ' রুপিয়া নেহি, পঁচাশ রুপিয়া। বেশি দাম নেব না আমরা।"
অন্যেরা বলল, "আরে রাখো না বাবা।"
ওদেরই ভেতর থেকে একজন রাজু আর রিয়াংকে গুহামুখ থেকে একটু তফাতে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, "ব্যস। ইধারই তুম দোনো নাইট হল্ট করো। খুলা আসমান কি নীচে।"
ওরা তো এমনই চাইছিল। দু'জনে একটি বড় পাথরের খাঁজে পিঠ আটকে দেহদুটো এলিয়ে দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। মনের মধ্যে গভীর প্রশান্তি।
একসময় পঞ্চুও চুপিসারে উঠে এসে সঙ্গ নিল ওদের।
রাজু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বলল, "শাব্বাশ পঞ্চু, যা খেল দেখালি না তুই...।"
রাজুর আদরে পঞ্চু খুশি হল। তবে কিনা 'গোঁ-ও-ঔ' করে অযথা সোহাগ জানিয়ে নিজেদের বিপদ বাড়াল না। ওদের গা ঘেঁষে শুয়ে থেকে সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।
দস্যু হলেও লোকগুলোর হৃদয় আছে। একটু পরেই কয়েকটি মোটা মোটা রুটি আর ডাল নিয়ে এসে ওদের সামনে রেখে বলল, "খা লো।"
আর-একজন একটি প্লাস্টিক বোতলে জল দিয়ে গেল। বলল, "পানি।"
রাজু আর রিয়াং ওদের চোখমুখের দিকে তাকিয়েই বুঝল ওষুধ ধরেছে এবার। পেটে ডাল-রুটি পড়লেই মনে হবে একটু গড়িয়ে নিই। আর সেই যে শোবে একেবারে এক ঘুমেই রাত কাবার।
কী দারুণ বুদ্ধিটাই না খাটিয়েছিল বাবলু!
রিয়াং বলল, "এইরকম অভিযানে জীবনের ঝুঁকি থাকলেও অনেক আনন্দ আছে, কী বল রাজু?"
"সত্যি তাই। আমি ভেবেছি এদের সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"
"আমিও। কত ভাল এরা।"
"সবই ভাল। শুধু গান্ধারীর ওইরকম পরিণতি যদি না হত, বেচারা।"
রিয়াং বলল, "গান্ধারীর জন্য মনে বড় দুঃখ হয় রে। মেয়েটাকে যেভাবে মারল এরা!"
"কিন্তু দেখ, এখানকার এই দস্যু-প্রহরীদের দেখে কিন্তু খুব একটা নৃশংস বলে মনে হচ্ছে না।"
"আসলে এরা তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে। গান্ধারীর অকালমৃত্যু ঘটিয়েছে ওই শয়তান বিন্ধ্যাচল ও রাজঘেরিয়াসাহেব। এই গুহার ভেতরেই হয়েছে ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ওকে খুন করে ওর মুখে অ্যাসিড ঢেলেছে এখানেই। তারপরে ওর মরদেহ ভাসিয়েছে গঙ্গায়।"
"কিন্তু কেন?"
"এই কেন-র উত্তর কে দেবে? হয়তো ওদের একজন বলবান লোককে আমরা মেরেছি তাই। আঙুলের

খোঁচা দিয়ে শর্মাজির চোখদুটো তো গান্ধারীই নষ্ট করেছিল, ওরা হয়তো দূর থেকে লক্ষ করেছে তাই। শর্মাজির অন্ধত্বের প্রতিশোধ ওরা এইভাবেই নিয়েছে হয়তো।"

রাজু বলল, "তা সে যাই হোক না কেন, ওই বিন্ধ্যাচলের মাথা আমি ভাঙবই ভাঙব। ওটাকে না মারলে...।"

রিয়াং হঠাৎ ঠোঁটের কাছে তর্জনি রেখে বলল, "চু-উ-উ-উ-প।"

ওরা দেখল, অন্ধকারে বুকে হেঁটে নিঃশব্দে কে যেন একজন গুটিগুটি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

যে আসছে, তাকে দেখেই ছুটে গেল পঞ্চু।

রিয়াং বলল, "নিশ্চয়ই বাবলু।

ছায়ামূর্তি আরও কাছে এলে ওরা দেখল, বাবলু নয়, বিলু।

রাজু বলল, "তুমি কী করে এখানে এলে?"

"কেন? যেভাবে আসবার কথা, ঠিক সেইভাবে। একটা গাছের সঙ্গে নাইলনের ফিতে বেঁধে তারই সাহায্যে।"

"ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, অনু ওরা?"

"ওরা ওপরেই আছে। আমি আলোর সংকেত না দিলে আসবে না কেউ। আমরা ওপর থেকে তোমাদের কীর্তিকলাপ সবই লক্ষ করেছি। যেভাবে লোকগুলোকে মধুপান করালে তোমরা, তাতে তোমাদের সাহসের প্রশংসা না করে পারি না। যাই হোক, আমরা সফল। মধুর সঙ্গে একটু বেশি পরিমাণেই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম, তাই ঘুমিয়ে কাদা সব। এই অবসরে আমাদের যা কিছু করবার তা করে নিতে হবে।"

"ওদের তা হলে নামতে বলো।"

বাবলু ওর টর্চের আলোয় বার তিনেক সংকেত দিয়েই ওদের নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেই খাড়াই পাহাড়ের দিকে। পঞ্চু অবশ্য সকলের আগেই।

ওরা যেতে এক এক করে নেমে এল সবাই।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদার খবর কী?"

রিয়াং বলল, "জানি না। এখনও তো এসে পৌঁছল না সে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু এত দেরি হওয়ার কথা তো নয়! ওই শয়তান সিক্কাটার ওখানে গিয়ে কোনও বিপদে পড়ে গেল না তো?"

"আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। আমরা কি এখন এসেছি? ও তো জানে ও না এলে আমাদের পক্ষে এক পা-ও এগনো সম্ভব নয়।"

অনু বলল, "আমি বলি কী, এদিকের ব্যাপারটা এখন থাক। চলো, সবাই বাবলুর খোঁজটা আগে নিই। পঞ্চু সঙ্গে না থাকায় নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে ও।"

বিচ্ছু বলল, "ধরো আমরা সবাই চলে যাওয়ার পর বাবলুদা যদি অন্য কোনও গোপন পথ দিয়ে হঠাৎই চলে আসে?"

বিলু বলল, "আসবার সময় কিন্তু পার হয়ে গেছে। সিক্কা ধুরন্ধর লোক। তারই জালে হয়তো ফেঁসেছে ও। আমার মনে হয় বাবলুর খোঁজটা আগে নেওয়া দরকার।"

রাজু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বাবলুর ব্যাপারে আশঙ্কা কিন্তু আমারও হচ্ছে। তা আমি বলি কী, সকলের যাওয়ার দরকার নেই। বিলু আর ভোম্বল বরং পঞ্চুকে নিয়ে বাবলুর খোঁজে যাক। আমি মেয়েদের নিয়ে এদিকটা পাহারা দিচ্ছি। তোমরা আর দেরি কোরো না, যাও। আমার কাছে ঘটোৎকচের সেই রিভলভারটা আছে। মেয়েদের কাছে আছে কালিপটকার মতো শব্দবাজি।"

বিলু আর ভোম্বল তখনই চলল বাবলুর খোঁজে। এই অন্ধকারে পথ চিনে যাওয়া কি সম্ভব? তার ওপর পথ বলেও তো কিছু নেই এখানে।

ওরা চলে গেলে অনু আর রিয়াংকে নিয়ে গুহার চারপাশ বেশ ভালভাবে একবার ঘুরে দেখে নিল বাচ্চু-বিচ্ছু। চারদিক কেমন যেন থমথম করছে। শুধুমাত্র একটি মশাল জ্বলছে গুহামুখের সামনে।

হঠাৎই এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বাচ্চু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? ঘুমন্ত প্রহরী ছাড়া কেউ কি নেই গুহার ভেতর?"

রিয়াং বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে। একবার কিন্তু ঢুকে দেখলে হয়।"

বিচ্ছুর হঠাৎই কী মনে পড়ায় লাফিয়ে উঠে বলল, "সত্যি, আমরা কী বোকা। এতক্ষণ আমরা অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ আসল কাজের কাজই করিনি।"

বাচ্চু বলল, "কী বল তো?"

"এই ঘুমন্ত প্রহরীদের বন্দুকগুলো তো অনেক আগেই কেড়ে নেওয়া উচিত ছিল আমাদের।"

বাচ্চু বলল, "তাই তো রে! এ-কথা তো একবারের জন্যও মনে হয়নি। আয় আয়, হাত লাগা।"

বিচ্ছু বলল, "বন্দুকগুলোকে সরিয়েই একটু ঝুঁকি নিয়ে হাত-পাগুলোকে বেঁধে ফেলতে হবে ওদের। তারপরই আমরা ওই গুহার ভেতরে ঢুকে দেখব কী আছে ওর ভেতর।"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। দশজনের দশটি বন্দুকই হস্তগত করল ওরা। তারপর সেগুলো গুহার অদূরে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আবার ফিরে এল। বাচ্চুর স্টকে নাইলনের ফিতে ছিল বেশ কয়েকটা। তারই সাহায্যে ওরা খাদি কেটে কেটে প্রত্যেকের পা এবং হাত বেঁধে দিল দারুণ কায়দা করে। এমনভাবে বাঁধল, যাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসতে গেলেই বেকায়দায় পড়ে। চলতে গেলেও বাধা পায়।

কাজ শেষ হলে গুহায় ঢোকার প্রস্তুতি নিল ওরা।

পঞ্চুই সকলের আগে যাচ্ছিল, কিন্তু বিচ্ছু ওকে যেতে দিল না। বলল, "এই মুহূর্তে তুই নয়। তুই এখন বাইরে থাক। এদের পাহারা দে। হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিবি আমাদের।"

পঞ্চু ব্যাপারটা বুঝল। তাই গুহার বাইরে একটি ঝোপের আড়ালে পাথরের খাঁজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে লক্ষ রাখতে লাগল চারদিকে।

বিলুর কাছে টর্চ ছিল। সেই আলোয় পথ দেখিয়ে ও সবাইকে নিয়ে চলল গুহার ভেতরে।

রিভলভার হাতে ওর পাশে পাশেই চলল রাজু। কোনওরকম বাধা পেলেই 'টিসুম'।

অন্যেরা রইল ওদের পেছনে।

গুহাটি প্রাগৈতিহাসিক। গুহার বাইরে আলোর ব্যবস্থা না থাকলেও ভেতরে আছে। গোপন পথে বিদ্যুৎ চুরি করেই যে এখানে আলোর ব্যবস্থা তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে বাধা পেল ওরা। দেখল কয়েকটা সূক্ষ্ম তারের জাল লোহার একটি গেটের সঙ্গে জড়ানো।

রাজু এগোতে যাচ্ছিল। বিলু সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল ওকে। বলল, "সাবধান। মনে হচ্ছে আমাদের চরম বিপদটি এখানেই ওত পেতে আছে। ওই তার ছুঁলেই কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

"তা হলে উপায়?"

"উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। দেখতে হবে এর সুইচবোর্ডটা কোনদিকে। পাথরের দেওয়ালের গায়েই কোথাও-না-কোথাও অবশ্যই আছে সেটা।"

বিলু টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে লাগল তন্নতন্ন করে। হঠাৎই নজর পড়ল ওপরদিকে। ও দেখল পিয়ানো সুইচের মতো একটা সুইচ ওদের মাথার ওপর অর্থাৎ গুহার ছাদের অংশটায় ছোট্ট একটি কাঠের বোর্ডে যুক্ত আছে। বিলু সেটাতে চাপ দিতেই উল্লসিত হয়ে উঠল সকলে।

রাজু বলল, "এবার যাওয়া যাক?"

ভোম্বল বলল, "না। আমি কিন্তু এখনও সন্দেহমুক্ত নই। তার কারণ ওই তারগুলোয় বিদ্যুৎপ্রবাহ এল না বন্ধ হয়ে গেল তা আমরা বুঝব কী করে? এই সুইচের মাধ্যমে অন্য কোনও কিছুর সংযোগও তো থাকতে পারে।"

বিলু বলল, "সে ভয় নেই। যা দেখার আমি দেখে নিয়েছি। ওই সুইচবোর্ডেই লাল আলোর ক্ষীণ সংকেত দেওয়া আছে। সেটা এখন নিভেছে।" বলে দু'-একবার পরীক্ষামূলকভাবে অন-অফ করে বলল, "এবার চল।"

ওরা এবার নির্ভয়ে সেই লোহার গেট পেরিয়ে ঘন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ল। টর্চের আলোয় পথ দেখে খানিক যেতেই দেখতে পেল এক জায়গায় একটি সিঁড়ি ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে। ওরা সাহসে ভর করে সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। নেমেই আঁতকে উঠল সকলে। টর্চের আলোয় দেখল দেওয়ালের হুকের মধ্যে গাঁথা আছে সারি সারি কয়েকটি নরকঙ্কাল।

অনু সভয়ে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল রিয়াংকে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও চেপে ধরল পরস্পরকে।

আর ঠিক তখনই গোটা ঘর আলোয় ভরে উঠল। মনে হল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে কেউ বা কারা যেন দ্রুত নীচের দিকে নেমে আসছে।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে কঙ্কালগুলোর আড়ালে গা-ঢাকা দিল।

যারা এল তাদের দু'জনেরই হাতে বন্দুক। কথা শুনে মনে হল দু'জনেই বাঙালি। একজন বলল, "গৌতম, তুই সিন্দুকের পেছনগুলো দ্যাখ। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে এখানে। ভল্টের দরজা খোলা কেন?"

"এলে তো আলো জ্বলত?"

"হয়তো আলোর সন্ধান পায়নি, তাই।"

ঘরের মধ্যে আলো জ্বললেও কঙ্কালের পেছনদিকটা ছিল অন্ধকার। তাই ওরা ওদের চোখে পড়ল না। ওরা বারবার সিন্দুকের আড়ালগুলো ঘুরেফিরে দেখতে লাগল।

বিলুরাও বুঝতে পারল, এই ঘরেই আছে কুবেরের ঐশ্বর্য। অর্থাৎ কিনা যার সন্ধানে ওদের এদিকে আসা। বিশালাকার ওইসব সিন্দুকের অভ্যন্তরে কত অমূল্য সম্পদই না লুকোনো আছে তা কে জানে?

গৌতম বলল, "আমার মনে হয়, বৃথাই আমরা খুঁজে মরছি। কেউ তো নেই এখানে। বাইরে অমন কড়া পাহারা। ওদের নজর এড়িয়ে কারও পক্ষে এখানে আসা কি সম্ভব?"

"আমি কিন্তু অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি। রাতদুপুরে এটা যদি ভুতুড়ে ব্যাপার না হয় তা হলে...।"

"তা হলে?"

"ওই মধুর মধ্য দিয়েই বিপদ এখানে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে। তুই তখন কী একটা মধু খাওয়ালি যে, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ধেড়ে ইঁদুর এসে বুকের ওপর উঠে পড়তেই ঘুমটা ভাঙল আমার। সেই ঘুমের ঘোর এখনও কাটছে না।"

"আমারও। তুই না ডেকে তুললে তো আমিও উঠতাম না। শুধু তাই নয়, পাশের ঘরে রাজঘেরিয়া সাহেবও দেখছি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। যে দৃশ্য বিরল। ওই নিশাচরকে কেউ কখনও ওইভাবে ঘুমোতে দেখেছে?"

"তা ছাড়া রাতও তো অনেক হল, রামজিই বা এখনও আসছেন না কেন বল তো?"

"জানি না। যা আসছে তা শুধু ঘুম। এত ঘুম যে কোথা থেকে আসছে তা কে জানে? এ যেন মরণ ঘুমে ধরেছে রে আমাদের!"

"তুই এক কাজ কর। এদিকটায় একটু নজর দে। আমি একবার চট করে বাইরেটা দেখে আসি। মনে হচ্ছে ওই মধু খেয়ে ওদের অবস্থাও কাত।"

গৌতম বলল, "ব্রজদা, এই কবরখানায় একা থাকবার সাহস আমার নেই। থাকলে তুমি থাকো, নয়তো চলো দু'জনেই যাই। এই ঘরে একা থাকতে আমার কিন্তু গা ছমছম করবে।"

"এত ভয় তোর?"

"ভয় পাওয়ার আরও একটা কারণ আছে। আমরা যখন নীচে নামছিলাম তখন মনে হল কে যেন একজন আর্তনাদ করে উঠল।"

ব্রজদা একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুই কিন্তু ভুল শুনিসনি রে। ওই আর্তনাদ আমিও শুনেছি।"

"এবং কণ্ঠস্বর একটি মেয়ের।"

"হ্যাঁ, মেয়ের। আর আমাদের সামনে এই যে কঙ্কালটা দেখছিস, এও একটি মেয়ের। নাথ নগরের মোহনদাসের বউ উজালার। রাজঘেরিয়াসাহেব নিজে হাতে গলা টিপে মেরেছিলেন ওকে।" বলেই কী যেন দেখে চমকে উঠল ব্রজদা, "কে? কে ওখানে?"

রিয়াং ছিল সেই কঙ্কালের আড়ালে। এবার কঙ্কালসুদ্ধুই এগিয়ে গেল ওদের দিকে। বলল, "আমি উজালা।"

আঁ-আঁ-আঁ করে মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করেই জ্ঞান হারাল ব্রজদা।

আর গৌতম! সবক'টি কঙ্কালই তখন এক এক করে এগিয়ে গেল ওর দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে জ্ঞান হারাল গৌতমও।

ঠিক তখনই ঘরের আলো নিভে গেল।

অন্ধকারের আতঙ্কে ওরা যখন কী করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না তখন বিলুর টর্চের আলোয় ওরা দেখতে পেল সিঁড়ির ওপরের ধাপে স্টেনগান হাতে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার এক আগন্তুক।

বিলু বলল, "কে? কে আপনি? পথ ছাড়ুন। না হলে কিন্তু বাধ্য হব গুলি করতে।"

আগন্তুক কী যে করলেন তা কে জানে? নিমেষে গোটা ঘর ধোঁয়ায় ভরে উঠল।

রাজু রিভলভার তাক করে ট্রিগারে চাপ দিল। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পাতালপুরী। আগন্তুক উধাও হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই হল না তার।

ওরা কোনওরকমে বুকে হেঁটে সিঁড়ির কাছ বরাবর এলেও আর এগোতে পারল না। গা-মাথা ঘুলিয়ে কেমন

যেন করে উঠল সকলের। শুধু তাই নয়, ওরা বুঝতে পারল সিঁড়ির ওপরের ধাপে একটা লোহার দরজা ছিল যা ওরা নীচে নামবার সময় লক্ষ করেনি। সেটি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। পালাবার আর পথ নেই। নিশ্চিত মৃত্যু যেন এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যুই যে ওদের শেষ পরিণতি তা বুঝতে দেরি হল না কারও।

॥ ২০ ॥

কী সম্ভব আর কী অসম্ভব, অনেক সময় বুদ্ধিতেও তার ব্যাখ্যা মেলে না। বাবলু ভেবেও পেল না কীভাবে কী হল।

দেবী হাসি হাসি মুখে বললেন, "পারো! এদের ডাল রুটি অথবা মুরগির মাংসের কোনও ব্যবস্থা কি করে এসেছিস?"

"না দেবী! সময় পেলাম কোথায়?"

"ওই ছোকরার একশোটা টাকা তা হলে জলে গেল?"

"তা কেন? কাল আমাদের দেবীনিবাসে জোর খানা খাওয়া হবে। ওই টাকাটা তখন কাজে লাগবে। আর ওরা যদি আমাদের সঙ্গে খানা খেতে রাজি না হয়, তা হলে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারি।"

"তাই বরং দিস। এখন আর একটুও সময় নষ্ট নয়! ওদের পাঠিয়ে দে রামনিবাস ধ্বংস করতে।"

পারো একটা শাঁখে ফুঁ দিতেই একদল বন্য মেয়ে তির-কাঁড় নিয়ে রে-রে শব্দে ছুটল গঙ্গার দিকে।

পারো বলল, "আমরা এই ঘরে বসেই আমাদের প্রমীলা বাহিনীর দুর্গ দখল প্রত্যক্ষ করব।"

দেবী বললেন, "ওকে একটু ভাল করে দৃশ্যটা দেখতে দে।"

বাবলু বলল, "যা দেখলাম এখন পর্যন্ত তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাপার কী বলো তো? তোমার এমন দেবী চৌধুরানীর মতো ব্যবহার কেন? তুমি তো মৃত।"

"মৃত বলেই তো আমি দেবী। দেবী গান্ধারী।"

বাবলু বলল, "আমাদের দিক থেকে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে তা হলে তুমি ক্ষমা করো। তোমার ওই মর্মান্তিক সংবাদ পাওয়ার পরই...।"

"ওটা আমিই রটিয়েছিলাম। তোমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে, তোমাদের আরও উত্তেজিত করতেই এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি।"

"তা বেশ করেছ। ভাল করেছ। কিন্তু কোন জাদুতে তুমি বশ করলে এই অল্প সময়ের মধ্যে এত মেয়েকে?"

"এসবের মূলেই কিন্তু পারো।"

"সবের মূলেই তুমি। তুমি এমন কিছু নিশ্চয়ই করেছ যাতে—।"

"শোনো তবে। আমি তো অভিমান করে, রাগ দেখিয়ে তোমাদের ছেড়ে চলে এলাম। একবার ভাবলাম মাথা হেঁট করে আবার ফিরে যাই। কিন্তু তা করলাম না এই কারণে যে, ওতে আমার সেন্টিমেন্টে লাগত। সবচেয়ে বড় কথা, দলের সবাই যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে অনুরোধ করল, তুমি তখন তোমার জেদকেই বজায় রাখলে। এমনকী পঞ্চুকেও আসতে দিলে না আমার সঙ্গে। ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়লাম আমি। তবে কিনা পিছু না হটে ওই গুহার দিকেই এগিয়ে চললাম। আর ঠিক তখনই দেখা হয়ে গেল পারোর সঙ্গে। পারোকে আমি এর আগেও দেখেছিলাম। এবারও দেখলাম। পরিচয় ছিল না। পরিচয় হল। এই বনপথে একা আমাকে ওইভাবে গুহার দিকে যেতে দেখে ও এসে বাধা দিল আমাকে। বলল, 'উধার মাত যাও বহিনজি। উয়ো ডাকুলোগ তুমকো মার ডালেগি।'

আমি বললাম, 'আমি তো মরতেই যাচ্ছি। তবে কিনা ওদের ওই পালের গোদাটাকে মেরে আমি মরব।'

'উয়ো রামজিকো কুছ নেহি কর পাওগি তুম।'

আমি তখন কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তারপর বললাম, 'তুমি ওদের চেনো? ওদের ওই ঘাঁটিতে ঢোকার পথ আমাকে বাতলে দিতে পারো? আমি গুপ্তঘাতকের ভূমিকা নিতে চাই। শুধুমাত্র বিন্ধ্যাচল রামকে হত্যা করতে পারলেই আমার সব দুঃখের অবসান হবে। তারপরে ওর লোকেরা আমাকে মেরে ফেললেও আমার আর কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ থাকবে না।'

পারো হেসে বলল, 'মরে গেলে শুধু ক্ষোভ দুঃখ কেন, কোনও কিছুই থাকবে না। তা কী ব্যাপার বলো তো? কেন তুমি এমন অসম্ভব জেদ ধরেছ।'

'সব বলব তোমাকে। তুমি আমাকে কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা বিষমাখানো তির আমাকে এনে দেবে? আমি তোমার দিদি, ছোট বোন অথবা বান্ধবীর মতো। তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

পারো বলল, 'শুধু তীর নয়, সেইসঙ্গে ধনুকও দেব। যে-কাজ তুমি করতে যাচ্ছ সে-কাজে আমারও সায় আছে। ওরা ভীষণ অত্যাচারী। কালই এক আদিবাসী মহিলাকে হত্যা করে কী বীভৎসভাবে তার সারা মুখে অ্যাসিড ঢেলে তাকে বিকৃত করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে।'

'তবেই বোঝো! কিন্তু ওই ডাকাতদলের আস্তানায় তুমি এমন নির্ভয়ে যাও কী করে?'

'ভেতরে তো ঢুকতে পারি না। তবে কিনা সারাদিনে চার-পাঁচবার চা দিতে যাই ওদের। ভাল টাকা পাই।'

'তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাও তা হলে তোমার কোনও অভাবই থাকবে না আর। অনেক অনেক টাকার মালিক হবে তুমি। এখন ভেবে দ্যাখো কী করবে। আমার কথা শুনলে শুধু তুমি নয়, তোমার মতো গরিব-দুঃখী যারা, তারাও কিন্তু উপকৃত হবে।'

'বেশ, বলো তা হলে শুনি তোমার ব্যাপারে আমার ভূমিকাটা কী হবে? তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

আমরা দু'জনে একটু নিরিবিলিতে একটি গাছতলায় বসে আলাপ পরিচয়ের পর্ব শুরু এবং শেষ করলাম। আমার সব কথা শুনে, তোমাদের কথা শুনে, যারপরনাই অবাক হয়ে গেল পারো। বলল, 'পারি। ওদের ধ্বংস করতে আমি পারি। এই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে আমার মতো হতদরিদ্র অনাথিনী মেয়ে অনেক আছে। বুলবুলের মতো ছেলেও আছে অনেক। ওদের এখান থেকে মেরেধরে তাড়াতে পারলে পাহাড়ের ওপরে ওই রামনিবাস আর এই দুর্গ দু'য়েরই দখল নেব আমরা।'

'হ্যাঁ। ওদের উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যাবে। অনেক নিরাশ্রয় আশ্রয় পাবে। আমাদের তিরের আঘাতে ওরাও ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। এই বনভূমিতে ওই গুহাটা একটা অনাথ আশ্রমে পরিণত হবে।'

পারো বলল, 'ওই বিপুল ধনরাশি এতদিনে ব্যয় হবে একটি সৎকাজে। তুমিই আমাদের পরিচালনা করবে। কখন কীভাবে কী করতে হবে সব বলে দেবে। আমাদের বনদেবী হবে তুমি। আমরা তো লেখাপড়া জানি না। তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে। তুমি মাঝে মাঝে এসে ওই রামনিবাসে থেকে আমাদের বুদ্ধি দেবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি। আমাকে তুমি কিছুটা সময় দাও, তার মধ্যেই যা ব্যবস্থা করবার আমি করে ফেলছি।' এই বলে পারো আমাকে এই ঘরে নিয়ে এসে দেবীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল।"

গান্ধারীর মুখে সব শুনে অবাক হয়ে গেল বাবলু।

গান্ধারী বলল, "আমার মুখে শুনেই ও তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর দারুণ মরিয়া হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও খেপিয়ে তোলে এই মেয়েদের। এখন আমাদের অতর্কিত আক্রমণে ওরা বিধ্বস্ত হবে। রামনিবাসের চার-পাঁচজন আর রত্নগুহার দশ-বারোজনকে খতম করতে পারলেই আমরা শত্রুমুক্ত হব। দখল নিতে পারব দুটো জায়গারই। তবে কিনা বিন্ধ্যাচলের বুকে মৃত্যুবাণটা নিক্ষেপ করব আমিই।"

বাবলু বলল, "চমৎকার পরিকল্পনা। এবার তা হলে আমার পরিকল্পনাটা কী তোমরা শোনো। ডাকাত মেরে ওই জায়গাকে শত্রুমুক্ত যদি তোমরা করতে পারো, তা কিন্তু মন্দ নয়। তবে কিনা আমি যা করেছি তাতে করে এত প্রাণহানি ঘটানোর কোনও প্রয়োজনই হবে না।" বলে এক এক করে ওর পরিকল্পনার কথা সবই বলল গান্ধারীকে। এমনকী সিক্কাকে কীভাবে মধুপান করিয়ে তালাবন্দি করে এসেছে, তাও বলল। ওর রিভলভার, রিমোট সবই দেখাল গান্ধারীকে।

বাবলুর মুখে সব শুনে গান্ধারী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তা হলে বলছ তোমার ওই ঘুমপাড়ানি মধুতে কাজ হবে?"

"হওয়া তো উচিত।"

"আমরা তা হলে গুহার কাছেই যাই চলো। রাজু আর রিয়াং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওখানে তোমাদের পঞ্চু আছে। আর পাহাড়ের উঁচু ধাপে আছে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, অনুরা। ওরা নিশ্চয়ই তোমার কথা ভাবছে।"

"ভাবছেই তো! অনেক, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়।"

এমন সময় হঠাৎই একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আঁতকে উঠল ওরা। কোথায়? কোথায় এই বিস্ফোরণ?

ওরা দেখল গঙ্গার মাঝে সেই মোচাকৃতি খাড়াই পাহাড়ের বুকে রামনিবাসটা যেন এক লহমায় উড়ে গেছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে।

গান্ধারী বলল, "সর্বনাশ! এ কী করে হল? এমন তো হওয়ার কথা নয়! আমাদের মেয়েদের কাছে শুধু তির-ধনুক। বিস্ফোরকের ব্যাপারে তো কিছুই জানে না ওরা। তা হলে?"

পারো বলল, "ভয়ের কিছু নেই। আমাদের মেয়েরা এখনও পৌঁছতে পারেনি ওই বাড়ির কাছ পর্যন্ত। মনে হয় বিপদ বুঝে বিন্ধ্যাচলের লোকেরাই ও-কাজ করেছে। না হলে এটা নিছকই দুর্ঘটনা। ওদের স্টকে কোনওভাবে আগুন লেগে এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। শেষ মুহূর্তে বিন্ধ্যাচল নিজেই শেষ করে দিচ্ছে ওর সবকিছু। এবার হয়তো ওই গুহার মধ্যেও বিপর্যয়টা ঘটাবে। তাই আরও খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই আমাদের গিয়ে পৌঁছতে হবে ওখানে। না হলে আমাদের ওরাও মরবে ওখানে অসহায়ভাবে। এখনই গিয়ে সাবধান করে দিতে হবে ওদের।"

পারো দারুণ উত্তেজিত হয়ে ফুঁসে উঠল এবার। ও দু'-একজন মেয়েকে ওখানেই থাকতে বলে সবাইকে এগিয়ে যেতে বলল গুহার দিকে। যারা রইল তাদের বলল, বাকি মেয়েরা যারা রামনিবাস দখলে গেছে তারা ফিরে এলেই তাদের নিয়ে গুহার দিকে এগিয়ে যেতে।

যাওয়ার আগে বাবলু শুধু একটা কথাই বলল, "শোনো, কেউ কোনও হট্টগোল করবে না। নিঃশব্দে চুপিসারে সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলো। এমনভাবে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা, যাতে ওদের কেউ টেরও পাব না।"

বাবলুর কথামতোই রাতের অন্ধকারে কালো কালো ছায়ার মতো এগিয়ে চলল ওরা। যেতে যেতেই একসময় চাপা গলায় গান্ধারী বলল, "আমার ওপর রাগ কবোনি তো বাবলু?"

বাবলু বলল, "না।"

পারো বলল, "এখন কোনও কথা নয়, চুপ।"

চুপ তো চুপ। চুপই করে গেল ওরা।

আগন্তুক যে কখন কোন ফাঁকে গুহায় প্রবেশ করেছিল পঞ্চু তা লক্ষ করেনি। আসলে তার মন পড়ে ছিল বাবলুর দিকে। হঠাৎ গুহার মধ্যে গুলির শব্দ শুনেই আত্মপ্রকাশ করল সে। ঘুমন্ত প্রহরীদের ডিঙিয়ে সে তিরবেগে ঢুকে গেল গুহার ভেতর।

আগন্তুক তখন বীরদর্পে বেরিয়ে আসছে গুহা থেকে। পঞ্চু তাকে আত্মরক্ষার কোনওরকম সুযোগ না দিয়ে ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। সে কী ভয়াবহ কাণ্ড। চিৎকার, চেঁচামেচি আব দাপাদাপিতে কেঁপে উঠল গুহাটা।

আগন্তুক পঞ্চুকে জাপটে ধরে গুহার বাইরে এসে পাথরের চাতালে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আর ক্রুদ্ধ পঞ্চু আঁচড়ে কামড়ে ফালাফালা করতে লাগল তাকে।

ঘুমের ঘোর যতই থাকুক, এই চেঁচামেচিতে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাই ঘুমন্ত প্রহরী দস্যুরা একে একে জেগে উঠল সবাই। কিন্তু উঠলে কী হবে? হাতের কাছে একটিও বন্দুক নেই। হাত-পাগুলোও নাইলনের ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওরা চিৎকার করতে লাগল, "হামলোগোনকো অ্যায়সা হাল কৌন কিয়া রে? ইয়ে ক্যা দুশমনি!"

ওদিকে রাজঘেরিয়াসাহেবও ঘুমের ঘোর কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। বাইরের অবস্থা দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল তাঁর। উনি প্রহরীদের বন্ধনমুক্ত করতে যেতেই আগন্তুককে ছেড়ে পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজঘেরিয়ার ঘাড়ে। রাজঘেরিয়া চিৎকার করতে লাগলেন, "হেল্প মি। হেল্প মি। গৌতম! ব্রজ! কাম হিয়ার!"

আর ঠিক তখনই আকাশ ফুঁড়ে যেন একটা গুলি এসে লাগল রাজঘেরিয়ার গায়ে। পাঁজর ভেদ করে গুলিটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল একেবারে।

প্রায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী নিয়ে কুটিল হাসি হাসতে হাসতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন সিঙ্কাসাহেব। গঙ্গার দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়েই উঠে এসেছেন তিনি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রাজঘেরিয়ার বুকের ওপর একটা পা রেখে বললেন, "ইয়োর গেম ইজ এন্ড। আমার বন্ধু ব্ল্যাক ক্যাটের সাহায্য না পেলে আজ আমাকে মরতেই হত। ভাগ্যে সময়মতো এসে পড়েছিল ও। বিন্ধ্যাচলের রামনিবাস আমি ধ্বংস করে এসেছি। এখন ওই শয়তানটাকে পেলে আর সেই ডেঞ্জারাস বয়...। ওর বুক আমার গুলিতে আমি ঝাঁজরা করে দেব।"

সেই আগন্তুকই সিক্কার ব্ল্যাক ক্যাট। পঞ্চুর আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে যে কিনা ছটফট করছিল। সে চিৎকার করে বলল, "মি. সিক্কা! প্রাণে যদি বাঁচতে চাও তো আগে তুমি ওই কুকুরটাকে গুলি করো।"

সিক্কা বন্দুক উঁচিয়ে বললেন, "হোয়্যার ইজ দ্য ডেঞ্জারাস ডগ?"

পঞ্চু তখন কোথায়? সে একসঙ্গে অত বন্দুকধারী দেখে বিপদ বুঝে বিলুদের সতর্ক করতে গুহার ভেতর ছুটে গেছে। গুহার মধ্যে অনেক খুপরি খুপরি ঘর। সেগুলো ঘুরে দেখে সে ঠিক জায়গাতেই চলে এল। সেই সেখানে, বিপন্ন বিলু-ভোম্বলরা যেখানে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

সিক্কা এই বন্দুক কোথা থেকে জোগাড় করলেন তা কে জানে? হয়তো ব্ল্যাক ক্যাটই দিয়েছে তাঁকে। যেমন কালো গায়ের রং, তেমনই বেড়ালের মতো কটা চোখ লোকটার। তবে কিনা পঞ্চুর আক্রমণে এমনই ক্ষতবিক্ষত সে যে, সম্পূর্ণ শক্তিহীন।

সিক্কাসাহেব চিৎকার করে সেই বন্দুকধারীদের বললেন, "তোমরা আর বাইরে কেন? যাও, ভেতরে যাও। গিয়ে কোথায় কী আছে দেখে নিয়ে এসো সব। আমি একাই বাইরেটা দেখব।"

সিক্কার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "তা হলে কিন্তু মারাত্মক একটা ভুল করবেন সিক্কাসাহেব। কেন না আপনারই তৈরি সেই রিমোট এখন আমার হাতে। এমনকী পয়েন্ট থার্টি এইট অটোমেটিকটাও।"

সিক্কা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কোথায় রে তুই পাজি হতচ্ছাড়া নটি বয়। সামনে আয়। একটি গুলিতে তোর খুলি আমি উড়িয়ে দিতে চাই।"

প্রত্যুত্তরে একটি বড়সড় নুড়ি-পাথর অন্ধকার ভেদ করে মুখে গিয়ে পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে সামনের সবক'টি দাঁত ভেঙে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। তাই দেখে ক্ষিপ্ত বন্দুকধারীরা লক্ষ্যহীনভাবে বন্দুক তাগ করতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তির এসে বিদ্ধ হতে লাগল তাদের গায়ে।

যন্ত্রণায় ককিয়ে আর্তনাদ করে বন্দুক ফেলে বেঁধা তির গা থেকে খুলে ফেলার জন্য বসে পড়ল তারা। আর তখনই পারোর প্রমীলাবাহিনী অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

পারো তো সিক্কার বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে ওকেই তাগ করে বলল, "এইবার কোথায় যাবি বাছাধন?"

বাবলু বলল, "গুলি কোরো না। এই লোকটাকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখো। আমি ততক্ষণ দেখছি গুহার ভেতরে কী হচ্ছে। নিশ্চয়ই এইসব শয়তানের জালে বাঁধা পড়েছে আমাদের ওরা।" বলে যেই না ও গুহার ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনই কোথা থেকে যেন একটা বুলেট ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গুহার পাথরে লেগে সশব্দে ফেটে পড়ল।

আর ঠিক তখনই গান্ধারীর আর্তনাদ শোনা গেল, "বা-ব-লু-উ-উ-উ।"

এই মুহূর্তে বাবলু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। কেন না, চারদিক থেকে তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে ওদের দিকে। পারোও সিক্কাকে ছেড়ে বন্দুক নিয়েই ছুটে এল গুহার ভেতর। এসেই বলল, "বাবলু! আমি এদিকটা দেখছি। তুমি দ্যাখো দেবীর কী হল। নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু গুহার ভেতরে সমানে চিৎকার করছে। তুমি তোমার কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে ওদের উদ্ধারে যাও। আমি গান্ধারীকে দেখছি।"

বাবলুর গলা শুনেই ভৌ ভৌ করে ছুটে এল পঞ্চু। তারপর একবার দেখা দিয়ে আবার ভেতরে যেতেই পারো ওর দু'জন মেয়েকে নিয়ে ছুটে চলল পঞ্চুর পিছু পিছু। গিয়ে সেই লৌহকপাট খুলে দিতেই একটা বিজাতীয় গ্যাসের প্রভাবে পিছিয়ে এল।

এখানে চারদিক কী দারুণ অন্ধকারে ঢাকা। অনেক কষ্টে সেই অন্ধকার ভেদ করে পা টিপে-টিপে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দু'-এক পা নামতেই কার গায়ে যেন পা ঠেকল ওর। কে যেন একজন সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মনে হল। ও তার গায়ে হাত বুলিয়েই তার হাতে রাখা একটি টর্চের সন্ধান পেল। সেই টর্চের আলোয় ও দেখতে পেল অনেকেই গ্যাসের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে সেখানে। পারো তখনই দেওয়ালে আলো ফেলে সুইচবোর্ড আবিষ্কার করে ঘরের আলো জ্বালল। তারপর অন্য মেয়েদের ডেকে এনে ধরাধরি করে বের করল সকলকে। এমনকী সেই গৌতম ও ব্রজকেও।

বাইরে তখন গুলির লড়াই থেমেছে। অজ্ঞাত আততায়ীদের গুলিতে যেমন হতাহত হয়েছে সিক্কার বন্দুকধারীরা, তেমনই প্রমীলা বাহিনীর গোপন জায়গা থেকে নিক্ষেপ করা তিরে বিদ্ধ হয়ে অনেক আততায়ীও ছটফট করছে। শুধু গান্ধারী আর বাবলুই যা ঘনান্ধকারে লোপাট।

পারো যখন বিলু, ভোম্বলদের উদ্ধারে ব্যস্ত, পঞ্চু তখন বাবলুকে সাহায্য করবে বলে এগিয়ে এল। কিন্তু কোথায় বাবলু? সে তো ধারেকাছেও নেই। পঞ্চু ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে।

অনেক পরে একসময় গান্ধারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "পঞ্চু! হেল্প মি প্লিজ! প-ন্-চু-উ-উ-।"

পঞ্চু তিরবেগে ছুটল সেদিকে। গিয়ে দেখল একটা ছোটখাটো গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে থরথর করে কাঁপছে গান্ধারী। ওর হাতের তির-ধনুক হাতেই আছে। আর-একটা বড় সাপ ফণা তুলে ফোঁসফোঁস করছে ওর দিকে তাকিয়ে।

পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনেই বোধ হয় বিরক্ত হয়ে পালিয়ে গেল সাপটা।

গান্ধারীও গুহা থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু বাবলু? বাবলু কোথায়? সে নেই কেন? তার কথা বলবে কে?

ওদিকে গুহামুক্তির পর বাইরের মুক্ত বাতাসের স্বাদ পেয়ে এক এক করে প্রকৃতিস্থ হল বিলুরা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু, অনু, রিয়াং, রাজু সকলেই। ওরা বাইরের সেই রণক্ষেত্র দেখে বলল, "এসব কী! এরা কারা? এত মেয়ে এখানে কোথা থেকে এল?"

পারো বলল, "ওসব পরে শুনবে। এখন বাবলুর সন্ধান করো।"

বিলু বলল, "কোথায় বাবলু! এই মুহূর্তে ওকে যে আমাদের ভীষণ দরকার। আমরা রত্নগুহার সন্ধান পেয়েছি। ও দেখলে কতই না খুশি হবে।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "পঞ্চু কোথায়? পঞ্চু! পঞ্চুকে দেখছি না কেন?"

পঞ্চু তখন ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে ছুটে এল ওদের দিকে।

সেইসঙ্গে আর যে এল তাকে দেখেই তো চোখ কপালে! সবাই সবিস্ময়ে বলল, "এ কী গান্ধারী, তুমি!"

গান্ধারী বলল, "হ্যাঁ, আমি। আমি মরিনি। আমাব ব্যাপারে পরে শুনবে। আগে বাবলুকে উদ্ধার করবে চলো।"

বিলু বলল, "কোথায় বাবলু?"

"বিন্ধ্যাচল তাকে কবজা করেছে। ওর লোকরা যখন আমাকে আক্রমণ করেছিল বাবলু তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর। দু'জন লোককে গুলি করার পর বিন্ধ্যাচল ওর মাথায় আঘাত করে ওকে ওই গুহাপর্বতের ওপরদিকে নিয়ে যায়। আমি তখন সাপের তাড়া খেয়ে একটা ছোট্ট গুহায় লুকিয়ে পড়ি। আমার হাতে তির-ধনুক থাকলেও পাছে লক্ষ্য ঠিক রাখতে না পারি, তাই—।"

আর শোনবার দরকার নেই। পঞ্চু তখন গান্ধারীর নির্দেশিত পথে তিরবেগে ছুটেছে।

ঠিক তখনই দেখা গেল গুহার ছাদে বিন্ধ্যাচল রামকে। কী ভয়ানক মূর্তি তার! শুধু বিন্ধ্যাচল নয়, বাবলুও আছে সেখানে। আর আছে দু'জন দুষ্কৃতী। দু'দিক থেকে বাবলুর গায়ে পিস্তল অথবা রিভলভারের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিন্ধ্যাচলের হাতে আছে সেই রিমোটটা। বিন্ধ্যাচল ওপর থেকেই হাঁক দিয়ে বললেন, "নীচে যারা যেখানে আছে তারা যেন এখনই আমার লোকেদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেয়। আমি এক-দুই-তিন বলার পরও যদি তা না করে তা হলে কিন্তু লাথি মেরে এই শয়তান ছেলেটাকে আমি ফেলে দেব এখান থেকে।"

দাঁতভাঙা সিক্কা তখন মুখের যন্ত্রণা ভুলেও চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি এখনও দ্বিধা করছেন কেন? আগে ফেলুন ওকে। ওর মরণ আমি এখনই দেখতে চাই।"

রামজি বললেন, "তারপর তোমার মরণও তুমি দেখবে শয়তান। আমার ক্ষতি করবার কম চেষ্টা তুমি করোনি। আমার রামনিবাস তুমিই ধ্বংস করেছ। এই গুহার ভেতর তোমাকে ঢুকিয়ে তোমারই রিমোটে তোমাকে ওড়াব আমি। আমি জানি আজই আমার শেষ রাত। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আমার কুবেরের ঐশ্বর্য অন্যেরা লুটেপুটে খাবে এ-আমি কখনওই হতে দেব না। আর দেরি না করে আমার লোকেদের বাঁধন আগে খুলে দেওয়া হোক। এক-দুই-তিন-।"

আর্তনাদ করে উঠলেন বিন্ধ্যাচল। কেন না গান্ধারীর বিষের তির অকস্মাৎ তাঁর বুকের মাঝখানে বিদ্ধ হয়েছে।

গুহার ছাদটা খুব কম করেও চল্লিশ ফুট উঁচুতে। তিরবিদ্ধ বিন্ধ্যাচল সেখান থেকেই মুখ থুবড়ে পড়লেন নীচের প্রশস্ত চাতালে।

গান্ধারী বিজয় উল্লাসে নৃত্য শুরু করল। সে এমনই নাচ যে, বাচ্চু, বিচ্চু, অনু, রিয়াং ও পারো থামাতে পারল না তাকে।

বাবলুকে যে দু'জন ধরেছিল তারা এবার রক্তচক্ষু হয়ে বলল, "রামজিকা নিধন তো হো গিয়া। আভি তেরে কো কৌন সামহালেগা রে দুশমনিয়া?"

বাবলুকে যে সামলাবে সেই পঞ্চু তখন কালান্তক যমের মতো ছুটে আসছে। তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে পাহাড় বনভূমিও যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। একজন বাবলুকে ছেড়ে পঞ্চুকে যেই না গুলি করতে গেল বাবলু অমনই এক লাথিতে লোকটাকে ফেলে দিল পাহাড়ের খাদে। বাকি একজন প্রাণভয়ে পালাতে গিয়েও বাঁচাতে পারল না নিজেকে। পঞ্চু বুলডগের মতো তার গলার টুঁটি কামড়ে তাকে শেষ করে দিল।

সম্পূর্ণভাবে বিপন্মুক্ত হয়ে বাবলু আর পঞ্চু যখন নীচে নেমে এল তখন সেখানে হুলুস্থুলু ব্যাপার। আহত, অল্প আহত যারা, তারা তখন দলে দলে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়েছে লুটপাট করতে।

সিক্কা উন্মাদের মতো চিৎকার করছেন। ওঁর হাতে সেই অভিশপ্ত রিমোটটা। যেটি বিন্ধ্যাচলের পতনের পরই তাঁর হাত থেকে সংগ্রহ করেছেন উনি।

বিলু আর ভোম্বল তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেটি উদ্ধারের জন্য। সে কী প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি তখন! আর তারই মধ্য দিয়ে বিপর্যয়টা ঘটে গেল একসময়। গুহার মধ্যে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। গাঢ় ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলি কুলকুল করে বেরিয়ে আসতে লাগল গুহার ভেতর থেকে।

সবাই যখন নির্বাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে ঠিক তখনই মঞ্জু আর রেনো মহাবীর নাথসহ কযেক ব্যাটেলিয়ান পুলিশ নিয়ে হাজির সেখানে।

নাথজি বললেন, "আমাদেব আসতে খুব দেরি হয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "দেরি হয়ে ভালই হয়েছে। ওই জিনিস উদ্ধার হলে ওগুলো নেওয়ার জন্য আবার নতুন করে খুনোখুনি শুরু হত। তার চেয়ে এই হয়েছে ভাল।"

পুলিশের কাজ পুলিশই করল এবার। সিক্কার হাতে হাতকড়া পরিয়ে ব্ল্যাক ক্যাটকেও গ্রেফতার করল। তারপর বন্দি প্রহরীদের মুক্ত করে বিয়াং ও রাজুর সাহায্যে তাদেব বন্দুকগুলো উদ্ধার করে হতাহত সকলকেই উঠিয়ে নিল গাড়িতে।

পারো বলল, "এবার তা হলে আমাদেরও কাজ শেষ। আমরা তা হলে বিদায় নিই?"

বাবলু বলল, "আবার কী! এখন চলো তোমাদের ওই ঘরে বসে ভোর না হওয়া পর্যন্ত একটু আলাপ-আলোচনা করি।"

গান্ধারী বলল, "অবশ্যই। গুহার সম্পদ ধ্বংস হলেও সম্পূর্ণ গুহা তো বিধ্বস্ত নয়। খুব শিগগিরই ওই গুহার দখল নেব আমরা। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সংস্পর্শে না এলে শত্রুর মোকাবিলা কববার মতো মনোবল আমার কখনও আসত না। সেইসঙ্গে পারো। তাই থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুররে।"

অনু বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পারো।"

"হিপ হিপ হুররে।"

রিয়াং বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

কেউ কিছু বলার আগে পঞ্চুই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৮

উনচল্লিশ অভিযান

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। নির্মেঘ আকাশ থেকে রোদের সোনা যেন ঈশ্বরের করুণাধারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। পাখির কণ্ঠে গান। ফুলের সৌরভে বাতাসের গৌরব। রঙিন ফুলের বাহারে প্রকৃতি যেন হাসছে। কী সুন্দর স্বপ্নরঙিন আজকের এই দিন। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাই আনন্দ উল্লাসে মিত্তিরদের বাগানে এসে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পঞ্চু আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল রংবেরঙের প্রজাপতি দেখে।

বাবলুর মাউথ অর্গানেও তখন মোহনবাঁশির সুর। সেই সুরের সুরভিতে মন-প্রাণ যেন ভরে উঠল সকলের। কত না গানের সুর বেজে উঠল ওর বাঁশিতে। অমন যে পঞ্চু সেও মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শুনতে লাগল অপূর্ব সেই সুরের সাধনা।

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল বাগানের গভীর থেকে। খুশিতে ঝলমল করছে ওদের মুখ। হাঁফাতে হাঁফাতে কাছে এসে বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, শিগগির এসো। দেখে যাও একটা জিনিস।"

বাবলু মাউথ অর্গান থামিয়ে বলল, "কী ব্যাপার রে? কী দেখব?"

"এসোই না একবার।"

সবার আগে পঞ্চু ছুটল। তারপরই বিলু, ভোম্বল। বাবলুও ছুটল জোর কদমে সকলের পিছু পিছু। খানিক এগিয়েই দেখল বাগানের এক জায়গায় একটি মস্ত ঢিবি সবুজ ঘাসে ভরে আছে। আর তাকে ঘিরেই কত ছোট ছোট নাম-না-জানা ফুল ফুটে আছে রংবাহারে। কী সুন্দর সেই ফুলগুলো।

বাচ্চু বলল, "কেমন দেখলে বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "অপূর্ব।"

বিলু, ভোম্বলও ফুল দেখে অভিভূত।

বিচ্ছু বলল, "কী ফুল বলো তো ওগুলো?"

বাবলু বলল, "নাম তো জানা নেই। তবু বলি, ওগুলো ওয়ান্ডারফুল।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফুলগাছ বাঁচিয়েই ঢিবির ওপরে উঠল। অনেকদিন আগে হঠাৎই খেয়ালবশে ওরা পাহাড় পাহাড় খেলায় মেতে উঠেছিল। চারদিক থেকে রাবিশ বয়ে নিয়ে এসে জড়ো করেছিল এক জায়গায়। দেখতে দেখতে সেটা একটা ঢিবির আকার ধারণ করেছিল। সে কী উৎসাহ ও উদ্যম ছিল তখন ওদের। ভোম্বলের পরিকল্পনাতেই বাগানের মধ্যে একটা টিলা পাহাড় গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল ওরা। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বেশ কয়েকটি অভিযানে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অবকাশ আর হয়ে ওঠেনি। তবুও প্রকৃতির নিয়মে ধুলোমাটির আস্তরণে জায়গাটা বিশাল একটি ঢিবির আকার ধারণ করেছে। তাকে ঘিরেই কত চোরপলতে, ফণিমনসা ও নানারকমের গাছও গজিয়েছে। তারই মাঝে এইসব রকমারি ফুল।

ওরা সবাই সেই টিলাকৃতি ঢিবির মাথায় উঠে চারদিকের প্রকৃতি দেখতে লাগল।

বিলু বলল, "আমাদের অবহেলায় জায়গাটা আর বেশি উঁচু হতে পারল না। অথচ আর একটু উঁচু হলে এটাকে ঠিক একটা টিলা বলেই মনে হত।"

ভোম্বল বলল, "আপাতত কয়েক লরি মাটি অথবা রাবিশ এর ওপরে ফেলতে পারলে দারুণ হত কিন্তু।"

বাচ্চু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, "উঁ হুঁ হুঁ। এখনই নয়, পরে। এর ওপরে ওইসব পড়লে এইসমস্ত ফুলের বাহার মাটিচাপা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক কথা। যতক্ষণ না এই ফুলগুলো শুকিয়ে অথবা মরে না যায় ততক্ষণ কোনও কিছুই নয়।" তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, এই ঢিবিটার একটা নাম দেওয়া যায় না?"

ভোম্বল বলল, "নিশ্চয়ই দেওয়া যায়। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মতো এটাও আমাদের পুষ্পোদ্যান।"

বাবলু বলল, "আমাদের এই বাগান তো পুষ্পোদ্যানই। এমন কোনও ফুলগাছ নেই যা এখানে নেই। তাই এই টিবিটার নাম হোক ওয়ান্ডারফুল টপ।"

সবাই সোল্লাসে বলে উঠল, "হিপ হিপ হুররে।"

পঞ্চুও একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ।" তারপর হঠাৎই কী যেন দেখে ছুটে গেল দূরের একটি কালকাসুন্দের ঝোপের দিকে। সেখানে গিয়েই আবার চিৎকার শুরু করল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটল সেইদিক লক্ষ্য করে।

ঝোপের কাছে গিয়ে ওরা দেখল বদখতে চেহারার দু'জন লোক মাঝারি সাইজের একটি ব্রিফকেস নিয়ে ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। নিশ্চয়ই কারও কিছু চুরি করে পালিয়ে এসেছে ওরা। ওদের একজনের হাতে একটি রিভলভার। সেটি ওদের দিকে তাগ করা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতেই ওদের একজন বলল, "আর এগোবার চেষ্টা করো না। যেমন আছ তেমনই থাকো।"

বাবলু বলল, "হয় তোমরা বেরিয়ে এসো, না হলে কিন্তু বাধ্য হব আমরা এগিয়ে যেতে।"

অন্যজন বলল, "কথার অবাধ্য না হয়ে চলে যাও বলছি এখান থেকে। আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে দাও।"

বাবলু বলল, "আমি আবার বলছি বেরিয়ে এসো। এক দুই তিন গুনব। তার মধ্যে বেরিয়ে না এলে...।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটি পঞ্চুর দিকে রিভলভার টার্গেট করল। কিন্তু ওরও নাম পঞ্চু। ট্রিগারে চাপ পড়ার আগেই ও এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর হাতের ওপর যে, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সশব্দে ছিটকে পড়ল অন্যদিকে।

ওদের একজন তখন ব্রিফকেস নিয়ে বাগানের পেছনদিকে দৌড়োচ্ছে।

বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওখানেই থাকতে বলে বাবলু, বিলু আর ভোম্বল ধাওয়া করল লোকটিকে। শুরু হল বাগানময় ছুটোছুটির পালা। অবশেষে একসময় বাগে পেল লোকটিকে। বিলু ওর হাঁটুর ভাঁজে একটা লাথি মারতেই পা মচকে পড়ে গেল লোকটি। হাতের ব্রিফকেস ছিটকে পড়ল পাশের পুকুরে। ভোম্বল এক লাফে জলে পড়েই উদ্ধার করল সেটিকে। ততক্ষণে বাবলু আর বিলু ধরে ফেলেছে লোকটিকে। কিন্তু ধরলে কী হবে? সে তার অমানুষিক শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে ওদের খপ্পব থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাগানের পাঁচিল টপকে একেবারেই হাওয়া।

বাবলু আর বিলু তখন ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভোম্বলকে নিয়ে সেই লোকটির কাছে এল। এসে দেখল পঞ্চু তখন লোকটিকে ধরাশায়ী করে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে।

ওরা যেতেই বিচ্ছু লোকটির হাত থেকে খসে পড়া সেই রিভলভারটা বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এটা তোমার কাছে রেখে দাও বাবলুদা।"

বাচ্চু বলল, "কী ভারী জিনিসটা, দ্যাখো।"

বাবলু রিভলভারটা নেড়েচেড়ে বেশ ভাল করে দেখে বলল, "খাসা জিনিস বলেই মনে হচ্ছে। তা এ জিনিস আমদানি করলে কোত্থেকে ভাই?"

লোকটি বলল, "যন্তর চেনো দেখছি। জিনিসপত্র আমদানি যেখান থেকে হওয়ার, সেখান থেকেই হয়েছে।"

বাবলুর নির্দেশে লোকটির বুক থেকে পঞ্চু নেমে এলে কোনওরকমে উঠে বসল লোকটি।

বাবলু বলল, "কী নাম তোমাদের?"

"নাম বললে কি চিনবে? আমার নাম ভোঁদড়া, আমার সঙ্গীর নাম বিটলে। তা ওটাকে কোথায় পাচার করলে শুনি?"

"আমরা কোথাও পাচার করিনি। বরাতজোরেই ও আমাদেব খপ্পর থেকে পালিয়ে গেল। বাড়ি কোথায় তোমাদের?"

লোকটি দেঁতো হেসে বলল, "আমাদের বাড়ি? ধরে নাও ভাগাড়ে। ধর্মের ষাঁড় আমরা। ধর্মকর্ম করি, ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আমাদের কি ঘরদোর বলে কিছু আছে?"

"তা আমাদের এই বাগানের খোঁজ পেলে কী করে?"

"ঘুরতে ঘুরতেই পেয়ে গেছি একদিন। প্রায়ই আসি আমরা। শুই, বসি, বিড়িটিড়ি খাই।"

বিলু বলল, "অন্য কিছু খাওটাও না তো?"

লোকটি আবারও হেসে বলল, "তোমরা সব ছেলেমানুষ। সে কথা তোমাদের কী করে বলি বলো দিকিনি?"

বাবলু ব্রিফকেসটা দেখিয়ে বলল, "এই জিনিসটা কার? কী আছে এতে?"

"কিছুই জানি না। আমরা ছিনতাই পার্টির লোক। যোধপুর এক্সপ্রেসে আসছিলেন এক ভদ্রলোক। আমরা বর্ধমানের ক্রশিং-এ উঠেছিলাম। ঘুমের ঘোরে উনি হাঁ করে ছিলেন। আমাদের কাছে লিকুইড ছিল। একটু ঢেলে দিলাম মুখে, ব্যস। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন যখন এল তখন ওঁর অবস্থা এমনই খারাপ যে, আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কেউ যদি দয়া করে হসপিটালে দেন তবেই বাঁচবেন উনি। না হলেই ফট। ওঁরই ব্রিফকেস এটা। অন্য যাত্রীদের রিভলভার দেখিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কী আছে এর ভেতরে তা জানি না। তোমরা এসে পড়ায় খুলে দেখবারও সময় পাইনি। যাই হোক, অনেক কষ্টে জোগাড় করা জিনিস। আমাদের রুজিরোজগারের ব্যাপার এটা। যদি ভাল চাও তো ভালয় ভালয় দিয়ে দাও। না হলে কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাদের খুব খারাপ হবে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। আমরা ভাবি বর্তমান নিয়ে। তা সে যা হয় হবে। পরের কথা পরে আছে।"

"তা হলে তোমরা দেবে না? ঠিক আছে। না দাও না দেবে। পরের জন্য তা হলে তৈরি থেকো। তবে এই কেলে কুত্তাটা আমাকে যেভাবে কামড়েছে তাতে এর মোকাবিলা আমি আগে করব।" বলে উঠে দাঁড়াতেই বাবলু বলল, "এখনই যাচ্ছ কোথায় ঘুঘু?"

"কোথায় আবার? যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "এটা কি মামার বাড়ি যে যখন খুশি আসবে, যাবে? এখন আমাদের সঙ্গে থানায় চলো। জিনিসটা আগে জমা করাই। তারপরে পুলিশবাবা যদি দয়া করে ছাড়ে তখনই যাবে।"

পুলিশের নাম শুনেই গাঁক করে উঠল লোকটি। বলল, "ওইসব আবার কেন? থানা-পুলিশ করে আমার বারোটা কি না বাজালেই নয়? পেটের দায়ে একটু-আধটু ধান্দাবাজি করি। এখন ছ'মাস কি এক বছর যদি জেলে থাকি তো আমার বউ ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাবে যে।"

ভোম্বল বলল, "তবে যে একটু আগে বললে তোমার কোনও ঠিকানা নেই, ভাগাড়ে থাক। তা বউ ছেলেমেয়েও কি তোমার সঙ্গে ভাগাড়ে থাকে?"

লোকটি রেগে বলল, "তোরা ভাগাড়ে যা না বাউন্ডুলের দল।" তারপর একটু নরম হয়ে বলল, "আমি কোঁড়ার বাগানে থাকি। আর ওই বিটলেটা থাকে তেলকলঘাটে। তা যাকগে, এটা তোমরা পুলিশকে দাও আর যাই করো, আমাকে অন্তত পালাতে দাও। মনে করো না কেন ওই বিটলেটার মতো আমিও ফসকে গেছি তোমাদের হাত থেকে।"

বাবলু বলল, "তোমাকে ছেড়ে দিতে তো আপত্তি নেই। কিন্তু যে উপায়ে তোমরা দিনের পর দিন অসতর্ক মানুষকে অসুস্থ করে তাকে সর্বস্বান্ত করছ তাতে তোমাদের শাস্তি পাওয়াই উচিত। জেলই তোমাদের উপযুক্ত জায়গা।"

"ক'জনকে জেলে ঢোকাবে ভাই? এক-আধজন নয়, হাজারখানেক লোক এই কাজ করছে এখন। চারদিকেই এই জাল। তা ছাড়া এই যে তোমাদের কুকুরটা আমাকে কামড়াল, এখন আমার কী হাল হবে বলো তো? এখনই আমাকে ডাক্তারখানায় যেতে হবে। তারপর বিনি পয়সায় ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্য ছুটতে হবে হাসপাতালে। আমি গরিব মানুষ। ঘরে বসে চিকিৎসা করানোর টাকা আমি কোথায় পাব? তাই বলি কী আমার ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে অন্তত এবারের মতো আমাকে ছেড়ে দাও।"

বাবলু বলল, "পাপ করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে। তা কী এমন ওষুধ দিচ্ছ তোমরা, যার প্রভাবে এত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে?"

"ওইসব ওষুধের নাম কি আমরা জানি রে ভাই? আসলে আমরা দু'বন্ধুতে ছেলেবেলা থেকেই চুরি, ছিনতাই, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক, এইসব করে আসছি। এখন হাওড়া স্টেশন এলাকাতেই কাজকারবার আমাদের। ওই অঞ্চলের শের হল কানকাটা মালাই। ওর আন্ডারেই কাজ করছি আমরা। ও-ই আমাদের এই বুদ্ধিটা দেয়। ওষুধও সাপ্লাই করে। আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও ও দেখে। ওকে শুধু দিনে একশো টাকা দিতে পারলেই এইসব এলাকায় যা ইচ্ছে তাই আমরা করতে পারি।"

লোকটির কথা শুনে বাবলু বলল, "ঠিক আছে। সত্যি কথা বলার জন্য এবারের মতো আমরা তোমাকে ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও কিন্তু এ কাজ কোরো না।"

"না। করব না। ওইভাবে ওষুধ খাইয়ে আর কোনও মানুষকে আমরা অসুস্থ করব না। তবে কিনা একটু-আধটু চুরি ছিনতাই না করলে আমাদের চলবে কী করে বলো? এলাকার লোকজন আমাদের এমনভাবে চেনে যে, কেউ কোনও কাজকর্ম দেওয়া দূরের কথা, আমাদের দেখলেই সতর্ক হয়ে যায়।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। তবু ধর্মকে মাথার ওপর রেখে একটু সৎভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা কোরো।"

লোকটি চলে গেলে ভোম্বল ব্রিফকেসটাকে তুলে ধরে বলল, "বাবলু, এটার ওজন কত হবে বলতে পারিস?"

বাবলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "অসম্ভব ভারী। কী আছে বল তো এতে?"

বিলু বলল, "থানায় জমা দেওয়ার আগে একবার একটু খুলে দেখলে হয় না?"

বাবলু বলল, "ক্ষতি কী? মনে হচ্ছে ধাতব কিছু আছে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই সোনার পাত বা ওই ধরনের কিছু।"

বাচ্চু বলল, "নির্ঘাত তাই। আগে তো খুলে দেখো।"

অতএব সকলেরই আগ্রহে ওটাকে খুলে দেখার ব্যবস্থা করা হল। ভোম্বল দৌড়ে বাড়ি গিয়ে একগাদা চাবি নিয়ে এসে অনেক কসরতের পর খুলতে সক্ষম হল সেটাকে। কিন্তু খুলেই ওর ভেতরে যা দেখল তা দেখেই তো চক্ষুস্থির ওদের। ওরা দেখল সোনা নেই, চাঁদি নেই, নেই কোনও মাদক দ্রব্যও। শুধু নানা ধরনের বিদেশি পিস্তল ও কার্তুজে ঠাসা ভেতরটা।

বাবলু বলল, "মাই গড।"

বাচ্চু বলল, "আর এক মুহূর্ত নয়। এখনই এটাকে থানায় জমা করে দিয়ে আসি চলো।"

বিচ্ছু বলল, "তারপরে খুঁজে বের করব ওই পাচারকারীকে। যেভাবেই হোক ধরব তাকে।"

বাবলু ব্রিফকেস হাতড়ে চারদিকে কী যেন খুঁজতে লাগল।

বিলু বলল, "কী এত দেখছিস বল তো?"

"যদি আর কোনও সূত্র পাই।"

বিচ্ছু বলল, "কী সূত্র পাবে? ঠিকানাপত্তর, এই তো? ওসব ওতে থাকবে না।"

"থাকবে না জানি। তবু—।"

হঠাৎই পাওয়া গেল একটা রোডম্যাপ। কানপুর থেকে কল্যাণপুর হয়ে বিঠুর পর্যন্ত। আরও একটি জায়গার নাম আছে, চারখারি। সেই জায়গাটা বাঁদা হয়ে মাহোবার কাছাকাছি। ম্যাপের পেছনে লাল কালির অক্ষরে একটি নামও লেখা আছে দেখা গেল, মি. এম জি ভোরা। আর কোনও সূত্র নেই। নেই কোনও ঠিকানাও।

বাবলু ম্যাপটা নিজের কাছে রেখে ব্রিফকেস এঁটে সবাইকে নিয়ে বাড়ির দিকে এল। এখন একটু চিন্তাভাবনার ব্যাপার আছে। পরে একসময় জিনিসটা থানায় জমা দিয়ে এলেই হবে। হুট করতে এখনই নয়।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া এবং একটু বিশ্রামের পর সকলে এসে জড়ো হল বাবলুদের বাড়িতে।

প্রথমেই শুরু হল ওই ব্রিফকেসের ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে জোর আলোচনা।

বিলু বলল, "ওই আগ্নেয়াস্ত্রর ব্যাপারে তুই কিছু ভাবনাচিন্তা করলি?"

"করেছি। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে প্রধান অভিযুক্তই হলেন মি. ভোরা। কেন না জিনিসগুলো ওঁর হাত দিয়েই পাচার হচ্ছিল। তবে ভোঁদড়া আর বিটলে হল অতি সাধারণ মানের চোরচোট্টা। ওরা নিছক চুরির জন্যই চুরি করেছিল।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওই কানকাটা মালাই। এখানকার যিনি মাফিয়া ডন, তিনি?"

"এক্ষেত্রে সেও কিন্তু সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তবে অস্ত্রপাচারের ব্যাপারে মনে হয় আদৌ সে জড়িত নয়। তা যদি হত তা হলে ভোঁদড়া বা বিটলে ট্রেন থেকে ব্রিফকেস চুরি করে আমাদের বাগানে এসে আশ্রয় নিত না। সরাসরি মালাইয়ের হাতেই তুলে দিত। এখন আমাদের খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে ওই মি. ভোরা কে?"

বিচ্ছু বলল, "ভোরার খোঁজ আমরা কীভাবে পাব?"

"তদন্তের পর সেটা জানা যাবে।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে থানায় গিয়ে ব্রিফকেসটা আমরা জমা দিয়ে আসি চল।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। এসব জিনিস বেশিক্ষণ কাছে রাখা ঠিক নয়।"

ওরা আর কোনওভাবেই সময় নষ্ট না করে পঞ্চু সহ যে যার স্কুটার নিয়ে রওনা হল থানার দিকে।

সবে কিছুটা পথ এসেছে হঠাৎ বড় রাস্তার দিক থেকে একটি টাটা সুমো ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে পথরোধ করল ওদের। সুমোটা এমনভাবে এসে ব্রেক কষল যে, আর একটু হলেই দুর্ঘটনা হয়ে যেত।

সুমোর ভেতর থেকে ভীষণদর্শন গোলালো মুখের দানবাকৃতি একজন বেরিয়ে এল। সেইসঙ্গে বেরিয়ে এল বিটলে নামের ভোঁদড়ার সেই সঙ্গীটি।

বিটলে ওদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই যে, এই সেই শয়তানের দল।"

দানবের গোল মুখ তখন ওলের মতো লাল হয়ে উঠল। দারুণ হিংস্র হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে ওদের দিকে।

বাবলু তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ আমি। আমি কে তা জানিস?"

বাবলু মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সে জানে না।

"আমাকে সবাই এই অঞ্চলের মাফিয়া ডন বলে জানে। আমার নাম মালাই।" বলে ঘাড় অবধি লটকানো চুলগুলো তুলে বলল, "এই দ্যাখ, আমার দুটো কানই কাটা। অনেকদিন আগে একটা মেয়ের গলার হার ও কানের দুল টেনে ছিনিয়ে নেওয়ার পর ধরা পড়ে যাই। আর তারই ফলে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে বেদম মার খাই আমি। ওরা আমাকে মেরেও শান্ত হয়নি। একটি মেয়ের কান ছিঁড়ে দেওয়ার অপরাধে ওরা আমার দুটো কানই কেটে দেয়। সেই থেকেই আমার নাম হয়ে যায় কানকাটা মালাই। লেজকাটা কুকুরের মতোই হিংস্র আমি।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। তা আমাদের ওপর এমন সুনজর পড়বার কারণটা জানতে পারি কি?"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালাইয়ের দানবের মতো চেহারাটা কাঁপতে লাগল থরথর করে। বাঘের মতো একটা হুংকার দিয়ে সে বলল, "সুনজর মানে? আমি যেদিকে তাকাই, সেদিকই শ্মশান হয়ে যায়। যার দিকে তাকাই, সর্বনাশ হয় তার। তোদেরও সর্বনাশের দিন আজ।"

বাবলুর স্কুটারে পঞ্চু ছিল। এবার সে গরগর করে উঠল রাগে।

মালাই বলল, "তোরও আজ শেষদিন রে। আমি শুধু শনির দৃষ্টি নিয়েই আসিনি। রাহুর গ্রাস নিয়েও এসেছি। তোর মোকাবিলা না করে কি যাব ভেবেছিস?" বলেই কোমরের বেল্ট খুলে সপাং করে এক ঘা মেরে দিল পঞ্চুর মুখে। কিন্তু ওরও নাম পঞ্চু। অনেক কায়দাই সে জানে। বেল্ট কামড়ে সে তখন জোরে একটা টান দিতেই বেল্ট খসে পড়ল হাত থেকে। এদিকে বেল্ট না থাকায় মালাইয়েরও প্যান্ট তখন ঢিলে হয়ে এসেছে ভুঁড়ির নীচে। কিন্তু সেই বেল্ট যে কুড়োবে, সে ক্ষমতা তার নেই। বিটলেটা সাহস করে এগিয়ে আসতেই পঞ্চু তাকে ভৌ ভৌ করে এমন তেড়ে গেল যে, পালাতে পথ পেল না সে।

ক্রুদ্ধ মালাই মুখ দিয়ে তখন বিকট একটা শব্দ বের করল, "আঁ-আঁ-আঁউ।"

অমনই গাড়ির ভেতর থেকে দারুণ তেজি দুটো অ্যালসেশিয়ান তেড়ে এল পঞ্চুর দিকে।

বাবলু চিৎকার করে বলল, "পঞ্চু রান! রান অ্যাওয়ে। হাইড! কভার! সেভ! রান—।"

এই প্রথম ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল পঞ্চু। ও বাঘকে যত না ভয় পায় তার চেয়েও বেশি ভয় পায় ওর চেয়েও শক্তিমান ওর স্বজাতিদের। কিন্তু পঞ্চু আক্রমণ যেমন করতে পারে তেমনই আত্মরক্ষাও করতে জানে। তাই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই ও একটা লাফ দিয়ে একজনদের ভাঙা পাঁচিল টপকে একেবারেই হাওয়া।

মালাই হেসে বলল, "এই নেড়ি কুত্তাটা নাকি বাঘের চেয়েও ভয়ংকর! এই তার নমুনা? এখন আমার এই হিংস্র কুকুরগুলো যদি তোদের সবাইকে ছিঁড়ে খায় তা হলে তোদের এখন বাঁচাবে কে?"

বাবলুর মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। বলল, "কে আর বাঁচাবে? কেউ না।"

মালাই বলল, "ভয় নেই। আমার এই হ্যাংরি ডুয়েলরা পলাতক ভীরুদের কামড়ায় না। ভয় দেখায়। যাক, এখন ভালয় ভালয় ব্রিফকেসটা আমাকে দিয়ে দে। ভ্যানিশ একটু আগেই আমাকে ফোনে বলেছে ও জিনিস কোনওরকমেই যেন পুলিশের হাতে না পৌঁছোয়।"

বাবলু বলল, "ভ্যানিশ কে?"

"তা জেনে তোর লাভ? ভ্যানিশের কড়া নির্দেশ, আমার এলাকার ব্যাপার যখন, তখন আমারই দলের কারও না কারও হাতে পড়েছে ওটা। তাই যেভাবেই হোক ওটাকে উদ্ধার করতেই হবে। ভ্যানিশের নির্দেশ পেয়ে আমি যখন ভাবছি কী করব, ঠিক তখনই এই ব্যাটা বিটলেটা এসে হাজির। ওর মুখেই তোদের ব্যাপারস্যাপার সব শুনলাম।"

বাবলু বুঝল এই মুহূর্তে জিনিসটা ওর হাতে তুলে না দেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। তার কারণ, প্রথমত, ওর কাছে পিস্তল নেই। দ্বিতীয়ত, পঞ্চুও নেই ধারেকাছে। থাকলেও সে অপারগ। এদিকে দু'-দুটো

হিংস্র অ্যালসেশিয়ান ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অতএব...।

বাবলু আড়চোখে একবার বিলুর দিকে তাকাতেই বিলু ইশারায় বলল, "দিয়ে দে।"

অতএব বাধ্য হয়েই হার মেনে ব্রিফকেসটা মালাইয়ের হাতে তুলে দিল বাবলু।

বিটলেটা তখন দারুণ খুশি হয়ে অ্যালসেশিয়ানদুটোকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে মালাই গাড়িতে উঠতে যাবে অমনই কোথা থেকে যেন বাঘের মতো গর্জন করে মালাইয়ের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল পঞ্চু।

পঞ্চুর আক্রমণে দিশেহারা মালাই কামড়ের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

অ্যালসেশিয়ানদুটোও তখন আবার 'আঁউ আঁউ' করে পঞ্চুকে আক্রমণ করবে বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে তেড়ে এসেছে। কিন্তু যেই না আসা অমনই বিলু আর ভোম্বল ওদের স্কুটার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে দুটোর ওপর। চাকায় পিষ্ট হয়ে সে দুটোর তখন সে কী ছটফটানি। তাদের আর্তনাদে ভরে উঠল চারদিক।

সুযোগ পেয়ে বাবলু মালাইয়ের হাত থেকে ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "গুন্ডামি মস্তানি যার সঙ্গে যা ইচ্ছে করো, আমাদের পেছনে লাগতে এসো না।" বলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এর ভেতরে কী আছে তা নিশ্চয়ই জানা নেই? জানলে ওই ভ্যানিশের হয়ে কাজ করবার প্রবৃত্তিও হত না হয়তো।"

"জানি, জানি। সব জেনে বুঝেই কাজ করি আমরা। টাকার জন্য আর ক্ষমতা রক্ষার জন্য আমরা পারি না এমন কোনও কাজ নেই।"

বাবলু ব্রিফকেসটা বাচ্চু-বিচ্ছুর হাতে দিয়ে বলল, "বাঃ বন্ধু! বাঃ! তা হলে অর্থ আর ক্ষমতার লোভে ওই ভ্যানিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশটাকেই একদিন শেষ করে দেবে তোমরা।"

"হ্যাঁ। দিয়ে আমরাও ভ্যানিশ হয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আবার তা হলে কোনও না কোনও সময় দেখা হবে।" বলে পঞ্চুকে বলল, "ছেড়ে দে পঞ্চু। অসহায় দুর্বল মানুষকে বেশি কষ্ট দিস না। ওকে যেতে দে।"

পঞ্চু এতক্ষণ মালাইকে দারুণভাবে কবজা করে রেখেছিল। এবার বাবলুর নির্দেশ পেয়ে ছেড়ে দিতেই মালাই বিটলের সাহায্যে ওর মৃতপ্রায় কুকুরদুটোকে গাড়িতে উঠিয়ে উধাও হয়ে গেল।

চারদিক তখন লোকে লোকারণ্য।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভিড় এড়িয়ে ব্রিফকেস নিয়ে কোনওরকমে থানায় পৌঁছোল। একেবারে ও সি-র ঘরে গিয়ে ব্রিফকেসটা তাঁর টেবিলের ওপর রাখতেই ও সি সবিস্ময়ে বললেন, "এটা কী!"

বাবলু বলল, "খুলে দেখুন।"

লক তো ভাঙাই ছিল। তাই খুলতে অসুবিধে হল না। ও সি ব্রিফকেস খুলেই অবাক, "স্ট্রেঞ্জ! কোথায় পেলে এগুলো?"

বাবলু তখন সব বলল।

ও সি রিভলভার ও কার্তুজগুলোকে দেখে বললেন, "সবই বাইরের দেশের জিনিসপত্র। এবং অত্যাধুনিক। তা ভ্যানিশ না কী যেন নাম বললে, এ নাম তো কখনও শুনিনি। কে সে?"

ইনস্পেক্টর গৌরব দত্ত শুনতে পেয়ে বললেন, "ভ্যানিশ হল একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। লোকটা আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে জড়িত। মুম্বই পুলিশের তাড়া খেয়ে সম্প্রতি এইখানে এসে জুটেছে। কলকাতার রিপন স্ট্রিট অঞ্চলে ওর প্রভাব বেশি। সেদিন একটা কাজে হাঙ্গার ফোর্ট স্ট্রিটে গিয়ে ও সি ভিজিলেন্সের মুখে ওর কথা শুনছিলাম।"

ও সি বললেন, "লোকটার ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে থাকুন আর কড়া নজর রাখুন মালাইয়ের দিকে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের দায়িত্ব পালন করে থানা থেকে বিদায় নিল।

থানা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই ওরা যে যার বাড়িতে গিয়ে স্কুটারগুলোকে রেখে এল। তারপর বাবলুর নির্দেশমতো সবাই গিয়ে জুটল মিত্তিরদের বাগানে।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে কী আদরটাই না করল। করবে নাই বা কেন? আজকের ব্যাপারে পঞ্চুর কৃতিত্ব কি কম? ও না থাকলে মালাইয়ের গ্রাস থেকে ব্রিফকেসটাকে কিছুতেই উদ্ধার করা যেত না। এমনকী উপযুক্ত শিক্ষাও দেওয়া যেত না ওকে।

বাবলু বলল, "সত্যি, পঞ্চু যে আমাদের কী উপকার করল তা কী বলব?"

বিলু বলল, "ও যে পালিয়ে গিয়েও নজর রাখবে আমাদের দিকে, তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি। এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে...।"

ভোম্বল বলল, "এর আগেও পঞ্চু অনেকবার এইভাবে অনেককে আক্রমণ করেছে। এই কায়দাটা ওর নতুন নয়। কাজেই আমি কিন্তু একটুও চমকাইনি। তবুও ওর বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করতেই হয়।"

বাবলু নিজেও পঞ্চুর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। পঞ্চু দু'চোখ বুজে এমনই শান্ত হওয়ার ভাব দেখাল যে, কে বলবে একটু আগেই ও দারুণ মারাত্মক হয়ে উঠেছিল।

বিলু বলল, "এখন বল কীভাবে কী করবি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের সামনে এখন তিনটি কাজ।"

"কীরকম!"

"প্রথম কাজ হল, মি. ভোবার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। যেভাবেই হোক লোকটিকে খুঁজে বের করতেই হবে। দ্বিতীয় কাজ হল, ভ্যানিশের সন্ধান পাওয়া। তৃতীয় কাজ যেটা, সেটা হল মালাইয়ের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকা। কেন না পঞ্চুর কামড়ের জ্বালা একটু কমলেই ও বদলা নেবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তবে কিনা দেরি হবে। কেন না পঞ্চু ওর ঘাড়ে কামড়েছে তো। তাই ভুগতে হবে অনেকদিন। উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে ও।"

বাচ্চু বলল, "ভোবার ব্যাপারে এখন তা হলে খোঁজ নেবে কোথায়?"

বিচ্ছু বলল, "কোথায় আবার? হাওড়া স্টেশনে গেলেই তো জানা যাবে ওঁর ব্যাপারে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ডি এস অফিসে খোঁজ নিলে কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাবেই। যদি লোকটাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। ওঁর মুখ থেকেই কায়দা করে সব জেনে নেব। না হলে অবশ্য বেগ পেতে হবে একটু।"

বিলু বলল, "কখন যাবি?"

"এখনই।"

ওরা তৈরিই ছিল। তাই বাগানে আর বসে না থেকে পঞ্চুকে বাড়িতে রেখে মল্লিকফটকে এসে বাস ধরে সোজা হাওড়া স্টেশনে। বিলু গিয়ে সর্বাগ্রে পাঁচটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে নিয়ে এল। তারপর রেলের কুলিদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানল সকালের যোধপুর এক্সপ্রেস আজ বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিল। এবং অসুস্থ ওই ভদ্রলোককে ভর্তিও করা হয়েছে হাসপাতালে। পরের খবর ওরা কেউ জানে না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার সোজা গিয়ে হাজির হল ডি এস অফিসে। সেখানকার একজন প্রবীণ কর্মচারী বারীনবাবু ওদের বক্তব্য বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, "শোনো তবে। ওই ভদ্রলোকের নাম অলকনাথ শর্মা। ওঁর পকেট থেকে একটি ঠিকানা লেখা কার্ড আমরা পেয়েছি। তারই সূত্র ধরে জেনেছি ওঁর নাম। উনি কানপুর থেকে আসছিলেন। রেলের রিজার্ভেশন চার্টেও এই নামই ছিল ওঁর। জিনিসপত্র কিছুই ছিল না। সঙ্গে মানিব্যাগে তিন হাজার টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা ছিল। আমরা ভদ্রলোককে সুস্থ করে তোলার জন্য কর্তব্যবোধে তখনই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ভদ্রলোক সুস্থ হওয়ার পরই পুলিশি তদন্তের আগে রহস্যজনকভাবে হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে যান।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! কেউ ওঁকে গুম করেনি তো?"

"না। উনি বাথরুমে যাওয়ার নাম করে নিজেই কেটে পড়েন।"

বাবলু হেসে বলল, "বুদ্ধিমান লোক।" তারপর বলল, "আমাদের পরিচয় তো আপনাকে দিয়েছি। তা ওঁর ব্যাপারে আমরা একটু গোপন তদন্ত করতে চাই। সেজন্য যদি ওঁর ঠিকানা লেখা কার্ডটা আমাদের দেন তো দারুণ উপকার হয়। কোনও একটি ব্যাপারে ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা ছিল আমাদের।"

বারীনবাবু বললেন, "শোনো, তোমাদের সততার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ওঁর মানিব্যাগের টাকা, ঠিকানা লেখা কার্ড সবই এখন রেলপুলিশের হেফাজতে। তোমরা একটু বোসো, আমি সবকিছুই আনিয়ে দিচ্ছি।"

বাবলু বলল, "সবকিছু নিয়ে কী করব? শুধু কার্ডটা আমাদের চাই। ওটা পেলেই কাজ হাসিল হবে আমাদের। এইরকম অবস্থায় যিনি পালিয়ে যান, তিনি যে মোটেই সোজা রাস্তার লোক নন তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? আমরা শুধু ওঁর সন্ধানটা পেতে চাই। কারণ ভদ্রলোক একটি অস্ত্র পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত আছেন।"

"বলো কী!"

"সেইজন্যই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়েছেন উনি।"

বারীনবাবুর চেষ্টাতে শুধু ঠিকানা লেখা কার্ডই নয়, কানপুর থেকে মন্ধনা পর্যন্ত রেলের একটি মান্থলি টিকিটও পাওয়া গেল। আর তাতেই পাওয়া গেল রেলের আইডেনটিটি কার্ডে ভদ্রলোকের একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও।

ওরা বারীনবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডি এস অফিস থেকে বেরিয়ে হাওড়া জেনারেল হসপিটালের দিকে চলল। যেতে যেতে বিলু বলল, "এই লোক যদি অলকনাথ হন, মি. ভোরা তা হলে কে?"

বাবলু বলল, "বোঝাই যাচ্ছে এই চক্রে অনেকেই জড়িত। এমনও হতে পারে জিনিসটা মি. ভোরা নামের কারও কাছ থেকেই আসছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই সমর্থন কবল বাবলুর কথাটা।

বাচ্চু বলল, "তোমার যুক্তিই ঠিক। যার জন্য ঠিকানাবিহীন কাগজে একটি নাম ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে ওই রোডম্যাপটা?"

বিচ্ছু বলল, "ওই রোডম্যাপের মধ্য দিয়েই হয়তো ওঁদের অপকর্মের সীমানাটা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।"

বাবলু বলল, "ঠিক তাই। ওই অলকনাথের সন্ধানে যদি আমাদের কানপুরে যেতেই হয়, তা হলে ওদের প্রত্যেকটি ঘাঁটিকে খুঁজে খুঁজে বেব করব। প্রয়োজনে পুলিশ নয়, সেনাবাহিনীর লোকেদের সাহায্য নেব আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "তবে কানপুরে যাওয়ার আগে ভ্যানিশের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একটু করে যেতেই হবে। কেন না অস্ত্রগুলো ওর ওখানেই যাচ্ছিল তো?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

কথা বলতে বলতেই একসময় ওরা এসে হাজির হল হাওড়া জেনারেল হসপিটালের সামনে। সেখানে ইমার্জেন্সিতে ঢুকতেই ডাক্তার জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডা. চৌধুরী ওদের চিনতেন। বললেন, "কী ব্যাপার! তোমরা এখানে? কার কী হল?"

বাবলু বলল, "কারও কিছুই হয়নি ডাক্তারবাবু। আমরা এসেছি এমন একজনের খোঁজে, যিনি...।"

"সন্দেহজনকভাবে পলাতক।"

"আপনি কী করে জানলেন?"

"তোমাদের দেখেই অনুমান করলাম। রহস্যের গন্ধ না পেলে তো কোথাও যাও না তোমরা। তা কী ব্যাপার বলো?"

বাবলু তখন ওর অনুসন্ধানের কথা জানাতেই ডাক্তারবাবু বললেন, "এই ব্যাপারে একজনই তোমাদের সাহায্য করতে পারে। সে হল বাবুলাল। সাতশো আটের ড্রাইভার।" বলে ওঁর একজনকে বললেন, "এই দেখো তো, বাবুলাল বাইরে আছে কিনা।"

জনৈক নার্স বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, "হ্যাঁ, আছে। চা খাচ্ছে। বলল, একটু পরেই যাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "বাবুলাল আমাদের কী বলবে?"

"ও এলে ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

একটু পরেই বাবুলাল আসতে ডাক্তারবাবু বললেন, "সেই কেস। পারলে ওদের একটু হেল্প করো বাবুলাল।"

বাবুলাল বলল, "সকালের ওই ব্যাপারটা?"

বাবলু বলল, "ওই পলাতক লোকটির ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?"

"কিছুমাত্র না। আজ যখন বেলায় লোকটিকে নিয়ে হইচই, তখনই বুঝতে পারলাম কাকে আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছি। তখন আমিই ডাক্তারবাবুকে বললাম, 'আজ সকালে একজন লোককে আমি রিপন লেনের একটি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। আপনারা কি তারই খোঁজ করছেন?' ডাক্তারবাবু লোকটির চেহারার বর্ণনা দিতেই বুঝতে পারলাম, যাঁকে আমি নিয়ে গেছি এখান থেকে, তাঁর ব্যাপারেই হইচই চলছে। তবে এ কথা আমি কাউকে বলিনি, বারেবারে পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে।"

বাবলু বলল, "আপনি কি পারেন আমাদের নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ওই বাড়িটি চিনিয়ে দিয়ে আসতে?"

"অবশ্যই পারি। এসো তবে আমার গাড়িতে।"

বাবুলালের একটি নিজস্ব ভাড়া-খাটা ট্যাক্সি আছে। সেই ট্যাক্সি নিয়ে সে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাসপাতালের সামনেই অপেক্ষা করে যাত্রীর আশায়। রোগী বা তাদের আত্মীয়স্বজনরা হাসপাতালের গেটের কাছে এসেই পেয়ে যায় বাবুলালকে। বাবুলালও একের পর এক যাত্রী পরিবহন করে ওর ব্যবসা চালায়। এখানে ওকে কোনও সময়ই বসে থাকতে হয় না। আজ সকালে অলকনাথও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওকেই পেয়ে যান। তারপর ওর ট্যাক্সিতেই চলে যান রিপন স্ট্রিটের কাছে রিপন লেনে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ট্যাক্সিতে উঠলে বাবুলালও ওদের নিয়ে এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য বাবলু অলকনাথের পাসপোর্ট ফোটোটি বাবুলালকে দেখাতেই বাবুলাল বলল, "হ্যাঁ, এই লোকই।"

যেতে যেতে নিজেদের মধ্যেই ওই ব্যাপারে নানারকম আলোচনা করতে লাগল ওরা। তবে বেশ চাপা গলায়।

বাবলু বলল, "রিপন লেনে যখন গেছে তখন কোথায় কার কাছে গেছে তোরা কিছু বুঝতে পেরেছিস?"

বিলু বলল, "অর্থাৎ ভ্যানিশের ডেরাতেই।"

"তার মানে অলকনাথের সন্ধানে এসে ভ্যানিশের আস্তানাটাও আমাদের জানা হয়ে গেল। অলকনাথকে কোনওরকমে কবজা করতে পারলে ভ্যানিশের ব্যাপারে সবকিছুই জানা হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু ধরো, ওদের কাউকেই যদি না পাই?"

বাচ্চু বলল, "ভ্যানিশের দেখা না পেলেও অলকনাথকে পাবই। আজই সকালে ট্রেন থেকে নেমে আজই চলে যাবে না নিশ্চয়ই।"

দেখতে দেখতে ওয়েলিংটন পেরিয়ে ওরা রিপন স্ট্রিটের মুখে চলে এল। এইখানেই একজায়গায় ট্যাক্সি রেখে বাবুলাল একটি গলির ভেতর দোতলা একটি বাড়ি চিনিয়ে দিল ওদের।

বাবলু বলল, "আপনার ট্যাক্সিভাড়া কত দিতে হবে?"

"পঞ্চাশ টাকা।"

বাবলু টাকাটা বাবুলালের হাতে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, এইবার একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। আমরা যেটুকু জানি, অলকনাথ যখন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসেন তখন ওঁর কাছে কোনও টাকাপয়সা ছিল না। তা উনি ট্যাক্সির ফেয়ার দিলেন কী করে?"

"টাকা পেতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। টাকাটা অন্য একজনের কাছ থেকে চেয়ে উনি দিয়েছিলেন।"

বাবুলালকে বিদায় দিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা গলির মুখে এসে একটি চায়ের দোকানে বসল চা খেতে। এই পাড়ার বাসিন্দারা অধিকাংশই মুসলমান এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। চিনাও কিছু কিছু আছেন।

ওরা দোকানের ভেতরে ঢুকে এককোণে সকলের জায়গা করে নিয়ে টোস্ট ও চায়ের অর্ডার দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল কীভাবে ওই বাড়ির ভেতর ঢোকা যায়।

বাবলু বলল, "এই সময় পঞ্চুটা কাছে থাকলে কী ভাল যে হত। এইরকম বিপজ্জনক জায়গায় খুবই প্রয়োজন ছিল ওর।"

বিলু বলল, "কে জানত এত তাড়াতাড়ি অপ্রত্যাশিতভাবে এদের সন্ধান পেয়ে যাব বলে।"

ভোম্বল বলল, "একটা কাজ কিন্তু করা যায়। এখনই একটা অন্য ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি গিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে আসা যায়।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। পিস্তলটা যথাস্থানেই আছে আমার। প্রয়োজনে কাজে লাগাব।"

একটু পরেই চা টোস্ট এল। খেতে খেতে বিলু বলল, "সবই তো হল। এখন ওই বাড়ির ভেতরে কী করে ঢোকা যায় বল? এ যা এলাকা তাতে ধরা পড়লে কিন্তু মেরে লাশ বানিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "আমিও সেই কথাই ভাবছি। তবে কিনা সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। তারপরই বুঝেশুনে যা করবার করব।"

বিচ্ছু বলল, "আমি কিন্তু বাড়িটার নম্বর নোট করে নিয়েছি।"

এমন সময় হঠাৎই লোডশেডিং হয়ে গেল। চা-ওয়ালা বাবর খান রেগে খুব খারাপ ভাষায় একটা গালাগালি দিয়ে বাতি জ্বেলে বাবলুদের কাছে এসে বলল, "একটা করে ডিমের ওমলেট তৈরি করে দেব? দেশি মুরগির ডিম আছে আমার।"

"বেশ তো, দিন না।" তারপর বলল, "এই লোডশেডিং কতক্ষণ চলবে?"

"কম সে কম এক ঘণ্টা। দিনের পর দিন এই চলছে কিন্তু কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভোটের সময় হলেই শুধু ভোট দাও, আর ভোট দাও। তা তোমরা এখানে ওস্তাদজির কাছে এসেছ নিশ্চয়? উনি এখনও রেডিয়ো স্টেশন থেকে ফেরেননি। এইবার সময় হয়েছে। ওঁর তবলা লহরা আমি একবারই শুনেছিলাম পার্ক সার্কাসের এক সংগীতানুষ্ঠানে। ওইরকম আর কখনও শুনিনি। কত ছাত্রছাত্রী ওঁর।" বলে ওমলেট বানাতে চলে গেল।

বাবলু হেঁকে বলল, "ডবল ডিমের ওমলেট করবেন কিন্তু।"

"ঠিক আছে। বোসো তোমরা।"

বাবুল চাপা গলায় বলল, "ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। প্রথমত, লোডশেডিং হয়ে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাজ করবার সুবিধে হবে। দ্বিতীয়ত, এ পাড়ায় আসার একটা হেতুও খুঁজে পাওয়া গেল। তার কারণ, বিখ্যাত কোনও তবলিয়া থাকেন এখানে। তারও ওপর এই চা-দোকানের মালিক আমাদের পরিচিত হয়ে গেলেন।"

বিলু বলল, "এখন ভালয় ভালয় কার্যোদ্ধার হলেই বাঁচি! ভ্যানিশের দর্শন যদি সত্যিই পাই তা হলে ওকে নজরে রেখে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থানায় ফোন করে জানিয়ে দেব ব্যাপারটা।"

একটু পরে ওমলেট এলে আরও এক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিল ওরা। তারপর দোকানের বিল মিটিয়ে সাহসে বুক বেঁধে গলির মুখে এসে দাঁড়াল।

সেখানে একটি স্টেশনারি দোকান থেকে ব্যাটারি সমেত একটি টর্চও কিনে নিল বাবলু। তারপর সবাইকে নিয়ে পা টিপে টিপে সেই চিহ্নিত বাড়িটির দোতলায় উঠে এল বাইরের খোলা সিঁড়িটি বেয়ে।

ওপরে উঠে সামনেই যে দরজাটি ছিল তাইতে আঙুলের টোকা দিল টক টক টক।

দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনিই অলকনাথ। ঘরের ভেতর একটা বাতি জ্বলছিল, তারই আলোয় তাঁকে চিনতে পারল ওরা।

অলকনাথ দরজা খুলেই বললেন, "কিসকো মাংতা?"

বাবলু বলল, "আপনিই কি অলকনাথ শর্মা?"

"ম্যায় হুঁ। তোমরা কি বাঙালি?"

"জি হাঁ।"

"ক্যা মতলব?"

"মতলব অন্য কিছু নয়। যোধপুর এক্সপ্রেস থেকে আপনার যে ব্রিফকেসটি খোয়া যায় সেটি এখন আমাদের কাছে।"

"তোমরা কারা? তোমাদের কাছে ওগুলো কী করে গেল?"

"যারা সেটি চুরি করেছিল তারাই পুলিশের তাড়া খেয়ে আমাদের বাগানে ফেলে গেছে। আমরা ব্রিফকেসটি থানায় জমা দিতে গিয়েও দিইনি। খুলে দেখেছি তার মধ্যে কতকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র আছে। তাই ভাবলাম, এগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে না পারলে হয়তো আপনার জীবনই বিপন্ন হয়ে যাবে। সেই কারণেই আপনার ব্যাপারে খোঁজখবর নিই। তাতেই জানতে পারলাম আজ সকালে হাওড়া স্টেশনে অসুস্থ হয়ে আপনি হাসপাতালে ভর্তি হন।"

"এবং একটু সুস্থ হতেই কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে আসি।"

"কিন্তু কেন?"

"না হলে পুলিশ আমার জীবন বরবাদ করে দিত। কিন্তু এখনও আমি নিরাপদ নই। মাই লাইফ ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার। বিঠুর থেকে মি. ভোরা ওই ব্রিফকেসটা আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন জন হেন্ডরিক-এর কাছে। অথচ আমি সেটা খুইয়ে বসলাম। এর ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে।"

বাবলু বলল, "জন হেন্ডরিক কে?"
অলকনাথ ওদের সবাইকে ঘরে বসিয়ে দরজায় খিল দিয়ে বললেন, "ভ্যানিশ নামেই যে কিনা পরিচিত।"
"সে এখন কোথায়?"
"ওই ব্রিফকেসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে চারদিক তোলপাড় করছে।"
"কিন্তু ওর চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়?"
"তা হলে আজকেই আমার জীবন শেষ। কেন না লোকটা যেমন ডেঞ্জারাস তেমনই হিংস্র। আর অসীম শক্তিধর। যতবার পুলিশের মুখোমুখি হয়েছে ততবারই যেন এক অলৌকিক উপায়ে উধাও হয়ে গেছে।"
"আপনি এদের দলে কতদিন আছেন?"
"তা দু' বছর তো হয়েই গেল। কানপুরে যে কারখানার আমি সুপাবভাইজার ছিলাম সেটি লক আউট হয়ে গেলে ভুখা মরবার উপক্রম হল আমার। তখনই মি. ভোরার পাল্লায় পড়ে এই কাজ করতে লাগলাম আমি। এই কাজে জীবনের ঝুঁকি আছে বটে তবে কিনা রুপিয়াও আছে।"
"কীরকম টাকা পান আপনি এতে?"
"কম সে কম দশ হাজার।"
"বলেন কী! সে তো অনেক টাকা।"
"হ্যাঁ। রুপিয়া এরা দেয়। কিন্তু কাজ কামে কিছু গড়বড় হলেই জিন্দগিও বরবাদ করে দেয় এরা। কুছদিন পহলে রাহুল নামে এক আদমিকো লাথ মারকে রানিং ট্রেন সে নিকাল দিয়া এ লোগ। এখন যদি তোমরা ওই জিনিসটা আমাকে ফিরিয়ে দাও তবেই আমি বাঁচতে পারি এদের হাত থেকে।"
বাবলু বলল, "ওই জিনিস পেতে গেলে আপনাকে তো আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।"
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা বুঝতে পাবল না বাবলু কেন অলকনাথকে মিথ্যে বলছে। ওগুলো তো থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে অনেক আগেই জমা দিয়েছে ওবা। তাই ওরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাবলুর দিকে তাকাল।
অলকনাথ বললেন, "তোমাদের মকান কতদূরে আছে?"
"আমাদের বাড়ি হাওড়ায়।"
"ম্যায় যাউঙ্গা।"
এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।
ভয়ে নীল হয়ে গেলেন অলকনাথ। বললেন, "ভ্যানিশ। অব ম্যায় ক্যা করুঁ?"
ভয় পাণ্ডব গোয়েন্দারাও কম পেল না। এখন কী যে করবে ওরা, কোথায় লুকোবে, কিছুই ভেবে পেল না।
অলকনাথ তবুও বুদ্ধি করে ওদের সবাইকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন।
দরজায় শব্দ হল টক টক টক।
অলকনাথ দরজা খুলতেই ভেতরে ঢুকল ভ্যানিশ। সঙ্গে গুন্ডা ধরনের দু'জন লোক।
পাণ্ডব গোয়েন্দারা দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল ভ্যানিশের চেহারাটা। লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে বাতিব আলোয় ভ্যানিশকে পুরোপুবি দেখা না গেলেও যেটুকু দেখা গেল তাতেই বুঝল পাকা শয়তানের চেহারা একটা।
ভ্যানিশ ঘরে ঢুকেই শিকারি কুকুরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘ্রাণে কিছু যেন অনুভব করে বলল, "কৌন আয়া থা?"
অলকনাথ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "কেউ না তো।"
ভ্যানিশ শয়তানের হাসি হেসে বলল, "ঝুট মাত বোলো। য়্যু, য়্যু লায়ার। আই স্মেল। সামওয়ান দেয়ার।"
অলকনাথ বললেন, "আমি এখানে একা ছিলাম। একাই আছি।"
"এবং একাই থাকবে। বিকজ উই লেফ্‌ট দি প্লেস টু নাইট। আমরা যাব, কিন্তু তুমি যাবে না। এই ঘরের মধ্যে পচে গলে গন্ধ ছড়াবে তুমি।"
অলকনাথ ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিঁউ?"
ভ্যানিশের একজন লোক বলল, "কেন 'জানতে চাও? শুধুমাত্র তোমারই কারণে, একটু ভুলের জন্য আমরা আবার নতুন করে শয়তানের চোখে পড়ে গেলাম। আর জিনিসগুলোও হাতছাড়া হয়ে গেল। ওই ব্রিফকেসের মধ্যে আর্মস ছাড়াও প্রায় লাখ লাখ টাকার হিরে লুকোনো ছিল। সব পুলিশের হাতে পড়ে গেছে। ফলে পুলিশ এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের।"

অন্য সঙ্গী বলল, "কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, ভ্যানিশই যে এই চক্রের নায়ক, পুলিশ সে কথা জানল কী করে?"

"যেভাবেই জেনে থাকুক অলকনাথবাবুকে ওঁর হিসাবনিকাশ কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে।"

অলকনাথ কেঁদে ফেললেন এবার। বললেন, এইবারের মতো আমাকে ক্ষমা করো ভ্যানিশ। ম্যায় মাফি মাংতা হুঁ। নেহি তো মেরা পরিবার ভুখা মর যায়েগা।"

"অনেকের অনেক পরিবারই ভুখা মরে যায় অলকনাথ। তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।"

"মৃত্যু ছাড়া কি আমাকে অন্য কোনওভাবে শাস্তি দেওয়া যায় না?"

ভ্যানিশ বলল, "নো নো নো।" তারপর কী যেন ভেবে বলল, "ইয়েস। ডেথ। ডিসাইড পানিশমেন্ট।" বলেই দারুণ উন্মত্ত হয়ে সঙ্গীদের বলল, "কিল। ফায়ার, ফায়ার।"

আর চুপ করে থাকা যায় না। ভ্যানিশের নির্দেশে ওর এক সঙ্গী অলকনাথের দিকে রিভলভার তাগ করতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, টিসুম।

আর্ত চিৎকার করে লোকটি ছিটকে পড়ল দরজার কাছে। গুলিটা ওর কাঁধে লেগেছে।

ততক্ষণে ভ্যানিশের গুলিও বিদ্ধ হয়েছে অলকনাথের বুকে। একটা নয়, দুটো গুলি।

বাবলু আবার গুলি চালাবার আগে দেখল ওরা সবাই হাওয়া।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর লুকিয়ে না থেকে বাথরুম থেকে বেরিয়েই ছুটে গেল বারান্দার কাছে। কিন্তু সেখান থেকেই অন্ধকারে নীচের দিকে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না আর। বাবলুর হাতে টর্চ ছিল। টর্চের আলোতেও চোখে পড়ল না কেউ।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল অলকনাথের ওপর।

সেই মুহূর্তে আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর।

অলকনাথ তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বাচ্চু-বিচ্ছু ওঁর মুখে জল দিলে উনি অতিকষ্টে বললেন, "ব্রিফকেসটা কি সত্যিই পুলিশের হাতে পড়েছে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমরাই তুলে দিয়েছি। কিন্তু আপনাকেও আমরা এই দলের একজন মনে করে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। বলে চেষ্টা করেছিলাম আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে।"

"তাতে লাভ কী হত তোমাদের?"

"মোচড় দিয়ে দলের অনেক গোপন তথ্য জেনে নিতাম।"

অলকনাথ হাসলেন। বললেন, "অত্যন্ত বুদ্ধিমান তোমরা।"

বাবলু বলল, "পারলে আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনার কথা শুনে যখনই বুঝলাম আদৌ আপনি চক্রের লোক নন তখনই মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। তাই ঠিক করেছিলাম আপনাকে যেভাবেই হোক এদের খপ্পর থেকে বের করে নিয়ে যাব।"

"তাতেও আমার জীবনকে রক্ষা করতে পারতে না তোমরা। ভ্যানিশের দৃষ্টি এমনই প্রখর যে, আমি পাতালে গিয়ে লুকোলে ও সেখানে গিয়েও মেরে আসত আমাকে।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা থাক। এখন বলুন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? হাসপাতাল, নার্সিংহোম, কোথায় নিয়ে যাব আপনাকে?"

অলকনাথ হেসে বললেন, "কোথাও নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমার মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছে গুলিটা। যদি তোমরা পারো আমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে আমার ব্যাপারে জানিয়ে দিয়ো। আমার লেড়কা মোহন কনৌজে পড়াশোনা করছে আর লেড়কি মালতী আছে ওর মায়ের কাছে মন্ধনাতে। ওদের বোলো ওরা যেন একটু সাবধানে থাকে। কেন না মি. ভোরা হয়তো রাগের বশে ওদেরও কোনও ক্ষতি করতে পারে।"

বাবলু বলল, "কথা দিলাম। ভ্যানিশ নাগালের বাইরে চলে গেলেও মি. ভোরাকে আমরা ছাড়ব না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন এলাকার অনেক লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসেছে সেখানে। কিন্তু নিয়ে এলে কী হবে? ওঁর তখন শেষ অবস্থা। সকলের চোখের সামনেই একটু একটু করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন উনি। বিঠুরের অলকনাথ শর্মার নশ্বর দেহ নিষ্ঠুর ঘাতকের গুলিতেই নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর প্রতি করুণায় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সবার চোখই ভরে উঠল জলে।

•

সে রাতে বাড়ি ফিরে ভাল করে ঘুমোতে পারল না কেউ। পরদিন সকালে কোনওরকমে জলযোগ পর্বটা

সেরেই পঞ্চুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানে এসে জুটল সকলে।

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য দ্যাখ, আমরা যেখানে যাই পঞ্চু সেখানেই আমাদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু কাল ও না থাকায় কী দারুণ ক্ষতি যে হয়ে গেল আমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "ক্ষতি মানে? অপূরণীয় ক্ষতি। ও থাকলে ভ্যানিশের সাধ্য ছিল কাল আমাদের চোখের সামনে দিয়ে পালায়?"

ভোম্বল বলল, "এইজন্যই বলে হরি যাকে রাখেন। এর দ্বারাই বোঝা গেল সময়বিশেষে ভগবান শয়তানকেও রক্ষা করেন। অথচ অলকনাথের ব্যাপারটা দ্যাখ, মরণ ঘনিয়ে আসার জন্য ট্রেনের ওই অবস্থার পর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েও বাঁচলেন না। ভ্যানিশের গুলিতে ফিনিশ ওঁকে হতেই হল।"

বাচ্চু বলল, "ভবিতব্যকে মানতেই হবে।"

বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজই হল কানপুরে গিয়ে অলকনাথের পরিবারের সঙ্গে দেখা করা। তারপর সংঘাতে নামা মি. ভোরার সঙ্গে। থানাপুলিশ করে ওখানে কোনও কাজই হবে না।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। ওখানেও ওদের সব লাইন করা আছে। তবে কিনা যাওয়ার আগে এখানকার পুলিশকে জানিয়েই যাব আমরা।"

বাচ্চু বলল, "আমার তো মনে হয় ভোরা ভ্যানিশেব চেয়েও সাংঘাতিক।"

বাবলু বলল, "আমারও তাই ধারণা। শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় ওখানে গেলে হয়তো এক ঢিলে দুই পাখিই মারা যাবে।"

বিলু বলল, "কীরকম!"

"ভ্যানিশ এখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবে ওখানেই। কাল রাতেই হয়তো কেটে পড়েছে ও। তাই ভাবছি, একটুও দেরি না করে আজই আমরা পাড়ি দেব কানপুরের দিকে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ বিনা রিজার্ভেশনে?"

"তা ছাড়া উপায় কী বল?"

"আমি রাজি।"

এমন সময় সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে একটি ছেলে ঝড়ের বেগে ওদের সামনে এসে হাজির হল। এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "এই যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোথায় থাক তোমরা? বাড়ি গিয়ে দেখা পাই না। এখনই একবার থানায় এসো, সাহেব ডেকেছেন তোমাদের।"

সাহেব অর্থাৎ ও সি। ছেলেটি নতুন জয়েন করেছে পিয়নের কাজে। ওদের পরিচিত।

বাবলু বলল, "হঠাৎ ডাক কেন রে?"

"কী করে জানব বলো? তোমাদের ব্যাপারস্যাপার কি আমি বুঝি?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই থানায় এল।

এসেই দেখল থানার লকআপে বন্দি অবস্থায় ছটফট করছে মালাই। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই চিৎকার করে উঠল, "কাজটা কিন্তু তোরা খুব ভাল করলি না। এখান থেকে বেরিয়ে তোদের সর্বনাশ যদি না করতে পারি তো আমার নাম কানকাটা মালাই নয়। পঞ্চপাণ্ডবের চিতা আমি সাজাবই।"

তাই শুনে বিদ্রূপের সুরে ভোম্বল ওর গা জ্বালিয়ে হাসতে লাগল "হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।" আর পঞ্চু লকআপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।" ভাবটা এই, পেলে একেবারে ছিঁড়ে খায়।

মালাই বলল, "তোরও ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার দু'-দুটো অ্যালসেশিয়ানকে কাল রাতে নিজের হাতে মাটিচাপা দিয়ে এসেছি। এর বদলা কি আমি নেব না ভেবেছিস? ওদের পাশে তোর জন্যও গর্ত একটা খুঁড়ে এসেছি আমি। একবার শুধু এখান থেকে বেরোতে দে।"

এখানকার যিনি সেকেন্ড অফিসার দুলালবাবু তিনি অত্যন্ত বদমেজাজি লোক। এবার একটা রুল নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "কাল থেকে অত পেটালুম, তবু তোর শিক্ষা নেই? এখনও হাঁকডাক করছিস? আর একটা কথা মুখ দিয়ে বেরোলে এবার কিন্তু মেরে মুখ ভেঙে দেব।"

মালাই আর কোনও কথা না বলে রাগে ফুঁসতে লাগল।

দুলালবাবু এবার একটা পেনসিলকাটা ছুরি বের করে বিচ্ছুর হাতে দিয়ে বললেন, "পারবি ওর নাকটাকে কেটে দিয়ে আসতে? ব্যাটার দুটো কান গেছে, এবার নাকটা না গেলে ওর শিক্ষা হবে না।"

বিচ্ছু ছুরি ফিরিয়ে দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ও সি-র ঘরে বোধহয় লোক ছিল। তাই একটু ফাঁকা হতেই ডাক পড়ল ওদের।

পঞ্চুকে বাইরে রেখেই ও সি-র ঘরে ঢুকল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

ও সি সবাইকে বসতে বলে পিয়নকে ডেকে চা আর কেকের অর্ডার দিলেন প্রত্যেকের জন্য। তারপর বেশ হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "কামাল করে দিয়েছ তোমরা।"

বাবলু বলল, "কেন, কী করলুম?"

"ওই ব্রিফকেসের মধ্যে অস্ত্র ছাড়াও আর কী ছিল জানো?"

"টাকার অঙ্কে হিসেব করা যায় না এত টাকার হিরে।"

"কই, হিরের কথা তোমরা আমাকে একবারও বলোনি তো কাল।"

বাবলু বলল, "আমরা পরে জেনেছি।"

"আর একটা কথা। কাল রিপন লেনের একটি বাড়িতে অলকনাথ নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন...।"

"জানি তো। আমাদের চোখের সামনেই হয়েছে ব্যাপারটা। আমরাও খুনিদের একজনকে ঘায়েল করেছি গুলি করে। তবে কিনা ভ্যানিশের সঙ্গে থাকায় সেও ভ্যানিশ হয়ে গেছে চোখের পলকে।"

ও সি চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "সেই মুহূর্তে কোনওরকমে কোথাও থেকে ফোন করে একবার একটু জানাতে পারলে না আমাকে?"

বাবলু বলল, "উপায় ছিল না।"

চা আর কেক এসে গেছে তখন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বাবলু বলল, "উপায় যে কেন ছিল না, তা হলে শুনুন এবার।" বলে গতকালের সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল ও সি-কে। এমনকী এও বলল, বাবুলালের সাহায্য না পেলে ভ্যানিশের ডেরায় পৌঁছোনো কোনওমতেই সম্ভব হত না ওদের পক্ষে।

ও সি কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বললেন, "ভ্যানিশের ব্যাপারে মালাইকে তোমার সন্দেহ হয়?"

"না। এরা হল এলাকা কাঁপানো মস্তান। এখানকার যত অকাজ কুকাজের নায়ক এরা। ভ্যানিশরা জানে কারা কোথাকার মাথা। তাই ওকে খবর দিয়েছিল ওই চুরি যাওয়া ব্রিফকেসের সন্ধান নিতে। এই লেনদেনে ও কিন্তু মোটেই জড়িত নয়।"

"আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। না হলে কাল ওকে ধরে এনে দুলাল যেভাবে পেটাল তাতেও একটি কথাও বের করা গেল না ওর মুখ থেকে।"

"আমাদের কাছে ভ্যানিশের নাম ও না করলে আমরাই কি জানতে পারতাম? তবে ওই পর্যন্তই। তার বেশি ও কিছুই বলেনি আমাদের। ওকে আপনারা এই ব্যাপাবে অন্তত ছেড়ে দিতে পারেন।"

ও সি বেল বাজিয়ে একজন এস. আইকে ডেকে বললেন, মালাইকে নিয়ে আসতে।

একটু পরেই ছাড়া পেয়ে মালাই ঘরে এসে ঢুকল। পঞ্চুর কামড়েব ক্ষতর জন্য ওর ঘাড়ে গলায় বকলসের মতো ব্যান্ডেজ।

ও সি বললেন, "যাক, বেঁচে গেলি এ যাত্রা। তুই কাল থেকে এদের গালিগালাজ করছিস অথচ এরাই তোকে মুক্তি দেওয়াল। এখনও বল, ভ্যানিশের ব্যাপারে তুই কিছু জানিস কিনা, তা হলে পুলিশ তোকে প্রোটেকশান দেবে।"

ক্রুদ্ধ মালাই বলল, "আমার দরকার নেই। এখন থেকে পুলিশকে বলবেন বডিগার্ড নিয়ে বাজারে যেতে। ওই দুলালবাবুকে আমি ছাড়ব না। ওর দুটো হাতই আমি কেটে নেব। এই কুকুরটাকে মাটিচাপা দেব আমিই। আর পঞ্চপাণ্ডবের চিতা আমিই জ্বালব।"

সেকেন্ড অফিসার দুলালবাবু আর থাকতে পারলেন না। ঘরে এসে ওর জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে দমাদ্দম কিল চড় ঘুসি মেরে আবার লকআপে ঢুকিয়ে বললেন, "থাক তুই এইখানে। তিনদিন তোর খাওয়াদাওয়া, বাথরুম যাওয়া সব বন্ধ। আর ওই রিপন লেনের অলকনাথ শর্মাকে খুন তুইই করেছিস। কেস কী করে সাজাতে হয় আমি দেখাচ্ছি দাঁড়া।"

মালাই তখন ফাঁপরে পড়েছে। আবার বন্দি হয়ে মিইয়ে গেল সে। বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি কারও কিছু করব না। আসলে সকালের দিকে পেটে কিছু না পড়লে আমার মেজাজের ঠিক থাকে না। তাই মাথায় গরম একটু চড়ে গিয়েছিল। এই ছেলেমেয়েগুলো হচ্ছে আমার ভাইবোন। এদের কি কিছু আমি করতে পারি? আমাকে ছেড়ে দিন এবার। আমার ঘাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। ইঞ্জেকশন নিতে যাব। কাল একটা নিয়েছি যদিও...।"

ও সি এবার নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "যাক, এবারের মতো ক্ষমা করলাম।" বলে বললেন, "দুলালবাবু, ছেড়ে দিন ওকে।"

দুলালবাবু লকআপের তালা খুলে দিয়ে বললেন, "থানায় এসে যারা গরম নেয় সেইসব লোককে কখনও ছাড়ে? শুধু সারের হুকুমে তোকে ছাড়ছি।"

মালাই বেরিয়ে এলে দুলালবাবু বললেন, "অন্তত দশবার কান ধরে ওঠ-বোস করে তারপরে বিদেয় হ।"

"কী করে করব? আমার ভুঁড়িতে আটকাবে যে।"

মালাইয়ের কথা শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু তো হেসে গড়িয়ে পড়ল।

মালাই চলে গেলে ও সি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আবার ডেকে এনে নিজের ঘরে বসালেন। তারপর বাবলুকে বললেন, "তোমাদের কি ধারণা ভ্যানিশ কানপুরেই গেছে?"

"মনে হয়। কেন না এইরকম সাংঘাতিক বিপর্যয়ের পর মি. ভোরার সঙ্গে ওদের দেখা না হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া অলকনাথের খুন হওয়ার পর কোথাও-না-কোথাও গা-ঢাকা তো দিতেই হবে ওকে।"

"তোমরা কবে যাচ্ছ?"

"আজই। কোনওরকম রিজার্ভেশন ছাড়াই।"

"কোন গাভিতে যাবে?"

"ভাবছি দিল্লি কালকায় যাব। কালকের দিনটা কানপুরে রেস্ট নিয়ে পরশু থেকে শুরু করব আমাদের গোয়েন্দাগিরি।"

"ঠিক আছে। ওখানে গিয়ে যাতে তোমাদের কোথাও কোনও অসুবিধে না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোমাদের নাম আমি হোম সেক্রেটারির কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছি। ওই হিরেগুলো উদ্ধার করে তোমরা একটা সত্যিকারের ভাল কাজ করেছ। ওই হিরেগুলো মাহোবার চান্দেলা রাজবংশের রাজাদের অতীত গৌরব। এর জন্য তোমরা পুরস্কৃত হবে।"

বাবলু বলল, "ওইসবের প্রত্যাশা আমরা করি না' শুধু দরকারের সময় আপনাদের সহযোগিতা পেলেই আমরা খুশি।"

"ঠিক আছে। বেস্ট অব লাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়েই থানা থেকে বিদায় নিল। অলকনাথের মর্মান্তিক মৃত্যুর ব্যাপারটা ওঁর বাড়ির লোকেদের কাছে যে কী করে পৌঁছে দেবে তাই নিয়েই ভাবনাচিন্তা করতে লাগল ওরা।

॥ ৩ ॥

এখন শুধু যাওয়ার তোড়জোড়। বাবলু বাড়ি এসে ওর প্রয়োজনীয় যা কিছু তার সবই ঠিকঠাক আছে কিনা একবার দেখে নিল। এবারের অভিযানটা বড় বেশি চটজলদি হয়ে গেল। অবিলম্বে না যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কেন না ভ্যানিশ আর ভোরা একসঙ্গে হওয়া মানেই শনি, রাহু এক হয়ে যাওয়া।

বাবলু ওর যাওয়ার ব্যাপারে মাকে বলতেই মা বললেন, " তা হলে তোর বাবাকে একটু জানিয়ে দে।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। বাবা এলেন বলে।"

"তোর সঙ্গে কথা হয়েছে বুঝি?"

"না না। কথা হবে কেন? আমার মন বলছে। আসলে যখনই আমি কোথাও যাওয়ার মন করি ঠিক তখনই দেখি বাবা হঠাৎ করেই এসে পড়েন।"

বলতে বলতেই বাবা এসে পড়লেন। কোম্পানির গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন রাউরকেলায়, ফেরার পথে বাড়ি এলেন।

মা বললেন, "সবে তোমার কথা হচ্ছিল।"

বাবা বললেন, "কীরকম?"

"ছেলে আবার দিগ্বিজয়ে বেরোচ্ছেন।"

"সে কী! কবে?"

"আজই।"

"কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

"কানপুরে। তুমি জামাকাপড় ছাড়ো, তারপর বলছি সব।"

বাবা কিছু সময়ের মধ্যেই পোশাক পরিবর্তন করে খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে বাবলুর ঘরে এসে বসলেন।

মা চা ও জলখাবার দিয়ে গেলেন দু'জনকেই। এবারে বাবা দুর্গাপুরের মিষ্টি আনেননি। মেচেদার একটা দোকান থেকে কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে এসেছেন। জলভরা তালশাঁস সন্দেশ। তাই খেতে খেতেই বাবলু সব কথা বলল বাবাকে।

বাবা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোদের এবারের অভিযানটা কিন্তু খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে বলে মনে হচ্ছে না। তার কারণ, এমনি চোরডাকাত বা ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলারদের চেয়েও অস্ত্রপাচারকারীরা কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক হয়। কেন না এর মধ্যে বিদেশি শক্তির সম্পূর্ণ প্রভাব থাকে। ভারতের নিরাপত্তা আজ নানা কারণে দেশের লোকের দ্বারাই বিপন্ন। অতএব বুঝতেই পারছিস? আর ওই মি. ভোরা? উনি হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের এক ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। অথচ কানপুর শহরেই বিভিন্ন মহল্লায় ওঁর বেশ কয়েকটি বাড়ি। একেবারে রহিস আদমি বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। তবে ভ্যানিশের ব্যাপারটা জানি না। ওই নাম এই প্রথম শুনলাম। তার ওপরে লোকটা বলছিস অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এদের দুর্বৃত্তায়নে বাইরের শত্রুর মদত থাকবেই। কানপুর শহরটিও নেহাত ছোটখাটো নয়। প্রচুর কলকারখানার ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট একটি। অতএব ওই মাটিতে পা রাখলে খুব সতর্ক থাকতে হবে সবসময়।"

বাবলু বলল, "কালকা মেলে গেলে কাল দুপুরে আমরা কানপুরে পৌঁছোব। বিকেলটা শহরের আশপাশ একটু ঘুরে বেড়িয়ে পরদিনই চলে যাব মন্ধনা। তারপরে বিঠুর।"

"মন্ধনার নাম কখনও শুনিনি। তবে বিঠুরের নাম শুনেছি। নানা সাহেবের নাম জড়িয়ে আছে বিঠুরের সঙ্গে। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই-এর দেশ। তবে এই বীরাঙ্গনার জন্মস্থান হল বারাণসী। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর উনি জন্মেছিলেন। পরে বিঠুরেই লালিতপালিত হয়ে বিবাহের পর বরাবরের জন্য ঝাঁসিতে চলে যান। ঝাঁসির রামচন্দ্র রাওয়ের পৌত্র গঙ্গাধর রাওয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন তিনি।"

"কানপুর তা হলে দর্শনীয় স্থান বলো?"

"এমনি সাধারণ ট্যুরিস্টদের ঘুরে বেড়ানোর মতো কোনও জায়গা নয়। তবে কিনা ইতিহাসের স্মৃতি এর আশপাশ ঘিরে আছে। অনেক কাপড়ের কলের জন্য এই শহরকে বলা হয় ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার। পশম ও চর্মশিল্পের জন্যও এই শহর বিখ্যাত। এখনও এখানে সিপাহি বিদ্রোহের চিহ্ন আছে। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপির কথা মনে পড়বে। নানা সাহেবের প্রাসাদ ছিল অবশ্য তেইশ কিমি দূরে বিঠুরে। সেই প্রাসাদ বিঠুরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ এখানেই ফেটে পড়ে। গঙ্গা ও ঈশান নদীর তীরে এই শহরে লোকে আসে বিঠুর ও অ্যালেন ফরেস্টের জন্য। এর প্রাচীন নাম কানছাইয়াপুর।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে ঠিক সময়টিতেই তুমি এসে পড়লে। না হলে কিছুই জানতাম না কিন্তু।"

"যে কোনও অপরিচিত জায়গায় গেলে সেই জায়গার প্রাকৃতিক অবস্থান ও অন্যান্য বিষয়গুলো জেনে যাওয়া দরকার। তাতে সুবিধে হয় অনেক। তা এইরকম হঠাৎ করে কানপুরে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যটা কী?"

"ওই যে বললাম অলকনাথের পরিবারবর্গের কাছে এই দুঃসংবাদটা পৌঁছে দেওয়া এবং ওদের সতর্ক করা। আর চেষ্টা করে দেখা মি. ভোরা ও ভ্যানিশকে ফাঁদে ফেলে মোক্ষম দাওয়াইটা দেওয়া যায় কিনা।"

"আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছিস তোরা। খুব সাবধানে কিন্তু। যদিও তোদের সাহস আর বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার আস্থা আছে, তবুও বলি, কুকুর হইতে সাবধান না হলেও ভোরা হইতে সাবধান থাকিস।"

বাবলু হেসে বলল, "সঙ্গে আমাদের পঞ্চু আছে। আর আছে তোমাদের আশীর্বাদ। তাই আশা করি, কখনও যখন বিফল হইনি এবারেও হব না।"

"ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

পঞ্চু এতক্ষণ কোথায় ঘুরঘুর করছিল তা কে জানে? ওর নাম হতেই ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তারপর বাবাকে দেখে আনন্দে গায়ে গা ঘষে, গড়াগড়ি খেয়ে আবার চলে গেল নিজের ধান্ধায়।

পঞ্চু বিদায় নিলেই এসে হাজির হল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর দল। ওরা সবাই যাওয়ার জন্য একেবারে পুরোপুরিই তৈরি।

বিলু বলল, "শোন, যাত্রা আমাদের শুভ। বিনা রিজার্ভেশনে কালকা মেলে যাওয়ার কোনও দরকারই নেই আর। বাবার এক বন্ধুর একটি তীর্থযাত্রী স্পেশ্যাল আজ যাচ্ছে উত্তর ভারতের দিকে। ওই স্পেশ্যাল বগিটি দুপুর তিনটে পনেরোয় শিপ্রা এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে কাল সকাল ছ'টার মধ্যে ইলাহাবাদে পৌঁছোবে। আমরা

ওই বগিতে ইলাহাবাদ পর্যন্ত গিয়ে ওখান থেকেই আলাদা টিকিটে কানপুর চলে যাব। ইলাহাবাদের পরের জংশনই কানপুর।"

বাবলু তো লাফিয়ে উঠল, "বলিস কী রে!"

"হ্যাঁ। ওদের বগিতে প্রায় পনেরো-কুড়িটা বার্থ খালি আছে। কাজেই আরামে যেতে পারব আমরা। খাওয়াদাওয়া ওদের সঙ্গেই। এখন টাকাপয়সাও কিছু দিতে হবে না। পরে ঘুরে আসার পর বিল দিলে তখনই পেমেন্ট। তবে মনে হয় আমাদের কিছুই দিতে হবে না।"

বাবলুর মা শুনেই বললেন, "সত্যি, কপাল বটে তোরাই করেছিলি!"

বাবলুর বাবাকে দেখে ভোম্বল বাবলুর কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই বাবলু বলল, "এখন খাবি? আমি ভাবছিলাম গাড়িতেই নিয়ে যাব।"

"এখন একটা দে না, খেয়ে দেখি।"

বিলু শুনতে পেয়ে বলল, "রাক্ষস নাকি তুই? এই তো আমাদের বাড়ি চাউমিন খেয়ে এলি।"

মা তো জানেন তাঁর এইসব সবুজ অবুঝ ছেলেরা কী ভালবাসে, তাই একটা ডিশে সকলের জন্যই একটা করে জলভরা নিয়ে এসে খেতে দিলেন।

সন্দেশ পেয়ে ভোম্বলের সে কী আনন্দ!

বেলা এখন এগারোটা। তিনটে পনেরোর গাড়ি ধরতে গেলে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বাবলু তাই সকলকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলে স্নানের জন্য বাথরুমে গেল। ওই দূর দেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনজার্নির একটা সুব্যবস্থা হওয়ায় ওর মন আনন্দে ভরে উঠেছে তাই।

আবার সেই হাওড়া স্টেশন। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিলুর বাবার সঙ্গে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসতেই শ্রীমানি ট্র্যাভেল্‌স-এর যদুবাবু এসে করমর্দন করলেন বিলুর বাবার সঙ্গে। তারপর ওদের নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট বগিতে বসালেন। এমন একটি বগিতে যাত্রা ওদের এই প্রথম। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের মনোমতো এবং পছন্দসই সিটে গিয়ে বসল। তিন থাকের মুখোমুখি বার্থের দখল নিয়ে বেশ খোশমেজাজে রইল ওরা।

বিলুর বাবা, যদুবাবু, সকলে গাড়িতে উঠে একবার ওদের দেখে গেলেন।

যদুবাবু বললেন, "আমার স্পেশ্যালে কারও কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তবু বলি, যদি কোনও প্রয়োজন হয় আমাকে জানিয়ো। এইসব বগির আরামই আলাদা। বাইরের কোনও লোক ঢুকতে পারবে না এর ভেতর। ট্রেন ছাড়লেই তালা দিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "আমরা তো এইরকমই চাই।"

"জলটলের দরকার হলে বলবে। আমরাই এনে দেব। তোমরা নামতে যাবে না। লোক আছে আমাদের।"

বাবলু বলল, "জল আমরা যা ভরে নিয়েছি তাতে আর লাগবে না। খাবারদাবারও সঙ্গে আছে আমাদের।"

"সে যা আছে থাক। ওতে হাত দেওয়ার দরকার নেই। আমাদের এখানে রান্না করার লোক আছে। তারা যা রান্না করবে তাই খাবে। সবার সঙ্গে বেশ পিকনিকের মেজাজে। কাল সকালে ইলাহাবাদে পৌঁছোলে আমিই তোমাদের কানপুরের গাড়িতে চাপিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো খুবই ভাল হয়।"

বিলুর বাবাও ওদের সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে গাড়ি থেকে নামলেন।

একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল।

বাবলু বলল, "কথায় আছে সব ভাল যার শেষ ভাল। শুরুটা তো খুবই ভাল হল, এখন শেষটা কীরকম হয় দ্যাখ।"

বিলু বলল, "ভালই হবে।"

ভিড় নেই এমন একটা বগিতে চেপে পঞ্চুও বেজায় খুশি। ওকে আর সিটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকতে হবে না। ও এদিক-সেদিক দেখে জানলার ধারের একটি সাইড লোয়ারে বসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল।

ট্রেন ছাড়ার পরও যদুবাবু একবার এসে দেখা দিয়ে গেলেন ওদের। তারপরই ওঁর লোকেরা এসে ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, কলা, সন্দেশ ও এক কাপ করে কফি দিয়ে গেল। পঞ্চুর জন্যও টোস্ট এল কয়েকটা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত। এমন চমৎকার ট্রেনজার্নি ওদের এই প্রথম।

বাবলু বলল, "সত্যি, কত অভিজ্ঞতাই না হল! এই স্পেশ্যালগুলোর সহযোগিতায় কত মানুষের দেশভ্রমণের স্বপ্ন মধুময় হয়ে ওঠে। অনভিজ্ঞ, বৃদ্ধ ভ্রমণার্থীদের পরম বন্ধু এরা।"

ওদের জলযোগপর্ব শেষ হতেই হাসিখুশিতে ঝলমলিয়ে ওদেরই বয়সি দারুণ একটি মিষ্টি মেয়ে এসে হাজির হল ওদের সামনে। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরাই নাকি পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

বাবলু বলল, "মনে হয়। তুমি?"

"আমার নাম তানিয়া। আমি যোধপুর পার্কে থাকি। এখন যাব ইলাহাবাদ। আমার জেঠুমণি আর্মির লোক ছিলেন। এখন ইলাহাবাদে বাড়ি করেছেন। ওঁর ওখানেই যাচ্ছি। একমাস থাকব। যদুবাবু আমাদের পরিচিত। তাই আলাদা করে অন্য ট্রেনে না গিয়ে ওঁর স্পেশ্যালেই চলে এলাম। অত্যন্ত ভালমানুষ উনি। কী মধুর ব্যবহার। তাই ওঁর স্পেশ্যালে যাওয়ার মজাটাই আলাদা। একার পক্ষে নিরাপদও।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন, এত জায়গা থাকতে? বসো না।"

তানিয়া হেসে বলল, "ধন্যবাদ।" তারপর বাচ্চু-বিচ্ছুর গা ঘেঁসে বসে বলল, "তোমাদের পেয়ে যে কী আনন্দ হচ্ছে না! এই যাত্রীদের মধ্যে আমার বয়সি কেউ নেই। তাই এতক্ষণ হাঁফিয়ে উঠছিলাম বসে বসে।"

বাচ্চু বলল, "এঁরা যাত্রীদের নিয়ে ইলাহাবাদ ছাড়া আর কোথায় কোথায় যাবেন?"

"এঁদের প্রোগ্রাম যা শুনেছি তা হল, ইলাহাবাদের পর আগ্রা ফোর্ট, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি, হরিদ্বার, লখনউ, অযোধ্যা, বারাণসী, হাওড়া।"

"বাঃ। চমৎকার।"

তানিয়া বলল, "একটা অনুরোধ করব তোমাদের?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই করবে।"

"তোমরা তো পাঁচজন। অথচ বার্থ এখানে ছ'টা। তা আমি আর ওই বুড়োবুড়িদের দলে আলাদা থাকি কেন? এখানেই চলে আসব আমার ব্যাগটাকে নিয়ে?"

ভোম্বল বলল, "স্বচ্ছন্দে। আমরা তো এইরকমই চাই। কেন না হঠাৎ করে নতুন কেউ এলে তার সঙ্গে গল্প করতে করতেই সময় কেটে যাবে আমাদের।"

তানিয়া উঠে দাঁড়াতেই বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "চলো— আমরাও যাই তোমার সঙ্গে।"

ওরা গেল এবং কিছু সময়ের মধ্যেই তানিয়ার ব্যাগ হাতে নিয়ে চলে এল যে যার জায়গায়।

দারুণ হাসিখুশি মিষ্টি মেয়ে তানিয়া। সকলের তাই ভাব জমে উঠল ওর সঙ্গে।

তানিয়া বলল, "তোমরা তো কানপুরে যাচ্ছ, ওখানে উঠবে কোথায়? হোটেলে না কারও বাড়িতে?"

বাবলু বলল, "না না। কারও বাড়িতে নয়। কানপুরে এই প্রথম যাচ্ছি আমরা। স্টেশনের কাছে হোটেল লজ যা পাব তাতেই উঠব।"

"বুঝেছি। তার মানে কোনও অভিযানে যাচ্ছ তোমরা।"

"অবশ্যই। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অলস ভ্রমণ করে না।"

"আমার সৌভাগ্য যে, তোমাদের সংস্পর্শে এলাম। আমার দুর্ভাগ্য যে, তোমাদের সঙ্গী হতে পারলাম না।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের সঙ্গী হতে গেলে আমাদের মতো বেপরোয়া হতে হবে, না হলে কিন্তু নয়।"

তানিয়া বলল, "আমি যে কীরকম তা এই ক্ষণিকের পরিচয়ে তোমরা কী বুঝবে? তোমাদের বাবলু ডান হাতে বাঁ হাতে পিস্তল চালাতে পারে। আমি স্টেনগানও চালিয়েছি। রাইফেল শুটিংয়েও কম যাই না আমি। হাজারিবাগের জঙ্গলে একা একটি জিপ নিয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চষে বেড়িয়েছি। কাজেই তোমরাই সবকিছু পার আর কেউ কিছু পারে না এমন ধারণা যেন কখনও কোরো না। তবে হ্যাঁ, তোমরা যেমন তোমাদের বুদ্ধি আর কৌশলে অনেক আচ্ছা আচ্ছা বাজে লোকেদের মোকাবিলা করেছ, আমি অবশ্য তেমন কখনও করিনি। কেন না সুযোগ পাইনি। তবে আমাকে কেউ ডিসটার্ব করলে তার সাড়ে বারোটা আমি বাজিয়ে ছাড়ি।"

সব শুনে বাবলু বলল, "তবে তো সাংঘাতিক মেয়ে তুমি।"

"মোস্ট ডেঞ্জারাস।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের এই অভিযানে এ যাত্রায় তুমি কি আমাদের সঙ্গী হতে চাও?"

"না। তার কারণ প্রথমত, আমার মানসিক প্রস্তুতি নেই। দ্বিতীয়ত, জেঠুমণির সঙ্গে দেখা না করে আমি কোথাও যাব না। তবে কিনা সময় সুযোগ যদি কিছু করে উঠতে পারি তা হলে একসময় ঠিকই ধরে নেব তোমাদের।"

বাবলু বলল, "আমরা কোথায় কোনখানে কীভাবে থাকব তুমি তা জানবে কী করে?

"সেটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।"

"বেশ, তা হলে আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম তোমাকে।"

তানিয়া এবার মৃদু হেসে পঞ্চুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে খোশগল্পে মেতে উঠল।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল নিজেদের মধ্যে চাপা আলোচনা করতে লাগল, কানপুরে যাওয়ার পর ওদের প্রথম পদক্ষেপটা কীভাবে কী হবে তাই নিয়ে।

বিলু বলল, "কাল তো আমরা কানপুরে থাকছিই। অমনই ওখানে বসেই খোঁজ নেব মন্ধনাটা কোথায়। অলকনাথবাবুর মান্থলি টিকিট যখন মন্ধনা থেকে, তখন ওই নামে নিশ্চয়ই কোনও স্টেশন আছে।"

কথাটা বোধহয় কানে গেল তানিয়ার। তাই গল্প থামিয়ে বলল, "আছে তো। কানপুর থেকে বিঠুর যেতে গেলে সরাসরি কোনও বাস নেই। যদিও থেকে থাকে তা এক-আধটা। তাই কানপুর থেকে শেয়ারের অটোয় তোমাদের যেতে হবে গরিব চৌকি। ওখান থেকে অন্য অটোয় রাউতপুর। সেখান থেকে আবার অটোয় কল্যাণপুর অথবা মন্ধনা। তবেই তোমরা বিঠুর যাওয়ার ট্রেকার পারে।"

বাবলু বলল, "সে কী! অমন এক পবিত্র তীর্থভূমিতে যাওয়ার জন্য সরাসবি কোনও ব্যবস্থা নেই?"

"না। তবে ঝগড়পট্টি থেকে কনৌজের বাসে চেপে মন্ধনায় নেমে অথবা কানপুর থেকে ট্রেনে এসে ওইখান দিয়ে যেতে পারো বিঠুরে। এতে কিন্তু সময় নষ্ট হবে অনেক।"

"তুমি মন্ধনায় গেছ?"

"আমি জেঠুমণির সঙ্গে কল্যাণপুর হয়ে বিঠুরে গেছি। ফিরেছি মন্ধনা হয়ে। আর বিঠুর থেকে কনৌজ যেতে হলে মন্ধনায় আসতেই হবে। কেন না ওখানে বাস ছাড়া উপায় নেই। কানপুর থেকে কনৌজ আশি কি মি পথ। ওর থেকে কুড়ি কি মি বাদ দাও। অর্থাৎ খুব কম করেও প্রায় ষাট কি মি পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাদের।"

বাবলু তানিয়ার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। শ্বেতশুভ্র দারুণ মিষ্টি এই মেয়েটি ওর বিস্ময়কে যেন চমকে দিয়েছে।

তানিয়া হেসে বলল, "অমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কী? আমি যা বললুম বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

বাবলু বলল, "না না, তা নয়, আমি শুধু ভাবছি আমাদেরই কথা। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গায় আমরা যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে হঠাৎ করে পরিচয় না হলে এমন সুন্দর পথ-নির্দেশিকা পেতামই না। এতে আমাদের কাজের যে কত সুবিধে হল তা কী বলব তোমাকে।"

তানিয়া বলল, "যদি কিছু মনে না কর তা হলে একটা অনধিকার প্রশ্ন করব তোমাদের?"

"নিশ্চয়ই করবে। আমাদের গোপনীয়তা যা কিছু তা এই পাঁচজনের মধ্যেই। এখানে আর কাউকে কোনওভাবেই মাথা গলাতে দিই না আমরা। তবে কিনা তোমার মতো সাহসী জেদি বন্ধু বা বান্ধবী যদি কেউ আসে তা হলে তার কাছে সবকিছু খুলে বলতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যের সাহায্য তো আমাদের নিতেও হয়।"

"তোমাদের অভিযান সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে। তাই তোমাদের গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাব না। তবে কিনা কিছু কিছু ব্যাপারে হয়তো হেলপ করতে পারব।"

বাবলু তখন ওদের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্যর ব্যাপারে যেটুকু বলা প্রয়োজন তাই বলল।

তানিয়া বলল, "তাই বলো, আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না এত জায়গা থাকতে তোমরা মন্ধনায় যেতে চাইছ কেন? তা মন্ধনায় গিয়ে ওই দুঃসংবাদটা না হয় ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিলে, তারপর?"

"তারপর কনৌজে গিয়ে ওঁর ছেলের কাছেও পৌঁছে দেব বার্তাটা।"

"তারপর?"

"তারপরই বিঠুরে গিয়ে চেষ্টা করব ওই মিস্টার ভোরাকে ফাঁদে ফেলবার। সেইসঙ্গে ভ্যানিশটাকেও যদি নাগালের মধ্যে পাই তা হলে...।"

"ওদের দফাটি খেয়ে দেবে, এই তো? ওটি কিন্তু হচ্ছে না বন্ধু। ব্যাপারটা যখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের নজরে এসে গেছে, তখন ওরাও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবে। এমনও হতে পারে কেউ-না-কেউ সতর্ক করে দেবে ওদের। এই ধরনের অপরাধীরা বিদেশি মদত পায়। কাজেই নিজেদের নিরাপত্তা ঠিকই বজায় রাখবে ওরা। অতএব শত চেষ্টাতেও কিচ্ছু করতে পারবে না ওদের।"

"সেটা তো আমরাও বুঝি। ওরা হল গভীর জলের মহাশোল। ওদের ধরা কি এতই সহজ? হাতের মুঠোয় এলেও পিছলে বেরিয়ে যাবে ওরা। কেন না নিরাপত্তার শ্যাওলা ওদের সারা গায়ে। তাই বলে হাত গুটিয়ে

বসে থাকলে তো চলবে না। ধরবার চেষ্টা একটু করতেই হবে। এবং সেটা করতে হবে চালাকির জাল পেতে, ফাঁদে ফেলে।"

"ওদের সর্বাঙ্গে ব্লেডের ধার। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে ওরা।" বলে একটু সময় কী যেন ভেবে বলল, "তবে উপায় একটা হতে পারে।"

"কী উপায়?"

"সাপের লেখা আর বাঘের দেখা বলে একটা কথা আছে জানো তো?"

"জানি।"

"সেই প্রবাদবাক্যটাকেই উলটে দিতে হবে। অর্থাৎ সাপের দেখাই হবে ওদের কাল। আর কালনাগিনীর ছোবলটা দিতে হবে আমাকেই। অর্থাৎ সামনে এলেই মরণ ঘনাব ওদের। এমন বিষ ঢালব যে, এক লহমায় শেষ।"

"কীভাবে কী করবে শুনি?"

"তোমার হাতে থাকবে পিস্তল, আমার হাতে থাকবে অন্য জিনিস। দেখামাত্রই ঢিসুম।

বাবলু বলল, "পন্থাটা খুব সহজ। তাতে ওরাই শেষ হবে, কিন্তু চক্রটাকে তো ধরা যাবে না।"

"দরকার নেই। চক্রের মাথা তো এরাই। আইন, আদালত, সাক্ষ্য, প্রমাণ এইসবের ফাঁকফোকর দিয়েই তো বহাল তবিয়তে অপরাধ জগতের শিরোমণি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। এদের তাই দ্যাখো আর মারো। এই ভোরার সম্বন্ধে তোমরা কতটুকু জানো? আমিও বিশেষ কিছু জানি না। তবে যা জানি তা হল কানপুর শহরে ওর দু'-দুটো বিলাসবহুল হোটেল আছে। গোয়ালিয়র, ঝাঁসি আর মাহোবাতেও হোটেল ও সিনেমা হল আছে একটি করে। এ ছাড়া আর কোথায় কী আছে না আছে তা অবশ্য আমার জানা নেই। একজন মানুষ কীভাবে এমন বিত্তবান হয়েছেন সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে কেউ? নেয়নি। কেন না নেওয়ার সাহস হয়নি।"

বাবলু বলল, "এই যাত্রায় তুমি আমাদের পাশে থাকো তানিয়া। তা হলে মনে আমরা জোর পাব।"

"তোমরা না চাইলেও আমি থাকব। তবে কিনা কালই তোমাদের কানপুরে যাওয়া হবে না।"

"সে কী! কেন?"

"কাল তোমরা ইলাহাবাদে নেমে আমার ওখানে চলো। জেঠুমণি আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করে পরশু সকালে সবাই আমরা কানপুরে যাব। তবে একটা কথা, উনি যেন কোনওরকমেই জানতে না পারেন আমার যাওয়ার উদ্দেশ্যটা। উনি জানবেন তোমরা কানপুর থেকে বিঠুর হয়ে কান্যকুব্জে যাবে অর্থাৎ কনৌজ নগরে। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। কিন্তু যদি উনি জানতে পারেন কী ব্যাপারে আমি যাচ্ছি, তা হলে কিন্তু উনি আমাকে যেতেই দেবেন না। ওঁর গোপন জায়গা থেকে যেটা আমি ওদের মোকাবিলার জন্য ম্যানেজ করে নিয়ে যাব, সেটাও উনি সরিয়ে রাখবেন।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। উনি জানতে পারলে কখনওই রাজি হবেন না এই ব্যাপারে তোমাকে যেতে দিতে। কিন্তু তোমার এই যাওয়ার ব্যাপারে আরও একটা দিক ভেবে দেখার আছে। যদি ধর ওই দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে তোমার কোনও ক্ষতি হয়ে যায়, তখন আমরা কোন কৈফিয়তটা দেব তোমার জেঠুমণির কাছে! উনি আমাদের কতটা অবিশ্বাস করবেন বলো তো?"

"তা হলে তো আমার যাওয়াই হয় না।"

বিলু বলল, " ওইজন্যই বলে, ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।"

ওদের এইসমস্ত আলোচনার মধ্যেই সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে কখন যে রাত হয়ে গেল তা ওরা খেয়ালই করেনি। যদুবাবুর হাঁকডাকে ওদের চেতনা হল। মজলিশ ভাঙল।

যদুবাবু হেঁকে বললেন, "এই ছেলেমেয়েরা, তোমরা সবাই মুখ-হাত ধুয়ে এসো। রাতের খাওয়া তৈরি।"

ওরা সবাই হাতমুখ ধুয়ে এসে গুছিয়ে বসল। তারপর খাবার এলে গরম ভাত আর মুরগির মাংস খেয়ে নিল পেটভরে। এত সুন্দর রান্না, যেন বিয়েবাড়ির ভোজ খাচ্ছে।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হলে যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল। আর পঞ্চুও বার্থের নীচে ওর মনোমতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে দেহটা এলিয়ে দিল পরম শান্তিতেই।

॥ ৪ ॥

সকাল ছ'টা পাঁচ-এ ট্রেন এসে ঢুকল ইলাহাবাদে। এইখানে ওদের বগিটা কেটে সাইডিং-এ রাখা হবে। তার আগেই যদুবাবু ওদের নামিয়ে দিলেন প্ল্যাটফর্মে।

তানিয়া বলল, "তোমরা তা হলে কী ঠিক করলে বলো?"

বাবলু বলল, "আমরা আর সময় নষ্ট না করে কানপুরেই চলে যাব। কেন না ওইভাবে তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিতে মনে ঠিক সায় দিচ্ছে না।"

"অথচ তোমরাই বলো, আমি এখনই তোমাদের সঙ্গে চলে গেলে আমার মা-বাবা যদুবাবুর ওপর আর কখনও ভরসা রাখবেন কি? তা ছাড়া যদুবাবুও আমাকে যেতে দেবেন না তোমাদের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, জেঠুমণিরও আমার জন্য ভাবনাচিন্তার শেষ থাকবে না। তাই ওঁকে জানিয়ে একদিন থেকে দেখা করে 'আবার আসব' বলে যদি যাই, উনি আপত্তি করবেন না। তবে কিনা সত্যি কথাটা— ওঁকে বলা যাবে না একেবারেই।"

বাবলু বলল, "বিপদ তো ওইখানেই।"

"তাই বলি এসোই না তোমরা আমার সঙ্গে। একদিন না হয় থেকেই গেলে আমার জেঠুমণির বাড়িতে? এইসব কাজে একটুআধটু মিথ্যে বললে ক্ষতি কী?"

"কিছুই ক্ষতি নয়, জানাজানি হলে আমাদের সুনাম নষ্ট হবে, এই যা।"

"তা হলে বিদায়। জেঠুমণি হয়তো স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "বিদায়।"

তানিয়া চলে গেলে ভোম্বল বলল, "তুই যদি ওকে নিবিই না সঙ্গে, তা হলে কাল ওকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য 'চলো, চলো' করে অত অনুরোধ করলি কেন? এখন কী ভাবল বল তো ও?"

বাবলু বলল, "তখন আমি উচ্ছ্বাসেব মাথায় বলে ফেলেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম কাজটা ঠিক হবে না। আমরা ওর জেঠুমণির ওখানে যাব, তিনি আমাদের পবিচয় পাবেন, তারপবও তাঁর কাছে আসল সত্য গোপন করে তানিয়াকে নিয়ে যদি অভিযান শুরু করি তখন জানাজানি হলে ব্যাপারটা কত খারাপ হবে বল দেখি? আর দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ করে যদি ওর কোনও বিপদ ঘটে তখন সম্পূর্ণ দায়টা আমাদের ঘাড়ে পড়ে যাবে। অতএব ওইসবের ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।"

যদুবাবু ইতিমধ্যে ওদের জন্য কানপুরের পাঁচটা টিকিট তাঁর একজন লোককে দিয়ে কাটিয়ে এনেছেন। বাবলু যদুবাবুর টিকিটের দাম দিয়ে ভাগলপুর থেকে আসা অপেক্ষমাণ একটি গাড়িতে উঠে পড়ল কানপুরে যাওয়ার জন্য।

ওরা গাড়িতে ওঠামাত্রই ট্রেন ছাড়ল।

যদুবাবু ওদের প্রত্যেককে বিদায় অভিনন্দন জানালেন।

ইলাহাবাদ থেকে কানপুর ঘণ্টাতিনেকেব পথ। কিন্তু গাড়িটা প্রায় ঘণ্টাপাঁচেক সময় নিয়ে ওদের যখন কানপুরে পৌঁছে দিল, বেলা তখন বারোটা।

স্টেশনের বাইরে আসতেই অজস্র হোটেল, লজ চোখে পড়ল ওদের। ওরা তারই একটিতে উঠে পড়ল। তারপর ভালভাবে স্নানের পর্বটা সেরে খাওয়াদাওয়ার পাটটাও চুকিয়ে নিল একসময়।

এবার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। পঞ্চু বাবলুর গা ঘেঁষে বিছানাতেই শুয়ে ছিল। বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এই দূর দেশে এখন তুই-ই আমাদের একমাত্র রক্ষক। উপযুক্ত সময়ের জন্য তৈরি থাকিস। বিপজ্জনক ভোরার মোকাবিলা যেন তোর সাহায্য নিয়েই করতে পারি আমরা।"

পঞ্চু বাবলুর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দেহটা আরও একটু টান করল।

বিলু বলল, "আমাদের আজকের করণীয় কী?"

বাবলু ঘড়ি দেখে বলল, "এখন বেলা দেড়টা। আরও ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়ে কানপুর শহরটাকে একটু ঘুরে দেখা। তারপর রাতে ঘুমিয়ে ট্রেনের ক্লান্তি দূর করে কাল সকালেই রওনা হওয়া মন্ধনার দিকে।"

ভোম্বল বলল, "এই সময়ে তানিয়াটা সঙ্গে থাকলে কিন্তু মন্দ হত না, কী বল।"

"সত্যিই ভাল হত। কেন না এখানকার পথঘাট সব ওর পরিচিত। ও আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারত। তবুও ভেবে দেখলাম আমাদের তো আগুন নিয়ে খেলা, যদি অঘটন কিছু ঘটে তখন কিন্তু দায় আমরা এড়াতে পারব না। তা ছাড়া ওর ভরসায় তো আমরা এতদূর আসিনি। আর এত অভিযানও আমরা ওকে নিয়ে করিনি। ও সঙ্গে থাকলে আমাদের সহায়ক হত, এই যা।"

বাচ্চু-বিচ্চু এতক্ষণ কোনও কথাই বলছিল না। নিজেদের মনে কোনও কিছুর চিন্তাভাবনা করছিল বোধহয়। এবার বিচ্ছু বলল, "এখন বলো, কালকের প্রস্তুতিটা আমাদের কীভাবে হবে?"

বাবলু বলল, "কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা মন্ধনায় যাব।"

বাচ্চু বলল, "সেটা কীভাবে? উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ, নাকি হোটেলে জিনিসপত্তর রেখে?"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় জিনিসপত্রগুলো অযথা বহন করে কোনও লাভ নেই। কাল আমরা অলকনাথবাবুর বাড়িতে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিয়ে বিঠুরে যাব ট্যুরিস্টের মতো। তারপর খোঁজখবর নিয়ে চিনে আসব ভোরার আস্তানাটা। আমার মন বলছে ভ্যানিশকে আমরা ওখানেই পাব।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, পেয়ে ওদের করবিটা কী?"

বাবলু বলল, "কী করব না করব সেটা পরের কথা। তবে গোলমাল একটা বাধাবই। প্রয়োজনে রাতের অন্ধকারে হানা দেব ওদের ডেরায়।"

ভোম্বল বলল, "তবে তো জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েই বেরোতে হচ্ছে।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মতে বলে সেইরকমই হওয়া ভাল।"

বাচ্চু বলল, "জিনিসপত্র বলতে ভারী জিনিস তো কিছুই নেই। যা কিছু আছে তার সবই বহনযোগ্য। অতএব..."

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

বিচ্ছু দরজা খুলতেই কেয়ারটেকারের ছেলেটা বলল, "চা লাগবে, চা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, লাগবে। দিয়ে যা।"

ছেলেটি ঘরে ঢুকে প্রত্যেককে চা দিলে বাবলু বলল, "কিতনা?"

"দশ রুপাইয়া।"

ছেলেটি টাকা নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "বাহার যানে কি টাইম কাপ বাহার মে রাখ দে না।"

ওদের চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "আর ঘরে বসে না থেকে চল কানপুরের পথঘাটগুলো একটু চিনে আসি। দিনের আলোয় যতটুকু যা দেখা যায়।"

চল তো চল। সকলে তৈরি হয়ে চায়ের কাপগুলো বাইরের দরজার পাশে রেখে লজ থেকে বেরিয়ে এল। দারুণ জমজমাট জায়গা। দেখবার এখানে অনেককিছুই আছে। কিন্তু সেসব দেখবার সময়টা কই? কোম্পানি বাগান, ফুলবাগ, মতিঝিল, কুইন্স পার্ক, মেমোরিয়াল চার্চ, কত কী।

ওরা কোনদিক দিয়ে কোথায় যে যাবে তা ঠিক করতে পারল না। স্থানীয় কেউ সঙ্গে থাকলে সবকিছু বলেকয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেরকম তো কেউ নেই। তাই যেদিকে যেতে মন চায় সেইদিকেই যেতে ইচ্ছে করল ওরা। জনবহুল বীরহানা রোড ধরে ওরা এগিয়ে চলল মাল রোডের দিকে গণেশ উদ্যানে। যার নাম ফুলবাগ।

বেশ অনেকটা পথ হেঁটে যাওয়ার পর ফুলবাগে এসে পৌঁছোল ওরা। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্র বলা যায় জায়গাটাকে। কী দারুণ জমজমাট ও উন্নত ধরনের ঘরবাড়ি এখানকার। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল কানপুর শহর। ফুলবাগের রঙিন ফোয়ারা যেন ফুল ফোটাতে লাগল। কী সুন্দর! কী সুন্দর! কী সুন্দর।

ওরা অনেকক্ষণ ফুলবাগে থেকে একেবারে রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে লজে ফিরল। কাল সকাল থেকেই জোরকদমে শুরু হবে ওদের আসল কাজ।

সে-রাত্রিটা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল ওদের। এবার আজকের দিনটা যে কীভাবে কাটবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে বাবলু সকলকে তৈরি হতে বলল। তারপর একটু আলো ফুটলে লজেই চা-পর্ব সেরে লজের টাকা-পয়সা মিটিয়ে একটা অটো নিয়ে চলে এল গারিব চৌকিতে। সেখান থেকে রাউতপুর হয়ে মন্ধনায়।

মন্ধনা স্টেশনের সামনে দিয়েই চলে গেছে বিঠুরের পথ। ওরা স্টেশনের কাছেই একটি গুমটিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, অলকনাথ শর্মা কা মকান কিধার হ্যায়?"

দোকানদার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল বাড়িটা। ওরা সকলে সকলের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নীরবে সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

অল্প জায়গার ওপর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। কী সুন্দর!

ওরা সেই বাড়ির সামনে গিয়ে একটু ইতস্তত করে ডোর-বেলে চাপ দিতেই এক মধ্যবয়সি, সুশ্রী চেহারার মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তারপর ওদের দেখেই কিছুক্ষণ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "অন্দর আ যাও।"

ওরা পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে সোফায় বসতেই মহিলা বললেন, "তোমরা খুব একটা খারাপ খবর দিতেই এখানে এসেছ আমি জানি। এই বুবা সমাচার অনেক আগেই আমি পেয়ে গেছি।" বলে আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছলেন।

বাবলু বলল, "আপকা লেড়কি? মালতী কাঁহা?"

"ওকে আমি কনৌজে ওর দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই তো একটু আগেই চলে গেছে ও।"

"ও কি জেনে গেছে ব্যাপারটা?"

মিসেস শর্মা এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন যার অর্থ হল, না, জানানো হয়নি।

বাবলু বলল, "আপনি খবর পেলেন কীভাবে?"

"উনি আমাকে কলকাতা থেকেই ফোনে জানিয়েছিলেন ওঁর বিপদের কথা। বলেছিলেন, আর হয়তো আমার ঘরে ফেরা হবে না। তবে তোমবা কিন্তু সাবধানে থেকো। —এব পর মি. ভোরাই আমাকে মর্মান্তিক খবরটা শোনালেন লোক মারফত। শুধু তাই নয়, এও জানালেন, এবার আমার পবিবাবের প্রতি নজর দিয়ে ওঁর ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা অন্তত লাঘব করবেন। তার চেয়েও যেটা আমার কাছে ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হল উনি জানতে চেয়েছেন আমার মোহন, মালতীব বয়স কত?"

ভোম্বল দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "স্পর্ধা তো কম নয়! ওদেব বয়স জেনে ওঁর লাভ?"

"শয়তানের লাভ-লোকসানেব হিসেবটা কি আমরা বুঝি?" বলে একটু সময় কী যেন ভেবে বললেন, "না জানি উয়ো শয়তান ক্যা শোচা হমারি বারে মে।"

বাবলু বলল, "এইরকম ইঙ্গিত যখন উনি করেছেন তখন একা একা কেন আপনি ছাড়লেন মেয়েটাকে ওর দাদার কাছে?"

"আমি ঠিক করেছি ওদেব দু'জনকেই পাঠিয়ে দেব আমার বাপের বাড়ি ঝাঁসিতে। সেইজন্যই ওকে চুপিচুপি লুকিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওর দাদাকে ডেকে আনবার জন্য। মোহন এলে আমি ওদের নিয়ে আজই সেখানে চলে যাব। আমি একটুও বিচলিত না হয়ে আমার এই ভাগ্যবিপর্যযের কথা এখনও পর্যন্ত কাউকে জানাইনি। একেবারেই চুপচাপ আছি।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু মেয়েটাকে এইভাবে একা না পাঠিয়ে আপনি নিজেও তো যেতে পারতেন সঙ্গে।"

"ইচ্ছে করেই যাইনি। তার কাবণ, ভোরা অতি ভয়ংকর। আমি ঘর থেকে বেরোলেই ওর লোক আমাব পিছু নিত। সন্দেহ করত। তাই আমি চুপিচুপি মেয়েটাকেই পাঠিয়ে দিলাম যাতে ওরা টের না পায়। তবে যখন ঝাঁসি যাব তখন একসঙ্গেই ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিযে। মরলে তিনজনেই মরব। এখন শুধু কোনওরকমে ওদের ঝাঁসিতে পৌঁছে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।"

"আপনার বাপের বাড়ি ঝাঁসির কোন অঞ্চলে?"

"সবজিমন্ডির কাছে।"

বাবলু বলল, "স্টেশন থেকে কতদূর?"

"বেশিদূবে নয়। তোমরা কখনও ঝাঁসিতে গেছ?"

বাবলু বলল, "না। তবে ঝাঁসি কি রানির নাম শুনেছি, বইতে পড়েছি। তাই কৌতূহল হল।"

"কখনও সময় পেলে যেয়ো। ঝাঁসিতে আমার বাপেব বাড়ি হলেও আমার উনি কিন্তু বিহারের লোক। আর আমি ঝাঁসির মেয়ে হলেও বাঙালি। কর্মসূত্রে এখানে আমবা স্থাযীভাবে বাস কবছি। আমাদেব ছেলেমেয়ে ওই মোহন আর মালতীর জন্ম এখানেই।"

"সেইজন্য আপনার মুখে এমন পরিষ্কার বাংলা!"

"তবুও পরিবেশের প্রভাবে অনেক সময় হিন্দি বেরিয়ে আসে মুখ দিযে।"

বাবলু বলল, "সেটাই স্বাভাবিক।" তারপর বলল, "এবারে বলুন তো আমাদের দেখেই আপনি কী করে বুঝলেন আমরা আপনার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ বয়ে এনেছি?"

"তোমাদের ব্যাপারে শুনেছি ভোরারই ওই লোকের মুখে। উনি বলেছেন কলকাতার পাঁচজন কমবয়সি ছেলেমেয়ে পুলিশের হাতে হাত মিলিয়ে সি আই ডি-গিরি করে থাকে। ওই অস্ত্র পাচার ও হিরে পাচারের

ব্রিফকেসটা ওরাই তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। শুধু তাই নয়, ওরা দারুণভাবে মাথা ঘামাচ্ছে এই ব্যাপারে।"

বিলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! এতসব মি. ভোরা জানলেন কী করে?"

বাবলু বলল, "মনে হয় ভ্যানিশের মুখ থেকেই শুনেছেন উনি। তার মানে ভ্যানিশ এখানেই আছে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ভ্যানিশই বা জানবে কী করে আমাদের ব্যাপারে?"

বাবলু বলল, "জানবে নাই বা কেন? কানকাটা মালাই-এর মুখ থেকেই শুনে জেনেছে।" তারপর মিসেস শর্মাকে বলল, "যাক, এবার আসল কথায় আসা যাক, আপনার স্বামীর হত্যাকারীরা আপনার পরিবারের ওপর এবার কীভাবে বিপর্যয় ঘনিয়ে আনতে পারে আপনি সেই ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা করেছেন কি?"

"এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। শেষ রাতে খবরটা পেয়েই সকালের প্রথম বাসে মালতীকে পাঠালাম ওর দাদার কাছে। বললাম, 'একবার তোদের দু' ভাইবোনকে নিয়ে মামার বাড়ি যাওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে। শিগগির ওকে ডেকে নিয়ে আয়।' এ-কাজটা এখানকার অন্য কাউকে দিয়েও করাতে পারতাম, কিন্তু তাতে অনেক প্রশ্ন থেকে যেত।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক।" তারপর বলল, "তবে আমি কিন্তু আপনাদের ব্যাপারে খারাপ দিকটাই অনুমান করেছি।"

"কীরকম?"

"মি. ভোরা প্রথমেই কিডন্যাপ করবেন আপনার মোহন ও মালতীকে। তারপর ওদের আটকে রেখে অসম্ভব রকমের একটা টাকার দাবি করবেন আপনার কাছে।"

"কিন্তু অত টাকা আমি কোথায় পাব! আমাদের তো টাকা নেই। নেই বলেই উনি 'বদলোক' জেনেও ওদের হয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন।"

"আপনার যে টাকা নেই, বা ওঁর চাহিদামতো টাকা যে আপনি দিতে পারবেন না তা ভোরাও জানেন। সেইজন্যই তো হিরেগুলোর মাশুল তুলতে অসম্ভব রকমের একটা টাকার চাপ দেবেন। টাকা দিতে না পারলেই উনি চাপের পর চাপ দেবেন বাড়ি বেচে দেওয়ার।"

"বেশ। তাতে যদি রেহাই পাই তা হলে বেচেই দেব বাড়িটা। দিয়ে ঝাঁসিতেই চলে যাব।"

"ভুল করবেন। আপনি কি ভেবেছেন তারপরেও উনি আপনার ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে দেবেন? কখনও না। ওদের উনি পাচার করে দেবেন দূরের কোনও দেশে।"

মিসেস শর্মা শিউরে উঠলেন এবার। দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

বাবলু বলল, "কেঁদে কোনও লাভ হবে না। ভোরার ব্যাপারে আমাদের অন্যরকম চিন্তাভাবনা করতে হবে। মুখোমুখি সংঘর্ষে যেতে হবে ওব সঙ্গে। এতক্ষণ আমি আপনাকে যা বললাম তা অনুমান মাত্র। বাস্তবে তা নাও হতে পারে। আচ্ছা, আপনার ছেলেমেয়েদের বয়স কত?"

"মোহনের বয়স চোদ্দো। মালতীর বারো।"

"মালতী খুবই ছোট। ও একা পারবে অতদূর যেতে?"

"যায় তো!"

বাবলু বলল, "তা হলে ঠিক আছে। ভালয় ভালয় ওদের ফিরে আসতে দিন। তবে একটা কথা, আপনি এখনই ওদের নিয়ে ঝাঁসিতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে গৃহবন্দি হয়ে ঘরেই থাকুন। কেন না পথে বিপদের যতটা ভয়, ঘরে কিন্তু ততটা নয়।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "আমরা এখানে শুধু যে ওই অশুভ বার্তাবাহক হয়েই এসেছি তা নয়, আমরা এসেছি অন্য কারণে। ওই ভোরাকে ভরাডুবি করানোই আমাদের আসল কাজ। তা ছাড়াও আর-এক শয়তান কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করে আছে এখানে, তারও সর্বনাশ আমরা ঘটাতে চাই।"

"কে সে?"

"আপনার স্বামীর হত্যাকারী ভ্যানিশ। ওর হাতেই আপনার স্বামীকে আমরা খুন হতে দেখেছি। পুলিশ রিপোর্টে এখন ওর চেয়ে কলঙ্কিত ব্যক্তি আর কেউ নেই।"

"ভ্যানিশ! একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্মাগলার!"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওর ব্যাপারে আপনি জানেন নিশ্চয়ই।"

"কিছু কিছু জানি। ভোরা বিজনেসম্যান। আমার স্বামী তাই বেকার হওয়ার পর টাকার বিনিময়ে ওঁর হয়ে কাজ করতে থাকেন। কিছুদিন কাজকর্ম করার পর উনি বুঝতে পারেন দারুণ বিপদের ঝুঁকি নেওয়া

অসামাজিক কাজগুলোই ওঁকে দিয়ে করানো হচ্ছে। তখন কিন্তু আর পিছিয়ে আসার কোনও পথই খোলা ছিল না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই ভবিতব্য হল ওঁর।"

"ভ্যানিশের ব্যাপারে ওখানকার পুলিশকে আমরা জানিয়ে এসেছি। ও যদি সত্যিই এখানে থাকে তা হলে হয় পুলিশের হাতে না হয় আমাদের হাতে বিধ্বস্ত ওকে হতেই হবে।" তারপর বলল, "তবে জেনে রাখুন, আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে আমরাই ধরব এবং তুলে দেব আপনার হাতে।"

"তা যদি হয় তা হলে তোমাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।"

"আপনি আশীর্বাদ করুন। আর-একটা কথা, আপনাব স্বামী ভ্যানিশ ছাড়াও আর কার কার কাছে যেতেন এমন একটা তালিকা আমাদের দিতে পারেন?"

"পারি। ওঁর একটা নিজস্ব ডায়েরি আছে। তাতেই লেখা আছে সব। নামঠিকানা সবকিছুই।"

"ওই ডায়েরিটা আমাদের চাই।"

মিসেস শর্মা ঘরে ঢুকে চারদিক খুঁজেপেতেও পেলেন না সেটা। বললেন, "সর্বনাশ! গেল কোথায় ডায়েরিটা। কাল সন্ধে পর্যন্ত টেবিলের ওপরই তো ছিল।"

বাবলু বলল, "এখন নেই। এই তো? ও আর পাবেনও না। ওই ডায়েরি এখন ভোরার হাতে।"

"কিন্তু কী করে তা সম্ভব?"

"আপনার শোকে মুহ্যমান হওয়ার অসতর্ক মুহূর্তেই তা সম্ভব হয়েছে। ভোরার প্রতিনিধি হয়ে কে এসেছিলেন?"

"রবিকুমার নামে একজন।"

"আপনি চিনতেন তাকে?"

"চিনি বই কী। চিনি বলেই তো নাম বলতে পারলাম।"

"রবিকুমার কোথায় থাকেন?"

"লছমিবাই মার্গে ওব মস্ত দালান। সেও বিজনেসম্যান। বিঠুরের নামকরা মিঠাইওলা।"

"ঠিক আছে। আমাব আব কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই। আমরা এখনই একবার বিঠুরে যাব। আমাদের ব্যাগট্যাগগুলো আপনাব এখানেই থাক। আমাদের কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব আমরা। হয়তো কয়েকদিন আপনার এখানেই থাকতে হবে আমাদের। আর আমরা এখানে থাকলে ভোরার নজরে আমবা পড়বই। এবং আমরাই হব ওদের ফাঁদ। এই শ্যাওলায় পা দিলেই পতন ঘটবে ওদের।"

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমাদেব তুলনা নেই। আমার মনে হয় তোমাদের দ্বারাই ওদের অবসান সম্ভব। এখন আমাব মৃত্যুভয় নেই। তাই আমার দিক থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য আমি করব তোমাদের। আমার বাবা রেলের একজন বড় অফিসার ছিলেন। ঝাঁসি মানিকপুর শাখায় ওঁর চেয়ে প্রভাবশালী আর কেউ ছিলেন না। সেই সুবাদেই ঝাঁসিকে ভালবেসে ঝাঁসির সবজিমন্ডি এলাকায় মনের মতো বাড়ি তৈরি করে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে থাকেন এখানে। মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন হলেও ঝাঁসি কিন্তু উত্তরপ্রদেশ। তা আমি ঝাঁসি কি রানির দেশে জন্মেছি। পুলিশ কী করবে তা জানি না, তবে তোমাদের সাহায্য পেলে আমি কিন্তু নিজে হাতে বধ করব আমার স্বামীর ওই হত্যাকারীকে। সেই সুযোগটুকু তোমরা আমাকে করে দিয়ো।"

বাবলু বলল, "আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব। মরবার আগে মি. শর্মা আমাদের অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুসংবাদটা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে। সেটা আমরা দিতে পেরেছি। কিন্তু এর পরের কাজ যেটা, সেটা তো করতেই হবে আমাদের। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"শুধু নিশ্চিন্ত নয়, সংঘর্ষের জন্যও আমি তৈরি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবাব বিঠুরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই মিসেস শর্মা বললেন, "ওঃ হো। একটা তো দারুণ ভুল হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "কী ব্যাপারে?"

"তোমরা যে এতক্ষণ এসেছ অথচ এক কাপ চা-ও দিইনি তোমাদের, একটু কিছু খেতেও দিইনি। বসো বসো, একটু বসে যাও।"

বাবলু বলল, "না। এখন ওইসবের সময় নয়। আপনার বিপর্যয়ের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি আপনি। মোহন, মালতীও আপনার কাছে নেই। এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকেরই জীবনে সংশয়। এখন ওইসব কিছু নয়। স্বাভাবিক হন আগে। তারপরে সামাজিকতা। আমরা আসছি। আপনি সতর্ক থাকবেন। আমরা চলে গেলেই ওদের লোক হয়তো আবার আসবে। আমাদের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করবে।

আপনি বলবেন, 'তোমাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজাবার জন্যই এসেছে ওরা। তোমরা এবার অন্তিমের জন্য প্রতীক্ষা করো।' "

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমরাও কিন্তু সাবধানে যেয়ো বাবা। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি থাকবে না।"

আংটাওয়ালা সুদীর্ঘ নাইলনের ফিতেটা কোমরে জড়িয়ে পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে সকলকে নিয়ে রওনা হল বাবলু। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তৈরি হল একইভাবে। ভোম্বল শুধু ওর সাধের ক্যামেরাটা সঙ্গে নিল। অন্য কিছু নয়।

॥ ৫ ॥

মন্ধনা থেকে বিঠুর অনেকটাই। ওরা শেয়ারের ট্রেকারে চেপে মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে ভাড়া দিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে এসে নামল। রামায়ণের যুগে বাল্মীকির তপোবন নাকি এইখানেই ছিল। বনদেবী সীতা ছিলেন এখানেই। লবকুশেরও জন্ম হয়েছিল এই তপোবনের পর্ণকুটিরে। এখন এখানে নামে নামে অনেক মন্দির। এখানে এখন অনেক কিছুই দেখবার।

ওরা মন্দির দর্শন করে ছবিটবি তুলে এক কিমির মতো পথ পায়ে হেঁটে চলে এল গঙ্গার তীরে। সেখানে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে তখন স্নান দান কত কী চলছে। ব্রহ্মা এখানেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। গঙ্গার ঘাটে সেই অশ্বখুরের একটি চিহ্ন আজও প্রকট। জায়গাটা দারুণ ভাল লেগে গেল ওদের।

বাবলু বলল, "এইবার আমাদের প্রধান কাজই হল মি. ভোরা আব রবিকুমারের আস্তানাদুটিকে খুঁজে বের করা।"

বাচ্চু বলল, "তা তো করব, কিন্তু আমরা যে আমাদের ওখানকার থানায় জানিয়ে এলাম, ওঁরা বললেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা ওদের দিকে নজর রাখছে, কিন্তু কোথায় কী? এখানে তো কোথাও কোনও উত্তেজনাই নেই।"

বিলু বলল, "এখানকার জীবনযাত্রা কত স্বাভাবিক। কত আনন্দময়। এদেরই কারও কাছে ওদের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিলে হয় না?"

ভোম্বল বলল, "সে যা করবার তা পরে করবে। আমি কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি খিদেয় পেট আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তোর কি একার? আমাদেরও সকলেরই খিদে পেয়েছে খুব। চল, একটা দোকানে বসে কিছু খেয়ে নিই আগে।"

খিদে পঞ্চুরও পেয়েছিল। কিন্তু ও তো লজ্জায় তা প্রকাশ করে না। এখন কুঁই কুঁই করে ওর অবস্থাটাও জানিয়ে দিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা দোকানে বসে গরম গরম কচুরি আর প্যাঁড়া খেল পেটভরে।

বাবলু চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানদারকে বলল, "আচ্ছা ভাই ইধার দেখনেকা আউর ক্যা হ্যায়?"

দোকানদার বললেন, "তুম সব ঘুমনে আয়া?"

"জি হাঁ।"

"ইধার তো দেখনে কা বহুত কুছ হ্যায়। নাও মে ঘুমনা হ্যায় তো ঘুমো। ধ্রুব টিলা যাও, উত্তানপাদ কি কিলা দেখো। বড়ী তীরথ হ্যায় বিঠুর। লছমিবাই কি বাল্যাপন ভূমি। লড়াই কা ময়দান।"

"তো এক আদমিকো দে দিজিয়ে না হমারে সাথ।"

দোকানের বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চে একটি ছেলে বসে বসে জিলিপি খাচ্ছিল। শুনতে পেয়ে বলল, "হামকো দশ রুপিয়া দে দিজিয়ে। হাম তুমকো সবকুছ দিখা দেঙ্গে।"

বাবলু তো এইরকমই চাইছিল। তাই এককথায় রাজি হয়ে গেল ওর প্রস্তাবে। ওকে সঙ্গে নিয়েই শুরু করল ওরা বিঠুর পরিক্রমা।

খানিক যাওয়ার পর বাবলু হঠাৎই প্রশ্ন করল ছেলেটিকে, "আচ্ছা, ইধার রবিকুমার কা মকান কিধার হ্যায়?"

ছেলেটির নাম পোলু। বলল, "ও দেখো।"

ওরা মস্ত একটি প্রাসাদোপম বাড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এইরকম ছোট্ট শহরে এতবড় বাড়ি!

বিলু বলল, "এরা খুব বড়লোক, তাই না?"

ছেলেটি বিলুর কথা বুঝেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

বাবলু বলল, "আউর ভোরা সাহেবকা মকান?"

"ধুরু টিলা কি পাস। আগে বাড়ো, ম্যায় সবকুছ দিখাতা হুঁ।"

ওরা পোলুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে ধারে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ঘাটগুলি অতিক্রম করে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে একসময় বনপথ পেরিয়ে আবার অন্যপথে ঘুরে ফের গঙ্গার ধারে এল। একটি ভাঙা মসজিদের পেছনে বহুদিনের একটি পুরনো দোতলা বাড়ির দিকে দেখিয়ে পোলু বলল, "উয়ো হ্যায় ভোরাজি কা মকান। বহুত বড়া আদমি। শেঠ হ্যায় শেঠ। লেকিন তুম সবকো রবিকুমার ভোরাজিকা নাম ক্যায়সে মালুম হুয়া?"

বাবলু বলল, "এক আদমি নে বতায়া।"

এইবার ওরা নারায়ণধাম আশ্রম ফেলে টিলার ওপরে উঠতে লাগল। আশ্রমটি সাধুসন্ন্যাসীতে ভরা।

টিলার ওপরে উঠেই ছোট্ট একটি মন্দির দেখতে পেল ওবা। সেটি শিবের মন্দির। তার পাশেই সংকটমোচন আশ্রম। এতক্ষণ সবাই একবাক্যে যে জায়গাটার নাম ধুরু টিলা বলছিল সেটি আসলে ধ্রুব টিলা। বাজা 'উত্তানপাদ কা কিলা' বলা হয় এই টিলাকেই। এখানেই ভক্ত ধ্রুবর জন্ম হয়েছিল। ধ্রুব পাঁচ বছর একভাবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে মথুরার কাছে মধুবনে তপস্যা কবেছিলেন বলে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে অনন্তকাল ধ্রুবতারা হয়ে আকাশেব একই স্থানে অবস্থানের বর দেন। ধ্রুব মন্দিরকে বলা হয় দত্ত মন্দির ধ্রুব কিলা। ওরা মন্দির দেখে ধন্য হল।

এর পাশেই সংকটমোচন আশ্রমের এক সাধুবাবা ওদের দেখে তাঁর আশ্রমে যেতে বললেন। সাধুবাবার নাম রামঅবতার শুক্লা। পঞ্চুকে তো জড়িয়ে ধরে দারুণ আদর কবলেন উনি। তারপর বললেন, "তোমরা তো দেখছি বাঙালি। তা আমিও বাংলা জানি। শুধু যা বাংলা লিখতে পড়তে পারি না। এখন তোমাদের আমি একটা মজার জিনিস দেখাই এসো।" বলে এক বালতি জল নিয়ে এসে তার ভেতরে একটি পাথর ফেলে দিয়ে বললেন, "কী দেখছ?"

বিচ্ছু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! পাথব, অথচ জলে ভাসে।"

শুক্লাজি বললেন, "তা হলেই বুঝতে পাবছ রামায়ণের কাহিনী মিথ্যে নয়? এইরকম শিলার সাহায্যেই বামচন্দ্র সেতুবন্ধন করেছিলেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই হতচকিত হয়ে গেল।

শুক্লাজি বললেন, "এইবাব মজা দেখো।" বলে একটা কাঠ এনে বাবলুর হাতে দিযে বললেন, "এই কাঠটা এবার জলে ফেলো।"

বাবলু কাঠ জলে ফেলতেই দেখা গেল ডুবে গেল কাঠটা।

শুক্লাজি বললেন, "আরও মজা দেখো।" বলে একখণ্ড গোল শিলা এনে ওদের হাতে দিতেই ওরা দেখল শিলাটি কাচের পেপার ওয়েটের মতো। আব তাব ভেতর থেকে অজস্র সোনার রেণু চকচক করছে। শুধু তাই নয়, ভাল করে দেখলে মনে হবে যেন এব ভেতর থেকে নদী আব ঝরনা নেমে আসছে কত। দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা।

বাবলু পাঁচ টাকা প্রণামি সাধুর হাতে দিতেই খুব খুশি হলেন সাধুবাবা। ওদের সকলকে প্রসাদও দিলেন।

বাবলু পোলুর হাতেও দশটা টাকা দিয়ে বিদায় করল ওকে। কেন না এই টিলা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়েই পরিকল্পনার ছক কষতে হবে ওদের। এই স্থির করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে বাইরের উঁচু জায়গাটায় এল ওরা। একেবারেই গঙ্গার ধাবে এই ঐতিহাসিক টিলা। সম্ভবত কোনও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর। সম্পূর্ণ উপরিভাগ সুরক্ষিত রাখার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

যাই হোক, ওরা সেই উচ্চস্থানেই একটু নির্জনে পঞ্চুকে নিয়ে গোল হয়ে বসল সকলে। তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পুরনো দিনের সেই বনেদি বাড়িটার দিকে।

বিলু বলল, "মিস্টার ভোরা যেরকম রহিস আদমি তাঁব এইরকম বাড়ি কি আশা করা যায়?"

বাবলু বলল, "না করবার কী আছে? এটি তো ওঁর পৈতৃক বাড়ি। তবে কিনা কানপুর শহরে বা অন্যত্র ওঁর যে বাড়ি তা নিশ্চয়ই বিলাসবহুল।"

ভোম্বল বলল, "এই বাড়িতে লোকজন তেমন কেউ থাকে না নাকি বল তো?"

"মনে হয়। এতক্ষণ তাকিয়ে আছি অথচ কোনও লোকজনেব আনাগোনা কিন্তু দেখছি না। অর্থাৎ

পরিবারের সবাইকে ভোগে বিলাসে অন্য জায়গায় রেখে পৈতৃক এই বাড়িটিকে উনি দুষ্টচক্রের আখড়া করে তুলেছেন। আমার মনে হয়, ভ্যানিশ এই বাড়িতেই ঘাপটি মেরে আছে।"

বিলু বলল, "আমারও তাই বলেই মনে হচ্ছে। এবং সেইজন্যই চারদিক এত থমথমে। মনে হচ্ছে ওটা যেন ভূতের বাড়ি একটা।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত আলোচনা করছে ঠিক তখনই পঞ্চু হঠাৎ বিকট চিৎকার করে চারদিক কাঁপিয়ে ছুটে গেল পেছনদিকে। দেখল দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক পঞ্চুর তাড়া খেয়ে প্রাণের দায়ে ছুটছে গঙ্গার দিকে।

ব্যাপারটা যে কী হল, ওরা যে কারা, কী মতলবে এসেছিল, তার কিছুই বুঝল না কেউ।

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই ওরা আমাদের দিকে নজরদারি করছিল অথবা আক্রমণ করতে আসছিল আমাদের। তাই বুঝতে পেরেই ওদের তাড়া করেছে পঞ্চু।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তখন টিলার ঢাল বেয়ে ছুটে এল গঙ্গার দিকে। এসে দেখল পঞ্চুর তাড়া খাওয়া লোকদুটি তখন ভাঙনের ওপর থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। আর সেইদিকে তাকিয়ে সমানে চিৎকার করছে পঞ্চু, 'ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।'

ওরা পঞ্চুকে নিরস্ত করে আবার যথাস্থানে ফিরে আসতেই ওদের সকল কৌতূহলের অবসান হল। ওরা দেখল, ভোরার প্রাসাদে ছাদের ওপর আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুখ্যাত শয়তান। যার খোঁজে ওদের এতদূরে আসা। ওদের দেখেই চকিতে মিলিয়ে গেল সে।

বাবলু বলল, "হাওড়া থেকে এতদূরে ছুটে আসা এতক্ষণে সার্থক হল আমাদের। এই খাঁচা থেকে আর ওই পাখিকে উড়তে দিচ্ছি না আমরা। প্রয়োজনে পঞ্চুকে পাহারায় রেখে আমরা পুলিশে খবর দেব।"

ভোম্বল বলল, "ইতিমধ্যে আমি একটা কাজের কাজ করে ফেলেছি।"

বাবলু বলল, "কীরকম?"

"সঙ্গে ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও পলায়মান ওই লোকদুটোর ছবি তুলতে আমি ভুলে গেছি যদিও, তবুও ভোরার প্রাসাদে ওই শয়তানের ছবি ধরা পড়েছে আমাব ক্যামেরায়।"

বাবলু তো লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল ভোম্বলকে, "বলিস কী বে! কখন তুললি ছবি? আমরা কেউ টেরও পেলাম না।"

ভোম্বল হাসল, "হাঃ হাঃ।" তারপর বলল, "আমি এমনভাবে তৈরি যে, ওর সঙ্গে আমাদের কোনওরকম সংঘর্ষ বাধলে পটাপট ছবি তুলব আমি। আমরা যে ওকে দেখেছি, চিনেছি, ওই ছবিগুলোই হবে তার প্রমাণ। এর পরেও ওকে গ্রেফতার করতে না পারার দায় সরকারেরই ওপর বর্তাবে।"

বিলু বলল, "তা যদি হয় তা হলে কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না আমরা। খবরের কাগজের সাংবাদিকদের জানিয়ে এইসব ছবি তুলে দেব তাঁদের হাতে।"

বাচ্চু বলল, "এখন এই মুহূর্তে তা হলে আমাদের করণীয় কী? আমরা কি ওই বাড়ির দিকে নজর রেখে এইখানেই বসে থাকব, না ঢোকবার চেষ্টা করব বাড়িতে?"

বাবলু বলল, "যেভাবেই হোক ঢুকতে হবে বাড়ির ভেতর।"

বিলু বলল, "এ কাজের দায়িত্বটা আমাকেই দেওয়া হোক। নাইলনের ফিতের সাহায্যে আমি বরং দোতলায় উঠি। তুই আমার দিকে নজর রাখ। কেউ আমাকে বাধা দিতে এলেই তোর পিস্তলকে কাজে লাগাবি। ভোম্বলের কাজ হবে ওইসব দুর্লভ দৃশ্যের ছবি ক্যামেরায় বন্দি করা। বাচ্চু-বিচ্ছু আড়ালে থেকে নজর রাখবে আমাদের দিকে। বেগতিক দেখলেই লোকজন জড়ো করে থানায় খবর দেবে। আর পঞ্চুকে কী করতে হবে তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।"

বিলুর কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল জনাপাঁচেক দুর্ধর্ষ চেহারার লোক মোটা লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে ওই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে 'মার মার' রবে ছুটে এল ওদের দিকে। যেই না আসা অমনই একা পঞ্চু একশো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ওরা শত চেষ্টা করেও পঞ্চুর গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারল না নিজেদের। হাতের লাঠি হাতেই রইল। পঞ্চু এক-একজনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর আঁচড়ে-কামড়ে ফালা ফালা করে দেয়। এর ওপরে বাবলু আর বিলু ওদের দু'জনের হাত থেকে দুটো রড কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে শুরু করল বেদম প্রহার।

ভোম্বল ছবি তুলতে তুলতে হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল, "বাবলু, হুঁশিয়ার। শিগগির বাড়ির দিকে সরে যা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তো সবার আগে দৌড়োল।

বাবলু তাকিয়ে দেখল, বাড়ির ছাদের আলসের ধারে আবার শয়তান। ওর হাতে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। সেও চিৎকার করে সকলকে সতর্ক করেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল একটা 'ঢিসুম'। কিন্তু সে গুলি তার গায়েও লাগল না। বরং ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাতে লাগল ওদের দিকে।

ফল হল উলটো। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাড়ির দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে থাকায় কোনও ক্ষতিই হল না ওদের। মাঝখান থেকে নিজেদেরই লোকরা গুরুতরভাবে জখম হল।

পঞ্চু তখন দারুণ ক্রোধে দরজা খোলা পেয়ে ছাদের দিকে দৌড়োল। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটল ওর পিছু পিছু। ক্যামেরা নিয়ে ভোম্বলও এল একসময়। কিন্তু এলে কী হবে। ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণের শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। ওরা চোখ বুজে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধোঁয়াশা যখন কাটল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও পঞ্চুর হাঁকডাকে ছুটে ছাদে গিয়ে দেখল শয়তানটা পালাচ্ছে একটা মোপেড নিয়ে। বাবলু চিৎকার করে বলল, "পালিয়ে তুমি বাঁচবে না ভ্যানিশ। তোমার মরণ আমার হাতেই।" বলেই আলসের গায়ে ঝুঁকে পড়ে একটা গুলি করল ভ্যানিশকে। এবারে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। গুলিটা লাগল ওর কাঁধে। ভ্যানিশ চোখের পলকে বনের আড়ালে হারিয়ে গেল। এই দুর্লভ মুহূর্তটিকেও ভোম্বল ক্যামেরাবন্দি করতে ভুলল না।

ততক্ষণে প্রচুর লোকজন ছুটে এসেছে চারদিক থেকে। সেইসঙ্গে এসেছে পুলিশও। পুলিশ এসে বাড়ির বাইরে গুরুতর আহত দুষ্কৃতীদের পাঁচজনকেই গ্রেফতার করে ভ্যানে ওঠাল। তারপর স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর।

বাবলু বলল, "তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তক্কে তক্কে ছিল পুলিশের লোকেরা। শুধু সুযোগ পাচ্ছিল না ভেতরে ঢোকার। কিন্তু আমাদের খবর পুলিশকে দিল কে?"

হঠাৎ পঞ্চু রাগে গরগর করে উঠতেই ওরা দেখল পুলিশের দলে পঞ্চুর তাড়াখাওয়া সেই দু'জন লোক। ওদের দিকে তাকিয়ে ওরা হাসল। একজন একটু ভ্যাংচাল পঞ্চুকে।

বাবলু হাতজোড় করে বলল, "উই আর ভেরি সরি। ক্ষমা করবেন আমাদের। এই কুকুর আপনাদের আততায়ী মনে করেছিল।"

ওদের একজন হেসে বলল, "পেটি ডগ। বাট ভেরি ক্লেভার।"

একজন অফিসার ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "কাম ফ্রম? হোয়্যার? ক্যালকাটা?"

বাবলু ঘাড় নেড়ে বলল, "ইয়েস।"

পুলিশের কাজ পুলিশ করতে লাগল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা করতে লাগল ওদের কাজ। ভ্যানিশ কোন পথে কীভাবে পালাল সেইটাই হল ওদের তদন্তের বিষয়। ওরা তখন নির্ভয়ে বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল একটা খড়ের গাদা ওলটপালট করা আছে।

বাবলু বলল, "উঃ! কী দারুণ পরিকল্পনা। আকস্মিক বিপদে যাতে পালাতে পারে সেইজন্যই এই খড়ের গাদার সৃষ্টি করা। মোপেডটাও লুকিয়ে রাখা ছিল ওরই পাশে। ভ্যানিশ পঞ্চুর তাড়া খেয়েই বিপদ বুঝে ছাদের ওপর থেকে খড়ের গাদায় লাফিয়ে পড়ে মোপেড নিয়ে পালিযে যায়। ও এখন একেবারেই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

বিলু বলল, "মিসেস শর্মাকে আমরা কথা দিয়ে এসেছিলাম যেভাবেই হোক ভ্যানিশকে ধরে নিয়ে যাব ওঁর কাছে। কিন্তু ধরেও ধরতে পারলাম না লোকটাকে। ঠিক পালিয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "পালিয়ে যাবে কোথায় বাছাধন? আবার ধরব ওকে। কাঁধে গুলি নিয়ে এখন ভুগুক তো কিছুদিন।"

বিলু বলল, "এখানকার কাজ তো মোটামুটি শেষ হল। শুধু ভ্যানিশটাকেই ধরা গেল না। এইটাই যা ব্যর্থতা আমাদের।"

বাবলু বলল, "ব্যর্থতা কেন হবে? এই গোপন ডেরায় হানা দিয়ে ওর এই নিরাপদ আশ্রয়টা তো আমরা ঘুচিয়ে দিলাম। তার ওপর কাঁধটাও জখম হয়েছে বেশ। এইবার ধরা ওকে পড়তেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু মি. ভোরা? ওঁর কী হবে?"

"উনিই একটু বেগ দেবেন আমাদের। কেন না এখন উনি এমনই সতর্ক হয়ে যাবেন যাতে ওঁকে খুঁজে বের করতে সরকারি গোয়েন্দাদেরও ঘাম ছুটে যাবে। তবে দারুণ বুদ্ধিমান উনি। তাই ভ্যানিশকে এখানে রাখার পর মনে হয় এর ধারেকাছেও উনি আসেননি। থাকলে আজই হত ওঁর চরম বিপর্যয়ের দিন।"

বিলু বলল, "এবার তা হলে আমরা মন্দ্বনায় রওনা হই?"

"হ্যাঁ। যাওয়ার আগে একবার রবিকুমারের ডেরায় হানা দিই চল। কেন না ওই ডায়েরিটা এখনও নিশ্চয়ই ওঁর কাছেই আছে?"

"থাকলেও আদায় করব কী করে?"

"কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে আদায় করতে হবে।"

"চল তবে।"

ওরা আর বিলম্ব না করে সোজা এসে হাজির হল রবিকুমারের বাড়ি। কিন্তু লোকের বাড়িতে এসে পৌঁছোলেই তো রহস্য উদ্ধার হয়ে যায় না। রবিকুমারের সঙ্গে দেখা করে তাকে মোচড় দিয়ে ভয় পাইয়ে অথবা গায়ের জোরে আদায় করতে হবে ডায়েরিটা। কিন্তু সে কাজ প্রায় অসম্ভব। তবুও বাবলু সকলকে একটু দূরে থেকে বাড়িটার প্রতি নজর রাখতে বলে একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে একটু কী যেন চিন্তাভাবনা করেই ডোর-বেলে চাপ দিল বাবলু।

দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখেই মনে হল অপরাধ জগতের বেশ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ইনি। ইনিই যে রবিকুমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বললেন, "ক্যা চাহিয়ে?"

"আপনিই রবিকুমারজি?"

"ম্যায় হুঁ।"

"আপনাকেই চাই আমি।"

রবিকুমার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "মতলব?"

"বিশেষ কিছুই নয়, আজ সকালে অলকনাথজির ঘর থেকে যে ডায়েরিটা আপনি চুরি করে নিয়ে এসেছেন সেই ডায়েরিটা আমার চাই।"

রবিকুমার রাগে কাঁপতে লাগলেন বাবলুর স্পর্ধা দেখে। কঠিন গলায় বললেন, "হু আর য়ু?"

বাবলু বলল, "ম্যায় ওহি হুঁ।"

"সমঝ গিয়া। উয়ো পুলিশবালা লেড়কা।" বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "অন্দর আ যাও।"

বাবলু ওর পকেটে লোডেড পিস্তলটা ঠিকমতো আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে নির্ভয়ে ভেতরে ঢুকল।

রবিকুমার ওকে একটি হলঘরের মতো বড় ঘরে বসিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে নিজেও বসে বললেন, "শোনো মাই বয়, আমাদের সঙ্গে দুশমনি তোমরা করতে এসো না। আমরা বহুত খতরনক আদমি আছি। অল ইন্ডিয়া জুড়ে কাজ কাম চলছে আমাদের। কানপুর শহরে আমাদের অস্ত্র তৈরির কারখানায় যা জিনিস তৈরি হয় তাই উগ্রপন্থীদের হাতে তুলে দিয়ে প্রচুর মুনাফা লুটি আমরা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। নিষিদ্ধ ড্রাগ, মূল্যবান হিরে, সবকিছুই আমাদের ব্যবসার তালিকায় পড়ে। কাজেই বুঝতে পারছ আমাদের এই চক্রকে ঘিরে অনেক বদ লোকের অশুভ আঁতাতও জড়িয়ে আছে? ভ্যানিশ আমাদের কলকাতার এজেন্ট। শুধুমাত্র তোমাদেরই কারণে সে ওই কলকাতা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তোমরা ওই ব্রিফকেস থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে না দিলে অলকনাথকে ওইভাবে প্রাণ হারাতে হত না। যাই হোক, আমাদের এই চক্রের চাঁইগুলোর নাম যাতে পুলিশের হাতে না পড়ে তাই অলকনাথের ওই ডায়েরিটা আমাদের খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। ওটা পুলিশের হাতে পড়লে আর আমাদের রক্ষে ছিল না। একসঙ্গে অনেকেই ফেঁসে যেতাম আমরা। তাই বাধ্য হলাম ওটাকে চুরি করে আনতে। ওটার এখন কোনও অস্তিত্বই আর নেই। কেন না সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে পুড়িয়ে ছাই করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। যদি ছাইগুলো তোমাদের কাজে লাগে তা হলে অবশ্যই নিয়ে যেতে পারো। লেকিন এক বাত ইয়াদ রাখো, তোমাদেব ডেথ ওয়ারেন্ট কিন্তু বেরিয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "আমাদের ডেথ ওয়ারেন্ট এই প্রথম নয় একাধিকবার বেরিয়েছে। তবে আপনিও জেনে রাখুন, আপনাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর জন্যই আমাদের এখানে আসা। ভ্যানিশকে আমরা এমন শিক্ষা দিয়েছি যে, সে এখন কাঁধে গুলি নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। আর ভোরার প্রাসাদও এখন দখল করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা। এবার একে একে সবাই আপনারা বধ্যভূমিতে পৌঁছে যাবেন।"

রবিকুমারের চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বললেন, "তার আগে তোমাকেই আমরা বধ্যভূমিতে পাঠাব। কেন না তোমারই কারণে আমরা এখন বিধ্বস্ত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভ্যানিশ তোমাকে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।"

বাবলু হেসে বলল, "ভ্যানিশ! কোথায় আপনার ভ্যানিশ?"

"আয়্যাম হিয়ার।"

বাবলু চমকের ঘোর কাটিয়ে ফিরে তাকিয়েই দেখল ওর ঠিক পেছনেই কখন যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে রক্তাক্ত ভ্যানিশ। ওদিকেও যে একটা দরজা ছিল, বাবলু তা খেয়ালই করেনি। ঝুঁকিটা একটু বেশিরকমই নেওয়া হয়ে গেছে ওর। কিন্তু এখন আর বাঁচার কোনও রাস্তাই এখানে খোলা নেই। আহত ভ্যানিশ এখন বাঘের মতোই ভয়ংকর। দারুণ একটা হুংকার দিয়ে সে বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর একটা কালো কাপড়ে ওর মুখ বেঁধে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে ওকে অন্ধকার একটা পাতালঘরের দিকে নিয়ে চলল সে।

এদিকে অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন বাবলু ফিরে এল না, তখন চিন্তার আর অবধি রইল না সকলের।

বাচ্চু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে বাবলুদার।"

বিচ্ছু বলল, "সামান্য একটা ডায়েরির জন্য এইভাবে নিজের বিপদ ডেকে আনে কেউ? কী যে করি এখন, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বিলু বলল, "এক কাজ কর, আমি আর ভোম্বল এখানে থেকে বাড়িটার দিকে নজর দিই, তোরা দু'জনে বরং পঞ্চুকে নিয়ে ধ্রুব টিলায় চলে যা। গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের লোকজনদের আমাদের কথা বল। এই মুহূর্তে আমরা আর কোনওরকম ঝুঁকি নিয়ে ঢুকতে যাব না ওই বাড়িতে।"

বাচ্চু বলল, "সেই ভাল। তোমরা একটু সাবধানে থাকো। আমরা এখনই আসছি।"

বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই তখন পঞ্চুকে নিয়ে ছুটল সেই ধ্রুব টিলার দিকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না। ওরা দেখল একটা মালবাহী লরি কালান্তক যমের মতো ছুটে আসছে ওদের দিকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু সভয়ে চিৎকার করে সরে গেল একপাশে।

পঞ্চুও আর একদিকে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল 'ভৌ ভৌ' করে।

একদিকে রইল বাচ্চু-বিচ্ছু, আর-একদিকে পঞ্চু। লরিটা তারই মাঝখান দিয়ে ধুলোর কুণ্ডলী উড়িয়ে সজোরে বেরিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা মারুতি ভ্যান এসে উঠিয়ে নিল বাচ্চু-বিচ্ছুকে। পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ভ্যানটা ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে গেল।

বাচ্চু-বিচ্ছু ভাবতেও পারেনি এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাবে বলে। ওরা তাই প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল আর সমানে চিৎকার করতে লাগল গাড়ির ভেতর থেকে। এই দুষ্টচক্র যে কতটা সক্রিয় তা ওরা বুঝতে পারল এই বিপর্যয়েই। কেন না এই অপারেশন তো পূর্বকল্পিত ছিল না। ওরা মন্দনায় ফিরে গেলে বিপদে পড়ত না কেউই। তবে এরা যেরকম দুর্ধর্ষ তাতে মনে হয় পথেই ওদের শেষ করে দিত হয়তো। তা সে যাই হোক, মারুতি ভ্যানে ড্রাইভার ছাড়াও দু'জন লোক ছিল। বাচ্চু-বিচ্ছু ঝটাপটিতে নাস্তানাবুদ করে তুলল ওদের।

আর পঞ্চু? নিষ্ফল আক্রোশে সে তখন তিরবেগে ছুটে চলল সেই ভ্যানের পিছু পিছু।

ভ্যান বড় রাস্তায় আসতেই বিলু, ভোম্বলের চোখে পড়ল ওই দৃশ্য। বাচ্চু-বিচ্ছুর চিৎকার শুনে আর পঞ্চুকে ওইভাবে ছুটতে দেখেই ওরা বুঝল কেলেঙ্কারির চরম একটা কিছু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তাই ওরাও ছুটতে ছুটতে ওদের পিছু নিল। কিন্তু ছুটে কি ওদের নাগাল পাওয়া যায়?

জনবহুল রাজপথে এমন কাণ্ডকারখানা কারও নজর এড়াল না। বিশেষ করে এই তীর্থভূমিতে এমন বিপর্যয় এই প্রথম। তাই অনেকেই হইহই করে ছুটে এল ওদের কাছে, "ক্যা হুয়া ভাই? ও লোগ কৌন থে?"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আমাদের দুটো মেয়েকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছে ওরা।"

বাস। আর কাউকেই কিছু বলতে হল না। প্রায় তিন-চারটে প্রাইভেট গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করল সেই মারুতি ভ্যানকে।

বিলু, ভোম্বলও একটা অটোয় পঞ্চুকে উঠিয়ে নিয়ে ওদের পিছু নিল।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর বিপদ বুঝে অপহরণকারীরা চালাকি করল একটা। হঠাৎ গাড়ির স্পিড একটু কমিয়ে বাচ্চুকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে দিয়ে বিচ্ছুকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। বাচ্চুকে ওরা রাস্তার মাঝখানে এমনভাবে ফেলে দিয়েছিল যে, অন্য গাড়িগুলো সময়মতো ব্রেক না কষলে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে যেত বাচ্চু। এতেই তার গা হাত পা ছড়ে কপালের কাছটা কেটে গিয়ে সে কী রক্তারক্তি ব্যাপার! বিলু, ভোম্বল বাচ্চুকে যখন ধরাধরি করে অটোয় তুলল ওর তখন কথা বলবার শক্তি নেই।

এমন অপ্রত্যাশিত ও ভয়াবহ কাণ্ড দেখে নির্বাক হয়ে গেছে পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বলেরও মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। একদিকে বাবলু, অন্যদিকে বিচ্ছু, দুয়েরই

পরিণতি ওদের ভাবিয়ে তুলল। বিশেষ করে বিচ্ছুর জন্যই ওরা উৎকণ্ঠিত হল সবচেয়ে বেশি। বিচ্ছুর অপহরণে বাচ্চুর অবস্থা যে কী হবে তা ভেবেই ওরা আতঙ্কিত হল। তবুও বাচ্চুকে নিয়ে ছোটখাটো একটি নার্সিং হোমে গিয়ে ওকে ফার্স্ট এইড দিয়ে একটু সুস্থ করাল। তারপর ওই অটোতেই মন্ধনায়।

॥ ৬ ॥

মন্ধনায় অলকনাথ শর্মার বাড়িতে এসেই যাকে ওরা দেখতে পেল তাকে দেখে মনোবল অনেক বেড়ে গেল ওদের। দেখল অধীর আগ্রহে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে তানিয়া।

বিলু, ভোম্বল ওকে দেখেই সবিস্ময়ে বলল, "এ কী তুমি!"

"হ্যাঁ আমি। কিন্তু বাবলু কই? বিচ্ছু কই? বাচ্চুর এমন অবস্থা কেন?"

ওরা তখন এক এক করে সব কথা খুলে বলল।

তানিয়া বলল, "এই ব্যাপারে তোমরা পুলিশকে জানিয়েছ কিছু?"

বিলু বলল, "সময় পেলাম কখন? ভ্যানিশের ব্যাপারটা পুলিশ জেনেছে। লোকটাকে ধরেও ধরতে পারলাম না আমরা। পঞ্চুর আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে ছাদ থেকে লাফিয়ে পালিয়েছে ও। তবে কিনা বাবলুর পিস্তলের গুলির আঘাত কাঁধে নিয়েই যেতে হয়েছে ওকে। এতেই আমাদের শান্তি। কিন্তু রবিকুমারের ওই বাড়িতে ঢোকার পর বাবলুর যে কী হল সেটাই আমরা ভেবে পাচ্ছি না।"

তানিয়া বলল, "কী আবার হবে? অতি সাহসের ফল হাতেনাতেই পেয়েছে। অর্থাৎ শত্রুপুরীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দি হয়েছে ও। এই অবস্থায় ওরা ওকে মেরেও ফেলতে পারে, আবার অন্যত্রও সরিয়ে দিতে পারে। তবে যেহেতু রবিকুমারের বসতবাড়ি ওটা, তাই মনে হয় ওখানে ওর কিছু করবে না। ওকে ওরা অন্য জায়গাতেই পাচার করে দেবে।"

ভোম্বল বলল, "অথচ মজার ব্যাপার এই, আমরা যতক্ষণ ওখানে ছিলাম ততক্ষণ ওই বাড়ি থেকে দ্বিতীয় কোনও লোককে ঢুকতে বা বেরোতে দেখিনি।"

"তাতে কী? ওটা হয়তো ওদের এমার্জেন্সি গেট। ওরা যাতায়াতের জন্য অন্য দরজা ব্যবহার করে। যাই হোক, এখন সর্বাগ্রে চলো লোকাল থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে আসি।"

এদিকে মিসেস শর্মারও মানসিক বিপর্যয় তখন চরমে। কেন না মোহনকে নিয়ে মালতী তখনও ফিরে আসেনি।

তানিয়া বলল, "আপনার ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আপনারও কিন্তু একটা ডায়েরি লিখিয়ে রাখা উচিত।"

মিসেস শর্মা বললেন,"তা না হয় লেখালাম, কিন্তু তাতে কি কোনও ফল হবে? কনৌজ একটা আলাদা ডিস্ট্রিক্ট। ওখানকার ব্যাপারে এঁরা মাথা ঘামাবেন কেন?"

"নিশ্চয়ই ঘামাবেন। কনৌজ তো স্টেটের বাইরে নয়। তা ছাড়া আপনি এখানকার বাসিন্দা হয়ে এখানকার প্রশাসনকে আপনার বিপদের কথা জানাচ্ছেন। জানাতেই পারেন।"

মিসেস শর্মা বললেন, "যা তোমরা বলবে তাই করব আমি। তবে আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। আমার মন বলছে নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে ওদের। এমন তো হওয়ার কথা নয়। কনৌজ এখান থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। ছ'টায় গিয়ে আটটা-ন'টার মধ্যে ফিরে আসবার কথা। দু'-তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমিও যাতায়াত করেছি কতবার। কিন্তু এখন দুপুর দুটো। অথচ ওদের কারও দেখা নেই।" বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

তানিয়া বলল, "কাঁদছেন কেন? আপনি কি একা? আমরা এতজন আছি আপনার পাশে। একটুও নার্ভাস হবেন না আপনি। ওদের জাল এবার গুটিয়ে আসছে। খুব বেশিদিন লুকিয়ে থেকে সন্ত্রাস চালাতে পারবে না ওরা।"

বিলু বলল, "আপনার বাড়িতে ফোন আছে?"

"আছে। কিন্তু রহস্যময় কারণে আজ সকাল থেকেই ডেড।"

"মোহন যেখানে থাকে সেখানে ফোনে কোনও যোগাযোগ করা যায় না?"

"না। ওর ওখানে ফোন নেই।"

তানিয়ার কী মনে হতেই ঘরে ঢুকে টেলিফোনটা নাড়াচাড়া করে বলল, "এই তো কানেকশানের তারটা খোলা। নিশ্চয়ই কারও পায়ের ধুলো পড়েছিল এখানে।"

ভোম্বল বলল, "রবিকুমার শুধু ডায়েরি নেননি। ফোনটিকেও বিকল করে দিয়ে গেছেন। উঃ, কী শয়তান।"

তানিয়া চটপটে মেয়ে। কানেকশন আবার জোড়া দিয়ে রিসিভার তুলে বলল, "এই তো ঠিক আছে। এখন চলুন সবাই মিলে একবার থানা থেকে ঘুরে আসি।"

পঞ্চুকে বাচ্চুর পাহারায় রেখে ওরা থানায় যেতেই ওখানকার পুলিশ অফিসার বললেন, "আপনারা এখানে কেন এসেছেন আমি তা জানি। পুলিশ এখন আর চুপ করে বসে নেই। ওই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। তবে কিনা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এতদিন ওদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশ এখন দারুণ তৎপর। মি. ভোরার বিঠুরের বাড়ি থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা সন্দেহজনক কোনও কিছুই আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে কিনা ভ্যানিশের মতো কুখ্যাত অপরাধীকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়েছেন উনি। এই ব্যাপারে কানপুরের মূলগঞ্জে ওঁর বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উনি। বলেছেন, ভ্যানিশ নামে কাউকে আদৌ উনি চেনেন না। ওঁর বাড়িব পাহারাদারকে ভয় দেখিয়েই সম্ভবত ওই দুষ্কৃতী ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কেন না মাত্র দিন দুই আগেই উনি ওখানে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন কেউই ছিল না। ওঁর সঙ্গে একজন সরকারি আইনজীবীও ছিলেন। প্রয়োজনে তিনিও সাক্ষ্য দিতে পারেন। যাই হোক, তাঁর এই বক্তব্য অবশ্য গোয়েন্দাদের মনঃপূত হয়নি। গোপনে তাঁরা তদন্তের জাল আরও বিস্তার করছেন।"

বিলু বলল, "করলেই ভাল। কেন না এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ তো বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না।"

তানিয়া বলল, "বেশিদিন কেন, একদিনও চলতে দেওয়া যায় না। তা আমরা যেজন্য এখানে এসেছি তা বলি।"

"তোমাদের একটি মেয়েকে নিয়ে যে মারুতিটা উধাও হয়েছে তার নম্বর আমরা পেয়ে গেছি। বিঠুরের একজন চা-ওয়ালা ওই গাড়ির নম্বর পুলিশকে দিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে মারুতিটা কনৌজের দিকেই গেছে।"

বিলু, ভোম্বল তখন বাবলুর ব্যাপারেও বলল।

পুলিশ অফিসার একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "মিঠাইবালা রবিকুমার। এ নেহি হো সকতা। তোমাদের ওই ছেলেটি নিশ্চয়ই ভুল করে অন্য কারও বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।"

বিলু বলল, "না। ভুল আমরা করছি না। রবিকুমারের বাড়িতেই ঢুকেছিল ও।"

"ঠিক হ্যায়। তুম সব নিশ্চিন্ত রহো। ওই বাড়ির দিকেও নজর রাখা হবে। ক্যালকাটা পুলিশ তোমাদের ব্যাপারে সবকিছু জানিয়েছে আমাদের। আমরাও তাই সবসময় তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব। ইফ এনি প্রবলেম হিয়ার, উই মাস্ট ডু ফর ইউ।"

মিসেস শর্মাও এবার ওঁর মেয়ের ব্যাপারে জানালেন।

পুলিশ অফিসার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত তো পুড়বেই ম্যাডাম। অলকনাথবাবুর মতো লোক কেন যে ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন তা আমরা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করবেন আর তার ফল ভোগ করবেন না, এ কি হয়? আপনি কেন থানায় এলেন?"

"আমি মা। আমার ছেলেমেয়ের বিপদ আশঙ্কা করেই আপনাদের কাছে এসেছি।"

"অবশ্যই আসবেন। এবং আমরাও আপনার জন্য, ওই ছেলেমেয়েদের জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু ইতিমধ্যে ওই ক্রিমিন্যালদের গ্যাং ওদের যদি কোনও ক্ষতি করে দিয়ে থাকে তখন আমরা কী করব বলুন? যাক, আপনার স্বামী এখন কোথায়?"

"জানি না। শুনেছি কী একটা কাজে উনি কলকাতায় গেছেন।"

"সে কী! জানেন না, অথচ বলছেন কী একটা কাজে কলকাতায় গেছেন। তা হলে আমার মুখেই শুনুন, উনি কলকাতায় গেছেন অস্ত্র পাচার করতে। সেইসঙ্গে চান্দেল্লা রাজবংশের বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য কিছু হিরে। যা এই ছেলেমেয়েদের তৎপরতায় পুলিশের হস্তগত হয়েছে।"

"ওই সমস্ত ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

"না জানাই স্বাভাবিক। ওঁর ব্যাপারে আরও একটা সাংঘাতিক খবর অবশ্য আছে। সেটা আপনাকে পরে জানানো হবে।"

মিসেস শর্মা চোখের জল মুছে বললেন, "জানি।" বলে সবাইকে নিয়েই বাড়ি ফিরে এলেন।

বাচ্চু তখন অনেকটা সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। পঞ্চুও একভাবে বাড়ির দরজার কাছে বসে ওকে পাহারা দিচ্ছে পথের পানে চেয়ে।

ওরা যেতেই বাচ্চু বলল, "কী হল? এখানকার থানায় ডায়েরি নিল বিচ্ছুর মিসিং হওয়ার ব্যাপারে?"

বিলু বলল, "নিয়েছে। এমনকী যে মারুতিতে করে বিচ্ছুকে নিয়ে গেছে ওরা, সেই মারুতির নম্বরও পেয়ে গেছে পুলিশ। ওঁদের অনুমান, মারুতিটা কানপুরে না গিয়ে কনৌজের দিকেই গেছে।"

তানিয়া বলল, "ওইখানেই চালে একটু ভুল করেছে ওরা। কেন না কানপুরে গেলে ভিড়ে মিশে যেতে পারত কিন্তু কনৌজে ধরা ওরা পড়বেই। তবে কাউকে লুকিয়ে রাখার পক্ষে কনৌজ আদর্শ জায়গা।"

বিলু বলল, "তার মানে কনৌজের অভিজ্ঞতা তোমার আছে।"

তানিয়া হেসে বলল, "আমাকে যদি একান্তই অনভিজ্ঞ মনে না কর, তা হলে আছে।"

বিলু বলল, "কী যে বল, আমাদের এই দুঃসময়ে তোমার মতো একজন সাহসী মেয়েকে সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা, এই অভিযানে তুমি আমাদের গাইডের কাজ করতে পারবে।"

বাচ্চু বলল, "ওসব কথা এখন থাক। আমি বলি কী শুধুমাত্র পুলিশের ওপর ভরসা না করে এখনই আমরা কনৌজের দিকে রওনা হই চলো। ওখানে গিয়ে চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি যদি ওই গাড়িটার বা ওর কোনও হদিস পাই। শুধু ওকেই নয়, মোহন মালতীর ব্যাপারেও তো আমাদের একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার।"

তানিয়া বলল, "অবশ্যই। তবে কিনা মারুতির নম্বরটা কেউ কি নোট করে নিয়েছ?"

বিলু বলল, "না। নম্বর তো ওঁরা আমাদের দেননি। তবে যাওয়ার আগে অবশ্য ফোন করে জেনে নেওয়া যেতে পারে।"

মিসেস শর্মাই ওদের হয়ে ফোন করলেন থানায়। তারপর নম্বর জেনে বিলুকে দিতেই বিলু সেটা নোট করে নিজের কাছে রেখে দিল।

ভোম্বল বলল, "আমরা তা হলে এখান থেকে কীভাবে যাব কনৌজে?"

বিলু বলল, "বাস পেলে বাস, না হলে একটা গাড়ি ভাড়া করে নেব।"

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমরা সরকারি বাসেই যেয়ো। প্রাইভেট গাড়ি তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।"

বাচ্চু বলল, "আর দেরি না করে চলো। সন্ধের আগে পৌঁছোতে না পারলে কোনও কাজই হবে না আমাদের। কেন না জায়গাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

বিলু তখন মিসেস শর্মার কাছ থেকে ওঁর ছেলের স্কুল হস্টেলের ঠিকানা লিখে নিয়ে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। যাওয়ার আগে বলল, "ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আজ আর বিশ্রাম নেওয়া হল না আমাদের। দেখছেন তো কী দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা। ওদিকে বাবলু, এদিকে বিচ্ছু। তবে আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি যেন আমাদের ফোন না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। বাবলু যদি হঠাৎ করে ফিরে আসে তা হলে ওকে বলবেন আমাদের ব্যাপারে চিন্তা না করতে। আপনি জেনে রাখুন, শুধু বিচ্ছুকে নয়, আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যও আমরা আমাদের জান লড়িয়ে দেব। আপনি শুধু সাহসে বুক বেঁধে আর ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করুন। দেখবেন, বিপদের মেঘ কাটবেই কাটবে।"

মিসেস শর্মা বললেন, "ধৈর্য আমি ধরতে পারি বাবা। এই দ্যাখো আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েও আমি কেমন স্থির। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। তবে আমার ছেলেমেয়ের সত্যই যদি ক্ষতিকর কিছু হয় তা হলে ভোরার মরণ কিন্তু আমার হাতে। ঝাঁসি কি রানির দেশের মেয়ে আমি। প্রয়োজনে অস্ত্রও ধরতে পারি।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও তানিয়া পঞ্চুকে নিয়েই পথে নামল।

মন্ধনার রাজপথে এসে পৌঁছোনোমাত্রই একটা সরকারি বাস পেয়ে গেল ওরা। বাসটি কানপুর থেকে কনৌজ যাচ্ছে। একেবারে ফাঁকা বাস। কিন্তু বাস পেলে কী হবে, পঞ্চুকে নিয়ে হল দারুণ বিপত্তি। বাসের কন্ডাক্টর যাত্রিবাহী বাসে কিছুতেই নিতে রাজি হলেন না পঞ্চুকে।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর চেকপোস্টে এসে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের একটি জিপের বন্দোবস্ত করল ওরা। জিপটি রাওয়াতপুর থেকে ফতেগড় যাচ্ছিল। চেকপোস্টে থেমেছিল বৈধ কাগজপত্তর দেখাতে। খালি জিপ। তার ওপর নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েগুলোর আবদার ফেলে দিতে পারলেন না ড্রাইভার। তাই বাসের যা ভাড়া, অর্থাৎ মাথাপিছু পঁচিশ টাকা করে, সেই ভাড়াতেই উপরি পাওনা হিসেবে তুলে নিলেন ওদের। তবে পঞ্চুর কোনও ভাড়া লাগল না।

এ-পথে ব্যস্ত জনপদ নেই। চারদিকে শুধু খেতের জমি আর গ্রামের পর গ্রাম। প্রশস্ত রাজপথ ধরে ফুল স্পিডে গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে ড্রাইভার বললেন, "তুম সব কনৌজ কিঁউ যা রহে?"

বিলু বলল, "আমরা মন্ধনায় এসেছিলাম এক রিলেটিভের বাড়ি। তাই ভাবলাম কনৌজটা একটু ঘুরে যাই।"

"বেকার যা রহে তুম। কুছ নেহি হুঁয়া পর।"

তানিয়া বলল, "কিছু না থাক, ইতিহাস তো আছে।"

"হাঁ হাঁ, ও তো হ্যায়ই। লেকিন ঘুমনেকো টাইম নেহি মিলেগা। এক দো ঘণ্টে কা বাদ সাম হো যায়েগা।"

বিলু বলল, "কিছু যদি দেখা না হয় তা হলে থেকেই যাব আজকের রাতটা। কাল দুপুর অথবা বিকেলে ফিরব। ঘরে ফেরার তাড়া নেই আমাদের।"

ড্রাইভার বললেন, "তো ঠিকই হ্যায়। লেকিন উধার কানপুর কা মাফিক হোটেল লজ নেহি মিলেগা। তুম এক কাম করো, অজয় পাল রোড মে চলা যাও। হুঁয়া-পর মেরা এক দোস্ত হ্যায় বাঁকেবিহারি। উসিকো মেরা নাম বতাও, কিরণকুমার দীক্ষিত। তব সবকুছ বন্দোবস্ত হো যায়েগা।"

ড্রাইভারের কথায় হালে যেন পানি পেল ওরা। এ যে প্রত্যাশার বাইরে! থাকার একটা জায়গা পেলে, ওখানকার কারও সাহায্য পেলে, ওদের সুবিধা হয় কত।

বিলু বিনয়ের সঙ্গে বলল, "সত্যি, আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই।"

জিপ দ্রুত এগিয়ে চলল।

বিলু, ভোম্বল ড্রাইভারের কথা শুনে উল্লসিত হলেও বাচ্চু কিন্তু মনমরা হয়েই বসে রইল একপাশে। ও একেবারেই নির্বাক। ওর চোখের কোলে জল।

তানিয়াও চুপচাপ।

বিলুই একসময় তানিয়াকে বলল, "এতক্ষণ আমাদের মন অন্যদিকে থাকায় তোমাব ব্যাপারে কিছুই জানা হয়নি। এবার বলো তুমি এত তাড়াতাড়ি মন্ধনায় এসে পৌঁছোলে কী করে?"

তানিয়া বলল, "কাল তোমাদের অত করে বললাম তোমরা তো গেলে না আমার সঙ্গে। আমার মনটা তাই খুবই খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, জেঠুমণি আমাকে স্টেশনে নিতে এসেছিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে জেঠুমণিকে বললাম তোমাদের কথা। বললাম, আমার কয়েকজন বন্ধু কানপুরে যাচ্ছে। ওখান থেকে ওরা বিঠুর দেখে কনৌজ যেতে চায়। আমি ওদের কথা দিয়েছি আমিও সঙ্গে যাব। নাহলে অচেনা জায়গায় খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়ে যাবে ওরা। দু'-একদিন পরে ওদের সবাইকে নিয়েই এখানে আসব। তারপর চারদিকে দাপিয়ে ওরা চলে গেলে আমি থেকে যাব একমাস। তা আমার প্রস্তাবে জেঠু অরাজি হলেন না। পূর্ণ সম্মতি দিলেন। এমনকী টাকাপয়সাও সঙ্গে দিলেন কিছু। আমি তাই কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে আজ ভোরের ট্রেনেই কানপুরে এসে রোডওয়েজ ধরে সোজা মন্ধনায়। এখানে এসে যখন আমি পৌঁছলাম তোমরা তখন বিঠুরে রওনা হয়ে গেছ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ এসে মনি মউ নামে এক জায়গায় থেমে গেল। না থামা ছাড়া উপায় ছিল না। দুটো হেভি ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। ড্রাইভার ক্লিনার সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে এই দুর্ঘটনায়। জনতা ও পুলিশ তাই ভিড় করে আছে চারদিকে।

ড্রাইভার বললেন, "যাঃ। ফাঁস গয়া রে বাবুয়া। এ আভি ক্লিয়ার নেহি হোগা।" তারপর এদের বললেন, "কনৌজ হিঁয়াসে জায়দা দূর নেহি। স্রেফ পাঁচ কিমি। কুছ মিলে তো আচ্ছা, নেহি তো পয়দাল চলি যাও।"

ওরা তাই করল। চারজনের ভাড়া একশো টাকার একটি নোট ড্রাইভারের হাতে দিয়ে পথচলা শুরু করল। বেশিদূর অবশ্য যেতে হল না। হঠাৎ কোথা থেকে একটি অটো ধাঁ করে এগিয়ে এসে ওদের বলল, "কনৌজ?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ।"

"দশ রুপিয়া দিজিয়ে। সবকো লে যাউঙ্গা।"

এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? এককথায় অটোয় চেপে বসল ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা কনৌজে পৌঁছে গেল। কনৌজের বাসস্ট্যান্ডের কাছে ওদের পৌঁছে দিয়ে অটোওয়ালা বলল, "কনৌজ নগরী যানা চাহো তো আগে বাঢ়ো। তিন কিমি। টাঙ্গা ট্রেকার সবকুছ মিলেগা।"

ওরা অটোওয়ালাকে দশটা টাকা দিয়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি একটা হোটেলে ঢুকে পেট ভরে মাংসভাত খেয়ে নিল। তারপর পনেরো টাকায় একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল কনৌজ নগরীর দিকে।

কনৌজ এখন জনবহুল এক ব্যস্ত শহর। ইতিহাসের কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে এর পথেপ্রান্তরে। যদিও প্রাচীন নগরীর এখন অন্য রূপ। তবুও কনৌজ মানেই হর্ষবর্ধন। কনৌজ মানেই কান্যকুব্জ। কনৌজ মানেই মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা। কনৌজ মানেই শশাঙ্ক। সেন বংশ, পাল বংশ, অনেক বংশই রাজত্ব করেছেন এখানে। অজয় পালের নামে রাস্তা, গড়, কত কী-ই না আছে।

কনৌজ এখন আলাদা একটি ডিস্ট্রিক্ট। নগরীতে প্রবেশমাত্রই অতীত যেন কথা কয়। মনে পড়ে বিগত সেই শতাব্দীর কথা। প্রতিহার, মৌখরি, গুপ্ত ও পুষ্যভূতি বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। কনৌজের মৌখরি ও দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরা যখন প্রবল পরাক্রান্ত, তখন তাদের ক্রমাগত আক্রমণে একসময় বাংলায় গুপ্তবংশীয় রাজারা দারুণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কনৌজের মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা আরও বেশি ক্ষমতালাভের জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে চেয়ে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। মৌখরি ও পুষ্যভূতির এই বিবাহবন্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তর বিপদের কারণ হয়ে উঠল। কেন না পুষ্যভূতি রাজবংশের সঙ্গে মালবদের পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। তা সে যাই হোক, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক তখন সেই সুযোগে মালবরাজের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে থানেশ্বর ও কনৌজ দখলের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। এদিকে আবার কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার শশাঙ্কে আতঙ্ক ছিল। তাঁর রাজ্যগ্রাসী কার্যকলাপে ভীত হয়ে তিনিও থানেশ্বর-কনৌজ মৈত্রীজোটে যোগ দেন। যাই হোক, যুদ্ধযাত্রা করে শশাঙ্ক প্রথমেই বারাণসী দখল করে পশ্চিমের দিকে এগোতে লাগলেন। এদিকে শশাঙ্কর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে যোগ দিতে আসার পথেই মালবরাজ দেবগুপ্ত থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনের হাতে নিহত হন। এরপর রাজ্যবর্ধনও কনৌজ রক্ষায় অগ্রসর হতে গেলে শশাঙ্কর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় তাঁব। সেই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও বন্দি হন এবং বন্দি অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে শশাঙ্কর সঙ্গে যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মাও পবাস্ত ও নিহত হন। তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রীও বন্দিনী হন শশাঙ্কের হাতে।

৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হলে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কনৌজের আমন্ত্রণে কনৌজের শাসনভারও গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। কনৌজে তাঁর নতুন রাজধানী হল। শশাঙ্ক তখন কনৌজের আশা ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গেছেন। এদিকে রাজ্যভার গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন প্রথমেই রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। অবশেষে অনেক খোঁজখবব নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতের কাছে রাজ্যশ্রীর দেখা পান তিনি।

এই সেই কনৌজ। সর্বধর্মের সহাবস্থান। বিশেষ করে হর্ষবর্ধনের আমলে হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মও দারুণভাবে জাগরিত হয়েছিল এখানে। তাঁর আমন্ত্রণে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও এখানে এসেছিলেন। হিউয়েন সাঙ-এর বৃত্তান্তে জানা যায় হর্ষবর্ধনের নতুন রাজধানী কনৌজ ছিল অত্যন্ত জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী। হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বিরাট ধর্মমেলার আয়োজন কবেছিলেন। কনৌজের সেই ধর্মমেলায় অগণিত বৌদ্ধ, জৈন সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যোগ দেন। এ ছাড়াও যোগ দেন হাজার-হাজার নরনারী ও ভিন্ন দেশের রাজারা। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সোনার বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পাঁচশো সুসজ্জিত হাতির এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করত। আর হর্ষবর্ধন চামর হাতে বুদ্ধমূর্তির পেছনে বসে থাকতেন। শোভাযাত্রাটি নগরের বাইরে এক নবনির্মিত মন্দিরের সামনে এসে সমাপ্ত হত। এবং ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করা হত। ধর্মমেলা চলাকালীন প্রতিদিন হর্ষবর্ধন মেলার মানুষদের ধনরত্ন বিতরণ করতেন। ধর্মমেলার শেষে হর্ষবর্ধন হিউয়েন সাঙকে নিয়ে প্রয়াগে যান পঞ্চবার্ষিকী দানমেলায়। এই মেলা চলত তিনমাস ধরে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই মেলায় সব মানুষের মধ্যে ধনরত্ন ও পোশাক বিতরণ করা হত। প্রতিটি ভিক্ষুককে একশোটি করে স্বর্ণমুদ্রা ও বস্ত্রদান করা হত। প্রয়াগের এই মেলায় হর্ষবর্ধনের দানের পরিমাণ দেখে হিউয়েন সাঙ বিস্মিত হয়েছিলেন। এমনও প্রবাদ আছে যে, একসময় সর্বস্ব দানের পর হর্ষবর্ধন ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একখণ্ড বস্ত্র চেয়ে নিয়ে দানমেলা থেকে ফিরে এসেছিলেন।

টাঙ্গা এসে বাজারের কাছে থামল। ইতিহাস থেকে বাস্তবে ফিরে এল এরা। ইতিহাস এখানে ভ্যানিশ। শশাঙ্কর বদলে এখন আতঙ্ক। দানবীর হর্ষবর্ধনের রাজ্যে দানবীয় ভোরা। কালের স্রোত বুঝি আবহমানকাল ধরে এইভাবেই বইতে থাকে। ওরা টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে অজয়পাল মার্কেটে এসে ঢুকল।

বাঁকেবিহারী কনৌজের একজন ছোটখাটো মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও তানিয়া পঞ্চুকে নিয়ে তাঁর দোকানে গিয়ে কিরণকুমারের নাম করতেই দারুণ খুশি হলেন তিনি। বললেন, "কিরণকুমার মেরা দোস্ত। উনহোনে ভেজা তুম সবকো? এক নেহি, দো তিন মকান হ্যায় হামারা। ঠাহরনে কা বন্দোবস্ত জরুর হো যায়েগা।" বলেই হাঁক দিলেন, "রাজু! এ রাজু!"

বাঁকেবিহারীর ডাকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে হাসি হাসি মুখ করে এসে দাঁড়াল।

বাঁকেবিহারী বললেন, "গড়টিলা মে লে যাও। উপরবালা কামরা দে দো। এ মেরা গেস্ট হ্যায়। থোড়া খেয়াল রাখনা।"

ছেলেটি অর্থাৎ রাজু দোকান থেকে চাবি নিয়ে ওদের সকলকে আসতে বলল ওর সঙ্গে।

খুব একটা বেশি দূরে নয়। দোকান থেকে কিছুটা এগিয়েই সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকল ওরা। এইখানেই বাঁদিকের একটি পথ ক্রমশ ওপরদিকে উঠে গেছে। আসলে এটি একটি টিলা। চারদিকে ঘন বসতির জন্য কিছু বোঝবার উপায় নেই। এইখানেই প্রতিহার বংশের একমাত্র নিদর্শন রাজা অজয়পালের মন্দির। মন্দিরের সামনেই একটি বাড়ির দোতলায় রাজু ওদের ঘর দিল।

ঘর পেয়ে দারুণ খুশি ওরা। জল কল বাথরুম নীচে। তা হোক। এই অচেনা জায়গায় তদন্তের কাজে এসে এমন একটা আশ্রয় পাওয়া কি কম কথা?

সকলে ঘরে জিনিসপত্র রাখলে বিলু রাজুর হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল, "রাজুভাই, তুমি বাংলা বোঝো?"

রাজু হেসে বলল, "থোড়া থোড়া।"

"তা হলে এক কাজ করো, আমরা তো এখানকার পথঘাট চিনি না। তুমি আমাদের একটু চারদিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও।"

রাজু বলল, "জাস্ট এ মিনিট। থোড়া ইন্তেজার করো। হাম অভি আ রহে।"

রাজু চলে যেতেই ওরা চটপট তৈরি হয়ে নিল।

বাচ্চু বলল, "এতখানি পথ এলাম অথচ ওই মারুতির সন্ধান কিন্তু কোথাও পেলাম না তো?"

বিলু বলল, "হয়তো কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রেখেছে গাড়িটাকে। তবে এসে যখন পড়েছি তখন তোলপাড় করব চারদিক।"

ভোম্বল বলল, "আমারও মন বলছে বিচ্ছু এখানেই কোথাও আছে।"

পঞ্চু ওদের কথা শুনেই যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ করছিল না। বাবলুর কিছু হলে ওর মেজাজের ঠিক থাকে না। এখন বাবলুও নেই, বিচ্ছুও নেই। ও তাই একেবারেই নির্বাক।

একটু পরে রাজু আসতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। অজয়পালের মন্দির দেখে টিলার একেবারে উচ্চস্থানে দারুণ কারুকার্য করা একটি গম্বুজাকৃতি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল।

রাজু ভাঙা ভাঙা হিন্দি ও বাংলা মিশিয়ে বলল, "অজয়পাল নে বনায়া। প্রাচীন কিলা, ভুলভুলাইয়া। অভি কিসিকো যানে নেহি দেতা হুঁয়াপর। কোঈ নেহি যাতা।"

ওরা দেখল পুরো এলাকাটা সরকারের তরফ থেকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। জায়গাটা এমনই অবস্থানে, যেখানে যাওয়ারও পথ নেই। যেতে গেলে মাটি-পাথরের ধসে পড়ার সম্ভাবনা।

যাই হোক, ওরা রাজুর সঙ্গে বাজারের পথ ধরে এগিয়েই চলল ক্রমশ।

একসময় বিলু বলল, "রাজুভাই, তোমাদের এখানে কান্যকুব্জ বালমন্দিরটা কোথায়?"

রাজু বলল, "ও তো ছোড়কে চলা আয়া। লেকিন কিঁউ?"

"পরে তোমাকে সব বলব। এখন একবার নিয়ে চলো তো।"

রাজু ওদের বালমন্দিরে নিয়ে এলে সবাই গিয়ে অফিসঘরে অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করল। তারপর মোহনের কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন শিক্ষক বললেন, "ও তো সবেরেই চলা গয়া বহিনকে সাথ। শুভে ন' বাজে।"

বিলু বলল, "শুভে ন' বাজে?"

"হাঁ। শুভে ন' বাজে।"

তানিয়া বলল, "দুপুর দুটোতেও ওরা বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়নি।"

শিক্ষক বললেন, "তব তো কুছ না কুছ গড়বড় হো গিয়া। যাও, অভি যাকে পুলিশ কো ইনফরম করো।"

ভোম্বল বলল, "সব কিছুই করেছি আমরা। কোনও কিছুই করতে বাকি রাখিনি।"

রাজু সবিস্ময়ে বলল, "বাত ক্যা হুয়া? মুঝে তো বতাও।"

বালমন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে আসতেই রাজুকে সব কথা খুলে বলল ওরা।

রাজু বলল, "হাম হ্যায় তুমহারা সাথ। ডরো মাত। এখানে যত গন্ধি নরক আছে আমি সব দেখিয়ে দেব তোমাদের। আর আমাদের এখানে এক রাজাসাহেব আছেন, তাঁর কানে উঠলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে ওদের।"

বাচ্চু এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "তোমরা এখনই একবার ফোনে যোগাযোগ করো মিসেস শর্মার সঙ্গে। উনি কী বলেন শোনো। বাবলুদা ফিরে এসেছে কিনা খবর নাও।"

এতক্ষণে ফোন করবার কথা খেয়াল হল ওদের। একটা বুথে গিয়ে নাম্বার পুশ করে ফোন করতেই ওদিক থেকে শুধু রিং হওয়ার শব্দ শোনা গেল কিন্তু ফোন ধরতে এগিয়ে এলেন না মিসেস শর্মা।

দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ যেন ঘনিয়ে এল ওদের মুখে।

বিলু বলল, "মিসেস শর্মা একা ছিলেন। মনে হয় ওঁরও কোনও বিপদ হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "অসম্ভব কিছু নয়।"

তানিয়া বলল, "এই ব্যাপারে আমার কিন্তু সন্দেহ হয একজনকেই।"

বিলু বলল, "কাকে?"

"থানার ওই অফিসারকে।"

বিলু বলল, "পুলিশকে হঠাৎ সন্দেহ কেন?"

"ওই অফিসার তখন কীভাবে কথা বললেন লক্ষ করেছ? রবিকুমারের নাম বলতেই উনি বলে উঠলেন, 'নেহি। ইয়ে কভি নেহি হো সকতা।' তা যিনি অলকনাথবাবুর কাজকারবারের খবব রাখেন তিনি কি জানতেন না রবিকুমার কীরকম লোক? তার চেয়েও বড় কথা, আমার মনে হয় মারুতির ব্যাপারেও উনি আমাদের মিসগাইড করেছেন। মারুতি হয়তো এদিকে আসেইনি।"

বাচ্চু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তানিয়ার কথায়।

বিলু আর ভোম্বল মাথা নত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই যুক্তির কাছে না বলার মতো কোনও যুক্তি টেঁকে না। ওদের মাথার ভেতরটা যেন ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

রাজুর ডাকে একসময় ওরা এগোতে লাগল আরও আগেব দিকে। কনৌজের জনবসতি ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে। চারদিকে পর্বতপ্রমাণ মাটির ঢিবি। তাইতে ভেড়া চরছে। কী বিশাল পরিধি এখানকার। যেতে যেতে রাজু যা বলল, তা হল, একসময় এই কনৌজ নগরী সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে চারদিক বেষ্টিত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কনৌজ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও প্রতিহাবদের রাজধানী হিসেবেই গৌরবেব শিখরে ওঠে। এখানকার নগরীর ঘরবাড়ির সৌন্দর্য নাকি অতুলনীয় ছিল। গজনির সুলতান মামুদ এই নগরীকে লুণ্ঠন করেন। তবে তিনিও এখানকার অট্টালিকা ও মন্দিরগুলির সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হন। বাণ, বাকপতিরাজ, শ্রীহর্ষ ও জৈন কবি রাজশেখর এখানকার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। একটা সময কনৌজ একেবারেই ধ্বংস হয়। পুরনো সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরেই আজকের এই নতুন যুগের কনৌজ নগরী।

রাজু ওদের ফুলমতী দেবীর মন্দির দর্শন করিয়ে গৌরীশঙ্কর মন্দিরে নিয়ে এল। এই গৌরীশঙ্কর শিব হর্ষবর্ধনের প্রতিষ্ঠা করা। এই মন্দিরে পূজার জন্য এক হাজার একজন ব্রাহ্মণকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। প্রাচীন সেই মন্দির অবশ্য নেই এখন। এক নতুন ও সুরম্য মন্দির এখানে।

মন্দিরে প্রবেশ করে সকলে জোড়হাতে প্রার্থনা করল গৌরীশঙ্কর বিগ্রহের কাছে, ওদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। কী থেকে কী যে হয়ে গেল তা এখনও ওরা ভেবে পাচ্ছে না। পূজারী ওদের আশীর্বাদ করে অনেক কিছুই বললেন। তাঁর মুখ থেকেই জানা গেল প্রাচীনকালে রাজা কুশনাৎ 'মহোদয়' নামে একটি নগরী স্থাপন করেন। বায়ুব শাপে তাঁর এক কোটি কন্যাই কুব্জা বা কুঁজো হয়ে যায়। তাই থেকেই 'মহোদয়' কন্যাকুব্জ বা কান্যকুব্জ নামে পরিচিত হয়। টলেমি একে বলেছেন 'কানোগিজা'। ফা-হিয়েন বলেছেন 'কা-নাও-য়ি'। আর হিউয়েন সাঙ বলেছেন 'কনৌজ'।

পূজারি বলে গেলেন, ওরাও শুনে গেল। কিন্তু কোনও কিছুতেই মন দিতে পারছিল না ওরা। ওদের অবস্থা এখন 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই।' মন্দির দেখে ওরা মসজিদ দেখতে চলল। এখানে অনেক মসজিদ। সব হয়তো দেখা হবে না ওদের। কেন না সূর্য অস্ত যাওয়ায় সন্ধ্যা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। ওরা এক দারুণ উচ্চস্থানে বালাপিরের সমাধিতে এসে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে রইল।

রাজু বলল, "আজ এই পর্যন্তই থাক। তোমাদের দিমাক আজকে ঠিক নেই। কাল সবেরে আমি তোমাদের

আরও অনেক কিছু দেখাব। মকদুম আকবরের সমাধি, মকদুম জাহানিয়া মসজিদ, জামি মসজিদ সব। শেখ মেহেদির স্মৃতিস্তম্ভ দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।"

ওদের আর কোনও কিছুই দেখার মতো মন নেই। বালাপিরের সমাধি দেখেই ওরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কী দারুণ স্থাপত্য। তবে কিনা চারদিক নির্জন বলে জায়গাটা খুবই থমথমে।

বালাপিরের সমাধির সর্বোচ্চ সোপান থেকে ওরা যখন ছায়ান্ধকারে ধীরে ধীরে নেমে আসবার উপক্রম করছে ঠিক তখনই বাচ্চুর চোখে পড়ল দৃশ্যটা। বলল, "তোমরা একটু পেছনদিকে তাকিয়ে দেখো।"

বাচ্চুর কথায় ঘুরে তাকাল সকলে।

তানিয়া বলল, "ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে ওখানে।"

ওরা দেখল বালাপিরের পেছনদিকে, সংলগ্ন যে মাটির পাহাড় সেই পাহাড়ের ভাঙা একটি বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক কথা বলতে বলতে ঢাল বেয়ে নীচে নামছিল। হঠাৎই ওদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আবার পিছু হটল ওরা। কিন্তু কেন?

ভোম্বল বলল, "মনে হয় আমাদের দেখে ওরা বিপদের গন্ধ পেয়েছে। নিশ্চয়ই ওরা শত্রুপক্ষের লোক।"

বিলু বলল, "তার মানেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার কিছু একটা আছেই। ওই ভাঙা বাড়ির মধ্যেই হয়তো—।"

বাচ্চু চিৎকার করে উঠল, "একটুও দেরি নয়। আমার মন বলছে বিচ্ছু ওখানেই আছে। শিগগির চলো।"

সকলের আগে পঞ্চুই ছুটেছে। ওর পিছু পিছু এরা সকলে। কিন্তু খাড়াই পাহাড়ে তো ছুটে ওঠা যায় না। তাই অল্পতেই হাঁফ ধরে গেল ওদের।

পঞ্চু ততক্ষণে পাহাড় কাঁপিয়ে চিৎকার করছে, ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ। আর নাস্তানাবুদ করছে ওদের দু'জনকে।

একসময় ওরা সবাই ওপরে উঠল।

ভোম্বল আর রাজু তো শক্ত করে চেপে ধরল ওই দু'জনকে। বিলু, বাচ্চু আর তানিয়া ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। কিন্তু কোথায় বিচ্ছু? মোমবাতির ক্ষীণ শিখার আলোয় ওরা দেখল হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে দু'টি ছেলেমেয়ে। এরাই যে মোহন, মালতী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওরা একটুও দেরি না করে বন্ধনমুক্ত করল ওদের। মালতী জড়িয়ে ধরল বাচ্চুকে। মোহন বিলুকে। জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

চারদিক থেকে অনেক লোকজন তখন ছুটে এসেছে গোলমাল শুনে। তারপর রাজুর মুখে সব শোনার পর মারতে মারতে নীচে নামাল ওদের। দু'জনের দুটো হাত দড়ি বেঁধে রাজপথের ওপর দিয়ে থানার দিকে নিয়ে চলল। পঞ্চুও সঙ্গে চলল সতর্ক প্রহরীর মতো, যাতে ওবা কোনওরকমেই পালাতে না পারে।

দুষ্কৃতী দু'জনকে থানায় জমা দেওয়ার পর বিলু আরও একবাব ফোন করল মিসেস শর্মাকে। কিন্তু না, এবারেও ফোন ধরলেন না উনি। আগের মতোই ফোন শুধু বেজেই চলল একভাবে।

মোহন, মালতীর দায়িত্ব তাই পুলিশই নিল।

ইনস্পেক্টর ওদের বালভবনে পাঠিয়ে দিয়ে জেরার পর জেরা করেও বিচ্ছুর ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলেন না দুষ্কৃতীদের মুখ থেকে। তবে কিনা মোহন, মালতীর অপহরণের মূলে যে মি. ভোরা এ-কথা অবশ্য দু'জনেই স্বীকার করল।

সে রাতে সহসা ঘুম এল না কারও। বাবলু আর বিচ্ছুর কথা চিন্তা করতে করতেই ছটফট করতে লাগল সকলে। রাত প্রায় দশটা নাগাদ হঠাৎই দরজায় টক টক শব্দ।

তানিয়া উঠতে যাচ্ছিল, বিলু ওকে বাধা দিয়ে নিজেই গেল দরজার কাছে। সাড়া নিল, "কে?"

"আমি রাজু। তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ভাইয়া?"

বিলু দরজা খুলেই অবাক! দেখল শুধু রাজু নয়, মিসেস শর্মাও দাঁড়িয়ে আছেন ওর পাশে। অবাক হয়ে বলল, "এ কী! আপনি?"

মিসেস শর্মা ঘরে ঢুকে সকলকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে আমার সোনার চাঁদেরা, তোমাদের জন্যই আজ আমার ছেলেমেয়েকে আমি ফিরে পেলাম। তোমাদের এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমরা যে দু'-দু'বার ফোন করলাম আপনাকে...।"

"ফোন ধরবে কে? মায়ের মন, তাই উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে বেরিয়েই পড়লাম। মনিমউতে জ্যাম থাকায় আসতে দেরি হয়ে গেল। থানায় এসে শুনলাম তোমাদের কথা। ঠিকানা খুঁজে আসছি, হঠাৎ দেখা এই ছেলেটির সঙ্গে। ও-ই আমাকে বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে এল।"

মিসেস শর্মার মনে আনন্দ আর ধরে না।

রাজু তখন বিলুকে বাইরে ডেকে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল বিলু। বলল, "তাই নাকি? তা হলে তো আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়। এখনই যেতে হবে।"

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমাদের ওই মেয়েটার ব্যাপারে খোঁজখবর পেলে কিছু?"

বিলু বলল, "না। তবে একটু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখনই বেরোতে হবে আমাদের। আপনি বরং আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত একটু থাকুন এখানে।"

মিসেস শর্মা বললেন, "নিশ্চয়ই থাকব।"

ভোম্বল বলল, "এখানে আসার আগে ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন?"

"না বাবা। এই তো আসছি। খবর পেয়ে মনটা স্থির হল। আজ রাতে আর যাব না কোথাও। তোমাদের এখানেই থাকব।"

বিলু বলল, "তা হলে খুবই ভাল হয়। আপনি থাকুন। আমরা আসছি।"

ওরা আর কালবিলম্ব না করে পঞ্চুকে নিয়ে রাজুর সঙ্গে নেমে এল রাস্তায়।

যেতে যেতেই রাজু বলল, "তোমাদের এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে আমাকে বলল, মকদুম জাহনিয়ার কাছে একটা ছোটখাটো সার্কাস এসেছে। ভালই খেলা দেখাচ্ছে নাকি। যাবি? আমি তো এককথায় রাজি। কিন্তু সার্কাসের টিকিট কেটে খেলা দেখতে গিয়েই দেখি টেন্টের মধ্যে এক জায়গায় একটি মারুতি গাড়ি একটু অন্ধকার মতো জায়গায় রাখা আছে। দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হল। সেটি আবার পলিথিন শিট দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে, সচরাচর কারও নজরে পড়বে না। আমি খেলার ফাঁকেই একসময় উঠে গিয়ে দেখি, যে নম্বরের গাড়ির তোমরা খোঁজ করছিলে ওটা সেই গাড়িই। আমি বন্ধুকে কিছু না জানিয়ে খেলা শেষ হওয়ার আগেই পালিয়ে এসেছি। আমার মনে হয় তোমাদের মেয়েটা ওই সার্কাস দলের মধ্যেই আছে।"

সবাই একবাক্যে বলল, "নিশ্চয়ই আছে।"

এতক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে দারুণ উৎসাহিত সবাই।

তানিয়া বলল, "মন্দ্রনার থানা থেকে তা হলে রং ইনফরমেশন দেয়নি আমাদের।"

বাচ্চু রাজুকে বলল, "রাজুভাই, সত্যিই যদি আমার বোনকে আমি ফিরে পাই তা হলে জানব এ জয় আমাদের নয়, এ জয় তোমারই।"

রাজু বলল, "আগে চলো তো দেখি। তবে ওরা যদি কোনওরকম গোলমাল করবার চেষ্টা করে তা হলে কিন্তু ওদের টেন্ট আমি জ্বালিয়ে দেব।"

দ্রুত পা চালিয়ে খুব তাড়াতাড়িই ওরা পৌঁছে গেল সার্কাস পার্টির তাঁবুর কাছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, তানিয়া আর রাজু বেপরোয়া হয়ে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর।

সার্কাস পার্টির লোকেরা হইহই করে ছুটে এল ওদের বাধা দিতে।

চিনা ম্যানেজার ওলের মতো মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "এ। ক্যা মাংতা? তুম সব অন্দর ঘুসা কিঁউ?"

বিলু কঠিন গলায় বলল, "ও লেডকি কাঁহা?"

"কৌন সা লেডকি? ইধার বাহার কা কোই লেড়কা লেড়কি হ্যায় নেহি।"

ভোম্বল রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা বললে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেব।"

বাচ্চু আর তানিয়া তখন রাজুর সঙ্গে গিয়ে সেই মারুতির ঢাকা খুলে বলল, "এই গাড়িটা তা হলে এখানে কী করে এল? এই গাড়িতে করেই তো চুরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল আমাদের মেয়েকে।"

ম্যানেজারেব মুখ তখন শুকিয়ে গেল ভয়ে। বললেন, "এ গাড়ি মেরা নেহি।"

"তা হলে এখানে এল কী করে?"

"ম্যায় নেহি জানতা।"

হঠাৎ কাকে যেন দেখে ভীষণ চিৎকার করে একদিকে ছুটে গেল পঞ্চু। ওরা দেখল কে যেন একজন টেন্টের ছাউনি ফালা করে দ্রুত পালিয়ে গেল বাইরে। পঞ্চুও সেই ফাঁক গলে নেকড়ের মতো ধাওয়া করল তার পেছনে। সার্কাসের খেলা তখন হইহট্টগোলের মধ্যে ভেঙে গেছে।

হঠাৎই রাজু ভিড়ের মধ্যে কাউকে আবিষ্কার করে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতদুটি জড়িয়ে ধরল। তারপর কিছুর কথা বলে বলল, "রাজাসাহেব, আপনি একটু সহায় হন আমাদের। না হলে এরা আমাদের পাত্তাই দেবে না।"

দীর্ঘ উন্নত সুপুরুষ রাজাসাহেব, যিনি এখানকার বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব, তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ম্যানেজারকে বললেন, "মি. চ্যাং ওযাং! এক বাত আপকো ইয়াদ রাখনা চাহিয়ে, কনৌজ মে ভোরা নেহি ইয়ে রাজাসাহেব কা অঙ্গুলি চলেগা। লেড়কি কো জলদি ওয়াপস দিজিয়ে।"

চ্যাং ওয়াং মাথা নত করে বললেন, "যো হুকুম, ইয়োর হাইনেস।" বলে দলের একটি মেয়েকে ইশারা করতেই মেয়েটি ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আতঙ্কিত মুখে ফিরে এসে বলল, "ও নেহি হ্যায়। ভাগ গয়া হিঁয়াসে।"

চ্যাং ওয়াং চিৎকার করে উঠলেন, "ক্যায়সে?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, তানিয়া, এমনকী রাজুও তখন ভেতরে ঢুকে অনেক খুঁজল বিচ্ছুকে। নাম ধরে ডাকল। কিন্তু না, কোথাও পাওয়া গেল না ওকে।

ওরা বিরস বদনে ফিরে এলে রাজাসাহেব বললেন, "ডরো মাত। ও লেড়কি মিল যায়েগা। কনৌজ সে বাহার নিকালনে নেহি সকেগা ও।"

রাজাসাহেব ওঁর নিজের গাড়িতে বিদায় নিলেন।

বিলুরা তখন পঞ্চুর সন্ধানে ছুটল। কিন্তু কোনদিকে যে গেল ও তাই বা কে জানে? পথঘাট এখন জনহীন। সমস্ত দোকানপাটও বন্ধ। হঠাৎ অনেক দূরে একটা গুলির শব্দ শুনে ওরা সেইদিকেই ছুটল।

বেশ কিছুদুর যাওয়ার পরই পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' ডাক শুনতে পেল ওরা। ছুটতে ছুটতে ওরা যেখানে এসে পড়েছিল সেটা সেই গড়-টিলারই পেছনের দিক। টিলার ওপরে সেই ভগ্ন ভুলভুলাইয়া থেকে একটানা 'ভৌ ভৌ' ডাক শোনা যাচ্ছে পঞ্চুর।

আবার, আবার একটা গুলির শব্দ। গড়ের ওপরেই।

ওরা বহুকষ্টে খাড়াই বেয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে গড়ের ওপর উঠেই দেখে নিদারুণ ক্রোধে অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে পঞ্চু। আর অজয়পালের সেই প্রাচীন ভুলভুলাইয়ার একটু উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে রিভলভার হাতে থাকা সত্ত্বেও পঞ্চুর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ভ্যানিশ।

চমকের পর চমক। ভ্যানিশ এখানে কী করে এল?

বিলু চিৎকার করে বলল, "কাম। কাম ডাউন।"

ভ্যানিশও হিংস্র হয়ে বলল, "এই কুত্তাটাকে এখান থেকে সরাও, না হলে সকলকে মেরে ফেলব।"

ভ্যানিশ হুমকি দিলেও পঞ্চুর ছুটোছুটির জন্য অন্ধকারে কিছুতেই ওকে টার্গেট করতে পারছিল না।

ভোম্বল হঠাৎই একটা পাথর কুড়িয়ে ওর দিকে ছুড়ে দিতেই চোখের পলকে উবে গেল ভ্যানিশ। পঞ্চুকে লক্ষ্য করে আর-একটি গুলি চালিয়েই কাঁটাতারের বেড়া টপকে ঢালের গায়ে লাফিয়ে পড়ল সে। তারপর নুড়িপাথর আর মাটি ধসিয়ে হড়হড় করে নেমে গেল অনেক নীচে।

পঞ্চুও আবার তেড়ে গেল তার দিকে।

বিলুরাও পিছু নিল। ধসের প্রভাব অগ্রাহ্য করেও তাড়া করল ওকে। হাতের কাছে ইট পাথর যা পেল তাই নিয়ে ছুড়তে লাগল সকলে।

এমন সময় হঠাৎই দেখা গেল ওর যাওয়ার পথ রোধ করে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস শর্মা। সে কী ভয়ংকরী রূপ তাঁর। দু'-চোখের দৃষ্টিতে আগুনের হলকা। দশমহাবিদ্যার দেবী চামুণ্ডা যেন অসুর বধের প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর হাতে একটি উদ্যত ত্রিশূল। অজয়পাল মন্দিরের সংলগ্ন দুর্গাজির থান থেকেই সম্ভবত ত্রিশূলটি সংগ্রহ করে রুখে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

অমন যে ভ্যানিশ সেও আতঙ্কিত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

ততক্ষণে পঞ্চু এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে।

মিসেস শর্মা চিৎকার করে বললেন, "না না। পঞ্চু না। আমার স্বামীর হত্যাকারীকে আমি নিজে হাতে হত্যা করব। তুই ছেড়ে দে ওকে।"

সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে পঞ্চু শান্ত হল।

পঞ্চুর গ্রাসমুক্ত হয়ে ক্রুদ্ধ ভ্যানিশ তখন আবার নিজমূর্তিতে। মিসেস শর্মার দিকে রিভলভার তাগ করে বলল, "আমি নিজের থেকে শেষ না হলে আমাকে শেষ করার ক্ষমতা কারও নেই। শিশু, বৃদ্ধ, অসহায় নারী কাউকেই আমি বাদ দিই না। আমার যারা টার্গেট, মরণই তাদের একমাত্র পরিণতি। তোমার স্বামীকে আমি যেভাবে মেরেছি তোমাকেও ঠিক সেইভাবেই মারব আমি। তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও দেবী।"

গভীর নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে হঠাৎই গুরুগম্ভীর একটা শব্দ হল টিসুম।

সেই শব্দের ভয়াবহতায় গাছের ডাল থেকে ঘুমন্ত পাখিরা কলরব করে ঘুরপাক খেতে লাগল অন্ধকার আকাশময়। নিশাচর পাখিরাও চমকে ডানা ঝটপটাল। শুধুই আতঙ্ক চারদিকে।

ভয়ংকর একটা আর্তনাদ করে ভ্যানিশই তখন লুটিয়ে পড়ল মিসেস শর্মার পায়ের ওপর। কোথা থেকে যে কী

হল কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। সে কোন আততায়ী যে সবার চোখের আড়ালে থেকে গুলি করল ভ্যানিশকে? গুলিবিদ্ধ ভ্যানিশের দেহটা ছটফটিয়ে উঠল একবার। তারপরই স্থির।

মিসেস শর্মা ত্রিশূল কপালে ঠেকিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, "হায় ভগবান! আমার ইচ্ছেটা পূর্ণ হল না। আমার স্বামীর হত্যাকারীকে সামনে পেয়েও মারতে পারলাম না আমি। কে করল এই কাজ?"

গুলিটা যে কোথা থেকে এল, কে করল, তা কে-ই বা জানে? ততক্ষণে অনেক পুলিশ ও লোকজন এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে।

বিচ্ছুর হাত ধরে রাজাসাহেবকেও আসতে দেখা গেল একসময়। বিচ্ছু তো 'দিদি রে' বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। বাচ্চুও আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল বিচ্ছুকে। দু'জনের তখন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে সে কী আবেগের প্রকাশ!

রাজাসাহেব বাচ্চু-বিচ্ছুকে কাছে টেনে আদর করে বললেন, "পুলিশ নয়, আমার আদমিরাই খুঁজে বের করেছে ওকে।" তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়ে কনৌজ ওনলি ফর রাজাসাহেব কা। বেকানুনি নেহি চলেগা ইধার। কিঁউ কি হাম আভিতক জিন্দা হ্যায়।"

সকলে রাজাসাহেবকে ধন্যবাদ জানাল।

পুলিশ তখন ভ্যানিশের দেহটা মর্গে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

॥ ৮ ॥

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। ভ্যানিশ তো বাবলুকে মারতে মারতে অন্ধকার পাতালঘরে নিয়ে এল। ওর লৌহকঠিন বাহুর বন্ধন থেকে বাবলু কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। এইসময় ইচ্ছে করলেই ও পিস্তলটাকে কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু তা সে করল না। কেন না তাতে বিপদ আরও বেড়ে যেত। ভ্যানিশের হাত থেকে মুক্তি পেলেও রবিকুমার ওকে ছাড়তেন না।

যে ঘরে ওকে নিয়ে এল ভ্যানিশ, সেটি একটি আন্ডারগ্রাউন্ড। নীচে নামার পথ এমনই এক গোপন স্থানে যে, বাইরের লোকের পক্ষে সেই পথের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ঘরে নিয়ে এসেই ভ্যানিশ ওকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে দু'হাতে ওর গলা টিপে ধরল।

এবার বাধ্য হয়েই পিস্তলে হাত দিল বাবলু।

এমন সময় হঠাৎই রবিকুমাবের আবির্ভাব হল সেখানে, "ব্যস। শান্ত হো যাও। মাত মারো উসকো।"

আঙুলের চাপ শিথিল করে ভ্যানিশ বলল, "হোয়াই?"

"বিকজ হি ইজ নট অ্যালোন। ওর দলের ছেলেমেয়েরা বাইরে অপেক্ষা করছে। ওরা এখনই পুলিশে খবর দেবে এবং পুলিশ আসবে। কাজেই আমি চাই না এই মুহূর্তে এখানে কোনও খুনখারাপি হোক। আর তুমি যদি বাঁচতে চাও তা হলে এখনই পালিয়ে যাও এখান থেকে। আমি ওকে বাঁদায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। মি. ভোরা তাঁর পোষা ডালকুত্তাদের জন্য ওকে পেলে খুশিই হবেন।"

ভ্যানিশ গর্জে উঠল, "নো। দিস বয়। মাই টার্গেট ওনলি। আই কিল হিম।"

রবিকুমারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হল, "প্লিজ বি অফ রাইট নাউ।"

ভ্যানিশ আর কোনও কথা না বলে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। বাবলু ভাবল লোকটা সার্থকনামা। ও কি কোনও ম্যাজিক জানে? না হলে এইভাবে উবে যায় কী করে?

ভ্যানিশ চলে গেলে রবিকুমার বাবলুকে বললেন, "পানি পিয়োগে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

সেই অন্ধকারে রবিকুমারকেও আর দেখা গেল না। শুধু রবিকুমারকে কেন, কোনও কিছুই আর দেখা গেল না এই ডার্করুমে।

বাবলু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগল বিলুদের কথা। এই মুহূর্তে ও কিন্তু নিজেকে একটুও বিপন্ন মনে করল না। তার কারণ ও জানে বিলুরা ওকে উদ্ধার করতে আসবেই।

পুলিশে খবর দিয়ে লোকজন ডেকে নিশ্চয়ই আসবে এখানে।

তবে ভ্যানিশ যে আবার ভ্যানিশ হয়ে গেল ওর চোখের সামনে থেকে, এইটাই যা ওকে দুঃখ দিল খুব।

একটু পরেই একজন লোক এসে একটি প্লাস্টিক জাগে খানিকটা জল দিয়ে গেল ওকে।

বাবলু লোকটিকে বলল, "এই ঘরে আলো নেই কেন?"
লোকটি খিঁচিয়ে উঠল, "ক্যা?"
"বিজলি। বিজলি নেহি কিঁউ?"
"ইয়ে ডার্করুম হ্যায়। বিজলি নেহি মিলেগা। তুম পানি পিও, ঔর লৌট যাও।"
বাবলু ওত পেতেই ছিল। লোকটি জল রেখে পেছন ফিরতেই ও হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে। কিন্তু এই ধরনের আক্রমণের জন্য বোধহয় আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল লোকটি। তাই প্রবল এক ঘূর্ণিতে নিজেকে মুক্ত করেই উধাও হয়ে গেল সে। যাওয়ার সময় বলে গেল, "পানি পি লো। খানা নেহি মিলেগা।"
বাবলু আর কী করে? জাগের জলই আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা মেটাল ওর। তারপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল বিলুদের জন্য। কিন্তু কী আশ্চর্য! কত সময় পার হয়ে গেল, তবুও ওরা এল না কেন? তবে কি ওদের কোনও বিপদ হয়েছে? ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় দু'চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। বাবলু ঘুমিয়েই পড়ল।
সেই ঘুমের ঘোর যখন কাটল তখন দেখল কে যেন একজন একটি মোমবাতি জ্বেলে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে দেখছে। বাবলু ভালভাবে তাকিয়ে দেখল ওরই বয়সি এক কিশোরী। তার সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ। মেয়েটি যে কে তা ও বুঝতে পারল না। বলল, "কে তুমি?"
মেয়েটি বলল, "আমি ভাগ্যশ্রী।"
"এখানে কী করছ?"
"কিছু না। তোমাকে দেখছি। আসলে তোমাকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব বলেই এসেছি আমি।"
বাবলু এবার সোজা হয়ে উঠে বসেই বলল, "কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে? বাতিই বা পেলে কোথায়?"
ভাগ্যশ্রী বলল, "সব বলছি। দুটো পোড়া রুটি আর একটু ডাল এনেছি তোমার জন্য। খেয়ে নাও। এখন অনেক রাত। এখান থেকে পালানোর এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।"
বাবলু বলল, "অনেক রাত! আমি তা হলে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম?"
"সারাটা দিন। যে জল তুমি খেয়েছিলে সেই জলের মধ্যে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া ছিল।"
বাবলুর খিদে পেয়েছিল খুব। তাই মানুষের খাওয়ার অযোগ্য রুটিই ও খেয়ে নিল গোগ্রাসে।
ভাগ্যশ্রী বলল, "শোনো, এই ঘরের কোণে ড্রেনের আকারে ছোট্ট একটি সুড়ঙ্গ আছে। সেইখান দিয়েই পালাতে হবে আমাদের। পথটি অত্যন্ত পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক। ওর মধ্যে দেহটা ঢুকিয়ে দিলেই তুমি নিমেষে পৌঁছোবে গঙ্গার গর্ভে। যদি সাঁতার জানা থাকে তবেই রক্ষে! না হলে কিন্তু ডুবতে হবে অথই জলে।"
বাবলু বলল, "আমি তো সাঁতার জানি না।"
"তবে তো বাঁচার কোনও আশাই নেই তোমার।"
"পথ একটা খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু তার আগে বলো তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? এই শত্রুপুরীতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেই বা কীভাবে?"
"আমি খাজুরাহোর মেয়ে। খাজুরাহো ঠিক নয়, সৈনিগড়। আমরা অবশ্য শ্রীনগর বলি। শ্রাবণ মাসে মাহোবায় এসেছিলাম কজলী-উৎসবে। পাহাড়ের কোলে মাহোবার বনে বনে মেয়েরা ফুলের দোলনা খাটিয়ে দোল খাচ্ছিল। আমিও তাদেরই সঙ্গে গেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা ডাকাতের দল এসে লণ্ডভণ্ড করে দিল সব। মেয়েদের গা থেকে গয়না ইত্যাদি ছিনিয়ে নিল। তারপর হাতের সামনে যাকে পেল তাকেই তুলে নিল ওরা। আমিও ওদের খপ্পরে পড়ে গেলাম। ওরা আমাদের প্রথমেই নিয়ে এল কানপুরে। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম আমরা। আমি একবার সুযোগ বুঝে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। তারপরই ওরা আমাকে পাঠিয়ে দিল এখানে। রবিকুমারের পরিবারের অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আমার। ওরা আমাকে এই বলে শাসিয়েছে, এরপর কখনও পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে আমার মুখ ওরা অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবে।"
বাবলু বলল, "ওরা তোমাকে এইভাবে আটকেই বা রেখেছে কেন?"
"ভাল দাম উঠলে আমাকে বিক্রি করে দেবে বলে। যাই হোক, ওদের ভয়ে আমি আর পালানোর চেষ্টা করিনি। তবে কিনা ক'দিন ধরে আমি অন্য একটা মতলব আঁটছিলাম। ঠিক করেছিলাম সুযোগ মতো রবিকুমারকে খুন করে নিজেও আত্মঘাতী হব। এমন সময় আজ সকালে তোমাকে দেখেই মন স্থির করলাম। হয় তোমাকে বাঁচাব, নয়তো আমিই মরব।"
"কিন্তু তুমি আমাকে দেখলে কী করে?"
"এদের ফ্যামিলি থাকে দোতলায়। আমিও দোতলাতেই থাকি। তখনই বারান্দা থেকে তোমাকে দেখতে পাই।

অনেক পরে একসময় পুলিশ এল। চারদিক ঘুরে দেখল। তারপর কোনও কিছুই না পেয়ে ফিরে গেল তারা। রবিকুমারও গাড়ি নিয়ে সেই যে বেরোলেন, এখনও ফেরেননি। মনে হয় উনি বাঁদায় গেছেন। বিঠুরের চেয়ে বাঁদায় এখন রমরমা কারবার ওদের। মি. ভোরা একটা প্যালেস তৈরি করেছেন সেখানে। মাহোবার লুণ্ঠনকারী ডাকাতরা ওদেরই লোক।"

বাবলু বলল, "আমি যাওয়ার জন্য তৈরি।"

"তুমি সুদ্ধু গেলে আমার পালিয়ে যেতে সাহস হয়। এই যে তোমার এখানে এলাম, তাও চালাকি করে। আজ তোমার খাবার জলের সঙ্গে যে ওষুধ দিয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল ওরা, সেই ওষুধেই ওদের সবাইকে ঘুম পাড়িয়েছি আমি। তবেই এখানে আসতে পেরেছি।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা কি কোনও উপায়েই সামনের দরজা দিয়ে পালাতে পারি না?"

"না। বাইরের দিক থেকে দরজায় তালা দিয়ে সেবকরাম দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে এই সুড়ঙ্গ ছাড়া পথ নেই?"

"উঁহুঁ। এদিকে তুমি তো বলছ তুমি সাঁতার জানো না।"

বাবলু বলল, "আমি বলি কী, আমার যা হয় হোক, তুমিই বরং পালাও।"

"অসম্ভব! জলে পড়েও কি পালাতে পারব? এখান থেকে আমাকে যেতে হবে কল্যাণপুর। তারপর কানপুর। তারও পরে বাঁদা হয়ে মাহোবায়। আমি কপর্দকশূন্য। তাই পালাতে গেলেই ধরা পড়ব। আর থানায় গেলে? ওরাই আবার এইখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "আমার কাছে টাকা আছে। আমি যদি সেই টাকা থেকে কিছু তোমাকে দিই, তুমি পালাতে পারবে না?"

"পারব। তবে তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। এখন একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। তাতে অবশ্য বিপদের একটু ঝুঁকি আছে। আমি আগে সুড়ঙ্গপথে নেমে জলে গিয়ে পড়ি। তারপর কোনও নৌকোয় কাছি নিয়ে অপেক্ষা করি তোমার জন্য। আমি নেমে যাওয়ার ঠিক দশ মিনিট পরে তুমি নামবে। তা হলে অসুবিধে হবে না। ওই কাছি ধরেই ডাঙায় উঠে আসতে পারবে তুমি।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। তুমিই তবে আগে নামো।" তারপর বলল, "এবার বুঝেছি, অন্ধকারে মিলিয়ে ভ্যানিশ তা হলে এই পথেই পালিয়েছে।"

ভাগ্যশ্রী আর দেরি না করে সেই নালার মতো জায়গাটায় এসে শুয়ে পড়ে প্রথমে পাদুটো ঢুকিয়ে দিল। তারপর দেহটা ছেড়ে দিতেই পিছলে চলে গেল চোখের আড়ালে।

সেই সময়টুকুর মধ্যে বাবলু একবার বাতির আলোয় ঘুরে দেখে নিল গোটা ঘরটা। ঘর তো নয়, স্টোররুম। মিনি অস্ত্রাগার একটা।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বাবলুও ওইভাবে নিজেকে ঢুকিয়ে নিল পলায়নপথে। তারপর নিকষ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে হড়হড় করে শ্যাওলায় হড়কে একসময় ঝুপ করে গিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। অমনই সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যশ্রী জলে ঝাঁপিয়ে ধরে নিল ওকে। ও একটা ছোট নৌকো নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা শক্ত কাছি বাবলুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাগ্যশ্রী নৌকোয় উঠে বাবলুকেও উঠতে সাহায্য করল।

ভিজে পোশাকে নৌকোয় উঠে বাবলু বলল, "জীবনে এই প্রথম একটা মারাত্মক রকমের ঝুঁকি নিলাম। আজকের এই রাত স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার।"

ভাগ্যশ্রী নিজেই নৌকোটাকে বয়ে নিয়ে চলল। তারপর একসময় পৌঁছে গেল ওপারের ঘাটে। এইখানেই কোথায় যেন পরিহার গ্রাম। যেখানে সীতাকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল সুমন্ত্র।

ওদের এখন ওইসব দেখবার সময় নেই। জল-সপসপ ভিজে পোশাকে কাঁপতে কাঁপতে ওরা মেঠোপথ ধরে অনেক হেঁটে একসময় একটি গঞ্জের মতো জায়গায় এসে পড়ল।

একজন চৌকিদার সেখানে টহল দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছিল, "শোনেবালে জা-গো-ও-ও-।"

চৌকিদার ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "হল্ট।"

দু'জনে দু'জনের হাত ধরে থমকে দাঁড়াল ওরা।

চৌকিদার কাছে এসে বলল, "কাঁহা যা রহে?"

ভাগ্যশ্রী বলল, "ডাকু পিছে লাগা। গঙ্গাজিমে ফিক দিয়া ও লোগ। হম দোনো জান লে কর...।"

চৌকিদার মুখ দিয়ে 'চ্-চ্-চ্' করে একটা আওয়াজ বের করে বলল, "আও মেরে সাথ।"

শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাবলু বলল, "আচ্ছা, এখানে কোনও জামাকাপড়ের দোকান নেই? আমরা তা হলে

নতুন কিছু কিনে নিতাম। এগুলো আর পরা যাচ্ছে না।"

"সব কুছ মিল যায়েগা।"

চৌকিদার প্রথমে দু'জনকে ওর বাড়িতে নিয়ে এল। তারপর স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীকে ডেকে তার দোকান খুলিয়ে ওদের পছন্দমতো পোশাকের ব্যবস্থা করিয়ে দিল। বাবলুর টাকাগুলো ভাগ্যিস পলিপ্যাকে মোড়া ছিল তাই জলে পড়েও ভেজেনি একটুও। আর পিস্তলটাকে মুঠো করে ধরে থাকার ফলে খোয়া যায়নি সেটাও।

পোশাক পরিবর্তন করে একটা ঝোলাব্যাগ কিনে ভিজেগুলো ভরে নিল তাতেই। তারপর বাকি রাতটুকু চৌকিদারের বাড়িতে বসে ওর বউয়ের হাতে তৈরি চা খেয়ে গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দিল। ভোরের দিকে চৌকিদারের সহযোগিতায় কানপুরগামী একটি মালবাহী ট্রাকে বসে আলো ফোটার আগেই পৌঁছে গেল কানপুরে।

ব্যস্ত শহর কানপুর তখন জমজম করছে। প্রথমেই ওরা দু'জনে একটা দোকানে বসে পেটভরে জলযোগপর্ব সেরে নিল। তারপর আরও একবার চা খেয়ে চাঙ্গা করল দেহটাকে।

ভাগ্যশ্রী বলল, "সত্যি, কতদিন পরে একটু তৃপ্তি করে এতসব খেলাম। ভাগ্যে তুমি ওই শত্রুপুরীতে ঢুকে পড়েছিলে!"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে তুমিও আমার প্রাণ বাঁচালে!"

ভাগ্যশ্রীর হঠাৎ কী মনে পড়ায় বলল, "এই যাঃ! এতক্ষণ আছি অথচ তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।"

"আমার নাম বাবলু।"

"বাজে নাম। আমি সৈনিগড়ের মেয়ে হলেও কাশীতে পড়াশোনা করি। আমার যত বাঙালি বান্ধবী আছে তাদের অনেকেরই ভাই বা দাদার নাম বাবলু। ওই নাম আমার একেবারেই পছন্দ নয়।"

বাবলু বলল, "পছন্দ না হলে কী হবে? আমার নামের আদ্যক্ষর 'ব' তোমার 'ভ'। কেমন মিল দেখেছ তো?"

"তবুও তোমার নাম ভাগ্যবান হলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম। ভাগ্যশ্রীর সঙ্গে ভাগ্যবানের একটা মিল থাকত।"

"আমি তো ভাগ্যবানই। না হলে ওইরকম বিপদকালে তোমার দেখা পাই?"

ভাগ্যশ্রী মধুর করে হাসল। বলল, "এইবার বলো, ওরা তো তোমাকে ধরে আনেনি। তুমি কোন স্পর্ধায় ঢুকে পড়লে ওই বাঘের গুহায়?"

বাবলু তখন ওদের পরিচয় দিয়ে আগাগোড়া সব বলল ভাগ্যশ্রীকে।

ভাগ্যশ্রী সব শুনল। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলল, "বুঝেছি তোমারই কারণে তা হলে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল কাল। নেহাত ডার্করুমের সন্ধানটা পায়নি বলেই ফিরে গেছে। যাক, এখন তা হলে কী করবে?"

"ভাবছি তোমার হাতে বেশি করে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তোমাকে বাঁদা কিংবা মাহোবার বাসে অথবা ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি চলে যাব মন্ধনার দিকে। কেন না আমার দলের সকলের সঙ্গে তো এবার দেখা হওয়া দরকার। ওরা এখন ছটফট করছে আমার জন্য।"

ভাগ্যশ্রীর চোখে এবার জল এল। বলল, "এই মুহূর্তে তুমি চলে গেলে আমি যে দিশা হারাব বাবলু! দীর্ঘ চার মাস পরে ঘরে ফিরছি। তাও ওই বাঁদার ওপর দিয়ে। ভোরার ভয়ে বুক আমার শুকিয়ে যায়। এইবার ধরা পড়লে আর কিন্তু আমি রেহাই পাব না। অথচ বাঁদায় না গেলে মাহোবাতেও পৌঁছোতে পারব না আমি। আর মাহোবায় না গেলে সৈনিগড় বা খাজুরাহ বা যাব কী করে? আমার মামার বাড়ি খাজুরাহোয়। তাই বলি, দয়া করে আমাকে আমার বাড়িতে তুমি পৌঁছে দিয়ে এসো।"

বাবলু বলল, "বেশ, তাই হোক। এখন বাঁদায় কীভাবে যাবে বলো?"

"এখনই তো ট্রেন আছে। কানপুর-বাঁদা প্যাসেঞ্জার। এখন গেলেও পেয়ে যাব ট্রেনটা।"

বাবলু একটুও দেরি না করে ওকে নিয়ে স্টেশনে এসে বাঁদার টিকিট কাটল দুটো। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষপ্রান্তে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল তখনও। ওরই মধ্যে একবার ও বুদ্ধি করে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করল মন্ধনা পি এস এ। ওর নিজের কথা বলে বলল, ওর দলের কেউ ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিলে তারা যেন বাঁদা অথবা মাহোবাতেই চলে যায়। বলে নিশ্চিন্ত হল।

এবার মনের আনন্দে ট্রেনে উঠে পছন্দসই একটি জায়গা দেখে পাশাপাশি বসল দু'জনে। ট্রেন চলতে শুরু করলে বাবলু বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। শুনলাম আমাদের ওরা এখন কনৌজে। থানার মাধ্যমে আমার খবরও পেয়ে যাবে ওরা। ওরা এলে মাহোবা থেকেই জেহাদ ঘোষণা করব আমরা ভোরার বিরুদ্ধে। ওর জীবনে রাত্রির অবসানে ভোরের আলো আর আমরা ফুটতে দেব না।"

ভাগ্যশ্রী বলল, "যতক্ষণ না ভোরার বিষদাঁত তোমরা উপড়ে নিতে পার ততক্ষণ আমিও তোমাদের পাশে পাশেই থাকব কিন্তু।"

"আমি তা হলে দারুণ খুশি হব। আমার দলের ওরাও তোমাকে দেখলে খুবই খুশি হবে। আমরা সকলে তখন এক হয়ে তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

বাবলু জোরের সঙ্গে এত কথা বলল বটে, কিন্তু ও জানে না মন্দ্রনায় ফোন করে কী ভুলটাই না করল ও। নিজের অজান্তেই নিজের বিপদকে ও ডেকে আনল কীভাবে।

কানপুর থেকে বাঁদা। বাঁদা থেকে রাঠ বারাণসীর বাসে মাহোবা আসতে বেলা হয়ে গেল অনেক। মাহোবা ভাগ্যশ্রীর পরিচিত জায়গা। এই মাহোবা হল অত্যন্ত প্রাচীন শহর। চান্দেল্লা রাজবংশের রাজা চন্দ্রবর্মাই এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। শহর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি এক মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন (৮০০ সালে)। সেই মহোৎসব থেকেই এর নাম হয়েছে মাহোবা। ছতরপুর জেলার খাজুরাহোর মন্দিরও তাঁরই অনবদ্য কীর্তি। মায়ের জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেই এখানকার মন্দিরগুলিতে চরম শিল্পের বিকাশ। পাহাড়ে ঘেরা মাহোবা শহরটি মদনসাগর নামে একটি সুবৃহৎ জলাশয়ের ধারে। এ ছাড়াও আছে কীর্তিসাগর ও আরও অনেক ছোট ছোট জলাশয়। এইসব জলাশয়ের মধ্যে দ্বীপের মতো স্থান আছে। আছে পাহাড়ের গায়ে জৈনদের চব্বিশ তীর্থঙ্করের মূর্তি। আর আছে বিখ্যাত মুনিয়াদেও-এর মন্দির। এককথায় মাহোবা শুধু মহোৎসবের নয়, সৌন্দর্যের নগরী।

বাসস্ট্যান্ডের সামনেই শিবম লজে উঠে পড়ল ওরা।

সংকটমোচনের মন্দির সংলগ্ন এই লজটি ভারী সুন্দর। এখানে দু'-একটা দিন থাকবে ঠিক করেই উঠল ওরা। কেন না জায়গাটা অত্যন্ত সুরক্ষিত। তার ওপর বাঁদাও এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। খাজুরাহো তো মাত্র পঁয়ষট্টি কিমি দূরে।

যাই হোক, ওরা লজে জিনিসপত্র রেখে নীচের দোকান থেকে পেস্ট-ব্রাশ নিয়ে এসে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াল একটু। তারপর একস্ট্রা জামাকাপড়, তোয়ালে গামছা ইত্যাদি কিনে ঘরে রেখে সংকটমোচন মন্দিরে এল। কী বিশাল এক হনুমানের মূর্তি রয়েছে এখানে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সামনের একটি পাহাড়ের দিকে।

বাবলু বলল, "এখনই পাহাড়ে উঠবে? এত বেলায়?"

ভাগ্যশ্রী বলল, "তাতে কী? এই পাহাড়, মন্দির, গড় ও মাহোবাকে নিয়ে আমার যে কত স্মৃতি তা কী বলব! আমি তো এই দেশেরই মেয়ে। ওই পাহাড়ের ওপরে আছে বালখণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির। চলো যাই, তাঁকে দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসি। যাতে আমরা জয়যুক্ত হই।"

বাবলু বলল, "চলো তবে।"

ওরা বাসস্ট্যান্ডের পেছনদিকে এসে সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে উঠল। ছোট পাহাড়। উঠতে অসুবিধে হল না। ঘন জঙ্গল থাকায় এবং লম্বালম্বিভাবে পাহাড়টি পাঁচিলের মতো দূরবিস্তৃত হওয়ায় ভারী মনোরম। ওরা বিগ্রহ দর্শন করে অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল। এখান থেকে মাহোবা শহরের দৃশ্য, জলাশয়, দ্বীপ, প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ—সবই ভালভাবে দেখতে পেল ওরা।

পাহাড় থেকে নেমে স্নানাহারের পর্ব শেষ করে সারাটা দুপুর ঘুমিয়ে কাটাল। বিকেলে একটা শেয়ারের অটো নিয়ে চলল মদনসাগর দেখতে। শহরের বুকে মহাবীর আল্হা ও উদলের মূর্তি দেখে মুগ্ধ হল বাবলু। তারপর পুলিশ চৌকিতে নেমে মনিয়াদেও হয়ে পাহাড়ের কোলে এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সেখানে শুধু বেলবন ও নাম-না-জানা গাছের বন। বহু প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

এখানে এসে বাবলুর মুখ থেকে একটাই কথা শুধু বেরিয়ে এল, "কী সুন্দর!"

জয়শ্রী বলল, "কজলী-উৎসবের সময় এই বনেই আমরা গাছে গাছে দোলনা বেঁধে ফুলসাজে সেজে দোল খেয়েছি। নাচগান করেছি। আর এখান থেকেই ধরা পড়েছি আমরা ডাকাতের হাতে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, কজলী-উৎসবটা কী? আর আল্হা উদলই বা কে?"

"শোনো তবে। কজলী-উৎসব হল মেঘের উৎসব। শাওন গগনে যখন ঘোর ঘনঘটা, ময়ূর যখন পেখম মেলে নাচে, এই অঞ্চলের মেয়েরা তখন ধানরং শাড়ি পরে, আশমানি ওড়না গায়ে দিয়ে কালিঞ্জর থেকে মাহোবা পর্যন্ত উদ্যানে, বনে-উপবনে মিলিত হয়। গাছের শাখায় শাখায় ফুলের দোলনা বেঁধে দোল খায়। সে কী আনন্দের উৎসব তখন। আগামী বছর তোমরা আসবে সবাই?"

"নিশ্চয়ই আসব। তারপরে বলো আরও যদি কিছু বলার থাকে। এই দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি। তুমি বলো, আমি শুনি। পরে আমি বলব, ওরা শুনবে।"

ভাগ্যশ্রী বলতে লাগল—

পৃথ্বীরাজের সেনাপতি পরমালিক। তিনি ছিলেন চান্দেল্লা (চংদেলা) ক্ষত্রিয়। বীরত্বের জন্য তাঁর সুনামও ছিল খুব। যৌবনকালে হঠাৎ তিনি কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হয়ে কাশী যাচ্ছিলেন মৃত্যু আসন্ন জেনে। পথে কালিঞ্জর নগরে বিশ্রামের সময় মহারাজ মকরন্দের যুবতী কন্যা মল্‌হনের সেবায় তিনি সুস্থ হন। রোগমুক্ত হয়ে পরমালিক রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চান। মল্‌হনাও যুবক সেনাপতির বলিষ্ঠ দেহসৌন্দর্যের প্রতি কম আকৃষ্ট হননি। তিনিও এককথায় রাজি হয়ে বরমাল্য অর্পণ করলেন পরমালিককে।

বিবাহ উৎসব সমাপ্ত হলে মকরন্দ জামাতার হাতে সিংহাসনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। রাজা হলেন পরমালিক।

পৃথ্বীরাজের আর-এক সেনাপতি ছিলেন জাসর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বলবান। একদিন পৃথ্বীরাজ বন্য মহিষের লড়াই দেখছেন। ভীষণ মূর্তিতে মহিষদুটো পরস্পরকে আক্রমণ করছে। তাদের দাপাদাপি আর গর্জনে চারদিক আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তাই দেখে রাজা বললেন, "কে ওই মহিষদুটোকে ছাড়িয়ে দিতে পারে?"

রাজা জানতেন জাসরই এগিয়ে আসবেন এই কাজে। কিন্তু না। সকলকে চমকে দিয়ে দেউলা ও সহদেবা নামে দু'জন পরমাসুন্দরী ব্রহ্মচারিণী গোপ যুবতী এগিয়ে এল মহিষদুটোর কাছে। এবং প্রচণ্ড শক্তিতে ও বিস্ময়কর কৌশলে ছাড়িয়ে দিল পরস্পরকে। তাই দেখে রাজা জাসরকে অনুরোধ করলেন দুই যুবতীকে বিবাহ করে সুখী করতে। রাজার অনুরোধে ক্ষত্রিয় জাসর গোপ যুবতীদ্বয়ের স্বামী হলেন। যথাসময়ে দেউলার গর্ভে উদল ও আল্‌হা এবং সহদেবার গর্ভে মল্‌খানা ও সুলখানা নামে পুত্র জন্ম নিল।

পিতা হওয়ার কিছুদিন পরই জাসর নিহত হলেন তাঁর আপন ভ্রাতার হস্তে কপট যুদ্ধে। দেউলা ও সহদেবা তখন পুত্রদের নিয়ে কালিঞ্জরে পরমালিকের আশ্রয়ে গিয়ে রইলেন। দেউলার পুত্র আল্‌হার বীরত্বকাহিনী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

একবার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কোনও এক রাজার যুদ্ধ বেধেছে। এমন সময় রানি চন্দ্রাবতী বললেন, 'আমি কজলী-উৎসব করব।'

রাজা বললেন, 'না রানি। আল্‌হা এখন আমার কাজে একটু বাইরে গেছে, এইসময় উৎসব করলে যদি কোনও বিপদ উপস্থিত হয় তখন তোমাদের রক্ষা করবে কে?'

'ভগবান রক্ষা করবেন।' বলে রাজার কথা না শুনেই 'কজলী-উৎসবে' মেতে উঠলেন রানি।

এমন সময় দলে দলে শত্রুসৈন্য এসে পড়ল রানিকে হরণ করতে। রানি নিরুপায় হয়ে তখন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

সৌভাগ্যক্রমে 'মার, মার' রবে আল্‌হা এসে উপস্থিত হল ঘটনাস্থলে। আল্‌হার নাম শুনেই শত্রুসৈন্যরা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে বাঁচল। আল্‌হা আসবার পূর্বে অবশ্য মলখানা এসেছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে মলখানা ও বহু সৈন্য নিহত হয় বলে চান্দেল্লা রাজবংশের লোকেরা কজলী-উৎসবে যোগ দেন না। তবে কালিঞ্জর ও মাহোবায় এই উৎসব আজও চলে আসছে।

কথা বলতে বলতে ওরা যখন মদনসাগরের ধারে এসে দাঁড়াল তখন সূর্য অস্ত গিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ওরা আর এই নির্জনে থাকাটা ঠিক মনে করল না তাই। ওরা যখনই ফিরে আসবার উপক্রম করছে ঠিক তখনই কী যেন দেখে চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠল ভাগ্যশ্রী। বাবলুও আতঙ্কিত হল। দেখল দু'দিক থেকে দুটো ডালকুত্তা এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে ওদের। কী দারুণ হিংস্র ওরা। ওদের নজর এড়িয়ে পালানোর কোনও পথই এখানে নেই।

ভাগ্যশ্রী বলল, "আর বোধহয় নিজেদের রক্ষা করতে পারলাম না বাবলু। এবার মৃত্যু অবধারিত।"

বাবলু বলল, "তুমি বাঁচতে পারো। মদনসাগরের জলে লাফিয়ে ওই দ্বীপের মধ্যে ভগ্ন প্রাসাদে গিয়ে আত্মরক্ষা করো তুমি।"

"তুমি কী করে ভাবলে ভাগ্যশ্রী ভার্মা একটি অসহায় ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজের জীবন নিয়ে পালাবে।"

"এতে ভাবাভাবির কিছু নেই। যা বলছি তাই করো।"

এমন সময় দেখা গেল জঙ্গলের পথ ধরে রবিকুমারের সঙ্গে একজন কালাপাহাড়কে উদ্যত রিভলভার হাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে। দেখে মনে হল যেন একটা জলহস্তী দানবের চেহারা নিয়ে আসছে।

ভাগ্যশ্রী ভয়ার্তস্বরে বলল, "শনির সঙ্গে রাহু।"

বাবলু বলল, "উনি কে?"

"বাঁদার ভয়ংকর। ভোরা।"

ওরা যতই এগিয়ে আসে এরা ততই এক-পা দু'-পা করে পিছোতে থাকে। কুকুরদুটোও মরণের দূত হয়ে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে। সে কী চরম মুহূর্ত।

বাবলু হঠাৎই ভাগ্যশ্রীকে এক ধাক্কায় জলে ফেলে দিয়ে চকিতে ওর পিস্তল বের করে ডালকুত্তা দুটোর একটাকে শেষ করল। পরক্ষণেই আর-একটা তেড়ে এল ওর দিকে। ভয়ংকব ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই সতর্ক বাবলু চকিতে সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। সেটা গিয়ে পড়ল মদনসাগরের জলে। জল তোলপাড় করে চিৎকার করতে লাগল সেটা 'আঁউ-আঁউ-আঁউ-আউ'।

আর ঠিক তখনই পঞ্চুর 'ভৌ-ভৌ' ডাকে আতঙ্কিত হল স্তব্ধ বনভূমি। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ওর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল। মায়ার জগতে মরণছায়াকে ঘনিয়ে আনতেই কি ওর আবির্ভাব? ছায়ান্ধকারের বুক চিরে তীব্রগতিতে ছুটে এসে পঞ্চু লুটিয়ে পড়ল বাবলুর পায়ে। তারপরই ভীষণ মূর্তিতে তেড়ে গেল শত্রুপক্ষের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রবিকুমারের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল টিসুম।

পঞ্চু বুঝতে পেরেই সরে গিয়েছিল বড় একটি পাথরের আড়ালে। তাই গুলিটা ফসকে গিয়ে লাগল অপব ডালকুত্তাটার মুখে। সেটা তখন জল থেকে উঠে এসে পঞ্চুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। গুলি খেয়ে প্রাণান্ত চিৎকার করে দু'-একবার ছটফটিয়েই স্থির হয়ে গেল সেটা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের ভেতর থেকে আর-একটি গুলির শব্দ শোনা গেল। এর টার্গেট ছিলেন রবিকুমার। কে যে কোথা থেকে গুলি করল, তা বোঝা গেল না। গুলিটা ওঁর কাঁধে লাগতেই 'মাই গড' বলে চাপা একটা আর্তনাদ করে বসে পডলেন সেখানে। পঞ্চু তখন ওঁর রিভলভার-ধরা হাতটিকে কামড়ে প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

এই সময়টুকুর মধ্যেই কখন যে উধাও হয়ে গেলেন ভোরা, তা কেউ টেরও পেল না।

বড় একটি পাথরের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে তানিয়াকে আসতে দেখা গেল এবার। সেইসঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকেও। বিস্মিত বাবলু বলল, "তোরা কী করে জানলি আমরা এখানে আছি? তা ছাড়া তানিযা কীভাবে এখানে এল?"

"সে অনেক কথা। পরে সময়মতো সব বলব। যা ঝড় বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে! আমরা মন্ধনা পি এস এ খবর নিয়েই তোর ব্যাপারে জেনেছি। তখনই একটা গাড়ি নিয়ে সোজা চলে আসছি এখানে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না ভোরা আর রবিকুমার আমাদের এখানে আসার ব্যাপারটা টের পেলেন কী করে।"

ভাগ্যশ্রী বলল, "আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম রবিকুমারের এক বন্ধু ওখানকার পি এস-এ আছেন।"

সকলে তখন আগ্রহ নিয়ে ভাগ্যশ্রীর দিকে তাকালে বাবলু বলল, "খুব কৌতূহল হচ্ছে, না? ওর নাম ভাগ্যশ্রী। ও না থাকলে আমার মৃত্যু অবধারিত ছিল। ওর বাড়ি খাজুরাহোর কাছে এক গ্রামে। ভোরার মোকাবিলাটা হয়ে গেলেই ওকে আমরা ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

রবিকুমার তখন আততায়ীর গুলির আঘাতে ছটফট করছেন। আর পঞ্চু ওঁর পাশে বসে যেন মজা দেখছে।

রবিকুমারের রিভলভারটা বাবলু নিজের কাছে রেখে বলল, "গুড বাই মি রবিকুমারজি। আমরা এটা নিয়ে থানায় যাচ্ছি। এখন আপনি হয় মরুন, না হয় সুস্থ হয়ে উঠুন। কিন্তু এই নির্জনে কে যে কোথা থেকে আপনাকে গুলি করল তাই শুধু বুঝতে পারলাম না।"

বিলু বলল, "তাই তো! এই একই কায়দায় কনৌজের গড়টিলায় ভ্যানিশকেও কিন্তু গুলি করল এমনই একজন, যে কিনা রহস্যের অন্ধকারেই রয়ে গেল।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভাগ্যশ্রী ও তানিয়াকে নিয়ে বড় রাস্তায় এল। যেই না আসা অমনই বিপর্যয়। বিপদ যেন ওত পেতে ছিল ওদের জন্য। হঠাৎ কোথা থেকে যেন চার-পাঁচজন দুর্ধর্ষ লোক মোটরবাইক নিয়ে আক্রমণ করল ওদের। চারদিকে অত লোকজনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ।

বাচ্চু, বিচ্ছু ছুটে একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল লড়ে গেল ওদের সঙ্গে। ক্রুদ্ধ পঞ্চু আঁচড়ে কামড়ে সবাইকে অস্থির করে তুললেও শেষপর্যন্ত পেরে উঠল না। ওরা মুহূর্তে তানিয়া ও ভাগ্যশ্রীকে উঠিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। তবে কিনা সবাইকে আটকাতে না পারলেও শেষেরজনকে কাবু করল পঞ্চু। ছুটে গিয়ে চলন্ত মোটরবাইকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরতেই কিছুদূর গিয়ে পথের বাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

বাবলুও সমানে ছুটছিল ওদের পেছনে। এবার পড়ে যাওয়া লোকটিকে জামার কলার ধরে টেনে তুলেই দমাদ্দম ঘুষি লাগাল কয়েকটা। ততক্ষণে পঞ্চুও ওর বুকের ওপর থাবা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাবলু কঠিন গলায় বলল, "তুম সব কাঁহাসে আয়া? কিনোনে ভেজা তুম সবকো?"

লোকটি ভয় পেয়ে বলল, "ভোরাবাবা নে।"

"দোনো লেড়কি কো কাঁহা লে গয়ি ও লোগ?"

" চা-র-খা-রি।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বলও ছুটে এসেছে। আর এসেছে অনেক লোক।

বাবলু বলল, "শোন, লোকটাকে তোরা থানায় দে।" বলে রবিকুমারের সেই রিভলভারটা বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "এটাও থানায় জমা দিয়ে ওর অবস্থার কথা বলবি। বলে যেভাবেই হোক একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে এখনই চলে আয় চারখারিতে। ভোরা নিশ্চয়ই ওখানেই থাকবে। আমি পঞ্চুকে নিয়ে এগোচ্ছি।" বলেই সেই মোটরবাইকে পঞ্চুকে বসিয়ে চারখারির পথ জেনে উল্কার গতিতে ছুটে চলল বাবলু।

চারখারি কোথায়, কোন জায়গা, কীজন্য বিখ্যাত, কিছুই জানে না বাবলু। পরে অবশ্য শুনেছিল সব। চারখারি একসময় বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটি করদ রাজ্য ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য প্রাসাদমালায় ভরা এই চারখারিকে এখনও এই অঞ্চলের প্যারাডাইস বলা হয়। পাহাড় ও বনভূমি দিয়ে ঘেরা এই চারখারি কেল্লা, প্রাসাদ ও হ্রদের জন্য বিখ্যাত। জলটলমল হ্রদের বুকে একদা ইয়োরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট যে অতিথিশালা নির্মাণ করা হয়েছিল তা হল চারখারির প্রধান দ্রষ্টব্য। সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর এখানকার যে কেল্লা সেই কেল্লা ছিল দুর্ভেদ্য। তাঁতিয়া টোপি যখন এই কেল্লা দখল করতে আসেন তখন এই কেল্লার ফৌজরা কেল্লা থেকে প্রবল পরাক্রমে তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। পরে অবশ্য পরাজয় বুঝে ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁতিয়া টোপিকে প্রদান করে খুশিমনে বিদায় দেন তাঁকে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইয়োরোপীয়রা এই কেল্লায় এসে আশ্রয় নেন। এখানকার প্রাসাদ আর তোরণ দেখলে বিস্ময় লাগে। ডালাস নামে একজন সাহেব আগ্রা ও সেকেন্দ্রার অনুকরণে এখানকার তোরণ নির্মাণ করান। চারখারির জীবনযাত্রা অতি সুন্দর। এখানকার মতো এমন গোলাপের সমারোহ এ-দেশে আর কোথাও নেই। এখানকার সোনালি জরির আদর ও খ্যাতিও খুব। ভাল কার্পেট তৈরি হয় এখানে। ক্ষুদ্র রাজ্য। সুখ ও শান্তিতে ভরা। অতি সুন্দর জলহাওয়া এখানকার। মেয়েরা ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে এমন একরকমের আংটি পরেন, যা বড়ই বৈচিত্র্যময়। মেয়েরা সুন্দরীও।

রাতের অন্ধকারে মায়াময় চারখারির বনময় পার্বত্যপথে দুরন্তগতিতে ছুটে চলল বাবলু। হঠাৎই দেখতে পেল একজন দুষ্কৃতী পথের মাঝখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে কাতরাচ্ছে। একপাশে উলটে পড়ে আছে তার সাধের মোটরবাইকটি। বিস্মিত বাবলু ভেবে পেল না কে করছে এই কাজ। কোন সে আততায়ী কোথা থেকে বুলেটবিদ্ধ করছে বাছা বাছা লোকগুলোকে এক এক করে? এতে তার লাভটাই বা কী?

বাবলুর এখন এইসব দেখার সময় নেই। দু'-দুটি মেয়ে অপহৃতা হয়েছে দুর্বৃত্তদের হাতে। যেভাবেই হোক রক্ষা করতেই হবে তাদের। তাই আরও, আরও জোরে এগিয়ে নিয়ে চলল মোটরবাইককে। হঠাৎ দেখল এক জায়গায় দু'জন লোক প্রাণভয়ে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে পালাবার চেষ্টা করছে। আর সেইখানেই পথের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে দু'হাতে একটি রিভলভার শক্ত করে ধরে ওদের দিকে টার্গেট করছে তানিয়া।

বাবলু ছুটে এসে ধরে ফেলল ওকে। বলল, "এ কী করছ তুমি! রিভলভার কোথায় পেলে?"

তানিয়ে ফোঁস করে উঠল, "তুমি সরে যাও বাবলু। আমার শিকার আমাকেই ধরতে দাও।" বলেই ট্রিগারে চাপ দিল, টিসুম, টিসুম।

কী অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। দারুণ শুটার। যেখানে-সেখানে নয়, দু'জনের দুটি পায়েই গিয়ে লাগল গুলি দুটো। দুষ্কৃতীরা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেখানেই।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "তা হলে তুমিই? তুমিই সেই অজ্ঞাত আততায়ী?"

"হ্যাঁ, আমিই। আমার কথা আমি রেখেছি। ট্রেনের কামরায় তোমাকে আমি বলেছিলাম, আমিই ওদের কাল হব, এখন আমি কালনাগিনী। এবার আমার ছোবলটা মারব আমি ভোরাকে।" বলেই উলটে থাকা একটা মোটরবাইককে গায়ের জোরে টেনে তুলে তাইতে চেপেই বলল, "গো অ্যাহেড। সময় নষ্ট কোরো না বাবলু। মনে রেখো, ভাগ্যশ্রী এখনও ওদের হাতে।"

ওরা আবার অন্ধকার কাঁপিয়ে ছুটে চলল।

পূর্ণ চাঁদের আলোয় আলোকিত চারখারিতে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। হ্রদের মাঝে শ্বেতপাথরের সুরম্য প্রাসাদগুলো যেন শ্বেতপদ্মের মতো ফুটে আছে। কী সুন্দর! গোলাপের গন্ধে এখানকার আকাশ বাতাস ভরে আছে। ঘুমন্ত চারখারির বুকে ভাগ্যশ্রীর "বাঁচাও বাঁচাও" চিৎকার শুনে কেল্লা পাহাড়ের দিকেই ছুটল ওরা।

ওদের আগেই ছুটল পঞ্চু।

তোরণ পেরিয়ে পাহাড়ে ওঠার সহজ পথটি ছেড়ে ওরা ডালপালা ধরে বড় বড় পাথরে পা দিয়ে খাড়াই বেয়েই ওপরে উঠল। কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই সেখানে। শুধুই কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। কারা কোন আমলে যে চারখারিকে ছারখার করেছে তা কে জানে? শুধুই খণ্ডহর আর খণ্ডহর। এখানে কোথায় ভাগ্যশ্রী, কোথায় ভোরা! অথচ এখানে দাঁড়িয়েও ভাগ্যশ্রীর চাপা কান্না একটা শুনতে পাচ্ছে ওরা।

ততক্ষণে বিলুরাও এসে পড়ল সদলবলে। চারখারির মানুষজনও ঘুম ভেঙে ছুটে এল অনেকেই। এই স্বর্গরাজ্যে দানবের অত্যাচার তারাই বা সহ্য করবে কেন?

হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সকলেই।

একটি গুহার ভেতর দিয়ে প্রাচীনকালের এমন এক সুড়ঙ্গপথ ছিল এখানে যে, তার শেষ কোথায় তা কেউই জানে না। কারও মতে বিপদকালে রাজারা এখান দিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন। কেউ বলে এরই ভেতরে সঞ্চিত আছে সেকালের অনেক বৈভব। সেই সময়ের রাজাদের ধনভাণ্ডার এখানেই ছিল।

পঞ্চু সেই গুহার সামনে গিয়ে একটানা চেঁচিয়ে চলল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

হঠাৎই অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে একটি গুলি ছিটকে এসে পঞ্চুর পায়ের কাছে পড়ল। আর যায় কোথা! হিতাহিত ভুলে সেই গুহার মধ্যেই ঢুকে পড়ল পঞ্চু।

পঞ্চু ঢুকতেই যেন বাঘের মুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে বেরিয়ে এল ভাগ্যশ্রী। এসেই সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরল তানিয়াকে। তানিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ওকে বাচ্চু-বিচ্চুর হাতে সমর্পণ করেই রিভলভার উদ্যত করে ঢুকতে গেল গুহার ভেতর।

বাবলু তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। বলল, "ব্যস। অনেক হয়েছে, এবাব থামো।"

পঞ্চুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ভোরাও তখন বুলেটহীন রিভলভার হাতে নিয়েই বেরিয়ে এলেন। তারপর কোনদিকে যাবেন, কী করবেন, কিছুই ঠিক করতে না পেরে দিশাহারা হয়ে এদিক-সেদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু পালাবার পথ তো নেই। সামনে পঞ্চু, পেছনে পঞ্চু। শুধু ভৌ-ভৌ আর ভৌ-ভৌ। তা ছাড়াও পথের বাধা পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবং অনেক, অনেক লোক।

হঠাৎই কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ এসে হাজির হল সেখানে। একজন অফিসার নিজে গিয়ে ভোরাব হাতে হাতকড়া লাগালেন। বললেন, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট মি. ভোরা। ইয়োর গেম ইজ এন্ড।"

বাবলু ভোরার দিকে আঙুল দেখিয়ে অফিসারকে বলল, "চান্দেল্লা রাজবংশের হিরে চুরির ইনিই হলেন আসল নায়ক। খুন, রাহাজানি, স্মাগলিং এবং অস্ত্র পাচার চক্রের ইনিই গডফাদার।"

অফিসার হেসে বললেন, "জানি।"

ভোরা একবার রক্তচক্ষুতে বাবলুর দিকে তাকালে বাবলু বলল, "গুড বাই মি. ভোরা। আমাদের কাজ শেষ।" বলে সকলকে নিয়ে নেমে এল চারখারির কেল্লা থেকে।

বুন্দেলখণ্ডের এই রমণীয় রাতের অভিযানে ভোরার বিপর্যয়ে ওদের আনন্দের আর শেষ নেই!

নীচে নামতে নামতেই বাবলু তানিয়ার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, "এই জিনিসটা তুমি জোগাড় করলে কোত্থেকে?"

তানিয়া বলল, "এটা জেঠুমণির। আসবার সময় ম্যানেজ করে নিয়ে এসেছি।"

বিলুরা একটা মারুতি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল মাহোবা থেকে। ওরা তাতেই চেপে বসল। আজকের রাতটুকু মাহোবায় কাটিয়ে কালই ওরা ভাগ্যশ্রীকে পৌঁছে দেবে ওর বাবা মায়ের কাছে সেনিগড়ে অথবা ওর মামার বাড়ি খাজুরাহোয়। তারপর খাজুরাহোর অনবদ্য শিল্পকলা দর্শনের পর তানিয়ার জন্য অবশ্যই যাবে ইলাহাবাদ।

মারুতি স্টার্ট নিতেই আনন্দে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল তানিয়া, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সকলে বলল, "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।"

ভাগ্যশ্রী বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

কেউ কিছু বলার আগে পঞ্চুই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৯

চল্লিশ অভিযান

এক একটা দিন এমনভাবে শুরু হয যে তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই। না হলে হাওড়া শহরের মধ্যস্থলে হাজারহাত কালীতলার মতো জায়গায় অমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটবে কেন?

বিস্ময়কর ব্যাপার! হ্যাঁ, ঠিক তাই। বিলুর এক সহপাঠী ফোনে জানাল ওদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সকাল থেকেই মেঝে ফুঁড়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গোটা বাড়িটা যেন তেতে আগুন। ঘরে থাকা যাচ্ছে না। মেঝেয় পা রাখা যাচ্ছে না। গরম ভাপে টেকাও যাচ্ছে না বাড়িতে। অর্থাৎ বাড়িটা আগ্নেয়গিরির মতো আগ্নেয়বাড়ি হয়ে উঠেছে। বাড়ির মানুষজন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সবাই এসে হাজির হয়েছেন বিলুর বন্ধুর বাড়িতে। দমকল এসে জল ঢালছে। থানা-পুলিশ কত কী হচ্ছে। এলাকার লোকজন যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে।

খবর শুনেই বিলু বাবলুকে জানাল।

বাবলু যারপরনাই অবাক হয়ে বিলুকে বলল, "ব্যাপারটা কী একবার দেখতে হচ্ছে তো। ভোম্বলকে ডাক। বাচ্চু-বিচ্ছুকে খবর দে।"

"ওদের কাউকেই পাবি না। ওরা তিনজনে একটু আগে কোথায় যেন গেল দেখলাম।"

"ওদের ফিরে আসার জন্য একটু সময় অপেক্ষা করবি?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। তোর স্কুটারটা বের কর। আমরা দু'জনেই গিয়ে দেখে আসি আগে, পরে সেরকম কিছু বুঝলে না হয় ওদেরকেও নিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। তা ছাড়া এইসব ব্যাপারে আমাদের তো করণীয় কিছু নেই। শুধুই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে যাওয়া।"

বাবলু মাকে জানিয়ে স্কুটার বের করল। তারপর পেছনের সিটে বিলুকে বসিয়ে স্টার্ট দিল।

পঞ্চু এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে? সেও জোর কদমে ছোটা শুরু করল স্কুটারের পিছু পিছু।

বিলু বলল, "ওর কী হল হঠাৎ? ও-ও যেতে চায় নাকি?"

বাবলু বলল, "না। ওর একটা অন্য মতলব আছে।" বলে স্কুটার থামিযে পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু ঘন ঘন লেজ নেড়ে 'কুঁই কুঁই' শুরু করল।

বাবলু হেসে বলল, "আর রোদে রোদে ঘুরিস না। যদি পাই তো নিয়ে আসব।" বলে আবার স্কুটারে স্টার্ট দিল।

বিলু বলল, "কী হল ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না তো?"

বাবলু বলল, "ও আজকাল রোজ সকালে সস দিয়ে শিঙাড়া খাচ্ছে। আজ শিঙাড়া না পেয়ে নিমকি এনেছি, তাই খেয়ে জুত হয়নি ওর। সেজন্যই আমাকে বেরোতে দেখে ও মনে করিয়ে দিতে এসেছে যদি শিঙাড়া পাই যেন ওর জন্য নিয়ে আসি।"

বাবলুর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল বিলু।

কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা এ পথ সে পথ করে হাজারহাত কালীতলায় এসে পৌঁছল।

বিলুর বন্ধু ছুটে এল ওদের দেখে। তারপর সেই বাড়ির কাছে নিয়ে এল ওদের। যে বাড়ি আজকের তারিখে দারুণ রহস্যময়।

ওরা দূর থেকে দেখল সত্যিই একটি বাড়ির ভেতর থেকে হালকা কুয়াশার মতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেই বাড়ির আশপাশে অনেক লোক। পুলিশ ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে। কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না দুর্ঘটনা অথবা লুটপাটের ভয়ে। দমকল বাহিনীর লোকেরা জল ঢেলে বাড়িটাকে শীতল করবার চেষ্টা করছে।

বাধা পেয়ে বাবলু বিলুও ঢুকল না।

বন্ধু বলল, "এর রহস্য কি তোরা উদ্ধার করতে পারবি?"

বাবলু অত্যন্ত সহজভাবে বলল, "হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

"কীভাবে আবার! যেমন রহস্যময়ভাবে এই বাড়ি তেতে উঠেছে তেমনই রহস্যময় ভাবে এই বাড়ি দু'-একদিন বাদে শীতলও হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার এটা। গত বছর এই হাওড়া শহরেই আর একটি বাড়িতে ঠিক এইভাবেই একইরকম ঘটনা হয়েছিল। এখন সেখানে কোনও উত্তাপ নেই। গৃহস্থ যেভাবে বসবাস করছিল ঠিক সেইভাবেই বসবাস করছে।"

"সত্যি?"

"তবে না তো কি মিথ্যে? যাই হোক, থানা পুলিশ দমকল পর্যন্ত যখন গড়িয়েছে তখন বিজ্ঞান গবেষকরা নিশ্চয়ই আসবেন এবং এর কারণ খুঁজে বের করবেন। পরে কী হল সময়মতো একটু জানিয়ে দিস।" বলে ওরা আর সেখানে না থেকে এখানকার বিখ্যাত হাজারহাত কালীর মন্দিরে গেল।

মন্দিরে দেবীদর্শন করে একটা দোকানে চা খেয়ে বাড়ির দিকে চলল দু'জনে।

হঠাৎ গদাধব মিস্ত্রি লেনের কাছে একটা জটলা দেখে স্কুটার থামিয়ে নেমে পড়ল ওরা।

ব্যাপার কী! এখানে আবার কী হল? ওই একই ঘটনা নাকি? না অন্য কোনও ব্যাপার!

বাবলু একটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে এত ভিড় কেন ভাই? কী হয়েছে?"

ছেলেটি বলল, "আর বলো না। এখানে একটি নার্সারি স্কুল আছে। সেই স্কুলের একটি ছোট্ট মেয়ে টিফিনের সময় চুরি হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "অবাক কাণ্ড! প্রকাশ্য দিবালোকে পাড়ার স্কুল থেকে...!"

বিলু বলল, "ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারটা যেন আজকাল হঠাৎ করেই হয়ে যাচ্ছে। আর এইসব চোরেরাও খুব বেপরোয়া।"

বাবলু বলল, "মেয়েটিব বয়স কত?"

"কত আর? চার পাঁচ বছরেব। টিফিনের সময় খেলা করছিল, তারই মধ্যে কোন ফাঁকে কে যেন নিয়ে পালাল মেয়েটাকে।"

ওরা স্কুটার নিয়েই হেঁটে হেঁটে নানা লোকের মুখে নানাবকমের আলোচনা শুনতে শুনতে স্কুলবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

লোকমুখে যা শুনল তাতে বুঝতে পারল খুবই রহস্যময় চুবি। পাঁচ বছবের মেয়ে। খেলতে খেলতেই হাওয়া। কীভাবে যে কী হল তা টেরও পেল না কেউ।

স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে এইরকম একটি শিশুকে কেউ চুরি না করলে হারিয়ে যাবার নয়। তার কাবণ পাড়ার মধ্যেই স্কুল। সবসময় লোকজন ঘোরাফেরা করছে চারদিকে। বিশেষ করে টিফিনের সময় সব শিশুরই বাড়ি থেকে কেউ না কেউ আসেন দুধ সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে। অথচ তারই ভেতর থেকে কোনও শিশু যদি উধাও হয়ে যায় তবে তা অপহরণ ছাড়া আর কী?

তাই এই অপহরণকে কেন্দ্র কবে স্কুল চত্বরে, বাইরে, নানা লোকের জটলা ও গুঞ্জন যেন মুখর হয়ে উঠেছে। রীতিমতো একটা ভিড় দলা পাকিয়ে আছে সেখানে। থাকবে নাই বা কেন? এ তো একটা ভয়ের ব্যাপার। দিনদুপুরে পাড়ার মধ্যে এ কী! আজ স্কুল থেকে গেছে, কাল যে বাড়ির দোরগোড়া থেকে যাবে না তাই বা কে বলতে পারে? ছেলেমেয়ের বাবা-মায়েরা সকলেই তাই ভীত ও সন্ত্রস্ত।

বাবলু স্কুটারটা বিলুর জিম্মায় রেখে ভিড় ঠেলে আরও এগিয়ে গেল। তারপর স্কুলের ভেতরে অফিসঘরের কাছে গিয়ে দেখল চারজন শিক্ষিকা এবং দু'জন পরিচারিকা ম্লানমুখে বসে আছেন সেখানে।

বাবলু ভেতরে ঢুকতেই এক নজর তাকিয়ে দেখলেন তারা। তারপর চোখ নামিয়ে নিলেন।

বাবলু বলল, "আমি এখানকার বড়দিদিমণির সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

একজন বললেন, "আমিই বড়দিদিমণি। কী বলবে বলো।"

"যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আমি দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।"

বড়দিদিমণি একবার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, "কে তুমি?"

"আমার নাম বাবলু। আমি এই এলাকা থেকে একটু দূরেই থাকি। আপনি না চিনলেও অনেকেই আমাকে চেনেন। আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজন।"

পরিচয় পেয়ে চিনতে পারলেন দিদিমণিবা। না চেনবার কিছু নেই। হাওড়া শহরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত। মুখ না চিনলেও নামে চেনে সবাই। তাই আশার আলো দেখলেন প্রত্যেকেই।

বড়দিদিমণি সবিস্ময়ে বললেন, "ও, তুমিই বাবলু!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পারবে ভাই, তোমার দলবল নিয়ে হারিয়ে যাওয়া ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে?"

"আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা।"

"করতেই হবে। না হলে আমবা মুখ দেখাতে পারব না কারও কাছে।"

"আমি আপনাদের কাছে যা যা জানতে চাইব আপনারা যদি তার সঠিক উত্তর দেন তা হলে কোনও অসুবিধে হবে না ওকে খুঁজে বের করতে।"

"আমরা তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করব। তোমরা আমাদের সহায় হও। আসলে টিফিনের সময় সব ছেলেমেয়েরই বাড়ি থেকে অভিভাবকরা আসেন বলে সেইসময আমরা একটু নিশ্চিন্তে থাকি। কিন্তু আজ যে এমন হবে তা কে জানত!"

আর একজন দিদিমণি বললেন, "এতে যে আমাদের স্কুলেরও বদনাম। তা ছাড়া এরপরে আর কোনও অভিভাবকই আমাদের স্কুলে তাঁদের ছেলেমেয়েকে রাখতে চাইবেন না।"

বাবলু বলল, "থানায় খবর দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, পুলিশ এল বলে।"

"আপনাদের স্কুলেব ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত?"

"এই বছর একশো যাটজন। এর মধ্যে এগাবোজন আজ অনুপস্থিত ছিল।"

"মেয়েটির বয়স কত?"

"পাঁচ বছর।"

"তা হলে তো একেবারেই শিশু।"

"আব কী দারুণ ফুটফুটে। এমন আধো আধো কথা বলে যে শুনলে মায়া লাগে। ঠিক যেন একটি পাখির মতো।"

"কী নাম ওব?"

"প্যাসিফিক দত্ত।"

"বাঃ। বেশ নাম তো। একেবারেই আন-কমন। মেয়েটি ওর নাম উচ্চারণ করতে পারত?"

"পারত।"

"মেয়েটির বাড়ি থেকে কে টিফিন নিয়ে এসেছিল?"

"ওর বাড়ি থেকে সবদিন টিফিন নিয়ে কেউ আসত না। তবে আজ ওর মাসি এসেছিল। খাইয়ে চলে গেছে। তারপরই নিখোঁজ মেয়েটি।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? ওর মাসিকে একবার ডাকাবেন? আমি তার সঙ্গেও একটু কথা বলতাম।"

এমন সময় বাইরে শোরগোল উঠল।

পুলিশ এসেছে।

বাবলুদের অপরিচিত একজন নতুন এস আই মেয়েটির মাকে সঙ্গে নিয়ে ঘবে ঢুকলেন। তারপর বললেন, "বাইরের লোক কেউ এখানে ভিড় কববেন না। যে যার বাচ্চাদের নিয়ে চলে যান। আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

এই একটি কথাতেই কাজ হল। অনেকেই চলে গেলেন যে যার ছেলেমেয়ে নিয়ে।

শুধু পাড়ার কিছু উৎসাহী যুবক স্কুলের গণ্ডির বাইরে ভিড় করে রইল।

বাবলু দেখল ঘাড় অবধি চুল এক কিশোরী দরজার কাছে বিবর্ণ মলিন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ওদেরই সমবয়সি। চোদ্দো পনেরোর বেশি নয়। পরনে মিনি স্কার্ট। টাওয়েল গেঞ্জি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। চমৎকার মুখশ্রী। আর তেমনই লাবণ্যবতী। নিশ্চয়ই হারিয়ে যাওযা মেয়েটিব বাড়ির কেউ। চোখদুটি জলে ভরা। ছল ছল করছে।

বাবলু মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, "শোনো।"

মেয়েটি একবার চোখ তুলে তাকাল। তারপব আবাব চোখ নামিয়ে নিল। অহংকারে কি স্বভাবে তা কে জানে?

বাবলু বলল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কবব?"

মেয়েটি বাবলুকে ফালতু ছেলে মনে করেই যে ঘরে পুলিশেব সঙ্গে দিদিমণিদের কথা হচ্ছিল সেই ঘরে ঢুকে গেল।

বাবলুও ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

পুলিশের এস আই তখন জোর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। বাবলুকে দেখেই বললেন, "আমি না বারণ করেছিলাম এ সময় ভেতরে কেউ আসবে না। যাও, বাইরে যাও।"

বাবলু বলল, "এই মেয়েটির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।"

"তার মানে?"

অপহৃতা মেয়েটির মা বললেন, "কে রে কুসুম? ছেলেটিকে চিনিস তুই?"

"না দিদি।"

একজন শিক্ষিকা বললেন, "চেনবার দরকার নেই। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো। ও পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু। খুব ভাল ছেলে। হয়তো ওর দ্বারাও আমাদের উপকার হতে পারে।"

তরুণ এস আই একটু বিস্মিত হয়ে নরম সুরে বললেন, "ও! এই সেই বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

বড়দিদিমণি বললেন, "হ্যাঁ। ওদেরই একজন।"

কুসুমও মুখে হাসি এনে বলল, "তাই ভাল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম কে না কে।"

বাবলু বলল, "দিদিমণিরা পুলিশকে যা বলবার বলুন। তুমি একটু বাইরে চলো। আমি দু'-একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব শুধু।"

কুসুম বাইরে এসে একটি বেঞ্চিতে বাবলুর পাশে বসে মুখটাকে করুণ করে বলল, "তোমার সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় না থাকলেও তোমাদের নাম আমি শুনেছি। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখন নাম-ডাক খুব। আর তুমি হচ্ছ তাদের নায়ক, কে না চেনে তোমাকে? তোমরা তো অনেক অসাধ্যসাধন করেছ, তা পারবে কি আমার বোনঝিটিকে উদ্ধার করতে?"

"পারব এমন কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। তবে চেষ্টা করব। অবশ্য যদি তোমার সহযোগিতা পাই। তার আগে আমার দু'-একটা কথার উত্তর দাও তো।"

"কী কথা বলো।"

"তুমি যখন তোমার বোনঝিকে টিফিন দিতে এলে তখন সেখানে কে কে ছিল?"

"কেউ না। শুধু মউ আর মিঠু নামে দুটি মেয়ের সঙ্গে খেলছিল। অন্যান্য মেয়েদের বাড়ির লোকরাও অবশ্য ছিল সেখানে। আর কাউকে তো দেখিনি। আমি খাবার খাইয়ে চলে আসতেই ও মউ আর মিঠুর সঙ্গে খেলতে লেগে গেল।"

"ওই মেয়েদুটোর বাড়ি তুমি চেনো?"

"হ্যাঁ। ওরা তো দু' বোন।"

"আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারবে ওদের বাড়ি?"

"নিশ্চয়ই পারব।"

"চলো তো দেখি।"

বিলু স্কুটার নিয়ে বাইরেই অপেক্ষা করছিল।

বাবলু ইশারায় বিলুকে ডেকে কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে মউ মিঠুদের বাড়ির দিকে চলল।

যেতে যেতে কুসুম বলল, "এই ছেলেটি কে? তোমার ভাই বুঝি?"

"ভাইয়ের মতোই আপন। এক মন এক প্রাণ আমরা। ও আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজন। ওর নাম বিলু।"

কুসুম মুখে হাসি এনে বলল, "ও আচ্ছা আচ্ছা।"

বেশ কয়েকটি বাড়ির পরেই একটি নতুন রং করা একতলা বাড়ির সামনে এসে থামল কুসুম। তারপর দরজায় নক করে ডাকল, "গৌরীদি। এই গৌরীদি!"

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

"আমি কুসুম। একবার মউ মিঠুকে আসতে বলবে? পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুদা কী জিজ্ঞেস করবে ওদের।"

গৌরীদি দরজা খুলে দিতেই মউ মিঠু ছুটে এল। কী সুন্দর টুকটুকে ফুটফুটে মেয়েদুটি।

বাবলু একজনকে কোলে নিয়ে বলল, "কী নাম তোমার?"

"আমার নাম মউ।"

অপরজন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে আধো আধো বুলিতে বলল, "আমার নাম জিগগেছ করলে না তো?"

বাবলু ওর গাল টিপে বলল, "ওমা! তাই তো, সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে। বলো তোমার কী নাম?"

"আমার নাম মিথু (মিঠু)।"

"বাঃ বাঃ। বেশ নাম। তোমরা তো নার্সারি স্কুলে পড়ো, তাই না?"

মউ বলল, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা মউ বলোতো তোমাদের স্কুলের প্যাসিফিক মেয়েটি কেমন?"

মউ একগাল হেসে বলল, "খু-উ-ব ভাল। তবে কী জান, প্যাসিটা বড় হ্যাংলা।"

"কীরকম?"

"ও রোজ আমাদের কাছ থেকে লজেন্স বিস্কুট চেয়ে খায়।"

"তাই নাকি? তোমাদের দু' বোনেরই কাছ থেকে?"

"না। সবার কাছে থেকেই চায়। কেউ কিছু খেলেই ও বলে, এই একটু দিবিরে?"

"ও কাউকে কিছু দেয় না?"

"ও কিছু আনেই না তো দেবে কী?"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "একী শুনছি কুসুম? একটি শিশুকে তোমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করতে পাঠাচ্ছ অথচ তাকে একটু খুশি করবার কোনও ব্যবস্থা করো না? কেন একটি শিশুকে সামান্য লজেন্স বিস্কুটের জন্য অন্য শিশুর কাছে হাত পাততে হয়? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এ খুবই লজ্জার কথা।"

কুসুম মাথা হেঁট করল।

বাবলু মউকে আবার প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বলো তো দেখি তোমরা যখন খেলছিলে তখন কেউ তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল কি না?"

"হ্যাঁ। সেন্টুমামা এসে সবাইকে চকোলেট দিচ্ছিল। আমাদের তো অনেক আছে, তাই আমরা নিইনি।"

মিঠু বলল, "ছেনতুমামা আমাকেও দিচ্ছিল।"

"তুমি নিয়েছ?"

"না, আমি নিইনি। আমার বাবা আমাদের বলে দিয়েছেন বাইরের লোক কেউ কিছু দিলে একদম নিবি না। কারও কোলে যাবি না। জোর করলে চ্যাঁচাবি। না হলে ঢিল ছুড়ে চোখ কানা করে দিবি।"

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা! তা প্যাসি কী করল?"

মউ বলল, "প্যাসি কিছুই করল না। ও সেন্টুমামার কোলে উঠে বলল, "আমাকে কোয়ালিটি আইসক্রিম খাওয়াবে গো?" সেন্টুমামা বলল, "খাওয়াব। আমার সঙ্গে আয়।" বলে ওকে নিয়ে চলে গেল।

বাবলু কুসুমকে বলল, "সেন্টুমামা কে?"

কুসুম বলল, "জানি না। প্যাসির তো কোনও মামা নেই। আমরা তিন বোন, বড়দি মেজদি আমি।"

"প্যাসি কোন দিদির মেয়ে?"

"প্যাসি আমার মেজদির মেয়ে।"

"তোমার বড়দি কোথায় থাকেন?"

"বড়দি এখানে থাকেন না। বাংলার বাইরে থাকেন।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। এখন আমাদের অবিলম্বে এই সেন্টুমামাটিকে খুঁজে বের করতে হবে। তা প্যাসির কোনও ছবি আমাদের দিতে পারো কুসুম?"

"পারি। আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসো।"

বাবলু বিলু দু'জনেই কুসুমের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেল। তারপর প্যাসির একটি ছবি নিয়ে সেটি সযত্নে রেখে বাড়ি ফিরে এল।

ওদের দু'জনের মনেই এখন একটাই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠল, কে এই সেন্টুমামা?

॥ ২ ॥

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিবে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন চিন্তা করল বাবলু। তারপর বিলুকে বলল, "খুব গোলমেলে ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে, তাই না রে?"

বিলু বলল, "সেইরকমই তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।"

"তুই এক কাজ কর, চট করে স্নান খাওয়াটা সেরে এখানে চলে আয়। তাড়াতাড়ি করবি কিন্তু। যা করবার এখনই করতে হবে আমাদের। না হলে মেয়েটা পাচার হয়ে যাবে।"

"এই সময় ওবাও যদি সঙ্গে থাকত!"

"এতক্ষণে নিশ্চযই এসে গেছে। যাবার পথে ওদেরকেও খবরটা দিয়ে যা।"

বিলু চলে গেল।

বাবলু ঘরের ভেতরে ঢুকে ওর মাকে বলল, "মা! আমাকে খুব তাড়াতাড়ি খেতে দাও তো। আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে ফেলি।"

মা বললেন, "কেন রে! এত তাড়া কেন? কোথায় যাবি?"

"কোথায় যাব তা জানি না। তবে একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা। কী যে হবে কে জানে?"

"কী হল আবার?"

"তুমি কখনও হাজারহাত কালীতলায় গেছ মা?"

"তুই যখন খুব ছোট তখন একবার গেছি।"

"একটু আগে বিলুকে নিয়ে আমি ওখানেই গিয়েছিলাম। বিলুর এক বন্ধুর বাড়ি। কোনও একটা রহস্যময় ব্যাপারে। সেখান থেকে ফেরবার সময় এক জায়গায় একটু ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে শুনলাম ওইখানকার নার্সারি স্কুলের একটি বাচ্চা মেয়ে টিফিনের সময় চুরি হয়ে গেছে।"

বাবলুর কথায় মা শিউরে উঠলেন, "ওমা! সে কী।"

"হ্যাঁ মা।"

"কবে! কখন?"

"আজই। কাজেই এখন যেভাবেই হোক আমাদের তো উচিত শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মা-বাবার বুকে ফিরিয়ে দেওয়া।"

মা বললেন, "আহা রে! দেখ বাবা দেখ। যেভাবেই হোক, ঠাকুরকে স্মরণ করে মায়ের বাছা মায়ের বুকে ফিরিয়ে এনে দে।"

মায়ের কথা শুনে বাবলু অবাক হয়ে গেল। কেন না ওরা যত কৃতীই হোক, তবুও এইসব ব্যাপারে এগিয়ে যেতে মা বড় একটা উৎসাহ দেন না। ওরা যতবার যে কাজ করতে গেছে মা ততবারই ভয় পেয়েছেন। বাধা দিয়েছেন। বারে বারে বাবলুকে তাঁর বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। সেই মা আজ কিনা স্পষ্টই বলে দিলেন এই কাজে ওদের এগিয়ে যেতে। এ যে ভাবাও যায় না।

বাবলু দেওয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিতে একটা প্রণাম করে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বলল, "ঠাকুরকে স্মরণ তো করবই, তোমার আশীর্বাদও মাথায় থাক। তুমি প্রসন্ন হলে জয় আমাদের হবেই।" বলে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিল বাবলু। তারপর খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে অমনই দরজায় খট খট শব্দ।

বাবলু উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই বিলু ম্লান মুখে ঘরে ঢুকল।

বাবলু বলল, "ওরা কই?"

বিলু বলল, "ওরা কেউ নেই।"

"সে কী! কোথায় গেছে ওবা?"

"ভোম্বল গেছে ওর মামার বাড়ির গ্রামে নেমন্তন্ন খেতে আর বাচ্চু-বিচ্চু হলদিয়ায়।"

"হঠাৎ?"

"ওদের মামা না কে যেন এসেছিল, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। ফিরতে সেই কাল সন্ধেবেলা।"

বাবলু হতাশ হয়ে বলল, "একটা নতুন কাজ শুরু করতে যাব অথচ কীরকম বাধা দ্যাখ।"

"সত্যি, এরকম কিন্তু কোনওবারে হয় না।"

"ভোম্বল নেই, বাচ্চু নেই, বিচ্ছু নেই। এখন যা কিছু করবার তা আমাদের দু'জনকেই করতে হবে।"

বিলু বলল, "উপায় নেই। শুধুমাত্র পঞ্চুকে নিয়েই এবারের অভিযান হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "তাই হবে।" বলে দরজা বন্ধ করে প্যাসির ছবিটা নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল দু'জনে।

কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে। মায়া হয়।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে ছবিটাকে দেখে ওর কচি মুখখানি বেশ ভালভাবে এঁকে নিল ওদের মনের ক্যানভাসে।

বিলু বলল, "প্যাসির ব্যাপারে তুই কি কিছু চিন্তা ভাবনা করেছিস?"

"না। তার কারণ, আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ওই সেন্টুমামাটি কে? কীরকম দেখতে? বয়স কত? কতদিন আসাযাওয়া করছে এখানে, তবে তো?"

"কিন্তু কুসুম যে বলল ওর কোনও মামা নেই।"

"না থাকতে পাবে। আর কারও তো আছে? তাকেই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।"

"কীভাবে?"

"তদন্ত করে। দরকার হলে ওই স্কুলের প্রতিটি ছাত্রীর বাড়িতে যাব আমরা।"

বিলু নতবদনে চুপ করে বসে রইল। ওর দৃষ্টি দেওয়ালের একটা ক্যালেন্ডারের দিকে।

বাবলু অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। ওর দৃষ্টিতে গভীর তন্ময়তা। ওর মনে একটাই জিজ্ঞাসা, কে এই সেন্টুমামা! স্থানীয় কেউ নিশ্চয়ই। না হলে মউ মিঠু তো তাকে চিনত না।

বিলু কী যেন ভেবে বলল, "বাবলু!"

বাবলু সে ডাকের সাড়া না দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "আমার সঙ্গে একবার আয় তো বিলু।"

"কোথায় যাবি?"

"মউ মিঠুদের বাড়িতে।"

"হঠাৎ? সকালে তো গেলাম একবার।"

"আয় না।" বলে দালান থেকে স্কুটারটা বের করে জোরে হাঁক দিল বাবলু, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

পঞ্চু বোধহয় ছাদে ছিল, বাবলুর ডাক শুনে ছুটে এসে ওর পায়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বিলু বলল, "পঞ্চুও কি যাবে?"

বাবলু বলল, "যাবে তো বটেই। তবে এখন না।" বলে সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "আমরা একটু বেরোচ্ছি। হয়তো আবার একটা অভিযানে যেতে হবে আমাদের। তৈরি থাকিস কিন্তু।"

পঞ্চু ঘাড় নেড়ে জানাল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কিনা সবই বুঝে গেছে সে।

বাবলু বিলুকে ওর স্কুটার নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত মউ মিঠুদের বাডিতে এল।

দবজায় কড়া নাড়তেই গৌরীদি সাড়া দিলেন, "কে?"

"আমি বাবলু। দরজাটা একবার খুলুন না?"

গৌরীদি দরজা খুলেই ভয়ে ভয়ে বললেন, "কী ব্যাপার! তোমরা আবার এলে যে?"

"মউকে একবার ডেকে দিন তো?"

"ও এখন ঘুমোচ্ছে।"

"আমাদের বিশেষ দরকার।"

"কোনও দরকারেই তোমরা আর এ বাড়িতে এসো না। আমরা এসবের ভেতরে নেই।" বলেই দড়াম করে মুখের সামনে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

বাবলু আর বিলু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল পরস্পরের।

এমন সময় পাশের বাড়ির এক বয়স্কা মহিলা জানলার পাল্লা খুলে ওদের দেখে বললেন, "আর বোলো না বাবা, একটু আগে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কেন, কী হল?"

"তোমরা চলে যাবার পরই কোথা থেকে চাপ দাড়ি একটা ছেলে এসে শাসিয়ে গেল, 'মেয়েকে সাবধানে রাখবেন। তোতা পাখির মতো গড়গঁড় করে যেন নাম টাম না বলে। বললে একেবারে হাপিস করে দেব। আর ওই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে কোনওরকম কথাবার্তা নয়। পুলিশকেও কিছু বলবেন না, বুঝেছেন?' তা এরপরে আর কি কেউ এইসব ব্যাপারে থাকে বাবা?"

"বলেন কী!"

"যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই বললাম। একটুও বানিয়ে বলছি না।"

এইকথা শুনেই বাবলু আবার দরজায় ধাক্কা দিল, "গৌরীদি! গৌরীদি! শুনুন, একটিবার দরজা খুলুন, প্লিজ। একদম ভয় পাবেন না। আমরা বলছি কোনও ভয় নেই আপনাদের।"

ভেতর থেকেই উত্তর এল, "বলছি তো কারও কোনও ব্যাপারে নেই আমরা।"

"আপনি কোনও ব্যাপারে না থাকলেও এখন কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। যেভাবেই হোক, ওই সেন্টুমামা জানতে পেরেছে আপনার মেয়ে তার নামটি ফাঁস করে দিয়েছে। অতএব আর আপনার ভয় কী? তাই বলি আপনি একটু সহযোগিতা করুন আমাদের সঙ্গে না হলে আমরা তো পুলিশকে জানাবই। তখন কিন্তু রোজ তারিখে পুলিশের জেরায় উত্তর দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।"

এইবারে দরজা খুলল।

গৌরীদি বললেন, "কী জ্বালা ভাই। কী যে করি এখন?"

"কী আবার করবেন?"

"কীরকম শাসিয়ে গেছে তা তো জানো না।"

"সব শুনেছি আমরা। তবু বলছি ভয় নেই। শুধু যতদিন না ওই মেয়েটিকে আমরা উদ্ধার করতে পারি ততদিন আপনার মেয়েদুটিকে একটু সাবধানে রাখবেন। ঘরের বাইরে বের করবেন না। এমনকী স্কুলেও পাঠাবেন না ওদের। এখন বলুন তো এই যে চাপদাড়ি ছেলেটি এসে আপনাকে শাসিয়ে গেল ওকে আপনি চেনেন কি না?"

"না ভাই। তবে মাঝে মাঝে ওকে ওই স্কুলের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। রোজ নয়, কখনও সখনও। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও খুব ভালবাসত, আদর করত, লজেন্স বিস্কুট দিত। সবাই ওকে সেন্টুমামা বলে ডাকত। আমি ভাবতাম ওই পাড়ারই কারও বাড়ির ছেলে বুঝি। কিন্তু কে জানত ভাই ওর পেটে পেটে এত।"

"সেন্টুমামার বয়স কত?"

"তা ধরো না কেন ত্রিশ-বত্রিশ তো হবেই। আরও কম হবে তবু বেশি নয়।"

"ব্যাস। আর কিছু জানার নেই আমাদের। এখন বলুন তো ওই কুসুম মেয়েটি কেমন?"

"তা কী করে বলব ভাই?"

"আপনি তো ওকে ভালই চেনেন মনে হল।"

"স্কুলেই আলাপ। একবার ওর দিদির সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল অনেকদিন আগে। ও তো থাকে না এখানে।"

"কোথায় থাকে ও?"

"ঝাঝায়। ওর বাবা রেলে চাকরি করেন, সেখানেই থাকে ও। মাঝে মধ্যে দিদির বাড়ি আসে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি?" বলে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা। আমরা আসছি।" বলেই বিলুকে নিয়ে সোজা চলে এল প্যাসিদের বাড়ি। কেন না প্যাসির মায়ের সঙ্গেও এই ব্যাপারে একবার কথা বলা দরকার।

প্যাসির মা তখন গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন।

বাবলু বিলু গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই সাড়া দিলেন, "কে?"

"আমরা। একবার দরজাটা খুলবেন?"

প্যাসির মা দরজা খুলেই একটু বিরক্তির সুরে বললেন, "কী চাই তোমাদের? আবার কেন এসেছ?"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার মেয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিচ্ছি। আচ্ছা বউদি, বলুন তো সেন্টুমামাটি কে?"

প্যাসির মা অবাক হয়ে গেলেন।

"ওই নামের কাউকে কি আপনি চেনেন? দেখেছেন কখনও?"

"কই ন্‌না তো!"

একটি বছর দেড়েকের ফুটফুটে শিশু তখন গুট গুট করে এসে বাবলুর দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে কোলে ওঠবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

প্যাসির মা বললেন, "বাবাই দুষ্টুমি কোরো না।"

বাবলু শিশুটিকে বুকে নিয়ে তাকে আদর করে বলল, "বেশ সুন্দর ছেলে তো। কোনও ভয়-ডর নেই, কেমন সহজেই কোলে এল।"

ওর মা বেশ প্রসন্ন হয়েই বললেন এবার, "ও সবার কোলেই যায়। খুব আমুদে। আর একদম ভয়-ডর নেই। আমার ওই মেয়েও তাই ছিল।"

"আপনার বোন কোথায়? কুসুম!"

"সে চলে গেছে।"

"চলে গেছে! কখন?"

"সকালেই গেছে। তোমরা চলে যাবার পরই।"

বাবলু বিলু দু'জনেই হতাশ হয়ে বলল, "কিন্তু ওকেই যে আমাদের দরকার ছিল। কেন, চলে গেল কেন?"

"যা এখানকার ব্যাপার স্যাপার, অতবড় মেয়ে কাছে রাখা ঠিক নয়। তাই ভয় পেয়ে আমিই ওকে পাঠিয়ে দিলাম। তা ছাড়া আর ক'দিন বাদে আমরাও বর্ধমান চলে যাব। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটাকে ফিরে পেলে হয়।"

"আপনার বোনকে কোথায় পাঠিয়েছেন বউদি?"

"সে বাড়ি চলে গেছে। বাবার কাছে।"

"তার মানে ঝাঁঝায়?"

"যেখানেই হোক, তোমরা এখন যাও তো দেখি। একে মন মেজাজের ঠিক নেই, তার ওপর এইসব জেরা। এর বাবাও যে কবে আসবে বর্ধমান থেকে কে জানে? পুলিশকে তো সব বলেছি। দেখি এখন কী হয়।"

বাবলু বিলু দু'জনেই আশাহত হয়ে ফিরে এল। তবে বাড়িতে নয়, মিত্তিরদের বাগানে। আর সেখানে এসেই দেখল ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে একা ভোম্বল চুপচাপ বসে আছে। আর পঞ্চু ঘোরাঘুরি করছে এদিক সেদিকে।

ভোম্বলকে দেখে তো আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার! তুই কখন এলি! শুনলাম নেমন্তন্ন বাড়ি গেছিস।"

"যাচ্ছিলাম। পথে হঠাৎ ভীষণ ট্রাফিক জ্যাম দেখে চলে এলাম। এসেই শুনলাম তোরা নাকি আমার খোঁজ করেছিস। তাই চলে গেলাম তোদের বাড়ি। তোর মা বললেন, কী একটা মেয়ে চুরির ব্যাপারে নাকি তোরা—।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, বেশ রহস্যময় চুরি।"

"বলিস কীরে!"

"শুধু তাই নয়, রীতিমতো সন্দেহজনক ব্যাপার।"

"যে কোনও চুরিই তো সন্দেহজনক।"

"এটা একটু অন্যরকম।"

"কী রকম কী তবু বল দেখি শুনি?"

বাবলু আর বিলু তখন এক এক করে সব কথা খুলে বলল ভোম্বলকে।

সব শুনে ভোম্বল গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "সত্যিই সন্দেহজনক। তুই তা হলে কাকে সন্দেহ করেছিস বাবলু?"

বাবলু ভোম্বলের পাশে বসে দুটো হাত টান করে একটু আড়ামোড়া ভেঙে বলল, "সন্দেহ একাধিকজনকে করছি। অপহরণকারী চিহ্নিত। কিন্তু নেপথ্যে যে মুখগুলো উঁকি দিচ্ছে তাদের আচরণেও সন্দেহ একটা থেকে যায় না কি?"

"একটু খুলে বল।"

বাবলু বলল, "ভোম্বল! তুই স্পটে ছিলিস না। বিলু ছিল। তুই শুধু আমাদের মুখে ঘটনার কথা শুনলি মাত্র। তাই বিলুকেই প্রশ্ন করি, একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস বিলু?"

"কী ব্যাপার?"

"একটি শিশু চুরি গেল। তার মা অথবা পাড়াপড়শিরা পুলিশে খবর দিলেন। দারুণ উত্তেজনা। কিন্তু কারও চোখে একফোঁটা জল নেই। অন্য কোনও পরিবার হলে কান্নাকাটির চরম হত। মেয়ের মাকে সামাল দিতে পারত না কেউ। অথচ এখানে যেন সবই অন্যরকম।"

বিলু বলল, "ঠিকই বলেছিস তুই। এক্ষেত্রে সে সব কিছুই হয়নি।"

"মেয়েটির মাসি, বেদনায় বুক যেন ফেটে যাচ্ছে, ভাবটা এই, অথচ নির্জলা চোখ। একবার অবশ্য একটু চোখের কোলদুটো চিক চিক করে উঠেছিল। তবে, মনে হয় সেটা উত্তেজনায় অথবা ভয়ে।"

বিলু আর ভোম্বল পরস্পরের দিকে তাকাল।

"সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হল, মউ আমাদের কাছে সেন্টুমামার নাম বলল কিন্তু সে খবর সেন্টুমামা জানতে পারল কী করে?"

বিলু লাফিয়ে উঠল, "সত্যিই তো! এটা তো মনে হয়নি আমাব।"

ভোম্বল বলল, "তোরা যখন কথা বলছিলি তখন আর কেউ ছিল সেখানে?"

"না। বিলু আমি আর কুসুম ছাড়া আর কেউ ছিল না। আরও মজার ব্যাপার, আমরা যখন প্যাসিদের বাড়িতে গেলাম তখন ওর মায়ের মনে কোনও দুশ্চিন্তার ছাপই দেখলাম না। বরং দেড় বছরের বাবাই যে সবার কোলে গিয়ে আদর খেতে ভালবাসে সেই কথাটাই উনি বেশ ফলাও করে বললেন। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল এইরকম একটি ঘটনার পর আজই কুসুম পালাল কেন?"

এই কথা শুনেই ভোম্বল হাতের তালুতে একটা ঘুষি মেরে লাফিয়ে উঠে বলল, "তার মানেই বোঝা যাচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।"

বিলু বলল, "তুই ঠিক ধবেছিস বাবলু। এই দিকগুলো আমি একবারও ভাবিনি। একের পর এক সন্দেহ মেঘের মতো ছায়াপাত করছে মনে ওপর।"

"তার ওপর মেয়েটির বাবা বর্ধমানে আছেন। শুনে মনে হল তাঁকে একটা টেলিগ্রামও করা হয়নি।"

বিলু বলল, "কী করে জানলি তুই?"

"করলে তো শুনতামই। মেয়েটির মা কী বলল শুনিসনি? এর বাবা কবে আসবে কে জানে? এর দ্বারা কী মনে হয়? তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে?"

"না।"

"আমার মনে হয় মেয়েটিকে পরিকল্পিতভাবে অপহবণ করানো হয়েছে। এবং তা ওই মহিলাবই কারসাজিতে। এবং তার চেয়েও বড় সন্দেহ যেটা আমার মনেব মধ্যে উঁকি মাবছে সেটা হচ্ছে উনি হয়তো ওই মেয়েটির মা নন।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপাবগুলোই এব কাবণ। তুই-ই বল না, এছাড়া আমবা আর কী-ই বা ভাবতে পারি?"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই বলল, "হুঁ।"

বাবলু বলল, "এবার বুঝেছিস তো গোলমালটা কোনখানে? এখন আমাদেব কাজ হচ্ছে আজ থেকেই ওই বাড়ির দিকে নজরদারি করা। সন্দেহজনক কাউকে ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে বেরোতে দেখলেই তাকে অনুসরণ করব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, তাই করব।"

বাবলুর পরিকল্পনামতো ঠিক সন্ধের পরই ওরা তিনজনে প্যাসিদের বাড়িব সামনে এসে দাঁড়াল। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে ঘুট ঘুট করছে চারদিক। ওরা টর্চের আলো ফেলেই দেখল দরজায় তালাচাবি।

রহস্যময় ব্যাপার।

বাবলু পাশের একটি বাড়িতে নক করতেই এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন, "কে গা বাছা?"

অন্ধকারে বাবলু নিজেদের পরিচয় না দিয়েই বলল, "আচ্ছা, বলতে পারেন আপনাদের পাশের বাড়ির এঁরা কোথায় গেছেন?"

"না বাবা, বলতে পারব না। কোত্থেকে আসছ তোমরা?"

"আমরা শিবপুর থেকে আসছি।"

"অ। তা কী ব্যাপার?"

"শুনলাম এঁদের একটি বাচ্চা মেয়ে সকালে হারিয়ে গেছে, সেই ব্যাপারেই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। মেয়েটিকে পাওয়া গেছে কী জানেন?"

"না বাবা, পাওয়া যায়নি। যে দিনকাল পড়েছে তাতে এই বাজারে ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেলে কি পাওয়া যায়? আহা! মা মরা মেয়ে। কোথায় যে গেল! কে যে নিয়ে পালাল তা কে জানে?"

বাবলুর আশঙ্কা যে এমন অভ্রান্ত হবে তা ওরা ভাবতেও পারেনি।

বাবলু বলল, "মা মরা মেয়ে মানে?"

"ও বাবা! তা জান না বুঝি? প্যাসি তো নিজের মেয়ে নয়, সতীনের।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "তাই নাকি?"

"বউমার ওই একটিই মাত্র ছেলে, বাবাই। প্যাসির মা মরে যেতে ওর বাবা এই মেয়ের দ্যাখাশোনার জন্য ফের বে করে। মেয়ে অন্ত প্রাণ। ওর বাবা ফিরে এসে শুনলে কী যে করবে তা কে জানে? হার্টফেলই করবে হয়তো।"

"ওর বাবা খবর পেয়েছেন?"

"কে খবর দেবে? বউটি তো রঙ্গের। কোনও ঠিকানা পত্তর রাখে নাকি যে খবর দেবে?"

"আচ্ছা, ওঁর এক বোন এসেছিল না?"

"হ্যাঁ, সেও তো সকালেই পালিয়েছে। বোনে বোনে কী ঝগড়া। একদম মিল নেই। ঝগড়ার পরই চলে গেছে মেয়েটা।"

"আর বউদি?"

"ওর কথা বলতে পাবব না বাবা। আসলে সত্যিকথা বলতে কী পাড়ায় কারও সঙ্গে ওদের বনিবনা নেই। বউটা যেন কী রকমের। আমরাও কথা বলি না। বড় মুখরা মেয়ে। ওইটুকু বাচ্চাকে কী মারই না মারত। আদ্দেক দিন ইসকুলে পাঠাত না। টিফিন দিত না। ওর বাবা থাকলে নিজে গিয়ে দিয়ে আসত নিয়ে আসত মেয়েকে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এদের সেন্টুমামা নামে কেউ আছে বলে জানেন?"

"না বাবা। বলতে পারব না।"

বাবলুরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কীরে! কোনও খোঁজখবর কিছু পেলি?"

"না মা। কোনও হদিসই পেলাম না।"

বাবলু বিলু আর ভোম্বল তিনজনেই বাবলুর ঘরে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল। আর পঞ্চু করল কী একটা টেবিলের ওপর শুয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে এমনভাবে দেখতে লাগল ওদের যে সে অনুমান কবতে পারল রহস্যের কালোমেঘ একটা সাত্যিই ঘনিয়েছে এবার।

॥ ৩ ॥

সে রাতে অনেক ভাবনাচিন্তার পর সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবলু স্কুটার নিয়ে ছুটল প্যাসিদের বাড়ি। গিয়ে দেখল বাড়ি সেই আগের মতোই তালাবন্ধ। অর্থাৎ কিনা কাছাকাছি নয়, বেশ দূরেই কোথাও চলে গেছে ওরা।

বেশ গোলগাল চেহারার মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক, দিব্যি একটি ফতুয়া গায়ে দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। বাবলু স্কুটার থেকে নেমে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, বলতে পারেন এই বাড়ির এরা কোথায় গেছেন?"

ভদ্রলোক বোয়াল মাছের মতো মুখটা কুব কুব করে বললেন, "কেন বলো তো?"

"কাল এই বাড়ির একটি মেয়ে চুরি হয়ে গিয়েছিল কিনা তাই খবর নিতে এসেছি।"

ভদ্রলোক একবার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "না বাবা, কোনও খবর নেই। মেয়েটাকে পাওয়া যায়নি। আর বাইরের দরজায় যখন তালা, তখন নিশ্চয়ই কোথাও গেছে ওরা। শুনেছি বউমার বাপের বাড়ি ঝাঁঝায়। সেখানেই গেছে হয়তো।"

"ঝাঁঝার ঠিক কোনখানে বলতে পারেন?"

"তা কী করে বলব? ওঁর বাবা স্টেশনমাস্টার। এইটুকুই শুধু জানি। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে খোঁজখবর নিলেই পেয়ে যাবে।"

"বাবার নামটা জানেন?"

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, "এই তো ফ্যাসাদে ফেললে ভায়া। পাড়াসুদ্ধু লোকের আত্মীয়-স্বজনের বাবার নাম কি কেউ বলতে পারে? আমি শুধু আমার বাবার নামটাই বলতে পারি, দিগম্বরচন্দ্র কাঁঠাল।"

বাবলু স্কুটার নিয়ে ফিরে এল। আসবার সময় ডেকে এল বিলু ভোম্বলকেও।
ওরা এলে বাবলু বলল, "শোন, আজই আমাদের ঝাঁঝায় যেতে হচ্ছে।"
বিলু ভোম্বল দু'জনেই বলল, "আজই?"
"হ্যাঁ, এখনই।"
"কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ কী করে যাব?"
"প্রস্তুতির ব্যাপার নেই। দারুণ ইমার্জেন্সি।"
ভোম্বল বলল, "ঝাঁঝায় গিয়ে আমাদের লাভ?"
"লাভ লোকসানের হিসেব পরে হবে। আমার মন বলছে ঝাঁঝায় গিয়ে কুসুম আর বউদিকে চাপ দিলেই সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অপহরণের নেপথ্যে ওঁরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। সতীনের মেয়ে বলে প্যাসিকে বউদি সহ্য করতে পারতেন না। তার ওপর অপুত্রক কোনও পরিবারের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর চেনা পরিচয় হয়েছে। তাই স্বামীর অবর্তমানে মোটা টাকার বিনিময়ে অথবা অন্য কোনও কিছুর লোভে পাচার করে দিয়েছেন মেয়েটাকে। তবে আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে কিন্তু আমি ওদের সহজে ছাড়ব না।"
বিলু বলল, "কী করবি তুই?"
"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা জানিস? প্রয়োজনে ওদের বাবাইকেও চুরি করে আনব। এবার মেয়ে দেবে, ছেলে নেবে।"
"বাবলু! কী সর্বনাশা খেলা খেলতে যাচ্ছিস তুই?"
"এছাড়া কোনও উপায় নেই। মনে করেছে পালিয়ে গিয়ে বেহাই পাবে ওটি হচ্ছে না।"
ভোম্বল বলল, "ঝাঁঝায় গেলে কখন যাবি?"
"দশটা দশের তুফানে।"
"কে কে যাব?"
"আপাতত আমরা তিনজনেই।"
বিলু বলল, "তোর ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে তুই খুবই উত্তেজিত। ব্যাপারটা যতই জরুরি হোক না কেন, ভাঙা টিম নিয়ে আমরা কখনও কোনও দূর দেশে যাইনি। তাই এবারও যাব না। আজ সন্ধের সময় বাচ্চু-বিচ্ছুকে আসতে দে। তারপর কাল সকালে যে গাড়িতে যেতে বলবি সেই গাড়িতেই যাব।"
বাবলু বলল, "বিলু তুই বুঝছিস না, এটা আমাদের পিকনিকের অভিযান নয়। সামান্য একটু গাফিলতির ফলে যে কী অনুতাপ করতে হবে পরে তা বুঝবি।"
এতক্ষণে ভোম্বল বলল, "হোক। হাজার হলেও দূরের ব্যাপার। কার কখন কী বিপদ হয় তা কে বলতে পারে? তাই আমারও মনে হয় দলছুট হয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।"
বিলু বলল, "তা ছাড়া একদিনে এমন কিছু দেরি হবে না।"
বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের সকলের যাবার কোনও দরকারও নেই।"
"তবে কি তুই একা যাবি?"
"ভাবছি।"
ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, আজ রাত্রে ঝাঁঝায় যাবার কোনও গাড়ি নেই? রাতের গাড়িতে গেলে কিন্তু সকলেরই যাওয়া হয়।"
বাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "তা অবশ্য মন্দ বলিসনি। এখন গেলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। আর রাতের গাড়িতে গেলে সকালেই।"
বিলু বলল, "তা হলে সেই ব্যবস্থাই কর।"
বাবলু সঙ্গে সঙ্গে টাইম টেবলটা বের করে দেখতে লাগল কোন গাড়িতে গেলে ওরা সকালের দিকে পৌঁছোতে পারে। মিথিলা, নর্থ-বিহার, গোরক্ষপুর, জনতা, দিল্লি এক্সপ্রেস অনেক গাড়ি। বাবলুর চোখ হঠাৎ একটি গাড়ির দিকে নিবদ্ধ হল। ফাইভ জিরো ফোর নাইন। বলল, "আজ বৃহস্পতিবার না?"
"হ্যাঁ।"
"তা হলে দারুণ একটা ভাল গাড়ি আছে।"
"কী গাড়ি?"
"উইকলি গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস। শুনেছি গাড়িটা একদম ফাঁকা যায়।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "ওয়াণ্ডারফুল। তবে তো রিজার্ভেশনেরও কোনও ব্যাপার থাকবে না।"

বিলু বলল, "থাকলেই বা লাভ কী? রিজার্ভেশন পাওয়াও যাবে না। তবে বাবলু, গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস অথচ ভিড় হবে না এমন স্বপ্ন কিন্তু ভুলেও দেখিস না।"

ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় খুব একটা ভিড় হবে না। উইকলি গাড়ি, সেজন্য ডিম্যান্ডও কম। অনেকে হয়তো জানেই না। আমরা তো যাব ঝাঁঝা। তাই আমাদের পক্ষে এই গাড়িই উপযুক্ত। গাড়িটা ঝাঁঝায় পৌঁচচ্ছে কখন?"

"সকাল ছ'টা পঁচিশে।"

"চার ঘণ্টা লেট করলেও সাড়ে দশটায়।"

বিলু বলল, "তা হলে এক কাজ করি আয়, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে একবার দেখি পাঁচটা বার্থ পাওয়া যায় কি না।"

বাবলু বলল, "যা তবে। যাবার আগে বাচ্চু-বিচ্ছুদেব বাড়ি হয়ে যা। ওদের মাকেও একবার জানিয়ে আয়।"

বিলু ভোম্বল চলে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল ওরা। ভোম্বলের মুখ ভাব।

বাবলু বলল, "কী হল পেলি না তো টিকিট?"

বিলু বলল, "পেয়েছি। সাইড লোয়ার আপারে দুটো বার্থ। তোর আমার।"

"সে কী! ওদের পেলি না?"

ভোম্বল বলল, "না। তোরা দু'জনেই যা। আমবা কেউ যাচ্ছি না।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ?"

বিলু বলল, "টিকিট কাটতে যাওয়ার আগে ভাগ্যে বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা ফোনে জানিয়েছে আজ ওরা আসছে না। তখনই ঠিক হল ভোম্বলও যাবে না। বাচ্চু-বিচ্ছুদের জন্য ও এখানে থাকবে। আমরা বাইরে গিয়ে যদি প্রয়োজন বুঝি তখন ফোনে জানাব। ও বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নিয়ে যে কোনও গাড়িতেই হোক আমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।"

বাবলু বলল, "এই পবিকল্পনাটা অবশ্য মন্দ নয়।"

বিজ্ঞ পঞ্চু ওদের পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে কোনও প্রতিবাদ না কবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাত বাবলু আর বিলু যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছল প্লাটফর্মগুলো তখন খাঁ খাঁ করছে। দুটি একটি লোকাল ট্রেন মাঝে মধ্যে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু লোকজনের ভিড় একদম নেই। বিশেষ করে এই আট নম্বব প্লাটফর্ম তো একেবারেই ফাঁকা।

দেখতে দেখতে অনেক সময় পার হল।

বাবলু বলল, "ওরে ব্বাবা। এ তো দেখছি ভুতুড়ে গাড়ি।"

বিলু বলল, "ব্যাপার কী! সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটা হয়ে গেল অথচ এখনও ট্রেনের পাত্তা নেই কেন?"

বিলু বলল, "গাড়ি বাতিল হয়ে যায়নি তো?"

বাবলু বলল, "সন্দেহ হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত রিজার্ভেশন চার্টও তো এল না।"

"একটা অন্তত ঘোষণা করা উচিত ছিল।"

হানটান করতে করতেই ট্রেন এসে গেল। বিশাল বগি। সবই প্রায় থ্রি-টিয়র স্লিপারের। কতগুলো যে বগি তা বুঝি গুনে শেষ করা যায় না।

বাবলু বলল, "এত বগির গাড়ি কিন্তু প্যাসেঞ্জার কই?"

"কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার।"

একটু পরেই রেলের একজন লোক এসে রিজার্ভেশনে চার্ট টাঙিয়ে দিয়ে গেল।

চার্ট দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। এ কেমন হল? নাম কই? সবই তো ফাঁকা।

দু'জন নন বেঙ্গলি ভদ্রলোক বললেন, "ইয়ে ক্যায়সা তামাশা হো রহে ভাই?"

অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর একটি বার্থে নাম নজরে এল। মাত্র চারজনের নাম। বাবলু বিলু আর ওই দু'জন ভদ্রলোকের।

বাবলু বলল, "তাজ্জব ব্যাপার। এত বড় গাড়ি অথচ আর কোনও প্যাসেঞ্জার নেই। যতগুলো কোচ সবেতেই রিজার্ভেশন ফাঁকা!"

বিলু বলল, "একটা বগিতে মাত্র চারজন। এইভাবে কি যাওয়া যায়?"

বিনা রিজার্ভেশনের যাত্রী জনা পঞ্চাশেকের মতো ছিল। তারা তো ফাঁকা গাড়ি দেখে যে যেখানে পারল ঢুকে পড়ল। একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে স্লিপার নামিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল যে যার।

নন বেঙ্গলি দু'জন বাবলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁহা যাওগে তুম দোনো?"

বাবলু বলল, "ঝাঁঝা। আপ লোগ?"

"সমস্তিপুর। লেকিন ইয়ে গাড়ি মে তো যানা নেহি চাহিয়ে।"

"কিঁউ?"

"ডাকাইতি হো যায়েগা।"

"তা হলে কী করবেন আপনারা?"

"টিকিট রিটার্ন কর দেঙ্গে। কাল সুবে সমস্তিপুর মে যায়েঙ্গে হাম।" বলে চলে গেলেন।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু? এই অবস্থায় যাবি? ভেবে দ্যাখ। আমরা মাত্র দু'জন। পঞ্চুও নেই সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "ভাবাভাবির কিছু নেই। জয় দুর্গা বলে উঠে পড়। তারপর যা আছে কপালে হবে। আমিও নিরস্ত্র নই। বাধা পেলে লড়ে যাব।"

"তা তো যাবি। রাতদুপুরে যদি দশবারোজন ওঠে একসঙ্গে, তখন?"

বাবলু হেসে বলল, "এই গাড়িতে একটা ভিখিরিও উঠবে না।"

"বলিস কী তুই?"

"ঠিকই বলছি। নেহাত যাদের মাথা খারাপ আছে তারাই উঠবে এই ফাঁকা গাড়িতে ডাকাতি কবতে। বুঝলি?"

"বুঝলাম।"

বাবলু বিলু আর দেরি না কবে ওদের কোচে উঠে বার্থ দেখে নিল।

বাবলু বলল, "সম্ভবত আমাদের জীবনে এই প্রথম ট্রেন ভ্রমণ যে একটি বিশাল বগিতে মাত্র দু'জন।"

ওরা যখন ব্যাগ রেখে চুপচাপ বসে আছে ঠিক তখনই দেখল একজন শক্তসমর্থ বিহারি যুবক ওদের কামরায় উঠে ছয় বার্থের একটি ছোট্ট কুপে ঢুকে লোয়ার বার্থে শোবার জন্য বিছানা পাততে লাগল। ফোলানো বালিশ, পুরু বেডশিট পেতে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করে নিল।

বাবলু বলল, "আপনি কোথায় যাবেন দাদা?"

"জসিডি।"

"আপনার রিজার্ভেশন আছে?"

"কেন বলো তো?"

"না না। অন্য কিছু নয়। আসলে চার্টে কারও নাম দেখছি না তো, তাই।"

যুবক হেসে বলল, "এই ট্রেনে বিশেষ সময় ছাড়া কেউ রিজার্ভেশন করায় না। তোমরা করিয়েছ নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"টাকাটা জলে গেছে।"

বাবলু বলল, "এইরকম ফাঁকা গাড়ি আমরা জীবনে দেখিনি। এমনকী বিনা প্যাসেঞ্জারে যে একটি ট্রেন চলতে পারে তাও জানা ছিল না আমাদের। আজকের এই ট্রেনটা এখনই বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত।"

যুবক বলল, "তোমরা এক কাজ করো, বাইরে না থেকে এই কুপের মধ্যে ঢুকে পড়ো। আগে এগুলো লেডিজদের জন্য ব্যবহার হত। এখন সবার জন্য।"

বাবলু বিলুর মুখের দিকে তাকাল।

যুবক বলল, "তাকিয়ে দ্যাখার কিছু নেই। যা বলছি ভালর জন্যই বলছি। ট্রেন ছাড়লেই দরজাগুলো সব লক করে এর ভেতরে ঢুকে এটাকেও লক করে দাও। বাথরুম সারবার দরকার থাকে তো সেরে নাও এইবেলা। রাত্রে একদম ওঠা নয়। সারারাতে কেউ হাজার ধাক্কাধাক্কি করলেও বেরিয়ো না কেউ।"

এমন সময় দু'জন আর পি এফ সহ একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে ঢুকলেন ভেতরে। বললেন, "এই বগিতে কে কে আছেন ভাই?"

বাবলু বলল, "আমরা তিনজন।"

"তোমরা মালপত্তর নিয়ে এস ওয়ানে চলে এসো।"

বাবলু আর বিলু একটু যেন নার্ভাস হয়ে তাকিয়ে রইল অ্যাটেনডেন্টের মুখের দিকে।

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "আমরা সব বগি থেকে লোক সরিয়ে একটা বগিতে জড়ো করছি। না হলে এত ফাঁকা গাড়িতে এক আধজন করে যাওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে আসানসোলের পর এই গাড়ির চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়।"

বাবলুরা ব্যাগ নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

বাধা দিল যুবক, "আরে ঘাবড়াও মাৎ। আমি জসিডির বুকিং ক্লার্ক। এই গাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করি। কোনও ভয় নেই। এই কুপ ভেঙে কে ঢুকবে?"

কোচ অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "যেতে পারেন যান, তবে কিনা আমাদের কর্তব্য সাবধান করে দেওয়া তাই করে গেলাম। এবার যে যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

বাবলুরা আর কিছু ভাবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আর পি এফ এবং কোচ অ্যাটেনডেন্ট রানিং-এই নেমে গেলেন।

যুবক নিজেই এবার লক করে দিয়ে এল দরজাগুলো। তারপর বলল, "ওদের কথা শুনে বগি পালটাতে গেলেই হয়েছিল আর কী।"

বিলু বলল, "এই ট্রেনের এই হাল বলেই যাওয়া মাত্র রিজার্ভেশন পেয়ে গেছি।"

যুবক বলল, "যাক, রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ো।"

বাবলু বলল, "এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা হল আমাদের। তবে এই গাড়িতে এই প্রথম, এই শেষ।"

কুপের মধ্যে লোয়ার বার্থে একদিকে যুবক অপরদিকে বিলু শুয়ে পড়ল। বাবলু গেল আপার বার্থে।

ট্রেন ছুটছে।

রাতের ঘন অন্ধকারের বুক চিরে সাঁ সাঁ করে ছুটছে ট্রেন। চমৎকার গাড়ি। অথচ কী তার হাল।

ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম যেন নেমে আসছে দু'চোখ জুড়ে। বাবলু আড়চোখে একবার দেখল বিলুকে। বেশ নিশ্চিন্তেই ঘুমোচ্ছে সে।

হঠাৎ কী যেন মনে হতেই ঘুম মাথায় উঠে গেল বাবলুর। তাই তো, রেলের পুলিশ এবং কোচ অ্যাটেনডেন্ট যখন সাবধান করে দিতে এলেন তখন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজনের কথায় বিশ্বাস করে ওদের থেকে যাওয়াটা কি ঠিক হল? বিশেষ করে এই রাতের গাড়িতে? কে বলতে পারে এই লোকই ছদ্মবেশী কোনও শয়তান নয়? গভীর রাতে এই নির্জন কামরায় ওদের ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে এই লোকই যে ওদের গলা কেটে ফাঁক করবে না তাই বা কে বলতে পারে?

কথাটা মনে হতেই বুকটা কেঁপে উঠল বাবলুর।

আর তো ঘুমোলে চলবে না। পিস্তলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে মাথার কাছে রেখে দিল।

আজ এই মুহূর্তে বড় বেশি করে মনে হল পঞ্চুর কথা। ট্রেন জার্নিতে পঞ্চুর চেয়ে সহায়ক আর কে আছে? পঞ্চু সঙ্গে থাকলে এই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত বাবলু। আসলে গাড়ির অবস্থা যে এমন হবে তা কে-ই বা জানত?

যাই হোক, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। সারারাত জেগে কাটানোই ভাল। এ গাড়ির আবার বর্ধমানে স্টপেজ নেই যে সেখানে নেমে পালটে নেবে। ফার্স্ট স্টপেজ আসানসোলে। এর মধ্যে বেগতিক বুঝলেই 'ডিসুম'।

এইভাবে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে করতেই অন্য একটা মতলব এল ওর মাথায়। বার্থের ওপর থেকেই ঝুঁকে পড়ে বাবলু দেখল যুবকটি পাজামা আর গেঞ্জি পরেই হাওয়া বালিশে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ঘোরে নাকও ডাকছে বেদম জোরে। সঙ্গে ট্রেনের গতির মিউজিক থাকায় ব্যাপারটা মিলেমিশে যাচ্ছে। যুবকের পাঞ্জাবিটি ঝোলানো ছিল পাশের হুকে। বাবলু সেটি সন্তর্পণে উঠিয়ে নিল।

এইবার উঠে বসে শুরু করল ওর কাজ।

একসময় একপাশে রাখা কিট ব্যাগটাও টেনে নিল। তাবপর জামার পকেট হাতড়াতেই পেয়ে গেল কিছু কাগজ পত্তরের সঙ্গে একটি কার্ড পাস ও আইডেনটিটি কার্ড। এতক্ষণে বুকটা যেন হালকা হল ওর। নাঃ। লোকটা জালি লোক নয়। এরপর কিট ব্যাগ হাতড়ে দেখল সেখানে কোনও ছোরা বা পিস্তল জাতীয় কিছু আছে কিনা। দেখল সেখানেও কিছু নেই। যুবকের যা কিছু তা যথাস্থানে রেখে ও ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

সেই ঘুম ভাঙল বিলুর ডাকে ভোরবেলায়।

বিলু তখন সেই যুবককে ডাকাডাকি করছে, "এই যে দাদা, উঠবেন না? আপনি যে বললেন জসিডিতে নামবেন। এই তো আপনার জসিডি এসে গেছে, নামুন।"

যুবক ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। তারপর সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে গেল ট্রেন থেকে।

বাবলুও আপার বার্থ থেকে নেমে এল লোয়ারে।

একজন চা-অলা কর্কশ গলায় হেঁকে হেঁকে চা বিক্রি করছিল। বাবলুরা তার কাছ থেকে দু'ভাঁড় চা নিয়ে খেতে লাগল। কী চমৎকার চা।

ট্রেন ছাড়ল একটু পরেই।

জসিডি থেকে ছাড়ার পর পাহাড় ও বনভূমির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল ট্রেন। এই অঞ্চলের বন ও পাহাড়ের সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল একসময়। এখন ততটা না থাকলেও বেশ মনোরম। বিশেষ করে শিমুলতলা ও ঝাঁঝার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ভারী চমৎকার। ট্রেন শিমুলতলাতেও থামল না। জসিডির পর একেবারেই ঝাঁঝায়।

॥ ৪ ॥

ঝাঁঝায় যখন ট্রেন এসে থামল তখন সকাল হয়ে গেছে। লেট ছিল মাত্র আধঘণ্টা। এই লেটও হত না, যদি না হাওড়া থেকে ছাড়তে দেরি করত।

বেশ বড় স্টেশন। পাশেই ঝাঁঝার পাহাড়। সুন্দর পরিবেশ। তবে স্টেশন বড় হলেও খুব একটা জমজমাট নয়। ওরা স্টেশনের কলে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু ফ্রেস হয়ে নিল। তারপর এগিয়ে চলল স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে।

কিন্তু সেখানে গিয়েই ধাক্কা খেল নেম প্লেটের ফলকটির দিকে তাকিয়ে। এতে যে নাম লেখা আছে তা বাঙালির নয়। এন কে ঝা। আবার সহকারী স্টেশনমাস্টার যিনি তিনিও একজন অবাঙালি, আর কে যাদব।

বাবলু আর বিলু হতাশভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেইদিকে তাকিয়ে। যাঃ। এতদূরে আসাটাই বৃথা হয়ে গেল।

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ। কী বোকামিই না করলাম। ভাল করে নামধাম না জেনে খোঁজখবর না নিয়েই চলে এলাম। ভাগ্যিস সবাই এসে পড়েনি।"

বিলু বলল, "তার চেয়েও বড় কথা, ভগবান রক্ষে যে রাতদুপুরে এসে পৌঁছইনি।"

"এখন কী করা যায় বল তো?"

"কী আবার। সারাটাদিন ধরে চারদিক তোলপাড় করব। তারপর রাতের গাড়িতে ব্যাক।"

"আমি যেন কীরকম মনোবল হারিয়ে ফেলছি এবার।"

"ধ্যুস। তোর মুখে একথা মানায় না। আগে চল কোথাও গিয়ে পেট ভরে কিছু খেয়ে নিই। তারপরে ভেবেচিন্তে উপায় একটা বের করা যাবে।"

ওরা আর সময় নষ্ট না করে বেশ ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ওভার ব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। প্লাটফর্মের ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে কী হয় স্টেশন এলাকাটা দারুণ নোংরা। একেবারে খোলার ঘরের বস্তির পরিবেশ।

জায়গাটাও জমজমাট নয়। লোকজনেরও বসতি খুব একটা বেশি আছে বলে মনে হল না। যা আছে তা শুধু রেলের কলোনি।

বেশ কিছু শিঙাড়া জিলিপি ও চায়ের দোকান আছে। গরম গরম কচুরিও ভাজা হচ্ছে কোথাও। চ্যাটচ্যাটে রসে মাখানো বোঁদের লাড্ডুও পাকানো হচ্ছে।

ওরই মধ্যে একটা দোকান বেছে নিয়ে বসে পড়ল ওরা। দোকানে খরিদ্দারের চেয়ে মাছির সংখ্যা বেশি। যাই হোক, ওরা অন্য কিছু না খেয়ে চারটে করে কচুরি আর দুটো করে প্যাঁড়ার অর্ডার দিল। সব শেষে এক কাপ করে চা।

খেয়ে তৃপ্তি হল না। তবু পেটটা ভরানো হল।

কিন্তু দাম দিতে গিয়েই বিপত্তি।

ওরা পকেটে হাত দিতেই গজকচ্ছপের মতো দীর্ঘদেহ একটি মাংসর তাল পচর পচর করে পান চিবোতে চিবোতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের মালিক। বলল, "চালিশ রুপিয়া পঁয়ষট পয়সা হুয়া তুমহারা।"

বাবলুর তো মাথা গেল গরম হয়ে, "তার মানে?"
গজকচ্ছপ হুমকি দিয়ে বলল, "চালিশ রুপিয়া পঁষট পয়সা তুরন্ত নিকালিয়ে।"
বিলু রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "এটা মগের মুলুক নাকি?"
বাবলু বলল, "তোমার কচুরির দাম কত করে?"
"দেড় রুপাইয়া।"
"আমরা আটটা খেয়েছি। কত হয়?"
"বারা রুপাইয়া।"
"চারটে প্যাঁড়ার দাম?"
"আট রুপাইয়া।"
"কত হয় তা হলে?"
"বিশ রুপাইয়া।"
"দু'কাপ চায়ের দাম কত?"
"চার রুপাইয়া।"
"তা হলে হয় চব্বিশ টাকা। কিন্তু চাল্লিশ রুপিয়া পঁয়ষট পয়সার হিসাবটা আসছে কোত্থেকে?"
"মেরা হিসাবমে যো হুয়া উয়ো তুমকো বতায়া। তুম দেওগে কি নেহি।"
বিলু বলল, "নেহি। এক পয়সাও দেব না তোমাকে। চোট্টামি করবার জায়গা পাওনি ব্যাটা?"
গজকচ্ছপ একটা লাঠি উঁচিয়ে বলল, "তব তুম হিঁয়াসে যানে নেহি পাওগে।"
বিলুকে এর আগে এমন রাগতে বাবলু কখনও দ্যাখেনি। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বিলু বলল, "ব্যাটার আস্পর্ধা দ্যাখ, লোককে ঠকাতেও ঠকাবে আবার লাঠি দ্যাখাবে। মজা দ্যাখাচ্ছি দাঁড়া। আজ ওর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে জেলে যাব আমি।" বলেই পাশের টেবিলে পড়ে থাকা সবজি কাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল বিলু।
সঙ্গে সঙ্গে বাবলু পেছনদিক থেকে জাপটে ধরল বিলুকে।
গজকচ্ছপ তখন তড়াং তড়াং করে লাফাচ্ছে আর চ্যাচাচ্ছে "বাঁচাও বাঁচাও! মুঝে বাঁচাও! আরে ভাই, কোঈ হ্যায়?"
রাস্তার ধারে দোকান। তাই নিমেষের মধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে গেল।
দোকানের অন্যান্য কর্মচারীরাও ছুটে এসেছে তখন।
অবশেষে বাবলুই সকলকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে মেটাল ব্যাপারটা।
ভগবান রক্ষে যে স্থানীয় কিছু লোক বাবলুদের পক্ষ নিয়ে দোকানদারকেই দোষারোপ করল। সবাই বলল, "এই লোকটার স্বভাবই হচ্ছে বেশি করে দাম বাড়িয়ে বলা এবং লোককে ঠকানো।"
একজন গজকচ্ছপের হাত থেকে লাঠি ও একজন বিলুর হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিল।
ওরা দাম দিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।
বাইরে এসে বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "হুট করে তোর ওইভাবে ছুরি হাতে নেওয়াটা ঠিক হয়নি বিলু। কেসটা অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারত। তা ছাড়া বিদেশ বিভুঁই এটা। এমন কাঁচা কাজ কেউ করে?"
বিলু বলল, "না। কাজটা মোটেই ভাল করিনি। আসলে লোকটা লাঠি তুলতেই মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে গেল।"
"স্বাভাবিক। ভোম্বল এই কাজ করলে চমকাতাম না। তুই যে এত রাগবি তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি। এলাম একটা ভাল কাজে কিন্তু শুরুতেই বিপর্যয়। এর ওপর কিট-ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ঘোরা। এ কি ভাল লাগে? এগুলোকে যে কোথাও নামিয়ে রাখব সে উপায়ও নেই। কোথাও একটা হোটেল পত্তরও তো দেখছি না।"
বিলু বলল, "আমাদের কাজ শেষ হলে ওই পাহাড়টায় কিন্তু উঠব একবার। কী ভাল লাগছে না পাহাড়টাকে?"
"অবশ্যই। ঝাঁঝায় এসে ঝাঁঝার পাহাড়ে উঠব না এ কি হয়?"
"তবে একটা কিন্তু ভুল হল আমাদের।"
"কীরকম?"
"কিট-ব্যাগদুটো রেলের ক্লোকরুমে রেখে দিয়ে এলেই হত। তা হলে আর এগুলোকে ঘাড়ে করে বইতে হত না।"

"যা বলেছিস।"

ওরা পায়ে পায়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসে দেখল একজায়গায় ওদেরই বয়সি কতকগুলো মেয়ে সেজেগুজে চুড়িদার পরে বইখাতা সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

বাবলু মেয়েগুলোর কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে ডাকল, "এই যে। একটা কথা বলছিলাম।"

থমকে দাঁড়াল মেয়েরা, "ক্যা মতলব?"

বাবলু হেসে বলল, "মতলব কিছু নেই। তোমাদের মধ্যে বাঙালি কেউ আছ?"

একজন বলল, "হ্যাঁ, আছে। কেন বলো তো?"

"কুসুম নামে কাউকে চেনো তোমরা?"

মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। একজন বলল, "আলাপ জমাবার টেকনিকটা বেশ ভালই শিখেছ তো দেখছি। এখানে কুসুম টুসুম কেউ নেই। আকাশকুসুম কল্পনা না করে ভালয় ভালয় কেটে পড় তো দেখি। না হলে কিন্তু সবাই মিলে চাঁদা তুলে এমন পেটাব যে ঠ্যালাব নাম বাবাজি কাকে বলে তা টের পাবে।"

বাবলু একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলল, "তোমরা স্কুল কিংবা কলেজ গার্ল। লেখাপড়া জানা মেয়ে তোমবা। আমাদের সঙ্গে ব্যাগ ট্যাগ দেখেও কি তোমরা বুঝতে পারছ না আমরা লোকাল ছেলে নই, বাইরে থেকে আসছি। এমনও তো হতে পারে আমরা তোমাদেরই কোনও বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের ভাই কিংবা দাদা।"

ওদেরই ভেতর থেকে একটি মেয়ে তখন নরম হয়ে এগিয়ে এসে বলল, "কিছু মনে করো না ভাই। আসলে এই সমস্ত এলাকা খুব একটা ভাল জায়গা নয়। নানা ধরনের ছেলে নানান মতলবে ঘোরাফেরা করে এখানে। কত রকমের অছিলা নিয়ে যে মেয়েদের বিরক্ত কবে তা তোমাদের কী বলব। তাই আমরা তোমাদেব অন্যরকম ভেবেছিলাম। এখন বলো তো কাকে চাই?"

বাবলু বলল, "মেয়েটির নাম কুসুম। তোমাদেরই বয়সি মেয়ে।"

"কুসুম কী?"

"আর কিচ্ছু বলতে পারব না। এমনকী ওব বাবার নামও না। শুনেছিলাম ওর বাবা স্টেশনমাস্টার। কিন্তু এখানে এসে দেখছি সে ধারণা ভুল। ওর দিদির বিয়ে হয়েছে হাওড়া শহরে শিবপুর এলাকায়।"

"আর বলতে হবে না। এইবার বুঝেছি। পাপ্পুদের বাড়ি।"

"পাপ্পু কে?"

"তোমরা যাকে কুসুম বলছ ওরই নাম পাপ্পু। ওর বাবা তো স্টেশনমাস্টার নন। জে এস আই। যাই হোক, এসো আমার সঙ্গে ওদের কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিই।"

বাবলু বিলু মেয়েটির সঙ্গ নিয়ে এগিয়ে চলল।

যাবার সময় মেয়েটি অন্যদের বলল, "তোরা যা। আমি ওদের বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে চলে আসছি।"

স্টেশন থেকে প্রায় মিনিট দশেকের পথ হেঁটে যাবাব পব মেয়েটি একটি কোয়ার্টারের কাছে এসে বলল, "ওই যে দেখছ জেড ব্লকের 'ন' নম্বর ঘর, ওইটাই।"

বাবলু বলল, "থ্যাঙ্কস।"

মেয়েটি বলল, "বাইরে নেম প্লেট আছে দেখবে। ওর বাবার নাম এস কে রায়। যাও।"

মেয়েটি চলে গেল।

বাবলু আর বিলু বাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করতেই মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন।

বাবলু বলল, "আপনিই রায়বাবু? মানে কুসুমের বাবা?"

"হ্যাঁ। কোথায় সে? তার কোনও খবর আছে? এসো এসো, ভেতরে এসো। কী দুশ্চিন্তায় যে আছি বাবা।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "খবর মানে?"

রায়বাবু হাঁক দিলেন, "ও মা রুনু! দ্যাখ তো কারা এসেছে। আমার তো ভয়ে হাত-পা কাঁপছে।"

বাবার ডাক শুনে যিনি ঘরে ঢুকলেন, ঢুকেই তিনি পিছিয়ে গেলেন দু'পা। তাঁর মুখ তখন কাগজের মতো সাদা।

রায়বাবু বললেন, "কী হল! কী হল তোর?"

বাবলু বলল, "কিছুই হয়নি। দিনের আলোয় উনি ভূত দেখেছেন।"

ওদিক থেকে তখন সাড়া এল, "তো-তো-তোমরা এখানেও?"

"এখন তো শুধু আমরাই এসেছি। এরপরে পুলিশ আসবে। বলুন, কেন আপনি ওইভাবে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলেন? প্যাসিকে কার হাতে তুলে দিয়েছেন আপনি? শিগগির বলুন, না হলে কিন্তু আপনার ছেলেকেও আপনি হারাবেন।"

রায়বাবু বললেন, "এসব কী শুনছি? আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

রুনু এবার কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলেন, "বাবাই?"

সেই ফুটফুটে ছোট্ট শিশুটি ঘরে এসে ঢুকল এবার।

রুনু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "শোনো ভাই, কোনও মা কখনওই তার ছেলের দিব্যি দিয়ে মিথ্যে কথা বলে না। আমিও তাই বলছি না। আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করো। আমি একটু মাথা গরমেব মেয়ে। রেগে গেলে আমার জ্ঞান থাকে না। সেইজন্যই ছেলেমেয়ে অন্যায় করলে একটু বেশি মারধোর করি। আমার স্বভাবের জন্য কারও সঙ্গে বনিবনা হয় না আমার। তাই পাড়াতেও আমার সুনাম নেই। তবু বলছি, তোমরা যাই ভাবো না কেন আমাকে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি জানিই না মেয়েটা কীভাবে চুরি হল বা কারা এ কাজ করল।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা যদি সত্য হয় তা হলে মেয়েটাকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত এইভাবে আপনার চলে আসাটা তো ঠিক হয়নি। আপনার বোন কোথায়? কুসুম?"

"জানি না। তারও কোনও খবর নেই। সেও নিখোঁজ। তাকেও নিশ্চয়ই আমি কোথাও পাচার করে দিইনি। মেয়েটা চুরি যাবার পর ওর সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হয়। মেয়ে চুরি যাওয়ার ঘটনার জন্য আমি ওকেই দায়ী করি। ও যদি টিফিন পিরিয়ডে শেষপর্যন্ত থাকত তা হলে এই কাণ্ড ঘটত না। সেই ঝগড়ার পর আমার বোন আমাকে কিছু না বলেই এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসে। এবকম আবও অনেকবার করেছে ও। কিন্তু এবাবে কেন জানি না আমার মনটা একটু বিপদের আশঙ্কা করল। তাই রাতের গাড়িতেই আমি ওর খোঁজে চলে এসেছি এখানে। কিন্তু এসে দেখি সে এখানেও আসেনি।"

"সে কী! গেল কোথায় মেয়েটা।"

"কী জানি ভাই। কী যে হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

রায়বাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবার। অবশ্যই মেয়ের শোকে। বললেন, "না না। আমার পাপ্পু আর ফিরবে না। আমার আদরের কুসুম অকালেই ঝরে গেছে। ওকে নির্ঘাত খুন করেছে ওরা। নয়তো বেচে দিয়েছে।"

বাবলু বলল, "ওরা মানে? ওরা কারা?"

"যারা ওই দুধের শিশুটাকেও উঠিয়ে নিয়েছে।"

"আপনার জামাই খবর পেয়েছে?"

"তার ঠিকানাই জানি না আমরা। অফিসের কাজে বর্ধমান, দুর্গাপুর কতদিকে যায়। কখন কোথায় যায়, কোথায় থাকে, তার কী ঠিক আছে? তা ছাড়া বর্ধমান বা দুর্গাপুর তো একটুখানি জায়গা নয়।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, আপনি সেন্টুমামা নামে কাউকে চেনেন?"

"হাউ ডেঞ্জারাস। সেন্টুকে চিনব না? ওর ভাল নাম জর্জ। বর্ন ক্রিমিন্যাল একটা। জেলভাঙা কয়েদি। প্যাসির মামা।"

বাবলুর চোখ কপালে উঠল, "প্যাসির মামা!"

"হ্যাঁ। আপন মামা। ফেরারি আসামী। শুধুমাত্র ওরই জন্য আমার জামাই অর্থাৎ অজয় আগের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি। প্যাসি যখন ছ'মাসের তখন থেকেই মামাবাড়ির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। ওর মা হঠাৎ স্টোভ বার্স্ট করে মারা যায়। আর ওই ক্রিমিন্যালটার ধারণা অজয় বুঝি আবার বিয়ে করবার জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে ওর বোনকে পুড়িয়ে মারে। তাই মাঝে মাঝে ও শাসাত অজয়কে, হয় তার বোনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লাখ টাকা দেবে, নয়তো প্যাসিকে কেড়ে নেবে সে। শুধু তাই নয়, আমার রুনুর সঙ্গে যখন অজয়ের বিয়ের কথা হল তখন একদিন ও এসে ভয় দেখিয়েছিল আমাকে, এখানে বিয়ে না দিতে। বলেছিল ওর বোনের হত্যাকারীর প্রতিশোধ ও নেবেই। কাজেই এইরকম জায়গায় বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক? এইসময় জর্জ একটি পুলিশ খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে। ওর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাই সুপাত্র দেখে নির্ভাবনায় আমি অজয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিই। প্যাসিকে তা হলে ওই চুরি করেছে এবং আমার ওপর বদলা নেবে বলে কুসুমকেও। এই দুটি অপহরণ একই লোকের কাজ। না হলে আমার পাপ্পু, গেল কোথায়? আমি তাই তো রুনুকে বকছি। অতবড় মেয়েটাকে তুই একা ছাড়লি কী বলে? আসলে বলব কী বাবা, আমার

এই মেজ মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। ছেলেবেলা থেকেই ও অসহিষ্ণু। মাথা গরমের। কিছুতেই কারও সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। শুধু এই বাচ্চাটার মোহে কুসুম ওর ওখানে যেত। তাও দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসত কাঁদতে কাঁদতে, ওর দুর্ব্যবহারে।"

বাবলু বিলু সব শুনে অনুমান করল ব্যাপারটা। বলল, "আপনার বড় মেয়ে কোথায় থাকেন?"

"বিলাসপুরে।"

"কুসুম যেখানে যায়নি তো?"

"না। তার সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই ও সেখানে যাবে না। তা ছাড়া বিলাসপুরের কোথায় যে আছে সে তাও জানি না আমরা।"

বাবলু বলল, "কুসুমের ব্যাপারে থানাপুলিশ কিছু করেছেন?"

"করেছি। তবে কিনা অসুবিধে হয়েছে এই যে ওর বড় বয়সের কোনও ফটোই আমাদের কাছে নেই। তা ছাড়া সত্যিকথা বলতে কী জর্জের হাতে ও পড়ে থাকলে কারও ক্ষমতা নেই ওকে ফিরিয়ে আনে।"

"এবার বলুন তো জর্জের চেহারাটা কীরকম?"

"সুন্দর চেহারা। রাজপুত্রের মতো। টকটকে ফরসা গায়ের রং। পাজামা পাঞ্জাবি পরে। দাড়ি রাখে। আর সবসময় মোটরবাইকে চেপে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ায়।"

বাবলু সব শুনে বলল, "কিছু যদি মনে না করেন তো আমাদের ধারণার কথা বলি।"

"বলো।"

"আমাদের অনুমাণ, প্যাসিকে অপহরণ করানোর ব্যাপারে আপনার মেয়ে পাপ্পু অর্থাৎ কুসুমের যথেষ্ট হাত আছে। তার কারণ যেখানে গিয়ে এবং যার কাছ থেকে সেন্টুমামার নাম শুনি সেখানে আপনার মেয়ে কুসুম ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। অথচ কীভাবে যেন জর্জ-এর কানে খবরটা চলে যায়। এতেই আমরা এইরকম একটা ধারণা করছি।"

"এ কী করে সম্ভব!" বলেই রাযবাবু মাথার চুলগুলো মুঠো করে বললেন, "ওঃ ভগবান। যাও যাও তোমরা যাও। আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না।"

বিলু বলল, "এত অধৈর্য হয়ে পড়লে কী করে হবে?"

রায়বাবু বললেন, "আমি আমার মানসিক ভাবসাম্য হাবিয়ে ফেলছি ক্রমশ। এবাব আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "আপনি শান্ত হন।"

"ডোন্ট ডিসটার্ব। গো ব্যাক প্লিজ।"

বাবলুরা আর সময় নষ্ট না করে চলে এল স্টেশনে। ওদেব যা কিছু জানবার তা জানা হয়ে গেছে। এখন কোথাও কোনওখানে ক্ষীণতম এতটুকু সূত্রও যদি পায় তো তাই ধরেই এগোতে হবে। সেন্টুদা ওরফে জর্জ-এর সন্ধান পেলেই উদ্ধার হবে মেয়েদুটো।

ঝাঁঝা স্টেশনে তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। সেই রোদে তেতে পুড়ে বহুদূর থেকে ছুটে আসা অমৃতসর মেল তখন ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে আছে। কখন ছাড়বে তারও কোনও ঠিক নেই।

অনেক পরে স্টেশনের লাউড স্পিকারে ঘোষণা করা হল মধুপুরের কাছে একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার জন্য অমৃতসর মেল ছাড়তে দেরি হবে এবং শিমুলতলা পর্যন্ত যাবে।"

একজন বাঙালি ভদ্রলোক তো রেগে আগুন তেলে বেগুন। বললেন, "কেন শিমুলতলা অব্দি যাবে? ছোট্ট স্টেশন একটা। গেলে অন্তত জসিডি পর্যন্ত যাক। তা ছাড়া মেল গাড়ি। যে স্টেশনে তার স্টপেজ নেই সেই পর্যন্ত কেন যাবে সে?"

ভদ্রলোকের রাগারাগিই সার হল। ট্রেন যেমনকার তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ির সিগন্যালও হল না। ড্রাইভার গার্ডও ঢুকে বসে রইলেন অফিসঘরে।

বিলু বাবলু দু'জনেই তখন মনে মনে দারুণ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সারারাত ট্রেন জার্নির পর একটা শুয়ে বসে থাকার মতো আশ্রয় না পেলে কি ভাল লাগে? অথচ ট্রেন না ছাড়লে রোদে রোদেই ঘুরতে হবে অথবা স্টেশনেই পড়ে থাকতে হবে ওয়েটিংরুমে।

পায়চারি করতে করতেই একসময় বিলু বলল, "মানুষ কত রকমেরই না হয়, কী বল বাবলু?"

"তা তো হয়ই।"

"রায়বাবুর কথা বলছি। আমরা যে অতদূর থেকে এলাম এখানে, আমাদের একটু থাকতেও বললেন না

ভদ্রলোক। উলটে 'যাও যাও' করে ভাগিয়ে দিলেন। একবার ভেবেও দেখলেন না এই অচেনা জায়গায় এসে আমরা কী করব কোথায় যাব।"

বাবলু বলল, "সব মানুষ কি সমান হয়রে? তা ছাড়া ওঁদের মানসিক অবস্থাও এখন স্বাভাবিকের পর্যায়ে নেই। যাই হোক, চল আমরা বরং ঝাঁঝার ওই বিখ্যাত পাহাড়টায় গিয়ে উঠি।"

"পাহাড়টাকে বিখ্যাত বলছিস কেন?"

"অনেক আগে তো এইসব জায়গা বাঙলাতেই ছিল। তখন জসিডি, শিমুলতলা, মধুপুর, কার্মাটার, মিহিজাম থেকে বিখ্যাত বাঙালিরা এখানে বনভোজনে আসতেন। কত গুণী জ্ঞানী কবি শিল্পী সাহিত্যিকের স্মৃতি যে জড়িয়ে আছে ওই পাহাড়ে তার ঠিক নেই।"

বিলু বলল, "তা হলে একবার ঘুরেই আসি পাহাড় থেকে। ট্রেন কখন ছাড়বে তার যখন ঠিক নেই তখন কেন বৃথা সময় নষ্ট করা।"

এই বলে ওরা যাবার জন্য সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় আবার ঘোষণা, "অমৃতসর মেলের গার্ড এবং ড্রাইভার, আপনারা গাড়ি ছাড়ার ব্যবস্থা করুন। সিগন্যাল হয়ে গেছে।"

ঘোষণা শোনামাত্র প্লাটফর্মে ভ্রাম্যমাণ যাত্রীরা ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠল।

একজন বাঙালি চেকার তখন ঘোরাফেরা করছিলেন প্লাটফর্মে।

বাবলু তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "দাদা, এখানকার টিকিটঘরটা কোথায়?"

"টিকিটঘর! কোথায় যাবে তোমরা? এ গাড়ি শিমুলতলার বেশি যাবে না। লাইন ক্লিয়ার পেলে জসিডি।"

"আমরা শিমুলতলাতেই যাব। ট্রেনের গোলমাল দেখে এতক্ষণ টিকিট কাটিনি। তবে আগের টিকিটটা আছে বলেই স্টেশনে ঘোরাফেরা করছিলাম।"

"তা হলে ওতেই হবে। এখনই ট্রেন ছাড়বে। যে কোনও কামরায় উঠে পড়ো। আজ চেকিং নেই। তা ছাড়া আমি তো আছি।"

চেকারেব কথামতো দু'জনেই উঠে পড়ল ট্রেনে।

ট্রেনও ছেড়ে দিল।

বিলু বলল, "এইজন্যই লোকে পাঁজিপুঁথি দেখে ঘর থেকে বেরোয়, বল? আমার মনে হয় আমরা বোধহয় মঘা অশ্লেষা নক্ষত্রে যাত্রা করেছিলুম।"

বাবলু বলল, "এখন তাই মনে হচ্ছে।"

"শিমুলতলায় নেমে আমরা তা হলে কী করব?"

"থেকে যাব। ঝাঁঝায় থাকতাম, তার জায়গায় শিমুলতলায়। এ বরং ভালই হল। অনেকের মুখেই শুনেছি শিমুলতলা ভারী মনোরম জায়গা। এখন বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ করে পুজোর সময় অনেকেই এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসেন। ওখানে স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও কোনও হোটেলে উঠে ভোম্বল আর বাচ্চু-বিচ্ছুকে চলে আসতে বলব। পঞ্চুও আসবে ওদের সঙ্গে। তারপর সবাই একজোট হয়ে চিন্তাভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় কাজ করব সকলে। এই সুন্দর পরিবেশে তদন্তের কাজ ভালই হবে আশা করি।"

"তোর কি মনে হয় সেন্টুদার নাগাল পাব আমরা?"

"অবশ্যই। এবং এই জায়গাটাই হবে আমাদের তদন্ত করার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোনও দুষ্টচক্রের কাজ এটা নয়। প্যাসির অপহরণেব ব্যাপারটা স্রেফ পারিবারিক। কুসুমের অন্তর্ধানও সন্দেহজনক। এমনও হতে পারে ওরা হয়তো এই বেল্ট-এরই আশেপাশে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। তাই ধরা ওরা পড়বেই।"

বিলুর বুক আশায় ভরে উঠল এবার।

ট্রেন থামল শিমুলতলায়। গেট পার হতে কোনও অসুবিধে হল না ওদের।

॥ ৫ ॥

স্টেশনের বাইরে এসে ওরা প্রথমেই বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করল। বাবলু সরাসরি বাড়িতে ফোন না করে ফোন করল ভোম্বলের বাড়িতে।

বাবলুর কণ্ঠস্বর শুনেই উল্লসিত হয়ে ভোম্বল বলল, "তোরা দু'জনে ভালভাবে পৌঁছেছিস তো? এখন নিশ্চয়ই ঝাঁঝা থেকেই ফোন করছিস?"

"না। আমরা ফোন করছি শিমুলতলা থেকে। খুব ভাল জায়গা। বেড়ানোর চমৎকার পরিবেশ। সেইসঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের।"

"ওদিককার ব্যাপার স্যাপার কতদূর কী হল?"

"এত কথা ফোনে বলা যাবে না। তবে মনে হয় বিফল হব না আমরা। বাচ্চু-বিচ্ছুর খবর কী?"

"ওরা এসে গেছে।"

"তা হলে এক কাজ কর, আমাদের দু'জনের বাড়িতে খবর দিয়ে বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নিয়ে পারলে আজই শিমুলতলায় চলে আয় তোরা। খুব অসুবিধে হলে কাল।"

"আজ গেলে কোন গাড়িতে যাব বলে দে।"

"তুফানের টাইম পার হয়ে গেছে। রাতের দিল্লি অথবা জনতা এক্সপ্রেসে চলে আয়। বাবাকে বলবি স্টেশনে এসে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপিয়ে দিতে।"

কথা বলতে বলতেই বাচ্চু-বিচ্ছু এসে পড়ায় ভোম্বল বলল, "বেস্ট অব লাক। বাচ্চু-বিচ্ছু এসে গেছে, কথা বল।"

ভোম্বল বিচ্ছুর হাতে রিসিভার দিতেই বিচ্ছু বলল, "তোমার ফোন পেয়ে খুব খুশি হলাম। আমরা তা হলে আজই যে কোনও ট্রেনে শিমুলতলায় চলে যাচ্ছি। তোমরা ওখানে উঠেছ কোথায়?"

"এখনও ঘর ঠিক হয়নি। স্টেশন এলাকা থেকে ফোন করছি আমরা। ঝাঁঝা থেকে সবেমাত্র এখানে এসেছি।"

"তা হলে তোমরা মনোরম পরিবেশে ভাল দেখে একটা ঘর ঠিক করো। কিন্তু তোমরা কোথায় আছ না আছ আমরা কীভাবে জানতে পারব?"

"আমরা ঘর ঠিক করেই স্টেশনে লোক মোতায়েন করে দেব। কিছু না হোক, স্টেশনমাস্টারের কাছে আমাদের ঠিকানা দেওয়া হবে। অতএব কোনও অসুবিধেই হবে না তোদের। রাখি তা হলে—?"

"ও কে।"

ফোন রেখে বাবলু বলল, "ভালই হল। ওরা সময়মতো যখন হোক এসে পড়বে। এখন তা হলে ঘরের চেষ্টা করি চল।"

ওরা ঘরের ব্যাপারে দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই একজন বলল, "তোমরা বাঁদিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও। ওদিকে ভাল ভাল অনেক ঘর পাবে। রানিকুঠি, বিহারিকুঠি, ভাল ভাল ঘর। আরামে থাকবে।"

বাবলু আর বিলু তাই করল। হাঁটা পথে স্বল্পদূরেতে যেতেই চোখে পড়ল রানিকুঠি। সেখানে তখন মেরামতির কাজ চলছিল। তাই আরও একটু এগিয়ে বিহারিকুঠিতে গিয়ে উঠল।

বিহারিকুঠির পরিবেশ খুবই মনোরম জায়গা। ঘরগুলোও বেশ বড় বড় এবং ভাল। চারদিকে ঘন গাছপালা আর দূরে পাহাড়ের স্পষ্ট রেখা। ঝাঁঝার পাহাড়গুলো তো দারুণ দেখাচ্ছে এখান থেকে। মনে হচ্ছে কিছুটা পথ হেঁটে গেলেই বুঝি উঠে পড়া যাবে পাহাড়ে।

বিহারিকুঠির নির্জন পরিবেশে মনের মতো একটি ঘর ওরা ভাড়া করে নিল। বেশ বড় ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। তবে একটাই অসুবিধে, পর্যাপ্ত জলের সুবিধা নেই। জল আছে বাইরের বাগানে, ইঁদারায়। সেখানে কপিকল ও দড়ি বালতির ব্যবস্থা আছে।

বিহারিকুঠির দেখাশোনা করে যে লোকটি তার নাম গফুর। বেশ লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। মধ্যবয়সি, করিতকর্মা।

বাবলু বলল, "দ্যাখো ভাই, আমরা কিন্তু মোট পাঁচজন। এখন দু'জন এসেছি। বিকেলের দিকে আরও তিনজন আসবে। তখন কিন্তু মাথাগুনে ভাড়া নেবার জন্য দরকষাকষি কোরো না।"

গফুর হেসে বলল, "না খোকাবাবু, তা কেন করব? এখানে এইরকমই হয়। কেউ একজন আগে এসে পছন্দমতো ঘরের ব্যবস্থা করে, পরে বন্ধুবান্ধব বাড়ির লোকেরা আসে। তোমরা যখনই বড় ঘর নিয়েছ তখনই বুঝেছি তোমাদের আরও লোক আসবে।"

গফুরের সঙ্গে কথা বলে ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এল ওরা।

কী দারুণ নির্জনতা এখানে। তবুও প্রকৃতির সুমনোহর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। গিরিডি বা দেওঘরের মতো জায়গাটা এখনও জমে ওঠেনি, তাই শিমুলতলা আজও মানুষকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে এই জায়গাটায় লোকজনের বসতি খুব কম। এমনকী একটি দোকানপত্তরও নেই। শুধু গলির মুখে চায়ের দোকান আছে একটি।

ওরা দোকানে চা খেতে ঢুকল।

দোকানেরই এক অংশে কচুরি আর জিলিপি ভাজা হচ্ছে। বাধ্য হয়েই এত বেলাতেও কচুরি জিলিপি আর চা খেল ওরা। এছাড়া খাবেই বা কী? কিছুই তো নেই। অথচ খিদেও পেয়েছে।

যাই হোক, চা খেয়ে ওরা পায়ে পায়ে আবার স্টেশনের দিকে এল। ওরই মধ্যে এখানটা তবু জমজমাট। দোকানপত্তর সবই আছে এখানে। বাজার হাট আছে। তবে কিনা খুবই দৈন্যদশা এসবের।

সবচেয়ে মুশকিল হল একটি মাত্র নিম্নমানের হোটেল ছাড়া আর কোনও হোটেল চোখে পড়ল না এখানে। আসলে যেখানে সিজন টাইম ছাড়া লোকজনের বেশি আনাগোনা নেই সেখানে হোটেল রেখেই বা লাভ কী? খাবেটা কে? দুর্গাপুজোর সময় থেকে শীতের কয়েকটা মাস সবকিছুই পাওয়া যায় এখানে। তাও সপরিবারে যে সব যাত্রীবা এখানে আসেন স্বাস্থ্যোদ্ধারে তাঁরা নিজেরাই রেঁধে খান। এখন শুধুই শূন্যতা।

বাবলুরা তাই হোটেলে খাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে আবাব বিহারিকুঠিতে ফিরে এল।

গফুর বলল, "খোকাবাবুরা কোথায় কখন চলে গেলে কিছু টের পেলুম না। তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হল?"

বাবলু বলল, "সেই ধান্দাতেই তো বেরিয়েছিলাম গফুরভাই। কিন্তু খাবার মতো হোটেল তো সেরকম দেখতে পেলাম না।"

"পাবেও না। এসো আমি ব্যবস্থা কবে দিচ্ছি। একটা দোকানে বলে দিচ্ছি ওরা রান্না করে খাইয়ে দেবে।" বলে একটু আগে বাবলুরা যে দোকানে চা খেয়েছিল সেই দোকানেই নিয়ে গেল ওদের।

দোকানদার বলল, "ওবা তো খানিক আগেই এসেছিল। তখন বলে গেলে এতক্ষণে খাবার রেডি হয়ে থাকত।"

বাবলু বলল, "আমরা তো জানি না এখানে চায়ের দোকানেও এইসবের ব্যবস্থা হয়।"

দোকানদার বলল, "ক'জন তোমরা? দু'জন তো? হয়ে যাবে। তবে একটু দেরি হবে।"

"তবু কত দেরি?"

"এই এক দেড় ঘণ্টা।"

"ঠিক আছে। আমরা তা হলে ওইরকম সময়েই আসব।"

এমন সময় কোথা থেকে যেন ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের সুদর্শন এক যুবক পান চিবোতে চিবোতে এসে দোকানের সামনে এক ধ্যাবড়া পানের পিক ফেলে নারকেল দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, "এ নয়া চিড়িয়া কাঁহাসে আয়ারে বাবুলাল?"

"কলকাত্তাসে। ঘুমনে আয়া।"

"হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। ঘুমনে আয়া? মানে ঘুরতে এসেছে।"

"জি হাঁ।"

"ঘুরতে এসেছে না ধান্দায় এসেছে? কিঁউ রে লেড়কা, ঠিক বলিনি? চাল্লুশ পুরিয়া কাঁহাকা।"

বাবলু বিলু দু'জনেই ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল তার দিকে।

সে তখন ফিক করে হেসে বাবলুর দিকে এক চোখ টিপে মস্তানি কায়দায় পাশের একটি পান দোকানের গুমটির কাছ থেকে মোটর বাইকটা নিয়ে সাইক্লোনের মতো উধাও হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "লোকটা কে?"

"জয়নাল। বহুৎ বদ মতলবি লেড়কা।"

"কোথায় থাকে ও?"

"এদের কি থাকার কোনও ঠিক ঠিকানা আছে? আজ হিঁয়া, কাল হুয়া। চোরোঁ কা বাদশা।"

"ধরে একদিন বেশটি করে পিটিয়ে দিতে পারো না?"

"হায় রাম। অ্যায়সা মাৎ বোলো ভাই।"

বাবলুরা আর বাইরে না থেকে কুঠিতে ফিরে এল। তারপর ইঁদারার জলে স্নান করে দেহটা ঝরঝরে করে গফুরকে বলল, "ভাই, খাবার জল কোথায় পাব?"

গফুর বলল, "এই তো জল। এই ইঁদারার জলই খাও তোমরা। হজমি পানি। কলকাতার বাবুরা এসে এই ইঁদারার জল ঢক ঢক করে খায়। তাগদ বাড়ে। খিদে হয়।"

বাবলু বলল, "তা হয়, তারপরে কতলোক আমাশায় ভোগে সে খবর রাখো?"

গফুর হাঁ হাঁ করে উঠল, "নেহি নেহি। এ বহুৎ বড়িয়া পানি। ভাল জল আছে। খাও তোমরা। কিছু হবে না।"

বাবলু বলল, "শোনো ভাই, এই অঞ্চলের জল যে সত্যিই ভাল সে আমরা সবাই জানি। তাই তো দলে দলে বাঙালিরা এখানে আসেন স্বাস্থ্য ফেরাতে। এককালে মধুপুর, জসিডি, দেওঘর, শিমুলতলার জল খেয়ে লোকে কঠিন ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু সে জমানা চলে গেছে এখন। এখন এত যাত্রী, এত নোংরা, এত রোগ যে এখানকার ধুলোমাটি পর্যন্ত বিষিয়ে গেছে। সেইসব ধুলো ময়লা দমকা বাতাসে উড়ে এসে পড়ছে এর ভেতরে। ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়ে লোকে সাবান মেখে স্নান করে, নোংরা জায়গার ওপর বালতি বসিয়ে সেই বালতিতে ময়লা কাপড় কেচে আবার জলে ডোবায়। তা ছাড়া ওই দ্যাখো, একটা ভাঙা পাখা, একটা প্লাস্টিকের পুতুল আর একটা পোড়া কাঠ জলে ভাসছে। তবুও বলবে এই জল ভাল জল?"

"হাঁ খোকাবাবু। তব ভি বোলবে। এই জল খেলে আমাদের বেমার হয় না। তুমি লোগ্ বিশোয়াস করবে না তো হামি কী করবে?"

বাবলুরা আর কথা বাড়াল না।

গফুর চলে গেলে ওরা ঘরে এসে ওদের সঙ্গে আনা ওয়াটার বটলটা নিয়ে রাস্তার মোড়ে যে টিউবঅয়েলটা আছে সেখানেই চলল জল আনতে। ইঁদারার জল যতই হজমি হোক, ওদের পক্ষে ওই জল খাওয়া সম্ভব নয়।

জল নিয়ে ফেরবার সময় দোকানে বসে দুপুরের খাওয়াটাও সেরে নিল ওরা। ঘরোয়া রান্না। ভাত ডাল একটা সবজি। খেয়ে তৃপ্তি হল খুব।

দুপুরবেলা পূর্ণ বিশ্রাম। অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করল ওরা। তারপর নানারকম যুক্তি করতে লাগল। প্যাসিকে অপহরণ, কুসুমের অন্তর্ধান, সবই এক সূত্রে গাঁথা মালা। এরই মাঝে ওই জয়নাল নামে যুবকের কথাগুলো গায়ে যেন হুল ফুটিয়ে দিল।

বিলু বলল, "জয়নালের ওই কথাটা কিন্তু আমার ভাল ঠেকল না।"

বাবলু বলল, "কোন কথাটা?"

"ওই যে বলল, ঘুরতে এসেছে না ধান্দায় এসেছে।"

"ও হয়তো এমনি বলেছে কথার কথা।"

"উঁহু। অযাচিতভাবে গায়ে পড়ে কেউ একথা বলে? নিশ্চয়ই আমাদের ওপর নজরদারি করছে কেউ।"

"করলে তো ভালই। আমরা এসেছি শিকার করতে। তা শিকার যদি আপনা থেকেই আমাদের মুখের গ্রাসে এসে যায় এতে তো আমাদেরই লাভ।"

এমনসময় দরজায় টকটক শব্দ।

"কে?"

"আমি গফুর।"

বাবলু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

কালো রঙের প্যান্ট আর খাঁকি জামা পরে মধ্যবয়সি গফুর ভেতরে ঢুকল। বলল, "তোমাদের কোনও তকলিফ হচ্ছে না তো?"

বাবলু বলল, "না না। বেশ ভালই আছি।"

"ক'দিন থাকবে তোমরা?"

"তার কোনও ঠিক নেই। যে ক'দিন ভাল লাগবে সেই ক'দিনই থাকব।"

গফুর অকারণেই একবার চারপাশ দেখে নিয়ে একটু চাপা গলায় বলল, "খোকাবাবু, তোমরা এক কাজ করো, আজকের দিনটা থাক এখানে। তারপর তোমাদের আর সবাই এসে গেলে কাল তোমরা জসিডি কিংবা দেওঘরে চলে যাও। মধুপুরেও যেতে পারো। ভাল জায়গা।"

বাবলু বিলুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "কেন গো, শিমুলতলাই বা খারাপ কীসে?"

গফুর বলল, "শিমুলতলা ভাল জায়গা। লেকিন খোকাবাবু তোমাদের জন্য এই জায়গা ভাল নয়।"

এবারে বিলু বলল, "কেন? কী দোষ করলাম আমরা?"

"তোমাদের পেছনে দুশমন লেগে গেছে। তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই এই দেখেই কিছু বদমাশ নজর রাখছে তোমাদের দিকে। ওইরকম একটু আন্দাজ করেই আমি তোমাদের সাবধান করে দিতে এলাম। তোমরা ভাল মন নিয়ে এদিক ওদিক করবে আর ওই বদমাশরা তোমাদের সবকিছু কেড়ে কুড়ে নেবে। হয়তো গলা কেটে ফেলে দেবে রাস্তার ধারে।"

"সে কী।"

"হ্যাঁ খোকাবাবু। একটু আগে জয়নাল এসেছিল। ও খোঁজ নিচ্ছিল তোমাদের ব্যাপারে। তোমরা ক'জন আছ, ক'দিন থাকবে, এইসব। আমার ভাল লাগল না ব্যাপারটা। যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তো আমার কুঠির বদনাম হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "তুমি সতর্ক করে দিয়ে ভালই কবলে গফুবভাই। আজ রাতটা তো থাকি, তারপর কাল সকালে দ্যাখা যাবে।"

গফুর চলে গেল।

বাবলু বলল, "একেই বলে কপাল। এক ক্রিমিন্যালের খোঁজে এসে আর এক ক্রিমিন্যালের পাল্লায় পড়ে গেলাম।"

বিলু বলল, "জর্জ-সেন্টুদা এখন মাথায় থাক। আগে জয়নালের মোকাবিলা করি আয়।"

বাবলু বলল, "জানিস বিলু, পাপের ভারা যখন পূর্ণ হয় তখন এইরকমই হয়। না হলে শিমুলতলায় আমাদের আসবারই কথা নয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমাদের আসতেই হল।"

"তার মানেই কাল ঘনিয়ে এসেছে ওব।"

"তখন থেকেই মাথাটা জ্বলে ছিল আমার।"

"তুই তো ওব কথাকে আমলই দিচ্ছিলি না।"

"না দিলেও মনের মধ্যে কিন্তু তোলপাড় করছিল। যাই হোক, ও যত বিষাক্ত সাপই হোক না কেন, ওর বিষদাঁত না উপড়ে আমরা যাচ্ছি না। শুধু পঞ্চুকে একবার আসতে দে।"

"পঞ্চু না আসা পর্যন্ত ওর সমস্ত উপদ্রব আমরা হজম করব। আমরা যে কত মারাত্মক তা ওকে কিছুতেই বুঝতে দেব না।"

বাবলু আর বিলু এবার আলোচনার মাধ্যমে জয়নালকে প্যাঁচে ফেলার পরিকল্পনা করতে লাগল।

বিকেল চারটে পর্যন্ত ওরা শুয়ে বসে থেকে স্টেশনের দিকে গেল ট্রেনের খবরাখবর নিতে। একটু আগেই লাইন ক্লিয়ার হয়েছে। ট্রেন চলাচলও শুরু হয়েছে তাই।

বাবলু আবার বাড়িতে ফোন করল।

বাবা ছিলেন। বললেন, "ওরা রওনা হয়ে গেছে। তুফান অনেক দেরিতে ছেড়েছে আজ। ওরা তুফানেই ঝাঁঝা বগিতে চেপে রওনা হয়েছে। পৌঁছতে একটু রাত হয়ে যাবে এই যা।"

ফোন রেখে বাবলু স্টেশনমাস্টারের ঘবে গিয়ে ওদের ব্যাপারে জানাল। তারপর একজন কর্মচারীকে বলল, যদি মাঝরাতে ছেলেমেয়েগুলো এসে পড়ে তা হলে সে যেন একটু কষ্ট করে ওদের বিহারিকুঠিতে পৌঁছে দেয়। অবশ্য এই কাজের জন্য সে বখশিসও পাবে।

কর্মচারী বলল, "বখশিস পাই না পাই ওরা ঠিকই পৌঁছে যাবে। কেন না আজ আমার নাইট ডিউটি।"

বাবলুরা নিশ্চিন্ত হয়ে আবাব ফিরে এল নিজেদের ড্যারার কাছে।

সেই দোকানটিতে বসে চা খেল। তারপর রাতের ডাল রুটির অর্ডার দিয়ে একটু দূরের আরও গভীর নির্জনে এসে সুবৃহৎ একটি শিলাখণ্ডের ওপর বসল। এখানকার বিখ্যাত লাট্টু পাহাড় দূরেই দেখা যাচ্ছে। ওরা সেইদিকে তাকিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

সন্ধে পর্যন্ত বসে থেকে একসময় ঘরে ফিরল ওরা।

বিলু বলল, "দ্যাখ বাবলু, যত যাই করি না কেন আমরা, আসলে দলছুট হয়ে ঘুরি না তো, তাই কেমন যেন বোর লাগছে।"

বাবলু বলল, "আমারও। কিন্তু ওরা যে কখন আসবে তা কে জানে?"

"খাবারের অর্ডারটা একটু বেশি করেই দিয়েছিস তো?"

"অবশ্যই।"

রাত ন'টা নাগাদ খাবার এসে গেল।

ওরা এল রাত বারোটায়। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু। সেই রেলকর্মচারী এসে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল ওদের। কিন্তু কিছুতেই তাকে বখশিস নেওয়ানো গেল না। বলল, "তোমরা আমাদের অতিথি। ছেলেমেয়ের বয়সি। তোমাদের সঙ্গে কখনও বখশিস নিতে পারি। ও তোমরা রেখে দাও। ভাল থাকো সব।"

যাই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফুল ফর্মে এসে যাওয়ায় সে কী আনন্দ ওদের।

বাবলু তো পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলল। তারপর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়ল যে যার। সারাদিনের ক্লান্তির শেষে ঘুমের দেশে পাড়ি দিল সবাই।

॥ ৬ ॥

ঘুম ভাঙল পাখির গানে ভোরবেলায়। শিমুলতলার ভোর যে কী মধুর তা কল্পনা করা যাবে না। ওদের তো এমনিতেই ভোরে উঠে মর্নিংওয়াক করা অভ্যাস আছে। তাই ভোরের বারতা পেতেই শয্যাত্যাগ করল সবাই।

ভোম্বল বাগানে গিয়ে দড়ি বালতি নামিয়ে ইঁদারা থেকে জল তুলতেই সবাই দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নিল। তারপর পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে চলল প্রাতর্ভ্রমণে।

নতুন পরিবেশে এসে সে কী খুশি পঞ্চু। আনন্দের আতিশয্যে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল সে।

এখান থেকে ত্রিমুখী রাস্তা তিনদিকে বেঁকে গেছে। একটি পথ গেছে লীলাবরণ ঝরনার দিকে। একটি হলদি ঝোরায়। আর একটি লাট্টু পাহাড়ের দিকে। লাট্টু পাহাড় তো লাট্টু পাহাড়। ঠিক লাট্টুর মতোই গড়ন। দূর থেকে অন্তত সেইরকমই দেখায়।

ওরা একটু চা খাবার প্রত্যাশায় ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বাইরে এলে বিশেষ করে এইরকম সময় একটু চা পেলে বেশ ভাল লাগে।

খানিক এগোতেই তিন চারটি চায়ের দোকান চোখে পড়ল। সব কটিতেই তখন সবে উনুন ধরানো হয়েছে।

এদিকে দলে দলে দেহাতি আদিবাসীরা কুড়ুল কাঁধে নিয়ে হইহই করতে করতে চলেছে তাদের অরণ্যের অধিকার নিতে। অর্থাৎ বন কেটে ফাঁকা করে দু' পয়সা রোজগার করতে।

বিলু বলল, "এই আরণ্যকরা যদি অরণ্যকে রক্ষা না করে তো কে করবে বল?"

ভোম্বল বলল, "এরা গাছ কাটতে যতটা আগ্রহী গাছ লাগাতে ততটা নয়। পয়সাই এখন এদের কাছে সব।"

বাবলু বলল, "এইভাবেই প্রকৃতির সৌন্দর্য একদিন শেষ হয়ে যাবে। এই শিমুলতলাও শিগ্রই শ্রীহীন হবে এদের কুঠারাঘাতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চা ও জলখাবারের আশায় স্টেশনের দিকেই এগোল। ভোরের ট্রেনের যাত্রী পাবার আশায় স্টেশন এলাকা তখন জমজমাট। সব দোকান খুলে গেছে। শিঙাড়া, জিলিপি ভাজা হচ্ছে। চা হচ্ছে। ওরা সেইখানে এসে পছন্দসই একটি দোকান বেছে নিয়ে যে যার রুচি অনুযায়ী খাবার খেল। তারপর একটু রোদ উঠলে ওরা বেড়াতে চলল লাট্টু পাহাড়ের দিকে। অভিযান পরে হবে। তদন্ত নিয়ে মাথা ঘামাবে পরে। আগে তো বেড়ানো হোক। জায়গাটার সঙ্গে পরিচয় হোক আগে।

কী নির্জন চারদিক। শুধু গাছগাছালির শোভা। তারই ফাঁকে ফাঁকে একটি দুটি বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। সাবেককালের। আসলে এই দেশ একসময় বাংলাতেই ছিল। তখনকার আমলের বিখ্যাত বাঙালিবাবুদের বাড়ি। সেগুলোর এখন পোড়ো বাড়ির চেহারা। সব বাড়িরই জানলা দরজা বন্ধ। খাবুরা সারাবছর বাইরে থাকেন। পুজোর সময় বছরে একবার আসেন। খুব শখ হলে শীতকালে অথবা ছুটিছাটায়। উপযুক্ত দাম না পাওয়ার কারণে বিক্রিও হয় না এইসব বাড়ি। এগুলো দেখাশোনার জন্য একজন করে স্থানীয় লোক নিযুক্ত থাকে। তারা মাসে মাসে টাকাও পায় আবার বাড়িও ভোগ করে। কাজেই এখানে প্রকৃতি, প্রাসাদ এবং নির্জনতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বাচ্চু বলল, "আসলে এই সমস্ত এলাকা হল কবি সাহিত্যিকদের মনের খোরাক পাওয়ার মতো জায়গা।"

বিচ্ছু বলল, "আমি যদি কিছুদিন এখানে থাকি তো আমিই কবি হয়ে যাব।"

ভোম্বল বলল, "সত্যি, আমাদের ওখানে অত মানুষ অথচ এখানে দ্যাখো এইসমস্ত ঘরবাড়ি ভোগ করবারও কেউ নেই।"

এমন সময় কে বা কারা যেন পেছন থেকে বলে উঠল, "কেন, আমরা তো আছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঘুরে তাকিয়ে দেখল পাক্কা শয়তানের মতো চেহারার গলায় রেশমি রুমাল বাঁধা তিনজন যুবক ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন বলল, "তা বাবা ছিলে তো দু'জন, রাতারাতি পাঁচজন কী করে হলে বাবা? তা যাক, ভালই হয়েছে। এখন সঙ্গে মালকড়ি কী আছে বেব করো দেখি?"

বাবলু বলল, "আমরা এত বোকা নাকি যে এই সাত সক্কালবেলা অচেনা জায়গায় মালকড়ি সঙ্গে নিয়ে পথে বেরোব? এখন আমরা মানিলেশ।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজন টেনে একটা থাপ্পড় মারল বাবলুকে। বাবলু টাল সামলাতে না পেরে একটা পাথরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

চোখের নিমেষে হয়ে গেল ঘটনাটা।

তারপরই তুলকালাম।

বাবলুর গায়ে হাত পড়লে পঞ্চু যে কী ভীষণ মূর্তি ধারণ করে তা আশাকরি নতুন করে বলে দিতে হবে না কাউকে। পঞ্চু ভালুকেব মতো ঝাঁপিয়ে পড়েই ওব তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বারোটা বাজিয়ে দিল আক্রমণকারীর চোখদুটোর। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল সে, "আরে বাবারে! মর গয়ীরে! মেরা দোনা আঁখো বরবাদ হো গয়া। আবে এ রাজকুমাব ভাই ।"

আর রাজকুমার।

বাকি দু'জনে পঞ্চুর মূর্তি দেখে সঙ্গীকে ফেলে রেখেই ছুটেছে। প্রাণের দায়ে ছোটা যাকে বলে।

ছুট ছুট ছুট।

ছুটে গিয়ে সামনেবই একটি বড় বাড়ির আড়ালে আত্মগোপন কবল ওরা।

বাবলু ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পঞ্চুকে সামলে দুষ্কৃতীকে বলল, "আর কখনও না বুঝে শুনে যার তার গায়ে হাত দেবে?"

"নেহি। মেরা আঁখ বববাদ হো গয়া। কুছ নেহি দিখাই যাতা।"

বাবলু বলল, "পবিণাম ফল তো ভোগ করতেই হবে। বহুলোকের সর্বনাশ করে এখন তুমি ফেঁসেছ। মস্তানি কি সব জায়গায চলে? এখন বলো তোমাদের ডেরা কোথায? লিডার কে?"

বিষধর সাপের স্বভাবই হল ফণা তোলা। তাই এত কাণ্ডর পরও ফোঁস করে উঠল সে, "জিনা চাহো তো ভাগো হিঁয়াসে।"

বিলু তখন রাগের মাথায় জোরে একটা ঘুষি মারল তার পেটে।

'ওঁক' করে বসে পডল দুষ্কৃতী।

বাবলু বলল, "তোমাদের জয়নালকে বলে দিয়ো আর দ্বিতীয়বার যেন আমাদের না ঘাঁটায়।"

যাকে বলা হল তার মুখে আর কথাটি নেই। শুধু অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল সে।

হঠাৎই পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' চিৎকারে চমকে উঠল সকলে। তাই সতর্ক হয়ে ঘুরে তাকাল।

ওরা দেখল সেই বড় বাডিটার ভেতর থেকে জয়নাল ও আরও দু'জন রিভলভার হাতে ওদের দিকে ছুটে আসছে।

আর এখানে থাকা নয়।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এবার পিছু হটবার পালা।

যদিও বাবলুর কাছে পিস্তল আছে তবুও তিন তিনটি রিভলভারের মুখোমুখি হতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কী?

ওরা তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে বড় বড় পাথর ও গাছপালার ফাঁক দিয়ে তিরবেগে দৌড়তে লাগল। এ এমনই এক জায়গা যে এখানে ওদের রক্ষা করবার মতো কেউ নেই।

অনেকটা পথ দৌড়ে দারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় এসে থেমে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল ওরা।

জায়গাটা লোকালয়ের কাছাকাছি। তাই বিপদের সম্ভাবনাটা একটু কম বলেই মনে হল ওদের।

ওই তো দেখা যাচ্ছে স্টেশন। বাজার। আর ভয় নেই। তবে কিনা দুষ্কৃতীরা যদি এখান পর্যন্ত তাড়া করে না আসে।

এইখানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরও যখন কেউ এল না তখন মনে মনে আশ্বস্ত হল ওরা। ধন্যবাদ জানাল ভগবানকে। কেন না আচমকা এই বিপদে খুব জোর বেঁচে গেছে ওরা এ যাত্রা। তবে এও ঠিক, যে

মৌচাকে ঢিল ওরা ছুড়েছে আজ, তাতে আর বেশিক্ষণ এই শিমুলতলায় থাকলে বিপদের শেষ থাকবে না ওদের।

বেশ কিছুক্ষণ নিরুপদ্রবে বসে থাকবার পর এক সময় বিলু বলল, "এখন আমাদের কর্তব্য।"

বাবলু বলল, "সর্বাগ্রে থানা পুলিশ করা।"

ভোম্বল বলল, "কী জন্য?"

বাচ্চু বলল, "বাঃ রে। ওই দুষ্কৃতীগুলোকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে না?"

ভোম্বল বলল, "ওদের আমরা ধরলাম কখন যে তুলে দেব?"

বিচ্ছু বলল, "ধরতে পারিনি একথা ঠিক। তাই বলে পুলিশে খবর না দেওয়ার মতো ভুলও আমরা করব না। পঞ্চুর আক্রমণে একজন লোক কিন্তু অন্ধ হয়ে ছটফট করছে ওখানে।"

বিলু বলল, "গণ্ডগোলটা তো পঞ্চুই বাধিয়ে বসে আছে। এখন ওই বৃত্তান্ত পুলিশকে জানালেই উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "কোনও ঝামেলাতেই জড়াব না। আমাদের কুকুরই যে ওই কীর্তি করেছে তাই বা বলতে যাব কেন পুলিশকে।"

"কী বলব তা হলে?"

বাবলু বলল, "যা বলবার আমি বলব।"

ভোম্বল বলল, "তবু শুনিই না কী বলবি তুই?"

"বলব, আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় জয়নালের লোকেদের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই। হঠাৎ কোথা থেকে পথের একটা পাগলা কুকুর ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের প্রাণ বাঁচায়। সেই কুকুরের আক্রমণে ওদেরই একজন—।"

"ব্যস। আর বলতে হবে না। আমি বরং বাচ্চু-বিচ্ছু আব পঞ্চুকে আড়াল করি। তোরা দু'জনে থানায় যা।"

ভোম্বলের যুক্তিটা মনঃপূত হল সকলের। তাই বাচ্চু-বিচ্ছু আব পঞ্চু ভোম্বলের সঙ্গেই বিদায় নিল সেখান থেকে।

বাবলু আর বিলু থানায় গিয়ে খবর দিতেই ওখানকার অফিসার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনাটা দেখা দিল জয়নালের নামে। বললেন, "কাঁহা হ্যায় ও বদমাশ। উয়ো মকান কিধাব?"

বাবলু বলল, "জায়গার নাম তো বলতে পারব না। তবে কিনা সঙ্গে গেলে বাড়িটা আমরা চিনিয়ে দিতে পারব।"

"চলিয়ে তো।"

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল সহ বাবলু বিলুকে নিয়ে চললেন দুষ্কৃতী দমনে।

বেশ কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে ওরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল তখন দেখল এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

সেই জখমি লোকটা রক্তাক্ত কলেবরে আকাশের দিকে চিত হয়ে শুয়ে আছে।

ওর বুকের বাঁদিকে একটা গুলির চিহ্ন।

বিলু বলল, "এমন তো হবার কথা নয়।"

বাবলু বলল, "এটাই তো স্বাভাবিক। যন্ত্রণাকাতর এই অন্ধ সঙ্গীটি বেকায়দায় পড়ে পুলিশের কাছে যদি ওদের সব কিছু ফাঁস করে দেয় তবে তো সমূহ বিপদ। তাই এই কাজ করে ওর নিজেরাও বেঁচেছে, ওকেও মুক্তি দিয়েছে।"

পুলিশ অফিসার এবার বাবলু বিলুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সেই বাড়িটার দিকে। যে বাড়ির আড়ালে আত্মগোপন করেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু আশ্চর্য। কেউ কোথাও নেই সেখানে।

কুকর্ম করে সবাই পলাতক।

দলে একজন ইনস্পেক্টরও ছিলেন। বললেন, "বাঙালিবাবুরা একটার পর একটা মকান বানিয়ে রেখে গেছেন এখানে। ইচ্ছে হলে আসেন, না হলে আসেন না। বছরের পর বছর বাড়িগুলো খালিই পড়ে থাকে। তা এইসব বাড়িতে চোর-ডাকাতের ঘাঁটি হবে না তো কোথায় হবে?"

বাবলু বিলু ওঁর কথার কোনও উত্তর দিল না। বাঙালিবাবুরা যে সব বাড়ি এখানে ফাঁকা রেখেছেন সেগুলো

হল সাবেক কালের পৈত্রিক বাড়ি। উপযুক্ত দাম না পাওয়াব জন্যই এইসব বাড়ি বিক্রি হচ্ছে না। হয়তো বা হবেও না কোনওদিন। তা যাকগে, ওরা সবাই বাড়ির আশপাশ ঘুরে ফিরে চারদিকে লক্ষ রেখে নজরদারি করতে লাগল বাড়িটার ওপর। তারপর একসময় বাড়ির পেছনদিকের একটি দরজা খোলা পেয়ে সেখান দিয়েই ভেতরে ঢুকল।

বাড়ি তো নয়, নির্বান্ধবপুরী। কেউ কোথাও নেই। খাঁ খাঁ করছে চারদিক।

এ বাড়ির ভেতরের সব ঘরেই তালা দেওয়া।

একটি ঘরে শুধু শিকল লাগানো।

সেই ঘরের ভেতরে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একজন লোক তখন তক্তাপোশের ওপর পড়েছিল।

পুলিশ গিয়ে তার বাঁধনমুক্ত করতেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল সে।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুই?"

"আজ্ঞে আমি এই বাড়ির দ্যাখাশোনা করি। আমাব নাম প্রভুজি। আজ দু'দিন হল জয়নালের লোকেরা আমাকে এইভাবে বেঁধে রেখেছে। বলেছে আরও কয়েকটা দিন ওরা এখানে থাকবে। তারপর ওরা চলে গেলেই আমি মুক্তি পাব।"

"ওরা কোথায় জানিস?"

"না বাবু। একটু আগেও তো ছিল ওরা।"

পুলিশ প্রভুজিকে বন্ধনমুক্ত করে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে পড়ল।

ইনস্পেক্টর পা দিয়ে জায়গাটায় বার দুয়েক ঠোকাঠুকি কবে বললেন, "এখানটা এমন ঢকঢক করছে কেন রে?"

প্রভুজি বলল, "এর নীচে একটা ঘর আছে বাবু। পুরনো জিনিসপত্তর সব রাখা আছে সেখানে।"

"আমরা একবার দেখব ঘরটা।"

পুলিশ অফিসার বললেন, "যানে কা রাস্তা কিধার?"

প্রভুজি সঙ্গে সঙ্গে একপাশে সরে গিযে লোহাব একটি আংটা ধবে টান দিতেই ফাঁক হয়ে গেল জায়গাটা।

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল ধাপে ধাপে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "এই সুড়ঙ্গ পথটা নীচের দিক থেকে বন্ধ করা যায়?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"বুঝেছি। শয়তানরা এরই ভেতরে লুকিয়েছে। এখান দিয়ে পালিয়ে যাবার আর কোনও পথ নেই?"

"না। আসলে ডাকাতের ভয়ে সেকালের বাবুরা প্রায় সব বাড়িতেই এইবকম এক একটি সুড়ঙ্গ ঘর করিয়ে রেখেছিলেন।"

পুলিশ অফিসার ইনস্পেক্টর ও অন্যান্যদের নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন, "অন্দরমে কোঈ হ্যায় তো জলদি বাহার নিকাল। হাম সব পুলিশ কা আদমি।"

কিন্তু কারও কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

পুলিশ অফিসার বার বার হুঙ্কার দিতেও যখন কেউ-ই বেবিয়ে এল না তখন সবাইকে নির্দেশ দিলেন ভেতরে নামতে।

অফিসার নিজে বইলেন সবার আগে। তাঁর পিছনে ইনস্পেক্টর। তাবপর কনস্টেবলদের সঙ্গে সবার পেছনে বাবলু ও বিলু।

সবাই নেমে যাওয়ার পরই বিপর্যয়টা বেধে গেল। হঠাৎই ওপবের ডালাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

অন্ধ বিবরে বন্দি হল পুলিশ সহ বাবলু বিলু।

ওপরের ডালাটা বন্ধ করে হো হো করে হাসতে লাগল প্রভুজি। সেটাকে সে এমনভাবে লক করে দিল যে অনেক চেষ্টাতেও আর খোলা গেল না তাকে।

সবাই যখন বন্দি, ঠিক তখনই পাশের একটি বট গাছের ঘন ডালপাতার আড়াল থেকে এক সুদর্শন যুবক লাফিয়ে নামল সেখানে।

তাকে দেখেই প্রভুজি বলল, "কেল্লা ফতে। সবকো কযেদ কর দিয়া।"

"ঠিক আছে। তবে কিনা—।"

"ডরো মাৎ জয়নালভাই।"

"না না ভয় আমি পাচ্ছি না। শুধু আজ রাতে টাকার বাণ্ডিলটা হাতে এলেই তো এখানকার কাজ শেষ হবে আমাদের। আমি শুধু ভাবছি অন্য কথা।"

"ক্যা শোচ রহে তুম? কী ভাবছ বলো?"

"আড়াল থেকে এই কাণ্ডকারখানাটা দেখে ফেলেনি তো কেউ? তা হলেই সব ভেস্তে যাবে।"

"না দেখলেও তো ভেস্তে যাবে। এই পুলিশ বাহিনী ফিরে না গেলে কি টনক নড়বে না ওদের? তা ছাড়া তুমি যেমন যেমন বলেছ আমি তেমন তেমনই করেছি। তবে কিনা ওদের এইভাবে গুম করবার মতলব যে তুমি কেন করলে আমি তা বুঝতে পারছি না। ধরো ওরা যদি ওই সুড়ঙ্গঘরের সন্ধান না পেত তা হলে কী করতে? তখন তো বহুত আপশোশ কি বাত হয়ে যেত।"

"তা অবশ্য যেত। তা ছাড়া সবাই একসঙ্গে নামল তাই। না হলে কিছুই করা যেত না। যাই হোক, ঝুঁকিটা একটু বেশিরকম নেওয়া হয়ে গেছে। এখন মুশকিল হল পুলিশের গাড়িটাকে নিয়ে। ওটাকে কোথায় সরানো যায়? ওর ড্রাইভারকে অবশ্য বস্তাবন্দি করে এখনই নিয়ে আসছে যিশু আর রাজকুমার।"

বলতে বলতে বস্তাবন্দি ড্রাইভারকে যিশু আর রাজকুমার নিয়ে এল সেখানে।

জয়নাল বলল, "তোরা ওকে দোতলায় নিয়ে যা।"

যিশু বলল, "জয়নালভাই, আমার তো মনে হয় এদের আর বাঁচিয়ে রেখে কোনও লাভ নেই।"

জয়নাল বলল, "উঁহু। কোনওভাবেই এখন খুন খারাপির দিকে যাওয়াটা উচিত নয়। বিশেষ করে আজই যখন আমরা সরে পড়ব এখান থেকে তখন কী দরকার ওই সবে? আপাতত পুলিশের নজরটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ওরা এখন আমাদের ধরবার চেষ্টা না করে পুলিশ উদ্ধারের দিকেই নজর দেবে বেশি। উদ্ধার করবেও। ততক্ষণে আমরা পালিয়ে যাব অনেকদূরে। এখন কেটে পড়ি চল এখান থেকে। সুখেনটা নিজের দোষে মরল। ওকে বলেছিলাম ছেলেমেয়েগুলোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এইখানে নিয়ে এসে একটা ঘরে আটকে রাখতে। তার জায়গায়...।"

যিশু আর রাজকুমার বস্তাবন্দি ড্রাইভারকে দোতলায় রেখে নীচে এসে বলল, "আর এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।"

জয়নাল বলল, "এখনই যেতে হবে আমাদের।"

রাজকুমার বলল, "প্রভুজির কাজও তো শেষ। ও ও এবারে গা ঢাকা দিক। পরে আমরা জানালে ও আমাদের সঙ্গে মুঙ্গেরে দ্যাখা করবে।"

জয়নাল বলল, "সেই ভাল।"

জয়নাল, যিশু আর রাজকুমার বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। তারপর চারদিক বেশ ভালভাবে একবার দেখে নিয়ে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে হাঁটা শুরু করল।

প্রভুজি চলে গেল একদিকে। ওরা অন্য পথ ধরল। যে পথটা সোজা লাইন বরাবর চলে গেছে সেইদিকে।

ওরা যখন একেবারেই মিলিয়ে গেল ঠিক তখনই একটি ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ভোম্বল বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চু আত্মপ্রকাশ করল। ওরা ভেবেও পেল না একদল পুলিশ নিয়ে বাবলু, বিলু ওই বাড়ির মধ্যে ঢোকার পরও ওদের আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কেন?

বাচ্চু বলল, "ব্যাপারটা কী হল বলো তো?"

ভোম্বল বলল, "আমারও তো মাথায় কিছু ঢুকছে না। ওটা কি সত্য সত্যই কোনও পোড়ো বাড়ি, নাকি আলিবাবার সেই জাদু গুহা?"

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও আশ্চর্য রহস্য লুকিয়ে আছে ওই বাড়ির ভেতরে। না হলে এ কী করে সম্ভব! পুলিশ যে বাড়িতে প্রবেশ করে সেই বাড়িতে জয়নালের মতো দুষ্কৃতীরা ঢোকে কী করে? তা ছাড়া বাড়ির ভেতর থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এল সে কে?"

বাচ্চু বলল, "কী দারুণ অভ্যস্ত এরা। ড্রাইভারকে কীভাবে কবজা করল দেখলি?"

ভোম্বল বলল, "ওরা যে কোনও কায়দাতেই হোক সবাইকে গুম করেছে। অতএব ওদের মুক্তি দেওয়ার জন্য এখনই আমাদের ওই বাড়ির মধ্যে ঢোকা উচিত।"

সবার আগে পঞ্চুই চলল।

ওর পিছু পিছু ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু।

বাইরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। তাই সেটাকে ভাঙবার জন্য তৎপর হতে হল ভোম্বলকেই। এদিক সেদিক খুঁজে পেতে ভারী একটা পাথর জোগাড় করে বাচ্চুর হাতে দিল। তারপর নিজে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে হেঁট হতেই বাচ্চু ওর পিঠে পা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে পাথর ঠুকে ভেঙে ফেলল তালাটাকে।

এরপর দরজা খোলা পেয়ে এক এক করে ভেতরে ঢুকল তিনজনে।

পঞ্চু তো চারদিকময় দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল।

সবার মনেই উৎকণ্ঠা, গেল কোথায় ওরা?

একসময় পঞ্চুর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে দোতলায় উঠল ওরা। দেখল বারান্দার একপাশে বস্তাবন্দি করে কাউকে যেন রাখা আছে। নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ির ড্রাইভার। ওরা খুব তৎপরতার সঙ্গে ড্রাইভারকে বন্ধনমুক্ত করল।

মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে তারপরই বস্তাবন্দি করা হয়েছিল ড্রাইভারকে। তাই এখনও আচ্ছন্ন ভাব। এখানে কোথাও এখন একটু জলের ব্যবস্থা নেই যে তা নিয়ে এসে ওঁর চোখে মুখে দেওয়া হয়। এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি বড় ইঁদারা আছে কিন্তু তা বহুদিনের অব্যবহারে আবর্জনাযুক্ত ও পরিত্যক্ত।

যাই হোক, ড্রাইভারকে খোলা জায়গায় রেখে ঘরের পর ঘরে তল্লাশি চালাল ওরা।

আর একটি ঘর থেকে মুক্ত করা হল এই বাড়ির আসল কেয়ারটেকার রামজিকে।

রামজি মুক্ত হয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল থর থর করে। তারপর ভোম্বল বাচ্চু আর বিচ্ছুকে বলল, কীভাবে জয়নালের লোকরা ওকে এই ঘরে বন্দি করে রেখেছে।

রামজি নীচের ঘরে একা থাকে। এই বাড়ির মালিক ব্রজগোপালবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর ছেলেরা আর এমুখো হননি। তবে প্রতি মাসে তিনশো করে টাকা মানিঅর্ডারে ঠিকই পাঠিয়ে দেন।

যাই হোক, মুক্তি পেয়ে রামজি জলের ব্যবস্থা করে ড্রাইভারের চোখে মুখে দিতেই ঘোর কাটল ওঁর।

ড্রাইভার সুস্থ হয়েই বলল, "তুম সব হিঁয়াই রহো। ম্যায় আভি আ রহা হুঁ, জায়দা পোলিশ লেকে।" বলেই দ্রুত জিপ নিয়ে চলে গেল থানার দিকে।

পঞ্চু ততক্ষণে সেই কাঠের ডালাটার কাছে গিয়ে নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে ডাকও ছাড়ছে 'ভৌ ভৌ' করে।

ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু রামজিকে নিয়ে সেখানে যেতেই রামজি বলল, "হিঁয়া পর এক নীচেবালা কামরা হ্যায়। মালুম হোতা কি ইসিকো অন্দর মে ঘুসা দিয়া উন লোগোঁকো।"

ওরা তখন রামজির সাহায্য নিয়ে ডালাটা ছিটকিনি মুক্ত কবেই টেনে তুলল।

আর তখনই বিবরমুক্ত হয়ে এক এক করে বেরিয়ে এল সবাই।

হতভম্ব পুলিশের লোকেরা কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। এমন ঘুঘুর ফাঁদে বোধহয় ওরা কেউ কখনও পড়েনি।

বাবলু, বিলুও কপাল চাপড়ে বলল, "আমরাও কী ভুলটাই না করলাম। একসঙ্গে সবারই নীচে নামাটা খুবই ভুল হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "ভাগ্যে আমরা দূর থেকে নজর বেখেছিলাম।"

বাবলু বলল, "কীভাবে রাখলি?"

"একেই বলে কপাল। তুই আমাদের বিহারিকুঠিতে চলে যেতে বললি। আমরা যেতে যেতে ভাবলাম কী করব এখনই ঘরে গিয়ে বরং তোদেরই পিছু নিয়ে দেখি তোরা পুলিশের সঙ্গে গিয়ে কীভাবে কী করিস। ভাগ্যে এসেছিলাম।" বলে বাবলুরা ওই বাড়ির ভেতরে ঢোকার পব যা যা ঘটেছিল সবই বলল এক এক করে।

পুলিশ অফিসার ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে ধন্যবাদ জানালেন।

একটু পরে গাড়ির ড্রাইভার আরও পুলিশ নিয়ে এলে সবাই মিলে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালালেন। কিন্তু না। কোথাও দুষ্কৃতীচক্রের দুষ্কর্মের কোনও চিহ্নই পেলেন না কেউ। অর্থাৎ বোঝাই গেল দুষ্কৃতীদের সাময়িক ঘাঁটি এটা। স্থায়ী আড্ডা এখানে নয়।

পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে গুলিবিদ্ধ সেই মৃতের সন্ধানে চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ফিরে এল বিহারিকুঠিতে। বেলা তখন অনেক হয়েছে।

কুঠিতে ফিরে এসে প্রথমেই স্নানপর্বটা মিটিয়ে নিল ওরা। আর সেই চা-দোকানেও বলে এল সকলের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করতে। এমনকী রাতের খাওয়ার ব্যাপারটাও পাকা করে এল।

একটু পরেই গফুর এল। এসে বলল, "কী খোকাবাবুরা, আমি না বলেছিলাম তোমরা এখানে থেক না। শুনলে না তো আমার কথা? এখনও বলছি ভাল চাও তো পালাও।"

বাবলু বলল, "গফুরভাই, চলে আমরা যেতামই। কিন্তু আর তো যাওয়া হবে না।"

গফুর বিস্মিত হয়ে বলল, "কেন?"

"জয়নালকে আমাদের চাই। যে কাজ করেছে ও, তাতে ওকে রীতিমতো শাস্তি না দিয়ে আমরা কিছুতেই যাচ্ছি না।"

এমন সময় থানা থেকে দু'জন কনস্টেবল এসে হাজির হল সেখানে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার?"

একজন বলল, "তুম সব কৌন কামরে মে হো?"

বাবলু বলল, "এই তো, রুম নাম্বার ওয়ান।"

"ঠিক হ্যায়। হাম দোনোকা ডিউটি হ্যায় হিঁয়া পব।"

আব একজন বলল, "ও সি সাহেব পাঠিয়েছেন আমাদের। এখন থেকে এইখানেই আমাদের ডিউটি।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। এই যে দেখছ শ্রীমানকে—।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "এর নাম পঞ্চু। এ যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছে ততক্ষণ আমরা একেবারেই নিরাপদ। তোমাদের ওই জয়নালেব থেকেও অনেক বেশি মারাত্মক এই কুকুরটা।"

"কিন্তু ও সি যে আমাদের পাঠালেন তোমাদের গার্ড দেবার জন্য।"

"ওঁকে বোলো প্রয়োজনে আমরাই খবর দেব। কাছেই তো থানা।"

কনস্টেবলরা খৈনি টিপতে টিপতে চলে গেল।

গফুর বলল, "এই কাজটাও তোমরা ঠিক করলে না খোকাবাবু।" বলে গফুরও চলে গেল।

এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা করে পাণ্ডব গোয়েন্দারা খেতে গেল। গিয়ে দেখল চারদিকেই পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

বাবলু হেসে বলল, "বেকার টহলদারি করা।"

ভোম্বল বলল, "বাঃ রে। এমন একটা রোমহর্ষক কাণ্ড হয়ে গেল এর পরে পুলিশ একটু সতর্ক হবে না?"

"নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু ওরা পাবে কাকে? বদমায়েশি যারা করে গেল তারা কি এখন ধরা দেবে বলে ধারে কাছে থাকবে? সবাই এখন গা-ঢাকা দিয়েছে যে যার। এত কাণ্ডের পর ওদের ঘাঁটি থেকেই বেরোবে না কেউ।"

বিলু বলল, "তা হলে?"

"তা হলে আবার কী? ধরব ওদের রাত্তিরবেলায়। চারদিকে অনুসন্ধান করে ঠিক খুঁজে বের করব একসময়। প্রয়োজনে সারারাত ধরে চষে বেড়াব এলাকাটা।"

বাচ্চু বলল, "কী কাজে এসে কী কাজে জড়িয়ে পড়লাম।"

বিচ্ছু বলল, "তাই না তাই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খাবার রেডিই ছিল।

দোকানদার ওদের খেতে দিয়ে বলল, "শুনা হ্যায় তুম সব নে জয়নালকা এক আদমি কো মার ডালা।"

বাবলু বলল, "রং ইনফরমেশন। ভুল খবর শুনেছ।"

"লেকিন—।"

"লেকিন ফেকিন কিছু নেই এখানে। ওরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাই কুকুরটা ওদের একজনকে একটু শিক্ষা দিয়েছে। বাকি কাজটা করেছে জয়নালই।"

"আচ্ছা হুয়া। উসিকা নাম থা সুখন। বড়ি বদমাশ।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি?"

"বহুৎ খতরনক আদমি।"

"তা ওইসব লোককে তোমরা প্রশ্রয় দাও কেন? তোমাদের পুলিশই বা এতদিন ধরেনি কেন ওদের?"

"ও তুম নেহি সমঝোগে খোকাবাবু। উয়ো বদমাশকা ড্যারা কিধার ও ভি মালুম নেহি কিসিকা। উয়ো এক মাহিনা হিঁয়া রহে তো পাঁচ মাহিনা বহার।"

"বলো কী!"

"হাঁ। কভি কভি অচানক আ যাতা উয়ো লোগ, অউর ছিনতাই উনতাই করকে ভাগ যাতা।"

"খুন খারাপি করে না?"

"নেহি।"

"দলে ওরা ক'জন?"

"ও তো মুঝে মালুম নেহি। বাত ইয়ে হ্যায় কি এক সাল জয়নালকা সাথ যো কোঈ রহেগা তো দুসরে সালমে উয়ো নেহি রহেগা।"

"তার মানে দলের লোকেদের সঙ্গেও ওর বেশিদিন বনে না।"

একজন মধ্যবয়সি বিহারি ভদ্রলোক দোকানের সামনে পেতে রাখা বেঞ্চিতে বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন। বললেন, "শুধু জয়নালের দলেই নয়, এইসব গুন্ডা-বদমাশদের প্রায় সব দলেই এক লোক বেশিদিন কাজ করে না। তার কারণ কিছুদিন গুন্ডা-মস্তানি করবার পব সবাই নিজেকে শের মনে করে। তখন আর কেউ কাউকে মানতে চায় না। এক একজন এক একটি হিরো বনে নতুন নতুন দল তৈরি করতে অন্যত্র সরে যায়।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। জয়নালের দল তা হলে খুব একটা মজবুত দল নয়। ওর সঙ্গীসাথিরাও তা হলে পার্মানেন্ট নয় কেউ।"

"না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন খেয়ে উঠে মুখ-হাত ধুচ্ছে বিহারি ভদ্রলোক তখন পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। পঞ্চুর একটি ভাল গুণ আছে, ওকে কেউ আদর করলে ও বেশ চোখ বুজে আদর খায় আর দারুণ অনুগত হয়।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা কোথা থেকে এসেছ ভাইয়ারা?"

বাবলু বলল, "হাওড়া থেকে।"

"এমন অসময়ে এখানে এলে কেন? শিমুলতলায় এলে শীতকালে আসতে হয়। পুজোর সময়টাও ভাল।"

বাবলু বলল, "সত্যই আপনাদের শিমুলতলা খুবই ভাল জায়গা। অনেকের মুখেই এখানকার অনেক গল্প শুনেছিলাম। তাই একবার এসে দেখে গেলাম। এরপরে যখন আসব তখন শীতকালেই আসব। মা বাবাও আসবেন সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, সবাই এসো। তবে কিনা শীতকালে এলে আগে থেকে ঘরের ব্যবস্থা করে আসবে। কোথায় উঠেছ তোমরা?"

"বিহারিকুঠিতে।"

"ওখানে তো গফুর আছে। খুব ভাল মানুষ। ওকে চিঠি লিখে জানিযে ঘর বুক করে আসবে। এই অঞ্চলে বেড়ানোর জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।"

বাবলু বলল, "আমরা এই ক'জনে মিলে প্রায়ই এদিক সেদিকে বেড়াতে যাই। কিন্তু শিমুলতলার মতো এমন স্বপ্নময় পরিবেশ আর কোথাও দেখিনি।"

"এখানে এসে কী কী দেখলে তোমরা?"

"কিছুই না। আসতে না আসতেই তো একটা ঝামেলা বেধে গেল।"

"এখন আর ভয় নেই। পুলিশ প্রশাসন জেগে ওঠায় একধার থেকে পালিয়েছে সব। যাই হোক, তোমরা লাট্টু পাহাড় দেখেছ?"

"দেখেছি। তবে ওপরে ওঠা হয়নি।"

"তা হলে এক কাজ করো, এই সামনের পথ ধরে সোজা চলে যাও। এইদিকে আছে লীলাবরণ ঝরনা। দেখে এসো।"

বিচ্ছু মুগ্ধ হয়ে বলল, "বাঃ। ভারী সুন্দর নাম তো। কতদূর এখান থেকে?"

"একটু দূর আছে। আর না হলে চলে যাও ওই-ওইদিকে হলদি-ঝোরায়।" বলে যে পথটা রেললাইন ক্রশ করে সোজা দূরের পাহাড় জঙ্গলের দিকে চলে গেছে সেই দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

ওইদিকের পথটির ওপর বাবলুর আকর্ষণ ছিল খুব। কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ওই দিককার। সবুজ বনানী

ঘেরা টিলা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে মোরাম বিছানো পথ। আর এই পথ দিয়েই তো গহনগিরি কন্দরে হলদি ঝরনা। পথ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছ ওদের। বুনো টিয়ার ঝাঁক ডাক দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওইদিকেই। শুধু তাই নয়, ওই পথ দিয়েই জয়নাল তার মোটরবাইকটি নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাল বাবলুর মনে হল এমনও তো হতে পারে যে ওই সুন্দর নির্জনেই কোথাও কোনওখানে জয়নাল তার দুষ্টচক্রের ঘাঁটি গেড়ে রেখেছে।

বাবলু তাই নির্দেশিত সেই পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় বলল, "এক কাজ করি আয়, আর বিশ্রাম না নিয়ে এই পথ ধরেই আমরা হলদি ঝরনা দেখতে যাই চল।"

ভোম্বল বলল, "যাবি, চল। তবে রোদ কিন্তু বড্ড চড়া। একটু কমলে হত না?"

বাচ্চু বলল, "ভাদ্র মাসের রোদ তো। সত্যিই চড়া। কিন্তু তবুও ঘরে বসে থাকার চেয়ে ঘুরে বেড়ানো অনেক ভাল।"

বিচ্ছু বলল, "তার চেয়েও বড় কথা দেরি করে বেরোলে রোদের তাপটা হয়তো কম পাব কিন্তু ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "ওই ভয়টাই আমিও খাচ্ছি। এই নির্জনতায় সন্ধের পর আমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। তাই বলি কী রোদ্দুর উপেক্ষা করে এখন আমাদের এগিয়ে যাওয়াই ভাল।"

বাবলু বলল, "আমাদের সবার মতই তো এক এক করে জানা গেল। পঞ্চু কিন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ। এবার তার মতটা একবার নিয়ে দ্যাখ।"

বিলু বলল, "পঞ্চু! তুই কী বলিস? এগিয়ে যাওয়া, না ঘরে ফেরা?"

পঞ্চু কোনওরকম সাড়াশব্দ না করে এগিয়েই চলল।

দোকানদার এবং সেই ভদ্রলোক ওদের রকমসকম দেখে হাসতে লাগলেন।

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়েই চলল। বেঁটে বেঁটে পলাশ ও মহুয়া বনের উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে যতই এগোয় ওরা পথের সৌন্দর্যে ততই মুগ্ধ হয়। শরতের বৃষ্টিস্নাত, শিশিরসিক্ত সতেজ ও সজীব গাছের পাতাগুলো অসীম শোভা বর্ধন করে। দূরের পাহাড়, আরও ঘন বন আর চারদিকের পরিত্যক্ত প্রাসাদোপম বাড়িগুলো ওদের মনকে মোহিত করে। অ্যালা রঙের কত যে পুরনো ধাঁচের বড় বড় বাড়ি রয়েছে তা না দেখলে অনেক কিছুই অদেখা রয়ে যেত এখানে এসে।

এক জায়গায় একটি ঘন পাতার গোলঞ্চগাছের নীচে বসে বিশ্রাম নিল ওরা।

চারদিক কী সুন্দর ও ছায়া সুনিবিড়।

এইখান থেকে ভূমির প্রকৃতি ঢালু হয়ে ক্রমশ আরও অনেক নীচে নেমে গেছে।

বিচ্ছু সেইদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক যেন মালভূমি।"

বাবলু বলল, "ঠিক যেন নয়, সত্য সত্যই। মনে নেই সেবাব দুমকাতে গিয়েও এইরকম মালভূমি অঞ্চলে আমরা অভিযান করে এসেছিলাম।"

"ও, হ্যাঁ তাই তো।"

"আসলে পুরো সাঁওতাল পরগণার ভূ-প্রকৃতিই এইরকম। রাঙামাটির প্রান্তর সর্বত্রই যেন ঢেউ খেলে গেছে।"

বাচ্চু বলল, "দূরে দূরে তাল খেজুরের সারি।"

বিলু বলল, "এখানে আবার তাল খেজুরের সারি কোথায় পেলি?"

বাচ্চু বলল, "তা নাই বা পেলাম, তবে খেজুরগাছের সংখ্যাও কি নেহাত কম? আর কীরকম ঘন পাতা দেখেছ? দুমকাতে যা দেখেছি তা সবই আঁটিসার খেজুরের রিকেটগ্রস্ত গাছ। রুক্ষ ভাব চারদিকে। অথচ এখানে দ্যাখো, কী সুন্দর বনশোভা।"

বাবলু বলল, "প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল তাই না?"

বিলু বলল, "যা বলেছিস।"

হঠাৎ পঞ্চুর তৎপরতা দেখে সচকিত হল ওরা।

পঞ্চু মাটি শুঁকে শুঁকে বড় একটি বাড়ির দিকে একবার করে যাচ্ছে পরক্ষণেই 'ভুক ভুক' শব্দ করতে করতে ছুটে আসছে। এসে আবার যাচ্ছে।

বাবলু সন্দিগ্ধভাবে সেইদিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপার কী বল তো?"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও কিছুর গন্ধ পেয়েছে ও। না হলে এমন তো করবে না।"

বিচ্ছু বলল, "দাঁড়াও, আমি গিয়ে দেখে আসছি ব্যাপারটা কী। কেন এমন করছে ও।" বলে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বিচ্ছু।

ওর দেখাদেখি বাচ্চুও গেল।

তারপর দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে কী সব যেন নিরীক্ষণ করে হাতছানি দিয়ে ডাকল সকলকে।

বাবলু বিলু আর ভোম্বল নিঃশব্দে গিয়ে হাজির হল সেখানে। তারপর ঝুঁকে পড়ে ওরাও দেখল।

বিচ্ছু বলল, "তোমার কী মনে হয় বাবলুদা?"

বাবলু অসম্ভব গম্ভীর।

বাচ্চু বলল, "কিছু বলো।"

"কী যে বলব তাই তো ভেবে পাচ্ছি না। ভাগ্যে পঞ্চুর নজরে পড়ল এগুলো।"

সবাই তখন বাড়িটার দিকে তাকাল।

মস্ত পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। ভেতরে সাজানো বাগান। তবে কিনা দেখাশোনার অভাবে ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ভরা। এই বাড়ির বাগানে ঢোকার মুখে এবং ভেতরে মোটরবাইকের চাকার দাগ।

সবাই একভাবে সেই দাগ লক্ষ করতে লাগল।

বিলু হঠাৎ একটা সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়ে সেটা তুলে দিল বাবলুর হাতে।

বাবলু সিগারেটের প্যাকেটটা নেড়েচেড়ে বলল, "অর্থাৎ এই বাড়ির মধ্যে মোটরবাইক নিয়ে কেউ আসাযাওয়া করে। আর এই সিগারেটের খোলটাও পুরনো নয়। আজকালের মধ্যেই কেউ ফেলেছে এটাকে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে কি একবার পঞ্চুকে নিয়ে ঢুকে দেখব বাড়ির ভেতর, সন্দেহজনক কারও অবস্থিতি টের পাওয়া যায় কিনা?"

বাবলু বলল, "খবরদার নয়। এখন কখন ও চমকে দেয়।"

"তা হলে?"

"এখন মাথা ঠান্ডা রেখে এবং ধৈর্য ধরে বাড়িটার দিকে নজর রাখতে হবে।"

"কীভাবে নজরদারি করব আমরা?"

"কাছে পিঠেই কোথাও লুকিয়ে থাকব। লুকিয়ে দেখব এই বাড়ির মধ্যে কে বা কারা যাতায়াত করে। পরে রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ করে হানা দেব ওই বাড়ির ভেতর।"

"কিন্তু আমাদের টার্গেট যদি রং হয়?"

বিলু বলল, "টার্গেট তো এখানে বিশেষ কেউ নয়, আবার কোনও একজনও বটে। পোড়ো বাড়ির সামনে এই মোটরবাইকের চাকার দাগ আর পরিত্যক্ত সিগারেটের প্যাকেটটাই ভাবিয়ে তুলেছে।"

বাবলু বলল, "টার্গেট রং হবেই বা কেন? এখানে এমনিতেই লোকজনের চলাফেরা নেই। তার ওপর একমাত্র জয়নাল ছাড়া আর কাউকেই আমরা মোটরবাইকে চাপতে দেখিনি। তা ছাড়া যে বাড়িতে কোনও লোকজন নেই সেই বাড়ির সামনে এই মোটরবাইকের চাকার দাগ আর সিগারেটের খালি প্যাকেট দেখে কোন ধারণাটা আমরা করতে পারি বল?"

বিলু বলল, "এটাই যে জয়নালের ঘাঁটি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি চুপি চুপি একটা কাজ সেরে আসি।"

"কী কাজ?"

"দ্যাখই না।" বলে গেট পেরিয়ে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে বাইরে বেরোবার তিনটি দরজাতেই শিকল তুলে দিল। তারপর যেমন গিয়েছিল তেমনই ফিরে এল আবার।

বাবলু বলল, "কিছু অনুমান করতে পারলি?"

বিলু বলল, "পারলাম। আমার মনে হচ্ছে এই বাড়ির মধ্যে কেউ না কেউ আছে। তার কারণ, এর সব ক'টি দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে এর ভেতরে লোক আছে। তা সে জয়নালই হোক বা আর কেউ হোক।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে এক কাজ করো, আমার মনে হয় দুপুরের এই চড়া রোদ মাথায় নিয়ে আমাদের আর হলদি ঝরনায় গিয়ে কাজ নেই। কোথাও কোনও ছায়ায় বসে দূর থেকে এই বাড়িটার দিকে নজর রাখি এসো।"

বাচ্চু বলল, "সেইরকমই করা উচিত। তা ছাড়া এই জায়গাটাও তো বেশ মনোরম। চারদিকে কত

গাছপালা। দূরের পাহাড়গুলোও কী সুন্দর দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।”

বিলু বলল, “মনে হয় ঝাঁঝার পাহাড় ওগুলো।”

ভোম্বল বলল, “তা সে যেখানকারই হোক, আমরা কিন্তু এখান থেকে নড়ছি না। ওই যে দূরের ঝোপঝাড়গুলো আছে ওরই আড়ালে গিয়ে বসে থাকি চল।”

ওরা আর বাক্যব্যয় না করে সেইদিকেই এগিয়ে চলল। সবার আগে চলল পঞ্চু। ওর উৎসাহ এখন দ্বিগুণ। কেন না একে এই সুন্দর পরিবেশ তার ওপরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একজোটেই আছে। এক একবার যেমন হয়, দুষ্কৃতীদের কবলে পড়ে কেউ না কেউ উধাও হয়ে যায়। তখন দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় মন ভরে থাকে। এবারে তেমন বিপদ এখনও নেই। অতএব আর পঞ্চুকে পায় কে?

ওরা যখন বাড়ির কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসেছে তখন হঠাৎই দেখল একটা পুলিশের গাড়ি ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল পথ দিয়ে।

বাবলু বলল, “মনে হয় হলদি ঝরনার দিকেই গিয়েছিল গাড়িটা টহল দিতে।”

বিলু বলল, “এইভাবে টহল দেওয়ার কোনও মানে হয়?”

ভোম্বল বলল, “এত সব পোড়ো বাড়ি, এইসব বাড়ির ভেতর ঢুকে তল্লাশি চালালে কেউ না কেউ তো ধরা পড়ে। তার জায়গায় অযথা গাড়ির তেল পুড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি।”

বাচ্চু বলল, “উদ্দেশ্যহীন ঠিক নয়, অপরিকল্পিত ঘোরাঘুরি।”

বিচ্ছু একটি কথাও না বলে নীরবে পথ চলতে লাগল।

বেশ খানিকটা যাবার পর মনোমতো একটি জায়গা বেছে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিল ওরা। জায়গাটা এমনই ভাল লেগে গেল ওদের যে কোনও একসময় এখানে এসে সবাইকে নিয়ে, অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবদেরও নিয়ে এসে চড়ুইভাতি করবার পরিকল্পনা করল ওরা। যাই হোক, এখানে এসে শুরু হল ওদের অন্তহীন প্রতীক্ষা।

কত সময় যে এইভাবে কেটে গেল ওদের তার আর ঠিক নেই। একভাবে ওরা সবাই নজর রাখতে লাগল বাড়িটার দিকে। শুধু যে বাড়িটার দিকে তা নয়, আশপাশেও লক্ষ রাখল সন্দেহজনক তেমন কোনও অতিথির আবির্ভাব হয় কিনা তা দেখবার জন্য।

কিন্তু না। সেরকম কারওরই উপস্থিতি ঘটল না সেখানে।

তবে কিনা সন্ধের পরই বাড়ির পেছনদিকের একটি ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ওরা দেখতে পেল। ইলেকট্রিকের আলো নয়, মনে হল চিমনি লণ্ঠন জ্বেলেছে কেউ। অথবা মোমবাতি। অথচ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কাউকেই বাড়ির বাইরে আসতে দেখা গেল না। যদিও বাইরে বেরনোর তিনটি দরজাতেই শিকল তুলে দিয়েছে ওরা, তবুও বাড়ির বাইরে আসার চেষ্টাও করেনি কেউ।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছিল বাড়ির সামনের দিকে। তাই আলো লক্ষ করে ওরা পেছন দিকেই গেল। এদিকটায় গাছপালা বেশি। তাই আরও ছায়ান্ধকার। ওদের পক্ষে ভালই হল।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে বাবলু চাপা গলায় বলল, “তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি সামনের ওই মহুয়া গাছটায় উঠে ঘরের ভেতরটা একবার দেখবার চেষ্টা করি।”

বিলু বলল, “খুব সাবধানে দেখে শুনে উঠিস কিন্তু।”

বাবলু বলল, “ভয় নেই, এসবে তো আমরা অভ্যস্ত।”

“তা ঠিক। তবু কিনা গাছের ডালপাতাগুলো এতই ঘন যে দেখলে ভয় লাগে। এইসব বুনো পাহাড়ি জায়গায় কত কী থাকতে পারে ওখানে। আসলে সত্যি বলতে কী সাপের ভয়টাই আমার খুব বেশি।”

বিচ্ছু বলল, “ভর সন্ধেবেলা ওই নামটা কেন করলে বিলুদা? লতা বলো?”

বাবলু তখন একটু একটু করে উঠতে লাগল গাছে। সত্যই এই গাছের পাতাগুলো এত ঘন যে খুবই ভয় লাগে।

যাই হোক, গাছের অনেকটা ওপরে উঠে ও জানলার দিকে একভাবে নজর রেখে বসে রইল চুপচাপ। কিন্তু ঘরের ভেতরে কে বা কারা আছে তা কিছুতেই বুঝতে পারল না। কেন না জানলার দিকেই এল না কেউ।

পঞ্চু তখন উত্তেজিতভাবে ঘন ঘন লেজ নাড়ছে।

বিলু বলল, “কীরে! কী হল? এমন চুপ হয়ে গেলি কেন?”

বাবলু চাপা গলায় বলল, “জাস্ট এ মিনিট।”

ভোম্বল বলল, “না। আর এক মিনিটও নয়। বেশি রাত হবার আগে এখান থেকে কেটে পড়ি চল।”

বিলু বলল, "নেমে আয় তুই গাছ থেকে। আমার মনে হয় আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি।"

বাবলু আগের মতোই চাপা গলায় বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় আমরা একটুও সময় নষ্ট করছি না।"

অতএব সবাই চুপ।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জানলার কাছে একটি মুখ দেখা গেল। সে মুখ এক কিশোরীর। কিন্তু ঘরের মধ্যেকার ক্ষীণ আলোটা মেয়েটির পেছনদিকে থাকায় মুখ দেখে তাকে চেনা গেল না। বোঝাও গেল না মেয়েটিকে কেমন দেখতে। সে একবার বাইরের দিকে তাকিয়েই আবার ভেতরদিকে সরে গেল।

বাবলুও আর রইল না ওপরে। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে নেমে এল গাছ থেকে।

বিচ্ছু বলল, "কী হল বাবলুদা?"

"একটি মেয়ে। সম্ভবত কিডন্যাপ করেই ওকে রাখা হয়েছে ওখানে।"

"তা হলে?"

"আরও স্পষ্ট করে দেখতে হবে মেয়েটিকে। দেখে কথা বলতে হবে।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে কার্নিশ বেয়ে জানলার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "ভয় পেয়ে যদি চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটি?"

"তাতে ওরই ক্ষতি। আমরা তো কেটে পড়ব, ও থাকবে খাঁচা বন্দি হয়ে।"

বাচ্চু বলল, "ধরো, মেয়েটি যদি এই বাড়িরই কেউ হয়?"

"তা হলে তো কোনও ঝামেলাই হবে না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব আমরা।"

ওরা আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে বাগানের মধ্যে ঢুকল।

সবাই দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নীচে অপেক্ষা করতে থাকলে বাবলু একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। সাবেককালের বাড়ি বলেই বিভিন্ন ধরনের খাঁজ ধরে কার্নিশ বেয়ে সহজেই ওপরে উঠতে পারল।

আর বাবলুর তৎপরতা দেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর দম যেন বন্ধ হয়ে এল। প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা কী হয় কী হয় ভাব। বাবলু ওপরে উঠে হাত নাড়লে সবাই এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

বাগানের একটি গাছের ডাল থেকে প্যাঁচা ডাকল কর্কশ স্বরে। বুকের রক্ত হিম করে, ভূত-ভূত ভুতুম। ভূত-ভুতুম-ভূত।

॥ ৮ ॥

বাবলু ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে নিজেকে যতটা সম্ভব গোপন রেখে ভেতরদিকে তাকাল।

তাকিয়েই অবাক।

এ কী দেখছে ও? যা দেখছে তা কি বাস্তব না স্বপ্ন?

ও তাই জানলার রড ধরে সাহসে ভর করে নিজেকে দেখিয়ে চাপা গলায় ডাক দিল, "কুসুম!"

চমকে উঠল কুসুম, "কে! কে ডাকে?"

ক্ষণপূর্বে অস্পষ্টভাবে দ্যাখা সেই মেয়েটিই কুসুম। স্কার্ট পরা শ্যামলা রঙের সুন্দর মুখের কুসুম বছর পাঁচেকের একটি ফুটফুটে শিশুর চুল বেঁধে দিচ্ছিল তখন। বাবলুর ডাক শুনে সচকিত হয়ে ছুটে এল জানলার কাছে।

বাবলু বলল, "আমাকে চিনতে পারছ?"

"কী আশ্চর্য। তোমাকে কি ভুলতে পারি? কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?"

"আমি একা নই। আমরা সবাই। আমরা যে তোমারই খোঁজে হন্যে হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"সত্যি!"

"সত্যি না হলে এখানে আমরা এলাম কী করে বলো? তোমাদের ঝাঁঝার বাড়িতেও আমরা গিয়েছিলাম। তোমার মা বাবা ছটফট করছেন তোমার জন্য। কিন্তু তোমাকে ও প্যাসিকে যে একইসঙ্গে এখানে দেখতে পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।"

কুসুম বলল, "আমাকে তুমি চিনতে পারো। কিন্তু প্যাসিকে চিনলে কী করে?"

"বাঃ রে। তুমিই তো ওর ফোটো দিয়েছিলে আমাকে।"

"এইবার মনে পড়েছে।"

"তা ছাড়া প্যাসির পরিবর্তে আর কে-ই বা তোমার কাছে থাকতে পারে বলো?"

"কিন্তু প্যাসিকে নিয়ে যে আমি এখানে আছি এ খোঁজ তোমরা কী করে পেলে? এইখানকার সন্ধান কে দিল তোমাদের?"

"কেউ না।"

"রহস্য না করে সত্যিকথাটা বলো দেখি এবার?"

"তা হলে শোনো, জয়নাল নামে একজন দুষ্কৃতীর খোঁজ করতে গিয়েই এখানে এসে পড়েছি আমরা। তোমার সঙ্গে এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা দৈবের কৃপা ছাড়া কিছুই নয়।"

কুসুম এবার গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক লোকেরই পিছু নিয়েছিলে তোমরা।"

"তার মানে?"

"জয়নাল বলে কেউ নেই। ওটা ওর ছদ্মনাম।"

বাবলু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "কার?"

"এই রহস্যকাণ্ডের মূল নায়ক জর্জদা, মানে প্যাসির ওই সেন্টুমামা।"

চমকে উঠল বাবলু, "বলো কী! তার তো শুনেছি চাপদাড়ি ছিল।"

"কোনওদিনই ছিল না। ওইভাবে ও সেজে থাকত। যাতে সহজে কেউ ওকে চিনতে না পারে।"

বাবলু বলল, "তুমি তা হলে ওর ব্যাপারে অনেক কিছুই জানতে?"

কুসুম ম্লানমুখে ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ জানতাম।"

বাবলু হেসে বলল, "সব কিছু জেনেও তুমি কিছু জানি না বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"তোমাকে আমরা অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম কুসুম। যখন আমরা সেন্টুদার নাম জেনে যেতেই সেই খবরটা তুমি পৌঁছে দিয়েছিলে সেন্টুদার কাছে, তখনই।"

কুসুম মাথা নত করল।

বাবলু বলল, "কাজটা কি ভাল করেছিলে কুসুম? নিজের বিবেককে একবার জিজ্ঞেস করে দ্যাখো তো? এখন কেমন জব্দ, এই বন্দিশালায়?"

কুসুম করুণ গলায় বলল, "এছাড়া যে আমার আর কোনও উপায় ছিল না। তুমি বিশ্বাস করো।"

"বাজে কথা রাখো।"

"বাজে কথা নয়। তোমাকে আমি সব বলব। তবে এইভাবে তো কথা হয় না। তুমি ভেতরে এসো।"

"কীভাবে যাব?"

"ওরা এখন সবাই বাড়িতে রয়েছে। আজ সকালে কোথায় নাকি ঝামেলা হয়েছে খুব। তাই দিনের আলোয় বেরোচ্ছে না। তুমি এক কাজ করো, কোনওরকমে ছাদে উঠতে পারবে?"

"না। অতিকষ্টে এই পর্যন্ত এসেছি। এর বেশি আর আমার ক্ষমতা নেই।"

"ঠিক আছে। তুমি এখানেই থাকো। আমি বরং ছাদে গিয়ে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিচ্ছি। তবে তুমি জানলার কাছ থেকে একটু সরে গা আড়াল দিয়ে থাকো।"

বাবলু বলল, "বেশ। যা তুমি বলবে।" বলে সরে দাঁড়াল বাবলু।

বাবলু আড়াল হতেই দরজায় টোকা দিল কুসুম।

যিশু নামের একটি ছেলে এসে দরজা খুলে দিতেই কুসুম বলল, "প্যাসিকে নিয়ে একবার ছাদে যাব।"

"এই অন্ধকারে?"

"তাতে কী হয়েছে? সারাদিন একভাবে একটা ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে থাকা যায়?"

"ও ভয় পাবে না?"

"ছাদে যাবার জন্য ও-ই বায়না ধরেছে।"

যিশু আর কোনও কথা না বলে ওদের যেতে দিল।

প্যাসিকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে উঠল কুসুম।

এদের রকমসকম দেখে প্যাসিও কেমন যেন হয়ে গেছে। একেবারে বোবার মতো। নীরবে কুসুমের সঙ্গে ছাদে উঠল ও।

কুসুম ছাদে উঠেই এদিক সেদিক একবার দেখে নিয়ে সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দিল। যাতে ওরা কেউ হঠাৎ করে উঠে না পড়ে।

এবার ছাদের ঘেরাটার গায়ে আটকানো লোহার একটা বালার সঙ্গে বেঁধে রাখা নাইলনের একটি ফিতেও ঝুলিয়ে দিল কার্নিশের দিকে। এ বাড়ির অস্থায়ী বাসিন্দারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর জন্য অনেকরকম সহজ পন্থা করে রেখেছিল। তাই সেটাই কাজে লাগাল কুসুম।

বাবলু ভাবতেও পারেনি এ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটা এত সহজ হবে। তাই সে নাইলনের সেই ফিতেটা ধরেই অনায়াসে ওপরে উঠল। বলল, "বাঃরে। এত তাড়াতাড়ি এটাকে ম্যানেজ করলে কী করে?"

"আমাকে কিছুই করতে হয়নি। আগে থেকেই ছিল এটা।"

"বলো কী?"

"জর্জদাই ব্যবস্থা করে রেখেছিল ওর বা ওর দলের লোকেদের পালানোর সুবিধের জন্য। এরকম ব্যবস্থা চারদিকেই করা আছে।"

"ভাগ্যে করে রেখেছিল। তাই তো এটা আমার কাজে লাগল।"

প্যাসি তখন অবাক চোখে তাকিয়েছিল বাবলুর দিকে।

বাবলু ওকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করে বলল, "কী! কেমন লাগছে মামাবাড়ির আদর?"

প্যাসি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "আমি এখানে থাকব না।"

বাবলু বলল, "থাকতে হবেও না তোমাকে। আমি যে তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।"

উল্লসিত হয়ে প্যাসি বলল, "সত্যি?"

"সত্যি সত্যি সত্যি।"

বাবলু এবার কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার বলো তো। তোমরা এখানে কীভাবে এলে?"

কুসুম বলল, "শোনো তবে। প্যাসিব সেন্টুমামাকে আমিও চিনতাম না। মাস ছয়েক আগে একবার রাজগীর বেড়াতে গেছি সেখানেই পরিচয় ওর সঙ্গে।"

"কীভাবে?"

"একদিন ভোরে আমি বৈভার পাহাড়ে একা আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর সুন্দর মিষ্টি চেহারা দেখে আমার ভালও লাগল খুব। আবার ভয়ও হল। কেন না অচেনা এইসব যুবকদের একদম বিশ্বাস করতে নেই। ও হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমারই নাম কুসুম?"

"আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি কী করে জানলেন আমার নাম?"

"যে ভাবেই হোক জেনেছি। হয়তো ফুলের মতো তোমাকে দেখতে বলেই মনে হল নিশ্চয়ই এইরকমই কোনও একটা নাম হবে তোমার। হয় কুসুম, নয় গোলাপ, নয়তো জুঁই-চামেলি জাতীয় একটা কিছু।"

"বেশি হেঁয়ালি না করে কী বলতে চান তাই বলুন।"

"প্যাসি তোমার কে হয়?"

"ও আমার প্রাণ।"

"আমারও। তবে কিনা তোমার দিদি কিন্তু আমার ভাগ্নির ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে।"

চমকে উঠলাম আমি। বললাম, "কে আপনি?"

"প্যাসি যখন ভাগ্নি তখন বুঝতেই পারছ আমি ওর মামা।"

"মামা!"

"হ্যাঁ। একমাত্র মামা। তাই বলি এর ফল কিন্তু ভাল হবে না। কখনও যদি মার খেতে খেতে প্যাসির কিছু হয়ে যায় তা হলে তোমার দিদির বুক থেকেও তার একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না।"

"ওর কথা শুনে আমি ভয়ে শিউরে উঠি। বলি, 'আমি দিদিকে সাবধান করে দেব। ওর প্রতি তার কোনও অবিচার হবে না। কোনও অত্যাচার হবে না।"

জর্জদা কঠিন গলায় বলল, "ঠিক? যদি হয়...।" বলে আর না থেকে চলে গেল।

বাবলু বলল, "তার মানে ও অনেকদিন থেকে নজরে রাখত ওকে।"

"হ্যাঁ। আর একবার হল কী স্কুলে যাওয়ার পথে আমাদের ঝাঁঝায় দাখা হল ওর সঙ্গে। ও যেন ক্রোধে ফুঁসছে। বলল, "এই শোনো, প্যাসিকে আমি তোমার দিদি জামাইবাবুর কবল থেকে মুক্ত করব। এই ব্যাপারে

আমি তোমার সাহায্য চাই। পূর্ণ সহযোগিতা যাকে বলে।”

আমি বললাম, “বেশ তো, কী করতে হবে বলো?”

“সেটা পরে বলব। কিন্তু এই ব্যাপারে যদি কোনওরকম চালাকি করতে যাও তবে তার পরিণাম কিন্তু ভয়ংকর হবে। তোমাদের পুরো পরিবারের এমন ক্ষতি করে দেব যে তা ভাবতেও পারবে না।”

আমি বললাম, “আমি রাজি।”

ও বলল, “ছলনা করছ না তো?”

“না। তার কারণ ছলনা করে তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না। তবে কথা দাও প্যাসির কোনও ক্ষতি করবে না তুমি।”

“আমি প্যাসির মামা। পাতানো মামা নয়, আপন। আমি যা করব তা ওর ভালর জন্যই কবব। আর তুমি যা করবে তা আমার ইচ্ছে অনুযায়ী এবং আদেশানুযায়ী। মনে থাকবে?”

“আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, থাকবে।”

এরপরে বেশ কিছুদিন ওর পাত্তা নেই।

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎই ও এসে বলল, “আমাকে চিনতে পারো কুসুম?”

বললাম, “না পারবার কী আছে? মাত্র কয়েকদিনের অদেখায় তোমাকে ভুলে যাব আমার স্মরণশক্তি এত ক্ষীণ নয়।”

“তবু ভাল। এবার তা হলে আমার পরিকল্পনামতো কাজটা শুরু করা যাক, কী বলো?”

“যা তোমার ইচ্ছা।”

জর্জদা একটু চুপ করে থেকে বলল, “আমাব শিকাব এখন বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরে।”

“কার কথা বলছ?”

“প্যাসির বাবা। এই সুযোগ কিন্তু .।”

“আমাকে কী করতে হবে?”

“অপহরণ। তবে কিনা একটু অন্যরকম কায়দায।”

ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। বললাম, “যা করবার তুমি কবো। আমাকে এ সবেব মধ্যে জডাচ্ছ কেন?”

“তার কারণ কাজ এতে পাকা হবে। তুমি আজকালের মধ্যেই তোমার দিদির বাড়ি চলে যাও। আমি নজর রাখব তোমার গতিবিধির দিকে। তুমি প্যাসিকে স্কুলে দিতে আসবে। আমি কৌশলে কিডন্যাপ করব। আর তখনই প্রয়োজন হবে তোমাকে।”

আমি যেন দু' চোখে অন্ধকার দেখলাম।

জর্জদা বলল, “প্যাসিকে নিয়ে আমি সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে যাব। তুমি যেভাবেই হোক এই অপহরণের পব তোমার দিদিব সঙ্গে ঝগডাঝাঁটি কবে পালিয়ে আসবে। ওকে আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।”

“আমার হাতে তুলে দেবে ওকে? তাতে লাভ?”

“লাভ লোকসানের হিসেবটা আমি কষব। তুমি শুধু আমার হয়ে কাজ করবে। দুপুর একটা পঁয়ত্রিশে অমৃতসর এক্সপ্রেস ছাডবে। ওই ট্রেনে করে ওকে নিয়ে তুমি চলে যাবে শিমুলতলায়। রাত ন'টা নাগাদ পৌঁছে যাবে।”

“তারপর?”

“তারপরের দায়িত্বটা আমাব। আমার লোকেরা যেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই থাকবে। কোনওরকম গোলমাল কববে না।”

“তার মানে কৌশলে আমাকেও কিডন্যাপ করবে তুমি।”

“যদি মনে করো, তবে তাই।”

“কতদিন এইভাবে থাকতে হবে আমাকে?”

“যতদিন না আমার স্বার্থটা সিদ্ধি হয়।”

“কিন্তু ওই অচেনা পরিবেশে অচেনা লোকেদের সঙ্গে ..।”

“কোনও অসুবিধে হবে না তোমার। আসলে প্যাসির জন্যই তোমাকে নিয়ে যাওয়া। না হলে ওর আদর যত্ন করবে কে? ভীষণ কান্নাকাটি করবে ও। ওকে কিছুতেই বাখতে পারব না আমি। ওইভাবে বন্দি হয়ে

থাকলে আমাকেও মানবে না ও। তাই এই ব্যাপারে তোমাকেও প্রয়োজন।"

"জর্জদার কথা শুনে আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম, অনেক বোঝালাম ওকে। কিন্তু ও আমার কোনও কথাই শুনল না। বলল, "দ্যাখো কুসুম, আমি পুলিশ মার্ডার করেছি। জেল পলাতক আসামি আমি। আমার প্রাণে মায়া মমতা কম। আর ভয় ডরের সঙ্গেও আমার তেমন পরিচয় নেই। তাই যা আমি মনে করি কাজেও তাই করে থাকি। আমার কাজ করতে যদি তোমার অসুবিধে হয় তা হলে থাক। আমি বরং অন্যরকম চিন্তাভাবনা করব। তবে এরপর কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারবে না তুমি। শুধু তুমি কেন, তোমাদের পরিবারের প্রত্যেকের অশান্তির কারণ হয়ে উঠব আমি। তোমার বাবাকে আগেই বলেছিলাম এখানে তোমার দিদির বিয়ে না দিতে। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। তা শুনলেনই না যখন, তখন তোমার কারণে তাঁকে একটু দুঃখ পেতে হবে বইকী। তাই বলি আমার কথামতো কাজ করো, কিছুদিন পরে আবার তুমি তোমার মা বাবার কাছে ফিরে যেতে পারবে।"

আমি বাধ্য হয়েই বললাম, "তোমার কথামতোই কাজ করব আমি।"

"তাতে তোমার ভালই হবে। আমার এই মা-হারা কচি ভাগ্নিটির প্রতি তোমার দিদি যেরকম অনাদর ও অত্যাচার করেন তাতে ইচ্ছে করলে আমার এই রিভলভার থেকে তাঁর জন্যে একটি বুলেট আমি অনায়াসেই খরচা করতে পারি, কিন্তু করিনি কেন জানো? আসলে মেয়েদের গায়ে আমি হাত দিই না। আমি ক্রিমিন্যাল হতে পারি কিন্তু বর্ন ক্রিমিন্যাল নই। নারী হত্যা করে নিজের পৌরুষকে আমি কলঙ্কিত করতে চাই না।"

আমি ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলাম।

"ও বলল, "তোমাকে এইভাবে জোর করছি বলে তুমি যেন ভেব না যে আমার অন্য কোনও অভিপ্রায় আছে। প্যাসির দেখাশোনা করবার জন্যে একজনকে তো চাই। তা বাইরের কোনও মেয়েকে নিয়ে আসার চেয়ে তোমাকে এনে তোমার হাতে ওকে তুলে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলাম।"

"আমি বললাম, "প্যাসির দায়িত্ব নিতে বা তোমার কথামতো কাজ করতে আর আমার কোনও দ্বিধা নেই। তবে একটা কথা, প্যাসিকে নিয়ে আমি শিমুলতলায় যাব কেন? আমি তো তোমার বাড়িতেও যেতে পারি?"

জর্জদা বলল, "আমার কি ঘর বাড়ি বলে কিছু আছে? আমি যে পলাতক। যতদিন মা ছিলেন ততদিন...। এখন আমার কেউ নেই। মা থাকলে ওকে আমি মায়ের কাছেই নিয়ে যেতাম। কিছুদিন আগে মারা গেছেন মা। তাই তুমি ছাড়া প্যাসির দায়িত্ব কি আর কারও হাতে তুলে দেওয়া যায়? অতএব ওর দেখাশোনা তোমাকেই করতে হবে। ওর বাবা আমার বোনের হত্যাকারী। সে সব অনেক প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। তোমার জানবার দরকার নেই। লোকটা প্রচুর টাকা রোজগার করে। অথচ সব জেনেশুনেও প্যাসিকে ওর সৎ-মায়ের কবল থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে না। আমি অনেকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছি ওঁকে। কিন্তু আমার কথা উনি শোনেননি। তাই এবার উদ্যোগী হয়ে নিজেই এগিয়ে এসেছি আমি।"

"কীভাবে কী করতে চাও তুমি?"

"মেয়ের মুক্তিপণ হিসেবে ওর বাবার কাছ থেকে বেশ বড় অঙ্কের টাকা একটা দাবি করব আমি। সে টাকা দিতে উনি বাধ্য হবেন। টাকা উনি দেবেন কিন্তু মেয়ে আমি দেব না। ওই টাকায় আমি ওকে কার্শিয়াং বা অন্য কোনও জায়গায় রেখে দিয়ে আসব। সেখানে থেকে লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হবে।"

"কিন্তু ধরো, না যদি দেন?"

"দেবেনই। না দেন তখন অন্য ব্যবস্থা দেখব। চুরি, ছিনতাই ডাকাতি যা করেই হোক ওর খরচ চালিয়ে যাব আমি।" বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি জানি ওর প্রতি তুমি কতটা দুর্বল। কেন না বহুবার তুমি ওকে তোমার দিদির অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। সব জানি আমি। জেনে বুঝেই তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি বললাম, "আর কিছুই বলতে হবে না। আজ রাতের গাড়িতেই যাচ্ছি আমি। তারপর তুমি যেদিন বলবে সেদিনই কাজ হবে।"

জর্জদা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

আমিও দিদির বাড়িতে চলে এলাম।

এরপর পরিকল্পনা মাফিক সবকিছুই হয়ে গেল। একটু আগে শুনলাম জর্জদার লোক দুর্গাপুরে প্যাসির বাবার সঙ্গে মানে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল। উনি টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে রাজি হয়েছেন। আজ রাতের অমৃতসর এক্সপ্রেসে শিমুলতলায় নেমে লেভেলক্রসিং-এর কাছে টাকা দিয়ে মেয়ে নেবেন এইরকমই কথা আছে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ বাবলুদা। তবে কিনা ভয়ের ব্যাপার যেটা, সেটা হল জামাইবাবুকে ও নাকি এখন খুনের পরিকল্পনা করেছে। এই একটা ব্যাপারেই আমার মনটা ভেঙে গেছে ওর ওপর। তার কারণ আমি যেমন প্যাসির ভাল চাই তেমনই আমার দিদি, আমার বাবাই-এর ভালও তো চাই। তা ছাড়া তুমিই বলো না, যে প্যাসির জন্যে জর্জদা এত করছে সে যদি কখনও জানতে পারে ওই সেন্টুমামাই ওর বাবার হত্যাকারী, তবে কি কখনও সে ক্ষমা করবে ওর ওই সেন্টুমামাকে?"

"তাই কখনও করে? কিন্তু ও কি সত্যি সত্যিই খুন করবে ওর ভগিনীপতিকে?"

"সেইরকমই তো শুনলাম। রাগলে ও চণ্ডাল। খুনের পরিকল্পনাটা এইরকম হয়েছে। প্রথমে লেভেলক্রসিং-এর কাছে টাকাটা নেওয়া হবে, তারপর সেই টাকা গুণে দেখার পর জামাইবাবু খুন হবেন। তারও পরে মৃতদেহটা শুইয়ে রাখা হবে লাইনের ওপর। যাতে মনে হবে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা অথবা নিছক আত্মহত্যা।"

বাবলু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুসুমের কথা শুনে।

কুসুম বলল, "বাবলুদা, যেভাবেই হোক এই খুনখারাপির ব্যাপারটা বন্ধ করতে হবে। না হলে আমার দিদি, ছোট্ট বাবাইটা ভেসে যাবে একেবারে। জর্জদার কেন যে অমন উদ্ভট ধারণা জামাইবাবু ওর বোনকে পুড়িয়ে মেরেছে বলে, তা কিন্তু রহস্যময়। তবে আমি যেটুকু জানি বা দেখেছি জামাইবাবুকে, তাতে উনি এ কাজ কখনও করতে পারেন না। তুমি এখনই পুলিশে খবর দিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, করতেই হবে। সেন্টুমামা ওরফে জর্জদা ওরফে জয়নাল যে ধরনের বিপথগামী তাতে ওকে শাস্তি পেতেই হবে। এ বাড়িতে এখন কে কে আছে?"

"জর্জদা, যিশু ও রাজকুমার নামে একজন।"

"তুমি এক কাজ করো কুসুম। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে পালিয়ে চলো এখান থেকে। প্যাসিকে নিয়েই।"

"অসম্ভব।"

"অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। আমরা এখানে সবাই আছি। পালানোর এমন সুযোগ আব হবে না।"

"তুমি আমাকে জেনেশুনে ওই গোখরো সাপের গর্তে হাত দিতে বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি। তার কারণ ওর খেলা আজই শেষ হবে।"

"আমার যে ভয় করছে খুব।"

"আমার কিন্তু করছে না। তোমার জামাইবাবুকে বাঁচাতে গেলে, তোমার দিদি, বাবাই এদেব ভাল চাইলে একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ওর মোকাবিলা পুলিশ নয়, আমরাই কবব। তাই একটুও দেরি না করে চলে এসো আমার সঙ্গে।"

প্যাসি একেবারেই শিশু হলেও এই বিপর্যয় যে কী সাংঘাতিক তা বোধহয় বুঝতে পাবল। তাই হতবাক হয়ে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে। কী যে হবে, কী যে হতে চলেছে তা সে বুঝতে পারল না। তবে তাকে নিয়েই যে এত কাণ্ড, তা অবশ্য সে বুঝতে পেরেছে।

বাবলুর নির্দেশমতো আর একটুও বিলম্ব না করে কুসুম সর্বাগ্রে সেই ফিতে ধরে নীচে নামল। তারপর বাবলুও প্যাসিকে বুকে ধরে খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু যেখানে ছিল সেখানে যেতেই তো সবাই অবাক হয়ে গেল ওদের দেখে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার! ভূত দেখছি না তো?"

ভোম্বল বলল, "এরা এখানে ছিল কোথায়?"

বাচ্চু এসে কুসুমের হাত ধরল। বিচ্ছু কোলে নিল প্যাসিকে।

পঞ্চু খুব চাপা গলায় কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়তে লাগল ঘন ঘন।

বিচ্ছু বলল, "কীভাবে ওদের দেখা পেলে বলো না বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "এখন কোনও কথা নয়। পরে সময়মতো সব বলব। এখন চুপচাপ কেটে পড়ি চল। ভেতরের ওরা টের পেলে যা তা ব্যাপার হয়ে যাবে একটা।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা কি এখন ঘরে ফিরব?"

বাবলু বলল, "এখনই না।"

কুসুম বলল, "আমার মাসির বাড়ি স্টেশন এলাকায় বাজারের দিকে। চলো আমরা সেখানেই চলে যাই। কেউ জানতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "উঁহু। এখন কোথাও নয়। ঘরে নয়, কারও বাড়িও নয়। আমরা এখন বনে জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকব। জর্জদার মোকাবিলা না করে যাব না কোথাও। কুসুম আর প্যাসির অন্তর্ধানে ওর মনের ওপর দারুণ প্রভাব পড়বে। একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়বে ও। রাগে অন্ধ হয়ে ও তাই প্রথমেই ছুটে যাবে বিহারিলজে। তারপর হানা দেবে তোমার মাসির বাড়িতেও।"

"আমার মাসির বাড়ি ও জানবে কী করে বলো?"

"জানবে নয়, জানে। গভীর জলের মাছ ও। পেশাদার গুন্ডা। ওর অজানা কিছু আছে?" বলে বলল, "এখনই এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে হবে আমাদের। ওরা এসে পড়ার আগেই।"

অতএব আর দেরি নয়।

অন্ধকার বন পথ ধরে ওরা পায়ে পায়ে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুটা পথ গেছে এমন সময় দেখতে পেল দু'জন লোক টর্চ হাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। এইসব জায়গায় ডাকাতের উপদ্রব বেশি। ওরা কি তবে ডাকাতের পাল্লায় পড়ল?

বাবলু এরই মধ্যে একবার দেখে নিল পিস্তলটা যথাযথ জায়গায় ঠিক মতো আছে কি না। পঞ্চুও আক্রমণের জন্য নিজেকে তৈরি রাখল।

সেই দু'জন ওদের আরও কাছাকাছি এলে পঞ্চু গোঁ-গোঁ করে গজরাতে লাগল।

ওদের একজন সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল। বলল, "মিল গয়া।"

আর একজন বলল, "এই তো! কাঁহা গয়ে থে তুম?"

বাবলু বলল, "আপনাদের ঠিক চিনলাম না তো?"

একজন বলল, "আমরা পুলিশের লোক। একটু আগে বিহারিকুঠির গফুর এসে খবর দিল তোমরা নাকি সেই দুপুর থেকেই বেপাত্তা। মোড়ের মাথায় যে চায়ের দোকানটা আছে সেখানে খবর নিয়েই জানলাম তোমরা হলদি ঝরনায় গেছ। ওই জায়গাটা খুবই নির্জন। তা ছাড়া দুষ্ট দুর্জন প্রকৃতির লোকরা সব সময় ধান্দায় ঘোরে ওখানে। আমরা তাই ওখানেই গিয়েছিলাম। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম তোমরা ওখানেও যাওনি। তাই এই পথ ধরে ফিরে আসছিলাম। কিন্তু তোমরা এই রাতদুপুরে জঙ্গলে কী করছিলে?"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা হলদি ঝরনায় যাব বলেই এ পথে এসেছিলাম। কিন্তু বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলি। আমাদের পরিচিত এই মেয়েটির সঙ্গে হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল। তাই আর ঝরনার দিকে না গিয়ে ওর সঙ্গে ওদের বাড়ির দিকেই চলেছি।"

"তা না হয় চলেছ। কিন্তু রাতদুপুরে জঙ্গলের পথ ধরে কেন? কোথায় বাড়ি ওদের?"

কুসুম জায়গাটার নাম বলল।

ওরা বলল, "চলো তোমাদের একটু এগিয়ে দিই।"

পুলিশের লোকরা ওদের জঙ্গলের পথে না নিয়ে গিয়ে বিহারিকুঠির দিকেই নিয়ে এল।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমরা এখন কুঠিতেই থাকি। একটু গল্প স্বল্প করে পরে যাব।"

পুলিশের লোকরা বিদায় নিলে বাবলু মোড়ের মাথার সেই দোকানে গিয়ে ওদের সকলের জন্য ডাল রুটি ও প্যাসির জন্য একটু দুধের ব্যবস্থাও করে এল।

বিহারিকুঠিতে যাওয়ামাত্রই চেঁচামেচি শুরু করে দিল গফুর। বলল, "তোমাদের জন্য আমি এবারে পাগলা হয়ে যাব। আমি এখানকার কেয়ারটেকার। যাত্রীদের ভালমন্দ সব কিছুর দায়িত্ব যে আমারও ওপর। তা ছাড়া তোমরা খুব কম বয়সের ছেলেমেয়ে। তোমাদের কিছু হলে আমার বদনাম হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "না না। তা কেন হবে? তুমি খুব ভাল লোক। আমরাও নেহাত ছেলেমানুষ নই। তা গফুরভাই, তোমাদের এখানকার বিহারি প্যাঁড়া আমাদের জন্যে নিয়ে এসো না কেজিখানেক। কত দাম পড়বে?"

"সত্তর আশি টাকার মতো নেবে।"

বাবলু টাকা দিয়ে বলল, "নিয়ে এসো তা হলে। ভাল দেখে আনবে।"

গফুর বলল, "ভাল প্যাঁড়া এদেশে আর তৈরি হয় না। ছাতু না হয় ভুষি পাইল থাকবেই। চিনির ভাগও থাকবে বেশি। তবে কিনা খাওয়া যাবে।"

গফুর চলে গেলে ওরা একজোট হয়ে গুছিয়ে বসল।

॥ ৯ ॥

যে কোনও কারণেই হোক বাবলু যা ভয় করেছিল তা হল না। অর্থাৎ জর্জদার কোনও লোকই এল না ওদের বিরক্ত করতে। সম্ভবত পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়েই আসেনি ওরা। তাতে অবশ্য ভালই হল। অযথা কোনও ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল না ওদের।

তবে রাতের খাওয়া-দাওয়াটা ভালই হল। আলু পেঁয়াজ ভাজা, অড়হর ডাল আর রুটি। সেইসঙ্গে ছাতু ভেজাল দেওয়া প্যাঁড়া।

খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা রওয়ানা হল ওদের নৈশ অভিযানে।

প্যাসিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। কুসুম ঘরের দরজায় খিল দিয়ে প্যাসিকে নিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ। ওরও চোখে এখন ঘুম ঘুম ভাব। মনের মধ্যে ভয় আর উত্তেজনা। কেন না জর্জদাই বলো, আর সেন্টুদাই বলো, আসলে একটা হিংস্র গোখরো সাপ ছাড়া আর কিছুই নয় ও। অথচ কী সুন্দর ও সুশ্রী চেহারার যুবক। সত্যি, মানুষ যে কেন এমন হয়।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্টেশনের দিকে না এসে একটু ঘুরপথে অন্ধকারে লাইনের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলল।

পঞ্চু ওদের সকলের দিকে নজর রেখে আগে আগে চলে। একবার করে মাটিতে গন্ধ শোঁকে। পিছু ফিরে তাকায়। আবার এগিয়ে চলে।

বেশ খানিকটা যাবার পর এক জায়গায় টিলাকৃতি ছোট্ট একটু উচ্চস্থানে উঠে পড়ল ওরা। এখানেও চারদিকে ঝোপঝাড় ও ছোট ছোট মহুয়া গাছে ভরা।

পঞ্চু একবার জায়গাটার চারদিক বেশ ভাল করে টহল দিয়ে নিল। অর্থাৎ দেখে নিল কোথাও কোনও সাপ বা অন্য অনিষ্টকারি কিছু আছে কি না। তারপর একটু পরিষ্কার মতো জায়গা দেখে দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সেখানে।

বাবলু বলল, "আমরাও তা হলে এই জায়গাটাকেই বেছে নিই।"

বিলু বলল, "লুকিয়ে থাকার এবং নজরদারি করার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। কিন্তু ধর, জর্জদার লোকেরাও যদি এখানেই এসে হাজির হয়?"

"তা হলে আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠবে।"

ভোম্বল বলল, "তবে আমার মনে হয় না এখানে ওরা আসবে বলে। ওবা লাইনের ধারেই কোথাও না কোথায় ওত পেতে থাকবে। শুধু প্যাসির বাবার আসার অপেক্ষা।"

বাচ্চু বলল, "উনি কোন ট্রেনে আসছেন যেন?"

বিচ্ছু বলল, "অমৃতসর এক্সপ্রেসে। আমরা ওই ট্রেনের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব। লেটে আসুক আর যখনই আসুক। তারপর যে সব ট্রেন, সেগুলোর স্টপেজ নেই।"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, ধরো উনি যদি না-ই আসেন।"

"সেক্ষেত্রে আমাদের অন্য কোনওরকম পন্থা গ্রহণ করতে হবে। তার কারণ ওকে তখন সামাল দেওয়া যাবে না, ওর যত রাগ পড়বে গিয়ে কুসুমের ওপর।"

"ওর জীবন তো বিপন্ন হয়ে পড়বে তা হলে।"

"সেজন্য প্যাসিকে উদ্ধার করবার পরেও আমাদের কাজ থেকে যাবে অনেক। জর্জদাকে না ধরা পর্যন্ত রাতের ঘুম চলে যাবে আমাদের।"

ওরা যেখানে বসেছিল সেই জায়গাটা ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা। শুধু ওই জায়গাটা নয়। চারদিকেই ছিল গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকার আরও প্রকট হওয়ার কারণ বন জঙ্গল এখানে এত বেশি যে গাছপালার প্রভাবেই চারদিক পত্রছায়াময়।

দিনমানে হলে এখান থেকে দিকচক্রবাল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যেত। কিন্তু এখন এই রাতের অন্ধকারে দু' হাত দূরের কোনও কিছুও নজরে পড়ে না। তবে কিনা সামান্য আলো থাকায় রেলপথের বিভিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে ভালভাবেই।

ওদের সবার লক্ষ লেভেল ক্রসিংটার দিকে। কিন্তু সেখানে মাঝে মধ্যে পুলিশের আনাগোনা ছাড়া আর কারও অস্তিত্বও টের পাওয়া গেল না।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল দেখি?"

ভোম্বল বলল, "উড়ো খবর নয় তো?"

বাচ্চু বলল, "জর্জদার লোকেদের একজনকেও তো দেখছি না। গেল কোথায় সব?"

বিচ্ছু বলল, "ওরা ঠিক আছে। ওদের পক্ষে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করা কত অসুবিধের তা জান? সময় হলেই আসবে ওরা। এখন প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেই তো পুলিশের নজরে পড়ে যাবে। ওই-ওই দ্যাখো পুলিশ কেমন টহল দিচ্ছে লাইনের ওপর দিয়ে।"

বাবলু বলল, "এ জায়গায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরার সত্যিই অসুবিধে আছে। এখানে নামেই একটা স্টেশন। প্যাসেঞ্জার ছাড়া কোনও গাড়ি তো থামেই না বলতে গেলে। তাই লোকজনও নেই। গ্যাং কুলিদের তাঁবুও যা আছে তাও স্টেশন লাগোয়া।"

এমন সময় অনেকদূর থেকে একটা জোবালো আলো লাইনের ওপর এসে পড়ল।

বাবলু বলল, "মনে হয় অমৃতসরই আসছে। হাওড়ার দিক থেকেই আসছে যখন ওই গাড়িই নিশ্চয়।"

বিলু বলল, "তা হলে কি এগোতে থাকব আমরা?"

"এখনই না। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়লে তবেই নামার প্রশ্ন। আমরা নেমে নীচে গিয়ে অন্ধকারে কোনও গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকব। তারপর প্যাসির বাবাকে আসতে দেখলেই অনুসরণ করতে থাকব তাকে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক লোককে চিনে নিতে পারবি তো?"

বাবলু বলল, "বেঠিক লোক এদিকে আসবেই না।"

ট্রেন আসছে। আলোটা জোর থেকে জোরালো হচ্ছে। মাটি পাথর কাঁপছে। পাহাড় বনভূমি কাঁপছে। শোনা যাচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনের আর্তনাদ।

না। ট্রেন থামল না। একটা মালগাড়ি। সোজা বেরিয়ে গেল।

টান টান উত্তেজনায় ভরে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। রাত বাড়ছে। কিন্তু অমৃতসর এক্সপ্রেস আসছে না কেন?"

বিচ্ছু ওর ঘড়িতে দেখল রাত এগারোটা।

তার মানেই ট্রেন লেট করছে।

ক্রসিং-এর ওপারে পুলিশের একটি জিপ অপেক্ষা করছিল অনেকক্ষণ ধরে। যে পুলিশরা লাইনে টহল দিচ্ছিল তারা মাঝে মাঝে যাচ্ছিল সেই জিপের কাছে। আবার লাইনে এসে ঘোরাঘুরি করছিল।

বাবলু বলল, "ব্যাপার কী বল তো?"

বিলু বলল, "পোশাক দেখে মনে হচ্ছে এরা রেলপুলিশ নয়। কিন্তু রাজ্যপুলিশ লাইনে ঘোরাঘুরি করবে কেন?"

ভোম্বল বলল, "এখানে রেলপুলিশ নেই বলেই হয়তো রাজ্যপুলিশের নজরদারি চলছে।"

বাবলু বলল, "মনে হয় ওরা ব্যাপারটা কোনওভাবে টের পেয়েছে। তাই এসে হাজির হয়েছে এখানে।"

বাচ্চু বলল, "তা যদি হয় তা হলে তো ভুলই করল ওরা। কেন না ওরা এইভাবে এখানে ঘোরাঘুরি করলে জর্জদারা তো আসবেই না।"

বিচ্ছু বলল, "ওদের উচিত ছিল কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে থাকা। এবং চরম মুহূর্তটিতে আত্মপ্রকাশ করা। যেটা আমরা করতে চলেছি।"

বাবলু এবার একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আর এখানে এইভাবে বসে থেকে লাভ নেই। চল আমরা নীচে নামি। এখানে বড্ড মশার কামড়।"

বাবলুর কথায় নামা শুরু করল সকলে।

পঞ্চু একবার দেহটাকে টান করে নীরবে ওদের সঙ্গ নিল। ওর হাবেভাবে মনে হল শত্রুকে আক্রমণের জন্য ও সবসময়ই তৈরি।

ওরা নীচে নেমে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল।

পুলিশের জিপটাকে এখান থেকে বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে। ওরা একভবে জিপের দিকে তাকিয়ে থেকে ওর ভেতরে আরও পুলিশ আছে কিনা বোঝবার চেষ্টা করল।

বিলু বলল, "আছে। দু'জনে টহল দিচ্ছে দু'জন বসে আছে জিপে।"

যারা টহল দিচ্ছিল লাইনের আলোয় বিচ্ছু তাদেরই একজনের মুখ হঠাৎ করেই দেখতে পেয়ে শিউরে উঠল। বলল, "বাবলুদা! কিছু একটা গোলমাল নিশ্চয়ই হয়েছে।"

"কেন রে?"

"একজন পুলিশের মুখ আমার খুব চেনা চেনা লাগছে।"

"তাই নাকি?"

"তুমি ভাল করে লক্ষ করো, তুমিও চিনবে।"

"কিন্তু এই আলো আঁধারিতে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একবার যদি থমকে দাঁড়াত একটু কোথাও।"

কিন্তু না। ওরা খুব অস্থিরভাবেই হনহনিয়ে চলে গেল।

ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। না পাচ্ছি জর্জদার দ্যাখা, না আসছে ট্রেন।"

বাবলু বলল, "আমারও। ওদিকে বিহারিকুঠিতে কুসুম প্যাসিকে নিয়ে আছে। জর্জদা যদি সেখানে গিয়ে ঝামেলা করে তা হলে কিন্তু সমূহ বিপদ হবে ওদের। প্যাসিকে হয়তো নিয়ে পালাবে কিন্তু কুসুমের যে কী হবে তা কে জানে?"

বিলু বলল, "ওদের কারও দ্যাখা যখন এখানে নেই তখন নিশ্চয়ই ওরা ওখানেই ঝামেলা করতে গেছে।"

বাবলু বলল, "তোরা যে যেখানে আছিস সেখানেই থাক। আমি পঞ্চুকে নিয়ে একটু এগিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী! কেন এবং কী কারণে পুলিশ এইভাবে টহল দিচ্ছে এখানে।"

বিলু বলল, "আমি কি সঙ্গে যাব?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। তুই এদের কাছে থাক।"

বাবলু খুব সন্তর্পণে পঞ্চুকে নিয়ে লাইন টপকে জিপের কাছে এল। এসেই চোখ কপালে উঠে গেল ওর।

জিপের মধ্যে পুলিশের পোশাক পরে বসেছিল যিশু ও জর্জদা দু'জনেই। তবে কিনা রহস্যের ব্যাপার এটাই যে পুলিশের জিপটা হল আসল। সেই জিপের মধ্যে ওরা যে কীভাবে এল তা ওর মাথায় ঢুকল না। তবে কি পুলিশের গাড়ি ছিনতাই করে পুলিশের পোশাক পরে বসে আছে ওরা। এ তো ভয়ানক কাণ্ড তা হলে। অর্থাৎ মরণপণ লড়াই ওরা করবেই আজ। তা যদি হয়, তা হলে প্যাসির বাবারও যেমন মৃত্যু অনিবার্য তেমনই কুসুমেরও অকালে ঝরে যাওয়ার মুহূর্ত খুব একটা দেরিতে নয়।

বাবলু এক পা এক পা করে গাড়ির খুব কাছে এগিয়ে এল। পেছনদিকের চাকার কাছে ঝুঁকে পড়ে নিজেকে আড়াল করে কান কাড়া করে শোনবার চেষ্টা করল ওদের কথাবার্তা।

পঞ্চু রইল আরও একটু আড়ালে। এমনভাবে, যাতে বাবলুকে আক্রমণ করলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ও।

যিশুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল একসময়, "ঝুঁকিটা একটু বেশিরকম নেওয়া হয়ে গেল।"

"এ ছাড়া উপায়ও তো কিছু ছিল না। শয়তানটা যে পুলিশে খবর দেবে তা কে জানত? ভাগ্যে আগে ভাগে টের পেলাম।"

"টাকাটা পাওয়ার পর কী করবে?"

"বেইমানি করব না। যখন যেমন যা পরিকল্পনা করেছি ঠিক তেমনই কাজ হবে। তবে এখন আর অন্য কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে পালাব।"

"আপে না ডাউনে?"

"আপে তো কখনওই নয়। প্রথমেই স্টেটের বাইরে চলে যেতে হবে। বিহার অতিক্রম করতে গেলে যেতে হবে মোগলসরাই পর্যন্ত। না হলে আসানসোল কিংবা দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে।"

"শেষেরটাই ঠিক।"

"আমার মনে হয় ওটা আরও বেশি বিপজ্জনক হবে। তার কারণ বেঙ্গল পুলিশ দারুণ অ্যাক্টিভ। পুলিশ গুম, জিপ উধাও, এ খবর তো বেশিক্ষণ চাপা থাকবে না। তখন কিন্তু জেলায় জেলায়, স্টেটে স্টেটে খবর চলে যাবে। তাই আমি বলি কী মোগলসরাই, বেনারস কিংবা ইলাহাবাদে চলে যাই বরং। ওগুলো সব ট্যুরিস্ট স্পট। কেউ আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না। দিনকতক হাওয়া বদল করে ঘুরে বেড়িয়ে হঠাৎই একদিন ফিরে আসব ধূমকেতু হয়ে।"

"এটা অবশ্য মন্দ বলিসনি। তবে কিনা যার জন্য এত কাণ্ড সেই তো হাতছাড়া হয়ে গেল। কী বুদ্ধি ওর। মেয়েটা যে এমন একটা চাল চালবে তা ভাবতেও পারিনি। আচ্ছা, এর পেছনে ওই ডেঞ্জারাস ছেলেমেয়েগুলোর কোনও হাত নেই তো?"

"মনে হয় না। কুসুমেরই পরিকল্পনা এটা। কেন না আমাদের এইসব ব্যাপার স্যাপারের কথা তো ওদের জানবার নয়। ওদের সঙ্গে ঝামেলাটা অন্য ব্যাপার নিয়ে। ওরা এসবের মধ্যে নেই। তবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মেয়েটা কিন্তু খুব ভুল করল। মনে মনে ওর ব্যাপারেও আমি একটা অন্যরকম পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম।"

"কী সেটা?"

"পরিকল্পনা যখন ভেস্তে গেল তখন আর ও নিয়ে আলোচনা করে লাভ কী? এখন ঘড়ি দ্যাখ, ক'টা বাজে।"

"পৌনে বারোটা।"

"কোনও মানে হয়? হাওড়া থেকে এইটুকু পথ আসতে তিন ঘণ্টা লেট। অমৃতসর তা হলে পৌঁছবে কখন?"

ওদের কথাবার্তা শুনে বাবলু একটু নিশ্চিন্ত হল। কেন না সন্দেহের তিরটা যে ওদের দিকে নেই তা ভেবেই আশ্বস্ত হল ও। এবং মনে মনে উৎসাহও পেল। এখন পরিস্থিতির মোকাবিলাটা ওরা ভালভাবেই করতে পারবে।

যে দু'জন পুলিশের পোশাক পরে লাইনে ঘোরাফেরা করছিল তাদের হঠাৎই আসতে দেখা গেল।

বাবলু আরও একটু সাবধান হল এবার।

ওরা আসতেই ওদের একজন বলল, "এবার তুমি যাও জর্জদা। আপ ট্রেনের সিগন্যাল হয়েছে। ডাউনেও একটা মালগাড়ি আসবার সময় হয়েছে। কাজ হাসিল করেই চলে এসো তুমি। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।"

"কীরকম?"

"আমরা চারজন। ড্রাইভার আর ইনস্পেক্টর ছাড়া পুলিশও চারজন। ইঞ্জেকশনের মেয়াদ ওদের শেষ হয়ে হয়ে আসছে। বলো তো আর একবার একটু সুচ বিঁধিয়ে আরও এক দেড় ঘণ্টার জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দিই ওদের। তারপর আমাদের কাজ শেষ হলে এই পোশাকগুলোই আবার ওদের পরিয়ে দিয়ে এই গাড়িতেই যে যেখানে যেমনভাবে বসেছিল ঠিক তেমনভাবেই ওদের বসিয়ে ডাউনলাইনে এই গাড়িটাকে ট্রেন আসবার আগের মুহূর্তে রেখে দিয়ে আসব। তারপর জোর একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে। তার ফলে আমরাও পুলিশ অপহরণ বা অন্য ঝামেলা থেকে মুক্তি পাব।"

যিশু বলল, "কিন্তু সেই মুহূর্তে গেটম্যান যদি গেট বন্ধ করে দেয়?"

"দেবে না। তার কারণ এত রাতে এ পথে কোনও যানবাহন চলাচল করে না। তা ছাড়াও গেটটা ভেঙে পড়ে আছে অনেকদিন ধরে। ওদিকটা সামলে নেব আমরাই। তুমি আর দেরি কোরো না। লাইনে চলে যাও।"

জর্জদা নেমে দাঁড়াতেই যিশু বলল, "তুই একা যাস না। আর এখনই পুলিশের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ছোকু বরং গাড়ির কাছে থাকুক। কেন না পরিস্থিতি খারাপ বুঝলে এই গাড়ি নিয়েই আমরা পালাতে পারব। আগের কাজটা আগে হোক।"

রাজকুমার বলল, "এটা অবশ্য মন্দ বলেনি যিশু। কেন না যে লোক আগেভাগে এখানকার পুলিশকে জানিয়ে রাখতে পারে সে যে বডিগার্ডও কিছু সঙ্গে নিয়ে আসছে না তাই বা কে বলতে পারে?"

ছোকু বলল, "এমনও হতে পারে অ্যাটাচিতে টাকার বদলে শুধুই কাগজ পোরা আর আমরাও পুলিশের জালে।"

জর্জদা বলল, "হতে তো অনেক কিছুই পারে। এখন কী হয় সেটাই দেখা যাক। তবে সত্যিই যদি তেমন কিছু হয় তো ওদের পুরো ফ্যামিলিটাকে আমি শেষ করে দেব।"

ওরা চলে গেল।

গাড়ির মধ্যে রইল শুধু ছোকু।

বাবলু ইচ্ছে করলে ওকে কবজা করতে পারত। কিন্তু এখন আর ও আক্রমণের রাস্তায় গেল না। পরে যা হয় তা দেখা যাবে। ও পঞ্চুকে নিয়ে অন্ধকারে মিশেই লাইনের দিকে ছুটল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল বাবলুর জন্য।

বাবলু গিয়ে সবকথা বলতেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল ওরা।

বিলু বলল, "তা হলে?"

"তা হলে এই মুহূর্তে আমাদের দু'দিকেই নজর রাখতে হবে।"

এমন সময় স্টেশনের দিক থেকে জোরালো একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর।

অমৃতসর এক্সপ্রেস ধীর শ্লথ গতিতে এগিয়ে আসছে। লেভেল ক্রসিং পার হয়েই গতি নেবে সে। পরের স্টেশন ঝাঝা। মাঝে একটি ছোট্ট স্টেশন আছে। সেখানে প্যাসেঞ্জার ছাড়া কোনও গাড়িই থামে না।

বাবলু সবাইকে সতর্ক করে চারদিকে নজর রাখতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

জর্জদা পুলিশের পোশাক পরে সদর্পে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।
যিশু ওকে অনুসরণ করতে লাগল।
বাবলুও চলল যথেষ্ট ব্যবধান রেখে।
ওরা কেউ টেরও পেল না। তার কারণ এই মুহূর্তে ওরা এতটাই নিশ্চিন্ত ছিল যে আর কোনওদিক থেকে কোনওভাবে আক্রমণ আসতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা মাথাতেও ছিল না ওদের।
পঞ্চুও নিজেকে প্রস্তুত করে এগিয়ে চলল।
একটু পরেই নজরে পড়ল স্টেশনের দিক থেকে কে যেন একটা ব্রিফকেস হাতে দ্রুত এদিকে আসছে।
ওই-ওই তো আসছে। নিশ্চয়ই প্যাসির বাবা।
ঠিক তাই। না হলে ওইভাবে আসবেই বা কে? ভদ্রলোক একাই আসছেন। সঙ্গে কোনও বডিগার্ড নেই। কিচ্ছু নেই। তবে কি ব্রিফকেস ভর্তি করে সত্যসত্যই জর্জদার চাহিদা মতো টাকা এনেছেন? কে জানে?
একসময় মুখোমুখি হলেন দু'জনে।
পঞ্চু একবার বাবলুর দিকে তাকাল। যদি কোনও নির্দেশ পায়। বাবলু ইশারায় চুপ থাকতে বলল ওকে।
জর্জদা বলল, "টাকা এনেছেন?"
প্যাসির বাবা বললেন, "আপনি?"
"আমি এখানকার সেকেন্ড অফিসার। যারা আপনাকে টাকা আনতে বলেছিল তারা সবাই এখন আমাদের কবজায়।"
"কিন্তু আমি তো পুলিশকে কিছু জানাইনি। তা হলে আপনি খবর পেলেন কী করে?"
"সে কী! আপনি খবর দেননি?" বলে কী যেন ভেবে জর্জদা বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই আপনার কোনও হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবের কাজ।"
"তা হবে।"
"কত টাকা আছে এতে?"
"তোমার চাহিদা মতো তিন লাখ।"
"আমার চাহিদা মতো?"
প্যাসির বাবা হেসে বললেন, "পুলিশের ছদ্মবেশে কে তুমি শয়তান তা তোমার কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, পুলিশকে আমি সত্যিই কিছু জানাইনি। এখন আশা করি তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও বিরোধ নেই। আমার মেয়ে কোথায়?"
"আগে টাকাটা দিন।"
"আগে আমার মেয়েকে দাও।"
"মেয়ের ওপর খুব যে দরদ দেখছি। এখন আমার বোনকে যদি ফিরিয়ে দিতে পারেন তবেই আপনার মেয়েকে ফেরত পাবেন।"
"তোমার বোন মৃত।"
"আপনিও তা হলে ডেড বডি হন।"
জর্জদার কথা শেষ হওয়ামাত্রই প্যাসির বাবা সজোরে একটা ঘুষি মারলেন ওর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যিশু ও রাজকুমার ঝাঁপিয়ে পড়ল রণক্ষেত্রে।
আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই জর্জদা ওর রিভলভার তাগ করল।
আর সেই মুহূর্তেই ট্রিগারে চাপ দেবার আগে অন্ধকারের আতঙ্ক পঞ্চু এক লাফে কামড়ে ধরল জর্জদার হাতটাকে। কবজিতে দাঁত বসিয়ে এত জোরে কামড় দিল যে রিভলভার খসে পড়ল হাত থেকে। কিন্তু ততক্ষণে সশব্দে একটা গুলি ছিটকে বেরিয়ে এসে লাগল সাইডিং-এ রাখা একটা ওয়াগনের গায়ে।
এরই মধ্যে জর্জদা প্যাসির বাবার হাত থেকে ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে যিশুর দিকে।
যিশু সেটা লুফে নিয়ে অপেক্ষমান সেই জিপ গাড়ির দিকে ছুটতেই ভোম্বল অতর্কিতে ওর পায়ের ফাঁকে একটা পা গলিয়ে দিল। যেই না দেওয়া অন্ধকারে লাইনের ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। এত জোরে পড়ল যে আর উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা রইল না।
ভোম্বল ওর হাত থেকে ব্রিফকেসটা নিয়েই লাফিয়ে পড়ল লাইনের একপাশে। আর একটু দেরি করলেই হয়েছিল আর কী। কেন না ঝমঝম শব্দে ডাউনের একটা মালগাড়ি তখন ছুটে আসছে অন্ধকার বিদীর্ণ করে।

লাইনের দু'দিকে হাত রেখে প্রাণান্ত এক চিৎকার করে উঠল যিশু। "হেল্প মি। হেল্প মি প্লিজ...!" কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেল।

ট্রেন চলে গেলে দ্যাখা গেল দু' হাত কাটা যিশু উর্ধ্বনেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মরেনি। তবে ভয়ে ও যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন।

এদিকে জর্জদার রিভলভার তখন বাবলুর হাতে।

বাবলু সেটা নিয়ে ওর দিকেই তাগ করে বলল, "আমাকে ঠিক এখানে এই পরিবেশে তুমি দেখতে পাবে বলে আশা করোনি তাই না?"

জর্জদার দু' চোখে ক্রোধের আগুন। বলল, "শয়তান ছেলে। এইসব কাণ্ডের মূলে তা হলে তুই।"

"আমি একা নই। আমরা সবাই।"

যিশু ওখানে হাত কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। জর্জদা এখানে বাবলুর কবজায়। সেই অবসরে রাজকুমারের সঙ্গে প্যাসির বাবার খণ্ডযুদ্ধ লেগে গেছে খুব। কিন্তু পেশাদার একজন গুন্ডার সঙ্গে প্যাসির বাবা পেরে উঠবেন কেন? তাই সমানে মার খেয়ে যেতে লাগলেন।

তবে কিনা বেশিক্ষণ মার খেতে হল না। বিলু, বাচ্চু আব বিচ্ছু ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজকুমারের ওপর।

তার ওপর এসে জুটল পঞ্চু। নেকড়ের মতো লাফিয়ে বাজকুমারের গলার টুঁটি কামড়ে ধরতেই ওর সমস্ত লম্ফঝম্ফ শেষ।

এদিকে এদের এই খণ্ডযুদ্ধে, পঞ্চুর হাঁকডাকে ও ছিটকে পড়া সেই গুলির শব্দে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে ইয়ার্ডেও। যতই ছোট স্টেশন হোক না কেন কিছু স্টাফ তো আছেনই। দু'-একজন পুলিশ নিয়ে সবাই ছুটে এলেন।

একজন রেলপুলিশ বলল, "ক্যা হুয়ারে ভেইয়া! ডাকাইতি হো রহে ক্যা?"

স্টেশনমাস্টারও এসেছিলেন টর্চ ও আলো হাতে।

বাবলু বলল, "চারজন ডাকাতের তিনজন আমাদের কবজায়। বাকি একজন লেভেল ক্রসিং-এব কাছে পুলিশের জিপে ড্রাইভারের আসনে বসে আছে। ওরা টহলদাবি পুলিশের জিপ আক্রমণ করে সেটিকে দখল করেছে। আর পুলিশকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে তাদের ইউনিফর্ম পরে নিজেরা পুলিশ সেজে এইসব নাটক করেছে। আপনারা শিগগির গিয়ে ওদের উদ্ধার করুন।"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "হাউ ডেঞ্জারাস। কাঁহাপর হ্যায় ও লোগ?"

পঞ্চুই তখন সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বেলের যে খালাসি ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে বিহারি লজে পৌঁছে দিয়েছিল সে তো এদের কাণ্ড দেখে খুব খুশি।

এদিকে সকলের এই অন্যমনস্কতার অবসরে জর্জদা হঠাৎই অন্ধকারে লাইনের ওপর দিয়ে ছোটা শুরু করল। কিন্তু করলে কী হবে? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে পালানো কি এতই সহজ?

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই তাড়া করল ওকে।

বাবলু চিৎকার করে উঠল, "জর্জদা! পালিয়ো না। ভাল চাও তো ধবা দাও।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

জর্জদার এখন পালিয়ে বাঁচা ছাড়া কোনও গতি নেই।

বাবলু বলল, "তুমি ছুটো না জর্জদা। আমাদের সঙ্গে ছুটে পেরে উঠবে না।"

ছুট ছুট ছুট। জর্জদার ছোটার গতি আরও বেড়ে গেল।

বাবলু হেঁকে বলল, "আমার কিন্তু ডান হাতে পিস্তল বাঁ হাতে রিভলভার। দুটোই চালাতে পারি আমি।"

জর্জদা কর্ণপাতও করল না ওর কথায়।

অগত্যা জর্জদার সেই রিভলভারইটাই প্রয়োগ করল বাবলু। কিন্তু কাজ হল না। সেটিতে যে গুলিটা পোরা ছিল তা তখন ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াতেই শেষ হয়েছে। আর তারই কারণে বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, "ডিসুম।"

একটি গুলিতেই কাজ হল। গুলিটা ওর পায়ের হাঁটুর খাঁজে গিয়ে লেগেছে। তাই সশব্দে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জয়নাল ওরফে জর্জদা ওরফে প্যাসির সেন্টুমামা।

ততক্ষণে অনেক লোকজন পুলিশ রেলকর্মচারী সবাই ছুটে এসেছে। বন্দি পুলিশরাও অজ্ঞানতার ঘোর কাটিয়ে ছুটে এসেছে সবাই। রাজকুমার, যিশু, জর্জ সবাই ধরা পড়ল। গোলমাল দেখে পালিয়ে বাঁচল

ছোকুটা। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের।

প্যাসির বাবা তো বাবলুকে জড়িয়ে ধরে কী যে করবেন কিছু ভেবে পেলেন না। বললেন, "তুমি কে ভাই? আমার এই বিপদে আমাকে এমনভাবে রক্ষা করলে?"

বাবলু বলল, "আমি নই, আমরা। আমরা সবাই। পাণ্ডব গোয়েন্দা।" তারপর বলল, "কুসুমের মুখ থেকেই আমাদের পরিচয় পাবেন। এখন আসুন আমাদের সঙ্গে। কুসুম আর প্যাসি আমাদের জিম্মাতেই আছে।"

পুলিশের লোকেরা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিনন্দন জানিয়ে ধৃতদের নিয়ে বিদায় নিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও প্যাসির বাবাকে নিয়ে ফিরে এল বিহারিকুঠিতে।

প্যাসির বাবা তো মেয়েকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তারপর কুসুমের মুখে সব শুনে বললেন, "জর্জ, মানে সেন্টু ছেলেটা বদ সঙ্গে পড়ে খারাপ হলেও প্যাসিকে কিন্তু সত্যিই ভালবাসে ও। তা ওর পরিকল্পনামতোই কাজ করব আমি। প্যাসিকে কার্সিয়াঙেই পাঠিয়ে দেব। ওখানেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে কুসুমও থাকবে। আমরা সবাই মাঝে মাঝে সেখানে যাব। দেখাশোনা করব। ভালই হবে। মেয়েটা মারের হাত থেকে বাঁচবে। লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। কুসুমও পাহাড় ভালবাসে, প্রকৃতি ভালবাসে। ভালই হবে ওর। কীরে কুসুম? রাজি তো?"

প্যাসির বাবার এই প্রস্তাবে কুসুম তো এক কথায় রাজি।

প্যাসির বাবা আরও বললেন, "সেন্টুটার ওপর আমার কোনও রাগ নেই। ওর যদি সুমতি হয়, ওকে যদি জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি। তা হলে ওর সঙ্গেই কুসুমের বিয়েটা দিয়ে দেব। তা হলে আর যাই হোক আমার ওপর থেকে ওর ভুলটা ভাঙবে। কী! এই ব্যাপারে তোমাদের কী মত?"

বাবলু বলল, "সবাই আমরা একমত।"

কুসুম বলল, "বড্ড ফাজিল হয়েছ তোমরা, না? এই দ্যাখো ভোর হয়ে আসছে। তোমাদের এই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণাটা তা হলে আমিই করি? থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা। হিপ হিপ হুররে।"

পঞ্চুও ওর সায়ে সায় দিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"



পাণ্ডব গোয়েন্দা ৩০

একচল্লিশ অভিযান

নিম্নচাপের প্রভাবে বেশ কয়েকদিন অসম্ভব রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর আকাশটা সেদিন পরিষ্কার ছিল। সকালের সোনার রোদে ঝলমল করছিল চারদিক। বাবলু ওর ঘরে বসে খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছিল। এমন সময় ওর কানে এল, "এটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি?"

বাবলু কাগজ রেখে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল ওদেরই বয়সি একটি ছেলে ও মেয়ে বাইরে গ্রিলগেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, এটাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি। ভেতরে এসো।"

ছেলেমেয়ে দুটি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

"কী হল?"

ওরা ভয়ে ভয়ে বলল, "কিছু না।" বলে বলল, "এখানে পঞ্চু নেই তো?"

বাবলু হেসে বলল, "পঞ্চুকে তোমাদের ভয়! তোমরা যদি ভাল ছেলেমেয়ে হও তা হলে তোমাদের পঞ্চুকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তোমরা নির্ভয়ে চলে আসতে পারো। কেন না পঞ্চু ভালদের কখনও কিছু বলে না। শুধুমাত্র দুষ্ট লোকরাই ওর টার্গেট।"

ছেলেমেয়ে দুটি তবুও ইতস্তত করতে লাগল।

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু তখন রান্নাঘরে ওর মায়ের পাশে বসে গত রাতের বাসি রুটিগুলো জেলি মাখানো হলে খাচ্ছিল। বাবলুর ডাক পেয়েই ছুটে এল সে।

বাবলু বলল, "দ্যাখ তো, বাইরে কারা যেন এসেছে। ওদের ভেতরে নিয়ে আয়।"

পঞ্চু একবার তাকিয়ে দেখেই অভ্যর্থনা করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। তারপর গেটের কাছে গিয়ে দু'পায়ে খাড়া হয়ে ছেলেমেয়ে দুটিকে খুব কাছ থেকে দেখল। দেখেই সামনের পায়ের থাবা দিয়ে গ্রিলের ছিটকিনি খুলে খানিকটা পিছিয়ে এসে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

বাবলু বলল, "এবার চলে এসো। ও তোমাদের ভেতরে আসতে বলছে।"

ছেলেমেয়ে দুটি অভয় পেয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে এল। তারপর ধীরে ধীরে বাবলুর ঘরে এসে ঢুকল।

বাবলু বলল, "বসো।"

ওদের পিছু পিছু পঞ্চুও এসেছিল।

বাবলু ইশারায় পঞ্চুকে যেতে বললে পঞ্চু চলে গেল।

ছেলেমেয়ে দুটি বাবলুর ঘরে সোফার ওপর বসল বেশ লাজুক লাজুক মুখ করে।

মেয়েটি অকারণেই একবার একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

ছেলেটি বলল, "বাইরে পাণ্ডব গোয়েন্দা নেমপ্লেট না থাকায় আমরা ভাবছিলাম ভুল করে বোধ হয় অন্য কোথাও চলে এসেছি।"

বাবলু বলল, "না। তোমরা ঠিক বাড়িতেই এসেছ। এটাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি। তবে কিনা পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো সবাই এক বাড়িতে থাকে না। এক একজন এক এক বাড়িতে থাকে। শুধু বাচ্চু-বিচ্ছুরা দু'বোন বলেই যা একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকে। তা বলো, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কার কাছে এসেছ তোমরা? কার সঙ্গে দ্যাখা করতে চাও?"

"আমরা বাবলুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তা হলে ঠিক বাড়িতেই এসেছ। আমিই বাবলু।"

এমন সময় মা ঢুকলেন বাবলুর ঘরে। হাতে ডিশভর্তি খাবার। সেটা টেবিলে রেখে বললেন, "এরা কারা?"

"আমার সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছে। ওদের জন্যও কিছু খাবার নিয়ে এসো মা।"

ওরা বলল, "না না, আমরা এইমাত্র খেয়ে আসছি।"

মা বললেন, "তাতে কী? এ বাড়িতে কেউ এলে সে না খেয়ে যেতে পারে না। তোমরা বসো।"

একটু পরেই মা ছেলেমেয়ে দুটির জন্য চা টোস্ট আর সন্দেশ নিয়ে এলেন।

বাবলুর প্রাতরাশটা বরাবরই একই রকম। দুটো মাখন টোস্ট, একটা ডিম সেদ্ধ, দুটো কাঁঠালি কলা আর বড় সন্দেশ একটা। বাবলু হেসে ছেলেমেয়ে দুটিকে বলল, "দেখছ কী, এ আমি রোজই খাই। সম্ভব হলে তোমরাও খাবে। আগে শরীর রক্ষা, তারপরে অন্যকিছু। অথচ এ এমন কিছু ব্যয়বহুলও নয়। তোমরা চা খাও?"

"না। চা আমরা কেউ খাই না।"

"খুব ভাল। চায়ের ব্যাপারে জোর করব না। এবার বলো দেখি কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

"আমরা আসছি কাঁটাপুকুর বসন্তরায়তলা থেকে।"

"কী নাম তোমাদের?"

"আমাদের নাম কৌস্তুভ আর কৌস্তুরী। দু' ভাইবোন আমরা।"

"বাঃ। বেশ চমৎকার নাম তো?"

নামের প্রশংসায় দু'জনেই হেসে মুখ নামাল।

বাবলু বলল, "এবার বলো, কীজন্য এসেছ তোমরা?"

"আমরা অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, একটি বিশেষ প্রয়োজনে।"

"কী রকম!" বাবলু ওদের মুখের দিকে তাকিয়েই টোস্টে কামড় দিল।

ওরা খেতে খেতেই বলল, "গৌতম নামে আমাদের এক বন্ধু কাসুন্দিয়ায় থাকে। কিছুদিন আগে সে তাব মামার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যায়। সেখানে ভুলভুলাইয়া দেখে চিকন মার্কেটে গেলে হঠাৎ কিছু দুষ্কৃতীর সঙ্গে ওর মামার গোলমাল বাধে। তাবই পরিণতিতে ওর মামা প্রচণ্ড মারধোর খেযে কোনওরকমে প্রাণ নিযে পালিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের বন্ধু গৌতমকে নিয়ে আসতে পারে না।"

"সে কী। ওকে ওখানে অসহায়ভাবে ফেলে রেখেই চলে এল ওর মামা? থানা পুলিশ কবেনি?"

"করেছিল। কিন্তু কোনও সুবিধে হয়নি।"

বাবলু কী যেন ভাবতে লাগল।

কৌস্তুভ বলল, "ওর মা বাবা একেবারে ভেঙে পড়েছেন ওর ব্যাপাবে।"

"সে তো পড়বেনই।"

"ওঁদের ধারণা ছেলেটাকে নিশ্চয়ই গুম করেছে কেউ।"

"তাতে লাভ?"

"তা জানি না।"

বাবলু চা খেতে খেতে বলল, "কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা কী করতে পাবি বলো?"

"জানি না কী করতে পার। তবে তোমাদের অনেক ঘটনার কথা তো আমরা বইতে পড়েছি, তাই বলছিলাম—।"

"আমরা যদি অভিযান চালিয়ে তোমাদের ওই বন্ধুটিকে খুঁজে বের করে আনি, এই তো?"

"ঠিক তাই।"

"এই ব্যাপারে আমরা অবশ্য কতটা সফল হব তা জানি না, তবুও দায়িত্ব নিতে পারি। কিন্তু এতে তো অনেক খরচের ব্যাপার আছে।"

ওরা দু'ভাইবোন মুখ নামিয়ে বলল, "যদি ওর মা বাবা খরচ করতে রাজি হন?"

"তা হলে অবশ্য আমাদেব দিক থেকে কোনও অসুবিধেই হবে না।"

ওরা দু'ভাইবোনে দারুণ খুশি হয়ে বলল, "ওঃ বাঁচালে তুমি।"

বাবলু বলল, "তবে এই গুরুদায়িত্বটা নেবার আগে ওর মামার সঙ্গে একবার আমাদের দ্যাখা করা দরকার।"

"মামা তো খড়গপুরে থাকেন।"

"দরকার হলে আমরা খড়গপুরেই যাব। এখন ওর বাবা মা রাজি আছেন কি না জানিয়ো।"

"রাজি তো হওয়া উচিত। তবে তোমাদের খরচের ব্যাপারে আমবা একটা আন্দাজ করতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই। দিন দশ বারো থাকলেও আমাদের পাঁচজনের খরচ হবে প্রায় হাজার দশেক টাকা।"

"কিন্তু অত টাকা ওর বাবা যদি দিতে না পারেন?"

"তা হলে তোমাদের বাবা মাকে বলবে জোগাড় করে দিতে।"

"আমাদের বাবা মা দেবেনই না।"

"না দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদেরও কিছুই করবার থাকবে না। কেন না নিজেদের ব্যাঙ্কের টাকা খরচ করে তা পরের ঝক্কি ঘাড়ে নেব না। অনেক মানুষের অনেক সমস্যাই থাকে। সবার সব ব্যাপারে আমরাই বা নাক গলাতে যাব কেন? তা ছাড়া এইসব কাজে আমাদের জীবনের ঝুঁকি কতটা নিতে হয় তা জান?"

"সে তো জানি। তোমাদের বইগুলো তো সব পড়ি আমরা। ঠিক আছে। আমরা তা হলে আসি?"

"এসো।"

বাবলু ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

বিকেলবেলা পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন মিত্তিরদের বাগানে গাছপালার পরিচর্যা করছে তেমন সময় কৌস্তুভ এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে সেখানে এল।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! ইনি কে?"

কৌস্তুভ বলল, "ইনি গৌতমের মা।"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য! ওঁকে এখানে নিয়ে এলে কেন?"

"আমরা তোমার বাড়িতেই গিয়েছিলাম। সেখানে তোমাব মায়ের মুখে শুনলাম তোমরা এখানে আছ, তাই ওঁকে এখানেই নিয়ে এলাম।"

বাবলু সেই ভাঙাবাড়ির চাতালে একটু পরিষ্কার মতো জায়গা দেখিয়ে বলল, "আপনি এখানে বসুন মাসিমা। আমি আপনার ছেলের ব্যাপারে সব শুনেছি। তবে মুশকিল হল অতদূরে যাওয়া নিয়ে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "তবু একটু চেষ্টা করে দ্যাখো না বাবা, যদি খুঁজে পাও ছেলেটাকে। তোমাদের নামডাক আমি শুনেছি। আমার ওই একটিই মাত্র ছেলে। ডেড বডি যখন পাওয়া যায়নি তখন হয়তো সে বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে।"

"কিন্তু...।"

"অনেকগুলো টাকার ব্যাপার, এই তো? তা খরচ-খরচা তো আছেই। আমি আপাতত হাজার দুই টাকা নিয়ে এসেছি। তাও ওর বাবাকে লুকিয়ে। কেন না উনি ঠিক তোমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। বাকি টাকা দু'-একদিনের মধ্যে যেভাবেই হোক জোগাড় করে তোমাদের দিয়ে যাব। না হলে গায়ের গয়না বিক্রি করেও...।"

"না না। গয়না বিক্রি করতে যাবেন কেন?"

"আমার ছেলের চেয়েও কি গয়না বড়? ছেলেই যদি আমার চলে গেল তো গা-ভর্তি গয়না থেকে আমার হবেটা কী?" বলতে বলতেই ভদ্রমহিলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

বাবলু বলল, "শুনুন, এই দু'হাজার টাকাই আমাদের দিন। যদি আমরা আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করতে পারি তা হলে ওর বাবা আশা করি আমাদের খরচের টাকাটা মিটিয়ে দেবেন।"

"সে ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো। উনি দেবেনই। আসলে উনি এখন এমনই ভেঙে পড়েছেন যে ওঁর মাথার ঠিক নেই।"

"এখন বলুন, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কি আমাদের দ্যাখা হতে পারে?"

"না। তার সঙ্গে দ্যাখা করতে গেলে তোমাদের খড়গপুর যেতে হবে। ও এখানে আসবে না।"

"আসবে না কেন?"

"আসলে ও একটু বদমেজাজি বলে গৌতমের বাবা ওকে একদম সহ্য করতে পারেন না। ওর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার ব্যাপারে উনি ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলেন। শুধু আমিই জেদ করে পাঠিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু সেখানে যে আমার এমন সর্বনাশ হবে তা কে জানত? আজ বুঝতে পারছি অনেক ভেবেচিন্তে কেন আমার বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।"

"সে কী!"

"ও তো এখন আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ইঁদায় থাকে।"

"ওর নাম?"

"গোরাচাঁদ মিত্র। সবাই ওকে গোরা মিত্তির বলেই ডাকে। একটা কাগজ দাও, আমি ওর ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।"

বিলুর পকেটে কাগজ আর ডটপেন ছিল, এগিয়ে দিল।

গৌতমের মা সেই কাগজের ওপর মুক্তোর মতো অক্ষরে ঠিকানাটা লিখে দিলেন। তারপর বাবলুর হাতে ঠিকানা লেখা কাগজ আর দু'হাজার টাকা দিয়ে বললেন, "আমি তা হলে আসি?"

বাবলু বলল, "আসুন।" তারপর বলল, "আমি কালই একবার খড়গপুর থেকে ঘুরে এসে তারপর যাবার দিন ঠিক করব।"

কৌস্তুভকে নিয়ে গৌতমের মা চলে গেলেন।

ওঁরা একেবারে চোখের আড়াল হয়ে গেলে বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে বাবলু? কীসের টাকা? কীসের কী? এই ভদ্রমহিলাই বা কে? আর ওই ছেলেটি?"

বাবলু বলল, "ওঃ হো। তোদের তো বলাই হয়নি। এই ভদ্রমহিলা কাসুন্দিয়ায় থাকেন। ওঁর একমাত্র ছেলে গৌতম ওর মামার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়ে আর ফেরেনি। মামা ফিরে এসেছে মারধোর খেয়ে। ভদ্রমহিলার ধারণা, ছেলেটিকে কেউ গুম করে রেখেছে। তা ওঁর ওই ছেলের ব্যাপারে আমাদের একটু খোঁজখবর নিতে হবে।"

"ওখানকার পুলিশ রিপোর্ট কী?"

"পুলিশের ওপর কেন জানি না এঁরা খুব একটা জোর দিচ্ছেন না।"

"সে কী!"

"তাতেই মনে হচ্ছে বেশ একটা রীতিমতো গোলমেলে ব্যাপাব আছে ওই মামাটিকে কেন্দ্র করে।"

"কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে কতদূর কী করতে পারব?"

"তা জানি না। তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? বিশেষ করে উনি যখন আমাদের ওপর নির্ভর করছেন।"

"ধর, যদি আমরা ব্যর্থ হই?"

"সঙ্গে সঙ্গে টাকা ফেরত।"

ভোম্বল বলল, "বাঃ! বেশ বললি তো। টাকাগুলো ফেরত দিলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? মাঝখান থেকে আমাদের যে এককাঁড়ি টাকা গচ্চা যাবে, তার বেলা?"

বিলু বলল, "টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আমরা নেই।"

এই ব্যাপারে বাচ্চু কোনও মন্তব্য না করলেও বিচ্ছু বলল, "হাজার দশেক টাকা খরচের ভয়ে আমরা পিছিয়ে আসব? কখনওই নয়।"

ভোম্বল বলল, "অতগুলো টাকা সস্তা নাকি?"

বিচ্ছু বলল, "সস্তা মোটেই নয়। কিন্তু আমরা কেন মনে করব অন্যের কাজ নিয়ে আমরা কোথাও যাচ্ছি? আমাদের মনে করতে হবে আমরা যাচ্ছি উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ নগরী ভ্রমণ করতে।"

ভোম্বলের এবার মনে ধরল কথাটা। বলল, "হ্যাঁ, এই যুক্তিটা অবশ্য মন্দ নয়। আমরা অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু লক্ষ্ণৌ আমাদের দ্যাখা হয়নি। কবে যাবি তা হলে?"

বাবলু বলল, "যেদিনের টিকিট পাব।"

বিলু বলল, "কখন যাবি টিকিট কাটতে?"

"আমি যাব না। তুই বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে কাল যখন হোক গিয়ে টিকিটের ব্যবস্থা করে আসবি।"

"কোন গাড়িতে যেতে চাস বল?"

"লক্ষ্ণৌ যাবার গাড়ি অনেক আছে। যাতে পাবি, যেদিনের পাবি, কেটে আনবি। আমিই যেতাম। কিন্তু আমি ভাবছি কাল সকালেই ভোম্বলকে নিয়ে একবার খড়গপুর চলে যাব। ওখানে গিয়ে গোরা মিত্তিরকে খুঁজে বের করে ওর মুখ থেকেই সব কিছু শুনে নিতে হবে। কেন না সবের মূলেই তো গোরা মিত্তির।"

পঞ্চু এতক্ষণ শিরদাঁড়া টান করে ওদের দিকে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছিল। এবার বাবলু ওর দিকে তাকাতেই ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল ও।

বাবলু সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে চলল, "হ্যাঁ, আমরা আবার একটা অভিযানের জন্য তৈরি হচ্ছি। বেশ লোভনীয় জায়গায় যাব এবার। তুইও যাবি। কেন না তোকে ছাড়া তো পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কোনও অভিযানই সম্ভব নয়।"

পঞ্চু এবার দারুণ উৎসাহে গা ঝাড়া দিয়ে দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। ওর আনন্দ এখন দেখে কে?

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও আর বসে থেকে সময় নষ্ট করল না। নতুন অভিযানের প্রস্তুতি নিতে যে যার বাড়ির দিকে এগোল।

সন্ধ্যার ধূসর যবনিকা তখন ধীরে ধীরে নেমে আসছে শ্যামল শোভায় শোভিত মিত্তিরদের বাগানের বুকে।

॥ ২ ॥

রাত্রিবেলা একগাদা গাইড বুক ও টাইম টেবল নিয়ে বেশ গভীর মনোযোগে দেখাশোনা করতে লাগল বাবলু। এর আগে লক্ষ্ণৌ-এর ওপর দিয়ে গেছে ওরা কিন্তু প্রয়োজন না থাকায় নামা হয়নি। এবারে উত্তরপ্রদেশের এই রাজধানী শহরই ওদের মূল অভিযান কেন্দ্র।

মা বাবা দু'জনেই ছিলেন ঘরে। পঞ্চুও শুয়েছিল একপাশে।

মা বললেন, "অতদূরে যাচ্ছিস তোরা, আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। কেন না দিনকাল যা পড়েছে...।"

"তাতে কী? আজকের পরিস্থিতি সব জায়গায় একই রকম। আর দূরের কথা বলছ? এর চেয়েও অনেক-অনেক দূরে আমরা গেছি।"

"সে তো আমিও জানি। তবে কিনা সর্বত্র জঙ্গিদের যা উপদ্রব, তার ওপর ওই শহরে গুন্ডা বদমাশ এত বেশি যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না। কত আচ্ছা আচ্ছা লোককে ওরা ভুলিয়ে ভালিয়ে ভয় দেখিয়ে ওদের ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে, খুন করেছে। তারপর ওদের ওখানে কী একটা ভুলভুলাইয়া না কী যেন আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে সকলকে এমন গোলকধাঁধায় ফেলে দেয় যে ওরা রাস্তা চিনিয়ে না দিলে নাকি কেউ পথ চিনে বেরোতে পারে না।"

বাবলু বলল, "তুমি এই যে কথাটা বলেছ, এটা কিন্তু ঠিক। তবে কিনা ভুলভুলাইয়ায় পথ হারালে সে পথ চিনিয়ে দেবার জন্য তো আমাদের পঞ্চু আছে।"

বাবা বললেন, "অন্য কিছু নয়। এখন এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি যে কার যে কখন কী হয় তা কেউই বলতে পারে না। তাই বলি হুট করতেই কেউ কিছু বললে আর এভাবে বেরিয়ে পড়িস না। দেশের পরিস্থিতি সত্যিই খুব খারাপ।"

"পরিস্থিতি হয়তো আরও খারাপ হবে। তাই বলে কি আমরা ঘর থেকে বেরব না? তবে এটা ঠিক, খুব একটা নিশ্চিন্তভাবেও আমরা ঘোরাফেরা করব না। তা ছাড়া আমরা তো চট করে কারও সঙ্গে সংঘর্ষে যাচ্ছি না। আমরা ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে আমাদের অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাব।"

মা বললেন, "তবু বাবা, আমার মনটায় বেশ সায় দিচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য! যতই বদলোক ওখানে থাকুক না কেন, কিছু ভাল লোকও তো নিশ্চয়ই আছে। অতবড় শহরে মানুষজনও কি কম? তারা যদি নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারে তা হলে আমরাও পারব।"

বাবা বললেন, "এমনিতে কোনও ভয়ের ব্যাপার আছে বলে আমি মনে করছি না। তবে প্রতিটি পদক্ষেপ ওখানে খুব সাবধানে ফেলতে হবে তোদের। কেন না যতই তোরা বেড়াতে যাওয়ার ভান করিস, আসলে তোরা যাচ্ছিস মৌচাকে ঢিল ছুড়ে মজা দেখতে। ভয়টা সেখানেই। নিজেদের খেয়ালখুশিমতো হুটহাট করে কোনও বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি নিবি না। ওখানকার পুলিশ প্রশাসনও ওখানকারই মতো। কাজেই ওরাও খুব একটা সহযোগী হবে বলে মনে হয় না।"

মা বললেন, "তার মানে তোমার পূর্ণ সম্মতি আছে। সত্যি, এমন বাবা আমি কারও দেখিনি। ওই তো সেবার ওবাড়ির নতুন বউ ভুলভুলাইয়া গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এল। তারপরেও ওই পাপের জায়গায় ওদের যেতে বলছ? তা ছাড়া আছেটাই বা কী ওখানে? ভাঙাচোরা ইটের পাঁজাগুলো দেখিয়ে ব্যবসা করছে একদল ধান্দাবাজ লোক।"

বাবা হেসে বললেন, "ও বাড়ির নতুন বউ কেন, ওরকম অনেকেই হেনস্তা হয় ওখানকার দুষ্টচক্রের কাছে। তবে কিনা বাবলুদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। ওদের আমি ভালরকম জানি বলেই বাধা দিচ্ছি না। ওরাই হয়তো ওদের হেনস্তা করিয়ে আসবে।"

মা আর কিছু বললেন না।

বাবা মা দু'জনেই পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরেই ভোম্বল শুতে এল ওদের বাড়ি। কেন না কাল খুব ভোরে যাওয়া। ইদানীং মর্নিংওয়াকটা বন্ধ

হয়ে যাওয়ায় ভোম্বলের ঘুম সহসা ভাঙতে চায় না। অতএব ভোরের ট্রেনটা যেভাবেই হোক ধরতেই হবে। বাবলু সেজন্যই ভোম্বলকে আসতে বলেছিল।

ও এলে বাবলু খড়গপুরের যাওয়ার এবং ওখানে নিয়ে কীভাবে কী করবে সেই নিয়ে পরিকল্পনা করতে লাগল। সেইসঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছু গুছিয়ে নিল এক এক করে। কাল সকালেই বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে বিলু যাবে টিকিট কাটতে। কবে এবং কোন গাড়িতে যাওয়া হবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ওদের টিকিট পাওয়ার ওপর। যদি দু'-একদিনের মধ্যেই পায় তা হলে হয়তো তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে অনেক কিছুই নিতে ভুল হয়ে যাবে।

যাই হোক, সে রাতটা বেশ ভালভাবেই ঘুমিয়ে কাটাল ওরা। বাবলুর ঘুম ভোরেই ভাঙে। তবুও সুবিধের জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল ঘড়িতে। পঞ্চু এখন যাচ্ছে না, তাই সে কোনও উৎসাহও দেখাল না। খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই চা পর্ব শেষ করল ওরা। তারপর দু'জনে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল খড়গপুরে যাওয়ার জন্য। বড় রাস্তায় এসে ভোম্বলই বলল, "ট্রেন কোথা থেকে ধরবি?"

বাবলু বলল, "কেন হাওড়া থেকে।"

"আমি বলি কী আমাদের এখান থেকে হাওড়াও যতদূর বামরাজাতলাও ততটাই। তাই আমার মনে হয় হাওড়ায় না গিয়ে রামরাজাতলা থেকেই ট্রেনে ওঠা ভাল।"

"তাতে লাভ কী? হাওড়া থেকে ট্রেনে চাপলে বসে যেতে পাববি। জানলার ধারটা তোকেই দেব। কিন্তু রামরাজাতলা থেকেই ট্রেনে উঠলে যদি ভিড় থাকে তা হলে সাবাটা রাস্তা দাঁড়িয়ে যেতে হবে।"

"যা তুই ভাল বুঝিস। রামরাজাতলায় গেলে টিকিট কাটার সুবিধে হয় খুব। কাউন্টার ফাঁকা থাকে। হাওড়ায় গেলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হয়। আর ভিড়ের কথা বলছিস? এত সকালে তেমন ভিড় হবে না। বসবার জায়গা আমরা ঠিকই পাব।"

বাবলু বলল, "তোর কথার যুক্তি আছে রে। ঠিক বলেছিস তুই। তেমন ভিড় হলেও দূরেব গাড়ি, মাঝপথে অনেকেই নেমে যাবে। তাই বসবার জায়গা পাবই পাব। রামরাজাতলাতেই চল।"

ওরা কথা বলতেই একটা বাহান্ন নম্বর বাস এসে গেল। এত সকালে বাসেও ভিড় নেই। তাই বাসে উঠতেই বসবার জায়গা পেয়ে গেল ওরা। এরপর রামরাজাতলায় নেমে হাঁটা পথেই স্টেশন। কাউন্টাব একদম ফাঁকা। ওরা টিকিট কেটে প্লাটফর্মে আসার একটু পরেই ট্রেন এসে গেল। ভাগ্য ভাল যে গাড়িও ফাঁকা। তাই মনোমতো জায়গা দেখে বসবারও অসুবিধে হল না কিছু।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল খড়গপুরে। খিদেয় তখন পেটের ভেতরটা চনচন করছে। কিন্তু কী-ই বা খাওয়া যায়? ধারে কাছে যে সব খাবার বিক্রি হচ্ছে তাতে ওদের দু'জনেরই রুচি নেই। অবশেষে পায়ে পায়ে গোলবাজারে আসতেই ওরা একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টোর‍্যান্ট দেখতে পেল।

ভোম্বল বলল, "নাস্তাটা এখানেই সেরে নেওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "কী খাবি বল? ইডলি না ধোসা?"

"মাশাল্লা ধোসা। একটা খেলেই পেট ভরে যাবে। তারপর কোনও একটা দোকানে ঢুকে একটু মিষ্টিমুখ করে নিলেই হবে।"

"তবে তাই হোক।"

ওরা দু'জনে রেস্টোর‍্যান্টে ঢুকে ধোসা খেল প্রথমে। তারপর অন্য দোকানে মিষ্টিমুখ করে একটা রিকশা নিয়ে একেবারে ইঁদায়।

খড়গপুরে ইঁদা, পীরবাবা ইত্যাদি জায়গাগুলো সকলেরই পরিচিত। কাজেই ইঁদায় গিয়ে গোরা মিস্তিরের ঠিকানা খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হল না ওদের। কিন্তু এই ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে গোরা মিস্তিরের যে পরিচয় ওরা স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে পেল তা ওদের ধারণারও বাইরে ছিল। তাই বেশ সতর্ক হয়েই গোরা মিস্তিরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল খটখট।

ভেতর থেকে ভারিক্কি গলায় সাড়া এল, "কে?"

বাবলু বলল, "আমরা।"

"আমরা কারা?"

"দরজাটা খুলুন, তবে তো বুঝবেন।"

ফরসা লম্বা রোগাটে চেহারার বদমেজাজি এক যুবক সশব্দে দরজা খুলে দিল। যুবকের মাথায় ফেত্তি

বাঁধা। পরনে পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি। ওদের দিকে একপলক তাকিয়ে যুবক বলল, "কাকে চাই?"

"আপনাকেই।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ, ঠিকানাটা যদি ভুল না হয় তা হলে আপনি নিশ্চয়ই স্বনামধন্য গোরা মিত্তির?"

যুবকের হাতে সিগারেট ছিল। সে সেটাতে একটা টান দিয়ে ওদের দু'জনের মুখের ওপর একরাশ ধোঁয়া ছুড়ে দিল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, আমিই গোরা মিত্তির।"

বাবলু বলল, "আপনার ব্যবহারটা কিন্তু ভদ্রসন্তানের মতো হল না। নেহাত একটু অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমরা এখানে এসেছিলাম তাই, না হলে—।"

বাবলুর কথা শুনে গোরা মিত্তিরের হাত থেকে সিগারেটটা খসে পড়ল। রাগে অন্ধ হয়ে সে বলল, "তোমরা কার সঙ্গে কথা বলছ তা জানো?"

"জানি। বাইরের লোকেদের মুখে কিছু কিছু শুনেই এসেছি। এখন আপনার ব্যবহার দিয়েই সেটা আপনি জানিয়ে দিলেন।"

"তার মানে?"

"তার মানে একজন কুখ্যাত গুন্ডার সঙ্গে কথা বলছি আমরা। এই তো?"

"স্টুপিড। আর একবার ওই কথা মুখে আনলে মুখ ভেঙে দেব দু'জনের।"

বাবলু বলল, "আপনি বেশ মজার লোক তো দাদা। বাইবে গিয়ে মার খেয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসবেন আব দেশে ফিরে আপনার হাঁটুর বয়সি ছেলেদের মুখ ভাঙবেন। লক্ষ্ণৌতে যারা আপনাকে ধরে পেটাল তাদের ক'জনকে আপনি পিটিয়ে এসেছেন?"

জোঁকের মুখে নুন। গোরা মিত্তিরের মুখ চুপসে এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল সে।

বাবলু বলল, "শুনুন দাদা, এখানে এসে আপনার ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে অনেক কিছুই জেনে গেছি আপনার ব্যাপারে।"

গোরা মিত্তির কঠিন গলায় বলল, "কী জেনেছিস তোরা?"

"এই যেমন আপনি মাফিয়া চক্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ওয়াগন ভাঙেন। অনেক উঁচু মহলের লোকেদের সঙ্গেও আপনার গাঁটছড়া বাঁধা আছে। বাজারে যারা কাঁচা আনাজ বিক্রি করতে আসে আপনি তাদের কাছ থেকেও দৈনিক তোলা আদায় করেন। অনেক গুণ আপনার। কত বলব?"

গোরা মিত্তির চিৎকার করে বলল, "আমি কোনও কিছু করে ফেলার আগেই তোরা দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।"

বাবলু বলল, "এত সহজে যাচ্ছি না দাদা। আমরা এসেছিলাম অন্য কাজে। কিন্তু সে কাজের আর দরকার নেই। তবে আপনাকে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি, এরপর থেকে এইসব কাজ আপনি করবেন না। আপনার মতো একজন কুখ্যাত ক্রিমিন্যালের পক্ষেই একটি অসহায় ছেলেকে তার মা-বাবার বুক থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দূর দেশে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা সম্ভব। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। গলায় দড়ি জুটল না আপনার?"

"এসব কথা তোদের কে বলেছে?"

"কেউ না কেউ নিশ্চযই বলেছে। না হলে এতসব আমরা জানলাম কী করে?"

"তোরা কি এটা জানিস, তাকে খুঁজে বের করবার জন্য আমার লোকেরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে?"

"ওসব বাজে কথা আমাদের শুনিয়ে কোনও লাভ নেই দাদা।"

"তোরা ভালয় ভালয় যাবি? না হলে কিন্তু...।" বলেই একটা ঝকঝকে রিভলভার ভেতর থেকে নিয়ে এসে তাগ করল ওদের দিকে। বলল, "আমার নাম গোরা মিত্তির। তোদের মতো চুনোপুঁটিদের খুন করতে আমার হাত একটুও কাঁপে না।"

ভোম্বল নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলু হেসে বলল, "এই রিভলভারটা লক্ষ্ণৌ যাবার সময় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন বোধ হয়?"

গোরা মিত্তির গর্জে উঠল, "এখনও বলছি দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে।"

বাবলু বলল, "ভাবতেও কষ্ট হয়, আপনার মতো একজন হেরো মস্তান বাইরে গিয়ে মার খেয়ে কুকুরের

মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এল বলে। এখনও কিন্তু সময় আছে, মান ইজ্জত বাঁচাতে, হয় রেলে মাথা দিন, নয় তো গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ুন।"

গোরা মিত্তির এবার রিভলভারটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে বাবলুর মুখ লক্ষ্য করে জোরে একটা ঘুষি ছুড়ল। কিন্তু চোখের পলকে বাবলু উবু হয়ে বসে পড়ায় গোরা মিত্তির টাল সামলাতে পারল না। মাঝখান থেকে ঘুষিটা গিয়ে পড়ল সামনের বাড়ির একজনদের দেওয়ালে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল গোরা মিত্তির।

বাবলু বলল, "এইরকম বুদ্ধি নিয়ে আপনি মস্তানি করেন আব ভেড়া ছাগলের দল আপনাকে দেখে ভয় পায়? যাক, আসল কথাটা বলি এবার, আমার নাম বাবলু। আর আমার এই বন্ধুটির নাম ভোম্বল। আমাদের পাঁচজনের একটি দল আছে। আপনার ভাগনের খোঁজখবর নেবার জন্য দু'-একদিনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। যদি আপনি ইচ্ছে করেন তা হলে আজ রাত্রের মধ্যে আপনার সব কথা ফোনে আমাদের জানিয়ে দেবেন। অথবা একটা কাগজে সবকিছু লিখে কাউকে দিয়ে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। কাল দুপুরের মধ্যেই কিন্তু।" বলে ওর নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লেখা একটা কাগজ এগিয়ে দিল গোরা মিত্তিরের দিকে।

গোরা মিত্তির সেটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিল।

বাবলু বলল, "ওটা কুড়িয়ে কাছে রাখুন। একসময় না একসময কাজে লাগবে।"

গোরা মিত্তির বলল, "আমার ভাগনেকে খুঁজে বের করবার দায়িত্ব আমার। এ ব্যাপারে তোরা নাক গলাতে আসছিস কেন?"

"এটাই তো পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাজ।"

গোরা মিত্তির একবার ওদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল, "আমি তোদের বারণ করছি তোরা যাবি না, এটা আমার প্রেস্টিজ ইস্যু।"

এতক্ষণে ভোম্বল কথা বলল, "আপনি এখানে এই ঘরে বসে আপনার ভাগনেকে খুঁজে বেব করবেন?"

"ওকে খুঁজে বের করার জন্য আমাব লোকরা লক্ষ্ণৌ শহর তোলপাড় করছে। আমি এখানে আছি কতকটা বাধ্য হয়েই।"

বাবলু বলল, "করলেই ভাল। তবে আমরা এই কাজ করছি শুধুমাত্র আপনাব দিদি অর্থাৎ গৌতমের মায়ের অনুরোধেই। এতসব খবর যখন জেনেছি, আপনার ঠিকানা যখন পেয়েছি তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা বানিয়ে বলছি না।"

"সবই বুঝলাম। কিন্তু এই কাজ করতে এসে তোরা ভুল করে সাপের গর্তে হাত দিয়ে ফেলেছিস।"

বাবলু হেসে বলল, "সাপের আবার গর্ত আছে নাকি? ওরা তো ইঁদুরের গর্তে লুকোয়। ঠিক আছে, আজকের মতো চলি আমরা।"

বাবলুরা আর না থেকে স্থানত্যাগ করল।

খানিক আসার পর ভোম্বল বলল, "লোকটা সত্যিই ডেঞ্জারাস। তবে কিনা ওকে যা চোটপাট দিয়েছিস না তুই...।"

"ওদের ওইভাবে উত্তেজিত না করলে কোনওকিছু করবার আগ্রহ হয় না ওদের। সেন্টিমেন্টে ঘা দিলে তবেই ওরা মরিয়া হয়।"

ওরা বেশ খানিকটা এসে এক জায়গায় মোড়ের মাথায় থমকে দাঁড়াল।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার! থামলি যে?"

বাবলু বলল। "জাস্ট এ মিনিট। একটু দাঁড়া। খুব একটা দরকারি জিনিস কিনে নিয়ে আসি।"

"কী জিনিস?"

"পরে বলব। এখন জানার দরকার নেই।"

ভোম্বল দাঁড়িয়ে রইল। বাবলু যে কী মতলব করেছে তা কে জানে? আজ এতদিনেও ওর মতিগতি ওরা কেউই বুঝে উঠতে পারেনি।

একটু পরেই বাবলু একটা স্টেশনারি দোকান থেকে কী যেন কিনে সেটা পকেটে রেখে হাসতে হাসতে ভোম্বলের কাছে এসে বলল, "চল।"

ভোম্বল বলল, "একটা রিকশা নিলে হত না?"

"উঁহু। একটু বিলম্বিত লয়েই চল।"

ওরা ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। গোলবাজারের কাছাকাছি আসতেই ওরা দেখল গুন্ডাকৃতি এক বদখত চেহারার যুবক জনবহুল রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুত ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

ভোম্বল একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো বাবলু?"

"ব্যাপার যাই হোক, কোনওদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চল।"

বেশিদূর যেতে হল না। আগন্তুক পেছনদিক থেকে বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন বাহুবন্ধনে চেপে ধরল ওকে।

সে কী দারুণ চাপ। বাবলুর দম যেন বন্ধ হয়ে এল। তবুও বাবলু শান্ত গলায় বলল, "যদি ভাল চাও তো ছেড়ে দাও বলছি।"

আগন্তুক বলল, "ছাড়ব, কিন্তু তোর ডেডবডিটাকে।"

ততক্ষণে ভোম্বলও ঝাঁপিয়ে পড়েছে আক্রমণকারীর ওপব।

আগন্তুক অমানুষিক শক্তির ধারক। তাই এক ঝটকায় ফেলে দিল ভোম্বলকে।

ভোম্বল হুমড়ি খেয়ে পড়ল কয়েকজনের ঘাড়ে। সেখানে তখন অনেক লোকজন। কিন্তু রহস্যের ব্যাপার এই যে কেউই এগিয়ে এল না ওদের সাহায্য করতে। এমনকী ভোম্বল পড়ে গেলে তাকে তুলেও দাঁড় করাল না কেউ। তবুও ভোম্বল ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনারা এত লোক দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন, কেউ গিয়ে ছাড়িয়ে দিতে পারছেন না?"

আক্রমণকারী কঠিন গলায় বলল, "আমি যাকে ধবি তাকে ছাড়িয়ে দিতে কেউই এগিয়ে আসে না।"

ভোম্বল বলল, "তবে রে।" বলেই আক্রমণকারীর পায়ের খাঁজে সজোরে একটি লাথি মেরে গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

সেই সুযোগে বাবলুও ওর কবলমুক্ত করল নিজেকে।

আক্রমণকারী এবার আরও হিংস্র হয়ে বাবলুকে ছেড়ে ভোম্বলের গলা টিপে তাকে শূন্যে উঠিয়ে নিল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ভোম্বলের চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এল এবার। উঃ কী কষ্ট!

কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য।

হঠাৎই আক্রমণকারী ভোম্বলকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। দেখা গেল ওর দুটো গালই ফালা ফালা হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা ছুরির সাহায্যে চকিতে যা করবার তা করে দিয়েছে বাবলু।

মুক্ত হয়েও ভোম্বলের গামাথা তখন ঘুরছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

বাবলু আক্রমণকারীকে বলল, "তোমার গোরা মিত্তিরকে বলে দিয়ো আমাদের সঙ্গে এইরকম চালাকি যেন আর দ্বিতীয়বার করতে না আসে। টার্গেট করেছিলাম চোখদুটো। পরে ভাবলাম লঘুপাপে অতটা গুরুদণ্ড না দেওয়াই ভাল।" বলে ভোম্বলের হাত ধরে একটা রিকশায় উঠে সোজা রেলওয়ে স্টেশনে।

হাওড়াগামী একটি মেদিনীপুর লোকাল তখন ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। ওরা গিয়ে টিকিট কেটে কোনওরকমে ট্রেনে উঠে দু'জনে দুটো সিট নিয়ে বসল।

ভোম্বল বলল, "শয়তান আমার ঘাড় গলা এমনভাবে টিপে ধরেছিল যে গলাটা রীতিমতো ব্যথা হয়ে গেছে। উঃ। আর একটু হলেই মরে যেতাম।"

বাবলু বলল, "এমনটা যে হবে তা ভাবিনি। গোরা মিত্তির যে এত খারাপ কে তা জানত?"

"তুই যদি পিস্তলটা নিয়ে আসতিস না, তা হলে আমরা যে কী জিনিস তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যেত বাছাধনরা।"

"তা যেত। তবে কিনা এখানে পিস্তল চালাবার কোনও সুযোগই ছিল না। প্রকাশ্য রাজপথে ডিসুম ঢুসুম তো করে দিলেই হয় না। কেসটা ঘুরে যেত অন্যদিকে।"

"কিন্তু তুই ছুরি জোগাড় করলি কোত্থেকে?"

বাবলু মুখ টিপে হাসল।

ভোম্বল বলল, "বুঝেছি। বিপদের সম্ভাবনা টের পেয়েই তুই তখন আমাকে দাঁড়াতে বলে একটা দোকানে গিয়ে...।"

"সংগ্রহ করেছি ওটা। কেন না আমি জানতাম গোরা মিত্তির অথবা ওর দলের কোনও লোক পিছু নেবেই আমাদের। তাই প্রথমে রিকশা না নিয়ে ইচ্ছে করেই হেঁটে আসছিলাম।

ট্রেন ছাড়ল। এবং ঘণ্টা তিনিকের মধ্যেই পৌঁছে গেল হাওড়া স্টেশনে।

বাড়ি এসে প্রথমেই গৌতমের মাকে ফোন করল বাবলু।

ওদিক থেকে পুরুষ কণ্ঠে উত্তর এল, "কাকে চাই?"

"মাসিমাকে একটু দিন না?"

একটু পরেই মাসিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যাঁ, বলছি। কে তুমি?"

"আমি বাবলু।"

"ও। বলো বলো।"

"আমরা এইমাত্র খড়গপুর থেকে আসছি। শুনুন, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার এই কেসটা আমরা নিতে পারছি না।"

"কেন বাবা?"

"তার কারণ আপনার ভাই সম্বন্ধে কোনও কিছুই আপনি আমাদের বলেননি। ওখানে গিয়ে ওর ব্যাপারে যা শুনলাম বা ওর কাছ থেকে যে ব্যবহার পেলাম তা মোটেই ভাল নয়। শুধু তাই নয় আমাদের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।"

"সে কী!"

"আমি একটুও বানিয়ে বলছি না।"

"বাবলু শোনো, প্লিজ...।"

"শোনবার মতো কিছুই আর নেই। আপনার টাকা আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ফেরত দিয়ে আসব। আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনার ভাই নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে এমন কিছু খারাপ কাজ করেছে যার ফলে গৌতমকে ওখানে আটকে রেখেছে কেউ। এদিকে আপনার ভাইও হয় প্রাণের ভয়ে, নয় তো পুলিশের ভয়ে ওখানে যেতে পারছে না। এবং সেটা হয়তো আপনারাও অনুমান করতে পেরেছেন। যার জন্য আপনারাও যেতে পারছেন না। সে কারণেই পুলিশের সাহায্য না নিয়ে আমাদের সাহায্য চাইছেন। তা ছাড়া আপনার ভাই তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে এই ব্যাপারে আমরা যেন নাক না গলাই। গৌতমকে খুঁজে বের করার জন্য তার লোকরাই নাকি কাজ শুরু করে দিয়েছে সেখানে।"

"সব মিথ্যে। ও মিথ্যে কথা বলেছে তোমাদের। বাবলু শোনো...।'

"আপনার কোনও কথাই আমি শুনব না। আগে যখন পরিষ্কার করে সবকিছু বলেননি, তখন শোনাশুনির পালা এখানেই শেষ হোক।"

বাবলু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

॥ ৩ ॥

বিকেলে বিলুর ডাকে ঘুম ভাঙল বাবলুর। দেখল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওর কাছে।

বাবলু বলল, "ব্যাপার কী?"

"সেটা তো আমরাই জিজ্ঞেস করব ভাবছি। কখন থেকে ডাকছি তোকে।"

"আসলে দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাস তো নেই, তাই খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বোস তোরা। মুখ হাত ধুয়ে আসি।"

বাবলু উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে বলল, "টিকিট পেয়েছিস?"

"না।"

"ভালই হয়েছে। এ কাজের দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি না।"

ভোম্বল বলল, "কেন? ওই গোরা মিত্তিরের কথা শুনে?"

"ঠিক তাই। এটা তো ওদেরই ব্যাপার। ওরাই যখন চাইছে না তখন আমাদের কী দায়?"

"কে বললে চাইছে না? না চাইলে গৌতমের মা শুধুশুধু আমাদের কাছে আসেন?"

"একা উনি চাইলে কী হবে? গৌতমের বাবা, মামা, এরা...?"

"ওদের কথা ছাড়।"

"তা হলে গৌতমের মা'ই-বা ওঁর ভাইয়ের ব্যাপারটা আমাদের কাছে চেপে গেলেন কেন?"

"সেটা হয়তো খানিকটা লজ্জায়।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে গম্ভীর গলায় বলল, "রীতিমতো গোলমেলে ব্যাপার।"

বিচ্ছু বলল, "সেইজন্যই তো এই কাজের দায়িত্বটা আমাদের বেশি করে নিতে হবে।"

বাবলু এবার সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "রাগে এখনও আমার মাথাটা টন টন করছে।"

ভোম্বল বলল, "আমারও তো গলাটা টন টন করছে।"

বাবলু আর কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

বিলু বলল, "তুই খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে। এমনও তো হতে পারে গৌতমের মা তাঁর ভাইয়ের অধঃপতনের এই পরিচয়টা আদৌ জানতেনই না।"

বাবলু বলল, "হতে পারে। কিন্তু তাঁরাই বা তাঁদের ছেলের খোঁজে লক্ষ্ণৌ না গিয়ে এখানে বসে আছেন কেন? কেনই বা তাঁরা সেখানকার পুলিশ সি আই ডি-র শরণ না নিয়ে আমাদের সাহায্য চাইছেন? তা ছাড়া গৌতমের বাবাও এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করেননি। অতএব আমার মনে হয় এদের এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।"

বাচ্চু বলল, "আমারও ওই একই মত। যারা আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসবেন আমরা তাদেরই পাশে গিয়ে দাঁড়াব। তা না হলে আমাদেরই বা মাথাব্যথা কীসের? তবে একটা কাজ করা যেতে পারে, অভিযান না হোক, ভ্রমণের সুবাদেই আমরা বরং লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে আসি। আব সেই ফাঁকে সময় সুযোগ পেলে ভেতরে ভেতরে খোঁজখবর নিয়ে দেখি আসল রহস্যটা কী?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এটা কিন্তু মন্দ বলিসনি তুই। তোব এই প্রস্তাবটা আমি মানতে রাজি আছি।"

এমন সময় বাবলুর বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "আমিও তাই বলি। বেড়াতে যাওয়াটা বন্ধ কোরো না। ভ্রমণ হচ্ছে শিক্ষার এবং মানসিক উন্নতির একটি অঙ্গ। যাও না সবাই মিলে বাদশাহী নগরীর সৌন্দর্য একটু উপভোগ করে এসো।"

ভোম্বল রেগে বলল, "কিন্তু বিলুটা কোনও কাজের নয়। ও আমাদের টিকিটেরই ব্যবস্থা করতে পারেনি।"

বাবা বললেন, "সে কী! এতগুলো গাড়ি তার কোনওটাতেই টিকিট নেই?"

বিলু বলল, "আমি অমৃতসর মেলের টিকিট চেয়েছিলাম। তাতে সব ওয়েটিং লিস্ট। হিমগিরিতেও তাই। এরপর অন্য গাড়ির কথা বলতেই বিরক্ত হলেন ওঁরা। পাবলিকও অধৈর্য হয়ে উঠল। কাজেই...।"

বাবা বললেন, "এমনই যখন অবস্থা তখন টিকিট কাটার ব্যাপারটা আমারই ওপর ছেড়ে দে তোরা।"

বাবার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হল সবাই। বাবা যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন যে কোনও একটা গাড়িতে রিজার্ভেশন ওরা পাবেই।

এরপব পঞ্চুকে নিয়ে সবাই রোজকার মতো গিয়ে হাজির হল মিত্তিরদের বাগানে। সেখানে জোর আলোচনা বসল ওদের। বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু যদিও ভোম্বলের মুখে গোরা মিত্তিরের প্রসঙ্গে সব শুনেছিল তবুও আরও একবার সকলকে বাবলু শুনিয়ে দিল সব কিছু।

গোরা মিত্তিরের অসভ্যতার ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়ে রাগে ফেটে পড়ল সবাই।

এমনকী পঞ্চুর হাবভাব দেখে মনে হল সেও ভীষণ ক্রুদ্ধ। মনে হল ও যেন বলতে চায়, ওই সময় আমি যদি থাকতাম তো দেখিয়ে দিতাম মজাটা।

এক সময় একটু শান্ত হয়ে বাচ্চু বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, এ বরং ভালই হল। ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গিয়ে লাভই হল আমাদের। ভ্রমণের মেজাজ নিয়ে আমরা লক্ষ্ণৌ শহরটাকে চযে ফেলতে পারব।"

বিচ্ছু বলল, "তবে ভেতরে ভেতরে ওই ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেও ছাড়ব না।"

বিলু বলল, "কী লাভ বল তো? মাঝখান থেকে আবার ওদেরই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "এখন ওইসব চিন্তা ভাবনা করে কোনও লাভ নেই। সবাইকে একটাই কথা শুধু মনে রাখতে হবে আমরা যাচ্ছি নতুন একটা দেশ দেখতে। যে দেশটা হল অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী একটি দেশ। যার নাম লক্ষ্ণৌ।"

অতএব আনন্দের আতিশয্যে বাগানময় ছুটোছুটি করল ওরা। তারপর সন্ধে হতেই যে যার ঘরে ফিরে এল।

ঘরে এসে মুখ-হাত ধুয়ে বাবলু ভ্রমণ সংক্রান্ত যা যা বই ওর স্টকে ছিল সব বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে জায়গাটার সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে লাগল। সেইসঙ্গে কোনখানে কতদূরে কী আছে তাও নোট করে নিতে লাগল। এমনভাবে লিখে নিল সব যাতে কোনওকিছুই অদেখা না থাকে ওদের।

বাবলুর বাবা পরদিনই ওদের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। কয়লাঘাটা বুকিং অফিসে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতেই পেয়ে গেলেন দেরাদুন এক্সপ্রেসে পাঁচজনেরই কনফাম টিকিট।

টিকিট হাতে পেয়ে কী আনন্দ সকলের। দেরাদুন এক্সপ্রেস ওই লাইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রেন। লক্ষ্ণৌ এবং হরিদ্বারের যাত্রীরা ওই গাড়িতে জায়গায় পেলে বর্তে যান। যদিও ভিড় একটু বেশি হয় ওই গাড়িতে, অবৈধ যাত্রীদের কবল থেকে নিজের বার্থ ছিনিয়ে নিতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় বৈধ যাত্রীদের, তবুও ভাল গাড়ি।

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়েই ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল। সন্ধে সাতটা কুড়ি মিনিটে ওদের ট্রেন। ট্রেন জার্নির এরচেযে লোভনীয় সময় আর হয় না। মা সকলের জন্যই বেশি করে খাবার তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও যার যার বাড়ি থেকে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এসেছিল। দায়দায়িত্বহীন টেনশনমুক্ত ভ্রমণের এমন আনন্দ পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেকদিন উপভোগ করেনি। তাই আনন্দের আতিশয্যে কী যে করবে ওরা কিছু ভেবে পেল না।

পঞ্চুর তো রিজার্ভেশন ছিল না। তাই স্টেশনে এসে ওর জন্য আলাদা একটা টিকিট কেটে ওকে ওদের বার্থের নীচে ঢুকিয়ে নিল ওরা।

কোচ অ্যাটেনড্যান্ট এসে টিকিট চেক করলেন।

ট্রেন শ্রীরামপুর, চন্দননগর, ব্যান্ডেল হয়ে রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশে বর্ধমান পৌঁছল। বর্ধমান পৌঁছনোর পর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল ওরা।

পঞ্চু বার্থের নীচে শুয়ে থাকলেও সজাগ রইল ওদের জন্য।

বেশ গতি নিয়েই ছুটে চলল ট্রেন। ট্রেনের দুলুনিতে সবাই ওরা ঘুমিয়ে পড়ল অল্প সময়ের মধ্যেই।

পরদিন খুব সকালে ট্রেন এসে থামল গয়ায়। তারপর মোগলসরাই, বারাণসী, অযোধ্যা হয়ে সন্ধের মুখে লক্ষ্ণৌ পৌঁছুল।

লক্ষ্ণৌ। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী। গোমতী নদীর তীরে এক দারুণ জমজমাট শহর। সুসজ্জিত নয়। তবে পুরাতনকে ভেঙেচুরে আবার নতুন চেহারায় আধুনিকতার ছাপ মাখিয়ে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। এই শহরের আয়তন ৭৯ বর্গকিমি। এর প্রাচীন নাম লক্ষ্মণাবতী। লক্ষ্মণাবতী থেকেই লক্ষ্ণৌ। এর প্রসাদসৌধগুলি ইতিহাস ও কিংবদন্তির নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ। ১৭৭৫ সালে অযোধ্যার নবাব আসক্-উদ্-দৌলা ফৈজাবাদ থেকে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমান শহর তাঁদেরই কীর্তি। লক্ষ্ণৌ-এর শেষ রাজা ছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ। তিনি এখানকার বিখ্যাত কাইজারবাগ প্যালেস ও সিকান্দারবাগ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের এক বছর আগে এঁকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজরা এই রাজ্য অধিকার করেছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পরই রাজস্ব চলে যায় ব্রিটিশের হাতে। লক্ষ্ণৌ রাজধানী হয় ইউনাইটেড প্রভিন্সের। ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে একটি ক্যানটনমেন্ট আছে। নবাবি আভিজাত্য এখনও এই শহরের চারদিকে। তবে কিনা সন্ধ্যার লক্ষ্ণৌ সেই আভিজাত্যকে আজও ধরে রেখেছে বুকে করে। প্রবাদ আছে 'বেনারস কি সুভা ঔর লক্ষ্ণৌ কি সাম।' তা বেনারস তো এখন বারাণসী। এর প্রভাত ও লক্ষ্ণৌ-এর সন্ধ্যা দুইই অনবদ্য। এখানকার জরি, তামা-পিতলের কাজ, হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকার্য, আতর, জর্দা, চুড়ি, জুতো, রেশম ও চিকনের কাজ সবই অনবদ্য। লক্ষ্ণৌ-এর চিকন শাড়ির নাম তো এখন ভুবন বিখ্যাত। আর লক্ষ্ণৌ ঘরানার সঙ্গীতের কথা কে-ই বা না জানে? ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্রই হল লক্ষ্ণৌ ও বারাণসী। তা ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারতের নাচের আসর দখল করে বসে আছে লক্ষ্ণৌ-এর কত্থক। উত্তর ভারতের ভ্রমণার্থীরা তাই এই পথে এলে লক্ষ্ণৌ নগরীর সৌন্দর্য না দেখে যান না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে বগিতে ছিল সেই বগির সকলেই নেমে গেল এক এক করে। অর্থাৎ এটা লক্ষ্ণৌ কোচ। এরপর এখান থেকে দেরাদুনগামী যাত্রীরা রওনা হবে হরিদ্বার বা দেরাদুন যাওয়ার জন্য।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও নামার প্রস্তুতি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শুধু পঞ্চুই যা তখনও সিটের তলায় দিব্যি চোখ বুজে আরামে শুয়ে আছে।

বাবলু দু'তিনবার ডাকতে একবার একটু কুঁইকুঁই করে সাড়া দিয়ে আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুল।

বিলু বলল, "ব্যাপার কী বল তো? ওর কি নামবার ইচ্ছে নেই?"

ভোম্বল বলল, "তাই তো দেখছি।" বলেই জোর গলায় ডাকল, "পঞ্চু।"

পঞ্চু এবার ঘোর কাটিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর সবার সঙ্গেই নেমে এল শান্তশিষ্ট হয়ে। সবার মনেই এখন আনন্দ। তাই চঞ্চলতাও বেশি। উৎসাহ এবং উদ্দীপনার দারুণ প্রাণবন্ত সকলেই।

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়েছে এখন। তাই আলো ঝলমল লক্ষ্ণৌ স্টেশনে নেমে তার পরিবেশ দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

ওরা গেট পেরিয়ে বাইরে এসেই আরও অবাক। দেখল দারুণ জমজমাট শহর। গগনচুম্বি অট্টালিকা। এগুলোর সবই প্রায় হোটেল লজ বা অফিস। অথবা বিজনেস সেন্টার। দেখে মনে হল এ যেন মর্তের অমরাবতী।

বাবলু সবকিছু জেনেশুনেই এসেছিল। তাই সকলকে নিয়ে স্টেশনচত্বর পেরিয়ে বড় রাস্তার ওপারে সরু একটি গলির শেষপ্রান্তে গিয়ে হাজির হল। এখানে বাঙালিদের পরিচালনায় একটি লজ আছে। কাবেরী লজ। সেই লজেই গিয়ে উঠল ওরা। অধিকাংশ বাঙালি যাত্রীরা এখানে ওঠেন। লজটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাবলুর বাবা বন্ধুদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে এখানেই উঠতে বলে দিয়েছিলেন ওদের।

এখানে ঘর পেতে কোনও অসুবিধেই হল না। চারতলায় বেশ বড় সড় একটি ঘর পেয়ে গেল ওরা। পঞ্চুকে নিয়ে এখানে থাকার ব্যাপারে একটু প্রবেলম অবশ্য হয়েছিল। তবে কিনা ম্যানেজারের সম্মতি থাকায় তা মিটে গেল।

ওরা মনের মতো ঘর পেয়ে দারুণ খুশি হল। সারাদিনের ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করতে বাথরুমে ঢুকে বেশটি করে স্নানপর্ব সেরে নিল ওরা।

স্নানের পর এক কাপ করে চা খেয়ে বাদশাহি নগরীর রাতের রূপ দেখতে বেরিয়ে পড়ল। অজানা অচেনা জায়গা। তাই মেইন রোডেই ডানদিক বাঁদিক করে ঘোরাঘুরি করতে লাগল ওরা। কী দারুণ কর্মচঞ্চল, ব্যস্ত ও জমজমাট শহর। শহরে আলোর রোশনাই দেখে চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল।

রাত ন'টা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বাইরের হোটেলেই খাওয়া দাওয়া সেরে আবার লজে ফিরে এল ওরা। এখানকার হোটেলে ভিড়ের কারণে পঞ্চুকে বসিয়ে খাওয়ানোর অসুবিধে থাকায় ওর জন্য কয়েকটা তন্দুরি রুটি ও মাংস নিয়ে এল। এই খাবার পেলে পঞ্চু দারুণ খুশি হয়। তাই ওরও খুশির অন্ত রইল না।

লজের এই ঘরের ব্যবস্থাপনা খুব ভাল। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা শোবার জায়গা রয়েছে পৃথকভাবে। কালার টি ভি রয়েছে। মনের মতো ঘর।

ওরা যে-যার শয্যায় বসে ওদের আগামী দিনের কর্মসূচির ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে লাগল।

বাবলু বলল, "কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে একটা টাঙ্গা অথবা অটো নিয়ে শহরটাকে চষে বেড়ানো।"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, "না। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমের কাজ সেরে নেওয়ার পর আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজই হবে জমপেশ করে একটু নাস্তা সেরে নেওয়া। খালি পেটে আমি স্বর্গে যেতেও রাজি নই।"

বাবলু বলল, "সে তো করতেই হবে।"

"করতেই যদি হবে তো আলোচনায় সেই প্রসঙ্গ উঠল না কেন? আলোচনা যা হবে তা হবে রুটিন মাফিক।"

বিলু বলল, "বেশ। সর্বাগ্রে নাস্তা সারা হবে।"

"হ্যাঁ। ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট আর চা তো লজেই পেয়ে যাব। বাইরে বেরিয়ে টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, কলা আর ক্ষীরের মিষ্টি জাতীয় কিছু আমার চাই। বেলায় ঘুরতে ঘুরতে শিঙাড়া, কচুরি বা জিলিপি যেখানে যেমন পাব খাব।"

ভোম্বলের কথা শেষ হতেই পঞ্চু একবার উঠে এসে ওর মুখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল।

বিচ্ছু বলল, "তবে বাবলুদা, এই ব্যাপারে আমার কিন্তু একটা আর্জি আছে।"

"কীরকম?"

"কাল সকালে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তুমি কিন্তু টাঙ্গার ব্যবস্থাই কোরো। কেন না টাঙ্গায় চাপতে আমার খুব ভাল লাগে। অটোকে বাদ দাও।'

বাচ্চু বলল, "আমিও তাই বলি। বাইরের দেশে বেড়াতে এসে, বিশেষ করে এইসব জায়গায়, টাঙ্গায় না চাপলে হয়?"

বিলু বললে, "এ ব্যাপারে আমিও একমত। তবে জেনে রাখ, টাঙ্গাতেই ঘুরব আমরা। আর এই ব্যবস্থাটা আমরা করব না। লজের ম্যানেজারকেই বলব টাঙ্গা ঠিক করে দিতে। দরদাম যা কিছু করবার সব উনিই করবেন। তাতে হবে কী টাঙ্গাওয়ালা আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে না, কোনও জায়গা দেখানোর ব্যাপারে ফাঁকি দেবে না। ম্যানেজারের কাছ থেকে চার্ট করে নিয়ে সব ঘুরে দেখব আমরা।"

বাবলু চুপ করেই রইল। একটি কথাও বলল না।

বিচ্ছু বলল, "তারপর?"

"তারপর আর কী? টাঙ্গায় চেপে পথঘাট দেখে নিয়ে নিজেরাই ঘুরে বেড়াব নিজেদের ইচ্ছেমতো।"

বিচ্ছু বলল, "অমনই ওই সুযোগে খোঁজখবর নেব গোরা মিস্তিরের ব্যাপারে।"

বাবলু হেসে বলল, "গৌতমকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবি না?"

ভোম্বল জ্বলে উঠল এই কথা শুনে। বলল, "কখনও নয়। কী দরকার, 'বাঁশ কেন ঝাড়ে, আয় আমার ঘাড়ে' করতে যাবার?"

বিলু বলল, "আমিও তাই বলি।"

বাবলু বলল, "না না। আমরা ফুল এনার্জি নিয়ে সেইভাবে কিছু করব না। শুধু আসল রহস্যটা কী, তা জানবার চেষ্টা করব। সেই ফাঁকে যদি খোঁজখবর পাই ছেলেটার...। ওর মায়ের অবস্থাটা একবার একটু ভেবে দ্যাখ দেখি?"

বিলু বলল, "তা হলে আপত্তি নেই।"

ভোম্বল বলল, "আমার আপত্তি আছে। লক্ষ্ণৌ দ্যাখা শেষ হলে আমরা বরং টনকপুর, পিথোরাগড় অথবা নৈনিতালের দিকে চলে যাব।"

বিচ্ছু বলল, "গেলে আমরা নৈনিতালই যাব। শুনেছি ভারী সুন্দর নাকি ওই শৈল শহর। ওখানকার লেকে বোটিং করার মজাই আলাদা।"

বাবলু বলল, "এই কথাই রইল তা হলে। ব্যাক রিজার্ভেশন যখন করাইনি আমরা তখন যেখানে খুশি চলে যেতে পারি। যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারি। মোট কথা, এবারের অভিযান শুধুই ভ্রমণের অভিযান। এই অভিযানে পঞ্চুকেও একটু বিশ্রাম দেওয়া যাবে। আমাদের জন্য ওরও পরিশ্রম কি কম হয়?"

পঞ্চু বোধ হয় এই বিশ্রামের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না। তাই বাবলুর কথা শেষ হতেই ডেকে উঠল "গোঁ-ও-ও।"

সে রাত্রিটা বেশ আরামেই ঘুমিয়ে কাটাল ওরা। সারাদিনের ক্লান্তির পর বিছানায় শোওয়ামাত্রই ঘুম। তাই এক ঘুমেই রাত কাবার। ঘুম যখন ভাঙল তখন সোনা রোদে ঝলমল করছে চারদিক।

সকাল সাতটা।

ওরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তৈরি হয়ে নিল।

এখন একটু চা খেয়ে মেজাজ আনতে হবে। তারপর জলযোগ-পর্ব সেরে সারাটা দিন ধরে চষে বেড়াবে শহরটাকে।

ভোম্বলই গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে এল। সঙ্গে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট ও তৎসহ কেক।

পঞ্চু বকুনি ছাড়া সবকিছুই খেতে ভালবাসে। তাই কেক ও বিস্কুট বেশ তারিয়ে তারিয়েই খেল। সেইসঙ্গে চা।

ওরা যখন চা-পর্বে ব্যস্ত তখন লজের একটি ছেলে প্যাকেট ভর্তি তিলপাটালি জাতীয় কী যেন নিয়ে এসে বলল, "রেউড়ি লাগবে ভাইসাব, রেউড়ি?"

বাবলু বলল, "রেউড়ি আবার কী জিনিস?"

"রেউড়ি জানতা নেহি? সফেদবালা তিলকা মিঠাই। লক্ষ্ণৌ কা রেউরি, আগ্রা কা পেঁঠা, খায় আব্বা খায় বেটা।" বলেই গান ধরল, "গুলাব রেউরি ক্যারাক্কার বোলে, কুড়মুড় কুড়মুড় মনুয়া ডোলে...।"

ওর আবদার রাখতে বিচ্ছুই এগিয়ে গিয়ে একটি বড় দেখে প্যাকেট নিল। দাম দশ টাকা। খুশি হয়ে চলে গেল ছেলেটি।

গোলাপ রেউরিগুলো পরে একসময় খাবে বলে আলাদা রেখে ওরা যে যার তৈরি হয়ে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে নীচে এল। প্রথমেই পায়ে পায়ে ওরা এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে। এখন ভোম্বলের প্রস্তাবমতো এবং সকলেরই প্রয়োজনের তাগিদে ওরা জোরদার রকমের একটু নাস্তা সারবে বলে বড়সড় একটি দোকানে এসে ঢুকল। কচুরি, শিঙাড়া, জিলিপি ও লাড্ডুই এখানকার একমাত্র মুখরোচক খাদ্যসামগ্রী। গলির দু'পাশে সারি সারি দোকান এইসবের।

যাই হোক, ওরা অন্য কিছু না খেয়ে কচুরি আর লাড্ডু খেল যে যার সাধ্যমতো। তারপর আরও এক প্রস্থ চা। কী সুন্দর চা এখানকার। পঞ্চু অবশ্য চা-টা বাদ দিয়ে সব কিছুই খেল।

এরপর ওরা বড় রাস্তায় আসতেই দলে দলে টাঙ্গাওয়ালা এসে ছেঁকে ধরল ওদের। এমতো অবস্থায় লজের ম্যানেজারের মাধ্যমে টাঙ্গার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই ওরা ওরই মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে উঠে বসল তার টাঙ্গায়। অনেক দরদাম করে রফা হল পঞ্চাশ টাকায। টাঙ্গাওয়ালা ওদের সবকিছু দেখিয়ে শুনিয়ে আবার নামিয়ে দেবে এখানেই এইরকমই কথা হল।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো টাঙ্গায় চেপে বেজায় খুশি। সেইসঙ্গে পঞ্চুও।

বাবলু, বিলু, ভোম্বলের মনেও আনন্দ আর ধরে না। অনেকদিন বাদে সত্যিকারের একটা আনন্দভ্রমণ হচ্ছে ওদের। শঙ্কা নেই, শিহরন নেই, নেইকো মনের মধ্যে কোনও বিপদে পড়ার দুশ্চিন্তা। এবারে ওদের শুধুই ভ্রমণ, তাও আবার রমণীয় বাদশাহি নগরীতে।

টাঙ্গা ছুটে চলল টগবগিয়ে।

প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশের ঘরবাড়ির চেহারা দেখে মন ভরে গেল। টাঙ্গাওয়ালা যে ওদের কত কী দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলল তার ঠিক নেই। অনবরত যাত্রী নিয়ে এসে সবই ওদের জানা। তাই টাঙ্গাওয়ালাই গাইডের কাজটা করে যেতে লাগল।

বাবলু বলল, "তুমি তো ভাই আমাদের ভালবেসে সব কিছুই দেখিয়ে দিচ্ছ। এর মধ্যে অনেক কিছুই হয়তো আমরা ভুলে যাব কিন্তু যে জায়গায় গেলে জীবনে কখনও তার স্মৃতি ভুলব না সেই ভুলভুলাইয়ায় আগে তুমি আমাদের নিয়ে চলো।"

টাঙ্গাওয়ালা বলল, "হাঁ হাঁ, কিঁউ নেহি? জরুর যায়েঙ্গে। উধার তো যানা হি পড়েগা।"

বিলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, জলদি চলো।"

টাঙ্গাওয়ালা একইভাবে টাঙ্গা নিয়ে চলল। মসজিদ, পার্ক ইত্যাদির পাশ দিয়ে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একজায়গায এসে বলল, "উয়ো দেখিয়ে ভাইসাব, কল্‌লক্ টাওয়ার। ঘড়ি ঘব।"

বড় আর ছোট ইমামবাড়ার মাঝে অবস্থিত এই ঘড়ি ঘর বা ক্লক-টাওয়ার। একসময় এটি সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। এখন এইসব সোনা ইংল্যান্ডের সম্পদ হয়েছে। ইংরেজের লোভের হাত সবকিছুই লুটে নিয়েছে এখানকাব।

ওরা ক্লক-টাওয়ার দেখার জন্য টাঙ্গা থেকে নামল।

এই ক্লক-টাওয়ারের পাশেই বড় ইমামবাড়া। এটিও এখানকার প্রধান দর্শনীয়। ১৭৮৩ সালের মন্বন্তরে প্রজাদের আশ্রয় দানের জন্য ১৭৮৪তে নবাব আসফ্-উদ্-দৌলা এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর প্রশস্ত সম্মুখভাগ, পিলার ছাড়া ৫০ ফুট উঁচু ঘর, বিশ্বের বৃহত্তম খিলানাকৃতি অট্টালিকা। এখানে মোট ৫০০০ খিলান আছে। এই প্রসাদপুরীর মাথাব ওপরই সেই সুবিখ্যাত ভুলভুলাইয়া।

ভুলভুলাইয়ায় তো এল। কিন্তু এ কোন ভুলভুলাইয়া? দারুণ অযত্নে রক্ষিত এই ঐতিহাসিক অট্টালিকা। অথচ আগ্রহী দর্শকদের অনুসন্ধিৎসার সুযোগ নিয়ে প্রায় সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলিতে যেমন করের বোঝা চাপানো আছে এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এখানে পা রাখলেই দশ টাকা টিকিট। অর্থাৎ দশজনের একটি পরিবার এলে তাদের একশো টাকা গুণে দিতে হবে। এর ওপর আছে ভীষণ দর্শন কিছু অশিক্ষিত গাইডেব অত্যাচার। নবাগত যাত্রীদের ব্ল্যাকমেল করবার জন্য তারা যেন ওত পেতে বসে আছে। এদের চাহিদা আবাব এমনই আকাশ-ছোঁয়া যে শুনলে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই ওদের একজন শিকারির মতো চোখ নিয়ে এগিয়ে এল, "কী বেঙ্গলি ভাইসাব। বাঙ্গাল থেকে আসছ? মকান কোথায় আছে?"

ভোম্বল বলল, "হাওড়া।"

"হাওড়া? হাওড়া কিস্ তরফ?"

"কলকাত্তাকে পাশ।"

"সমঝ গিয়া। তো ঠিক আছে। আমি এই ভুলভুলাইয়াব একজন গাইড আছি। চলো সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিই।"

বাবলু বলল, "যা তোমাদের ভুলভুলাইয়ার ছিরি, তাতে এখানে কিছু দেখবার আছে বলে তো মনে হয় না। তোমার রেট কত শুনি?"

লোকটি পান চিবোতে চিবোতে অবলীলায় বলে গেল, "পানশো এক রুপাইয়া।"

ওর কথা শুনে পঞ্চু একবার শুধু মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ করল, "ভুক।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "পাঁচশো এক টাকা!"

"হাঁ। তোমরা পাঁচোজনে আছে, পানশো রুপিয়া বলেছি। না হলে এক এক আদমির জন্যে পানশো রুপিয়া নিই আমরা।"

বাবলু বলল, "এই ভাঙাচোরা ইটের পাঁজাগুলো দেখবার জন্য ওই টাকা যারা দেয় তোমাদের তারা তো আদমি নয়, বদ্ধ পাগল।"

"তো ঠিক হ্যায়, দশ রুপিয়া কম দো।"

বাবলু বলল, "এখানে এসেই দশ টাকা করে টিকিট কেটে ফেলেছি ভুলে। ওই বরবাদির পর আর একটি পয়সাও খরচা করব না আমরা।"

"কিঁউ?"

ভোম্বল বলল, "এটা ভুলভুলাইয়া নয়, এটা একটা কসাইখানা।"

লোকটি তার বখাটে মুখে সুর্মাটানা চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "এত গোঁস্‌সা তোমরা কেন করছ বেঙ্গলি ভাইয়া? বাইরে এলে টাকাপয়সা একটু খরচা করতেই হয়।"

বাবলু বলল, "সে তো জানি। কিন্তু তোমাদের লালসা দেখার পর আর কিছুই খরচা করার প্রবৃত্তি নেই আমাদের। এখানে এসে যে ভুল আমরা করেছি সেই ভুলের ওপর আবারও ভুল করে ভুলভুলাইয়ার ভেতরে আমরা ঢুকছি না।" বলে সকলকে নিয়ে আশেপাশে একটু পায়চারি করে বাবলু বলল, "চল সব।"

চল তো চল। গাইডের রেট শুনে ওদের কারওই আর ভুলভুলাইয়ার ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে ছিল না।

ওরা যখন চলে আসছে তখন অন্য একজন গাইড ছুটে এসে বলল, "কী হল বেঙ্গলি ভাইয়া! তোমরা সব চলে যাচ্ছ?"

বিলু বলল, "না যাওয়া ছাড়া উপায় কী বলো? এমন গলাকাটা দর ধরে বসে থাকলে কে ঢুকবে তোমাদের ভুলভুলাইয়ায়?"

"অ্যায়সা আজীব লেড়কা-লেড়কি ম্যায়নে কভি নেহি দেখা।" তারপর আবার বলল, "কত দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসছে ভুলভুলাইয়া দিখবার জন্যে, ফরেনাররা আসছেন দূর-দূর দেশ থেকে, আর তোমরা এতদূরে এসে সামান্য ক'টা রুপাইয়ার জন্যে ভুলভুলাইয়া না দেখেই চলে যাচ্ছ?"

বাবলু বলল, "আমরা তো না দেখে ফিরে যাব বলে এখানে আসিনি। কিন্তু আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আমাদের ব্ল্যাকমেল করবে আর সেটা আমরা মেনে নেব, তা তো হয় না। তাই বাধ্য হয়েই ফিরে যাচ্ছি।"

লোকটি বলল, "আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আমি তোমাদের সব কুছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, যা তোমাদের মর্জি হোবে তাই তোমরা দিবে।"

ভোম্বল বলল, "এর মধ্যে আমরা নেই। এটা হচ্ছে ঘুঘুর ফাঁদ। আমরা যা দেব তাতে যদি তোমরা খুশি না হও তখন যদি হাজার টাকা চাও দেব কোত্থেকে? ঠিক যা নেবে তাই বলো।"

লোকটি কী ভেবে বলল, "ঠিক আছে, তোমরা আমাকে পঁচাশ রুপিয়া দাও। তা হলেই সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব আমি।"

বাবলু বলল, "আমরা অলরেডি এন্ট্রি ফি হিসাবে পাঁচ দশে পঞ্চাশ টাকার টিকিট কেটে ফেলেছি। এর ওপরে বড় জোর আর দশটা টাকা দিতে পারি। তার বেশি নয়।"

লোকটি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বোধহয় বুঝে দেখল এই দশটা টাকা কোনওমতেই হাতছাড়া করা উচিত নয়। বলল, "ঠিক আছে। চলে এসো।"

এসো তো এসো।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও আর অমত করল না।

ইমামবাড়ায় ঢুকে যেখানে ওরা টিকিট কেটেছিল তার ঠিক বাঁদিক দিয়েই ওপরে ওঠবার একটা সিঁড়ি রয়েছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে গাইড ওদের ওপরে তুলল। গাইড ছাড়া অনেক লোকই দেখা গেল এখান দিয়ে ওপরে উঠছে। এরা নিশ্চয়ই স্থানীয়।

ওপরে উঠে ডানদিকে গিয়ে বাঁদিকে একটু বেঁকে ওরা হলঘরের মাথায় পৌঁছল।

এটাই আসল জায়গা। এই বারান্দাটাই দেখবার মতো। বিচিত্র এর নির্মাণকৌশল। এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। অনেক দূরের এক কোণ থেকে একটি দেশলাই জ্বাললেও 'ফস' করে তার শব্দ শোনা যায়।

এবার বারান্দা ঘুরে বাঁদিকে বেঁকে আবারও ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বুঝে নিল ওঠবার সময় অন্যমনস্ক না হলে এই গোলোকধাঁধায় পথ হারাবার কোনও ভয় নেই।

মুঘলযুগের এ এক পরম বিস্ময়। তবে কিনা এখানকার অসাধু ধূর্তদের পেট ভরিয়ে এই গোলকধাঁধা দেখা না হলেও আক্ষেপ করবার কিছুই নেই। কেন না এই ভারতেই দেখবার মতো অনেক-অনেক সুন্দর ও বিস্ময়কর অনেক কিছুই আছে। বরং এখানে এলে ক্ষোভে দুঃখে দু' চোখ ভরে জল আসে। এমন সুন্দরের অসুন্দর ও হতশ্রী চেহারা দেখে বেদনাবোধ হয়।

গাইডের সঙ্গে একেবারে ওপরের ছাদে উঠে লক্ষ্ণৌ নগরী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। কী অপূর্ব সৌন্দর্য চারদিকের প্রাসাদমালার। প্রখর রৌদ্রকিরণে যেন ঝলমল করছে।

গাইড বলল, "আমার টাকাটা এবার দিয়ে দাও ভাই।"

বাবলু পকেট থেকে টাকা বের করে যেই না ওর হাতে দিতে যাবে অমনই গাইড খপ করে টিপে ধরল ওর হাতটাকে।

বাবলু বলল, "কী হল?"

"কিতনে রুপয়ে দেতে হো তুম!"

"যা কথা হয়েছিল তাই।"

গাইড হেসে বলল, "দশ রুপাইয়ায় তো হোবে না ভাই। এখানকার যা রেট তাই দিতে হোবে। পানশো এক রুপাইয়া, তার ওপরে বখশিশ।"

বাবলু বলল, "মেরে মুখ ভেঙে দেব এখুনি। জোচ্চুরি করবার জায়গা পাওনি? হাত ছাড়ো।"

কিন্তু কে ছাড়বে হাত? গাইড প্রায় জোর করেই বাবলুর হাত থেকে মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। তারপর সেটা পকেটে রেখে বলল, "যা ভাগ হিঁয়াসে। আউর কভি মাত আনা।"

বাবলুর নির্দেশ পাওযার অপেক্ষায় পঞ্চু তখন রাগে গরগর করছে।

গাইডও ততোধিক রাগে হঠাৎই তার গুপ্তস্থান থেকে একটি চাকু বের করে যেই না পঞ্চুকে আক্রমণ করতে যাবে তখনই বিলুর সবুট একটি লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তারপর যেই না উঠে বসতে যাবে ভোম্বলের একটা লাথি তখন ওকে চিত করে দিল।

বাবলু শুধু একবার বলল, "পঞ্চু!"

অ্যাটাক না বললে পঞ্চু বেশি উৎপাত করে না। তাই সোজা ওর বুকের ওপর উঠে বসে গা ঘিনঘিনিয়ে দেবার জন্য অনবরত ওর মুখ চেটে দিতে লাগল।

গাইডের অবস্থা তখন শোচনীয়। সে বারে বারে 'হ্যাক থুঃ, হ্যাক থুঃ' করতে লাগল।

পঞ্চুর কিন্তু ক্লান্তি নেই। সে বিরামবিহীনভাবে শুধুই চেটে যেতে লাগল মুখখানা। ওর বুকের ওপর চেপে বসে সে কী সাংঘাতিক চাটাচাটি। কারও রক্তপাত না ঘটিয়েও যে এমন মারাত্মক শাস্তি দেওয়া যায় পঞ্চুই তা দেখিয়ে দিল।

অথচ পঞ্চুর কবল থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায়ও গাইডের নেই। এমনভাবে বুকের ওপর চেপে বসে আছে যে নড়ানোই যাচ্ছে না ওকে।

বাবলু ততক্ষণে ওর মানিব্যাগ উদ্ধার করেছে।

গাইড ওই অবস্থাতেই ছটফট করতে করতে বলল, "এ ভাই! কুত্তা সামালো। নেহি তো বরবাদ হো যাউঙ্গা ম্যায়।"

বাবলু বলল, "এত সহজে? আরও কিছুক্ষণ কর্মফল ভোগ করো, তারপর।"

"গলতি হো গিয়া ভাই। মুঝে মাফ করো। ম্যায় তুমকো পয়ছানা নেহি। তুম সব হমসে ভি বহুৎ খতরনক।"

বাবলু বলল, "আমাদের বাংলা তুমি তো ভালই বোঝো মনে হচ্ছে।"

"থোড়া থোড়া।"

"তা হলেই হবে। এখন কান ধরে এখানে যদি বার দশেক ওঠবোস করতে পারো তবেই তোমার মুক্তি।"

"হাঁ হাঁ। কিঁউ নেহি।"

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "এবার ওকে ছেড়ে দে পঞ্চু।"

পঞ্চু বুকের ওপর থেকে নেমে এলে বাবলুর হুকুম মতো গাইড তাই করতে লাগল। বার দশেক এইরকম করেই কাউকে কিছু না বলে একেবারে খেঁচে দৌড়।

বাবলু বলল, "ভবিষ্যতে আর কখনও কারও সঙ্গে এইরকম কোরো না বুঝলে?"

কিন্তু কে দেবে উত্তর? গাইড তখন চোখের আড়ালে।

ভোম্বল বলল, "সবই তো বুঝল ও। এখন কী করে এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোবি সেই কথাই চিন্তা কর।"

বিলু বলল, "তাই তো রে! গাইড পালাল, এখন আমরা যাব কী করে?"

বাবলু বলল, "গাইড না আরও কিছু। এলাকারই কোনও দুষ্কৃতী। মওকা বুঝে ধান্দাবাজি করতে এসেছিল। চল, আমরা ঠিকই নেমে যাব।"

ভোম্বল বলল, "এত সোজা নয় রে ব্যাপারটা। এই বিখ্যাত গোলকধাঁধায় অনেক আচ্ছা আচ্ছা লোকও ধাঁধিয়ে যায়, বুঝলি? পথ জানা না থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালেও এর ভেতর থেকে বেরনো যায় না।"

"সে যারা তালকানা লোক তারা। আমরা ঠিকই বেরোতে পারব। আয় তো দেখি।"

পঞ্চুকে আগে দিয়ে ওরা সবাই পঞ্চুর পিছু নিল।

কিন্তু এই গোলকধাঁধায় পঞ্চুও হার মানল।

যেদিয়ে যায় সেদিকেই অবরুদ্ধ পথ। বার বার একই জায়গায় এসে পড়ে।

এইভাবে ওরা যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছে তখনই ভাগ্যক্রমে অন্য একটি যাত্রীদল এসে পড়ায় ওরা তাদের পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল।

ওদের টাঙ্গাওয়ালা গেটের সামনেই হানটান করছিল ওদের জন্য। ওরা যেতেই বলল, "এত দেরি করলে খোকাবাবুরা। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল আমার।"

বাবলু বলল, "কী করব ভাই? একজন গাইড আমাদের সঙ্গে বেইমানি করল বলে আমরা একটু চক্করে পড়ে গিয়েছিলাম।"

"আরে খোকাবাবু! ওগুলো গাইড নাকি? পুরো চারশো বিশ।"

"সে যাই হোক, এখন মিউজিয়ামটা দেখে আসি।"

টাঙ্গাওয়ালা বলল, "চিকনমার্কেট ঘুরবে না তোমরা?"

বিলু বলল, "চিকনমার্কেট দেখে আমরা কী করব? আমরা এখানে শাড়ি কিনতে এসেছি নাকি?"

"তব ভি চলিয়ে না। মা'র জন্য কুছু না হয় কিনাকাটা করলে। লক্ষ্মৌ থেকে শুধু হাতে বাড়ি যাবে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "আমাদের অত টাকা নেই।"

বাবলু বলল, "তা ছাড়া সব টাকা আমরা লজেই রেখে এসেছি।"

"তাতে কী হয়েছে? এখানে ঘুমনা ফিরনা ভি হোবে আর যদি পসন্দ হোয়ে যায় তো লজমে যাকে রুপিয়া দিবে। না দিবে তো কুছু অ্যাডভান্স করে দিবে। ও লোগ ভি পি করকে পাঠিয়ে দিবে তোমাদের মুলুকে।"

ভোম্বল বলল, "তারপর ভি পি ছাড়িয়ে যখন দেখব ওর মধ্যে কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া আছে তখন?"

"নেহি নেহি। অ্যায়সা নেহি হো সকতা।"

বাবলু হেসে বলল, "এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে সবকিছুই হয়। কাজেই এইসব ব্যাপারে আমরা নেই। যেখানে যেতে বলছি সেখানে চলো।"

টাঙ্গাওয়ালা কোনও কথা না বলে ওদের টাঙ্গায় উঠিয়ে এ পথ সে পথ পার করে ঠিক সেই চিকনমার্কেটেই নিয়ে এল।

বাবলু তো রেগেই আগুন। বলল, "শিগগির টাঙ্গা ঘোরাও। না হলে আমরা কেউ নামব না। চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করব।"

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "চেঁচিয়ে কোনও লাভ হোবে না খোকাবাবুরা। নেমে পড়। তোমাদের সঙ্গে আমার ফির ভি মুলাকাত হোয়ে গেল। দুবারা। সবই আল্লার কিরপা।"

ওরা সবিস্ময়ে দেখল ভুলভুলাইয়ার সেই গাইডটা। ওখান থেকে পালিয়ে এখানে এসে জুটল কী করে? তবে কি সত্যিই ও গাইড নয়? এদের দালাল। এখন তো ওকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। ও জানত ওরা এখানেই আসবে। তাই আগেভাগেই এসে জুটেছে এখানে। লোকটি মাথায় টুপি পরেছিল বলে প্রথমে চিনতে পারেনি। এখন ওর কথা শুনেই চিনে ফেলল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বুঝতে পারল এই পাপ যখন এখানে এসে জুটেছে তখন ভুলভুলাইয়ার বদলা না নিয়ে ও কিছুতেই ছাড়বে না। অর্থাৎ আবার নতুন করে একটা বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এল।

॥ ৫ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর টাঙ্গায় বসে থাকার প্রয়োজন মনে করল না। এসে যখন পড়েছে নামতে তখন হবেই। ওরা এক এক করে টাঙ্গা থেকে নেমে টাঙ্গাওয়ালাকে বলল, "কই, কী দেখাবে দেখাও। তারপর চলো মিউজিয়াম অথবা চিড়িয়াখানায় যাই।"

গাইড একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পান চিবোতে চিবোতে ওদের দিকে সাপের চোখে তাকিয়ে রইল।

বাবলু টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, "ওই লোকটা এখানে কেন? ও এখানকার কে?"

টাঙ্গাওয়ালা বলল, "ডরো মাৎ।"

"তা না হয় হল। কিন্তু আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও তুমি আমাদের এখানে নিয়ে এলে কেন?"

"শুনো খোকাবাবু, আমি গরিব আদমি আছি। হমকো গলদ না সমঝো। এখানকার যে কোনও টাঙ্গায় চেপে যে কেউ নগরদর্শন করতে আসবে এখানকার নিয়মে তাদের এখানে নিয়ে আসতেই হবে।"

বিলু বলল, "কেন মগের মুলুক নাকি?"

"ওহি সমঝো। এখানে যে আকবর আলি আছে না, উয়ো বহতই খতরনক। উনকো হিসাব মে মেরা নম্বর নোট হো গিয়া।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ। হামারা গাড়ি কা পাসিঞ্জারকো উনকো খপ্পরমে ভেজনা হি পড়েগা। নেহি তো রাত বারা বাজনে কা বাদ হমরা পেট মে লাথি মারেগা ও লোগ। বহুৎ মারেগা হমকো।"

বাবলু বলল, "সে কী! তোমরা কিছু বলো না? প্রতিবাদ করো না কেউ?"

টাঙ্গাওয়ালা বলল, "কৌন করেগা? যো শির উঠায় গা উসকো মার ডালেগা।" তারপর চাপা গলায় বলল, "ওই গাইড ছোকরা ভি আকবর আলি কা আদমি। উয়ো দেখো, আলিজান আ রহে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে দেখল মার্কেটের ভেতর থেকে যমের মতো চেহারার পাজামা পাঞ্জাবি পরা আকবর আলি তার বিশাল শরীর নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তাকে দেখেই আশপাশের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

আকবর আলি কাছে এসে বলল, "আরে বাঙ্গালি ছোকরাবাবুরা, ভুলভুলাইয়া দ্যাখা হোয়ে গেল?"

বাবলু বলল, "হল একরকম।"

"কেমন লাগল?"

"খুব খারাপ।"

"সে কী! ভুলভুলাইয়া দেখবার জন্য তামাম দুনিয়ার লোক এখানে এসে হাজির হয়, কত তারিফ করে, তোমাদের ভাল লাগল না?"

"ভাল না লাগার কারণ, আপনাদের এখানে উপযুক্ত গাইডের অভাব, আর ওই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক নিদর্শনের হতশ্রী চেহারা।"

আকবর এবার অদূরে দণ্ডায়মান সেই গাইড লোকটিকে বলল, "আরে রহমত, তুম ওহি টাইমমে হুঁয়া নেহি থে?"

"থা। ম্যায়নে তো সবকুছ দিখা দিয়া সবকো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তা অবশ্য দিয়েছে। সেইসঙ্গে বেইমানিও করেছে আমাদের সঙ্গে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

আকবর রহমতের দিকে তাকিয়ে বলল, "সচ?"

রহমত মুখ নিচু করে রইল।

আকবার বলল, "টুরিস্টকা সাথ অ্যায়সা মাৎ কর না। বদনাম হো যায়েগা।" বলে বাবলুদের বলল, "আও মেরা সাথ। বাঙ্গালি আচ্ছা আদমি। লেকিন কুছদিন পহলে হিঁয়া পর এক বাঙ্গালি বহুৎ বুড়া কাম করকে গিয়া।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"আরে উয়ো আদমি এখানে এসেছিল একদম সামকে টাইম। বহুৎ ধূর আদমি। ওর ধান্দা ছিল শাড়িয়াঁ চুরানা।"

ভোম্বল বলল, "সে কী নিজের থেকে এসেছিল? নাকি তাকেও আমাদের মতো এইভাবে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল?"

আকবর আলি ধমকে উঠল, "তুম চুপ রহো।" বলে বাবলুকে বলল, "ওর ধান্দা মালুম হতেই ম্যায়নে বহুত মারা উসকো। মার খাতে খাতে উয়ো রিভলভার দিখাকে ভাগা। জানে কা বাদ দেখা হমারা লাখো রুপাইয়া চোট হো গিয়া।"

বাবলু বলল, "বলেন কী!"

বিলু বলল, "সে টাকা উদ্ধার হয়েছিল?"

"নেহি। খোয়ে হুয়ে ও রুপিয়া তো আপস নেহি মিলা। ও আদমি ভি ভ্যানিস হো গিয়া।"

ভোম্বল বলল, "আফশোশ কী বাত।"

আকবর আলি এবার ওর দোকানে নিয়ে এসে সবাইকে বসিয়ে দোকানের একজন কর্মচারীকে বলল, "হাসান! এ সবকো লিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস লে আও।"

বাবলু বলল, "দেখুন আকবরজি, আপনি খামোকা আমাদের আপনার দোকানে এনে আপনার এবং আমাদের সময় নষ্ট করছেন। আমরা কিছু নেব না।"

"না লিবে তো কী হোবো? শাড়িয়াঁ তো দেখো।"

কী জ্বালা।

বিলু বলল, "মহা মুশকিল হল তো।"

ততক্ষণে দোকানের অন্য একজন কর্মচারী বেশ ভাল ভাল কয়েকটি চিকনশাড়ি মেলে ধরেছে ওদের সামনে।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো ঝুঁকে পড়ে তাই দেখতে লাগল।

আকবর বলল, "অ্যায়সা চিজ উধার নেহি মিলেগা। লে যাও মা দিদিকে লিয়ে।"

কর্মচারী বলল, "তোমাদের কাছে টাকা বেশি না থাকে দু' পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স করে যাও। এক মাসের মধ্যে আমরা ভি পি করে পাঠিয়ে দেব। এখন বলো কোন কোন শাড়ি তোমাদের পছন্দ?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বাবলুর মুখের দিকে তাকালে ভোম্বল বলল, "একটা শাড়িও আমাদের পছন্দ নয়।"

বিলু বলল, "হোপলেস।"

ততক্ষণে কোল্ড ড্রিঙ্কস এসে গেছে।

বাবলু বলল, "শাড়ি যখন আমরা কিনব না, কোল্ড ড্রিঙ্কসও তখন খাব না, ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলুন।"

আকবর আলি তার লোকটিকে হাতের ইঙ্গিতে ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে বলল, "আমার সঙ্গে এইরকম বেওহার করবে না তোমরা। হামি বাংলা জানে। সাল মে দো তিন দফে কলকাত্তা যায়। বাঙ্গালিকে হামি ভালবাসে। এখন তোমরা শাড়িয়া পসন্দ করো, অ্যাডভান্স করো, নিকাল যাও।"

ভোম্বল রেগেমেগে বলল, "ভাল রে ভাল। আমাদের কী দায় পড়েছে এগুলো নেবার? বলছি তো কিচ্ছু নেব না আমরা।"

"এখান থেকে কুছু না নিলে তোমরা তো ফিরেও যেতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "এই জন্যেই সেদিন তোমাদের ক্যাশ লুঠ হয়েছিল বুঝতে পারছি। তোমাদের যা বাহানা, তাতে মনে হয় কিছু টাকা অ্যাডভান্স যদিও করি সে টাকার সবটাই জলে যাবে।"

"নেহি নেহি। অ্যায়সা নেহি হোগা।"

বিচ্ছু এবার ফিস ফিস করে বাবলুকে বলল, "বাবলুদা, এখানে বসে এদের সঙ্গে বাদানুবাদ করে বা অযথা সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। যে কোনও একটা শাড়ি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করে শ'খানেক টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে পালাই চলো এখান থেকে।"

বাবলু তখন একটি শাড়ি পছন্দ করে বলল, "এর দাম কত?"

"সাড়ে চারশো রুপাইয়া।"

বাবলুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তবুও মুখে বলল, "খুব সস্তা তো।"

"স্রেফ তুমহারে লিয়ে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমি তো শাড়ি পরি না।"

"মাতাজিকে লিয়ে। মাতাজি বহুৎ খুশ হোগী।" বলে বলল, "ছোকরাবাবু, কুছু মনে কোরো না। বাঙ্গালিবাবুরা লিখাপড়া জানা আদমি, বড় বড় অফিসে নোকরি করে। লেকিন ঘিউটা কম খায় বলে বুদ্ধিটা কম।"

বিলু ভোম্বল দু'জনেই তখন রাগে ফুলছে।
বাবলু বলল, "তাই নাকি?"
"কলকাত্তার বড়বাজারে যে চিজ বেঙ্গলিবাবুরা দুশো রুপিয়ায় পাবে বাইরে গিয়ে ওই চিজ ওবা পানশো রুপিয়ায় কিনবে। সেইজন্যে আমরা দুশো রুপিয়ার জিনিসকে সাতশো রুপিয়া বলি। আর বাবুরা ওই জিনিস দরদাম করে পানশো টাকায় কিনে নেয়। তারপর ও লোঁগ যখন শাড়িয়াঁ লেকে চলে যায় আমবা তখন 'মার দিয়া কেল্লা' বলে হাসি। লেকিন তোমাদের সঙ্গে হামি ওইবকম দরদাম করবে না। তাই সাড়ে চাবশো রুপিয়ার শাড়ি সাড়ে চারশোই বলেছি।"
বাবলু বলল, "এখানে কি শুধু বাঙালিবাবুরাই ঠকে না আরও অন্য স্টেটের লোকেরাও গলা কাটিয়ে যায়?"
"হাঁ হাঁ। অল স্টেটের লোকরাই আসে এখানে। বাঙ্গালি চালাকবাবুদের দেখলে আমবা দাম একটু বাড়িয়েই বলি। তবে কিনা ফরেনারদের পেলে এক্কেবারে পালিশ করে দিই তাদের।"
বাবলু বলল, "বুঝেছি। পুরোপুরি গোলমেলে ব্যাপার। তা লক্ষ্ণৌ-এর চিকনমার্কেট তো শুনেছি খুবই বিখ্যাত। কিন্তু এখানে সেরকম দোকানের বাহারও দেখছি না, লোকজন বা খদ্দেরও না। এটা দু' নম্বর মার্কেট নয় তো?"
ফোঁস করে উঠল আকবব আলি, "ক্যা কহা তুমনে?"
"বলছি এটা দু' নম্বর মার্কেট নয় তো? এখানে লোকজন কই?"
কর্মচারীটা বলল, "এত বেলায় লোকজন কোথায় পাবে তোমবা? সন্ধের সময় এসো, দেখবে লোক কাকে বলে। তা ছাড়া এখন অফ সিজন। ট্যুরিস্ট এমনিই নেই।"
আকবর আলি বাবলুব হাত থেকে শাড়িটা নিয়ে কর্মচারীকে তুলে রাখতে বলল। তারপর চোখ-মুখ লাল করে বলল, "তোমাদের বাতচিত ছোট ছেলেমেয়েদেব মতো নেই। আমিও আদমি ভাল নই। বহুৎ ডেঞ্জারাস।"
বাবলু বলল, "তাতে কী? আমাদের চোখ রাঙিয়ে কোনও লাভ হবে না। ওতে আমরা ভয় পাই না। এখন বলুন দেখি কী নিয়ে সেই বাঙালিবাবুর সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল আপনাদের? নিশ্চয়ই তাকে টাঙ্গাওয়ালাদের মারফত এখানে আনিয়ে জবাই কববার চেষ্টা করা হয়েছিল?"
গর্জে উঠল আকবর আলি, "এ ছোকরা! মুখ সামালো। কৌন হো তুম?"
"যেই হই না কেন? আমাদের পরিচিত একজন লোক এখানে এসে মারধোব খেয়ে গেছে। তার সঙ্গে একটি ছেলেও ছিল। সেই লোক কী? না হলে চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে আর কেউ তো সাহস করবে না।"
আকবার আলি বোমার মতো ফেটে পড়ল এবার। বলল, "সমঝ গিযা। তোমবা তা হলে ওদেরই স্পাই। ওই লোকের সঙ্গে একটা লেড়কা ভি ছিল।"
বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ছিল। সেই লোক ফিরে গেছে কিন্তু ছেলেটি ফেবেনি। সেই লোকেব সন্ধান আমরা জানি। তাকে ধবতে পারলে আপনাদের টাকাও হয়তো ফেরত পাবেন। শুধু ছেলেটাকে আমবা চাই।"
আকবর আলি বলল, "ওই রকম লাখো রুপাইয়া অনেক কামিয়ে নেব আমি। লেকিন ওই লেড়কাব মতো তোমাদেরকেও বেপাত্তা করে দেব।" বলে নিজেই উঠে সশব্দে বন্ধ করে দিল দোকানের ঝাঁপ দরজাটা।
বাবলু শঙ্কিত হয়ে বলল, "এ কী! ঝাঁপ বন্ধ করলেন কেন? খুলুন শিগগির।"
পঞ্চু তখন রাগে গবর্ গরর্ কবছে। কিন্তু বাবলুর নির্দেশ পায়নি বলে কিছু বলছে না।
বিলু উঠে গিয়ে অনেক চেষ্টা করল ঝাঁপ ওঠাবার। বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই তুলতে পারল না সেটা।
আকবর হো হো কবে হাসতে লাগল।
রহমত নামে গাইডের ছদ্মবেশে সেই দালালটা তখন চেঁচামেচি করে দোকানের বাইরে অন্যান্য দোকানদারদের জড়ো করে ফেলেছে।
বাবলু বলল, "শুনুন আকবরজি, যদি ভাল চান তা হলে কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না। এই ঘরে আমাদের বন্দি করে আপনি আপনার নিজের বিপদকেই ডেকে এনেছেন। আপনারা তিনজন, আমরা পাঁচজন। তা ছাড়াও এই যে দেখছেন কুকুরটা এ কিন্তু দারুণ হিংস্র। বুনো বাঘেব চেয়ে কম নয়। আমরা যদি একবার ইশারা করি তা হলে কিন্তু ও আপনাদের তিনজনকেই নাস্তানাবুদ করে দেবে।"
আকবর আলি বলল, "ওই লোককে আমার চাই।"
"ওই লোকের সন্ধান তো আমরাই দেব আপনাকে। কিন্তু সেই ছেলেটা কোথায়?"

"ওর কথা কুছু বলতে পারব না। না জানি কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেছে ও।"

বাবলু বলল, "আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আপনি ঠিকই জানেন সে কোথায় আছে। কারণ ভেগে গেলে এতদিনে সে বাড়ি পৌঁছত। বলুন তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?"

"নেহি বতাউঙ্গা। বোলবোই না।"

"তা হলে ওই লোকের হদিসও আমরা দেব না।"

"তোমাদের সবার গায়ে একটু করে গরম পানি ঢাললেই বলবে তোমরা।" বলেই হাঁক দিলেন, "হাসান।"

বাবলুও ক্রুদ্ধ গলায় ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু এতক্ষণ গর্ গর্ করছিল। এবার আকবরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'ভৌ ভৌ' চিৎকারে কাঁপিয়ে দিল চারদিক।

আকবর আলি ভাবতেও পারেনি এমন বেকায়দায় তাকে পড়তে হবে বলে। তাই পঞ্চুর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণান্ত চিৎকার করতে লাগল, "বাঁচাও—বাঁচাও—।"

বাবলু বলল, "এখন আমরা ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। নকল চিকনমার্কেট বানিয়ে ভালই ব্যবসা চলছিল আপনার। রিকশাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালাদারে পেটে লাথি মেরে তাদের দিয়ে খদ্দের পাকড়ে দারুণ কারবার চলছিল। ওই লোককেও ঠিক ওইভাবেই নিয়ে আসা হয়েছিল নিশ্চয়ই?"

আকবর আলি বলল, "হাঁ।"

"মাঝখান থেকে ছেলেটা বেপাত্তা হয়ে গেল।"

আকবর আলি বলল, "ও লেড়কা জিন্দা নেহি।"

"সে কী! বেঁচে নেই?"

"না। আপনে হাতোঁ সে মার ডালা বেচারিকো। ও মর চুকা।"

বাবলু বলল, "আপনার লোকেদের ঝাঁপ ওঠাতে বলুন। না হলে আমাদের কুকুর সবাইকে কামড়াবে।"

আকবর আলির চোখের ইশারাতেই ঝাঁপ উঠে গেল।

বাইরে তখন মারমুখী দোকানদাররা। প্রত্যেকেরই হাতে একটা কবে লাঠি অথবা রড।

রহমত নামের সেই দালাল লোকটা সকলকে চেঁচিয়ে যা বোঝাতে লাগল তা হল, এরাই সেই ক্যাশ ভেঙে পালিয়ে যাওয়া লোকটার শাগরেদ। এখন কুকুর নিয়ে আবার ডাকাতি করতে এসেছে। চিকনমার্কেটে শাড়ি কেনবার অছিলায় ঢুকেছে চুরি করতে।"

ওর কথা শুনে হইহই করে উঠল সকলে।

বাবলু বেকায়দা বুঝেই পঞ্চুকে নির্দেশ দিল, "পঞ্চু অ্যাটাক।"

পঞ্চু দোকানের উঁচু চাতাল থেকে ভয়ংকর ডাক ছেড়ে ঝাঁপিযে পড়ল একজনের ওপর। তারপর যাকে সামনে পেল তাকেই আঁচড় কামড়।

নিমেষে ভিড় ফাঁকা।

ততক্ষণে আর এক অঘটন হয়ে গেছে। আকবর ও তার লোকেরা বাবলু বিলু ভোম্বলকে ধাক্কা মেরে চাতালের ওপর থেকে ফেলে দিয়েই বাচ্চু-বিচ্ছুকে কবজা করে ঢুকিয়ে নিয়েছে দোকানেব ভেতরে। দোকানের ঝাঁপ আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই ছুটে গিয়ে লাথির পর লাথি মারতে লাগল সেখানে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সেটা যেমনকার তেমন বন্ধই রইল। সে ঝাঁপ আর উঠল না।

অন্যদিক থেকে কয়েকজন তখন বাবলুদের আক্রমণ করবে বলে ছুটে আসছে।

পঞ্চু বেচারি একা কতদিক সামলাবে? ইতিমধ্যে সেও খেয়েছে কয়েকটি লাঠির ঘা।

নিরুপায় বাবলু বাধ্য হয়েই তখন পিস্তলে হাত দিল।

ভয়ানক চেহারার এক আক্রমণকারীর পায়ের হাঁটুতে গুলি লাগতেই আর্তনাদ করে বসে পড়ল সে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই তখন ধরা পড়ে মার খেতে লাগল। আর পঞ্চু সমানে প্রতিহত করতে লাগল তার আক্রমণকারীদের। সমানে চেঁচাতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

নিমেষের মধ্যে ঘটনার মোড় এমনভাবে ঘুরে গেল যে দিশাহারা হয়ে পড়ল ওরা। বাবলু পিস্তল দেখিয়ে ওদের খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেও বিলু ভোম্বল তখনও ওদের কবজায়। বাচ্চু-বিচ্ছু বন্দি। এই

অবস্থায় পঞ্চুকে নিয়ে বাবলুর পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। চারদিক থেকে আক্রমণকারীরা ঘিরে ফেলেছে জায়গাটাকে। সর্বত্র রটে গেছে কুকুর পিস্তল ইত্যাদি নিয়ে কয়েকজন ক্ষুদে ডাকাত চিকনমার্কেটে এসেছে ডাকাতি করতে।

গোলমাল দেখে কেউ বোধহয় পুলিশে খবর দিয়েছিল। তাই একটা পুলিশের গাড়ি দ্রুত এসে হাজির হল সেখানে।

পুলিশ দেখে শান্ত হল জনতা।

পুলিশ ইনস্পেক্টর ভিড় সরিয়ে বাবলু বিলু ভোম্বল ও তৎসহ পঞ্চুকে ভ্যানে ওঠালেন।

বাবলু বলল, "আমাদের আরও দু'জন আছে স্যার। এখানকার আকবর আলি তাদের গুম করে রেখেছে ঘরের ভেতর।"

পুলিশ ইনস্পেক্টর আকবর আলির দোকানে অনেক ধাক্কাধাক্কি করলে কর্মচারীরা ঝাঁপ ওঠাল। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেখানে আকবর আলিও নেই, বাচ্চু-বিচ্ছুও নেই। একদম ফাঁকা।

ইনস্পেক্টর বললেন, "কোঈ তো হ্যায় নেহি ইধার।"

বাবলুর চোখে জল এসে গেল। বলল, "বিশ্বাস করুন স্যার, এই দোকানের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও কোনও গুপ্ত পথ আছে। না হলে গেল কোথায় ওরা?"

ইনস্পেক্টর রক্তচক্ষু হয়ে বললেন, "ঝুটা বাত বোলো। বঙ্গাল থেকে এখানে এসেছ তোমরা ডাকাইতি করতে?"

রহমত দালালটা বলল, "এদের সঙ্গে দুটো মেয়ে সত্যিই ছিল। গোলমালের সময় তারা তিন চারটে শাড়ি নিয়ে ভেগেছে।"

দোকান কর্মচারীরা বলল, "এদেরই জান পহচান আদমি কুছদিন পহলে লাখো রুপাইয়া লেকে ভাগা।"

পুলিশ ইনস্পেক্টর সব শুনে আর কোনও কথা না বলে ওদের সবাইকে থানায় নিয়ে এলেন।

ভাগ্যক্রমে এখানে একজন বাঙালি পুলিশ অফিসার ছিলেন তাই রক্ষে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "মুকুরজিবাবু, আপনি তো বাঙালি। তাই এই ছেলেগুলোর সঙ্গে আপনিই বাতচিত করুন।"

অফিসারেব নাম সুকুমার মুখার্জি।

বাবলু ছুটে গিয়ে তাঁর হাত দুটি ধরে বলল, "স্যার, আপনি আমাদের বিশ্বাস করুন। এঁরা আমাদের ভুল বুঝেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ তার সবই সত্যি কিন্তু সে সবই বোঝার ভুলে।"

ইন্সপেক্টর ভ্যানে উঠিয়েই বাবলুর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন। সেটা মুখার্জিবাবুর হাতে দিতেই, মুখার্জিবাবু বললেন, "এই মালটা তোমরা পেলে কোত্থেকে?"

"ওটা আমারই। পিস্তলের লাইসেন্সও আছে। অবস্থাটা তখন এমনই হয়েছিল যে ওটাকে না ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না।" বলে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা বুঝিয়ে বলল মুখার্জিবাবুকে।

মুখার্জিবাবু বাবলুর কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বললেন, "সবই তো বুঝলুম। কিন্তু তোমাদের কুকুরের কামড়ে অনেক লোক জখম হয়েছে। তা ছাড়া তোমার গুলি চালনাতেও আহত হয়েছে একজন। এরপর তোমার হয়ে কিছু বলতে গেলে যে আমার ওপর খেপে যাবে সবাই।"

"আপনারা আমাদের দোষগুলো দেখছেন কিন্তু কেন যে আমরা ওই কাজ করলাম তা দেখবেন না? আমাদের দুটি মেয়েকে ওরা কিডন্যাপ করেছে। তাদের খুঁজে বের করবেন না? ওদের অভিযোগ মিথ্যা। আমাদের মেয়েরা চুরি করে পালায়নি। পালিয়ে তারা যাবে কোথায়? আমরা যে লজে আছি সেখানে গিয়েও খোঁজ নিতে পারেন। সব কিছু দেখেশুনে আপনি অন্য পুলিশদের বুঝিয়ে বলুন ব্যাপারটা। এবং চেষ্টা করুন মেয়েদুটিকে উদ্ধার করবার।"

"কিন্তু প্রশ্ন হল এঁরা যখন জানতে চাইবেন নেহাতই বদ মতলব না থাকলে কুকুর ও পিস্তল নিয়ে তোমরা ওখানে গিয়েছিলে কেন, তখন কী জবাব দেব?"

বাবলু বলল, "এবার তা হলে আমাদের আসল পরিচয়টা দিই।" বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে পিস্তলের লাইসেন্স, পুলিশের সার্টিফিকেট সবই দেখিয়ে দিল।

প্রসন্নতায় ভরে উঠল মুখার্জিবাবুর মুখ। বললেন, "তোমাদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তোমাদের নাম আমি শুনেছি। তোমাদের ব্যাপারস্যাপার নিয়েও এখানে আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে। তাই তোমাদের ব্যাপারে এখানকার পুলিশকে বুঝিয়ে বলতে আর কোনও অসুবিধে হবে না। তোমাদের ওই মেয়েদুটির

ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাক। আমরাই খুঁজে বের করব ওদের।" বলে ওদের বসিয়ে রেখে ও সি-র ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কী সব কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলেন।

যে ইনস্পেক্টর বাবলুদের ভ্যানে উঠিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলেন এবার তিনি এসে বললেন, "আমি তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি বলে তোমরা কিছু মনে করলে না তো? তোমাদের লাইফ সেফটির জন্যই নিয়ে এসেছি।"

মুখার্জিবাবু বললেন, "ওই জায়গায় যে কয়েকদিন আগে অমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে তা তো জানতাম না। আজই কানে এল আমার। আসলে ওই ব্যাপারে কোনও কেস ডায়েরিই লেখানো হয়নি এখানে। আকবর আলি তো আসেইনি, ছেলেটির মা-বাবাও নন। ওঁরা যে কেন এলেন না তা ভেবে পাচ্ছি না।"

বাবলু বলল, "ছেলেটির বাবা-মা যে কেন এলেন না সেটাই তো আমাদের কাছেও রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

"না আসার আরও কারণ ওই গোরা মিত্তিরের ব্যাপারে ওরা নিশ্চয়ই এত বেশি ওয়াকিবহাল, যে ওঁরা ধরেই নিয়েছেন ও যেখানে, সেখানে মারাত্মক রকমের খারাপ ব্যাপারস্যাপারই হওয়া সম্ভব। তাই নিজেদের মান বাঁচাতে অথবা নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেই ওঁরা এখানে আসেননি। কিন্তু ওঁদের ওই একমাত্র ছেলেটি কি সত্যিই খুন হয়েছে?"

"আকবার আলি তাই তো বলল আমাদের।"

"আসলে এরা এত বেশি ডেঞ্জারাস যে এদের অসাধ্য কিছু নেই। পারলে আমাদেরকেও খুন করে দেয় এরা। আচ্ছা, ওই গোরা মিত্তিরের ঠিকানা তোমাদের জানা আছে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।" বলে একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিল।

"এবার কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলব আমি। ওখানকার পুলিশের সাহায্যে নিযেই বাঁধিয়ে আনব ক্রিমিন্যালটাকে। ওর মুখ থেকে না শুনলে জানতেই পারব না সেদিনের ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় আমাদের মতো ওদেরকেও ঠিক ওইভাবে ওদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করছিল। গোরা মিত্তির মাথা গরমের লোক। লেগে যায় ঝটাপটি। টাকা লুট করাও ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু ছেলেটিকে যে কেন মরতে হল তা আমরা ভেবে পাচ্ছি না।"

"এর উত্তর অবশ্য দিতে পারে একমাত্র আকবর আলিই।"

"আকবর আলির নাগাল কি পাবেন আপনারা?"

মুখার্জিবাবু হেসে বললেন, "অলরেডি তোমাদের ওই মেয়েদুটির খোঁজে ও আকবর আলিব খোঁজে লোক আমাদের চলে গেছে। তবে এটুকু জেনে রেখো, মেয়েদুটির প্রাণনাশের আশঙ্কা নেই। থানা পুলিশ পর্যন্ত যখন গড়িয়েছে তখন খুনের ঝুঁকি ওরা নেবে না। শুধু একটাই ভয়, এই দুষ্কৃতীচক্র কোথাও ওদের পাচার না করে দেয়। ঠিক আছে, এখন তোমরা যেতে পার। কোথায় উঠেছ তোমরা?"

"স্টেশনের কাছেই কাবেরী লজে?"

"কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের। ওখানকার ম্যানেজারকে আমি ফোনে বলে দেব, টাকা-পয়সা না থাকলেও আমার গেস্ট হিসেবে ওরা তোমাদের রেখে দেবে।"

বাবলু ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে নিয়ে লজে ফিরে এল। বাচ্চু-বিচ্ছু বিহনে ওদের কারও মনে এতটুকুও শান্তি নেই। কেন না পুলিশ যতই বলুক আকবর বা তার লোকজনেরা যেভাবে খেপে আছে তাতে কি ওরা আস্ত রাখবে ওদের? মনে হয়, না। গোরা মিত্তিরের রাগটা সবটাই এখন পড়েছে ওদের ঘাড়ে।

লজের ম্যানেজার ওদের সঙ্গে বাচ্চু-বিচ্ছুকে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার! তোমাদের সেই বোনেরা কোথায়?"

বাবলু ছলছল চোখে ওদের বিপদের কথা সব বলল।

ম্যানেজার বললেন, "সর্বনাশ।" তারপর বললেন, "এখানকার পুলিশকে তো চেনো না তোমরা। পুলিশ ওদের কিচ্ছু করবে না। তবে মুখার্জিবাবু যখন আছেন তখন হয়তো একটা কিছুর সুরাহা হবে। মেয়েদুটির ব্যাপারে অবশ্য আমার মন কিন্তু অন্যরকম গাইছে।"

বাবলু দু'হাতে মাথার চুলগুলো মুঠো করে ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। বিলু, ভোম্বলও নির্বাক। আর পঞ্চু! ওকে দেখলেই বোঝা যায় এই দূর দেশে ঘোর বিপদে বাচ্চু-বিচ্ছুকে রক্ষা করতে পারেনি বলে মরমে মরে যাচ্ছে ও।

কোনওরকমে স্নানাহার সেরে সারা দুপুর ধরে ওরা জল্পনাকল্পনা করতে লাগল বাচ্চু-বিচ্চুর ব্যাপারে। ওরা কি এখানকার পুলিশের ওপরই নির্ভর করে চুপচাপ বসে থাকবে, নাকি নিজেরাও চেষ্টা করবে ভেতরে ভেতরে?

বিলু বলল, "এতবড় বিপর্যয়। বাড়িতে জানাবি?"

বাবলু বলল, "কী লাভ? অযথা ওঁদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে?"

ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু খুব ভয় করছে বাবলু। ওরা যেভাবে গৌতমকে মারল—"

বিলু বলল, "গৌতম?"

"গোরা মিত্তিরের ওই ভাগ্নের নাম। তাই আমার ভয় করছে বাচ্চু-বিচ্চুকেও যদি ওইভাবে মারে?"

বাবলু বলল, "গৌতমের ব্যাপারটা আলাদা। তবে আমার মনে হয় যেহেতু ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে তাই বাচ্চু-বিচ্চুর কোনও ক্ষতি ওরা করবে না। শুধু দাবি করবে গোরা মিত্তিরকে দাও, এদের দু'জনকে নাও।"

বিলু বলল, "তা ও হয়তো করবে না। কেন না তখনই প্রশ্ন উঠবে গৌতমের ব্যাপরে।"

বাবলু বলল, "গৌতমের ব্যাপারে ওরা নীরবই থাকবে। ওরা কখনওই স্বীকার করবে না গৌতমকে খুন করেছে বলে। আমাদের কাছে যা বলেছে তা কখনও পুলিশের কাছে বলে? বরং এটাই বলবে ওদের দোকানের কয়েকটা শাড়ি নিয়ে ছেলেটা নিজেই পালিয়েছে।"

"এখন তা হলে কীভাবে কী করবি বল?"

"পুলিশের গতিবিধি দেখে নিজেরাই তৎপর হব। যদি ওদের উদ্ধার করতে না পারি আমরাও আর ঘরমুখো হব না। আমরা পাঁচ, তিন হব না কখনও।"

ভোম্বল বলল, "এটা তো পরের কথা। এখন কোন পথে এগোব?"

বাবলু বলল, "আগে একবার থানায় যাই চল। তারপর পরিস্থিতি বুঝে নজরদারি করব আকবরের ঘাঁটিতে।"

"কীভাবে? ওই চিকনমার্কেটের ধারেকাছে গেলে আমাদের একজনকেও আর ফিরে আসতে হবে না। কারণ ওই এলাকায় প্রত্যেকের কাছে আমরা চিহ্নিত হয়ে গেছি। এমনকী পঞ্চুও নিরাপদ নয়। পঞ্চু যেরকম নির্বাক, তাতে মনে হয় পঞ্চুও ওখানে দু'-একটা লাঠির ঘা খেয়েছে।"

ভোম্বলের কথা শুনে একবার কুঁইকুঁই করে উঠল পঞ্চু।

বিলু বলল, "কখন যাবি তা হলে?"

বাবলু বলল, "এখনই।"

ওদের মনের মধ্যে এখন এমনই অস্থিরতা যে আর এক মুহূর্তও ঘরে থাকতে ইচ্ছে করল না ওদের। তিনজনেই চটপট তৈরি হয়ে পঞ্চুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ওরা যখন ঘরের দরজায় তালা দিচ্ছে তখনই হঠাৎ বিলু লক্ষ করল দশ নম্বর ঘরের সামনের বারান্দা থেকে একজন যুবক সর্দারজি আপনমনে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার ছলে ওদের দেখছে। সেই দেখার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে মনে হল সর্দারজি রীতিমতো ওদের দিকে নজরদারি করছে। বিলুর চোখে চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নিল অন্যদিকে।

বিলু চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "বাবলু, সর্দারজিকে দেখেছিস?"

"দেখেছি।"

"কী ব্যাপার বল তো?"

"মনে হয় এমনই দেখছিল।"

"আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।"

"কারণ যাই থাক, আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই।"

"কেন নেই? আমি খুব ভালভাবে লক্ষ করেছি ওই চোখের দৃষ্টিতে কিছু যেন ছিল। এমন কিছু যা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

"তার মানে তুই বলতে চাইছিস ওরা আমাদের শত্রুপক্ষেরই কেউ?"

"হতে পারে। না হতেও পারে। তবে আমাদের দিকে নজরদারি যে করছে সে ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।"

কথা বলতে বলতেই কয়েক ধাপ নেমে এসেছিল ওরা।

বাবলু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী, ভাল করে দেখতে হচ্ছে তো।" বলেই বলল, "একটু অপেক্ষা কর তোরা। আমি একবার ওপরে গিয়ে দেখে আসি ওই সর্দারজি আমরা চলে আসার পর কী করছেন। যদি সত্যিই আমাদের ব্যাপারে কোনও কৌতূহল থাকে ওঁর তা হলে এবার সেটা ধরা পড়ে যাবে।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। একবার গিয়ে দেখেই আয়।"

বাবলু পা টিপে টিপে ওপরে উঠেই দেখল সর্দারজি দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে ওদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করছে।

বাবলু গিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতেই চুপ হয়ে গেল ওরা।

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "কী চাই?"

সে কথার কোনও উত্তর এল না। তবে সর্দারজি তার দু' চোখেই যেন ক্রোধের আগুন নিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। দু' চোখের সে কী তীব্র চাহনি। বাবলুর মনে হল এই চোখ কোথায় যেন দেখেছে সে। এই চোখের চাহনি ওর অত্যন্ত পরিচিত। বাবলু বলল, "আপনারা আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কী করছেন?"

একজন পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল এবার, "যাই করি না কেন, তোর কী?"

বাবলু বলল, "আমার কী মানে? আপনারা আননোন পারসন। কী মতলবে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন তা জানতে চাইব না?"

"না চাইবি না। তোদের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছি না তো?"

"আপনাদের ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে তাই।" বলে বলল, "ঠিক আছে। আমি গিয়ে ম্যানেজারকে বলছি। উনি যা ব্যবস্থা নেবার নেবেন।"

ওরা আর বাড়াবাড়ি করল না। নিজেদের মধ্যে চোখেচোখে কী সব আলোচনা করে সরে গেল সেখান থেকে। বাবলু দেখল একেবারে ওদেরই ঘরের মুখোমুখি পনেরো নম্বর ঘরে উঠেছে ওরা। দু'জন বাঙালি, একজন সর্দারজি। বাবলু তবুও ওদের ব্যাপারস্যাপার জানিয়ে এল ম্যানেজারকে।

ম্যানেজার সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভয় নেই। আমি নজর রাখছি ওদের ওপর। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো। এখানে কোনও দুষ্কৃতীর খারাপ কাজ করার কোনও উপায় নেই।"

বাবলুরা আর সময় নষ্ট না করে সোজা থানায় এসে হাজির হল।

সেখানে তখন আর এক অভাবনীয় দৃশ্য। ওরা ভাবতেও পারেনি থানায় এসে অমন নাটকীয়ভাবে আকবর আলির দেখা পাবে বলে। ওরা শুনতে পেল মুখার্জিবাবুর সঙ্গে বেশ উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হচ্ছে আকবর আলির।

মুখার্জিবাবু বলছেন, "তা হলে তুমি স্বীকার করবে না?"

"বললাম তো হাম কিসিকো মার্ডার নেহি কিয়া থা।"

"কিন্তু মেয়েদুটোকে তো লুকিয়ে রেখেছ?"

"ঝুটা বাত। আকবর আলি লেড়কা লেড়কি চোরি করে না।"

বাবলু এবার আকবর আলির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাদের চোখের সামনে তুমি ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করলে আর এখন এখন বলছ ঝুটা বাত? তা ছাড়া তুমি নিজে মুখে আমাদের বলেছিলে না সেদিনের সেই ছেলেটাকে তুমি মার্ডার করেছ।"

"এমন কথা হামি বলে না। এ ভি ঝুটা বাত।"

মুখার্জিবাবু বললেন, "তা হলে আকবর, তুমি ভুলে যেয়ো না, সত্যি কথা কী করে পেট থেকে টেনে বের করতে হয় তা আমি জানি।"

আকবর আলির চোখদুটো একটু একটু করে রক্তজবার মতো লাল হয়ে উঠল এবার। শ্যেনদৃষ্টিতে সে মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আকবর আলিকে আপনি ভয় দিখাচ্ছেন? আপনার সাহস তো কম নয়। আমার পেছনে লেগে আপনি লক্ষ্ণৌ শহরে টিকতে পারবেন? আপনাকে শিগগির ট্রান্সফার নিতে হবে এখান থেকে।"

"নেব। তোমাদের মতো ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে এক গর্তে বাস করার চেয়ে ট্রান্সফার নেওয়া অনেক ভাল। তবে জেনে রেখো, যাবার আগে তোমার বিষদাঁত আমি উপরে দিয়েই যাব।"

এ কথার উত্তরে আকবর আলি হোঃ হোঃ করে ঘর ফাটিয়ে একবার হেসে উঠল। তারপর বলল, "আপনার পাওয়ার এখন অনেক বেশি হয়ে গেছে তাই না মুকুরজিবাবু? তা হলে শুনুন, আমি মার্ডার ভি করেছি আউর উয়ো দোনো লেড়কি কো হাপিস ভি করিয়েছি। এখন আপনার পুলিশি পাওয়ার কুছু থাকলে

আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন। আমি দেখতে চাই এমন একজন পুলিশ অফিসার এখানে আসিয়েছিলেন যিনি আমাকে অ্যারিস্ট করার হিম্মত রাখেন।"

মুখার্জিবাবু ডাকলেন, "হাবিলদার।"

যমদূতের মতো একজন হাবিলদার এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"শয়তানটাকে এখনই লক আপে ঢোকাও।"

হাবিলদার মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কী হল, নিয়ে যাও।"

"হুজুর, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন। আমি গরিব মানুষ। ফ্যামিলি নিয়ে বাস করি। আলি সাহেবের লোকরা আমাকে শেষ করে দেবে।"

বাবলু বলল, "কাউকে কিছুই করতে হবে না। কবজায় যখন পেয়েছি তখন ওর মোকাবিলা আমরাই করছি।" বলেই পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চু! এই শয়তানটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দে তো।"

নির্দেশ পাওয়ামাত্র পঞ্চু বিকট একটা চিৎকার করে আকবরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই আকবর ততোধিক চিৎকার করে বলল, "ম্যায় সব কুছ বতাতা হুঁ।"

বাবলু বলল, "এটা আগে বললে আমাদের কুকুরের নখগুলো তোমার গাঁয়ে বিঁধত না। ঠিক করে বলো আমাদের মেয়েদুটো এখন কোথায়? আর সেই ছেলেটিরই বা পরিণতি কী?"

"উয়ো লেড়কা জিন্দা নেহি।"

"ঠিক?"

"ম্যায়নে অপনা হাত সে মার ডালা।"

"আর মেয়েদুটো?"

"জালালউদ্দিন সাহিবকা কোঠি মে।"

"জালালউদ্দিন সাহেবের কোঠিটা কোথায়?"

"কেশরবাগ।"

মুখার্জিবাবু বললেন, "তুমি পারবে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে?"

"জরুর।"

বাবলু বলল, "ওকে একদম বিশ্বাস করবেন না স্যার। ও মিথ্যে কথা বলছে। ওখানে নিশ্চয়ই ওদের কোনও গোপন ঘাঁটি আছে। ও আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবে। তার চেয়ে আমরা ঘুরে না আসা পর্যন্ত ওকে লকাপেই আটকে রাখুন।"

আকবর বলল, "নেহি। আভি হমকো ডক্টর কা পাশ যানা হ্যায়। সুই লেনে পড়েগা।"

মুখার্জিবাবু বললেন, "এখন তোমাকে আমাদের হেফাজতে থাকতেই হবে বাছাধন। কেন না একবার ছাড়া পেলে আর তোমাকে ধরা খুবই মুশকিল হবে। তা ছাড়া তুমি নিজে স্বীকার করেছ তুমি একজন মার্ডার কেসের আসামী। তোমাকে আমি ছাড়বই বা কীভাবে?"

"আরে মার্ডার তো হামি আরও অনেক করেছি। তখন আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কী করছিল? কেনো আরিস্ট করেননি আমাকে? আজ একটা বাচ্ছা ছেলেকে মার্ডার করে ফেললাম বলে আমাকে জেলে যেতে হবে? এটা কি মামার বাড়ির আবদার। কত লোক কত মার্ডার করছে। তাদের ক'জনকে আপনারা ধরেছেন? যেই আমি সত্যি কথা বললাম অমনি আরেস্ট? সততার কোনও দামই নেই তা হলে পুলিশের কাছে?"

মুখার্জিবাবু বললেন, "তুমি ঢুকবে না ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঢোকাব?"

"আপনার জাস্টিসটা কিন্তু ঠিক হল না মুকুরর্জিবাবু।" বলে নিজেই ঢুকে পড়ল।

মুখার্জিবাবু হাবিলদারকে বললেন, "তালা লাগাও।"

আকবরের কাছ থেকে কেশরবাগে জালালউদ্দিনের বাড়ির লোকেশনটা ভাল করে জেনে কয়েকজন কনস্টেবল সহ বাবলু, বিলু, ভোম্বল ও পঞ্চুকে নিয়ে মুখার্জিবাবু পুলিশের জিপে এসে বসলেন। সশস্ত্র কনস্টেবলরা চলল পুলিশ ভ্যানে।

পুলিশের গাড়ি কেশরবাগের দিকে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে বাবলু বলল, "আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখুন স্যার। কেশরবাগে জালালউদ্দিন সাহেবের খোঁজ পরে করা যাবে। আগে চলুন সেই দোকানেই আর একবার আমরা হানা দিই। সেখানে গিয়ে রহমতের খোঁজ করি। ওকে ধরে ঘা কতক দিলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।"

মুখার্জিবাবু বললেন, "কথাটা অবশ্য মন্দ বলনি তোমরা। চলো জাল মার্কেটেই আগে যাই।"

"আমরা দোকানে ঢুকে দেখব ওর নীচে কোথাও কোনও গুপ্তকক্ষ আছে কিনা। বাচ্চু-বিচ্ছু তো ওখানেও থাকতে পারে।"

বাবলুর কথায় আহ্লাদিত হয়েই বুঝি পঞ্চু ওর কোলে মুখ রাখল।

গাড়ি ঘুরে চলল জাল মার্কেটের দিকে।

কিন্তু গিয়েও কোনও লাভ হল না। বেশির ভাগ দোকানই তখন বন্ধ। ট্যুরিস্টদের আনাগোনা না থাকলে এইসব দোকান সবসময় খোলে না।

মুখার্জিবাবু বললেন, "এইসব জায়গাগুলো অসাধু ব্যবসায়ীদের আখড়া। এখানে যাতে অন্য কোনও কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে এখন থেকে আমি সেই চেষ্টাই করব। না হলে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে দেব এখানে।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল।"

দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করতে রহমতের ব্যাপারে জানা গেল। সে বলল, একমাত্র বড় ইমামবাড়াতেই পাওয়া যাবে রহমতকে। কেন না এইসময় ও ওখানেই সাট্টার নেশায় মেতে থাকে।

মুখার্জিবাবুর নির্দেশে গাড়ি ছুটল বড় ইমামবাড়ার দিকে। এখান থেকে অবশ্য জায়গাটার দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। তাই দু' মিনিটেই পৌঁছে গেল ওরা।

পুলিশ দেখেই সাট্টার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়ল। তাদের দলে রহমতও ছিল। সে করল কী লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে পড়ল অন্ধকার ভুলভুলাইয়ায়।

মুখার্জিবাবু দু'বার ব্লাঙ্ক ফায়ার করলেন। কিন্তু কোনও লাভ হল না। তবে পঞ্চু সেই অন্ধকারেও সমানে তাড়া করল তাকে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভুলভুলাইয়ার গোলকধাঁধায় ভয়ংকর চিৎকার ও ছুটোছুটির পর একসময় দেখা গেল পঞ্চু রহমতের হাত কামড়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। রহমত আপ্রাণ চেষ্টা করছে পঞ্চুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার কিন্তু কিছুতেই পারছে না।

রহমত কাছে এলে বাবলু ওর কলার ধরে জিজ্ঞেস করল, "এই, আমাদের সেই মেয়ে দু'জন কোথায়?"

রহমত বলল, "আমি কুছু জানে না।"

বিলু সঙ্গে সঙ্গে হাতের কনুই দিয়ে ওর গায়ে একটা গোত্তা মেরে বলল, "সব জানিস তুই। বল ওরা কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "তুই ওদের দলের লোক। তুই জানিস না এ কি হয়?"

"আমি ঝুটা বলছি না ভাইসাব। উপরওয়ালার কসম। হামি কুছু জানে না।"

মুখার্জিবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা রিভলভার বের করে বললেন, "আমার হাতে এটা কী দেখছিস তো? শেষ করে দেব একেবারে।"

বাবলু বলল, "ওটা ওকে দেখাবার কোনও প্রয়োজনই হবে না স্যার। আপনি অনুমতি দিলে ওর পেট থেকে আসল কথা আমাদের পঞ্চুই বের করে আনবে। আপনি কেন অযথা খুন জখমের বা গুলি চালানোর ঝুঁকি নেবেন?"

পঞ্চু তখন রহমতের হাত ছেড়ে ওর বুকের ওপর পা রেখে রাগে গর্‌গর্‌ করছে। ভাবটা এই, একবার কেউ বলুক তারপর মজা কাকে বলে টের পাইয়ে দিচ্ছি।

রহমত আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

বাবলু বলল, "এখনও সময় আছে। বল ওরা কোথায়? না হলে কিন্তু আমাদের হাত থেকে আজ আর তোর বাঁচবার উপায় নেই।"

রহমত বলল, "উন দোনো হিঁয়াপর হি হ্যায়। ভুলভুলাইয়া কি অন্দরমে।"

মুখার্জিবাবু বললেন, "ঠিক আছে। নিয়ে চল তা হলে এর ভেতরে কোথায় আছে ওরা।"

রহমত বলল, "পহলে কুত্তা সামালো।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু! ছেড়ে দে ওকে।"

পঞ্চু হাত ছাড়তেই রহমত সবাইকে নিয়ে ভুলভুলাইয়ার ভেতরে ঢুকল। সে কী দারুণ অন্ধকার ভেতরে। সেই অন্ধকারে চোখের পলকে রহমত কোথায় যে গা ঢাকা দিল তা বুঝতেও পারল না কেউ।

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "হাতের শোল হাতে পেয়েও হাতছাড়া করলাম আমরা। লোকটা আমাদের একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে পালাল।"

ভোম্বল বলল, "উঃ, কী শয়তান।"
বিলু বলল, "এখন এর ভেতর থেকে বেরোবার উপায়?"
মুখার্জিবাবু ঘন ঘন পুলিশের হুইসিল বাজাতে লাগলেন। তাবপর সবাইকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন এদিক ওদিক। দুর্ভাগ্যক্রমে হাতের টর্চটাও রয়ে গেছে গাড়িতে।
এই গোলকধাঁধায় বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর দেখতে পেলেন কয়েকজন কনস্টেবল এখানকার কেয়ারটেকারকে নিয়ে হ্যাজাক জ্বেলে এদিকে আসছে।
ওরা এলে সবাই তখন দারুণ হতাশা নিয়ে বাইরে এল।
মুখার্জিবাবু বললেন, "আমার মনে হয় আর এইভাবে আন্দাজে না ঘুরে হাতে হাতকড়া পরিয়ে আকবর আলিকেই আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরা উচিত।"
বাবলু বলল, "যা আপনি ভাল বুঝবেন।"
মুখার্জিবাবুর ইচ্ছানুসারে ওরা আবার থানায় এসে হাজির হল।
এখানে সকলের জন্য আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ওরা এসেই দেখল থানার মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। ব্যাপার কী?
কনস্টেবলরা বলল, "বন্দি পলাতক।"
ও সি ছিলেন না।
শুনেই ফেটে পড়লেন মুখার্জিবাবু। বললেন, "লক আপের ভেতর থেকে একজন বন্দি কীভাবে পালায়?"
হাবিলদার বলল, "আমারই গাফিলতিতে এমনটি হয়েছে। আমি আকবর আলিসাহেবকে খুব ভয় পাই। উনি আমাকে এক গেলাস জল চাইলে আমি যেই না জল দিতে গেছি উনি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। অন্য কনস্টেবলরা ওঁর মূর্তি দেখে ভয়ে ওঁর ধারেকাছে যেতে সাহস করেনি।"
ঘটনাটা যদি এরকমই হয় তা হলে অসম্ভব কিছু নয়, আবার গট আপ কেস হলেও করবার কিছু নেই।
মুখার্জিবাবু গম্ভীর হয়ে তাঁর চেয়ারে বসে কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন।
বাবলু বলল, "এখন তা হলে উপায়?"
মুখার্জিবাবু হঠাৎ ভাবসমাধি ত্যাগ করে হেসে বললেন, "পুলিশের কাছে সব উপায়ই আছে। আমার খপ্পর থেকে বাঁচবে না আকবর আলি। যেভাবেই হোক ওকে আমি ধরবই।" বলেই রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালেন, "হ্যালো, পুলিশ হেড কোয়ার্টার। হ্যালো...।"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। পঞ্চুকে নিয়ে ওরা রাস্তায় নামল।
ভোম্বল বলল, "শুধু শুধু অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে না গেলেই হত। এখন আমরা কী করি? আকবর পলাতক মানে বাচ্চু-বিচ্ছুকে ফিরে পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও আর নেই।
বিলু বলল, "এতগুলো সফল অভিযানের পর এখানে এসে আমরা যে এভাবে ফেঁসে যাব তা ভাবতেও পারিনি।"
বাবলু বলল, "আশাহত হোস না। আমরা তো কারও কোনও ব্যাপার নিয়ে আসিনি। এসেছিলাম লক্ষ্ণৌ বেড়াতে। পাহাড়ে-পর্বতে বনে-জঙ্গলে অভিযান করার চেয়ে জনবহুল শহরের মধ্যে অভিযান চালানো অত্যন্ত কঠিন। তবু সেই কঠিন কাজটিই অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় করে নিতে হবে আমাদের।"
ভোম্বল বলল, "যেভাবে সিন ক্রিয়েট করে আকবর পালাল তাতে মনে হচ্ছে ওর নাগাল পাওয়া আমাদের সাধ্যের মধ্যে নয়।"
বাবলু বলল, "দ্যাখা যাক, আমরা নিজেরা চেষ্টা করে কতদূর কী করতে পারি।"
বিলু বলল, "কীভাবে চেষ্টা করবি?"
"প্রথমেই আমরা টাঙ্গাস্ট্যান্ডে গিয়ে সেই টাঙ্গাওয়ালার সন্ধান নিই গে চল। যদি লোকটাকে ধরতে পারি তা হলে ওকে চাপ দিয়েই অনেক খোঁজখবর পেয়ে যাব ওদের। তারপর ওদের ঘাঁটিগুলো জেনে এক এক জায়গায় হানা দেব।"
"তা না হয় দিলাম। লাভ কী হবে? বাচ্চু-বিচ্ছুকে হয়তো এই শহরেই রাখেনি ওরা।"
"না রাখতে পারে। কিন্তু কেউ না কেউ তো ফাঁস করে দেবে ওরা কোথায় আছে।"
আর কোনও কথা নয়। ওরা দ্রুত পায়ে টাঙ্গাস্ট্যান্ডে এল। টাঙ্গা রাখার জায়গা তো এখানে এক আধটি

নয়, অনেকগুলো। ওরা বেশ কয়েকটিতে ঢুঁ মারল প্রায়। কিন্তু যার জন্য হন্যে হয়ে খোঁজা সে-ই কোথাও নেই।

ওদের এইভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে একজন বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল, "তুম সব অভিতক গয়ে নেহি? ও লোগ বহুৎ খতরনক। মার ডালেগা সবকো। জিনা চাহো তো ভাগো। তুরন্ত ভাগো।"

বাবলু বলল, "আপনি আমাদের চেনেন?"

"হাঁ হাঁ। সালামত মেরা লেড়কা। উয়ো সবকুছ বতায়া হামকো।"

বাবলু বলল, "চাচাজি, আপনি আমাদের একটু সাহায্য করুন। আমাদের দুটি মেয়েকে ওরা আটকে রেখেছে। ওরা যে কোথায় আছে কিছুই জানি না। ওদের খুঁজে বের করার রাস্তা একটা আপনি বাতলে দিন।"

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "নেহি খোকাবাবু, ও লোগ বহৎ ডেঞ্জারাস, হামকো ভি মারতা। সবকো মারতা। কিসিকো ডরতা নেই।"

"অদ্ভুত ব্যাপার। দিনের পর দিন আপনারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন অথচ রুখে দাঁড়াচ্ছেন না কেউ?"

"হাম সব কাম করকে খানেবালে গরিব আদমি। আকবর আলি মাফিয়া ডন।"

বাবলু বলল, "তা হলে শুনুন চাচাজি, উনি যত বড় হিম্মতদার আদমিই হোন না কেন, আমরা ওঁকে উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে এখান থেকে যাব।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "আমাদের এই যে কুকুর, আকবর আলি, রহমতকে যা জব্দ করেছে তাতে আমরাই এখন ওদের আতঙ্ক। আমাদের কারণেই আকবরকে আজ লক আপে ঢুকতে হয়েছিল। পরে অবশ্য পলাতক। যে হারে, সেই ভাগে। তার মানেই ওর খেলা শেষ। আমরা এখানে এসে ওদের মৌচাকেই ঢিলটা ছুড়েছি।"

"তবে তো তোমরা বাহাদুর লেড়কা আছো।"

"সেইজন্যই বলছি চাচাজি, আপনি শুধু ওদের ঠেকটা আমাদের বলে দিন। আমাদের ওই জাল মার্কেটের কাছে নিয়ে চলুন আর কীভাবে লুকিয়ে ওই দোকানে ঢুকব তা বলে দিন। ওখানেই কোনও চোরকুঠরিতে আমাদের মেয়েদুটি বন্দিনী হয়ে আছে বলেই মনে হচ্ছে।"

বৃদ্ধ বলল, "নেহি নেহি। হুঁয়াপর নেহি হ্যায়।"

"তা হলে কোথায়? কেশরবাগে? আকবর আলি অবশ্য বলেছিল কেশরবাগে জালালউদ্দিনসাহেবের মকানে আছে।"

"ঝুটা বাত। হাম কেশরবাগকা আদমি। জালালউদ্দিন নামকা কোঈ খাস আদমি উধার হ্যায়ই নেহি।"

"তা হলে?"

"আও মেরা সাথ।"

পঞ্চুকে নিয়ে টাঙ্গায় উঠল সবাই।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত হয়েছে কখন। চারদিক আলোয় ঝলমল করছে। রাতের লক্ষ্ণৌ নগরীর চেহারাটাই তখন অন্যরকম। শহরের বুকের ওপর দিয়ে যেন নাচের ছন্দে ছুটে চলেছে টাঙ্গাটা।

যেতে যেতে বিলু হঠাৎই চাপা গলায় বলে উঠল, "বাবলু! সর্দারজি।"

"কই? কোথায়?"

"ওই দ্যাখ।"

ওরা দেখল একটা মোটরবাইক নিয়ে সর্দারজি ও তার দুই বাঙালি বন্ধু দূর থেকে ওদের ফলো করছে।

বাবলু বলল, "চাচাজি, টাঙ্গা রোখো।"

"কিঁউ?"

"তিনজন লোক আমাদের পিছু নিয়েছে।"

বৃদ্ধ বলল, "ঠিক হ্যায়, তুম সব হিঁয়াপর উতারো। বাঁয়া তরফ যো বগলবালা গলি হ্যায় ওহি গলি কা অন্দর ঘুস যাও।"

"তারপর?"

"একদম সিধা চলা যাও। গলি পার হোনে কা বাদ মেইন রোড মিলেগা। হম হুঁয়া যাকে তুম সবকো ফির ভি লে লেঙ্গে।"

বাবলুরা তাই করল। তিনজনেই গলির ভেতর ঢুকে পড়ল পঞ্চুকে নিয়ে। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ওপারে গিয়ে আবার বড় রাস্তায় পড়ল।

একটু পরেই টাঙ্গা এসে সেখানে দাঁড়াল। আবার আগের মতোই চেপে বসল ওরা।

টাঙ্গাটা এবার গোমতীর তীরে এক জায়গায় অন্ধকারে এসে থামল।

বৃদ্ধ বলল, "উয়ো দেখো, এক সফেদবালা মকান দিখাই যাতি হ্যায়। ওহি মকান আকবর আলি কা। উয়ো দোনো লেড়কি রহেগী তো ওঁহি পর রহেগী। লেকিন উস মকান কা অন্দরমে তুম ঘুমোগে ক্যায়সে?"

বাবলু বলল, "সে দ্যাখা যাবে চেষ্টা করে। আপনার কি ধারণা ওই বাড়িতেই ওরা আছে?"

"হো ভি সকতা।"

ওরা টাঙ্গা থেকে নেমে টাঙ্গাওয়ালার হাতে টাকা দিতে যেতেই বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা 'না না' করে উঠল। বলল, "খোদা মেহেরবান। ইয়ে রুপাইয়া হাম নেহি লেঙ্গে খোকাবাবু।"

বাবলু বলল, "কেন?"

টাঙ্গাওয়ালা বলল, "খোদাকো ইয়াদ রাখো। আপনা মর্জিসে কাম করো।" বলে টাঙ্গা নিয়ে চলে গেল।

শুধু বাবলু, বিলু, ভোম্বলই নয় পঞ্চুও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালার চলে যাওয়া পথের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা আলো অন্ধকারের আশ্রয় নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেই সফেদবালা মকানের দিকে।

বাড়ি তো নয়, যেন প্রাসাদ। আকবর আলির এই বাড়ির দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই বাড়ি। এত টাকা আকবর পেল কী করে? নিশ্চয়ই সৎ উপায়ের দ্বারা উপার্জনে নয়। ওই শাড়ির দোকানের যা অবস্থা তাতে ওটাই একমাত্র অবলম্বন হলে দু' বেলা দু'মুঠো ভাত জোটবারও কথা নয়। অর্থাৎ ওই দোকানটা শুধুই সাজিয়ে রাখার জন্য। টাকা রোজগারের মূল উৎস অন্য কোনওখানে। আকবরের যা দাপট তাতে এ লোক যে পুরোমাত্রায় দু' নম্বরি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। টাঙ্গাওয়ালা, রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করাও ওর অসদুপায়ে উপার্জনের আর এক উৎস।

॥ ৭ ॥

বাড়ির দিকে তাকিয়ে ঠিক কীভাবে এই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা যায় সেই নিয়েই চিন্তাভাবনা শুরু করল ওরা। কোলাহলমুক্ত শহরের উপান্তে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে বাড়িটা। গোমতীর তীরে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই তৈরি করানো হয়েছে। এই বাড়িকে কেন্দ্র করে কখনও কোনও রহস্য ঘনীভূত হলে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ারও অনেকরকম পথ খোলা আছে দেখা গেল।

বাবলু বলল, "কোনওরকমে একবার পাঁচিলে উঠতে পারলেই এ বাড়ির ছাদে পৌঁছে যাব আমি।"

বিলু বলল, "খুব সাবধানে কিন্তু।"

বাবলু বলল, "যদি কুকুরের উপদ্রব না থাকে তা হলে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তার কারণ হাল আমলের বাড়িগুলোয় এত বেশি ডিজাইন করা থাকে যে একটু চেষ্টা করলেই এখানে ওখানে পা দিয়ে উঠে পড়া যায়। পাইপগুলোও আগেকার মতো নয়। সবই এখন প্লাস্টিক জাতীয়। দারুণ মজবুত। কাজেই ওপরে উঠতে কোনও অসুবিধে নেই।"

"পাইপ বেয়ে উঠতে পারবি তুই? নাকি আমি যাব?"

"তুই গেলে হবে না। প্রয়োজনে গুলিও চালাতে হবে। তোরা নীচেই থাক। সেরকম গোলমাল বুঝলে আমি হুইসিল বাজাব। তোরা বারান্দা টপকে ছাদে উঠবি অথবা পুলিশে খবর দিবি।"

ভোম্বলের পকেটে লোহার আংটা লাগানো নাইলনের ফিতেটা ছিল। ও সেটা বের করে যথাস্থানেই ঠিক আছে কিনা দেখে নিল।

নির্দেশ পেয়ে পঞ্চু একবার ছুটে গিয়ে দেখে এল বাড়ির চারপাশ। তারপর অত্যন্ত আদরে বাবলুর পায়ে মুখ ঘষতে লাগল।

একটু বেশি অন্ধকার মতো এক জায়গায় এসে বিলু ও ভোম্বলের সাহায্যে পাঁচিলে উঠল বাবলু। উঠে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। বাগান সহ উঠোনের মতো ফাঁকা জায়গা খানিকটা আছে বাড়ির ভেতর। তবে সেখানে কোনও কুকুরের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না। এমনকী কারও উপস্থিতিও নজরে পড়ল না। তাই নিরাপদ বুঝে একটি ম্যাগনোলিয়া গাছের ডাল ধরে ঝুপ করে নীচে নেমেই দেওয়াল-পাইপ বেয়ে জানলার সানসেটে পা দিয়ে আরও ওপরে উঠল বাবলু। এদিকে কোনও বারান্দা নেই। বারান্দা আছে বাড়ির সামনের অংশে ও পেছনে গোমতীর দিকে।

বিলু ভোম্বলও তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে পঞ্চুকে নীচে রেখে গোমতীর দিকে বাড়ির পেছনের অংশ দিয়ে পাঁচিলে উঠে যতটা সম্ভব নিজেদের আড়ালে রেখে একদৃষ্টে লক্ষ করতে লাগল বাবলুর তৎপরতা। বাবলু যদিও এই কাজে বিলু ভোম্বলের মতো অতটা পাকা নয়, তবুও ওকে দেখে মনে হল এখন ও অনেক তৎপর এবং রীতিমতো অভ্যস্ত।

সত্যই তৎপরতার সঙ্গে ওপরে উঠে পড়ল বাবলু। আর একবার প্রমাণ হল মানুষ মরিয়া হলে অসাধ্যসাধনও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

ছাদে উঠে বাবলু মুক্ত বাতাসে একটু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করল। উত্তেজনা এবং পরিশ্রম দুটোই আছে তো। তাই আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে একটু ক্লান্তি দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

সাময়িক বিরতি। বাবলু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দরজার কাছে। একটু চাপ দিয়ে ঠেলে দেখল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। তাই দরজা খোলার জন্য দু'বার টকটক শব্দ করেই পিস্তলটা হাতে নিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে।

একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

এক কদমছাঁট শয়তান দরজা খুলে ছাদে এল। তারপর কাউকে দেখতে না পেয়ে এদিক-ওদিক করতেই বাবলু অতর্কিতে তার পায়ের খাঁজে একটা লাথি মেরে ফেলে দিল তাকে।

দশাসই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে এমনই হতভম্ব হয়ে গেল যে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

ওই সময়টুকুর মধ্যেই বাবলু সর্বাগ্রে দরজার শিকলটা তুলে দিল। তারপর ও উঠে বসার আগেই ওর কাছে গিয়ে পিস্তলটা তাগ করে বলল, "আমাদের মেয়েদুটো কোথায়?"

কদমছাঁট ভয়ে ভয়ে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ড্যাব ড্যাব করে।

বাবলু কঠিন গলায় বলল, "বল শিগগির, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস মেয়েদুটোকে?"

লোকটি এবার উঠে বসবার চেষ্টা করতেই বাবলু সজোরে একটা লাথি মেরে শুইয়ে দিল ওকে। তারপর রক্তচক্ষু হয়ে ধমকের সুরে বলল, "বল কোথায় রেখেছিস?"

লোকটি এতক্ষণে কথা বলল, "দো গজ জমিনকে নীচে।"

এ-কথার অর্থ যে কী বাবলু তা বোঝে। তাই ওর হাত পা অবশ হয়ে গেল। আর সেই সুযোগেই শয়তানটা বাবলুকে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে।

বাবলুব হাত থেকে ছিটকে পড়ল পিস্তলটা।

শয়তান ক্ষিপ্রগতিতে সেটা কুড়িয়ে নিতেই অন্ধকারের ভেতর থেকে মূর্তিমান আতঙ্কের মতো বেরিয়ে এসে বিলু আর ভোম্বল অত্যন্ত সুকৌশলে কায়দা কবে ফেলল তাকে।

শুরু হল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি।

তারই ফাঁকে পিস্তলের একটি গুলি ছিটকে বেরিয়ে এল শয়তানের হাত থেকে।

একটা করুণ আর্তনাদ শোনা গেল।

কে? কে ও? কাকে লাগল গুলিটা? এখানে তো ওরা তিনজন ছাড়া বহিরাগত আর কেউ নেই।

বাবলু ছুটে গেল আলসের দিকে।

সেই সর্দারজি। যে কিনা ওদের দিকে নজর রাখছিল। অনুসরণ করছিল। সেই সর্দারজি গুলিবিদ্ধ হয়ে বসে পড়েছে সেখানে। ওর ডানদিকেব কাঁধে গুলি লেগেছে তাই রক্ষে। কী ভাগ্যে গুলিটা বুকে লাগেনি। তা হলে ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা বড়ই কঠিন হত।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! সর্দারজি আপনি?"

সর্দারজি অত যন্ত্রণাতেও মুখে হাসি এনে বলল, "হ্যাঁ আমি। আকবর আলি আমার বহুদিনের পুরানা দুশমন। এসেছিলাম ওর বদলা নিতে। কিন্তু ওর এই ঠেকটাকে আমি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারছিলাম না। অবশ্য খুব একটা চেষ্টাও করিনি। এখন কতকটা দায়ে পড়ে বাধ্য হয়েই আমাকে আসতে হয়েছে এখানে। তোদের যা ব্যাপারস্যাপার দেখছি তাতে মনে হল তোদের অনুসরণ করলেই ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারব। তাই তোদের পিছু নিয়েই এখানে এলাম।"

বাবলু বলল, "ভালই করেছেন। তবে আপনি কিন্তু রহস্যময়। আপনার মুখে এমন পরিষ্কার বাংলা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। তা ছাড়া ভেবেও পাচ্ছি না আপনি আমাদের চিনলেন কী করে? তার চেয়েও যে ব্যাপারটা আমাকে অনেক বেশি ভাবিয়ে তুলেছে তা হল আমার যেন বারবারই মনে হচ্ছে কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি।"

সর্দারজি বলল, "কোথাও না কোথাও দেখেছিস নিশ্চয়ই।"

বাবলু ততক্ষণে শয়তানের হাত থেকে ওর পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন সেটাই শয়তানের পিঠে ঠেকিয়ে বলল, "আমাদের মেয়েরা যেখানে আছে সেখানে নিয়ে চলো।"

শয়তান কোনও কথা না বলে ইশারায় ওদের নীচে নামতে বলল।

সিঁড়ির দরজার শিকল খুলে ওরা দোতলার বারান্দায় নামতেই একেবারে চার পাঁচজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। সর্দারজি ওই অবস্থাতেও লড়াই শুরু করে দিল ওদের সঙ্গে। বাবলু, বিলু, ভোম্বলও লড়ে গেল।

হঠাৎই বিপর্যয়। আচমকা একটা লোহার রড এসে পড়ল সর্দারজির মাথায়। সর্দারজি 'আঃ' করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

আঘাত করেছিল কদমছাঁট শয়তানটা।

বাবলু বলল, "আজই তোর শেষদিন। তাই আমার হাতেই মর তুই।"

কিন্তু বাবলু কিছু করার আগেই সর্দারজির পিস্তল গর্জে উঠল 'ডিসুম'।

লুটিয়ে পড়ল শয়তান।

সেই ফাঁকে ভোম্বল ছুটে গিয়ে নীচের দরজাটা খুলে দিতেই 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে চিৎকারে মাত করে ছুটে এল পঞ্চু। এমন যে হবে বা হতে পারে দুষ্কৃতীরা তা ভাবেওনি। তাই যে যেখানে ছিল পঞ্চুর আঁচড় কামড়ে অস্থির হয়ে সেখান থেকে পালাতে পথ পেল না। তবে যাবার আগে এ বাড়ির হাউন্ড জাতীয় দুটো প্রহরী কুকুরকে ছেড়ে দিয়ে তবেই গেল।

কুকুর দুটো যখন হিংসার উন্মত্ত উল্লাসে ছুটে এল ওদের দিকে তখন বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই গুলি চালাল বাবলু। গুলিবিদ্ধ কুকুরদুটো মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল একসময়।

আর বিপদের সম্ভাবনা নেই দেখে ওরা প্রথমেই এল সর্দারজির কাছে। বাথরুমের কল থেকে জল এনে চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগল সর্দারজির। মাথায় পাগড়ি থাকার ফলে মাথাটা কেটে না গেলেও খুব যে লেগেছে তা বোঝাই গেল।

বাবলু বলল, "সর্দারজি খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার?"

"হ্যাঁ। আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"চলুন, আপনাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই।"

"হাসপাতালে? সেখানে নিয়ে গিয়ে কী করবি? তার চেয়ে এখানেই বরং আমাকে শান্তিতে মরতে দে। আমি বুঝতে পারছি আমার চোখে-মুখে কেমন জাল পড়ে আসছে। মৃত্যু আসন্ন আমার। তোদের ওই মেয়েদুটো মনে হয় এখানেই আছে। উদ্ধার কর ওদের। পারিস তো আমার ভাগনেটাকেও উদ্ধার করিস। না হলে মরেও আমি শান্তি পাব না।"

"আপনার ভাগনে! কী নাম তার?"

"গৌতম।"

"আপনি তা হলে কে?"

"আমি কুখ্যাত গোরা মিত্তির। বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে আমি এখানে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে এসেছিলাম। অথবা বলতে পারিস আমার কর্মফলে নিয়তিই আমাকে এখানে ডাকিয়ে এনেছিল। এই ব্যাপারে তোরা গোয়েন্দাগিরি করতে এগিয়ে না এলে আমার জ্ঞানচক্ষু কখনও খুলত না। বিশেষ করে দিদি জামাইবাবুর মানসিক অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "আপনি গোরা মিত্তির!"

"হ্যাঁ।" বলেই নকল দাড়িগোঁফ মাথার পাগড়ি সব খুলে ফেলল।"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই আপনাকে দেখে আমার বার বার খুব চেনা মনে হচ্ছিল। তবে গৌতমকে এই শত্রুপুরীতে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে আপনার ফিরে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।"

"আসলে সেদিনের পরিস্থিতিটা যে ঠিক কী আকার ধারণ করেছিল তা তোদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। এই আকবর আলির সঙ্গে যোগাযোগ আমার অনেকদিনের। ওর সঙ্গে সোনার চোরাচালানের কাজেও যুক্ত ছিলাম আমি। শুধু হিস্যা নিয়ে গোলমাল বাধার কারণেই এই বিপর্যয়...। সেদিন যা হয়েছিল তাতে ভেবেছিলাম ছেলেটা হয়তো বুদ্ধি করে পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম আমার ধারণা ভুল।"

"ও আজও ঘরে ফেরেনি। আকবার আলির খপ্পরেই রয়ে গেছে। এমনকী বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে? কিন্তু কী হয়েছিল সেদিনকার ঘটনা?"

বাবলুর সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারল না গোরা মিস্তির। শুধু বলল, "জল, একটু জল।"

বিলু, ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে জল নিয়ে এসে মুখে দিতেই দু' চোখ বুজে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

বাবলু বলল, "হয়তো আর বাঁচার কোনও আশা নেই। মনে হয় ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ হয়ে গেছে। তবে এখনই ওকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত।"

বিলু বলল, "কীভাবে কী করবি তা হলে?"

"আমার কাছে এখানকার থানার ফোন নাম্বারটা আছে। আমরা থানায় ফোন করে জানালে পুলিশই সব ব্যবস্থা করবে। বিশেষ করে এটা তো পুলিশ কেসই।"

এমন সময় হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হয়ে ওরা সবাই এল নীচের তলায়। দেখল শিকল দেওয়া একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছে পঞ্চু। বাচ্চু-বিচ্ছুকে যে এই ঘরের রাখা হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাবলু শিকল খুলেই বুঝল দরজায় ভেতর থেকে খিল দেওয়া। তাই হেঁকে বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছু, আমরা এসে গেছি। দরজা খোল।"

কিন্তু দরজা কেউ খুলল না। অথচ ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে।

বিলু বলল, "মনে হয় বাচ্চু-বিচ্ছু নয়, অন্য কেউ আছে এর ভেতর। বাচ্চু-বিচ্চু হলে পঞ্চুর গলা শুনেই বেরিয়ে আসত।"

"তা ঠিক। ওরা তা হলে কোথায়?"

"কে জানে?"

বাবলু বলল, "আমি চট করে থানায় একটা ফোন করে আসি। তোরা ততক্ষণে চারদিক তোলপাড় কর। বাচ্চু-বিচ্ছু এখানেই কোথাও আছে। প্রয়োজনে এই দরজাটাকেও ভেঙে ফেল।" বলে বাইরে এসে একটু দূরে বড় রাস্তার মোড়ে একটি টেলিফোন বুথে গিয়ে থানায় ফোন করল। তারপর সব কথা বলে যখন ফিরে আসছে ঠিক তখনই ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা এলাকাটা! কেঁপে উঠল বাবলুরও বুকের ভেতরটা। দেখল আকবর আলির সেই বাড়িটা এই বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়েছে। বাবলুর চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল। দৈবকৃপায় সে নিজে প্রাণে বাঁচলেও ওই বাড়ির ভেতর বিলু ভোম্বল পঞ্চু আছে। বাচ্চু-বিচ্ছুও হয়তো আছে। আছে মৃত্যুপথযাত্রী আরও একটি প্রাণ! ওর আর নিজেকে ঠিক রাখা সম্ভব হল না। তাই একটি লাইটপোস্টকে আঁকড়ে ধরে সেখানেই মাথা রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এতদিনের এত অভিযানের শেষ হয়ে গেল আজ।

অনেক পরে একটি নরম কোমল হাতের স্পর্শে ঘুরে তাকাল বাবলু। দেখল ওদেরই বয়সি একটি নেপালি কিশোরী ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলু ঘুরে তাকাতেই মেয়েটি বলল, "এইভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?"

বাবলু বলল, "তুমি!"

"আমার নাম সরযূ রাই। আমার বাবা দেবরাজ রাইকে কয়েকদিন আগে খুন করেছে আকবর আলির লোকেরা। তাই আজ আমি এইভাবে তার বদলা নিলাম। এই দ্যাখো, আমার হাতে ডিটোনেটার।"

"কিন্তু এই ভয়ানক বিস্ফোরণটা ঘটিয়ে তুমি আমার কী সর্বনাশ করেছ তা জানো?"

"না। তবে যে মেয়েদুটির খোঁজে তোমরা এসেছ তারা কোথায় আছে আমি জানি।"

"কোথায় তারা?"

"আপাতত আয়ারপাটায়।"

"আয়ারপাটা! সে কোনখানে?"

"এত কথা এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। কাছেই আমার ঘর। সেখানে চলো। গেলে বলছি।"

বাবলু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। এক জায়গায় মেয়েটির লাল রঙের একটি স্কুটার রাখা ছিল। ওর নির্দেশে স্কুটারের পেছনের সিটে বসল ও। বিস্ফোরণের কারণে চারদিকে তখন লোকারণ্য। তারই পাশ কাটিয়ে সরযূ নামের মেয়েটি সবার চোখে ধুলো দিয়ে ওকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। যমুনা ব্রিজের কাছে একটি নেপালি বস্তির মধ্যে নিম্নমানের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল ওকে। মেয়েটি কে? কী ওর অভিপ্রায়? কেনই বা ওকে এখানে নিয়ে এল তার কিছুই বুঝতে পারল না বাবলু। তবুও সাহসে ভর করে এবং অদম্য কৌতূহলে ওর ডাকে সাড়া দিয়ে এল।

দারুণ তেজস্বিনী ও প্রাণচঞ্চলা একটি মেয়ে এই সরযূ। রঙে রসে ভরপুর যেন একটি তাজা গোলাপ।

রীতিমতো যোদ্ধার বেশ। বাবলুকে ঘরে বসিয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন হাঁক দিয়ে বলল, "উগ্রেতি! আমাদের জন্য দুটো কেক আর একটু চা নিয়ে আয়। খুব তাড়াতাড়ি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওদেরই বয়সি একটি ছেলে একবার এসে দেখে গেল বাবলুকে। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়েই দ্রুত চলে গেল।

এদের হাবভাব বাবলু ঠিক বুঝতে পারল না। যদিও ওর মনের মধ্যে একটা ঝড় বইছে তবুও স্থির হয়ে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সরযূর দিকে। সরযূও বার বার ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

একটু পরে উগ্রেতি চা আর কেক নিয়ে এলে সরযূ বলল, "এই ছেলেটির নাম প্রকাশ উগ্রেতি। আমার ভাই এবং বন্ধুর মতো। আকবর আলি ও তার দলবলকে আমরা দু'জনে মিলে শেষ করব। আপাতত ওর দলের চারজনকে আমরা শেষ করেছি ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে। এখন বাকি রইল আকবার আলি ও আরও কয়েকজন।"

বাবলু বলল, "যে চারজনের কথা তুমি বলছ তারা আমাদের কুকুরের তাড়া খেয়ে অনেক আগেই পালিয়েছে। মাঝখান থেকে মরেছে আমার দুই বন্ধু ও আমার প্রিয় কুকুর পঞ্চু। মেয়েদুটি যদি তোমার কথামতো ওখানে না থাকে তা হলে বেঁচেছে। না হলে ওরাও গেছে। আর মরেছে এক মৃত্যুপথযাত্রী যুবক। সে কিনা—।"

"কিন্তু আমার কাছে খবর আছে সেই মুহূর্তে বাড়িব ভেতব কেউ ছিল না। যাক, অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। তবে এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"যেখানে আমরা নিয়ে যাব। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। এখনই পুলিশ আসবে আমাদের খোঁজে।"

"আমাদের সেই মেয়েদুটি?"

"ওদের জন্যে আমবা আছি। মনে হয় এখনও ওবা পাচাব হযে যায়নি।"

"তবে আর দেরি কেন, চলো।"

ওরা কোনওরকমে চা-কেক গলধঃকরণ করে একটা অটো নিয়ে দ্রুত চলে এল লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। মিটার গেজ লাইনেব একটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর এ সি কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। তারপর কোচ অ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে কী যেন বলল উগ্রেতি।

অ্যাটেনড্যান্ট সরাসবি প্রস্তাব না কবে দিলেন। কিন্তু হঠাৎই সবযূর চোখে চোখ পড়তেই বিষধর সাপ দেখলে মানুষ কেমন শিউরে ওঠে ঠিক সেই ভাবেই শিউরে উঠলেন। আর একটুও দ্বিধা না করে তিনজনকেই উঠিয়ে নিলেন গাড়িতে।

দু'জন শোওয়ার মতো একটি কূপেব মধ্যে ঢুকল দু'জনে।

বাবলু বলল, "উগ্রেতি আসবে না?"

"ও যাবে আমাদেব সঙ্গে। তবে বাইবে পাহাবায় থাকবে।"

ওরা কূপের মধ্যে ঢুকলে উগ্রেতি এসে দু'জনের জন্য দুটো চিকেন বিরিয়ানির প্যাকেট ও দুটো জলের বোতল রেখে গেল।

ট্রেন ছাড়ল।

বাবলু বলল, "আমবা কোথায় যাচ্ছি?"

"আপাতত লালকুঁয়ায়। সেখান থেকে নৈনিতাল যাব।"

"কী আছে সেখানে?"

"আমরা সন্দেহ করছি তোমাদের মেয়েদুটো ওখানেই আছে। প্রথমে ওদের নেপালে পাঠানোর মতলব হয়েছিল কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে ওরা ওদিকে যায়নি।"

বাবলু বলল, "এবার তোমাদের পরিচয়টা দেবে কী?"

"অবশ্যই। প্রকাশ উগ্রেতি, আমি ও আমাদের মতো আবও দু'-একজন একটু জঙ্গি কার্যকলাপ করে থাকি। তবে সেটা আমাদের রেজিমেন্টের হয়ে রাজনৈতিক কাবণে। আমার বাবা দেবরাজ রাই কিছুদিন আকবর আলির সঙ্গে কাজ কারবার করেছিলেন। কিন্তু ওর ডিজ্অনেষ্টি বাবা সহ্য করতে না পেরে ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করেন। কয়েকদিন আগে তোমার চেয়েও বয়সে ছোট একটি ছেলেকে আকবার আলির লোকেরা যখন গলা টিপে যমুনার পোল থেকে নীচে ফেলে দেয় তখন বাবা আর থাকতে পারেননি। দারুণভাবে শাসিয়ে আসেন আকবর আলিকে। তারই পরিণামে ওরা খুন করল আমার বাবাকে।"

বাবলু বলল, "সেই ছেলেটার কী হল?"

"ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে এবং আমাদেরই জিম্মায় আছে। ভাল চিকিৎসা হয়েছে ওর। এখন সুস্থ। ওকে সরকারি কোনও হাসপাতালে দিলে ওর আবার নতুন করে প্রাণসংশয় হত। যাই হোক, বাবার খুনের বদলা নিতে আমরা এমনই মরিয়া হয়েছি যে আকবর আলিকে শেষ না করে আমরা ছাড়ব না। আমরা যখন সুযোগ খুঁজছি ঠিক তখনই তোমাদের ব্যাপার নিয়ে একটা হইচই পড়ে গেল এখানে। আমাদের জঙ্গিদলের একটি মেয়ে আকবর আলির খোঁজখবর রাখত। তার মুখেই শুনেছি অল্পবয়সি মেয়েদের ওরা ভিন রাজ্যে পাচার করে দেয়। তোমাদের মেয়েদুটিকে ওরা প্রথমে টনকপুরে পাঠানোর মতলব করেছিল। পরে আয়ারপাটায় পাঠিয়ে দেয়। আয়ারপাটা, ডরোথি সিট, এসব নৈনিতেই। আকবর আলির বিরুদ্ধে আমরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিনি তার কারণ তা হলে আমাদের এদেশে বসবাস করার অনেক অসুবিধে ছিল। আমাদের দেশের সরকারের নির্দেশে এখানকার পুলিশ আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু আমাদেরই দেশের কয়েকজন লোকের সহায়তায় আমরা এখানে এমনভাবে আছি যে কেউ আমাদের সন্ধান পায় না। ওই ছেলেটির প্রতি নিষ্ঠুরতা, বাবার মৃত্যু এবং তোমাদের বিপর্যয় সবই আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে। তাই ঠিক করেছি আকবর আলির অশুভচক্রকে ধ্বংস করে এসবের বদলা নেব। ওর ওই বাড়িতে অনেক বিস্ফোরকও মজুত ছিল। প্রকাশ উগ্রেতির সাহায্যে আমাদেরই একজন ওই বাড়িতে ঢুকে যা করবার তা করে এসেছে। তুমি বেরিয়ে আসার পরও ও বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভালভাবে দেখে এসেছে কেউ ছিল না সেখানে।"

"ছিল। শিকল দেওয়া একটি ঘরের মধ্যে আলো জ্বলতে দেখে আমরা সেই ঘরেই আমাদের মেয়েদুটি আছে ভেবে ধাক্কাধাক্কি করি। কিন্তু দরজা না খোলার কারণে আমাদের সন্দেহ হয়। এদিকে আহত ওই যুবককে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো উচিত মনে করে আমি ওদের রেখে ফোন করতে যাই।"

সরযূ বলল, "এমন তো হবার কথা নয়। আচ্ছা, দেখছি কী ব্যাপারটা হল।" বলে উঠে গিয়ে দরজায় লক খুলে ডেকে আনল উগ্রেতিকে। তারপর বাবলুর ব্যাপারটা বলতেই উগ্রেতি বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার বন্ধুদের কোনও ক্ষতি হয়নি। ওইদিন ওইবাড়িতে ধ্বংসের বীজ পুঁতছিল আমাদেরই বন্ধু ধনরাজ প্রধান। কাজ শেষ করেই ও তোমার বন্ধুদের সতর্ক করে। সেই আহত যুবককে নিয়ে পেছনের গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় ওরা। পরে ওদের একটু নিরাপদ দূরত্বে রেখে সরযূকে গ্রিন সিগন্যাল দেয়। আর ঠিক সেই অশুভ মুহূর্তটিকে আকবর আলির সেই দুষ্কৃতীরা তোমার বন্ধুদের হত্যা করবার মতলব নিয়ে আবার এসে সশস্ত্র ঢুকে পড়ে ওই বাড়িতে। একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল। সরযূ ডিটোনেটারে চাপ দিতেই ধ্বংস হল শত্রুপুরী। দুষ্কৃতীরাও মরল।"

বাবলু বলল, "ওই ঘরের মধ্যে তা হলে ছিলটা কে?"

"অন্য সম্প্রদায়ের এক ভারতবিরোধী জঙ্গি। লোকটা জেল ভেঙে পালিয়ে এসে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল। একটা পায়ের হাড় ভেঙেছে। ওর দেখাশোনা করছিল যে সে-ই ভয়ে দরজা খোলেনি। যাই হোক, আপদের শান্তি হয়েছে।"

বাবলুর মনের ভেতর থেকে সমস্ত চাপ কমে গেল। বিলু ভোম্বল পঞ্চুকে ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। বরাতজোরে বেঁচে গেল গোরা মিত্তিরও। বিলু ভোম্বল নিশ্চয়ই ওকে হাসপাতালে দেবে। এখন বাবলুর চিন্তাটাই হবে ওদের একমাত্র চিন্তা। তবে কাল সকালেই বাবলু ফোনে যোগাযোগ করবে ওদের সঙ্গে। কাবেরী লজে ফোন করলেই ওর খবর পেয়ে যাবে ওরা।

প্রকাশ উগ্রেতি আর ভেতরে রইল না। যথাস্থানে চলে গেল।

সরযূ বলল, "আর দেরি করে লাভ কী? এবার খেয়ে নাও। পারলে ঘুমিয়ে নাও একটু।"

বিরিয়ানির প্যাকেট খুলে রাতের আহার শেষ করল ওরা। তারপর বোতলের জল খেয়ে শুয়ে পড়ল যে যার বার্থে। সরযূ চোখ বুজলে বাবলু বার্থে শুয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। এমন সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটি। অথচ কী দারুণ জঙ্গিপনা। রূপের খনির ভেতরেও যে বিধ্বংসী আগুন থাকে তা এই প্রথম অনুভব করল বাবলু।

নৈনিতাল এক্সপ্রেস রাতের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে লালকুঁয়ার দিকে। ট্রেনের দোলায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল বাবলু। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর বগির আরামই আলাদা। তাই ঘুম বেশ গাঢ়ই হল।

এমন সময় হঠাৎ দরজায় টকটক শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। সরযূরও।

সরযূ উঠে দরজা খুলে দিতেই ভেতরে এল উগ্রেতি। ওকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। বলল, "পিলিভিত আসছে। এখানেই নেমে পড়তে হবে আমাদের।"

সরযূ সবিস্ময়ে বলল, "কেন?"

"একটু আগে সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন এক জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তখনই আমি আকবর আলির একজন লোককে টনকপুর বগি থেকে নামতে দেখেছি। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ওই বগিতেই উঠে পড়ে। আমার ধারণা মেয়েদুটোকে ওরা সম্ভবত এই গাড়িতেই টনকপুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।"

"কিন্তু আমার কাছে খবর ছিল ওরা আয়ারপাটায় পৌঁছে গেছে"

"পরে হয়তো মতের পরিবর্তন করেছে ওরা।"

"তা কী করে হয়? সাহেলি তো রং ইনফরমেশন দেবে না।"

"সে যাই হোক, এখন আমরা টনকপুর বগির দিকেই নজর রাখব। ওদের পিছু নিতে ছাড়ব না।"

সরযূ বাবলুকে নামার জন্য তৈরি হতে বলে নিজেও প্রস্তুত হল।

পিলিভিত জংশনে ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল ওরা। টনকপুরের বগিদুটো এখানেই কেটে রেখে নৈনিতাল এক্সপ্রেস চলে যাবে লালকুঁয়ার দিকে। ওরা ট্রেন থেকে নেমে একটু অন্ধকার মতো এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। আর সেখান থেকেই লক্ষ রাখতে লাগল টনকপুরের বগিদুটোর দিকে।

একটু পরেই আকবর আলির দু'জন লোককে ওরা নামতে দেখল প্লাটফর্মে। নিশ্চয়ই চায়ের ধান্দায় নেমেছে।

উগ্রেতি বলল, "এই সুযোগ। আমি চট করে দেখে আসি মেয়েদুটো ওদের সঙ্গে ওই বগিতেই আছে কিনা।"

সরযূ বলল, "যা করবার তাড়াতাড়ি কর। তবে একটা কথা, এখনই যেন হঠকারীর মতো কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেল না। গাড়ি সাইডিং-এ রাখলে সেখানেই যা করবার করব। মেয়েদুটোকে বাবলুর হাতে তুলে দিয়ে আমরা লড়ে যাব ওদের সঙ্গে।"

উগ্রেতি চলে গেল।

সরযূ বলল, "জোর একটা গুলির লড়াই হবে আজ।"

বাবলু বলল, "আমার কিন্তু টেনশন বেড়েই চলেছে। ওই মেয়েদুটোকে ওদের কবল থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত, আমি আমার মধ্যে থাকব না।"

সময় পার হয়ে চলল।

টনকপুরের বগিদুটোকে অন্য একটা ইঞ্জিন এসে লাইন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

সরযূ অধৈর্য হয়ে বলল, "প্রকাশের কী হল! ও ফিরে আসতে এত দেরি করছে কেন?"

বাবলু বলল, "আকবর আলির সেই লোকদুটোকেও তো আর দেখা যাচ্ছে না।"

"তুমি দাঁড়াও। এবার আমি গিয়ে দেখে আসছি ব্যাপারটা কী।"

বাবলু বলল, "শোনো, এই অবস্থায় আমি দলছুট হতে চাই না। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।"

সরযূ একবার বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "এসো।"

ওরা প্লাটফর্মের উলটোদিকে, অন্য একটি লাইনে, যেখানে টনকপুরের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সেইদিক ধরে এগিয়ে চলল। এখন শেষরাত। খানিক যাওয়ার পরই দেখল প্রকাশ উগ্রেতি হন্তদন্ত হয়ে আসছে ওদের দিকে।

ও কাছে এলে সরযূ বলল, "এত দেরি হল যে?"

উগ্রেতি বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কী হল?"

"সহেলি প্রধান আকবর আলির লোকের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ওরা ওকে নিয়ে যাচ্ছে টনকপুরের দিকেই।"

"তার মানে ওকে ওদের দেশের পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ইনাম নেবে ওরা। ওকে ধরিয়ে দিতে পারলেই দশ লাখ টাকা পেয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "আমাদের মেয়েদুটোর কোনও খবর পেলে?"

"না। শুধু সহেলিকেই দেখলাম। কেমন যেন ঝিম মেরে বসে আছে। তবে ও-ও দেখতে পেয়েছে আমাকে।

এখন চলো, অতর্কিতে ওদের আক্রমণ করে মুক্ত করে আনি সহেলিকে। ওকে নিয়ে তোমরা ধুলিগাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নেবে। আমি একাই লড়ে যাব এদের সঙ্গে। যদি বেঁচে ফিরি তা হলে আমিও ওখানে জুটে যাব।"

এমন সময় হঠাৎই একটি গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। শেষরাতের পিলিভিত যেন ঘুম ভেঙে চমকে উঠল।

পরক্ষণেই দেখা গেল সহেলি নিজেকে নিজেই মুক্ত করে ট্রেন থেকে লাফিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে ছুটছে।

সরযূ ওকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, "সহেলি।"

সহেলি একবার থমকে দাঁড়াল। তারপরই সরযূর নির্দেশ পেয়ে ছোটা শুরু করল।

ততক্ষণে আকবর আলির লোকজনরাও ছুটে এসেছে। কিন্তু গুলির শব্দে রেলপুলিশরা সতর্ক হতেই রণে ভঙ্গ দিল সব।

সরযূ বলল, "শেষ পর্যন্ত কি রেলপুলিশের গুলিতে মরবে মেয়েটা?"

আর পি এফরা সমানে 'হল্ট হল্ট' করে চিৎকার করছে।

সহেলি ততক্ষণে নিজেকে বাঁচাতে অন্য একটি ট্রেনের চাকার তলা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

আর তখনই ঘটে গেল আর এক বিপর্যয়। সহেলিকে না পেয়ে সরযূকে কবজা করল আকবরের লোকেরা। উগ্রেতি বাধা দিতে গেলে এক ঝটকায় ফেলে দিল তাকে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে ও যখন উঠে দাঁড়াল শত্রুপক্ষ তখন সরযূকে নিয়ে উধাও।

উগ্রেতি বলল, "বাবলু ভাই। তুমি সহেলিকে সঙ্গ দাও। যেভাবেই হোক, ওকে খুঁজে বের করে ওর সহায় হও। আমি এদিকটা দেখছি। সহেলির বদলে সরযূকেই ওরা তুলে দেবে ওদের দেশের পুলিশের হাতে।"

উগ্রেতি এবার দারুণ উগ্র হয়ে অপহরণকারীরা যেদিকে গেছে সেইদিকে ছুটল।

রেলপুলিশরাও তখন সহেলির পিছু ছেড়ে ফিরে আসছে প্লাটফর্মের দিকে। কেন না এদিকটাও তো সামলানো দরকার।

এই অবস্থায় বাবলুর মানসিক অবস্থাটা যে ঠিক কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল তা বলে বোঝানো যাবে না। বাচ্চু-বিচ্ছু উদ্ধারের ব্যাপারটা মাথায় উঠল এই ঘটনায়। অথচ এই দায়ও এড়াবার নয়। ওদেরই হিতার্থে যারা এগিয়ে এসেছে তাদের বিপদে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করাই তো মানুষের কাজ। বাবলু তাই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনকে অতিক্রম করে লাইনে নামল। কিন্তু এখানে কোথায় সহেলি, কোথায় কে? সে যে কোথায় উধাও তা কে জানে? যেতে যেতে হঠাৎই লাইনের মাঝখানে কীসে যেন ঠোক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল বাবলু। ভাগ্যক্রমে দু'হাতে লাইনের দু'দিক ধরে ফেলেছিল তাই রক্ষে। না হলে দাঁত মুখ থেঁতো হয়ে যেত একেবারে।

ও যখন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই কে যেন এসে হাত ধরে টেনে তুলল ওকে।

বাবলু আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে দেখল প্যান্ট-শার্ট পরা এক নেপালি কিশোরী। বলল, "তোমারই নাম সহেলি প্রধান?"

"হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয়ই সেই ডেঞ্জারাস পাঁচজনের একজন? তোমাদের মেয়েদুটির খোঁজে নৈনিতালে যাচ্ছিলে? কিন্তু আমার খোঁজ কী করে পেলে তোমরা?"

"প্রকাশ উগ্রেতিই তোমাকে দেখতে পেয়েছে।"

"ওরা কোথায়? সরযূ আমার নাম ধরে ডাকল, তাকেই বা দেখছি না কেন?"

"আকবরের লোকেরা তোমাকে না পেয়ে তাকেই উঠিয়ে নিয়ে গেছে। উগ্রেতি পিছু নিয়েছে তার।"

"সে কী। তা হলে তো এখনই যেতে হবে ওকে রেসকিউ করতে। ওরা টনকপুরে পৌঁছনোর আগেই আমাদের ধুলিগাড়ের জঙ্গলে পৌঁছতে হবে। বনবাসা সীমান্ত দিয়ে ওরা পাচার করবে ওকে।"

"কিন্তু তুমি যে পলাতক তা তো ওরা জানে। এরপরও কি ওরা ওই পথে যাবে?"

"না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। একটাই মাত্র রাস্তা। তা ছাড়া ধুলিগাড়ের কাছে গোড়িগোটে ওদেরও গোপন আস্তানা। ভারতবিরোধী জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়ে ওরা ওখানে রাখে। ওদের ঘাঁটিও আমরা চিনি। প্রয়োজনে উড়িয়ে দেব। আমরা আমাদের দেশে জঙ্গিপনা করলেও ভারতের বন্ধু। তাই আর দেরি নয়। এসো আমার সঙ্গে।"

"এখন আমরা কোথায় যাব?"

"সারদার তীরে টনকপুরে।"

"এখানকার রাস্তাঘাট মনে হচ্ছে তোমার নখদর্পণে।"

"আমি নেপালের মহেন্দ্রনগরের মেয়ে। টনকপুর আমাদের উপনিবেশ। বিপদ ঘনীভূত হলেই আমরা ধুলিগাড়ের জঙ্গলে আত্মগোপন করি।"

বাবলু বলল, "টনকপুর এখান থেকে কতদূর? এমন অসময়ে ওদিকে যাওয়ার কোনও পরিবহন পাবে?"
"দ্যাখা যাক।"
ওরা দু'জনে রেলইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে শহরের রাজপথে একটি পেট্রল পাম্পের সামনে এসে দাঁড়াল।
সাহেলি বলল, "একটু অপেক্ষা করো তুমি। দেখি কোনও পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারি কি না। যদি কোনও স্কুটার বা অন্য কিছু জোগাড় করতে পারি তো ভাল হয়।"
"এখানে তোমার চেনা পরিচিত কেউ আছে?"
"না। একটু শুধু বুদ্ধি খাটাতে হবে।"
সহেলি বাবলুকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে পেট্রল পাম্পের আশপাশে অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সুযোগও মিলল। একটু পরেই এক কুমায়ুনি যুবক একটি হিরো হোন্ডা নিয়ে তেল ভরতে এল। তেল ভরা শেষ হলে যেই না তাতে বসতে যাবে অমনই সেখানে হাজির হল সহেলি। যুবককে বলল, "এই মুহূর্তে এটার যে আমার বিশেষ প্রয়োজন ভাই। অতএব এটা আমার চাই।"
যুবক ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "ক্যা মতলব?"
সহেলি আর একটি কথাও না বলে ওর অটোম্যাটিকটা বের করে ঠেকিয়ে ধরল যুবকের বুকে।
যুবক সভায় পিছিয়ে গেল কয়েক পা।
সহেলি ততক্ষণে হিরো হোন্ডায় চেপে বসেছে। যুবকের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব বিপদে পড়েই এ কাজ করলাম। বোনের মুখ চেয়ে থানাপুলিশ করবেন না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফোনে জানিয়ে দেব এটা কোথা থেকে নিয়ে আসতে হবে। এখন আমার ওপব রাগ না কবে আপনার বা বন্ধু বান্ধবের যদি কোনও ফোন নাম্বার থাকে তো আমাকে দিন।"
যুবক পেট্রল পাম্প থেকে একটি কাগজ নিয়ে তাইতে ফোন নাম্বার লিখে সহেলিকে দিল। বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত থেক, থানাপুলিশ আমি কবব না। তবে এটা আমাব খুব প্রিয়। একটু যত্ন নিয়ো। আপাতত তুমি কত দূরে যাচ্ছ সেটা জানতে পাবি কি?"
"একটু অসুবিধে আছে।"
সহেলি আর দেরি না করে বাবলুর কাছে এসে ওকে চাপিয়ে নিয়েই উধাও হল সেখান থেকে।
সহেলিব কীর্তি দেখে অবাক হযে গেল বাবলু।
পিলিভিত শহরের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল ওরা। যেতে যেতে বাবলু সহেলিকে বলল, "আমার একটা অনুরোধ বাখবে?"
"কী, বলো?"
"আমার বন্ধুদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমার একটু কথা বলার প্রয়োজন। কোনও একটা টেলিফোন বুথ দেখে তোমার মোটরবাইকটা একটু থামাবে?"
"থামাব। তবে বেশি সময নিয়ো না কিন্তু সকাল হওয়ার আগেই আমাদের জঙ্গলে পৌঁছতে হবে।"
বাবলু বলল, "অবশ্যই। সরযূকে ওরা কোনওরকমেই যাতে হ্যান্ডওভার করতে না পারে সে ব্যবস্থা তো করতেই হবে। তা ছাড়া আমাদেরও মেয়েদুটি কীভাবে আছে তাই বা কে জানে?"
সহেলি বাবলুকে নিয়ে যে সব টেলিফোন বুথে গেল তার বেশিবভাগই বন্ধ। অবশেষে এক জায়গায় খোলা পেয়ে বলল, "নাও। চটপট কথা বলে নাও।"
বাবলু কাবেরী লজে ফোন করতেই লজের লোকেরা ডেকে দিল বিলু, ভোম্বলকে।
বিলু ফোন ধরেই বলল, "হঠাৎ তোর কী হল বাবলু? অমন করে উধাও হয়ে গেলি কেন? আমরা খুব জোর প্রাণে বেঁচেছি।"
বাবলু বলল, "এসব কথা শোনবার এখন সময় নেই। তবে জেনে রাখ, গৌতম বেঁচে আছে এবং নিরাপদেই আছে। তোরা যে ভাবেই হোক সকাল হলেই ট্রেনে বাসে যাতে সুবিধে হবে তাতে করেই নৈনিতালে চলে আয়। বাচ্চু-বিচ্ছু ওখানেই আয়ারপাটায় দুষ্কৃতীদের কবলে আছে। এই মুহূর্তে আমি কোথায় আছি কোথায় যাব তা বলা যাবে না। তবে এখানকার কাজ শেষ হলে নৈনিতালেই যাব। তোরাও যাবার জন্য তৈরি হ।"
ফোন রেখে বিল পেমেন্ট করে বাবলু সহেলির কাছে আসতেই সহেলি আবার দ্রুত মোটরবাইক উড়িয়ে নিয়ে চলল টনকপুরের দিকে।
ভোরের আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে।
টনকপুর শহরে ঢুকেই এক জাযগায় একটি টেলিফোন বুথের কাছে মোটরবাইকটা রেখে সেই যুবককে ফোন

করল সহেলি। বলল, "আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। টনকপুর মাণ্ডিতে চৌমাথার মোড়ে একটি টেলিফোন বুথের সামনে মোটরবাইকটা রেখে গেলাম। একটু কষ্ট করে এসে নিয়ে যান।" বলে বাবলুকে বলল, "আর কোনও পরিবহনে নয়। খুব সাধারণভাবে হেঁটেই যেতে হবে এবার। তা ছাড়া সোজা পথে জঙ্গলে যাওয়ারও বাধা অনেক। তাই সারদার তীর ধরেই যাব আমরা। তাতে পথও সংক্ষেপ হবে। বিপদেরও সম্ভাবনা থাকবে না। ওই জঙ্গলেই আমাদের জঙ্গিদলের দু'-একজন আত্মগোপন করে আছে। তাদেরও অনুসন্ধান করব।"

টনকপুর মাণ্ডিতে তখন লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে। ওরা সেখানেই একটা চায়ের দোকান দেখে চা খেতে বসল। সারারাত ওইভাবে জার্নি করার পর একটু চায়ের এখন খুবই প্রয়োজন।

ওরা যখন চা-বিস্কুট খেয়ে দাম দিতে যাচ্ছে তখন হঠাৎই দুটি নেপালি মেয়ে এসে জড়িয়ে ধরল সহেলিকে। ওরা সহেলির খুবই পরিচিত। নেপাল থেকে জঙ্গলের পথ ধরে সারদা নদী পার হয়ে গতকাল এসেছে ওরা। যাবে পিথোরাগড়ের দিকে। অনেকদিন পরে সহেলির সঙ্গে ওদের দেখা হওয়ায় আনন্দের অবধি নেই ওদের। সহেলি ওর এখানে আসার কারণ ওদের বলতেই ওরা দু'জন নেপালি যুবককে ডেকে আনল। তারা সব শুনে বলল, "তোমরা জঙ্গলে আত্মগোপন করো। প্রকাশ্য জায়গায় ভুলেও থেকো না। আমরাই মোকাবিলা করছি আকবর আলির লোকেদের। সরযূকে ওরা কী করে পাচার করে বা ধরিয়ে দেয় তাই দেখছি।" বলে বলল, "এক মিনিট। জঙ্গলের পথ, কিছু খাবার সঙ্গে রাখো। তোমরা নদীর ধারে গিয়ে বসো ততক্ষণ। আমরা সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।"

ওদের অনুরোধে আরও এক কাপ করে চা-বিস্কুট খেতে হল। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সারদার তীরে একটু নির্জনে এসে বসল ওরা।

নদীর জলে মুখ-হাত ধুয়ে ওরা যখন এখানকার পাহাড় জঙ্গলের ভয়াবহ রূপ দেখছে তখনই সেই নেপালি যুবকরা এসে একটা প্লাস্টিক ব্যাগে করে কী সব যেন দিয়ে গেল ওদের। বলল, "খুব সাবধানে কাজ করবে। কেন না জঙ্গিদের খোঁজে এইসব জঙ্গলে পুলিশের আনাগোনা খুব। এইমাত্র একটা মারুতি ভ্যানকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখা গেল। মনে হয় সরযূ ওই গাড়িতেই আছে। আমাদের একজন স্কুটার নিয়ে ধাওয়া করেছে ওদের। সরযূকে ওরা কোনওমতেই ধরিয়ে দিতে পারবে না।"

সহেলি বলল, "নিশ্চিন্ত হলাম। সরযূকে উদ্ধার করে আকবর আলির ওই ঘাঁটিটাকেও ধ্বংস করব আমরা। সরযূর পিতৃহত্যার শোধ আমরা সবাই মিলে নেব।"

ওরা বলল, "বেস্ট অব লাক। তোমরা বাঁকা পথে যাও। আমরা সোজা পথে যাচ্ছি।"

পাহাড় ও জঙ্গলের পথ ধরে নদী গর্ভের বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে চলতে লাগল দু'জনে। সহেলি পাহাড়ি মেয়ে। তাই অনায়াসে যে পথটা পার হল বাবলুর তাতে কষ্ট হল খুবই। কিন্তু তবুও এই সুন্দরের দেশে এমন এক জঙ্গি মেয়ের সঙ্গে অভিযান করতে কী ভালই না লাগল।

জঙ্গল যত গভীর হয় প্রকৃতিও ততই উদার হয়। পাহাড় জঙ্গল ও নদীর এমন সৌন্দর্য এর আগে আর কখনও দেখেনি বাবলু।

সহেলি বলল, "আমারই কারণে তোমাকে এ পথে আসতে হল। না হলে এতক্ষণে তোমরা হলদুয়ানি পার হয়ে নৈনিতালের দিকে এগিয়ে যেতে। আয়ারপাটা শক্ত ঘাঁটি হলেও ওখান থেকে ওদের উদ্ধার করতে খুব একটা বেগ পেতে হত না। সরযূ একাই খুঁজে বের করত ওদের। প্রকাশ উগ্রেতিও সহায় হত।"

বাবলু বলল, "তুমি খবর না দিলে আমরা জানতেই পারতাম না ওরা কোথায় আছে। এই মুহূর্তে ওরাও যেমন, তুমি বা সরযূও ঠিক তেমনই আমার কাছে। তা ছাড়া তোমার সঙ্গ না পেলে হিমালয়ের এই রমণীয় সৌন্দর্যের গভীর গোপন দেশ আমার অদেখাই রয়ে যেত। এখন আমার মনে হচ্ছে, যে যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, আমরা দু'জনে বরং এখানেই থেকে যাই।"

বাবলুর কথা শুনে থমকে দাঁড়াল সহেলি। বলল, "সত্যি বলছ?"

"আমার চোখের দিকে তাকিয়েও কী বুঝতে পারছ না কী দারুণ ভাললাগার অঞ্জন রয়েছে আমার দুটো চোখে।"

সহেলি কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে রইল বাবলুর চোখের দিকে। তারপর চেয়ে থাকতে থাকতে থাকতে ওর দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল বেশ কয়েকটি জলের ধারা। বলল, "ছোটবেলায় বাবা মা দু'জনকেই হারিয়েছি। তবুও আত্মীয়স্বজনদের সাহায্যে লেখাপড়াও শিখেছি কিছুটা। এরই মধ্যে কীভাবে যে বিপথগামী হয়ে গেলাম তা নিজেই ভেবে পাচ্ছি না। দুঃসহ একটা জীবনকে বয়ে বেড়াচ্ছি। নিজের দেশে আমার স্থান নেই। এদেশেও সন্দেহভাজন। এখন এমনই অবস্থা যে দল ছেড়ে পালানোও যাবে না। আমার দেশের সরকারের কাছে আমাদের একজনের দাম এখন দশ লাখ টাকা।"

বাবলু বলল, "সত্যিই যদি তুমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাও তা হলে এখানকার কাজ শেষ হলে চলো না আমার সঙ্গে আমাদের দেশে।"

"যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমি যে অরণ্যদুহিতা। এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশ ছেড়ে তোমাদের ওখানে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারব কেন?"

"তা হলে আমিই এখানে থেকে যাই।"

সহেলি হেসে বলল, "ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাও তুমি। শুধু এই দিনের এই বন্ধুত্বকে ভুলো না কখনও। আমাদের জীবনের কি কোনও দাম আছে?"

ওরা আবার চলা শুরু করে অনেকটা উচ্চস্থানে উঠে এল। সারদা এখানে ভয়ংকর গর্জনে এক জায়গায় একটি দহর সৃষ্টি করে প্রবল প্রবাহ বয়ে নিয়ে চলেছে ফেনিল উচ্ছ্বাসে। নীল জলে সাদা ফেনার সে কী দারুণ উন্মাদনা।

আপন খেয়ালেই চলেছিল বাবলু।

হঠাৎই হাতে টান পেয়ে ঘুরে তাকাল।

সহেলি বলল, "ওই দ্যাখো, আর আমাদের পালাবার কোনও পথ নেই।"

বাবলু দেখল সারদা যেদিক থেকে বয়ে আসছে সেদিকের পাহাড়েব দু'দিক বেয়ে দু' রাজ্যের পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেখে বাবলু বলল, "কী হবে?"

সহেলি বলল, "বাঁচার এখন একটাই মাত্র পথ খোলা আছে আমাদের।"

"কীরকম?"

"পারবে সাহসে ভর করে ওই দহর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে? কোনওরকমে ওদের চোখের আড়াল হলেই পরেরটা আমি সামলে নিতে পারব।"

বাবলুর যদিও ভয় করল খুব তবুও সহেলির কাছে হার মানবে না বলে বলল, "পারব।"

আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। দু'জনেই হাত ধরাধরি করে গর্জের ওপর থেকে সারদার গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ল সহসা। আতঙ্কে ভয়ে নীল হয়ে গেল বাবলু। তারপর প্রবল স্রোতে কুটোর মতো ভেসে চলল দু'জনে।

এবার সরযূর প্রসঙ্গে আসা যাক। পিলিভিত জংশনের ওই জমজমাট প্লাটফর্ম থেকে ওকে যে কেউ অপহরণ করবে এমন ধারণাও করতে পারেনি সরযূ। আসলে আকবর আলির চক্র এইসব অঞ্চলেও অত্যন্ত সক্রিয়। বিশেষ করে ওরা জানে দেবরাজ রাই এর হত্যাকাণ্ডের পর সরযূ নিশ্চয় করে তার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেবে। এবং তার জঙ্গিদলও ছেড়ে দেবে না আকবরকে। তাই ওরাও ওত পেতে ছিল চারদিকে। তবে কিনা লক্ষ্ণৌ শহরেব বুক থেকে ওই সুদৃঢ় ঘাঁটিটাকে জঙ্গি মেয়েটা যে এমনভাবে উড়িয়ে দেবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি।· যাই হোক, সহেলি প্রধান আকবর আলির দলেব হয়ে মাঝে মধ্যে একটু আধটু কাজ করলেও দেবরাজ রাইয়ের ঘটনার পর অন্যরকম হয়ে যায়। সন্দেহভাজনের স্থান আকবর আলির দলে নেই। তাই কাশগঞ্জ এলাকা থেকে সহেলিকে কিডন্যাপ কবেই ওকে টনকপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। পিলিভিত পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে ওখান থেকে একটা গাড়িতে করে ওদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়ার মতলব করেছিল ওরা। সরাসরি রোডওয়েজে নিয়ে যাওয়ার অনেক অসুবিধে থাকায় এই ব্যবস্থাই হয়েছিল। সেইসঙ্গে সতর্কও ছিল জঙ্গি আক্রমণের। ওরা জানত কোনওরকমে সহেলি-হরণের ব্যাপারটা ওদের কানে গিয়ে পৌঁছলে ঠিকই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। হলও তাই।

অপ্রত্যাশিতভাবে সরযূকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। আকবরের নির্দেশ ছিল অল্পবয়সি এইসব জঙ্গি ছেলেমেয়েগুলোকে এখন থেকে আর স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া নয়। ওদের এক এক করে ধরে ওদেশের পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারলে অনেক টাকার ইনাম। যদিও এর ফল যে কী মারাত্মক তা ওরা জানে। কেন না এর ফলে ওরাও আর আগের মতো অবাধে এখানে কিছু করতে পারবে না।

সহেলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগে থেকেই গাড়ি একটা রাখা ছিল পিলিভিত স্টেশনের বাইরে। ট্রেনের কামরায় দু'জনকে পাহারায় রেখে দু'জন গিয়েছিল সেই গাড়িরই ব্যবস্থা করতে। যারা ছিল তাদের একজন ঠায় একটি রিভলভারের নল সহেলির পেটের কাছে ঠেকিয়ে বসেছিল চুপচাপ। অপরজন একটু চায়ের খোঁজে নীচে নামতেই জঙ্গি মেয়েটা যে সুযোগ বুঝে ওই হাত ঘুরিয়ে ওকেই গুলি করবে তা ভাবতেও পারেনি। গুলি করেই কামরা থেকে লাফিয়ে অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেল মেয়েটা।

যাই হোক, একটা পাখি উড়ে গেলেও আর এক পাখি ধরা পড়ল ওদের জালে। এবং যাকে ধরা হল তার নাম সরযূ রাই। আকবরের এক নম্বরের শত্রু। সহেলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল সেই গাড়িতেই ওঠানো হল ওকে। গাড়ি ছুটে চলল টনকপুরের দিকে।

প্রকাশ উগ্রেতি যখন ঘোর কাটিয়ে স্টেশনের বাইরে এল তখন শুনশান চারদিক। ও যাওয়ার আগেই সরযূকে নিয়ে উধাও হয়েছে ওরা। এই মুহূর্তে ওকে টনকপুরে যেতে হলে আলাদা একটা গাড়ি করতে হবে। অথবা যেতে হবে রোডওয়েজে। তাতে অবশ্য একটু দেরি হয়ে যাবে। এ ছাড়া উপায়ও নেই।

শেষরাতের অন্ধকারে এখন ঢেকে আছে চারদিক। শুধু জেগে আছে স্টেশন সংলগ্ন চায়ের দোকানগুলো। তারই একটিতে ঢুকে গোটা দুই বিস্কুট ও চা খেয়ে দেহটাকে চাঙ্গা করল উগ্রেতি। এরপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ইয়ার্ড মাস্টারের ঘরের পেছনদিকে যে নেপালি বস্তিটা আছে সেইদিকে।

বিশেষ একটি ঘরের কাছে এসে দরজায় নক করতেই সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে উঠে এল এক যুবক। ওর নাম বীর বাহাদুর ছেত্রী। সবাই ওকে বাহাদুর বলে। বাহাদুর তো এই অসময় উগ্রেতিকে দেখেই চমকে উঠল। বলল. "প্রকাশ! তুম হিঁয়া পর?"

প্রকাশ বলল, "ভেতরে চলো। সব বলছি।"

বাহাদুর প্রকাশের চেয়ে কিছু বড়। কিন্তু বন্ধুর মতো। ও এখানকার রেলের অফিসেই পে-বিল সেকশনে গার্ডের পোস্টে আছে। বছর দুই আগে বিয়ে করেছিল একটি কুমায়ুনি মেয়েকে । কিন্তু হঠাৎ অসুখে বউ মারা যাওয়ার পর আর বিয়ে করেনি। অত্যন্ত শিবভক্ত সে। মানুষ হিসেবেও ভাল। উগ্রেতিকে ঘরে নিয়ে বসালে উগ্রেতি ওর আসার কারণ জানাল। জানিয়ে বলল, "এই মুহূর্তে আমাদের ত্রিমুখী লড়াই চালাতে হবে। প্রথমেই উদ্ধার করতে হবে সরযূকে। আকবর আলির ওই গোডিগোটের ডেরায় অন্য জঙ্গিদের আড্ডা। কাজেই সরযূর মতো অল্পবয়সি একটি মেয়ের পক্ষে সে জায়গা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া ওকে আমাদের দেশের পুলিশের হাতে তুলে দিলে অকালমৃত্যুও অবধারিত। অন্যদিকে সহেলি নিজেকে মুক্ত করে পালাতে পারলেও ধুলিগাড়ের জঙ্গল ছাড়া অন্য কোথাও ঢুকতে পারবে না সে। জাল ছিঁড়ে মাছ একবার জলে পড়লে আর তাকে খুঁজে পাওয়া দায়। ওদের পাঁচজনের একটি ছেলে সহেলিকে অনুসরণ করেছে। সে আদৌ তার সন্ধান পেল কি না তাই বা কে জানে? ওদেরও অনুসন্ধান করতে হবে। তা ছাড়া মূল যে কাজের জন্য আমরা আকবর আলির ঘাঁটি চুরমার করে নৈনিতালের দিকে যাচ্ছিলাম সেদিকেও একটু নজরদারি করা দরকার। কেন না ওই ছেলেমেয়েদের দুটি মেয়েকে আকবর আলি কিডন্যাপ করে আয়ারপাটায় রেখেছে। অতএব তোমার সাহায্য না পেলে একা আমি কোনও দিকই সামলাতে পারব না।"

সব শুনে বাহাদুর বলল, "আয়ারপাটার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাক। ওখানে মল্লিতালে আমার লোকজন আছে। যদি ওরা ওখানে থাকে তা হলে কোনও মতেই ডরোথি সিট পার হতে পারবে না। আমি এখনই ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি। সহেলির ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওকে ধরা মুশকিল। ছেলেটা ওর খোঁজ না পেলে ও যা ছেলে তাতে ও একাই হয়তো চলে যাবে নৈনিতালে। তবে সরযূর ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেন না আকবরের নির্দেশে ওকে ওরা মেরেও ফেলতে পারে।"

উগ্রেতি বলল, "আমি ভেবে পাই না এত পুলিশি নজর থাকা সত্ত্বেও গোডিগোটের ওখানে আকবর ঘাঁটি তৈরি করল কীভাবে?"

বাহাদুর বলল, "খুবই সহজভাবে। জঙ্গলের ইজারা নেওয়া আছে ওর। লোকজন আসা যাওয়া করে। তার মধ্যে কে জঙ্গি, কে সাধারণ মানুষ তা যাচাই করছে কে? তা ছাড়া এই ধরনের ব্যবসাদাররা পুলিশকেও চটায় না। নৈনিতেও তাল্লিতালের কাছে একটা হোটেল আছে আকবরের। সৎ সজ্জন নাগরিক সেজে থাকার জন্য লক্ষ্ণৌ শহরে শাড়ির ব্যবসা। কিছু গুন্ডা-মাস্তান পোষা আছে। তারা ছেলেমেয়ে চুরি থেকে খুন জখম, ছিনতাই, তোলা আদায় সবই করে। যাক, তুমি একটু বসো। তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। আমি এখনই আসছি।" বলে উগ্রেতিকে বসিয়ে রেখে জামাটা গায়ে দিয়ে কোথায় যেন গেল বাহাদুর।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ফিরে এসে বলল, "আয়ারপাটার দিকে নজর রাখার জন্য আমার বন্ধুকে সব জানিয়ে ফোন করে দিয়েছি। এখন চলো টনকপুর পৌঁছে সরযূকে কীভাবে উদ্ধার করা যায় তাই দেখি। তবে এইভাবে এই পোশাকে গেলে চলবে না। যেতে হবে ছদ্মবেশে। মাতা মন্দিরের যাত্রী সেজে।

"সে আবার কীরকম!"

"ওই যেমন জল পার্টিরা লাল পোশাক পরে বাঁকে করে জল নিয়ে যায় শিবক্ষেত্রে। আমরাও তেমনই লাল প্যান্ট, লাল গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মাথায় 'জয় মাতা দি' ফেত্তি বেঁধে পূর্ণাগিরি দর্শনে যাব। ওই পাহাড়েই তো পূর্ণাগিরি মা আছেন।"

কথাটা দারুণ মনে ধরল উগ্রেতির। পূর্ণাগিরিতে অনেকদিন আগে মেলার সময় একবার ও গিয়েও ছিল। তাই বলল, "খুব ভাল যুক্তি। ব্যবস্থা করো তা হলে।"

ব্যবস্থা করেই এসেছিল বাহাদুর। তাই সঙ্গে সঙ্গে পোশাক নিয়ে চলে এল দুই যুবক। দুটো মোটরবাইকও নিয়ে এল।

বাহাদুর যে দু'জনকে নিয়ে এল তারাও নেপালি। রীতিমতো তেজি ও একরোখা। তাদেরই স্বজাতি কোনও মেয়েকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে বা তার ওপর অত্যাচার চালাবে এ তারা কিছুতেই হতে দেবে না। তাই মাতা মন্দিরের যাত্রী সেজে এলেও রীতিমতো তৈরি হয়েই এল ওরা। উগ্রেতির সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "ডরো মাৎ। হাম সব সাথ হ্যায়।"

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ওরা রওনা হল টনকপুরের দিকে।

টনকপুরে পৌঁছতে একটু বেলা হয়ে গেল। তা হোক, ওরা একটা দোকানে বসে পেট ভরে পুরি, কচুরি খেয়ে আসন্ন সংগ্রামের জন্য বল সঞ্চয় করে নিল। এরপর গভীর জঙ্গলে কখন কী খাওয়া জুটবে-না-জুটবে তা কে জানে? খাওয়া দাওয়ার পর চা পানে মেজাজ এনে সারদায় গেল স্নান করতে। তারপর মাথায় নতুন চুনোরি বেঁধে দেবীপুজোর চালি কিনে রওনা হল ধুলিগাড়ের পথে। কেউ যাতে কোনওরকম সন্দেহ করতে না পারে তার সব রকম ব্যবস্থাই করে নিল।

জঙ্গলে ঢোকার মুখেই দেখল একদল পুলিশ দাড়িওয়ালা দুই ভিনজাতির যুবককে মারতে মারতে টেনে নিয়ে আসছে। দু'জনেরই হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি। পুলিশ দেখে উগ্রেতির বুক শুকিয়ে গেলেও ও কোনও দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

আরও খানিক যাওয়ার পর গোডিগোট নজরে পড়ল। একপাশে খাদের গায়ে লাল রঙের একটি মারুতিও রাখা ছিল। সেদিকে তাকিয়ে উগ্রেতি বলল, "মনে হয় সরযূকে ওই গাড়িতেই নিয়ে এসেছে ওরা।"

বাহাদুর মোটরবাইক থামিয়ে নামতে বলল সকলকে। তারপর উগ্রেতিকে বলল, "জঙ্গলের মধ্যে ওই যে দূরে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওটাই কি আকবরের ঘাঁটি?"

"হ্যাঁ।"

"মনে হয় ওই বাড়িতে পুলিশি তল্লাসি চলছে। ওখানে লুকিয়ে থাকা কোনও জঙ্গিকেই পুলিশ নিয়ে গেল তা হলে।"

"হতে পারে। কিন্তু সরযূর কী হল? পুলিশ তো ওকেও ছাড়বে না।"

"হয়তো বাড়ির ভেতরে আরও কেউ আছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।"

ওরা মোটরবাইকদুটো একপাশে রেখে ধীরে ধীরে সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। গিয়ে দেখল চারদিকে চাপ চাপ রক্ত। রীতিমতো গুলির লড়াই হয়ে গেছে এখানে। ঘরের মধ্যে তাজা লাশ পড়ে আছে দুটি। দু'জন সাধারণ কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে তাদের। কিন্তু সেখানে কোথাও সরযূ নেই। গেল কোথায় মেয়েটা? এই অল্প সময়ের মধ্যে ওকে পাচার করাও তো সম্ভব নয়। তা হলে?

বীর বাহাদুর তখন কনস্টেবলদের একজনকে বলল, "তোমরা এই বাড়ির চারদিক একটু খুঁজে দেখবে? আমাদের একটা মেয়েকে এরা চুরি করে এনেছে। তাকে তো এখানে দেখছি না কোথাও।"

কনস্টেবলদের একজন বলল, "উয়ো চলি গয়ী।"

"ক্যায়সে?"

আর একজন যা বলল তা হল এই। আজই ভোরবেলা একটি নেপালি মেয়েকে এই শয়তানরা চুরি করে নিয়ে এসেছিল। টনকপুর মাণ্ডির কিছু নেপালি যুবক কীভাবে যেন খবর পেয়ে চড়াও হয় এখানে। তারপর সবাই মিলে বাড়ি ঘিরে ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকলে ভেতর থেকে গুলি চালায় ওরা। গুলিতে একজন মারা যায়। আর একজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। ততক্ষণে খবর পেয়ে এখানকার পাহারাদার পুলিশরা ছুটে আসে। পুলিশের গুলিতে এই দু'জন মারা যায়। দু'জন কুখ্যাত জঙ্গি পালাতে না পেয়ে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। ওই সময়ের মধ্যেই মেয়েটি পালিয়ে যায়।

মেয়েটি পালিয়ে যে কোথায় গেল তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। সরযূ যে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে এবং ও যে পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি এতেই ওদের আনন্দ।

প্রকাশ উগ্রেতি বলল, "বাহাদুর ভাই! এতদূর যখন এসেছি আমরা মায়ের নাম নিয়ে, তখন মাকে একবার দর্শন করে পুজোও দিয়ে আসা যাক। সরযূ রক্ষা পেয়েছে এও তো মায়েরই কৃপা।"

বাহাদুর বলল, "অবশ্যই। টুন্যাস পর্যন্ত এখন রাস্তা হয়ে গেছে। আমরা মোটরবাইক নিয়ে সেখান পর্যন্ত যেতে পারব। তারপর পায়ে হেঁটে দর্শন করব পূর্ণাগিরি মা'কে।"

সঙ্গীদের একজন বলল, "টুন্যাসে একটি তামার মন্দিরও আছে। সুন্দর একটি কাহিনীও আছে তার।"

ওরা 'জোরসে বোলো, জয় মাতা দী' বলে মোটরবাইকে চেপে বাঁশির চড়াই পেরিয়ে এগিয়ে চলল টুন্যাসের দিকে।

॥ ৯ ॥

কাবেরী লজে বাবলুর সঙ্গে ফোনে কথা বলে হারানো মনোবল যেন নতুন করে ফিরে পেল বিলু। সেইসঙ্গে জয়ের গৌরবে ভরে উঠল বুকের ভেতরটা। জয় এ কারণে, যার জন্যে বিশেষ করে এখানে আসা সেই গৌতমের বেঁচে থাকার খবরটা যেভাবেই হোক পেয়েছে বাবলু। তার চেয়েও বড় কথা, বাচ্চু-বিচ্ছুর সন্ধানও সে পেয়েছে। কোথায় যেন আয়ারপাটা সেখানেই আছে ওরা। বাবলু বলেছে সে এখন কোথায় কীভাবে আছে তা বলা সম্ভব নয়। তবে কিনা অতি অবশ্যই সকাল হলেই ওদের নৈনিতালে চলে যেতে। বাবলু এও বলেছে, ওখানকার কাজ শেষ হলেই সে নাকি চলে আসবে নৈনিতালে। কিন্তু ওখানে ওর কী কাজ? তা যে কাজই থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই সে কোথাও গিয়ে ফেঁসেছে। বিলু আর একটুও দেরি না করে খবরটা দিতে ছুটে গেল ভোম্বলের কাছে।

ভোম্বল ঘুম জড়ানো চোখে বাবলুর খবর শুনেই লাফিয়ে উঠল। আর পঞ্চু? ও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সেই যে কুঁই কুঁই শুরু করল ওকে আর থামানো যায় না।

ভোম্বল বলল, "বাবলু যে আমাদের নৈনিতালে যেতে বলল সে তো অনেক দূরের পথ। কীভাবে যাব?"

বিলু বলল, "ট্রেনে যাব। সবাই তো ট্রেনেই যায়। এখন জানতে হবে ট্রেনের সময়টা কখন।"

"কার কাছে জানবি?"

"এখানেই জেনে নেব। লজের লোকেরাই বলে দেবে।"

"তা হলে যা। চটজলদি জেনে আয়।"

বিলু অস্থির পঞ্চুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "ভোরের আলোটা একটু ভাল করে ফুটতে দে। এখনই ওদের বিরক্ত করে লাভ কী বল? তা ছাড়া সকালের আগে তো আমরাও বেরব না।"

ভোম্বল বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছু নেই, বাবলু নেই, আমার যে কী বোর লাগছে তা কী বলব। মনে হচ্ছে এখনই বেরোতে পারলে বাঁচি। ততক্ষণে গোছগাছটা অন্তত সেরে নেওয়া যাক।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। আমরা সবকিছু গুছিয়ে রেডি হয়ে থাকি। সময়মতো বেরোব।"

ওরা চোখে-মুখে জল দিয়ে বাথরুম সেরে নিমেষের মধ্যে গুছিয়ে ফেলল সব।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে আকাশ পরিষ্কার হল। ওদের জন্য চা আর টোস্ট নিয়ে এল যে ছেলেটি তাকে নৈনিতাল যাবার গাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, "এখন সকালের দিকে তো কোনও গাড়ি নেই। নৈনিতাল এক্সপ্রেস সেই রাত্রিবেলা। এখন সাড়ে সাতটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে তোমবা বেরিলি পর্যন্ত যেতে পার। ওখান থেকে বাসে।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমাদের যে এখনই যাওয়া দরকার।"

"তা হলে তোমাদের আলাদা গাড়ি করতে হবে। নয় তো যেতে হবে বাসে। তা এখানকার বাসে কিন্তু তোমাদের এই কুকুরটাকে নেবে না।"

বিলু বলল, "দেখি তা হলে কী ব্যবস্থা করা যায়।"

ভোম্বল বলল, "ব্যবস্থা করতেই হবে। তবে আলাদা গাড়ি করে যদি যাই তা হলে থানায় না জানিয়ে কখনও না।"

ওরা চা পর্ব শেষ করে ঘরে তালা দিয়ে বেরোবার আগে গোরা মিত্তির যে ঘরে উঠেছিল সেই ঘরের দরজায় নক করল একবার। ওর দু'জন সাগরেদ ছিল সে ঘরে। একজন দরজা খুলে হাসিমুখে বলল, "গোরাদার খবর ভাল। বেঁচে গেল এ যাত্রা। ভাগ্যে তোমরা বুদ্ধি করে নিয়ে গিয়েছিলে হাসপাতালে।"

বিলু বলল, "খবর ভাল হলেই ভাল। তবে আরও একটা ভাল খবর আছে। গৌতমের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোথায় আছে তা জানি না কিন্তু বেঁচে আছে।"

"তোমাদের বাবলুর খবর কী?"

"ওরই মুখে শুনেছি। গোরাদার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে না। আমরা আজই চলে যাব নৈনিতালে। খবর যা, তাতে মনে হয় ও ওই অঞ্চলেরই আশপাশে কোথাও আছে।"

"গৌতমের ব্যাপারটা কী হবে তা হলে?"

"বললাম তো বেঁচে আছে। তার বেশি কিছুই জানি না।"

বিলু ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে একটা অটোয় চেপে সোজা চলে এল পুলিশস্টেশনে। মুখার্জিবাবু তখন ছিলেন না। অন্য একজন ইন্সপেক্টর বললেন, "উনি তো দশটার আগে আসবেন না। যদি কিছু বলার থাকে বলতে পার।"

"আমরা নৈনিতাল যাব। আমাদের একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

'ওরে বাবা। সে তো অনেক খরচ। তোমরা রাতের গাড়িতে যাও, তাতেই সুবিধে হবে।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা খুবই ইমার্জেন্সি ছিল স্যার। আমবা খবর পেয়েছি আমাদের মেয়েদুটি ওখানেই কোথাও আছে।"

"বুঝেছি।" বলেই বেল টিপতে একজন কনস্টেবল এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "বলদেও কো বুলাও।"

কিছু পরেই বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক এসে বিলু ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়াল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "তোমার গাড়ির পজিসান কী?"

"বিলকুল ঠিক।"

"এদের নৈনিতালে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারবে? এখনই যেতে হবে।"

"লেকিন।"

'লেকিন কী?"

"ভাড়া তো অনেক পড়ে যাবে।"

"কত ভাড়া পড়বে?"

"দু'হাজার টাকা।"

"দেড় হাজার টাকা নাও। অত ওবা দিতে পারবে না। বেড়াতে এসে বিপদে পড়েছে। তোমরা একটু দ্যাখো ওদের।"

বলদেও বলল, "কোথায় উঠেছে ওরা?"

"কাবেরী লজে।"

"আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি।" ইনস্পেক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার একটা অটো নিয়ে দ্রুত চলে এল লজে। এসেই দেখল গতরাতে ওদের সাহায্যকারী সেই নেপালি যুবক ধনবাজ দাঁড়িযে আছে লজের সামনে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বন্ধু?"

"তোমরা সব ঠিকঠাক আছ তো?"

"হ্যাঁ।"

"তা শোনো, আমরা কয়েকজন আজই চলে যাচ্ছি গাড়োয়ালের দিকে। এখন তোমাদের ওই ছেলেটাকে কার কাছে বেখে যাব?"

"কোন ছেলেটাকে?"

"আকবর আলি যাকে যমুনায় ফেলে দিয়েছিল। এখন সে সুস্থ। আমরা সবাই চলে গেলে ওর দেখাশোনার অসুবিধা হয়ে যাবে।"

"বেশ তো, ওকে আমাদের কাছেই দিয়ে যাও।"

ধনরাজ তখনই পাশের একটি দোকান থেকে গৌতমকে ডাকিয়ে এনে তুলে দিল ওদের হাতে। দিয়ে বিদায় নিল।

কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি।

বিলু ভোম্বল ওকে লজে নিয়ে এল।

বিলু বলল, "আচ্ছা গৌতম, তুমি তো এখন ভালই আছ। কিন্তু এ ক'দিনে তুমি তোমার বাড়িতে একটাও ফোন করোনি কেন?"

"ইচ্ছে করেই। ভেবেছিলাম হঠাৎ করে একদিন বাড়ি ফিরে সবাইকে চমকে দেব।"

বিলু বলল, "এটা কিন্তু তোমার মনের কথা নয়।"

"আসলে আমার এমনই আতঙ্ক হয়েছিল যে ওদের আশ্রয় ছেড়ে বেরোতেও আমার ভয় করছিল।"

"এটাই স্বাভাবিক। তা যাক, তোমার মামার খবর শুনেছ নিশ্চয়ই?"

"না। মামা কোথায়?"

"পরে বলব। এখন তুমি বলো তো সেদিন ঠিক কী হয়েছিল? আকবর আলি কেন এমন ব্যবহার করল তোমাদের সঙ্গে?"

গৌতম বলল, "সেই অভিশপ্ত দিনটির কথা মনে পড়লেই গায়ে কাঁটা দেয়। আমি তো মামার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ বেড়াতে এসেছিলাম। এবং সেটা আমার বাবা-মা দু'জনেরই ঘোর আপত্তিতে। পরে আমার কান্নাকাটিতে মা রাজি হলেও বাবা রাজি হননি। তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও আমি এসেছিলাম। আমার বাবা মা রাজি হননি তার কারণ আমার মামা অত্যন্ত ব্যাড টেম্পারমেন্টের লোক। তা ছাড়া নানা রকম বাজে কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সবসময়। বিশেষ করে আলিগড়, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ শহরের স্মাগলারদের সঙ্গে মামার অসৎ উপায়ের লেনদেন আছে। তা মামা আমাকে নিয়ে ওই সংক্রান্ত কাজেই এখানে এসেছিল, বেড়াতে নয়। আমরা এই লজেই উঠেছিলাম। একদিন সন্ধের সময় কেশরবাগের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ একজন লোক এসে মামাকে টেনে হিঁচড়ে একটা গাড়িতে ওঠাল। আমিও উঠলাম। মামা আমাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলল। আমাকে বলল, "তুই কেন যাবি? তুই লজে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। আমি এদের সঙ্গে একটু বোঝাপোড়া করে তারপর যাব।" বলে আমাকে লজের চাবি দিল। আমি তো কাঁদতে লাগলাম। লজের রাস্তা চিনে আমি যে কী করে যাব তা ভেবে পেলাম না। বললাম, "আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না মামা, আমার ভয় করছে।" ওরা বলল, "তোকেই বা যেতে দিচ্ছে কে? চল আমাদের সঙ্গে।" বলে জোর করে একটা চিকনমার্কেটে নিয়ে এল। সেখানে তেমন লোকজন নেই, কেনাকাটার খদ্দের নেই। তবুও দেখা গেল কিছু রহিস আদমি দোকান সাজিয়ে বসে আছে। ওইখানে আকবর আলি নামের একজনের সঙ্গে আমার মামার দারুণ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। অবস্থা ক্রমে এত খারাপ হতে লাগল যে তা বলবার নয়। বুঝলাম এদের হাত থেকে আজ আর আমাদের পরিত্রাণ নেই। মামাকে ওরা মারতে মারতে যখন আধমরা করে ফেলল তখনই আমার মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি চাপল। ওদের ক্যাশবাক্সর মাথায় এক বাণ্ডিল টাকা ছিল। কত তা জানি না। সেটা নিয়েই আমি পালিয়ে বাঁচতে গেলাম। ভেবেছিলাম এই টাকাতে স্টেশনে এসে ট্রেনের টিকিট কেটে বাড়ি পালাব। কিন্তু পারলাম না। ধরা পড়ে গেলাম। আকবর আলি আমাকে মেরে গলা টিপে বলল, "যা এটাকে যমুনার ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দিয়ে আয়। সারারাত ধরে একে কুকুরে ছিঁড়ে খাক।" আকবর উত্তেজনার বশে হয়তো ভেবেছিল আমি মরেই গেছি। তাই আমাকে ওর লোকেদের হাতে তুলে দিল। আমি নিজেও তখন মৃতপ্রায়। এই অবস্থায় ওরা যখন ব্রিজ থেকে ফেলে দিল আমাকে তখনকার কথা মনে পড়লেও আমার বুক শুকিয়ে যায়। তারপর এই নেপালি লোকজনরা আমাকে বাঁচায়। ডাক্তার দেখায়।"

বিলু বলল, "ভাল কথা। এখন আর তোমার খুব একটা ভয়ের ব্যাপার দেখছি না। তোমার মায়ের অনুরোধে তোমার খোঁজখবর নিতে আমরা এসেছি এখানে। তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের দুটি মেয়েকে আমরা হারিয়েছি। ওদেরই সন্ধানে নৈনিতালে যাচ্ছি আমরা। তোমার মামা নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে তোমারই খোঁজে আবার এসেছে এখানে। তবে এখন সে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আছে। এই অবস্থায় তুমি কী করবে? মামার দু'জন বন্ধু এখানে আছে। তাদের কাউকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে? নাকি মামা সেরে উঠলে যাবে?"

গৌতম বলল, "আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। মামার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই আমি রাখব না আর।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে গেলে আবার নতুন করে কোনও বিপদ দ্যাখা দিতে পারে।"

"যে বিপদে আমি পড়েছিলাম তার চেয়েও বড় বিপদ আর কী হতে পারে তোমরাই বল? তা ছাড়া আমি বাড়ি ফিরতে চাইও না।"

"সে কী! কেন?"

'আমি যে বাবা মায়ের অবাধ্য হয়েছিলাম।"

বিলু বলল, "তবুও এই মুহূর্তে তোমার বাড়ির সঙ্গে একটু কথা বলার একান্ত দরকার। এসো, কথা বল।"

বিলু অফিসঘরে ফিরে কলকাতার লাইন চাইতেই পেয়ে গেল।

গৌতম অনেক কেঁদেকেটে ওর মা বাবার সঙ্গে কথা বলল। ওর বাবা-মা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। গৌতমের বাবা বললেন, ওকে কাবেরী লজেই ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে রেখে যেতে। প্রয়োজনে উনি প্লেনে এসেও নিয়ে যাবেন ওকে। কেন না ছেলেকে ছেড়ে আর থাকতে পারছেন না ওঁরা।

সেইরকমই ব্যবস্থা হল। ম্যানেজার নিজে কথা বললেন গৌতমের বাবার সঙ্গে। বিলুদের বললেন, "তোমরা নির্ভাবনায় নৈনিতালে চলে যাও। গৌতমের দায়িত্ব আমাদের।"

বিলু ভোম্বল নিশ্চিন্ত হল।

একটু পরেই বলরাজ গাড়ি নিয়ে এলে গৌতমকে বুঝিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে রওনা হল ওরা। নতুন ঝকঝকে টাটা সুমো শহরের ঘিঞ্জি এলাকা পেরিয়ে দারুণ একটা গতি নিল। আশার আলোয় বুক ভরে উঠল ওদের।

জনপদের পর জনপদ পার হয়ে একসময় বেরিলিতে এসে পৌঁছল। বেরিলি বাজারে একটি ভাল হোটেলে খাওয়া দাওয়ার পাট সেরে নিল ওরা। বলদেও-এর পরিচিত হোটেল। দারুণ উপাদেয় খাদ্য এখানকার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে একটা পেট্রোল পাম্পে তেল ভরে আবার রওনা হওয়া। সমতল ছেড়ে হলদুয়ানি হয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা। কী সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য এখানকার এই পর্বতরাজ্যে।

যেতে যেতে ডানদিকের একটি রাস্তা দেখিয়ে বলদেও বলল, "ওই যে দেখছ পথটা চলে গেছে ওইদিকেই করবেট ন্যাশন্যাল পার্ক। সময় পেলে দেখে নিয়ো।"

বিলু বলল, "কী করে সময় পাব বলুন? এলাম পাঁচজনে, কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। দুটি মেয়েকে শয়তানরা এমনভাবে পাচার করে দিল যে টেরই পেলাম না। তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের আসলজনই বেপাত্তা। ওই তো আমাদের বল ভরসা। ও ফোনে আমাদের এখানে আসতে বলেছে তাই এলাম।"

"নৈনিতালে কোথায় উঠবে ঠিক করেছ?"

"কোনও কিছুই ঠিক করিনি। এই তো প্রথম আসছি আমরা।"

"আমার একটা চেনাজানা লজ আছে। সেখানেই নিয়ে যাব তোমাদের, তাল্লিতালে। নৈনি লেকের এপারে। ভাড়া খুব একটা বেশি নয়, একশো টাকায় হয়ে যাবে।"

"তবে তো ভালই হয়।"

"এখানকার প্রশাসনও দারুণ স্ট্রং। কেউ কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না তোমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তা যদি হয়, তা হলে আকবর আলি এখানে ঘাঁটি করে কী করে?"

"ঘাঁটি যে কে কোথায় করে তা কে আর জানে? তবে উপদ্রব করতে পারে না। তা ছাড়া এখানে কোথাও কোনও দুষ্কৃতীচক্র গড়ে উঠছে জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নেয় এরা। আকবর আলি মনে হয় এখানেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে।"

"আপনি কী করে জানলেন?"

"তোমাদের নিতে আসার আগে আমি মুখার্জিবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে এলাম। উনিই বলছিলেন। এখানে আসার আগে তোমাদের সঙ্গে তো ওঁর দ্যাখা হয়নি। অন্য ইনস্পেক্টর ছিলেন তখন। তিনিই ফোনে তোমাদের ব্যাপারে মুখার্জিবাবুকে জানান। পথে আমিও ওঁর কোয়ার্টারে গিয়ে দ্যাখা করে আসি। ইতিমধ্যেই উনি সতর্ক করে দিয়েছেন নৈনিতালের প্রশাসনকেও।"

ভোম্বল বলল, "উনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। উনি না থাকলে আকবরের খপ্পরে পড়ে লক্ষ্ণৌতেই শেষ হয়ে যেতাম আমরা।"

"মানুষটা অত্যন্ত ভাল।"

হঠাৎ শীতের প্রকোপে কেঁপে উঠল সবাই। উঃ কী শীত।

বলদেও বলল, "নৈনিতাল এসে গেছে।"

সত্যিই এসে গেছে। সিনেমার পর্দায়, টিভিতে, গাইডবুকে দ্যাখা সেই নৈনি লেকের মুখোমুখি একটি রাস্তা উঁচু দিকে উঠে গেছে। সেই পথ ধরেই একটু উচ্চস্থানে বাঁদিকে লজটা। বলদেও ওদের সেই লজেই নিয়ে এসে তুলল। তারপর ভাল একটা ঘরে ওদের ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ি ভাড়ার টাকা নিয়ে বলল, "আমার কাজ তা হলে শেষ।"

বিলু বলল, "আপনি এখন চললেন কোথায়? রাত্রিটা থেকে যান আমাদের এখানে।"

"না রে ভাই। এখন সবে বিকেল পাঁচটা। এই ঠান্ডায় আমার পোষাবে না। এখনই আমি হলদুয়ানিতে নেমে যাব। ওখানে কোনও ধাবায় থেকে কাল সকালেই অন্য প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরে যাব লক্ষ্ণৌয়ে।"

"তেমন প্যাসেঞ্জার পাবেন?"

"পাবই। তা ছাড়া শেয়ারের যাত্রী তো মিলবেই।"

বলদেও চলে গেলে লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নৈনি লেকের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। সে দৃশ্য দেখে পঞ্চুও অভিভূত।

ভোম্বল বলল, "এখনও তো হাতে অনেক সময় আছে। বেলাও রয়েছে অনেক। চল, লেকের ওপার থেকে একটু ঘুরে আসি। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে নয়নরেখার মতো লেক, এমন সুন্দর পরিবেশে কখনও আসিনিরে।"

ওরা একটুও দেরি না করে ঘরে তালা দিয়ে বড় রাস্তায় নেমে এল। তারপর এক জায়গায় এক কাপ করে চা খেয়ে লেকের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল মল্লিতালের দিকে। ওদিকটা এপারের চেয়েও অনেক বেশি জমজমাট।

কী দারুণ ভাবগম্ভীর জায়গাটা। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে সর্বত্র পাহাড়। কত লোক বোটিং করছে লেকের জলে। কত বড় বড় রাজহাঁস চড়ছে। তাদের 'ক্যাঁক ক্যাঁক' ডাকে মুখর হয়ে উঠছে চারদিক। এমন দারুণ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দেশেও প্রকৃতির রূপ রস গ্রহণ করার মতো মানসিকতা ওদের কারও নেই। প্রথমত দলছুট ওরা। দ্বিতীয়ত বাবলুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকলেও বাচ্চু-বিচ্ছু ওদের দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে। এই নৈনিতালের কোথায় কোন আয়ারপাটায় যে বন্দিনী হয়ে আছে ওরা তা কে জানে?

ওপারে গিয়ে একটি প্রশস্ত ময়দানের কাছে থমকে দাঁড়াল ওরা। পঞ্চু এ পর্যন্ত নীরব। ওরও যে খুব শীত করছে এখানে তা বোঝাই যাচ্ছে। তবু কী আর করবে? এখানে না আসা ছাড়া তো উপায়ও ছিল না। এই ময়দানে দারুণ একটি সুন্দর জিনিস দেখল ওরা। মস্ত একটি বেলুনে পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে বসে আছে। আর সেই বেলুনটিকে কাঠের আগুনের ধোঁয়ায় গ্যাস ভরে ফোলানো হচ্ছে। বেলুনটি মস্ত আকারের। দেখে মনে হল এতে চেপে এই সমস্ত পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

হয়তো সে জন্যই তৈরি হয়েছে এটা। তবে অনেক বড় বড় দড়ি দিয়ে বেলুনটি এমনভাবে খুঁটিতে বাঁধা যে সেটা অনেক উঁচুতে উঠে গেলেও বাতাসে ভেসে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে না।

দুটি বাঙালির ছেলে অবাক বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখছে দেখে একজন দয়া পরবশ হয়ে বলল, "চড়োগে?"

এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? দু'জনেই সম্মতি জানাল। পঞ্চুকে রেখে চড়ে বসল বেলুনে।

অনেক পরে গ্যাস পূর্ণ হলে বেলুন উড়ল আকাশে। সে কী বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বেলুনে একজন অভিভাবক ছিলেন। উনিই চিনিয়ে দিতে লাগলেন পাহাড়পর্বতগুলো। বিলু ভোম্বলকেই বেশি করে বোঝাতে লাগলেন, "ওই হচ্ছে লারিয়াকান্তা। এই হচ্ছে আয়ারপাটা বা ডরোথি সিট, ওই টিফিন টপ, চায়না পিক। আর দূরের ওই বরফে মোড়া পাহাড়গুলো হল নন্দাঘুণ্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, পঞ্চচুল্লি।" আর শোনবার দরকার নেই। ওদের মন এবং দৃষ্টি ততক্ষণে নিবদ্ধ হয়েছে ভয়ংকরদর্শন আয়ারপাটার দিকে। তাল্লিতাল থেকে বাঁদিক ঘেঁষে যে নির্জন পথটা নৈনি দেবীর মন্দিরের দিকে এসেছে সেই পথের ধারেই শ্রীহীন ও জঙ্গলময় পর্বত আয়ারপাটা। ট্যুরিস্টরাও এই পাহাড়কে এড়িয়ে চলেন। ওই পাহাড়ের গোপন ঘাঁটিতে আকবর আলি কোথায় যে কয়েদ করে রেখেছে বাচ্চু-বিচ্ছুকে তা কে জানে? ওখান থেকে ওদের কীভাবে উদ্ধার করবে তা ভেবেও পেল না ওরা।

বেলুন থেকে নেমে পঞ্চুকে নিয়ে ওরা নৈনিদেবীর মন্দিরে এল। বহু লোকের সমাগমে দারুণ জমজমাট জায়গাটা। কত রকমারি দোকানের মেলা এখানে। তিব্বতিদের পোশাকের দোকান, খেলনাপাতি ও ঘর সাজানো জিনিসের দোকান। হোটেল, রেস্টোর‍্যান্ট কত কী। অনেকক্ষণ ঘুরেছে। তাই একটা দোকানে বসে ডিমরুটি আর চায়ের অর্ডার দিল। পঞ্চুকেও খেতে দিল ডিমরুটি। তারপর মল্লিতালের বাজারের পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা।

সন্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওরা যখন ফিরে আসবার উপক্রম করছে ঠিক তখনই পঞ্চু বিকট একটা চিৎকার করে কাকে যেন দেখে বাঘের মতো তাড়া করল। হই হই ব্যাপার।

কে? কে ও?

ততক্ষণে পথচারীরা আঁতকে উঠে দারুণ ভয় পেয়ে খুব বকাবকি করতে লাগল বিলু, ভোম্বলকে। সবারই এক কথা, এইভাবে দেশি একটা কুকুরকে নিয়ে পথেঘাটে কখনও ঘুরে বেড়াতে নেই, কুকুর নিয়ে বাইরে বেরোলে চেনে বেঁধে আনতে হয়।

যাই হোক, হঠাৎই একজন মধ্যবয়সি নেপালি এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। স্থানীয় লোকজনদের বুঝিয়ে বিদায় দিলেন। তারপর বললেন, "কাঁহাসে আহে হো তুম?"

বিলু বলল, "বঙ্গাল সে।"

"তুম সব পাঁচ হো না?"

"আমরা পাঁচজন। আপনি কী করে জানলেন?"

"আয়ারপাট্টা মালুম হ্যায়?"

বিলুর বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। এই অচেনা মানুষটি এত সব জানলেন কী করে? তবুও ভয়ে ভয়েই বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?"

"পদ্মরাজ গুরুং। পিলিভিতে আমার দোস্ত আছে বীর বাহাদুর ছেত্রী। উনহোনে হমকো সব কুছ বতায়া।" বলে বলল, "তোমরা কোথায় উঠেছ?"

বিলু লজের নাম বলতেই গুরুং বললেন, "ঠিক আছে। তোমরা লজে যাও। তোমাদের ওই মেয়েদুটোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি। আমার কয়েকজন লোককে আমি নজর রাখতে বলেছি আয়ারপাট্টার দিকে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আমাদের কুকুরটা এখনও ফিরে এল না যে?"

"আনে দো।"

অনেক পরে পঞ্চু ফিরে এল রাগে গর গর করতে করতে। তবে ফিরে এল কতকগুলো কুকুরের তাড়া খেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। হয় কেউ ওকে নিরস্ত করার জন্য লাঠিপেটা করেছে অথবা অন্য কুকুরদের সঙ্গে ঝটাপটি করতে গিয়ে এই অবস্থা। এখানকার কুকুররাও তো সাংঘাতিক। পঞ্চুর সাধ্য নেই ওদের মোকাবিলা করার।

বিলু ভোম্বল অনেক আদর করে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। ওর মুখে অল্প একটু রক্তের দাগ দেখে বুঝল লোকটাকে পঞ্চু শুধু তাড়া করেই ফিরে আসেনি ওর শরীরে দাঁতের কামড় দিয়ে তবেই এসেছে।

বিলু গুরুংকে বলল, "দাদাজি, এইবার মনে হয় আকবর আলির ডেরা কোনখানে তা জানা যাবে। তার কারণ আমাদের এই কুকুর যাকেতাকে তাড়া করে না। ওদের লোকদের কয়েকজনকে ও চেনে। নিশ্চয়ই তাদেরই কাউকে এখানে দেখেছে ও। এখন কুকুরে কামড়ানো এই লোকটি বাঁচার জন্য ডাক্তারখানায় যাবে ইঞ্জেকশান নিতে। কোনওরকমে সেই সময় যদি তাকে ধরতে পারেন তা হলে খুব সহজেই ওদের আস্তানার হদিস পাওয়া যাবে।"

পদ্মরাজ গুরুং উল্লসিত হয়ে উঠলেন বিলুর কথা শুনে। বললেন, "বাঃ! তুমি তো বেশ ভাল বুদ্ধি খাটিয়েছ দেখছি। উয়ো পাকড় যায়েগা। উসকো মোকাবিলা হম করেঙ্গে।" বলে ওদের বড় রাস্তায় রিকশাস্ট্যান্ডে নিয়ে এসে একটা রিকশায় বসিয়ে তাল্লিতালে পাঠিয়ে দিলেন।

রিকশা থেকে নেমেই তাল্লিতালের মার্কেটে একটা হোটেলে ঢুকে রাতের খাওয়াটা সেরে নিল ওরা। তারপর লজে এসে ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত তখন কত তা কে জানে? দরজায় টক টক শব্দ শুনে জেগে উঠে বসল দু'জনে।

আলো জ্বেলে শয্যাত্যাগ করে বিলু বলল, "নিশ্চয়ই বাবলু এসেছে।"

ভোম্বল বলল, "আমারও মনে হচ্ছে তাই।"

পঞ্চু কোনও সাড়াশব্দ না করে দরজার দিকে চেয়ে বসে রইল চুপচাপ।

বিলু দরজা খুলতেই লজের একটি ছেলের সঙ্গে ঘরে ঢুকল এক নেপালি কিশোরী। মিষ্টি হাসিতে মুখখানি তার ভরা। তবু মুখ দেখে মনে হল যেন ভয়ংকর একটা লড়াইপর্ব সেরে সে এসেছে। উশকোখুশকো চুল। সারা দেহে ক্লান্তিকর ছাপ। তবু কী সুন্দর।

বিলু বলল, "তুমি?"

"আমাকে তোমরা চিনবে না। আমার নাম সরযূ রাই। তবে তোমাদের বন্ধু বাবলু আমাকে চেনে। তোমরা এখানে আছ খবর পেয়েই ছুটে এসেছি আমি। তোমাদের এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে এক জায়গায়।"

ভোম্বল বলল, "এই রাত্তিরবেলা?"

"হ্যাঁ। না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোমাদের ওই মেয়েদুটোকে কালই পাচার করে দেবে ওরা।"

ভোম্বল তখনই উঠে দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে নিল। বিলুও।

বিলু বলল, "বাবলুর খবর কী?"

"জানি না। গতকাল লক্ষ্ণৌতে আকবর আলির ওই দুর্গটা আমরাই উড়িয়ে দিয়েছি। তোমাদের বাবলু তখন বাইরে ছিল। ওর ধারণা তোমরা মরেছ। তবুও ওকে আশ্বস্ত করে ওখানকার নেপালি বস্তিতে আমাদের অস্থায়ী ঘাঁটির মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম। আমরা একটু জঙ্গি কার্যকলাপ করে থাকি। আমাদেরই এক জঙ্গি বোন সহেলি প্রধান জানতে পারে তোমাদের মেয়ে দুটিকে এখানে আয়ারপাটায় লুকিয়ে রেখেছে ওরা। তাই আমাদেরই এক বন্ধু প্রকাশ উগ্রেতির সঙ্গে বাবলুকে নিয়ে রেলপথে এখানে আসছিলাম। ইতিমধ্যে পিলিভিতে বিপর্যয়। আমরা জানতে পারলাম দুষ্কৃতীরা সহেলিকে ধরে ফেলেছে এবং ওকে আমাদের দেশের পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ইনাম নেবার মতলব করছে। আমরা যখন ওকে ওদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্য যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই দেখি ও নিজেই নিজেকে মুক্ত করে ছুটেছে। আর সেই সময় আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে দুষ্কৃতীরা আমাকেই কিডন্যাপ করল। বাবলুর খবর জানি না। তবে ও প্রকাশ উগ্রেতির সঙ্গেই আছে। তাই মনে হয়

নিরাপদেই আছে ও। ইতিমধ্যে আমাকে ওরা টনকপুরে নিয়ে গেলে আমাদের দেশোয়ালি কিছু ভাইদের সঙ্গে শত্রুপক্ষের গোলাগুলি চলে। তাতে অল্পবিস্তর আহত হয় অনেকেই। সেই সুযোগে আমি কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে আসার সময় ওখানে আত্মগোপন করে থাকা ভারতবিরোধী দুই জঙ্গি আমাকে বাধা দিতে এলে আমি তাদের দু'জনকেই খতম করে পালিয়ে আসি। দুষ্কৃতীদের একটা মোটরবাইক নিয়ে আমি আতিমা নামে এক জায়গায় একটি গুরুদ্বারে আশ্রয় নিই। সেখানে বিশ্রাম করে গুরুপ্রসাদ খেয়ে সন্ধের মুখে এসে পৌঁছই হলদুয়ানিতে। তারপর এখানে এসেই তোমাদের খবর পেলাম মল্লিতালে পদ্মরাজ গুরুং-এর কাছে। টনকপুর থেকে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যই ছিল তোমাদের মেয়েদুটিকে উদ্ধার করা। কেন না তোমরা রইলে লক্ষ্ণৌ শহরে, বাবলু পিলিভিতে উগ্রেতির কাছে। সহেলি কোথায় তা জানি না। তবে একবার যখন ও মুক্তি পেয়েছে তখন ওকে দু'বার ধরা খুবই কঠিন কাজ। এদিকে আমি যদি ওদের দিকে নজর দিই তা হলে মেয়েদুটোকে ওরা হয় সরিয়ে দেবে নয়তো মেরে ফেলবে। কিন্তু তোমরা এখানে এলে কীভাবে?"

বিলু বলল, "বাবলু কোথা থেকে যেন ফোন করে জানাল বাচ্চু-বিচ্ছুর কথা। আর বলল, আমাদের নৈনিতালে চলে আসতে।"

"কখন?"

"কাল শেষরাতে।"

"তা হলে তো এতক্ষণে এসে পড়া উচিত ছিল ওর। তবে কি আবার নতুন করে কোনও বিপদ হল? ও তোমাদের সহেলি প্রধান বা প্রকাশ উগ্রেতির ব্যাপারে কিছু বলেছে?"

"না।"

"তা হলে মনে হয় বিপদে নয়, কোনও ব্যাপারে আটকে গেছে কোথাও। অবশ্য উগ্রেতি সঙ্গে থাকলে ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর কাছে পিস্তল আছে। ধরা না পড়লে ও-ও বেপরোয়া।"

সরযূ বলল, "শোনো, এখানে এসে আমি মুন্নু থাপা নামে একজনের আশ্রয়ে উঠেছি। তার মুখেই শুনলাম তোমাদের কথা। সে আমাকে পদ্মরাজ গুরুং-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পদ্মরাজ আমাকে সবিস্তারে সব বলে। শুধু তাই নয়, ওরা কুকুরে কামড়ানো একজন লোককে আটকও করেছে। সে ওই আকবর আলিরই লোক। তোমাদের মেয়েদুটি কোথায় আছে তা সে জানে। তাই বলি আর সময় নষ্ট নয়, এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাদের।"

বিলু, ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে সরযূর সঙ্গে তখনই নেমে এল নীচে। লজের ছেলেটিকে বলে বাইরে এল।

বিলু বলল, "তুমি কীভাবে এলে এখানে?"

"হেঁটেই এলাম। এত রাতে একা কোনও মেয়ে মোটরবাইক নিয়ে পথে নামলে তাকে পুলিশে ধরবে। এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুব স্ট্রং। আমি পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গলের পথ ধরে এসেছি কিন্তু তোমরা তো তা পারবে না।"

বিলু বলল, "লুকোছাপার দরকার নেই। যা সত্যি তাই বলব। প্রয়োজনে ওরা লক্ষ্ণৌতে ফোন করে আমাদের ব্যাপারে জেনে নিক।"

"তাতে কিন্তু আমার বিপদ হবে। আকবর আলি ওর ওই দুর্গ-ধ্বংস হওয়ার খবর শোনার পর আমাদের লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খবর পুলিশকে জানায়নি ভেবেছ?"

"তা হলে?"

"দেখি কী করা যায়।"

ওরা পায়ে পায়ে লেকের সামনে পাল তোলা নৌকো, এবং স্পিডবোডগুলো যেখানে রাখা ছিল সেখানে এসে দাঁড়াল। ইচ্ছে ছিল নাওয়ের মাঝিদের কিছু টাকা দিয়ে জলপথে ওপারে যাবে। কিন্তু তা আর হল না। ওদের দেখেই রাতের টহলদারি একদল পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে ছুটে এল। একজন জিজ্ঞেস করল, "ইতনি রাতমে কিধার যাওগে তুম?"

বিলু বলল, "মল্লিতালে পদ্মরাজ গুরুং-এর বাড়িতে যাব। আমাদের এক বন্ধু হারিয়ে গিয়েছিল, সে ওখানে আছে। গুরুং-এর মেয়ে সেই খবরটা আমাদের দিতে এসেছিল তাই আমরা ওর কাছে যাচ্ছি।"

আর একজন পুলিশ বলল, "ঠারো।" বলে পুলিশেরই একটা ভ্যান ডেকে এনে বলল, "চড়ল যাও। জলদি হো জায়েগা।"

একেই বলে কপাল। ওরা সবাই পুলিশের ভ্যানে উঠলে ভ্যান ওদের মল্লিতালে পৌঁছে দিল।

উঃ কী প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে। হাড়ের ভেতর পর্যন্ত যেন কাঁপ ধরে যাচ্ছে। তবুও কোনও রকমে বাজারের ঘিঞ্জি গলির মধ্যে পদ্মরাজ গুরুং-এর বাড়িতে এসেই চমকে উঠল ওরা। দেখল আকবর আলির দোকানের সেই হাসান নামে কর্মচারীটি পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বসে আছে ঘরের ভেতর। ওর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। দু'জন লোকও ওর পাহারায় আছে। বিলু, ভোম্বল ও পঞ্চুকে দেখেই আঁতকে উঠল সে।

পঞ্চুও ওকে দেখে রাগে গরগর করতে লাগল।

বিলু বলল, "তা হাসান ভাই, আমরা তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করিনি। তবুও আমাদের মেয়েদুটোকে তোমরা কিডন্যাপ কবলে কেন?"

হাসান মাথা হেঁট করেই বলল, "আমি তো নোকর আছি ভাই জান। মেরা ক্যা কসুর।"

ভোম্বল বলল, "কসুর আছে। লক্ষ্ণৌ শহরে আকবর আলি ছাড়া কি আর কোনও শাহেনশা নেই?"

"অনেক আছে। লেকিন ওই আদমির নোকরি ছেড়ে চলে গেলে ওই শহরে আমি টিকতে পারব? ওই আলি সাহেবই তখন আমার জান কি দুষমন হয়ে যাবে। তা ছাড়া ওই লোকের নোকরি ছেড়ে চলে গেলে আমাকে নোকরি দেবেই বা কে?"

সরযূ বলল, "ওসব কথা থাক। ওই মেয়েদুটো এখানে কোথায় আছে?"

"আয়ারপাট্টায় আলিসাহেবের মকানে।"

"আর তোমার ওই আলিসাহেব?"

"এখানেই ছিল। আজ বিকেলে বনবাসায় গেছে মেয়েদুটোর ব্যবস্থা করতে।"

"বুঝেছি। ওখান থেকে টনকপুরে যাবে গোড়িগোটের ঘাঁটিতে। ওই ঘাঁটির দফাও অবশ্য শেষ করে এসেছি আমি। তবে জেনে রেখো, ও যদি সত্যিই ওখানে গিয়ে থাকে তা হলে এই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া।"

হাসান বলল, "তা যদি হয় তা হলে আমরা অনেকেই বেঁচে যাই। ওর দপ্তরে এমন অনেক কাজ আছে যা আমাদের বাধ্য হয়েই করতে হয়। তা ছাড়া লাইফ রিস্ক যেমনই আছে তেমনই আছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মার খাওয়ার ভয়।"

সরযূ বলল, "আমরা এখনই ওই মেয়েদুটোকে ফেরত পেতে চাই।"

"তবে তো তোমাদের যেতেই হচ্ছে আমার সঙ্গে।"

"না। তুমি এখানেই থাকবে। আমরা ফিরে এলে তোমাকে ছেড়ে দেব।"

"তোমরা বাড়ি চিনবে কী করে?"

"তুমি ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেবে। তা হলেই চিনে নেব। এখন বলো ওই ঘাঁটিতে ক'জন আছে?"

"দু'জন। ওরা কিন্তু অত্যন্ত খতরনক। ওদের সঙ্গে তোমরা পেরে উঠবে না। ওদের খপ্পর থেকে মেয়েদুটোকে বের করাও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

"তুমি তা হলে বের করবে কী করে? ওদের অবাধ্য হলে তুমিও তো মরবে ওদের হাতে।"

"না। আমি ওদের দেখাই দেব না। তা ছাড়া আমি ফিরে না যাওয়ায় ওরা খুব চিন্তিত। তাই ভেতরে ঢুকে চুপিচুপি পালাবার পথ বলে দিয়ে নিজেও কেটে পড়ব।"

বিলু বলল, "সন্ধেবেলা তুমি মল্লিতালে কী জন্য এসেছিলে? আমাদের ফলো করতে?"

"মেয়েদুটোর খাবার জন্য পাউরুটি আর কলা কিনতে।"

সরযূ বলল, "তোমাকে বিশ্বাস করলাম। তুমিই আমাদেব পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। তবে একটা কথা, কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করবে না কিন্তু।"

হাসান বলল, "না। আমার জবানের নড়চড় হবে না।"

সরযূ নিজে হাতে হাসানের হাতের বাঁধন খুলে দিল। তারপর ওকে নিয়ে সবাই চলল আয়ারপাটার দিকে।

পদ্মরাজ গুরুং ইশারায় ওর লোকেদের সঙ্গে যেতে বারণ করল। ওরা চলে যাওয়ার পর কয়েকজনকে বলল, "তোমরা দূর থেকে নজর রাখবে ওদের দিকে। গোলমাল বুঝলেই যে কোনও একজন এসে খবর দেবে আমাকে। তারপর আমি বুঝে নেব। প্রয়োজনে থানাপুলিশ করব।"

ঘন অন্ধকারে আয়ারপাটার বুকে হেঁটে ক্রমশ উচ্চস্থানে উঠতে লাগল ওরা। পাহাড়ের বেশ খানিকটা ওপরে ওঠার পর বাঁদিকের একটা বাড়ি দেখিয়ে হাসান বলল, "এই বাড়িতেই ওরা আছে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জোরালো দুটো টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের গায়ে। তারপরই যমদূতের মতো দুটো লোক রুদ্রমূর্তিতে হাজির হল ওদের সামনে। একজন হাসানের দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, "সামকো সাত

বজে মার্কিটমে গয়ে থে। আভি আধিরাত হো গয়া। ইতনে টাইম পাস কিস লিয়ে কিয়া থা? তুমহারা সাথ ইয়ে সব কৌন হ্যায়?"

সরযূ বলল, "হাম সব কৌন হ্যায় আভি-মালুম হো যায়ে গা। পহলে উয়ো দোনো লেড়কি কো বাহার নিকালো।"

অপরজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "উয়ো লেড়কিয়োঁ কো জিন্দা নেহি, মুর্দা মিলেগি।" হাসানকে বলল, "তু নে বিশ্বাসঘাত কিয়া রে হাসান। আভি মৌত তেরে কো সামনে মে খাড়ি হ্যায়।"

মৌত যে কার জন্য খাড়া ছিল তা কে জানে? হাসানকে কিছু করায় আগেই সরযূ এক লাথিতে ফেলে দিল লোকটাকে পাহাড়ের ঢালে। লোকটি মুখ থুবড়ে এমনভাবে পড়ল যে ওর উঠে দাঁড়াতে সময় লাগল।

ততক্ষণে অন্য লোকটি তেড়ে এসেছে বিলু ভোম্বলের দিকে।

ওরা এলোপাথারি লোকটার পেটে বুকে ঘুষি চালাতেই লোকটা কাত হয়ে পড়ল।

সরযূ ততক্ষণে হাসানকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতর।

বিলু ভোম্বল, পঞ্চুকে ওই দু'জনের মেরামতির কাজে রেখে ওদের পিছু নিল।

হাসান সকলকে নিয়ে বাড়ির দোতলায় একটি ঘরের দরজার তালা খুলে আলো জ্বালতেই দেখল শীর্ণ ম্লান মুখে বাচ্চু-বিচ্ছু বসে আছে সেখানে। বিলু ভোম্বলকে দেখেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল।

মুক্তির আনন্দে বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখে জল এসে গেছে তখন। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "এমন দুর্দশা আমাদের কখনও হয়নি। একে তো শীতে মরে যাচ্ছি। তার ওপর কিছু খেতে দিচ্ছে না। সারাদিনে একটা পাউরুটি আর দুটো করে কলা। তা বাবলুদা কই? বাবলুদাকে দেখছি না কেন?"

বিলু বলল, "বাবলু এখানে নেই। ও পরে আসবে। এখন চল লজে ফেরা যাক।"

ভোম্বল এরই মধ্যে একফাঁকে সরযূকে সঙ্গে নিয়ে সেই খুনেদুটোর কাছে গেছে। গিয়ে বলল, "পঞ্চু, ছেড়ে দে ওদের।"

পঞ্চু কথা শুনল।

পঞ্চুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত খুনেদুটো উঠে দাঁড়ালে সরযূ বলল, "আমার হাতে যে যন্তরটা আছে এটার নাম কি জান?"

"জানি। রিভলভার।"

আর একজন বলল, "ফরেন চিজ।"

"ভেরি গুড। এখন কি এটা একটু কাজে লাগাব?"

"তুমহারি মর্জি।"

সরযূ রিভলভার যথাস্থানে রেখে বলল, "নাঃ থাক। কী হবে রাতের অন্ধকারে খুন খারাপি করে? তার চেয়ে তোমরাই বরং এদের মতো ওই ঘরে কয়েদ থাকো। চলো, আগে বাড়ো।"

ওরা সরযূর ধমক খেয়ে যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে ঠিক তখনই পদ্মরাজ গুরুং একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন সেখানে।

বিলু ইশারা করতেই হাসান গা ঢাকা দিল।

পুলিশ ওই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে সবাইকে নিয়ে থানায় এল। তারপর যা যা লেখবার লিখিয়ে বিলু ভোম্বলকে দিয়ে সই করিয়ে লজে ফিরে যেতে বলল ওদের।

সরযূও পদ্মরাজের ওখানে আর না গিয়ে চলে এল তাল্লিতালে বিলুদের লজে।

সে রাতে আর ঘুম এল না কারও চোখে। তবু বাচ্চু-বিচ্ছু ফিরে আসায় মনের দুশ্চিন্তা একেবারেই কেটে গেল। শুধু দুঃখ এই, মেয়ে দুটো অভুক্ত। ওদের খেতে দেওয়ার মতো এক টুকরো বিস্কুটও ছিল না কাছে।

সরযূ বলল, "তোমাদের এই পঞ্চু কুকুরটা তো দেখছি দারুণ। ও না থাকলে এত সহজে এদের দু'জনকে উদ্ধারই করা যেত না।"

বিলু বললে, "বিশেষ করে ও যদি বাজারের ভিড়ের মধ্যেও হাসানকে দেখতে না পেত তা হলে তো ওদের খুঁজে বের করা আরও কঠিন হত।"

সরযূ বলল, "এখন আমি ভাবছি অন্য কথা। তোমাদের বাবলু ফোন করেও এখানে এল না কেন? তবে কি ওর কোনও বিপদ হয়েছে? সহেলির সঙ্গে প্রকাশ উগ্রেতি 'গ বাবলু কারও দেখা হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। এদিকে আকবরও পলাতক টনকপুরের দিকে। এমনও তো হতে পারে, ধূলিগাডের অরণ্যে অন্য কোথাও আকবরের লোকেরা বন্দি করে রেখেছে ওদের অথবা খতম করেছে। যদিও সে রকম হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, তবুও

আমার মনে হয় ওদের সন্ধানে এবং আকবরকে ফাঁদে ফেলার জন্য কালই আমাদের টনকপুরে যাওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "অবশ্যই। বাবলু যেখানেই যাক ও ঠিক আমাদের খুঁজে নেবে। যদি ও বিপদে পড়ে না থাকে তা হলে নৈনিতালে ও আসবেই। আর এখানে এলেই জানবে আমরা টনকপুরে গেছি। যাওয়ার আগে এখানকার থানাতেও আমরা সে কথা জানিয়ে যাব।"

দেখতে দেখতে সকাল হল। গতকালের দিন ও রাতের ক্লান্তি দূর করতে ওরা গিজারের জলে স্নানের পর্বটা সেরে নিল সকলেই। তারপর লজেই চা-পর্ব সেরে নিয়ে একবার থানায় এল। বিলু থানায় ওদের টনকপুরের দিকে যাওয়ার কথা বলে সবাইকে নিয়ে নৌকোযোগে নৈনি লেক পার হয়ে ওপারে মল্লিতালে গিয়ে দেখা করল পদ্মরাজ গুরুং-এর সঙ্গে। তারপর একটা দোকানে বসে সবাই মিলে বেশটি করে জলযোগের ব্যাপারটা মিটিয়ে নিল। বাচ্চু-বিচ্ছু কাল সারাটাদিন না খেয়েই আছে। ওদের কষ্ট যেন দেখা যায় না।

এরপর সবাই এল বাসস্ট্যান্ডে। সরাসরি টনকপুরের বাস তখন না থাকায় ওরা হলদুয়ানির বাসেই চাপল। ফাঁকা বাস। পঞ্চুর ব্যাপারে কন্ডাকটার একবার একটু আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত নিয়ে নিল ওকে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। তাই রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে একসময় ওরা নেমে এল হলদুয়ানিতে। আর বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল প্রকাশ উগ্রেতির সঙ্গে।

প্রকাশ বাচ্চু-বিচ্ছুর কারণেই নৈনিতাল যাচ্ছিল। তা ছাড়া ওর ধারণা হয়েছিল সরযূ ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে নৈনিতাল ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না।

এখন উগ্রেতিকে একা দেখে সবার মুখে একটাই প্রশ্ন, বাবলু তা হলে কোথায়?

উগ্রেতি বলল, বাবলুভাই যে সহেলির পিছু নিয়ে কোথায় গেল তা যেমন সে জানে না তেমনই সহেলির খবরও ওর জানা নেই। ওরা আবার নতুন করে কোনও বিপদে না পড়লে অনেক আগেই নৈনিতালে পৌঁছে যেত।

দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ যেন ঘনিয়ে এল সকলের মনে। ওরা আর এতটুকু কালক্ষেপ না করে টনকপুরগামি একটি ট্রাক ম্যানেজ করে তাতেই চেপে বসল।

॥ ১০ ॥

দারুণ একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গর্জের ওপর থেকে সারদার গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়েও বাবলুর হাত কিন্তু ছাড়েনি সহেলি। তাই কুটোর মতো জলের তোড়ে ভেসে যেতে যেতেও এক জায়গায় বড় একটি পাথরে ধাক্কা খেয়ে গতিরোধ হল ওদের। জায়গাটা দুই পাহাড়ের খাঁজে এবং অন্ধকারময়। দিনমানেও সূর্যের আলো বোধহয় প্রবেশ করে না সেখানে। পাশেই একটি সুড়ঙ্গের মতো গুহা। সহেলি বাবলুর হাত ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়েই তার ভেতরে নিয়ে গেল বাবলুকে।

বাবলুর ঘোর কাটতে একটু সময় লাগল। এমন একটা ভয়ংকর পতনের ঝুঁকি এর আগে ও নেয়নি কখনও। ঘোর কাটলে ও প্রথমেই দেখে নিল ওর পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। ভাগ্যে ওটা সব সময়ের জন্য খাপের মধ্যে ভরে রাখে, না হলেই হয়েছিল আর কী।

সহেলি নিজে হাতে ওর গা-মাথার জল মুছিয়ে বলল, "অভ্যাস নেই তো। একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছ তাই। দোষটা অবশ্য আমারই। কেন না অতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হয়নি আমার। পুলিশের টার্গেট তো আমি। তুমি নও। যদি ওই জলের নীচে বড় কোনও পাথর থাকত তুমি তো জখম হতে, জ্ঞান হারাতে। তখন কী করতাম?"

বাবলু বলল, "কী আর করতে, আমার জন্য ভেউ ভেউ করে কাঁদতে।"

সহেলি বলল, "কী ভাব তুমি আমাকে? সত্যই কাঁদতাম।"

বাবলু বলল, "বন্ধুত্বের প্রতিদান আমিও দিতে জানি। আর জানি বলেই তোমার হাত ধরে আমিও ঝাঁপ দিলাম মরণ-যমুনায়।"

"বাঃ, কী চমৎকার কথা বলো তুমি, মরণ-যমুনায়।"

"তবে? না হলে আমার কীসের ভয় ছিল বলো? পুলিশ তো আমার কিছুই করত না। তা যাক, এখন কতক্ষণ এর ভেতরে থাকতে হবে আমাদের?"

"তা বেশ কিছুক্ষণ তো বটেই। তারপর আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে গাছের শিকড় ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠব। শুধু একটাই যা লোকসান হয়ে গেল—।"

"কী হল?"

"খাবারের প্যাকেটটা খোয়ালাম। জলের তোড়ে ওটা কোথায় ভেসে গেছে।"

"তা হলে উপায়?"

"উপায় একটা খুঁজে বের করতে হবে। কোনওরকমে ধুলিগাডের জঙ্গলে একবার ঢুকে পড়তে পারলে শিকার টিকার একটা ধরে ধরে নিলেই ওম শান্তি।"

বাবলু বলল, "শিকার পেলেই বা লাভটা কী? সেটাকে পুড়িয়ে ঝলসে খেতে গেলে আগুনের তো দরকার। আগুন কোথায় পাব?"

"সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অনেক জঙ্গি আত্মগোপন করে আছে ওই জঙ্গলে। তারাই আমাদের সাহায্য করবে।"

ভিজে পোশাকে স্যাঁৎস্যাঁতে ঠান্ডা গুহার ভেতরে বসে কাঁপতে লাগল বাবলু। প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর সহেলি বলল, "আর ভয় নেই। পুলিশ আমাদের খোঁজে এলে এতক্ষণে এসে যেত। তবু দেখি এখান থেকে বেরোবার আর কোনও পথ আছে কিনা।" বলে গুহার ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বলল, "আছে। আসলে এটা ঠিক গুহা নয়। পাহাড়ি ঝরনার একটা গতিপথ। চলে এসো শিগগির।"

বাবলুও ওই ভাবেই এগিয়ে এক জায়গায় এসে একটু আলো দেখতে পেল। আরও একটু এগোতেই দেখল জায়গাটা ফাঁকা। সেখানে উঠতে গেলে একটু উঁচুর দরকার।

বাবলু সহেলিকে বলল, "তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে ওঠো। ওপরে উঠে একটা কোনও কিছু নামিয়ে দিলে আমি নিজেই উঠে পড়তে পারব।"

সেই কথামতো বাবলুর কাঁধে ভর করেই উঠল সহেলি। তারপর একটা ভেঙে পড়া শক্ত মোটা গাছের ডাল নীচে নামিয়ে দিতেই সেটা ধরে উঠে পড়ল বাবলু। একটু কষ্ট হল যদিও তবুও অনেকক্ষণ বাদে উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে চনচনে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সহেলি বলল, "এখন দরকার আত্মগোপনের। মানুষের অগম্য ঝোপজঙ্গল ভেদ করে যেতে হবে আমাদের। তারপর নিরাপদ একটা জায়গা দেখে লুকিয়ে থাকা যাবে। দিনমানে কিছু করা যাবে না। রাতের অন্ধকারে দেখব গোড়িগোটে আকবর আলির ঘাঁটির অবস্থাটা কী? আমাদের লোকেরা সরযূকে উদ্ধার কবতে পারল কিনা। একটা হেস্তনেস্ত আজ রাতের মধ্যেই করে ফেলতে হবে আমাদের।"

ওরা চলা শুরু করল। সহেলি আগে আগে, বাবলু পিছনে। ইতিমধ্যে একটা গাছের ডাল ভেঙে বাবলুর হাতে দিয়েছে সহেলি। বাবলু সেটাতেই ভর করে উঠতে থাকলে ওর পাহাড়ে ওঠার কষ্ট একটু কম হল।

অনেকটা ওঠার পর এক সময় পাহাড়ের উচ্চস্থানে পর পর কয়েকটি গুহা নজরে এল ওদের। দেখেই মনে হল এগুলো সাধুদের আস্তানা। কিন্তু একজনও সাধু নেই। সব বিদায় নিয়েছে হয়তো। কয়েকজনের ধুনির আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে।

সাহেলি বলল, "বাঁচা গেল। আগুনের অভাব হবে না এখানে। মাঝেমধ্যে দু'-একটা শুকনো ডাল এর ভেতরে ফেলে দিলে আগুন জ্বলতেই থাকবে।"

ওরা যখন গুহার আশপাশে ঘুরে দুপুরের জন্য একটু আশ্রয় পছন্দ করছে ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন দশ বারো বছরের একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে ওদের কাছে এল। এসে বলল, "এ, তুম দোনো হিঁয়া পর ক্যা কর রহে হো? ক্যা কাম তুমহারা?"

সাহেলি ছেলেটাকে বুঝিয়ে বলল ওদের বিপদের কথা। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুই এখানে কী করছিস?"

ছেলেটি বলল, ওরা কয়েকজন এসেছে জঙ্গলে লকড়ির সন্ধানে। মাঝেমাঝে সাধুদেরও ওরা কাঠের জোগান দেয়। কয়েকজন সাধু এখানে আস্তানা করেছিলেন। আজ একটু আগে সবাই পূর্ণাগিরি মাতাকে দর্শন করতে চলে গেছেন।

সাহেলি বলল, "ওঁরা ফিরে আসবেন কখন?"

ছেলেটি বলল, "উয়ো আনেবালা নেহি। যানেবালা।"

"তা হলে আমরা এই গুহার ভেতরে থাকতে পারি?"

"কিঁউ নেহি? লেকিন ডর লাগবে না তোমাদের?"

"উঁহু। তুই তো থাকবি আমাদের সঙ্গে। কী নাম তোর?"

"হরিরাম।"

"ওরে বাবা। তুই তো ভগবান। তা এক কাজ কর, তোদের গাঁও থেকে কিছু চাল আটা এনে দে আমাদের। বর্তন ভি লেকে আয়।"

হরিরাম বলল, "গাঁওবালেকা পাশ কুছ নেহি মিলেগা দিদিভাই। টনকপুর যানা পড়েগা।"

"তা হলে আমরা কি ভুখা থাকব?"

"ভুখা মরোগি কিঁউ? হম তো হ্যায়। তুম দোনো এঁহি ঠারো। হম আ রহে।"

ওরা ততক্ষণে বেশ বড়সড় একটি গুহা রাত্রিবাসের জন্য পছন্দ করে নিয়েছে। তবে কিনা এই ভীষণ অরণ্যে রাত্রিবাস খুবই বিপজ্জনক। এখানে চিতার উপদ্রব আছে। তা ছাড়াও বন্য বরাহ, ভালুক অন্য জানোয়ার তো আছেই।

বাবলু বলল, "এই গুহায় আমরা সারাটা দিন কাটালেও রাতে কী করব? এখানে থাকলে তো বেঘোরে মরতে হবে আমাদের।"

সাহেলি বলল, "প্রয়োজনে এই গুহাতেই থাকব আমরা। এখন কোনওরকমে একটু ক্ষুধার নিবৃত্তি করে চলো শত্রুপক্ষের সেই গোপন ঘাঁটির দিকে যাই। সরযূকে যদি ওরা বন্দি করে রেখে থাকে তা হলে ওদের মোকাবিলা করেই উদ্ধার করব ওকে। পরে আবার এসে জুটে যাব এখানে। কেন না এই মুহূর্তে কোনও হোটেলে উঠতে যাওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। ইতিমধ্যে আমাদের জঙ্গিদলের কারও যদি দেখা পাই তা হলে পুরো ব্যাপারটাই সহজসাধ্য হবে।"

ওরা যখন বসে বসে নিজেদের মধ্যে এইসব পরিকল্পনা করছে ঠিক তখনই একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হরিরামকে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে চার পাঁচটা বুনো পাখি।

হরিরাম দুটো কাঠের বোঝা ওদের সামনে নামিয়ে রেখে বলল, "থোড়াসা ইন্তেজার করো। গাঁও সে নিমক মির্চা লেকে আ রহে হম।"

হরিরাম চলে গেল।

এই জঙ্গলের দেশে চাষবাসের তো বালাই নেই। এখানে গ্রাম কোথায় তা কে জানে? খুবই নিম্নমানের মানুষ এরা। সহেলি জানে এইসব লোকেরা বনে-জঙ্গলে পাতার ঘর বেঁধে থাকে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে শহরে বিক্রি করে। খুব দীন ভাবেই দিনাতিপাত করে এরা।

রোদ্দুর লেগে বাবলুর ভিজে পোশাক শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। সহেলিরও। বাবলুকে বসিয়ে রেখে ও কী দারুণ তৎপরতায় জঙ্গলের আশপাশ তোলপাড় করে ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, "বাবলু! একবার এদিকে এসো।"

বাবলু ওর পিছু নিয়ে এক জায়গায় এল। এসে দেখল বহুদূরে পটে আঁকা ছবির মতো একটা ছোট্ট শহর দেখা যাচ্ছে অনেক নীচে।

সহেলি বলল, "ওটা কোন শহর বলো তো?"

বাবলু বলল, "টনকপুর।"

"আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। এখান থেকে উৎরাই বেয়ে নীচে নামলেই গোড়িগোট পেয়ে যাব। খুব সন্তর্পণে আমরা ওখানে নেমে যেতে পারলে আকবরের ঘাঁটি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না আমাদের। তবে এই জঙ্গলে এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গিকে দেখতে পেলাম না কেন সেটাই আমার আশ্চর্য লাগছে।"

বাবলু বলল, "কী করে পাবে? একটু আগেই তো পুলিশের আগমন হয়েছিল এখানে। সেটা কি ভুলে গেলে? তাই যে যেখানে ছিল গা ঢাকা দিয়েছে সব। পুলিশও মনে হয় জঙ্গলে তোলপাড় করে স্বস্থানে ফিরে গেছে।"

সহেলি বলল, "হরিরাম যখন হোক আসবে। ততক্ষণে আমরা ওই পাখিগুলোকে আগুনে ঝলসাই।"

ওরা ফিরে এসে আগুনে আরও কয়েকটা কাঠ ফেলে দিল। তারপর ব্যবস্থা করতে লাগল পাখিগুলোর।

সহেলি অভ্যস্ত হাতে দুটো ছোট বড় পাথরের খাঁজে সন্ন্যাসীদের ধুনি থেকে আগুন নিয়ে গিয়ে নতুন আগুন করল। বলল, "বনে-জঙ্গলে ঘোরা মানুষ আমরা, এভাবেই আহার সংগ্রহ করি। কিছুদিনের জন্যে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। সরযূর ইচ্ছে ছিল ওর বাবাকে টনকপুরেই কোথাও নিয়ে এসে রাখবে। কিন্তু তার আগেই ওরা শেষ করে দিল ওর বাবাকে। এখন আমরা শেষ করব আকবরের পাপ দরবার। সেইসঙ্গে আকবরকেও।"

পাখির মাংসগুলোকে ওরা যখন প্রায় ঝলসে ফেলেছে ঠিক তখনই হরিরাম এল একটা মাটির হাঁড়িতে করে চাল নিয়ে। এসে সেটা নামিয়ে রেখে বলল, "বনা লো দিদি। নিমক মির্চা ভি লে আয়া।"

কথায় বলে ভাগ্যে থাকলে বনেও অন্ন জোটে। হলও তাই। আশপাশে একটু কাছে দূরে অনেকগুলো ক্ষীণ ধারার ঝরনা আছে। তাই জলের অভাবও হল না। ঈশ্বরের কত অবদান।

বেলা এখন দ্বিপ্রহর। ওরা বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খাওয়া শেষ করল। প্রচণ্ড খিদের মুখে এ যেন অমৃত।

সহেলি হরিরামকে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলল, "রাতেও তুই থেকে যা আমার কাছে। তুই আমাদের একটু আধটু কাজকর্ম করে দিবি। আর পাহাড়ের ওইদিকে একটা বাড়ি আছে সেই বাড়ির দিকে নজর রাখবি একটু।"

হরিরাম বলল, "উয়ো লকড়িবালেকা মকান? উধার মাৎ যানা। আজ দো তিন আদমিকা নিধন হো গিয়া হুঁয়াপর।"

"সে কীরে।"

হরিরাম এবার যেটুকু জানে সেটুকু বলল।

শুনেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল বাবলু। বলল, "এ ওদেরই কীর্তি।"

সাহেলি বলল, "আমারও মনে হয় তাই। সরযুকে উদ্ধার করতে এসে উগ্রেতিই করেছে এই কাজ। তবুও ব্যাপারটা কী নিজেরা গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে একটু। না হলে ও ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা জানে?"

বাবলু বলল, "এখন দিনমানে যাওয়ার একটু অসুবিধে আছে। সন্ধের অন্ধকার নেমে এলেই যাব। ওদিককার ব্যাপার কতদূর কী তা জেনে রাত্রিটা গুহায় কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাব নৈনিতালে। আমার বন্ধুরা সেখানে হ্যনটান করছে আমার জন্য। তা ছাড়া আমাদের মেয়েদুটোর যে কী পরিণতি তাও জানতে পারছি না। আমার মনপ্রাণ সমস্ত আত্মাটাই এখন কাঁদছে ওদের জন্য।"

"সে তো কাঁদবেই। সম্ভব হলে আজ রাতেই যাওয়া যেত। আমার জন্যই তো গোলমাল। পুলিশ ঠিক এসে আমাকে ধরবে। চ্যালেঞ্জ করবে।"

বাবলু বলল, "অত তাড়াহুড়োর কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া বাতদুপুবে ওখানে গিয়ে করবটাই বা কী? কাকে কোথায় খুঁজব?"

"তার ওপর নৈনিতাল বলে কথা। শীতে কাঁপিয়ে দেবে।"

খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে ওরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ধীবে ধীবে এগোতে থাকল। তারপব এক জায়গায় এসে বড় একটা পাথরের আড়ালে থেকে দেখতে লাগল নীচের অবস্থাটা।

বাবলু বলল, "এখান থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরও নামতে হবে। একটু কাছাকাছি না গেলে বুঝব কী করে?"

দেখতে দেখতে সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ওরা তখন অনেক নীচে নেমে এসেছে। বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেহেতু জঙ্গলের মধ্যে তাই শুনশান চারদিক। কোনও ঘরে আলোও জ্বলছে না।

সহেলি বলল, "নিশ্চয়ই ভয়ানক কাণ্ড একটা কিছু ঘটে গেছে ওখানে। তাই বাড়িটা পরিত্যক্ত।"

বাবলু বলল, "কেউ যখন নেই তখন আজকের রাতটা একটু সজাগ থেকে এই বাডিতেই কাটিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"মন্দ নয়। তারপব কাল খুব ভোরে বেরিয়ে বওনা হব নৈনিতালেব দিকে। সরযূ আব উগ্রেতি ওখান ছাডা অন্য কোথাও যাবে না?"

"আমার বন্ধু বিলু ভোম্বলও ওখানেই আছে। আর আছে আমার প্রিয় কুকুব পঞ্চু।"

"পেটি ডগ?"

"আমার প্রাণ। আমার সর্বস্ব।"

ওরা সেই বাড়ির কাছে এসে দেখল একমাত্র প্রবেশ পথটির দরজায় শিকল দেওয়া। সেই শিকল খুলে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারল না। দেওয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ টিপে দেখল কানেকশন নেই। তবে হঠাৎই এক জায়গায় একটি টর্চ পেয়ে বর্তে গেল ওরা।

বাবলু বলল, "এই বনবাসে এটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে।"

সহেলি বলল, "কই দেখি?" বলে টর্চটা নিয়ে চারদিক দেখতে লাগল ভালভাবে।

বাবলু বলল, "টর্চ নেভাও। দুষ্কৃতীদের কেউ যদি বাইরে থেকে নজর রাখে বাড়ির দিকে তা হলে কিন্তু নতুন একটা বিপদের জালে জড়িয়ে যাব।"

বাবলু আর সহেলি ভেতরে ঢুকলেও হরিরাম ছিল বাইরে পাহারায়। হঠাৎ ছুটে এসে বলল, "এক কার আ রহা হ্যায়।"

সত্যিই তো একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সেইসঙ্গে দরজার কাছে এসে পড়েছে জোরালো দুটো সার্চ লাইটের আলো।

আর পালাবার পথ নেই। ওরা তিনজনেই দ্রুত ওপরের ছাদে উঠে এল। ওপর থেকে ঝুঁকে দেখল ওটা পুলিশের গাড়ি। ছ'-সাতজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে।

সহেলি তখন দু' হাতে মুখ ঢেকেছে। আর বুঝি রক্ষা হল না।

বাবলু হঠাৎই বলল, "শিগগির এদিকে এসো। একটা দড়ি ঝুলছে নীচের দিকে। এটা ধরে আগে তুমি নামো। পরে আমরা নামছি।"

"দড়ি এখানে ঝোলালো কে?"

"নিশ্চয়ই সরযূ কিংবা উগ্রেতির কাজ। ওরা এখানে প্যানিক করে এই পথেই পালিয়েছে হয়তো।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই নেমে পড়ল সহেলি। তারপর কাঠবিড়ালির মতো হরিরাম। সবশেষে বাবলু।

বাড়ির বাইরে এসে আবার ওরা অন্ধকারে মিশে গেল। অন্ধকার মানে জমাট বাঁধা ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ওরা যে কোনদিকে চলল তা ওরাই জানল না। টর্চের আলোতে পথ দেখলেও উপলাকীর্ণ এই পথ বড়ই ভয়ংকর। হঠাৎ এক জায়গায় এসে ছোটখাটো একটা খাদের মতো অংশে পা হড়কে পড়ে গেল বাবলু।

হরিরাম চিৎকার করে উঠল।

সহেলিও দ্রুত নেমে এল ওকে উদ্ধার করতে। ততক্ষণে বাবলু আর বাবলুর মধ্যে নেই। প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় ওকে নিয়ে যে কী করা যায় তা ভেবে পেল না কেউ।

হরিরাম ঝরনার জল নিয়ে বাবলুর মুখে বুকে মাথায় দিতে লাগল। আর সহেলি টর্চের আলো ফেলে চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল কোথাও একটু নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা।

এমন সময় হরিরাম উল্লসিত হয়ে বলল, "ইধার এক বজরংবাবাকি ডেরা থা। চলো দাদাজিকো ওহি ডেরা মে লে যাঈ।"

কিন্তু নিয়ে যাব বললেই তো নিয়ে যাওয়া যায় না। এই অচৈতন্য দেহটাকে টেনে নিয়ে যাবেই যা কী করে? তবু দু'জনে ওকে শক্ত করে ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়েই নিয়ে চলল।

ছোট্ট একটি পরিত্যক্ত গুহামুখে পাল্লা ভাঙা কাঠের দরজা। তা হোক, নিরাপদ একটা আশ্রয়। ওরা দু'জনে অতিকষ্টে বাবলুকে সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলল। টর্চের আলোয় দেখল ভেতরটা বড়ই অপরিষ্কার। তবু একটা গাছের ডাল ভেঙে খানিকটা ঝেঁটিয়ে শুইয়ে রাখল ওকে।

এখন শুধু সকাল হওয়ার প্রতীক্ষা।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর একটু একটু করে সচেতন হল বাবলু।

সহেলি ওর মুখে টর্চের আলো ফেললে বাবলু চমকে উঠল। বলল, "কে?"

"এখন কেমন বোধ করছ?"

"ও সহেলি। আমি কোথায়?"

"বজরংবাবার গুহায়।"

"আমি এখানে কী করে এলাম?"

"আমরা তোমাকে নিয়ে এসেছি।"

বাবলু একটু চুপ করে থেকে খানিকটা দম নিয়ে বলল, "উঃ। যা জোর লেগেছিল না, কী বলব। কাল সর্বাগ্রে ব্যথা মরার ওষুধ খেতে হবে। একটা অয়েনমেন্ট কিনে লাগাতে হবে। অনেক জায়গায় ছড়ে গিয়ে জ্বালাজ্বালা করছে।"

সহেলি বলল, "কাল ভোরে উঠেই রওনা দেব। টনকপুর থেকেই নৈনিতালের বাস পেয়ে যাব। তোমার ওষুধের ব্যবস্থা করে তারপর বাসে উঠব আমরা।"

বাবলু বলল, "দিনের বেলায় তোমার ভয় করে না?"

"না। তখন অনেক মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়া যায়। কিন্তু রাতভিত কেউ চ্যালেঞ্জ করলেই মুশকিল। ধরা পড়বার ভয়টা তখনই থাকে। আসলে এটা বর্ডার এরিয়া কিনা। সারদার ওপারে নেপাল এ পারে ভারত।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব কথাবার্তা বলছে ঠিক তখনই বাইরে কারও পদশব্দ শোনা গেল। শুনেই চুপ হয়ে গেল ওরা। দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখের সেই ভাঙা দরজাটার পাশে সরে এসে পদশব্দটা কীসের তা বোঝবার চেষ্টা করল।

হরিরাম যেমন বসেছিল নির্দেশ পেয়ে বসে রইল তেমনই।

পদশব্দ ক্রমশ দরজার কাছ পর্যন্ত এল। তারপরই একটা টর্চের আলো পড়ল গুহার ভেতর।

বাজখাঁই গলায় একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "অন্দরমে কৌন হ্যায় রে?"
হরিরাম বলল, "ম্যায় হুঁ।"
"ইয়া ক্যা কর রহা হ্যায় তু?"
"গাঁওবালে লেড়কা। রাত হো গিয়া ইস লিয়ে আয়া।"
"আউর কোঈ হ্যায়?"
"ম্যায় অকেলে হুঁ।"
"দরোয়াজা খোলো।"

হরিরামকে দরজা খুলতে হল না। সহেলি দরজা খুলেই আগন্তুকের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলল। দেখল কালো পোশাক পরা দুর্ধষ চেহারার দু'জন জঙ্গি। দু'জনেরই হাতে টর্চ ও রিভলভার। ওরা কিছু বলার আগেই সহেলি এক লাথিতে ফেলে দিল লোকটাকে।

জায়গাটা উচ্চস্থানে হওয়ায় লোকটি বিশাল শরীর নিয়ে সেই যে পাথরের বুকে মাথা ঠুকে পড়ল আর উঠতে পারল না।

ততক্ষণে অন্য জঙ্গিটা ছুটে এসেছে।

সরযূ এক মুহূর্ত দেরি না করে ওর রিভলভার থেকে একটা গুলি ছুটিয়ে দিল সেই জঙ্গির দিকে।

রাতের অন্ধকারে প্রাণান্তকর একটা আর্তনাদ পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

সহেলি বলল, "বাবলু, তোমার শরীরের অবস্থা কেমন?"

"মোটামুটিভাবে ভাল। পালানোর ক্ষমতা আছে।"

"আমাদের এখনই এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

"জানি। পুলিশ ক্যাম্প বেশিদূর নয়। আকবরের ডেরাতে রয়েছে ওরা। গুলির শব্দে এখনই ছুটে আসবে। অতএব পালানো ছাড়া উপায় নেই।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। তারপর ঝরনার ধার ধরে খুব সাবধানে নড়বড়ে নুড়ি পাথবগুলোব ওপর পা দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। এই ধারাটি ক্রমশ নীচে নেমে টনকপুরে এসে সারদায় মিলেছে।

ওরা যখন টনকপুর মাণ্ডির প্রায় কাছাকাছি ঠিক তখনই হঠাৎ কোথা থেকে কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য কেউ ওরা তৈরি ছিল না। ওরা বলতে সহেলি ও বাবলু। হরিরাম ওদের টার্গেট নয়। হয়তো বা ওকে দেখতেও পায়নি ওরা। তবু সে বিপদ বুঝে গা ঢাকা দিল। কিন্তু ওরা দু'জনে পারল না। যারা ওদের ধরেছিল তারা মারতে মারতে জঙ্গলের ধারে একটা কাঠের ঘরে নিয়ে এল ওদের। সেই ঘরের ভেতর বসেছিল মূর্তিমান যম। দুষ্কৃতীদের গড ফাদার।

ওদের দেখেই ঘর ফাটিয়ে হা হা করে হেসে উঠে সে বলল, "আমাকে সবাই লক্ষ্ণৌ শের বলে। আরে আমি জঙ্গলেরও শের। আমার চোখ দুটো মানুষের নয়, শয়তানের। বাঘের চোখ আমার। আমার নজর এড়িয়ে পালানো এত সোজা নয়। সহেলি প্রধান! তুমি আমার চরম সর্বনাশ করে এসেছ। আমি তোমাকে ছাড়ব না। আমার আদমিরা নিধন হয়েছে তোমাদের মতো টেররিস্টদের হাতে। এখন আমার যা পজিশন তাতে তোমার দেশের পুলিশের হাতে তোমাকে তুলে দিতে গেলে আমিই অ্যারেস্ট হয়ে যাব। তাই তোমাকে আমি গুলি করে মারব এবং এখনই।"

দু'জন লোক সহেলির দুটো হাত পেছনদিকে মুড়ে এমনভাবে ধরে রেখেছিল যে ওর কিছু করার ছিল না। বাবলুরও ওই একই অবস্থা।

আকবর আলি সহেলির দিকে রিভলভার তাগ করেও হঠাৎই ঘুরে পড়ল বাবলুর দিকে। বলল, "না। এই শয়তানটাকেই আগে শেষ করি। এর দলের দুটো মেয়েকে আমি আয়ারপাটায় শুকিয়ে মারছি। একে আমি...।" বলেই ওর লোকেদের বলল, "এই ভীষণ জঙ্গলের ভেতর কাঠের এই বাড়িটাকে রেখে কী লাভ? এটাকে বরং তোমরা জ্বালিয়েই দাও। তার আগে এই খুঁটিটার সঙ্গে এদের দু'জনকে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলো। তারপর ঘরে আগুন দিয়ে দূরে বসে মজা দেখি। এরা পুড়তে থাকুক। আমরা উল্লাস করি। কুইক কুইক। তাড়াতাড়ি করো। ভোর হয়ে আসছে। কাজ সেরেই কেটে পড়তে হবে আমাদের।"

আলি সাহেবের কথামতো ওরা একই খুঁটিতে বাবলু ও সহেলিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে দরজায় শিকল তুলে আগুন ধরিয়ে দিল চারদিকে। সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে শয়তানের হাসি শোনা গেল হাঃ হাঃ করে। কী পৈশাচিক সেই হাসি।

বিলুরা যখন টনকপুর মাণ্ডিতে এসে পৌঁছল সকাল তখন ন'টা। খুব তাড়াতাড়িই এসেছে ওরা। বাসে এলে অনেক সময় লাগত। ওরা ট্রাক থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়া দিতে গেলে সে প্রথমে নিতে চাইল না। কেন না প্রকাশ উগ্রেতিকে সে চেনে। তবুও বিলু ওকে একশোটা টাকা দিল। প্রায় জোর করেই।

পঞ্চু ট্রাক থেকে নেমেই গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ঠিক করে নিল একবার। ও এখন সুযোগের অপেক্ষা করছে।

প্রকাশ উগ্রেতি বলল, "প্রথমে আমি একবার আমাদের নেপালি বস্তিতে গিয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখি আমাদের পরিচিত কারও বাড়িতে ওরা আশ্রয় নিয়েছে কিনা।"

সরযূ বলল, "হ্যাঁ, তাই যা। তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু। আমরা সবাই দারুণ একটা টেনশনের মধ্যে রয়েছি।"

প্রকাশ সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় ওর পরিচিত দু'-একজন ছুটে এল ওকে দেখে। তারপর যা বলল তা শুনে উল্লসিত না হয়ে পারল না।

ওদেরই মুখে শুনল কাল রাতে গোড়িগোটের অদূরে বজরংবাবার গুহার কাছে একজন জঙ্গি টেররিস্টদের গুলিতে মরেছে ও একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ধরেছে পুলিশ। আর নিম্নভূমির জঙ্গলে একটা কাঠের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দু'জনকে দগ্ধ করে মেরেছে কারা যেন। গোটা টনকপুর তোলপাড় হচ্ছে এই নিয়ে।

সরযূ বলল, "এ ঠিক ওদেরই কাজ। এই কাজ করে ওরা ধুলিগাডের জঙ্গলেই আশ্রয় নেবে।"

প্রকাশ উগ্রেতি সেই অগ্নিদগ্ধ কাঠের বাড়িটা কোনদিকে জেনে সবাইকে নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে চলল। অনেকটা পথ গিয়ে একসময় ওরা যখন সেই বাড়িটার কাছে এল তখন দেখল শুধু ছাই আর ছাই। লোকে লোকারণ্য চারদিকে। ঝরনা থেকে জল নিয়ে এসে কেউ কেউ সেই ছাইতে ঢেলেও যাচ্ছে। ওরা গিয়ে শুনল একটি বাঙালি ছেলে ও একটি নেপালি মেয়েকে নাকি এই ঘরের ভেতর বন্দি করে পুড়িয়ে মেরেছে দুষ্কৃতীরা। শুনেই সব আনন্দ জল হয়ে গেল ওদের।

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখে জল। পঞ্চু নির্বাক।

কে বলল? কে দিল এই খবর?

হরিরাম তখন অদূরে স্থানুর মতো বসে বসে দেখছিল সেই ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ।

হরিরামের মুখ থেকেই খবরটা পেয়েছিল সবাই। তাই বিলু ভোম্বল সঠিক খবর জানতে হরিরামের কাছেই ছুটে গেল।

হরিরাম ওর সঙ্গে ওদের পরিচয়ের কথা বলে আগাগোড়া যা যা হয়েছে সব বলল। তারপর বলল, "আমি প্রাণভয়ে লুকিয়েছিলাম। ওবা যখন ঘরে আগ লাগিয়ে ওই পাহাড়ের দিকে চলে গেল আমি তখন শহরে গিয়ে খবর দিই।"

উত্তেজিত বিলু বলল, "যদিও অনেক দেরি হয়ে গেছে তবুও পঞ্চুকে নিয়ে শয়তানদের খুঁজে বের করবই। তুই পারবি ওই পাহাড়ে আমাদের নিয়ে যেতে?"

"কিঁউ নেহি? জলদি চলো।"

প্রকাশ উগ্রেতি ও সরযূ সবার আগে ছুটেছে। আর ছুটেছে ওদের সঙ্গ নিয়ে পঞ্চু। ওর ক্রুদ্ধ চিৎকারে বনভূমি কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও পিছিয়ে রইল না। হরিরাম ওদের পাহাড়ে উঠতে সাহায্য করল। পাহাড়ে ওঠার সে কী কষ্ট। তবুও ওরা দুর্বার। প্রতিশোধ স্পৃহায় ওরা মরিয়া।

অনেকটা ওঠার পর হঠাৎ এক জায়গায় এক উচ্চস্থানে একটি চট্টান মতো জায়গার কাছে আসতেই ওরা দেখল বড় একটা পাথরের ওপর হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত কলেবরে থরথর করে কাঁপছে অপরাধ জগতের সেই গড ফাদাব।

পঞ্চু ছুটে যেই না তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে অমনই চিৎকার করে উঠল সরযূ, "না পঞ্চু না। ও আমাব শিকার। তুই কিছু করিস না। ওকে আমি মারব।"

আকবর আলির তখন পালাবার পথ নেই। পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? পেছনে সারদার গর্জ আর পাহাড়ে দু'পাশে দুটো বড় বড় পাথরের খাঁজে নিজেদের আড়ালে বেখে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সহেলি ও বাবলু। সহেলির হাতে রিভলভার। বাবলুর হাতে পিস্তল।

ওদের দেখেই উল্লাসে নেচে উঠল সকলে। পঞ্চু তো ছুটে গিয়ে কুঁই কুঁই করে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

সরযূ দারুণ রেগে বলল, "এখন কি সিন ক্রিয়েট করবার সময়? আমরা যে এইভাবে এত কষ্ট করে আসছি তোমরা সাড়া দাওনি কেন?"

বাবলু হেসে বলল, "দিইনি তার কারণ আসল শত্রু আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা দেখছিলাম তোমরা

আমাদের খুঁজে বের করতে পারো কি না। শেষমেশ ডেকে নিতাম ঠিকই।"

সরযূ আর কথা না বাড়িয়ে রিভলভার উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল আকবরের দিকে। বলল, "আলি সাহেব, তুমি আমার বাবার হত্যাকারী, একটি ছেলেকে তুমি যমুনার ব্রিজ থেকে ফেলে দিয়েছিলে নৃশংসভাবে। কিছুক্ষণ আগেও তুমি জীবন্ত দগ্ধ করতে চেয়েছিলে আমাদের দুই বন্ধুকে। তাই আমার হাতে তোমার মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না আজ। এবার তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। রেডি, ওয়ান—টু—থ্রি—।"

সরযূ ট্রিগার চাপ দেবার আগেই আকবর ওর খালি রিভলভারটা ছুড়ে মারল ওর হাতে। যদিও সেটা হাতে না লেগে ফসকে গেল তবুও আকবর বাঁচল না। পঞ্চু বীরবিক্রমে বিকট চিৎকারে ওর দিকে ছুটে যেতেই ও এমনই ভয় পেয়ে গেল যে পেছনের অতলস্পর্শী সারদা গর্জের কথা ভুলেই গেল বেমালুম। অসতর্কভাবে পিছু হটতে গিয়ে পা হড়কে একেবারে সারদাপ্রাপ্তি হল। কী মর্মান্তিক দৃশ্য। ভয়ংকর পরিণাম।

এতদিনে একটা সত্যিকারের পাপ বিদায় হল।

বিলু বলল, "এবার বল দেখি ওই বিধ্বংসী আগুনের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পেলি তোরা?"

বাবলু বলল, "শোন তা হলে কী হল। ওরা তো আমাদের দু'জনকে বেঁধে ঘরে আগুন দিয়ে পালাল। আমরা তখন মৃত্যু আসন্ন জেনে অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগলাম। নাইলনের মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, তাই আমাদের ছটফটানিতে আলগা হয়ে গেল সেটা। সেই সুযোগে আমার পকেটে রাখা ছোট্ট ছুরিটা কোনওরকমে বের করে দড়ির একটা অংশ কেটে নিজেকে মুক্ত করেই সহেলিকে বন্ধনমুক্ত করলাম। তারপর জানলার দিকের একটা অংশ ভেঙে বাইরে এলাম। শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কোনদিকে যে গেছে তা অনুমান করতে না পারলেও আমরা অনুমান করলাম এই অসময়ে ওরা শহরমুখী না হয়ে জঙ্গলের পথই ধরবে। তাই অনুমানে ভর করে খানিক আসতেই হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে দিক পবিবর্তন করলাম। দেখলাম একটা চিতা ওরই দলের একজনকে নিয়ে ঝরনা পার হয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপরই দেখলাম কয়েকটা টর্চের আলো এদিক সেদিকে ঘোরাফেরা করছে। আমরা সেই আলো যেদিক থেকে আসছে গুটি গুটি পায়ে সেদিকে যেতেই দেখতে পেলাম ওদের। ওরা ওখানে বসে নীচের আগুন দেখছিল। আমাদের পাতা মাড়িয়ে যাওয়াব শব্দে সচকিত হয়ে রুখে দাঁড়াতেই সহেলির রিভলভারের গুলিতে চমকে উঠল বনভূমি। গুলিটা লেগেছিল আকবরের পায়ে। ওর তিন সঙ্গী তখন পুলিশি আবির্ভাব মনে করে তখনই পালাল সেখান থেকে। ওদের পালানোর সময় আমিও একটা গুলি খরচ করলাম। সে গুলিও ব্যর্থ হয়নি। যাকে লেগেছে তাব চিৎকারেই তা মালুম হল। আকবরও থেমে থাকেনি। আমাদের লক্ষ্য করে গুলি কবতে করতে পালাবার চেষ্টা করল। আমরা আর অযথা গুলির লড়াই না চালিয়ে ওর পিছু নিলাম। কেন না আমরা জানতাম পায়ে গুলি লাগার ফলে ও বেশিদূর যেতে পারবে না। তাই ওকে আরও বেশি ঘায়েল কববার জন্য ওকে লক্ষ্য করে অনববত পাথর ছুড়ে মারতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সকাল হল। আমরাও তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের আর চলাফেরারও ক্ষমতা নেই। সেজন্যেই ওকে এখানে নজরবন্দি করে নিজেরা গা ঢাকা দিয়ে বসেছিলাম। ও-ও বেকায়দায় পড়ে আর পালাবার পথ না পেয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওই মৃত্যুফাঁদের কাছে। এমন সময় তোরা আসছিস দেখে বুকে বল পেলাম। কিন্তু কীভাবে জানলি আমরা এখানে আছি?"

বিলু বলল, "তুই নৈনিতালে না যাওয়ায় সরযূর মুখে শুনেই টনকপুরে এসেছি আমরা। হরিরাম তোদের মৃত্যু সংবাদটা সকলকে জানাতেই ছুটে এসেছে স্থানীয় লোকজন। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তোরা মৃত। তবুও প্রতিশোধ নেবার জন্য ওদের গমনপথ ধরেই হরিরামকে নিয়ে আসছিলাম আমরা। ভাগ্যক্রমে সকল মুশকিলের আসান হঠাৎ করে হয়েই গেল।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "হঠাৎ করে? কী কাণ্ড করে যে হল তা সবাই জানি।"

এবার শুধু মহামিলনের পালা। পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেমন সবাই সবাইকে পেয়ে অভিভূত, সরযূ, সহেলি ও উগ্রেতিও পরস্পরকে পেয়ে তেমনই আনন্দিত।

উগ্রেতি বলল, "যুদ্ধ শেষ। বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের মেয়েদুটিকে ফিরে পেয়েছ। আমরাও ফিরে পেয়েছি সবাইকে। আমাদের উভয়পক্ষের শত্রুরও নিধন হয়েছে। এখন চলো, এই বনপথ ধরে আমরা টুন্যাসে গিয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর করি। জলযোগ সারি। তারপর সবাই গিয়ে দর্শন করে আসি পূর্ণাগিরি মাতাকে। এমন রমণীয় দেবীস্থান এই অঞ্চলে আর দুটি নেই। আমরা দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে আসি।"

উগ্রেতির কথায় রাজি হল সবাই। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো এক কথায় রাজি। এমন সব বন্ধুদের সাহচর্য নিয়ে কুমায়ুনের পর্বতমালায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ কখনও ওরা ছাড়ে? তাই সবাই মিলে পঞ্চুর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে অনেক আদর করে যাত্রা শুরু করল।

যাত্রা শুরুর মুহূর্তেই উল্লসিত ভোম্বল চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

বাবলু বাধা দিয়ে বলল, "উঁহু। কৃতিত্ব শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নয়, সকলের। বিশেষ করে পঞ্চুর। তাই—

ভোম্বল বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু!"

সবাই হাত উঁচিয়ে বলল, "হিপ হিপ হুররে।"

পঞ্চুও যোগ দিল তাতে। আনন্দে একটা লাফ দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে জোর গলায় ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"